

14-73(17)

প্রকৃতি হইয়া উঠে। একালে বায়ু একরূপ প্রশমিত হইয়াই যায়।

“হেমন্তে চীরভে শ্লেষা বসন্তে চ প্রকৃপ্যতি।

প্রায়েণ প্রথমং বাতি স্বরমেব সসীরণঃ ॥

পরংকালে বসন্তে চ পিত্তং প্রাবৃত্তৌ ককঃ”। (শালধর)

কারীতসংহিতায় বসন্তোপচারে লিখিত আছে,—এই বসন্ত-কালে প্রমুদিত কোকিলকুলের কলকুলনে কানন মুখরিত হইয়া উঠে, কিংবদন্তি কুহুমগুলি মদনাগমের সূচকরূপে শোভা পায়, ভূধরনিকর কুহুমসৌরভে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মত্ত মধু-করেরা মধুলোভে ছুটছুটি করে, পশু পক্ষী মানব সকল জীবই মদনবাণের বিবরীভূত হইয়া পড়ে, গুণযুত মলয় মারুত বহিতে থাকে, ফলে এই সময় জগৎটাই কেমন যেন এক প্রেমোদে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু কফবর্ধক, স্মৃতরাঃ এই কালে কফপ্রকোপ উপশমের জন্ত বমনাদি ও রুকসেবন একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্বির আনন্দবহুল বিবিধ স্মরতন্ত্রীড়াজনিত পরিশ্রমও কফবারণের প্রধান উপায়। কফের উপচয়ে কটু, ক্ষার ও অন্ন দ্রব্য সেবা করা উচিত। এ কালের আর এক স্বাস্থ্যকর জিনিস—ব্যায়ামাদি নানারূপ শারীরিক পরিশ্রম।\*

চরকের স্মরণে লিখিত আছে, হেমন্তকালে শ্লেষা সঞ্চিত হয়, বসন্তে উহা দিনকর-করম্পর্শে কুপিত হইয়া পাচকায়িক দূষিত করিয়া দেয়। এই জন্ত বসন্তে শ্লেষজন্ত বিবিধ ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। স্মৃতরাঃ এই সময় বমনাদি দ্বারা শ্লেষ-নাশ করা উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্ষবীৰ্য, কটু-তিক্ত-কষায় লবণ রসযুক্ত অন্নাদি; হরিণ, শশ, নাব ও চটক প্রভৃতি লঘুমাংস ও যব গোধূম এবং অভ্যস্ত হইলে দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মজাদি পান এবং স্নানপান, আচমন ও শৌচাদি কার্যে স্মৃতিসেবা জীবনকাল ব্যবহার করা কর্তব্য। অগুরু-চন্দনাদি অমূলপন এবং পরিচ্ছদ ও শয্যা হেমন্তকালের শ্রায় ব্যবহার্য। যুবতী ক্রীসন্তোষ ও কাননের রমণীয়তা উপভোগ এই কালে একান্ত প্রশস্ত। গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং অন্ন ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবানিত্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক।

\* মুদিতকোকিলকুলিতকাননং মদনসূচকিং শুকশোভিতম্।

কুহুমসৌরভরঞ্জিতভূধরং কলিতমত্তমধুভ্রতলালসম্।

মকরকেতুদ্বাণসমাহুলং মুদিতমেব সমস্তমিহ জগৎ।

মলয়মারুতরূপগুণাখিতঃ কফকরো হি বসন্ত ঋতুর্ভবেৎ।

কফপ্রকোপবিনাশনালমঃ বমনবাসনরুকসিবেষণম্।

বিবিধঃ স্মরতান্যঃ সংজ্ঞবঃ কফবারণঃ।

কটুকায়কঃ সেব্যঃ পোষণং কফসত্তবে।

ব্যায়ামজরসংরোধখিণো বিজ্ঞান্যবাসনঃ।

এবং স্নিগ্ধলঘুপাকো নরঃ শীতং হৃদী ভবেৎ ॥” (হারিভংসঃ ১ হান ৪ অঃ)

“হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষা দিনকুন্ডাভিরীরিতঃ।

কারায়িং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুপতে বহুন্ ॥

তন্মাদলন্তে কক্ষ্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।

শুক্লম্নিগ্ধমধুরং দিবাসপ্রঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

ব্যায়ামোষুর্জনং ধূমং কবড়গ্রহমজ্ঞনম্।

সুখাধুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুহুমাগমে।

চন্দনাগুরুদিগ্ধাকৌ যবগোধূমভোজনঃ ॥

শারভং শশমৈণেয়ং মাংসং লাবকশিজলম্।

ভক্ষয়েন্নিগদং সীধুং পিবেন্মাক্ষীকমেব বা।

বসন্তেহুভবেৎ ক্রীণাং কামীনানাঞ্চ যৌবনম্ ॥”

(চরকস্মৃতঃ ৬ অঃ)

এতদ্বির সূত্রত ষষ্ঠ অধ্যায় এবং বাগ্ভট স্মরণান তৃতীয় অধ্যায়েও বসন্তচর্যার বিষয় উল্লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বসন্ত (পুং) ১ অতিসার। (শকরত্নাঃ) ২ ছয় রাগের অন্তর্গত দ্বিতীয় রাগ। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে, রাগ ছয়টি এবং রাগিণী ত্রিশটি। পূর্বোক্ত ছয় রাগের মধ্যে বসন্ত একটি। যথা—“রাগাঃ ষড়্ভেব তু প্রোক্তা রাগিণ্যস্ত্রিশদেব তু।

ভৈরবোহথ বসন্তশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥” (সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীতদর্পণের মতে পঞ্চবস্তু শিবের বামদেব নামক দ্বিতীয় বস্তু হইতে এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

“সত্তোবস্তুান্তু ক্রীরাগো বামদেবাস্তবস্তকঃ ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১০)

ক্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘরাগ ও বৃহদ্রাট এই ছয়টি রাগ পুরুষপদ-বাচ্য। এই ছয় রাগের মধ্যে এক একটি রাগের অমুগামিনী ছয় ছয়টি রাগিণী আছে। বসন্ত রাগের অমুগামিনী ছয়টি রাগিণী যথা,—দেশী দেবগিরী, [দেবকিরী] বৈরাটী,তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলা। এইরূপ অষ্টাত্ত রাগেরও রাগিণী আছে।\* কল্লিনাথ মতে বসন্তরাগের অমুগামিনী ছয় রাগিণীর নাম স্বতন্ত্র। যথা,—আকুলী, গমকী, পঠমঞ্জরী, গোড়করী, ধামকলী ও দেবশাখা।

সঙ্গীতদামোদরে বসন্তরাগের অমুগামিনী মাত্র পাঁচটি রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

\* “ক্রীরাগেহি বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।

মেঘরাগো বৃহদ্রাটঃ ষড়্ভেদে পূর্ববাস্তবঃ।

দেশী দেবগিরী চৈব বৈরাটী তোড়িকা তথা।

ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাদনঃ ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১০-১১)



1473 471





# বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

দাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য ভাষার অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত  
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং  
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ  
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্যাকরণ, অলঙ্কার, হস্তশিল্প, ভাষ্য,  
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোচ্যার্থী,  
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,  
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কুমিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের  
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহত্ত্ববিদ্য

সপ্তদশ ভাগ।

রোজ—বস্ত্র

১৪ নং ভেলিপাড়া লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

ঐপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩



विषयकोष वर्णमाला क्रम

দক্ষিণাত্য লিপি, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ৪র্থ তালিকার বিবৃতি

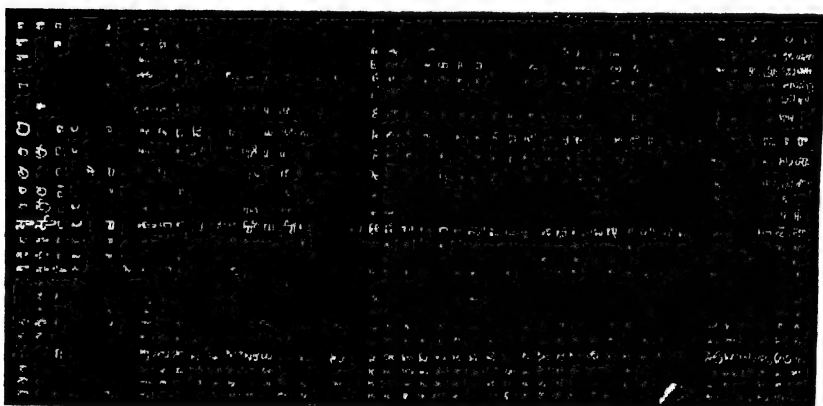
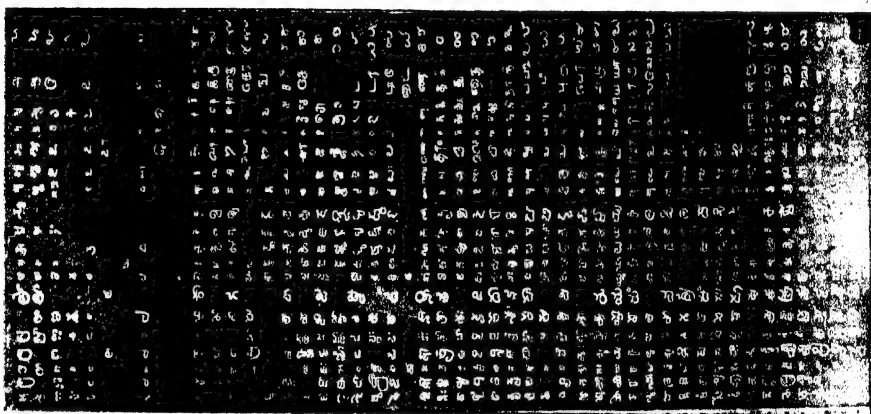
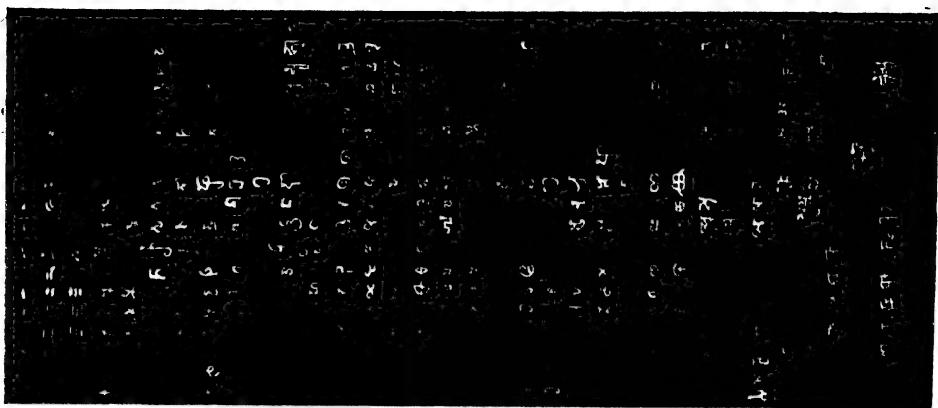
[illegible]

## ২ম ভাগিকার বিবৃতি

[illegible]

মহা এনিয়ার ১ম শতাব্দী		নেপালের পুখি				জৈন		বৌদ্ধ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১	১		১	১	১	১		১
২	২	২		২		২	২		২
৩	৩	৩		৩		৩	৩		৩
৪	৪	৪		৪	৪	৪	৪		৪
৫	৫		৫		৫	৫	৫		৫
৬	৬		৬	৬	৬	৬	৬		৬
৭	৭	৭			৭	৭	৭		৭
৮	৮		৮		৮	৮	৮		৮
৯	৯		৯		৯	৯	৯		৯
১০	১০	১০	১০		১০	১০	১০	১০	১০
১১	২০	২০	২০		২০	২০	২০	২০	২০
১২	৩০	৩০	৩০		৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
১৩		৪০	৪০		৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
১৪	৫০	৫০	৫০		৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
১৫		৬০	৬০		৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
১৬		৭০	৭০		৭০	৭০	৭০	৭০	৭০
১৭			৮০		৮০	৮০		৮০	
১৮			৯০		৯০	৯০	৯০		৯০
১৯	১০০	১০০		১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
২০	২০০			২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
২১	৩০০				৩০০	৩০০	৩০০		
২২						৪০০			







# বিশ্বকোষ



## সপ্তদশ ভাগ

রোকি

রোটাঁস

রোজ (দেশ) প্রতিদিন। নিত্য।

রোজ আফজান্ (নাজির), সম্রাট মহম্মদশাহের অধীনস্থ একজন খোজ। খাজা সরা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী শাহজহানাবাদে 'বাগ নাজির' নামে প্রসিদ্ধ উদ্যান-বাটিকা নির্মাণ করান।

রোজ বিহান্ (শেখ), একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও সাধু। ইনি তক্ষশার আরাম্ নামে কোরাণের টীকা ও সর্ব্ব-মন্স্বাধিকার প্রভি কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

রোজা, মুসলমানদিগের চল্লিশাহ উপবাসরূপ পরীক্ষণ।

রোঝান, পঞ্জাব-প্রদেশের দেরা গাজি খাঁ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। পিন্ড নদের পশ্চিম কূলে দেরা গাজি খাঁ নগরের দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১২' পূঃ। মজারি বলুচ জাতির তুমান্দার (সর্দার) বহরাম খাঁ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া রাজধানীরূপে মনোনীত করেন। বর্তমান সর্দারের প্রতিষ্ঠিত বিচার-পুহ এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃপুত্রের সরাধিমন্দির বেধিবার জিনিস। পশমী 'রাগ্' বা আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

রোকি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় বিভাগের নবানগর রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। কচ্ছ উপসাগরের নবানগর খাঁড়ির মোহানার নবানগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে চারণ-রমণীর উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি মন্দির আছে। কিংবদন্তী এইরূপ, একদা নাগররাজ যুগরাজ প্রবৃত্ত হইয়া একটি নীলগাইর পশ্চাদমুগুরণ করেন। প্রাণ-

ভরে ভীত নীলগাই ক্রতবেগে আসিয়া সেই চারণ-রমণীর আশ্রমে প্রবেষ্ট হইল। রাজা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সেই বুড়ো চারণ-রমণীকে যুগটী দেখাইয়া দিতে বলিলে তিনি যুগ সমর্পণে অস্বীকৃতি হইলেন, রাজা বলপূর্ব্বক যুগটী বাহির করিয়া নিহত করেন। ইহাতে ঐ বুড়ো কুপিত হইয়া রাজাকে অতিশম্পাতপূর্ব্বক আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। বুড়ার এই অক্ষয়কীর্ত্তি শ্রবণ রাধিবার জন্য সমুদ্রসৈকতোপরি তাঁহার আশ্রমসন্নিহিত স্থানে একটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব্বকোণে জুরায়ের জলধোনা হইতে ৪২ ফিট উচ্চ শেতপ্রস্তরনির্মিত স্তম্ভোপরি এখানকার আলোক-বাটিকা বিভ্রমমান আছে। অক্ষা° ২২° ৩২' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ১৩' ৩০" পূঃ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবানগর-রাজ এই আলোক-বাটিকা নির্মাণ করান। আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকিলে সমুদ্রগর্ভে ৭ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক লক্ষ্য করা যায়।

রোটি (জি) কট (অন্তেতোহাঙ্গি বৃত্তান্তে। পা ৩।২।৭৫) ইতি-বিচ্। ১ হিংস। ২ বধক।

রোটিকরত (কী) ব্রতভেদ। (ব্রতপ্রকাশ)

রোটাঁস, পঞ্জাবপ্রদেশের খিলাব জেলার অন্তর্গত একটি গিরিহর্গ ও তৎপাদমূল্য গওগ্রাম। লবণপর্ব্বতের বেে স্থানে কুহান্ নদী নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার সর্বাধিকতম একটি শৈলশৃঙ্খল অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪২' পূঃ। এখান হইতে খিলাব নগর ৫১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব।

আকগানসর্দার পেরশাহ বেে সময় দিল্লীসিংহাসন বলপূর্ব্বক অগবরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি

গুরুত্বপূর্ণ দমন করিবার অভিপ্রায়ে এই দুর্গ স্থাপন করেন। তিনি এই গিরিপথের সমুখদেশে অবস্থিত একটি শৈলশৃঙ্গ পরিবেষ্টিত করিয়া দুর্গের চতুর্দিকে প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত একটি স্থানীয় প্রাচীর নির্মাণ করান। ঐ প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গ রাতিবার সুরক্ষিত হানে স্থানে আবশ্যিক মত ৩০ হইতে ৪০ ফিট পর্যন্ত প্রশস্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রবেশদ্বার অত্যন্ত পূর্ণপ্রাচীর বিরাজিত আছে, কিন্তু দুর্গের বিবরণ সীমাপ্রাচীরের মধ্যগত দুর্গবাটিকা কালের কুসলে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এই অরক্ষিত দুর্গভূমির পরিমাপ আনুমানিক ২৬০ একর হইবে। এই স্থানের প্রাকৃতিক চিত্র অতীব মনোহারী।

রোটাস্গড়, (রোহিতাস) বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গিরদুর্গ। সারসরাম নগরের ১৫ কোশ দক্ষিণে কোএল ও শোণনদের সন্ধিমের অল্পদূরে শৈলেশ্বরী স্থাপিত। অক্ষা. ২৪° ৩৭' ০০" উঃ এবং দ্রাঘি. ৮৩° ৫৫' ৫০" পূঃ।

শাহাবাদ জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্তির অনেক নিদর্শন থাকিলেও প্রকৃতবাহুসন্ধিস্থার একশ আশ্রয়ের বিবরণ আর কোথাও নাই। এই স্থানের প্রাচীনত্ব সন্দেহ নানা কিংবদন্তী প্রচারিত থাকিলেও একমাত্র দুর্গ হইতেই উহার অতীতকীর্তির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নামানুসারে এই স্থানের নাম রোহিতাশ্বগড় হইয়াছিল। পরে মুসলমানাধিকারে ক্রমে রোহিতাশ্বগড় হইতে রোটাস্গড় নামে আখ্যাত হইয়াছে। এখানে রোহিতাশ্ব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় লোকে ভক্তি সহকারে সেই দেবপ্রতিম মূর্তির উপাসনা করিত। সম্রাট অরঙ্গজেব রোটাস্গড় অধিকার করিয়া ঐ স্থান ধ্বংস করেন।

উপরোক্ত সমাগরাপুত্রীর অধিপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তৎকালীয় কত জন নরপতি এই দুর্গাধিকার রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহ এই স্থান অধিকার করিয়া দুর্গসংস্কারে যত্নবান হন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শেরগড়ে দুর্গ নির্মাণ পূর্বক তথায় বাস করেন। সম্রাট অকবরশাহের সেনাপতি ও বাঙ্গালার প্রতিনিধি রাজা মানসিংহ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুর্গ অধিকৃত করিয়া তথায় সেনাদল স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন দুর্গের সংস্কার ও নতুন বাসভবনাদি তিনি নির্মাণ করিয়া যান। তাঁহার উৎকর্ণ দুর্গপ্রাচীর সংস্কৃত ও পারস্যভাষায় লিখিত শিলালিপ্য হইয়াছে। তাহার আত্মপুঙ্খিক বিবরণ বিবৃত আছে।

রোটাস্গড় শৈলের বে অধিত্যকাশ্রমণে ক্ষতদুর্গের নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা পূর্বদিক্‌তে ৪ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫ মাইল হইবে। উহার সমগ্র পরিধি প্রায় ২৮ মাইল। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ডাঃ হকার এই স্থানের উচ্চতা ১৪২০ ফিট নির্ধারণ করেন।

এই পর্বতে উত্তিবার ৮৩টা রাস্তা আছে। তন্মধ্যে ৪টা বড়বাট ও ৭৯টা ঘাটা নামে কথিত। দুর্গপরিভ্রমণের মধ্যে বড়গুলি প্রাচীন কীর্তি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত দুইটি হিন্দুমন্দির, অরঙ্গজেবের নির্মিত মসজিদ, মহাল-সরাই, নামক প্রাসাদ ও 'বারদোয়ারী' নামক রাজকাঠাণের স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভবিষ্যৎকালেও গম্ভীর অন্তর্গত রহিতাসপত্তনের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ঐ স্থানকে রোটাস্গড় বলিয়াই অভিহিত হয়। (ত্রুক্ষণ ৩।৩৬)

রোটিকা (ত্রী) গিটবিশেষ, চলিত রুটি। ইহা ময়দা, মাষ, ছোলা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রুটি বলিলে ময়দা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ বুঝায়। ভাবপ্রকাশে—

“শুকগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিদুপুষ্ঠাক পোলিকাং।

তপ্তকে শ্বেনয়েৎ কৃত্বা ভূয়োহঙ্গারংহপি তাং পচেৎ ॥

সিদ্ধেয়া রোটিকা প্রোক্তা গুণানন্তাঃ প্রচক্ষহে।

রোটিকা বলক্লৃষ্টা বুংহণী ধাতুবর্জনী।

বাতঘ্নী কফকৃষ্টকী দাঁষ্টায়ীনাং প্রপুঞ্জিতা ॥” (ভাবপ্রঃ)

রোটিকা প্রস্তুতপ্রণালী—শুক গোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্বারা কিঞ্চিদুপুষ্ঠ পোলিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে উহা তাওয়ার গরম করিয়া লইয়া প্রভূত অঙ্গারায়িতে (করগার আগুনে) পাক অর্থাৎ সেকিয়া লইলে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বলকারক, কটজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্জক, বায়ুনাশক, কফকারক, এবং শুষ্ক। প্রবল্যামি মানবের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

যবরোটিকা—যব চূর্ণ করিয়া উত্তরুণ প্রণালীতে রোটিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে যবরোটিকা কহে। ইহার গুণ—রুচিকর, মধুররস, লঘু, মলবর্জক, শুষ্ক ও বাতজনক, বলকারক, এবং ককরোগ, পীনস, শ্বাস, কাস, মেহ, প্রমেহ ও গলরোগনাশক।

মাষরোটিকা—শুক মাষকলারের চূর্ণকে চমনী বলে, এই চমনী দ্বারা বে রোটিকা প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলভজিকা বা মাষরোটিকা কহে। গুণ রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য, বায়ুবর্জক ও বলকারক। ইহা প্রবল্যামি মানবগণের পক্ষে প্রশস্ত। মাষকলাইয়ের দাইল বলে ভিজাইয়া উহার তুব ফেলিয়া দিয়া

রোডে ওকাইরা বসে পেরণ করিয়া লইলে তাহাকে বুসী কহে। এই বুসীর কটা কক ও পিত্তনাশক, এবং কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক। এই কটীর নাম বুরিকা।

চণকরোটিকা—কক, কক ও রক্তপিত্তনাশক ওক, বিটন্তী, এবং চকুশীতাকর, তিলের রোটি ও এইরূপ গুণযুক্ত।  
রোড়, উন্মাদ। অনাধর। জ্বাতি পরজৈ অক সেট। লট রোড়তি। লোট, রোড়তু। লিট, রোড়। লিচ্, রোড়তি। লুৎ, অরোড়ৎ।

রোড় (জি) ১ তুস্ত। ২ কোদ।

রোড়, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশবাসী কৃষিকীর্ষী-জাতিবিশেষ। পঞ্জাবের কর্ণাল ও অম্বালা জেলার সীমান্তবর্তী এবং হারীশরের দক্ষিণস্থ সুবিস্তৃত ধাক্জাদল প্রদেশে চৌরাসী-খানি গ্রামে ইহারা বাস করে। ভারতযুদ্ধের অবসান সময়ে পাণ্ডবগণ কুরুকুল সমূলে নির্মূল করিবার আশায় শেবযুদ্ধের সময় বে স্থানে লৈলসমবেত করিয়াছিলেন সেই অমীন্ গ্রামই ইহাদের আদি বাসভূমি। এই স্থান হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিম যমুনাখালের তীরদেশ, নিম্ন-কর্ণাল ও বিন্দ প্রভৃতি নানা জেলার বাইরা বাস করিয়াছে।

ইহারা দৃঢ়কার ও স্তম্ভরপঠন। দেখিতে সর্কোশে আটজাতির অনুরূপ; কিন্তু শান্ত ও নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষিকাৰ্য্যনিরত। আটজাতির ভার ইহারা যুদ্ধপ্রিয় বা পরবাণ-হারী নহে।

ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বংশোপাখ্যান নাই। অরোড়া-(পূর্বপঞ্জাবপ্রদেশে রোড়া নামে খ্যাত)-দিগের ভার ইহারাও আপনাদিগকে জ্ঞিরা বলিয়া পরিচিত করে। পরন্তুরামের ভরে তাহারা “আউর” (আর=অপর) জাতি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, এই জন্ত তদবধি একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের অরোড়া ও পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলবাসী রোড়া হইতে প্রচুর ঋনেশ্বরপ্রান্তবাসী রোড়েরা বে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। পাক্কা জাতিতত্ত্ববিদগণ পূর্বাঞ্চলবাসী রোড়া-জাতি হইতে পশ্চিম পঞ্জাববাসী রোড়-দিগকে অপেক্ষাকৃত সলকার দেখিয়া ছুইটিকে পৃথক্ জাতি বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের আচার্যাদি লক্ষ্য করিলে উভয়কেই অতিশয় বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক আচারে আটদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

মোরানাবাসবাসী আমীল-গ্রামীণ রোড়েরা বলে যে, তাহারাও স্থানীয় চৌহান রাজপুতদিগের এক শাখা, সল

হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। অপর রোড়েরা বলে যে, যোহতক জেলার আকর কুসীলের বনালী গ্রামই তাহাদের আদি বাসস্থান, আবার কেহ কেহ রাজপুতনা হইতে লম্বাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সাগ্গাল, নাইরা, খিতি ও জগরান প্রভৃতি কলকগুলি থাকে। ইহারা বিবাহ বিবাহ দেয়।

শাহরানপুরের রোড়েরা বলে, ভারতযুদ্ধ কালে খ্রীষ্টক যোদবৎ কৈধলজাবে ইহাদের উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের বিবাহপ্রথা আট ও গুজরাজাতির ভার। বিবাহ-বিবাহ প্রচলিত আছে। দেবর বিবাহই প্রচলিত। ইহারা মৎস্য, মদ্য ও ছাগ পুস্কাদির মাংস ভক্ষণ করে।

বিজনোরবাসী রোড়েরা আপনাদিগকে খ্রীস্টচন্দ্রভনর কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। বিগত চার শতাব্দী পূর্বে ইহারা কর্ণাল জেলার কডেপুত-পুতী নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়াছে। এই গ্রামে লৈলদিগের বাস ছিল। কালে লৈল ও রোড়দিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন রোড়েরা দলপতি মহীচাঁদের অধীনে অন্তর বাইরা বাস করিতে বাধ্য হয়।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন থাক আপনাদিগকে তোমর-রাজপুত বংশোদ্ভূত বলিয়া থাকে। দিল্লীর তোমররাজবংশের প্রভাব থর্ক হইলে তাহারা নানা স্থানে বাইরা বাস করে। কেহ কেহ বলে, মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা অন্তর বাইরা বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ইহারা বিবাহ ও অপরাপর ক্রিয়াকলাপাদি সম্রাট হিন্দু-বংশেরই অনুকরণে নির্বাহিত করিয়া থাকে। বিবাহারা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা বিবাহার ইচ্ছানি। খ্রীচরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক প্রমাণ পাইলে আতীর সভার অনুমোদনে তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পত্নীভ্যাগের সাধারণ কোন নিয়ম নাই। কোন কোন সময় সসমাজে অর্থদণ্ড দিয়া সে স্বজাতি মধ্যে থাকিতে পার। কৃষি ব্যতীত ইহারা টাটু (মাছ) ও স্তলী প্রভৃতি করে।

রোড় (জি) উদ্গমনশীল। অস্থির হওন।

রোপ, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। কুপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের মধ্যে দক্ষিণ-মহারাত্রী রেলপথের আলুর ও মজাপুর নামক স্থানে ছুইটা ষ্টেশন আছে।

২ উক্ত জেলার একটা মণ্ডল ও উপবিভাগের মণ্ডল। অক্ষা° ১৫°৪১'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১১'১" পূঃ। এখানে

\*লঙ্কাক্ষণে বনকোটিরভাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তমক।

অর্থতঃ লিঙ্গপুরঃ স্তম্ভকঃ সৌম্যোহুঃ স্যামে বড়বানলশ্চ।\*

( সিংহভূমিরোমপি গোলাধার )

রোমকৈর্গক ( পুং ) শব্দক। ( বৈজ্ঞানিক )

রোমকসিদ্ধান্ত ( পুং ) রোমকাচার্য্য লিখিত জ্যোতির্গর্হ।

রোমকাচার্য্য ( পুং ) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। শাক্য  
সংহিতায় ও বটাহমিহির কৃত হারগরত ইহার উল্লেখ আছে।

রোমকায়ন ( পুং ) গ্রন্থকারভেদ। ( বৃহৎসং ৩।১০ )

রোমকূপ ( পুং ) রোমণ্যঃ কূপঃ। লোমবিবর।

\*একপাতিশ্চাকলাং নদৌ ব্রজা কমণ্ডলুয়।

লম্বতরোমকূপেণু নিলয়মীন্ দিবাকরঃ।\* ( দেবীমাং ১ অং )

রোমকেশর ( ক্রী ) রোমণ্যঃ কেশরমিব। চামর। ( ত্রিকাং )

রোমগর্ত ( পুং ) রোমণ্যঃ গর্তঃ। রোমকূপ।

রোমগুচ্ছ ( পুং ) রোমণ্যঃ গুচ্ছঃ। চমর। ( ত্রিকাং ) স্বার্থে-  
কন্। রোমগুচ্ছক—চামর। ( জটধর )

রোমগুৎস ( পুং ) চামর। চামরী গোর পুচ্ছ।

রোমগুৎ ( ত্রি ) রোমযুক্ত। পুচ্ছবিশিষ্ট।

রোমতক্ষরী ( ক্রী ) অরোমা ক্রী। ( রসং রং )

রোমত্যাঙ্ ( ত্রি ) লোমনাশক।

রোমদীপ ( পুং ) কুশি। ( বৈদ্যকনিং )

রোমন ( ক্রী ) রৌতিতি ক্ ( নামন্ ) রীমন্ ব্যোমন রোমস্রিতি।

উপ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্দ্রভায়েন সাধুঃ। শরীর জাতভুত,  
চলিত রোঁরা। পর্যায়—লোম, অঙ্গল, স্বগজ, চর্মজ, তনুকহ।

( রাজনিং )

শরীরের রহস্ত স্থানে অর্থাৎ গোপনীয় স্থানে যে রোম  
হয়ে, তাহা স্পর্শ করিতে নাই।

\*ন স্পর্শনৈঃ ক্রীড়িত বাসি বাসি ন সংস্পৃশেৎ।

রোমাণি চ রহস্তানি নাশিষ্টেন সদা ব্রজেৎ।\*

( কুয়পুং ১৫ অং ) ২ জনপদবিশেষ। ৩ তদেববাসী।

( পুং ) ৪ ভূমী।

\*বানাববো দশাঃ পার্থা রোমাণঃ কুশবিন্দবঃ।\*

( ভারত ৬।৯।৫৫ )

রোমচ্ছ ( পুং ) উপায়ণ করিচ। চর্মগ, চলিত জাবরকাটা,  
পতঙ্গিণের চর্মিত চর্মগ।

\*মুদৈবস্তিতরোমচ্ছমুটজাকনভূমিহু।\* ( রঘু ১।৫২ )

রোমপাদি ( পুং ) লোমপাদ, অঙ্গদেশীয় রাকবিশেষ।

( লিঙ্গপুরাণ ৬৮।৩২ ) [ লোমপাদ শব্দ ]

রোমপুলক ( পুং ) রোমনাঃ পুলকঃ। রোমধ্বং, রোমক।

রোমকলা ( ক্রী ) তিলিণ, চ্যাকণ। ( বৈজ্ঞানিক )

রোমবন্ধ ( ত্রি ) চুলের বিনানো দড়ির দ্বারা আবদ্ধ।

রোমভূমি ( ক্রী ) রোমণ্যঃ ভূমিরিব। চর্ম। ( রাজনিং )

রোমমূর্জন্ ( ত্রি ) রোমযুক্ত মস্তকবিশিষ্ট। ( যুক্ত )

রোমরতাসার ( পুং ) উদর।

রোমরক্ত ( ক্রী ) রোমকূপ।

রোমরাজি ( ক্রী ) রোমাং রাজিঃ। রোমসমূহঃ। রোমরাজি-  
ভাষ্য রোমরাজী রোমসমূহ।

রোমলতা ( ক্রী ) রোমাং লতব। রোমাবলি। ( হেম )

রোমলবণ ( ক্রী ) শাক্য লবণ, বর্জল লবণ।

রোমলতিকা ( ক্রী ) নাকের উপরে রমণীগণের লোমের  
রেখা হয়।

রোমবৎ ( ত্রি ) রোমন মন্ত্যার্থে মতূপ, মন্ত বঃ, নন্ত লোপঃ।  
রোমাবশিষ্ট।

রোমবল্লী ( ক্রী ) কণিকচ্ছ। আলকুলী।

রোমবাহিন ( ত্রি ) ১ লোমকর্তনযোগ্য তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট।

রোমবিকার ( পুং ) রোমাং বিকারঃ। রোমক। ( কলায়ুধ )

রোমবিক্রিয়া ( ক্রী ) রোমাক।

রোমবিধ্বংস ( পুং ) ১ লোমনাশকারী। ২ উত্থাপ।

রোমবিবর ( ক্রী ) রোমাং বিবরং। লোমকূপ।

রোমবেধ ( পুং ) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

রোমশ ( পুং ) রোমাণি সত্যভেতি রোমন ( লোমাদিশাক্যাদি

পিচ্ছাদিভ্যঃ শব্দেণচঃ। পা ৫।১।১০০ ) ইতি শঃ। ১ মেঘ।

( হেম ) ২ পিচ্ছালু। ৩ কুড়ী। ৪ শুকর। ৫ ঋষিবেশব।

এই ঋষির এক একটা রোম পতনে এক একটা ইন্দ্রপাত

হইত। এইরূপে ইহার বধন সমস্ত রোম পতন হইবে, তখন

ইহার পরমায়ু নাপ পাইবে। এই ঋষি তাহার নিজের

এই পরমায়ু জানিয়া এবং ইহা জ্ঞাত সামান্তকাল বিবেচনা

করিয়া গৃহনির্গমন করেন নাই, কেবল বর্ষাকালে ধারাপাত

নিবৃত্তির জন্য মস্তকে কট (মাছের) রাখিয়া ভগ্নচর্ধ্যা করিতেন।

( ভাগবত ৬।১৫ ) ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে

শ্রীকৃষ্ণ জন্মপেও বর্ণিত হইয়াছে।

( ক্রী ) ৬ উপস্থ। "সেবীশে যত রোমশং নিবেদ্যমো"

( ঋক্ ১০।৮৬।১০ ) "রোমশং উপস্থং" ( সারণ )

( ত্রি ) ৭ অতিশয় রোম বিশিষ্ট, বাহার গাত্রে অতিশয়

রোম আছে।

"হীনক্রিয়ং নিম্প্রকবং নিম্ভলো রোমশার্শসন্।" ( ময় ৩।১ )

রোমশপত্রা ( ক্রী ) দেবতাক্তৃৎক। দেহাতাড়া গাছ।

রোমশফল ( পুং ) রোমশং ফলমত। ভিণ্ডিগ বৃক। ভাড়গগাছ।

রোমশমূলিকা ( ক্রী ) হরিজা। ( বৈজ্ঞানিক )

রোমশাসিকান্ত, রোমশমুনি-বিরচিত জ্যোতির্গ্রন্থতঃ।

রোমশা (জা) রোমানি সত্যগ্যা ইতি রোমন্ শ, টাগ্।

১ পঞ্চ বৃক। (রাজনিঃ) ২ লোমশা, বৃহস্পতিকল্প।

“সর্গাহমসি রোমশা পকারোণামিবাধিকা।”

(শুক ১। ১২৬। ৭) ৩ কর্কটিকা, কাকুড়। (বৈত্ককনিঃ)

৪ অলগন্ড নামক নব্বি কলোকাতেহ। (সুশ্রুত ২০। ১৩ অঃ)

৫ মাংসরোহণী। (বৈত্ককনিঃ)

রোমশাতন (ক্রী) রোমান শাতনং। লোমের উৎসংসন।

রোমশুক (ক্রী) রোমশুকঃ শুকং বস্ত। হোণেরক। চলিত  
গেটোলা। (ভাবপ্রঃ)

রোম-সাম্রাজ্য, পাশ্চাত্য-সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র সুপ্রাচীন রোম  
মহানগরী হইতে রোমক বা লাতিন জাতির সৌভাগ্যোন্নতির  
সঙ্গে সঙ্গে শোধ্যবীর্ঘ ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-প্রভাবে রাজ্যসমুদ্রির  
পরিবৃদ্ধি সহকারে ধীরে ধীরে যে সুবিস্তৃত রাজ্যসম্পৎ অর্জিত  
হইয়াছিল, তাহাই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমসাম্রাজ্যসীমার চরম  
বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে পুরুষ-পরম্পরা-  
ক্রমে কিংবদন্তীমূলক রামুলান্স কর্তৃক পালেটাইন্ শৈলোপরি  
রোমনগর স্থাপন; সেবাইন্, লাতিন প্রভৃতি বিভিন্ন পার্শ্বত-  
জাতির পরস্পর সম্মিলন ও শক্তিবৃদ্ধি; রাজনির্বাচন ও রাজ-  
তন্ত্রগঠন; সেনেট মহাসভা ও কমিটারি কিউরিয়াটা স্থাপন এবং  
সিপিও, জিয়াস মরিয়ান্স কর্ণেলিয়ান্স সাল্লা, জুলিয়ান্স সিজার  
প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বোদ্ধবৃন্দের আবির্ভাব ও রাজ্যজয় হইতেই রোম-  
সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল।

ক্রেটাস্ ও কেসিয়ারের ষড়যন্ত্রে ডিক্টেটর সিজারের হত্যা  
এবং অক্টেভিয়ান ও আর্কটিকর্ভুক ফিলিপির মরণক্ষেত্রে উক্ত প্রজা-  
তন্ত্রপ্রয়াসী দলপতিদ্বয়ের পরাজয় হইতে রোমে প্রজাতন্ত্রের  
প্রতিষ্ঠাশা বিলুপ্ত হয়। অগণিতখ্যাত মুল্লারী ক্রিওপেট্রার পাণি  
গ্রহণোপক্ষে অক্টেভিয়ানের ভগিনী অক্টেভিয়াকে পরিত্যাগ করায়  
আর্কটিনির সহিত অক্টেভিয়ানের মতবিরোধেহু এটিয়ান্স মরণ-  
ক্ষেত্রে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আর্কটিনি পরাজিত  
হইলে, ডিক্টেটর সিজারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও ভ্রাতৃপোত্র  
(Great-nephew) অক্টেভিয়ান ২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমসাম্রাজ্যের  
অধীশ্বর হন; কিন্তু তিনি প্রজার মনোরঞ্জনার্থ এই মহদভারস্বীয়  
মন্তকে না লইয়া সেনেট সভার উপর ক্ষত করেন। তিনিই  
প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যে ‘কমনওয়েলথের’ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তাঁহার সময় হইতে ক্রমশঃই রোমসাম্রাজ্যের  
বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং টাসিটাস্, প্রোবাস্ ও কেরুস্ (২৮৪  
খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতি সম্রাটগণ পূর্ণবিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের প্রান্তসীমার

আপনাপন শাসনব্যপ্তি পরিচালন করিয়াছিলেন। এই সময়ের  
মধ্যে রোমসাম্রাজ্য কোন্ কোন্ রাজ্যের শাসনকালে কতদূর  
পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসভাগে বধ্যস্থানে বিবৃত  
হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নে সেই সভ্যসমৃদ্ধ  
সাম্রাজ্যের বিস্তার সীমা ও দেশবিভাগের অবস্থান নির্দেশ করা  
গেল।

এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা আটলান্টিক মহাসাগর; উত্তরে  
ইংলিস চেনেল, জর্মানসাগর, ডেনমার্ক, বলটিক সাগর ও ব্লু-  
সাম্রাজ্য; পূর্বে কাস্পিয়সাগর ও পারস্যের কতকাংশ এবং  
দক্ষিণে পারস্যোপসাগর, আরব, লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরোপ-  
কূল ব্যতিরিক্ত আফ্রিকা মহাদেশ। বর্তমান সমুদ্র ইংলণ্ডরাজ্য ও  
রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন কালের বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য যে কয়টা দেশভাগে  
বিচ্ছিন্ন ছিল এবং বর্তমান সময়ে কোন্ কোন্ রাজ্য বা প্রজা-  
তন্ত্রের প্রতিনিধিবর্গের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে, নিম্নে  
তাহার তালিকা নির্দেশ করা হইল—

দ্রুমণীয় রাজ্য।

লাটিন নাম বর্তমান নাম

বুটানিয়া—ইংলণ্ড ও ওয়েলস্।

গালিয়া—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলণ্ড ও সুইজারল্যান্ডের কতকাংশ।

হিস্পানিয়া—স্পেন ও পর্তুগাল।

বলিয়ারিস্—বেলিয়ারিক্ দ্বীপপুঞ্জ।

সিসিলিয়া—সিসিলি।

ইতালিয়া—ইতালী।

য়েট্রা—সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রোহাঙ্গেরীর কতকাংশ।

ডিক্টেলিসিয়া—জর্জিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ।

আস্খাণিয়া—ভিস্ফলানদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত জর্জিয়া সাম্রাজ্য ও  
পোলণ্ডের কতকাংশ এবং দানিউবের উত্তরকূল পর্যন্ত  
অস্ট্রিয়রাজ্য।

পানোনিয়া—দানিউব নদীর পশ্চিমকূল পর্যন্ত অস্ট্রোহাঙ্গেরী  
প্রদেশ।

ডাকিয়া—থিসুনদীর পূর্ববর্তী অস্ট্রোহাঙ্গেরী প্রদেশ এবং প্রুথ ও  
দানিউব নদী মধ্যবর্তী রুমানিয়া রাজ্য।

নোরিকাম্—দানিউব নদীর দক্ষিণকূলে: ভিয়েনানগর-সন্নিহিত  
প্রদেশ হইতে আড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইলিরিকাম্—আড্রিয়াটিক সাগরোপকূলবর্তী অস্ট্রোহাঙ্গেরী প্রদেশ,  
মন্টিনিগ্রো ও তুরস্কের কতকাংশ।

এপিরাস্—গ্রাস ও ইলিরিকামের মধ্যবর্তী তুরস্ক প্রদেশ।

কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সাইপ্রাস ও ক্রীতদ্বীপ—ভূমধ্যসাগর মধ্যে।

আকাইয়া—গ্রীক রাজ্য।

মাকিডোনিয়া—তুর্কির কতকাংশ।

থ্রাসিয়া—বুলগেরিয়া ও কনস্টান্টিনোপল নামক তুর্কি বিভাগ।

সিসিয়া—সার্কিয়া ও তুর্কির কতকাংশ।

এসিরায় অল্পভূত রাজ্য।

মাইসিয়া, লিডিয়া, অরিন্ডা—ইজিরান সামরিকভিত্তিক এসিয়া-মাইনর প্রদেশ।

বিথিনিয়া ও পন্টাস—ককাসাসের দক্ষিণ ও এসিয়ামাইনরের উত্তর প্রদেশ।

ক্যাপ্টেনেসান্স টোরিকা—ইয়োপীর কবিরাজ ক্রিসিয়া বিভাগ।

কলকিস, ইবেরিয়া, আলবানিয়া—ককাসাস পর্বতের দক্ষিণ ও আর্মেনিয়ার উত্তর এবং ককাসাসের হইতে কাস্পীয় হ্রদতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড।

ক্রিজিয়া, পিসিডিয়া, পালানিয়া, লাইকোনিয়া, কাপাডোকিয়া ও আর্মেনিয়া মাইনর—এসিয়ামাইনরের অন্তর্ভুক্ত।

আর্মেনিয়া—আসিরিয়ার উত্তর।

আসিরিয়া, মিসোপটেমিয়া, বাবিলোনিয়া, কাল্ডিয়া রাজ্য, আরাবিয়া-পিট্রা, সিরিয়া ও পার্শ্বিয়া—লিভান্ট উপসাগরকূল হইতে পারস্যের পশ্চিমার্ধ, আরবের উত্তর ও আর্মেনিয়া দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

আফ্রিকা অল্পভূত রাজ্য।

মোরিটানিয়া, নিউমিডিয়া, আফ্রিকা ( কার্থেজ রাজধানী ), লিবিয়া ও ইজিপ্টাস নামক ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী আফ্রিকার উপকূল প্রদেশ। এই সকল রাজ্যভাগ বর্তমান মরোক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস, ট্রিপোলি, বার্কী ও ইজিপ্ট ( মিশর ) রাজ্যের কতকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

এই বিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ছিল এবং নদী ও পর্বতমালা কোথার ও কিরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। বর্তমান যুরোপের তত্ত্বপ্রদেশে যে সকল পর্বত ও নদীমালা বিস্তৃত দেখা যায়, তখনও সেই সকল সমভাবে বিরাজিত ছিল। বিলুপ্তব্রাস, ট্রোয়ানী ও এট্রুনা নামক আর্যগণের অধ্যুষিত তৎকালে রোম রাজধানীকে কল্পিত করিয়াছিল। প্রাচীন হার্কুলেনিয়ম ও পম্পাইই নগর বিলুপ্তব্রাসের অন্যতম দাড়াইয়া নিঃশ্রাব্য এবং উত্তপ্ত ভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দুই সহস্র বৎসর তাহার নির্জনমাত্র ছিল না। বর্তমান রোমরাজ্য ইমাক্সের শাসনকালে সেই পুণ্য নগরবরের অতীতবীর্ণি উল্লেখিত হইয়াছে। এখন আর সে অধ্যুষিত নাই। বর্তমান বর্ষে (১২০৪ খৃঃ সপ্টেম্বর) কালভেরিয়ায় ভূমধ্যসাগর ভূমিকম্পে আরো অধিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়াছিল।

তৎকালে ভীষণ বন্যাকার ভূমধ্যসাগরোপকূলস্থ ইতালীর প্রদেশসমূহ আলোড়িত হইত। সময় সময় জলপ্রাচুর এই সকল স্থান জলমগ্ন হইয়া অধিবাসিনৃদের কষ্ট উপাধন করিত। চিরন্তন এসিক হুর্কিগাছ ও হুর্কিগাছের বটনারাশি প্রাচীন রোমরাজ্যে বিরল ছিল না।

সেই প্রাচীন নগর রোমরাজ্যের বাণিজ্যপ্রভাব চিত্তা করিল যখন অতীতপূর্ব বিশ্ব জাগিয়া উঠে। যে সময়ে জল-বাণিজ্যের জন্ত ক্রতগামী নৌযান ছিল না, সেই সময়ে রোমকগণ ভূমধ্যসাগরবন্দ কেন্দ্রীভূত নৌকার আলোড়িত করিয়া মিসররাজ্য হইতে ভারতীয় ও পারস্যদেশজাত দ্রব্যসম্ভার সমুদ্র পথে স্বদেশে আনয়ন করিত। গম, হুণ, তাম্বল ও বর্করণ যে সময় পশ্চিম এসিয়া পাশ্চাত্য জাতিমায়েই ভরের কারণ করিয়া তুলিয়াছিল, নির্ভীক রোমক জাতি বাহুবলে সেই হৃদম এসিয়া-বাসীদিগকে পদানত করিয়া অক্লান্তভাবে তুর্কির মধ্য দিয়া আপনাদের স্থলপথের বাণিজ্যপরিচালনা করিয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহে রোমকগণ যেরূপ জিতব্রহ্ম ছিল, অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত কার্যেও তাহাদিগের তদনুরূপ অসুখপথের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রোমরাজধানীতে ভারতীয় মণি মুক্তার যথেষ্ট আদর ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়। এই কারণে সমুদ্র-গমনোপযোগী অর্গবয়ান নির্মাণে তাহারা বিশেষ অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছিল। তৎকালে দাঁড় ও পালের ভয়ে সমুদ্রে জাহাজ চলিত। কার্থেজিনীয়-সর্দার হানিবল রোম আক্রমণ-কালে এবং রোমসেনাপতি সিপিওর গ্রাক আক্রমণকালে এরূপ দাঁড়বাহী অর্গবয়ানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসাংশে রোমকজাতির ক্রোধোত্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইতালীর অন্তর্গত টাইবার নদী তীরস্থ রোম ( Roma ) নগরী এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী। এখানে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থাপত্য, শিল্প, বাণিজ্য ও সঙ্গীতাদি কলাবিভার যে সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সমগ্র যুরোপের অপর কোন রাজধানীতে তাহার কোন বিষয়েই সমতুল্য উন্নতি দেখা যায় নাই। রোমের “কলেসিয়াম্” প্রাসাদ স্থাপত্য বিভার চরম নিদর্শন। ইহা অগতের সপ্ত অত্যন্ত বীর্ণের একতম।

বর্তমান অগতের উন্নতি-বিভারের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীতেও নামা বিঘের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এখন রোমকগণের আর সে সৌখিন্যপ্রভাব নাই। এখন রোম নিস্তব্ধ। রেলকর্মের বিভারে ইতালীরাজ্য ও রোমকগণের বাণিজ্যপ্রভাব অপ্রতিহত থাকিলেও পূর্ব সমুদ্রের গৌরব-বৃদ্ধির আর কোনরূপ কাঁধাই ইতালীনগরকালে অগ্রসৃত হইতে দেখা যায় না।



উদ্ভব।

মৌর্যের আধিপত্য ইতিহাস নানাপ্রকার অভিরূপিত কালিক আখ্যানে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ হইতে সত্ত্ব নিকাশন করা বড়ই দুর। যাহা হউক, এই সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার অভ্যন্তরে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত আছে।

কথিত আছে, এসিয়া মাইনরের অভ্যন্তরিত ট্রু নগর বিধ্বত হইবার পরে মৌর্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। বৎকালে গ্রীক বীরগণ ট্রু নগর অধঃপাতি করিয়াছিলেন, তৎকালে আকাইসের ঔরসে ভিনাসের গর্ভদ্বাত পুত্র ইনি (Æneus) ট্রু হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে মৌর্যে আসিয়া বাসস্থান করনা করেন। ট্রু হইতে পলায়নকালে তিনি বীর পুত্র আকানিয়াসকে, পিনেটন নামক পার্শ্বস্থ দেবতাপুত্রকে, এবং ট্রয়ের ভুবনবিখ্যাত পাগেলডিয়াম বা মিনার্তা (সরস্বতী) দেবীর প্রতিমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লাটিনামের উপকূলে পৌঁছিলে, তৎকেশব নরপতি লাটিনাস কর্তৃক সমাসৃত হইলেন। পরে লাটিনাস ইনিসের সহিত বীর ছহিতা গেভিনিয়ার বিবাহ দিলেন। ইনি পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত তন্মামে গেভিনিয়াম নামক নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইনিসের সহিত বিবাহের পূর্বে, গেভিনিয়ার রুটুলিয়ানদিগের অধিপতি টার্পাসের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। টার্পাস ইনিসের সহিত গেভিনিয়ার বিবাহে অপমানিত হইয়া অবিলম্বে ইনিসকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে টার্পাস ইনিসের হস্তে নিহত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে টার্পাসের অধুচরণ পুনরায় ইনিসকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে ইনি একদিন অকস্মাৎ নিউমিদিয়াস নামক নদীসিলে অদ্রুত হইয়া গেলেন। তদবধি তিনি 'জুপিটার ইন্ডিজেন্স' বা নগর-দেবতা নামে পূজিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র আফানিয়াস বা ইউলাস ৩০ বৎসর পরে গেভিনিয়াম হইতে রোমের ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে অস্থান পর্বতের শিখরে 'অলবা লকা' বা বীর বৈতপুত্রী নামে এক নগর নির্মাণ করিলেন। ক্রমে ইহা লাটিনাম প্রদেশে একটা বিখ্যাত নগর হইয়া উঠিল এবং সমস্ত লাটিন নগর সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। আফানিয়াসের পরে ইনি বংশীয় ১২ জন রাজা এইখানে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা প্রকাস নিউমিটর ও আফানিয়াস নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ আফানিয়াস সিংহাসন অধিকার করিলেন। জ্যেষ্ঠ নিউমিটর শত্ৰুপ্রকৃতি বশতঃ কোন বিরোধ উপস্থাপন করিলেন না।

পাছে জ্যেষ্ঠ প্রাতার একসময় পুত্র রাজ্যলাভ করে, এই

আশঙ্কা, নীচাশ আফানিয়াস তাহার আশঙ্কাহার করিলেন। এই নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তখন জ্যেষ্ঠ প্রাতার একসময় ছহিতা রিরাসিলভিরাহকে এক প্রেমদম্বিরের সেবিকারূপে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিলেন। তৎকালে তিনি আফানিয়ান অনুচর রাখিলেন। কিন্তু মার্স (মঙ্গল) নামক দেবতার ঔরসে এই কুমারীর গর্ভে দুইটা বয়স্ক পুত্র জন্মিল। আফানিয়াস তৎক্ষণাৎ ইহা জ্ঞাতিতে পারিলেন। শিল্পিত্রা কৌশলব্রত ভদের জন্ত প্রাণ হারাইলেন। বয়স্কদের একটা হিন্দোলার স্থাপিত হইয়া নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎকালে যত্নর টাইবার নদীর তীরভূমি বহুর পথ্যত প্রাণিত হইয়াছিল। হিন্দোলাটা ভাসিতে ভাসিতে পালাটাইন পর্বতের পাশে সংলগ্ন হইল। এইখানে একটা বস্ত্র আধীর বৃক্ষের মূল লাগিয়া হিন্দোলাটা উন্টাইয়া গেল। এই সময়ে একটা বাঘিনী সেইখানে জল পান করিতে আসিয়াছিল, সে শিশু দুইটিকে সমীপবর্তী গম্বরে লইয়া গিয়া রাখিল এবং স্তন্যপান করাইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত মার্স দেবতার বাহন কাঠচৌকরা পাখী অস্ত্রাশ্রয় খাত আনিয়া শিশুদ্বয়কে দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন কঠীলাস নামক রাজার এক মেঘপালক এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইল এবং শিশুদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ লইয়া গিয়া বীর পত্নী অজা লয়েনশিয়ার নিকট পালনের জন্ত অর্পণ করিল। শিশুদ্বয় রোমুলাস ও রেমাস এই দুই নামে অভিহিত হইল এবং মেঘপালকের সন্তানগণের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল।

রাজার মেঘপালকগণের সহিত নিউমিটরের মেঘপালকগণের বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কৌশলক্রমে রেমাসকে তাঁহার পিতামহ নিউমিটরের নিকট উপস্থিত করা হইল। কিশোরবয়স্ক রেমাসকে দেখিয়া নিউমিটরের লগ্ন বাৎসল্য রূপে পূর্ণ হইল। বয়স ও আকৃতি দেখিয়া নিউমিটর রেমাসকে স্বীয় দৌহিত্র বলিয়া সন্দেহ করিলেন। অবশেষে তাহাদের অদ্রুত আখ্যায়িকা শুনিয়া তিনি তাহাকে স্বীয় দৌহিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। অবশেষে রোমুলাস ও পালক পিতার সহিত নিউমিটরের সন্ধুখে আনীত হইলেন।

নিউমিটর দৌহিত্রদ্বয়কে লইয়া প্রাতঃকৃত নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিপোধ লইতে সত্ত্ব করিলেন। বিষম কর্মচক্রেরগণের সহায়তায় তাঁহার আফানিয়াসের আশঙ্কাহার করিলেন এবং পিতামহ নিউমিটরকে সিংহাসনে বসাইলেন।

রোমুলাস এক রেমাস তাঁহাদের পূর্ববাসস্থান টাইবার নদীতীরস্থ ব্যাসের গম্বরে সমীপে অপরিসংখ্যে লজ্জা করিলেন। কোন দ্বন্দে নগর নির্মিত হইলে, এই বিষয় লইয়া দুই মহোদয়ের

মধ্যে বাধাধ্বংস হইল। রোমুলাস্ পালাটাইন শৈলে এবং রোমাস্ আবেটাইন শৈলে নগরনির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই উভয় সমুদ্রে খেবে এই স্থির হইল যে, উক্ত ঘটনা বেবতাদিগের দ্বারা মীমাংসিত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া উভয় সহোদর প্রত্যেকের মনোমতী স্থানে সেবতার ইজিত অর্পণা করিয়া রহিলেন। সমস্ত যাত্রি অভিযানিত হইল। উৎসবকালে রোমাস্ ৬টা গৃহ দেখিতে পাইলেন। বৎকালে এই সম্ভাব রোমুলাসের কর্ণগোচর হইল, তৎকালে তিনিও ১২টা গৃহ দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেকেই নিজের অস্থলুলে বেবতা ইজিত করিয়াছেন—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অকণ্ঠে সেবশালক-গণের মধ্যস্থতার রোমুলাসের জয় হইল।

উপরোক্ত প্রকারে রোমুলাস্ সেবতার অস্থগ্রহ লাভ করিয়া নগরের সীমা নির্দেশ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি একটা রোমুলাসের লাঙ্গলে একটা বুধ ও একটা গাভী সমযুক্ত রাজবরণ করিয়া পালাটাইন পর্বতের চতুর্দিকে (৭৫০-৭৭৭ খৃঃ পূঃ) গভীর হল চিহ্ন আঁকিত করিলেন। সেই চিহ্নই পবিত্র রোমনগরীর চতুঃসীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। তৎকালে এই নতুন নগরসীমার নাম হইল পমেরিয়াম্।

পালাটাইন পর্বত-শিখরস্থ আদিম রোম-নগরের নাম হইল “রোমা কোরোডেটা” বা চতুঃকোণ রোম। পরবর্ত্তী কালে এই নগরের পরিধি প্রসারিত হইয়া সপ্তশৈলশিখরে সংস্থাপিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আদিম রোম নগর উক্ত প্রকারে ৭৫০ খৃঃ পূঃ ২১এ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে রোমুলাস্ রোমের চতুঃসীমার একটা প্রস্তর-প্রাচীর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে রোমাস্ উপহাস করিয়া বলিলেন, “এই প্রকার বালকোচিত প্রাচীর-নির্মাণে কোন লাভ নাই।” এই বলিয়া রোমাস্ এক লঞ্চে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। তদুপলক্ষে রোমুলাসের ক্রোধানল জলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রোমাস্কে বিনাশ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন,—“যে কেহ এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছিন্ন হইবে।”

যাহা হউক, রোমুলাস্-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীরবেষ্টিত রোমে অধিক অধিবাসী হইল না। তদুপলক্ষে রোমুলাস্ কাপিটোলাইন পর্বত-শিখরে নরহত্যাকারী ও পলাতক অপরাধীদিগের জন্য একটা আশ্রম নির্মাণ করিলেন। এই আশ্রম শীঘ্রই বহুসংখ্যক দুষ্টক্রিয়ালী অপরাধিবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বংশবৃদ্ধির জন্য তাহারা ক্রীলাক পাইল না। কোন স্থানের অধিবাসিগণ উক্ত ভূবৃত্তগণের সহিত কন্ডার বিবাহ দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে রোমুলাস্ বলপূর্বক কন্ডাগ্রহণের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন।

তদনুসারে রোমুলাস্ কনসাস্ নামক সেবতার নামে এক

বিরাট উৎসবের ঘোষণা করিয়া দিলেন। হানীর ল্যাটিন ও সেকাইন্সগণ এই উৎসবে নিমগ্ন হইল। তাহারা আরম্ভ করিলেন কোরুলী হইয়া ক্রীপুদকস্তলবর্গের সহিত উৎসবক্ষেত্রে গেলেন বলে আসিতে লাগিল। সকলে সমাগত হইলে রোমক-দুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সমস্ত অনুচর কন্ডাগ্রগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কন্ডাগণের পিতারা অপমানিত হইয়া সশ্রেণে প্রত্যাগমন-পূর্বক রোমের বিরুদ্ধে সমরসম্মা করিলেন।

কিনানী, আটেমুনি এবং ক্রোটুমেরিয়াম্ নামক ল্যাটিন নগরের অধিবাসিসমূহ একে একে অস্ত্র ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই রোমকগণের নিকট পরাভূত হইলেন। রোমুলাস্ কেনানীর রাজ্য আক্রমণে অহত্রে বধ করিলেন এবং গুপ্তিত অস্ত্রসমূহ ছুপিটারের পদতলে অর্পণ করিলেন।

অবশেষে সেবাইন রাজ্যের অন্তর্গত কিউরেন্সের পরাক্রমশালী নরপতি টাইটাস্ টেমিস্ অসংখ্য অনীকিনী লইয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই প্রকার বিপুল সৈন্তের সহিত প্রকাশ্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া রোমুলাস্ নগরদুর্গে আশ্রয় লইলেন। রোমুলাস্ তৎপূর্বক কাপিটোলাইন পর্বতের চতুর্দিক্ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, টার্পিয়াস্ নামক এক সেনানীকে তিনি কাপিটোলাইন রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সেনানীর কন্ডা টার্পিয়া সেবাইন সৈন্তগণের মণিবন্ধে পরিত্যক্ত উচ্চল স্তূর্ণ বলয় দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, সেবাইন সেনাপতির নিকট দূত পাঠাইয়া বলিল,—“যদি তোমরা তোমাদের সোণার বালা সকল আমাকে দাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা দিব না।”

সেনাপতি টার্পিয়ার প্রত্যবে সম্মত হইলেন। গভীরনিশীথে ভূষণপ্রিয়া টার্পিয়া নগরতোরণ খুলিয়া দিলেন; শিশীলিকাশ্রয়ী ভ্রাতৃ সেবাইন-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। টার্পিয়া উৎকল্লভবরে পুরস্কার চাহিবামাত্র সেবাইন-সৈন্তগণ বর্ষাঘাতে তাহাকে নিহত করিল। তদবধি রাজদ্রোহিগণকে টার্পিয়া-পর্বতের শিখর দেশ হইতে নিজে নিক্ষেপ করা হইত।

পরদিন রোমক সৈন্তগণ কাপিটোলাইন উদ্ধারের জন্য সূসজ্জিত হইল। পালাটাইন ও কাপিটোলাইন পর্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুক্ষণ জীবন সংগ্রামের পরে রোমক সৈন্তগণ প্রত্যগবৃত্ত হইবে এমন সময়ে রোমুলাস্ যুদ্ধে জয় হইলে ছুপিটারের নামে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন—এই মানস করিলেন। তৎক্ষণাৎ রোমক সৈন্যগণ দ্বিগুণতর উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহাদুর লইয়া যুদ্ধে সেই অপদ্রুতা সেবাইন-কন্ডাগণ সমর স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নেতাদিগকে যুদ্ধ মিটাইবার জন্য

অসুস্থ হইল। রুমীর প্রার্থনা কে অগ্রাহ্য করিতে পারে? তখন সেবাইনগণ রোমকদিগের শালক ও বস্ত্ররূপে আশ্চর্যিত হইয়া সন্ধি স্থাপনপূর্বক বৈবাহিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিলেন। রোমকগণ পাল্লাটাইন পর্বতে রোমুলাসের শালনাধীনে বাস করিতে লাগিল। সেবাইনগণ টাইটাস টেশিয়ারের শালনাধীনে কাপিটোলাইনে বাস করিতে থাকিল। উত্তর রাজ্য দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকার সেনেটের অধিবেশন করিতেন। সেই স্থলে পরে “কোরান্” নির্মিত হইয়াছিল। এই উত্তর রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কতকগুলি উৎপীড়িত লাতিন প্রজা কর্তৃক টাইটাস নিহত হইলেন। তৎপরে রোমুলাস একাকী সেবাইন ও লাতিনগণের উপর রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। একদিন রোমুলাস গোটস্ পুল নামক স্থানের নিকটে কাম্পাস্ মার্শিয়াস্-প্রজাপুঞ্জ পরিদর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সূর্যগ্রহণ হইল এবং তৎপরেই একটা ভয়ঙ্কর ঝটিকা সমুখিত হইল। সেই সময়ে রোমুলাসের জনক মাস্ অমিয় পুস্করথেরে রোমুলাসকে স্বর্ণে লইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

রোমুলাসের মৃত্যুর পরে রোমবাসীরা জানী ও ধার্মিক হুমা পম্পিলিয়াসকে রাজা মনোনীত করিল। তিনি টাইটাস্

টেশিয়ারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-  
হুমা পম্পিলিয়াসের  
রাজত্বকাল ৭১৫-  
৬৭৩ খৃঃ পূঃ।  
রাজত্ব পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি

রোমসাম্রাজ্যের সর্ব প্রথম ধর্মশাস্ত্রপ্রবোক্তা। ইজেরিয়া নামী দেবী তাঁহাকে এরিশিয়ার পবিত্র প্রমোদ উদ্ভানে উপদেশ দিতেন। তদনুসারে তিনি ক্রোমেন্দ নামক তিনজন পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তাঁহারা যথাক্রমে জুপিটার, মাস্ এবং কুই-রিনাসের পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি, অলবা লজা হইতে আনীত ভেটোর পবিত্র অগ্নি সজীব রাখিবার জন্য ৪টা ভেটোল কুমারী নিয়োজিত করেন। তৎপরে তিনি মার্চের ১২ জন মালিআই বা পুরোহিত নিযুক্ত করেন। ইহারা ১২ পানি মঠে পবিত্র ধর্মের পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

হুমা তৎপরে সাম্রাজ্যের বহু হিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি পল্লিকাসংস্কার দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করেন, সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করিয়া তাহা টার্মিনাস নামক এক দেবতার অধীনে ন্যস্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি জেনাস নামক দ্বিমুখ দেবতার মন্দির নির্মাণ করেন। যুদ্ধের সময় এই মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইত এবং শান্তির সময় উক্ত দ্বার অর্পণবদ্ধ থাকিত।

হুমার মৃত্যুর পরে টাল্লাস্ ইটিলিয়াস্ রাজা মনোনীত হইলেন। ইহার রাজত্ব শান্তির পরিবর্তে বুদ্ধবিগ্রহসঙ্কুল ছিল। তদ্বশে আলবা লজার কলসে-সাধনই সর্বাপেক্ষা চাম্পাস্ ইটিলিয়াস্ (৬৭৩-৬৪২ খৃঃ পূঃ) প্রসিদ্ধ ঘটনা। উত্তর নগরের মধ্যে একটা কলহযুগ্মে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উত্তর নগরের সৈন্যগণ যখন সুস্বার্থ প্রস্তুত হইল, তখন স্থির হইল যে, উত্তর সৈন্য হইতে মনোনীত বীরদলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণীত হইবে।

রোমক সৈন্যের মধ্যে হোরেশিয়াস্ নামক তিন সহোদর ছিল, তাহারা তিন জনেই যুগপৎ এক গর্ভে জন্মিয়াছিল। সেইরূপ আলবা লজার সৈন্যদলের কিউরিয়ানিয়াস্ নামক এক গর্ভজাত তিন সহোদর ছিল। পরস্পর এই তিন সহোদরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, এইরূপ স্থির হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে হোরেশিয়াস্ ভ্রাতৃত্ব নিহত হইল, কেবল একটা জীবিত রহিল, পক্ষান্তরে তিনজন কিউরিয়ানিয়াস্ আহত হইল। একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া হোরেশ কূটকৌশল ধরিলেন। তিনি রূপে ভল্ল দিবার ভাণ করিয়া কিছু পশুচাঙ্গামী হইলে, উপরোক্ত তিন সহোদর তাঁহাকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিতে ছুটিল। তখন হোরেশিয়াস সত্তর গতিপরিবর্তনপূর্বক একে একে তিন সহোদরকে ধরাশায়ী করিলেন।

রোমকগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিল এবং আলবানগণ তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু এই অযোগ্যতার মধ্যে একটা বিঘ্ন ঘটিয়া গেল। যৎকালে বিজয়লাভে উৎফুল্ল এবং নিহত প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া হোরেশিয়াস্ নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। কারণ উক্ত কিউরিয়ানিয়াসের এক ভ্রাতার সহিত তাঁহার প্রণয় হইয়াছিল। রোমকবীরের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তদগুণেই ভগিনীকে তরবারির আঘাতে নিহত করিলেন। এই অপরাধে রোমের বিচারকগণ তাঁহাকে কাঁসিঘারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে দেশের সমস্ত লোক তাঁহার জীবন ভিক্ষা লইয়াছিল।

ইহার পরে টাল্লাস্ ইটিলিয়াস্ ফিডিনি ও এট্রাঙ্কানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোৎসাহ করেন। আলবানগণ রোমকদিগের অধীন-রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। কিন্তু যৎকালে রোমক সৈন্য এট্রাঙ্কানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন আলবানগণ পর্বতের অন্তরালে লুপ্ত হইয়া থাকিল। পরে রোমকসৈন্য জয়লাভ করিলে, তাহারা আসিয়া কপট আলবা প্রকাশ করিল। এই ঘটনার বিরুদ্ধে হইয়া টাল্লাস্ আলবা ধ্বংস করিতে আদেশ

মিলেন। আনকান্স কৈন্যগণকে তিনি গুরুতর দণ্ডিত করেছিলেন। তৎকালে তৎকালীন সম্রাট হইয়া রোমের কৈন্য বহু প্রবেশ করিল। তখন রোমের জনসাধারণের বিলাপাত প্রকাশ করি-  
মেন এক অবশ্যবাসকে সেনারাজিক্র আশ্রয়দানের দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। আনকান্স সম্রাট পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইল। অধিবাসিগণ ক্রীতদাসকে কিলিকিয়ান দেশে রোমের অধীনস্থ প্রদেশ-  
রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া টার্কান্স শীড়িত  
হইলেন। তৎকালে তিনি কুপিটারের মূর্ত্যুপাসনার্থে উপাসনাদি  
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুপিটার তাহার আচরণে বিরক্ত  
হইয়া বজ্রাঘাতে তাহার বধসাধন করিলেন। তিনি ৩১ বৎসর  
স্বাধীন করিয়াছিলেন।

টার্কান্সের মৃত্যুর পর তুমার মোহিত সেবাইনবাসী আকান্স  
মার্সিয়াস রাজা মনোনীত হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরুঢ়

আকান্স মার্সিয়াস  
৩১২-৩১১ খৃঃ পূঃ

হইরাই মাতামহের পক্ষা অতুলনগপূর্বক  
বন্দীহস্তান সকল পুনরুদ্ধারিত করিতে  
লাগিলেন। কিন্তু ল্যাটিন নগর সকলের  
সহিত যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিতে হইল। যুদ্ধে তিনি  
অনেকগুলি ল্যাটিন নগর অধিকার করিলেন। তিনি যুদ্ধারম্ভের  
পূর্বে রীতিমত দেবদেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।  
তিনি টাইবার নামক স্থানে এক উপনিবেশ এবং জেনিকি-  
উলাম নামক স্থানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। তৎপরে টাই-  
বার নদীর উপরে এক প্রকাণ্ড সেতুনির্মাণ করিয়া জেনিকিউ-  
লাম দুর্গের সহিত রোমনগরকে সংযুক্ত করেন। এই কাঠনির্মিত  
সেতুর নাম ছিল "পনস সাবলিসিয়াস"। ইহার পরে তিনি একটা  
কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ বৎসর স্বাধীন করিয়া আকান্স  
পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে প্রিক্সাস রাজা হইলেন।

জিমি "প্রক্সার (প্রক্স) টার্কুইন নামে খ্যাত ছিলেন।  
রোমের পঞ্চম নৃপতি টার্কুইন মাতৃপক্ষে এট্রুস্কান্স এক পিতৃপক্ষে

জিমিয়ার টার্কুই-  
নিয়াস প্রিন্স—

৩১১-৩০৯ খৃঃ পূঃ

ক্রীতবন্দনগত ছিলেন। তাহার পিতা  
ডেয়ারেটাস করিহ নগরের একজন ধনবানী  
ব্যক্তি ছিলেন। ডেয়ারেটাস এট্রুস্কান্স-  
বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া এট্রুস্কান্স টার্কুইনবংশের  
প্রতিষ্ঠা করেন। ডেয়ারেটাসের পুত্র প্রক্স টার্কুইন টানাঙ্কুইল  
নারী এক সত্রাজকবীর্ষ মহিলাকে বিবাহ করেন। ইনি অত্যন্ত  
উচ্চাভিলাষি ছিলেন। টার্কুইন বীর পত্নী টানাঙ্কুইলের সঙ্গে  
রোমনগর ভাগ্যপন্থীকার জন্ম গমন করিলেন। তাহার অতুল-  
কৃত পক্ষিত হইয়া বৎকালে রোমের জনপদে পাইহ জেনিকিউলাম  
দুর্গের বন্দীপত্নী হইলেন, তৎকালে টার্কুইনের মতকথিত উচ্চ

একটা বৈদ্যবন্দী যুদ্ধে করিয়া ইহাকে উদ্ধার করে। বৈদ্যবন্দন  
পরে বৈদ্যবন্দী উচ্চ বীর পুত্রের টার্কুইনের মতকথন  
করিল। তৎকালে তৎপত্নী টানাঙ্কুইল সত্যিকারের  
সাক্ষ্যভরণ উচ্চাভিলাষের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার  
অবিবাহিত বীর্ষই কনবর্তী হইল।

আহাইউক টার্কুইন অধিকবে আকান্স মার্সিয়াস এবং রোম-  
বাসী প্রকাণ্ড শাসকগণের প্রিয়পাত্র হইলেন। আকান্স মার্সিয়াস  
তাঁহাকে পুত্রবশের শিক্ষক ও যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। তৎ-  
পরে আকান্স মার্সিয়াসের মৃত্যু হইলে রোমবাসী প্রজাবর্গ  
টার্কুইনকে সিংহাসনে বসাইলেন।

টার্কুইনের রাজত্বকাল নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘটনার পূর্ণ।  
তিনি সেবাইনগণকে পরাজিত করিয়া তাহারের কলেশিয়া নামক  
নগর অধিকার করেন এবং ইমেব্রিয়াস নামক ব্রাহ্মপুত্রকে সেই  
স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ল্যাটিন্স প্রদেশের  
অনেক নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

এই সকল কার্যে তিনি অনেক বেশহিতকর কার্যের  
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি কাপিটোলাইন ও  
আল্টেরাইন পর্বতের মধ্যবর্তী জলাভূমির জননিবাসনপূর্বক  
সেবাইন প্রদেশপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার "কোরাস" এবং "সার্কাস"  
নামক দুই প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণ-  
নৈপুণ্য এরূপ অদ্ভুত যে, আজও তাহার একখানি প্রস্তরও  
হানচ্যুত হয় নাই। তদ্বিস্তৃত "সাকাস মাক্সিমাস" নামক  
রাজত্বের নানাপ্রকার ক্রীড়াক্ষেত্র প্রদর্শিত হইত। তিনি  
বলেন যে, তিনি কাপিটোলাইন পর্বতশিখরে এক বিরাটসৌধ  
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতদ্বিধি তিনি রাজ্যের শাসনপ্রণালীর  
নানাপ্রকার সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে চারিজন ভেটাল  
কুমারীর পরিবর্তে দুজন কুমারী নিযুক্ত হন।

টার্কুইন মার্সিয়াস টার্কিয়াস নামক ক্রীতদাসীপুত্রকে অত্যন্ত  
ভাল বাসিতেন। এই বালকের শৈশবে অদ্ভুত ঘটনাময়। এক-  
দিন মার্সিয়াসের শয্যার আগুন লাগিল। শয্যা নষ্ট হইতে  
লাগিল, কিন্তু প্রজাগণ অগ্নিনিধি বিদ্রুত শিশুর একটা কেশও  
ক্ষত করিল না। তৎকালে টার্কুইনপত্নী টানাঙ্কুইল বিস্মিতভাবে  
বলিলেন, এই বালক উত্তরকালে সম্রাট হইবে। তদবধি  
তিনি মার্সিয়াসকে পোষাপুত্রের ভাৱ পালন করিতে লাগিলেন  
এক বীর কন্ডার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

হৃতপূর্ব রাজা আকান্স মার্সিয়াসের পুত্রগণ বেধিলেন যে,  
অবিবাহে এই জামাতা রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। তৎপরে  
তাঁহার কন্ডার তৎপন্থনের নিমিত্ত দুইজন লোক নিযুক্ত  
করিলেন। ইহাঙ্গির একের মৃত্যুরাজ্যে টার্কুইন লাংবাভিক-

জায়ে আবৃত হইলেন। কিন্তু আর্কাস্‌ মার্কাসের পুত্রগণ এই শুশ্রূষায় কলগত করিতে পারিলেন না। সুস্থিতী রাজী টানকুইন সাধারণ প্রচার করিলেন যে, টার্কুইনের আঘাত সাংঘাতিক নহে, তিনি অবিলম্বে সুস্থ হইবেন। এই সময়ে রাজী বীর শ্রীর পোস্তুম্‌ সার্ভিয়াসকে রাজকাণ্ড নিন্দাই করিতে আদেশ করিলেন। সার্ভিয়াসও প্রচাররত্নভূষণে অবিলম্বে সাধারণের শ্রিরশায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টার্কুইনের মৃত্যু অবিকসিন গুপ্ত থাকিল না। যখন মৃত্যুসংবাদ লোকে জানিতে পারিল, তখন সার্ভিয়াস্‌ সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইরাছেন।

৪৪ রাজা সার্ভিয়াস্‌ কেবল সাধারণের সাধিত্য চারিদিকে নিরীক্ষণে সিংহাসন পাইলেন। তাহার কোন ভারসম্বলিত অধিকার ছিল না।

ইহার রাজত্বকাল শান্তিতে অতিবাহিত হইরাছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে শাসনব্যবহার জনক বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তাহার সংস্কারাবলির মধ্যে শাসনসংস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বে অস্টিয়াতা বংশগত ছিল, ইহার সময়ে তাহা ধনগত হইল। তজ্জন্ত ধনোপার্জন করিলে কুলীন হইব—এই ইচ্ছা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইল। রোমের ধনভাণ্ডার শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিপ্রসূত অর্থে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সার্ভিয়াস্‌ রোমবাসিনকে টারিবর্ষে বিভাগ করেন। তৎপরে তিনিই সর্বপ্রথমে মনুষ্যগণনা এবং সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করেন। উপরোক্ত চাতুর্ঘ্য বিভাগ ধনগত ছিল। বাহানিগের একলক বা ততোধিক মুদ্রা ছিল, তাহারাই প্রথমশ্রেণীর ধনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ৫ম শ্রেণীর লোকগণের ১২৫০০ মুদ্রা থাকিত।

এই শাসনসংস্কারের পরে সার্ভিয়াস্‌ রোমনগরের সীমাবৃদ্ধি করেন। পূর্বে ‘পামিরিয়া’ নগরের নির্দিষ্ট পবিত্র পরিধি ছিল। এখন কুইরিনাল্‌ তিব্রিনাল্‌ এবং এন্টাইলিন্‌ পর্বত সকল নগর-সীমার অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সীমার চতুর্দিকে এক প্রবৃত্ত প্রস্তরপ্রাচীর নির্মিত হইল। ইহাকে লোকে সার্ভিয়াসের প্রাচীর বলে। এই সময়ে রোমের পরিধি ৫ মাইল হইল। নগরের বহির্ভাগে এক মাইল দীর্ঘ একটা প্রকাণ্ড তৃণ নিষিদ্ধ এবং ১০০ ফিট বিস্তৃত ৪০ ফিট পতীর একটা পরিধা বসিত হইল। রোমের সম্রাটবিশেষ শাসনকাল পর্যন্ত তাহাই নির্দিষ্ট নগরের সীমা বলিয়াছিল। এই ষটবার পরে সার্ভিয়াস্‌ সার্ভিয়াসের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ অবিকসিন্‌সিককে রোমবাসীর সহিত মিলিত এবং সমান অধিকার প্রদান করেন।

পূর্বোক্ত সেন্ট টার্কুইনের দুই পুত্রের সহিত সার্ভিয়াসের দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সেন্ট্রুয়ে সিউশিয়াস্‌ নিউর এককি, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অমৃত্যু কোমলপ্রকৃতি ছিলেন।

কনিষ্ঠপুত্র আর্কাস্‌ অর্জন নরম হইয়াছিল, অথচ তাহার স্ত্রী টার্সিয়া অত্যন্ত ক্রুরপ্রকৃতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশী ছিলেন। এই অনশূন্য বিবাহ মিলনের ভরানক ফল হইল। সিউশিয়াস্‌ বীর বশিষ্ঠগা গ্রীক বধ করিলেন। টার্সিয়া বীর অসহায়তা পতিকে হনন করিলেন। তখন সেন্ট্রুয়ে সিউশিয়াস্‌ অশ্রুপ্রকৃতি অমৃত্যুপত্নী টার্সিয়াকে মহানন্দে বিবাহ করিলেন। দেখাই পরী ও পতিহত্যার জন্য একবিন্দু অজ্ঞপাত করিলেন না।

সার্ভিয়াসের শ্রিরত্নতা টার্সিয়া পতিহত্যা এবং ভাতুরবিবাহ সম্পন্ন করিয়া শিষ্টতার চেষ্টা দেখিলেন। অবশেষে কন্যা ও আনাতা সার্ভিয়াসের প্রাণসংহার করিলেন। টার্সিয়া বংকালে গাড়ীতে চড়িয়া গৃহে কিরিতেছিল, তাহার পিতার রক্তাক্তদেহ পথে পড়িয়াছিল। গাড়ীচালক তদর্শনে অপরিস্রব সংবত করিল। কিন্তু উপযুক্ত কড়া কহিল, পিতার শবের উপর দিরা গাড়ী চালাও। শকটচক্রে মৃতদেহ ছিন্ন হইয়া রক্তস্রোত টার্সিয়ার বস্ত্ররঞ্জিত করিল। তদবধি রোমের সেই পথটা ‘উইকেড স্ট্রীট’ বা নিউর পথ বলিয়া কথিত হইতেছে। সার্ভিয়াসের মৃতদেহের কোন সংস্কার হইল না। তিনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সিউশিয়াস্‌ টার্কুইন-  
নাম প্রদান।  
৪৩-৪১ খৃঃ পূঃ

ইহাকে লোকে অহকারী টার্কুইন বলিয়া বর্ণনা করে। ইনি নির্দোষের অপেক্ষা না করিয়াই নিজে গর্ভিতভাবে সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই সার্ভিয়াসের সংস্কৃত কার্য সকল লোপ করিতে লাগিলেন। অত্যাচারে প্রজাস্বিককে প্রলীড়িত করিলেন। তাহার অট্টালিকা-নির্মাণের জন্য শিল্পী ও কারুশিল্পকে বিনাশেতনে বা অল্পবেতনে কার্য করিতে বাধ্য করাইলেন; তজ্জন্ত অনেকে বিব্রত হুগ্ধে আত্মহত্যা করিয়াছিল। তৎপরে তিনি ধনীদিগকে নির্দোষিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কার সর্বদা প্রেরী বেটিত থাকিতেন। কিন্তু রোমে তিনি ভীষণ অত্যাচার করিলেও বিবেশে পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন। তিনি অষ্টেজিয়াস্‌ মানেলিয়াসের সহিত বীর কন্যার বিবাহ দিরা সার্ভিয়াসে প্রথম প্রকৃত স্থাপন করিলেন। তৎপরে টার্কুইন তুল্লিয়াস্‌দিগের সন্ততিপূর্ণ হয়েবা পমেটরা নগর অধিকার করিয়া প্রচুর ধনস্বর সৃষ্ট করেন এবং সেই অর্থে কাশি-টোলাইন পর্বতের শিখরে জুপিটার, জুনো এবং মিনার্টা এই তিন দেবতার নামে, কাশিটোলিয়াস্‌ নামে এক ক্রিস্টে জন্মির নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিত্তি-ধননকালে একটা সতর্কতার অবিকৃত নরমুণ্ড পণ্ডরা গিয়াছিল। এই অশিখের একটা ভুলভ্রম বিলানের মধ্যে অনেক পবিত্র হস্তলিপিত পুঁথি রক্ষিত ছিল।

ইহার পরে টার্কুইন সেন্ট্রুয়ে বাক্য একটা বাটন নগর

বিধানবাক্যকর্তাপূর্বক অধিকার করেন। এই সময়ে এক দৈব-ঘটনার ভিত্তি স্থাপিত হইলেন। একদিন একটা লম্বা পূজা বৈদ্য নথ্য হইতে উত্থিত হইয়া রক্ষিত হইতে বৃষ্টির অস্ত্র তখন করিতে লাগিল। তৎকালে টার্কুইন প্রিন্স-সেনের ভোগিকির দৈববাণী আনিবার জন্য তাঁহার দুই পুত্র ও ভগিনীসহিত প্রেরণ করেন। তৎপরে আর একটা লোমহর্ষণকাণ্ড সম্বাদিত হইল। টার্কুইন স্বয়ং আর্ডিয়া অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধাভ্যাস করেন, তৎকালে টার্কুইন-পুত্র সেকুটাস কোলেনশিয়ালের পতি-পরিচালনা পত্নী লুক্রেসিয়ার সতীত্বনাশ করেন। গভীর নিশীথে সেকুটাস উত্তর তরবারি-হস্তে লুক্রেসিয়ার কক্ষ প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে সেবাধীরা কহিলেন যে, “যদি তুমি আমার প্রজ্ঞা-সমতা না হও তবে তোমার নিরশেষ করিব এবং ঘোষণা করিব যে, তুমি ক্রীতদাসের সহিত ব্যভিচারকালে তোমাকে বধ করিয়াছি।” লুক্রেসিয়া নিরশেষের ভয় অপেক্ষা কলঙ্কের ভয় করিলেন। সেকুটাস তাঁহার সতীত্বনাশ করিবার পরেই তিনি পতি ও পিতাকে ডাকিয়া এই নিরাপত্তা অপমানের প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিলেন এবং যুদ্ধে হুঁকিয়াবাতি করিয়া কলঙ্কমলিন অস্ত্রতপ্ত জীবনের দীপাংশে শেষ করিলেন। এই ঘটনার রোমবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং রাজার ও তৎপরিবারের সমস্ত পরিজনকে নির্দাসন হস্তে বিধান করিল। রাজা টার্কুইন তৎকালে বাহিরে যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। তাঁহার ভাগিনের, এলকটাস সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া টার্কুইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভ্যাস করিলেন। সৈন্তগণ অভ্যচারী টার্কুইনকে সহজেই পরিত্যাগ করিয়া ক্রটাসের অধীনতা স্বীকার করিল। টার্কুইন তাড়াতাড়ি রোমেকিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কেহই নগর তোরণ উন্মোচন করিল না। তখন তিনি ভীত হইয়া পুত্রগণের সহিত কার্যেরী নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। তিনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রের দোষে প্রজাপুঞ্জ-কর্তৃক নির্দাসিত হইলেন।

রোমে রাজত্বশাসনপ্রণালীর পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। রাজার নির্দাসন ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রোমবাসীগণ ৫০০ খৃঃ পূঃ ২৪৫ ফেব্রুয়ারি “রেজি-কিউলিয়ার বা কিউগালিয়া” নামক বার্ষিক উৎসবের পূরণপাত করিল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের প্রবর্তনে শাসনপ্রণালীর কোন আবল পরিবর্তন হইল না। সাধারণের নির্দাসনে হইজন মহান্যায়িক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারের পদ ৩ বৎসর স্থায়ী হইল। তাঁহারাই সাধারণের সম্বন্ধিত্বের বিচার ও শাসন বিভাগে কখনো চালনা করিতে লাগিলেন। ইহঁদের প্রিটর ও পরে কলল নামে অভিহিত হন।

৫০২ খৃঃ পূঃ এলকটাস ও টার্কুইনাস কোলেনশিয়াল প্রথম

কলল নিযুক্ত হন। কিন্তু টার্কুইন-বংশোদ্ভব কলল কোলেনশিয়াল পরে রোম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পি-ভালে-রিয়াল তৎপরে নিযুক্ত হন।

এই সময় নির্দাসিত টার্কুইন এট্রুস্কানদিগের সাহায্যে ক্ষতরাগ পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টার্কুইন নিজের ব্যক্তিগত (private) সম্পত্তি পাইবার আশ্রয় করিয়া রোমে হইজন দূত প্রেরণ করিলেন। কললগণ আশ্রয় দায়-সম্মত বোধে তাহা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু দূতগণ কএকটা রোমক যুবকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া টার্কুইনের রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন ক্রীতদাস এই বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়া দিল। বন্ধুত্বকারিগণের মধ্যে কলল ক্রটাসের দুই পুত্র লিপ্ত ছিল। ক্রটাস পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিলেন না, তিনি ব্যভিচারকে অসম্মত বন্ধুত্বকারিগণের সহিত পুত্রদ্বয়কে হনন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ক্রটাস মনুষ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

টার্কুইনের সম্পত্তি এই বন্ধুত্বের জন্য আর প্রাপ্ত হইল না। সাধারণে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইল। টার্কুইন বন্ধুত্ব বিফল দেখিয়া এট্রুস্কানদিগের সহায়তার রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রটাস ও ভালে-রিয়ালসে সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। টার্কুইনের পুত্র আর্গাস ক্রটাসের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। উভয়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অবশেষে হইতে পতিত হইলেন। তৎপরে উভয় সৈন্তের যোঁরতরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অল্প পরাক্রম নির্ণয় কর্তন হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ নিশীথসময়ে দৈব-বাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইল,—“রোমকগণই জয়ী হইয়াছে।” এই শব্দে ভীত হইয়া এট্রুস্কানগণ পলায়ন করিল। ভালে-রিয়াল ক্রটাসের মৃতদেহ লইয়া রোমে কিরিলেন। ক্রটাসের জন্য সকলে হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ভালে-রিয়াল স্মার-পরতাগুণে সর্ব সাধারণের প্রিয় হইলেন। এইজন্য তাঁহার “পাব্লিকোলা” অর্থাৎ সাধারণের প্রিয়পাত্র নাম হইল।

পরবৎসর ৫০৮ খৃঃ পূঃ টার্কুইন এট্রুস্কানের অন্তর্গত ক্লাসি-রানের রাজা লাস পর্সেনার পরগণায় হইলেন। পর্সেনা বিরাট সৈন্তদল লইয়া রোমের অপর পার্শ্ব কেলিকিউলাস দূর অবাধে অবরোধ করিলেন। সমুদ্রবন্দ অপস্রব হইয়া রোমকগণ ঘোষণাভয়ের জন্য টাইবার নদীর উপরিবর্তিত সেতুভ্রমের উদ্যোগ করিতে লাগিল। হোরেশিয়াল ককুলেস নামক এক অসৌকিক বীর অসাধারণ বীরত্ব সেতুর অপর প্রান্তে শত্রু-অবেশ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমকগণ সেতু ভাঙিতে লাগিল। সেতুভ্রম আর হইলে হোরেশিয়াল সবল সহায় পক্ষের ভীরবর্ধনের দ্বারা টাইবার নদীতে লক্ষ বিধ পড়িলেন এক



করিলেন,—“শিঙা টাইবার নদ আমাকে নির্ঝরে ঘোমে লইয়া যাক।” অসামান্য সত্তরশকোশে তিনি শব্দর শব্দাব্যত অতিক্রম করিয়া অন্য তীরে পৌঁছিলেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রোমের গবর্নর টাইবার এক প্রতিকৃতি নির্মাণ করিলেন এবং সমস্ত স্কিম তিনি বড়টা বাইতে পারেন, ততটা ভূমি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রোমের ইতিহাসে হোরেশিয়ারের কীর্তি স্বর্ণাকরে নিশিখত আছে।

তৎপরে পর্সেনা রোমনগর অবরোধ করেন। খাজত্বোদার আয়দানী বন্ধ হওয়ার রোমবাসিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। তখন মিউশিয়ান নামক এক স্বদেশবৎসল যুবক রোম উদ্ধারের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি গুপ্তহত্যা দ্বারা পর্সেনার প্রাণনাশের চেষ্টায় টাইবার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি পর্সেনাকে চিনিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রীকে নিহত করিলেন। তৎপরে দ্বন্দ্ব হইয়া পর্সেনার সমুখে নীত হইলে বধন পর্সেনা তাঁহাকে বস্ত্রগাথারক বৃত্তাদি ও বিধান করিতে চাহিলেন, তখন তিনি সহাস্তবধনে দক্ষিণ হস্ত অস্ত্রের উপরে স্থাপন করিলেন। হস্ত দ্বন্দ্ব হইয়া গেল, তথাপি চূড়ান্ত মিউশিয়ানের মুখে হস্তরখা বিলীন হইল না। তখন মিউশিয়াস্ নিতীকভাবে পর্সেনাকে কহিলেন,—“আমার ন্যায় ৩০০ যুবক তোমার গুপ্তহত্যার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে আমিই প্রথম। অন্যান্য ব্যক্তি পরে ক্রমে ক্রমে আসিবে।” তৎকালে ভীত হইয়া এবং মিউশিয়াসের সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নির্ঝরে ঘোমে পৌঁছাইয়া দিলেন। এই অদ্ভুত কীর্তির জন্য মিউশিয়াস্ কিতোলা বা ‘বামবাহ’ এই আখ্যায় অভিহিত হইলেন। পর্সেনা তৎপরে রোমের সহিত সন্ধি করিয়া সৈন্যে স্বদেশে গমন করিলেন। রোমকগণ সন্ধির প্রতিজ্ঞা স্বরূপ দশজন যুবক এবং দশটা কুমারীকে পর্সেনার নিকট পাঠাইলেন,—তন্মধ্যে ক্লিগিয়া নামী একটা কুমারী শিবির হইতে পলায়নপূর্বক সত্তরশ টাইবার পার হইয়া রোমে উপস্থিত হন। রোমকগণ তাঁহাকে পুনর্বার ধরিয়া পর্সেনার নিকট প্রেরণ করে। পর্সেনা তাহার প্রতিভা ও সাহসদর্শনে তাঁহাকে ও তৎসঙ্গিনীগণকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

ইহার পরে টার্কুইন লাটিন নগরসমূহ ব্যক্তিগণের সহায়তার ৩৯ বার রোম আক্রমণ করেন। রোমকগণ বিপন্ন হইয়া একজন ‘ডিক্টেটর’ নিযুক্ত করিল। কল্লগণ ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতেন। ভয়সাপ্রাপ্ত এই পদ থাকিত। ডিক্টেটরের সর্বভাষাধী ক্ষমতা ছিল। এ পট্টনিস্য প্রথমে ডিক্টেটর হন। উত্তর পক্ষের সৈন্য রোমিয়াস্ হ্রদের নিকট সজ্জিত হইল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রোমকগণ পরাজিত করিল। টার্কুইনের পুত্র টাইটাস হত হইলেন। টার্কুইন আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

কবিত আছে কাউর ও পোম্পিল নামক দুজন রাজকরের অসামান্য বীরত্বে রোমনগর এই দুজনে পরাজিত করিয়াছিল। যুদ্ধে রোমের অনেক প্রধান সেনানী হত হইয়াছিল। কাউরগণ যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল—কোন্দের মধ্যে সেইদলে টাইবারের সুরগাথ একটা সন্ধির সিদ্ধি হইয়াছিল এবং প্রতিবৎসর তথায় উৎসব হইত।

ইহার পরে টার্কুইন রাজ্যান্তের আর চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তিনি কিউমি নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং ৪৯৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ক্রুশধর জীবনের পরিসমাপ্তি করেন।

রোমের ইতিহাসে এই ৪৮ বৎসর কেবল পোট্টিশিয়ান বা অভিজাতগণ এবং প্রেবিরান বা নিম্নশ্রেণীর বিরোধে পরিপূর্ণ। রোমের রাজ্যতন্ত্র লুপ্ত হইলে শাসনপ্রণালী হইতে ভ্রষ্টাচারে ধর্মিগণের হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল। টাইবারাই পঞ্চ ৪৯৭-৪৯৬ খৃঃ পূঃ কল্ল হইতেন, টাইবারাই বিচার করিতেন ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে প্রেবিরানগণ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন রোমের ধর্ম গ্রন্থ ও গ্রন্থানের নিয়ম বড় কঠোর ছিল। প্রেবিরানগণের মধ্যে অনেকে ধর্মের দ্বারা পোট্টিশিয়ানগণের নিকট ক্রীতদাসরূপে জীবন বাপন করিত। রাজতন্ত্র-বিশোধের পরে রাজার যে সকল সাধারণ ভূমি ছিল, তাহাও পোট্টিশিয়ানদের ইচ্ছামত ভোগ দখল করিতেন, প্রেবিরানগণের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না।

এই সমস্ত কারণে উৎপীড়িত হইয়া প্রেবিরানগণ ৪৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে রোমের ৩ মাইল দূরে একটা নতুন নগর স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু তাহাবিগকে কিরাইবার জন্য মেনেসিয়াস্ এগ্রিপা নামক একব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঈশ্বরের কথামালা হইতে উদয় ও অস্তান্ত অবয়বের গল্প বলিয়া প্রেবিরানগণকে শান্ত করিলেন। তাহারা কহিল, যদি তাহারা সর্ববিষয়ে জ্ঞানবিচার প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তাহারা ট্রিবিউন (ধর্মাদিকার) স্থাপন দ্বারা আপনাদের প্রতি অত্যাচার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিল।

এই সময়ে স্পিউরিয়াস্ কামিলাস্ নামক একজন বিখ্যাত পোট্টিশিয়ান প্রেবিরানগণের অগ্রকুলে “এগ্রোরিয়ান্” বা ভবিষ্যি নামক এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই আইনে সাধারণভূমির কিয়ৎংশ প্রেবিরানগণ প্রাপ্ত হইল।

এই কালের রোম ইতিহাসে করিওলেনাস্ এবং কল্লসিয়ানগণের কাহিনী ভিন্ন অল্প কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

কামিলাস্ করিওলেনাস্ নামক এক অহঙ্কারী পোট্টিশিয়ান যুব প্রেবিরানগণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিতেন। ৪৮৮ খৃঃ পূঃ একবার হৃদিকের সমর রোমের সাহায্যার্থ এক বাহিনী পত আইসে।

করিওলেনাস্ তাহা প্রেবিরানদিগকে দিতে নিষেধ করেন। তাহাতে প্রেবিরানগণ তাহাকে সংহার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কন্সলগণের কৌশলে তিনি উদ্ধার পান, কিন্তু সেই অপরাধের জন্ত নির্কাসিত হইলেন। করিওলেনাস্ নির্কাসিত হইয়া ভলন্টেরিয়ানগণকে রোম আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন। তাহারা তাহাকে সেনাপতি করিয়া রোম আক্রমণ করিতে পাঠাইল। করিওলেনাস্ প্রবল প্রতাপে অনেক নগর লুণ্ঠনাদিপূর্বক রোম আক্রমণ করিলেন। রোমের পুরোহিত ও প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ করিওলেনাসের নিকট রোমরক্ষা করিবার প্রার্থনায় গমন করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রোমের রমণীবৃন্দ, করিওলেনাসের জননী তেটুরিয়া এবং স্ত্রী ভলান্টিয়াস্কে অগ্রবর্তিনী করিয়া রোমরক্ষার জন্ত করিওলেনাসের শিবিরে গমন করিলেন। ইহাদিগের বিলাপে বিচলিত হইয়া করিওলেনাস্ বলিলেন—“মাতঃ তুমি রোম রক্ষা করিলে, কিন্তু পুত্রকে হারাইলে।”

তৎপরে তিনি ভলন্টেরিয়ানদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কেহ বলেন যে, ভলন্টেরিয়ানগণ এই কার্যের জন্ত তাহাকে নিহত করিয়াছিল। কেহ বলেন, তিনি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন এবং সন্দর্ভাই বলিতেন, “বিদেশীয়দিগের মধ্যে বাসের কষ্ট বৃদ্ধ ভিন্ন জন্ত কেহ বঝিতে পারে না।”

৪৭৭ খৃঃ পূঃ ভিয়েন্টাইনগণের সহিত একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমকগণ জয় লাভ করে এবং কন্সল টাইটাস্ মেনেলিয়াসের আদেশে সমগ্র ভিয়েন্টাইন সমূলে বিনষ্ট হয়। কেবল উক্ত বংশের একটি মাত্র বালক রক্ষা পাইয়া উত্তরকালে রোমের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৪৫৮ খৃঃ পূঃ একুইনানগণের সহিত একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সিন্টিনেটাসের অধিতীয় রণকৌশলে রোমকগণ জয় লাভ করিল। যৎকালে সিন্টিনেটাস্কে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে গিয়াছিল, তৎকালে তিনি ক্ষেত্রে হলচালনা করিতেছিলেন। তৎপরে তাহার পত্নী রেসিগিয়া-প্রদত্ত সামান্য পরিচ্ছন্ন ধারণ করিয়া ক্লজসভার গমন করেন এবং তথায় ডিস্টেটর বা রোমের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হন। অসামান্য প্রতিভাবলে রণকৌশলে শত্রু-সৈন্য পরাজিত করিয়া জয়মাণে ভূষিত হইয়া তিনি রোমে প্রত্যা-গমন করেন।

এই সময় এট্রুস্কানগণের অধঃপতন ঘটে। সাইরাকিউজের রাজা নীসো এট্রুস্কানদিগকে কিছুদিন নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। স্পিউরিয়াস ক্যাসিয়াস্ প্রবর্তিত এগ্রিগিয়ান্ আইন লইয়া পেট্রিশিয়ান ও প্রেবিরানগণের মধ্যে বরাবর বিরোধ চলিতে থাকে। পরে ৪৭১ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন পাব্-লিলিয়াস্ ভলেরা

‘পাব্-লিয়ান’ নামক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাভারা প্রেবিরান-গণের স্বাধীনতা-হৃত হয়। তৎপরে ৪৬২ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন

কেন্সাস টেরেণ্টিলিয়াস্ আসার প্রস্তাবে  
ডিসেম্বরেট বা  
দশশাসন ৪৫১-  
৪৪৯ খৃঃ পূঃ  
দশজন ব্যক্তি লইয়া আইন প্রণয়নের জন্ত  
একটি সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু ইহাতে

পেট্রিশিয়ানগণ অনেক আপত্তি করিলেন। অবশেষে ৮ বৎসর বিরোধের পরে তাহার তিনজন বিজ্ঞব্যক্তিকে গ্রীসদেশে শোল-নের আইন সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করেন। তাহারা তথায় দুই বৎসর থাকিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪৫২ খৃঃ পূঃ দশজনের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি সর্কোস্কা হইয়া শাসনমণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে এপিয়াস্ ক্লডিয়াস্ ও টাইটাস্ জেনিউশিয়াস্ কন্সল নিযুক্ত হইলেন। এই সমিতি দশটা প্রধান বিধি সম্বলন করিলেন, তাহাই সর্কবাদি-সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইল। এই আইনে রোমের উত্তর শ্রেণীর মধ্যে অনেক সাম্য স্থাপিত হইল। ডিসেম্বরেটগণের শাসনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। পূর্বতন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল এপিয়াস্ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। পূর্বোক্ত আইনের ১০টা ধারায় আর দুইটা বিধি সংযুক্ত হইয়া ১২টা বিধিতে পরিণত হইল।

৪৪৯ খৃঃ পূঃ একুইনান ও সেবাইনগণ পুনর্বার রোম আক্রমণ করিল। এপিয়াস্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে না যাইয়া রোমে থাকিলেন। কিন্তু তাহার প্ররোচনার নির্ভর্যকতম সেনাপতি ডেণ্টাটাস্ গুপ্তভাবে হত হইলেন। ইনি ১২০ বার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিয়াস্ অন্যতর সেনাপতি ভার্জিনিয়াস্ অলৌকিক রূপবতী কন্যাকে বল পূর্বক হস্তগত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভার্জিনিয়াস্ স্বীয় কন্যার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এপিয়াসের এইরূপ অত্যাচারে প্রেবিরান গণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং দ্বিতীয়বার তাহারা রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিল। তখন পেট্রিশিয়ান পক্ষ নিরুপায় হইয়া এন্-ভালেরিয়ান্ এবং এম-হোরেশিয়ান্ নামক দুই ব্যক্তিকে প্রেবিরানদিগের সহিত সন্ধি-স্থাপনে প্রেরণ করিলেন। ডিসেম্বর বা দশ-সমিতি বিনুপ্ত হইল এবং উপরোক্ত দুইব্যক্তি কন্সল নিযুক্ত হইলেন। তাহারা পুনরায় আইন সংস্কার করিয়া প্রেবিরানদিগের অনেক ভ্রুবিধা প্রদান করিলেন। ডিসেম্বরগণের মধ্যে এপিয়ান্ কার্যরুদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিলেন এবং অন্যান্য অনেকে কেহ নির্কাসিত ও কেহ হত হইলেন। তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল।



৪৪৪ খৃঃ পূঃ রোমের শাসন-প্রণালীর পুনরায় পরিবর্তন হইল এবং ৩ জন “মিলিটারী ট্রিবিউন” বা সামরিক বিচারক নিযুক্ত হইলেন। পূর্বে কল্লগণ কেবল পেট্রিশিয়ান দল হইতে মনোনীত হইতেন, এক্ষণে প্রেবিয়ান দল হইতেও সামরিক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

এতদিন পর্যন্ত রোম রাজ্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষণে রোমকগণ এট্রুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় এবং অন্যান্য স্থলে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। সুতরাং রাজ্যপরিধি প্রসারিত হইতে লাগিল। ৩৯৪ খৃঃ পূঃ রোমকগণ ভিয়াই রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত করিলেন। দশবৎসরব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে রোমকগণ জয়লাভ করেন। এই সময়ে দৈববাণী দ্বারা ঘোষিত হয় যে, যাহারা ৬০০০ ফিট হুড্জ খনন করিয়া আলবান হ্রদের জল সমুদ্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই যুদ্ধে জয়ী হইবে। ভদ্রমুসারে রোমের ডিক্টেটর ফিউরিয়াস্ কামিল্লাস উক্ত হুড্জ নির্মাণ করেন। অত্যাধিক উক্ত হুড্জ বিঘ্নমান আছে। তৎপরে এট্রিয়ান রাজ্য একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কামিল্লাস মহা আড়ম্বরে ঐশ্বর্যসংযুক্ত রথে রোমে প্রবেশ করিলেন। জুনোদেবতার প্রতিমূর্তি রোমে আনীত হইয়া তৎপরি এক বিরাট মন্দির নির্মিত হইল।

৩৯১ খৃঃ পূঃ কামিল্লাস নির্বাসিত হইলেন এবং গলগণ অসংখ্য সেনাদল লইয়া রোমনগর ধ্বংস করিতে যাত্রা করিল। ব্রেলাস্ নামক গলসেনাপতি রোমকে অশানে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রোমকগণের অনেকে আসন্ন বিপদ দেখিয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। গলগণ রোম অবরোধ করিল। আলিয়া নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে সহস্র সহস্র রোমসৈন্ত ধরাশায়ী হইল। তখন অবশিষ্ট অধিবাসিগণ পুরোহিত ও তেষ্ঠাল কুমারীগণসহ কাপিটোলে আশ্রয় লইলেন। গলগণ রোমে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা এবং অগ্নিপ্রদানে নগর মহা-অশানে পরিণত করিল। কেবল মানিলিয়াসের সাবধানতার কাপিটোল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি বীর আত্মায় ভূষিত হইয়াছিলেন।

অবশেষে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া গলগণ রোম পরিত্যাগ করিল। কিন্তু পথিমধ্যে রোমকসৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে রোমবাসিগণ রোমে প্রত্যাগত হইল এবং পুনরায় গৃহাদি নির্মাণ করিতে লাগিল। কামিল্লাস-নির্বাসন হইতে আসিয়া পুনরায় সাধারণ তত্ত্বের ডিক্টেটর নিযুক্ত হইলেন। ৩৬১ খৃঃ পূঃ, গলগণ পুনরায় রোম আক্রমণ করেন। কিন্তু আর্গেনটী তীরস্থ যুদ্ধে মানিলিয়াসের অদ্ভুত বীর্যে রোম

রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি টর্কাটাস্ নামক গৌরবান্বিত উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ রোমবাসী পরে তাঁহার নিধন সাধন করিল। এই সময়ে পেট্রিশিয়ান ও প্রেবিয়ানদিগের স্বয়ং ও স্বামিস্ব লইয়া পুনরায় নানা গোলাযোগ উপস্থিত হইল। পরে ৩৬৭ খৃঃ পূঃ প্রেবিয়ানদলের এল—সেন্সটরাস্ সর্বপ্রথমে কমন্স হইগন এবং বিচার-কার্যের জন্ত “প্রিটর” বা এক জন নূতন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। কিছুকালের জন্ত প্রেবিয়ান ও পেট্রিশিয়ান পক্ষে শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার পরে লাটিনরামের প্রাধান্য লইয়া রোমের সহিত সাম-নাইট ও লাটিনদিগের সহিত দুইটি ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম সামনাইট যুদ্ধে (৩৪৩-৩৪১ খৃঃ পূঃ) রোমকগণ জয়লাভ এবং সামনাইটগণ তাহাদের অধীনতাব্যবহার করিল। লাটিন-গণ দূতপ্রেরণ দ্বারা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইল যে, তাহাদের মধ্যে হইতেও শাসনকর্তা এবং কমন্স নিযুক্ত হইবে। কিন্তু

লাটিন যুদ্ধ

৩৪৩-৩৪১ খৃঃ পূঃ

রোমকেরা তাহাতে আপত্তি করায় লাটিন সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ডেসেরিস্ এবং টিকানাং নামক স্থানের যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল (৩৪০ খৃঃ পূঃ)।

লাটিনগণের বার আনা লোক মুহুর্মুখে পরিত হইল। এই যুদ্ধে মানেলিয়াস্ টর্কাটাস্ সামরিক নিয়মগত্বের জন্ত ক্রটসের দ্বারা নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে অমানবদনে আদেশ প্রদান করেন।

৩৩০ খৃঃ পূঃ রোমকগণ ভলসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রোমকদিগের পুনঃ পুনঃ শ্রীরুদ্ধি

২য় সামনাইট মহাযুদ্ধ  
৩২৬-৩০৪ খৃঃ পূঃ

দেখিয়া সামনাইটগণ গ্রীকগণের সহায়তায় পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিল। এই যুদ্ধ ২২ বৎসর চলিয়াছিল। প্রথম ৫ বৎসর রোমকগণই জয়লাভ করিতে থাকে এবং সামনাইটগণ হতাশাস হইয়া যুদ্ধ পরিহারের সঙ্কল্প করে। পরে সি পন্টিয়াস্ নামক একজন সামনাইট বীরের অত্যদ্ভুত সমর-কৌশলে সামনাইটগণের ভাগ্যচক্র ফিরিতে থাকে। তিনি “কডাইন ফক” নামক গিরিসঙ্কেতে রোমকদিগকে একপাশে প্ররাজিত ও অপমানিত করিয়াছিলেন, যাহার তুলা ঘটনা রোমের ইতিহাসে আর ঘটে নাই। পন্টিয়াসের সমরকৌশলে রোমসৈন্ত শৈলপথে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইলেন। অবশ্যতাবী বিনাশ দেখিয়া রোমকগণ বৃদ্ধিপূর্বক আত্ম-সমর্পণ করিলেন। পন্টিয়াসও দয়াপূর্বক রোমসৈন্ত ও সেনাপতিদিগের প্রতি সত্যবহার করিলেন। কমন্সদ্বয় ও সেনাপতিদ্বয় অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহার। সামনাইটদিগকে রোমকদিগের সহিত সর্ববিধয়ে তুল্যাধিকার প্রদান করিবেন এবং ৬০০ অশ্বারোহী প্রতীভূ-

স্বরূপ সামনাইটদিগের নিকট থাকিবে। যখন এই সংবাদ রোমে পৌঁছিল, তৎকালে সেনেটের সমস্তগণ প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন না; তাহারা বলিলেন, সেনাপতিদিগের স্বীকৃত বিষয় পালন করিতে তাহারা বাধ্য নহেন।

পুনরায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রোমের অগৃহ আবার প্রসন্ন হইল। ৩০৪ খৃঃ পূঃ রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল। এই সময়ে এট্রাকানগণও পরাজিত হইয়া সকলে রোমের অধীনতা স্বীকার করিল। মধ্য ইতালীর অধিবাসীরাও রোমের সহিত সন্ধিহিত হইল। ৩০০ খৃঃ পূঃ রোমের প্রভুত্ব মধ্য ইতালীতে সম্পূর্ণরূপে বহুমূল হইয়া পড়িল।

রোমের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া সামনাইটগণ পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিল। গলগণ তাহাদের সাহায্যার্থ যুদ্ধ করিতে চাহিল। মাক্সিমাস ও ডেসিয়াস্ নামক কন্সলদ্বয় সসৈন্তে রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ডেসিয়াস্ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মাক্সিমাস জয়লাভ করিলেন। সামনাইটগণ পুনরায় রোমের সহিত একত্র মিলিত হইল।

ইহার দশ বৎসর পরে এট্রাকান ও গলসৈন্তগণ ভাড়িমা হ্রদের যুদ্ধে রোমকদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। এক্ষণে রোমের রাজ্যসীমা দক্ষিণদিকে বর্ধিত হইতে চলিল। দক্ষিণ ইতালী পূর্বে গ্রীকগণকর্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, এই কারণে এই স্থান মাগনা গ্রীশিয়া বলিয়া কথিত হইত। এই সমস্ত নগর-বাসিগণ লুকানিয়ানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমকসৈন্ত তাহাদিগের সাহায্যার্থ যাইয়া বহুযুদ্ধে ২৮২ খৃঃ পূঃ লুকানিয়ানদিগকে পরাজিত করিল এবং তথায় রোমকসৈন্ত স্থাপিত হইল।

রোমক কন্সল দশখানি নৌকা লইয়া টরেণ্টাম নগরের উপ-কণ্ঠবর্তী সমুদ্র দিয়া রোমে ফিরিতে ছিলেন, এমন সময়ে টরেণ্টাইনগণ রজালয়ের উঠু অলিন্দ হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া নৌযুদ্ধে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ৪ খানি ডাগ্গর জলমগ্ন হইল। কন্সল ভালেরিয়াস্ হত হইলেন, অবশিষ্ট কেহ কেহ পলায়ন করিল। রোমের সেনেট এই ঘটনার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পট্রুশিয়াস্ নামক এক ব্যক্তিকে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি অন্তর্দ্রোচিত ভাবে অপমানিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। টরেণ্টাম্ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। টরেণ্টাইন গ্রীকগণ এশিয়ারের রাজা পিরহাসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। পিরহাস মনে মনে সমস্ত ইতালী পরাজয় করিয়া এক প্রকাণ্ড হেলেনিক সাম্রাজ্য সংস্থাপনের স্বপ্ন করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া টরেণ্টাইনদিগের

প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং বৃহৎ সৈন্তদল সংগঠন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তিনি মিলো নামক এক সেনাপতিকে ৩০০০ পদাতিক সৈন্তসহ টরেণ্টাম নগরে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে (২৮১ খৃঃ পূঃ) তিনি ২০০০০ পদাতিক, ৩০০০ অশ্বারোহী এবং ২০টা হস্তী লইয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। টরেণ্টামে পৌঁছিয়া তিনি রজালয়ের ক্রীড়া কোতুকে বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সমস্ত যুবকদিগকে যুদ্ধ শিখাইতে লাগিলেন।

রোমক কন্সল ভালেরিয়াস্ নির্ভানাস্ সসৈন্তে লুকানিয়ার মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। পিরহাস্ কোশল করিয়া সময় লইবার জন্য রোমক কন্সলের নিকট পত্র লিখিলেন। কন্সল গর্ষিত-ভাষে তাহাকে স্বদেশে ফিরিতে উপদেশ দিলেন। তখন পিরহাস অগত্যা যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সিরিস নদীতীরে হিরাক্লিয়া নামক স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্ত সমবেত হইল। পিরহাস্ প্রথমে অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া রোমক-সৈন্ত আক্রমণ করিলেন। রোমক 'লিজেন' ভীমবেগে আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। তখন পিরহাস্ পদাতিক সৈন্ত পার্শ্বচালনা করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৭ বার নূতন আক্রমণ হইল, তথাপি জয় পরাজয় নির্ণত হইল না। তখন পিরহাস্ রণহস্তী চালনা করিলেন। হস্তিগণের পরাক্রমে রোমক সৈন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন করিল (২৮০ খৃঃ পূঃ)।

পিরহাস্ রোমক সৈন্তের বীরত্ব এবং পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতচিহ্ন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এই সৈন্তের চালক হইলে পৃথিবী জয় করিতে পারি।” তিনি দেখিলেন, আর একটা যুদ্ধ হইলে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইবে। তজ্জন্ত ইতালীবাসী গ্রীকগণের স্বাধীনতা প্রার্থনাপূর্বক সন্ধিহাপনের জন্য রোমে দূত পাঠাইলেন।

গ্রীক-দূত সিনিয়াসের বক্তৃতাচ্ছটায় সেনেটের সমস্তগণ সন্ধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশবৎসল যুদ্ধ ক্লডিয়াস কিকাসের উদ্বীপনাপূর্ণ বাক্যে সন্ধিবন্ধন ত্যাগ করিলেন। তখন পিরহাস্ শর্মে শর্মে সসৈন্তে রোমের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরে বিপদ বুঝিয়া ঈতাকালের আশ্রয়ের জন্য টরেণ্টামে আগমন করিলেন।

রোমকগণ এই সময়ে বকীর বিনিময় করিবার জন্য পিরহাসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পিরহাস্ রাজ্যচিহ্ন সম্বান প্রশংসাপূর্বক রোমক দূত কেব্রিশিয়াস্কে অভিনন্দন করিলেন। কেব্রিশিয়াস্ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞমণ্ডলী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে হলচালনা করিতেন। পিরহাস্ তাহাকে হস্তগত করিতে সাম, দান, ভেষ ও নও এই চারিনীতি অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। কেব্রিশিয়ান মন্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাফালনেও অচলভাবে দণ্ডারমান থাকিলেন। পিরহাস্

নিরুপার হইয়া বলিলেন যে, রোমক বন্দীদিগকে তিনি 'সাতাণে-লিয়া' বা শনি উৎসবে যোগদান করিতে অহুমতি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, 'যদি সেনেট সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে বন্দিগণ পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে।' সেনেটের সদস্তগণ অবিলম্বে তাহা সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উৎসবান্তে রোমকবন্দিগণ পুনরায় পিরহাসের শিবিরে গমন করিল।

২৭২ খৃঃ পূঃ, পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। আকুলাম নামক স্থানের যুদ্ধে রোমক সৈন্য পুনরায় পরাস্ত হইল। ৬০০০ রোমক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। পিরহাস প্রায় ২০০০০ সৈন্য হারাইলেন। যুদ্ধে জয়ী হইলেও পিরহাসের কতি তির লাভ হইল না। এই সময় তাঁহার স্বরাজ্য গলগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার তিনি বিপদগ্রস্ত হইলেন এবং সিসিলীবাসিগণও তাঁহাকে সাহায্যের জন্য এই সময়ে আহ্বান করিল। পিরহাস রোমক বন্দীদিগকে সমুদ্রান্নে প্রদর্শন করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সেনেট বা মন্ত্রিসভা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না।

পিরহাস সিসিলিতে গমন করিয়া আক্রমণকারী কার্থেজিয়-দিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু সিসিলিয়গণ তাঁহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইল। অনন্তর তিনি ২৭৬ খৃঃ পূঃ পুনরায় ইতালীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অবিলম্বে রোমকাদিকৃত লেক্রিনগর অধিকার করিয়া অর্থাভাবে পার্শ্ব-ফোন দেবীর মন্দিরস্থ বিপুল ধনরত্ন গ্রহণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার অর্থপূর্ণ একধানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়া গেল। পিরহাস পার্শ্বফোনের নিগ্রহ মনে করিয়া ভয়ানক হইলেন।

পরবৎসর কন্সল এম কিউরিয়াস পিরহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাহ্য করিলেন। বেলিভেন্টাম নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। পিরহাস নৈশ আক্রমণে জয়লাভের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। দুইটা হস্তী হত ও চারিটা রোমকদিগের হস্তগত হইল। পিরহাসের সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পিরহাস কতিপয় অশ্বচরসহ গ্রীসে গমন করিলেন। আর্গস নগরাদিকারকালে একটা রমণীর ইষ্টকাবাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অন্যকাল মধ্যে টেরেটাম প্রকৃতি সমস্ত গ্রীকনগর রোমের অধিকারভুক্ত হইল। রোম সমস্ত ইতালীর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিল। তদানীন্তন পাশ্চাত্যপ্রদেশে রোম পরাক্রমশালী বলিয়া খ্যাত হইল। সকলের দৃষ্টি রোমে আকৃষ্ট হইল। মিসরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফাস দূত প্রেরণ করিয়া রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোমের শাসন-প্রণালীর অনেক পরিবর্তন হইল। রোমের অধিকারস্থ অধিবাসি-গণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

(১) রোমবাসী বা রোমনগরস্থ ৩০টা বিভিন্ন জাতি।

(২) রোমের উপনিবেশিক অধিবাসিগণ।

(৩) রোমের অধিকারভুক্ত মিউনিসিপাল (স্বায়ত্ত-শাসন) চালিত নগরসমূহ।

মিউনিসিপাল নগরবাসিগণের সদস্ত মনোনয়নে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহারা রোমবাসীর সহিত বাণিজ্য ও অন্তর্বিবাহের অধিকারী ছিলেন। এতদ্বিধা মিত্র ও সহযোগী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও রোমকশাসনের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। চতুর্দিকে স্বাধীন রাজ্যগণের সহিতও রোমকগণ সখ্যত্বে আবদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিল। সামাজিক বিধিব্যবস্থাও অনেকাংশে সংস্কৃতপ্রণালী ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। শিল্পী এবং গাণসারিগণ নির্মাণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইল। ক্রীতদাসগণকে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা দেওয়া হইল। এই সময়ে আইনসংক্রান্ত এবং সরকারী কার্যের আমূল পরিবর্তন হইতে লাগিল। তৎপূর্বে পুরোহিত শ্রেণীই কেবল আইন প্রণয়ন এবং ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু ত্রেভিয়াস এই সময়ে সরকারী ও সামাজিক কার্যের অধ্য-শাসন সংক্রান্ত এক বিধিব্যবস্থা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোন্ কোন্ দিনে ধর্মাদিকরণাদি সরকারী কার্য হইবে ও বন্ধ থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট থাকিল। পুরোহিতগণের পবিত্র অধিকার মন্সীভূত হইয়া আসিল।

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে উপনিবেশ স্থাপিত হইতে লাগিল। ১২টা নতুন জাতি রোমের শাসনাধীন হইল। লিভি বলেন, ২৭৫ খৃঃ পূঃ মধ্য-গণনায় রোমনগরে ৯০০০০ পুরুষ ছিল। জীলোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। রোমের সমৃদ্ধি গুনিয়া নানাদেশের বিদ্বৎসমূহ রোমে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লক্ষী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীরও রূপা হইতে লাগিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ রোমে বাস করিতে লাগিলেন। মিসরীয় বিদ্বৎসমূহও রোমের উদীয়মান সৌভাগ্যদর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রাচীনকালে দেশভ্রমণ বিজ্ঞানিকার অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট ছিল। এই সময়ে কার্থেজ রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। টায়রবাসী ফিনিকীয়গণ ৮২৫ খৃঃ পূঃ আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যস্থ সাগরোপকূলে এই বাণিজ্যসমৃদ্ধ ঐর্ধ্যশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধিবাসিগণ সেমিটিক জাতীয় ছিলেন। কার্থেজের সমৃদ্ধ সামুদ্রবাণিজ্য হইতে হস্তাছিল। কার্থেজীয়গণ ক্রমে রাজ্যব্যবসার আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহারা স্পেনের কিয়দংশ, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং ইতালী ও গ্রীসের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। এতদ্বিধা লাইবিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে তাঁহাদের শাসনও পরিচালিত হইত।

ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকবর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যস্থলে স্থাপিত ইতালীয়রা এতকাল ধরিয়া শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনপূর্বক রাজ্য-কীর জগতের প্রকৃতকেন্দ্র স্বাক্ষর করিতেছিলেন। উক্ত সাগরোপকূলস্থ রাজ্যবাসী রাজা ও প্রজাগণ সকলেই ইতালীর দীর্ঘকেন্দ্রে রোমের আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলেন। পিরহাসের পলায়ন ও গ্রীকদিগের অধিকৃত দক্ষিণ ইতালীয় নগরসমূহে রোমের আধিপত্য ও বক্তব্য স্বীকার হইতেই পূর্বে ভূমধ্য-জগতে (Eastern Mediterranean world) এই ইতালীয় রাজ্যের শক্তিশ্রোতা বিকসিত হইয়া পড়িল। ইজিপ্ত রোমের বন্ধুত্ব বাঞ্ছা করিয়া পরস্পরে সন্ধাব স্থাপন করিলেন। গ্রীক বিশ্বসমাজ এই নবোদ্ভূত ও দিগন্তপ্রসারিতখ্যাতি রোমরাজ্যের ইতিহাস, রাজতন্ত্র ও লাতিন প্রজাতন্ত্রের মূল-বিষয়ের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পিরহাসের প্রত্যাবর্তনের পর রোমের পূর্বসম্মুখ ঐক্যই ছিল। তদবধি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত আর রোমের ক্ষুদ্রগুণী পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই।

ইতালী প্রায়োদ্যাপন পশ্চিমকূল উর্বর ও ধনজনপূর্ণ এবং পূর্বকীর অপেক্ষা বাণিজ্যোপযোগী জানিয়া প্রথমে সেই পশ্চিম দিক্ সুরক্ষার জন্তই তাহাদের নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ এই সময়েই দক্ষিণাঙ্গী কার্থেজ-শত্রু সগর্বে ভূমধ্যসাগর উঘেলিত করিয়া ইতালীর প্রাচীণ সীমান্ত-দ্বার সার্ডিনিয়া ও সিসিলী দ্বীপে আসিয়া কন্ডাঘাত করিয়াছিল এবং তাহার নৌবাহিনী সকল পশ্চিমভূভাগের লুণ্ঠন উদ্ধার মানসে ও কার্থেজ নগরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আশায় জর্বা কটাকে রোমের সমুদ্র সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে জলদস্যুর দ্বারা সাগরবন্ধ মথিত করিতেছিল। পশ্চিম-সমুদ্রতীরে কার্থেজীয় সাম্রাজ্য বিস্তার দেখিয়া রোম ভীত হইলেন। যতই কার্থেজীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, ততই রোমের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি অসম্ভব করিয়া রোমক সভা চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ঐ দস্যুদলের নিকট ইতালীর পশ্চিমোপকূল ও নিরাপন্ন নহে জানিয়া তাহাদের ভয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। এদিকে আবার সিসিলীর পূর্বোপকূলস্থ সাইরাকিউস-পতিকে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার বন্ধপরিষদ দেখিয়া বৃদ্ধ ভিন্ন বার্ষিক উপায় নাই, এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া রোম যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গ্রীক ও ফিনিকীয়দিগের সশস্ত্র অস্ত্রে ইতালীর শাসনকর্তৃগণের ও ইতালীয় সমুদ্রের সর্বময়কর্তৃ ফিনিকীয়গণের সশস্ত্রাঞ্চে পর্যাবসিত হইয়াছিল।

রোমের যৎকালে সাধারণতঃ প্রবর্তিত হয়, তখন রোম কার্থেজের সহিত সন্ধিহুত্রে মিলিত ছিলেন। যৎকালে পিরহাস সিসিলিতে কার্থেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখনও কার্থেজ রোমের সহিত নতন সন্ধি করিয়া সন্ধ্যহুত্রে বন্ধ হইয়া-

ছিল। কিন্তু বর্তমানে রোমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কর্ত্তনে কার্থেজ জর্বাপরবশ হইলেন। সিসিলি দ্বীপ লইয়া রোমের সহিত কার্থেজের বিরোধ বাহিল। সিসিলির অন্তর্গত মেসানা নগরে বহুকাল পর্যন্ত মেমার্টিনি ( বা মঙ্গলপুত্রগণ ) নামক এক প্রবল দস্যু সম্প্রদায় বাস করিত। সাইরাকিউজের রাজা হীরো ইহা-দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমকগণ হীরোর সহিত সন্ধ্যবন্ধ ছিলেন বলিয়া ইহাৎ সম্মত হইল না। পরে কার্থেজীয়দিগকে সাহায্যার্থ প্রবৃত্ত দেখিয়া রোম তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। পূর্বোক্ত কঙ্গল রুডিয়াসের পুত্র এপিয়াস রুডিয়াস সসৈন্তে সিসিলি যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্বেই কার্থেজীয় সৈন্ত মেমার্টিনিগণের সাহায্যার্থ মেসানা নগরে সমাগত হইলেন। হীরো ও রোমক সৈন্ত উপস্থিত দেখিয়া কার্থেজীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া জলপথে ও স্থলপথে মেসানা অবরোধ করিলেন। রোমক সৈন্তও উপরোক্ত মিলিত সৈন্তের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল ( ২৬৪ খৃঃ পূঃ )। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের আরম্ভ হইল।

কার্থেজ জল যুদ্ধের জ্ঞাত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কারণ ফিনিকগণ প্রাচীনকাল হইতে সামুদ্রবাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকায় ভারতীয় শিরিগণের নিকট হইতে বৃহৎ অর্ণবান-নির্ম্মাণকৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। কার্থেজের বৃহৎ বৃহৎ অনেক রণতরী ছিল, কিন্তু রোমের তাহার কিছুই ছিল না। তথার্থ নির্ভীক রুডিয়াস মেসানার নিকটে স্থলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রোমকসৈন্তের পরাক্রমে সাইরাকিউজ এবং কার্থেজের মিলিত সৈন্ত উপদ্রু্য পরাজিত হইল। ৩৬৩ খৃঃ পূঃ রোমকসৈন্ত হীরোর রাজধানী সাইরাকিউজ আক্রমণার্থ উদ্যোগী হইল। বহুসংখ্যক নগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহারা সাইরাকিউসের প্রাচীর সন্ধিহিত হইল। হীরো অগত্যা রোমের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সাহায্যকারী হইলেন।

রোমক-সৈন্ত হীরোর সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া কার্থেজীয় লৈজের সহিত যুদ্ধার্থে এগ্রিজেণ্টাস নগর অবরোধ করিল। এই নগরে সিসিলিবাসী গ্রীকগণের দূর্গ ছিল। রোমকগণ ২৬২ খৃঃ পূঃ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিল। এবশ্রকারে যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর তাহারা জয়লাভপূর্বক সিসিলির অনেকাংশ অধিকার করিয়া বসিল। এই সময় কার্থেজীয় রণতরী সকল ইতালীর উপকূল লুণ্ঠন করিয়া রোমের বিশেষ ক্ষতি করিতে লাগিল। তদকর্ত্তনে নিরুপায় হইয়া রোমকগণ জাহাজনির্মাণে সন্মত করিল। নানাদেশ লুইনে রোমের ধনভাণ্ডারে তখন প্রচুর অর্থ ছিল, অবিলম্বে তৎসংগত বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধচন্দন

পূর্বক জাহাজের কার্ঘ্যরস্ত হইল। পূর্বে একখানি বড় ক্রিনিক জাহাজ চড়ায় লাগিয়। ইতালীর উপকূল পড়িয়াছিল। সেই আদর্শ সমুখে স্থাপন করিয়া নিগিগণ জাহাজনির্মাণ আরম্ভ করিল। বৃক্ষচ্ছেদনের দিন হইতে ৬০ দিনের মধ্যে ১৩০ খানি জাহাজ-নির্মিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিল। অবিলম্বে মাঝি, কর্ণধার এবং নাবিক শিক্ষিত হইল। জলপথে রোমের প্রথম রণতরী চলিল।

২৬ খৃঃ পূঃ কমল কর্ণিলিয়াস ১৭ খানি সুসজ্জিত রণতরী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি কার্থেজীয়দিগের নিকট লিপারা নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। অল্প কমল ডুইলিয়াস অবশিষ্ট রণতরী সজ্জিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অসামান্য কৌশলে এক নতুন প্রথা আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক জাহাজে ২৪ হাত লম্বা এক একটা সেতু মাস্তুলের সহিত রজ্জুবদ্ধ থাকিল। শত্রুর জাহাজ সমীপবর্তী হইবামাত্র তিনি ঐ সকল সেতুর প্রহি শিথিল করিয়া দিলেন, সেতু সকল লম্বিত হইয়া কার্থেজীয় জাহাজের উপরে সংলগ্ন হইল এবং অবিলম্বে শত শত সুসজ্জিত রোমক-সৈন্য উক্ত সেতুপথে শত্রুর জাহাজে প্রবেশপূর্বক কার্থেজীয়দিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সর্ব্ব বর্জন করিল। মাইলি নামক স্থানের এই প্রসিদ্ধ জলযুদ্ধে ৩১ খানি কার্থেজীয় রণতরী অধিকৃত হইল এবং ১৪ খানি বিধ্বস্ত হইল। অবশিষ্টগুলি পলাইয়া রক্ষা পাইল। ডুইলিয়াস মহাভূমির রোমে প্রবেশ করিলেন। শত শত প্রজলিত আলোকশৃঙ্খল, বিচিত্র পুষ্পপাতাকা শোভিতপথে এবং বীণাদিগন্ধে রোম মুগ্ধিত হইল। যুদ্ধে অধিকৃত শত্রুর জাহাজের গলুই দ্বারা গঠিত একটা স্তম্ভ তাঁহার সন্মানার্থ কোরায়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার নাম রট্টাটা স্তম্ভ। রোমের কাপিটোলাইন মিউজিয়মে উহা অভ্যাপি রক্ষিত আছে।

ইহার কএক বৎসর পরে ২৫৬ খৃঃ পূঃ রোমক কমলদ্বয় রেগুলাস এবং মানেলিয়াস ৩৩০ খানি রণতরী সজ্জিত করিয়া কার্থেজীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্বে প্রাচীন-কালে কোন যুদ্ধে সমুদ্রে এত রণতরীর সমাবেশ হয় নাই। পূর্বোক্ত সেতুপথের কৌশলে রোমক-সৈন্য কার্থেজীয় জাহাজ সকলের ধ্বংসসাধন করিল। রোমকদিগের কেবল ২৪ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ৬৩ খানি কার্থেজীয় জাহাজ দ্রব্যাসামগ্রীসমেত অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকগণ কার্থেজীয় নগরাস্থ লুণ্ঠনপূর্বক ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এই লুণ্ঠনে তাঁহারা প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শীতকালে মানেলিয়াস অর্ধেক সৈন্য লইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। রেগুলাস যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলেন।

রেগুলাস প্রতিদিন কার্থেজীয় নগরাদি অধিকার পূর্বক প্রবল-বেগে কার্থেজের দিকে অগ্রসর হইলেন। কার্থেজীয়গণও হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। এই মহাযুদ্ধে রেগুলাস জয়লাভ করিলেন। কার্থেজীয়গণের ১৫০০০ সৈন্য রথক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল এবং ৫০০০ সৈন্য ও ১৮টা হস্তী বন্দী হইল। রেগুলাস সমস্ত দেশ লুণ্ঠন-পূর্বক কার্থেজের সম্মিহিত হইলেন এবং কার্থেজ অধঃস্রোদের কোশল উদ্ধারন করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে টিউনিন্স নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। নিউ মিডিয়গণ এই সুযোগে কার্থেজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতালভের চেষ্টা করিতে লাগিল। কার্থেজীয়গণ হতাশাস হইয়া রেগুলাসের নিকট সন্ধির প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু জরদমন্ত রেগুলাস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু এই সময়ে কার্থেজীয়দিগের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্পার্টারাজ জটিপাস ৪০০০ অশ্বারোহী, ১০০ হস্তী এবং বহু সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া কার্থেজের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। তৎক্ষণাত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ৩০০০ রোমক-সৈন্য রথক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রেগুলাস ৫০০ সৈন্যের সহিত বন্দী হইলেন। অবশিষ্ট ২০০০ সৈন্য শিবিরে পলায়ন করিল (২৫৫ খৃঃ পূঃ)। রোমকদিগের হুর্ভাগ্য এখানে শেষ হইল না। অবশিষ্ট রোমক-সৈন্য সকল জাহাজারোহণে স্বদেশ ফিরিতেছেন, এমন সময় ভীষণ ঝটিকায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রোমের সমস্ত রণতরী এবং বিরাট সৈন্যদল সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ৩৬৪ খানি রণতরীর মধ্যে ৮০ খানি মাত্র কএকদল সৈন্যসহ রোমে পৌঁছিল।

রোমকগণ নিকৎসাহ না হইয়া পুনর্বার রণতরী নির্মাণের উদ্যোগ করিল। তিনমাসে ২২০ খানি তরী নির্মিত হইল। তাহারা পুনরায় জলপথে যুদ্ধযাত্রা করিল। ২৫৩ খৃঃ পূঃ রোমক কমলগণ কার্থেজের উপকূল লুণ্ঠন স্বরিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পালিনারাস অন্তরীপের নিকট এক ভীষণ ঝটিকায় রণতরী সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

রোমক সৈন্য পুনরায় সিসিলিতে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ২০০ খৃঃ পূঃ রোমক প্রোকমল মেটেলাস পানার্মাস নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ২০০০০ কার্থেজীয় সৈন্য রণস্থলে বিনষ্ট হইল। ১০৪টা হস্তী রোমকদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকগণ উৎসাহিত হইয়া পুনরায় ২০০ রণতরী নির্মাণ করিল। কার্থেজীয়গণ রোমের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। রেগুলাস পূর্বে কার্থেজে বন্দী হইয়াছিলেন। রোমক ইতিহাসে তাঁহার বীরত্ব, সত্য-নিষ্ঠতা এবং অদেহবাৎসল্য স্বর্ণাকরে লিখিত আছে। কার্থে-

জীৱন নিঃশব্দগণের সহিত রেগুলাস্কে রোমে পাঠাইল এবং কহিল, যদি তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে না পারেন, তবে তিনি পুনরায় কার্থেজের কারাবাসে ফিরিয়া আসিবেন। নির্ভীক রেগুলাস্ সন্মত হইলেন। রেগুলাস্ বন্দী হইয়াছেন বলিয়া প্রথমে রোমক নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাইতে ইচ্ছা করেন নাই। বীরদ্বয় রেগুলাস্কে ফিরিয়া পাইবার জন্য রোমক সেনেট কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে সন্মত হইলেন। কিন্তু রেগুলাস্ উভয়ের কহিলেন, “আমাকে পাইবার জন্য সন্ধি করিয়া রোমের গোরব নষ্ট করিবেন না, রোমের গোরবেই আমার গোরব।” সেনেটের সভাগণ রেগুলাস্কে কার্থেজে ফিরিয়া যাঁহিতে নিষেধ করিলেন এবং সহস্র সহস্র লোক কহিল, “বিশেষে বলপূর্ব্বক গৃহীতের লপথপালন না করিলে, পাণ হয় না।” কিন্তু সভাস্থক স্বদেশবৎসল রেগুলাস্ নিজের অমাহবিক দুর্দশা জানিয়াও অবচ্যুত ভাবে কার্থেজে গমন করিলেন। কার্থেজীয়গণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নৃশংসভাবে নিহত করিল। প্রথমে চক্ষুর পাতা কাটিয়া তাঁহাকে ভীষণ রোগে ফেলিয়া রাখিত। পরে একটা বায়ে শত শত তীক্ষ্ণযুথটাবিক্ত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভিতরে প্রবেশ করাইত। স্বদেশবৎসল রেগুলাস্ অমানবদনে এই নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ করিয়া প্রাণ হারাইলেন।

এই নিষ্ঠুরতার বাতংস কাহিনী শুনিয়া রোমকগণ কার্থেজের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং অবলম্বে সৈন্তে সিসিলির অন্তর্গত কার্থেজীয় নগর লিলিবিয়াম্ অবরোধ করিল। অত্যাধিক রোমক কন্সল রুডিয়াস্ জলপথে ড্রেপানাম্ নামক স্থানে কার্থেজীয় রণতরী আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে রোমক সৈন্ত জয়লাভ করিলেও জলযুদ্ধে রুডিয়াসের নিকৃষ্টিতায় রোমকসৈন্ত পরাজিতপ্রায় হইল। আটিনিয়াস্ কাল্যাটিনাস্ তাঁহার পরিবর্তে রোমক কন্সল নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর কন্সল সি-জুনিয়াস্ ১৩৫টা রণতরী লইয়া লিলিবিয়াম্ রোমক-সৈন্তের সাহায্যার্থ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে ভীষণ ঝটিকায় রণতরী সমূহ বিধ্বস্ত হইল। কেবল দুইখানি জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকার দৈবছুরিপাকে ৩ বার রোমক-রণতরীসমূহ নষ্ট হয়। তখন রোমকগণ জলযুদ্ধ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্থলযুদ্ধে মনোনিবেশ করিল।

এই সময়ে কার্থেজে একজন বীরপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইহার নাম হামিলকার বার্ক। ইনিই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হানিবলের জনক। ২৪৭ খৃঃ পূঃ, যখন তিনি সিসিলিতে কার্থেজীয় সৈন্তের সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন, তখন তিনি অতি ভরসা বরফ। তিনি সোজাযুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে না যাইয়া হার্কটে নামক পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া সৈন্তচালনা করিলেন। এইস্থানে

তিনি এমন কুহরচনা করিয়া বৎসরকাল অবস্থান করিলেন যে, শত্রুমিত্র সকলেই সেই অকৃত কৌশলে বিস্মিত হইয়া গেল। এই সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে রোমক-সৈন্তের অস্তিত্বে ধাবিত হইলেন। রোমক সৈন্ত তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। হামিলকার অগ্রসর হইলেন এবং ড্রেপানামের নিকটবর্তী এরিক্স নামক সুরক্ষিত পার্শ্বতানগর অধিকার করিলেন। চুইবৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় রোমক-সৈন্ত হামিলকারকে এক পদও বিচলিত করিতে পারিল না।

রোমকগণ এক্ষণে বৃকিতে পারিলেন যে, জলযুদ্ধে প্রাধান্য লাভ না করিতে পারিলে তাঁহারা কার্থেজের সহিত প্রতী-যোগিতা করিতে পারিবেন না। ২৪২ খৃঃ পূঃ কন্সল লুট্যাটিয়াস্ কেটালুস্ ২০০ রণতরী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। হানো নামক সেনাপতি কার্থেজীয় রণতরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইগেটস্ নামক স্থানের নিকটবর্তী যুদ্ধে রোমকগণ জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে রোমকগণ সর্ববিষয়ে সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ জলপথ বন্ধ করিতে পারিলে কার্থেজ হইতে আর কোন সাহায্য আসিতে পারিবে না, অগত্যা হামিলকারকে সৈন্তে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

কার্থেজীয়গণ নিরুপায় হইয়া হামিলকারকে রোমের সহিত সন্ধি করিতে পত্র লিখিল। ২৪১ খৃঃ পূঃ সন্ধি স্থাপিত হইল। তদ্বারা কার্থেজীয়গণ সিসিলির প্রভু এবং নিকটবর্তী স্থানপুঞ্জের আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণকে ফিরাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব হইল যে, কার্থেজ ১০ বৎসরের মধ্যে রোমকে ৩২০০ তোল স্বর্ণ কতিপূর্ণ স্বরূপ প্রদান করিবেন। কর্শিকা ও সার্ডিনিয়া রোমের অধিকারভুক্ত হইল। রোমের সেনেট কি প্রকারে সিসিলি শাসিত হইবে, তাহার উপায়চিন্তা করিতে লাগিলেন। রোমের সহিত এক শাসন-প্রণালীতে সিসিলি শাসন অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা সিসিলিতে সম্পূর্ণ নূতন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। রোম হইতে প্রতি বৎসরে নির্ধারিত একজন শাসনকর্তা দ্বারা সিসিলির শাসনকার্য চলিতে লাগিল। এইরূপে রোমসাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তিলাভ পত্তন হইল।

এদিকে হামিলকার স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য বল পরিশুষ্টি এবং স্পেন দেশে এক বিপুল সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে রোমে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। যুগ্মের সময় হইতে এতদিন রণদেবতা জেনারেলের মন্দিরঘর খোলা ছিল। রোমের ইতিহাসে দ্বিতীয় বার এই মন্দিরের ঘর বন্ধ হইল। কিন্তু অধিক দিন থাকিল না। রণভরীর উদ্ভাব আকাশে আবার অন্তিমিহা

রণ-দেবতার মন্দিরঘর উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে ৩৩টা জাতি মিলিত হইয়া রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এখন আর দুইটা জাতি উহাতে মিলিত হইয়া সর্বশাকল্যে ৩৫টা জাতি হইল।

আফ্রিগাতিক সাগরের পূর্বাংশে ইলিরীয়গণ বাস করিত। ইহারা জলদস্যুতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে ইতালীর উপকূল ভাগ নিরাপদ ছিল না।

ইলিরীয় যুদ্ধ

(২২০ খৃঃ পূঃ)

রোমের সেনেট ইলিরীয়-রাজ আগ্রনের নিকট দূত পাঠাইয়া এই উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রক্ষেপ করিলেন না, বরং দূতগণ নিহত হইল। অবিলম্বে রোমক-সৈন্য আফ্রিগাতিক উপদ্রব হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল (২২০ খৃঃ পূঃ)। সেই সময়ে আগ্রনের মৃত্যু হওয়ার টিউটা নামী তাঁহার বিধবা পত্নী দিমে-ট্রিয়াস্ নামক একজন গ্রীকের মন্ত্রণায় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। দিমেট্রিয়াস্ টিউটাকে পরিত্যাগপূর্বক 'করসাইরা' নামক দ্বীপ রোমকদিগকে অর্পণ করিলেন। টিউটা নিরুপায় হইয়া রোমকদিগের প্রস্তাবিত সকল বিষয়ে সম্মতি দিলেন। এই প্রকারে আফ্রিগাতিক উপকূল জলদস্যুশুল্ক হওয়ার গ্রীকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রোমকদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ দূত পাঠাইল।

এই যুদ্ধ শেষ না হইতেই গলগণের সহিত আবার যুদ্ধ বাধিল। গত ৪০ বৎসর গলগণ শান্তভাবে ছিল। আবার ইহারা উগ্রমুষ্টি ধারণ করিল। গলগণের পূর্বে আক্রমণ ও রোমের ধ্বংসসাধন স্মরণ করিয়া ইতালীবাসী প্রমাদ গগিলেন। দৈবজ্ঞেরা সাইবিলাইন পুস্তক আলোচনা করিয়া কহিলেন, রোম দুইবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। এবং ইহাও ঘোষিত হইল যে, দুইজন গলকে ফোরামে জীবিত অবস্থায় গোর দিলে রোমের বিপদ কাটিয়া যাইবে। অবিলম্বে বিরাট সৈন্যদল সজ্জিত হইল। ১৫০০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বরোহী যুদ্ধার্থ চলিল।

ইট্রুরিয়ার অন্তর্গত টেলোমন নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল (২২৫ খৃঃ পূঃ)। ৪০০০০ গলসৈন্যের রক্তে সমরক্ষেত্র প্রাণিত হইল। ১০০০০ গলসৈন্য বন্দী হইল। রোমকগণ বোআই প্রদেশ হইতে পো নদীর তীর দেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। ২২৩ খৃঃ পূঃ, রোমক কন্সল ক্লেমিনিয়াস্ নদী পার হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ইনসুবারদিগকে একটা যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই সময়ে কর্ণেলিয়াস্ সিপিও এবং ক্লডিয়াস্ মার্সেলাস্ রোমের কন্সল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা ইনসুবারদিগকে তাড়াইয়া পো-নদীর অপর তীরে রাজ্যবিস্তারের জন্য ধাবিত হইলেন। মার্সেলাস্ বহুতে ভিরিডোমেলাস্ নামক ইনসাব্রিয়ান সর্দারকে বধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করি-

লেন। সিপিও তাহাদের রাজধানী মিলান অধিকার করিলেন। তাহারা রোমের অধীনতা স্বীকার করিল। প্রাসেটিয়া এবং ক্রিসেনোয় দুইটা রোমক উপনিবেশ স্থাপিত হইল (২১৮ খৃঃ পূঃ)। প্রত্যেক স্থানে ৬০০০ লোক উপনিবেশিত হইল এবং রোম হইতে আরিমিনিয়াম নামক গলনগর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়া উক্ত স্থান সকল রোমের সহিত সংযুক্ত হইল। রোমের রাজ্যপরিধি ক্রমে ক্রমে চারিদিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তরে আন্স পর্যন্ত পর্যন্ত রোমের জয়পাভা উড়িল।

সেই সময় হামিলকার স্পেনে 'সাম্রাজ্যের ভিত্তি' পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার তথ্য রাজ্যসীমা দীর্ঘ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হামিলকারের অন্তঃকরণে রোমকদিগের প্রতি প্রবল বৈরভাব সর্বদা আগ্রস্ক ছিল। তিনি স্বীয় নয় বৎসর বয়স পুত্র হানিবলকে অগ্নিময়ী বজ্রবেদী স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, যেন তিনি আজীবন রোমের প্রতি জাতবিশেষ থাকেন এবং বৈরনিধ্যাতনে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। হামিলকার বালা হইতেই হানিবলকে যুদ্ধ বিজ্ঞায় সুশিক্ষিত করিতেছিলেন। হানিবল পিতার প্রতিজ্ঞা এবং রণপাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণের উপযুক্ত অধিকারী হইয়াছিলেন। হামিলকার স্পেনের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ২২৮ খৃঃ পূঃ একটা যুদ্ধে হামিলকারের মৃত্যু হওয়ার, তাঁহার জামাতা হাস্‌ড্রবল সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং স্পেনে নিউকার্থেজ নামে এক সুন্দর নগর স্থাপন করিলেন, উহার বর্তমান নাম কাটেজনা। তরুণ বয়স্ক হানিবল সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইলেন। ২২১ খৃঃ হাস্‌ড্রবল একজন ক্রীতদাসকর্তৃক গুপ্তভাবে হত হইলেন। তখন হানিবল সেনাপতি ও শাসনকর্তৃপদ পাইলেন। হানিবলের অন্তঃকরণে সর্বদাই রোমরাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা বলবতী ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। হানিবল অদ্ভুত প্রতিভাবলে স্পেন মধ্যস্থ সমস্ত জাতিদিগের সাহায্য লাভে কৃতকার্য হইলেন। এক্ষণে তিনি যুদ্ধের ছল খুঁজিতে লাগিলেন।

পূর্বে হাস্‌ড্রবলের সহিত সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, এতদূর নদীর পূর্বসীমা পর্যন্ত রোমকগণের অধিকারে থাকিবে এবং নদীর পশ্চিমপারে কার্থেজীয় স্পেনের সীমাবদ্ধ হইবে। কিন্তু হানিবল এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ২১৯ খৃঃ পূঃ নিজ রাজ্যের বহির্ভূত সেগাণ্টাম নগর আক্রমণ করিয়া ৮ মাস যুদ্ধের পরে অধিকার করিলেন। রোমকগণ মিত্র-রাজ্যের সাহায্যার্থ এতদিন কিছুই করিতে পারিল না। রোমকগণ হানিবলের নিকট সন্ধিভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুইবার দূত প্রেরণ করিলেন। হানিবল তাহাতে কোন



স্ট্রাট উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বারে রোমক-দূত কিউ-ফেব্রিয়াস তাঁহার শিরদাগু খুলিয়া হানিবলকে বলিলেন, “তোমরা শাস্তি বা যুদ্ধ, ইহার ভিতর কি ইচ্ছা কর?” হানিবল কহিলেন, “তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই দাও।” তাহাতে ফেব্রিয়াস বলিলেন, “তবে যুদ্ধ লও।” তখন কার্থেজীয়গণ সোংসাহে বলিয়া উঠিল, “আমরা আনন্দের সহিত ইহাই গ্রহণ করিলাম।” এইরূপে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

হানিবল সেপাস্টাম অধিকার করিয়া শীতকালের জন্ত নিউকার্থেজে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ২১৮ খৃঃ পূঃ

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ  
২১৮-২০১ খৃঃ পূঃ

স্থলপথে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি স্পেন এবং কার্থেজ রক্ষণের স্মরণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বীয় সহোদর হাসড্রবলকে স্পেন-রক্ষার ভার দিয়া একদল সৈন্য কার্থেজ রক্ষার্থে আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি ২১৮ খৃঃ পূঃ বসন্তকালে ৯০০০০ পদাতিক, ১২০০০ অশ্বরোহী ও কতকগুলি হস্তী লইয়া ইতালী যাত্রা করিলেন এবং ৫ মাসের মধ্যে শিরিনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া রোণ-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। শিরিনীজ পর্বতে অসভ্য জাতি সকলের সহিত যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য হ্রাস হইয়াছিল। রোমকগণ হানিবলের যুদ্ধযাত্রা শুনিয়া অবিলম্বে একদল সৈন্যসহ কন্সল পি-কার্থিলিয়াস সিপিওকে হানিবলের পথ অবরোধ করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সিপিও মেসালিয়া পৌছবার পূর্বেই হানিবল রোণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া আরস পর্বতের সরিহিত হইলেন। সিপিও হানিবলকে সেই স্থানে রোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাঁহার সহোদর নেসিয়াস সিপিওকে স্পেন অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এই কোশলেই পরবর্তী কালে রোম হানিবলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কারণ হানিবল স্পেন হইতে সাহায্য পাইলে রোমনগর সমুদ্রে ধ্বংস করিতে পারিতেন।

হানিবল বিরাট সৈন্যদলসহ নিভীকরূপে দুয়ারোহ শৈলমালা এবং নিবিড় বনাচ্ছাদিত আরস পর্বতের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ইতালীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতি বিলম্বে সিসাদাইন গলে আসিয়া পর্বত হইতে উপত্যকায় অবতরণ করিলেন। তাঁহার অতর্কিত ক্রিপ্র আগমনে রোমকগণ বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। আরস পর্বতের দুর্গম পথে গমনকালে হানিবলের বহুসৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। যখন তিনি উপত্যকায় আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন, তখন তাঁহার বিরাট সৈন্যবলের কেবল ২০০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্ব-

রোহী অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া তিনি সৈন্যদিগের পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন।

এদিকে রোমক-সৈন্য অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। টিশিনাশ্ এবং টেব্রিয়া নামক স্থানে দুইটা ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। হানিবলের নিউমিডিয়া অশ্বরোহীর ভীমবিক্রমে রোমক-সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পরাজিত হইল; সিপিও গুরুতররূপে আহত হইলেন। সিপিও পিছাইয়া ট্রাস্টিয়ার প্রাচীর মধ্যে আশ্রয় লইলেন। হানিবল পোনদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রোমক-সৈন্য যুদ্ধে পরাধুখ হইল। সেই সময়ে সেন্সোনিয়াস নামক অন্যতর কন্সল সসৈন্যে সিপিওর সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। রোমক-সৈন্য সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হানিবলকে আহ্বান করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। হানিবলের রণনৈপুণ্যে বিশাল রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকাল আগত হওয়ায়, হানিবল রোমের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। দারুণ শীতের প্রকোপে তাঁহার বহুসৈন্য বিনষ্ট হইল। একটা ব্যতীত সমস্ত হস্তী যুদ্ধাশুথে পতিত হইল। হানিবলের চক্ষুর পীড়া হইয়া একটা চক্ষু নষ্ট হইল। তখন তিনি শীত কাটাইবার জন্য ফিসালি নগরে গমন করিলেন।

সাবিনিয়াস এবং ফ্রেমিনিয়াস এই বৎসর রোমের কন্সল নিযুক্ত হইলেন। ফ্রেমিনিয়াস পুনরায় সৈন্য লইয়া হানিবলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কিন্তু হানিবলের কোশলে তিনি সসৈন্যে একটা গিরিসঙ্কটে বদ্ধ হইলেন, একটা ক্ষুদ্র পথের সন্ধান পাইয়া তিনি ট্রাসিমিন হ্রদের তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সহস্র সহস্র রোমক-সৈন্য প্রাণ-ত্যাগ করিল। কন্সলও প্রাণ হারাইলেন। বহুসহস্র সৈন্য হ্রদের জলে নিমগ্ন হইল। এই যুদ্ধে হানিবল ১৫০০০ রোমক-সৈন্য বন্দী করিলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কেবল ১৫০০ সৈন্য বিনষ্ট হইল। হানিবল কেবল রোমের অধিবাসীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া অন্যান্য ইতালীয় সৈন্যদিগকে সসম্মানে মুক্তিদান করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি অন্যান্য জাতিদিগের সহায়তায় লাভ করিয়া রোমের উচ্ছেদসাধন করিবেন, তজ্জনাই তিনি এই নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু জাতীয় লোক হানিবলের প্রতিভা এবং বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার পক্ষপাতী হইল। কিন্তু অনেক বৈদেশিক আক্রমণকারীর প্রতি বিশেষ আশা স্থাপন করিল না। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হানিবল অবিলম্বে রোম আক্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তরবারি এবং অগ্নিধারা বহনগর ধ্বংসাশয় করিতে লাগিলেন।



এই সময়ে তাঁহার কেবল ২৬০০০ পদাতিক ছিল, কিন্তু রোমকগণ সহযোগী ভূপতিগণের সাহায্যে ৭০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। হানিবল সৈন্যে আপুলিয়ার শত-সমৃদ্ধ প্রবেশ গমন করিয়া লুন্নাদি দ্বারা রোমের সহযোগি-রাজ-গণের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এইরূপে উৎকৃত হইয়া অনেক তাঁহাকে রোমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে। এই সময় ইমিলিয়াস্ পলাস্ এবং টেরেণ্টিয়াস্ ভারো কন্ডল নিযুক্ত হইয়া সৈন্যে আপুলিয়া প্রবেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অসুপস্থিতিতে রোমকগণ আর এককল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কমিশিয়া সেকুরিস্ দ্বারা কেব্রিয়াস্ মাল্লিনাসকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিলেন। কেব্রিয়াস্ কোণলে হানিবলকে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন।

হানিবল আপিনাইন পৰ্বত অতিক্রম করিয়া কাম্পেনিয়ার সমতলভূমিস্থিত সমৃদ্ধ নগরাদি লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তথাপি কেব্রিয়াস্ সমুখ-যুদ্ধে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কেব্রিয়াস্ কাম্পেনিয়ার গিরিসঙ্কট অধিকার করিয়া মনে করিলেন, এই পার্শ্বতাপে হানিবলকে বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু অদ্রুতকোণলে হানিবল এই বিপদ হইতে উদ্ধীর্ণ হইলেন। তিনি তৎপূৰ্বে কাম্পেনিয়া লুণ্ঠন করিয়া বহু-সংখ্যক বৃষ ও গাভী অধিকার করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে তিনি ২০০০ বৃষের শৃংগ ছই ছইটী মশাল বাঁধিয়া সেই মশালে অগ্নি-প্রদান করিয়া, স্বীয় সৈন্যগণকে বাহিত রোমক-সৈন্যের অভিমুখে সেই বৃষদিগকে তাড়াইতে কহিলেন। বৃষগণ লুণ্ঠন মশালালোকে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ছুটিতে লাগিল। রোমক-সৈন্য অসংখ্য প্রচলিত মশাল দর্শনে মনে করিল, হানিবল অত্যন্ত নৈশ আক্রমণে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। তজ্জন্য তাহারা অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া বাহিত গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে ধাবমান বৃষগণের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। হানিবলও সেই সুযোগে নির্ঝরোধে গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপুলিয়ার সমতলে পৌঁছিয়া শীতবাসের জন্য জিরোনিয়াম্ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তিনি (২১৬ খৃঃ পূঃ) শীতকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া বসন্ত সমাগমে সময়সজ্জা করিতে লাগিলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তিনি এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কানি নামক স্থানে রোমক-সৈন্যের সমুদীন হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন।

পূৰ্ব্বোক্ত রোমক কন্ডলস্বর ৮০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া হানিবলের সমুদীন হইলেন। হানিবলের পদাতিক ৪০০০০ এর অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁহার ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত হইল। অফিদিয়াস নদীর

দক্ষিণতীরে বিতীর্ণ প্রান্তর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই কানির যুদ্ধ ভুবনবিখ্যাত। হানিবলের অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রোমের বিশাল অসীমিকনী একেবারে ধ্বংস-শ্রাব্য হইল। রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ৫০০০ রোমসৈন্যের শোণিত-তরঙ্গে কানির সমরক্ষেত্রে ভীষণ লুপ্ত ধারণ করিল। কন্ডল এমিলিয়াস্, পূর্ববংশের কন্ডলস্বর এ ২ অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষ মিনিউশিয়াস্, ৮০ জন সেনেটের সত্য ও বহুসংখ্যক সেনাপতি এই যুদ্ধ পক্ষ্য পাইলেন। অন্যতর কন্ডল ভারো কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভেতুসিয়ার আশ্রয় লইলেন। বহুসংখ্যক রোমক-সৈন্য বন্দী হইল।

হানিবল এই সময়ে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই রোম অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তজ্জন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁহার নীতির নিন্দা করিয়াছেন। হানিবলের অধীনস্থ সেনানী মহর্ষল রোমে অগ্রসর হইবার কথা বলিলে, হানিবল বলিয়াছিলেন, “তুমি অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ কর, আশ্রয় ৫ দিনের মধ্যে কাপিটোলে বসিয়া ভোজন করিবে।” কিন্তু নগর অবরোধে তাঁহার সৈন্যগণ অনন্তাশ্রয় থাকায় তিনি তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং আপুলিয়ায় বসিয়া রোমের সহযোগি-রাজাদিগের গতিবিধি পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। সামনাইটগণের অধিকাংশ আপুলিয়ান, লুকানিয়ান, এবং ক্রটিয়ানগণ কার্থেজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইতালীর দক্ষিণ-ভাগের অধিকাংশই রোমের বিরুদ্ধে কার্থেজের পক্ষাশ্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। লাতিন উপনিবেশগণ কেবল দৃঢ়ভাবে রোমের সহায়তা করিতে লাগিল।

হানিবলও সহযোগী রাজাদিগকে রোমের হস্ত হইতে নিষ্কৃত পাইবার জন্য সৈন্ত পাঠাইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। হানিবল সামনিয়াম্ হইতে যাত্রা করিয়া কাম্পেনিয়া পৌঁছিলেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ নগর কাপুয়া অধিকার করিলেন। নগরবাসি-গণ বিনা বাক্যব্যয়ে নগরদ্বার উন্মোচন করিয়া তাঁকে অভিনন্দন করিল। এইস্থানে তিনি শীতকালের জন্ত শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই পঞ্চাশ পিউনিক যুদ্ধের আত্মকাল। এইকালে হানিবল সর্বতোভাবে সাক্ষ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বাণিজ্য-সমৃদ্ধি, বিলাসবৈভব, শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সাধারণ ঐক্যে কাপুয়া নগরী সর্বোপায়ে রোমের সন্মুখ ছিল।

রোমের আলংকারিকগণ এবং বিখ্যাত ঐতি-  
হাসিকগণ রহস্যজ্ঞেয় লিখিয়াছেন যে,  
বিলাস বাত্যাঙ্গোলিত সুধম্পর্ষে হানিবলের  
সৈন্তগণ অনেকাংশে দৃঢ়তা ও উদ্ভব হারাইয়া ছিল। যাহা হউক,

এই সময়ে বৃহৎ আকারে নতুন ভাৱ ধারণ করিল। হানিবল পূর্ক-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রোমের ক্ষমতাসীমার দ্বারা রোমের ক্ষমতাসীমার দ্বারা তাঁহার বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময় হইতে রোমের যুদ্ধনীতিও নতুন প্রণালীতে পরি-চালিত হইল। রোমকগণ চতুর্দিকে সৈন্ত পাঠাইয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অকথিত্য প্রদেশের জন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করিলেন। কার্থেজ ও স্পেনে সৈন্ত পাঠাইয়া তথায় হানিবলের কতি করিতে সকলে বদ্ধ পরিকর হইলেন। হানিবলও রোমের সহযোগিতা সাহায্য ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেশ আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ২১৪ খৃঃ পূঃ পুনরায় মহাসমর আরম্ভ হইল। ফেবিয়াস্ এবং সেন্সোনিয়াস নামক কল্লনয় বৃহৎ সৈন্ত করিতে লাগিলেন। হানিবলও টিকাটা পর্যন্ত যুদ্ধ গঠন করিলেন। এইখানে তিনি ইতালীবাসী সাহায্যকারী রাজগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কার্থেজ হইতেও অসংখ্য সৈন্তের জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিলেন। এই সময়ে নোন্স নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহার অনেকগুলি সৈন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। টিকাটার অবস্থানকালে তিনি চতুর্দিক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মাকিনন-পতি ফিলিপ ও সাইরাকিউজ-রাজপুত্র ইরোনিয়াস্ হানিবলের নিকট দূত পাঠাইয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন। এই প্রকারে রোমের বিরুদ্ধে দুইটা পরাক্রান্ত রাজ্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

২১৪ খৃঃ পূঃ ফেবিয়াস্ ও সেন্সোনিয়াস্ পুনরায় কল্লন নিযুক্ত হইলেন। হানিবল আপুলিয়া হইতে টিকাটার গমন করিয়া কাপুয়ানগরী রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি পিউটোলি অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে টেরেণ্টাম নগর অধিকার করিবার এক সুযোগ হইল। তদনুসারে তিনি অবিলম্বে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। রোমক-সৈন্তও টেরেণ্টাসে পৌঁছিয়া হুর্গরক্ষা করিতে লাগিল। হানিবল পুনরায় সীতাযাসের জন্ত আপুলিয়ার ফিরিয়া আসিলেন। ২১৩ খৃঃ পূঃ গ্রীষ্মকালে সিসিলিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদল কার্থেজীয় সৈন্ত সিসিলিতে আসিয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল। রোমক-সৈন্তের কিয়দংশ সিসিলিতে যাইল। ইতিমধ্যে টেরেণ্টাম নগরের দুইজন অধিবাসী বিশ্বাসবাতকতাপূর্বক হানিবলকে নগর সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু হুর্গ মধ্যে রোমক-সৈন্ত থাকার হানিবল তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না।

সাইরাকিউজের রাজা ইরো রোমকদিগের মিত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ইরোনিয়াস্ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি রোমের বিরুদ্ধে কার্থেজের সাহায্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ১৫ মাস রাজত্বের পরে তিনি গুপ্তঘাতক দ্বারা হত

হইল। সাইরাকিউজে সাধারণতঃ সংস্থাপিত হইল। রোম ও কার্থেজ উভয়ই ইহার আধিপত্য লাভে সমুৎসুক হইলেন। অবশেষে রোমকগণ প্রবল হওয়ার, হানিবলপ্রেরিত কার্থেজীয় প্রতিনিধিগণ এপিসাইডেস্ ও হিপোক্রোটস্ পলাইয়া লিওন্টিনি নগরে প্ৰস্থান করিলেন। এই সময়ে কল্লন মাসেনাস্ সিসিলিতে উপস্থিত হইলেন (২১৪ খৃঃ পূঃ)। তিনি অবিলম্বে লিওন্টিনিতে হানিবলের প্রতিনিধিগণের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়পাতি করিয়া লিওন্টিনি অধিকার করিলেন। তিনি অধিবাসীদিগকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু ২০০০ পলাতক রোমকসৈন্যের প্রাণদণ্ড হইল। ইহাতে সিসিলিবাসী সৈন্যগণ ভীত ও বিরক্ত হইয়া পলায়নপূর্বক কার্থেজীয় প্রতিনিধি হিপোক্রোটসের আশ্রয় লইল। সাইরাকিউজের অধিবাসিগণও ঐ পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্থেজীয়-দিগকে নগর দ্বার খুলিয়া দিল।

মাসেনাস্ অগ্রসর হইয়া স্থল ও জলপথে সাইরাকিউজ অব-রোধ করিলেন। রোমকগণ প্রাচীর ভঙ্গের নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্র ও কলকৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুবন-বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত আর্কিমিডিসের প্রতিভাবলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক কহেন যে, বৃহৎ কাচ (আতঙ্গী)-খণ্ডে প্রতিকূলিত যুদ্ধকিরণ দ্বারা তিনি রোমকদিগের কহ সংখ্যক রণতরী ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলের নিকট আত্মরিক বাহুবল হার মানিল। রোমক-সৈন্তগণ আর্কিমিডিসের আহ্বাজ মঙ্গলকারী এঞ্জিনের ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। মাসেনাস্ তখন স্থলপথে দৃঢ়রূপে উক্ত স্থান অবরোধ করিলেন। একদিন রাত্রিতে যৎকালে সাইরাকিউজের দুর্গস্থ সৈন্যগণ মহোৎসবে ভোজনপ্রবৃত্ত, মাসেনাস্ অদ্রুত কৌশলে সেই নৈশাঙ্ককার ভেদ করিয়া মই লাগাইয়া দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে আকস্মিক আক্রমণে এপিপোলাই অধিকার করিলেন। এদিকে মহোৎসাহে নগরের অস্ত্রাস্ত্র অংশে লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। এপিপাইডেস্ অবিলম্বে এই দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক আক্কাডিনা এবং ইউরেলাস্ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মাসেনাস্ ইউরেলাস্ অধিকারপূর্বক আক্কাডিনা অবরোধ করিলেন। হিমিডো এবং হিপোক্রোটসের অধীনস্থ কার্থেজীয় সৈন্ত দুর্গরক্ষার্থে সমাগত হইল। কিন্তু মহামারী উপস্থিত হওয়ার কলংখ্যক কার্থেজীয় সৈন্যের মৃত্যু হইল। মাসেনাস্ জয়লাভ করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। নগরবাসিগণ দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। রোমকগণ নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যৎকালে রোমকসৈন্ত জীর্ণ কোলাহলে নগর লুণ্ঠন করিতেছিল, তৎকালে আর্কিমিডিস

ঐক্যপ্রতিষ্ঠা জামিতির প্রতিজ্ঞা স্বকল্প করিয়া তাহার উপপত্তি করিতেছিলেন। একজন রোমক-সৈন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ঐক্যপ্রতিনিবন্ধন তিনি উত্তর দেন নাই। তাহাতে উক্ত রোমকসৈন্য তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল। মার্সেলাস তৎকালে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি দিয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে বহু অর্থ প্রদানপূর্বক সাহায্য করিয়াছিলেন। আর্কিমিডিসের সমাধিস্তম্ভে তৎস্মৃতি রৈখিকচিত্রের সিকান্ত সকলের প্রতিচ্ছবি এবং বৃন্তহুটীক্ষেত্রের চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল।

সাইরাকিউজ প্রাচীনকালে বাণিজ্যস্রোত বিলাস-বৈভবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিরবিক্রিত ভূখনমোহন চিত্রাবলীতে এবং রমণীয় ভাস্কর্যের স্তুকুমার কারুকার্যে ইহার চিত্রশালিকা অনরাবতীর উপমা-স্থল ছিল। মার্সেলাস নগরলুণ্ঠন করিয়া আশাতীত ধনস্বত্ব লগ্নিমুক্তা প্রাপ্ত হইলেন এবং শিরশ্ছেদ অপূর্ণ দ্রব্য সামগ্রী সকল রোমের দেবমন্দিরের শোভনার্থ লইয়া গেলেন। ইহার পূর্বে প্রাচীনকালে কেহ শিরবিক্রিত ভাস্কর্য চিত্রাবলী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে নাই।

রোমকসৈন্য সাইরাকিউজ অর করিয়া অবিলম্বে সমস্ত সিসিলিতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল। কিন্তু অত্রদিকে রোমের বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিল। সিপিও বর স্পেনের যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। ইইরা স্পেনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হানিবলের সহোদর হাস্‌ড্রবলকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইতালী গমন প্রতিরোধ করিয়া হানিবলের সাহায্যপ্রাপ্তি বিফল করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্নদিনের মধ্যে কার্থেজীয়দিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিলেন, এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৃথকভাবে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া উত্তর সেনাপতিই দুইটা যুদ্ধে হুগণৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। হাস্‌ড্রবল এক্ষণে বিপদগ্রস্ত হইয়া হানিবলের সাহায্যার্থ ইতালী গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে ২১২ খৃঃ পূঃ, কল্লহর এপিরাস্‌ ক্লডিয়াস্‌ এবং কিউ ফাবিয়াস্‌ কাপুরা উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। হানিবল সমুদ্রীন হইলে তাঁহারা কিঞ্চিৎ হট্টয়া আসিলেন। হানিবল টরেন্টামের দুর্গলাভের জন্য পুনরায় তথায় যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি ২১১ খৃঃ পূঃ এর দীর্ঘকাল বাপন করেন। কল্লহর এই সুযোগে কাপুরা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অবিলম্বে হই প্রেরণ সৈন্যে নগর ঘেরিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদে হানিবল দ্রুতবেগে রোমকসৈন্যের সমুদ্রীন হইলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণও ভিত্তর হইতে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। বাহির ও অভ্যন্তর হইতে আক্রমণ করিয়াও

হানিবল রোমক-সাহায্যে করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোম অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিলেন এবং ডাবিলেন, ইহাতে কল্লহর রাজধানী রক্ষার্থ অকস্মাৎ অবরোধ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। হানিবল সঙ্গেতে রোমের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোমবাসী হানিবলের আগমনে ভীত হইলেও যুদ্ধে পতাংগপদ হইল না তৎকালে রোমের প্রাচীরাত্তরেও অনেক সৈন্য ছিল। এদিকে ফাবিয়াস্‌ কাপুরা অররোধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া এককল সৈন্যসহ রোম যাত্রা করিলেন। হানিবল রোম আক্রমণে অনর্থক হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সকল লুণ্ঠন এবং অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি হত্যাশ হইয়া প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বীয় বাহিনী সেবাইন এবং সামনাইট প্রদেপের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় কাপুরা নগরের সাহায্যার্থ গমন করিতে অক্ষম হইলে সেই নগর-বাসিগণ রোমকদিগের নিকট আশ্রয়-সমর্পণ করিল। বিক্রোহিগণের প্রাণ দণ্ড হইল। সমস্ত ব্যক্তিগণ কারাকন্ড হইলেন এবং অবশিষ্ট অধিবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইতে লাগিল। অতুল ঐর্ষ্যা ও বিলাসবৈভবপূর্ণ কাপুরানগরী মহাংশানে পরিণত হইল। (২১১ খৃঃ পূঃ)

তৎপরে রোমক কল্লহ মার্সেলাস্‌ সালাপিরা অধিকার করিলেন। কিন্তু হার্ডেনাইএ নামক স্থানে ফাবিয়াসের সৈন্য পরাজয় লাভ করিল। ইহা হট্টক, রোমের পুনরায় উন্নয়নের উন্নতিতে বিক্রোহী সহযোগিগণ পুনরায় রোমের পক্ষ আশ্রয় করিতে লাগিল। ২০৯ খৃঃ পূঃ গ্রীষ্মকালে সামনাইট ও লুকানিগণ রোমের সহিত পূর্বলম্বে বন্ধ হইল। এদিকে দুর্গস্থ সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার টরেন্টাম নগর রোমকদিগের অধিকৃত হইল। ফাবিয়াসের রণকৌশলে রোমকগণ পুনঃ পুনঃ ক্লতকার্য্য হইতে লাগিলেন। হানিবল এখন সমুদ্র যুদ্ধে বিশদাশঙ্কা করিয়া মগরাবি লুণ্ঠনপূর্বক দক্ষিণ ইতালীতে শিবির সরিষেণ করিয়া হাস্‌ড্রবলের সাহায্যপ্রত্যাশায় দিন গণিতে লাগিলেন। এইরূপে ২০৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ইতালীতে পিউনিক যুদ্ধ অবসানপ্রায় হইয়াছিল।

সিপিওবরের মৃত্যুর পর, হাস্‌ড্রবল দ্রুত গতিতে সহোদরের সাহায্যার্থ ইতালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২০৭ খৃঃ পূঃ বলন্ত কালে তিনি আরস্‌ পর্বত উন্নয়নপূর্বক ইতালীর সমভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এই বৎসর ক্লডিয়াস্‌ নিরো এবং এর লিভিয়াস্‌ কল্লহ নিযুক্ত হন। নিরো সঙ্গেতে দক্ষিণ ইতালীতে হানিবলের সমুদ্রীন হইলেন এবং লিভিয়াস্‌ হাস্‌ড্রবলের গতিরোধ করিতে আর্মিনিয়ায় যাত্রা করিলেন। গলগণ হাস্‌ড্রবলের সাহায্য

করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র ইতালীর মধ্যে গমন না করিয়া প্রাসেটিয়া অধিকারের জন্য সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি বীর ভ্রাতা হানিবলকে তাঁহার সহিত আবিষ্কার হানে সম্মিলিত হইবার জন্য হুত পাঠাইলেন। কিন্তু সেই দূত ও সমস্ত চিঠিপত্র নিরো কতৃক ধ্বংস হইল। নিরো এই অভিযোগে অবিলম্বে ৭০০০ সৈন্য লইয়া হাস্‌ফবলের অভিমুখে দ্রুতবেগে যাত্রা করিলেন। হানিবল এই সংবাদ পাইবার পূর্বেই কন্সলদ্বয় সম্মিলিত সৈন্য লইয়া হাস্‌ফবলের সমুখীন হইলেন। নিরোর প্রহান সত্ত্বে হানিবল পূর্বে কিছুই জানিতে পারেন না। নিরো ৭ দিনে ২৫০ মাইল পথ হাঁটিয়া লিভিয়ারের লিভি মিলিত হইলেন। কার্থেজীয় সৈন্যগণ তাঁহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিল না। একদিন বিশ্রাম করিয়া উভয় কন্সলে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। হাস্‌ফবল দুইরূপ যুদ্ধতরী ও নিরা অধ্যয়ন করিলেন যে হানিবল পরাজিত হইয়াছেন এবং কন্সলদ্বয় মিলিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি যুদ্ধে পরাধুষ হইয়া পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোমকসৈন্য তাঁহার অনুগমন করিল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া মেটোরাস নদীর দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হাস্‌ফবল অত্যন্ত বীরত্ব এবং রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভীমকর্মা হাস্‌ফবলের ভয়াবহ যুদ্ধে সংগ্রহ সহস্র রোমকসৈন্য ধরাশায়ী হইল। পরে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হাস্‌ফবল, হানিবলকরের পুত্রের এবং হানিবলের সহোদরের উপযুক্ত মৃত্যু লাভে উৎসুক হইলেন। তখন তিনি বজ্রধৃতিতে তরবারি হস্তে রণস্থলে ভীম পরাক্রমে শত্রুসংহার করিতে করিতে সমুখ যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একটী অস্ত্রলেখা ছিল না। কন্সল নিরো হাস্‌ফবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া বিদ্রোহে আগুনিয়ায় হানিবলের শিবির সমীপে যাত্রা করিলেন এবং শিবির মধ্যে ছিন্নমুণ্ড নিক্ষেপ করিয়া হাস্‌ফবলের পরাজয় ও মৃত্যু হানিবলকে জ্ঞাপন করিলেন। তদুদ্বর্ণে হানিবল মর্মভেদি বিলাপ করিয়া বলিরাহিলেন, “আমি জানিয়াছি, কার্থেজের হুর্ভাগ্য আসন্ন প্রায়।”

মেটোরাসের যুদ্ধে রোমকগণ পুনরায় ইতালীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। হানিবল সমুখ যুদ্ধ বা স্বদেশ প্রত্যাগমন অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন স্থানস্থিত সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পর্তুত-পরিবৃত ক্রটিরাই নামক স্থানে দৃঢ়ভাবে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ৪ বৎসরকাল অবস্থান করিলেন। এবার পিউনিক যুদ্ধের পরিবর্তিত হইল। আফ্রিকা ও স্পেনে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিপিও ২১২ খৃঃ পূঃ স্পেনে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রীসিঙ্ক পুত্র সিপিও

একশ্রে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তরুণ বয়সেই শৌর্যবীর্যে আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিলেন। রোমবাসীরা তাঁহাকে দেবতার বরণ্য বলিয়া বলিয়া অভিহিত করত যুদ্ধের তরীক বা শেষকাল (২০৬-২০১ খৃঃ পূঃ) ছিল যে, দেবতার তাঁহাকে সমস্ত কার্য্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। পরবর্তী রোমের ইতিহাস ইহার উজ্জল কীর্তিতে উদ্ভাসিত। ইনি সমুদ্র বৎসর বয়ঃক্রমকালে ২১৮ খৃঃ পূঃ টিনিয়াসের ভীষণ যুদ্ধে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কানিয় রণক্ষেত্রেও তিনি ট্রিবিটনক্ষেপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আপিয়াস ক্লডিয়াসের সহিত স্পেনে সৈন্য পরিচালনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রোমের প্রো-কন্সলের পদ শূন্য হওয়ার ২৪ বৎসর বয়স্ক সিপিও উক্ত পদের প্রার্থী হইলেন। ২১০ খৃঃ পূঃ তিনি স্পেনে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তদানীন্তন কার্থেজীয় সেনাপতি বার্কাস্ত্র হাস্‌ফবল, জিস্‌গোপুত্র হাস্‌ফবল এবং মাগো এই তিন জনের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ কার্থেজীয় স্পেনের রাজধানী নিউ-কার্থেজ অধিকার করিতে সক্ষম করিলেন। অবিলম্বে উহা তাঁহার হস্তগত হইল। এই নগরের অভ্যন্তরে যুদ্ধোপকরণ এবং খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সিপিও নগরাদিকার করিয়া বন্দিগণের প্রতি বিশেষ সদ্যবহার করিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং সদ্যবহার দেখিয়া স্পেন-সর্দারগণ কার্থেজের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মাগোনিয়াস ও ইভিবিলাস নামক পরাক্রান্ত রাজ্যদ্বয় সিপিওর পক্ষপ্রণয় করিয়া যুদ্ধ করিতে প্ররুত হইল। হাস্‌ফবল গোয়াডালকুইবার নদীতীরবর্তী বিকুলা নামক নগর সন্নিধানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু এই স্থানের যুদ্ধে তিনি সিপিও কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহার পরে ইনি হানিবলের সাহায্যার্থ ইতালীতে যাইয়া মেটোরাসের যুদ্ধে নিহত হন। সিপিও সমস্ত স্পেন জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। পর বৎসর পুনরায় বিকুলার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মাগো এবং জিস্‌গো-হাস্‌ফবলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। কার্থেজীয় সেনাপতিদ্বয় গেডুস নামক এক প্রাচীন কিনিকীয় নগরে আশ্রয় লইলেন। স্পেনের অধিবাসিগণ রোমের জয় ঘোষণাপূর্বক, সকলেই সিপিওর শরণাপন্ন হইল। তাহার সিপিওর বীরত্ব, নিষ্ঠাভাব এবং সদর-ব্যবহারে যুদ্ধ হইয়া পড়িল।

সিপিও এক্ষণে আফ্রিকায় কার্থেজীয়গণকে পরাজয় করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া নিউমিডিয়ায় রাজপন্থে সহিত সত্‌বহাণন করিলেন। সিপিওর আকার সূক্ষ্ম প্রোজতা এবং বুদ্ধিমত্তার যুদ্ধ হইয়া

সকলেই তাঁহার সহিত যথাসময়ে আবদ্ধ হইল। তিনি পশ্চিম নিউমিডিয়ায় মেসিনিয়াবিশিষ্ট পুত্র মেসিনিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি পূর্বে নিউমিডিয়ায় সাইকালের মিত্রতা লাভ করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে জিস্গো হাস্‌জুবলও সেই উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সিপিও তাঁহার সহিতও বন্ধুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জিস্গোর সেকেনিসবা নারী এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সাইকাল তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অগত্যা সিপিও সাইকালের সাহায্য হারাইলেন। স্পেন হইতে সিপিওর অল্পপরিমিত বিবম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সিপিও অবিলম্বে তথায় গমনপূর্বক ইলিটাজিস্‌ নামক নগর-বাসিনীগকে ভয়ানক শাস্তি প্রদান করিয়া বিদ্রোহানল নির্মাণ এবং অবিলম্বে গেডুস অধিকার করিলেন। মাগো স্পেন হইতে লিগারিয়া গমনপূর্বক হানিবলের সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে স্পেন সম্পূর্ণরূপে সিপিওর করায়ত্ত হইল। সিপিও ২০৬ খৃঃ পূঃ রোমে গমনপূর্বক কমলপদের প্রার্থী হইলেন এবং ২০৫ খৃঃ পূর্বাকের জন্ত কমল নিযুক্ত হইয়া আফ্রিকার বাইয়া পিউনিক যুদ্ধের শেষ করিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রবীণ কমলদয় তাহাতে সম্মতি দিলেন না। তখন সিপিও সিসিলি জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সেনেট তাঁহাকে সৈন্ত দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সিপিওর অদ্বুত প্রতিভায় শত সহস্র রোমক যুবক বেছাপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। সেনেট ইহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। সিপিও সিসিলিতে বাইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে ফিরিয়া আনিবার জন্ত সেনেটকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সিপিও গ্রীক-সাহিত্যে অদ্বয়ন্ত এবং অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, তজ্জন্ত অনেক প্রাচীন রোমক তাঁহাকে ভাগবাসিতেন না। তাঁহার শত্রুগণ সংবাদ দিল যে, সিপিও সিসিলিতে বসিয়া বিলাসশ্রোতে ভাসিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অবিলম্বে রোমে আহ্বান করা উচিত। কিন্তু সেনেট তাঁহাকে কিরাইতে সাহসী না হইয়া অঙ্গসন্ধানের নিমিত্ত কমিশন পাঠাইলেন। তাঁহার বাইয়া সিপিওর যুদ্ধোদ্যোগ এবং অভিনব রণকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হুসরে ভূরসী প্রাণসা করিলেন। তখন সেনেট তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরিবর্তে আফ্রিকার বাইয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। তৎসম্বন্ধে ২০৪ খৃঃ পূর্বাব্দে সিপিও লিবি-বিরাম হইতে যাত্রা করিয়া আফ্রিকার উপকূলে উটিকা নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। কার্থেজীয় সৈন্য সিপিওর পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী জিস্গো হাস্‌জুবলের অধীনে পরিকল্পিত হইল

এবং তাঁহার সাম্রাজ্য সাইকাল সাইকার্থ কার্থেজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২০৩ খৃঃ পূঃ রীতিমত যুদ্ধ হইল। মেসিনিয়া পূর্বে সৌম্য অঙ্গসারে সিপিওর পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

দ্বিতীয় নিম্নে সিপিও কার্থেজীয় বিবির আক্রমণপূর্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। সমস্ত শিবির তদীয় হস্তে হইল। অধিকাংশ কার্থেজীয় সৈন্য তরবারি ও অগ্নিযুগে জীবন বিসর্জন করিল। হাস্‌জুবল পুনর্বীর আর একল সৈন্য লইয়া সাইকালের সাহায্যে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইল। কিন্তু সিপিও ও মেসিনিয়ার মিলিত সৈন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। সাইকালের প্রণয়িনী সেকেনিসবা বন্দিী হইলেন। মেসিনিয়া বহুদিন ইহার পাণ্ডিপ্ৰার্থী ছিলেন, এক্ষণে চিরান্তিলবিত হৃদয়লক্ষীকে বন্দিী পাইয়া তাহাকে সিপিওর অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিলেন। সিপিও তাবিলেন, পাছে এই বিবাহে মেসিনিয়া স্বীয় স্বপ্নের হাস্‌জুবলের পক্ষাভ্রম করে, এইজন্য তিনি উক্ত কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। মেসিনিয়া সেকেনিসবাকে যথার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন, সুতজ্জা তাঁহার অঙ্গলক্ষী হইয়া সে যে বন্দিী হইবে, তাহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি প্রণয়িনীকে বিব প্রদান করিলেন। এইরূপে সেকেনিসবার চূর্তাগ্যের শেষ হইল। কার্থেজীয়গণ সিপিওর পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রোম হইতে আসিবার জন্য হানিবল ও মাগোর নিকট দূত পাঠাইল। হানিবল সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল ইতালীতে যুদ্ধ করিয়া ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। হানিবলের স্বদেশগমনে রোমকগণ মহা আনন্দিত হইল। হানিবলের সহিত যুদ্ধে রোমকদিগের ৩০০০০০ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, ধনসম্পৎ কত যে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। রোমকগণ তৎপূর্বে এতাদৃশ যুদ্ধপ্রতিভা নয়নগোচর বা কর্ণগোচর করে নাই।

অধিতীয় পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞাপালনের জন্য যে মহাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পূর্ণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হানিবল জাহাজে উঠিলেন। তিনি কার্থেজে উপস্থিত হইবা মাত্র কার্থেজীয়গণ পুনরায় নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। কিন্তু হানিবল বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধির অস্ত্রাবের অঙ্গমোদন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধোদ্যত কার্থেজীয় সৈন্যগণ রোমক-সেনাপতি সিপিওর সন্ধির সর্তে স্বীকৃত হইল না। হানিবল স্বয়ং সিপিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন কোন সর্ত পরিবর্তন করিতে বলিলেন, কিন্তু সিপিও তাহা গুলিলেন না। অগত্যা যুদ্ধ বাধিল। ২০২ খৃঃ পূঃ, জেরা নামক স্থানে উক্ত সৈন্যের তরবার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হানিবল অদ্বুত রণকৌশল প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অসামর্যবীর্য অমিত বিক্রমে তিনি রোমক রাজ্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা ছিল না। তরুণালিত বহুসংখ্যক রণযাতক সিপিওর অকৃত্ত বীর্যে অকর্তব্য হইয়া গেল। নিহত সৈনিকের রক্তস্রোতে শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। যোরতর যুদ্ধের পরে সিপিও জয়লাভ করিলেন। ২০০০০ কার্বেজীর সৈন্যের ছিন্ন যুদ্ধে রণস্থল ভীষণ দূস্ত ধারণ করিল। ২৫০০০ কার্বেজীর বন্দী হইল। হালিফল অতিক্রমে প্রাণ রক্ষা করিলেন। মেনিনিয়া তাহার অস্থবর্তী হইলেন।

পুনর্বার যুদ্ধ অসম্ভব বুদ্ধিরা কার্বেজীরগণ সন্ধির প্রস্তাব করিল। সিপিও সন্ধির সর্ব পূর্ণাঙ্গাঙ্গাও কর্তৃত্ব করিলেন। কিন্তু কার্বেজের উপায়ান্তর ছিল না। ২০১ খৃঃ পূঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কার্বেজীরগণ আফ্রিকার স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহারা রোমের আদেশ ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং রণস্থলী সকল রোমকদিগকে দিবে। মেনিনিয়াকে তাহারা নিউমিডিয়ার রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১০০০০ রোপ্য মুদ্রা ৫০ বৎসরের মধ্যে রোমকে প্রদান করিবেন।

এইরূপে রোম বাহুবলে পশ্চিম প্রদেশের সার্কডোম অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। রাজ্যসীমা দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে চলিল। রোমকগণের রণতরী ভূমধ্যস্থ সাগরে অকৃত্তোত্তরে বিচরণ করিতে লাগিল। বিশাল স্পেন-রাজ্য রোমক শাসনাধীন হইল। এবং তদানীন্তন প্রাচীন জগতে রোমের সাধারণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বলিয়া সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইল। এই যুদ্ধের পরে রোমের রাজ্য পরিধি এসিয়াখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে দিথিঅরী আলেকসান্দরের উত্তরাধিকারিণ কঠক সংস্থাপিত গ্রীক রাজ্যগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। যে সিরীয়া রাজ্য সিডুনদ হইতে ইজিয়ন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রদেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এসিয়া মাইনরের রাজগণ সিরীয়ার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। ট্রাইজিয়া এবং গালেশিয়ার গলগণ প্রবল হইয়াছিল। মাইসিয়া নামক নতুন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার রাজধানী পার্গামাস। পার্গামাসের রাজা আটালস দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ওর অজিতকাস সিরীয়ার রাজা ছিলেন, তিনি পার্গামাসদিগকে পরাজিত করিয়া 'গ্রেট' বা মহারাজ আখ্যা পাইয়াছিলেন। এই সময়ে টলেমীকসীয় গ্রীক রাজগণ মিসরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইটালীও পিরহাসের সময়ে দূত

পাঠাইয়া রোমের সহিত সন্ধ্যন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ২০৫ খৃঃ পূঃ ৪র্থ টলেমীর যুগ্ম হওয়ার বালকসম্রাট টলেমী এসিকেনিস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার মন্ত্রিগণ সিরীয়া ও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া রোমক-সেনেটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইজিয়নসাগরে রোডসের সাধারণতন্ত্র সামুদ্রযুদ্ধে অধিতীর বলিয়া বিবেচিত ছিলেন, এই সাধারণ তন্ত্রও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কার রোমের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। মাকিদনিয়া এই সময়ে প্রাচ্যজগতে পরাক্রমশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বতন্ত্র নরপতি ৫৫ ফিলিপ ইহার শাসনকণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি ২২০ খৃঃ পূঃ ১৭শ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীসদেশে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তৎকালে গ্রীসে 'একিয়ানলিগ' ও 'ইতোলিয়ানলিগ' নামে দুইটা নতুন সম্রাট্যের অস্তিত্ব হইয়াছিল। আথেন্স এবং স্পার্টা তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পূর্বগোরব এখন ছায়াবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন রোমের সহিত মাকিদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল।

পূর্বেরই উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধকালে মাকিদনপতি ফিলিপ কার্বেজের পক্ষ হইয়া রোমের সহিত শত্রুতা-চরণ করিয়াছিলেন। দিমিত্রিয়াস নামক একজন বিশ্বাস-ঘাতক গ্রীকবিস্রোহী ইলিরীয় প্রদেশ হইতে রোমকগণকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। সে ফিলিপের রাজসভায় যাইয়া রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পরামর্শদাতা হইয়াছিল। ফিলিপ সর্বদা তাহার আজ্ঞাবহ থাকিতেন। দিমিত্রিয়াস যুবক ফিলিপের

অন্তঃকরণে জিগীষা বলবতী করিয়া দিয়া  
মাকিদনীয় সিরীয় রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।  
ও গালেশিয়ার যুদ্ধ  
(২১৪-২০৭ খৃঃ পূঃ) ২১৪ খৃঃ পূঃ ফিলিপ কএকখানি রণতরীর

সাহায্যে অত্রিকম অধিকার করিয়া আপোলনিয়া অবরোধ করেন। কিন্তু রোমক-সৈন্য আগমন করায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিন বৎসর আর কোন ঘটনা নাই। পরে ২১১ খৃঃ পূঃ বৎসকালে 'ইতোলিয়ানলিগ' রোমের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল, তখন তাহারা ফিলিপের বিশেষ বিরাগভাজন হইল। এই সময়ে 'একিয়ানলিগ' ফিলিপের সহিত মিলিত হইল। ইতোলিয়ানলিগ অগত্যা ফিলিপের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সময়ে রোম আফ্রিকার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় রোমকগণও ২০৫ খৃঃ পূঃ ফিলিপের সহিত সন্ধি করিল। এই প্রকারে প্রথম মাকিদনীয় যুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু উত্তরণকই তৎকালে বুদ্ধিরাছিলেন যে, এই সন্ধি স্থায়ী হইবে না। সিপিও বৎসকালে আফ্রিকার প্রসিদ্ধ জেনার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তৎকালে



কিলিপ হানিবলের সাহায্যে ৪০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইজিরন সাগরে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সমস্ত গ্রীস্ স্বৰ্গে আনাগন করিতেছিলেন। উক্ত্য্য রোড্‌সের সাধারণতর এবং পার্গামাসের রাজা আটাল্লাসকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। ইহার উত্তরেই রোমের সহিত মিত্রতা-সুত্রে বদ্ধ ছিলেন। কিলিপ যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে সিরীয়ারাজ অস্তিওকাসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং রোম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এই প্রকারে দ্বিতীয়বার মাকিদনীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (২০০ খৃঃ পূঃ) কিলিপ প্রথমে আথেস্ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কঙ্গল সাগরপরি-বাস্ গল্বা কএকখানি রণতরী লইয়া আথেসের সাহায্যার্থ আসিলেন। কিলিপ ক্রোধাক্ত হইয়া আথেসবাসীদিগের উপর উদ্যানক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রেকান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কোন পক্ষই অর পরাজয় লাভ করিতে পারিলেন না। গল্বার পরে ভিলিয়াস্ কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন (১৯৯ খৃঃ পূঃ)। তিনিও কিলিপের কিছু করিতে পারিলেন না। তৎপরে ১৯৮ খৃঃ পূঃ ক্রেমিনিয়াস্ কঙ্গল নিযুক্ত হইয়া নবো-দ্ভমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে খেসালী অধিকারপূর্বক কোসিস এবং লোক্রিসে শীতকাল কাটাইলেন। পরবৎসর ১৯৭ খৃঃ পূঃ শিনো-সেফালে বা "কুজুর মন্তক" নামক স্থানের যুদ্ধে দ্বিতীয় মাকিদনীয় যুদ্ধের অবসান হইল। রোমক-গণ প্রথমে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে ইতোলিয়ান অখারোহী সৈন্যের ভীম বিক্রমে রক্ষা পাইলেন। মাকিদনীয় সৈন্যও (phalaax) অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৮০০০ মাকিদনীয় সৈন্য হত এবং ৫০০০ বন্দী হইল। কিন্তু রোমকপক্ষে ৭০০এর অধিক সৈন্য ক্ষয় হয় নাই। কিলিপ অগত্যা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৬ খৃঃ পূঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহা দ্বারা কিলিপ গ্রাসদেশ হইতে সৈন্ত উঠাইয়া লইলেন। রণতরী সকল রোমকদিগকে প্রদান করিলেন এবং রোমের অমুমতি ব্যতীত কোন দেশের সহিত মিত্রতা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১০০০ মুদ্রা রোমকদিগকে প্রদান করিলেন।

ক্রেমিনিয়াস্ গ্রীকদেশকে অবিলম্বে রোমের শাসনাধীন করা সম্ভব নহে মনে করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পরে ৫ বৎসর গ্রীসে অবস্থানপূর্বক শাসনপদ্ধতি সংস্থাপন করিয়া অরোলাসে মহাসমারোহে রোমে প্রত্যাপন করিলেন এবং সর্বজন কর্তৃক বিপুল সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সিরীয়ারাজ অস্তিওকাস্ এলিয়া মাইনর অবরোধ করিয়া গ্রীস আক্রমণের উদ্যম করিতেছিলেন।

এদিকে গ্রীসের ইতোলিয়ানগণ উক্ত্য্য বসন্ত কিলিপ ও অস্তিওকাসকে রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। কিন্তু কিলিপ পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অকৃত্য্যান করিতে সাহসী হইলেন না। অস্তিওকাস্ এক নেবিস্ ইতোলিয়ানদিগের প্রার্থ-নার সম্মত হইলেন। এই সময়ে হানিবল স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া সিরীয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কারণ তিনি পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অকৃত্য্যানের উদ্যোগ করার তত্ত্ব্য্য সেনেট তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। সিরীয়ারাজ মহানন্দে হানিবলকে অভিনন্দন করিয়া সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। অস্তিওকাস্ ১৯২ খৃঃ পূঃ খেসালীয়া স্ত্রীসিদ্ধি সিমেন্দ্রিয়াস্ নামক স্ত্রীসিদ্ধি চূর্ণ উপস্থিত হইলেন। ১৯১ খৃঃ পূঃ রোমকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কঙ্গল এলিয়াস্ স্ত্রীসিদ্ধি খেসালী যাত্রা করিলেন। অস্তিওকাস্ খার্মোপলি নামক গিরিপথে শিবির সন্নিবেশপূর্বক রোমক-সৈন্তের মধ্যগ্রীসে যাইবার পথ আটকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু রোমকগণ আর একটা গিরিসঙ্কটের সম্মান পাইয়া কেই পথে অবিলম্বে সিরীর সৈন্তের পশ্চাদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে সিরীর সৈন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অস্তিওকাস্ গ্রীস-বিজয় নিশ্চল মনে করিয়া এলিয়াস্ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ১৯০ খৃঃ পূঃ হানিবলজ্যেতা সিপিও আফ্রিকেনাসের ভ্রাতা এল-সিপিও এবং সি লেলিয়াস্ কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। এল-সিপিও অস্তি-ওকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করায়, সেনেট তাঁহার কাৰ্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সম্মতি দেন নাই। কিন্তু সিপিও আফ্রিকেনাস্ ভ্রাতার সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া সেনেট পরে অমুমতি প্রদান করিলেন।

এদিকে অস্তিওকাস্ এক বিরাট সৈন্তদল সংগঠন করিয়া পার্গামাস্ রাজ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতেছিলেন। রোমক-সৈন্ত হেলেন্‌পন্ড অতিক্রম করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। সিপাইলাস্ পর্বতের পাদদেশে মাগ্নিসিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ চলিল। রোমকদিগের লোকভরস্বর বীর্যে অশিক্ষিত সিরীয়-সৈন্ত একেবারে ধ্বংস পাইল। ৫৩০০০ সিরীয়-সৈন্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। রোমকদিগের কেবল ৪০০ মাত্র সৈন্ত হত হইয়াছিল। অস্তিওকাস্ গত্যন্তর নাই বুঝিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রোমকগণ সন্ত করিলেন যে, (১) তিনি টরাস্ পর্বতের পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ রোমকদিগকে প্রদান করিবেন অর্থাৎ তিনি কেবল এলিয়া মাইনরের রাজা থাকিবেন, (২) ১১ বৎসরের মধ্যে ১৫০০০ মুদ্রা যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করিবেন, (৩) রণতরী এবং রণতরী সকল রোমকদিগকে প্রদান করিবেন, (৪) এবং হানিবলকে বন্দী

করিয়া রোমকগণের হতে সমর্পণ করিলেন। অস্তিত্বকাল নিরূপায় হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। হানিবল বেগতিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রীতদ্বীপে পলায়ন করিলেন, তৎপরে তিনি বিদ্রোহিনীয়ার রাজ-সভায় গমন করেন।

এল্‌ সিপিও অতুল ধনসম্পদ লইয়া মহাসমারোহে জয়দ্রুত হ্রদয়ে রোমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অগ্রদূত যেমন আফ্রিকা জয় করিয়া ‘আফ্রিকেনাস’ উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনি তদনুসারে এসিয়া মাইনর জয় করিয়া ‘এসিয়াতিকাস’ উপাধি লাভ করিলেন। এক্ষণে রোমকগণ বিদ্রোহী ইতোলিয়ানদিগকে শাস্তি দিতে বস্বে বস্বে হইলেন। ১৮২ খৃঃ পূঃ কক্সল ফালভিয়াস্ নোবিলিওর গ্রীসে গমনপূর্বক তত্ত্বাত্তা এসিক্স নগর এথেন্সিয়া অধিকার করিলেন। ইতোলিয়ানগণ নিরূপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল। সন্ধির শর্ত অনুসারে তাহারা স্বাধীনতা হারািয়া সর্বতোভাবে রোমের অধীন হইল এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫০০ টালেণ্ট প্রদান করিল। এই রূপে এসিক্স ইতোলিয়ানদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিল। নোবিলিওরের সম্ভ্রান্ত কক্সল মানলিয়াস্ ডল্‌সো এক্ষণে এসিয়ারমাইনরের সম্মিলিত রাজ্য সমূহে শাস্তি স্থাপনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হ্রদয়ে বিজয়ীরা এক অর্থলালসা বলবতী হইয়া উঠিল, তজ্জন্ত তিনি সেনেটের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে গালেশিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপূর্বে কোন কক্সল সেনেটের বিনামুমতিতে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। মানলিয়াস্ প্রবল বিরুদ্ধে গালেশিয়ানদিগকে পরাজয়পূর্বক প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করিলেন। কিন্তু রোমকগণ এখন এসিয়ার বিজিত প্রদেশে কোন মুখ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্তন দ্বারা রোমের অধীন করিলেন না। তাহারা পার্গামাসের রাজা ইউমিনসকে চার্সোনিজ্, মাইসিয়া এবং লিডিয়ার শাসন ভার প্রদান করিলেন এবং কেরিয়ার অধিকাংশ রোডিয়ান্ সাধারণতন্ত্রের অধীনে স্থাপন করিলেন। মানলিয়াস্ ১৮৭ খৃঃ পূঃ মহাসমারোহে রোমে প্রবেশ করিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ রোমের এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহকে (সুলতান মাক্‌দের দ্বারা) কেবল অর্থপূর্ণতার অন্ততম পদা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

যৎকালে রোমকগণ এসিয়া খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিপুল অর্থ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে পশ্চিম যুরোপে উপরোক্ত জাতি সকলের সহিত ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইতালীর উত্তরে পো নদীর (২০০-১৭৫ খৃঃ পূঃ) ভীষণতমী যুদ্ধবিষায় গল এবং লিগারিও জাতিগণ হামিলকার নামক অন্য এক কার্যকরী সেনানীর উদ্ভেদনায় রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সম্মত হইয়াছিল। ২০০

খৃঃ পূঃ গলগণ রোমাধিকৃত প্রান্তে ক্রীড়া ও তৎসম্বন্ধিত কএকটি স্থান লুণ্ঠনপূর্বক যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রোমকগণ এই পার্শ্বত্যা বর্কর জাতিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে পো নদীর উত্তর ইনসুবার এবং সিনোনিগণ পরাজিত হইয়া বস্ততা স্বীকার করিল। পরে ১৯১ খৃঃ পূঃ কর্ণিলিয়াস পি-সিপিও বো-আইগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুবকদিগকে তরবারি মুখে নিহত করিলেন। এই সময় হইতে সিসাল্পাইনগণ সম্পূর্ণরূপে রোমের অধীন হইল। এই পার্শ্বত্যা জাতিগণকে দমনে রাধিবার জন্য বোনোনিয়া এবং বোলন নামক স্থানে দুইটা উপনিবেশ সংস্থাপিত হইল এবং বড় রাত্তা নির্মাণ দ্বারা ঐ সকল স্থান রোমের সহিত সংযুক্ত হইল। ১৮০ খৃঃ পূঃ কক্সল ইমিলিয়াস্ লেপিডাস্ এই প্রকাণ্ড পথ নির্মাণ করেন। কিন্তু লিগারিয়ানদিগকে পরাজয় করিতে আট বৎসর লাগিয়াছিল। ক্লারূপ ইহারা প্রকাণ্ড ভাবে যুদ্ধ না করিয়া পর্তুত গহ্বরে ও বনান্তরালে লুকাইত থাকিত। এই সকল যুদ্ধে রোমের রাজ্যসীমা আপনাইন পর্তুতপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সিপিওকর্ভু স্পেনদেশে অবিকারের পরে তথায় রোমক-শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্পেনদেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত হইজন রোমক প্রিটর বা মাজিষ্ট্রেটকর্ভু শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমে অনেক যুদ্ধপ্রিয় জাতি তখনও রোমের অধীনতা স্বীকার করে নাই। মধ্যে স্পেনের কেব্রিভেরিয়ানগণ, পর্তুগালের লিউসেটেনিয়ানগণ, এবং কেটেব্রিয়ান ও গালেশিয়ানগণ তখন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। রোমকগণ শাস্তি স্থাপনের জন্ত পরাক্রান্ত চারিদল সৈন্য রোমে রাধিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের ব্যয়-নির্বাহার্থ অধিবাসিদিগের নিকট হইতে সর্বপ্রথমে করগ্রহণ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। রোমকশাসন স্পেনে স্থায়ীভাবে বহুমূল হইতেছে দেখিয়া অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইল। কক্সল এম্‌ পোসিয়াস্ কেটো বিদ্রোহমন্দের জন্ত স্পেনে প্রেরিত হইলেন (১৯৫ খৃঃ পূঃ)। সমস্ত দেশ রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু কেটোর শাসন-কুশলতা এবং ক্রান্তিপূর্ণো পুনরায় রোমক-শাসন দৃষ্টীকৃত হইল। কেটো যেরূপ নরহত্যা করিয়াছিলেন তাহা ওনিলে ভীত হইতে হয়। তিনি নগরকংস ও নরহত্যার অভ্যন্ত গোরব অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর ও নৃশংসব্যবহারে সকলেই রোমের শাসনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে কক্সল সেপ্টিমিয়াস্ প্রাকাসের শাস্তিময়ী নীতিতে স্পেনবাসিগণ পুনরায় রোমকশাসনের অঙ্গভূত হইতে লাগিল (১৭২ খৃঃ পূঃ)।

এই সময়ের রোমের 'কনস্টিটিউশন' বা শাসনব্যবস্থা অতি-সংক্ষেপে বলা উচিত। পূর্বে প্রিবিয়ান পিটিশিয়ান পক্ষের

রোম-শাসনপ্রণালী  
ও সৈন্যব্যবস্থা

বিরোধ ব্যাপার উল্লিখিত হইরাছে। এখন প্রিবিয়ানগণ সকল বিষয়েই পেটিশিয়ান-বিগের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর হইতে উত্তর দলে আর কোন বিরোধ ঘটে নাই। কারণ প্রতি বৎসর দুইজন কন্সল এবং দুইজন সেন্সর প্রিবিয়ান পক্ষ হইতে নিয়মিতরূপে নির্বাচিত হইতেন। পেটিশিয়ানবিগের কোন কোন কাল্পনিক উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য কোন সুবিধা ছিল না। প্রত্যেক রোমবাসী ভিন্ন ভিন্ন সরকারী কার্য্য করিবার পরে কন্সল হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐহারা নিয়ন্তন পক্ষে কার্য্য করিতেন না, তাঁহাদের গুণাধিক্য থাকিলেও কন্সল হইতে পারিতেন না। কেবল প্রসিক সিনেটর নিয়োগবিষয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ১৭২ খৃঃপূঃ 'লেগ্ন আনালিস' নামে এক আইন প্রণীত হয়, তদনুসারে 'কোয়েষ্টরশিপ' বা নিয়ন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বয়স ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয় এবং তদুচ্ছতর 'ইডাইলশিপের' ৩৭, প্রিটরশিপের ৪০ এবং কন্সল পদের জন্ম ৪৩ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট হইল। ঐহারা উক্ত পদে ক্রমান্বয়ে কার্য্য করিতেন তাঁহারা যথাকালে কন্সল পদের প্রার্থী হইতে পারিতেন। উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন—রাজচিহ্নালঙ্কৃত কিউরিউল যথা কন্সল, প্রিটর ইত্যাদি এবং নন-কিউরিউল ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডিস্টেটর প্রভৃতি।

১। কোয়েষ্টরগণ রাজ্যের বেতন প্রদানের এবং রাজস্ব-সংগ্রহের কর্তা ছিলেন। তাঁহারা রাজস্ব আদায় এবং সামরিক ও দেওয়ানী কার্য্যের কর্মচারীদিগকে বেতন দিতেন। তাঁহাদের অধীনে কোষাগার থাকিত।

২। ইডাইলগণ ঠিক পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট বা সরকারী পুস্তকাধারের নির্বাহক ছিলেন। ইহাদের তত্ত্বাবধানে সরকারী অট্টালিকা-নিৰ্ম্মাণ ও মেয়ামতাদি হইত, পথ প্রস্তুত, নদীমা নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য ইহাদিগের অধীনে থাকিত। এতদ্বিন্ন ইহারা পুলিশের পরিরক্ষক ছিলেন। সরকারী ক্রীড়া কোতুক, আমোদপ্রমোদ ও উৎসবাদি ইহাদিগের পরিচালনে নির্বাহিত হইত।

৩। প্রিটর ও কন্সল (বা রাজকীয় ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রিটরগণ সেনেট-সভা আহ্বান, ব্যবহার-শাস্ত্রপ্রণয়ন এবং সামরিক শাসন বিধির অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক প্রিটরের ৬ জন লিষ্টর থাকিত। প্রথমে সিবিল বিচার বা নাগরিক বিচার-কার্য্যের জন্ম একজন প্রিটর নিযুক্ত হইতেন। ২৪৬ খৃঃপূঃ হইতে অন্ত

একজন প্রিটর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ইনি বৈদেশিক শাসনের বিচার-নির্বাহক ছিলেন। কিন্তু ২২৭ খৃঃপূঃ সিসিলি ও সার্ডিনিয়া-শাসনের জন্ম অন্ত দুইজন প্রিটর নিযুক্ত হন। পরে ১৯৭ খৃঃপূঃ স্পেনের জন্ম আর ২ জন প্রিটর নিযুক্ত হইলেন। এই প্রকারে প্রিটরের সংখ্যা ৬টি হয়, তন্মধ্যে দুইজন রোমের ও অপর চারিজন বিশেষস্থ রাজ্যের।

৪। কন্সলগণ উচ্চতম ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য-শাসন ও সামরিকবিভাগের পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা সেনেট আহ্বান এবং সাধারণ সভার অধিবেশন করিতে পারিতেন। তাঁহারা সেনেটের সভাপতিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের সম্মতিক্রমে ইহারা সৈন্যবিভাগের সর্ব্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সৈন্যগণের দণ্ডযুগের কর্তা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে ১২ জন লিষ্টর থাকিত। উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি বৎসরেই নূতন করিয়া নির্বাচিত হইতেন। ইহাদের অধীনে কখন কখন প্রো-কন্সল ও প্রো-প্রিটরগণ নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ তত্ত্বের পরবর্ত্তিকালে কন্সলগণের শাসনকাল ফুরাইলে তাঁহারা প্রো-কন্সলরূপে বৈদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন।

৫। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ডিস্টেটরশিপের বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু রোমের প্রাধান্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অসাধারণপদের তত আবশ্যকতা হইত না। তবে কন্সলগণ কোন যুদ্ধবিগ্রহের সময় ডিস্টেটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন।

৬। সেন্সরগণ—প্রত্যেক ৫ বৎসরে দুইজন সেন্সর নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ১৮ মাসের অধিক কেহ উক্ত পদে কার্য্য করিতে পারিতেন না। ইহাদিগের কার্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ও দায়িত্ব-পূর্ণ ছিল। ইহাদিগের কার্য্য ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল—

(১) ইহাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য মানুষ গণনা এবং তৎপরে ইহারা গণনাতালিকা প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রত্যেক অধিবাসীর সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন, আরকর ও রাজস্বনির্দ্ধারণের জন্মই সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। পরে সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সার্ডিনিয়া টালিয়াস্ এই প্রথা সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়া যান।

(২) সেন্সরগণের দ্বিতীয় কার্য্য—অধিবাসিগণের চরিত্র ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা। এ বিষয়ে তাঁহারা নিজের কর্তব্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেন, কাহার অসুসাহায্যাদি ও প্রশংসাপত্র মানিতেন না। তাঁহারা ব্যক্তিগত ও সাধারণ অসুব্যবহারের জন্ম শাস্তি বিধান করিতেন। ইহাদিগের শাসন মতে সকলেই প্রাচীন রোমকের জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে বাধ্য

ছিলেন। তদুপায়ে সকলকেই বিবাহিত জীবন বাসনপূর্ণক  
বিলাসিতা ত্যাগ এবং নিত্যচার করিতে বাধ্য হইতেন। কেহই  
অন্যু তাবে থাকিয়া বিলাসে এবং অনিত্যচারে জীবন বাসন  
করিতে পারিতেন না। সেলসরণ উচ্চশ্রেণীর গোত্রকে নিম্ন  
শ্রেণীতে আনয়ন, সেলেটের সমস্তগণকে সোমের অঙ্গ বৃত্তিকরণ,  
এবং সাধারণকে রাজকীয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন।

(৩) এতদ্ব্যতীত ইহার সেলেটের পরামর্শ মতে রাজ্যশাস-  
নের ও রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। পূর্তকর্মের  
উন্নতিকল্পার্থ ইহাঙ্গিরের হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা থাকিত।  
তাহা দ্বারা বড় বড় রাজপথ নির্মিত হইত।

সেনেট।

সেনেট প্রথমে একটি ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা মাত্র ছিল, কিন্তু ক্রমে  
ক্রমে ইহা রাজ্যের শাসনব্যয়ের একমাত্র পরিচালক হইয়া উঠে।  
রাজিষ্ট্রেটগণ কেবল সেনেটের কার্যকারিত্বরূপে পরিণত হন।  
৩০০ সদস্য লইয়া সেনেট সভা গঠিত হইত। বিশেষ কারণে কোন  
সদস্য অভিযুক্ত না হইলে সকল সভাই আত্মীয় সভ্যরূপে  
নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু এই সভ্যগণ পুরুষাত্মকমিক  
হইত না। প্রত্যেক ৫ বৎসর অন্তর নির্বাচন দ্বারা নূতন  
সভ্যের পদ পূর্ণ হইত। সরকারী রাজিষ্ট্রেটগণের মধ্য হইতেই  
অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত হইতেন। রাজনীতিবিদ্যার  
প্রবীণ ও বিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে কেহ সেনেটের  
সভ্য হইতে পারিতেন না।

সেনেটের সর্বভৌমত্বী ক্ষমতা ছিল। সেনেটের অমুখ্যতি  
হইলে কোন কোন আইনে সাধারণের সম্মতি গৃহীত হইত।  
কিন্তু অনেক বিষয়ে সেনেট সাধারণের সম্মতি ব্যতীত আইন  
প্রচলন করিতে পারিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়েও সেনেটের  
নির্দেশ অনুসারে কল্লগণ কার্য করিতেন। পররাষ্ট্রের  
সহিত যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপন বিষয়েও সেনেটের সার্বভৌম প্রভাব  
ছিল। এতদ্বিধা কমিশনার কিউরিয়াটা, কমিশনার সেফুরিয়েটা,  
কমিশনার টিবিউটা পপুলি প্রভৃতি এককোটি সাধারণ সমিতিও  
সময়ে সময়ে গঠিত হইয়াছিল।

রোমের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

মাকিডোনিয় যুদ্ধের পরে রোমে শান্তি বিষয়ে নানা পরিবর্তন  
ঘটিয়াছিল। এলিয়াথও অরলাত করিবার পর হইতে রোমের  
জাতীয় চরিত্রে বিবিধ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে লাগিল।  
ইহার পূর্বে রোমকগণ উত্তমশীল, পরিশ্রমী, ধর্মভীরু এবং সংযত-  
চরিত্র বলিয়া জগতে বিখ্যাত ছিলেন। নিত্যচার ও ন্যায়ের  
প্রধান গুণ ছিল। বড় বড় রাজিষ্ট্রেটগণ গৃহে প্রত্যাগত  
হইয়া স্বহস্তে হালচালনা করিতেন এক কল্ল ও সেলসরণ

সর্ববিধ পার্শ্বব্যাপ্য বহুতে সম্পাদন করিতে কুশীল হইতেন  
না। সাহিত্য ও শিল্পে রোমকদিগের অনুরাগ ছিল না।  
কোন কোন বিষয়ে তাহার উন্নত ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিল।

কিন্তু অর্ধের এমনি মহিমা যে, এলিয়াথও অরলাতপূর্ণক  
ধনসকল হইবামাত্র রোমের জাতীয় চরিত্রে মহাপরিবর্তনের  
লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দ্বারাদ্বা ত্যাগকেই ধর্ম  
বলিয়া জানিতেন, ওঁহাদ্বা অর্থ পাইয়া ভোগকেই প্রধান  
ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং ইঞ্জিরগণকেই  
মহুয্যভোগের চরমোৎকর্ষ মনে করিয়া জংসাধনে প্রবৃত্ত  
হইলেন। সিপিও আফ্রিকেনাস্ এবং প্রেমিনিয়াস্ গ্রীক শিল্প  
ও সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সাধারণ  
ব্যক্তিগণ গ্রীকগণের বিলাসবাসনা ও সোমের অঙ্গকরণ করিতে  
লাগিলেন। দ্বারাদ্বা বহুতে রক্ষণ করিতেন, তাহাদ্বা পাচক  
নিযুক্ত করিলেন। পাচকের সংখ্যা অল্প বলিয়া পাচক মহার্ঘ্য  
হইয়া উঠিল এবং অরদিনেই রোমক নরনারীর নৈতিক চরিত্রে  
মানা সোম স্পর্শ করিল।

মাকিডোনিয় যুদ্ধের।

কোন জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে—জাতীয় চরিত্রের  
উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে—জাতীয় দেবদেবীগণের উন্নতি ও  
অবনতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ইতালী হইতে বেকাস্ নামক  
মহিলা ও মনমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা রোমে স্থাপিত হইলেন।  
মহিলাযোগে মনমচতুর্দশী ত্রৈত্যের অমুষ্ঠান হইতে লাগিল।  
ক্রমে ক্রমে গৃহে গৃহে মহিলা ও মনমদেবতা বেকাসের পূজা  
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্থপিত ও গর্হিত ব্যভিচারের প্রোত  
দেবপূজার অঙ্গ বলিয়া উচ্চরবে উদ্‌ঘোষিত হইল। শেষে  
পক্ষমকারমর তাত্ত্বিক পূজা সামাজিক শৃঙ্খলার গণ্ডীরেখা  
উন্নতন করিতে লাগিল। তখন সেনেটের চৈতন্য হইল।  
ব্যভিচারিগণ প্রাপদগুণে দণ্ডিত হইল—দেবতাও রোম হইতে  
নির্বাচিত হইলেন।

বিলাসপ্রোত অঙ্গ প্রণালীতে প্রবাহিত হইল। বড় বড়  
রজারয়ে অস্ত্রজীড়ার আমোদ সপ্তমে উঠিল। নরহত্যা  
কৌতুকহাতের চরমসাধন বলিয়া গণ্য হইল। এট্রাস্কানগণ  
পূর্বে আত্মীয়স্বজনের অস্ত্রাটিক্রিয়ার উৎসবে বলিগণকে  
বলিমান করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। এই প্রথা  
২৬৪ খৃঃ পূঃ রোমে প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন কেবল  
অস্ত্রাটিক্রিয়ার উহার প্রচলন ছিল। শেষে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে  
সঙ্গে ইডাইল বা পূর্তকর্মচারিগণ সাধারণ ক্রীড়াগার নির্মাণ  
করিলেন। এই স্থানে রাডিয়েটর বা অস্ত্রাটিক্রিয়ার ক্রীড়া  
হইত, তাহা নৃশব ও নিষ্ঠুরপ্রকার পক্ষাট প্রকাশক।

খনরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটিল। পূর্বে ধনী করিও সকলেই কৃষিকার্যই সঙ্গীর নিবাস বলিয়া গণনা করিতেন। পেট্রিনিরান ও গ্রিবিরান উক্তর সম্প্রদায় হইতে এক নৃতন অভিজাতগণের উদ্ভব হইল। ইহারা পুরুষাত্মকমে প্রাচ্যের বড় বড় কার্যে ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ইহাদের বংশাবলী শেষে সরকারী কার্য সকল একচেটিয়া করিয়া লইলেন এবং বনিয়াদি কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামহ কোন সরকারী কার্য করে নাই, তাহাদের রাজকাণ্ড পাওরা হ্রস্ব হইয়া উঠিল। অর্থবান্ ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় করিয়া উৎকোচ দিয়া সরকারী পদগ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই কারণে সর্বপ্রথমে (১৮১ খৃঃ পূঃ) 'উৎকোচগ্রহণনিবন্ধ' এই মর্মে আইন প্রচারিত হইল।

ধীরকাল বড় বড় হুড়বাপার এবং বিলাসের আকর্ষণে কৃষকসমাজের অবনতি ঘটিল। ক্রীতদাসপ্রথার প্রবর্তনে স্বাধীন প্রমজীবীগণ অস্বাভাব্যে কষ্ট পাইতে লাগিল। এইরূপে পরিষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধে বন্দীকৃত ব্যক্তিগণের সংখ্যাবিধে ক্রীতদাস প্রচুর পরিমাণে পাওরা বাইতে লাগিল। বড়লোকের কৃষিক্ষেত্রে ক্রীতদাসেরা কর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে রোমবাসী কৃষক ও প্রমজীবীগণের অসহন্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। 'ভোট' দিয়া অর্থপ্রাপ্তি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকিল না। তজ্জন্ত যিনি বেশী টাকা দিতে পারিতেন, তিনিই সকল 'ভোট' পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রোমের জাতীর চরিত্র এবং প্রাচীন গুণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এম-প্রোপিয়াস-কেটো সর্বপ্রধান। পূর্বে ইহার কথা কিছু বলিয়াছি। কেটো প্রাচীন রোমের আদর্শ চরিত্র এবং একজন মহাপুরুষ। বাল্যকালে হলচালনা এবং বিবিধ ব্যাগামে তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। তিনি ধর্মীর সন্ধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাসাদের অনতিদূরে বিখ্যাতবীর কিউরিয়াস ডেন্টাসের কুটার ছিল। বিলাসবিষেবিতা এবং সচ্চরিত্রতার জন্ত ডেন্টাস রোমের দৃষ্টান্তহানীর বলিয়া লোকমুখে কীর্তিত হইতেন। তাঁহার স্বখ্যাতিপ্রভাবে কেটোর অন্তঃকরণে ডেন্টাসের গুণাবলীর অন্তর্নিহীত বলবর্তী হইল। তৎপরে তিনি বিলাসবর্জন এবং সপাচারব্রতে আত্মবিন বীক্ষিত হইলেন। ১৮৮ খৃঃ পূঃ ইনি সার্ডিনিয়ার প্রিটর হইয়া গমন করেন। তাহার তিনি বৈরপ ভাবে কার্য করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যহানীর। তিনি পছোচিত বিলাস এবং গাভীর্য় পরিভ্যাগপূর্বক একজন মাত্র ভৃত্য রাখিয়াছিলেন।

অসম্প্রদাত বিচারের দ্বারা তিনি সকলের অসম্প্রদাতক হইয়া ছিলেন। কুলীন (হুড) একজনক তিনি বংশাপান স্বরূপ বিবেচনা করিয়া হুডখোর মহাজনদিগকে বিবেচ্য রাখি প্রদান করিতেন। ১২৫ খৃঃ পূঃ ইনি কন্ডল নিযুক্ত হইয়া প্রাচীন রোমের জাতীর-বর্জের পুনরুত্থানের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রোমে এক অপূর্ণ ঘটনা ঘটিল। ২১৫ খৃঃ পূঃ প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়ে টিবিউন ওপিরাসকর্ভুস "লেন্ড-ভুশিয়া" নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তৎসময়ে কোন রোমকরমণী অর্দ্ধ আউজের অধিক ভূবর্ণ ব্যবহার, বিচিহ্নরাজিত বস্ত্র পরিধান এবং মগরের বাহিরে অশ্রয়স্থলচালনা প্রভৃতি কার্য করিতে পারিতেন না। এক্ষণে রোমবলের পরাজয়ে কার্যভেদে ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সাধারণ কোবাগার স্বীকৃত হইয়াছিল, লুণ্ঠনায় বিলাসিনী রোমলীমজিনীগণ এক্ষণে উক্ত আইন রহিত করিবার প্রস্তাবার্থ হইলেন টিবিউনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহারা উক্ত আইনরহিতকরণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহাদের সহযোগিতার তাহার বিরোধী হইলেন। রোমকরমণীগণের ধর্মব্রত রোমে হলহুল পড়িয়া গেল। যৎকালে সন্ধ্যাগণ সজ্জিত হইয়া কোরাসে গমন করিবেন, তৎকালে রহণীগণ প্রত্যেকপথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সকলে তখন তাহাদের প্রার্থনার সম্মত হইলেন, কিন্তু কেটোর সংযতহৃদয়ে কোন বিলাসিনীর বিলোল কটাক্ষ বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারিল না। কিন্তু পরিশেষে লগনাইলদেরই জয় হইল। তাহারা বিচিহ্নরাজিত বস্ত্রে সজ্জিতা এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা হইয়া বহুদলে বেড়াইতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিপিও আফ্রিকেনাস্ এবং সিপিও এসিরটিকাস্ দুই সহোদর অনেকের বিভাগভাজন হইয়া উঠিলেন। কেটোর প্রেরোচনার নেভিয়াস্ নামক একজন টিবিউন কনিষ্ঠ সিপিওর নামে লুণ্ঠিত অর্থের অপব্যবহার সর্ব্বদা অভিযোগ আনয়ন করিলেন। তিনি হিসাব প্রস্তুত করিয়া টিবিউনগণের হস্তে প্রদান করিতে বাইবেন, এমন সময়ে তাঁহার অগ্রজ সিপিও আফ্রিকেনাস্ হিসাব-পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। এবং রাগান্বিত হইয়া কহিলেন—“যে কোটি কোটি মুদ্রা আমিরা কোবাগার পূর্ণ করিয়াছে, কএক সহস্র টাকার জন্ত তাহার নিকট হিসাব গ্রহণ।” কিন্তু তাহার এই গর্হিত ব্যবহারে অনেকের বিরক্ত হইল এবং এই অপরাধের বিচারে কনিষ্ঠ সিপিও গুরুতর জরিমানা দিতে আদিষ্ট হইলেন। তৎকালে কারারুদ্ধ হইবেন, ইহাও প্রচারিত হইল। যখন টিবিউনের রক্ষিবর্গ কনিষ্ঠ সিপিওকে ধরিয়া কারাগারে লইয়া বাইতেছিল, জোট সিপিও তখন বন্ধনকারী কর্মচারীগণের হস্ত হইতে ত্রাতাকে

হিনাইয়া লইলেন। এই রাজদ্রোহিতার জন্য তাঁহার গুরুতর বণ্ড হইত, কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রাকাসের বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তিকৌশলে কনিষ্ঠ সিপিও মুক্তি পাইলেন।

পুনরায় ট্রিবিউনপদকর্তৃক সিপিও আফ্রিকেনাস অভিযুক্ত হইলেন। যৎকালে তাঁহাকে অভিযোগের জন্য প্রেরণ জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তাহার উত্তর না দিয়া রোমের সাধারণতন্ত্রের জন্য তিনি যে অক্লান্ত কৰ্ম করিয়াছেন তাহা অজ্ঞানতাবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ না হইতেই সশঙ্ক হইল। পরদিন বিচারপতিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সিপিওর নিকট অভিযোগের উত্তর চাহিলেন। সিপিও উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “যে ভুবনবিখ্যাত জেমার যুদ্ধে আমি হানিবলকে পরাজিত করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহার সাধারণিক শ্রুতি-দিন। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, অতঃপর আপনারা সেই গৌরবান্বিত যুদ্ধদিনে কাপিটোলে বাইরা দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ না দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া প্রদ্রোহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন!! আপনারা অবিলম্বে বাইরা দেবতার নিকট প্রার্থনা করুন, যেন রোমভূমি সিপিওর জ্ঞান ভুবনবিখ্যাত পুত্র ভবিষ্যতে প্রসব করে!” সিপিওর এই উল্লীপনাময় বাক্যে বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাপিটোলে বাইরা দেবারাধনা করিতে লাগিল। বিচারক একাকী বিচারাসনে বসিয়া রহিলেন। এই প্রকারে সিপিও বিচারালয়ের নিয়ম শৃঙ্খল পরিহার করিয়া অক্লান্ত রোম পরিত্যাগপূর্বক লিটার্গাম্ নামক স্বীয় পল্লীভবনে গমন করিলেন। রোমের সম্পর্কবিহীন হইয়া এইখানে শতশ্রামলা কাননকুতলা ভূমিতে তিনি অবশিষ্ট জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ১৮৩ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন যেন অক্লান্ত রোমের ক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত না হয়।

হানিবলও এই বৎসর মানবলীলা সম্পন্ন করেন। যৎকালে সেনেট হানিবলকে হনন করিবার চেষ্টা করেন (সিরিয়ারাজের সহিত যুদ্ধে) সিপিও কেবল সেই আদেশের প্রত্যাহার করিয়া ছিলেন। সিপিও আফ্রিকেনাসের সভায় হানিবলের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সিপিও হানিবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাকে আপনি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলেন?” হানিবল কহিলেন, “বিধিজয়ী আলেকসান্দ্র”। সিপিও কহিলেন, “তাঁহার দ্বিতীয় কে?” উত্তর হইল “পিরহাস্”। পুনরায় সিপিও কহিলেন “তৃতীয় কে?” হানিবল কহিলেন “স্বঃ আমিই তৃতীয় সেনাপতি”। সিপিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হবি আপনি আমাকে পরাজয় করিতেন, তবে কি হইতেন?” হানিবল হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আপনাকে পরাজয় করিলে,

আমি আলেকসান্দ্র ও পিরহাস্ অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিতাম।” তাঁহার উত্তরে উত্তরকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হানিবল বিখ্যাত হানিবল রাজসভার বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে রোমকদিগের আগমন সম্ভাবনা বুঝিয়া বিবশানে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে ১৮৪ খৃঃ পূঃ, কেটো সেনেটের পদলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং রোমে নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করেন। বিলাসিতানিবারণের জন্য তিনি বিলাসপণ্যের উপরে গুরুতর কর স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সেনেটের অনেক অকর্মণ্য সভ্যদিগকে বিদূরিত করেন। কিন্তু যথোচিত্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষণশীলতা হ্রাসীভূত হয়। তদন্ত তিনি গ্রীক সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে একজন ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। ডিমোফ্রিস্ এবং থুকিডাইডসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজাদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় দৃষ্টি জন্মিয়াছিল। যখন পার্গামাসের রাজা ইউমিনস্ রোমে আগমন করিয়া সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, কেটো তাহাতে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ঘৃণাকৃত মুখে বলিয়াছিলেন, “রাজার মাংসাশী হিংস্রজন্তু বিশেষ” (kings are naturally carnivorous animals) এতদ্ব্যতীত চিকিৎসকদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় দৃষ্টি ছিল। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রীক ছিলেন। কেটোর চরিত্র প্রাচীন রোমকদিগের সর্বতোভাবে আদর্শহীন ছিল। কিন্তু ক্রীতদাসগণের উপর তিনি নৃশংসরূপে নিষ্ঠুর ছিলেন।

তৃতীয় মাকিনীয় যুদ্ধ। রোম পশ্চিম যুরোপে প্রাধান্ত সংস্থাপন ও এসিয়ার পশ্চিমাংশে প্রতিনিধিত্ব করিয়া শাস্ত্রের আশায় কাল কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। ১৭২ খৃঃ পূঃ মাকিননপতি ফিলিপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পার্গামাস্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিলিপ তৃতীয় মাকিনীয় এক-রাজত্ব পিতৃমিত্র যুদ্ধ যুদ্ধের পূর্বে হইতে রোমের সহিত পুনরায় (১৭২-১৪৪ খৃঃ পূঃ) যুদ্ধের আরোজন করিয়াছিলেন। পার্গামাস্ যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার কোবাগার ধনপূর্ণ। বিপুল সৈন্য-সংগ্রহের নিমিত্ত এসিয়ার রাজগণ, গ্রীকগণ, হেসিরান, ইল্লিরিয়ান্ এবং কেণ্টিকজাতি সকলের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া ছিলেন। রোমকগণ এ সকল আরোজন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই সময়ে পার্গামাস্ রোমের মিত্ররাজ পার্গামাসপতি ইউমিনসের প্রাণনাশের চেষ্টা করায় ১৭২ খৃঃ পূঃ প্রকাজ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পার্মিয়ারের অধীনে প্রকাণ্ড সৈন্যদল সজ্জিত হইল, ওড্রিসিয়া-



রাজা কোটিস্ তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। রোমকসৈন্যও যুদ্ধরত করিল। কিন্তু প্রথম তিনবৎসর রোমকগণ বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না, বরং পার্শ্বাস্যই অনেকাংশে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এইজন্য নানাভাবে আসিয়া পার্শ্বাস্যের সৈন্যদল বর্ধিত করিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৮ খৃঃ পূঃ রোম হইতে কন্সল এমেলিয়াস্ পলাস্ যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন। উত্তর সৈন্যদল পিডুনা নামক স্থানে সম্মুখীন হইল। তীক্ষ্ণ আক্রমণে পার্শ্বাস্য প্রথমে পেরা ও পরে আকোপোলিস্ এবং তথা হইতে সেমোথেসে পলায়ন করিলেন। কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রোমকগণ প্রথমে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভজ্ঞাব্যবহার করিয়াছিলেন। রোমকগণ মাকিদনীয়ার বিপুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু মাকিদনীয়া অবিলম্বে রোমক-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইল না। মাকিদনীয়া ৪ ভাগে বিভক্ত হইল এবং উহার অর্ধেক রাজ্যই রোমের লব্ধ নির্দিষ্ট হইল। ঐ সময়ে সেনেট পলাস্কে এশিয়াস্ রাজ্যস্থ অধিবাসিগণের প্রতি শান্তি-বিধান করিতে আদেশ করিলেন। তিনি এশিয়াস্ রাজ্যের ৭০টা স্বরম্যনগর মরুভূমিতে পরিণত করিলেন, অগ্নি এবং তরবারি দ্বিগুণিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ অধিবাসী ক্রীপ্তের সহিত অকারণে নির্দয়-রূপে নিহত এবং ১৫০০০০ দাসরূপে বিক্রীত হইল। প্রাচীন অসমুদ্র এশিয়াস্ নগর অগষ্টাসের সময় পর্যন্ত মহাশ্মশানে পরিণত ছিল।

- ১৬৭ খৃঃ পূঃ পলাস্ ইতালীতে উপস্থিত হইলেন, তিনি বিপুল ধনভাণ্ডার আনিয়া রোমের কোষাগার পূর্ণ করিলেন। তৎপরে ৩দিন পর্যন্ত মহাডুহরে বিরাট সমারোহ সহকারে তাঁহার বিজয়োৎসব সম্পন্ন হইল। বিজিত মাকিদনীয়ারাজ পার্শ্বাস্য তাঁহার জয়পতাকা ধরিয়া সঙ্গে চলিলেন। ইহার পর প্রবল পরাক্রান্ত মাকিদনীরপতি পার্শ্বাস্য কারাক্ক হইয়াছিলেন, তিনি অবশিষ্ট জীবন আত্মবার্ষাপন করেন এবং তাঁহার পুত্র আলেক্সান্দর কোরাগিগিরি করিয়া উত্তরারের সংস্থান করিয়াছিলেন। মাকিদনীয়া জয় করিয়া রোম ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলেও সার্বভৌম প্রাধিকার লাভ করিলেন। তদানীন্তন পরাক্রমশালী সম্রাটগণও রোমের নামে কল্পিত ও লব্ধ হইতে লাগিলেন। অস্তিওকাস্ এপিফেনিস্ মিসর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু রোমের নিবেদাজ্ঞার আর তিনি মিসর জয়ে সাহসী হইলেন না। বিবাহনিমিত্ত রাজা প্রসিয়াস্ মৃত্যুতমন্তকে চিরবাল পরিধান করিয়া রোমের প্রভু শিরোধার্য করিলেন।
- পার্শ্বাস্যপতি ইউমিনিসের রাজ্যের কিয়দংশ রোমকগণ অধিকার করিলেন। এই সময়ে রোম গ্রীকনগর সকলের স্বাধীনতা হরণ

করিয়া রোমকশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। প্রবলতর একিয়ান-লিম পার্শ্বাস্যের পলায়নবশতের লব্ধি হইলেন। ১ হাজার সত্ত্বাৎ একিয়ান ১৬ বৎসরকাল রোমে বন্দী থাকিলেন। ১৬ বৎসর পরে যখন তাঁহার মুক্তি পাইয়াছিলেন, তখন কেবল ৩০০ মাত্র জীবিত ছিলেন। অবশিষ্ট ৭৮০ অস্বাভাবিক অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার বিরক্ত হইয়া অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে আফ্রিকাস্ নামে একজন বালীপুত্র আপনাকে পার্শ্বাস্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া মাকিদনীয়ার সিংহাসন দাবী করিলেন (১৪৯ খৃঃ পূঃ) এবং ফিলিপাস্ নামে গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ইনি অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। রোমক প্রিটর জুফে-টিয়াস্ ইহার হাতে পরাজিত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর রাজত্ব না করিতেই মেটোলাস্ কর্তৃক ইনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন।

আফ্রিকাসের কণিক কৃতকার্যতার একিয়ানগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং স্পার্টা আক্রমণ করিল। কিন্তু ১৪৭ খৃঃ পূঃ চাইজন রোমক কমিশনার এই বিষয়ের সীমান্তার লব্ধ গ্রীসে প্রেরিত হইল। কিন্তু অবিলম্বে করিহ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ঘটিল। স্পার্টা একিয়ানগণকর্তৃক আক্রান্ত হইল। কমিশনারগণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। তখন সেনেট একিয়ান-লিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, মেটোলাস্ সঙ্গেতে গ্রীসে পৌঁছিলেন, একিয়ান-সেনাপতি ক্রিটোলস্ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্পার্টা নামক স্থানে ধৃত ও বন্দী হইলেন। তৎপরে ডিয়াস্ একিয়ান-লিগের অধিনায়ক হইয়া করিহ নগরে সৈন্যগণকে সুরক্ষিত করিয়া কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন। কন্সল মান্নিয়াস্ করিহ অবরোধ করিলেন। ডিয়াস্ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, অধিকাংশ অধিবাসীও পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। মান্নিয়াস্ নগরে প্রবেশপূর্বক অবশিষ্ট পুরুষগণকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্ত্রীলোক ও বালকগণকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। তৎপরে তিনি প্রাচীন করিহনগরের বিপুল ধনস্বত্ব লুণ্ঠন করিয়া নগরে অগ্নিপ্রদান করিলেন। করিহ নগরে প্রাচীন পৃথিবীর শিল্পশ্রম্য পরিপূর্ণ অধিতীর চিত্রশালিকা ছিল। সমস্তই পুড়িয়া ভস্মরূপে পরিণত হইল। ভূবনবিখ্যাত করিহ বিবর্ত হইয়া গেল। গ্রীস স্বাধীনতা হারা ইয়া রোমকশাসনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

হানিবলের নির্বাসনের পর কার্থেজীয়গণ ২০১ খৃঃ পূর্বাব্দের শক্তি অনুযায়ী কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। কার্থেজীয়গণ ৩৪ পিউমিক যুদ্ধ ও রোমের সহিত সন্ধির শর্ত বজায় রাখিয়া কার্থেজের ধ্বংসসাধন (১৪৬-১৪৫ খৃঃ পূঃ) অবশেষে বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতেছিলেন। তৎকাল তাঁহার রোমক সেনেটের চক্ষুশূল

হইয়া পড়িলেন। সেনেট যুদ্ধের হুল অবশ্য করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে নিউমিডিয়ার রাজা মেসিনিয়ার সহিত কার্থেজীয়-গণের বিরোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেনেট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন কেটো কার্থেজকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সেনেট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন কেটো প্রযুক্ত একজন যুদ্ধ কার্থেজের অবস্থা জানিতে তথ্য গমন করিলেন। বাৎসর্য বশতঃ কার্থেজের ঐশ্বর্য দেখিয়া কেটো গাঢ়াভাষ্য ব্যক্তি হইলেন এবং কার্থেজবাসীদের নিমিত্ত রোমবাসীকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে রোমকগণ কেটোর কথা শুনিলেন।

কার্থেজীয়গণ রোমে যুদ্ধ প্রেরণ করিয়া সেনেটের সমস্ত কথায় সম্মতি প্রদান করিল এবং সেনেটের আদেশমুতাবে ৩০০ সহস্র কার্থেজীয় যুবককে প্রতিভূরূপ রোমে রাখিতে সন্তুষ্ট হইল। সেনেট তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না, পুনরায় হুলাধরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা কার্থেজে গমন করিয়া কার্থেজীয়দিগকে তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রোমকদিগের শিবিরে সমর্পণ করিতে কহিলেন। কার্থেজীয়গণ তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল এবং ২০০০০০ অস্ত্রশস্ত্র ও ২০০০ প্রাচীরভঙ্গ ও নগরব্যরোধ করিবার এঞ্জিনাদি সমস্তই রোমকদিগকে সমর্পণ করিল। তাহারা ভাবিল রোমকগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়াই ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু রোমকগণ তখন কহিলেন— “তোমরা কার্থেজনগর পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রস্থানে যাইয়া বাস কর—কার্থেজ বিধ্বস্ত হইবে।”

নির্দোষ কার্থেজীয়গণ তখন হতাশ ও নিরুপায় হইয়া বীরের জ্ঞায় মরিতে সক্ষম করিল। অবিলম্বে নগরস্থার রুদ্ধ করিয়া তাহারা সমস্ত ইতালীয়দিগকে নিহত করিল এবং এই অস্ত্রায় শস্ত্র সহিত যুদ্ধ করিতে রক্তসঞ্চয় হইয়া স্বদেশবাসল কার্থেজীয়দিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কর্তৃকারগণ দিবারাত্র অস্ত্রনির্মাণ করিতে লাগিলেন, রমণীগণ কেশচ্ছেদনপূর্বক ধত্বকের গুণ নির্মাণে নিরতা হইলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা স্বদেশবাসল্যের মোহনমত্তে দীক্ষিত ও প্রণোদিত হইয়া অবিরাম অস্ত্রনিৰ্মাণ করিতে লাগিল। কার্থেজ যেন একটা প্রকাণ্ড অস্ত্র কারখানায় পরিণত হইল। নগরবাসী ১০০০০ নরনারী বুদ্ধশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইমিলিয়াস্ পলাসের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণেলিয়াস্ সিপিও সৈন্য কার্থেজে গমন করিলেন। হাসড্রবল নামক এক নির্দাসিত সেলানী কার্থেজীয় সৈন্তের অধিনায়কতা গ্রহণ করিলেন। কার্থেজীয়দিগের হুইটী আক্রমণে রোমকসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল, কেবল সিপিওর রণকৌশলে সৈন্যবল ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইল। সিপিও মিশর অধিকার করিয়া কার্থেজের

খাড়াহির সংগ্রহ-পথ অবরোধ করিলেন। কার্থেজীয়গণ অধিতীয় বীরবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে ৫০০ রণতরী নির্মাণ করিয়া জলপথে সমরসজ্জা করিল। তদুপরে রোমকগণ ভীত হইলেন, সিপিও প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে ৩ দিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর রণতরীসমূহ বিনষ্ট হইল। তখন সিপিও যুদ্ধরূপে কার্থেজ অবরোধ করিলেন এবং রোমকসৈন্য রাত্রির অন্ধকারে কখন-কখন অধিকারপূর্বক কার্থেজের উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। নগর মধ্যে ধ্বংসবিধারক দৃষ্টের অভিনয় হইতে লাগিল। খাড়াভাবে অধিবাসিগণ শব্দমাংস ভক্ষণপূর্বক রোমকসৈন্তের হস্ত হইতে নগররক্ষা করিতে লাগিল, সর্বত্রই অস্ত্রশস্ত্রের বনংকার ও ভীষণ যুদ্ধ। প্রত্যেক রাত্রিপথে সপ্ততল প্রাসাদের কক্ষ কক্ষে কার্থেজের নরনারী অতুতপূর্বক অশ্রুচর অস্ত্রকীড়া করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। বহির লেলিহান জিহ্বা শিরৈর্ষধ্যবিমণ্ডিত হুচাকভাঙ্ক্যাবিশোভিত সহস্র সহস্র শ্রেণীবদ্ধ সৌধমালা তমসাৎ করিয়া ফেলিল। নরনারীর রক্ত-প্রোতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভীষণ রক্ততরঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সিপিও অস্ত্রপূর্ণ নরনে এই ভয়াবহ দৃষ্ট দেখিয়া হোমারের ইলিয়াড হইতে শ্লোক আত্মতুষ্ক (“সে দিন আসিবে যখন পবিত্র ট্রয় বিধ্বস্ত হইবে”) কহিতে লাগিলেন, “হায়! একদিন রোমের ভাগ্যও এই অভিনয় ঘটবে!” ৫০০০০ কার্থেজীয় নরনারী সপ্তমদিন অলিভশাখা হস্তে করিয়া সিপিওর নিকট জীবন ভিক্ষা করিল। সিপিও তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। হাসড্রবল ইতালোপিয়াসের মন্দিরে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ভীত হইয়া সিপিওর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তাহার বীরপত্নী নিভীকদ্বয়ে অস্ত্রের শিশুসন্তানদিগকে একে একে বলিযুগ্মে আহুতি দিয়া শেষে আপনাকে পূর্ণাহুতি দিয়া স্বদেশবাসল্য-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। এই সাধীরমণী পতিপুত্রের শোকানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিবার পূর্বে রোমের প্রতি যে অলস্ত অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা ৫০০ শত বৎসর পরে কলিয়াছিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্যশালী বিশাল কার্থেজ মহাশ্মশানে পরিণত হইল। অত্যাধি তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শকদিগকে সেই অতুতপূর্ব ভয়াবহ ঘটনার ভীষণ-চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৪৬ খৃঃ পূঃ জুলাইয়াসে কার্থেজ বিধ্বস্ত হইল। সিপিও রোমে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন এবং তিনিও হানিবলজ্যেতা সিপিওর জ্ঞায় আত্মিকেনাস্ উপাধি ধারণ করিলেন। অবশিষ্ট কার্থেজরাজ্য আফ্রিকা নামে রোমক-শাসনের অধীন হইল। প্রাচ্যবাসিদের প্রধান কেন্দ্র



করিব এবং প্রতীচ্য বাণিজ্যের মিলয় কার্বেজ এই ছই বাণিজ্য-প্রধান নগর রোমকগণকর্তৃক বিনষ্ট হইল। এই সময় হইতেই রোম বিজিতভূমি সকলে সাম্রাজ্যের স্বরূপ লাগিলেন।

এই সময়ে স্পেনের শাসনকর্তা সেন্সোনিয়াস্ গ্রাকসের পক্ষবাহর ও হুশাসনে তথায় শান্তির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

কিন্তু ১৫৩ খৃঃ পূঃ সেগেডা নগরের অধিবাসিগণ নগর প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ করিলে রোমকগণ তাহাতে সেনার যুদ্ধ (১৫৩-১০০ খৃঃ পূঃ) বাধা প্রদান করিলেন। তৎকাল স্পেনে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের স্বরূপ লাগিল।

কেন্টেবেরিগণ সেগেডার পক্ষাবলম্বন করিল। কালবিয়াস্ নোবিলিওর যুদ্ধে তাহাদিগের কিছু করিতে পারিলেন না।

পরে ক্লডিয়াস্ মার্সেলাস্ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। তৎপরে সাল্পিসিয়াস্ গলবা লিউসিটানিয়া আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি স্পেনিয়ার্ডগণকর্তৃক বিশেষরূপে পরাজিত হইলেন।

পরে লিউসিনিয়াস্ লুকালাস্ তাঁহার সহযোগী হইয়া পুনরায় লিউসিটানিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সন্ধির অস্ত্র গলবার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।

তখন গলবা লিউসিনিয়াস্দিগকে অভয়দানপূর্বক সপরিবারে তাঁহার শিবিরে আসিতে আদেশ দিলেন। তাহারা তাঁহার কথার বিশ্বস্ত হইয়া সপরিবারে আগমন করেন। তাহারা শিবিরে পৌঁছিবামাত্র গলবা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অসামান্য

অত্যাচারে তাহাদিগকে সপরিবারে তরবারিযুগ্মে প্রেরণ করিলেন। বহুসংখ্যক নির্দয়রূপে হত হইল। কেবল ভিরিয়েথাস্ ও অন্যান্য কএকজন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

ভিরিয়েথাস্ রোমকদিগের এই নৃশংসব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে বহুপরিশ্রম করিলেন। তিনি প্রথমে মেগালক ছিলেন, পরে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু রোমকদিগের এই অত্যাচারে তিনি স্বদেশবাসিন্যে প্রেরিত হইয়া উঠিলেন।

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। ভিরিয়েথাস্ রোমকদিগের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া

অল্প যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে রোমকসৈন্য বহুযুদ্ধে পরাজিত হইল। পরে ১৪৫ খৃঃ পূঃ রোম হইতে কেব্রিয়াস্

মাক্সিমাস্ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন। তিনি ভিরিয়েথাস্কে বিশেষরূপে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধ নিউম্যান্টানাস্ যুদ্ধ নামে খ্যাত।

যাহা হউক, তাহাতেও যুদ্ধের বিরাম হইল না, একদল রোমকসৈন্য উত্তর-স্পেনে কেন্ট্রিদিগের সহিত এবং অন্য দল দক্ষিণ-স্পেনে ভিরিয়েথাস্ ও লিউসিটেনিয়ার সৈন্যের সহিত

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪১ খৃঃ পূঃ ভিরিয়েথাস্ কেব্রিয়াস্কে

একটা গিরিনকটে বন্দ করিয়া বহির্দ্বার পথ বন্ধ করিলেন। কেব্রিয়াস্ উপায়ান্তরহীন হইয়া ভিরিয়েথাস্কে মিত্ররাজরূপে স্বীকারপূর্বক সন্ধি করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। কিন্তু সেনেট এই সন্ধি গ্রাহ্য করিলেন না। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অবশেষে ভিরিয়েথাস্কে যুদ্ধে স্পেনিয়ার্ডগণ হীনবল হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্লডিয়াস্ ক্রটাস্ এই সকল স্থানে শাস্তি স্থাপন করিলেন। কিন্তু কেন্টেবেরিদিগের সহিত, তখনও যুদ্ধের

নিবৃত্তি হইল না। ১৩৭ খৃঃ পূঃ হটিলিয়াস্ মান্সিয়াস্ মিত্ররাজ-সৈন্যকর্তৃক বেষ্টিত হইলেন, এক গতান্তরহীন হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু সেনেট এই সন্ধি অগ্রাহ্য

করিলেন। অবশেষে ১৩৪ খৃঃ পূঃ সিপিও আফ্রিকেনাস্ স্পেনে প্রেরিত হইলেন। সিপিও তাহাদিগের নগর অবরোধ করিলেন।

স্পেনীয়সৈন্য ভীমবিক্রমে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে খাদ্যভাবের বহুসংখ্যক লোক শবমাস খাইয়া জীবনধারণ করিল এবং পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিল। সিপিও নগরপ্রাচীর

সমভূমি করিয়া অধিবাসিদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিলেন। নিউম্যান্টাইন যুদ্ধের সময়ে রোমে ভীষণ সমাজ-বিপ্লবের স্বরূপ লাগিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রীতদাসের প্রাচুর্য্য

রোমের দ্রব্য ও শ্রমজীবী-সমাজ অধঃ-পতনের স্রোতে পতিত হইয়াছিল। (১৩৪-১০২ খৃঃ পূঃ) পক্ষান্তরে ক্রীতদাসগণও নানাপ্রকার

নির্দয় ব্যবহারের অধীন হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইতেছিল। বিতাড়িত দাসগণের জীবিকাজনের কোনরূপ উপায় ছিল না। সিসিলিতে দাসসংখ্যা বর্ধাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তথায় এরা প্রদেশের

ভূস্বামী ডেমোফিলাস্ দাসগণকে অত্যন্ত নির্দয়রূপে শাস্তি দিয়া ছিলেন। তাহাতে প্রায় ৪০০ ক্রীতদাস ইউনাস্ নামক এক

সিরীয় ক্রীতদাসের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া এরা আক্রমণ ও ভীষণ অত্যাচার সহকারে নগরবাসিগণকে নিহত করিল। ইউনাস্ মন্তকে

রাজমুকুট ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া ৭০০০০ দাস আসিয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিল। রোমক

প্রিটরগণ একদল সৈন্যসহ তাহাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন, কিন্তু দাসগণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অবশেষে ১৩৪ খৃঃ পূঃ কলস কালতিয়াস্ ক্রেকাস্ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থে

প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনি দাসগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইলেন। অবশেষে ১০২ খৃঃ পূঃ কলস রুপিলিয়াস্ যুদ্ধে

গমনপূর্বক টরোমেনিয়ার্ এবং এরা আক্রমণ করিয়া বিক্রোহী দাসগণকে পরাজিত করিলেন। ২০০০০ দাস হত এবং অবশিষ্ট ক্রুশাঘাতে বিনষ্ট হইল। ইউনাস্ বন্দী হইয়া রোমে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পশ্চিমদ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এ সময়ে রোম এশিয়াখণ্ডেও এক প্রকাণ্ড রাজ্য লাভ করিলেন। পার্শ্ববাসীর রাজা সট্রাস্ ফিলোস্টেটস্ অপূরকা-বহুর যুগ্মকালে আপনায় সিংহাসনচ্যুত ও বিপুল ধনভাণ্ডার রোমের নামে দানপত্র করিয়া বিসেন ( ১৩৩ খৃঃ পূঃ )। কিন্তু তাঁহার পিতা অরিস্টোনিয়াস্ অরিস্টো-ফিলস্ গোচরযোগ্য উপস্থিত করিলেন। রোমক কনসল সিসিনিয়াস্ ক্রেসাস্ তৎকর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন ( ১৩৩ খৃঃ পূঃ )। কিন্তু পর বৎসর অরিস্টো-নিকাস্ রোমক সৈন্যকর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং পার্শ্ববাসী রাজ্য এশিয়া নামে রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল ( ১২৯ খৃঃ পূঃ )। এই সময়ে যুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে রোমের রাজ্যশক্তি বিস্তারিত হইল। এই প্রকাণ্ড রাজ্য একশ ১০ টী প্রদেশে বিভক্ত হইল। ১ সিসিলি। ২ সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা। ৩-৪ স্পেনের দুই প্রদেশ। ৫ গালিয়া সিনাল্পিনা। ৬ মাকিদনিয়া ও থ্রাকিয়া। ৭ ইলিরিয়াকাম্। ৮ আফ্রিকা ( কার্থেজ )। ৯ এলিয়া ( পার্শ্ববাসী )। ১০ ট্রান্সালপাইনস্ গল বা প্রতিনিয়া। রোমের সাধারণতন্ত্র এই বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসবৃত্তিতে রাজ্য-সমৃদ্ধি নষ্ট হইতে লাগিল। রোমের রাজ্যশাসনবিষয়ে আভ্যন্তরিক বিপ্লব সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। রোমবাসী যে স্বদেশ-বাৎসল্যপ্রভাবে বিবিধ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন, এক্ষণে সেই ধর্ম ভোগবিলাসে পরিণত হইল। তাঁহারা ত্যাগের ধর্ম ছাড়িয়া ভোগের ধর্মে রত হইলেন। বীরব্রত রোমকগণ অসি ছাড়িয়া বাদী বাজাইয়া গান করিতে শিখিলেন।

রোমের এই বিধম অভ্যুদয়ের সময় টাইবেরিয়াস্ ও ক্রেয়াস্ গ্রাকাস্ বিশেষ অসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই দুই সহোদর বিখ্যাত সেন্সোনিয়ান্ গ্রাকাসের পুত্র এবং হানিবলেজ্ঞতা সিপিও আফ্রিকেনাসের দৌহিত্র। ইহাদের জননী কণিগিয়া পুত্রদ্বয়কে সর্বতোভাবে হুমিলা প্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত গ্রাকাস ব্রাতৃদ্বয় তবানীন্দন রোমক যুবকসমাজে শিকা ও সভ্যতার উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। ইহাদের জ্যেষ্ঠ টাইবেরিয়াস্ গ্রাকাসের গুণে সুদৃঢ় হইয়া সেনেটের প্রধান সভ্য এশিয়াস্ ক্লডিয়াস্ তাঁহার সহিত বীর কন্ডার বিবাহ দিয়াছিলেন। আবার টাইবেরিয়াসের ভগিনী সেন্সোনিয়ার সহিত কনিষ্ঠ সিপিও আফ্রিকেনাসের বিবাহ হইরাছিল। সুতরাং এই ব্রাতৃদ্বয় শিকা ও কোলীভ উভয় সম্পর্কেই রোমের সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতেন। টাইবেরিয়াস্ ১৩৭ খৃঃ পূঃ কোরেটর পদে নিযুক্ত হন। এটুরিয়ার মধ্য দিয়া বাতারাভ সময় তিনি রোমের ভুবক সম্রাটবাদের হুমিলা ও অধ্যাপন অনলোকক করিয়া তাঁহার সম্মানে জনোনিবেশ করেন। তদনুসারে তিনি ১৩৬ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউনেট

পদের প্রার্থী হইয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভবনিনী ভাষায় ভুবককুলের হুমিলা সেনেটকে জানাইলেন এবং ৩৩৭ খৃঃ পূঃ প্রবর্তিত সিসিনিয়াস্ বা “ক্লবিসবদীর আইন” সম্বন্ধে করিয়া বিবিধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সেনেটের বিজ্ঞ ও বেশ-হিতৈষী সভ্যগণ এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের অস্বীকার করিলেন, কিন্তু সেনেটের যে সকল সভ্য ক্লবাসিয়েনীর সহিত সম্পৃক্ত এবং সম্রাটবাদের দ্বন্দ্বিতা ছিলেন, তাঁহারা টাইবেরিয়াসের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের নিমিত্ত অট্টোভিয়াস্ নামক এক সভ্য নিযুক্ত করিলেন। অট্টোভিয়াস্ টাইবেরিয়াসের সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইলেন। তখন টাইবেরিয়াস্ অট্টোভিয়াসকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন এবং তজ্জন্ত সাধারণের ‘ভোট’ বা সম্মতি গৃহীত হইল। ৩৪ টী জাতির মধ্যে ১৭ টী প্রথমে অট্টোভিয়াসের পদচ্যুতি পক্ষে ভোট দিল। পরে অষ্টাদশ ভোট অট্টোভিয়াসের বিরুদ্ধে পাড়াইল। তখন অধিক ভোটের বলে টাইবেরিয়াস্ সেনেটের উপবেশনমক হইতে অট্টোভিয়াসকে বলপূর্বক স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে গ্রাকাসের শত্রুপক্ষ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষপাতী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিল।

যাহা হউক “ক্লবিসবদীর আইন” তৎকালে প্রবর্তিত হইল। তখন গ্রাকাস্ প্রস্তাব করিলেন যে, পার্শ্ববাসীর রাজার দানপত্রে রোম যে বিপুল ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইরাছেন, তাহা ভুবককুলের সাহায্য এবং ভবিষ্যৎসম্রাটবাদের জন্য ব্যয়িত হউক। এইরূপে গ্রাকাস্ সেনেটের সভ্যদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রদেশশাসন এবং কোষাগারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের বিবিধ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু গ্রাকাসের এই প্রস্তাবে সম্রাট ধনিসম্রাটের বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এমিকে গ্রাকাসের ট্রিবিউন পদের সময় শেষ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তিনি পরবর্তী বৎসরের জন্য প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ধনিগণ দুইবৎসর উক্ত পদে থাকা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ধোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। টাইবেরিয়াস্ বীর পুরুষে কোলে করিয়া সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন, সকলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ত্রিতস্ত হইল এবং পাছে তাঁহার জীবন হানি হয়, এইজন্য সকলে সমস্ত রাত্রি তাঁহার বাটী রক্ষা করিতে লাগিল। পর দিন কুশিটাসের মন্দিরের সম্মুখে কর্নিটোলে পুনরায় বিচার-সমিতির অধিবেশন হইল। সিপিও নেনসিকা টাইবেরিয়াসের আশ্বাসের জন্য কৃতজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং সেনেটের পদত্ববিষয়ে উত্তেজিত ভাবে কহিতে লাগিলেন,—“গ্রাকাস্ সাম্রাজ্যের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার

পবিত্র সাধারণতঃ রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা আমাকে অঙ্গসংরক্ষণ করুন।" তাহাতে সেনেটের সভ্যগণ ও অভিজাতগণ সকলেই সেনেট গৃহের বেকের পাশা ভঙ্গ করিয়া ও লাঠি লইয়া টাইবেরিয়ারের পক্ষস্থ সকলকে আক্রমণ করিলেন। ট্রিবিউনের সভ্যগণ টাইবেরিয়ারের সহিত পলারনপূর্বক জুপিটারের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশকালে টাইবেরিয়ান্স পড়িয়া গেলেন এবং উত্থানের সময়ে শত্রুপক্ষ লাঠীর আঘাতে তাঁহার মাথা ভাঙিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পক্ষীয় ৩০০ ব্যক্তি লণ্ডাঘাতে গতাত্ম হইল। তাঁহাদের মৃতদেহ টাইবার নদীর জলে নিক্ষেপ হইল।

এই প্রকারে রোমে সর্বপ্রথমে আন্তর্জাতিক বিবাদ বা গৃহ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। রোমের রাজাকে নির্দাসন করিবার পরে এক্সপ ঘটনা পূর্বে আর উপস্থিত হয় নাই। রোমের অভিজাত সম্প্রদায় এইরূপে জরলাভ করিলেও তাঁহারা গ্রাকাস-প্রবর্তিত "এগ্রেরিয়ান" আইন রহিত করিতে সাহসী হইলেন না। গ্রাকাসের পদে কার্ণো নামে একজন নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে গ্রাকাসের ভগিনীপতি কনিষ্ঠ সিপিও আফ্রিকেনাস্ স্পেন হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে বিশেষ সন্তোষপ্রকাশ করিলেন। তাহাতে সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইল। সিপিও এক্ষণে সাধারণের হিতার্থে প্রবর্তিত এগ্রেরিয়ান আইনের বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন এবং প্রিবিয়ান সম্প্রদায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রাকাসের পক্ষ কার্ণো কোরামে দাঁড়াইয়া তীব্রভাবে সিপিওকে প্রজ্ঞাপত্র বলিয়া তিরস্কার করিলেন। সিপিও পুনর্বার গ্রাকাসের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিবামাত্র সম্মিলিত প্রজ্ঞাবর্গ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অত্যাচারীকে দূর করিয়া দেও"। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, সিপিওর মৃতদেহ শয্যার পতিত রহিয়াছে, কার্ণো সিপিওর প্রাণসংহার করিয়াছেন বলিয়া অভিজাতগণ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সংবাদে ধনিসম্প্রদায়গণ ভীত হইলেন। কার্ণো এই সময়ে সমস্ত ইতালীবাসীকে সভ্যনির্দাসনে সম্মতি দিবার অধিকার প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে অস্ত্রাঙ্গ হানের অধিবাসীরা ১২৬ খৃঃ পূঃ রোমে সমাগত হইল। কার্ণোর প্রজ্ঞাব বর্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ট্রিবিউন জুনিয়াস্ পেট্রাস্ রোমের প্রবাসি-গণকে অবিলম্বে রোম পরিভ্রাম্য করিয়া অস্ত্র বাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু টাইবেরিয়ান্স গ্রাকাসের কনিষ্ঠভ্রাতা কেয়াস্ গ্রাকাস্ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি, কার্ণো এবং তাঁহাদের অস্ত্রাঙ্গ বহুগণ ইতালীবাসীর পক্ষে নির্দাসনাধিকার প্রদানে বঙ্গপরিকর হইলেন। পেট্রাস্ ইহার প্রতিফলত্যাগ করিতে লাগিলেন যেখান ইতালীবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল

এবং জেক্সিস নামক হানের অধিবাসীরা অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু প্রিটর ওপিমিয়ান্স অবিলম্বে সেই বিরোধস্থল করিলেন (১২৬ খৃঃ পূঃ)।

এই সময় হইতে সাধারণের ক্ষত কেয়াস্ গ্রাকাসের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি সার্ডিনিয়ার খাসনে দিগ্ধ থাকিয়া ১২৬ খৃঃ পূঃ অকস্মাৎ রোমে কিরিয়া আসিলেন এবং ১২৩ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাধারণের হিতার্থে সেনেটের কমতা বর্ধ করিয়া সমাজ ও রাজ্যশাসনের আত্ম সংকোচে মনোনিবেশ করিলেন। দরিদ্রগণের উন্নতির জন্য এবং রোম ও রোমবাসীর হিতার্থে কেয়াস্ গ্রাকাস্ অনেকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি খীর ভ্রাতার এগ্রেরিয়ান্স বিধি পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া সাধারণের অত্যন্ত শ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণে তিনি ১২২ খৃঃ পূঃ পুনরায় ট্রিবিউন নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে কাল্ভিয়ার্স ক্রেয়াস্ কলল নিযুক্ত হইয়া কেয়াসের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কেয়াস্ গ্রাকাস সমস্ত ইতালীবাসীকে রোমের জায় নির্দাসনাধিকার প্রদান করিলেন। সেনেট গ্রাকাসের প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে লিভিয়ার্স ড্রাসাস্ নি নামক একজন ধনী সমস্তকে নিযুক্ত করিলেন। ড্রাসাস্ প্রথমে গ্রাকাসের মতামতগ্ৰী হইয়াই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কেয়াস্ আফ্রিকার উপ-নিবেশস্থাপনে পমন করায়, অবসর বুঝিয়া ড্রাসাস্ অনেক লোককে কৌশলে কেয়াসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। কেয়াস্ গ্রাকাস্ যখন রোমে ফিরিলেন, তখন আর পূর্বের জায় সাধারণের সহায়ত্ব পাইলেন না। তিনি ও তাঁহার বন্ধু ক্রাকাস্ পুনর্বার ট্রিবিউন নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। তাঁহার শত্রুপক্ষ প্রাধান্যলাভ করিল এবং কলল নিযুক্ত হইল। ১২১ খৃঃ পূঃ কেয়াসের শত্রুপক্ষ প্রাধান্যলাভ করিয়াই গ্রাকাস-প্রবর্তিত আইন সকল রহিত করিয়া লাগিলেন এবং সেনেটের অভিজাত সভ্যগণ গ্রাকাস্ এবং ক্রাকাস্কে সাধারণতঃ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদিকে কললবয় ডিটেটরের কমতালাভ করিয়াই গ্রাকাস ও ক্রাকাসের বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করিলেন। ক্রাকাসও সহযোগী গ্রাকাসের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। এই প্রকারে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। তখন কললবয় শপথে আতিষ্ঠানে ক্রাকাসকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রাকাস খীর পুত্রকে সন্ধির জন্য সেনেটে পাঠাইলেন। কিন্তু সেনেটের সভ্যগণ তাঁহাকে বধ করিলেন। তৎপরে কললগণের আক্রমণে ক্রাকাস হত হইলেন এবং গ্রাকাস্ অকারণ নরহত্যা হইতে বিরক্ত হইয়া একজন বিবত কৃত্যর

জয়লাভ করিয়াও যুদ্ধার্থে রোমে অগ্রসর হইল না, কারণ বেশ জর করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সমগ্র ইতালীবাসী উক্ত যুদ্ধের সংবাদে ভয়ে কণ্ঠিত হইতে লাগিল।

রোমকগণ এই বিপদের সময়ে মেরারাসকে তৃতীয়বার কঙ্গল নিযুক্ত করিলেন (১০৩ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু বাবাবরণ ইতালীর দিকে অগ্রসর না হইয়া স্পেনে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন ও বৈশিষ্ট্যে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে মেরারাস এক নতুন সৈন্তদল সংগঠন করিয়া তাহারিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন এবং সৈন্ত-বিভাগে বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। পরে ১০২ খৃঃ পূঃ মেরারাস ৪র্থ বার কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সিথিগণ পুনরায় গলপ্রদেশে হাড়া করিল। মেরারাস সৈন্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য ভূমধ্য-সাগর হইতে এইস্থান পর্যন্ত একটা খাল খনন করাইলেন। বাবাবরণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া ইতালী হাড়া করিল। টিউটন-সৈন্ত মেরারাসের অভিযুগে ধাবিত হইল। একুই সেক্সটিআই নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মেরারাসের সুশিক্ষিত সৈন্তদল পূর্বে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত ছিল। টিউটনগণ সেইস্থান দিয়া গমনকালে ভীমবেগে রোমকসৈন্তকর্তৃক আক্রান্ত হইল। নৈদাঘস্বর্গের প্রথর কিরণে অসভ্যগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। নতুবা মেরারাস সৈন্ত বিধ্বস্ত হইতেন। রোমের উত্তাপে টিউটন সৈন্ত পলায়ন করিল। তখন রোমকসৈন্ত তাহারিগকে বীভৎসভাবে আক্রমণ করিয়া সংহার করিতে লাগিল। যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহারাও অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করিতে লাগিল। গোলকটস্থ তাহাদের রমণীগণ পতিপুত্রের পরাজয় দর্শনে শাণিত অন্ত্রে শিশুসন্তানদিগকে সংহার করিয়া আত্মহত্যা করিতে লাগিল। নরশাণিগতের প্রোত বহুক্রোশ-দ্রবন্তী ভূমধ্যসাগরে যাইয়া মিলিত হইল। মেরারাস যুদ্ধ জয় করিয়া শিবিরে ফিরিবেন, এমন সময়ে অখারোহী দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি ৫ম বার কঙ্গল নিযুক্ত হইয়াছেন।

এদিকে সিথিগণ বজ্রপ্রোতের দ্বার আদ্রস পর্বত হইতে ইতালী-অভিযুগে ধাবিত হইল। তাহারা টিউটনগণের ধ্বংসবার্তা অজ্ঞাত থাকায় তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় মিলানের যদ্যবন্তী ভার্সেলি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। ১০১ খৃঃ পূঃ ৩০এ জুলাই লোকভরস্বর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মেরারাসের কুটকৌশলে সিথিগণ পরাজিত হইল। তাহাদের ১৪০০০ সৈন্ত রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল এবং ৬০০০০ সৈন্ত বন্দীকৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল। কিন্তু শোধ্যশালিনী সিথি রমণীগণ তাহাদের পতিপুত্রের দ্বার বন্দী হইল না। কটিক শাণিত ছুরিকাঘাতে লক্ষ লক্ষ রমণী আত্মহত্যা করিল। মেরারাস এই-

রূপ অসামান্য প্রতিভাবলে এবং অভূতপূর্ব রণকৌশলে রোমের সৌভাগ্য-স্বর্গকে রাহগ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। রোমবাসী যেবারাধনাকালে তাঁহার পূজা ও তর্পণ করিতে বিন্মত হইল না। তিনি রোমের তৃতীয় উদ্ধারকর্তা বলিয়া লোকমুখে কীর্তিত হইলেন। পরে মেরারাস অপূর্ণ আড়ম্বরে বিরাট সমারোহে বিজয়োৎসব সমাধাপূর্বক গৌরব দৃশ্যচিত্তে রোমে প্রবেশ করিলেন এবং ৬ষ্ঠ বারের জন্য কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। ইতঃ-পূর্বে এত সম্মান কোন রোমবাসী প্রাপ্ত হন নাই। বড় বড় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই যশঃস্বর্গের মধ্যাক্ষকালে মেরারাসের মৃত্যু হইলে বড় ভাল হইত, তাহা হইলে সেই যশোরবির অন্তগমন রূপ দুর্দিন অবলোকন করিতে হইত না।

এই সময়ে সিসিলিতে ভরস্বর দাসবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। চারিবৎসরব্যাপী এই যুদ্ধে দেশের বিঘম অনিষ্ট ঘটিল।

দুকালাস ও সার্ডিনিয়াস কঙ্গার অধীনে  
(১০৩-১০১ খৃঃ পূঃ) দুইদল রোমকসৈন্ত দাসদিগের দ্বারা  
পরাজিত হইল। সার্ডিনিয়াস নামক এক

দৈবজ্ঞ স্বীয় অসামান্য প্রতিভায় অবিলম্বে ২০০০০ পদাতিক ও ২০০০ অখারোহী সৈন্ত সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন এবং ট্রাইফন নাম ধারণপূর্বক মহাভূমিতে রাজ্যভাষিক সম্পন্ন করিলেন। এদিকে দাসগণ দুইদলে বিভক্ত হইল এবং আথেনিও পশ্চিম দলের রাজা হইয়াও ট্রাইফনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। ট্রাইফনের মৃত্যুর পরে আথেনিও দাসরাজ হইলেন। একুই-লিয়াস সিসিলিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বহস্তে আথেনিওকে রোমের আক্ষিথিয়েটারে সিংহ-শার্দূলের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা হিংস্রজন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রোমবাসীর চিত্তবিনোদন অপেক্ষা আপনারা পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে আক্ষিথিয়েটারে বিনষ্ট হইল (৯৯ খৃঃ পূঃ)।

এই সময় রোমের শাসনপ্রণালীতে পুনরায় বিপ্লবের সূচনা উপস্থিত হইল। মেরারাস শাসন ও সৈন্তবিভাগে একাধিপত্য করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনকর্মতা ও বক্তৃতাশক্তি আদৌ ছিল না। তজ্জন্ত সাটার্নিনিয়াস ও মলিয়া নামে দুইজন বাগ্মীকে হস্তগত করিয়া স্বকাব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাটার্নিনিয়াস ট্রিবিউন পদে নিযুক্ত হইলেন এবং এগ্রিয়ারান আইন প্রবর্তনপূর্বক গল প্রদেশের ভূমিখণ্ড সকলকে মেরারাসের সৈন্তগণকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই আইনের একটা সর্ভ ছিল যে, যদি এই আইন সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হয়, তবে সেনেটের সভ্যগণ উহা পালন করিতে লপথবদ্ধ হইবেন এবং যিনি অসম্মত

কইলেন তিনি সশস্ত্র পদ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। মেটেলাস্ মেসারাস্ উভয়ের সেনাপতিত্ব সর্বসম্মতিতে এই “প্রজাবিধি” গ্রহণ করিলেন, কেবল মেটেলাস্ আপন প্রতিক্রমত্ব ধাপ ধাপ করিতে চাহিলেন না। এই যুদ্ধে মেটেলাস্ ও মেসারাস্‌র পক্ষীয়গণের মধ্যে ঘোরতর মনোবাদের উপস্থিত হইল। বিরোধিদের অত্যাচারে অন্যাতারে রোমসাম্রাজ্যানী, ভীষণ মুক্তি ধারণ করিল। এইরূপ রাষ্ট্রবিষয়ে কিছুকাল ক্ষতীত হইবার পর, প্রধান প্রধান নেতৃবর্গের পক্ষাধিকারকাল সংক্ষেপ হইয়া আসিল। তখন সকলের পুনর্নির্বাচনে বাস্তব হইয়া পড়িলেন। নির্বাচনস্থলে ঘোরতর দাঙ্গা হান্ধায়া ঘটিতে দেখিয়া সেনেট কমন্স মেসারাস্‌কে বিরোধিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে আদেশ করিলেন, তখন স্যাট্যুরিয়াস্ ও মৌসিয়া হত্যাকাণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনেট তাহাদের রাজদ্রোহিতার বিচার করিবার অবসরে সাধারণ লোকে তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিহত করে।

সেনেটের সহিত বিবাদে, প্রজাবাদের পরাজয়ে এবং মেসারাস্‌কে ছয় বার কমন্স পদদানে, প্রজাবাদের স্বাধিকার-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয় প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল। মেসারাস্‌র ৬ বার কমন্স পদপ্রাপ্তি সেনেটের অহুমোদিত উপযুক্তি পরি নেতৃপরিবর্তনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই দীর্ঘকাল নেতৃত্বে মেসারাস্ স্যাট্যুরিয়াস্-প্রবর্তিত সাময়িক সংস্কারপদ্ধতির অমুকরণ করিয়া এক এক জন সেনাপতির অধীনে সাধারণ সেনাদল নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল সেনাদল আপনাপন সেনাপতি বা অধিনায়কের বাক্য মান্ত করিবে। সাধারণ সেনাদলের মধ্যে বংশাভিমান বা অর্থ-গরিমার কোনই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। বিস্তৃত রোম-চম্ব বা ‘লিজেন’ (Legions) হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত রহিল।

খৃঃ পূর্ব ৯৩ অব্দে এসিয়াথুও পি, কুটিলিয়াস্ ককাস্ অথবা প্রজার রক্ষা শোষণ করিয়া রোমীয় ধনাঢ্যসমাজকে কলঙ্কিত করেন। তাহার এই ঘৃণিত অত্যাচারবাত্তা রোমক-সমিতিতে দণ্ডনীয় হইল। অর্থবানের অত্যাচার-বমনচেষ্টা ধনহীন রোমক প্রজাস্বাধারগণের মধ্যে ‘স্বকল-আনয়ন’ করিল। রাজনীতির আবুলসংকার আরম্ভক হইল বটে, কিন্তু ধনশালী ক্ষেত্রীয় রাজপুত্রবংশের বিরুদ্ধে দণ্ডাভ্যাস হইয়া কাণ্ডপরিচালনা করা অসম্ভব হইল না। যুদ্ধ ও ভয়ের একমাত্র সহযোগী ইতালীয়গণ ক্ষিত্যাক্ষিত্রভাপানে আবদ্ধ থাকিবার পর এক্ষণে রোম-স্বরক্ষার ক্ষতি একত্র মিলিবার বাধ্য প্রকল্প করিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি রোমকগণ তাহাদিগকে সভাসমিতির অধিকার দান করিতে পরাজয় হইলেন, ক্রমশঃই যখন তাহারা বৃদ্ধি

যে, এই রোমীয় সৈন্যতীর কেবল হস্তেই বোকার রক্ষিত যুগের বোকার হ্রাস হইতেছে এবং তাহাদের রাজপুত্রের অধিকৃত রাজ্যসমূহের একসঙ্গে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া রোমক-গবর্নেন্টই একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন; তখন ক্রোধে ও সন্দেহে রোমের রাজপক্ষি খর্ব করিবার জন্য তাহারা রোমের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মার্কস্ কালুরিয়াস্, পেয়াস্ গ্রাকাস্, স্যাট্যুরিয়াস্ প্রভৃতি ৪০ বৎসর ধরিয়া ইতালীয়গণকে সন্নিগনের আশা দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। বতবারই ইতালীয়গণ আশ্বস্ত হইয়া রোমে সমবেত হইয়াছিলেন, ততবারই তাহারা কমন্সের কঠোর আদেশে নিগৃহীত হইয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। এই সকল অসম্ভবহারে ইতালীয়দিগকে উত্তেজিত দেখিয়া ট্রিবিউন মার্কস্ লিভিয়াস্ ড্রাস্ স্বহস্তে সঙ্ঘ-রের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সেনেট-সভার রাজবিধি সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপন করিলে সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত (equestrian order) সবাধবে তাহার উপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। ড্রাসের প্রস্তাবিত বিধিগুলি সাধারণে গৃহীত হইলেও সেনেট তাহা অগ্রাহ করিলেন, ড্রাসকে ইতালীয়দিগের সহিত বড় যুদ্ধে লিপ্ত ও রাজদ্রোহী বলিয়া সেনেট-সভা বোষণা করিলেন। সভা-গৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ড্রাস্ গুপ্ত হত্যকের হস্তে নিহত হইলেন।

ড্রাসের গুপ্তহত্যার ইতালীবাসিগণ সেনেটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তদানীন্তন ট্রিবিউন স্কিউ-ভেরিয়াস্ বড়যন্ত্রকারীদিগের শাস্তিবিধান নিমিত্ত একটা সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতির বিচারে, বহুসংখ্যক বড়যন্ত্রকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

ইতালীবাসীদিগের নির্বাচনাদিকার লইয়া এক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধে ইতালীবাসী অভিজাতসম্প্রদায়ের ৩ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ৯৫ খৃঃ পূঃ লি-

আন্তর্জাতিক বা  
মাসিক যুদ্ধ

নিয়াস্ ক্রেসাস্-প্রবর্তিত আইন অনুসারে  
প্রবাসী ইতালীবাসী রোমবাসীর সমস্ত  
(৯০-৯৫ খৃঃ পূঃ) অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাহাতে

সমগ্র ইতালীগণ উত্তেজিত হইয়া এবং মার্সিয়ান, পেলিগুমিয়ান, মেরিউসিয়ান, ভেট্টিয়ান, সাবেলিয়ান, পিসেস্তাইনস্, সামু-নাইটস্, আপুলিয়ান ও লুকানিয়ান প্রভৃতি পরাজয়, ক্ষতির সহিত দলবদ্ধ হইয়া রোমের প্রবাসসম্মতনের জন্য একত্র মিলিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে মার্সিজাতি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার উক্ত যুদ্ধ “মার্সিক যুদ্ধ” বলিয়া কথিত হয়। এই সংগ্রে লুকানিয়ান কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষতা ধারণ



করিয়াছিলেন। সম্মিলিত ইতালীয়গণ, রোমবাসিনদের সহিত সমভাবে নির্বাচনাধিকার না পাইবার আশায় ইতালীদেশে এক নতুন রাজধানী স্থাপন ও রোমসমস্ত বিধকে করিতে মনস্থ করিল। পলিথিয়ারির বাসস্থান করিন্থিয়নমগরী এই নব প্রকল্পিত সাধারণ-ত্বের রাজধানী ইতালিকা নামে বোধিত হইল। এখানে ১০০ সমস্ত গঠিত এক সেমেট ও এসের প্রতিষ্ঠিত করিল। এই সাধারণত্বের প্রতি বৎসর দুইজন কন্সল এক প্রিটর নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। সিগোপেডিয়াস্ নামক একজন মার্সিয়ান ইহার প্রথম কন্সল নিযুক্ত হইলেন।

এল-কুলিয়াস্ সিজর এবং কুটিলিয়াস্ ককাস্ রোমের কন্সল নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধাৰ্থ যাত্রা করিলেন। মেয়ারাস্ ও কর্ণেলিয়াস্ দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া যুদ্ধাৰ্থ সম্মিত হইলেন। প্রথম বৎসর মার্সিয়া জয়লাভ করিতে লাগিল। কুটিলিয়াস্ ককাস্ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াও বিপক্ষে হস্তে হত হইলেন এবং মার্সিয়া কন্সল কেটো যুদ্ধ জয়লাভ করিলেন। কিন্তু রোমকগণ চিত্ত হারাইলেন না। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধচালনা করিয়া মেয়ারাস্ ও সান্না উভয়ে এবং কন্সলসিজর, ক্যাম্পেডিয়াস্, মার্সি প্রভৃতি শত্রুদলকে পরাস্ত করিলেন। মেয়ারাসের পরিচালনায় রোমকসৈন্ত সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে রোমকগণ বিপদের আশঙ্কা করিয়া কুলিয়াস্ সিজরের পরামর্শ অনুসারে 'লেজ কুলিয়া'নামে এক আইন প্রণীত করিলেন (৯০ খৃঃপূঃ)। তদনুসারে রোমের পক্ষে বিধৃতভাবে যুদ্ধকারী ও শান্ত প্রজাবর্গকে রোমবাসীর সহিত সমভাবে নির্বাচনাধিকার (Franchise) বিবার ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনায় রোমের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল, এবং যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে রোমকসৈন্ত কৃতকাৰ্য্যতা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ৮৯ খৃঃপূঃ পম্পিয়াস্ ট্রাৰো এবং পোপিলিয়াস্ কেটো কন্সল নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে কেটোর মৃত্যু হইলেও রোমকসৈন্ত হীনবল হইল না। কেটোর লেপ্টেনান্ট সান্না প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসুধের প্রথর কিরণে মেয়ারাসের খ্যাতি মন্থ শ্রুত হইয়া উঠিল। তিনি মার্সিয়া-সেনাপতি মিউটিলাস্কে পরাজিত করিয়া বডিরেনাস্ নামক সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিলেন।

এদিকে পম্পিয়াস্ ট্রাৰো উত্তর ইতালীতে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। প্রবল যুদ্ধের পরে আঙ্কোলাম নগর অধিকৃত হইল। বিপক্ষগণের অধিকাংশ অন্ত্যায়গণ্যক অধীনতা স্বীকার করিল। সেট সময়ে পোপিলিয়াস্ সিগোপেডিয়াস্ এবং পোপিলিয়াস্ ক্যাম্পেডিয়াস্ নামক ট্রিবিউনস্ 'লেজ মৌট্রা-পোপিলিয়া' নামক আইন প্রণয়ন করেন (৮৯ খৃঃপূঃ)। ইহাযায়া যে কারণে যুদ্ধের উপশান্তি

হইয়াছিল, সেই কারণ বিপষ্ট হইল। অকস্মাৎ অধিকাংশ বিদ্রোহী মহাবীর পুনরায় রোমের পক্ষাবলম্বন করিল। এই যুদ্ধে ইতালীর সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় প্রায় মিলিল হইয়াছিল। অবশেষে রোমের ৩৫৪ জনি এবং অন্যান্য ১৫৪ জন ইতালীবাসী জাতি রোমবাসীর জায় নির্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইল। উভয়ে পেডাস্ হইতে দক্ষিণে মেলিনাজগালী পর্যন্ত সমগ্র ইতালীবাসী রোমের সহিত সমানধিকার প্রাপ্ত হইল। ইহার পরে সামনাইট ও লুকানিয়ামগণ কিছুদিন পর্যন্ত রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। লামিনিয়স্ যুদ্ধক্ষেত্রে সান্না উভয় পক্ষেরই শক্তি হ্রাস করিয়া দিলেন। তৎপরে সমস্ত ইতালী রোমের প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক সম্মিলিত হইল।

এই অশান্তবিস্তার (The Social war) অবসান হইলেও রোমে শান্তি স্থাপিত হইল না। পূর্বতন কলহযুগে পুনরায় বাদবিসবাদ চলিতে লাগিল। অধিকার-প্রাপ্ত মবীন ইতালীয় সম্প্রদায় রোমক সমস্তবর্গের শক্তিশক্তি ও নির্বাচন বিষয়ে নিজপক্ষে রাজকীয় শক্তির পার্থক্য উপস্থাপিত করিয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সমস্তবর্গের ধোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেমেট সভা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্প্রদায়িক বাদবিসবাদ, পরস্পরে শত্রুতা এবং প্রজাসাধারণের চিরন্তন প্রসিদ্ধ ও রাজ্য-ব্যাপ্ত জয়যভেদী মঞ্চলীকার প্রবেশনে সমগ্র রোমরাজ্য লীড়িতের আর্জিনাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবশ্যম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য হেতু সমস্ত রোমক প্রজাবর্গ কষ্টের বুথ চাহিতে চাহিতে ধ্বংস পথে আসিয়া মিশ্রিত হইল। প্রজার এই সর্বনাশ রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোককে সংক্রমণ করিয়াছিল।

এই গোলাবোগের শান্তি হইতে না হইতেই মিথিথেন্ডিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এই সময়ে পট্টালের রাজা ৬৪ মিথিথেন্ডিস বা ইউডেজের সহিত রোমের যুদ্ধ অনিবার্য

এখন আন্তর্জাতিক হইয়া উঠিল। পূর্বযুদ্ধে সান্না যেরূপ বা যুদ্ধযুদ্ধ পরাক্রম এবং যুদ্ধপ্রতিভা প্রদর্শন করিয়া- (৮৯-৮০ খৃঃপূঃ) ছিলেন, তদনুসারে মিথিথেন্ডিসকে যুদ্ধে

সাধারণতঃ তাঁহাকেই কন্সল নিযুক্ত করিলেন (৮৮ খৃঃপূঃ)। কিন্তু সপ্ততিপদ যুদ্ধসেনাপতি মেয়ারাস্ উক্ত পদের জন্য প্রাণ-পুষে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্যলপিসিয়াস্ ককাস্ নামক একজন বকৃতাকুল এবং ককাস্ নামক ইটালীমকে যুদ্ধের দৃষ্টিত ধনস্বয়ের প্রণোদন প্রদর্শনপূর্বক হুমকি করিয়া যৌর উদ্বেগ-সিদ্ধির অসুস্থ্যপন্য উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। স্যলপিসিয়াস্ মেয়ারাস্কে মিথিথেন্ডিস যুদ্ধের অধিনায়ক্য প্রদান করিবার জন্য এক নতুন আইন প্রণয়ন করিলেন। সেমেটের সভাগণ ইহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে 'ক্যাম্পেডিয়াস্' ঘোষণা করি-

লেন। তদনুসারে সেই সময়ে কোন আইন-বর্জিত কার্য বিরম্বিত করিয়া বিবর্ত ছিল। কিন্তু সাল্পিসিয়াস্ বলপূর্বক উহা গ্রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ ৩ সহস্র সৈন্যবিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একটা “অ্যান্টি-সেনেট” বল গঠন করিলেন এবং ইহাধিগণের সাহায্যে তিনি বলপূর্বক কল্লনদিগকে কোরাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজে নিজ অস্ত্র সাধনে উদ্বৃত্ত হইলেন। সাল্পিসিয়াস্ পলায়ন করিলেন। তাহার পুত্র এবং সাল্লাস জামাতা কুইন্টাস নিহত হইলেন। সাল্লা নিজে কোরাসের নিকটবর্তী মেদরাসের গৃহে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইলেন। এবং প্রায়ের ভয়ে তাহার পুরোঁক “জাতিসিয়াস্” প্রত্যাহার করিলেন।

সাল্লা রোম পরিত্যাপসূর্বক কাম্পিনিয়াস অন্তর্গত মোলা নামক স্থানে অবস্থিত স্বীয় সৈন্তদলের সহিত মিলিত হইলেন। এমিকে সাল্পিসিয়াস্ ও মেদরাস্ রোম অধিকার করিলেন। মেদরাস্ নিধিবেত্তিক যুদ্ধের কল্লন নিযুক্ত হইলেন এবং সাল্লাস সৈন্তদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে মোলায় লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মেদরাস্ প্রেরিত প্রতিনিধিগণ সাল্লাস সৈন্তগণের ইষ্টকাঙ্ক্ষাতে হত হইল। তখন সাল্লাস সৈন্তগণ তাহার আদেশানুসারে রোমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে সম্মত হইল। সাল্লা সৈন্তে রোম অধিকার করিতে চলিলেন। মেদরাস্ তাহার গতিরোধ করিতে মানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সাল্লা রোমে প্রবেশ করিলেন, স্বীয় মেদরাস্ পুত্র ও অধুচরবর্গের সহিত পলায়ন করিলেন। সাল্লা রোম অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু নগর লুণ্ঠনপূর্বক আবাসাধিকারকে নিহত করিলেন না। সাল্পিসিয়াস্ স্বীয় ক্রীতদাসের বিশ্বাসবাতকতার দ্বারা পড়িয়া হত হইলেন।

মেদরাস্ জাহাজে চড়িয়া অষ্ট্রিয়া এবং তথ্য হইতে দক্ষিণ ইতালীতে গমন করিলেন। কিন্তু তাহাকে ধরিবার জন্য অখারোহিগণ চক্ৰবর্তী প্রেরিত হইল। মেদরাস্ পুত্রের সহিত চূর্ণন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্কোটরে রাখিয়াপন করিলেন। তাহার পুত্র নিপথে অভিভূত হইল, মেদরাস্ আশঙ্কিত এই বলিয়া পুত্রকে তরসা রিলেন যে, তিনি সম্ভবতঃ রোমের কল্লন হইবেন, ইহা বৈধজগণ গণনা করিয়াছিল। মিটারি নামক স্থানে অখারোহিগণ তাহাদের পঞ্চাশতী হইলে তাহার সমুদ্রে লঙ্ঘ প্রদানপূর্বক গন্তরণ করিয়া এক জাহাজে উঠিলেন। কিন্তু জাহাজ লোক সকল তাহাদিগকে লিহিন্দ্রী মোহানার তীরে জল্লালে নিক্ষেপ করিয়া গেল। কিন্তু তথ্য দ্বারা পড়িয়া মিটারি মাজিষ্ট্রেটগণ কর্তৃক কারাবদ্ধ হইলেন। রোমের

আদেশ সাইরা তাহার মেদরাস্কে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কেহই মেদরাস্কে বধ করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে এক ক্রীতদাস অসিহস্তে মেদরাস্কে বধ করিবার জন্য কারাগারে প্রবেশ করিল। কিন্তু যোয় অকস্মাতঃ কারাগৃহে মেদরাসের চক্ৰ জলন্ত প্রবীণের দ্বারা রক্ষা বিকিরণ করিতে লাগিল, তদনুসারে বাতক বিচ্ছিন্ন তত্ত্বিত হইলে, মেদরাস্ গভীর স্বরে করিলেন, “তুমি কি কোরাস্ মেদরাস্কে হত্যা করিতে সাহসী হইবে?” তদনুসারে বাতক তরবারি কেলিয়া পলায়ন করিল। তখন মিটারি মাজিষ্ট্রেটগণ দ্বাপরবশ হইয়া পোভারোহলে মেদরাস্কে আত্মিকার প্রেরণ করিলেন। তথ্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্রূপে প্রিটর সেকুটিয়াস্ তাহাকে সে স্থানে ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে মেদরাস্ কৃতক বলিয়াছিলেন— “যুগ্ম তুমি প্রিটরকে বাইরা বল যে, মেদরাস্ পলায়নপন্ন হইয়া কার্থেজের জংলাবশেষের উপরে উপবিষ্ট আছেন।” তদনুসারে মেদরাস্ পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া কার্দিয়া বীপে কিছুদিন নিরাপদে ছিলেন।

এই অবসরে রোমের রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত ভিন্ন প্রণালীতে প্রবাহিত হইল। এই সময়ে ৮৭ খৃঃ পূঃ সিনা এবং অক্টেভিয়াস্ কল্লন নিযুক্ত হইলেন। সাল্লাও কল্লন নির্বাচন-ব্যাপার সমাধানান্তে উক্ত বর্ষের প্রথমেই এসিয়ার প্রস্থান করিলেন।

সাল্লা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রোমকসভা বিশেষ লাভবান হইলেন না। যখন তাহার দেখিলেন যে রাজ-কীয় মেতুবার্গের অধুনোদনে যে কাণ্ড সম্পন্ন হইত, এখন তাহা সৈন্তগণের অন্তর্ভলেই সকল নির্বাহিত হইতে পারে এবং সেনাদলও তাহাদের অধিনায়কের আদেশ ব্যতীত আর কিছুই মান্ত করিত না, তখন তাহাদের মনের ধোয় খুঁচিল। সাল্লাস রোমত্যাগের অব্যবহিত পরেই কল্লন সিনা সাল্পিসিয়াসের প্রস্তাবিত ৩৫ টা জাতির মধ্যে সমভাবে নির্বাচনাধিকার বিধি প্রচলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে সমস্ত নূতন নাগরিক এই বিষয়ে অভি-মত দিবার জন্য কোরাসের সমুদ্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সিনা প্রত্যাগী অক্টেভিয়াস্ তাহাদিগকে নিহত করিলেন। সিনা উপায়াস্তর না দেখিয়া পলাইলেন এবং রোমীয় লিজনে আসিয়া আশ্রয় চাহিলেন। সেনেট তাহাকে কল্লনপন্থক করিলে তিনি কাম্পিনিয়াস সেনাবৃন্দকে প্রজাবর্গের অধিকার নাশের কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তেজিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লোক সাল্লাস দ্বারা তাহার পদাঙ্কসরণ করিতে অগ্র-সর হইল। নিকটবর্তী ইতালীর সমুদ্রতীরে এই নাগরিকহত্যার ব্যাপারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার সিনা বলভূক্ত

হইয়া সৈন্ত ও অর্থ সাহায্য পাঠাইলেন। এদিকে সান্নার অক্রমণে রোম হইতে পলায়িত মেদারাস্ এক সহস্র নিউমিডিয়া অশ্বারোহী সেনা লইয়া ইটালিয়ার উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহার দলস্থ প্রাচীন যোদ্ধৃবৃন্দ তাঁহার হস্ততলে বাইরা সংমিলিত হইল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৬ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিয়া জেনিকিউলাম অবরোধ করিলেন ও পরে রোমের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে সান্নার সহিত মিলিত হইলেন।

সেনেট প্রথমে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু চর্য্যবশতঃ অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কাজেই পরাভব স্বীকার করিতে হইল। সান্না পুনরায় কঙ্কল পদ লাভ করিলেন এবং রাজদ্রোহিতাদণ্ডে নির্কাসিত মেদারাস্ পুনর্গৃহীত হইলেন। তখন সান্না ও মেদারাস্ সসৈন্তে রোমনগরে প্রবেশ করিলেন।

মেদারাস্ নগরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার প্রতিহিংসা পিপাসা শান্ত করিলেন। প্রসিদ্ধবাঈ আটোনিয়াস্ ও অক্টেবিয়াস নিহত হইলেন। বিধেবিধলের রক্তপাতে রোম-রাজপথ রঞ্জিত হইল। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে রোম ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এবার শত্রুশত্রু রোমে মেদারাসের স্বপক্ষীয়গণ তাঁহাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় ৭ম বার কঙ্কলপদে বরণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ ব্যতীত তিনি ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ৪৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দের প্রারম্ভেই তাঁহাকে ভবলীলা শেষ করিতে হয়। সান্না উহার পর ৩ বৎসর কাল পূর্ণ প্রতিপত্তির সহিত রোমশাসন করিলেও বাস্তবিক পক্ষে রোমের শাসনসম্পর্কীয় উন্নতির পথ সম্যক রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি সান্নার আগমনভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। এই জন্ত ৮৬ খৃঃ পূঃ কঙ্কল ভালেয়িয়াস্ ক্লাকাস্ সান্নাকে জ্ঞানভ্রষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরিত হন, কিন্তু হৃদ্যাগ্রক্ৰমে তিনি স্বীয় সৈন্ত দ্বারা নিকোমিডিয়া নামক স্থানে নিহত হন।

কঙ্কসাগর-ভীরবর্ত্তী এসিয়া-মাইনরের মধ্যে মিথ্রিদ্বেতিসের সমুদ্রাশ্রয়ী রাজ্য অবস্থিত ছিল। ৫ম মিথ্রিদ্বেতিসের গুপ্তহত্যার পরে যষ্ঠ মিথ্রিদ্বেতিস্ ১২৭ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শত্রু ও শাস্ত পাণ্ডিত্যে ভুবনবিখ্যাত ছিলেন। ২৫টি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে স্বীয় বাহুবলে চারিদিকে রাজ্যসীমা বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত ইটালিয়ার রাজা ২য় নিকোমিডিসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ৩য় নিকোমিডিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু মিথ্রিদ্বেতিস্ উক্ত বংশীয় অজ্ঞ এক জনকে সিংহাসন দিতে কৃতসম্বন্দ হইয়া একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ৩য় নিকোমিডিস পলাইয়া রোমের শরণাপন্ন

হইলেন। রোমকর্ণণের সাহায্যে নিকোমিডিস্ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রোমকর্ণণের আরোচনার মিথ্রিদ্বেতিসের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মিথ্রিদ্বেতিস্ অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং বিখ্যাত ইটালিয়ার হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি ফ্রিজিয়া ও গালেসিয়া অধিকারপূর্ব্বক এসিয়ায় রোমক প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। কঙ্কল একুইলাস্ মিথ্রিদ্বেতিসের হস্তে বন্দী হইলেন।

তৎপরে মিথ্রিদ্বেতিস্ পার্থিয়ায় অধিকারপূর্ব্বক স্বাধিকৃত প্রদেশমধ্যস্থ সমস্ত ইতালী ও রোমবাসীদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনুসারে ৮০০০ রোমক একদিনে নিহত হইল। মিথ্রিদ্বেতিসের জয়লাভে খ্রীসবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রোমের অধীনতা অস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। এমন সময়ে সান্না সসৈন্তে খ্রীসের অন্তর্গত এপিরাসে আগমন করিলেন এবং আথেস ও পিরিয়াস অবরোধ করিলেন। সান্না অল্পদিনের মধ্যে আথেস-অধিকার ও লুন্ডন করিলেন।

মিথ্রিদ্বেতিসের সৈন্তাধ্যক্ষ আর্চেলাস্ বিশাল সৈন্তদল লইয়া বিওট্রিয়ায় সান্নার সম্মুখীন হইলেন। চেয়েনিয়া নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই সময় এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হইল। মেদারাস্ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ ভালেয়িয়াস ক্লাকাসকে একদল সৈন্তসহ গ্রাসে মিথ্রিদ্বেতিস ও সান্নার সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফিঞ্চিয়া নামক সেনাপতির ষড়যন্ত্রে ক্লাকাস নিহত হইলেন। পরে ফিঞ্চিয়া সেনাপতি হইয়া মিথ্রিদ্বেতিসের বিরুদ্ধে একটী যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন (৮৫ খৃঃ পূঃ)। এদিকে অর্কোমেনাস্ নামক স্থানের যুদ্ধে সান্না আর্চেলাসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তখন মিথ্রিদ্বেতিস নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করেন (৮৪ খৃঃ পূঃ)। তদনুসারে মিথ্রিদ্বেতিস্ এসিয়া খণ্ডের বিজিত প্রদেশ সকল রোমকদিগকে প্রত্যাৰ্পণ করিলেন এবং ৭০ খানি সুসজ্জিত রণতরী রোমকদিগকে দিলেন ও যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ২০০ টালেন্ট প্রদান করিলেন। সান্না সন্ধি স্থাপিত করিয়া মেদারাস পক্ষের প্রেরিত ক্লাকাসের হত্যাকারী সেনাপতি ফিঞ্চিয়াস বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। তাহাতে ফিঞ্চিয়াস সৈন্তগণ তাহাদের সেনাপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সান্নার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফিঞ্চিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সান্না তখন ইতালী-বাজার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সান্না এসিয়া-বিজয়কালে অপরিসীম ধনসম্পদ অর্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও খ্রীস হইতে টিওস নগরের ‘এপেলিকন’ নামক বিরাট গ্রন্থালয় রোমে আনয়ন করিয়াছিলেন, ঐ পুস্তকালয়ে আরিষ্টটল এবং থিওফ্রাস্টাসের গ্রন্থনিচয় সুরক্ষিত ছিল।

প্রথম মিথ্রিদ্বেতিক  
যুদ্ধ (৮৮-৮৬ খৃঃ পূঃ)



৮৩ খৃঃ পূঃ বসন্তকালে ৪০ হাজার সৈন্য এবং বহুসংখ্যক পারি-  
ষদসহ সাম্রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তখন এল-সিপিও  
এবং নোর্ধানাস্ কঙ্গল ছিলেন। সিন্ধা ও সিসাল্পাইন গেলের  
প্রোকঙ্গল কার্যে সাম্রাজ্য সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে-  
ছিলেন। কিন্তু সিন্ধা নিজ বিদ্রোহীসৈন্যের হাতে নিহত হইলেন।  
মেরায়াসের পক্ষ নেতৃহীন হইয়াও সাম্রাজ্য প্রতিরোধের  
নিমিত্ত আরোহণ করিতে লাগিলেন। ২০০০০ সৈন্য  
মেরায়াসের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অগ্রদারণ করিল। কিন্তু  
সাম্রাজ্য কেবল মাত্র ৪০০০ সৈন্যসহ ব্রাণ্ডিসিয়ামে উপস্থিত  
হইলেন। কিন্তু মেরায়াসপক্ষীয় সৈন্যদল অধিনায়ক এবং  
অশিক্ষা অভাবে কাপুয়া, টিনাম ও প্রিনেস্তির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া  
ছত্রভঙ্গ হইল।

কঙ্গল নোর্ধানাস্ কাপ্পিনীয়র রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া  
রোডস্ দ্বীপে প্রস্থান করিলেন। সাম্রাজ্য কাপ্পিনীয়র শিবির  
সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। এদিকে কার্ণো ও কনিষ্ঠ মেরায়াস্  
রোমের কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। ৪২ খৃঃ পূঃ সাম্রাজ্য সৈন্যের  
সহিত কনিষ্ঠ মেরায়াসের সাক্সিপোটাস্ নামক স্থানে যুদ্ধ হইল।  
মেরায়াস্ পরাস্ত হইয়া প্রিনেস্তি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন।  
প্রিনেস্তি উদ্ধারের জন্য ২০টি যুদ্ধ করিলেন। এই সময়ে পম্পি এবং  
কার্ণো মেটালাস্ সাম্রাজ্য পক্ষ হইয়া কার্ণোর সহিত যুদ্ধ করিতে  
লাগিলেন। সাম্রাজ্য নির্বিবাদে রোমে প্রবেশ করিলেন। কার্ণো  
পরাজিত হইয়া আত্মিকার পলাইলেন। কিন্তু সামনাইট ও  
লুকানীয়গণ সাম্রাজ্য বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে রোমের অভিমুখে ধাবিত  
হইল। কলিনগেট নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। সামনাইট-  
সেনাপতি পিটায়াস্ ক্রাসের অধুত বীরত্বে পরাস্ত ও নিহত  
হইলেন। কাপ্পাস্ মার্শিয়াস্ নামক রক্ষক্রে সাম্রাজ্য নৃশংস  
আদেশে বহু সহস্র সামনাইট এবং লুকানিয়ান্ বন্দিগণের  
শিরশ্ছেদ সাধিত হইল। এই ঘটনার প্রিনেস্তি দুর্গস্থ সৈন্যগণ  
আত্মসমর্পণ করিল, কনিষ্ঠ মেরায়াস্ আত্মহত্যা করিলেন।  
লুকানিয়ানগণ নির্দয়ভাবে হত হইল। সাম্রাজ্য এখন ইতালীর  
সর্বময় কর্তা, তিনি মেরায়াস্ পক্ষীয় যাবতীয় ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড  
আনিতে আদেশ প্রচার করিলেন ও পুরস্কারের লোভ  
দেখাইলেন। তদনুসারে ভীষণ লোমহর্ষণ দৃষ্টের অভিনয়  
হইতে লাগিল। ২০০ সেনেটের সদস্য, ৪৬ জন কঙ্গল, ১৬০০  
বিচারক, এবং ১৫০০০ রোমবাসীর শোণিতস্রোতে রোম বীভৎস  
দৃষ্ট দারণ করিল।

এই লোকতরস্কর নৃশংস কার্যের সময়ে সাম্রাজ্য রোমের  
ডিক্টেটর বা সার্কটোম কর্তা হইলেন। কঙ্গল-নির্কাসন বিশৃঙ্খল  
হইল, তাহাতে রোমে সাম্রাজ্য যথেষ্টাচার শাসন প্রচলিত হইতে

দেখিয়া ৮১ খৃঃ পূঃ দুইজন কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য  
অনির্দিষ্টকালের জন্য ডিক্টেটর রহিলেন। প্রকৃত প্রজ্ঞাবে  
রোমের সাধারণতন্ত্র শাসন তিরোহিত হইয়া ব্যক্তিগত যথেষ্টা-  
চারের প্রতিষ্ঠা হইল। সাম্রাজ্য স্বর্ণময় অম্বারোহি-মূর্তি সেনেটে  
স্থাপিত হইল। এই সময়ে সাম্রাজ্য শাসনপ্রণালী শওভত করিয়া  
নানাপ্রকার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সৈন্যদলকে  
নানাহানে জাগরিত দিয়া অবিবাসীদিককে বিভাজিত করিলেন  
এবং ১০০০০ ক্রীতদাসকে কর্ণিলিও নামে রোমের ৩৫টি জাতির  
অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। ৭৯ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসনপ্রণালীর  
নানা পরিবর্তন করিয়া হঠাৎ বিশাল রোমসাম্রাজ্যের রাজত্বও  
পরিচালনাপূর্বক প্রজ্ঞা পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বীয় জীবনের  
ও শাসনকালের নিকালী হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।  
৭৮ খৃঃ পূঃ ৬০ বৎসর বয়সে সাম্রাজ্য শমনসদনে গমন করেন।  
সাম্রাজ্য আদেশ অনুসারে কাপ্পাস্ মার্শিয়াস্ নামক স্থানে তাহার  
শবদগ্ধ করা হইয়াছিল। তাহার বরচিত একটা কবিতা তাহার  
বৃত্তান্তে উৎকীর্ণ ছিল, তাহার মর্ম এই যে, “মিত্রের উপকার ও  
শত্রুর অপকার সাম্রাজ্য শতধারে পরিশোধ করিয়াছিলেন।”  
তৎপ্রযুক্তি শাসনের মধ্যে সেনেটের পুনর্গঠন, প্রাদেশিক শাসন-  
ব্যবস্থা এবং কোকলারী আদালতের সংস্কার, তাহার প্রতিষ্ঠার  
পরিচায়ক। সেইগুলি রোমে স্থায়ী হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য মৃত্যুর পরে চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল।  
তিনি ক্রবন্ধুলকে নির্মূল করিয়া সৈন্যদিককে জাগরিত দিয়া-  
ছিলেন। সেই সকল লোক এক্ষণে উত্তেজিত হইতে লাগিল।  
সাম্রাজ্য সহযোগী ইমেলিয়াস্ লেনিডাস্ সাম্রাজ্য-প্রযুক্তি শাসনব্যবহার  
মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম করিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য  
হইয়া এট্রাঙ্কান বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া রোমের  
বিরুদ্ধে অগ্রদারণ করিলেন। সাম্রাজ্য লেপ্টেনান্ট কেটালাস্  
মালভিয়ান্ সেতু নামক স্থানের যুদ্ধে লেনিডাস্কে পরাজিত  
করিলেন। মেরায়াস্ পক্ষীয় শাসনকর্তা কিউসারিয়াস্  
স্পেন দেশে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। ৭৯ খৃঃ  
পূঃ মেটালাস্ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়া পরাজিত ও  
অবশেষে প্রো-কঙ্গল পদে উন্নীত হইয়া পম্পি (গ্রেট) স্পেনে  
প্রেরিত হইলেন। সার্টোরিয়াস্ অনেক যুদ্ধে পম্পিকে পরাস্ত  
করিলেন। দুইবর্ষ পরে সার্টোরিয়াস্ স্বীয় বিদ্রোহী সৈন্য  
পার্শ্বগর্ভক গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। পার্শ্বগর্ভী তাহিয়া-  
ছিলেন যে, তিনি পম্পিকে পরাস্ত করিবেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই  
তিনি পম্পিকর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। পম্পি অবি-  
লম্বে স্পেন জয় করিয়া ইতালী ব্যাধী করিলেন। এই সময়ে  
রোমে বিষম বিপদের হুচলা হইল। স্পার্টাকাস্ নামক এক

থ্রেসিয়ান ক্রীতদাস যুদ্ধে বন্দীরূপে ধৃত হইয়া কাপুরার অন্ত্রক্ৰীড়া-গারে (Gladiator's training school) শিক্ষিত হইতেছিল। আক্ষিথিরেটোরে এই অন্ত্রক্ৰীড়কগণ পরস্পরকে বধ করিয়া রোমক-দর্শকদিগের শোণিত পিপাসার শান্তি করিত। ৭৩ খৃঃ পূঃ স্পার্টাকাস্ ৭০ জন অন্ত্রক্ৰীড়কের সহিত ব্যারামমন্দির হইতে পলায়ন করিয়া বহু অশুচরবৃন্দের সহিত বিলুপিয়াস্ পর্বতে আশ্রয় লইয়া দলপুষ্টি করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অন্ত্রক্ৰীড়ক ও ক্রীতদাস অবিলম্বে স্পার্টাকাসের দলভুক্ত হইল। দুই বৎসরের মধ্যে স্পার্টাকাস্ ৭০ হাজার সৈন্যসংগ্রহপূর্বক সমগ্র দক্ষিণইতালী অধিকার করিলেন (৭২ খৃঃ পূঃ)। কন্সল-ঘর পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। তখন স্পার্টাকাস্ সমগ্র ইতালী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনেট এই বিষয় বিপদের সময় (৭১ খৃঃ পূঃ) প্রিটর ক্রাসাস্কে ৬ দল সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। লুকানিয়ার পেট্রা নামক স্থানে স্পার্টাকাসের সৈন্যের সহিত ক্রাসাসের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। স্পার্টাকাস্ পরাজিত ও আপুলিয়ার নিহত হন। বন্দীকৃত ৬ হাজার সৈন্য কাপুরা হইতে রোম পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে শুলে আরোপিত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য সকল পম্পি কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে পম্পি ও ক্রাসাস্ উভয়ে কন্সল পদের প্রার্থী হইলেন। নিয়মামুসারে তাঁহার উক্ত পদের যোগ্যপাত্র না হইলেও সেনেট তাঁহাদিগকে কন্সল নিযুক্ত করিলেন। ৭১ খৃঃ পূঃ ৩১ এ ডিসেম্বর পম্পি জয়োলাসে মহাসমারোহে রোমে প্রবেশ করিলেন। ইহাদের কার্যকালে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইল। এই সময়ে অরেলিয়াস্‌কট্টা লেক্স অরেলিয়া নামক আইন প্রবর্তন করেন।

সাম্রাজ্যে ইতালীতে প্রত্যাগমন করিবার পরে রোমক সেনাধ্যক্ষ মরেনা অ্যাটেলাসের প্ররোচনায় মিথ্রিদ্বেতিসের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মিথ্রিদ্বেতিস্ রোমীয় সেনেট সমক্ষে মরেনার নামে সঙ্কলিতব্রতের অভি-  
 দ্বিতীয় মিথ্রিদ্বেতিক যুদ্ধ (৮০-৭২ খৃঃ পূঃ)  
 বোগ উত্থাপন করিয়া প্রতিবিধানের আশা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না, বরং মরেনা উত্তরোত্তর মিথ্রিদ্বেতিসের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে ব্যতবাস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া মিথ্রিদ্বেতিস্ একদল সৈন্যসংগ্রহপূর্বক হেলিস্ নদীর তীরে মরেনাকে আক্রমণ করেন। তাহাতে মরেনা পরাজিত হইয়া ক্রিসিয়াম্ পলাইয়া যান। তখন মিথ্রিদ্বেতিস্ কাপাডোকিয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে ৮২ খৃঃ পূঃ গার্বিনিয়াস্ সাম্রাজ্যে এসিয়ার গমন করিয়া মরেনাকে

যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বলেন, তদনুসারে মিথ্রিদ্বেতিস্ পূর্বসন্ধির সর্তামুসারে কাপাডোকিয়া পরিত্যাগপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে দ্বিতীয় মিথ্রিদ্বেতিক যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

কিন্তু মিথ্রিদ্বেতিস্ রোমকদিগের দুঃখভিন্দিক জ্ঞানিতে পারিয়া গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মেরায়াস্পক্ষীয় সেনাপতিগণ, স্পেনের সাটোরিয়াস্ ও বহুশতজলদন্ত্য তাঁহার দলে মিলিত হইল। এই সময়ে মিথ্রাইনিয়ার রাজ্য ৩য় নিকোমিডিস্

তৃতীয় বা মহা-  
 মিথ্রিদ্বেতিক যুদ্ধ  
 (৭৪-৬৬ খৃঃ পূঃ)  
 যুদ্ধাকালে সমস্ত রাজ্য রোমের সাধারণ তত্ত্বের নামে অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নিকোমিডিসের নাইসা নামী ক্রীত গর্ভজাত সন্তানের সিংহাসনপ্রাপ্তি বিষয়ে মিথ্রিদ্বেতিস্ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সুত্রে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল।

রোমক কন্সল লুকালাস্ এবং অরিলিয়াস্‌কট্টা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন। মিথ্রিদ্বেতিস্ প্রথমে সমস্ত বিথাইনিয়া অধিকার করিলেন, অবশেষে কট্টা কালচেডন নামক স্থানের যুদ্ধে মিথ্রিদ্বেতিস্কে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহাকে মিজিকাস্ নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া খাণ্ডসংগ্রহপথ বন্ধ করিলেন। তখন তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু লুকালাস্ তাঁহার অনুসরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। মিথ্রিদ্বেতিস্ স্বীয় জামাতা আর্মেণিয়াপতি টাইগ্রেনসের মিলিত সৈন্য লইয়া রোমক-সেনাপতি কেরিয়াস্কে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। তৎপরে ৬৭ খৃঃ পূঃ রোমকসেনাধ্যক্ষ ট্রিয়ারিয়াস্ জেলা নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। রোমক শিবির ও যুদ্ধভাণ্ডার শত্রুর হস্তগত হয়।

এদিকে লুকালাসের বিপক্ষগণ রোমে প্রাধান্য লাভ করায় তাঁহারা লুকালাস্কে বণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। তাহাতে লুকালাসের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই সুযোগে মিথ্রিদ্বেতিস্ ও টাইগ্রেনস্ উভয়ে পুনরায় পন্টাস্ ও কাপাডোকিয়া অধিকার করিলেন। লুকালাসের বিপক্ষগণ তাঁহার পরিবর্তে মেরিওকে কন্সল নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কিছুই করিতে পারিলেন না। মিথ্রিদ্বেতিস্ ৬৭ খৃঃ পূঃ পুনরায় স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে পম্পি মিথ্রিদ্বেতিক যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় লুকালাস্ স্বপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে ভূমধ্যসাগরে জলদন্ত্যগণের অভ্যন্তর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সিরীয়া, সাইপ্রাস্ এবং ক্রীতদ্বীপের লোক-সকল প্রধানতঃ এই কার্যে লিপ্ত ছিল। তাহারা বাণিজ্যপোত লুণ্ঠনদ্বারা বহুদানরত সঞ্চয় করিয়া ছিল এবং একসংখ্য বণিকরা

এবং বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য ও নাবিক লইয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহারা এই সময়ে অষ্ট্রিয়া বন্দরে কএক-

জলদস্যুদিগের  
সহিত যুদ্ধ

খানি রোমক জাহাজ দখল করায় এবং

আটোনিয়াসের কন্যা ও পুত্রকে হরণ করায়

মার্কিলিয়াস ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

রোম হইতে প্রেরিত হইলেন। ৬৭ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন গেবিনিয়াস্ “লেগ্ন—গেবিনিয়া” নামক এক আইন প্রবর্তন করিয়া ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধানি নির্কাহের জন্য একজন সর্বময় শাসনকর্তা নিয়োগের নিয়ম করিলেন। তদনুসারে ২০০ রণ-তরী যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। পম্পি এই সমস্ত রণতরীর অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিলেন এবং ৩ মাসের মধ্যে জলদস্যুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ২০০০০ জলদস্যু বন্দী হইল—কিন্তু পম্পি ইহাদিগকে বধ না করিয়া এসিয়া মাইনর ও অন্ত্যাহ্নানে উপনিবেশ স্থাপন করাইলেন। তৎপরে পম্পি সিলিসিয়া নামক স্থানে জলদস্যুগণের সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল ধ্বংস করিলেন। ৬৬ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন মানিলিয়াস্ লেগ্ন মানিলিয়া নামক আইন প্রবর্তন করিয়া পম্পিকে মিথিদ্বেতিক যুদ্ধের অধ্যাক্ষতা অর্পণ করিলেন। সিসিরো এবং জুলিয়াস্ সিজার পম্পির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র পম্পি এসিয়ায় যাইয়া লুকালাসের নিকট হইতে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং কোশলে পার্থিব নরপতিকে হস্তগত করিয়া সঙ্গেতে মিথিদ্বেতিসের বিরুদ্ধে স্থলপথে যাত্রা করিলেন। মিথিদ্বেতিস্ সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পম্পি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন মিথিদ্বেতিস্ আশ্বেণিয়ায় পলায়ন করিলেন, এবং পম্পি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। পরে সিনোরিয়াসের দুর্ভেদ্য দুর্গে থাকিয়া তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। কিন্তু এইবার জামাতা টাইগ্রেনস্ তাঁহার সাহায্য করিলেন না। মিথিদ্বেতিস্ সৈন্যসহ বস্ফোরসের নিকটবর্তী স্বীয় রাজ্যে পলায়ন করিলেন।

পম্পি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া টাইগ্রেনস্কে আক্রমণ করিলেন। টাইগ্রেনসের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া পম্পির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সেই সঙ্গে আশ্বেণিয়ার নগর সকল পম্পির বশতাস্বীকার করিল। নিরুপায় টাইগ্রেনস্ পম্পির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পম্পি তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া ৬০০০ টালেন্ট প্রার্থনাপূর্বক তাঁহাকে আশ্বেণিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন। সিরীয়া, ফিনিসিয়া, সিলিসিয়া ও কাপাডোকিয়া রোমকদিগের অধিকৃত হইল। পম্পি আশ্বেণিয়াবিজয় সমাপ্যপূর্বক উত্তরদিকে মিথিদ্বেতিসের অনুসরণে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমধ্যে আইবেরিয়ান

ও আলবেনিয়ানদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। উভয় জাতিই পরাজিত হইয়া রোমের বশতাস্বীকার করিল (৬৫ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু মিথিদ্বেতিসের অনুসরণ কঠিনসাধ্য ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া পন্টায়ে রোমকশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে পম্পি সিরিয়ারাজ্যের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যে সকল স্বাধীন রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সমস্ত অধিকার করিতে লাগিলেন। অন্তিওকাস্ এসিয়াটিকাস্ রাজ্যচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য অধিকৃত হইল। এই প্রকারে সমস্ত সিরীয়া এবং তৎসমীপবর্তী দেশসমূহে রোমকশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ৬৩ খৃঃ পূঃ পম্পি ফিনিসিয়া ও পালেস্তিন প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে হির্কানাস্ ও অরিস্টোবুলাস্ নামক পালেস্তিনের পুরোহিত নরপতি-দ্বয় অন্তঃযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পম্পি হির্কানাসের পক্ষ অবলম্বন করায় অরিস্টোবুলাস্ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু রাজা পরাজিত হইলেও জেরুজেলমবাসী যিহুদী প্রজাবর্গ রোমক অধীনতা স্বীকার করিল না। তিন মাস অবরোধের পরে জেরুজেলম অধিকৃত হইল। পম্পি সেই পবিত্রতম মন্দিরে (Holy of Holies) প্রবেশ করিলেন। তৎপূর্বে পবিত্র যিহুদী পুরোহিত ব্যতীত কোন মনুষ্য এই স্থানে পদক্ষেপ করিতে পারে নাই। পম্পি হির্কানাস্কে পুরোহিত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরিস্টোবুলাস্কে বন্দী করিয়া ঘোমে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি মিথিদ্বেতিসের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। মিথিদ্বেতিস্ মৃত্যুর পূর্বে বিরাট সৈন্যদল সংগঠন করিয়া হানিবলের শ্রায় ইতালী আক্রমণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ফার্নাসেস্ কিছু দিন বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। পরে তিনি বস্ফোরাসের রাজা হইয়া রোমক অধীনতা স্বীকার করিলেন, ডিওটেরাস্ গ্যালেশিয়ার, এবং এরিও বার্জেনাস্ কাপাডোকিয়ার করদ রাজা হইলেন। পম্পি বিজিত প্রদেশে ৩৯টি নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে রোম-রাজ্যসীমা অদূর পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছিল।

বহিঃপ্রদেশে রোমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইলেও রোমে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। গেবিনিয়ান্ ও মানিলিয়ান্ আইনের দ্বারা সেনেটের ক্ষমতা খর্ব হইয়াছিল। সাধারণপক্ষ আপনাদের অবনতি উপগন্ধি করিয়া ক্রাসাসের মুখাপেক্ষী হইলেন। এই সময়ে সাধারণ পক্ষের মধ্যে রোমে জুলিয়াস্ সিজারের প্রতিভা পরিব্যাপ্ত হয়। তিনি রোমে প্রাধান্য লাভপূর্বক গোরবের সোপানে অবিরোধণ করিতে ছিলেন। তিনি ১০০ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং পম্পি অপেক্ষা ছয়বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পিতৃবশা জুলিয়ার সহিত বিখ্যাত মেয়াদাসের পরিণয় হইয়াছিল। সিজার নিজে সিমার কন্যা কর্ণিলিয়ার

পালিশকরণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিভা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, একদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এই

বালক হইতে হুঁসীড়িত হইবে। সাম্রাজ্যের তৎসাময়িক আভ্যন্তরিক ইতিহাস (৬৯-৬১ খৃঃ পূঃ) ছিলেন। তিনি রোডসের আলকারিক-

দিগের নিকটে বাগ্মিতা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আপলোনিয়াস্ তাঁহার অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মেসারাসের পক্ষ পুনরুজ্জীবিত করাই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক বাসনা ছিল। স্বীয় অসাময়িক ব্যবহারে তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ৬৬ খৃঃ পূঃ, তিনি কোরেটের পদলাভ করেন, কিন্তু এই সময়ে তৎপত্নী কর্ণিলিয়া এবং মেসারাসের বিধবা পত্নী ক্লিলিয়া প্রাণভাগ করেন। এই শোকাবেদ ঘটনায় তিনি সাধারণ পক্ষকে সন্তোষন করিয়া কোরোমে ওজস্বিনী ভাবায় এক বক্তৃতা করেন। তিনি গেবিনিয়ান ও মানলিয়ান আইনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৬৫ খৃঃ পূঃ তিনি মেসারাসের প্রতিমূর্ত্তি গোপনে রাজ্যযোগে কাশিতোলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে এই প্রতিমূর্ত্তি সাম্রাজ্য কর্তৃক মিলষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণপক্ষ আনন্দাতিশয্যে উত্তেজিত হইয়া সাম্রাজ্যের অরক্ষণ করিল। কেটালাস্ এই ঘটনা সেনেটের গোচরে আনয়ন করিলে সেনেট উত্তেজিত জন-সাধারণের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিলেন না। এই প্রকারে সাম্রাজ্য মেসারাস, সিল্লা এবং সার্টার্নিনাস্ প্রভৃতি সাধারণ পক্ষের বীরগণের ক্লিষ্ট স্বাধীন পুনরুজ্জীবনে বহুপরিকর হইলেন।

এই সময়ে মার্কাস টাল্লিয়াস্ সিসিরো সাম্রাজ্যের সহযোগিতাপ্রাপ্ত হইলেন। সিসিরো ১০৬ খৃঃ পূঃ আর্পিনাম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ২৫ বৎসর বয়সে সেনেটের সিসিরো প্রাণদণ্ডাঙ্কালে ডিক্টেটর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ওজস্বিনীভাবে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ৭৯ খৃঃ পূঃ তিনি রোম পরিত্যাগপূর্ব্বক আথেন্স ও এড্রিয়া-মাইনে যাইয়া অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে রোমে প্রত্যগমন করিয়া তিনি ভুবনবিখ্যাত এবং সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ব্যবহারজীবী-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বাগ্মী হার্টেনসিয়াস্ ও কট্টা তাঁহার নিকট নভলিঙ্গ হইলেন। বৈজ্ঞানিক হইলেও প্রতিভাবলে সিসিরো ৭৬ খৃঃ পূঃ কোরেটের পদলাভ করেন। তৎপরে তিনি সিসিলিতে গমন করেন। ৬৬ খৃঃ পূঃ তিনি প্রিটরের পদলাভ কালে ভুবনবিখ্যাত বাক-শক্তির অপরূপ ব্যায়ে লোকারণ্যকে তন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রোমে কাটালাইনের বড়বস্ত্রের বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল। অজ্ঞাত শত্রুপক্ষের সহিত রোম নগরকে অধিবাসী সমেত ধ্বংস করিবার জন্য ডেটাল-কুমারীদিগের সহিত বড়বস্ত্র

করিতেছিলেন। কাটালাইন অয়েলিয়া অয়েলিয়া নাসী এক পণিকার প্রণয়লাভার্থ স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে সহজে হত্যা করেন। তাঁহার রোমধ্বংসের বড়বস্ত্র সিসিরো কর্তৃক প্রকাশিত এবং সিসিরোর বক্তৃতায় বড়বস্ত্রকারিগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ৬৩ খৃঃ পূঃ সিসিরো কন্সল পদলাভ করেন। সেই সময়ে এক-দিকে ট্রিবিউন কন্সল কুবিশক্সীয় এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পান এবং অন্যদিকে কাটালাইনের দ্বিতীয় বড়বস্ত্র নূতন বিপংপাতের সূচনা করে। সিসিরো কাটালাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ৮ই নবেম্বর কুপিটরের মন্দিরে সেনেটের সম্মুখগণকে লইয়া এক সভা করেন। বড়বস্ত্রকারিগণ এবারেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাটালাইন এই সময় সৈন্যসংগ্রহ-পূর্ব্বক রোম আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। ৬২ খৃঃ পূঃ তাঁহার সৈন্যের সহিত কন্সল সৈন্যের যুদ্ধ হয়। কাটালাইন পরাজিত ও নিহত হন। সিসিরোর বুদ্ধিবলে রোম এই বিপদ হইতে মুক্ত হইল। তন্মধ্যে কেটো তাঁহাকে “রোমের পিতা” বলিয়া অভিহিত করিলেন। সমস্ত দেবমন্দিরে সিসিরোর কল্যাণে পূজা প্রদত্ত হইল। কিন্তু বড়বস্ত্রকারিগণকে দিনা বিচারে প্রাণদণ্ডের জন্য অনেকে সিসিরোকে অপরাধী স্থির করিল।

৬২ খৃঃ পূঃ পম্পি এড্রিয়া-বিজয় সম্পন্ন করিয়া ইতালীতে উপস্থিত হইলেন। ৬১ খৃঃ পূঃ ৩০এ সেপ্টেম্বর তিনি মহা সমারোহে বিরাট বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন। পম্পির বিজয়-রথের সম্মুখে বন্দীকৃত রাজগণ পদব্রজে চলিতে লাগিলেন।

পম্পি রোমে আসিয়া উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। অভিজাত পক্ষ বা সাধারণপক্ষ, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তবে অভিজাতপক্ষের বিবেচনায় তিনি সাধারণপক্ষ আশ্রয় করিলেন। তিনি এড্রিয়ার যুদ্ধে বিশিষ্ট সেনাপতিগণকে জায়গীরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে সেনেটে তাহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেনেট তাঁহার প্রার্থনা-পূরণে অসম্মত হইলেন। তখন পম্পি কৌশলে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কারণে তিনি ক্রাসাস ও সাম্রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। সাম্রাজ্য এই সময়ে পম্পি এবং লিউসিটিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমে প্রত্যাগত হইয়াই কন্সল পদলাভ করিলেন। পম্পি, সাম্রাজ্য ও ক্রাসাস, রোমের এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা প্রথম “ট্রায়ালিস্তে” নামে খ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই তিন ব্যক্তিকে এক্ষণে রোমের সার্কডোম নামক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইটালিগের মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সাম্রাজ্য কন্সল পদ লাভ করিয়া পম্পির প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং “কাম্পিনিয়” প্রদেশের প্রচুর ভূমিখণ্ড পম্পির সেনাদিগকে বিভাগ করিয়া

ছিলেন। সিজারের মধ্যস্থতার সেনেটও পম্পির এসিরাবিজয়-কার্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে সিজার পম্পির সহিত বন্ধুতা চিরস্থায়ী করিবার জন্ত নিজের একমাত্র হৃদিতা জুলিয়াকে পম্পির সহিত বিবাহ দিলেন। সিজার ক্রমে সকল পক্ষের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সিজার রোমসাম্রাজ্যের প্রাধান্যলাভের জন্ত সেনাবল বৃদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন, তজ্জন্ত তিনি গলপ্রদেশের শাসনকর্তৃক প্রার্থনা করিলেন, এবং ট্রিবিউন ভেটিনিয়াসের অসহকৃত্য তিনি সিসাল্পাইন গল ও ইলিরিকাম প্রদেশের শাসনভার ৫৮ হইতে ৫৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন। এইখানে তিনি এক সুবিশাল সৈন্যদল সূচিক্রিতে করিতে লাগিলেন। যে গলগণ এক সময়ে ইতালীর বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার আশা মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন।

উক্ত ত্রয়স্বীর-সমিতি বা ট্রায়ান্তিরেট সিসিরোকে আহ্বান করিলেও সিসিরো তাঁহাদের দল মিলিত হন নাই। এই সূত্রে ট্রিবিউন পি, ক্লডিয়াস্ সিসিরোর শত্রুতাচরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ৬২ খৃঃ পূঃ সিজারের স্বীয় “বোনাদিয়া” ত্রোতাগলকে পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষেধসম্বন্ধেও ক্লডিয়াস্ রমণীর বেশে এই স্ত্রীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্লডিয়াসের অভিযোগ সম্বন্ধে সিসিরোর সাক্ষাদানই উভয় পক্ষের বিরোধের কারণ। বিচারক-গণের বিচারে ক্লডিয়াস্ মুক্তি লাভ করেন। ক্লডিয়াস্ এক্ষণে এক আইন প্রণয়ন করিলেন যে, যাহারা বিনা-বিচারে রোমবাসীর প্রাণদণ্ড করিয়াছে, তাহারা নির্দাসিত হইবে। সিসিরো তজ্জন্ত ৫৮ খৃঃ পূঃ রোম পরিত্যাগপূর্বক গ্রীসে গমন করিলেন। এই কার্য সম্বন্ধে ক্লডিয়াস্ ট্রায়ান্তিরগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। পূর্বে পম্পিকর্তৃক কারারুদ্ধ টাইগ্রেন্স্কে মুক্তিদান করায় পম্পির সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল। পম্পি ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সিসিরোর পুনরাহ্বানের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনেট পম্পির প্রার্থনা পূরণে কৃতসম্মত হইয়া এই বিষয়ে সাধারণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অবিক সংখ্যক ব্যক্তিই সিসিরোর পুনরাগমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তদনুসারে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫৭ খৃঃ পূঃ সিসিরো রোমে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার কল্যাণ কামনায় জুপিটারের মন্দিরে পূজা প্রদত্ত হইল। সিজার ৫৮-৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত গলপ্রদেশে রোমকশাসন বহুলা করিতে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া সমগ্র ট্রান্সাল্পাইন গলে, রাইন নদীর অপর তীরে এবং বৃটেনে রোমক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বৃটেন এতদিন পর্যন্ত রোমকদিগের অজ্ঞাত ছিল। সিজার ৫৮ খৃঃ পূঃ হেলভেটিয়াই নামক গলদিগকে ব্রিবাঙ্কি নামক স্থানের

যুদ্ধে পরাজয় করেন। এই সময়ে গলগণ অরিওভিটাস্ নামক জর্ঘগ রাজার বিরুদ্ধে সিজারের সাহায্য প্রার্থনা করে। সিজার তাঁহাকে পরাজয়পূর্বক রাইন নদী পর্যন্ত রোমের রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ৫৭ খৃঃ পূর্বাঙ্কে মধ্য ও উত্তর গলের বেলগাও সম্প্রদায় সিজারের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে সিজারের নিকট পরাভূত হইয়া রোমক প্রাধান্য স্বীকার করিল। নার্ডাই নামক বেলজিক জাতি সিজারের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিল। সিজারের বিপুল বিক্রমে জয়লাভ করিলেন। ৬ লক্ষ নার্ডাই সৈন্তের রক্তশ্রোতে রণভূমি দ্রাবিত হইয়াছিল। ৫৬ খৃঃ পূঃ সিজার বৃটানী প্রদেশে ভেনেট জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তথা হইতে ক্যালো ও বোলন প্রদেশের সমীপবর্তী মরিনি ও মেনোপাই জাতিগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল অধিকার করেন।

এই অভিযানে সিজার রাইন নদীর তীরবর্তী কেল্টিক জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জর্ঘগগণ সিজারের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। জয়লাভ করিয়া সিজার দশদিনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া রাইন নদী অতিক্রম করিলেন এবং ৫৫ খৃঃ পূঃ সিজারের ৪র্থ অভিযান কোলন ও সেলাস্চী নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া গলে প্রত্যাগমন করিলেন। সিজার এই সময়ে বৃটেন আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ক্যালোর নিকটবর্তী ইটিয়াস্ নামক স্থানে জাহাজে চড়িয়া সাউথফোর্লও নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। বৃটেনগণ তীব্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের পূর্বে সিজার গলমুখে যাত্রা করিলেন। সিজারকর্তৃক জর্ঘগদিগের পরাজয় এবং সুদূরবর্তী বৃটেন বিজয়সংবাদশ্রবণে রোমকগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কেটো তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইবার সিজার ৫টা লিজন লইয়া বৃটেনে উপস্থিত হইলেন।

৫৪ খৃঃ পূঃ সিজারের ৫ম অভিযান। বৃটেনগণ মিডলসেক্স এবং এসেক্স প্রদেশের অধিপতি কাসিডেলানাসকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। বৃটেনগণ উপরূপরি করেকটী যুদ্ধে সিজারের নিকট পরাজিত হইল। সিজার কিংসটনের সন্নিকটে টেম্‌সনদী পার হইয়া এসেক্স ও মিডলসেক্স অধিকার করিলেন। তখন কাসিডেলানাস্ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সিজার বৃটেনদিগের নিকট বার্ষিক কর দাখ্য করিয়া গল যাত্রা করিলেন। এই সময়ে গলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অন্নপীড়িত এক্সোনাস্ ও নার্ডাইগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা রোমক

শিবির আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সিজারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক রোমক-

৫০ খৃঃ পূঃ সিজারের সৈন্য সংহার করিল। সিজার মিসরায়িন ৬৪ অভিযান।

গল হইতে দুই দল সৈন্য সংগ্রহপূর্বক গল-গণকে পরাজয় করিয়া পুনরায় স্ববশে আনয়ন করিলেন। জয়গণ্য গলদিগের সাহায্য করার সিজার পুনরায় রাইননদী উত্তীর্ণ হইয়া জয়ধ্বজকে পরাজয় করিলেন। গলগণ পুনরায় প্রবলবেগে রোমকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

৫২ খৃঃ পূঃ সিজারের ভার্টিংগেটোরিক্স নামক একজন প্রসিক ৭ম অভিযান।

বীর গলদিগের সেনানীরূপে সিজারের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিলেন। ইহার প্রত্যাপে ও স্বদেশবাৎসল্যে সিজারের ৬ বৎসরব্যাপী গলবিজয় নিশ্চল হইবার উপক্রম হইল। সিজার অদম্য উৎসাহে ও প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ভার্টিংগেটোরিক্স গলপ্রদেশের প্রসিক নগরাদি ধ্বংস করিয়া সমস্ত দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। এভারিকাম নামক অবশিষ্ট দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সুরক্ষিত নগর সিজার অবরোধ করিলেন। দুর্গ অধিকারপূর্বক সিজার নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদিগকে নিহত করিলেন। অবশেষে ভার্টিংগেটোরিক্স বর্গাণ্ডী প্রদেশের এলিসিয়া নগরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বহুসংখ্যক গলসৈন্য রোমকসৈন্যকে পরিবেষ্টন করিল। এই বিপদে সিজার অত্যন্ত সাহস, রণপাণ্ডিত্য ও অতুল বীরত্বে গলসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এলিসিয়া সিজারের অধিকৃত হইল। ভার্টিংগেটোরিক্স বন্দীকৃত হইলেন। এই সংবাদে রোম সেনেটের সদস্তগণ পুনরায় ২০ দিন পর্যন্ত দেবমন্দিরের মাজলিক ক্রিয়ার আটকান করিলেন।

এই অভিযানে সিজার সমস্ত গলদেশ স্ববশে আনয়নপূর্বক তথার রোমকশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নিৰ্দ্ধারিত করিয়া রোমে প্রত্যাগমনের সন্মত করিলেন। এই প্রকারে

৫১ খৃঃ পূঃ সিজারের ৮ম অভিযান

২ বৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে সিজার রোম-সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিলেন। বহু সংখ্যক অসভ্যজাতি পরাজিত হইয়া শিকা ও সভ্যতার আলোক পাইয়াছিল। সিসিরোর নির্যাসন হইতে রোমে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ণপ্রকৃতি একবার ত্যাগ করিলেন। তিনি এক্ষণে সেই ট্রান্সজিরের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পম্পির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। কারণ ক্রাসাসের সহিত তাঁহার মনোমালিঙ্গ

ঘটিয়াছিল। একিকে সিজারের বিপক্ষগণ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত

রোমের আভ্যন্ত-

রিক ইতিহাস

(৫১-৫০ খৃঃ পূঃ)

করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময়ে সিজার রোমে উপস্থিত হইয়া লুকা নামক স্থানে পম্পি ও ক্রাসাসের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। সিজারের প্ররোচনার পম্পি ও ক্রাসাস ২য় বার যুগপৎ কন্সল নিযুক্ত হইলেন এবং ট্রেবোদাস প্রবর্তিত আইন অমুসারে পম্পি পেননের এবং ক্রাসাস সিরিয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে পম্পি মর্শ্বরপ্রস্তরে এক বিরাট রক্তাশ্রয় নির্মাণ করাইলেন। এই রক্তাশ্রয়ে ৪০০০০ লক্ষ লোক উপবেশন করিয়া সিংহ হস্তী প্রভৃতি জন্তর অদ্ভুত ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

৫৪ খৃঃ পূঃ ক্রাসাস পার্থিয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিরিয়ার গমন করিলেন। কিন্তু নির্কুচিতা বশতঃ ২০০০০ রোমক তাহাদের হস্তে পরাজিত ও হত হইল। তাঁহার ছিন্ন-মুণ্ড পার্থিয়রাজ অরোভেসের রাজসভায় প্রেরিত হইল। ক্রাসাসের মৃত্যুতে পম্পি ও সিজার রোমের অধিনায়ক থাকিলেন। অন্যতকাল মধ্যেই তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হইল। সিজারের কন্যা এবং পম্পির পত্নী জুলিয়ার মৃত্যু হওয়ার উভয়ের সম্বন্ধসত্ত্বে হইয়া গেল। সকলের মুখে সিজারের গলবিজয়-কীর্তি পম্পির অসম্ব হইয়া উঠিল। তখন পম্পি ডিক্টেটরের পদলাভ পূর্বক সার্কোভোম আধিপত্য লাভের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিধম অরাজকতা উপস্থিত হইল। মাইলো কন্সলপদ লইয়া রুডিয়াসকে নিহত করিলেন। উদ্বেজিত সৈন্যগণ অগ্নিপ্রদানে সেনেটগৃহ জ্বলীভূত করিল। সিসিরো ও সেনেটের সদস্তগণ মাইলোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পম্পিকে একমাত্র কন্সল নিযুক্ত করিলেন। মাইলো অভিযুক্ত হইয়া বিচারে মেসালিয়া নামক স্থানে নির্দোষিত হইলেন। সিজারের কন্যা জুলিয়ার মৃত্যুর পর পম্পি মেটালার, সিপিওর কন্যা কর্নিলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় স্বগুরুকে অবিলম্বে সহযোগী কন্সল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি সিজারকে কন্সলপদের প্রার্থী জানিয়া, এক আইন করিলেন যে, স্বয়ং উপস্থিত না হইলে কেহ কোন সরকারী পদের প্রার্থী হইতে পারিবে না এবং কেহ সরকারী কার্যে প্রবেশের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের অধিক কোন প্রদেশের শাসনকর্তা থাকিতে পারিবে না। পম্পি সেনেটের সদস্তগণের মতামতবস্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। সেম্রেট এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, সিজার অবিলম্বে তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব পরিচ্যাপ্ত করিবেন। কারণ তাঁহার নির্দিষ্টকাল অতীত



হইয়াছে। ইহার পর সেনেট পাথির যুদ্ধের ভাণ করিয়া তাঁহার দুই লিজন সৈন্ত চাহিয়া লইলেন। পরে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পত্রদ্বারা সৈন্তাধ্যক্ষতা পরিভাগ করিতে বলিয়া পাঠাইলে, সিজার তখন উত্তর ইতালীর রাভেন্না নামক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া পত্রোক্তরে লিখিলেন, “যদি পম্পি সৈন্তাধিপত্য পরিভাগ করেন, তবে আমিও করিব।” এই সময়ে পম্পির খত্তর সিপিও আজ্ঞা দিলেন যে, “যদি সিজার নির্দিষ্টদিনে সৈন্তাধ্যক্ষতা ত্যাগ না করেন তবে তিনি রোমের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবেন।” সেনেট নবনিযুক্ত কন্সলদিগকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু ট্রিবিউন আট্টোনিয়াস্ ও কাসিও এই বিরুদ্ধ আদেশের প্রতিবাদ করিয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন। পরে তাঁহারা ছদ্মবেশে রাভেন্নার সিজারের শিবিরে উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে পুনরুদার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। সেনেট পম্পিকে যুদ্ধের সেনাপতি করিলেন।

সিজার সেনেটের দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সৈন্তসমাবেশপূর্বক সৈন্তদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈন্তগণ একবাক্যে তাঁহার আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিল। ইতালীর উত্তর সীমা রবিকন

নদী অতিক্রম করিয়া তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্ত লইয়া ইতালীর অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। অনায়াসে আরিমিনিয়ায় নগর হস্তগত হইলে নগরবাসিগণ সিজারের পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাঁহাকে নগরস্থার খুলিয়া দিল। সিজারের লোক-রঞ্জকতাশ্রমে ক্রমে ক্রমে সকল নগরই তাঁহাকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং তাঁহার যুদ্ধযাত্রা যেন বিজয়োৎসবের

জায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সিজারের এই জৈত্রযাত্রায় রোমবাসিগণ ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সিজার বিজয়লাভ করিতে করিতে পিসেনাম্ ছাড়াইয়া কর্ণিনিয়ায় পৌছিলেন। এই স্থানে পম্পির পক্ষীয় ডমিসিয়াস্ অহেনোবার্বাস্ একদল সৈন্তসহ অবস্থিত ছিলেন। তিনি সসৈন্তে বহুসংখ্যক সেনেটের সদস্য এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত বন্দী হইলেন, কিন্তু সিজার তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন না, তাহাতে সাধারণে সিজারের প্রতি অত্যন্ত অমুরক্ত হইয়া উঠিল।

সিজারের পুনঃ পুনঃ বিজয়লাভে পম্পি এবং সাধারণ তত্ত্বের প্রতিনিধিগণ ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পম্পির সৈন্তগণ তাঁহাকে পরিভাগপূর্বক সিজারের দলভুক্ত হইল, এই সমস্ত কারণ পম্পি আপেক্ষিকপূর্বক পলায়ন করিতে সক্ষম করিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে পম্পি গোপনে রোম পরিভাগ করিলেন। ভয়ে তিনি কোবাগার হইতে অর্থ পর্যন্ত লইতে

পারিলেন না। কন্সলগণ, সেনেটের সমস্ত সকল এবং বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি পম্পির সহিত পলায়ন করিলেন। রোমবাসিগণের মধ্যে বাহার পলাইতে অক্ষম হইলেন, তাঁহারা সান্না ও মেরা-রাসের বীতংসকাহিনী পুনরায় আগত প্রায় মনে করিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এদিকে পম্পি পলায়নপূর্বক প্রথমে কাপুয়া, পরে তথা হইতে ব্রাণ্ডিসিয়ামে উপস্থিত হইলেন। সিজার এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে পম্পিকে ধৃত করিবার জন্য ব্রাণ্ডিসিয়াম অবরোধ করিলেন। কিন্তু পম্পি অমুচরবর্গের সহিত কোশলে জাহাজে আরোহণপূর্বক গ্রীসে পলায়ন করিলেন। জাহাজের অভাবে সিজার তৎকালে তাঁহার অমুসরণে ক্ষান্ত থাকিলেন; সুতরাং সিজার তথা হইতে রোমে প্রত্যাগমনপূর্বক ৩ মাস মধ্যে সমগ্র ইতালীবিজয় সম্পন্ন করিলেন। সিজার রোমসাম্রাজ্যশাসনের সর্বময় প্রভু হইয়া উঠিলেন। কেবল ট্রিবিউন মেটেল্লাস্ তাঁহাকে পবিত্র ধনভাণ্ডারে হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করিয়া ছিলেন। তত্ত্বিন্ন নির্বিনোদে সিজার শীঘ্রই রোমের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সিজার লেপিডাসের উপরে রোমরক্ষার এবং আট্টোনিয়াস্কে সৈন্তসহ ইতালি রক্ষার ভার দিয়া পম্পিপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে পরাজয় করিতে স্পেনদেশে যাত্রা করিলেন এবং কিউরিওকে ও ডালেরিয়াস্কে সিসিলি ও সার্ডিনিয়া রক্ষা করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে উক্ত দুই স্থান অনায়াসে অধিকারপূর্বক পম্পিপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। কিন্তু কিউরিও পম্পির সহযোগী মরোটিনিয়ার রাজা জুব্রার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

এদিকে সিজার মাসেলিয়ায় আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থানের অধিবাসিগণ অধীনতা স্বীকারে অসম্মত। তখন সিজার ট্রেবোনিয়াস্ ও ব্রুটাসকে উক্ত স্থান অবরোধ করিতে আজ্ঞা দিয়া সসৈন্তে স্পেনযাত্রা করিলেন। পম্পির লেপ্টেনান্টস্বর আফ্রিনিয়াস্ ও পেট্রিয়াস্ সিজারের বিরুদ্ধে ইলরেডা নামক স্থানে বিশাল সৈন্তদল সম্মিলিত করিলেন। সিজার অকৃত রণকোশলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। উত্তর লেপ্টেনান্ট গাত্যন্তরহীন হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সিজার তাঁহাদিগকে মুক্তিদানপূর্বক তাঁহাদের সৈন্তদলকে নিজ সৈন্তভুক্ত করিয়া লইলেন। সিজার তখন পশ্চিম স্পেনে ভার্যার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ভার্যোও অবিলম্বে পরাজিত হইয়া কর্তোবা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে ৪০ দিনে সমগ্র স্পেন দেশ জয় করিয়া সিজার গলে উপস্থিত হইলেন। মাসেলিয়া নগর এ পর্যন্ত অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু সিজারের আগমনসংবাদে ভীত হইয়া দুর্গ-বাসিগণ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল।

এদিকে সিজারের অমুপস্থিতিতে লেপিডাস্ নবপ্রবর্তিত এক আইন অনুসারে তাঁহাকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সিজার ১১ দিন মাত্র এই সম্মানার্থ পদ লাভ করিয়াই বেজ্যার উহা পরিত্যাগপূর্বক কন্সল নিযুক্ত হইলেন। সার্ভিলিয়াস্ ভেটিয়া তাঁহার সহিত কন্সল পদ পাইলেন। কিন্তু সিজার ১১ দিন মাত্র ডিক্টেটরের পদ অলঙ্কৃত করিয়া অনেক হিতকর আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণদিগের সুবিধার জন্য তিনি এক আইন প্রণয়ন করেন। তৎপরে সাজার “প্রসক্রিপশন” অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তি নির্কাসিত এবং সম্পত্তি-চ্যুত হইয়াছিল, তাহাদিগের পুত্রাদিকে আনয়নপূর্বক পূর্ব-সম্পত্তি প্রদান করিলেন এবং আদম্ পর্যন্ত সমস্ত প্রজাবর্গকে রোমবাসীর জ্ঞান সমভাবে নির্কাসনাধিকার প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ত্রাণুসিয়ামে সমবেত হইলে, সিজার ৪৯ খৃঃ পূঃ ডিসেম্বর মাসে পম্পির অমুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে পম্পি গ্রীস্, মিসর এবং এশিয়া খণ্ডের নানারাজ্য হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। বিব্লাস্ তাঁহার সেনা-পতি হইলেন। নির্ভীক বীর সিজার তথাপি সৈন্য ত্রাণুসিয়াম হইতে এপিরাস্ যাত্রা করিলেন। জাহাজের অল্পতানিবন্ধন সিজার প্রথম-বারে কেবল মাত্র ১৫০০০ হাজার পদাতিক এবং ৫০০ অশ্বরোহী লইয়া এপিরাসে উপস্থিত হইলেন। এপিরাসে পৌঁছিয়া পুনরায় সৈন্য আনিতে তিনি জাহাজ পাঠাইলেন, কিন্তু বিব্লাস্ এই সমস্ত জাহাজ পথি মধ্যে ধৃত করিলেন। ত্রাণুসিয়ামহই সেনাদলের আগমন অপেক্ষা না করিয়া সিজার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ওরিকম ও এপোলনিয়া অধিকার-পূর্বক সিজার পম্পির আশ্রয়স্থান ডিরহাচিয়াম অভিযুগ্মে অগ্রসর হইলেন। আপ্-সাস্ নদীর উভয় তীরে সিজার ও পম্পির সৈন্য সকল সজ্জিত হইল। সিজার অবশিষ্ট সৈন্যের জন্য একরূপ উদ্বিগ্ন হইলেন যে, একদিন রাত্রিতে তিনি একাকী ক্ষুদ্র নৌকা-যোগে আশ্রিত্যাতিক সমুদ্রের মধ্যনিয়া ত্রাণুসিয়ামে যাত্রা করিলেন। অবশেষে আণ্টোনিয়াস্ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সিজারের সহিত মিলিত হইলেন। পম্পি বহু সৈন্যসংখ্যেও সিজারকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন। সিজার অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পরিখা খননপূর্বক পম্পিকে বেঠন করিলেন। অকস্মাৎ পম্পি শিবির হইতে নিঃসৃত হইয়া অত্যন্ত আক্রমণে সিজারের এককল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তখন সিজার অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক থেসালী যাত্রা করিলেন। থেসালীর অন্তবর্তী ফার্সিলাস্ বা কার্দিয়া নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ৪৮ খৃঃ পূঃ ৯ ই আগষ্ট বহুসৈন্য থাকিলেও সিজারের বিপুল বিক্রমে পম্পি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। পম্পির বিপুলবিলাসবৈভবপূর্ণ

ধনভাণ্ডার ও শিবিরাদি সমস্তই সিজারের হস্তগত হইল। পম্পি ভগ্নাংশসহ হইয়া এককটা বন্ধুর সহিত পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের প্রতি সদ্যবহারপূর্বক সিজার তাহাদিগকে স্ববলভূক্ত করিয়া লইলেন।

এইরূপে স্বীয় ভূজবলে সিজার উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বহস্তে স্রব্ধ শাসনপত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কূটনীতিবলে রোমের শাসক-সমিতিসমূহের সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভাবলেই তিনি বিজিত নবরাজ্যসমূহের সীমান্ত-প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে যত্নবান হইলেন। এই সীমান্ত শাসনে বন্ধপরিকর হইয়া তিনি আবশ্যকীয় দুর্গাদি নির্মাণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু রোমের দুর্দৃষ্টক্রমে তিনি সে সীমান্তভিত্তি দৃঢ় করিয়া যাঁতে পারেন নাই। অপরের হস্তে তাহার সমাধাতার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। তাঁহার বাহুবলে অক্ষুণ্ণ রোম-সাম্রাজ্য পূর্বে যুক্ত্রেটিস্ নদীতীর ও ককেশস প্রদেশ, উত্তরে রাইন, দানিউব ও এলব্ নদী এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের কার্যকাল কমান্বিত স্থানীয় অর্থভাণ্ডার লুণ্ঠনের পথ রোধ করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, অগাষ্টস্ এই পথায়বর্তী হইয়া তাঁহার প্রবর্তিত পদ্ধতির অমুকুলতা করবেন; কিন্তু দৈবদুর্ভাগ্যকে অগাষ্টস্ প্রতিকূল গতিতে ফিরিলেন। তিনি স্বাধিকার দান (franchise) দ্বারা সাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় রাখিতে মানস করিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণকে রাজস্বের অংশাধিকার এবং ট্রান্সপেডেন গলদিগকে রোমবাসীর অধিকার অর্পণ করিয়া সমগ্র ইতালীকে রোমকাধিব্যাপ্ত করিয়া লইলেন। এতদ্বিত্ত তিনি সমগ্র ইতালীয় প্রায়োবীপে একরূপ স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ ক্রমশঃ ঐ সকল প্রথা বিভিন্ন প্রদেশে পরিবাণ্ড করিয়া একটা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পত্তন করিতে থাকেন।

৫৩ খৃঃ পূর্বাঙ্গে পারদগণ কর্তৃক কড়্‌হির যুদ্ধে ক্রাসাসের হত্যার প্রতিশোধ লইতে এবং পারদরাজশক্তি খর্ব করিতে সিজার স্বীয় বিজয়বাহিনী লইয়া রণযাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রজাতন্ত্রী সম্রাট অভিজাতবর্গ পূর্বে সিজারকর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া মরমে মরিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাদের ঈর্ষাকটাক্ষ আরও যেন কুটিল গতিতে ফিরিতে লাগিল। তাঁহারা দৃঢ়দ্বয়ে সিজারের সর্বনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। যে দিন সজ্জার সময় সিজার পূর্বদিকৃবিজয়ে গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, সেই সময়ে ক্রটাস্ প্রমুখ



সাহিত্য অভিজাতগণ তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপনীত হইল। বিশ্রাসবাতক ক্রটাস্ সিজারের কঠোর বকে ছুরিকা বসাইয়া তাঁহাকে ইহজন্মের মত এই ভবধাম হইতে অন্তর্হত করিল। (১৫ই মার্চ, ৪৪ খৃঃ পূঃ)। এইদিন হইতে অক্টেভিয়ান্ কর্তৃক এন্টিয়ান্ রণক্ষেত্রে আন্টনির পরাভব তারিখ (২রা সেপ্টেম্বর ৩১ খৃঃ পূঃ) পর্যন্ত রোমসাম্রাজ্যে যোরতর অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। অসংখ্য নরমুণ্ডপাতে রোমরাজ্য জনহীন মরুপ্রান্তর সূদৃশ লক্ষিত হইয়াছিল। শৃগালাদি শব্দভুক্ত অন্তর্গণের বিকট চীৎকারে এবং শব্দরাশির পুতিগন্ধে রোম শ্মশানসূদৃশ বীভৎসদৃশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া জনসাধারণের হৃদয় তত্ত্বিত করিয়া দিয়াছিল। সেই শাসনশৃঙ্খলাপরিশূন্য চতুর্দশ বর্ষ কাল কি ভয়ানক, তাহা রোমের ইতিহাসপটে সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

সিজারের প্রতিনিধি আন্টনি আত্মপ্রাণপূর্ণ রাজনীতি অবলম্বনে রোমের প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রলয়সাধনে অগ্রসর হইলেও, সিসিরো তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে পরাভূত হন নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে স্বীয় ওজস্বিনী বক্তৃতাধারা সেনেট পুনর্গঠন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ প্রাচীন নীতির পক্ষপাতী হইয়া আন্টনির অবলম্বিত শাসনপ্রথার যোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সেনেট-মন্দিরে অথবা ফোরামে সিসিরোর বক্তৃতা ও সাধারণের প্রতিবাদ সেই পরিবর্তিত ঘটনাক্রমকে ভিন্ন গতিতে ফিরাইতে পারিল না। এইরূপে বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রতিপক্ষতার প্রায় বর্ষকাল অতীত হইয়া আসিলে, ৪৩ খৃঃ পূর্বাক্ষের প্রারম্ভে পুনরায় অভ্যর্কিতবির হুচনা হইল।

উক্ত বর্ষের পরৎকালে আন্টনি ১৭টা লিজন্ সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া ইতালী আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সকলেই এই অভিনব অভিযান ব্যাপারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপর ঐ বৎসরের অক্টোবরের শেষভাগে আন্টনি সেনেটের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করিয়া সহযোগী লেগিডাসের সাহায্যে বিশতিবর্ষীয় কনিষ্ঠ অক্টেভিয়ান্কে কমল মনোনীত করিয়া দ্বিতীয় ত্রয়বীর-সমিতি সংগঠন করিলেন। ইহাতে সাধারণের ভয়ের মাত্রা

দ্বিতীয় ট্রায়ালিরেট

৪০-২৮ খৃঃ পূঃ।

অধিকতর পরিবর্তিত হইল। এই সমিতির

শাসনকার্যও তদনুরূপে আচরিত হইয়াছিল। সিজারের জ্ঞান সদয় ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জকে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে বাস করিতে না দিয়া ত্রয়বীরগণ সান্নাধ্য জ্ঞান কঠোর শাসনপ্রথার অবলম্বন করিলেন। অনন্তর প্রেসকিপশন জাহির করিয়া তাঁহারা সিসিরো-প্রমুখ অভিজাতবর্গের রক্ষাশ্রম করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিলেন। পরবৎসর আন্টনি ও অক্টেভিয়ানের মিলিত সৈন্যের সহিত

কিলিপিডে ক্রটাস্ ও কেসাসের যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে ক্রটাস্-পরিচালিত সাধারণভক্তপক্ষীয় সেনাবহলের পরাভব ঘটিলে সাধারণভক্তের পূর্বতন পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠার শেষ আশা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

৪০ খৃঃ পূর্বাক্ষে উক্ত বিজয়ী সেনানায়কদ্বয়ের মধ্যে মনো-বাদ উপস্থিত হয়, কিন্তু ট্রায়ুসিয়ামের সন্ধিসন্ধে উভয়ে একমত হওয়ার সেই ভরাবহ বিষেববন্ধি প্রমুখিত হইয়াই নির্ধারিত হইয়া যায় এবং রোমরাজ্য অসংখ্য নরমুণ্ডপাতরূপ কলঙ্ক-কালিমা হইতে পরিমাণ পায়।

এই সম্মিলন হইতেই উভয়ের মিত্রতাহ্রয় ক্রমশঃই সূত্র হইতে থাকে। আন্টনি অক্টেভিয়ানের ভগিনী অক্টেভিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া আত্মীয়তা দৃঢ় করিয়া লইলেন। তখন সেই ত্রয়বীরসম্মত নিয়ন্ত্রণরূপে রোমসাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনাপন অর্থপছা উন্মুক্ত করিয়া লইলেন। আন্টনি রোমসাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বাংশ স্বীয় আরম্ভাধীন করিলেন, অক্টেভিয়ান্ ইতালী ও সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। এবং লেগিডাস্ আফ্রিকার বিজিত প্রদেশসমূহ গ্রহণ করিয়া সম্ভট থাকিতে বাধ্য রহিলেন।

ইহার পরবর্তী ষাট বৎসরে যখন আন্টনি অলোক-সামান্য সুলভী ক্লিওপেটাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া আপনাতে আপনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই সুলভ্যপ্নের বোরে প্রাচ্য-জগতের সমুদ্ররাশি ও বিশ্রাসবৈভবপূর্ণ একটা সুবিদ্যুত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া রোমক-হৃদয় ভীষণতরঙ্গে আলোড়িত করিতে মত্ত ছিলেন; তখন প্রতীচ্য প্রদেশে তাঁহারই প্রতিযোগী অক্টেভিয়ান্ ধীরে ধীরে স্বীয় শক্তিবিক্রমানসে সেনাদল সংগঠন করিতে বহুপরিকর হইলেন। তাঁহার প্রতিযোগী ট্রায়ালির-দ্বয়ের মধ্যে তিনি ৩৬ খৃঃ পূঃ লেগিডাস্কে আফ্রিকা হইতে কিসিআই (Circeii) প্রদেশে নির্ধারিত করেন। মুণ্ডরপ-ক্ষেত্রে পরাজিত সেটাস্ পম্পিয়ান্ দ্বারা প্রভূত ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া স্থানীয় লোকের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। অক্টেভিয়ান্ লেগিডাস্-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে সমূলে ধ্বংস করিলেন। ৩৫ খৃঃ পূঃ পম্পিয়ানের মৃত্যু হয়, তদবধি অক্টেভিয়ান্ পশ্চিম সাম্রাজ্য ভাগের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার রাজশক্তির কটক স্বরূপ আর অন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

অচিরে তাঁহার ও আন্টনির শক্তিপরীকার স্রবোগ উপস্থিত হইল। স্থলসাম্রাজ্য আন্টনির বেচ্ছাচারিতা কণ্ঠবীর অক্টেভিয়ানের মনোমত হইল না। ৩২ খৃঃ পূর্বাক্ষে আন্টনি অমাহবিক অত্যাচারে ও ব্যভিচারিতার রোমকমাত্রেরই হৃদয়ে আর এক দারুণ শেল্যঘাত করিলেন। তিনি শিশর-

সিংহাসন সমুদ্বলকারিণী টলেমিক্সা বীরাল্পা ক্রিওপেটোর মনোমোহনরূপে যুগ্ম হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিবার জন্য স্বীয় সাম্রাজ্য বিনিময় করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। কামপ্রবৃত্তির কৃতদাসরূপে তিনি আপনার অমূল্য জীবন রাজ-কুমারীর চরণতলে বিকাইলেন। তাঁহাতে কায়মন সমর্পণ করিয়া প্রণয় শিক্ষা চাহিলেন। শেষে বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করিয়া আপনার প্রিয়তমা পত্নী অক্টেভিয়াকে বিসর্জন করিলেন। একদিকে আণ্টনি যেমন জীবনপথে প্রাণের আরাধ্য প্রণয়প্রতিমা লাভ করিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি অক্টেভিয়ার অপমানে ও হৃদয়ে তদ্রাজ্য অক্টেভিয়ানের হৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসাবাহিনী প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অক্টেভিয়ান্ স্বীয় ভগিনীপতি আণ্টনিকে সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই কুকর্মের জন্য সেনেট আণ্টনিকে সেনানায়কত্ব হইতে বঞ্চিত ও পূর্ব-সাম্রাজ্যের আধিপত্য হইতে পদচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রাজ্ঞী ক্রিওপেটোর বিরুদ্ধে রোমক অভিযান প্রেরণে আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে অক্টেভিয়ান্ রোমকবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। ৩১ খৃঃ পূঃ ২রা সেপ্টেম্বর অক্টেভিয়ান্ রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। আণ্টনি যুদ্ধ পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু শত্রুহস্তে সন্ধানরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ও ক্রিওপেট। আত্মহত্যা করিয়া ইহজীবনের ভার হরণ করিলেন (৩০ খৃঃ পূঃ)। তদনন্তর রোমকসেনা ২০ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সমস্ত প্রাচ্য ভূভাগ বলীভূত করিয়া লইলেন। অক্টেভিয়ান্ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সমাহিত করিলেন। তদনন্তর তিনি এই সুদীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার অবসান দিন জ্ঞাপনার্থ জেনাসের (Janus) মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর রোম-সাম্রাজ্যের সুশাসন বন্দোবস্তে কিছুকাল অভিবাহিত করিয়া তিনি পরবর্তী বর্ষের শেষ-ভাগে একটা অমামুল্যিক রাজশক্তির প্রকৃত পত্তন করিয়া লইলেন। ৪৩ খৃঃ পূঃ রোমের কন্সল হইয়া ট্রায়ান্তির অক্টেভিয়ান সহযোগিত্বের সহিত যে শাসনদণ্ড স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া রোমসাম্রাজ্য-শাসনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিনের পর ২৮ খৃঃ পূঃ শেষ-ভাগে তিনি এককই পূর্ণ প্রভাবে ও ধর্মবলে সেই শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া প্রকৃত গবর্মেন্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এটিটার রণক্ষেত্রে আণ্টনির দর্শপূর্ণকারী ডিক্টেটার সিজারের ভ্রাতৃপোত্র অক্টেভিয়ান্ সিজার এক্ষণে রোমবাসী জন সাধারণের পূজার বস্তু হইলেন। প্রায় বিংশতি বৎসরব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে রোমকগণ একরূপ জর্জরিত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। শাসনবিশৃঙ্খলার রাজ্যময় নানা অনাচার সূচিত হইয়াছিল। এই সকল বিশৃঙ্খলাতনিসংস্কারার্থে এবং রোমসাম্রাজ্যের মৌলিকত্ব ও স্বাধিকার নিমিত্ত সাধারণ লোকে সাগ্রহে অক্টেভিয়ান্কে আত্মবিশ্বাসপূর্বক রাজপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, একচ্ছত্রাধিত্যের পূর্ণপ্রভাব অক্লান্ত রাধিয়া এবং সাধারণ তন্ত্রের সম্মাননা ও শাসনপদ্ধতি রক্ষা করিয়া রাজকাব্য পরিচালনার কঠোর ভার, তিনি ভিন্ন গ্রহণ করিবার আর বিতীর্ণ নাই। সমগ্র রোম-সাম্রাজ্যবাসী আজ অকপটহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক আপনার শিরোদেশেই রাজমুকুট পরাইতে ইচ্ছুক। তখন অক্টেভিয়ান্ সেনেটের অভিমতে রাজ্যশাসন গ্রহণ করিলেন। সেনেট তাঁহার মহামুভবত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে “অগাষ্টস্” নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

মহতী শাসন-শক্তি, উদ্দেশ্যসিদ্ধিবিধয়ে গাভীর্ঘ্যময়ী দৃঢ়তা, সুতীক্ষ্ণ বিচার-বিবেক এবং সর্বকাধ্যে অসাধারণ কূটবুদ্ধি ও অদম্য উচ্চম প্রভৃতি সঙ্গুণে ভূষিত হইয়া তিনি সাধারণের পূজ্য-হইয়াছিলেন। তিনি আরিকিয়া নগরের একটা নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশোদ্ভূত অক্টেভিয়ান্, তাঁহার পিতামহ ভিলেট নগরের একজন সামান্য নাগরিক বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরে তাঁহার খুলতাত তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার বংশগত সিজার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধিই তিনি ইতিহাসে অক্টেভিয়ান্ সিজার নামে পরিচিত হইলেন। পূর্বকথিত ডিক্টেটার সিজারের ন্যায় তাঁহার রক্ত-পিপাশা বলবতী ছিল না। বরং তাঁহার অপেক্ষা কোমলতর হৃদয় লইয়া তিনি সাধারণের হৃদয়ে স্বীয় উচ্চাভিলাষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

২৮-২৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত অগাষ্টস্ রাজত্বকালে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহকারে তদনুসরণেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রাদেশিক জনপদসমূহে খণ্ডরাজ্য স্থাপন-পূর্বক স্বয়ং সেই সকল রাজত্ববর্গের অধিনায়ক হইয়া সার্বভৌম আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত এই রাজ্যশাসন-প্রণালী অনুসারে (Constitution of princeps) রোমসাম্রাজ্য ২৭ খৃষ্টপূর্ব হইতে ২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসিত হইয়াছিল।

এক বৎসর এই বিশাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি মনে মনে পূর্ববর্তী অধিনায়কবর্গের সার্বভৌম আধিপত্য স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে প্রজাতির মনোরঞ্জনই প্রয়োজন্য। স্বেচ্ছা-চারিত্য দাস হইয়া প্রজাবর্গের বিষেবভাজন হওয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম, ইহাতে আপনার অদৃষ্ট অন্তঃ সংঘটনেরই সম্ভাবনা। সুতরাং বাহাতে প্রজারূপ স্বখে ও নির্বিঘ্নোদে কালযাপন করে

তদ্বিষয় লক্ষ্য রাখাই রাজার একমাত্র কর্তব্য। এইরূপ বিচার করিয়া অগষ্টস্ যেহেতু রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং যে অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তিনি ৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে রোমের শাসন লগ্ধ ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা “রোমের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের ও সেনেটের সদস্যবৃন্দের কর্তৃত্বাধীনে সাধারণতঃ প্রত্যাখ্যান করিলাম” বলিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর পুনরায় রোমরাজ্যে সেনেট, এসেম্‌ব্লি ও মার্জিষ্ট্রেসির কার্য প্রবর্তিত হইল এবং অক্টেভিয়ান রোমের “স্বাধীনতাবাহক” (Restorer of Common wealth and Champion of freedom) বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে রোম-সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে তিনি “Imperium” শক্তিতে ভূষিত ছিলেন। তৎপরে ৩৩ খৃঃ পূঃ সাধারণের সম্মতিতে “Imperator” বলিয়া গৃহীত হন। তদনন্তর ২৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত “Proconsulare imperium” শক্তিবারণ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিনায়ক সম্রাটের তুল্যমর্যাদা হইয়াছিলেন। ২২ খৃঃ পূঃ তিনি “Cura annonae” এবং লেগিডাসের মৃত্যুর পর ১২ খৃঃ পূঃ তিনি “Pontifex maximus” পদলাভ করিয়া একাধারে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পূর্ণ প্রভাব লইয়া বিজ্ঞান ছিলেন। রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ পদে আসীন হইয়া তিনি বিবিধ সংস্কার দ্বারা রাজ্যের কুশলতা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রজাবর্গের ক্ষেত্রজাত প্রবাদির হিসাব লইতেন এবং যাহাতে রোমরাজ্যবাসী জনগণ অন্নবিনা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার ধর্ম, অর্থ ও কার্যে সাধারণের বিশেষ সুবিধা ঘটাইয়াছিল। পট্টকেন্দ্র মাম্মিয়াস হইয়া তিনি বিজ্ঞানিক উন্নতিক্রমে মানসিক বৃত্তিনিচয়ের ক্ষুদ্রিকানদ্বারা লোকের মোক্ষমার্গ ও সুসংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুসংস্কৃত এই শাসনপ্রণালীকে লোকে “Maxims of Augustus” বলিত। ডাইওক্লিসিয়ানের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই নীতিকুশল প্রণালীতেই রোমরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। জুলিয়াস্‌ সিজার বাহুবলে রোমবাসীর চিত্ত ভীতিবিজড়িত করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, অগষ্টাস সিজার অনায়াসে শান্তি ও সহিষ্ণুতাবলে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গেলেন। তিনি লোকের চিত্তবিনোদনার্থ যে রাজপদ একদিন তুচ্ছ করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রভাববৃদ্ধির জন্য সেনেট ও এসেম্‌ব্লির হস্তে যে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে তাহারাই তাঁহাকে অতিরিক্ত শক্তিদান করাইলেন। কেবল মাত্র “কমিসিয়া” তাঁহার জীবদ্দশায় রাজবিধিপ্রণয়নে অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী টাইবেরিয়াসের রাজ্যকালে এই ব্যবস্থাপক

সভা দুইটা মাত্র আইন প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর ঐ সভার ক্ষমতা হ্রাস হয়।

অগষ্টাস্‌ জীবিতকালে যে সকল বিষয় কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার চিরপোষিত শেবজীবনের সেই আশাগুলির নিশাদনভার স্বীয় উপযুক্ত দত্তকপুত্র টাইবেরিয়াসের উপর হস্ত করিয়া যান। তিনি স্বীয় দত্তককে পূর্বোক্তই রাজশক্তির প্রেতিভা দান করিয়াছিলেন। আইন প্রবর্তন ও প্রচলিত-বিধির সংস্কারাধিকার (Censorial and tribunitian) লাভ করিয়া অবধি টাইবেরিয়াস্‌ রাজসরকারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, অগষ্টাসের জীবৎকালে তাঁহার কার্যে প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন লোকও দণ্ডায়মান হইতে সাহস করে নাই।

পিতার এই অমামুল্য শক্তি ও প্রভুত্ব দেখিয়া টাইবেরিয়াস্‌ স্বীয় শক্তি আরক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমশঃই তিনি দান্তিক ও মদগর্ভে মত্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ভরতা, অত্যাচার, শঠতা, কপটতা প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। অগষ্টাস্‌ যে রাজশক্তির পরাকাষ্ঠায় প্রজাতন্ত্রের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র টাইবেরিয়াস্‌ স্বীয় দান্তিক বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া প্রজাতন্ত্রের সমস্ত স্বাধিকার লোপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কমিসিয়া, মেজিষ্ট্রেসী, কন্সল, প্রিটর, ইডাইল, ট্রিবিউনেট, কুইটর প্রভৃতি পদ বা তৎপদাভিষেকের কার্য নাম মাত্র রহিল, কেহ পূর্বমত আপনাপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন না।

টাইবেরিয়াসের মৃত্যুর পর ৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিগুলা সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি দুর্বৃত্ত, কোপনস্বভাব, গর্জিত ও জ্ঞানশূন্য উন্মাদপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পর ৪১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে নিকোদেমুস্‌ ক্লডিয়াস্‌, ৫৪ খৃষ্টাব্দে নরপিশাচ নিরো, ৬৮ খৃঃ অঃ গালবা, ৬৯ খৃষ্টাব্দে ওথো এবং পশুপ্রকৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমোদ প্রিয় ভিটেল্লিয়াস্‌ রোমের রাজপদ অধিকার করেন। তদনন্তর উক্ত বর্ষের শেষকালে ভেন্সিসিয়ান্‌ মসনদে আরোহণ করিয়া ইতালীয় নগরবাসী এবং পশ্চিম-সাম্রাজ্যবিভাগের প্রদেশবাসী ল্যাটিন্‌ জাতির মধ্য হইতে সেনেটের সভ্য মনোনীত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে রোমক সেনেটের শক্তি অনেকটা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহার পর ৭১ খৃষ্টাব্দে ডাইক্লস্‌, ৮১ খৃষ্টাব্দে কাপুস্‌ ডেসিট্যান্‌, ৯৬ খৃষ্টাব্দে নেভা, ৯৮ খৃষ্টাব্দে ট্রিজান ও ১৭৭ খৃষ্টাব্দে হার্মিয়ান্‌ যথাক্রমে রোমের রাজপদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার সকলেই ভেন্সিসিয়ানের প্রবর্তিত প্রথা অঙ্গসরণ করিয়া রোমীয় সেনেটের প্রবল প্রতাপ খর্ব করিয়াছিলেন। রোমকগণ যেহেতু ও সজ্ঞানে যে

গবর্মেণ্টের অনুমোদন করিয়া একজনের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, তাহাদেরই অত্যাচারে তাহারা অন্তরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেও, বাহিরে তোষামোদ্য করিতে বাধ্য হইরাছিলেন, কিন্তু তাহারা শতাব্দী-লুপ্ত স্বাধীনতাবৃত্তি একবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

অগাঠাসের পর হইতে হাদ্রিয়ান পর্যন্ত রাজগণের অধিকা-কালে রোমের বাহ্য আড়ম্বর অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইরা-ছিল। এই সময় হইতেই প্রিন্সেপগণ ব্যতীত রোমের অপরাপর শাসকশক্তি হ্রাস হইতে থাকে। অগাঠাস, টাইবেরিয়াস ও ক্লডিয়ান্ সম্রাটগণের শাসনকালে রাজশক্তি ও শাসনকর্তৃ-সর্বভোক্তাবে তাহাদের উপরই স্তব্ধ ছিল; কিন্তু যখন অত্যন্ত শাসকশক্তি নিখিল হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন রোমরাজ্যের একটা আমূল পরিবর্তন অবশ্যস্বার্থী হইয়া উঠিল। অগাঠাস ও টাইবেরিয়াস কূটনীতিবলে ও নিশিগ্ধভাবে যে রাজশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিতে গোপনে গোপনে চেষ্টা পাইতেছিলেন, কালিগুলা, ক্লডিয়াস ও নীরো সেরূপ-শুণ্ডপ্রয়াস কৃত্যের সহিত পরিত্যাগ করিয়া প্রকটভাবে শাসনকাণ্ডে, রাজস্ববিভাগে, সামরিক বিভাগে এবং বৈদেশিক রাজ্যাশাসন-সম্পর্কে প্রিন্সেপের সর্বস্বয় কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। লিগেট, প্রিকেক্ট, প্রোকিউরেটর ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণ (Freedmen) তাহাদের অধীনে গবর্মেণ্টের কার্য পরিচালনা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপ শক্তিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেপের মর্যাদাও সাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে স্থাপিত হইল। তিনিই ক্রমে প্রকৃত রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠিলেন।

অগাঠাস নীনেইন প্রজার দ্বার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অট্টালিকায় বাস করিয়া সামান্য ও সরলভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তৃগণ ঐশ্বর্যমগ্নে মত্ত হইয়া সে সরলতা পদমর্যাদার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তাহারা সকলেই রাজার দ্বার জাকজমকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। নীরোর রাজত্বকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হইরাছিল। রোমক-সম্রাটের রাজকাৰ্য্যনির্বাহের আবশ্যকীয় ও উপযোগী সমুদায় দ্রব্য রাজসরকারে বিক্রয় করিতেছিল। তাহার যত্নে স্বতন্ত্র রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়, প্রাসাদেরক্ষিপল বিশেষ আড়ম্বরে রাজত্ববন রক্ষা করিত। তিনি পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাটের দ্বার সগর্বে বিচরণ করিতেন এবং তাহার প্রাসাদে নিভা উৎসব সমাহিত হইত। তাহার মৃত্যুর পর, এই অবস্থার কতক পরিবর্তন ঘটে; কারণ তৎপরবর্তী গালবা ও ক্লাবীরবংশীয় ভেস্পেসিয়ান প্রভৃতি সম্রাটগণ, ট্রাজান, হাদ্রিয়ান ও আণ্টোনিয়াস্‌সহ সে ক্ষুদ্রস্বত্বের অতৃপ্ত-দাসনার

নিষিদ্ধ না হইয়া অপেক্ষাকৃত সরলভাবেই জীবনযাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালিগুলা বা নীরোর ন্যায় তাহারা অত্যন্ত তোষামোদ্যপ্রিয় ছিলেন না। তাহাদের এই সরল ও সরলভাবের পরিবর্তনে রোমে একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। সামরিক ও রাজকীয় শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল। কালিগুলা ও নীরো প্রথমে সেনা-বিভাগ কর্তৃক “ইম্পারেটর” বলিয়া সম্মানিত হইরাছিলেন এবং পরে সেনেট তাহাদের সেই শক্তিদান করেন। অকস্মাৎ রাজ্য-শাসকরূপের এই ভাবপরিবর্তনে রোমে কোন ভাবান্তর লক্ষিত না হইলেও, রোমবহির্ভূত প্রদেশে তাহার যথেষ্ট আভাস দেখা গিয়াছিল। স্পেনে লিজনকর্তৃক গালবার সম্মাননা হইতেই রোমে নূতন যুগের অবতারণা হইল। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে প্রিন্সেপদিগের নির্দ্বন্দ্বসম্মতি লিজন হইতে গৃহীত না হইলেও বস্তুতঃ তাহাদের অভিমতেই রাজা রাজশক্তিসম্পন্ন হইতেন এবং তাহা রক্ষার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সৈন্যবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হইত। এইরূপে জর্জাণ ও সিরির লিজনের অভিমতাহুসারে ভিটেল্লিয়াস ও ভেস্পেসিয়ান সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হইরাছিলেন। ডোমিসিয়ান বোদ্ধবেশ সগর্বে সেনেটে প্রবেশ করিয়া স্বীয় রাজ্যকালের সামরিক প্রভাব (Military character) জ্ঞাপন করিয়া যান। সম্রাট নেভার দত্তক বিখ্যাত বীর ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা ট্রাজান হইতেই সামরিকবিভাগের সর্বস্বয় কর্তা বা “ইম্পারেটর” পদ প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রিন্সেপের শক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

সম্রাট হাদ্রিয়ানের পর যথাক্রমে আণ্টোনিয়াস্‌ পাবাস্‌ (১৩৮ খৃঃ অঃ), মার্কাস উরেলিয়াস্‌ (১৬১ খৃঃ অঃ), মার্কাস আণ্টোনিয়াস্‌ (১৬১ খৃঃ অঃ), কোমোডিয়াস্‌ (১৮০ খৃঃ অঃ), থ্যাটিনাস্‌ (১৯২ খৃঃ অঃ), ডিডিয়াস্‌ জুলিয়ানাস্‌ (১৯৩ খৃঃ অঃ), এবং সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভেরাস্‌ (১৯৩ খৃঃ অঃ) রোমকসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে ‘টাইরাণ্ট’ নামে অভিহিত ছিলেন।

গালবা, ভিটেল্লিয়াস্‌ ও ভেস্পেসিয়ান্‌ সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইয়াই স্ব স্ব জন্মভূমি হইতে রোমে প্রবেশপূর্বক সেনেটের অভিমত গ্রহণ করেন। ট্রাজান ও হাদ্রিয়ান ভিন্ন প্রদেশ জাত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ট্রাজান সম্রাট পদলাভ করিয়াও এক বৎসরের মধ্যে রোমনগরে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু হাদ্রিয়ান সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইবার পূর্বে সিরিয়ার “ইম্পেরিয়াস্‌” গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সেনেটের সমক্ষে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ট্রাজান ও মার্কাস উরেলিয়াসের দিগন্ত-নির্দেশিত বিজয়কীর্তি

স্ববন্দোবস্ত ও প্রতিষ্ঠাতাতক হইয়াছিল; সুতরাং আবশ্যক বোধে রোম হইতে ভিন্ন স্থানে রাজপাটপরিবর্তনের ব্যবস্থা হুচিত হয়। পেন্টামিটিয়াস্ ব্যতীত ভেশেনিয়ান হইতে ওরেলিয়াস্ পর্যন্ত নরপতিবর্গ সেনেটের সহিত একযোগে হইয়া অতীব গুরুতর রাজকার্য সমুদায় সম্পাদন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে গ্রীক দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার প্রভাবে যখন রোমকগণের মানসিক শক্তি পরিবর্তিত হইল, তখন তাঁহারা জ্ঞানাত্মক প্রবৃত্তি হইয়া সমগ্ররূপে একটি সংস্কৃত রাজকীয় শাসনপদ্ধতির (Imperial System of government) আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা একমাত্র সম্রাটের হস্তেই সমগ্র শাসনপ্রণালী কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিলেন। হাদ্রিয়ান্ এ বিষয়ের উদ্ভোক্তা ছিলেন। তাঁহার এই অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারা রাজ্যের শাসন বিভাগের সমূহ উন্নতি সাধিত হইবার আশা ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং তৎকারী সাম্রাজ্যশক্তির অনেক হ্রাস ঘটিয়াছিল।

মার্কাস্ ওরেলিয়াসের মৃত্যু হইতে ডাক্সিসিয়ানের সিংহাসনাধিকার পর্যন্ত শতাব্দিকালে (১৮০-২৮৪ খৃঃ অঃ) রোমের প্রাচীন অগাঠান-পদ্ধতির সম্যক-বিলয় সাধিত হইয়াছিল। পটিনক্স সেভেরাস্ আলেক্সান্দার মাক্সিমাস্ ও বালবিনাস্ এবং টাসিটাস্ প্রভৃতি সম্রাটগণ সেনেট কর্তৃক রাজপদে নির্বাচিত হইলেও সেভেরাস্ আলেক্সান্দার ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অপর কেহই নিজনের আবশ্যকীয় আয়ুগত্যাভ করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর রোমক সম্রাটগণ প্রধানতঃ সেনা-সম্রাটের নির্বাচন দ্বারাই মনোনীত হইতেন। এই সকল সম্রাটগণ সীমান্তপ্রদেশবাসী নগণ্যব্যক্তির সন্তান। তাঁহারা ঐশ্বর্য-গর্বে মত্ত হইয়া পরের মর্শ্বেদনা বুঝিতে মর্ষ হইতেন না। অত্যাচার ও নিরুন্নতা তাঁহাদের অঙ্গের অন্তরঙ্গ হইয়াছিল। অমাহুতিক অত্যাচারে তাঁহারা সাধারণকে মর্ষ করিয়া আপন আপন পালবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। এই সকল নীচপ্রকৃতিক নৃপতিগণের নিকট সেনেট সর্বদাই অপদৃষ্ট, লালিত ও বিভ্রমিত হইতেন। তাহারা রাজ্যশাসনের উপযোগী এবং সমাচারী ও দয়াবান ছিলেন, তাঁহারাও সেনেটকে গবর্মেণ্টের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। সেপ্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ আফ্রিকাবাসী ছিলেন। সেনেটের নিকট হইতে অভিমত (Formal Confirmation) না লইয়া তিনি রাজকার্যভার গ্রহণের পথ প্রদর্শন করেন। রোমে থাকিয়াই তিনি “প্রোকন্সল” উপাধি ধারণ এবং কোরানে উপবেশনপূর্বক শাসন ও বিচারকার্য সমাধা না করিয়া প্রাসাদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরেই সেই সকল কার্য সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রিটোরিয়-রক্ষীদের প্রিকেটকেই সম্রাটের অধস্তন রাজকর্মচারিরূপে নিয়োজিত করিয়া যান।

ইহাতে তাঁহার অসীম প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার শিলাকলকে তিনিই প্রথমে সম্রাটকে “dominus” শব্দে উল্লিখিত করেন।

২৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিসিয়াসের অভ্যুদয় ও রোমসাম্রাজ্যাধিকার হইতে আমরা দানিয়ুস প্রবাহিত প্রদেশসমূহে কএকজন সুলক সম্রাটকে উপর্যুপরি রোমসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে পাই। সেই নরপতিগণের রাজ্যকাল হইতেই রোমসাম্রাজ্যের সামরিক ও রাজকীয় শক্তির পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং ক্রমশঃই তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতে “ইম্পিরিয়াল” ও “সেনেটোরিয়াল” প্রদেশ বিভাগ বিলুপ্ত হয় এবং রাজকোষ ও সম্রাটের নিজস্বের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। তখনকার সেনেটরগণ সামরিক ও রাজকীয়কার্যে স্বাধিকার-বিচ্যুত হন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিখ্যাত বীর ওরেলিয়ানের (২৭০-২৭৫ খৃঃ অঃ) যত্নে তাহা সম্পন্ন হইল। তিনি রাজ্য-শাসনের কঠোর দণ্ড স্বহস্তে লইয়া প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ বিলয় সাধন করিলেন। তিনি স্বীয় অধিকারকালে রোম-গবর্নমেন্টে ডাইওক্লিসিয়ানের অঙ্ককরণেই রাজশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য জনপদসমূহের সমৃদ্ধি অঙ্ককরণপূর্বক তিনি স্বীয় রাজসমৃদ্ধির গাভীরা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ক্লিয়ার্স্ সিজার রোমসাম্রাজ্যে সীমা বৃদ্ধি করিয়া, নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত যুক্তিবশে বিপর্য্যত রোমীয় জগতের শাস্তি বিস্তার বিষয়ে তিনি কিছুই করিয়া যান নাই।

রোমসাম্রাজ্যের  
সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত

মহাভূতব অগাঠাস্ দীর্ঘশাসনবিক্ষেপে  
সুবুদ্ধিবলে সেই কার্য সমাধা করিয়া যান।

রোমীয় প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত সেনাপতিবৃন্দ এবং স্ত্রায় সিজার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভূভাগ জয় করিয়া যান, সুতরাং আফ্রিকার মরুপ্রদেশ ও আটলান্টিক মহাসমুদ্র ভিন্ন রোমরাজ্যসীমা আর অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই। সিজার গলরাজ্যজয় করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অগাঠাসই এই সকল জনপদে স্থলযুদ্ধ শাসনপদ্ধতি বিস্তার এবং রাজশক্তির পত্তন করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ রাজকীয় বিধিতেই তিনি রোমরাজ্য-সীমারক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন।

২৫ খৃঃ পূঃ নিউমিডিয়ারাজ্য প্রাচীন আফ্রিকা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, এবং তৎসংলগ্ন ইজিপ্তজনপদ একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পরিগণিত হয়। স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাংশবাসী অসভ্য পার্শ্বভা-জাতিকে জয় ও লুণ্ঠিটানিয়ার শাসন বিস্তার করা হইয়াছিল। ২৭ খৃঃ পূঃ অগাঠাস্ আকুইটানিয়ার গলডুনেন্সিস্ ও বেলজিকা প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করিয়া ইউক্লাইন হইতে জর্জনাগরতীর পর্যন্ত

রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। তৎপরে তিনি তাহার দক্ষিণস্থিত মিসিয়া (৬ খৃঃ অঃ), পানোনিয়া (৯ খৃঃ অঃ), নোরিকাম্ (১৫ খৃঃ পূঃ), রিটিয়া (১৫ খৃঃ পূঃ) ও গালিয়া-বলজিকা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকারপূর্বক স্বশাসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা শাস্তিহাপন করিতে চেষ্টা পান। ৯ খৃষ্টাব্দে ভেল্লেন্সের পরাজয়ের পর, তিনি রাইন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে অগ্রসর হন নাই, তাঁহার বংশধর টাইবেরিয়াস্ শিল্পা টিউটোবার্গেনিসের বিপত্তির প্রতিশোধ লইয়া জর্মানিকাসকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করেন এবং ১৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর দানিউবের মার্কোমন্নি প্রদেশের রাজা মারবোভোডুরাস্ সহিত সন্ধি করিয়া তিনি স্বীয় পিতার নির্দিষ্ট আশ্রয়পক্ষ স্বরক্ষার বন্দোবস্ত মনোনীত করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাইন নদীতীরে, উত্তর ও নিম্ন জর্মানিতে, দানিউব সীমান্তে এবং পানোনিয়া ও মিসিয়ার চারিদিকে রোমীয় লিজন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসরকারের নিরোজিত লিগেটগণ ঐ সকল সেনাদলের অধিনায়ক হইতেন। আবশ্যক-মতে স্থানে স্থানে ছাউনী ও সৈনিকোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নদী-বক্ষে ছিপে চড়িয়া সেনাদল অহরহঃ গমনাগমন করিয়া আততায়ী শত্রু অথবা বিদ্রোহী প্রজার মনে ভীতি উৎপাদন করিত।

অগাষ্টাস্ রোমসাম্রাজ্যের শাস্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। পরবর্তী সম্রাটগণ সকলেই স্বদক্ষ ছিলেন, তাহারা অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যাশাসন করিয়া গিয়াছেন। গেরাস, ক্লডিয়াস্ ও নীরো চরুর্কিবশতঃ ও অত্যাচারনিবন্ধন রোম ও ইতালীবাসীকেই উত্তাড়িত করিয়াছিলেন। রাজ্যের অপর কোন স্থানে তাহাদের স্বৈরাচারিতার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। নীরোর মৃত্যুর পর, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটগণের বিরোধজনিত যুদ্ধে রোম-সাম্রাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, ভেস্পেসিয়ান্ তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া যান। ওথো, ভিটেলিয়াস্ ও ভেস্পেসিয়ানের পরস্পর যুদ্ধের অবসরে ৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিসের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ট্রাজান্ হাদ্রিয়ান্ ও আন্টোনিয়াস্ দ্বয় স্ব স্ব অসাধারণ শক্তিবলে রোমসাম্রাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পুনরাবির্ভাব করিতে সমর্থ না হইলেও, স্বশাসন ও শাস্তিহাপনে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ক্লডিয়াস্ বৃটেন জয় করিতে অগ্রসর হন। আগ্রিকোলা (৭৮-৮৪ খৃঃ অঃ) তথাকার উত্তর দেশ জয় করিয়া “হাদ্রিয়ান্-প্রাচীর” দ্বারা রোমকাদিকার নির্দেশ করিয়া যান। ১০৭ খৃষ্টাব্দে বর্করজাতির আক্রমণে ভীত হইয়া ট্রাজান্ নিম্ন দানিউব প্রদেশে অভিযান করেন এবং ডাকিয়ারাজ ডুসে-বালাস্কে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। তদবধি ২৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশ রোমাদিকারে ছিল।

সম্রাট ট্রাজান্ আরাবিয়া-পিট্রিয়া প্রদেশ রোমসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

মার্কাস্ ঔরেলিয়াসের রাজত্বকালে (১৬২-১৭৫ খৃঃ) মার্কো-মন্নি প্রভৃতি অসভ্যজাতি সীমান্ত হইতে দলে দলে আসিয়া রোম-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাহারা ধীরে ধীরে উত্তর দানিউব প্রদেশ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ রিটিয়া, নোরিকাম্ ও পানোনিয়া প্রদেশ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া আরম্ভ অতিক্রমপূর্বক ইতালী প্রান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। এই বৈদেশিক বর্করদিগের সহিত রোমরাজকে চতুর্দশ বর্ষ যুদ্ধ করিতে হয়।

রোমের হৃদয় পূর্বপ্রান্তেও ঐরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। পার্থিয়া, আর্মেনিয়া ও ইউফ্রেটস্ তীরবর্তী প্রদেশে রোমের রাজ-নৈতিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ট্রাজান্ যে সকল স্থান অধিকার করিয়া যান, হাদ্রিয়ান তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কিন্তু সেপ্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে রোমীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্বা-বহার অনেক পরিবর্তন ঘটান। ১৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কাস্ ঔরেলিয়াসের মৃত্যু ঘটে। তদবধি ২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্যুপরি যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনবিশৃঙ্খলার রোমসাম্রাজ্যে একটা ঘোর বিপর্যয় উপস্থিত হয়, কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস্, ডেসিয়াস্ ক্লডিয়াস্, ঔরেলিয়ান্ ও প্রোবাস্ প্রভৃতি রণচর্যদ সম্রাটগণের কঠোর শাসনে তাহা ধ্বংসমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু অুবিশাল রোমসাম্রাজ্যে রাজকীয় শক্তির স্রাব্যবস্থা-সংস্থাপনার্থ বিশেষ কোন নৈতিক পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে কাব্যতঃ ও অংশতঃ বাহা কিছু সাধিত হইয়াছিল; খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে রোমসাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা বা লিজনের অধিনায়কগণের পদস্ফারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ভয়াবহ ধারাবাহিক যুদ্ধবিগ্রহ সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই রোমসাম্রাজ্যের বিধিবদ্ধ গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়া যায়। ঐ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিগণ রাজস্বকুট শিরে ধারণ করিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ২১১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাওক্সিয়ানের রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত কিছু কম ২৩ জন সম্রাট অগাষ্টাসের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে কেবল মাত্র তিনজনের অতীত শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। ডিসিয়াস্ গথজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, ভালেয়িয়ান্ হৃদয় পূর্বপ্রান্তে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধকার মধ্যে কলুষ-পূর্ণ জীবনের অবসান করেন এবং ক্লডিয়াস্ সেই দুদিনের মহা-মারীতে জীবন হারাইলেন।

রাজস্বকুট-আহরণোদ্দেশ্যে জনসংকরকারী এই সকল অভিমতী সম্রাটগণ “স্টাইরান্ট” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।



কোমোডাস নিজ বুদ্ধিভাবে ও অত্যাচারিতার ক্রমশঃ রাখে বিশ্বশ্রী বটাইলেন। প্রথমে তিনি পিতার সমুদ্র সেনাদল লইয়া ক্রীকর্ষাবিমুক্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনবৎসর-কাল তিনি স্বীয় পিতার বিশ্বস্ত পূর্বতন রাজকর্মচারীদের দ্বারা রাজকর্ম পরিচালনা করিয়া লইতেন। কিন্তু অচিরে তিনি পারিষদবর্গের প্ররোচনার উৎসরের পথে প্রেরিত হইলেন। মণ্ডপান ও বেত্রাসক্তি দোষে তাঁহার জীবন কলঙ্কময় হইয়া উঠিল। মন্তকবিবর্তিতর সঙ্গে তিনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে তাঁহার শত্রুদল জীবননাশের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। তাঁহারাই ভগিনী লুসিলাস্ ডেক্সের বিধবা পত্নী ও ক্রুডিয়াস্ পম্পিয়েনাসের দ্বিতীয়-পরিণীতা রমণী লুসিলা ভ্রাতার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আক্ষিথিয়েটার হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনকালে সম্রাট কোমোডাস গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ১০৯খৃঃ অঃ ৩১ ডিসেম্বর লুসিলা নির্দাসিত হইলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুতে সাধারণে শোকপ্রকাশ না করিয়া সাধারণের রাজধানীর প্রফেক্ট পাটিনাক্সকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। তখন অন্ততম কমল সোসিয়াস ফাল্গো তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসনাধিকারে প্রয়াস পান। পাটিনাক্সের অভ্যুদয়ে তিনি সমলে বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুর ৮৬ দিন পরে (১৯৩ খৃঃ অঃ ২৮এ মার্চ) ৩শত “প্রিটোরীয় গার্ডস্” নামক রক্ষিসৈন্য অলঙ্কিতভাবে প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া পাটিনাক্সকে নিহত করে। তদনন্তর তাহারা নগরপ্রাচীরস্থ উকভূমে দাঁড়াইয়া উচ্চমূল্যে রোমসাম্রাজ্য বিক্রয় করিতে থাকে। অবশেষে ও সম্রাটের স্বপুত্র সার্ডিয়াস্ সাল্পিসিয়ানাস্ ও প্রসিক্ ধনী সিনেটর ডিডিয়াস্ কুলিয়ানাস্ ক্রেতারূপে অগ্রসর হন। সেই দিনে সেইরূপে ডিডিয়াস্ প্রত্যেক সৈন্যকে দুইশত পাউণ্ড মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার রাজপদ গ্রহণ করেন। তৎকালে এই রক্ষি-সেনাদল অর্থলাভের আশায় কুলিয়ানাস্কে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া নগর মধ্যে লইয়া চলিল; কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে সন্নিবেশিত প্রিটোরীয়-গার্ডস্ দলের এইরূপ অস্ত্রাঘাত অত্যাচার সাধারণের অন্তরে অসন্তোষান্বিত জ্বালাইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা রোমের সুদূরপ্রান্তে বাইয়া উপনীত হইল। তখন বুটেন সিরিয়া ও ইলিরিকামস্থিত রোমীয় সেনাবৃন্দ প্রিটোরীয় সেনাদলের পাটিনাক্স হননরূপ ঘণিত ব্যবহারের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন এবং এই অসহপায়লক অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তখন তাহারা স্ব স্ব সশস্ত্র অধিনায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া উপরোক্ত হত্যাকারীদের দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইল। বুটেনস্থিত লিজনের নায়ক ক্রোডিয়াস্ আলবিনাস্, সিরিয়ার সেনাপতি ও

পিসিসেনিয়াস্ নাইগার এবং পানোনিয়া বেনাথলের অধ্যক্ষ সেন্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ পাটিনাক্সের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসন পাইবার আশায় যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। লুগুডুনাং রণক্ষেত্রে হেলেনস্পন্ট ও সাইলিসিয়ার যুদ্ধে এবং বৈজয়ন্তী নগর অবরোধকালে জীবন যুদ্ধে আলবিনাস্ ও নাইগার-পরিচালিত প্রতিপক্ষ রোমকসৈন্য নায়কসহ নিহত হইল। ধরা নররক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরাগ্রণী সেন্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ এইরূপে শত্রুপক্ষ নাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত নীতিবৎ পাপিনিয়ান্ তাঁহার অধিকারকালে মোটিনাসের পর “প্রিটোরিয়ান্ প্রফেক্ট” হইয়াছিলেন। উক্ত পাপিনিয়ান্ ব্যতীত, তৎসাময়িকগণের অধিকারকালে পলাস্ ও উলপিয়ান্ নামক অপর দুইজন ব্যবহারবিৎ সমুদ্রুত হন। তাঁহাদের লেখনী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে রোমের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রথম পত্নীর বিরোধে সেভেরাস্ এমেলাবাসী কুলিয়া ডোম্মা নামী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণী রোমসাম্রাজ্যী হইয়াও এবং নানা সঙ্গণে ভূষিত হইলেও চরিত্রহীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে কারাকাল্লা ও গোটানামে দুইটা চরিত্রহীন ও পাশবপ্রকৃতি প্রতিমূর্তির আবির্ভাব হয়। ২০৮ খৃষ্টাব্দে যষ্টিপরবৃদ্ধ সেভেরাস্ পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বুটেনবিজয়ে গমন করেন। কিন্তু রণজয় করিয়াও তিনি পুত্রদ্বয়ের অসম্মতবাহারে ভয়মনোরথ হন। কারাকাল্লা তাঁহার শেষ দিনে তাঁহাকে গোপনহত্যার ষড়যন্ত্র করেন। বিশ্বস্ত লিজনের সতর্কতায় তিনি রক্ষা পান। সেভেরাস্ কঠোর শাসনপ্রথার বশবর্তী হইয়া পুত্রকে নানারূপ পীড়ন করেন ও ভয় দেখান। তাহাতেও পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইল না দেখিয়া তিনি অবশেষে ৬৫ বর্ষ বয়সে ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইয়র্ক নগরে চিরশান্তি ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সৈন্যদলে সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই সেনাসমাজেরই পুত্র; কিন্তু হৃর্তাগ্য পুত্রদ্বয় পরস্পরে মিল রাখিতে পারে নাই।

সম্রাটের মৃত্যুর পর, সৈন্যদল ভ্রাতৃত্বকে রোমের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন তাহারা অর্ধনির্জিত কালিডোনিয়-দিগকে শাস্তিভূমে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাপনান্তে রাজত্বকে উপবেশনার্থ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গল ও ইতালী অতিক্রম করিতে না করিতেই উভয় ভ্রাতার মনোবিবাদ ঘটিল। এমন কি সেনেট ও সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহাদের বক্তৃতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা পরস্পরে যুদ্ধ দেখা-দেখি করিতেন না, সুতরাং পিতার আদেশ মত তাহারা রাজ্য-বিভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ কারাকাল্লা দূরোপ ও পশ্চিম

আফ্রিকা প্রদেশ পাইলেন এবং গোটী এমির ও মিশর প্রদেশ লইয়া আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্তর্গত রাজধানী স্থাপন করিলেন। দুইটা কেন্দ্রে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বরায় আন্তর্জাতিক বিবাদের সূত্রপাত হইল। যুরোপীয় সেনেটর প্রোমে রহিলেন এবং এমিরাবাসী পূর্ববিভাগীয় সম্রাটের পদাধ্বসরণ করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে দাতা কুলিয়া উভয়ের বন্দনা ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে উভয়কে সংগ্রহে অবস্থানপূর্বক পুনর্নির্দেশের চেষ্টা পান; কিন্তু কারকান্নার বড়রয়ে সেইখানেই গুপ্তবাতক-দিগের হস্তে গোটী জীবন হারান।

প্রাত্যেকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কারাকান্না প্রাণের আগন্ধা জানাইয়া সেনাবৃন্দ ও দেবমন্দিরের সমক্ষে জীবন তিস্কা চাহিলেন। সেনেট ও সেনাদলকর্তৃক আশ্রয় হইলে তিনি যথারীতি মৃত সম্রাটের সৎকার করাইয়া ২১২ খৃষ্টাব্দে একেশ্বর অধীশ্বর হইলেন।\*

গোটীর মৃত্যুর একবৎসর পরে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববিভাগীয় প্রদেশসমূহের শাস্তিবিধানার্থ তৎক্ষেপে গমন করেন। তাঁহার শাসনে পূর্বরাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-প্রভেদ প্রবাহিত হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ভীষণ হত্যা-কাণ্ড সাধিত হইল। ওপিলিয়ান্স মাক্রিনাশ দেওরানী (civil) বিভাগের এবং আড্ডেন্টিয়াম সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা হইলেন। সম্রাটের আত্মকৃত্তিতাই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার অনাচারে সেনাদলও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। মাক্রিনাশ ভবিষ্যৎগণীর বশবর্তী হইয়া সাম্রাজ্য পদলাভে সচেষ্ট রহিলেন। ২১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ এডেসা হইতে কড়হিতে তীর্থযাত্রাকালে কারাকান্না মার্সিয়ালিস নামক জনৈক শরীর-রক্ষীর হস্তে নিহত হইলেন।

কারাকান্নাকৃত্যর পর তিনদিন পর্যন্ত রোম সিংহাসন রাজ-শূন্য থাকে। তৎপরে প্রেষ্ঠপ্রেক্টে আড্ডেন্টিয়ামের অভিমতে সকলেই মাক্রিনাশক রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় দশমবর্ষীয় পুত্র ডারাদুমেনিয়ানাসকে আন্টোনিয়ানাস নাম ও রাজোপাধি দান করিয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার অতিপ্রায় ছিল বাৎকের মোহন-মুষ্টিতে বুদ্ধ করিয়া সেনাবৃন্দের বিতরণপূর্বক স্বীয় সংশয়পূর্ণ সিংহাসন হ্রদ্ব করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রাজমাতা কুলিয়া ডোম্নার ভগিনী কুলিয়া মিলাকে অস্ত্রিকের রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গমনের আদেশ দেন। এই রবণী বহ-ধনরত্ন ও স্বীয় সৌমিরাস ও মামিরা নারী-বিধবা কস্তায়কে সঙ্গে লইয়া এমেলার উপনীত হন এবং অপবন শিল্পোপাধি করিয়া ডমরা সৌমিরাসের পুত্র বাসিয়ানাসকে সম্রাট করিয়া কারা-

কান্নার বিবাহিতাপুত্রীগর্ভজাত পুত্র বমিয়া বোধগা করেন। সেনাদল মিস্যর ধনে পুষ্ট হইয়া বাসিয়ানাসকে অস্ত্রিকেন্স নামে সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। মাক্রিনাস কাঁকরে পড়িলেন। কূচক্ষে পড়িয়া তিনি অস্ত্রিকের অধিবর্তী ইজির বৃক্ষে পরাজিত হইলেন! তাহার সঙ্গে, পুত্র ডিরাদুমেনিয়ানাসের অদৃষ্ট বিচূর্ণ হইয়া গেল। শত্রুমিত্র সকলেই বিজ্ঞেতার ছত্রতলে সমাগত হইল। কারাকান্নার ক্রান্ত পুত্র বাসিয়ানাস এমেলার সূর্যমন্দিরের দেব-মুষ্টির নামাঙ্কসারে ইলাগাবাসাস অস্ত্রিকেন্স নাম ধারণ করিয়া ইজির বৃক্ষ হইতেই রোমসাম্রাজ্যোদয় হইল (খৃঃ অঃ ২১৮, ৭ই জুন)।

সৌমিরাসের পুত্র রাজা হইলেন এবং মামিয়ার পুত্র আলেক-সান্দার তাঁহার সহযোগিতাপে রাজসংসারে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নব্যসম্রাট মাসকৃত প্রান্তার দ্বীয়ার কাতর হইয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা পান। প্রিটোরিয়ান গার্ডস দল বালক আলেকসান্দারের প্রাণরক্ষার জন্ত অগ্রসর হন। একদিন এই প্রিটোরিয়া গার্ডস দল তাহাকে রাজপথে আনিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে (২২২ খৃঃ অঃ ১০ মার্চ)। সেনাদল মাক্রিনাসের প্রাণনাশকারী ১৭শ বর্ষীয় আলেকসান্দারকে সিংহাসন দান করেন। তদনুসারে আলেকসান্দার সেভেরাস নাম গ্রহণপূর্বক সম্রাট হন। আলেকসান্দার দুর্ভাগ্যবশতঃ পারশ্বাভিযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাইন নদীতীরে স্বীয় সেনাদল সমবেত করিলেন এবং মাক্সিমিন নামক একজনকে নতুন সেনাদল গঠন ও তাহা-দের শিক্ষার ভার দিলেন। ঐ ব্যক্তি ক্রমে প্রধান সেনানায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের চরিত্রদোষে ও অত্যাচারে উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধিত হইয়া সৈন্যদল বড়বয়সপূর্বক তাঁহার জীবন নাশ করিল এবং তদুৎপত্তি তাঁহার মাক্সিমিন্কে (২৩৫ খৃঃ অঃ ১৯ই মার্চ) সম্রাটপদে আরোহণ করাইল।

মাক্সিমিন্কে স্বাবাসী সামান্য কৃষকসন্তান উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী 'টাইরান্টের' স্থায় সাধারণের সর্বস্ব লুণ্ঠনে মানস করিলেন। অর্থলোভের বশবর্তী হইয়া তিনি দেবমন্দিরের পূজা-ব্যয় হ্রাস করিয়া ও প্রতিমার সঙ্কিত অর্থ লইয়া আপনার উদর-পূরণের চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার এই ধর্মানাশক লুণ্ঠনকাণ্ডে সমগ্র সাম্রাজ্যবাসী ও সেনাবৃন্দ উচ্চত হইয়া উঠিল। থিসড্রুস নগরে আফ্রিকার প্রোকন্সল গর্ডিয়ানাসের অধীনে বড়বয়সকারী দল সম্রাটের ধ্বংসাধন করিল।

অস্বীকৃতপরবৃদ্ধ গর্ডিয়ানাস অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহী দলে লিপ্ত হইয়া স্বীয় পবিত্র জীবন আন্তর্জাতিক বিপ্লবজনিত রক্তপাতে কলুষিত করিলেন। বৃদ্ধ গর্ডিয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সন্মুক্তি সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ান বীরত্ব ও দৃঢ়তায় সহিত তাহা রক্ষায় তৎপর



কার্বেজ নগরে তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রিটোরীয় গার্ডস্-সেনাবলের মারক ডিটালিয়ানাস্ নগররক্ষার জন্ত নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারিতার সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া সেনেট ও নগরবাসীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রজাবিরোধে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল, তখন গর্ডিয়ানস্ অর্থলোভে সেনাদলকে বশীভূত করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিয়া রাখিলেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। ২৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মোরটানিয়ার শাসনকর্তা কালিলিয়ানাস্ অরক্ষিত কার্বেজ প্রবেশ আক্রমণ করিলেন। কনিষ্ঠ গর্ডিয়ান্ রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ গর্ডিয়ান্ আত্মহত্যা করিলেন। তিনি ৩৬ দিন মাত্র রাজত্ব করেন।

এদিকে গর্ডিয়ানস্‌দের মৃত্যুতে আলম্প্রাপাত করিয়া রোমীয় সেনেটরগণ মাক্সিমাস্ ও বালবিনাস্কে একত্র সম্রাটপদে বরণ করিলেন। মাক্সিমাস্ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৃদ্ধকার্য্যে লিপ্ত রহিলেন এবং সুবাস্তী ও কবি বালবিনাস্ রাজবিধির প্রভাব-বিস্তারে যত্নবান্ হইলেন। মাক্সিমাস্ সৌরমতীয় ও জর্জন জাতিকে পরাজিত করিয়া সেনানায়কত্বের বখেট পরিচয় দিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন এই সম্রাটের বিরোধে সবে মত্ত হইয়া দেবমন্দিরসমূহে পূজাদানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একটা জনসমাজ সেই সুখশান্তি ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল যে, “গর্ডিয়ান্ বংশধরকে লইয়া তিনজন সম্রাট নির্বাচন করা হউক।” সম্রাটের স্বল্পসেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধের য্থা চেষ্টা পাইলেন, তাহারা বৃদ্ধ গর্ডিয়ানের পৌত্র এবং কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানের ভ্রাতৃপুত্র গর্ডিয়ান্কে সিজার নাম দিয়া সর্বসমক্ষে সমুপস্থিত করিল। এই বিরোধ উপশমিত হইলে রোম আশ্রয়কার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

রাজদ্রবী উক্ততত্ত্বাব মাক্সিমাসের সহিত বিশাল রোমসাম্রাজ্যে সুশাসন বিস্তারকালে বালবিনাসের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সমগ্র নগর ক্যাপিটোলাইন-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিল। সম্রাটের রাজ অন্তঃপুরের নিহৃতকক্ষে বিশ্রামস্থ অশ্রুতব করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদল প্রিটোরিয় গার্ডস্ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেনেটের নির্বাচিত সম্রাটের অঙ্গ রাজাভরণপুঞ্জ ও গুণবিধি করিয়া ফেলিলেন (৩২৮ খৃঃ ১৫ই জুলাই)।

এইরূপে একে একে ছয়জন দুর্ভাগ্য সম্রাট কএকমাসের মধ্যে বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীর হস্তে জীবনপ্রাণীপ নির্বাপিত করিল, গর্ডিয়ান্ প্রজাপুঞ্জের অশ্রুগ্রহে রাজতত্ত্ব উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাতার অশ্রুগ্রহীত খোজা তাঁহার বাল্যবয়সে বিস্তর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারপরাধ হইয়াও নিশ্চিত হইল না। অবশেষে তাহারা

বালক সম্রাটের ছই চকু অন্ধ করিয়াছিল, তখন (২৪৩ খৃঃ অঃ) সম্রাট প্রাপ্তবয়স্ক প্রধান মন্ত্রীর নিকট পলাইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার বিখ্যাত পরামর্শদাতা ও প্রিটোরিয়-প্রক্টে মিসিথিয়াস্ সম্রাটের পক্ষ হইয়া মিলোপোটোমিয়া-আক্রমণকারী পারস্তপতিকে পরাজিত করেন। সেই ঘটনা অরণ রাখিবার জন্ত তিনি ২৪২ খৃষ্টাব্দে জার্মেনির মন্দিরদ্বার খুলিয়া দিলেন।

পারস্তসৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট তাহাদের পশ্চা-চ্ছাবিত হইলেন এবং অধঃস্থিত ইউক্রেটিস্‌তীর হইতে টাইগ্রীস্ সীমান্ত পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া সেনেটকে স্বীয় সচিবের প্রথর বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মিসিথিয়াসের মৃত্যুতে সম্রাট গর্ডিয়ানের সমুদ্রির অবসান হইল। তিনি আরব-দেশজাত এসিঙ্ক দল্মা ফিলিপ্কে প্রক্টে পদে নিয়োগ করিয়া আপনায় মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিলেন। ফিলিপ্ সাম্রাজ্যলোভে প্রেরণী হইয়া সৈন্তগণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তে-জিত করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সৈন্যদল আবোয়াস্ নদীতীরে তাঁহার মন্তক দেহসহই হইতে বিচ্যুত করিয়া অধিনায়ক ফিলিপ-কেই রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন।

ফিলিপ পূর্বদেশ হইতে রোমে আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি রোমবাসীর অন্তর হইতে স্বীয় নীচ-বংশোদ্ভবতা লোপ করিবার জন্ত পবিত্র ক্রীড়া-সমূহের প্রচলন করিলেন। অগাঠাসের পর ক্লডিয়াস্, ডোমিটিয়ান্ ও সেভেরাস্ বাতীত আর কেহ এই ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব কালের ২৪২ খৃষ্টাব্দে মিসিনাস্ লিজনদিগের মধ্যে ঘোর-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মারিনাস্ নামক রাজানুগৃহীত জনৈক সেনাপতি বিদ্রোহিসদের নেতৃত্বগ্রহণ করেন। তখন সম্রাট ডিসিয়াস্ নামক জনৈক সেনেটরকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ করিলেন। ডিসিয়াস্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইজাডেশে সেনাদলের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মিসিয়ার লিজনসমূহের অশ্রুয়োদে রাজবিরুদ্ধে অগ্রদারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাদল তাঁহাকেই রাজমুকুট পরাইয়া সমলে অগ্রসর হইলেন এবং ভেরোগার যুদ্ধে ফিলিপ্কে পরাস্ত করিয়া ডিসিয়াস্কে রোমীয় জগতের সম্রাট, বলিয়া মনোনীত করিলেন।

ডিসিয়াস্ কএকমাস নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াই সীমান্ত আক্রমণ-কারী গথ-জাতিকে দণ্ডবিধানার্থ দানিয়ুব তীরে উপনীত হইলেন। এদিকে এক দল ডাকিরা-প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মিসিয়ার অন্ততম রাজধানী মার্সিনোপোলিস্ অবরোধপূর্বক লুণ্ঠনগণ বহু অর্থ অধিকার করিয়া লইল। গথ-সেনাপতি নিজা ডিসিয়াস্কে সমলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া

পলায়ন করিলেন। গথগণ পশ্চাতে ছুটিয়া খুসের নিকটবর্তী হিমাল্ পার্শ্বের পাদমূলস্থ কিলিপোপোলিস-নগর অবরোধ করিল। ডিসিরাস তাঁহাদের অধুবর্তন করিয়াও বুরগুনগতের ভয়ে অগ্রসর হইলেন না। শত্রুদল একদিন অকস্মাৎ সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিল, রোমকসৈন্য উদ্ভ্রান্ত হইলে কিলিপোপোলিস শত্রুর হতগত হইল। ডিসিরাস নবীন উদ্ভ্রমের সহিত পুনরায় সৈন্যদল গঠন করিয়া আত্মত্যাগীবিগকে শাতিদানে ও রোমের প্রথোগোরব উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু এমার তিনি রোমকসৈন্যের অবনতির প্রধান কারণ হুইতে পারিলেন। উৎকণ্ঠ প্রহরণ যথাকালস্থলিলে তখন সমগ্র রোমই নিমজ্জিত, তাহাদের মস্তক অর্থলালসার বিকৃত এবং রীতি-নীতি হীনাবস্থা-পূর্ণ। সম্রাট এই জাতীর অবনতির আমূলসংস্কারের জন্য ভালেয়িয়ানকে নিযুক্ত করিলেন। গথ জাতির উপর্যুপরি আক্রমণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তিনি এই জাতীর-কালিমা উদ্মূলন করিতে অবসর পাইলেন না। সিরিয়া প্রদেশের কোরাম টেবোনিয়াই নামক নগর সান্নিধ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। সম্রাট সপ্ত এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

রোমীয় লিজন তখন ভয়মনোবধ হইয়া ডিসিরাসের পুত্র হটিলিয়ানাসকে সম্রাট করিলেন (২৫৩ খৃঃ অব্দঃ ডিসেম্বর) এবং গাল্লাস্ তাঁহার হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালন করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা গথ-শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। এই দুর্দিনের সময় অকস্মাৎ হটিলিয়ানাসের মৃত্যু হয়। লোকে গাল্লাসের প্রতি সন্দেহকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। তাহারা তাঁহার সমুত্তরে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিল।

গথ-হস্তে রোমক প্রভাব ধ্বংস ও বর্তমান সম্রাটের দৌর্ভাগ্য অবগত হইয়া নতুন বর্করসম্রাটের পার্শ্বতীর প্রান্তের দ্বায় রোমসাম্রাজ্যে উপনীত হইল। পানোনিয়ার শাসনকর্তা এমিলিয়ানাস রাজার নিশ্চেষ্টতাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং সেনাদল লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বর্করদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হানিহুব নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেন। এমিলিয়ানাসের অধুত বীরত্ব দেখিয়া সেনাদল সেই রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল।

সম্রাট গাল্লাস্ এই সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞোহিসেনাদলকে ও সহযোগীকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য স্পোলেটো-রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তখন গাল্লাসের পক্ষীয় সেনাদল এমিলিয়ানাসের বলবীর্ঘের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারই প্রাণবলয়ন করিল। গাল্লাস্ ও তাঁহার পুত্র ভোলুসিয়ানাস সেনাদলের হস্তে নিহত

হইলেন এবং তাঁহা হইতেই অন্তর্বিগ্রহের অবসান হইল (২৫৩ খৃঃ অব্দঃ)।

উক্ত বর্ষের মে মাসে এমিলিয়ানাস রাজসম্মান লাভ করিলেন। তিনি সেনেটের হস্তে শাসনবিভাগের ভারার্ণ করিয়া স্বয়ং রোম-রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে উত্তর ও পূর্বদিকে বর্করজাতির বিরুদ্ধে সৈন্যপতা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হয় নাই। কারণ গাল্লাস্ ইতিপূর্বেই ভালেয়িয়ানকে সৈন্যসংগ্রহার্থ গল ও জর্জনিতে প্রেরণ করেন। ভালেয়িয়ান দণ্ডবল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সংঘর্ষের পূর্বে সেনাহস্তে এমিলিয়ানাস নিহত হইলেন (২৫৩ খৃঃ অব্দঃ আগষ্ট)।

সেন্সর ভালেয়িয়ান ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যোত্তর হইলেন; কিন্তু পুত্র গাল্লিয়েনাসের হস্তে রাজকাৰ্য্যের কতক ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। ইহাতে রাজ্যময় বোর বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগিল। ফ্রাঙ্কস্, গথ, আলেমনি ও পারসিকগণ উপর্যুপরি রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা স্বয়ং বুদ্ধার্থ পূর্বাভিমুখে সৈন্তে অগ্রসর হইলেন, গাল্লিয়েনাস্ রাইন তীরে ছিলেন। সেনাপতি পম্পুয়াস ফ্রাঙ্কসদিগকে পরাজিত করিয়া গলরাজ্য রক্ষা করিলেন এবং আলেমনিদিগকে রোমীয় প্রজাবর্গ পরাস্ত করেন। বর্করজাতিকে পরাস্ত করিয়াও গাল্লিয়েনাস্ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ তৎকালে সেনেট মহাষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মিলান নগর সম্মিলিত সন্থ আলেমনি-সৈন্য পরাভূত করিয়া মার্কোমর-রাজতনয়া পীপার পাণিগ্রহণ করেন।

যখন গথজাতি বজ্রাঙ্গোত্তর দ্বায় গ্রীসের প্রবেশসমূহ ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত ছিল, তখন পারস্তরাজ সাপুর্ গুপ্তভাবে আর্মেনিয়া-পতি খুসকে নিহত করিয়া তদধিকারভুক্ত প্রদেশ স্বীয় রাজ্যসীমা-ভুক্ত করেন। ইহাতে আর্জেন্টারসের পুত্র জুজ হইয়া ইউ-ফ্রেটিস নদীর উত্তর তীর মক্কায়ে পরিণত করেন। ভালেয়িয়ান তাঁহার প্রতিবিধানার্থ ইউফ্রেটিস তীরে উপনীত হইলেন। নবী অতিক্রম করিবারাই পারস্তসম্রাট শাহ সাপুর্য়ের সৈন্যদল তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল (২৬০ খৃঃ অব্দঃ)। এই সময়ে বিখ্যাত বীর ডিমোহেনিস কাপাডোকিয়ার রাজধানী সিজারিয়া-রক্ষার ব্যাপৃত ছিলেন। শাহ সাপুর্ অস্বাভাবিক করিয়া রোমক-সম্রাটের কর্ত্তবে পদবলিত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার চর্য্যে খড় পুরিয়া পারস্তবিজয়ের কীর্ষি বরণ রাজপথে হাপন করেন।

গাল্লিয়েনাস্ পিতার মুক্যতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনিই এংন রাজকুমাৰিণী। তাঁহার বাহ্যিকভাণ্ডে, কবিশ-পাঠে, উচ্চ নপরিপাঠে এবং উৎকৃষ্ট পাচকভার সজ্জাই তাঁহার উপর প্রীত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভায় নীচপ্রভৃতির

সম্রাট আর রোমসিংহাসন কলঙ্কিত করে নাই। তাঁহার এই খ্রীষ্টান রাজ্য ক্রমশঃ বৈদেশিকের বিপক্ষে বীভৎস আকার ধারণ করিল। বর্করগণ রোমসাম্রাজ্য আত্যাচারিত করিতে লাগিল। আলেকসান্দ্রিয়ার আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ সুসুস্থিত হইল। সিসিলীতে দ্রুগেলের প্রাচুর্য্য জন্ম রাজকর রহিত হইয়া গেল। ইস্টেরিয়ার টিবেল্লানাস্ রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বাদশবর্ষ যাবৎ ক্রমাগত এইরূপ বিদ্রোহ বিস্তৃত এবং পঞ্চদশবর্ষ-ব্যাপী মহামারীতে রোমনগর ধ্বংসপ্রায় দেখিয়া তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আলেকসান্দ্রিয়ার প্রায় অর্দ্ধাংশেরও অধিক লোক হতভিক্ষিত প্রকোপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন সেনাবর্গ "বেজাচারী রাজার পাশে রাজ্যনষ্ট" জ্ঞান করিয়া দানিয়ুব নদীকূলে উত্তরওলাসের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া আন্ডার রণক্ষেত্রে গাল্লিয়েনাসকে পরাভূত করিল। গভীর রাতে গুপ্তচরের দ্বারা তাঁহার নিধন-সাধন হইয়াছিল (২৬৮ খৃঃ অঃ ২০এ মার্চ)। মৃত্যুকালে সম্রাট স্বীয় রাজ-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা পাণ্ডিত্যের সেনানায়ক ক্লডিয়াসকে অর্পণ করিয়া রাজতত্ত্ববানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তদনুসারে ইল্লিরিয়ান্ সীমান্তের অধিনায়ক ক্লডিয়াস্ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিলান হস্তগত ও ওরুগলাস্ নিহত হইলে তিনি সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গথ ও বর্কর-জাতির সহিত সৌরমতীর ও অন্তর্জালাত জল ও স্থলপথে যুদ্ধ করিয়া রোমসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে ব্যাপৃত হইলে, ক্লডিয়াস্ সসৈন্তে তাহাদিগকে বিমুখ করেন। পুনরায় নাইসাসের যুদ্ধে ক্লডিয়াস্ যুদ্ধবিভার যথেষ্ট পরিচর দিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের প্রধান শত্রু টেটিকাস্ পশ্চিমাঞ্চলে ও জেনোবিয়া পূর্বপ্রদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। প্রথমে তাহাদিগকে দণ্ডবিধানার্থ সম্রাট বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। অতঃপর তিনি মিসিয়া, থ্রেস ও মাকিডোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৌরবের তুলনুদে আরোহণ করিতে না করিতেই মড়কের রোগে আক্রান্ত হইয়া শিরমিয়াস্ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুসম্মার তিনি ঔরেলিয়ানকে রাজতত্ত্ব দানের অভিমত প্রকাশ করিলেও, তাঁহার ভ্রাতা কুইন্টিলিয়াস্ ১৭ দিনের জন্ম আকুইলেইরা নগরে রাজকল্পে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। ঔরেলিয়ানদের শুভাগমনে শত্রুদল দানিয়ুব নদীর পশ্চিম পারে যাত্রা করিল।

শিরমিয়াস্-নগরবাসী কুবকলন্তান লামান্ত সৈনিক হইতে অর্টক্রে ও ক্লডিয়াসের অনুগ্রহে সাম্রাজ্যপদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের ৪ বৎসর, ৯ মাসের মধ্যে "গথিক যুদ্ধের" অবদান হইয়াছিল। অসংখ্য হতভিক্ষার উপদ্রুত শান্তিলাভ

করিল। একুইটেন প্রদেশের শাসনকর্তা টেটিকাস্ রাজকল্পে লাভের প্রয়াসে বিদ্রোহী হইয়া ঔরেলিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধলক্ষ্য করিলে সম্রাট সর্বদে উপহিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। আটোনিয়াসের আচার হইতে হাকিউলিস্ তত্ত্ব পর্যন্ত সম্রাট শান্তিবিভার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন (২৭১ খৃঃ)।

অতঃপর উক্ত বর্ষেই তিনি পামিয়া ও পূর্বরাষ্ট্রের অধীশ্বরী জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করেন। ঐ রাজকুলকামিনী ক্ষণে ক্ষণে সমলক্ষ্যতা ছিলেন। গ্রীক, সিরীয় ও মিশর ভাবায় তাঁহার কথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ ওডেনেথাস্ সেনেটকর্তৃক শিরিয়ার শাসনকর্তৃক লাভ করেন। জেনোবিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর একক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পারস্তরাজ এমন কি, রোমসম্রাট গাল্লিয়েনাসের সেনাপতিও তাঁহার হস্তে পরাভূত হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় রাজ্যসীমা বিখিনিয়া-সীমান্ত হইতে ইউফ্রেটিস-তীর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। শত-শালী মিশর-রাজ্য তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

সম্রাট ঔরেলিয়ান্ বিখিনিয়ার আসিয়া পৌছিলে সকলে তাঁহার বশতাখীকার করিল। অন্তিকিয়া ও তিরানা পরানত হইল। জেনোবিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অস্ত্রওক ও এমেসার যুদ্ধে (২৭২ খৃঃ অঃ) পরাজিত হইয়া জেনোবিয়া পুনরায় তৃতীয়-বার যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিসরবিজয়ী সেনাপতি জাববাস ও তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে সৈন্তচালনা করিয়া-ছিলেন। এদিকে সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রোবাস একটা বাহিনী লইয়া মিশর জয় করিলেন। তখন রাণী জেনোবিয়া রাজধানীর দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তৎকালে পামিয়া নগরীর সমৃদ্ধিগৌরব রোমের সমকক্ষ ছিল। সম্রাট পামিয়া অবরোধ করিলেন। পারস্তপতি শাপুরের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলাহেতু সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া এবং মিশরজয়ান্তে প্রোবাসকে সর্বদে সমাগত দেখিয়া জেনোবিয়া পলায়ন করিলেন; কি অসুসরণকারী সেনাদলের হস্তে ধৃত হইয়া তিনি সম্রাট সকাশে আনীত হইলেন। সম্রাট রাণীর প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্রাট রণজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই পামিয়াবাসী জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া রোমকশাসনকর্তা ও দুর্গস্থ সেনাদলকে নিহত করিল। এই সংবাদে সম্রাট পুনরায় পামিয়ার প্রত্যাগমন করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন এবং যুদ্ধ যুদ্ধা, যুদ্ধযুবতী ও বালকবালিকা তাঁহার কঠোর আদেশে নিধনপ্রাপ্ত হইল। এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মিসরের বিদ্রোহ দমন করেন। দলপতি-কাগাস্ নিহত হন।

বিজয়গৌরবে উন্নত হইয়াও সম্রাট বন্দী রাজাদিগের প্রতি অসদ্যবহার করেন নাই। জেনোবিয়াকে তিনি টিভোলীর

উত্তানবাটিকার সবজনে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কস্তা-গণের সহিত সম্রাটবংশীর রোমকগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। টেট্রিকাস ও তাঁহার পুত্র পুনরায় রাজসম্পদ ভোগ করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। পূর্বাধিকার বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন স্থান বিজয় করিয়া তিনি সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে শান্তিবিধান করিয়া-ছিলেন। অতঃপর সম্রাট ২৭৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে ভালে-রিয়ানের কারারোধের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারস্ত-বিজয়ে অভিযান করেন। এই সময়ে তিনি বীর জনৈক সেক্রেটারীর অযথা অত্যাচারে ও প্রচার সর্বস্বরূপে বিয়ক্ত হইয়া তাঁহাকে জীবননাশের ভয় দেখাইলেন। তখন উক্ত রাজকর্মচারী প্রাণরক্ষার জন্য আরও কতকগুলি রাজকর্মচারীকে বদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। সম্রাট তাহাদিগকেও ভয় দেখাইবার জন্য অপ-স্বাধিকারে বিচারে নিহত ব্যক্তিবর্গের এক তালিকা সহস্রে প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। তাহারা তাহা নয়নগোচর করিল, তাহারা এই বুঝিল—সম্রাট আমাদের প্রাণনাশের জন্য এই ভয়াবহ শ্রুতি জাগাইয়া দিতেছেন। তখন তাহারা বড়বয় করিয়া সম্রাটকে বিদ্রোহিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৈজ্ঞানী হইতে হিরাক্লিয়ার আগমনকালে ২৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট বীর বিশ্বস্ত সেনাপতি মুকাপোর হস্তে নিহত হই-লেন। রোমবাসী এতদিনে একজন উদারচেতা রাজকুমার ও যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি হারাইলেন।

সেনাদল ও সেনেট যখন সম্রাটের অযথা মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং আপনাদের ক্ষতি উপলব্ধি করিলেন, তখন তাহারা সেই কপট ও বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিলেন। লিজনদল ঘোষণা করিলেন “একের পাপে ও বহুলোকের প্রলোভনে আমরা প্রিয়তম সম্রাটকে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহার অলোকে দেবগণ পার্শ্বে স্থান হউক এবং আপনারা তাঁহার পদে একজন উপযুক্ত অধীশ্বর নিয়োগ করুন” (২৭৫ খৃষ্টাব্দ, ৩রা ফেব্রুয়ারী)। তৎপরে সেনাদল তাহাদের মধ্য হইতে একজন সেনানায়ককে রাজপদ দানের জন্য অগ্রদূত করিল। ৮ মাস বিচারের পর রাজত্বকে উক্ত বর্ষের ২১ শে সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান সেনেটের টাসিটাস ৭৫ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সম্রাট ঐরেলিয়ান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আলানী নামক শক জাতির সংযোগে পারস্তবিজয়ের প্রস্তাব চালাইতে ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটায় পারস্তযাত্রা রহিত হইল দেখিয়া এবং রোম অরাজক জানিয়া বর্ষরূপে রোমসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। আলানীগণ সন্ধির নিরূপিত অর্থলোভে বঞ্চিত হইয়া পন্টাস, কাপাডোকিয়া, সাইলিসিয়া ও গালাসিয়া প্রদেশ অধিকার

করিল। তখন টাসিটাস আলানীদিগের সহিত পূর্বসন্ধিসর্ব পূরণ করিয়া অপরাপর শকজাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। বৃদ্ধবয়সে অনভ্যস্ত যুদ্ধ বিগ্রহে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি ৬ মাস ২০ দিন রাজত্বের পর কাপাডোকিয়ার দেহত্যাগ করিলেন (২৭৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল)।

টাসিটাসের ভ্রাতা ক্লোরিয়ানাস সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পূর্ববিভাগের প্রসিদ্ধ সেনাপতি প্রোবাস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। তিন মাস সম্রাটপদে অভিষিক্ত থাকিয়া উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে ক্লোরিয়ানাস্ বীর উদ্ধত সেনা-বৃন্দের হস্তে টাসিস নগরে নিহত হন এবং ইল্লিরিকামবাসী ক্লবকসভান সেনাপতি প্রোবাস্ ওরা আগষ্ট সম্রাট নিরূপিত হইলেন। সৈন্তগণ আফ্রিকা, পন্টাস, সাইন, দানিয়ুব, ইউক্রেটিস্ ও নীলনদের তীরবর্তী প্রদেশে তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া পূর্বেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মস্ত ও স্পর্ধাজ্ঞাপক অগাঠাস্ উপাধি দান করিল।

ঐরেলিয়ানের মৃত্যুর পর, রোমের শত্রুগণ সম্রাটদিগকে বলহীন জানিয়া মন্তকোত্তোলন করিতেছিল। অগাঠাস্ প্রোবাস্ তাহাদের গর্জ গর্জ করিবার জন্য সেনেটের হস্তে রাজ্যাশাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রিটরা-বাসিগণ, সৌরমতীরজাতি ও ইসৌরিয়ানজাতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কোপ্টাস্ ও টলেমৈ-প্রদেশের নগর-সমূহ এবং জর্জনির অন্তর্গত ৭০টা সমৃদ্ধিশালী জনপদ তিনি বর্জর জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তদদেশবাসীদিগকে কঠোর অত্যাচার হইতে পরিমোহন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক সাটার্গিনাস্ পূর্বাঞ্চলে এবং গলরাজ্যে বোনাসাস্ ও প্রোকিউলাস্ বিদ্রোহী হইলে তিনি ২৮১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে বিশেষ শিকা দিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে যত্নবান হইলেন। এই সময়ে তিনি কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বেতনভোগী সেনাদল-পালনের অনাবশ্যকতা জানাইলে, ২৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজমুণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। পরে তাহারা মর্শ্বশীড়িত হইয়া মৃত সম্রাটের বিজয়কীর্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে কতকগুলি শ্রুতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

লিজনদের আবেদন-মতে প্রিটোরীয়-প্রকেক্ট কাক্স ৭০ বৎসর বয়সক্রমকালে রোমসাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তাহার কারিনাস্ ও নিউমেরিয়াস্ নামক পুত্রের তখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত। এই রণনিপুণ সম্রাট রাজত্বকে উপলব্ধি করিয়াই পুত্র কারিনাস্কে সিদ্ধার উপাধি দিয়া গলের বিদ্রোহ-শান্তি

করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং রোমক জাতির চিত্রপোষিত পারস্ত-বিজয়াংশ ফসরে পোষণ করিয়া পুত্র নিউমেরিয়ানকে সঙ্গে লইয়া পারস্তসাম্রাজ্যসীমান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সন্ধি হইল না। সম্রাট্ কেরুস্ মিলোপোটেমিয়া হারথার করিয়া সিলিউকিয়া ও টেসিকোন্ নগর অধিকার করিলেন। তখনস্তর তাইগ্রীস নদীতট পর্যন্ত স্বীয় বিজয়কৈশরী লইয়া যান, এই সময়ে পারসিকগণ সমলে ভারতসীমান্তে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। রোমকগণ আশা করিয়াছিলেন, পারস্তসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মিশররাজ্য রোমের পথানত হইবে এবং শকপ্রভাব বর্ধিত হইয়া রোম মুক্তি পাইবে, কিন্তু অকস্মাৎ ২৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর বজ্রাঘাতে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ার তাহারে সে আশাতরসা লুপ্ত হইয়া গেল।

সৈন্তগণ কেরুসপুত্র নিউমেরিয়ান্ ও কারিনাস্কে একযোগে সম্রাট্ করিলেন। কিন্তু বজ্রাঘাত নিবন্ধন কেরুসের মৃত্যুতে লোকের ক্রোধ মনে করিয়া রোমকগণ আর তাইগ্রীস অভিযাত্রা করিলেন না। তাহারা পারসিকদিগের পদাঙ্গুলপর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কারিনাস্ গালিক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার ব্যভিচারি-প্রকৃতি তাঁহাকে সাধারণে চুগিত করিয়া তুলিল। তিনি ইজির-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য কএক মাসের মধ্যে ৯টা রমণীকে পত্নীভে বরণ করিয়া পুনর্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি কুসজী-বিগের মধ্য হইতে একজনকে পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। একজন জালিয়াত তাঁহার নাম-বাকরের অধিকারী হইল। তাঁহার রাজত্বে আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, ব্যারাম, ক্রীড়া, সার্কাস ও আশ্চর্য্যবিষয়েটোরে জৈবিক ক্রীড়া সমুদয় সমাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রোম হইতে প্রায় ৯শত মাইল দূরে নিউমেরিয়ানের মৃত্যু ঘটে (২৮৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর)।

কেরুসপুত্র নিউমেরিয়ানের মৃত্যুর পর, সকলে মরিবর আপেরকে রাজত্বের আকাঙ্ক্ষী দেখিয়া তাঁহাকেই বড়যন্ত্রকারী ও সম্রাটের হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলেন। সম্রাটের শরীর রক্ষিদলের সেনাপতি ডাইওক্লিসিয়ান্ হুর্ক্বেতের বিচারভার গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রায়চিত্তবরণ তাঁহার বকে স্বীয় তরবারি জাম্বল বসাইয়াছিলেন।

কারিনাস্ এখন একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি রোম-সাম্রাজ্যের অকুল ঐশ্বর্য্য বলে বলীয়ান্ হইয়া সৈন্তসামন্ত লইয়া ডাইওক্লিসিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; কিন্তু নিজের পাগেই নিজের শক্তি ও কীকন হারাইলেন। মিসিরারাজ্যের অন্তর্গত মার্গাস্ নগর লইয়া পূর্ব ও পশ্চিম সেনাদলের অধিনায়ক ডাইওক্লিসিয়ান্ ও কারিনাস্ স্ব স্ব সেনাবল সমবেত

করিলেন। পারস্তপ্রভাগেও সেনাবল প্রস্তুত হইল। তাহারেই যুদ্ধ করিতে হইল না। কারিনাস্ নিজের পাগ প্রবৃত্ত চরিতার্থের জন্য যে টিবিউনের শরীর অপরূপ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই গোপনে ২৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিরির মধ্যে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। এই ব্যভিচারী রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিগ্নবের শান্তি হইল এবং ডাইওক্লিসিয়ান রাজহুকুট ধারণ করিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রাজসংগ্রহে লইয়া অগাঠাস্ ও মার্কার্স্ জাটোনিয়াসের পদাঙ্গুলপর্যন্তক রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে তিনি মাক্সিমিয়ান্কে সহযোগী রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনভার দিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। উভয়ের মানসিক প্রকৃতিভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও কখনও সম্রাট্‌দ্বয়ের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রোমসাম্রাজ্যকে শত্রুপরিবেষ্টিত দেখিয়া ইহার চারি অংশেই এক একজন সমকক্ষ সম্রাট্ রাখা আবশ্যক বোধ করিলেন। তৎকালে তিনি স্বীয় রাজ-শক্তিকে পুনরায় দুইভাগ করিয়া গালেরিয়ান্ ও কনষ্টান্টিয়াস্ নামক সেনাপতিদ্বয়কে সমান ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসম্মানের দ্বিতীয় হান (Second honour of the imperial purple) লাভ করিলেও আপন আপন নির্দিষ্ট বিভাগে পরস্পরে সমান শক্তি-সঞ্চালন করিতে সমর্থ ছিলেন। কনষ্টান্টিয়াস্ স্পেন, গাল ও বৃটেনের শাসনভার পাইলেন, গালেরিয়ান্ দানিয়ুব্‌তীরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন, মাক্সিমিয়ান্ ইতালী ও আফ্রিকা প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন এবং স্বয়ং ডাইওক্লিসিয়ান থ্রেস, ইজিপ্ত ও এসিয়াস্থ ধনধান্তপূর্ণ রাজ্যসমূহের শাসনভার লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাঁহার প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগের সম্রাট্ বলিয়া পূজিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলিত শক্তিই সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছিল। ডাইওক্লিসিয়ান্ গালেরিয়ান্কে এবং মাক্সিমিয়ান্ কনষ্টান্টিয়াস্কে কছাদান করিয়া এবং উভয়কে সিন্ধাব উপাধি দিয়া পরস্পরে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া লইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ আফ্রিকান্-বংশীয় একজন সিনেটরের ক্রীতদাসপুত্র। তিনি বুদ্ধি ও বাহবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। রাজা হইয়া একবর্ষ পরেই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাক্সিমিয়ান্কে স্বীয় সহযোগী করিয়া লন। তৎপরবর্ত্তী বর্ষে তাহার বাগাভীবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। এই সময় হইতে রোম-সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহবলি প্রকলিত হইয়া উঠে। বর্কর-জাতি, রোমকসৈন্ত, রাজব-সংগ্রাহকগণ ও স্বয়ং রাজ্যেশ্বরদিগের

অপূর্ণ অত্যাচারে প্রণীড়িত গলভাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পটাস্ উপকূলে ক্রান্তগুপ্তনিবেশিকরণ দস্যুগুপ্তি অবলম্বন করিল। আফ্রিকা, গ্রীস ও এসিয়ার উপকূলে অহরহঃ লুণ্ঠন চলিতেছিল। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় কুলে নগরে অবস্থিত সেনাগীর সেনাধ্যক্ষ কারোসিয়াস্ ইংলিস্-প্রণালী উত্তরণপূর্বক বুটেন অধিকার করিল (২৮২ খৃঃ অবঃ)।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়ান্ হত্যা হইলেন, কিন্তু পুনরায় সিংহাসনস্থের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাহার নববলে বুটেন আক্রমণ করিলেন। কনস্তান্টিয়াস্ এই অভিযানে নায়ক হইয়াছিলেন। ২৯২ খৃষ্টাব্দের কুলে নগরের যুদ্ধে কারোসিয়াস্ পরাজিত হইল এবং তাহার কতক সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। অন্তঃপর কনস্তান্টিয়াস্ নৌযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে মন্ত্রী আলেক্সান্দ্রাস্ রাজাকে নিহত করিয়া ২৯৪ খৃষ্টাব্দে বুটেনাধিকার লাভ করিলেন। রোমক প্রিফেক্ট আর্সক্রিপিয়াস্ রণতরী লইয়া আলেক্সান্দ্রাস্কে আক্রমণপূর্বক নিহত করিলেন। কনস্তান্টিয়াস্ বুটেনবাসীকে রাজতন্তাই দেখিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান প্রোবাসের শ্রায় রোমসাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করিতে সংকল্প করিয়া সীমান্তস্থিত দুর্গাদি সুরক্ষিত করিলেন। ইজিপ্ত হইতে পারস্ত পঞ্চাশ শিবির সরিষাবেশিত হইল। অস্ত্র-ওক, এমো ও দামাস্কাসে অস্ত্রাগারে স্থাপিত হইয়াছিল। এই-রূপে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হইলে গথ, ভাণ্ডাল, গেপিডি, আলেমনি প্রভৃতি বর্বরজাতিগণের বলসর্প হত হইল এবং তাহারা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। আলেমনিগণ লাল্চে ও বিন্দেশিসার যুদ্ধে কনস্তান্টিয়াসের হস্তে পরাজিত হইল। গলবাসী আলেমনি জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল।

রাইন ও দানিযুব সীমান্ত সুশাসিত হইল; কার্পি, বাস্তারি ও সৌরমতীরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ বিভাগে ৫টা মুরজাতি বিদ্রোহ ঘটাইল। জুলিয়ান্ কার্থেজে এবং আকিলিয়াস্ আলেকসান্দ্রিয়ার রাজহত্য ধারণ করিলেন। ত্রেমাইস্গণ পুনরায় মিশর লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ডাইওক্লিসিয়ান আলেকসান্দ্রিয়া আক্রমণপূর্বক অভিযানের সূত্রপাত করিলেন। বৃশিরিস্ ও কোন্টাস্ বিধ্বস্ত হইল। এই অভিযানে ডাইওক্লিসিয়ান সিথাগোরস্, সলোমন ও হার্মিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ ভাষ্যীভূত করিয়া কিম্বদন্তিভার ইতি-হাসের অনেকটা লোপ করিয়া গিয়াছেন।

মিশর-বিজরাতে তিনি পারস্তবিজয়ে যাত্রা করিলেন। রোম-সাম্রাজ্যের চতুর্বিভাগের সমবেত বাহিনী তাহার সাহায্যার্থে

প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইল। গালেরিয়াস্ সর্ক সর্জে চলিলেন। অস্ত্রওকে ছাউনী করিয়া তাহার মিসোপোটেমিয়ার প্রান্তরে উপনীত হইলেন। উপযুগপরি তিনটা যুদ্ধে রোমীয় সেনা পরাস্ত হইয়াও নিরুত্তম হইল না। তাহার পুনরায় জীমবেগে আক্রমণ করিল। আর্মেণিয়ারাজ ভিরিক্সেতিস্ ইউক্রেটিস্ নদী সত্তরণপূর্বক অপর পারে পলায়ন করিলেন। এদিকে গাল-রিয়াস্ নববলে আর্মেণিয়া আক্রমণ করিলেন। পারস্তপতি জয়-গর্জে মত্ত ছিলেন, এজন্ত পূর্ব হইতেই যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করেন নাই। পারস্তরাজ নারশেষ নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াও কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি মিসিয়ার মরুদেশে পলায়ন করিলেন। গাল-রিয়াস্ তাহার পত্নী ও পুত্রকে বিশেষ যত্নের সহিত ও সম্মানে রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুর প্রস্তাব হইল। পারস্তরাজ রোমের বশতা স্বীকার করিলেন এবং ইজিলিন, জাবদিসিন, আর্জানিন, মোসিন ও কার্দুইন প্রদেশ এবং ইবেরিয়ার রাজকর্তৃষ রোমসম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিরিদেরিস্ ও পিতুসম্পদ লাভ করিলেন।

রোমরাজ্যকে নানাবিপদপাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ৩০৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর একটা বিজয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে তিনি ছই মাস মাত্র রোম রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় বিভাগীয় রাজধানী নিকোমিডিয়ার ৩০৮ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন। এই দীর্ঘ যাত্রার তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি অধীনস্থ সেনাগণকে এবং প্রজা-সাধারণকে নিকোমি-ডিয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত করিয়া বলিলেন, “রোমমুকুট স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন নির্জনে বাস করিতে ইচ্ছা করি।” তদনন্তর তিনি ডালমেসিয়ার অন্তর্গত সলোনা নগরে গমন করিলেন (৩০৫ খৃঃ ১লা মে)। ঐ দিনেই তাহার সহযোগী অল্পতম সম্রাট মাক্সিমিয়ান্ তাহার মিলান রাজধানীতে এরূপ ভাবে ধোষণা দিয়া স্বয়ং লুকানিয়া নামক গওগ্রামে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়ান্ রাজকর্তৃষ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রোমরাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কনস্তান্টিয়াস্ ও গালেরিয়াস্ সর্বময় কর্তৃষ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। গালেরিয়াস্ ও কনস্তান্টিয়াস্ পূর্বমত অগাষ্টাস্ উপাধি ধারণ করিলেন এবং গালেরিয়াস্ স্বীয় ভাগিনের মাক্সিমিন্ ও ইতালীর সেনানায়ক সেডেরসকে সিংহাসন করিয়া চারিবিভাগে রাজ্য শাস-নের ব্যবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তাহার আশা বিশেষ কলবতী হইল না। পশ্চিম বিভাগে কনস্তান্টাইন এবং আফ্রিকা ও ইতালীতে



মাক্কেন্টিয়াস্ বিদ্রোহী হইয়া তত্ত্বাবধায়ক অধিকার করিয়া বসিলেন। কালেক্টোনিয়াস বর্করদিগকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ কনস্তান্টিয়াস্ কালকবলে নিপতিত হইলেন (৩০৬ খৃঃ ২৫এ জুলাই)। তখন গালেরিয়াস্ রাজ্যের বিভ্রাট উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পুত্র কনস্তান্টাইনকে সিংহার উপাধিসহ তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তা করিলেন এবং পূর্বকথিত সেভেরাসকে অগাষ্টাস্ উপাধি দিলেন।

কনস্তান্টাইনের একমাত্র সৌভাগ্যবুদ্ধিতে সর্বাধিত হইয়া মাক্সিমিয়ানের পুত্র এবং গালেরিয়াসের জামাতা মাক্কেন্টিয়াস্ রাজকৈশিক্যলাভের আশ্রমে উক্ত বর্ষের ২০এ অক্টোবর উৎকৃষ্ট রোমকগণকে স্বদলে আনয়ন করিয়া রোম-নগরে বিদ্রোহধ্বংসা উদ্ভূত করিলেন। পুত্রের প্রতি রেহাদিকাবশতঃ বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান্ বিদ্রোহিণীক অবলম্বন করিলে অনেকেই প্রতাপপূর্বক তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া উপনীত হইল। সম্রাট্ সেভেরাস্ স্বীয় সহযোগীর পরামর্শানুসারে সদলে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নগরদ্বার রুদ্ধ এবং সৈন্যদলকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া মাক্সিমিয়ানের পক্ষাবলম্বনে উত্তত দেখিয়া তিনি রাভেন্নার পলাইয়া গেলেন। এখানে মাক্সিমিয়ানের অধীনস্থ সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেভেরাস্ বন্দী ও নিহত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান্ আরম্ভপূর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ৩০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ দরবারে কনস্তান্টাইনকে আহ্বানপূর্বক অগাষ্টাস উপাধি ও স্বীয়কর্ত্তা কণ্ঠকে দান করেন।

সেভেরাসের নিধন সংবাদ পাইয়া রোমবাসীকে দণ্ডবিধানার্থ গালেরিয়াস্ ইল্লিরিকাম হইতে সসৈন্তে যাত্রা করেন। নার্বিনামক স্থানে উপনীত হইলে সৈন্যগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিতেছে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যে ছয় জন সম্রাট্ (মাক্সিমিয়ানের অধীনে কনস্তান্টাইন ও মাক্কেন্টিয়াস্ এবং গালেরিয়াসের অধীনে লাইসিনিয়াস্ ও মাক্সিমিন) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন (৩০৮ খৃঃ)। বৃদ্ধ সম্রাট্ মাক্সিমিয়ান স্বীয় পুত্রের জন্ম সমগ্র পশ্চিমবিভাগ হস্তগত করিতে বড়বয় করিলেন, কনস্তান্টাইন দ্রুতকালিকৈ পরাস্ত করিতে রাইন নদীতটে অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ সম্রাট্ অর্ধদানে সেনাদলকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পান। কনস্তান্টাইনের জয়দৃশ সৈন্তের সমক্ষে বৃদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া মাক্সিমিয়ান্ মার্শীএল নগরে আশ্রয় লইলেন। বিপুলসৈন্য নগর অবরোধ করিলে নগরবাসী তাঁহাকে শত্রুকরে সমর্পণ করে এবং কনস্তান্টাইনের আদেশে ৩১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার তাঁহাকে বন্দিগারে প্রেরণ করে। ইহার এক বৎসর পরে ৩১১ খৃষ্টাব্দের বে মাসে অত্যধিক পানদোবে পীড়িত হইয়া গালেরিয়াস্ ভবলীলা শেষ করেন।

গালেরিয়াসের মৃত্যুতে প্রাধান্য লইয়া লিসিনিয়াস ও মাক্সিমিনের বিরোধ ঘটে। অবশেষে মাক্সিমিন প্রাচ্য বিভাগের এসিয়া খণ্ড এবং লিসিনিয়াস্ যুরোপখণ্ড অধিকার করিয়া লন। হেলেনস্পণ্ট ও থ্রেসীয় বন্দরাস, উভয়ের অধিকারসীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যের উন্নতিবিধান জন্ম লিসিনিয়াস ও কনস্তান্টাইন একমত হইলেন, কিন্তু মাক্সিমিন ও মাক্কেন্টিয়াস্ একযোগে হইয়া গোপনে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের ফুটিল কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ মহাদ্বা কনস্তান্টাইন ১ম, ৩০৬ ও ৩১২ খৃষ্টাব্দে ত্রাঙ্ক ও আলেমনি-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভিত করেন। তৎপরে ৩১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতালীবাসীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুরিণ রণক্ষেত্রে তাহারিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ভেরোনা অবরোধ করেন। মাক্সিমিনের সেনাপতি ক্রিসিয়ান্ পম্পিয়ানাস্ নগররক্ষায় ব্রতী ছিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর পম্পিয়ানাস্ পরাস্ত হইলেন। কনস্তান্টাইন স্বীয় বাহিনী লইয়া রোমের নিকটবর্তী সেক্স-ক্সা নামক স্থানে আসিলেন, তখন সম্রাট্ স্বখনিদ্রায় লুপ্ত ছিলেন। শত্রুকে অকস্মাৎ নগর সম্মুখে উপনীত দেখিয়া তিনি মুকসজ্জা করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে ত্যাগ করিল, তখন তিনি মিলিভিয়ান সেতু পার হইয়া পলাইতে উত্তত হইলেন। সমবেত জনতা তাহাকে নদীর জলে ফেলিয়া দিল। বর্ষভায়ে তিনি অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বংশীয় সকলে বিজয়ী সম্রাটের আদেশে নিহত হইল।

সম্রাট্ কনস্তান্টাইন এক্ষণে সহযোগী লিসিনিয়াসের সহিত স্বীয় ভগিনী কনস্তান্সিয়ার বিবাহ দিবার উদ্ভোগ করিলেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়ে মিলান নগরে সমবেত হইলেন। বিবাহোৎসবে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতেই উভয়কেই পুনরায় রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল। কনস্তান্টাইন ত্রাঙ্কজাতির ঐক্য নিবারণার্থ রাইন-তটে গমন করিলেন এবং লিসিনিয়াস্ বিদ্রোহী মাক্সিমিনের দর্পচূর্ণ করিতে বৈজন্তিনগর অধিকারপূর্বক উক্ত বর্ষের ১৩ এপ্রিল তারিখে হিরাক্লিয়ার পরম্পরে সমুখীন হইলেন। মাক্সিমিন পরাস্ত হইয়া নিকোমিডিয়ায় পলাইয়া যান। এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৩১৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্টাইন ও লিসিনিয়াস্ রোমীয় জগতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। সহযোগী সম্রাট্‌দের বলদর্পে উত্তেজিত হইয়া একাধিপত্য লাভের আশায় পরম্পরে যুদ্ধবিগ্রহে মতিয়া উঠিলেন। কনস্তান্টাইনের অজ্ঞতম ভগিনীপতি বাসিয়ানাস্ সিংহার উপাধি লাভ করিয়া ইতালীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে লিসিনিয়াসের ক্ষমার বিষয়বলি অসিয়া



উঠিল। তিনি তাঁহার অধিকারে আশ্রয় লব্ধ অসম্মানিতগণকে অপর সম্রাটদের অধিকারে বিচারার্থ প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই হুজু বোর হুজু বাহিল। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর পানোনিয়ার অন্তর্গত কিবালিস্ নগর সন্নিকটে বোর সংঘর্ষণের পর, লিসিনিয়াস্ পরাজিত হইয়া ডাকিয়া হইতে থ্রেসে পলায়ন করিলেন। শেখোক্ত হানের মার্কিয়া সশস্ত্রে দ্বিতীয় হুজু সংঘটিত হইল। লিসিনিয়াসের সেনাদল এবারও রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল।

হুইবার উপর্যুপরি পরাজয়ের লিসিনিয়াসকে শ্রীশ্রষ্ট দেখিয়া কনস্তান্টাইনের দয়া হইল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব দ্বারা উভয়ের মনোমালিন্য দূর করিলেন এবং হুজুর কতিপয়গণরূপ পানোনিয়া, ডালমাসিয়া, ডাকিয়া, মাকিডোনিয়া ও গ্রীস প্রদেশ পশ্চিম সাম্রাজ্যাংশ ভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রীস্পাস্ ও কনিষ্ঠ কনস্তান্টাইন পশ্চিমের সিজার নিযুক্ত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ লিসিনিয়াস্ পূর্বরাজ্যের সিজার পদ পাইলেন।

এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে, ৩২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কনস্তান্টাইন সহযোগী লিসিনিয়াসের সর্বনাশ সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। হেক্সম্ নদী উত্তরণপূর্বক তিনি ভীমবেগে স্বীয় শত্রুকে আক্রমণ করেন। লিসিনিয়াস্ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানী হুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে অবরুদ্ধ হইয়া পুনরায় কালসিডনে ও পরে নিকোমিডিয়ার পলায়ন করিলেন। অবশেষে ভগিনী কনস্তান্টিয়া প্রার্থনায় সম্রাট কনস্তান্টাইন স্বীয় ভগিনীপতি লিসিনিয়াসের নিকট হইতে রোমসাম্রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তা মার্টিনিয়ানাসকে ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত করা হইল। লিসিনিয়াস্ থেসেলোনিকা নগরে নজরবন্দী রহিলেন, পরে রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে তিনিও শমনভবনে প্রেরিত হইলেন। ডাইও-ক্লিসিয়ান সূশাসনব্যবস্থার জন্ত যে রোমসাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যান, সেই দিন হইতে ৩৭ বৎসর পরে ৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোম-সাম্রাজ্য পুনরায় একচ্ছত্রাধীন হইল। রাজ্যবিভাগগুলির একীকরণ-ফলে ও রাজকাণ্ডের সুবিধার জন্ত তিনি বনামে কনস্তান্টিনোপল নগরী স্থাপন করিলেন এবং আলেকসান্দার সেভেরাস্ যে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার বিরা গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সম্যক প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

সম্রাট কনস্তান্টাইনের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা মিনার্ডিয়ার গর্ভে একমাত্র ক্রীস্পাস্ এবং দ্বিতীয় পত্নী কষ্টার গর্ভে কনস্তান্টাইন ২য়, কনস্তান্টিয়াস্ ও কনস্তান্স জন্মগ্রহণ করেন। কনস্তান্টিয়াসকে সিজার উপাধিহীন গলপ্রদেশের শাসনভার অর্পণ করার ক্রীস্পাসের ক্ষমত্রে বিধেযবলি প্রজ্ঞাপিত হইয়া উঠে। এই সময়ে

রাজার জীবননাশের সময়ে বক্ষসকারী বলিয়া ক্রীস্পাস্ ধৃত ও নিহত হন। সম্রাট কনস্তান্টাইন ১ম, তাঁহার জীবনে বিশ্ণু ও ত্রিংশ বার্ষিক রাজ্যভোগোৎসব সমাপন করিয়া ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ, ২২মে, নিকোমিডিয়ার আকুইরিন্ প্রাসাদে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার কষ্টার গর্ভজাত পুত্রের রাজ্যাধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ কন-স্তান্টাইন নূতন রাজধানী; কনস্তান্টিয়াস্ থ্রেস ও পূর্ববর্তী জনপদ সমুদায় এবং কনস্তান্স ইতালী, আফ্রিকা ও ইলিরিয়াক্ লাভ করেন। এই সময়ে নারশেবের শৌর ও হরমুজের পুত্র লাগুর প্রাচ্য রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া স্বকীয় শাসন-প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। কনস্তান্টিয়াস্ প্রাশপণে হুজু করিয়াও পারস্ত-পতিকে হারাইতে পারিলেন না। ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে শিলাড়ার যুদ্ধে রোমকগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্তগণ পারস্তরাজের সহায়তা করিয়াছিল।

ইতাবসরে মসেসেগিটার অধীনে শকগণ পারস্তের পূর্বভাগ লণ্ডতও করিতেছিল। পারস্তরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া রোম-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। এদিকে ভ্রাতৃদ্রোহী কনস্তান্টাইন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনস্তান্সের ঐক্যে জর্ষণপরন্ত হইয়া তদ্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার আগমনে ভীত কনস্তান্সের প্রেরিত ইলিরীয় সেনাদল পলায়নপর হইয়া একদিকে কনস্তান্টাইনকে ছলে ভূলাইয়া লইয়া যায় এবং গোপনে তাঁহাকে সমলে হত্যা করে (৩৪০ খৃঃ মার্চ)। ইহার ঠিক দশবর্ষ পরে ৩৫০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সেন্টিয়াস্ নামক জনৈক রাজদ্রোহী ম্যাক্সিমিয়ানাসের উত্তেজনায় কনস্তান্সকে নিহত করেন। কনস্তান্টিয়াস্ ম্যাক্সেন্টিয়াসকে অব্যা-হতি দিলেন না। ভ্রাতৃদ্রোহের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্ত পারস্তযুদ্ধ পরিহার করিয়া তিনি ভেট্রিনিওর সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিলেন। ভেট্রিনিও সমলে উপনীত হইলে তাঁহার পক্ষীয় সেনা-দল কনস্তান্টিয়াসের পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি সম্রাটের বস্ত্রতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রসার নজরবন্দিরূপে কালাতিপাত করিতে বাধ্য রহিলেন। সিলিউকাস্ পর্তুগের সমীপস্থ যুদ্ধে ম্যাক্সেন্টিয়াস্ ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্টিয়াস্ একক ছত্রপতি হন। ৩৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তিনি গাল্লাসের সহিত স্বীয় কস্তা কনস্তান্টিয়ার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজকীয়কাণ্ডের সুবন্দোবস্তের জন্ত নিয়োগ করেন। ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্টিয়াসের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলেও গাল্লাসের অন্তাচার ও আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তৎকালে সম্রাট তাঁহার কমতা থর্ক করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কোথলে স্বীয় তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া জামাতাকে, মিলানে সাক্ষাতের আকাজ্ঞা জানাইয়া বার্বাসিত নামক সেনা-পতির সাহায্যে তাঁহাকে পেটোভিও নামক স্থানে বন্দী করিলেন।

তখনকার পোলা সামরিক হালে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডব-বন্দী হইতে যুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মপুত্রবের সন্মুখভাগেই প্রায় নিহত করেন; কেবল সাম্রাজ্যী ইউনিভার্সার সন্মুখভাগে জুলিয়ান্স আবেশ নগরে নির্ম্মিত হইয়া জীবনান্টি-পাত করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে ক্রমিক কাল বাস করিতে হয় নাই। ইউনিভার্সার অল্পদূরে তিনি কনস্টান্টিয়াসের ভগিনী হেলেনাকে বিবাহ করিয়া নিজার উপাধিসহ আরম্ভ পূর্বভের অপর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে মিলানে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। এখানে মাত্র ২৪ দিন থাকিয়া তিনি গলরাজ্যশাসনে বহির্গত হন। (৩৫৫ খৃঃ অব্দ।)

৩৫৭-৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টিয়াস পূর্বভাগ পরিদর্শনে আসিয়া কাদি, সোরমতীর ও নিমিগান্টিস্ প্রকৃতি আতিক্রমে বশে আনয়ন করেন। শেষোক্ত বর্ষে তাঁহাকে পারস্তরাজ সাপুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধে বন্ধে বাণবিক্ত হইয়া তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমিদা নগর লইয়া ধ্বংস করেন। ইহাতে রোমকগণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে বর্করগণ পারস্ত-রাজের পক্ষভাগ করার তাঁহার বলহীন ঘটে। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ শিজাড়া ও মিসোপোটেমিয়া অধিকার করে এবং তীর্থা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্তপতি পলায়ন করেন। অতঃপর সম্রাট কনস্টান্টিয়াস খ্রীস্ট সেনাপতির কার্যে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং দানিয়ুব তীর হইতে পূর্বভাগে যাত্রা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেশো-দুর্গ অবরোধকালে বর্ষাক্ত সমাগত দেবিরা রোমক সম্রাট-সঙ্গে অস্তিত্বকে প্রত্যাহত হইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার নিপত্তিত হইয়া সম্রাট কনস্টান্টিয়াস ক্রমিক আলোমরি প্রকৃতি অঙ্গণির অসত্য অধিবাসিত্বকে গল-রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে নান্যশাস্ত্রবিদ জুলিয়ান্স গলের শাসনকর্তা হন। ইনি যুদ্ধবিভাগ পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও ৩৫৭-৩৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকটি যুদ্ধে অঙ্গণির বর্করদিগকে পরাস্ত করিয়া রাইন নদীর অপর পার্শ্বভাগে রোমরাজ্যলীনা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের এই প্রতিভা ও সৈন্যভাগ সম্রাটের চক্ষুশূল হইল। তিনি অধিকাংশ তাঁহার নিকট আবেশ পাঠাইলেন যে, ব্রিটিশদের নিকট ভোমার চার্লী সিন্ধ পূর্বভাগে পাঠাইবে। এই সময়েই সেনাধ্যক্ষ উত্তেজিত হইল। তাহার পারস্ত-অভি-যানের অত্যধিক কষ্ট সহ করিতে চাহিল না। তাহার সম্রাটের আবেশ উপেক্ষা করিয়া জুলিয়ানের দল প্রকৃত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। তাহার সম্রাট-তবনে তোকন্যে রাজ্যকালে

পর্যায় করিয়া আগ্রহে ও উত্তরে রাজপ্রাসাদ খিরা "জুলিয়ান্স অগাঠাস" নাম উচ্চারণপূর্বক কোরক্কে প্রাচীর করিতে লাগিল। প্রকৃত তাহার বনপূর্বক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জুলিয়ান্সকে সন্মানে ধরিয়া আসিল এবং সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে সম্রাট-বলিয়া ঘোষণা করিল। এই ক্ষেত্রে উত্তরপক্ষে বোর যুদ্ধ বাধিল। জুলিয়ান্স ৩৬১ খৃষ্টাব্দে বাসিল নগরের সন্নিকটে খ্রীস্ট সেনাধ্যক্ষ হই তাগে বিতস্ত করিয়া সেনাপতি মেবিতাকে রিটরা ও নোরিকাসের মধ্য দিয়া এবং জোভিয়ান্স ও জোভিনাসকে আরম্ভ অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীতে বাইতে আবেশ করিলেন। তখনকার তিনি স্বয়ং দানিয়ুব নদী বন্ধে বিশূলবাহিনী বাহিয়া খিরাখিয়ারে আসিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র সমবেশ হইলেন। এদিকে কনস্টান্টিয়াস খ্রীস্ট বাহিনী লইয়া পথপার্থটনে অত্যধিক ক্ষতি হইয়া পড়িলেন, দারুণ পরিশ্রম ও হৃদিতানিধন স্বাস্থ্যতল হওয়ার মোপ্তজীন্ নগর শিবিরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ২৪ বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে এই যোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যুবক জুলিয়ান্সকে সম্রাট-মনোনীত করিয়া যান।

জুলিয়ান্স রাজ্যসনে আলীম হইয়া গৃহমন্টে লংকাত্ত নান্য বিষয়ের সংস্কারে প্রযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্বতন পৌত্তলিক মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং খৃষ্টান-সম্প্রদায় তাঁহার অধিকার-কালে বিশেষ প্রেরণ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জেন্স-সালেমের প্রাচীন মন্দির-সংস্কারান্তে পারস্ত-বিজয়ে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। মাগামালুকা দুর্গধ্বংসের পর পারসিকগণ হতশ হইলেও রোমক-সৈন্তের বিপক্ষতাচরণ করিতে ছাড়ে নাই। ৩৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুন জুলিয়ান্স স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিপক্ষ-সৈন্তের নিষ্কণ্টক বড়শা তাঁহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইলে তিনি হৃদিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভান্তে তিনি অঙ্গণ্টে আরোহণ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে চলিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তাঁহাকে সে কার্য হইতে বিরত করিলেন। মৃত্যুর শয্যায় তিনি দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ প্রিকাস ও মাক্সিমাসের সহিত আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের মৃত্যুর পর রোমীয় সৈন্তের অধিনেতা বীরবর জোভিয়ান্স সেনাপতির আগ্রহে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন স্বশাসনভাগ ভোগ করিতে হয় নাই। ৩৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরিমিত পানভোজন-নিষেধন সাধাত্তান নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রোমক-সাম্রাজ্য দশদিন কাল প্রকৃষ্ট থাকে। নির্বাকভাবে তালোশ্টি-

নিরান ২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত বর্ষের মার্চ মাসে স্বীয় ভ্রাতা ভালেসকে কনস্টান্টিনোপল রাজধানীসহ সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মিলানে থাকিয়া ইরিরিকাম্, ইতালী, গল প্রভৃতি পশ্চাত্য-রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জুলিয়ানের নিকটাত্মীয় প্রোপাকোপিয়াসের বিদ্রোহ এক তৎসাময়িক জয়যুদ্ধ তাঁতাকে বিশেষরূপে বিব্রত করিয়া তুলে। শেষোক্ত যুদ্ধের সময় প্রেসবুর্গের অন্তর্গত ব্রেগেসিও নগরে স্বীয় লুইনগ্রিয়ার সৈন্যগণকে তিরস্কার কালে মনের আবেগে তাঁহার একটা রক্তক্ষয়ী বীরীণ হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৩৭৫ খৃঃ অব্দ)। তাঁহার ভ্রাতা ভালেস আরও তিন বৎসর কাল প্রাচ্য সিংহাসনে আসীন থাকিয়া ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে গণ-সমরে পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হন।

ভালেস্টিনিয়ানের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রাসিয়ান্ টিউস্ প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন। তিনি রাজপদের অধিকারী হইলেও সেনাপল ব্রেগেসিও রণক্ষেত্রে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২য় ভালেস্টিনিয়ান্কে রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন গ্রাসিয়ান্ চারি বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিমাতার তত্ত্বাবধানে মিলান নগরে রাখিয়া স্বয়ং আরম্-বহির্ভূত-প্রদেশ শাসনে অগ্রসর হন। ৩৭৫-৩৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রাসিয়ানের, ৩৭৫-৩৯২ পর্য্যন্ত ভালেস্টিনিয়ানের এবং ৩৬৪-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভালেসের রাজ্যকাল। সুতরাং ৩৭৫-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমজগৎ তিন জন সম্রাটের কর্তৃত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। ভালেসের জীবদ্দশায় পূর্ববিভাগে রোমজাতির প্রাহুর্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যু হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন কল্পনা করা যায়।

গণজাতির হস্তে ভালেসের মৃত্যুর পর, পূর্ব-রোমরাজ্য উৎসর্গপ্রায় দেখিয়া সম্রাট্ গ্রাসিয়ান্ স্বীয় খুলতাতের সাহায্যার্থ আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই খুলতাতের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া তাবী বিপদ নিবারণার্থ বুটেন ও গল-বিজৈতার নিক্কাসিত পুত্র থিওডোসিয়াসকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেন। ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ২য় ভালেস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর হইতে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১ম থিওডোসিয়াস্ রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। এই সময়ে, তিসিগণ, অট্টোগণ, ডাঙাল, হুয়েবী, আলানী ও হুণ প্রভৃতি বর্বর জাতি রোমসাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিপণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্রাজ্যে স্থাপন-প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, ইহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলকর হইয়া রোমজাতি ক্রমশঃই হীনভেজা হইয়া পড়িতে ছিলেন।

আর্কোগাট্‌স্ নামক জনৈক যেনাপতি ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ভালেস্টিনিয়ান্কে হত্যা করিয়া স্বয়ং ইউজিনিয়াস্ নামে ধারণ-পূর্বক পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর লাভ করেন। রাজ্যপহারক ইউজিনিয়ান্কে পরাস্ত করিয়া থিওডোসিয়াস্ রোমের এক-চ্ছাধিপতি হইলেন। তিনি খৃষ্টানধর্মের পক্ষপাতী হইয়া পৌত্তলিকধর্মের অবসাদ ঘটাইয়াছিলেন। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী মিলান নগরে সম্রাট্ থিওডোসিয়াসের আগ্রাব্য বহির্গত হয়। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আর্কোডিয়াস্ পূর্বসাম্রাজ্য-ভাগ লইয়া কনস্টান্টিনোপলে রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং কনিষ্ঠ ওনোরিয়াস্ পশ্চিম বিভাগের অধীশ্বর রহিলেন।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দে ওনোরিয়াস্ পশ্চিমরাজপাটে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজকীয় প্রতিভা না থাকায় রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। আফ্রিকায় গিল্ডোর বিদ্রোহ, আলারিক ও রাডাগাইসাসের ইতালী আক্রমণ, জর্জবকটুক্ গলরাজ্য উৎসাদন, টিলিকোর ও কুদিনিয়াসের বড়বস্ত্রে গণজাতির পরাস্তব, আলারিকের মৃত্যু, কনস্টান্টাইনের অভ্যুদয় ও পতন, টিলিকোর হত্যা প্রভৃতি কারণে রোমসাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর বল-ক্ষয় হইতে থাকে।

ওনোরিয়াসের পর হীনবীৰ্য্য নিম্নোক্ত কয়জন রাজা পশ্চিম-সাম্রাজ্য-সিংহাসনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৪২৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় ভালেস্টিনিয়ান্ রাজ্যসনে উপবেশন করেন। তৎপরে যথাক্রমে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে মাক্সিয়াস্, উক্ত বৎসরেই অবিতাস্, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে মেজরিয়ানাস্, ৪৬১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাস্, ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে এথিমিয়াস্, ৪৭২ খৃষ্টাব্দে ওলিভিয়াস্, ৪৭৩ খৃঃ অঃ গ্লিসেরিয়াস্, ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস্ নেপোস্ এবং ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে রোমুলাস্ অগাষ্টালাস্ পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। শেষোক্ত সম্রাট্ পরে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের হস্তে রোমরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলে পশ্চিমসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। ওনোরিয়াসের শাসনকাল হইতে অগাষ্টালাসের আধিপত্য পর্য্যন্ত আটলা ও হুণজাতির উপক্রমে সমগ্র পশ্চিম রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়ে অভ্যন্ত শাসন-সমিতির অপেক্ষা খৃষ্টধর্মধাক পোপেরই আধিপত্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট বা ১ম এর সময় ধর্মশক্তি রাজশক্তিকে অতিক্রম করিল।

[ পোপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ]

মহাত্মা থিওডোসিয়াসের পুত্র আর্কোডিয়াস্ ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববিভাগের শাসনাধিকার গ্রহণ হইয়া ৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে গাইনাসের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র ২য় থিওডোসিয়াস্ ৪০৮ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ এবং মার্সিয়াস্ ও আর্কোডিয়াস্-তনয় কুলোরিয়া ৪৫০ হইতে

৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তখনকার নিম্নোক্ত রাজগণ রোমীয় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন—

নাম খৃষ্টাব্দ

১ লিও ১ম ৪৭৭—৪৭৮

২ লিও ২য় ৪৭৮—৪৭৮

৩ জেনো ৪৭৮—৪৯১, ইনি ২য় লিওর পিতা।

৪ আনাঠাসিয়াস্ ৪৯১—৫১৮ ইনি সাইলেণ্ডিয়াস উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

৫ জাষ্টিন্ ১ম বা জ্যোষ্ট ৫১৮—৫২৭

৬ জাষ্টিনিয়ান্ ৫২৭—৫৬৫, ইনি জাষ্টিনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

৭ জাষ্টিন্ ২য় বা কনিষ্ঠ ৫৬৫—৫৭৮, ইহার অধিকারকালে ইসলাম-ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়।

৮ টাইবেরিয়াস্ ২য় ৫৭৮—৫৮২, ইনি কনস্টান্টাইন উপাধি লইয়া রাজ্যশাসন করেন।

৯ মরিস্ ৫৮২—৬০২, ইনি কাপাডোকিয়াবাসী অবশেষে গুপ্তশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

১০ ফোকাস্ ৬০২—৬১০, শেষোক্ত বর্ষে শত্রুহস্তে নিহত।

১১ হিরাক্লিয়াস্ ৬১০—৬১১

১২ হিরাক্লিয়াস্ (২য়) ৬১১—৬৪১, ইনি ১১ সংখ্যকের পুত্র, কনস্টান্টাইন নাম গ্রহণ করেন।

১৩ হিরাক্লিওনাস্ ৬৪১—৬৪১, ১২ সংখ্যকের ভ্রাতা, নির্বাসিত হন।

১৪ কনস্টাস্ (২য়) ৬৪১—৬৬৮, হিরাক্লিয়াস্ কনস্টান্টাইনের পুত্র।

১৫ কনস্টান্টাইন ৪র্থ ৬৬৮—৬৮৫, উপাধি প্রাগোনেটাস্।

১৬ জাষ্টিনিয়ান্ (২য়) ৬৮৫ রাজ্যাধিকার, ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত ৭০৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি ও ৭১৫ খৃষ্টাব্দে নিহত।

১৭ লিওনটিয়াস্ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার ও ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য হইতে বিতাড়িত।

১৮ অ্যামার টাইবেরিয়াস্ ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

১৯ ফিলিপিকাস্ বার্ভেনিস্ ৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ ও ৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত।

২০ আনাঠাসিয়াস্ (২য়) ৭১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনপ্রাপ্তি, ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও ৭১৯ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।

২১ থিওডোসিয়াস্ (৩য়) ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপ্রাপ্তি, কিন্তু ৭১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাকার মনোরজন্য সিংহাসনত্যাগ।

২২ লিও (৬য়) ৭১৮—৭৪১, ইনি ইসৌরীয় দেশবাসীর পুত্র।

২৩ কনস্টান্টাইন (৫ম) ৭৪১—৭৭৫।

২৪ লিও (৪র্থ) ৭৭৫—৭৮০, ইহার উপাধি 'ছাভার' ছিল।

২৫ কনস্টান্টাইন (৬ষ্ঠ) ৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাতা ইরেনের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, অবশেষে ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বাতকের হস্তে নিহত হন।

২৬ ইরেনে ৭৯৭—৮০২, ২৫ সংখ্যকের মাতা, শেষোক্ত বর্ষে রাজ্যবহিষ্কৃত হন।

২৭ নিসেকোরাস্ ৮০২—৮১১

২৮ টোরেসিয়াস্ ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, ২৭ সংখ্যকের পুত্র। উক্ত বৎসরেই স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেন।

২৯ মাইকেল ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

৩০ লিও (৫ম) ৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-শত্রুর হস্তে নিহত। ইনি আর্মেনিয়াজাতীয় ছিলেন।

৩১ মাইকেল (২য়) ৮২০—৮২৯, ইনি 'দি টামার' বা তোতলা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

৩২ থিওফিলাস্ ৮২৯—৮৪২

৩৩ মাইকেল (৩য়) ৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৩৪ বাসিল ৮৬৭—৮৮৬, ইনি 'মাক্রোনিয়' বলিয়া পরিচিত।

৩৫ লিও (৬ষ্ঠ) ৮৮৬—৯১১, ইনি 'দার্শনিক বলিয়া' খ্যাত।

৩৬ আলেকসান্দার ৯১১—৯১২, ইনি ৬ষ্ঠ লিওর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কনস্টান্টাইন ৭মের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন করেন।

৩৭ কনস্টান্টাইন ৭ম 'পোফ'ইরোজেনিটাস্ ৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, কিন্তু পিতামহ রোমানাস্ কর্তৃক ৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত, অবশেষে ৯৫৫—৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজ্যশাসন।

৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, রোমানাস্ (১ম) বা লেকাপেনাস্ এবং তাঁহার তিন পুত্র খৃষ্টোফার, টিকেন ও কনস্টান্টাইন ৮ম, ইহারা যথাক্রমে ৯১৯, ৯২১ ও ৯২৮ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার প্রাপ্ত এবং ৯৪৪ ও ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

৪২ রোমানাস্ (২য়) বা (কনিষ্ঠ) ৯৫৯—৯৬৩, ইনি ৬ষ্ঠ কনস্টান্টাইনের পুত্র।

৪৩ নিসেকোরাস্ (২য়) বা (কোফাস্) ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজতত্ত্বে উপবিষ্ট এবং ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বাতকের হস্তে নিহত।

- ৪৪ জন জিয়িক্স ১৬১—১৭৬
- ৪৫ ৪৬ বাসিল (২য়) ও কনস্টান্টাইন (১ম) ১৭৬—১০২৫  
এবং কনস্টান্টাইন ৪ম, পরে ১০২৫—১০২৮ খৃঃ।
- ৪৭ রোমানাস্ (৩য়) ১০২৮—১০৩৪, ইনি 'আর্পাইরাস' বলিয়া পরিচিত।
- ৪৮ মাইকেল (৪র্থ) ১০৬৪—১০৪১, ইনি 'পাল্লাগোনিয়' বলিয়া বিখ্যাত।
- ৪৯ মাইকেল (৫ম) ১০৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন ও ১০৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য বিতাড়িত হন। ইনি 'কালাকেট' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- ৫০ ৫১ জেই এবং কনস্টান্টাইন (১০ম) ১০৪২—১০৫৪।
- ৫২ থিওডোরা ১০৫৪—১০৪৬, ইনি সম্রাট জেই'র ভগিনী।
- ৫৩ মাইকেল (৬ষ্ঠ) ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। ইহার অস্ত্র নাম ট্রাটিওটিকাস্।
- ৫৪ আইজাক্ (১ম) বা কোরেনাস্ ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজপদে নিয়োগ এবং ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ।
- ৫৫ কনস্টান্টাইন (১১শ) বা (ডুকাস্) ১০৫৭—১০৫৯, ইনি আইজাকের সহিত একযোগে রাজত্ব করেন, ইহার পর ১০৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমসাম্রাজ্যে বৈদেশিকের আক্রমণজনিত ঘোর বিপ্লবলা আসিয়া সসুপস্থিত হয়।
- ৫৬ ইউডোকিয়া ও রোমানাস্ (৩য়) ১০৬৭—১০৭১।
- ৫৭ মাইকেল ৭ম (বা আন্দ্রোনিকাস্ ১ম) এবং কনস্টান্টাইন (১২শ) একযোগে ১০৭১ খৃঃ অব্দে।
- ৫৮ মাইকেল ৭ম, উক্ত বর্ষেই একেধর সম্রাট হন। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়।
- ৫৯ নিসেকোরাস্ (৩য়) বা (বোটানিরোটস্) ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যপদপ্রাপ্তি ও ১০৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুতি।
- ৬০ আলেক্সিয়ার্স ১ম বা (কোরেনাস্) ১০৮১—১১১৮।
- ৬১ জন কোরেনাস্ ১১১৮—১১৪০
- ৬২ মাইকেল কোরেনাস্ ১১৪০—১১৮০
- ৬৩ আলেক্সিয়ার্স (২য়) বা (কোরেনাস্) ১১৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, কিন্তু ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত।
- ৬৪ আন্দ্রোনিকাস্ (১ম) কোরেনাস্ ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপ্রাপ্তি ও ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।
- ৬৫ আইজাক্ ১ম (আন্ডেলাস্) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ১১৯১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত; কিন্তু ১২০৩—১২০৫ খৃঃ পর্যন্ত পুনরায় রাজ্যশাসন। এই সময়ে হিন্দুস্থান

বাসরস্বীর পাঠানসর্কার কুৎস্ব উল্লি কতৃক দ্বিতীয় রাজধানীতে পাঠানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ৬৬ আলেক্সিয়ার্স (৩য়) আন্ডেলাস্ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ ও ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুতি এবং ১২০৫ খৃঃ পুনরায় শাসনভারপ্রাপ্তি।
- ৬৭ আলেক্সিয়ার্স (৪র্থ) আন্ডেলাস্ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পিতা আন্ডেলাসের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু অচিরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।
- ৬৮ আলেক্সিয়ার্স (৫ম) বা আন্ডেলাস্ নৌকুল ১২০৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিকার এবং ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই শত্রুকর্তৃক রক্ষিত খাতকের হস্তে তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়।

কনস্টান্টিনোপলের ল্যাটিনজাতীয় সম্রাটবৃন্দ।

- ৬৯ বলডুইন (১ম) ১২০৪—১২০৬, ইনি ফ্রাঙ্ক জাতির একজন কাউন্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন।
- ৭০ হেনরী ১২০৬—১২১৬
- ৭১ পিটার ফ্রাঙ্ক ১২১৭—১২১৯
- ৭২ রবার্ট ১২১৯—১২২৮
- ৭৩ বলডুইন (২য়) ১২২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া ১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন। অবশেষে মাইকেল পেলিগলোগাস্ কর্তৃক উক্ত বর্ষে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

এই সময়ে নিস-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিজন মাত্র গ্রীকসম্রাট রোমসাম্রাজ্যের কড়কংশ স্বতন্ত্রভাবে শাসন করিতে থাকেন :—

- থিওডোর লাক্সারিস্ (১ম) ১২০৬—১২২২ খৃঃ।  
জন ডুকাস্ ডালেসিস্ ১২২২—১২৫৫।  
থিওডোর ডুকাস্ লাক্সারিস্ ১২৫৫—১২৫৯।  
জন লাক্সারিস্ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্যেস্থায়ী ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পেলিগলোগাস্বংশীয় মরশতিগণ রোমসাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন।

পেলিগলোগাস্বংশীয় গ্রীকসম্রাটবৃন্দ।

- ৭৪ মাইকেল ১২৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করিয়া ১২৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।
- ৭৫ আন্দ্রোনিকাস্ (২য়) ১২৮২—১৩০৫, মাইকেল এই

সময়ে ১২৯৫—১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার সহযোগিতা-রূপে রাজ্যশাসন করেন।

৭৬ আন্দ্রোনিকাস (৩য়) ১৩৮৮ ও পরে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দুই-বার রাজপদ পান। শেষোক্ত বর্ষ হইতে ১৩৪১ খৃঃ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তুর্কজাতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হন। এই সময় হইতে তুর্কসাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তবীয় দ্বিতীয়া পত্নী আনের গর্ভজাত সন্তান জন পেলিওলোগাস রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইরাছিলেন।

৭৭ জন (১ম) ১৩৪১—১৩৯১, রাজ্যাধিকার কালে তিনি নবমবর্ষীয় বালক ছিলেন। এই জন্ত রাজমাতা আন রাজ্যপরিচালনার্থ স্বীয় স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু জন কাণ্টাকুজেনকে রাজ্যপরিদর্শক (Regent) নিযুক্ত করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার প্রভাবদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া শত্রুপক্ষ তাঁহাকে রাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাহার তাঁহার মাতাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি ডেমোটিকা নগরে স্বীয় মন্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাদল অচিরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি অসভ্য সাক্ষীয় জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নোসেনাপতি আপোকোকাস ও ধর্মপাদক জন (John of Apri, the Patriarch) রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেন। রাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-শ্রোত প্রবাহিত হইল। নোসেনাপতি নিহত হইলেন। রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া রাণী আন কাণ্টাকুজেনের নিকটসন-দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার জন্ত ধর্মপাদক জনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, পক্ষান্তরে জন তাঁহাকে রাজ্য ও ধর্মচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। এই গোলযোগের অবসরে কাণ্টাকুজেন সদলবলে উপস্থিত হইয়া কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন। রাজ্ঞী আন সংবাদ পাইয়া তাঁহার পলানত হইলেন। আক্রমণকারী স্বীয় কন্ডার সহিত রাজকুমার জনের বিবাহ দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে)।

এইরূপে ছয় বৎসর অত্যাচারের পর কাণ্টাকুজেনের শাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। কিন্তু আন্দ্রোনিকাসের বংশধর আর রাজা রহিল না ;

কোশলে কাণ্টাকুজেনই রাজ্যেশ্বর হইলেন। তখন জন স্বীয় অধিকারপ্রাপ্তির আশায় বিদ্রোহাচরণে প্ররূপ হইলেন, কাণ্টাকুজেনের অল্পবয়সী তুর্ক সেনাদল তাঁহাকে পরাজিত করিল। তখন কাণ্টাকুজেন বালক-রাজের সহিত পুনর্মিলনের আশা অন্ন জানিয়া স্বীয় পুত্র মাথিউ কাণ্টাকুজেনের সহযোগে রাজ্যশাসন করিতে বাসনা করিলেন। ১৩৫৫ খৃঃ তিনি রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুত্রের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন; কিন্তু মাথিউ কাণ্টাকুজেন ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

৭৮ মাছুএল ১৩৯১—১৪২৫।

৭৯ জন (২য়) মাছুএলের সহিত ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ ও ১৪০২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যত্যাগ করেন।

৮১ জন (৩য়) ১৪২৫—১৪৪৮।

৮২ কনস্টান্টাইন, ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২মে তুর্কসেনা কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ও জয়কালে নিহত হন।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন।

সম্যক সমুদ্র রোমকজাতির উত্তমে এককাল ধরিয়া ধীরে ধীরে যে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র সভ্যজগতকে আলোকিত করিয়াছিল, যাহার অবিমল সভ্যতা ও বীরত্বপ্রতিভার অসভ্য বর্করণ এবং সমুদ্রসম্পন্ন আসিরীর, পারস্য প্রভৃতি জনপদবাসিগণ রক্তশ্রোতে ধরা রঞ্জিত করিয়াও পরাভূত হইয়াছিল, সেই মহান রাজতন্ত্রের কিরূপে বিলম্বাধন ঘটিল, রোমের রাজচরিত্র ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে তাহার একটা পূর্ণ-চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে। সম্রাটের অত্যাচার ও অসীম বীরত্ব রোমীয় নেতৃবর্গ রাজপদাভিষিক্ত হইয়া প্রজাসাধারণের প্রাণে যে ভয় সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, তাহাই রোমসাম্রাজ্যের ভিত্তি সূক্ষ্ম করিয়াছিল। সিপিও সান্না ও সিজারের অদ্বুত বীরত্ব ও রণজয়কালীন নৃশংস পরহত্যা তাৎকালিক দুঃসভা ও অন্ধ-সভ্য জাতিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তদুপরি রোমের রাজনৈতিক প্রভাব—পূর্বতন সেনেট, এসেট্রি, কমিসিয়া ও মাজিস্ট্রেসি প্রভৃতি রাজকীয় বিধিবলে—অধিকৃত রাজ্যমধ্যে শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেও তত্ত্ববিভাগের শাসনকর্তৃগণ প্রজার সর্বস্বলুপ্তে বিরত থাকিতেন না। তাঁহারা রোমের অন্ধুর প্রভাপ প্রজাবর্গকে বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন। তাৎকালীন সমগ্র সভ্যজগৎ রোমকজাতির ভয়ে সর্বদাই কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল।

সম্রাট অগাস্টাসের রাজবিধি পরিবর্তন হইতে রোমসাম্রাজ্যে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সম্বন্ধিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অরাজকতা ও অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। কারণ তৎপার রাজবংশ পরম্পরাগত ছিল না। বীরত্বপ্রতিভার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা সেনানায়কগণই অধিকাংশ স্থলে সম্রাট পদে নির্বাচিত হইতেন। বার্ষিক্যজ্ঞ বা অপর কোন কারণে তাঁহার সামর্থ্যাহিত্য ঘটিলে অর্থলোলুপ সেনাসম্প্রদায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া একজন প্রতিভাবান নবীন বীর সেনানায়ককে তৎপদে বরণ করিত। কখন কখন তাহারা অর্থের লোভে সম্রাটবংশীর ধনিসন্তানগণকে রাজসিংহাসনে বসাইতে বিরক্ত করিত না। রাজসিংহাসনের এইরূপ দুর্বলতা দেখিয়া সম্রাটগণ ধনলালসার স্বতঃই খেচ্চাচারী "Tyrant" হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা লুণ্ঠনোদ্দেশে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাবৃন্দও রাজ্যজয়ান্তে ধনাপহরণের আশার উদ্ভূত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। বর্তমান সভ্যজগতে যুদ্ধসময়ে বা যুদ্ধাবসানে যে সকল ক্ষুদ্রতম অত্যাচারের কথা শুনা যায়, রোমীয় যুদ্ধের তুলনায় তাহা অতি সামান্য, সে সকল কাহিনী শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন কলুষিত হইয়া উঠে। কার্বেজ ধ্বংস, সাইরাকিউজের পতন এবং এগিসিয়াস বিভিন্ন প্রদেশ বিজয়ান্তে যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অমানুষিক! নররক্তে রোমীয় জগৎ (Roman world) ও ভূমধাসাগর রঞ্জিত হইয়া ভয়াবহ নরহত্যার ভীষণতম দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল।

রোমসাম্রাজ্যের এই নিদারুণ আধিপত্যকালে ষ্টোইক্, প্লেটো-নিষ্ট, আকাডেমিক ও ইপিকিউরিয়ান্ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অন্তর্দর হয়। তাঁহারা অর্থলিপ্সা ও জীবহিংসা বিসর্জন দিয়া জীবাত্মার মঙ্গল কামনার শান্তিরত্নের উদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। সংসারের ঘোর যজ্ঞাবাত হইতে অপস্থত হইয়া তাঁহারা রাজ্যাকাজ্জা ত্যাগ করিলেন এবং একজন সম্রাট মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিশ্চিন্ত মনে আপনাপন জ্ঞানচর্চার কালাস্তিগাত করিতে লাগিলেন। ষ্টোইক্গণ বৈশেষিকের জ্ঞান আদর্শিক ও ভৌতিক সিদ্ধান্তে (Contemplation of original matters) মত্ত রহিলেন, প্লেটোর শিষ্যসম্প্রদায় আত্মার অবি-নশ্বরত্ব (Immortality) প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইলেন, আকাডেমিকগণ সাংখ্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত জগতের বস্তুরতা স্বীকার না করিয়া তর্ক ও ধীমাংসার সাগরে নিমজ্জিত (Lost in scepticism) রহিলেন এবং এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্কাকের মতাদ্-

শাসী হইয়া পরমেত্রে ঐশ্বর্য্য আরাধন করিতে অস্বীকার (denied the providence of a supreme power) করিলেন। তর্কে পাড়িয়া বা সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাঁহারা কখন দেবমন্দিরের অবমাননা করেন নাই। রোমীয় মার্টিষ্ট্রেটগণও এই দার্শনিক শিক্ষার ফলে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কুসংস্কারের ছায়া লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। বলবতী অর্থ-লালসা নিবন্ধন তাঁহারা দেবমন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিলেও কখন দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র তাঁহারা দেব-অঙ্গ হইতে আভরণগুলি খুলিয়া লইতেন। তাঁহারা দেবপ্রতিমা সমক্ষে নরহত্যা নিবেদন করিয়া যান। ক্লাবিরিয়াসীর রাজত্বকালের শাসনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরে উপাসকগণের প্রদত্ত উপহারসমূহ রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, জ্ঞানবুদ্ধির সহকারে দুর্ধর্ষ ও নৃশংস-প্রকৃতি রোমক-গণের হৃদয়ে কোমল ও কমলীয়তা আশ্রয় করিয়াছিল। সেই উগ্র ও প্রচণ্ডপ্রকৃতির রোমকগণ ক্রমশঃ নরহত্যাজনিত পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের আত্মা কলুষিত করিতে বিরত হইলেন। তাঁহারা ভার্জিল, সিসিরো প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অহুসরণ করিয়া তাঁহাদের ভাব ও ভাবাধুশীলনে নিরত রহিলেন। চিন্তের শাস্তি হেতু আর তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে চিত্ত বিকৃত করিতে চাহিলেন না। এতদ্বিরূপে ব্যবসা বাণিজ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা প্রাচ্যসমৃদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছিলেন। স্বধ্বংসপথে মত্ত হইয়া তাঁহারা অলস হইয়া পড়িলেন এবং তজ্জন্ত ক্রমশঃই জাতীর উত্তম হারািতে লাগিলেন। রোমীয় নগরবাসীর অপরিমিত সমৃদ্ধিরাশি অবলোকন করিয়া বৈদেশিক বর্করণ উপযুক্তি সেই সকল স্থান ধ্বংস করিয়াছিল। ইতালী আলস্তলিলে নিমজ্জিত হইলেও গল, স্পেন, বৃটেন প্রভৃতি যুরোপীয় প্রদেশসমূহ শক্তিহীন হন নাই, তথাপি তাঁহারা অর্থের দাস হইয়াও রোমকজাতির গৌরবরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিক গিবন্ লিখিয়াছেন :—

But though the tranquil and plentiful state of the Empire was felt and confessed by the provincials as well as the Romans, though the latent causes of decay and corruption might escape the eye of contemporaries, yet Rome was gradually declining and slowly verging towards desolation. A secret poison had been introduced by the long peace and lethargic inactivity into the bowels of the Empire. Military spirit no longer existed; the fire of enterprise was extinguished, and the commanding genius of Rome forsook the polluted



habitations of a luxurious and effeminate people. The improvement of arts, whilst it refined, had gradually enervated the country; the splendour of their cities served only to allure the impending rapacity of hardy race of Barbarians.

জানোৱতিসহকাৰে রোমসাম্রাজ্যগণের স্বৰ্গদেও স্বজাতি-প্ৰিয়তমৰ প্ৰভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সম্ৰাট হাদ্ৰিয়ান ও আণ্টো-নাইনৰ সময় পৰ্য্যন্ত হইয়া হতভাগ্য ক্ৰীতদাস জাতিৰ মুক্তি বিধান এক নূতন রাজবিধিৰ প্ৰচাৰ করেন। তৎকালে প্ৰভুগণ স্বৰ্গ ক্ৰীতদাসগণের উপৰ অযথা অত্যাচাৰ কৰিত। এমন কি, তাহাদের জীবনমৃত্যু সকলই প্ৰভুৰ ইচ্ছাধীন ছিল। রাজহুশাসনের আশ্ৰয় লাভ কৰিয়া তাহারা সকলেই মাজিষ্ট্ৰেটের বিচাৰাধীন হইল, সাধাৰণ লোকে তাহাদের উপৰ কোন আধিপত্য কৰিতে পাৰিল না। তাহারা মুক্ত হইয়া রাজ্যভূগ্ৰহ-লাভের আশায় বিশেষ বিশ্বস্তভাবে দিনপাত কৰিতে লাগিল। অনেকে পাৰিতোষিক স্বৰূপে রাজপ্ৰদত্ত ভূমি পাইয়া গণ্যমান্য হইয়া উঠিল। শিক্ষাশুণে কেহ কেহ রাজনৈতিক সমিতিতে স্বীয় প্ৰভুৰ পাৰ্শ্বে উপবেশন কৰিবারও অধিকাৰ লাভ কৰিয়াছিল। এইৰূপে ক্ৰীতদাসগণ হতভাগ্য হওয়ায় সম্ৰাট রোমকগণ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যলিপ্সা ও পৰম্পৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু তাহাদের মনকে উদ্ভূত করে নাই। অদৃষ্টক্ষেত্ৰে ও প্ৰতিভাবলে যিনি যখনই রাজমুকুট শিৰে ধারণ কৰিবার অবসৰ পাইয়াছিলেন, তিনিই তখন সময়োচিত ব্যবস্থা কৰিয়া গিয়াছেন। সাম্ৰাজ্যভিত্তি হৃদয়-রাগিত কাহাৰও তাৎক্ষণিক আগ্ৰহ উপস্থিত হয় নাই।

সমগ্ৰ সাম্ৰাজ্যে কাব্য ও সাহিত্যের উন্নতি প্ৰয়াসে পুৰস্কৃত সম্ৰাট্ৰের বখাসাধ্য পোষকতা কৰিয়াছিলেন। অদ্ভুত বুটেন রাজ্যের উত্তৰোপকূলবৰ্ত্তী প্ৰদেশ অলঙ্কাৰ-শাস্ত্ৰাধ্যয়নের কেন্দ্ৰস্থান হইয়া-ছিল। দানিয়ুৰ ও রাইন নদীৰ কূলে হোমৰ ও ভাৰ্জিলের ওজস্বিনী গীতি প্ৰতিধ্বনিত হইত। গ্ৰীকগণ পদাৰ্থবিশ্বা ও জ্যোতিষ আলোচনাৰ জীৰ্ণস্থান অধিকাৰ কৰিয়াছিলেন। টলেমি ও গালেনের নাম আজিও প্ৰাচ্য ও প্ৰতীচ্যজগতে তাহাৰ স্মৃতি জাগাইতেছে। সুসিয়ানের কবিত্বপ্ৰতিভা আৰু নাই। পূৰ্বপুৰুষগণের সেৱণ অসাধাৰণ প্ৰতিভা লইয়া আৰু রোমে কেহ জয়গ্ৰহণ করেন নাই। শোভিতগণ স্ববক্তাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিয়াছেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎসাহসম্পন্ন পাশ্চাত্য রোমক জাতিৰ মধ্যে অবসাদ ও অধঃপতন লক্ষ্য কৰিয়া পূৰ্বকালবাসী শিক্ষিত ক্ৰীতদাস লজ্জিনাস বলিয়াছিলেন;—  
“In the same manner (says he) as some children

always remain pigmies, whose infant limbs has been too closely confined; thus our tender minds, fettered by the prejudices and habits of an unjust servitude, are unable to expand themselves, or to attain that well proportioned greatness which we admire in the the ancients, who living under a popular government, wrote with the same freedom as they acted.” (Gibbon Chap. I.)

এইৰূপে দৰ্শন ও কাব্যমোদে বহুই লোকের মন মাত্ৰিমা উঠিল, ততই তাহারা পূৰ্বপুৰুষগণের শৌৰ্য্যবীৰ্য্য ছাড়িয়া কোমলা কলাবিত্তাসমূহের আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিতে বাধ্য হইল। রোমকজাতি মহুযাসমাজের নিৰ্দিষ্টন্তৰ হইতেও অধঃপতিত হইল। অস্ত্ৰের সহায়তা ব্যতীত আৰু তাহাদের মাথা তুলিয়া রাজত্বসমাজে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না।

জানসাগৰ উত্তৰ-কামনায় বৈশেষিক সেতু অতিক্ৰমপূৰ্বক আশ্ৰয়ত্ববাহকৰূপে ভেলায় আৱেহণ কৰিয়াও রোমকগণ এক-বাৰে পৌত্তলিকতাৰ আশ্ৰয়-বন্ধন ছাড়িয়া দিতে পাৰে নাই। তাহারা যেমন জাতীয় ইষ্টদেব জুপিটারের (বৃহস্পতিৰ) পূজা-প্ৰচাৰমানসে ও বিজিত রাজ্যসমূহে তদেবের উপাসক বৃদ্ধি সহ-কাৰে মন্দিৰাদি স্থাপনে বক্ষপৰিকৰ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভিন্নধৰ্ম্মী সূৰ্য্যোপাসক পারসিকগণ মিত্ৰের উপাসনা-বিস্তাৰ কামনায় পাশ্চাত্য জনপদে আধিপত্যস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। অহরমজ্জদের শিষ্যসম্প্ৰদায় তৎকালে জ্ঞানালোকের বিমলতম জ্যোতি লাভ কৰিয়া জগতের অন্ধতম সভ্য গ্ৰীক ও রোমক প্ৰভৃতি পাশ্চাত্য জাতিৰ মধ্যে সেই জ্ঞানজ্যোতি বিকিৰণ কৰিতে নিরন্তৰ চেষ্টা কৰিতেছিলেন। পক্ষান্তরে উদ্ধতবস্তুৰ জুপিটার-পূজক রোমকসম্প্ৰদায় বাহবলে তাঁহাদিগকে বশীভূত কৰিয়া স্বধৰ্ম্মের প্ৰচাৰ-সভৰ পোষণ কৰিযাইছিলেন। এইৰূপ হুইটী ভিন্নধৰ্ম্মাক্ৰান্ত পৰম্পৰ-বিরোধী জাতিৰ অধৰ্ম্মপ্ৰতিষ্ঠাপনে যোৱা সংঘৰ্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

উচ্চশিক্ষাপ্ৰাপ্ত ও সম্যক সমুন্নত পারসিকগণের সহিত উপযুপৰি যুদ্ধে রোমকগণ উত্তৰোত্তৰ বলকৰ কৰিয়াছিলেন। চিত্ৰশক্তি পোষণ কৰিয়া তাহারা উভয়েই আত্মপক্ষ রক্ষা কৰিতে সমৰ্থ হন নাই। পারসিকদিগের বীৰ্যবল ও ধৰ্মবল অপনয়নের সঙ্গে রোমকজাতিৰও আভ্যন্তৰিক প্ৰভাব ও ধৰ্মপ্ৰাণতা ক্ৰমশঃই হীনভেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে রোমাধিকৃত পালেস্তিন ভূমে খৃষ্টধৰ্ম্মের প্ৰতিষ্ঠাতা মহাত্মা বীণ আত্মবাদ প্ৰচাৰ কৰিয়া ধনলিপ্সু রোমকগণের স্বৰ্গদে শাস্তিবাৰি ঢালিয়া দিলেন। সম্ৰাট কনস্তান্টাইন ১ম ও থিওডোসিয়াস খৃষ্টধৰ্ম্মের বিমল প্ৰতিভা লাভ কৰিয়া পৌত্তলিকতাৰ অনাচাৰ বন্ধ কৰিলেন। দেব-

মন্দিরে বলি রহিত হইয়া গেল। মন্দিরে পূজা ও উৎসবের আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও বিবাহ বা দ্বয়ের আগ্রহ ছিল না। পৌত্তলিকপূজা ও আরাধনা ছাড়িয়া যখন তাহারা জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে শিখিল, তখন তাহারা প্রকৃত সত্যধর্মের আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে তাহারা হিংসা-দ্বেষ তুলিল। পরস্পরপর হা পনের জীবন-নাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতে আর তাহারা অভিরুচি প্রকাশ করিল না। বিমল স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাধীন হইয়া রহিল। ক্রমে তাহাদের চিত্তবৃত্তি জড়ের ছায় নির্ভরকার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া একমাত্র ধর্মাবেশেই ব্যাপ্ত রহিল। তাহারা পূর্বে হইতেই ঐশ্বর্যহুখে মত্ত ছিলেন তাহারাও এপিকিউরিয়াসের “নাচ গাও পান কর প্রফুল্লিত মন।” রূপ ধর্মতত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দির শেষভাগে সম্রাট্ সার্লিমেনের অভ্যুদয়ে ও তাহারই সহায়ত্বভূতিতে সমগ্র যুরোপ ভূমে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্মের এই অমিত-প্রভাব পশ্চিম সাম্রাজ্যে যতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, পূর্বকালে ততদূর পারেন নাই। রোমকগণ খৃষ্টধর্মে আত্মবান্ হইয়া ক্রমশঃই আপনারা ধর্ম-স্রোতে ভাসমান হইলেন। রোমুলাস্ অগাষ্ট্‌লাসের ৪৭৬ খৃঃ রাজাসন ত্যাগ হইতে যতই প্রজাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই নবধর্মে লীকিত খৃষ্টানসম্প্রদায়ের আধিপত্য রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খৃষ্টান রোমক প্রজাবৃন্দ অশিক্ষা-গুণে লৌকিক-রাজ্যে রাজার পরিবর্তে ধর্মগুরুকেই আধ্যাত্মিক জগতের সর্বময় কর্তা করিয়া তুলিলেন। ধর্মপ্রচার ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি রোমক-সমাজে ‘রাজগুরু’ বলিয়া পূজিত হইলেন। রোমের পোপ খৃষ্টান জগতের রাজকুবজী হইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃপতিবর্গের উপর আধিপত্য চালাইতে লাগিলেন। তিনিই নরপতির পতি; রোমের সার্বভৌমত্ব তাহার করতলগত। তিনি ইচ্ছা করিলে ধর্মবিধি-লঙ্ঘনকারী রাজাকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতেন। এমন কি, হুদ্র ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী একসময়ে পোপের শাসনে ধর্মসীমা বহির্ভূত ( Excommunicated ) বলিয়া ঘোষিত হইয়া-ছিলেন। শারীরিক বলের অপেক্ষা এক্ষণে রোমের মানসিক বা নৈতিক বল অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

[ খৃষ্টান, বীত ও পোপ শব্দ দেখ। ]

এই নূতন ধর্মবলে রোমকগণ প্রাক্তে হীনবল না হইলেও ধর্মোন্মত্তির কোমলতায় তাহাদের উচ্চাচিন্তবৃত্তিসমূহ শিথিল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। বুদ্ধবিভার তাহারা সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত ও অশিক্ষিত রহিলেন। এমন সময়ে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে

মকানগরে ইসলাম্ ধর্মের অভ্যুদয়। প্রবর্তক মহম্মদ যেরূপে প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখন করিয়া স্বীয় পুণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা রোমক ও মুসলমানজাতির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মহম্মদের মদিনায় পলায়ন হইতেই ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে মহম্মদীয়গণ অস্ত্রধারণপূর্বক আপনাদের প্যাগব্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা আপনাদের ইসলাম-ধর্মে অবিবাহী বা বিরোধীকে শত্রু বলে পদানত করিতে কুন্তিত হন নাই। অচিরে আরববাসী পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল। সুযোগ্য আলী ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে আরবীয় ও সারাসেনগণ ধর্মবলে ও নবীন উত্তমে পারস্ত, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও হুদ্র স্পেনরাজ্য অধিকার করিল। হতবীর্য রোমকগণ ইহাদের সমরে পরাজিত হইলেন। খৃষ্টান-দিগকেও এই সময়ে নানা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

[ মহম্মদ ও মুসলমান দেখ। ]

মুসলমানসাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রতিভাশালী খলিফাগণের আবির্ভাব ঘটিল। খলিফা হুসেইনের রাজত্ব সময়ে আরবগণ ৭১৬ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ও ফ্রান্স আক্রমণ করেন। ওমাইদ ও আব্বাসাইদবংশীয় খলিফাগণের যত্নে মুসলমানগণ জ্ঞান ও স্মৃতিস্বর্ধ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন খলিফা ওমার ও হারুন-অলরাসিদের বীরত্ব ও প্রতিভার পরিচয় ইতি-হাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। খলিফাগণের ভোগবিলাসই মুসলমান প্রভাবের কাল হইল। অর্জিত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিল। স্থানে স্থানে খলিফার অধীনস্থ শাসনকর্তা বা সেনাপতিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপনে যত্নশীল হইলেন (৭৮১ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য ৭৩৩ ও ৭৩৬ মুসলমানরাজ্যে পরিণত হইল। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে তুর্কজাতি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের বলবীর্যে রোমসম্রাট্‌গণ পুনঃ পুনঃ বিপর্যস্ত হইয়া ত্রিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। সালজুকবংশীয় তুর্কসর্দার তুঘরাংলবেগ ও আফর পারস্ত অয় করিয়া খলিফাগণের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। সর্দার আল্প আর্সলান্ গ্রীকসাম্রাজ্যী ইউডোজিয়াসকে পরাস্ত করিয়া রাজনও হস্তগত এবং উক্ত সাম্রাজ্যী ও সম্রাট্‌ রোমানাস্ ডাইওজেনিসকে বন্দী করিলেন (১০৬৪ খৃঃ)। তৎপরে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে মালিক শাহ এসিয়ামাইনর ও জেরুজালেম অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভে মোংগলসর্দার চেংগিস্ খাঁ ও শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ রোমসাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তুর্ক হস্তে রোমসম্রাট্‌

কনস্টান্টাইনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোমনাট্রাজ্যের অবদান বটে। [ পার্শ্ব, কুবু, কনস্টান্টিনোপল, মিরীরা প্রভৃতি সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

এবিকের যুরোপ ভূভাগেও গ্রীক, ত্রাক, ক্লাগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, রুব, লর্ডস, নর্দাণ প্রভৃতি জাতি সম্ভাব্যলোকে ক্রমশঃই উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছিলেন। খ্রীষ্ট ১ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দী খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য (the reign of the gospel and the emperor) ক্লাগেরিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, সার্বনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যান্ড ও রুসিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিভিন্ন বর্ষরাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের আলোক পাইরা পথচার হইতে বিরত হয়।

খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষাগণে অত্যন্ত জাতি বা বিভিন্ন কলসের লর্দার-গণ, রাজা বা মহাশয় উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও পক্ষান্তরে আপনাপন অধীনস্থ প্রজা বা প্রতিবেশিগণের মধ্যে কাঞ্চলিক মত বিস্তার করা ধর্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। হলষ্টিন্ হইতে কিন্ডও পর্যন্ত বস্তুকিমাগপ-কুলে যতন্তঃ ধর্মমুখ সংগঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ১৪শ শতাব্দীে লিথুয়ানিয়াবাসী জনগণের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা হইতে পৌত্তলিকতার রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। জার্মানি সহকারে নর্দাণ, হাঙ্গেরীয় ও রুসিয়ারাসী বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সুদৃশশিলা বিলস পার এবং ধর্মযাজকগণের যত্নে যুরোপভূমে রাজবিধির প্রতিষ্ঠা সহকারে শাস্তিময় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ রাজা উপাধি মাত্র লইরা রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন।

রোমনগর ও তাহার প্রত্যন্ত।

রোমনগরই রোমনাট্রাজ্যের প্রধান রাজধানী। যুরোপের অন্তর্গত ইতালী রাজ্যে অবস্থিত টাইবার নদীর কূলে সমুদ্রতট হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৪১° ৪৩' ৪২" উঃ এবং দ্রাঘি° ১২° ২৮' ৪০" পূঃ।

টাইবার নদীর উত্তরকূলবর্তী ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্শ্বভাগে প্রবেশো-পরি এই নগর স্থাপিত। এখানকার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই স্থান এক সময়ে একটা জ্বলন্তীর্ণ সামুদ্র-প্রান্তরে পর্যাবসিত ছিল। কালে সমুদ্রের সেই পলিময় বেলাভূমি নিকটবর্তী কোন আরেরগিরির অল্পদূরত্বে ও গলিত ধাতবদ্রব্যে পরিবাস্ত হইরা ইতস্ততঃ অসমানভাবে বিকলিত ও পরাশ্রিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। পরে তাহাই বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরে রূপান্তরিত হইয়া এক একটা পত্বেশে পরি-ণত হয়। এইরূপ কতকগুলি শৈলনিখরে ও তাহার সাহস্রম ভূভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম-নগরগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নগরমধ্যবর্তী সমতল প্রান্তরমধ্যস্থ-কুপ্ত-স্তরে এখনও

সামুদ্রিক-দীর্ঘকালের প্রস্তরীকৃত ককাল-বিভ্রমান দেখা যায়। উহার দ্বারা প্রতিশর হয় যে, নগরমধ্যস্থে এক সময়ে আরের-গিরি অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এই আরের-পর্বতের স্মৃতিস্মারক বহিত হইয়াছে।

লাগো ব্রাক্সিগো ও রোমের নিকটস্থ আলবান-কৌল-প্রেশীর মধ্যে কতকগুলি আরেরগিরির দ্বীপ (Orates) দৃষ্টি-গোচর হয়। এই সকল পর্বত হইতে অগ্নিকাকৃত প্রাকৃতিক যুগেও কলুকারি ও ধাতবনিঃস্রাব নির্গত হইয়াছিল। কুপ্ত-নিহিত জল যুগপাত, জ্বলন্ত বাতুনির্গত শব্দসি ও নরককাল তাহা প্রমাণ করিতেছে। প্রবাহোক্ত জ্বালি তুলাজের (Mafia mass) এক শেবোক্ত নিদর্শন আলবান-পর্বতনিঃস্রাব-বিপুল জাত প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত দেখা যায়। এই লাভ্যপ্রোত (Flood of lava) রোমের ৩ মাইল দূরস্থিত সিক্সিলা-মেটে-লার সমাধিমন্দির পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল। রোম-নগরের অন্তর্গত ১ বা ২০টা পর্বত বাসুকা, তর ও প্রস্তরকূর্ণ মিশ্রণে (conglomerated sand and ashes) গঠিত। কুতব-বিলুপ্ত ঐরূপ প্রস্তর-স্তরকেই 'তুকা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

রোমনগরের ভূমিতল সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত;—

১ টাইবার নদীর বামকূলে অবস্থিত সমতল ও উপত্যকা ভূমি। উহা সমুদ্রকূলভাগ পলিময় প্রান্তরে পূর্ণ, ২ উচ্চ সমতলক্ষেত্রো-পরি আরের-গিরিজাত শৈলময় ভূভাগ এবং ৩ টাইবার নদীর দক্ষিণকূলে অনিফিউলান্ ও ভাটিকান্ পর্বতমালায় মধ্যবর্তী সাহস্রম সমতল ভূখণ্ড।

প্রাচীনতমকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখনও এখানে তাহার বহুস্তর নিদর্শন রহিয়াছে। স্রবণে বর্ষবর্ষ বাসুকারেণ্ এবং যুদ্ধাওপ্রস্তোপবোণী বেতুলার মৃত্তিকা তাহার প্রমাণ ও প্রধান উল্লেখযোগ্য বস্তু। অনিফিউলান্ পর্বতশ্রেণীতে প্রচুর পরিমাণে হরিত্রাধর্ণের বাসুকারাণি বিভ্রমান থাকার উহা বর্ণ-পর্বত (Golden hill) নামে কথিত হইয়া থাকে। এখনও ঐ পর্বতনিখরহ মোন্টোরিও বিভ্রগের S. Pietro ব্রিক্সার-বর্ণ-পর্বতের (Monte d' Oro) উল্লেখ রহিয়াছে।

উপরোক্ত তিনপ্রকার আরেরস্তর (Volcanic deposits) ও পলিময় ভূমি (Alluvial deposits) দ্ব্যতীত আরেকটুকি ও পিডির শৈলমালায় মধ্যে একপ্রকার কৃষ্ণাধর্ণের স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ববর্ণিত তুকা বা ভিউকা শৈলস্তরগুলি বিভিন্ন ভ্রমে বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। আরেরগিরি-উল্লারিত কলুল ও তর-স্তর দীর্ঘকাল জনবাসুর প্রকোপে এক উপরিস্রব্ত পলিক প্রাতব পদার্থসমূহের চাপবিশেষে কোমল ও তর-প্রায় কোমল। প্রত্যন্তে

(Soft and friable rocks) পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা উপরোক্ত কারণে বালুকণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

পালোটাইন শৈলের সমীপদেশে যে সকল অগ্নিময় বস্তুবর্ণ ভগ্নরাশি নিপতিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা একটা বনমালায় উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে, কারণ সেই বস্তুভগ্নরাশির প্রমাণে বিমর্দিত ও বস্তু হইয়া বৃক্ষকাষ্ঠ করলার পরিণতি পাইয়াছে, এরূপ প্রচুর নিদর্শন সেইখানে পাওয়া যায়। এই সকল তুলা পর্বতের স্থানে স্থানে এইরূপ পাথুরে করলার স্তর বিরাজিত আছে। কোথাও কোথাও করলাকারে পরিণত বস্তু বৃক্ষশাখাদিও সাবরবে সুরক্ষিত দেখা যায়। রোমুলাসের প্রসিদ্ধ রোম-প্রাচীর এইরূপ প্রস্তর (conglomerate of tufa and charred wood) গঠিত। উহার “স্কাপি কাকি” (Scalæ caci) বিভাগে বৃক্ষাবশেষের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার মুকুট-মণি রোমরাজধানী সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে কতই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ করিয়াছে, ঐতিহাসিক যুগে প্রভাতকালীন অন্ধলোহেরে জ্বার রাজ্যোন্নতির ক্রমবিকাশ-সমৃদ্ধির কতই বিবর্তন ঘটয়াছে, তাহার একটীরও মূলচিত্র অঙ্কিত করা কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় এবং রাজ্যশাসন-শ্রীযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজধানীর কত পরিবর্তন ও কত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র Forum Romanum, Velabrum, Campus Martius (বর্তমান রোমের বহুজনতাপূর্ণ অংশ) এবং বিভিন্ন উপত্যকাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। একসময়ে যে উপত্যকাবলী জলাভূমিপূর্ণ ও দুর্গম ছিল (Diouys. ii. 50, Ov. Fast, vi. 401), পরবর্ত্তিকালে তাহাই জলরাশিপরিপূর্ণ সুরম্য প্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রাচীন রোমরাজ্যের স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম নিদানভূত চুগর্ভস্থ জলপ্রণালীর (Cloacæ) দ্বারা ঐ সকল দূষিত জলরাশি নিষ্কাশিত হইয়া সেই-স্থানকে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান উপবনাদির উপযোগী করিয়াছে। (Varro Ling. Lat., IV. 149)। একসময়ে চূড়াবিলম্বী যে শৈলশিখরসমূহ গ্রামাণ্ডিতে সমাচ্ছাদিত ছিল এবং প্রত্যেক পর্বত-শিখরবাসিগণ আপনাপন গ্রামাদি রক্ষার্থে যে পর্বতের অভ্যুচ্চদেশে এক একটা গ্রামাট্টা (Village forts) স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা তৎকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য সেই পর্বতগাত্র দ্বারোহ ও দুর্গম করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে বহন-সকল গ্রামবাসিগণ পরস্পরে ভেদভাব ভুলিতে শিখিল এবং

সমগ্র রোম গ্রামাট্টাগুলির সামাজিক শাসনব্যবস্থা উদ্ভেদ করিয়া এক রাজকীয় শাসনশৃঙ্খলার (Government) বশবর্তী হইল, তখন হইতেই রোমনগরীর একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হইতে লাগিল। যে শৈলমালা স্বীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরস্পর বিরোধী অধিবাসী প্রজাতন্ত্রের আশ্রয়কার উপযোগী হইয়াছিল এবং নিরুপদ্রব থাকিয়া নির্ধির-বাসের প্রত্যাশায় যে সকল পার্শ্বত্যাগ-শিখরভূমে বহুসংখ্যক নরনারী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিল; এক গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হওয়ার সেই সকল পার্শ্বত্যাগমি আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল না। শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভময় অট্টালিকা সমৃদ্ধিতে এক্ষণে রোমনগরকে ভূষিত করাই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হইল। তাহারাজ্যে অস্তিত্ব কার্যসাধনে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের এই অদ্বিতীয় কীর্তি (gigantic engineering works) জগতের ইতিহাসে একটা অলৌকিক ঘটনা।

এই সময়ে রোমবাসীর উৎসাহে অত্যাধিক পর্বতশিখরগুলি সমতল হইয়া বাসযোগ্য অধিত্যকার পরিণত এবং দুর্গম চূড়া ও পর্বতগাত্রগুলি কাটিয়া স্তম্ভ ঢালু ও সোপানস্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পরে ঐ সকল স্থানও কীর্তিত হইয়া রোমীর কীর্তি-শ্রালায় বিভূষিত হয়। ভেলিয়াশূলের সমতলীকরণ (levelling) এবং টাঁজান-ফোরামনির্মাণার্থে তথাকার পর্বতসার উৎখান (Excavation) রোমীয় বাস্তবিকতার (Engineering) চরম নিদর্শন।

মধ্যযুগেও (Middle ages) এই বাস্তবিকতার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে ক্যাপিটোলিন আর্কস (Capitoline Arx) প্রবেশার্থে আর্য কিঙলীর অন্তর্গত সেন্ট-মারিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী বিলম্বিত করা হইয়াছিল। কারণ ইহার পূর্বে উপরোক্ত কোরামের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া ভিন্ন এইস্থানে আলিবার আর অল্প পথ ছিল না। মধ্যযুগে কতকগুলি সরল পর্বতচূড়া দণ্ডায়মান থাকিয়া গমনাগমনের পথ রোধ করিয়াছিল।

মধ্যযুগে রোমসাম্রাজ্যমণ্ডলের স্থাপত্য-নিকেতনে যে সৌভাগ্যবোধে সমুদিত হইয়াছিল, আজিও তাহা সমস্তোতে ভাসমান রহিয়াছে। বর্তমান রোমগবর্মেণ্টের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের “piano regolatore” নামক প্রস্তাবানুসারে স্থাপত্যকার্য্য ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হইতেছে। মধ্যযুগে যে শৈলচূড়া ভাঙ্গিয়া সমতল অধিত্যকার পরিণত এবং প্রণালীপথে স্থির-জল প্রবাহিত করাইয়া যে উপত্যকাগুলি সাধারণের বাসযোগ্য করা হইয়াছিল, বর্তমান পৃথিবীভাগীয় বিশ্ব-ব্যবহার তৎসমুদায়ই একটা সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তরে (uniform level) পর্য্যবসিত

করিবার আয়াস হইতেছে এবং তত্পরি আমেরিকাযেশের নগর-সমূহের অঙ্করণে বৃক্সব্রীসজ্জিত দাবার ছকের (Cheesboard plan) ভাৱ প্রশস্ত চতুর্ক রাস্তার দ্বারা নুতন রোমনগর গঠনের কল্পনা স্থগিত করা হইতেছে।

পুনঃপুনঃ অধিসংযোগে রোমনগরী ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হওয়ার, ইহার প্রাসঙ্গীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যদ্বারা কোন স্থান হইতে কোন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত স্থানবিশেষের ঐক্লপ ধ্বংসস্থাপ এবং অপরায়ণ কারণে বিধ্বস্ত প্রাচীন নিদর্শনসমূহ কোন কোন স্থানে ৪০ ফিট নিম্ন ভূগর্ভ মধ্যে দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। উপত্যকাদির মধ্যবর্তী স্থানে ঐক্লপ ধ্বংসকীর্ত্তিই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতস্থবিশৃঙ্খলিত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে পরাধু্য হইয়াছেন।

বর্তমান রোম অংশকা প্রাচীন রোমে শৈত্যের আধিক্য ছিল। তৎকালে রোমনগরের মধ্যস্থলে ও চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে মালেরিয়ারের প্রকোপ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু এখন তাহা পূর্ণমাত্রার প্রাকৃতিক হইয়াছে। রোমের উপকর্ষিত হাদ্রিয়ানের উদ্যানবাস (villa of Hadrian) এবং তরিকটবর্তী অপরায়ণ নিম্নভূকানন বাহা একসময়ে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত ছিল, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে একমাত্র সুপ্রণালীবদ্ধ জলই নালীর জন্ত কাম্পানার (Campagna) স্বাস্থ্য-খ্যাতি প্রসিক্ত ছিল। ঐ স্থান তৎকালে বহুজনপূর্ণ থাকার স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া যে তৎকালে আদৌ জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, একথা বলা যায় না। পালেটাইন ও অন্তান্ত শৈলচূড়া কেব্রিস্ দেবীর উদ্দেশে স্থাপিত দেবীসমূহ এবং এডুইলাইন পর্ক্সতোপরি মেফাইটিসের স্থিতি ও সম্ভাব্য প্রদত্ত উপবন দর্শন করিলে স্বতঃই মনে রোগ-প্রাবল্যের উদ্বোধন করিয়া দেয়। খ্রীষ্ট ৪র্থ শতাব্দী হইতেই রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। তৎপূর্বে ঐ স্থান নিত্য অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। *Monografia di Rome* (vol iii, 1878.) পাঠে জানা যায় যে, ঊন্থ শতাব্দীতে রোম-নগরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রোমনগরীও তৎকালে তত্পরযোগী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সমগ্র সভ্যজগতে রোমসাম্রাজ্যের কীর্ত্তিগৌরব বিকাশ করিয়াছিল।

তৎকালে রোমনগরে *Tufa, Lapis Albanus, Lapis Gabinus, Silex, Lapis Tiburtinus, Pulvis Puteolanes*. (pozzolana) প্রভৃতি প্রস্তরে অট্টালিকাদি নির্মিত

হইয়াছিল। বিট্রুবিয়াস্, মিনি প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রন্থে এই সকল প্রস্তর ও তাহার গাথনীর মসলায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্বর্ধ্যপক ও পাঁজা-পোড়া ইষ্টকেরও তৎকালে ব্যবহার ছিল। আবার কোন সময়ে প্রাচীন রোমের কোন প্রাসাদ অট্টালিকা বা প্রাচীর ইষ্টকে নির্মিত হয় নাই, কেবল প্রাচীর, খিলান ও গৃহতল প্রভৃতি কংক্রিট (concrete) করিতেই কাজে লাগিত। গৃহতল অল্প করিবার জন্ত কুচা ইট, পাথর ও সিমেন্ট-বিশেষের ব্যবহার ছিল। রোমকগণ সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রাফার পাঠে জানা যায় যে, *tectorium, opus albarium, Structura testacea* প্রভৃতি নামধের সিমেন্ট, পলস্তারা (Stucco) ও গাথনির মসলা (Mortar) তাঁহাদের দ্বারা ই উদ্ভূত হইয়াছিল। মৃত্তাও-চূর্ণ বা মৃত্তকীর্ণ ও পোজোলানা নামক লাল বালুর দ্বারা আয়েরগিরির নিঃপ্রাবল্য পদার্থবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত সিমেন্টকং মসলায় তাহার গৃহতলের মর্দর-প্রস্তর আটরা লইত। প্রাচীরাদির উপর প্রায় ৫ ইঞ্চি পুরু ও বা ৪ ত্বক পলস্তারা (Coats of stucco) দেওয়া হইত। প্রথমে পোজোলিনা ও চূর্ণ এবং সর্বোপরি বেতমর্দর-প্রস্তর চূর্ণের (Opus albarium) মসল পালিশ দিয়া বিচিত্র বর্ণচিত্র সম্পাদন করিয়া লইত। কোন কোন মর্দরপ্রস্তরনির্মিত অট্টালিকার এইরূপ মসল বেতমর্দরচূর্ণ পলস্তারায় ব্যবহার দেখা গিয়াছে। বিট্রুবিয়াস্ লিখিয়াছেন যে, মসলা ও পলস্তারায় জন্ত এখানে সমুদ্র ও নদীকুলজাত এবং ভূমিজ (pit-sand) বালুকাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব ১ম শতাব্দী সর্বপ্রথমে রোমনগরে মর্দরপ্রস্তরের প্রচলন হয়। বিখ্যাত বাস্তুী ক্রেসাস্ গ্রীক-ভোগবিলাসের রসা-বাদনে উৎসাহ হইয়া ৯২ খৃঃ পূর্বকালে খ্রীষ্ট পালেটাইন শৈলস্থ প্রাসাদে হাইমেলিয়ান মর্দরের তত্ত্ব অধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিলাসবনবর্তিতাকে উপহাস করিয়া প্রসিক্ত প্রজা-তত্ত্বাগ্রী মঃ ক্রেটাস্ তাঁহাকে 'Palatine Venus' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বকালে এমিলিয়াস্ দ্বাউরাসের কাঠনির্মিত রজমন্ডের ৩৬০ টি তত্ত্ব ও 'সিনা'র নিয়ন্ত্রণ গ্রীক-শৈলীয় মর্দরপ্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, সম্রাট্ অগাঠাসের শাসনকালে মর্দরপ্রস্তরের আদর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কি সাধারণ ও সম্রাটব্যক্তির গৃহ, কি রাজ-কাৰ্যালয় বা প্রাসাদ সকল স্থানেই চাক্চিক্যময়ী মসল মর্দর প্রস্তর বিলাস করিয়াছিল।

তত্ত্বাদি নির্মাণার্থ এখানে প্রধানতঃ বেতমর্দর প্রস্তরেরই অধিক প্রচলন ছিল। ঐ প্রস্তরসমূহ পাত্তবর্ণের ঐকং পার্শ্বকা

অন্যদিকে স্থানবিশেষে পৃথক পৃথক নামে পরিচিত, কিন্তু সেখান বা স্থানের নামানুসারে উহা চারিটা বিভিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ লুণা নদীতীরে জাত *Marmor Lunense*,—দোণনা ভি টেরার করিহান্দু ভক্তগুলি এই প্রস্তরের নির্মিত। ২ আথেন্সের নিকটবর্তী হাইমেটাস পৈলজাত *Marmor Hymettium*,—জিকোপীয়া *S. Pietra*র ভক্তগুলি এবং *S. Maria Maggiore* নিকটবর্তী প্রস্তরের ৪২টা ভক্ত এই প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছিল। ইহার গায়ে ঘূসর ও নীলবর্ণের সর সর রেখা আছে। ৩ লুণার নদীর পাথর অপেক্ষা ইহার দানা অনেক ক্ষেপে। ৪ আথেন্স নগরের নিকটেই পেন্টেলিকান পর্বতজাত *Marmor Pentelium*,—ইহার দানা হৃদয় ও পরিষ্কার বেত-বর্ণ। ভেটিকানের কুমার অগাষ্টাসের আবক-প্রতিমূর্তি এই প্রস্তরে কর্তিত হয়। ভাক্সেরা দেবমূর্তি বা মহাব্যমূর্তি খোদাই করিবার জন্য এই দেশীয় মর্ম্মরের আদর করিয়া থাকে। ৫ পেরুস বীণের হৃদয় *Marmor Parium*,—ইহার গঠন *Crystal* পৃথকের দ্যায়।

এতদ্বিধা সেই প্রাচীনকালে রোমনগরে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবহার দেখা যায়, তন্মধ্যে গ্রিনি, ট্রাবো, টাট্রাস প্রভৃতি বর্ণিত নিম্নোক্ত নয় প্রকার মর্ম্মরই প্রধান। রোমের কোন্ কোন্ স্থানে উক্ত নয়টি প্রাচীর কোন্ কোন্ বর্ণের প্রস্তর প্রথিত হইয়াছিল, তাহার নাম ও নিম্নর্ণন অতি সংক্ষেপেই উল্লিখিত হইল।

১ *Marmor Numidicum* ও *M. Libyenum* জাতীয় মর্ম্মরের বর্ণ উজ্জল ও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, কোন কোন স্থলে কমলা-বর্ণের দ্যায় লোহিতভক্ত দেখা যায়। কনস্টান্টিনের প্রসিদ্ধ বিধান সংকল ৭ম ভক্তে ও পাহিয়ারনের ৬ম ভক্তে নিম্নর্ণন রহিয়াছে। ২ *M. Oxyatium* মর্ম্মরের বর্ণ সবুজ ও সাধা মিশ্রিত কুটি-বর্ণের দ্যায়। কুটিনার মন্দির ভক্তে ইহা প্রথিত আছে। ৩ *M. Phrygium* ও *M. Synnadicum* উভয় উজ্জল, কিন্তু বর্ণ বোয় বেগুণী হইতে ক্রমশঃ লালের আধিক্যবৃত্ত। মধ্যে মধ্যে সিন্দুরের ডোরাটীনা আছে। এবাদ *Alys* এর রক্তচিহ্ন উহাতে মাখান ছিল, তাহা আজও রহিয়াছে। (*Stat. Sic.* i, 5, 36.) ৪ *S. Lorenzo fuori Mura* ও *S. Paoli fuori* ভক্তে উহার স্থিতি বিস্তারিত। ৫ *M. Isium* ক্রান্ত লাল, গলিত কলের দ্যায় সবুজ ও সাধা রক্তের চক্রবিশিষ্ট। ঐকোষ্টাসিস ও কুমার এরিস্ট মন্দিরে ইহার নিম্নর্ণন দেখা যায়। ৬ *M. Chium* বর্ণ আরশিয়াম-মর্ম্মরের দ্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উজ্জল। বাসিলিকা কুসিরা ও সেণ্ট পিটার্স মন্দিরে এই প্রস্তরের পাটীভন ও ভক্তগুলি নির্মিত দেখা যায়। ৭ *Rosso antico* রক্তের দ্যায়

উজ্জল লালবর্ণ। *S. Prassedes* উক্ত বর্ণী এক *Rospigliosi* *Casino dell' Aurora*র ১২ কিট্ উক্ত ভূইটী ভক্ত এই উজ্জল মর্ম্মরে নির্মিত হইয়াছিল। ৮ *Nero antico* বা *M. Tra-narium* পাটী দ্বাভোর টিনারাস অন্তরীপ হইতে লম্বানীত, *Ara-Cole* পীকায় উপাসনাস্থানে (*Ohoir*) ইহার নিম্নর্ণন আছে। ৯ *Lapis Atracius*—থেসেলিয় অন্তর্গত আট্রাক্স নামক স্থানে পাওয়া যায়। বর্ণ-বৈচিত্র্যনিবন্ধন স্থাপত্যকার্য্যে ইহার সমধিক লম্বায়। সেণ্ট পিটার্স মন্দির (*Lateral Basilica*) ২৪টা ভক্ত এক মেজের নিক্ (*niches in the nave*) ভুক্তি এই হৃদয়বর্ণ প্রস্তরে গঠিত। ১০ *The oriental Alabaster* বা *onyx* নামক মর্ম্মর আরব, দামাস্কাস ও নীলনদীতীরবর্তী থেসস নামক জনপদের নিকট হইতে রোমে আনীত হইয়াছিল। ইহা অর্ধবচ্ছ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সন্মুক্ত চক্রাবলী ও তরঙ্গাকৃতি তরঙ্গোচ্চ (*Marks of wavy strata*) ভূই হইয়া থাকে। পালেটাইন শৈলে এক কানাকানার দানাস্থানে এই প্রস্তরের নিম্নর্ণন আছে। এতদ্বিধা দানাদার (*Granite and basalts*) পাথর প্রাচীর মধ্যে আলেকসান্দ্রিয়াজাত *Opus Alexandrinum*, লাসিডিমোনিরাজাত *Lapis Lacedaemonius* এবং *L. pyrrho paecilus* ও *L. psaro-cius* নামক লোহিতবর্ণ প্রস্তরেরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

এ সকল প্রস্তর লইয়া স্থাপত্যকার্য্যে যে সকল শিল্পবিদ্যার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, রোমনগরে তিনটা বিভিন্নরূপে তিনটা বিভিন্নদেশীয় বা জাতীয় স্থাপত্যবিদ্যার সমাধার বাড়িয়া ছিল। রোমনগর স্থাপনের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে সকল অট্টালিকা নির্মিত ও ভাহাতে যে সকল কাদমিক স্থাপত্যকৌশল চিত্রিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের গঠন ইটুকান-ধরণের; তৎপরে রোমে গ্রীক গঠন-প্রণালীর প্রবর্তন হয়। সেই প্রাচীনতম কালে রোমকরাজগণ পালেটাইন শৈলোপরি মন্দিরাদি এবং অপরাপর স্থানের মন্দিরাদি নির্মাণকরে গ্রীকদেশীয় ভাবের নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থাপত্যকৌশলের নিকট হইতে রোমকরাজগণও স্থাপত্যবিদ্যা অভ্যাস করে। ক্রমে তাহারা জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যবিদ্যা-বিষয়ক নানা জীবুফিলাধন করিয়া জাতীয় জীবনের গৌরববর্ধক রোমীয়স্থাপত্য (*Roman architecture*) নামে বড় শিল্পবিদ্যার প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ শতাব্দে বিট্রুবাস ও লি-কিউটাস; নীলোর রাজ্যকালে মেকেরাস ও মেলার এবং ডেমিট্রিয়ানের রাজ্যকালে ডেমিট্রিয়ান প্রভৃতি সম্ভবতঃ আথেন্সনগরে স্থাপত্যশিল্প শিকার করিয়া রোমের নুতনোজ্জল করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার প্রবর্তন-প্রবর্তনবিধে



রোমকদিগের বিশেষ গুণগণনা না থাকিলেও, ইজিপ্তিয়ারী কার্যে তাঁহারা বেশ সুদক্ষ ছিলেন। এই কারণে স্থাপত্যভাণ্ডারে অভ্যন্তরকালের মধ্যে নতুন ও বিস্তৃত রোমীয়-প্রকার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

প্রথমে তুকারতের Opus quadratum পাথরে রোমুলাসের প্রাচীর গ্রথিত হইরাছিল। তৎপরে গ্রেট সার্কির প্রাচীরে অপেক্ষাকৃত কঠিন Peperino প্রস্তরের গাঁথনী চলিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দে মর্শ্ব প্রস্তরের ভ্রাতৃ গৃহাদির শিল্পশোভা-সম্পাদনার্থ travertine প্রস্তরের কর্ণিস, খিলান প্রভৃতি নির্মাণ হইতে থাকে, পরে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভেস্পেসিয়ান্ মন্দিরের ও কোলোসিউম্ (Colosseum) নামক জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা প্রভৃতির গৃহভিত্তি ও দেওয়াল নির্মাণ কার্যে এই প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইরাছিল।

উপরোক্ত বিভিন্নশ্রেণীর প্রস্তরসমূহ একত্র গ্রথিত করিতে রোমক রাজমিস্ত্রিগণ যে মসলা ও সিমেন্ট ব্যবহার করিত, তাহা অসুধাবন করিলে বিমিত হইতে হয়। একপ্রকার পাথরের প্রাচীরের বা গৃহভিত্তির কোন স্থানে গুরুভার আবস্তক হইলে, তাহারা সেই স্থানে তদনুরূপ গুরুত্বের পাথরই বসাইত। পূর্কথিত কোলোসিয়াম প্রাসাদে চাপের আবস্তকতা নিবন্ধন গাথনিকোশলে ঐরূপ অনেক জটিলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে ইষ্টক গাঁথনীর পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ২৭ খৃষ্টপূর্বাংশে পাহিওন প্রাসাদের গৃহতলে অথবা দেওয়ালবিশেষে মর্শ্ব বসাইবার জন্য ত্রিকোণাকার ইষ্টকের পাটাতন বা জরি করা হইরাছিল। সেভারাসের সময়ে ও তৎপরবর্তী কালে ক্লাবীর যুগাপেক্ষা কুদ্রাকার ইষ্টক ব্যবহৃত হইরাছিল, ঐ কুদ্র ইষ্টকের গাঁথনি মসলার গুণে এতাদৃশ দৃঢ়তর হইরাছিল যে, অজ্ঞাপিও তাহার নিদর্শনগুলি প্রস্ততত্ববিদগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইরাছে। নিম্নে ইষ্টকনির্মিত কীৰ্ত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

নাম	তারিখ	ইষ্টক-মান
ক্লিয়ার্স সিজারের রোষ্ট্রা	৪৪ খৃঃ পূঃ	১৪০ ইঞ্চি
এগ্রিঞ্জার পাহিওন	২৭ " "	১৪০ " "
টাইবেরিয়াসের প্রিটোরীয়মন্দির	২৩ " "	১১-১৫০ " "
নীরোর জলপ্রপাত	৬২ " "	১-১১০ " "
টাইটাসের দানাপার	৮০ " "	১৪০ " "
ডোমিনিয়ানের প্রাসাদ	৯০ " "	১৪০ " "
হাজিরান্নুক্ত ভিনাস ও রোমের মন্দির ১২৫	" "	১৪০ " "
সেভারাসের প্রাসাদ	২০০ " "	১ " "
ওয়েলীর প্রাকার	২৭১ " "	১১-১৫০ " "

মসলা ও সিমেন্ট দ্বারা মর্শ্বপ্রস্তরের গাঁথনী ব্যতীত রোমকেরা অভ্যন্তর গাঁথনির উপরও মর্শ্বের পাত (Marble lining) বসাইতে জানিত। প্রাচীন Concord মন্দিরের গর্ভগৃহের তুকারনির্মিত অভ্যন্তর ভিত্তিপ্রাচীর সুরক্ষিত মর্শ্ব দ্বারা অসংক্ষিত করিবার জন্য তাহারা নানা দ্রব্যের মিশ্রিত পলতারা প্রস্তুত করিয়া দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া দিত। ঐ concrete cement backing লাভা, কুটাইট, মর্শ্বরথও, তুকাথও ও ট্রাজাটাইন্ প্রভৃতি দ্রব্যের মিশ্রণে (অর্থাৎ মিশ্রিত করে) বহা কিছু থাকিত, তাহাই একত্র করিয়া উহা প্রস্তুত হইত। কখন কখন গৃহভিত্তি অথবা প্রাচীরাদি এই মিশ্র মসলার পরিমাণমত ঢালাই করিয়া লইত। তদনন্তর ঐ পলতারার উপর মর্শ্বপাত বসাইয়া আঁকড়ীমুক্ত দাঁতব বন্ধনী (Clumps of metal, hooked at the end) দ্বারা দেওয়ালগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। ৬৪ খৃষ্টাব্দে নীরোর রাজত্বকালে অগ্নিসংযোগে সমগ্র নগর ভস্মীভূত হইলে তিনি নগরবহিঃপ্রাচীর দহনসহিষ্ণু পদার্থ (Fireproof materials) দ্বারা নির্মাণের জন্য একটা বিধি প্রবর্তন করেন, তাহাতে পোড়া ইট অথবা পেপারিণো পাথরে গাঁথনীর ব্যবস্থা হয়। তৎকালে পাকা রাস্তা নির্মাণেরও যথেষ্ট প্রয়াস চলিয়াছিল। লাভা-সজ্জ দৃঢ়ীভূত বেসান্ট পাথরের চতুর্ভুজ টুকরা কাটিয়া তদ্বারা রাস্তা বাধান হইরাছিল। উহার উপরিভাগ বৃত্তাকার এবং উভয় পার্শ্বে খাদ কাটিয়া বারিপাতজ বা গৃহনিঃসৃত জলধারাগমনের পয়োনালী প্রস্তুত হয়। সেই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন অজ্ঞাপিও শনিমন্দিরের সমুখস্থ Clivus Capitolinus নামক স্থানের কতকাংশে বিদ্যমান আছে।

রোমরাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার্থ প্রাচীন রোমক-সমাজ ঐরূপ কএকটি স্নায়ুহীন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাস্তা যে যে স্থান দিয়া রোমের প্রসিদ্ধ প্রাচীরগুলি ভেদ করিয়া গিয়াছে, তত্তৎ স্থানে এক একটা প্রবেশদ্বার নির্মিত ছিল। ঐ সকল তোরণদ্বার তর ও বিধত হইলেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দৃষ্টবহির্ভূত হয় নাই। সেই প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গমনার্থ সর্বসমেত ১২টা রাস্তা তত্তদদেশাভিমুখে প্রসারিত হইরাছিল। তন্মধ্যে আপিয়া, লাটিনা, লবিকানা, টাইবারটিনা, নোমেন্টানা, সামারিরা, ক্লামিনিয়া, গাবিনা ওরেলিয়া, পট্রুয়েন্সিস, অর্ডিয়েন্সিস ও অর্ডিয়াটিনা প্রভৃতি বারটা রাস্তা প্রধান। যে কর্তৃক পথ টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে গিয়াছে, সেই সেই পথের সমুখে নদীর উপর এক একটা বেলু নির্মিত হইরাছিল।



উপরে যে রোমের সীমান্ত প্রাচীরের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে রোমক ইতিবৃত্তের অন্তর্গত রোমুলানের কথিত প্রাচীরের (Wall of Romulus) নিদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৎপরে রোমপতি সার্কিনাস টালিরানের স্বহৃৎ ও স্বহৃৎ প্রাচীর (Wall of Servius Tullius) উল্লেখযোগ্য। এই অতীত কীর্তির স্বত্বনিদর্শন অধুনা ভূমিগর্ভ হইতে বাহির হওয়ার সাধাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার পর ২৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবিখ্যাত ওরেলীয় ও প্রোবাস প্রাচীর (Wall of Aurelianus and Probus) নির্মিত হয়। তদনন্তর ৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ লিও দি কোর্থ চাইবার নদীর পশ্চিম পারে একটি নির্মাণ করান। তৎপরে ১৫৬০ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নদীর পশ্চিমকূলবর্তী ভাটিকানাস্ ও ভেনিসিউলাস্ পর্বত পরি-বৃত্তনপূর্বক রোমসম্রাটগণ এক স্বহৃৎ ও স্বহৃৎ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া নগরের পশ্চিমপার্শ্ব সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

হাপত্যবিভার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমকগণ শিল্পবিভারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রোমক-প্রভাতর ও রাজতন্ত্রের আধিপত্যকালে রোমনগরে যে সকল অদ্বুত কীর্তিতত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ভয়াবশিষ্ট নিদর্শন অতাপিও সুরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন শিল্পের গৌরব রক্ষণ করিতেছে। এতদ্বির মৃত্যিকাত্তর হইতেও প্রাণ ও রাজতন্ত্রের উক্ত যুগের পূর্ববর্তী কালেরও যথেষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ভবোর প্রাচীনত্ব নিরূপণের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আলেক্সান্দ্রিন্ ও এক্সুইলিনাস্ বিভাগের সার্কীয় প্রাচীরের সমীপে ও তলদেশে প্রাচীন প্রোঙ্ক-যুগের চক্ৰকী নির্মিত যুদ্ধাশ্রম ও চাক্ৰচিত্রসম্বলিত বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্র নিহিত ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এক্সুলাইন্ পর্বতোপরিষ স্বহৃৎ গাল্লিরেনাস-খিলানের সন্নিকটে মৃত্যিকা মধ্য হইতে একটি প্রাচীন সমাধি-প্রাঙ্গণ (neoropolis) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে প্রাচীন ফিনিকীয় বা ইটালিয়ানদের নানা প্রকার শিল্পপূর্ণ সমাধিস্তম্ভ ও মৃৎপাত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি নব্ব মৃৎপুতলির প্রতিকৃতি মিশর, আসিরীয়া, প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদসমূহের প্রাচীন পুত্তলীর অনুরূপে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই সকল নিদর্শন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসোক্ত প্রাচীন রোমকজাতির পূর্বেও এখানে আর একটি প্রাচীনতম জাতি বাস করিত। ডিওন কেসিয়ারের লেখনী হইতে জানা যায়, 'রোমা কোরাভ্রাটা' স্থাপিত হইবার পূর্বে পালেটাইন শৈলে আরও একটি নগর বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনযুগের কীর্তি ও ইতিহাসসমূহের বিশেষ উল্লেখ নিম্নো-

ক্তন; কেন না, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। রোমকজাতির ইতিবৃত্তের আরম্ভ হইতে যে সকল কীর্তি নিদর্শন অতাপি রক্ষিত রহিয়াছে, অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টায় মৃত্যিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিংবা কিংবদন্তীপরাশরা বা ঐতিহাসিক আখ্যান যাহা আজিও লোক-সমাজে প্রচারিত রহিয়াছে, নিয়ে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইল; এই সকল পবিত্র অতীত কীর্তিসমূহের প্রত্যেকটির আনুলভ্যতা সঞ্চলন করিতে এক একখানি স্বহৃৎ গ্রহ হইয়া পড়ে।

পালেটাইন শৈলোপরিষ কীর্তিনিদর্শন।

সর্বপ্রথমে পালেটাইন্ শৈলোপরিষ রোমা-কোরাভ্রাটার 'রোমুলানের প্রাচীর' উল্লেখযোগ্য। এই প্রাচীর-পরিবৃত্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কিউরির ভেটোরিন্, সেশেলাম্ শাস্ত্রাম, কোরাষ রোমানাম্, নগরবার, কুপিটার ভিক্টোরের মন্দির, সার্কাস্ মাজিমাস্ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনন্তর রোমীয় রাজবংশে (৭৫৩ হইতে ৫০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সার্কীয়ানের প্রাচীর এবং দুর্গ (agger of Servius), ভূগর্ভস্থ-অলনালী (cloacae), টালিরানাস্ বা মার্টেটাইন কারাগৃহ (Tullianum or Mamertine prison), বন্দরপ্রাচীর (the great quay wall) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরাষ রোমানাম্ ও তাহার চতুর্দিকে যে কএকটি পবিত্র মন্দির ও অট্টালিকাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। নিয়ে তাহার নামমাত্র উক্ত করা গেল :—

I Basilica Julia, ইহার নিকটে Tabernæ Veteres নামক দোকানশ্রেণী ও তাহার অদূরে Tabernæ Argentariae বা সেক্সাপস্টা এবং Tabernæ Novæ, 2 Altar of Saturn, 3 Altar of Vulcan, 4 Curia of Diocletian, 5 Comitium, 6 Original and existing Rostra, 7 Græcoastasia, 9 Basilica Porcia, Basilica Æmilia, 10 Temple of Janus, 11 Umbilicus Romæ, Milliarium, 12 Temple of Saturn, 13 Vicus Jugarius, Vicus Tusculus, 14 Temple of Castor (এখানে সেনেট ও ড্রিবিউনাল সভার অধিবেশন হইত) ইহারই পার্শ্বে Tribunal Aurelium প্রতিষ্ঠিত। 15 Temple of divus Julia, Temple of Vesta, 16 The Regia or the residence of the pontifex maximus, 17 Palace of Caligula, 18 Atrium Vestæ, 19 Arch of Fabius, 20 Temple of Faustina, 21 Temple of Concord, 22 Temple of Vespasian, 23 The Porticus xii. Deorum Consentium 24 Arch of Severus.

25 Temple of Jupiter Victor, 26 Statue of Oybela, 27 Temple of Jupiter Stator, 28 Domus Tiberiana, 29 House of Livia 30 Palace of Augustus and Area Apollinis, 31 Temple of Victory, 32 Flavian Palace, 32 Domus Gelotiana, 33 The great Stadium, 34 Hadrian's Palace 35 Palace of Severus, 36 Velia and Germulus, 37 Summa Sacra Via নামক পথের ধারে অগাষ্টাস্ দ্বারা সংস্কৃত Aedes Larum ও Secellum Larum. 38 Velabrum,

কাপিটোলিইন খেলোপরিষ প্রাচীন কীর্তি।

1 Temple of Jupiter Capitolianus, 2 Tabularium, 3 Forum Julia 4 Forum of Augustus, 5 Forum Pacis, 6 Forum Nervs, 7 Forum of Trajan. 8 Trajan's column, 9 Temple of Trajan, 10 Temple of Fortuna Virilis, 11 Porticus Octaviae, 12 Temple of Neptune 13 Temple of Venus and Rome. এই সকল মন্দিরের সংস্পর্শে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

কিলিয়ান্ শৈলস্থিত ধ্বংস্তু পুরাণি পর্যবেক্ষণ-পূর্বক বুনলেন প্রকৃতি প্রকৃত্ত্ববিদগণ এখানকার অট্টালিকাদির বৈরাগ্য পরিচর প্রদান করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছে। নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রস্তুত হইল :—১ ভেঙ্টি-ট্রাসের প্রাসাদ যেখানে নির্মিত ছিল, তদুপরে সম্রাট কোমোডাস্ একটা সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাসাদ হইতে সুবিধায় 'ক্যালোসিয়া' বাটিকার বাতায়নের জন্ত সুড়ঙ্গ ছিল। এখানকার মিনার্ভা-মেডিকার মন্দিরের গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা কোন সময়ে কোন প্রাচীন প্রাসাদের স্থানগারের অংশবিশেষ ছিল। ঐ স্থান ভবনে মিনার্ভা দেবীর একটা প্রতিমূর্তি ছিল, পরবর্ত্তিকালে তথার সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর নামেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এড্রিস সাম্রাজ্যের বাসভবন, সম্রাট টাইবেরিয়াস্ দ্বারা সেনানিবাস (Praetorian camp), ২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এগ্রিপ্পা বিনির্মিত সুপ্রসিদ্ধ 'Pantheon' প্রাসাদ বা দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ দানান (Thermae of Agrippa) এবং Firemen's barracks, Golden House of Nero ও ক্লিয়াস্ নিজার প্রতিষ্ঠিত Septa Julia প্রকৃতি আরও বহুতর অট্টালিকার নিৰ্মাণ পাওয়া গিয়াছে। কেবলক গৃহে প্রথমে Comitia Centuriataয় সভা-নির্বাহনার্থ সম্মতিগ্রহণ (vote) করা

হইত। পরবর্ত্তী সম্রাটগণের রাজত্বকালে ঐ স্থানে কীর্তন-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়।

রোমের প্রাচীন কীর্তনগুণ ও রক্ষালয় সমূহের বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হওয়ার এখানে আর বিশেষরূপে আলোচিত হইল না। সার্কাস্ মাক্সিমাস্, সার্কাস্ ক্রামিনিয়ান্স্, কালিগুলাস্ সার্কাস্, হাদ্রিয়ানের সার্কাস্ প্রকৃতি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা গেল। লিভি ১৭৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিরচিত এবং, এ মিলিয়ান্স লেপিডাসের রক্ষালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫৬—৫২ খৃষ্টপূর্বাব্দে পম্পি প্রস্তরনির্মিত রক্ষক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনাস্ ডিক্টেইয়ের মন্দিরের সহিত এই রক্ষালয় সংলগ্ন ছিল। ইহার পর মার্সেলাসের রক্ষক ১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিরচিত হয়। এড্রিস ক্যালোসিয়াস্ প্রকৃতি বিভিন্ন আক্ষিপেরটোরের নিৰ্মাণ রোমরাজ-ধানীতে দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। [ রক্ষালয় দেখ। ]

প্রাচীন কীর্তির গৌরববর্দ্ধক হইলেও আমরা রোমের ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত খিলান, স্তম্ভ, সমাধিস্তম্ভ ও সেতু প্রকৃতির বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। ১২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে কোরাস্ বোরিয়াম ও সার্কাস্ মাক্সিমাসের বিস্তৃত তোরণদ্বার (Triumphal Arches) স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ১২ শ শতাব্দী মধ্যে নানান স্থানে খৃষ্টধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কঠোর গোলাকার ধর্মমন্দির রোমের তাৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন। ইহার পর অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমীয় শিল্পের সমাপ্তি উল্লিখিত হয়। এই সময়কে ঐতিহাসিকগণ কস্মতিয়ুগ (Era of Cosmati) বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ যুগে কস্মতিবংশীয় ৭ জন উপযুক্ত কারিকর বংশধরক্রমে রোমের নানা মন্দির স্বয়ং শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। রোমের ধর্মমন্দির সমুদায় মণ্ডপ (Campanili) ও ধর্মবাহকগণের প্রাসাদগুলি একবারে শিল্পনৈপুণ্যহীন নহে। দেশীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠারূপ সম্রাট্ নিরোয় রাজ্যকালে মোটরাস্ লটার্যানাস্ দ্বারা 'লেটারান্ প্রাসাদ'—নির্মিত হয়। (সম্রাট্ কনস্তান্টাইনের রাজ্যকালে ভেটিকান্ প্রাসাদ গৃহের পতন হইয়াছিল। পরে আনুমানিক ১২০০ খৃঃ পোপ ৩য় ইনোসেন্ট ও পরে ১২৭৭—১২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩য় নিকোলাস্ বহু ব্যয়ে উহার আকার পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ; ) কুইরিনাল-প্রাসাদ—ইহাই বর্ত্তমান ইতালীপতি ইমানুয়েলের রাজত্ববনরূপে গৃহীত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় গ্রেগরী ক্রামিনিয় পোপিত্তর দ্বারা উহার কার্য্যারম্ভ করান, কিন্তু পরবর্ত্তী পোপগণের অধিকায়ে কটন ও মদাণা নামক স্থপতিদ্বয়ের দ্বারা উহার কার্য্য সমাধা হয়।

ক্রোয়েটাইন যুগ।

১৪৫০-১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের ক্রোয়েটাইন যুগ। এই সময়ে মিনো দা কিলোলে বা Mino di Giovanni, Bramante, Baldassare Peruzzi প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থপতি-গণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের জীবদ্দশায় রোমীয়-শিল্প কলাবিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পর ভিন্সেন্সো (১৫০৭-১৫৭০), কার্লে মন্টানি (১৫৫৬-১৬০২), বার্তোলোম্মে (১৫৬০-১৬০০), কার্লে কন্টানা (১৬০৪-১৭১৪ খৃঃ) প্রভৃতি স্থপতিগণ স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তখন রোমবাসী স্থাপত্য-সৌন্দর্য বিমূর্ত হইয়া রাইকেল আন্জিলোর চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত হইতেছিলেন। তৎপরে সুবন্ধ রাকেল, কনিষ্ঠ আন্টোনিও বা সালভালোজাকু, সালভাতিনো প্রভৃতি চিত্রকরগণ (artist) স্ব স্ব মনোমত করিয়া চিত্রে প্রাসাদ নির্মাণ করার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অবসাদ ঘটাইয়াছিল।

বর্তমান যুগ।

ক্রোয়েটাইন যুগের অবসানে ধীরে ধীরে কএকজন স্থপতির অভ্যুদয় ঘটিলেও চিত্রবিদ্যার প্রাধান্য ও উৎকর্ষতা নিবন্ধন রোমক স্থপতিদের পরিবর্তে স্থল কলাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের ও চিত্রবিদ্যার যথেষ্ট আদর বাড়িতে লাগিল। নানা বাস্তব প্রস্তাব করিয়া রোমকগণ মোহন বাণরী নিনাদে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। আর কেহ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের পক্ষপাতী রহিলেন না। এই সময়ে যে সকল অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল; তাহা কদাচার ও শ্রীহীন।

খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে রোমকদিগের পছন্দ করিবার শক্তি লোপ পায়। এই সময়ে Cosmati বা Renaissance যুগের শিল্পচাতুর্য্য আদৌ অট্টালিকাদি পরি-শোধিত করে নাই—সামাজিকভাবে অট্টালিকাদি গ্রহিত হইলেও তাহাতে বাসিলিকাসমূহের সরল গাভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। ১৯শ শতাব্দীতে উহার কতক পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রোমরাজধানীরূপে পুনঃস্থাপিত হইবার পর, রাজকর্ণটারিগণ স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কোসোপরি স্থাপিত Cassa di Risparmio নামক প্রাসাদ ও টাইবার নদীতীরস্থ কএকটি অট্টালিকা Strozzi ও ক্রোয়েটাইন প্রাসাদের অধিকরণে নির্মিত হইয়াছে। পিরামিড নিকোলিয়ার একটি অট্টালিকা ব্রাহ্মণের “পালাজো গিরোদ” প্রাসাদের এবং ব্রিষ্টল হোটেল ভিনিসের একটি স্থল প্রাসাদের অধিকরণ প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। এতদ্বিধা বর্তমান রাজপুরুষগণের যত্নে

S. Paolo fuori le Murae বাসিলিকা প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তির জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে।

এখানকার মিউজিয়াম ও চিত্রমন্দির (galleries) দেখিবার জিনিস। মিউজিয়াম গৃহে ভাস্কর নিরুপেক্ষপূর্ণ প্রতিকৃতিসমূহ এক চিত্রমন্দিরে নানাসৈন্য স্থলচিত্রিত চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। বিদ্যোন্নতির প্রতিজ্ঞাহুক এখানে কর্তৃক স্থল পঠাগার নির্মিত হইয়াছে। [ পুস্তকালয় দেখ। ]

রাজবিধি ও সাহিত্য।

রোমকজাতি সভ্যতামার্গে আরোহণ করিয়াই সভ্যজাতির গৌরবজাপক কতকগুলি রাজবিধির অবদান করিয়া বান, উহাই ইতিহাসে “Roman Law” নাম পরিচিত। প্রথমে পেট্রিসিয়ান, প্রিবিয়ান ও ক্লায়েট এই তিনটি বিভাগে রোমকদিগকে বিভক্ত করিয়া রাজশাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যখন রোমীয় সৌভাগ্যমার্গে বিমলজ্যোতিতে মধ্যগগনে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছিল, তখন অগাষ্টাস-কেন্দ্রীত রাজনীতি যুরোপীয় সমগ্র সভ্য জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কমিসিয়া, ট্রিবিউন, মেজিষ্ট্রেসি, প্রিটর, কুইষ্টর প্রভৃতি রাজব্যবস্থাসমূহে রোমরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই রোমীয় জুরিস্প্রুডেন্স আজিও সংস্কৃতরূপে সমগ্র যুরোপীয় সভ্যজাতির শাসনপদ্ধতিতে বিরাজিত রহিয়াছে।

রাজবিধিপ্রণয়ন সাপক্ষে রোমীয়-সাহিত্যের (Roman Literature) অভ্যুদয় হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৪০ হইতে ৮০ অব্দ মধ্যে লিভিয়াস, আন্ড্রোনিকাস, নিভিয়াস, প্লোরাস, ইলিয়াস, পোপ্লিয়াস, কেটো, টেরেন্স, লুসিয়াস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ ৮০ হইতে ৪২ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সিসিরো, সিজার, হর্টেন্সিয়াস, ও সাল্লাষ্ট, লুক্রেসিয়াস ও কাটুলাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া রোমীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়া বান। তদনন্তর অগাষ্টান যুগে (৪২ খৃঃ পূঃ হইতে ১৭ খৃঃ অঃ) তার্কিল, হোরেশ, টাইবুলাস, প্রোপার্সিয়াস, ওভিড প্রভৃতি কবি ও ঐতিহাসিক লিভি প্রভৃতি হইত হন। ইহার পর ১৭—১৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টাসিটাস, জুভিনাল, সেনেকা, লুকান, কুইন্টিলিয়াস, মার্শাল, ভার্গেইয়াস, ভালেইয়াস, মাক্রিয়াস, পেট্রোনিয়াস, ফ্রাসিয়া, ভেলেরিয়াস, ক্রাসাস, প্রিনি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক, পদার্থ-বিদ, কবি সাহিত্য লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

টাজান ও হাজ্রিয়ানের রাজ্যবাসনে রোমক-সাহিত্যেরও একরূপ অবসান ঘটে। জুভিনালের মৃত্যুর পর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ক্রিস্টোনিয়াস অলাস পেলিয়াস; ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ডোনেটাস, সান্তিয়ার ও মাক্সিমিয়াস সাহিত্যভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রোমহরণ (ক্ৰী) হরিতাল। (বনেত্রসারসং)

রোমহর্ষ (পুং) রোমাং হর্ষঃ। রোমাক।

"বেপথুত শরীরে মে রোমহর্ষত জায়তে।" (শ্রীভা ১৭২৯)

রোমহর্ষণ (ক্ৰী) রোমাং হর্ষণং। ১ রোমাক। (অমর)

রোমাং হর্ষণং বখাৎ। (ত্রি) ২ রোমাককর।

"সংবাদমিমমশ্রোমভূতং রোমহর্ষণং।" (শ্রীভা ১৮৭৪)

(পুং) ৩ দূত, ইনি ব্যালকেষের শিষ্য।

"অন্ত তে সর্করোমশি বচসা হুমিতানি ধং।

বৈপারনত ভগবন্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ।

ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যালহার স্বরং প্রকৃঃ।" (কৃষ্ণপুং ১ অঃ)

[ রোমহর্ষণ শব্দ দেখে। ]

৪ বিভীতকবুক। (বৈতকনিং)

রোমহর্ষিত (ত্রি) রোমহর্ষ জাতার্থে ইত্যচ্। সজাতপুলক, রোমাকিত।

রোমাখ্য (ক্ৰী) রোম ইতি আখ্যা বক্ত। শাস্তবলবণ।

রোমাক (পুং) রোমাং অকঃ উৎগমঃ। রোমহর্ষণ। ইহা একটা সাধিকভাব।

"ভক্তঃ বৈবোধে রোমাকঃ স্বরভকোবধে বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রণলয় ইত্যভৌ সাত্তিকাঃ স্বভাঃ।" (সাম্বং অঃ ১৬৬)

হর্ষ, অক্লুত ও ভয়ানি হইতে রোমাক হইয়া থাকে।

"হর্ষাভূতভয়ানিভ্যো রোমাঙ্কে রোমবিক্রিয়া।"

(সাহিত্যসং ৩ পরিং)

রোমাককীন্ (পুং) নাগভেদ।

রোমাকিকা (ক্ৰী) রোমাক উৎপাদ্যেনাত্যক্তা ইতি রোমাক-ঠন্। রুদভীকৃৎ। (রাজনিং)

রোমাকিত (ত্রি) রোমাকঃ সজাতোহুজ্জতি, রোমাক (ভদ্রত সজাতং তারকাদিত্য ইত্যচ্। পা ৫৭২৩৩০) ইতি ইত্যচ্।

জাতপুলক, রোমাকবিশিষ্ট, পর্যায়—হুটরোম। (ত্রিকাং)

"স চ শান্তিগতে বহৌ পরিভূটেন চেতসা।

হর্ষরোমাকিততত্ত্বঃ প্রবিবেশালমং গুরোঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পুং ১০০।২০)

রোমান্ত (পুং) হস্তের উপরিভাগ।

রোমান্তীকুর (পুং) অরবিশেষ। হামজর। এই অরে প্রতি রোমকুণে হাম নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কক ও পিত্তের আধিক্য এবং কাস ও অরুচি হয়।

"রোমকুণোপরিভাগঃ রোগিণ্যঃ ককপিত্তভাঃ।

কাসারোচকসংকুলো রোমান্ত্যো অরপুর্বিধাঃ।" (মাদ্রনিং)

রোমালী (ক্ৰী) রোমাং আলী-প্রাধিক্যং। ১ বয়ঃসন্ধি। (শব্দমালা)

রোমাং আলী। ২ রোমাবলী।

"নিধিনিঃক্ষেপহানতোপরি ত্রিভাবমিব লতা নিহিতা।

সোভয়তি তব তনুয়ি অযনভট্টারশরি রোমালী।"

(আকাশগুণতী ৩০৮)

রোমানু (পুং) রোমবিশিষ্ট। রোমন-আপুঃ। পিত্তাদু।

রোমানুবিশিষ্টপীন্ (পুং) রোমানুরিব বিশিষ্টী কৃকঃ। কোষণ-সেনপ্রসিদ্ধ কৃকীকৃৎ। (রাজনিং)

রোমাবলী (ক্ৰী) রোমাং আবলী। নাভির উর্দ্ধ সোমশ্রেণী, পর্যায়—সোমলতা, রোমালী, সোমরাঙ্গি। এই রোমাবলী যৌবনের আরম্ভে হইয়া থাকে।

"নীরাভীরুপাংগতা গ্রন্থবরোঃ সীরি ক্ৰুদ্রপ্রজরোঃ

শ্রোত্রে লমমিদং কিলুং পলমিত্তি জাতুং কক ভ্রততি।

সৈবালাহুদ্রকর শশিবুবা রোমাবলীং প্রোহতি

প্রাত্যাহীতি মুহঃ সখীমবিরিতপ্রোণিতরা পুহতি।" (রসময়রী)

রোমাপ্রয়কলা (ক্ৰী) রোমাপ্রয় কলমতঃ। বিকিরিতা মূল।

রোমোদগতি (ক্ৰী) রোমাং উদগতিঃ উদগমঃ। রোমাক।

রোমোদগম (পুং) রোমাদুগমঃ। রোমাক।

রোমোদ্ভেদ (পুং) রোমামুদ্রেরঃ। রোমাক।

"ক্ৰুদ্ররোবোভেদতরলতরতারাকুলদৃশো

ভরোংকম্পাতু ভ্রতনবুগভরাসলভুভগঃ।" (প্রবোধচক্রোঃ ১ অং)

রোমিল্লবেকটবুধ, তর্কভাবান্ত্যপ্রণেতা।

রোয়াক (আরবী) গৃহের ছাদ। (শেখর) গৃহের চতুর্দিশ চত্বর।

রোরবণ (ক্ৰী) অভিযন শব্দ, ভীষণ শব্দ।

রোরুক (ক্ৰী) জনপদভেদ।

রোরুদা (ক্ৰী) রুদ-যঙ-রোরুদ-অ-টাপ্। অভিযন রোরদ।

রোল (পুং) ১ পানীরামলক। (শব্দচং) ২ আভ্রগুটী।

৩ তালীশপত্র।

রোলদেব (পুং) একজন জিত্রকর। (কথাসরিংসাং ৫০।৩৭)

রোলদ্ব (পুং) রৌতীতি ক-বিচ, রৌঃ কুলম্, সন্ লখতি হানান্ হানান্তরং গচ্ছতীতি রো-লখ-অচ্। ভ্রমর। (ত্রিকাং)

রোশংসা (ক্ৰী) ইচ্ছা।

রোশনাই (পারসী) আলোকমালার বাহুল্য।

রোশন আরা (বেঙ্গল), যোগলসঙ্গাট্ট শাহজহানের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরাজধানীতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং শাহজাহানাবাদের স্বরচিত রোশন আরা উদ্ভালে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

রোশন উদৌলা রক্তন জঙ্গ, মহাট্ট মহম্মদ শাহের অগ্রগৃহীত একজন ভ্রমর। ইহার প্রকৃত নাম রক্তন রী ইনি ১৭২২ খৃঃ দিল্লী রাজধানীর কোতওয়ালী চক্রেতে সিকটে সোনেবী মসজিদ নির্মাণ করাইরাছিলেন। অষ্টাব্দঃ ১১২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মূল-  
২৩

মানগণের শিক্ষার্থ দিল্লীর কালিগড়ার নিকটে মসজিদ নির্মাণ করান। উহা রোশন উদৌলা মসজিদ নামে খ্যাত ও সোণার পাত দিয়া মণ্ডিত ছিল। এই বিজ্ঞানবিরোধের ছাড়ে ঝাড়াইয়া পারত-পতি নাদিরশাহ দিল্লীবাসীর হত্যাকাণ্ডসাধন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রোশন উদৌলার মৃত্যু ঘটে।

রোশন উদৌলা (নবাব), হারদরাবাদের নিজামের ভ্রাতা, ইনি সুশিক্ষিত ও সবাচারী ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোশনচৌকী (পারসী) সানাই প্রভৃতি বস্ত্রযোগে একাতান বানান। নহবৎ যেমন একস্থানে পাটাতনের উপর বসাইয়া বসিত হয়, রোশনচৌকী সেইরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত বা দেবযাত্রার সম্মুখে একটা চৌকীতে বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। রাজারা বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলে সেই গৃহের চতুর্দিকে রোশন-চৌকী বাজান হয়।

রোশেনাবাদ, বাজারের ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৫৮২ বর্গমাইল। ৫৩টা পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। পার্শ্বর্ত্তাপুরার রাজা ইহার অধিকারী। ইংরাজগবর্নমেন্টকে বার্ষিক ১৫০০১০ টাকা রাজস্ব দিতে হয়।

রোশেনীয়া, মুসলমানধর্ম-সম্প্রদায়ভেদ। বরাজিদ আনসারী নামক জনৈক মুসলমান সাধু ইহার প্রবর্তক। তিনি পীর-ই-রোশান নামে আফগান সমাজে পরিচিত ছিলেন।

বরাজিদ কান্দাহার সীমান্তবর্ত্তী কানিগুরম জেলার বুর্দ-বংশীয় আফগান জাতির মধ্যে আবদুল্লা নামক একজন বিদ্বান ও স্বধর্মনিরত মুসলমানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার যত্নে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং অর্থচিন্তার অস্বাব্যবসারী হইয়া সমরকন্দ রাজ্যে গমন করেন। এখানে হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে কালিঙ্গের মোল্লা ফুলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই তাঁহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তিত হইতে থাকে। পিতা পুত্রের এই অধর্মীচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করেন ও পুত্রকে ইসলামধর্মের আদেশসমূহ পালন করিতে প্রতীক্ৰান্ত করাইয়া লন, কিন্তু তাহাতেও পুত্রের বিকৃত চিত্ত পরিবর্তিত হয় না। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইবামাত্র তিনি জন্মভূমি পরিভ্রমণ করিয়া নিন্দ্যহর নামক স্থানে আসিয়া ধর্মমত বিস্তারে প্রয়াস পান। তিনি হুমায়ুন পাতশাহের পুত্র মীর্জা মহম্মদ হেকিমের সমসাময়িক ছিলেন। মোগলসম্রাট অকবর শাহের সমকালে ৯৪২ হিঃ তিনি প্রাধিকান্ত্য করিয়া স্বীয় ধর্মমত স্থাপন করেন। ঐ নৌরান্ ইহার পূর্বে কাবুলে মীর্জা মহম্মদ হেকিমের সভায় মীর্জা বরাজিদের সহিত বিচারে ভক্তকালীন মুসলমান সাধুগণকে পরাস্ত হইতে দেখিয়াছিলেন।

প্রবাদ, বরাজিদ পাঠশালার বর্ণবিভাগও শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতিগুণে ধর্মদাহির মীমাংসাতত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল, তিনি কোরাণের প্রসিদ্ধ বাক্যসমূহের অতি সরল ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রতি-কথার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিরাজ করিত। তিনি ‘আত্মবাদ’ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে হিন্দু আত্মার স্বরূপ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুসলমান অপেক্ষা পূজ্য। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই এবং যে আত্মার অবিন-শ্বরত্ব স্বীকার করেন না, সে অজ্ঞ; সুতরাং সেই অজ্ঞতারবিশৃঙ্খিত ব্যক্তির ঐশিক ঐশ্বর্যের কোন অধিকার নাই। ঐরূপ অজ্ঞ ও জীবন্ত ব্যক্তির বংশধরেরাও যখন মৃত্যবৎ আচরণ করিবে, তখন জীবিত ও জ্ঞানীরাই ঐ সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনেকগুলি অজ্ঞলোকের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিয়া ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র চতুর্দশ প্রথমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা আর্মীর ওমরাহ প্রভৃতি ধনাঢ্য মুসলমানগণের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। লক্ষসম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ তিনি একস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক মতে স্বীয় বিশ্বস্ত অহুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও বরাজিদ বা তাঁহার পুত্র চতুর্দশ কখনই ধর্মপথভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, কখনও কোনরূপ কুকার্যে নিরত হন নাই। তিনি একেখরোপাসনাকারীর ধনলুপ্তন বা তাহাকে কোনরূপ অথবা পীড়ন করিতেন না। তিনি এই সময়ে ইসলামধর্মের ক্রিয়াকর্মে বিশেষ আত্মবান্ ছিলেন। নিত্য ৫ বার ‘নমাজ’ করিতেন। এমন কি, একেখরে বিবাসী ভিন্ন অস্ত্র কাহারও হস্তে নিহত পশুমাংস ভোজন করিতেন না। তিনি একদিন আপনায় পিতা আবদুল্লাকে বলিলেন যে, পরগণার মহম্মদ-বণিত সরিয়াং রাত্রির জ্বার, তরিকাং তারকার জ্বার, হকিকৎ চন্দ্রের জ্বার এবং মারিকৎ সূর্যের জ্বার। আত্মাকে উজ্জ্বল করিবার মারিকৎ ভিন্ন আর অস্ত্র উপায় নাই। ইসলামধর্মের সরিয়াং বা পঞ্চাঙ্গ সাধন মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য। নিত্য ঈশ্বরের নামজপ, ভজনগান এবং তসবিতা ও তহলীল করা মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য।

বরাজিদ রচিত কএকখানি উপদেশ গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা আরবী, পারসী, হিন্দী ও পেগু (আফগানী) ভাষায় লিখিত। তাঁহার ‘মক্কা-অল-মুমেগিন’ গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচিত। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, পরম পিতা পরমেশ্বর মিক্রাজী অব্রাইলের দ্বারা তাঁহাকে ঐশ-প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘খায়র-অল-খিয়ান’ নামক গ্রন্থখানি উপরোক্ত চারিটা

জাহার লিখিত। ইহাতে বরাজিদের প্রতি স্বয়ং পরবেশের উপদেশের কথা আছে। হালনাখানি তাঁহারই ধর্মমতের ইতিবৃত্ত। এই ধর্মমত অনেকটা মুসলিমতের অনুরূপ।

বরাজিদের এই অভিনব ধর্মমতে বিবর্ত হইয়া দলে দলে আকগানগণ তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিল। কবুল, কান্দাহার, বৃহত্তর প্রভৃতি প্রদেশবাসী তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া একটা শক্তিসম্পন্ন আকগান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। সেই উক্ত সাক্ষাৎসাক্ষিকগণ ভদ্রানীতন সমুদ্র মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্রাট অকবরশাহের রাজত্বকাল হইতে শাহজহানের সমুদ্রিক অবসান পর্যন্ত রোশোনিরাগণ দিল্লীখণ্ডের প্রতিপক্ষাচরণ করিয়াছিল। বরাজিদের জীবিতাবস্থায় এই সম্প্রদায় শক্তির শীর্ষ-সীমার উপনীত হয়। তখন তাহারা ধর্মগুরু বরাজিদকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া অকবরের শাস্তিময় রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। আকগানিহানের অন্তর্গত ভাতাপুরে তাঁহার সমাধিস্থির বিদ্যমান আছে।

বরাজিদের ওয়ারশেখ, কামালউদ্দীন, নূরউদ্দীন ও জেলালউদ্দীন নামে চারিপুত্র এবং কামালখাতুন নামে কন্যা ছিল। মিশ্র বরাজিদের মৃত্যুর পর জেলালউদ্দীন ধর্মগুরু হইয়া গদিতে উপবেশন করেন। ১০০৭ হিজিরায় তিনি গিলজী অধিকার করিলে অকবর-প্রেরিত সেনাপতির হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওয়ারশেখের পুত্র মিশ্র আহাদাদ গদিতে উপবেশন করেন। তিনি ১০৩৭ হিজিরায় জাহাজীরের সেনাপতির হস্তে নবাগড় দুর্গে নিহত হন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী আহাদ বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

অতঃপর আহাদাদের পুত্র আবদুল কাদের গদিতে আরোহণ করেন। তিনি শাহজহানের সম্রাট বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১০৪৩ হিজিরায় তিনি কালকালে পতিত হইলে পেশাবরে সমাধি হন। ইহার পর মোগলের বড়বয়ে একে একে বরাজিদবংশ লোপ পায়। শাহজহানের রাজত্বকালে নূরউদ্দীনের পুত্র মীরী দৌলতাবাদ বৃদ্ধে নিহত হন। জালালউদ্দীনের এক পুত্র করিমদাদ মোগল-সেনাপতি সৈয়দ খাঁর কোশলে ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে ভবলীলা শেষ করেন এবং অপর পুত্র আহাদাদ খাঁ রসিদখানি উপাধি সহ দাক্ষিণাত্যের ৪ হাজারি মনসব্দার হন। ১০৫৭ হিঃ ভারতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রোষ (পুং) কৃষ-৭ঞ। ১ ক্রোধ।

“বৃক্শি কিং মানবতী ব্যবসারাদ্ বিগুনমদ্যবেগেতি।

রোহতকঃ পরসামিঃ সাধেবুত রোষ-উদ্ভবতি।”

(আখ্যাসপ্তশতী ৪৪১)

রোষণ (পুং) রোহতি তত্বীলঃ কৃষ (ক্রুদমণ্ডার্থেভ্যন্ত)। পা

৩২।১৫১) ইতি যুৎ। ১ পায়স। ২ হেমবর্ষণোপল। (মেরিনী) ৩ উবরভূমি। (ত্রি) ৪ ক্রোধন।

রোষণতা (স্ত্রী) রোষণত ভাবঃ তল-টাপ। রোষণের ভাব বা ধর্ম, ক্রোধ।

রোষময় (ত্রি) রাগবৃত্ত।

রোষাচ্ছপ (পুং) ভীতিপ্রদর্শন।

রোষাবরোহ (পুং) দেবাসুর যুদ্ধকালে দেবযোদ্ধাস্তেন।

রোষিন্ (ত্রি) কৃষ-ইনি। রোষযুক্ত, ক্রোধ।

রোষ্টু (ত্রি) কৃষ-তুচ্। রোষযুক্ত, ক্রোধ।

রোহ (পুং) রোহতীতি কৃহ-অচ। ১ অকুর। (ত্রি) ২ রোহণীয়।

“তেন রোহমায়ুপ মেধ্যাসঃ” (তন্ত্রবঙ্ক ১৩৫১)

‘রোহং রোহণীর্ঘর্গ’ (বেদদীপঃ)

রোহক (পুং) কৃহ-বুল। ১ প্রেতভেদ। (ত্রি) ২ রোতা।

“সিনীবাশীমহমতি কৃহঃ রাকাক ব্রহ্মভাং।

বোক্তৃণি চকুধাহাণাং রোহকাত্তত্র কণ্টকান্ ॥” (ভার ৮।৩৪।৩২)

রোহগ (পুং) পর্কতভেদ। (জটায়ব)

রোহণ (স্ত্রী) রোহত্যানেনেতি কৃহ-করণে ল্যুট। ১ গুরু।

(রাজনিঃ) ২ জন্ম। ৩ প্রাহুর্ভাব। (পুং) রোহত্যাশ্লিষিতি

কৃহ অধিকরণে ল্যুট। ৪ পর্কতবিশেষ, পর্যায়—বিদূরাগ্রি।

“অপারপুলিনস্থলীভুবি হিমালয়ে মালয়ে

নিকামবিকটোরতে চুরধিরোহণে রোহণে।

মহত্যমবভূধরে গহনকন্দরে মন্দরে

ব্রহ্মন্তি ন পতন্ত্যাহো পরিগতা ভবৎকীর্তয়ঃ ॥”

(রাজেন্দ্রকর্ণপুঃ ৫২)

রোহণক্রম (পুং) ১ চন্দনবৃক্ষ। ২ মলয়াগুরু। (বৈজ্ঞানিকিঃ)

রোহণা, মধ্যপ্রদেশের বন্ধাজেলার অন্তর্গত একটা নগর।

অক্ষাঃ ২০° ৩২’ ৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৮° ২৫’ পূঃ। নগরের

সম্মুখে একটা ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত আছে, উহাতে সময় সময়

ভয়ানক বজা হয় বলিয়া, তীরভূমি একটা বিস্তৃত বাধ আছে।

ঐ বালুকাময় তীরে প্রতিসন্ধ্যাহে হাট বসে। প্রতিবৎসর

মাঘমাসে এখানে একটা মেলা হয়। শতাব্দ পূর্বে রুক্ষভী

সিন্ধে নামক জনৈক ব্যক্তি এখানকার দুর্গ নিষ্কাণ করান।

তিনি হারদরবাদ ও ভৌসলে গবর্নমেন্ট হইতে ২০০ শত

অখরোহীসেনা পাশন করিবার অধীকারে এই নগর নিষ্কর

ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এখানে অহিকেন, ইক্ষু

ও এলাচাদি চাষের উদ্যান আছে।

রোহৎপর্বা (স্ত্রী) বহির্দুর্গা। (রাজনিঃ)

রোহতক (রোহিতক), পঞ্চাব প্রদেশের হিসার বিভাগের

অন্তর্গত একটা জেলা। তথাকার ছোটলাটের আসনাধীন।



সকাল ২৮-১৯ হইতে ২৯-১৭ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৬-১৭ হইতে ৭৭-৩০ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৮১১ বর্গমাইল।

গোহানা, বাজর, শাঁপলা ও রোহতক নামক চারিটা উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। বাজর, শাঁপলা ও রোহতক তহসীলের সংযোগে মধ্যস্থলে দুজানা ও মহরাণা নামক সামন্তরাজ্যের অবস্থিত। রোহতক নগরে জেলার বিচার-সভার প্রতিষ্ঠিত।

যমুনা ও শতদ্রু নদীর উপত্যকা দেশকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে এই জেলা অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শোভা সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তবে পার্শ্বত্যা ভূমির ক্ষুদ্র জললে বহুশূকর, হরিণ, খরগোশ এবং মথুকুট, গেক প্রভৃতি পশু ও পক্ষী প্রভূত পরিমাণে বিস্তারিত থাকায় যুগযুগান্তর শিকারীদের বিশেষ আনন্দবর্ধক হইয়াছে।

পূর্বে এই স্থান প্রাচীন হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী ময়ী নগরই ইহার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সাধারণের বিশ্বাস। প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দীন যোদী ভারতবিজয়কালে এই স্থান অধিকার ও ধ্বংস করেন। তদনন্তর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় সংযুক্ত হয়। কিন্তু উক্ত বৎসর হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানের কোন ঐতিহাসিক প্রসিক্রিয় কণা শুনা যায় নাই। শেষোক্ত বর্ষে সত্ৰাট ফরুখসিয়ার সমগ্র হরিয়ানা বিভাগ স্বীয় মন্ত্রী রুকন উদৌলাকে দান করেন। অমাত্যপ্রধান ও পক্ষান্তরে ঐ সম্পত্তি ফৌজদার খাঁ নামক এক জন বেলুচীস্থানবাসী ওমরাহকে দান করিয়া ১৭৩২ খৃঃ অঃ তাঁহাকে ফরুখ নগরের নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করিলেন। নূতন নবাব রাজত্বক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া বর্তমান হিসার, রোহতক ও গুরগাঁও জেলার কতক অংশ এবং পাতিয়ালা ও বিন্দ রাজ্যের কতক অংশ শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা নির্বিঘ্নে ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর দিল্লী সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে তাঁহারও অগৃহীতক ভাঙ্গিয়া পড়িল। আলমগীর-হত্যার ও সত্ৰাট শাহ আলমের নাম মাত্র সিংহাসনাধিকারে রাজ্যে অরাজকতার লক্ষণ সূচিত হইতে লাগিল। পরবর্তী বৎসরে পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-শক্তির অধঃপতনের সঙ্গে যোগলক্ষিত হতবল হইল। ফরুখনগরের নবাব প্রতীপালকের চরমস্থায় আপনাকে চূড়শা-গন্ত বলিয়া অস্বীকার করিলেন। তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া নাম মাত্র মসনদের শোভাবর্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্যবোধী শিখসর্দারগণ লক্ষ্যবস্তি ও অর্থলাভের হাঙ্গামা রাজ্য জয়পূর্বক রাজপাট স্থাপনে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে

উক্তরোহতক নবাব বিপর্য্য হইয়া অবশেষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তদন্তপূর্বক আটলদার জরাহির সিংহ কর্তৃক রাজ্যবহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় ২০ বৎসরকাল উক্তর ভারতের অরাজকতা-নিবন্ধন হরিয়ানার মান্যরূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। নবাব ফৌজদারের পুত্র কিছুকালের জন্য শৈতৃক সম্পত্তি অধিকারপূর্বক পুনরায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর নজফ-খাঁ এই স্থান জয় করিয়া আপনায় জনৈক অল্পচরকে দান করেন। তাহার পর সর্দানারাজী বেগম সমরসর স্বামী ওয়ালাটার রিনহার্ডট ইহার কতকাংশ জায়গীর দ্বারা ভোগ করিতে থাকেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু অসমর্থ সিন্ধে-রাজশক্তি শিখদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। শিখগণ উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে সিন্ধেরাজ হরিয়ানা বিভাগের অধিকাংশ কৈথাল ও বিন্দের সর্দারকে সমর্পণ করিয়া উপদ্রবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

ইত্যবসরে সৌভাগ্যবোধী সৈনিক জর্জ টমাস হরিয়ানার অপার্ক হস্তগত করিয়া একটা জলপথ স্থাপনাত্তর স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি বাজরের নিকট জর্জগড় নামক স্থানে ও হিসার জেলার হাঁসিতে দুইটা দুর্গ নির্মাণ করাইয়া আপনায় অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনানায়কের অধীনে পরিচালিত মহারাষ্ট্রদল টমাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তৎপর বর্ষে ইংরাজ সেনাপতি জর্জ লেক শতদ্রু হইতে শিখালিক পাদমূল পর্য্যন্ত ইংরাজশাসনভুক্ত করেন।

এই সময়ে কৈথল ও বিন্দের শিখসর্দারগণ এই জেলার উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ বাজরের নবাবকে দক্ষিণ, দ্রাঘি ও বাহাহরগড়ের নবাবকে পশ্চিম এবং দুজানার নবাবকে মধ্যভাগ শাসনার্থ ভাগ করিয়া দেন। শেষোক্ত নবাব শিখ ও ভট্টজাতির উপর্যুপরি আক্রমণে উন্মত্ত হইয়া রাজ্যশাসনে অসমর্থ হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেই রাজ্যে লক্ষ্মীলা স্থাপনাথ ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে বর্তমান জেলার কএকটা পরগণা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কৈথল-রাজের মৃত্যুর পর এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিন্দের সর্দারের নিকট কতক ভূভাগ ক্রোশে হস্তগত করিয়া রোহতক জেলা গঠিত হয়। শেষোক্ত বর্ষেই হিসার ও শিখা বিভাগ রোহতক হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ (বর্তমান কর্ণাল) জেলা স্বতন্ত্র শাসনভুক্ত করা হয়।



১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীরাজধানীই ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এহান শাসন করিতে থাকেন। পরে উহাকে যুক্তপ্রদেশের সাধারণ রাজনিয়মের শাসনাধীন করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপোহী বিদ্রোহের সময় এই জেলা ইংরাজরাজের হস্তচ্যুত হয় এবং কর্ণওয়ালিস, ঝাংর, ও বাহাদুরগড়ের নবাবের স্ত্রীগণ ও হিসারবাসী বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া এইখানে আধিপত্য করেন। পরে শির্ষা ও হিসারের ভট্টসর্দারগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা রোহতক আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লী ইংরাজের হস্তগত হইবার পর পঞ্জাবী সেনাপলের সাহায্যে ইংরাজরাজও এখানে শাস্তিহস্তাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঝাংর ও বাহাদুরগড়ের নবাবের মৃত হইয়া ইংরাজবিচারে দণ্ডিত হইলেন। দিল্লী-নগরে ঝাংরপতির কান্দী হইল। তাঁহার আত্মীয়গণ লাহোর নগরে বন্দী রহিলেন। ঝিল্ল, পাতিয়াল ও নান্দা রাজবংশের সময় ইংরাজরাজের সহায়তা করায় পারিতোষিকস্বরূপ ঝাংর রাজসম্পত্তির ভাগ পাইলেন। ইহার পর রোহতক পঞ্জাবগবর্নেন্টের অধীন হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঝাংর জেলার কতকংশ রোহতক জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানকার মধ্যে রোহত, ঝাংর, বতানা, গোহনা কালানোর, মহীম, বেরী, বাহাদুরগড়, বরোনা, মণ্ডলানা, কান্‌হোর, সিংহী, খড়খড়া প্রভৃতি নগর প্রধান। রোহতক সদরের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার।

ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের বর্ধে উন্নতি দেখা যায়। ভায়াচারা ও তপ্পাদারী নামে দুইটা জমি জমার প্রথা আছে। যে সকল প্রজারা কৃষিকার্য করে না, ভূমাদিকারী তাহাদের উপর একটা স্বত্ত্ব কর ধার্য্য করিয়া থাকেন। উহাকে “কমিন” বলে। অনাবৃষ্টি জন্ত এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। ১৮২৪, ১৮৩০, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৬০-৬১ ও ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে এই জেলায় প্রায় ২০ হাজার লোকে অনাহারে ও মহামারীতে কালকবলে পতিত হয়, তাহার উপর গোমহিবাদি বিনষ্ট হওয়ার প্রজাবর্গকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার জলাভাবে ঘাস পর্য্যন্ত জলিয়া যায়। সুতরাং গোমহিবাদি ষাণ্ডাভাবে মরিতে আরম্ভ করে। দুর্ভিক্ষ জাট, ভট্ট ও মুসলমান প্রজাবর্গ অল্পকষ্টে পীড়িত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। ক্ষুদ্র ডাকাইতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে জাটগণ বাদলীর বাজার লুণ্ঠন করিল। এই সময় লোকের দুর্দশা এক্ষণ হইয়াছিল যে, তাহারা এক পরসার জন্ত উটবিক্রয় করিতে এবং একবেলার

কটার জন্ত একটা গোর বেচিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। একে একে জেলার সকল গো মহিব নষ্ট হইয়াছিল। ৩৬টা জাতির মধ্যে ৩৪টা জাতি প্রায় লোপ পাইল। রহিল এক কসাই আর ব্যবসারী। বাহার বাহা ছিল একজন ছুরি বসাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং অপর পণ দিয়া পাল্লার জায়াগড়া ওজন করিয়া ঋণগ্রস্ত অধিবাসিবৃন্দকে কান্দা দিল।

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গমাইল। এখানে বিলক্ষণ ইক্ষুর চাষ আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রাচীন নগর ও বিচার সদর। দিল্লী হইতে হইতে ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিমে হিসার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮' পূঃ। এই নগর অতি প্রাচীন, কিন্তু হুঃখের বিষয়, ইহার সেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। বর্তমান নগরের অদূরে উত্তরদিকে থোক্তারকোট নাম স্থানে বহু প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখা যায়। এক সময়ে এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, ধ্বংস স্তূপগুলি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। কিংবদন্তী এইরূপ ১১৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে এই সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট নগরের পুনরায় জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল; যতান্তরে প্রকাশ খৃষ্টপূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐ স্থান সংস্কৃত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এই স্থান উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন সর্দারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজাধিকৃত একটা জেলারূপে পরিগণিত হইতে থাকে। তদবধি উহা ইংরাজাধিকারেই রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটা ঘোড়ার মেলা হয়।

রোহতকী, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী বেগিয়া জাতির একটা শাখা।

রোহতাক (রোহিতাক), পঞ্জাব প্রদেশের হিমালয় শৃঙ্গোপরিস্থ একটা গিরিশৃঙ্গ। কর্ণাল জেলায় অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ২২' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৭' ২০" পূঃ। এই পথ লাহলের অন্তর্গত কোকসর হইতে কুলু বিভাগের পলচান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। পথের উত্তর পার্শ্ববর্তী পর্বতমালা ১৬ হাজার ফিট উচ্চ প্রাচীরের স্থায় রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার ফিট উচ্চ এক একটা শৃঙ্গ উন্নত মন্তকে পাড়াইয়া আছে। স্থূলতান-পুর ও কাঙরা হইতে যে প্রশস্ত পথ লেহ ও ভারতল গিয়াছে, তাহা এই রাস্তার উপর দিয়া চত্ৰা ও ভাগা নদীর উপত্যকা দেশ অতিক্রম করিয়া বারানচায়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাস ব্যতীত সকল সময়ই এই রাস্তা গমনাগমনের উপযোগী থাকে।

রোহত (পুং) কহাদিতি কহ (কহিন্দীজীবপ্রাপিষ্ঠ্যঃ

বিদ্যাপিণি। উৎ ৩২৭) ইতি স্বচ। ১ বৃকভেদ।  
২ বৃকমাত্র। (উচ্চল)

রোহস্ৱী (কী) কহ-বচ, সিংহ-কী, ১ লভাভেদ। ২ লভামাত্র।  
রোহরি, (লোহরী) সিদ্ধপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত  
একটা উপবিভাগ। কেন্দ্রস্থান লইয়া ইহার ভূপরিমাপ  
৪৪১০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিদ্ধনদী, উত্তরপূর্ব  
ও পূর্বে বহালপুর ও জয়শালখীর রাজ্য এবং দক্ষিণে খয়েরপুর-  
জেলা। মীরপুর নগর ইহার বিচার সদর।

রোহিতান নামক মন্ত্রপ্রদেশ ও শিকারপুরের সমতল প্রান্তর  
লইয়া এই বিভাগ গঠিত। মধ্যে মধ্যে বনমালাপরিণোভিত  
ক্ষীণশলশ্রেণী বিরাজিত। ঐ পর্বতগুলি বালুকাস্তূপমাত্র।  
কালবশে দৃঢ়পৃষ্ঠ ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া স্থানীয় শোভাবর্ধন  
করিতেছে। একসময়ে সিদ্ধনদী ঐ সকল গভ্রশৈলের পার্শ্ব দিয়া  
অরোর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে কোন প্রাকৃতিক  
পরিবর্তনে স্রোতোগতি বধর শৈলের মধ্য দিয়া কিরিয়াছে।  
সম্ভবতঃ সিদ্ধনদী দক্ষিণ বালুকাস্তূপের বিকারেই ঐ শৈলমালার  
উৎপত্তি। রোহিতান বিভাগের রেন নদী একসময়ে মুল-  
সিদ্ধরূপে ধরপ্রোতে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে মন্দগতি হওয়ায়  
উহার পরিসর কমিয়া গিয়াছে এবং উত্তর পার্শ্ব বালুকাপূর্ণ  
মন্ত্রপ্রান্তরে পর্যাবসিত হইয়াছে। এতদ্বিধা চাসবাসের সুবিধার্থ  
এখানে কএকটা কাটা-খাল আছে, তন্মধ্যে পূর্বনামা ১৩ মাইল,  
দুটি ১৬ মাইল, অরোর ১৬ মাইল, দহর ২৬ মাইল,  
দল ৩২ মাইল, কোরাই ২৩ মাইল, মহারো ৩৭ মাইল ও  
দেবরো ১৬ মাইল লম্বা। এই সকল খাল হইতে স্থানীয়  
ভূম্যধিকারীরা আবার ৭৭টা খাল কাটিয়া স্ব স্ব এলাকা মধ্যে  
লইয়া গিয়াছেন। এখানে দহরি (২০ মাইল লম্বা), গরবার  
(১০ মাইল লম্বা), কাদেরপুর (১২ মাইল লম্বা) এবং চন্ডান  
(২০ মাইল লম্বা) নামক করটা বিস্তৃত বাঁধ আছে।

এখানে মৃন্ডাও, কার্পাসবস্ত্র ও চুণের বিস্তৃত কারবার আছে।  
ঘোড়াকী ও খয়েরপুর ধর্ম নগরে উৎকৃষ্ট কসি, নস্তান, কাঁটা  
ও রক্তনপাত্রে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রোহরি হইতে নানাবিধ  
শস্ত্র, মাজিমাটা, চূণ, তৈল, পশম, রেশমীকাপড়, নীল ও  
খাতোপদ্রব্যাদি কল্যাণি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। নর্থ  
ওয়েস্টার্ন স্টেট রেলপথের রোহরি, লজি, পানো-অফিল, মহা-  
শের, ঘোড়াকী, শিরহুদ-বীরপুর, খয়েরপুর-বর্কি ও রেহতী-ঠেসন  
এই উপবিভাগে বিস্তৃত থাকার স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ  
সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের একটা ভাস্ক। ভূপরিমাপ ১৪৪০ বর্গ-  
মাইল। ইহার মধ্যে কোহিতানবিভাগ ১১৩৫ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার একটা নগর। সিদ্ধনদের পশ্চিমস্থলে  
একটা পর্বতসার উপরি অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২' উঃ  
এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৫৬' পূঃ। প্রবাদ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ রুকন  
উদ্দীন শাহ এই নগর স্থাপন করেন। মুসলমানগণের আধি-  
পত্যের সময় এখানে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। তন্মধ্যে  
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবরশাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা  
ফতে খাঁ নানা শিল্প ও কারুকার্য-সমর্ষিত জমা-মসজিদ এবং  
১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে মীর মুশাম শাহ ইদগাহ্ মসজিদ প্রতিষ্ঠা  
করাইয়া ছিলেন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কলহোয়া-রাজ মীর মক্কেম খীর বহু  
খয়েরপুরাধিপতি মীর আলীমুদ্দাদের নিকট হইতে পরগণার  
মহম্মদের একগাছি বাড়ির চুল পান। তিনি সেই দেবদত্তি-  
রকার্য নগরের উত্তরাংশে “বার-মুবারক” নামক এক চতুর্কোণ  
বর্গভবন নির্মাণ করান। ঐ মসজিদের মধ্যস্থলে চুণী ও পালা-  
বিমণ্ডিত একটা স্বর্ণ কোটার সেই অঙ্গকেশ সযত্নে রক্ষিত  
আছে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে ঐ কেশ দেখাইবার সময় এখানে  
একটা ক্ষুদ্র মেলা বসে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়।  
তদধি এখানে স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। নর্থ ওয়েস্টার্ন স্টেট  
রেলপথ বিভাগে বাণিজ্যের বৃদ্ধিসহকারে নগরেরও সৌন্দর্য্য ও  
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ গমনার্থ নগরের সম্মুখেই  
সিদ্ধবন্ধে একটা তুলার সোহ-সেতু নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা  
হইতে করাচীবন্দর গমন করিতে হইলে রোহরির মধ্য দিয়া  
গমন করিতে হয়। রোহরির অপর পারে সিদ্ধবন্ধ চরের  
উপর পীর খাজা খিজিরের পীঠস্থান আছে। ঐ স্থানে হিন্দু  
ও মুসলমান একত্র পূজা দিয়া থাকে।

রোহস্ (কী) উক্ত প্রদেশ। (রুৎ ৩৭১৫)

রোহসেন (পুং) মৃচ্ছকটিক নাটকোক্ত ব্যক্তিত্ব।

রোহা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার একটা উপবিভাগ।  
ভূপরিমাপ ২০০ বর্গমাইল। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই  
পর্বতময় ও জলাশয়, কেবলমাত্র ফুলগিকা নদী প্রবাহিত  
উপত্যকাপ্রদেশই কর্ণাটপর্বতাদি ও উর্বর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রোহা-অর্ন্তরী নামে  
পরিচিত। ফুলগিকা নদীর বাবুলের মোহানা হইতে ১২ ক্রোশ  
দূরে রোহানগর অবস্থিত। ইহার অপরদিকে অর্ন্তরী গ্রাম।  
অক্ষা° ১৮° ২৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৫' পূঃ। এই দুইটা  
স্থানই রোহা মিউনিসিপালিটির অধীন। রোহার শতভাগের  
হইতে বোম্বাই নগরে চাউলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে।  
১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে অরেন্ডেন্ এই স্থানকে “Rathemy” নামে

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল।

রোহার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছপ্রদেশের অঙ্গার বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রধান বন্দর। অঙ্গার নগর হইতে ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ হাজার মণ বোম্বাই কাছাঝাদি এই বন্দরে অনায়াসে আসিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রতটের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সেইজন্য স্থানীয় ক্ষুদ্র চূর্ণ পরিভ্যক্ত হওয়ার তরাস্ফার পতিত রহিয়াছে। এখানে একটি নতুন বাধ নির্মিত হওয়ার স্থানীয় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রোহি (পুং) রোহতীতি কহ (হৃদয়িকহীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ বীজ। ২ বৃক। ৩ ধারিক।

রোহিক (পুং) বনরোহি নামক মৃগ, বনরোহ। শুণ—ইহার মাংস হিত ও বলকর, বাত ও শ্লেষবর্জক। (অত্রিসং ২২ অং)

রোহিকাশ্রিয় (পুং) মহাকরজ। (বৈজ্ঞানিকং)

রোহিণ (পুং) রোহতীতি কহ (রুহেচ। উণ্ ২।৫৫) ইতি ইনন্। ১ কালভেদ, দিবাতাগের নবম মুহুর্তের নাম রোহিণ। এই সময়ের মধ্যে একোন্মিষ্টপ্রাক্ক করিতে হয়। কুতপমুহুর্তে প্রাক্ক আরম্ভ করিয়া রোহিণকালের মধ্যে শেষ করিবে।

“আরম্ভ্য কুতপে প্রাক্ক কুর্ধ্যাদারোহিণং বৃধঃ।

বিধিজ্ঞো বিধিমাছার রোহিণঞ্চ ন লম্বয়েৎ ॥” (প্রাক্কতত্ত্ব)

ইহার নামান্তর রোহিণও লিখিত আছে।

(পুং) ২ ভূতপ। ৩ বটবৃক। ৪ রোহিতকবৃক। (রাজনিং)

৫ শাঙ্গলবীপস্থ পর্বতবিশেষ। (মৎস্যপুং ১২১।৯৬)

৬ কটকলবৃক। (রত্নমালা)

রোহিণি (স্ত্রী) রোহিণীনক্ষত্র। (শঙ্করসং)

রোহিণিকা (স্ত্রী) রোহিণ্যের স্বার্থে কন্ টাপ, হৃদয়।

কোপাদি দ্বারা রক্তবর্ণা স্ত্রী। (জটায়র)

রোহিণিনন্দন (পুং) রোহিণীপুত্র, বলরাম।

রোহিণিসেন (পুং) রোহিণী নক্ষত্রের চতুর্দিকে অবস্থিত তারকামণ্ডলী।

রোহিণী (স্ত্রী) কহ-ইমন, গৌরাদিবাৎ স্ত্রী। ১ স্ত্রী-গবী।

“স্ত্রীত্যা নিম্বকান্নিহতীঃ কন্দম্বা-

রিগৃহ পারীমুতয়েন আন্বনোঃ।

বর্জিকুধারাকনি রোহিণীঃ পর-

শ্চিরং নিবোধো বৃহতঃ স গোহুহঃ ॥” (মাঘ ১২।৪০)

২ ভক্তিং। ৩ কটুভা। ৪ সোমবক। ৫ মহাবেতা।

(বৈজ্ঞানিকরসং) ৬ লোহিতা। (মেঘিনী) ৭ জিনবিগের

বিজা দেবীবিশেষ। (হেম) ৮ কামরী। ৯ হরীতকী।

১০ মজিষ্ঠা। (রাজনিং) ১১ কপিলবর্ণ বর্জনাচার বিয়েচসে প্রোপ্ত হরীতকী। (রাজবং) ১২ বহুমেঘের তাদ্যা, ইনি কস্তপপত্নী সুরতির আগে কন্যগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র বলরাম (হরিবংশ) ১৩ সুরতিকতা। (কালিকাপুং) ১৪ মম্ববীরা কতা।

“অষ্টবর্ষা ভবেন্দোপারী মম্ববর্ষা চ রোহিণী।” (উদাহৃততত্ত্ব)

১৫ পঞ্চবর্ষা কতাকেও রোহিণী কহে, রোহিণিগের রোগনাশের জন্য এই কুমারীকে পূজা করিবার ব্যবস্থা বেধিতে পাওয়া যায়।

“রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ বহুবর্ষা কালিকা কতা।”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৪২)

“রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিকরঃ।”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৪৮)

রোহিণীকে পূজা করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

মন্ত্র—“রোহরস্তী চ বীজানি প্রাগুক্তমসক্তিতানি বৈ।

বা দেবী সর্গভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৫৬)

এই কুমারীপূজার মানাবিধ হৃদয়সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।

১৬ হিরণ্যকশিপুয় কতা। (ভারত ৩।২২।১৮) ১৭ অশ্বিনী প্রোত্টি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্থ নক্ষত্র। পঞ্চায়ং—রোহিণী, ব্রাহ্মী। এই নক্ষত্র শকটাকার এবং পঞ্চতারায়ক, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রাহ্মা, এই নক্ষত্রে দ্বন্দ্বাশি হয়।

রোহিণী নক্ষত্র চন্দ্রের অতিশয় প্রিয়তমা, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নী হইলেও চন্দ্র রোহিণীর নিকট থাকিতেন, নক্ষত্রপত্নীগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নক্ষত্রের নিকট এই বৃত্তান্ত বলেন, নক্ষত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিশাপ দেন, রোহিণীর জন্য চন্দ্র নক্ষত্রের অভিশাপে বন্ধনোপাক্রান্ত হন। (কালিকাপুং)

এই নক্ষত্র উর্জ্জ্বল, সর্পজাতি, শতপদ চক্রাঙ্ঘ্রসারে এই নক্ষত্রে নামকরণ হইলে এই নক্ষত্রের চারিপাশে “ও, ব, বী, বৃ” এই চারিটা অক্ষর আদি নাম হইবে।

“কবুকাতি। পকুলানুতো নতো মধ্যমাগন্ততি প্রোপাততো।

পঞ্চতে গজকূপকলিতিকা নিঃসৃত্যঃ হুঃখি। সিংহলগতঃ ॥”

(কালিদাসকৃত রাজসিংহসং)

পাঁচটা নক্ষত্রবৃত্ত শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র আকাশ পথে মন্তকের উপর প্রোপাতিত হইলে, সিংহলদেশের ভিতর ৩৬ পল অতীত হইয়াছে ব্রি করিতে হইবে।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাত বালক, কুপল, কুলীন, হুজারসেহ, বনী, মনী ও কামর হইয়া থাকে। (কোটিভং)

অষ্টোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে যুবকের দশা হয়।  
বিশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চত্বের দশা হয়।  
নক্ষত্রের পরিমাণাদি অনুসারে জ্যোতিষতাবি নিরূপণ করা  
হাইতে পারে।

তাত্র মাসের ক্রকটীকীতে অর্থাৎ জ্যোতিষীর দিন রোহিণী  
নক্ষত্রের যোগ হইলে জন্মভোগ্য হইরা থাকে। এই রোহিণী  
নক্ষত্র সাত্ত্বিকাল পাইরা যদি পরদিনেও থাকে, তাহা হইলে  
বহুজন রোহিণী থাকে, ততক্ষণ উপবাস করিতে হয়। রোহিণী  
ধাকিতে পারিল করিতে নাই। [ জন্মটীকা দেখ ]

১৮ গলরোগ ভেদ।

ইহার নিধান ও চিকিৎসার বিধ তাৎপ্রকাশে এইরূপ  
লিখিত আছে। গলরোগ ১৮ প্রকার, তাহার মধ্যে রোহিণী  
৫ প্রকার।

নিধান—দুবিত বায়ু, পিত্ত, কক ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে  
দুবিত করিয়া কঠোরোৎকারী মাংসাত্মক উৎপাদন করিলে  
তাহাকে রোহিণী রোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই রোগীর  
জীবন মট হইরা থাকে।

বাতক রোহিণীর লক্ষণ—বাতক রোহিণীরোগে জিহবার  
চারিদিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট, কঠোরোৎকারক, মাংসাত্মক  
উৎপন্ন হয় এবং রোগী তন্তু প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে  
পীড়িত হইরা থাকে।

পিত্তক লক্ষণ—পিত্ত জন্ম রোহিণীরোগে মাংসাত্মক গীর্ষ উৎপাদিত  
হয়, এবং অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইরা থাকে, ইহাতে রোগীর  
অতি প্রবলবেগে জ্বর হয়। ককজলক্ষণ—কক জন্ম রোহিণীরোগে  
মাংসাত্মক শুক, স্রিয় ও অন্নপাকবিশিষ্ট হয়, এবং কঠোরোত  
জন্ম হইরা থাকে।

সন্নিপাতক লক্ষণ—ত্রিদোষক রোহিণী রোগে উপরি উক্ত  
তিনটি রোগের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইরা থাকে এবং  
মাংসাত্মক গীর্ষরপাকী হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই  
রোগ সন্নিপাতক হইরা থাকে, প্রায়ই ইহাতে জীবনের  
হানি ঘটে।

রক্তক লক্ষণ—রক্তজন্ম রোহিণী রোগে জিহ্বাভূত কোটক  
দ্বারা পরিভূত এবং পিত্তক রোহিণীর জ্ঞান লক্ষণ হইরা থাকে,  
এই রোগ সাধ।

ঔষধোক্ত রোহিণী রোগ রোগীর জীবন সত্য মট করে,  
কক রোহিণী তিন দিনের মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী ৫ দিনের  
মধ্যে ও বাতক রোহিণী ৭ দিনের মধ্যে জীবন মট করিয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—সাধা রোহিণী রোগে রক্তরক্ষণ, বমন,  
দূষণ, গণ্ডুযথারণ এবং সস্ত্র হিতকারক। বাতক রোহিণী

রোগে রক্তরক্ষণ করিরা সৈন্ধ্য দ্বারা প্রতিসারণ করিবে,  
এবং কিকিং উক দেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডুয ধারণ করিবে।  
পিত্তক রোহিণী রোগে রক্তরক্ষণ করিরা ত্রিহুতুর্ণ, চিনি ও  
মধু মিশ্রিত করিরা বর্ষণ এবং ত্রাক্ষ ও পল্লব কলের কাথদ্বারা  
কবল করিতে হইবে। কক রোহিণীতে গৃহস্থ, গুটি, পিল্লী  
ও লম্বিচ চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

বেত অপরাজিতা, বিড়ল, নবী, ও সৈন্ধ্যদ্বারা তৈল পাক  
করিয়া নল্য ও কবল করিলে কক রোহিণী রোগ প্রশমিত  
হয়। পিত্তজানিত্তে পিত্তাদিনাশক ঔষধ ব্যবহারে ঐ  
সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইরা থাকে।

( ভাবপ্র. রোহিণীরোগচি. )

১৫ শরীরের বর্জক। ( জলজ শারীরস্থা. ৪ অ. )

১৬ অধের মুখরোগভেদ। ( জলজ ২২ অ. )

১৭ জলচর পক্ষিবিধের। ( চরক ইন্দ্র. ২৭ অ. )

( ত্রি. ) ১৮ স্থল।

“নেব হুবা ন মহতী ন কৃশা নাপি রোহিণী। নীলকুক্ষিত-  
কেশী চ তরা দীপ্যামহং স্বরা” ( ভারত ২।৬।৩০ )

রোহিণীকান্ত ( পুং ) রোহিণ্যাঃ কান্তঃ। রোহিণীপতি চন্দ্র।

রোহিণী চন্দ্রভ্রত ( স্ত্রী ) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীচন্দ্রশয়ন ( স্ত্রী ) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীতনয় ( পুং ) রোহিণ্যাতনয়ঃ। রোহিণীর পুত্র। বলরাম।

রোহিণীতীর্থ ( স্ত্রী ) তীর্থভেদ।

রোহিণীত্ব ( স্ত্রী ) রোহিণী ভাবে ত্ব। রোহিণী নক্ষত্রের ভাব  
বা ধর্ম। ( শতপথ. ২।১।২৬ )

রোহিণীপতি ( পুং ) রোহিণ্যাঃ পতিঃ। চন্দ্র। ( হেম )

২ বহুবেদ। ৩ বৃহত।

রোহিণীপ্রিয় ( পুং ) রোহিণ্যাঃ প্রিয়ঃ। রোহিণীপতি।

রোহিণীভব ( পুং ) ১ রোহিণীর পুত্র, বলরাম। ২ বৃহৎ।

রোহিণীযোগ ( পুং ) রোহিণ্যা যোগঃ। রোহিণীনক্ষত্রের  
যোগ, জন্মটীকা মতে রোহিণী নক্ষত্র হইলে রোহিণীযোগ হয়,  
এই রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জন্মভোগ্যও  
কহে। [ জন্মটীকা দেখ ]

রোহিণীরমণ ( পুং ) রোহিণ্যা রমণঃ। ১ বৃহত। ( রাজনি. )  
২ বহুবেদ। ৩ চন্দ্র।

রোহিণীবল্লভ ( পুং ) রোহিণ্যা বল্লভঃ। ১ চন্দ্র। ২ বহুবেদ।

রোহিণীভ্রত ( স্ত্রী ) ব্রতভেদ।

রোহিণীশ ( পুং ) রোহিণ্যা শঃ। ১ চন্দ্র। ২ বহুবেদ।

রোহিণীবর্ণন ( পুং ) রোহিণীনক্ষত্রের চরিত্রিক অর্থবিশ্ত  
নক্ষত্রবৃত্ত।

রোহিণীভূত (পুং) রোহিণ্যাঃ রূতঃ । ১ রোহিণীর পুত্র, বনরায়ন ।  
২ বৃষভঃ ।

রোহিণের (পুং) রোহিণের, বরকতমণি । ( রাজনিং )

রোহিণ্যকটমী (স্ত্রী) রোহিণীকৃত্য অটমী । রোহিণী নক্ষত্রকৃত্য  
তাক্রম্যকটমী, জ্যোতিষীর বিন রোহিণীনক্ষত্রের বোগ হইলে  
তাহাকে রোহিণ্যকটমী কহে ।

“রূপাষ্ট্র্যাক রোহিণ্যাক্রম্যকটমঃ হনঃ ।

কাষ্ঠা বিদ্যাপি লব্ধ্যা হস্তি পাশং ত্রিভঙ্গম্ ॥”

( গরুড়পুং ১৩২ অং ) [ জ্যোতিষী শব্দ দেখ ]

রোহিণ্যাদ্যভূত (স্ত্রী) শুভাধিকারে ভূভোবধিবেশ ।  
( চরক চিকিৎসা ৫ অং )

রোহিৎ (পুং) রোহতীতি রহ ( কৃকরহিযুতি ইতি ত । উপ  
১১৯ ) ১ সূর্য্য । ( মেদিনী ) ২ বর্ণভেদ । ৩ মৎস্যভেদ, কই মাছ ।

“কপিত্তকরা মৎস্য রোহিতঃ মদনং বিনা ।” ( বৈয়াক )

মৎস্যমাত্রই কক ও পিত্তবর্দ্ধক, কিন্তু রোহিত ও মৎস্যরহ  
কক ও পিত্তবর্দ্ধক নহে । ৩ শব্দসূত্র ।

“মহাব্যাজার মকটঃ শার্ঙ্গলার রোহিৎ” ( গুরুপঙ্ক ২৪১০ )

‘একো রোহিৎ শব্দঃ’ ( বেদবীপং )

( ত্রি ) ৪ রোহিতবর্ণবিশিষ্ট ।

“রোহিৎশ্রাবা সূর্য্য” ( অঙ্ক ১১০০১৬ )

‘রোহিৎ রোহিতবর্ণা’ ( সারণ )

( স্ত্রী ) ৫ সূর্য্য । ৬ লতাভেদ । ৭ বড়বা ।

“বৃক্ষাক্ষরী রথে হরিতো দেবা রোহিতঃ” ( অঙ্ক ১১৪১২ )

‘রোহিতঃ রোহিচ্ছাভিভেদ্যাক্ষরী বড়বাঃ’ ( সারণ )

৮ নদী । ‘রোহতি আতিবীজানি তচ্ছলেন হি বীজানি  
প্ররোহতীতি তথাক্ষ ।’ ( নিঘণ্টু ১১০১৮ ) এই অর্থে এই  
শব্দ নিগদে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে, এই জন্য এই শব্দ  
ব্যবহৃত হইয়াছে ।

রোহিত (স্ত্রী) রহ-রহেরন্ত লোবা । উপ ৩১৪ ইতি ইতন্ ।  
১ কুম্ভ । ২ রক্ত । ৩ কুম্ভ শব্দার্থঃ ।

শব্দভেদোৎপত্তিমেবাংচ রোহিতেপ্রধনুর্বি চ ।

উক্তানিধাতকেকুম্ভ জ্যোতীরাভ্যাস্তানি চ ॥” ( মন্ত্র ১০৮ )

( পুং ) ৫ বীনবিবেশ, রোহিতমৎস্য ( Labris Rohita )  
কইমাছ ।

“ইরীশো জিতপীত্বকো বাচাবাচামগোচরঃ

রোহিতো নো হিতঃ প্রোক্তো মদনুরো মদনুরো প্রিয়ঃ ॥”

ইহার লক্ষণ—এই মৎস্য কুম্ভাক, লব্ধক, কুকিলেশ  
বৈতক এক বক, কুম্ভাকার ও রোহিতবর্ণ, মৎস্যের মধ্যে ইহা  
শ্রেষ্ঠ । ৩৭—কুম্ভক, বলাক, বাতলাক এবং বীড়বর্দ্ধক ।

“ককঃ পতী বেতকুলিত মৎস্যঃ

যঃ প্রোক্তোহসৌ গোহিতবৃত্তকঃ ।

কোকঃ বল্যং রোহিততাপি মালাং

বাতং হস্তি দ্বিগুণ্যতিবীৰ্য্যম্ ॥” ( রাজনিং )

তাব-প্রকাশ স্ততে পর্য্যায় ও গুণ—

রক্তোদর, রক্তবৃক্ষ, রক্তাক, রক্তপকতি, কুম্ভপক, কুম্ভশ্রেষ্ঠ  
ও রোহিত, এই মৎস্য লক্ষণ মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৩৭—  
কুম্ভবর্দ্ধক, আর্দ্রভোগনাশক, জীবৎকবার লব্ধক, মধুসরল,  
বাতলাশক ও জীবৎ শিত্তকারক । ( তাবপ্রং )

হারীতে লিখিত আছে যে, এই মৎস্য পৈবাল ভোজন করে  
এক বসন্তরিত্ত বলিরা বীপনীর ও লব্ধপাক ।

“পৈবালাহারতোলিমাং বসন্ত চ বিকল্পনাং ।

রোহিতো বীপনীরন্ত লব্ধপাকো মহাবলঃ ॥”

( হারীতে ১১১ অং )

৫ শব্দামখ্যাত হরিত্রের রাজার পুত্র । ( মেবীভাণ্ড ৭১৫১৫ )

৬ সূর্য্যভেদ । ৭ রোহিতকুম্ভক । ( মেদিনী )

৮ অগ্নিবোষ্টক ।

“রোহতি আরোহতি রথং বহত্যাধিবলিত রোহিতঃ”

( নিঘণ্টু ১১৫ )

৯ রক্তবর্ণ । ( ত্রি ) ১০ রক্তবর্ণবিশিষ্ট ।

“নমো রোহিতায় স্থপতরে বৃক্ষাণাং পতরে নমঃ”

( গুরুপঙ্ক ১৬১৯ )

১০ নদীভেদ । ( জৈনহরি ৫৪৪ )

রোহিতক (পুং) রোহিত এর আর্য কন । ( Amora  
Rohitaka syn Andersonia Rohitaka ) বৃক্ষবিদে,  
দাড়িমপুশ্পক নামক অনামখ্যাত বৃক্ষ । এই বৃক্ষ দুই  
প্রকার, যেত ও রক্তবর্ণ । চলিত রোহা, রহনা, কড়ার ।  
পর্য্যায় রোহী, প্রীহনক, দাড়িমপুশ্পক, রোহীতক, রোহিণ,  
কুশাঙ্গলি, দাড়িমপুশ্প, মধ্যপ্রহর, কুটশাঙ্গলি, বিরোচন,  
শাঙ্গলিক । ৩৭—কটু, বিষ, কষার, শীতল, কুশি, ত্রণ, প্রীহা  
ও রক্তবর্ণভোগনাশক । ( রাজনিং ) ২ হরিত্রবিদে ।  
৩ কুম্ভকুম্ভ । ৪ বৈশভেদ । [ রোহিতক দেখ । ]

রোহিতকায়শ্য (স্ত্রী) স্থানভেদ । ( ভারত উদ্যোগপং )

রোহিতকূট, পর্বতভেদ । ( জৈনহরি ৫১১২ )

রোহিতকুল (স্ত্রী) জনপদভেদ । ( পদবিশিষ্ট ১৪০১২ )

রোহিতকুলীয় (স্ত্রী) নামভেদ ।

রোহিতগিরি (পুং) পর্বতভেদ ।

রোহিতপুত্র (স্ত্রী) রোহিতক নামক । হরিত্রের পুত্র রোহিতক  
এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন । [ রোহিতক দেখ । ]

রোহিতবৎ (ত্রি) রক্তবৎ। (দাটায়ণ ১৪১৪)

রোহিতবন্ত (স্ত্রী) নগরভেদ। (ললিতবিং)

রোহিতা (স্ত্রী) রোহিত-টাপ, (বর্ণবিজ্ঞানভাষ্যোপপাতো নঃ।

পা ৪১১৩২) ইতি পাণ্ডিকো ভীষ্ম, তকারত নকারাদেশক ন।

রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। পক্ষে ভীষ্ম ও তহানে ন করিয়া রোহিণী পর হয়।

‘রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা।’ (জটায়ব)

রোহিতাক্ষ (পুং) রক্তচক্ষুঃ। রক্তলোচন।

রোহিতাক্ষ, দেশভেদ। [রোহিতাক্ষ দেখ।]

রোহিতাক্ষি (ত্রি) রক্তচিহ্নবিশিষ্ট।

রোহিতাশ্ব (পুং) রোহিতোবর্ণো বস্ত্র। ১ অগ্নি। ২ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র। (মেদিনী)

রোহিতিকা (স্ত্রী) রোহিতো বর্ণেহত্যন্তা ইতি রোহিত-ঠন, টাপ। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। (জটায়ব)

রোহিতেয় (পুং) রোহিত এবং স্বার্থে চ। রোহিতবৃক্ষ।

“দ্রীহাবী রোহিতেয়ঃ ত্রাং রক্তপুষ্পক রোহিতঃ।”

রোহিতশ্ব (পুং) অগ্নি। (জঙ্ ১৪৫১২)

রোহিন্ (পুং) অবশ্য রোহিত্যতি রূহ আবশ্যকে গিনি।

১ রোহিতবৃক্ষ। ২ অশ্ববৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। (মেদিনী)

রোহিলখণ্ড, যুক্তপ্রদেশের ছোটনাগড় বাহাদুরের অধীন একটি শাসনবিভাগ। বিভাগীয় কমিশনের কর্তৃত্বাধীন। অক্ষা° ২৭°৩৫’ হইতে ২৭°৫৮’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২’ হইতে ৮০°২৮’ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৮৮৩ বর্গমাইল। বিজ্ঞানোন্নয়ন, মোদারাবাদ, বুদাউন, বয়েলী, পিলিভিৎ ও শাহজহানপুর জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে সর্বসমেত ১১৩২৭ থানি গ্রাম ও নগর আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি জনসংখ্যা লক্ষাধিক, শাহজহানপুর প্রায় ৭৫ হাজার, মোরাদাবাদ ৬৭ হাজার, আমরোহা ৩৬ হাজার, বুদাউন ৩৪ হাজার, পিলিভিৎ ৩০ হাজার, চন্দৌলী ২৮ হাজার, শজল ২২ হাজার, নাগিনা ২০ হাজার, নজিবাবাদ ১৮ হাজার, তিলহার ১৫ হাজার, বিজ্ঞানোন্নয়ন ১৫ হাজার, কোরকোট ১৫ হাজার, শাসাবান ১৫ হাজার, আওনলা ১৩ হাজার, কীরাতপুর ১৩ হাজার, সরাইতরগী ১১ হাজার ও টাটপুর প্রায় ১১ হাজার। এই ১৮টি প্রধান নগর ব্যতীত আরও ২৮টি ক্ষুদ্র নগর আছে। নগরসমূহে স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিতান্ত মন্দ নহে। আউধ-রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন-রোহিলখণ্ড রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রোহিলা আফগান জাতি এক সময়ে এই বিস্তৃত বিভাগে বাস করে এবং তাহারা স্বকীয় ধর্ম-বলে এইস্থান অধিকার

করিয়া আফগান শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি এই স্থান রোহিলখণ্ড নামে আখ্যাত হয়। দুর্ভাগ্য রোহিলাজাতির বীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিবিগ্রহের পরিচয় রোহিলা শব্দে এবং বিভাগীয় ইতিবৃত্ত প্রতি জেলার তত্ত্বাধিকার শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

রোহিলা (রোহেলা), ভারতবাসী আফগান (পাঠান) জাতির একটি শাখা। ইহারা প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশ আফগাননামে পরিচিত। দিল্লীতে পাঠান-আধিপত্যকালে ভারতে আসিয়া ইহারা নানা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে আফগান-সর্কারগণ কারাগীর বা শাসনকর্তৃক হইয়া স্ব স্ব প্রাধান্ত্যস্থাপনে যত্নবান ছিলেন। পঞ্জাবের পেশবার বিভাগে ভারতাক্রমণকারী কএকদল আফগান উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, ভারতের অন্যান্য স্থানে আফগানগণ বসবাস করিবার সুবিধা পায় নাই। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট বাবরশাহ যখন ভারতে রাজপুট স্থাপন করেন, তখন হইতে অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত ভারতে পাঠানজিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। প্রতিষ্ঠাপন ও প্রতাপশালী বোদ্ধা রাজপুত বা হিন্দু-রাজস্বগণের শাসনসময়ে আফগানগণ মন্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল-প্রভাবের উত্তরোত্তর অবলান হইতে দেখিয়া সূঠন দ্বারা ধনাহরণের চেষ্টার বা সৈনিকবৃত্তি লাভের আশায় দলে দলে আফগানজাতি পার্শ্বত্যাগ-অধিত্যাকা ছাড়িয়া কন্ধ্যাধেয়গে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করিল। কএকজন রাজকাণ্ডে নিয়োজিত হইলেও অধিকাংশই দম্ভাবৃত্তি দ্বারা জীবিকাার্জন করিয়াছিল।

হিন্দুস্থানবাসী এই আফগানজাতি তৎকালে রোহিলা নামে পরিচিত ছিল। হিন্দুগণ কেন তাহাদের রোহিলা নাম দিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। সম্ভাব্যায় রোহশব্দে পর্কত এবং রোহেলাহ্ শব্দে পর্কতবাসী বুঝায়। এতদ্বিধ তারিখ-ই-শাহী ও কিরিতার আফগানস্থানের অন্তর্গত রোহ্ নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ স্থান স্বাত ও স্বাজোর হইতে ডক্করের অন্তর্গত শিবি নগর পর্যন্ত এবং হাসন-আবদাল হইতে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই রোহ্ নামক জনপদ বা পার্শ্বত্যাগপ্রণেয় হইতে সমাগত আফগানজাতি ভারতে রোহিলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। উত্তর-ভারত অলেক্ষা দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ হায়দরাবাদে আফগান উপনিবেশিকগণ “রোহেলা” নামে কথিত হইয়া থাকে। উত্তরভারতবাসী আফগানজাতি সাধারণতঃ পাঠান নামেই পরিচিত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, নানাস্থানে স্বেচ্ছায় আপন আপন প্রকৃত-সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী আফগানগণ



মহাবীর দ্বারা উদর পূরণ করিতে ছিলেন। সৌভাগ্যবশী আফগানসেনানী দাউদ মোগলসরকারে ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত থাকিয়া খীর সঙ্গণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি খীর প্রভু শাহ আলমকে নিহত করিয়া কাতিহর নামক স্থানে প্রাধান্যলাভের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুরুষকারে বিমোহিত হইয়া আফগানগণ তাঁহার বলীভূত ও দলভুক্ত হইতে লাগিল। দাউদ প্রথমজীবনে গৃধ্রনকালে একটা লাট-বালককে অপহরণ করিয়া লালনপালন করেন। ঐ বালকের নাম আলী মহম্মদ। আলী প্রতিপালক দাউদকে নিহত করিয়া স্বয়ং আফগানসম্রাটের অধিনেতা হইলেন এবং খীর সাহস ও কার্যতৎপরতাগুণে শীঘ্রই কাতিহরের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুশত আফগান যোদ্ধাকে স্বকার্যে নিয়োগ করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দিল্লীর রাজসরকারের চরবস্থা দেখিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ মোগলসম্রাটের গর্ভ আরও ধরু করিলেন। তাহাতে আলী মহম্মদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। অনেক শিক্ষিত আফগানসেনা ও সেনাপতি তাঁহার পক্ষে আসিয়া যোগ দিল। মহম্মদ এইরূপে বলীয়ান হইয়া ভাবী প্রতিযোগীর বিরোধের আশঙ্কা অপনোদনার্থ খীর খুলতাত রহমৎ খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। রহমৎ তৎকালে রোহিলখণ্ডের সর্বপ্রধান আফগান-সর্দার, তিনি আলীর নিকট হইতে কিছু জায়গীর লইয়া তাঁহার সহযোগে কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রহমতের পিতা শাহ আলম বাদলজৈ আফগান। তিনি কান্দাহার ত্যাগ করিয়া কাতিহরে আসিয়া বাস করেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রহমতের জন্ম হয়।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড নামক সুবৃহৎ দেশভাগ আলী মহম্মদের অধিকারভুক্ত হয় এবং সম্রাট তাঁহাকেই তৎকালীন শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৫ বৎসর নিরবিরোধে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সুবাদার সফদরজঙ্গের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। এই সময়ে সম্রাট মহম্মদশাহ উজ্জীরের পক্ষাবলম্বন করায় আলীমহম্মদ বক্তৃতাস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি নজর-বন্ধিরূপে দিল্লীতে রক্ষিত হইলেও তাঁহার অধীনস্থ দুর্ভর আফগানগণ ক্রমশঃই অভ্যুত্থার ও উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন সম্রাট আলীকে সরহিন্দের শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া তাহারিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আবদালীর ভারতক্রমণে সুযোগ পাইয়া আলীমহম্মদ পুনরায় রোহিলখণ্ড হস্তগত করিয়া লইলেন এবং অতি সতর্কতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শাসন-

মূল্যে সুদৃঢ় করিবার অভ্যাস কাল পরেই ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে নিপতিত হন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র করকুলা খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ আবদালীর সহিত কান্দাহার যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপর নাবালক চকুউরের উপর রাজ্যভার না দিয়া আলী খীর খুলতাত রহমৎ খাঁকে ‘হাকিম’ অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান অতিথ্যক ও রহমতের জাতিভ্রাতা হুতীখাঁকে সেনাপতি করিয়া যান।

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি ও বিজ্ঞানের জায়গীরদার নাজির খাঁ হুতীখাঁর কঙ্কাকে বিবাহ করিয়া নাজিব উদৌলা নামগ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করিলেন। মধ্য অন্তর্দেশীতে বলসৎখীর আফগান কাএমজঙ্গ করুখাবাদে খীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আফগানশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে উজীর সফদরজঙ্গ তাহাদের দর্প ধরু করিবার মানসে প্রথমে সেনাপতি কুতব উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। হুতী খাঁ-পরিচালিত রোহিল্লার হস্তে কুতবের পরাজয় ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে সফদর কাএমজঙ্গের সহায়তার ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। বদাউনের যুদ্ধে হাকিম রহমৎ ও হুতী খাঁর হস্তে কাএমজঙ্গ নিহত হইলে তিনি আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ না করিয়া কাএমের পুত্র আক্কা খাঁকে ফতেয়াবাদে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে বিশেষরূপে অপমানিত, লালিত ও পরাজিত হওয়ার সফদর প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এবং আফগানগণ আলাহাবাদ পর্যন্ত লুণ্ঠন করে।

এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া সফদর মহারাষ্ট্রসেনাপতি মলহর-রাও হোলকর ও জয়ান্সিন্দের সাহায্যে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। আক্কা খাঁ রহমৎ ও হুতীখাঁর সাহায্য লাভ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসেনা রোহিলখণ্ডে প্রবেশপূর্বক আক্কাখাঁকে পরাজিত করিল। আক্কা খাঁ পুনরায় করুখাবাদ সিংহাসন পাইলেন।

এই সময়ে করকুলা খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, হাকিমরহমৎ ও হুতী খাঁর মধ্যে রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ ঘটিল। অবশেষে চারি-জনেই আলীর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী গাজীউদ্দীনকর্তৃক সম্রাট আক্কাশাহের রাজ্যচ্যুতি এবং সফদর-জঙ্গের মৃত্যু ও সুজা উদৌলার অযোধ্যা-মসনদ প্রাপ্তিতে রোহিল্লা জাতির অদৃষ্টবি ক্রমশঃই তিমিরাবৃত লইয়া আসিতে লাগিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবদালী ৩৪ বার ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার তিনি পূর্বকথিত নাজিব উদৌলাকে সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী করিয়া গেলেন। গাজী উদ্দীনের এক সমতাস্রাস ভাল লাগিল না, তিনি মহারাষ্ট্রের সহযোগে তাঁহার সর্বনাশে সম্মত



হইলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনা রাজিব উদ্যোগকে রোহিলখণ্ডে তাড়াইয়া দেয়। ইহারোত্তর সন্ন্যাস-হইয়া অবশেষে তাহার ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বাহিন্যকে স্বাধীন করেন। হাকিম-রহমৎ ও অজ্ঞাত রোহিলা সর্দারেরা মহারাষ্ট্রের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সুরা উদ্যোগ সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বর্ষে নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ সেনাদের নিকট পরাজ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বল পলাইয়া যায়।

মহারাষ্ট্র-সেনার পলাইবার আরও কারণ ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আবদালী ৪র্থ বার ভারতাক্রমণার্থ পঞ্জাবে পর্য্যপন করেন। পঞ্জাব তৎকালে মহারাষ্ট্র অধিকারে ছিল। রাজ্যকর্ষ মহারাষ্ট্রগণ রোহিলাদিগকে ছাড়িয়া আবদালীর সমুখীন হইবার উৎসাহ দেখিতে লাগিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আবদালী নাজিব উদ্যোগ, হাকিম রহমৎ ও অজ্ঞাত রোহিলা সর্দারগণ সমবেত হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথযুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত হইলে আবদালী আবদালী বিজয়বোধগাঙ্গে শাহ আলমকেই দিল্লীর সম্রাট মনোনীত করিয়া নাজিব উদ্যোগকে প্রধান মন্ত্রী ও সুরা উদ্যোগকে উজীর করিয়াছিলেন। তিনি হাকিম রহমৎ ও হুজী থাকে স্বাক্রমে এতাবা এবং আগ্রা ও কাল্পী প্রদেশ দান করিলেন। অজ্ঞাত রোহিলা সর্দারগণ অন্তর্কেন্দ্রীয় মধ্যবর্তী প্রদেশ ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময়ে কএকবৎসর মাত্র রোহিলাগণ শাস্তির সুখরাজ্য ভোগ করিয়াছিল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সুরা উদ্যোগের সহিত ইংরাজের বিরোধ ঘটে এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গারের যুদ্ধে তাহা 'কতকটা' স্থগিত থাকে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আকগানগণ পুনরায় এতাবা ও দোরাবের মধ্যবর্তী জেলা সমুদায় আক্রমণ করিলে সুরাইবের মনে নানা হুচিন্তার উদয় হইতে থাকে। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে নাজিব উদ্যোগের মৃত্যুতে তৎপুত্র জাবিতা খাঁ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রোহিলা জাতির গর্স্ব অনেকেংশে বর্ষ হইয়া গেল। উক্ত বর্ষেই রোহিলখণ্ডে হুজীখাঁর মৃত্যু হওয়ার রোহিলাগণ আর মহারাষ্ট্রীয় গতিরোধ করিতে পারিল না। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহার ১৮বর্ষ পরে পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিল। জাবিতা খাঁ বিপদ নিকটবর্তী জানিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। উক্ত বর্ষে ২৫এ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের সহিত একটা চুক্তি করিয়া সম্রাট নগরে প্রবেশ করিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবল রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। জাবিতা খাঁ ও হাকিমরহমৎ প্রভৃতি রোহিলা সর্দারগণ এবং সুরা উদ্যোগ মহারাষ্ট্রীয় সেনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। মহারাষ্ট্রবল পাণিপথযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াসিদ্ধার্থ রোহিল-

খণ্ড উৎসাহিত করিয়া অধোদ্যোগে অগ্রসর হইলে উজীর সুরা উদ্যোগ কলিকাতার ইংরাজগবর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও রোহিলখণ্ড বিভাগের কতকংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। তৎপরমানে সত্য প্রেসিডেন্ট কার্টিয়ারের আদেশে সন্ন্যাস বেকার মধ্যস্থ হইয়া মহারাষ্ট্র, রোহিলা ও সুরা উদ্যোগের সম্মেলনের চেষ্টা পান। উক্ত বর্ষের ২৫এ মে পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব চলিল, কিন্তু বিশেষ কিছু হইল না। বর্ষান্তে মহারাষ্ট্রীয়দল গলা পায় না হইয়া কিরিয়া গেল। রোহিলাগণ এবং জাবিতা খাঁ পত্নীপুত্র লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উজীর বেকার সাহেবকে লইয়া অধোদ্যায় চলিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস মাস্রাক হইতে আসিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বালুয়ার গবর্ণর হইলেন। মহারাষ্ট্র, রোহিলা, উজীর ও দোরাবসম্রাটের পরস্পরের স্বার্থ ও লক্ষ্য রক্ষা করাই তাঁহার মূল করন্য হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রগণ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণে বিরত থাকিলেও তদ্রূপে শান্তি স্থাপিত হইল না। রোহিলাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদে মূচ্ছনা হইল। রোহিলাসর্দার সর্দার খাঁ বকির মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রগণ উত্তরাধিকার লইয়া গোলাবোগ উত্থাপন করিল। হাকিম-রহমতের পুত্র ইনারৎ খাঁ পিতার বিরুদ্ধে আত্মধার করিলেন। এই সময়ে অজ্ঞাতম রোহিলা সর্দারগণ ক্রমশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সর্দার শেখ কবীর ভবলীলা সমরণ করিলেন, ফরুখাবাদের মুজঃফরজক অকর্ণগুণতানিবন্ধন হুর্কল হইয়া পড়িলেন এবং জাবিতা খাঁ স্বজাতির সহায়ত্ব হারায়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রকের আশায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মহারাষ্ট্রবলে মিলিত হইলেন।

উক্ত বর্ষের শেখভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীপ্রবেশ করিলে, নজক্ খাঁ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রবল তখন আর প্রকৃতভায়ে সম্রাটকে কোনরূপ সম্মান না দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ বিজয় করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া সুরা উদ্যোগ ইংরাজগবর্নমেন্টকে সাহায্যপ্রার্থনাপূর্বক পত্র লিখিলেন। কোরা ও আলাহাবাদ লইয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্ট্র-সেনাপতি হাকিমরহমতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় গলা পায় হইয়া রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

হাকিমরহমতের সহিত মহারাষ্ট্রবলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে দেখিয়া হেষ্টিংসে চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি অধোদ্যায় উজীরের পক্ষ ও ইংরাজের স্বার্থ সংরক্ষার্থ সেনাপতি সন্ন্যাস বেকারের

অধীনে একদল ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাত্রিদিকে রোহিলখণ্ড হইতে তাড়ানই যুধ্য উদ্দেশ্যে রহিল। সেনাধ্যক্ষ বেকার হুজা উক্টোলার সহিত সর্ভ সায্যত করিয়া হই দল ইংরাজ, হরদল সিপাহী ও একদল কামানবাহী সৈন্য লইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে অবোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ড অস্তিমুখে যাত্রা করিলেন। অবোধ্যার সেনাদল ও ইংরাজসৈন্য রোহিলাদিককে সাহায্য করিবে জানাইয়া, হুজা-উক্টোলা হাক্কিজ রহমৎকে পত্র লিখিলেন এবং মহারাত্রীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযোষণা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ প্রস্তাবে হাক্কিজ রহমৎ সম্মত হইলেন না; তিনি জাবিতা খাঁ ও মহারাত্রী-পক্ষাবলম্বন করিলেন দেখিয়া সেনাপতি বেকার সদলে রামঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইখানে নদীর অপরপারে মহারাত্রীগণ সদলে অবস্থান করিতেছিলেন। হাক্কিজ রহমৎ শঠতাপূর্বক এতদিন মহারাত্রী বা হুজার দলে যোগদান করেন নাই, মহারাত্রীসেনাপতি আর বিলম্ব না করিয়া বলপূর্বক তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। মহারাত্রীগণ নদী পার হইয়া হাক্কিজ রহমতের শিবির-সম্মুখস্থ রোহিলাদুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন না।

এদিকে ২১ মার্চ হাক্কিজ রহমৎ উপায়শূন্য হইয়া হুজার প্রস্তাবে সম্মতিদানপূর্বক তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দিলেন। ইহাতে মহারাত্রীগণ পশ্চাদ্গত হইলেন। কএকবার আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহারা ইংরাজ ও হুজাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, অবশেষে মে মাসে দাক্ষিণাত্যে মহারাত্রী-সর্দারগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ার, তাহারা বাধ্য হইয়া উত্তর-ভারত ত্যাগ করিল। তাহাতে উজীর ও ইংরাজের অদৃষ্ট-লক্ষী সুপ্রসন্ন হইলেন এবং মহারাত্রীশক্তি জন্মের মত লোপ পাইল। এই ভীষণ বিবাদের মহারাত্রীর সর্দারগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহারা একত্র বে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা ও ১০ কোটি তক্তা রাজস্ব আদায় করিয়া মহারাত্রী-সাম্রাজ্যের পতন করিতেছিলেন, তাহাই সকল সর্দারগণ বিভাগ করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতে মহারাত্রী-শক্তির অব-সান ঘটে।

এই যুদ্ধবিগ্রহে উজীরের বিলম্ব ব্যয় হওয়ার তিনি রোহিলা-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্যসুজার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। হাক্কিজ রহমৎ অর্থপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ার, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযোষণা করিবার আদেশ হইল। কিন্তু হুজা প্রথমে যুদ্ধ করিয়া রাজকোষ পূত করিতে চান নাই। তখন হেষ্টিংস বারানসীর নভি অফিসারে তাঁহাকে ৫০ লক্ষ নিকাযুজার আলাহাবাদ ও কোরা বিক্রয় করিলেন। সন্তোষের রোহিলাদিককে তাড়াইবার

কোষাবলি চলিতে লাগিল। উজীর তাহাতে সার দিলেন বটে, কিন্তু সৈন্যসাহায্য করিতে চাহিলেন না।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুজা মহারাত্রীদিকে ধোরাব হইতে তাকা-ইয়া দিয়া জাবিতা খাঁ ও অভ্যন্ত রোহিলা সর্দারগণের সহিত মিজতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার মনের গতি কিরিল। তিনি রোহিলাদিককে দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি বেকারের উপর বখারীতি আদেশ প্রেরিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসৈন্য অবোধ্যাপ্রান্তে উপনীত হইল। কর্নেল চাম্পিয়ানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াও হাক্কিজ রহমৎ-প্রার্থিত অর্থদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হইয়া উঠিল। উক্ত বর্ষের ২৩এ এপ্রিল সাইকান-পুর জেলার মিরাপুর কাটীর যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধক্ষেত্রে হাক্কিজরহমতের সঙ্গে আর দুই সহস্র রোহিলা প্রাণবিসর্জন করিল। ইহার পর কয়জুয়া খাঁ রোহিলাদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া রামপুর, তরাই ও অবশেষে গড়বালের পর্ত্তনাছদেশে পলাইয়া আশ্রয়কার্য সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। জুনমাসে ইংরাজ ও উজীরসৈন্য পর্ত্ত-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া ভয়ে তিনি সন্ধির সর্ত্তে অহুমোদন করিলেন।

ইংরাজসৈন্য ও উজীর তদনন্তর সেই স্থান ত্যাগ করিল পাঁচ সহস্র রোহিলা লইয়া কয়জুয়া রামপুরে আসিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রোহিলাসৈন্য সর্দার সহ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাবিতা খাঁর এলাকায় আসিয়া বাস করিল। এই যুদ্ধে রোহিলাজাতির উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা মহামতি বার্কের ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের বক্তৃতার ও লর্ড মেকলের • বিবরণীতে বখাবধ বিবৃত হইয়াছে।

রোহিলা, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাদ বিভাগের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণপ্রাণ। সমুদ্রতট হইতে একপোয়া দূরে ও উনানগরের ৪ কোশ পূর্বে অবস্থিত। পালিতানা রাজবংশের মধ্যে এইরূপ একটা আচার্য দৃষ্ট হয় যে, যখন কোন সর্দার গহিতে আরোহণ করিবেন, তখন তিনি তাঁহার কোন পূর্বপুরুষকর্তৃক বিলিত এই রোহিলা নগরী হইতে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া বাইবেন। ইহার ১১০ কোশ উত্তরে 'চিরাগর' নামক একটা সুবিহ্বত বাধ। ইহার চারিদিক অষ্টা-লিকাদি পরিশোভিত।

রোহিলালা, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাদ বিভাগের গোহেলবাড়ী প্রান্তস্থ একটা সামন্তরাজ্য। এখানকার

সর্বাঙ্গের সূনাগড়ের নবাব ও বকসীর সাইকোবাককে কর দিয়া থাকেন।

রোহিস (স্রী) ১ কতু, পতু। বিলী অগিরাবাস।  
(পুং) ২ রোহিকমুখঃ ৩ বতুচিক। (অবতত)

রোহীতক (পুং) রোহীতঃ ঐষ্যার্থে কন্। রোহিতকবৃক।

রোহীতকমুত (স্রী) রোহীতবিশেষ। এই ঔষধ বিবিধ  
যন্ত্র ও মন্ত্র। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—মুত ৪ সের, কাখার  
রোহীতক ছাল ২৫ পল, কুল গুঠা ৩২ পল, পাখার জল  
৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কাখার পিণ্ডুল, চই, চিতা-  
মূল, গুঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতক ছাল ৫ পল, পাকের জল  
১৬ সের। পরে বখাবিধানে এই মূত পাক করিবে। এই  
মূত-পান করিলে স্রীহা ও গুণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আত  
প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাঃ স্রীহাবন্ধুদধিঃ)

মহারোহীতকমুত। প্রস্তুতপ্রণালী—মুত ৪ সের, কাখার  
রোহীতক ছাল ১২৪০ সের, কুল গুঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের,  
শেষ ৩২ সের। ছাগদধ ১৩ সের। কাখার ত্রিকটু, ত্রিকলা, হিলু,  
যমানী, ধনে, বিটলবণ, জীরা, কুলদবণ, লাভিমবীজ, নেবদার,  
পূর্ণবা, রাখালশণার মূল, ববকার, কুড়, বিড়ল, চিতামূল,  
হবুয়া, চই ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকের জল ১৬ সের।  
বখাবিধানে পাক শেষ করিয়া নামাইতে হয়। এই মূতের  
মাত্রা ১০ আনা হইতে দুই বা তিন তোলা। অস্থপান মাংসরস,  
মুখ ও গুহ প্রভৃতি। এই মূত বিশেষ কৃষ্ণকর এবং ইহা সেবনে  
স্রীহা, বক্র ও তজ্জল মূল, কুকিশূল, বজ্রল, পার্শ্বমূল প্রভৃতি  
বিবিধ রোগ আত প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রাহা বন্ধুদধিকারে  
ইহা একটা উৎকৃষ্ট মূত। (ভৈষজ্যরত্নাঃ স্রীহাবন্ধুদধিঃ)

রোহীতকলোহ (স্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
রোহীতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ল, মুতা, চিতামূল, এই  
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান লোহ।  
এই সমস্ত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।  
অস্থপান নোবের বল বিবেচনা করিয়া থির করা আবশ্যক।  
ইহা সেবনে স্রীহা, অগ্রমাস ও শোষ বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাঃ স্রীহাবন্ধুদধিঃ)

রোহীতকলোহ (স্রী) স্রীহাবিকারে লোহভেদ।

প্রস্তুতপ্রণালী—রোহিতক, গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, বিড়ল, চিতা, ও মুতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে  
এক এক ভাগ এবং এই সকলের সমান লোহ একত্র মিশ্রিত  
করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ও অস্থপান রোগের  
বলাবল অস্থসারে থির করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে  
অগ্রমাস ও বক্ররোগ ভাল হয়। (রসেজসারসঃ স্রীহাবন্ধুদধিঃ)

রোহীতকাদ্যচূর্ণ (স্রী) চূর্ণীষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
রোহীতক ছাল, ববকার, চিতা, কটকী, মুতা, নিশাবল,  
আতাইচ, গুঠ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ  
করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ১ মাস।  
অস্থপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবনে স্রীর বক্র ও পীড়া  
উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাঃ প্রাহাবন্ধুদধিঃ)

রোহীতকারিক (পুং) অগ্নি ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
রোহীতক ছাল ১২৪০ সের, জল ২৫০ সের, শেষ ৬৪ সের।  
এই কাখ উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া ইহাতে ২৫ সের শুষ্ক গুলিয়া  
দিতে হইবে, পরে ধাইকুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই,  
চিতামূল, গুঠ, শুভক, এলাইচ, ভেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া  
ও আমলা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ  
করিতে হইবে। ইহা একটা ভাণ্ডে করিয়া তাহার মুখ উত্তম-  
রূপে বন্ধ করিয়া এক মাস কাল রাখিয়া দিতে হইবে। এক  
মাস পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া ছাকিয়া  
লইতে হইবে। এই অগ্নি অর্ধ ছুটাক পরিমাণে সেবন করিতে  
হয়। এই অগ্নি দিবাতাগে ২ বার বা ৩ বার সেবনীয়। ইহা  
সেবনে প্রাহা, গুহ, উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাঃ প্রাহাবন্ধুদধিঃ)

রৌক্স (ত্রি) কল্প-অণু। কল্পনির্মিত। সুবর্ণনির্মিত।

“বজ্রোপবীতং দেবক গুডে রৌক্সে চ কুন্তলে।” (মহ ৪। ৩৬)

রৌক্সিণেয় (পুং) ১ কল্পীগণ্ডসম্ভব। ২ প্রচায়।

রৌক্ষক (পুং) কল্পের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

রৌক্ষায়ণ (পুং) কল্পের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

রৌক্ষ্য (স্রী) কল্পত ভাবঃ কল্প-ব্যঞ। কল্পতা, কল্পণতা।

“ভৈলং যদ্রৌক্ষ্যদোষস্ত ভৈলং যদ্রাক্ষকং মৃতং।

যেন যান্নাং রাশরাম্যত্ জনকাত্মমবিকাম্ ॥”

(দেবীপুঃ মহানবমীমানপ্রঃ)

রৌচনিক (ত্রি) ১ রৌচনাধারা সজিত। হরিত্রাভ। (স্রী) ২ মস্ত-  
মূলে অস্থিবৎ কঠিন মল।

রৌচা (পুং) কচেরপত্যমিতি কচি-ব্যাণ। সস্থবিশেষ, রৌচ  
মহ। কচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ।

“রৌচাদয়ন্তধাত্তেহপি মনবঃ সঃপ্রকীর্তিতঃ।

কচোঃ প্রজাপতোঃ পুত্র রৌচো নাম ভবিত্যতি ॥”

(বৎসপুঃ ১ অঃ)

রৌচা অরোক্ষ মস্ত এই মস্তেরে স্থপকী প্রভৃতি দেবতা, ইন্দ্র  
বিশম্পতি এবং ব্রহ্মদান, অশ্বর, তববর্ষা, নিরুৎসব, নিরোধ,  
মৃতপা, নিরাকম্প, চিত্রসেন, বিচিত্র, মস্তক, নির্ভর, লুৎ, মলভ,  
অব্রুহি ও মস্ত এই সকল মস্তপুত্র। (মার্কণ্ডেয়পুঃ)

২ বিবর্তনও। (হেম) রোজভেনমিতি অণু।

৩ মতন্তরবিষয়।

"অভিভ্রোমো স্তপৈবন্তো নকসাবদিকৈ ভ্রতে।

নিশাময়ভাবিরজং রোচাং ক্রম্য নরোত্তমঃ ॥"

(মার্কণ্ডেয়পুঃ ১০.১৩৯)

রোটি, অনাদর। ভূমি পরমৈ সন্ক সেট্। লট্ রোটিতি।

লোট্ রোটিত্। লিট্ রোটিট্। লুট্ অরোটিৎ। লিট্ রোটিমতি। লুট্ অরোটিৎ।

রোড়, অনাদর। ভূমি পরমৈ সন্ক সেট্। লট্ রোড়তি। লুট্ অরোড়ীৎ।

রোড়ী, (পুং) বৈয়াকরণ-সম্ভারভেদ।

রোজ (রী) রজভেন বা রজো দেবতা বস্ত রজ-অণু। পূজা-  
রাদি রসের অন্তর্গত রসবিশেষ, পর্যায় উপ। এই রস ক্রোধের  
আশ্রয়। এই রসের বিবর সাহিত্যদর্শনে এইরূপ বর্ণিত  
হইয়াছে,—এই রসের হারিভাব ক্রোধ, রক্তবর্ণ, ইহার  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রজ, শত্রু ইহার আশ্রয়ন, শত্রুদিগের চেষ্টা,  
উদ্বীগন, মুষ্টিগ্রহার, পতন, বিকৃতচ্ছন্দ, অবদারণ, সংগ্রাম ও  
সম্মমাদি দ্বারা এই রস উদ্বীগত হইয়া থাকে। ক্রবিক্ষেপ,  
ওষ্ঠনির্দ্বন্দ্ব, বাহুকেটন, তর্জন, আত্মাবদানকথন এই সকল  
এই রসের অঙ্গভাব। আক্ষেপ, ক্রুরসন্দর্শনাদি, উগ্রতা,  
বেগ, মোক্ষাঙ্ক, শ্বেদ, বেগুণ, মত্ততা, মোহ ও অস্বাভাবি ইহার  
ব্যতিচারিভাব।

"রোজঃ ক্রোধঃ হারিভাবো রজো রজাবিনৈবভ্যঃ।

আশ্রয়নং রিপুত্বত্ তন্মোক্ষোদীপনং মতম্ ॥

মুষ্টিগ্রহারপতনবিকৃতচ্ছন্দোবদারণৈশ্চৈব।

সংগ্রামসম্মমাদিভৈরভ্যোদীপিত্বৈবেৎ প্রোচা ॥

ক্রবিক্ষোষ্ঠনির্দ্বন্দ্বোবাহুকেটনতর্জনাঃ।

আত্মাবদানকথনমাহুধোংক্ষেপণানি চ ॥

অঙ্গুভাবত্বাংক্ষেপক্রুরসন্দর্শনাদিভিঃ।

উগ্রতাব্যেগমোক্ষাঙ্কশ্বেদবেগুণভাবো মদঃ।

মোহাস্বাভাবশ্চোজ ভাবাঃ স্ত্যাব্যভিচারিণিঃ ॥" (সাঁ.৮.৩৭৩২)

রোজরসের সহিত হস্ত, পূজার ও ভরানকরসের  
সহিত বিরোধ।

"রোজস্ত হস্তপূজারভরানকরসৈরপি।

ভরানকেন শান্তেন তথা বীরয়লঃ স্তব্যঃ ॥" (সাহিত্যসং. ৩৭:৪২)

(পুং) রজভারমিতি রজ-অণু। ২ রজভেন, পর্যায় বর্ণ,  
প্রেক্ষণ, ভোভ, আতপ। (অমর) ইহার ভূমি-কটু, কক,  
কেল, লুহা ও তুচ্ছাশ্রয়, দাহ ও বৈদ্যজলক এবং চক্ষুরোগ-  
বর্ধক। (রাজব.)

জ্যোতিবে রোজের ৭টা নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অঠর,  
শিলল, রোজ, বোরখা, কালসংজিত, অমিনাখা ও হত  
এই ৭টা রোজ।

প্রতিবৎসর একএকটা রোজ অধিপতি হইয়া থাকে।  
বেরণ, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রতিবৎসর এক একটা হইয়া থাকে,  
তজ্ঞপ এই সপ্ত রোজের মধ্যে এক একটা হইয়া থাকে, কোন  
বৎসর কোন রোজ অধিপতি হইবে, তাহা গণনা দ্বারা স্থির  
করিতে হয়।

"অঠরঃ শিললো রোজো বোরখাঃ কালসংজিতঃ।

অমিনাখা হতো রোজঃ সপ্ত রোজাঃ প্রকীর্ণিতাঃ ॥" (জ্যোতিষ)

কোন কোন গ্রহে 'হত' এই নাম ফলে প্রাপ্যবাহ এই নাম  
নিখিত আছে।

এই রোজের কল এইরূপ নিখিত আছে,—যে বৎসর  
শিলল রোজ হয়, সেই বৎসর প্রজাকল, বজ্রদ্রাণ ও সর্ককীরের  
উৎপত্তি হইয়া থাকে; অঠর রোজ হইলে ত্রাণাদি শিকারোগ  
ও রাসবদিগের নানাবিধ রোগ; অমি নামক রোজ হইলে উদ্ভাগ  
দ্বারা পৃথিবী শুকা এবং জীবসমূহের নানাবিধ রোগ; রোজনামক  
রোজে চিত্তব্যেগ, নান্দা রোগ ও ত্রাণাদি পীড়া; বোরনামক  
রোজে—অতিশয় উত্তাপ এবং বহুবিধ রোগ; কালনামক রোজে  
জীবসকল উত্তাপে অতিশয় পীড়িত এবং ত্রাণাদি নানাবিধ রোগ  
ভোগ করিয়া থাকে।\*

৩ হেমন্তঋতু। (রোজ) ৪ যম। (ধরনি) ৫ কার্ত্তি-  
কেয়। (ভারত ১৩৬।১৩) (ত্রি) রজ-অণু। ৬ তীত্র।

"অরত্রিপাদত্রিপুরাঃ বড়ভুজো নবলোচনঃ।

তন্মগ্রহরূপো রোজঃ কাছান্তকম্যোপমঃ ॥"

(বিজয়রাক্ষিতধৃত হরিবংশবচন)

৭ তীর্থ। (মেঘিনী) ৮ রজস্বদী। ৯ রজের উপাসক।

\* শিললো রোজনামা চ কালরূপঃ প্রজাকলম্।

শার্পসে বরযোগঃ ভাং সর্ককীরসমুতকম্।

অঠরো রোজনামা চ বোরখ্যক কালরূপঃ।

ত্রাণাদিশিকারোগক নানাক্রমকরো দুর্গাম্।

অমিনাখা বদা বর্ষে রোজো ভবতি মাজখা।

উত্তাপেন ক্রিতিং ভব্যেৎ নরাণাং রোগশো ভব্যেৎ।

রোজনামা মহারোজো বজ্রাক চ ভবেৎক্রবম্।

চিত্তব্যেগং ত্রাণং কৃৎসারানারোগসমবিতম্।

বোরনামা মহারোজো পোমুতক কালরূপঃ।

উত্তাপেন সদা পকং নানারোগসমবিতম্।

কালনামা মহারোজ উত্তাপে পীড়িতঃ সদা।

নানারোগসমবিত্ত ত্রাণবি কত্বং ভবেৎ ॥ (জ্যোতিষ)

১০. কুস্পতি বহিসংবৎসরের অন্তর্গত চতুঃশকাংশ বর্ষ।  
 ১১. ক্ষেত্বেদ। ১২. অপদেবতাত্ত্ব্যে। এই অর্থে রৌদ্রশব্দ ব্যবহৃত। ১৩. জাতিবিশেষ। ১৪. আত্মনাক্রম। ইহার অধিজাতী দেবতা কৃত। এই জন্ত রৌদ্রনামে অভিহিত।  
 ১৫. সামতেষ। ১৬. দিক্‌তেষ।

রৌদ্রক (স্ত্রী) রৌদ্রেণ কৃতঃ ক্রমঃ—(হুলাদিত্যো বৃহৎ। পা ৪।৩।১১৮) ইতি বৃহৎ। ক্রমকর্তৃক কৃত।

রৌদ্রকর্ম্ম (ত্রি) রৌদ্রেণ কর্ম্ম কৃত। ভীষণকর্ম্ম, রৌদ্রকর্ম্ম-কারী। (স্ত্রী) ২ ভীষণ এইরূপ কর্ম্ম।

রৌদ্রগণ, কলিত-জ্যোতিষোক্ত গণভেদ। এই গণে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি প্রতিনিয় পাশাচারী হয়। (কোষ্ঠীপ্রবীণ)

রৌদ্রজা (স্ত্রী) রৌদ্রজ ভাবঃ তল টাপ্। রৌদ্রজ, রৌদ্রেণ ভাব বা ধর্ম্ম।

রৌদ্রদর্শন (ত্রি) রৌদ্রে দর্শনঃ কৃত। ভীষণাকৃতি।

রৌদ্রধানী, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। (হুবিরাং ১।৭৮)

রৌদ্রপাদ (স্ত্রী) রৌদ্রেণ নক্ষত্রবিশেষত পাদঃ। আত্মনাক্রমের পাশভেদ।

রৌদ্রমনস্ (ত্রি) রৌদ্রে মনোবন্ত। ভয়ানক মনোযুক্ত। নির্ভয়চিত্ত। জরু।

রৌদ্রাশ্ব (ত্রি) রৌদ্রে ও অগ্নিসম্বন্ধীয়।

রৌদ্রায়ণ (পুং) রৌদ্রেণ গোত্রাপত্য।

রৌদ্রাশ্ব (পুং) পুঙ্গব পুত্র ও তৎসম্বন্ধীয় একজন রাজা।

রৌদ্রি (পুং) রৌদ্রেণ গোত্রাপত্য।

রৌদ্রী (স্ত্রী) রৌদ্রে-জীপ্। ১ রজজটা। (মেঘিনী) ২ চণ্ডী।

মহারার চামুণ্ডাদেবী রুক্মনাক মহামৈতাক্যে বিনাশ করিয়া মহারৌদ্রী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

“এক এবং মহামৈতাক্যে রুক্মনাক মহামুখে।

স চ মারাম মহারৌদ্রীং রোরবীং বিসলজ্জ হ ॥” ইত্যাদি।

(বরাহপুং ত্রিশক্তিমাং)

রৌদ্রীভাব (পুং) রৌদ্রেণ ধর্ম্ম।

রৌধ (পুং) রৌধতাপত্যঃ রৌধ (শিবাদিত্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। রৌধের অপত্য।

রৌধাদিক (ত্রি) রৌধাদিগণসম্বন্ধীয়।

রৌধুর (ত্রি) রৌধির-অণ্। রৌধির সম্বন্ধীয়।

রৌপ্য (স্ত্রী) রৌপ্যমেব অণ্। রূপ্য, রূপা। (রাজনিং)

চলিত রূপা বা রূপো। ইহা একটা ধনিজ পদার্থ এবং অষ্ট ধাতুর মধ্যে গণ্য। এই ধাতু হইতে নানারূপ অলঙ্কার ও ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার্বিক দৌর্জল্যজনিত রোগে আত্মরক্ষার মতে স্বর্ণ বা লৌহবোঁদে রৌপ্যঘটিত ঔষধ

প্রয়োগের বিধি আছে। ডাক্তার এমার্সন ঐ ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এই ধাতু নানাহানে নানা নামে পরিচিত। হিন্দী, বাঙ্গলা, মরাঠী, দক্ষিণী, উজরাটা ও ভোটে—চাঁদী, রূপা ও রুঙ্গা; সিন্ধু প্রদেশে—রূপো, তামিল—বেল্লী, বেণ্ডি; তেলগু—বেল্লী, কাণাড়ী—বেল্লী; আরব—রুঙ্গা, সিল্ভা; পারস্য—সিন্, হুক-রাহ্; সংস্কৃত—বেত, রজত, রৌপ্য; সিংগাপুর—পেটী, রিচি; ব্রহ্ম—নোরে, চীন—বিন্, গেকিন্; মলয়—পেরাক্, শলকা; বর্ম্মা—শলাকা; মলয়ালম্—রিয়াকি; তুর্কী—মুসমুস্; ইংরাজী—Silver; দিনেমার—Solva; ওলন্দাজ—Silver; জার্মানি—Silber, ফরাসী—Argent, ইতালী—Argento, লাতিন—Argentum; পোলিশ—Srebro; পর্তুগীজ—Prate; রুস—Serebro, স্পেন—Plate; জার্মেডিস্—Silver, হিব্রু—কেসেক্।

কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য জগতে বহু পূর্বকাল হইতেই রূপার আদর ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঋক্সংহিতার (৮২৩২২) এবং বৈদিক ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থেও ঋষিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার জানিতেন। পুরাণাদি এবং মতাদি স্মৃতিতে রূপার উল্লেখ দেখা যায়। স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের নিকট রৌপ্যদান-গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা পতিত হইবেন না। এই সকল রত্ন তৎকালে ব্রাহ্মণগণ দেবসেবার জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া দিতেন। [রজত দেখ]

প্রতীচ্য ভূমেও প্রাচীনকালে রূপার প্রচলন ছিল। মোজেসের লেখনীতে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস বিভাগে (xx. 16) প্রথমে রূপার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বিভাগের xxiii. 15, অংশে রূপার বাণিজ্যপ্রভাবের কথা আছে। জেরার (vi 18-19) লিখিত আছে “এই সকল অভিশপ্ত বস্তু হইতে সর্বদা দূরে থাক কর্তব্য; কিন্তু স্বর্ণ বা রৌপ্য বাহ্য আছে এবং লৌহ ও পিত্তল নির্মিত পাত্রাদি ভোগবিলাসের সম্পত্তিরূপে সঞ্চয় না করিয়া যের্যে নিয়োগ করাই সর্বতোভাবেই উচিত।” বাতবিক বাইবেল গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী সংহিতা যুগ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী নানাহানের হিন্দুগণ এই আচার বেদব্যং পালন করিয়া আসিতেছেন।

ধনিতে রূপা কখন মূলধাতুরূপে, কখন বা ক্লোরিন, সাল-ফাইড্ মিশ্রণে অথবা নীলক, স্বর্ণ, রূপাক্রম, সের্ভো ও তাম্রাদি-বোনে মিশ্রধাতুরূপে বেধিত পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রধাতুরূপে বেধার পরিহার করিতে হয়, সেই প্রণালীকে ইংরাজীতে Process of Amalgamation বলে। পরিকৃত রৌপ্য চাঁদি

আমেরিকায় অতিথিত। ইহাতে ধাতু (Alloy) যোগ দিয়া সাধারণতঃ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন ভিন্ন পদার্থের সহযোগে (Alloyed by re-agents) উহার প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া উহার দ্বারা অস্বাভাবিক কার্যের উপযোগী অস্ত্রাদি (Surgical instruments) ও রসায়নকার্যের আবশ্যকীয় পাত্র-বিশেষ প্রস্তুত করিতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বিশেষতঃ কর্ণালজেলা মধুরা ও মহিষুর প্রদেশে এবং শাসা, সানটেট, মার্জাবান, আসাম, কোচিন-চীন, হুনান, কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিশ্র অবস্থার রূপা পাওয়া গিয়াছে।

রৌপ্যের দর সকল সময়ে সমান থাকে না। পূর্বে রূপার দর অধিক ছিল, কিন্তু আমেরিকাতেও সোণা ও রূপার ধনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে রূপার বাজার দর ন্যূন পড়িয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভে ১ তোলা (১৮ গ্রেণ) সোণার দাম ১৫ বা ১৬ টী তুল্যমান রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা ছিল, কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৩ তোলা রূপা = ১ তোলা সোণার দাম চড়িয়াছিল, পরে এক সময়ে ২৭ হইতে ২৯ কোম্পানীর মুদ্রার ১ ভরি পাকা সোণার দাম হইয়াছিল। সোণার বাজার প্রায় স্থির থাকার এক্ষণে রূপার দর অনেকটা স্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রচলিত ২২৬০ রৌপ্যমুদ্রার সমুদায় গণিত ১ ভরি অর্থাৎ পাকা ১৫ তঞ্চর ১ খানি গিলী। মুসলমান-রাজগণের রাজত্ব প্রচলিত সিকা মুদ্রার তুলনায় বর্তমান মুদ্রা ১০ এক আনা কম।

ইংলণ্ডের ৩য় এডওয়ার্ডের শাসনকালে রূপার দাম কম ছিল। রাণী এলিজাবেথের রাজ্যকালে তাহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। তৎপরে মেক্সিকো ও পেরুরাজ্যে রূপার ধনি বাহির হওয়ার ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ১ম চার্লসের রাজত্বসময়ে তাহা এলিজাবেথের যুগের একতৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে ইংলণ্ডে টিউডরগণের রাজত্বকালের মধ্যভাগে রূপার দর ন্যূন ছিল, তাহার পাঁচ আনা আন্দাজ দর বলবৎ থাকে এবং ক্রেতার সমরকার দরের অর্ধেক হইয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংলণ্ডে মধ্যযুগে রূপার দর অধিক ছিল। তৎকালে ১ ঠুল সোণা ১০ ঠুল রূপার বিনিময়ে পাওয়া হইত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডলার মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার উহার পরিমাণ ১ : ১৫ অর্থাৎ ১৫ টী স্বর্ণডলার পরিমিত একটি রৌপ্যডলার নির্ধারিত হয়। আমেরিকার এই নূতন বিধিতে রূপার দর অত্যধিক বর্ধিত হইতে দেখিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কনগ্রাঙ্গস দ্বারা মুদ্রা প্রচলন

করেন। তাহাতে কনগ্রাঙ্গস দ্বারা নির্ধারিত রূপার দাম কমাইয়া উহার পরিমাণ ১ : ১৫.৫০ করিয়া দেন। তাহাতে বাজারে রূপার খেলা চলিতে লাগিল। ১৫ টী ডলার পরিমিত রূপা দিয়া কেহ ১ ডলার পরিমিত সোণা ক্রয় করিতে পারিত না। যুক্তরাজ্যের পর উহা "Standard coin" বা প্রচলিত মুদ্রারূপে গৃহীত হওয়ার সহজ হইলে লোকে ১৫ টী ডলার মুদ্রাবিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিতে পারিল। এই রৌপ্যমুদ্রার কর্তৃত্বকারীদিগের বেতন দিবারও বেশ সুবিধা হইল। কারণ ষাঁটরূপা ১৫ ডলার পরিমাণ ও ১৫ টী ডলারমুদ্রার মূল্য অনেক বড় হয়। লোকের ঘরে যত রূপা ছিল, তাহারও টাকশালে আনিয়া চাক্ষুণ্যের মুদ্রা গড়াইয়া লইলেন, ইহাতে বাজারে রৌপ্য-মুদ্রার অধিক প্রচলন হইল। জবাবি ক্রয় করিবার পক্ষেও রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলব্ধি হইতে লাগিল। কেন না একটি স্বর্ণমুদ্রা না ভাঙাইলে অথবা তরুল্যের দ্রব্য ক্রয় না করিলে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় সহজসাধ্য ছিল না। রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনে এই অসুবিধা অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অনেক কমিয়া আসিল।

রূপা ও সোণার মূল্য আইনমতে ধার্য করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উক্ত উভয়প্রকার মুদ্রার বিনিময়ই সাব্যস্ত করা হইল। কিন্তু ঐক্য পরিশোধ কালে স্বর্ণমুদ্রাদানে ক্ষতির আধিক্য দেখিয়া তাহার এই bi-metallic system রহিত করিয়া দিলেন এবং সমগ্র স্বর্ণমুদ্রা ক্রাঙ্কে প্রেরণ করিলেন। কনগ্রাঙ্গস-রাজসরকারে পূর্বে হইতেই রূপার দর কম (under-valued) ধার্য হওয়ার, তাহার আমেরিকার bi-metallism প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং তাহার দেশের রৌপ্যমুদ্রা আমেরিকাকে প্রত্যর্শণ করিলেন।

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া তৎকাল-বাসীরা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উভয়প্রকার মুদ্রাপ্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। তৎকালে রূপার দর ১ : ১৬ ধার্য হইল। ইহাতে পুনরায় সোণা বাধিল, রাজ্য পুনরায় রৌপ্য বা রৌপ্য-মুদ্রাপুঞ্জ হইল এবং স্বর্ণমুদ্রা তাহার স্থান অধিকার করিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার টাকশালে একটিও রূপার মুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার Statute Book নামক রাজবিধিতে রূপাকে সোণার সমমূল্য (silver a legal tender equally with gold) বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলেও বিশেষ কোন কল হয় নাই, কারণ তৎ পরবর্তিকালে সোণারূপার দর বাজারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। লক্ষণগণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর স্বর্ণমুদ্রার মূল্যহ্রাসে এক প্রকার রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। কলিকোপরা ও



অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজারে যুগ-প্রযুগ খটয়াছে।

শোধিতরূপা রূপার পাত বা রূপালী (Silver leaf) সাধারণতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ঔষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। হেকিমগণ আমলকীফলের (Phyllanthus Emblica) সহিত রূপার পাত অজীর্ণ অথবা দ্বারবিক দৌর্জলাজনিত রোগে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ষোলকজগোষরোগে (Conjunctivitis) Argemum Nitrus ১০ গ্রেণ জলে মিলাইয়া কঙ্কাল দিলে উপকার দর্শে। জালা অধিক বোধ হইলে যন্ত্রণাহানে লবণজল লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়। কঙ্কপ্রদেশের ভূজনগরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বেরেন্ সাহেব দায়ুর বলকারক ঔষধরূপে রৌপ্যভয়ের উল্লেখ করিয়া যান। উহার প্রস্তুত-প্রণালী—একভাগ সেকোবিষ অন্ধগ্রেণ নেবুর রস ও ১/১০ ভাগ রূপার পাত খালে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা নববস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যথেষ্ট উত্তাপে অভ্যন্তরস্থ ঔষধ ভস্মীভূত হইলে তাহাকে পুনরায় লইয়া ঐ রূপে বস্ত্র ও মৃত্তিকালেপন দ্বারা চতুর্দশবার দগ্ধ করিলে রৌপ্যতম প্রস্তুত হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। রূপার বাসন বা খেলনা প্রস্তুত করিতে ক্ষার বিশেষ কার্য করে। নাইট্রিক এসিড রূপার উপর বিশেষ কার্য করে, হাইড্রোক্লোরিক ও উত্তপ্ত সালফিউরিক এসিড এবং উত্তপ্ত লবণজল ও একোয়া-রিজিয়া কতক পরিমাণে রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ।

নাইট্রিক এসিডে বাজারে রূপা (Commercial silver) ডুবাইলে বিগুৰু রূপা পাওয়া যায়। পাত্রের যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে, তাহা জাল দিলে ক্লোরাইড অব সিল্ভার বাহির হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপার যে কয়টি মিশ্রপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল,—

Suboxide of silver, Molybdate of Suboxide of silver, Protioxide of silver, Peroxide of silver, Sulphide of silver, Sub & Proto Chloride of silver, Bromide of silver, Iodide of silver, Sulphate of Silver Nitrate of silver বা Lunar caustic. এতদ্বিন্ন রৌপ্য হইতে triphosphate, pyrophosphate, metaphosphate, Carbonate, borate, chlorate, monochromate, bi-chromate ও arseniate প্রভৃতি লবণ বাহির হইয়া থাকে।

ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হইলে শোধিত রৌপ্যের অভাবে কাস্তলোহ দেওয়া বাইতে পারে।

“স্বর্ণমথবা রৌপ্য মৃতং যত্র ন লভ্যতে।

তত্র কাস্তেন কৰ্ম্মণি ভিব্ধ কুৰ্য্যষিচক্ষণঃ ॥” (ভাষপ্র০)

(ত্রি) ২ রৌপ্যবিশিষ্ট।

“স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কলাং সৰ্ব্বতো গৃহৈঃ।”

(ভাগবত ৪।২৫।১৪)

রৌপ্যাগিরি, প্রাচীন বিদেহরাজের অন্তর্গত একটি শৈল।

রৌপ্যময় (ত্রি) রৌপ্য-স্বরূপে ময়ট। রৌপ্যদরূপ, রৌপ্যানিধিত।

রৌপ্যমুদ্রা, (Silver coinage) রৌপ্য ধাতু হইতে প্রস্তুত রাজচিহ্নিত রৌপ্যচক্র বা চতুষ্কোণ খণ্ড। ইহা মুদ্রা বা তকা নামে রাজদেশে কার্যব্যাপারে বিনিময়স্বরূপ গৃহীত হইতে থাকে। ইংরাজরাজত্ব বর্তমান যেরূপ রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা = ফোল আনা বা ৬৪টা তাম্রমুদ্রা প্রচলিত আছে, মুসলমান অধিকারে সেরূপ সিকা প্রভৃতি মুদ্রা ছিল, ঐ মুদ্রার পরিমাণও স্বতন্ত্র। প্রাচীন হিন্দুরাজ-গণের অধিকারে নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজগণের অধিকারে ছেনী কাটা বা ছাঁচে ঢালাই যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই কিছু কিছু খাম মিশ্রিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সার্জন মেজর সেকন্টন (Surgeon Major Shekton) এক খানি পত্রিকায় ১০২ প্রকার স্বর্ণমোহর, ৩২ প্রকার হুণ বা পাগোডা, ১ প্রকার অধিপাগোডা, ২৪ প্রকার সোণার ফানম (পরিমাণ ২.৬ হইতে ৫.২ গ্রেণ) ও ২১ প্রকার বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা, এবং রৌপ্যের মধ্যে ৪৫৬ প্রকার রূপী, ২৩ প্রকার আধুলী, ৬ প্রকার ফানম ও ১টা নাম্ভী মুদ্রার খাদের পার্যকা নির্দেশ করিয়া যান।

আবুলফজলের লেখনী হইতে জানা যায় যে, ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের নিকট হইতে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া শেরশাহ প্রথমে ভারতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কন করেন। ঐ শেরশাহী মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ইসলামধর্মের নিশানা ও অপর পার্শ্বে পারস্তভাষায় শেরশাহের নাম লেখা ছিল। তাহার পূর্বে ভারতে আরব-দেশীয় রূপার দরহাম, স্বর্ণ দিনার ও তামার মুলাস প্রচলিত থাকে। পাঠান ও মোগলের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল মুদ্রাও এদেশে আনীত হয়। প্রাচীন হিন্দু ও শক-রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা সেই বিপ্লবের দিনে একরূপ লোপ পাইয়াছিল। [ বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রাতত্ত্ব শব্দে দেখ। ]

সম্রাট অকবর শাহ শেরশাহীমুদ্রার সংস্কার করিয়া চতুষ্কোণ রৌপ্য জালীমুদ্রা প্রচলন করেন। উহার ওজন ১১।০ মাষা। ইহাকে ‘চারি-ইয়ারী’ মুদ্রাও বলিত। কারণ ইহার চারিকোণে মহম্মদ, আবুবকর, ওমর ও ওসমানের নাম এবং কিনারায় আলীর নাম খোদিত ছিল। তৎকালে ভারতের নানাস্থানে



নানারূপ মাধাপরিমাণ প্রচলিত থাকার মুদ্রাবিশেষের ওজন-নির্দেশের বড়ই অভাব ছিল। অধ্যাপক কোলক্লক্ অকবর-শাহের রাজ্যকালের বহুসংখ্যক পরিষ্কার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ওজন লইয়া ১০৫ গ্রেণ মাঝার গড় ধার্য করেন। অর্থাৎ এক একটা বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা ১৭৪.৪ গ্রেণ পরিমাণে অকবর-শাহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সময়ে যে সকল মুদ্রা অস্তিত্ব হইয়াছে, তাহার পরিমাণও ১৭৫ গ্রেণ। মহম্মদশাহের রাজত্বকালে সুরাট, দিল্লী, আন্ধ্রাবাদ ও বাল্লামার ঐরূপ ওজনের মুদ্রাই ঢালাই হইয়াছিল। সুতরাং মোগলশাসকের আকবরী, জাহাঙ্গীরী, শাহজহানী, আলমগিরী, মহম্মদশাহী, আফজলশাহী, শাহআলমী (১৭৭২ খৃঃ) মুদ্রা একরূপই ছিল। মহারাষ্ট্র ও অন্তান্ত হিন্দু-রাজ্যধিকৃত প্রদেশে মোগলসম্রাটগণের নাম রাখিয়া স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কণ চলে। ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। নানাস্থানে নানারূপ মুদ্রা প্রচলিত থাকার ও দ্রব্যবিনিময়ে মুদ্রার মূল্যবিভ্রাট ঘটায় ইংরাজকোম্পানি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩৫ ধারা দ্বারা শাহআলমের রাজত্বকালে ১৯ বর্ষে সিল্কা মুদ্রার সহিত দিল্লীর প্রাচীনমুদ্রার সমান করিয়া লন। মোগল সম্রাটগণের সুরাটী মুদ্রার পরিমাণ ১৭৮.৩১৪ গ্রেণ ছিল। উহাতে ১৭২.৪ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপা থাকার উহার মূল্য দিল্লী মুদ্রার সহিত সমান ছিল। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুরাটী মুদ্রা ১৭২ গ্রেণ ওজন ১৬৪.৭৪ বিশুদ্ধ রূপায় পুনরায় ঢালাই হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বোম্বাই ও মাদ্রাজের মোহর ও টাকা ১৮০ গ্রেণ ধার্য করিয়া ঢালাই করান। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আকটী টাকা ১৭০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপায় প্রস্তুত হইত; তৎপরে ১৬৬.৪৭৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ বা ১৭৬.৪ গ্রেণ ওজনে ঐ টাকা প্রস্তুত হয়। পরে ১৮০ গ্রেণ ওজনই চলিত হয়।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার প্রথমে যে সিল্কা মুদ্রা ঢালাই করেন, তাহার এক পৃষ্ঠায় “হমি-ই-দিন-ই-মহম্মদ, সরা-হি ফজলউল্লা সিল্কা জাদ বরহফত কিস্বর শাহআলম বাদশাহ” এবং অপর পৃষ্ঠে “মুর্শিদাবাদ” ও মোগলসম্রাট শাহআলম বাদশাহের ‘সৌভাগ্যশালী রাজ্যের ১৯শ বর্ষ’ অঙ্কিত হয়। পশ্চিম-ভারতের ফরুখাবাদ, বারাণসী ও সাগর নগরের টাঁকশালে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে ঐরূপ নাম ও উদ্দেশ্যিক ‘ককথাবাদ’ নগর এইরূপ মুদ্রাঙ্কণ আছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই মিণ্টের টাকার ঐরূপ স্থানের নামের পরিবর্তন ঘটয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অস্তিত্ব মুদ্রার এক পার্শ্বে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন মূর্তির দুই ধারে Queen Victoria লেখা এবং উদ্দেশ্যিক

One Rupee এক রূপের। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ১৮৬২ খৃঃ যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট মণ্ডিত আবক মূর্তির পার্শ্বে Queen Victoria এবং উদ্দেশ্যিক One Rupee India 1862 লেখা হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৬ আনার এক টাকা হয়। কিন্তু রূপা বা তামার আনা মুদ্রা হয় নাই। তামার অর্দ্ধ আনা বা দুই পরস, এক পরস, অর্দ্ধ পরস ও পাই পরস প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে সিংহ ও ইউনিকর্ন মূর্তি এবং Auspicious regis at Senatus Anglae লেখা ছিল। উহার অপর পার্শ্বে ‘East India Company—Half anna, দো পাই’ লেখা থাকে। ঐ তাম্র মুদ্রাগুলির পরিমাণ—

ডবল পরস—২০০ গ্রেণ (Troy)

এক পরস—১০০ “ “

অর্দ্ধ পরস—৫০ “ “

পাই পরস—৩০ “ “

বাঙ্গালার প্রথমে যে স্বর্ণমোহর প্রচলিত ছিল, তাহাতে ৯৯০ ভাগ সোণা ১০ খাদ দেখা যায়। ১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ধারা অনুসারে  $\frac{3}{4}$  সোণা ও  $\frac{1}{4}$  খাদ মিশাইবার ব্যবস্থা হয়। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ বিধিতে ঐ খাদ ধার্য করিয়া ৩০ টাকা মূল্যে এক খানি ডবল মোহর, ১৮০ গ্রেণ ওজনের ১৫ টাকা মূল্যে মোহর, ১০ টাকা মূল্যে  $\frac{1}{2}$  মোহর এবং ৫ টাকা মূল্যে  $\frac{1}{4}$  মোহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩ নং মুদ্রাদ্বারা (Indian Coinage Act XXIII of 1870) রাজবিধি রূপে গৃহীত হইয়া ঐরূপ মোহরাক্ষনই প্রচলিত হয়। কেবল ডবল মোহরের মূল্য ৩২ টাকা ধার্য থাকে। মুদ্রার পরিমাণ মোহরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৬০ গ্রেণ ও ৯১৬.৬৬৬ কন্স (touch)। মুর্শিদাবাদে যে আসরফি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৯০.৮৯৫ গ্রেণ (troy) সিল্কে ও হোলকর-রাজ প্রাচীন উজ্জয়িনীতে রৌপ্যমুদ্রা ঢালাইতেন। হায়দরাবাদে আসফজাঈ রাজবংশের আধিপত্য কালে সামসিরি ও হালী সিল্কা ও তামার ঢেবু চলিত ছিল। দ্রাবাকুরে ফানম্ ও চক্রম্ মুদ্রা চলিত।

আসামে দুই প্রকার রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটার ওজন ৫৬৯ গ্রেণ ও অপরটা ৫৮৯৫ গ্রেণ। এরূপ বৃহৎ মুদ্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

রৌপ্যায়ণ (পুং) রূপের গোত্রাপত্য।

রৌপ্যায়ণি (পুং) রূপের গোত্রাপত্য।

রৌম (রৌ) রুমায়্য লবণাকরে ভবং, রুমা-অণ্। শাস্ত্রলিখনং।

(অমরটীকার রামানুজ)

রৌমক (ক্লী) শাস্ত্রিলবণ। রুমনদী হইতে এই লবণ অয়ে, এই অল্প ইহার নাম রৌমক হইরাছে।

“শাক্তরীং কথিতং গুড়াখ্যা রৌমকস্তথা।” (ভাবপ্র০)

রৌমকীয় (ত্রি) রৌমক চতুর্ষু অর্থেষু (কুশাখাদিভ্যচ্ছণ। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রৌমকদেশবাসী। ২ রৌমকদেশ।

৩ রৌমকদেশের অদূরভব। ৪ রৌমকদেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমণ্য (ত্রি) রৌমণদেশবাসী বা রৌমণসম্ভব। (পা০ ৪।২।৮০)

রৌমলবণ (ক্লী) রৌম লবণমিতি। শাস্ত্রিলবণ। (রত্নমা০)

রৌমশীয় (ত্রি) রৌমশ চতুর্ষু অর্থেষু (কুশাখাদিভ্যচ্ছণ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রৌমশ দেশবাসী। ২ রৌমশভব।

৩ রৌমশদেশের অদূরভব। ৪ রৌমশ দেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমহর্ষণক (ত্রি) রৌমহর্ষণ সংযুক্ত।

রৌমহর্ষণি (পুং) রৌমহর্ষণ ঋষির গোত্রাপত্য।

রৌম্যায়ণ (ত্রি) রৌমণসম্বন্ধীয়। (পা০ ৪।২।৮০)

রৌম্য (পুং) মহাদেব। (মহাভারত ১৩।১৭) বহুবচনপ্রয়োগে ঋষির অনুচর অপদেবতাবিশেষকে বুঝায়।

রৌরব (পুং) রুমকর্ভবিশেষস্ত্রায়মিতি রুম-অণ্। ১ ঘোর। ২ নরকবিশেষ, রৌরব নরক। (মেদিনী) এই নরক ছই হাজার যোজন বিস্তৃত। এই নরক অতি ভয়ানক, বাহারা কুট-সাক্ষী এবং মিথ্যাবাদী, তাহাদের এই নরক হইয়া থাকে।

“রৌরবে কুটসাক্ষী তু যতি যশ্চানুভী নরঃ।

তত্ত্ব স্বরূপং বদতো রৌরবস্ত নিশাময় ॥

যোজনানাং সহস্রে ত্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।

আত্মমাত্রপ্রমাণস্ত তত্র স্বত্রং সুহৃৎতম ॥” ইত্যাদি।

(মার্কপুং পিতাপুত্রনামাধ্যায়) [নরকশব্দে দেখ]

(ত্রি) ৩ চঞ্চল। ৪ ধূর্ত। ৫ ঘোর। (শব্দরত্না০) রুমকো-মৃগশ্চৈবমিতি অণ্। ৬ মৃগসম্বন্ধী।

“কাঞ্চ রৌরবাস্তানি চন্দ্রাণি ব্রহ্মচারিণঃ।

বদীরম্মাপূর্বেণ শাণকৌমারিকান চ ॥” (মহু ২।৪১)

(ক্লী) ১ সামভেদ। (ঐত০ ব্রা০ ৩।১৭)

রৌরব, শৈবধর্মপ্রবর্তক আচার্য্যভেদ। অভিনবগুপ্ত ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রৌরবক (ক্লী) রুমক কৃতং (কুলাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩। ১১৮) ইতি বুঞ্-বুঞ্। রুম কৰ্ত্তৃক কৃত।

রৌরকিন্ (পুং) রুমকপ্রবর্তিত সস্ত্রায়ভেদ।

রৌশশ্মান্ (পুং) আতঙ্কদর্শণপ্রণেতা বাচস্পতির ভ্রাতা ও প্রামোদের পুত্র। ইনি একজন অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

রৌহিক (ত্রি) রুহ ইব (অঙ্কুলাদিভ্যচ্ছণ্। পা ৫।৩।১০৮) ইতি ইবর্থে ঠক্। রুহের জায়; রুহত্বা।

রৌহিণ (ক্লী) রৌহিণমিব স্বার্থে অণ্। দিনমানের নবম মুহূর্ত্ত, একোন্দিষ্টপ্রাঙ্কে পূর্বাঙ্ককালে একোন্দিষ্টপ্রাঙ্ক আরম্ভ করিয়া রৌহিণকাল লঙ্ঘন করিতে নাই, অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে প্রাঙ্ক সমাপন করিতে হইবে। যদি সঙ্গব মুহূর্ত্তের পর রৌহিণ পর্য্যন্ত তিথি লাভ হয় এবং পর দিন তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ তিথি যদি থাকে, তাহা হইলে পূর্নদিনে প্রাঙ্ক হইবে। কিন্তু উভয় দিন যদি সঙ্গব মুহূর্ত্ত লাভ হয়, তাহা হইলে কিন্তু পরদিনে প্রাঙ্ক হইবে।

“ততশ্চ পূর্নদিনে সঙ্গবাৎ পরং রৌহিণপর্য্যন্তং তিথের্লাভে পরদিনে মুহূর্ত্তদ্বয়মাত্রে ততিথিলাভে পূর্নদিনে প্রাঙ্কঃ।” (প্রাঙ্কতত্ত্ব)

(পুং) রুহ-ইনন্ স্বার্থে অণ্। ২ চন্দন বৃক্ষ। (ত্রিকা০)

রৌহিণক (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা০ ১।৬।৩৫)

রৌহিণায়ন (পুং) রৌহিণ্য গোত্রাপত্যং রৌহিণ অশ্বাদিভ্যঃ কঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি অপত্যার্থে কঞ্। রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণি (পুং) ১ সামভেদ। ২ রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণেয় (পুং) রৌহিণ্য অপত্যমিতি রৌহিণী (শ্বাদিভ্যচ্ছণ্।

পা ৪।১।১২২) ইতি ঢক্। ১ বলদেব, (ভারত ১।১২২।১২)

২ বুধগ্রহ। (অমর) ৩ পুরুষোত্তমস্থিত তীর্থপঞ্চকের অষ্টম তীর্থবিশেষ। পুরুষোত্তমে যাইয়া পঞ্চতীর্থ করিতে হয়, পুরুষোত্তমস্থ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

“মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ।

ইন্দ্রজয়সঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদুতে ॥” (তীর্থতত্ত্ব)

(ক্লী) ২ মকরত মণি। (রাঙ্গনি০) (ত্রি) ৩ গোবৎস। (মেদিনী)

রৌহিণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

রৌহিণ্য (পুং) রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিত (ত্রি) ১ রৌহিতমৎস্ত সম্বন্ধীয়। ২ রৌহিতময়র পুত্র। ৩ কৃষ্ণের পুত্রভেদ।

রৌহিতক (ত্রি) রৌহিতক কাষ্ঠসমুৎ।

রৌহিত্যয়নি (পুং) রৌহিত্যের গোত্রাপত্য।

রৌহিদম্ব (পুং) বসুমনার বংশধর। রৌহিদম্বের গোত্রাপত্য।

রৌহিষ্ (ক্লী) রৌহিতীতি রুহ—(রুহেবৃদ্ধিচ। উণ্ ১।৪৮)

ইতি টিঘচ্, ধাতোচ্চ বৃদ্ধিঃ। কত্বণ, রৌহিষত্বণ, পর্য্যায় দেব-জম্ব, দৌগন্ধিক, ভূতীক, ধ্যাম, পোর, শ্রামক, ধূপগন্ধিক। গুণ—তিক্ত, কটুপাক, হৃদয়, ও কঠব্যাদি, পিত্ত, অন্ন, শূল, কাস ও অরুণাশক। (ভাবপ্র০)

(পুং) ২ মৃগবিশেষ। (অমর) ৩ রৌহিতমৎস্ত। (অজয়পাল)

রৌহিষী (ক্লী) রৌহিষ-ভীপ্। ১ মৃগী। ২ দুর্গা।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ০)

রৌহী (ক্লী) ভী মৃগ।

## ল

ল, লকার। বর্গের তৃতীয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে অভ্যন্তর প্রমত্ত, জিহ্বাএ ধারা দন্তমূলে জৈব স্পর্শ, এইজন্য এইবর্ণের জৈব স্পর্শতা, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ ও যোব, অন্ন প্রাণ।

বঙ্গভাষায় ইহার লিখনপ্রণালী—

বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটা কুণ্ডলী করিয়া উচ্চাধো-ভাবে একটা রেখা করিলে এই অক্ষর হইয়া থাকে, এই তিনটা কুণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিশক্তি অবস্থিত আছেন।

“কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তা বামাদক্ষগতা ত্বম্।

পুনরুর্দ্ধগতা রেখা তান্ন নারায়ণঃ শিবঃ।

ব্রহ্মশক্তিশ্চ সন্তিষ্ঠেৎ ধ্যানমন্ত্ৰ প্রচকতে ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

ইহার নাম বা পর্যায় চন্দ্র, পুতনা, পৃথ্বী, মাধব, শত্রু, বলাহুজ, পিণাকীশ, ব্যাপক, মাংস, খড়্গী, নাদ, অমৃত, দেবী, লবণ, বারুণীপতি, শিখা, বাণী, ক্রিয়া, মাতা, ভামিনী, কামিনী, প্রিয়া, আলিনী, বেগিনী, নাদ, প্রচ্যন্ন, শোষণ, হরি, বিশ্বাত্মা, মন্ত্র, বলী, চেতঃ, মেক্স, গিরি, কলা ও রস।\*

ইহার ধ্যান—

“চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং রক্তপঙ্কজলোচনাং।

সর্পদা বরদাং ভীমাং সর্বাঙ্গলক্ষ্যভূষিতাং॥

যোগীন্দ্রসেবিতাং নিত্যং যোগিনীং যোগরূপিণীং।

চতুর্ভুজপ্রাণং দেবীং নাগহারোপশোভিতাং।

এবং ধ্যান লকারতন্ত্র দশদ্বাদশ জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

এইরূপে ধ্যান করিয়া লকার দশবার জপ করিতে হয়।

এই লকার কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, পীত বিছালতাকার, সর্পরক্ত-প্রদায়ক, পঞ্চদেব ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিষ্ণুময় এবং আত্মাদি তত্ত্বের সহিত এই বর্ণকে হৃদয়কেন্দ্রে ভাবনা করিতে হয়।

“লকার চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তঃ।

পাতবিছালতাকারঃ সর্পরক্তপ্রদায়কঃ॥

\* লক্ষ্যঃ পুতনা পৃথ্বী মাধবঃ শত্রুবাচকঃ।

বলাহুজঃ পিণাকীশো ব্যাপকো মাংসলজ্জিতঃ।

বলী বারুণীপতিঃ দেবী লবণং পৃথিবীপতিঃ।

শিখাবাণী ক্রিয়া মাতা ভামিনী কামিনী প্রিয়া।

আলিনী বেগিনী নাদঃ প্রচ্যন্নঃ শোষণো হরিঃ।

বিশ্বাত্মমৌ বলী চেতঃ মেক্সগিরিকলারসঃ ॥” (তন্ত্রশাস্ত্র)

পঞ্চদেবময়ং বর্ণঃ পঞ্চপ্রাণময়ঃ সদা।

ত্রিশক্তিসহিতঃ বর্ণঃ ত্রিবিষ্ণুসহিতঃ সদা।

আত্মাদিতত্ত্বসহিতঃ হৃদি ভাবয় পার্শ্বতি ॥” (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকাভাসে এই বর্ণ—ককুদ্ দেশে স্থাস করিতে হয়।

কাবের আদিত এই শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ করিলে বিপত্তি ঘটয়া থাকে।

“বাসনক লবৌ” (বৃত্তরত্নাং টীকা)

ল, (লী) লীয়েতেহজ্যেতি লী অভিধানান্নিরূপণমেহপি ডঃ।

১ পৃথিবীবিজ। ‘লমিতি পৃথ্বীবিজঃ’ ‘ল’ এই মন্ত্র পৃথিবীর

বিজ। ভূতত্ত্বিকালে এই মন্ত্রদ্বারা স্থাস করিতে হয়। ২ অদ্

ধাতুর অমুবন্ধবিশেষ। “অদ্ লৌ ভক্ণে”, এইস্থলে ল অমুবন্ধ

অর্থাৎ “ইৎ”বিশেষ, কেবল অদধাতুই বুঝাইবে। ৩ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত

লযু সংজ্ঞক গণবিশেষ। ছন্দের লক্ষণে লকার বলিতে একটা

লযু বর্ণ বুঝাইবে।

“গুরুরেকো গকারন্ত লকারো লযুরেককঃ।” (ছন্দোমঃ)

(পুং) ৪ ইজ্জ। ৫ মেদিনী)

ল’ (ইংরাজী Law শব্দ) রাজবিধি, আইন।

লই (হিন্দী) নেওয়া। গ্রহণ।

লওন (দেশজ) ১ গ্রহণ। ২ অবনত হওন।

লওয়াজিমু (আরবী) আবশ্যকীয় বস্তু। গৃহের আসবাব।

লওয়ান (দেশজ) ১ চাতুরীপূর্বক ভুলাইয়া আনয়ন। ২ তোষা-

মোদদ্বারা মতান্তর্বর্তন করণ। ৩ মনোরঞ্জক বাক্যে রমণীকে

কুপথে প্রবর্তন।

লক্ (দেশজ) ১ রেশমী হুত।

লক্, রসোপাদান, আত্মরসাবাদন। চুরাদি পরায়ণে সক্।

সেট। লট্ লাকরতি। লোট্ লাকয়তু। লুঙ্ লালীলকৎ।

লকলক্ (দেশজ) মুখবাদানপূর্বক জিহ্বাকম্পন দ্বারা অব্যক্ত

শব্দ।

লক্চ (পুং) লক্চ বৃক্ষ। (শব্দরত্নাং)

লকত্রাই, বন্ধের পার্শ্বতাপ্রস্থার অন্তর্গত একটা গিসিপ্রদেশী।

পার্কত্যা অধিবাসীদের দেবতা বিশেষের নাম হইতে এই পার্ক-

তের নামকরণ হইয়াছে। ইহা পার্কত্যা ত্রিপুরার উত্তরদিকে

ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া শ্রীহট্টের সমতলক্ষেত্রে মিশিয়াছে।

গিরিশূর খেঙ্গপুই ও সিমু বাসিয়া যথাক্রমে ১৫৮১ কিট ও

১৫৫৪ খ্রিঃ উক্ত। এই পার্বত্য ভূভাগে বাস ও শালবন আছে।  
বর্তমান মানচিত্রে ইহা লাকতারাংই নামে লিখিত।

লকবল্লী, মহিষর-রাজ্যের কছুর জেলায় অন্তর্গত একটি তালুক।  
ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ৭২২ খানি গ্রাম লইয়া এই উপ-  
বিভাগ গঠিত। চন্দ্রদ্রোণ বা বাবাবুদন শৈলমালা এই উপ-  
বিভাগের দক্ষিণাংশে বিস্তৃত আছে। বাবাবুদন শৈলের সর্বত্র  
এবং বনমালা-সমাকীর্ণ জাগর উপত্যকায় কাকিচাষের বহু বিস্তৃত  
উদ্যানরাজি কিরাজিত দেখা যায়। পশ্চিমাংশে ভদ্রানদীর উত্তর  
কূলে লকবল্লী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শাল ও সেণ্ডগ বন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা°  
১৩° ৪২' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪১' ৪০"। রাজা বজ্রমুক্ত  
রায়ের পুত্রপ্রাচীন রাজধানী রত্নপুরী ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত।  
যেদেপলী নগরে বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

লকার (পুং) ল-ব্রহ্মণে কারঃ। লব্রহ্মণবর্ণ, লকার এই অক্ষর।  
“অমুকুলাং বিনলাঙ্গীং কুলজাং কুলশাং সুশীলসম্পন্নাম্।

পঞ্চলকারাং ভাৰ্য্যাং পুরুষঃ পুণ্যোদরাজভতে ॥” (উক্ত)  
লকি, পঞ্জাবপ্রদেশের বঙ্গজেলার একটি তহসীল। ভূপরিমাণ  
১২৬৯ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩২° ১৬' হইতে ৩২° ৫১' উঃ  
এবং দ্রাঘি° ৭০° ২৫' ১৫" হইতে ৭০° ১৮' ৪৫" পূঃ মধ্য।  
কুরাম ও তোচী-বিধৌত উপত্যকায় দক্ষিণ প্রান্তের লইয়া এই  
তহসীল গঠিত। এখানে মারবাত নামক একটি জাতির বাস  
আছে। তাহাদের প্রাধান্যহেতু পার্শ্ববর্তী স্থানবাসী লোকে  
ইহাকে মার্বাং বিভাগ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু  
লকি নগরে রাজকীয় সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরকারী বিবরণীতে  
উহা লকি নামে গৃহীত হইয়াছে।

এই স্থান বালুকাপূর্ণ বলিয়া কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা নাই।  
গম্ভীরা প্রভৃতি পুরুষতপ্তাবাহী কএকটি প্রোতবিনী ভিন্ন  
এখানে ভালরূপে জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ নদীতেই  
বর্ষা বাতীত অপর ঋতুতে জল থাকে না। কেবল বালুময়  
জলধাত পতিত থাকে মাত্র। যেখানে বালুর মাত্রা কম, সেই  
খানে অধিবাসিগণ একত্র হইয়া বাস করে। উহাই এক একটি  
গ্রামরূপে গণ্য। বর্ষার সময় জলপ্রবাহ গ্রাম সন্নিকটেই  
সঞ্চিত হইবার জন্য গ্রামবাসিগণ নালা কাটিয়া দেয় এবং সেই  
থানে বাধ দিয়া জল বাধিয়া রাখে। অনেক গ্রামে তাহার  
এক একটি ক্ষুদ্র পুকুরিগিও কাটিয়া লয়, কিন্তু বালুকাময় মৃত্তিকায়  
তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন অধিবাসিগণ একমাত্র  
গম্ভীরা নদী হইতে অথবা ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্যন্ত দূরবর্তী  
পুরুষতপ্তাবাহিত জলধাত বা পুকুরিগি হইতে জল আনয়ন করিয়া  
থাকে। গাথা বা বলদের পৃষ্ঠে জলের মশক চাপাইয়া রমণীয়াই

জল আনে, কখন কখন তাহারাই নিজেও কিছু কিছু  
সঙ্গে লয়।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং মার্বাং বা লকি তহসীলের  
বিচার সদর। গম্ভীরা নদীর দক্ষিণকূলে এডওয়ার্ডসাবাদের  
১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩৬' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭০° ৫৭' পূঃ। এই নগরের অপর পারে পুরুষতপ্তাবাহিত  
নগর ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে শিখগবর্নমেন্টের রাজস্বসংগ্রাহক  
ফতে খাঁ তিব্বান এখানে দুর্গ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার  
পার্শ্বে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গম্ভীরা নদীর প্রবল  
বর্তার নগরভাগ জলদ্রাবিত হওয়ার এবং কুরাম ও গম্ভীরা-সদমন্ড  
খাড়ি-জাত মশকের দৌরাণে স্থানীয় রাজকর্মচারী ঐ রাজধানী  
পরিভ্রমণ প্রের্য: বিবেচনায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অপর পার্শ্বস্থিত  
বালুকাপূর্ণ উক্ত বেলাভূমে নগর পরিবর্তন করেন। এখানে  
পূর্বে গীণাখেল, খোয়েদাদখেল ও শৈয়বখেল নামে তিনটি  
গ্রাম ছিল, ঐশানপুরের অধিবাসীরাও পরে নূতন নগরে আসিয়া  
সমবেত হয় এবং কয়টি গ্রামের লোক একত্র হওয়ায় একটি  
সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হয়। মিউনিসিপালিটির অধীন থাকায়  
এই নগর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন।

লকি, সিন্ধুপ্রদেশের করাচী জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী।

[ লিখি দেখ। ]

লকি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার একটি নগর।

[ লিখি দেখ। ]

লকুচ (পুং) লক্যতে ইতি লক স্বাদে + বাহুলক্যচুচঃ। বৃক্ষ-  
বিশেষ। চলিত ডহুয়া, মাদার। পর্যায়—লিকুচ, শাল,  
কযারী, দৃঢ়বল, ডহু, কাশ্য, শুর, স্থলবল। ইহার গুণ—  
তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু, কঠিনোষহর, দাহজনক ও মল-  
সংগ্রহকারক।

ভাবপ্রকাশমতে পর্যায়—ক্ষুদ্রপল, ডহু। আমগুণ—উষ্ণ,  
গুরু, বিষ্টম্ভকর, মধুর, অম্ল, জিহোববর্দ্ধক, রক্তকর, গুরু  
ও অম্মিনাশক, চক্ষুর অহিতকর। স্পৃহকগুণ—মধুর, অম্ল,  
বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও অম্মিবর্দ্ধক, কটিকর, বৃষা ও  
বিষ্টম্ভক।” (ভাবপ্রাঃ)

লকুচগ্রাম, বিষ্ণুপাদমূলস্থ একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যতস্মৃতি ৭° ৮৬২)

লকুট (পুং) লগুড়।

লকুটিন্ (ত্রি) লগুড়-হস্ত। লগুড় লইয়া গমনকারী।

লকুল (পুং) ল অক্ষরের অল্পপ্রাসমুক্ত। ল বহুল।

লকুলিন্ (পুং) মূনিবিশেষ।

লকুল্য (ত্রি) লকুলসম্বন্ধীয়।

লক্ষা (আরবী) ১ বিহুতপুচ্ছ পারাণভক্তের (Fantailed pigeon)।

২ লক্ষা পারার মত ফিটকাট অর্থাৎ নিশ্চয় ব্যক্তিকে বুঝায়।

লক্ষাপায়রা (দেশজ) কপোতভেদ। ইহাদের পুচ্ছ প্যাখম ধরা ময়ূরপুচ্ছের মত। বর্ণ নানা প্রকার দেখা যায়।

লক্ষক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাজতরং ৮।৪৩৪)

লক্ষ (ত্রি) রক্তবর্ণ, লাল।

লক্ষক (পুং) রক্তেন রক্তবর্ণেন কার্যতীতি কৈ-ক রক্ত লক্ষ, বা লকাতে হীনৈরাশ্রান্তে অল্পভূরতে লক কর্মণি ঞ্, ততঃ স্বার্থে কঃ। ১ অলক্ষক, আলতা।

“প্রকৃত্য লক্ষকরসপ্রাণ্যো তদ্রসবর্জিতৌ।

তথৈব রেজতুস্তান্তরণৌ পদ্মবর্জসৌ ॥” (রামায়ণ ২।৬০।১৬)

২ জীর্ণবস্ত্রখণ্ড, চলিত-নেকড়া, পর্যায়—কর্পট, নক্তক। (ভরত) লক্ষকর্ম্মন (পুং) লক্ষং রক্তবর্ণং করোতীতি কৃ-মনিন্। রক্ত-বর্ণ লোত্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

লক্ষনচন্দ্র (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(রাজতরং ৭।১১৭৪)

লক্ষ, ১ দর্শন। ২ অক্ষ। চুরাদি। উভয়ং স্ক-সেট্। লট লক্ষয়তি-তে। লোট্-লক্ষয়তু-তাং। লুঙ্-অলক্ষৎ-ত।

লক্ষ (স্ত্রী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-অচ্। ১ ব্যাক। ২ শরব্য, লক্ষীভূত।

“মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লক্ষলক্ষান্ কুলোদগতান্।

সচিবান্ সপ্ত চাট্টৌ বা প্রকুবীত পরীক্ষিতান্ ॥” (ময়ূ ৭।৫৪)

৩ পদ। ৪ চিহ্ন। ৫ সংখ্যাভেদ, লক্ষসংখ্যা, একশত

হাজার লাক্, দশ অযুত সংখ্যা।

“তত্রৈকাদশভিমিত্রৈঃ সহাবাটৈরুত্তরং তত্।

লক্ষমভ্যধিকং দেব বর্ত্ততে বরবাজিনাম্ ॥”

(কথাসরিৎসাং ৪৩।১০২)

সংখ্যাভেদ অর্থে লক্ষলক্ষ স্ত্রীবা ও স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হইয়া থাকে।

লক্ষক (স্ত্রী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-ধ্বল্। লক্ষণের নিমিত্ত অর্থ-বোধক লক্ষ।

“দ্বান্দ্ব্যর্থস্ত সৰ্ব্বদ্রব্যতি শক্তন্ত দ্ব্যভয়েৎ।

তত্র তদ্রক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুসং বদী ॥” (শব্দশক্তিপ্রঃ)

লক্ষণ (স্ত্রী) লক্ষ্যতেহেনেনেতি লক্ষ-লুট্। যদা লক্ষয়ট্ চ। উণ্ ২।৭ ইতি নপ্রত্যয়ন্তভাড়াগমচ। ১ চিহ্ন। ২ নাম।

(মেঘিনী) লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেহেনেনেতি লক্ষণং। বাহাষায়া জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ শিবিধ ইতরভেদাদ্-

• মাপক ও ব্যবহারপ্রয়োজক। (জায়মত)

“কৃত্তভিত্তসমানানামভিধানং নিরামকম্।

লক্ষণব্ধনজ্ঞানং তদভিজ্ঞানম্ভূচকম্ ॥” (বোধদেব)

কৃৎ, ভক্তিত ও সমাসের নিরামক অভিধান এবং অনভিজ্ঞ-দিগের অভিজ্ঞানম্ভূচকই লক্ষণপদবাচ্য। লক্ষ লক্ষার্থের অভিনিবেশকে লক্ষণ কহে। সমাস ও অসমানজাতীয় ব্যব-চ্ছেদই লক্ষণার্থ।

“সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদে লক্ষণার্থঃ” (সাংখ্যভাষ্যকোঃ)

৩ দর্শন। (পুং) ৪ সৌমিত্রি, লক্ষণ। ৫ সারসপক্ষী।

(শব্দরত্না) ৬ চামচ। (দিবাং ৫।৩।১৫)

৭ রোগবিনিশ্চায়ক শারীরিক চিকিৎসা। অর বা কোন-রূপ ব্যাধি হইলে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি চিহ্নের বিকাশ হইয়া থাকে। সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, আগন্তক ও সহজভেদে রোগ চারি প্রকার। ইহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে ইহাকে (Symptoms) বলে।

লক্ষণক (পুং) লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণস্ত (ত্রি) লক্ষণং জানাতীতি জ্ঞা-ক। লক্ষণবেত্তা, যিনি লক্ষণ অবগত আছেন।

লক্ষণস্ত (স্ত্রী) লক্ষণস্ত ভাবঃ স্ত্রী। লক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

লক্ষণলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণভেদ। [লক্ষণা দেখ]

লক্ষণবৎ (ত্রি) লক্ষণং বিদ্যতেহন্ত মতুপ্-মন্ত বঃ। লক্ষণবিশিষ্ট, লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণসম্পিপাত (পুং) ১ অক্ষপাত। ২ ব্যববিশেষে কোন চিহ্ন বা নিশানা অঙ্কিতকরণ।

লক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষ (লক্ষয়ট্ চ। উণ্ ৩। ৭) ইতি ম-স্তভাড়াগমচ, লক্ষণমন্ত্যতেতি অচ্, ততঃটাপ্। ১ হংসী। ২ সারসী। ৩ অঙ্গরোবিশেষ।

“অধিকা লক্ষণা কেমো দেবী রক্তা মনোরমা।”

(ভারত ১।১২৩।৫২)

৪ শক্যসম্বন্ধ।

তাৎপর্যের অমুপপত্তি হেতু (তাৎপর্যের বোধ হয় না, এই জন্ত) শক্যার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা কহে।

“লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্যামুপপত্তিভঃ।” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

কেবল শব্দার্থ ধরিয়া অর্থবোধ বা শাব্দবোধ করিতে হইলে অনেক স্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ তাৎপর্য বোধ হয় না, এইজন্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা স্বীকার করিলে তাৎপর্যবোধের জন্ত আর কোন কষ্ট হয় না, অভিসংহজেই এই লক্ষণাশক্তিবলে তাৎপর্যের বোধ হইয়া থাকে। শিকান্তমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, “গন্ধারায় বোধ ইত্যাদৌ গন্ধাপদস্ত শকার্থে প্রবাহরূপে যোষ্যতাব্রাহ্মপত্তিভ্যাৎ-পর্যামুপপত্তিকী বদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীভ্যন্তে তত্র লক্ষণয়া তীরস্ত বোধঃ,

সা. চ শব্দসম্বন্ধরূপা, তথাহি প্রবাহরূপশব্দার্থবহুত্ব ভীয়ে গৃহীতবাৎ তীৱন্ত মরণঃ ততঃ শাববোধঃ" (শিদ্ধান্তভূতাবলী)

"পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্যার্থগ্রহণের জন্য শব্দসম্বন্ধের নাম লক্ষণ। এখন ইহার উদাহরণ দ্বারা দেখা যাক। 'গঙ্গার বাঘ' বোধঃ প্রতিকূল।" পদ্যে বোধ দ্বারা করে, এই একটা বাক্য, গঙ্গা কলিলে প্রবাহাদিময় জলরূপকে বুঝায়। প্রবাহময়জলে ঘেঁষে ঘাঁপ করিতে পারে না, লোক ভুলিতেই বাস করিয়া থাকে, জলে বাস করা অসম্ভব, অতএব এই স্থলে শব্দার্থের কোন প্রতীতি হয় না, গঙ্গার বাস করে, ইহাতে কোন অর্থ বোধই হইল না, অতএব ইত্যাদিরূপ স্থলে অর্থবোধের জন্য লক্ষণাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণ স্বীকার করিলে অনার্যসেই তাৎপর্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। 'গঙ্গার ঘোষ বাস করে' এই শব্দ বলিয়াছি, জলময় গঙ্গার বাস বখন অসম্ভব, তখন গঙ্গার সমীপে কি আছে? ইহার অনুসন্ধান করিলে প্রথমেই তীর দেখিতে পাই, অতএব গঙ্গা শব্দের অর্থ লক্ষণা-দ্বারা গঙ্গাতীর বলিলে আর কোন গোল থাকে না, এবং ইহাতে তাৎপর্যের উপপত্তি হয়; অতএব এইস্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হওয়ার শাববোধেরও কোন ব্যাঘাত হইল না। অতএব এইস্থলে গঙ্গাতীরে শব্দসম্বন্ধরূপা লক্ষণা হইল। এইরূপ যে যে স্থলে তাৎপর্যার্থ ধরিয়া অর্থ প্রতীতি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকারি লিখিত আছে যে,

"জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থা নিরুঢ়াধুনিকাদিকাঃ।

লক্ষণা বিবিধান্তাভিলক্ষকং শ্রামনেকাঃ॥" (শব্দশক্তিঃ)

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মতে এই লক্ষণা জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরুঢ়া ও আধুনিকাদিভেদে অনেক প্রকার।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে,—

"মুখ্যার্থবোধে তদনুজ্ঞা যদ্যন্তোহর্থঃ প্রতীয়তে।

রূঢ়েঃ প্রয়োজনান্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরপি তা॥"

(সাহিত্যদঃ ২।১৩)

যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধ হইয়া তদনুজ্ঞা অর্থাৎ মুখ্যার্থযুক্ত হইয়া রূঢ়ি (প্রসিদ্ধ) বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে শক্তি দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণ।

শব্দের তিনপ্রকার শক্তি—লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও অভিধা। এই তিন প্রকার শক্তি দ্বারা সকল স্থলেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। অর্থবোধের জন্য এই তিন প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিন প্রকার শব্দের শক্তি যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই সকল স্থলে অর্থ প্রতীতি হয় না। এই জন্য শব্দশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ শব্দের তিন প্রকার শক্তি স্বীকার করিয়া-

ছেন। অভিধা ও ব্যঞ্জনার বিষয় ভ্রমবশতঃ জ্ঞাতব্য এইস্থলে লক্ষণার বিষয় কিছু দেখা হইতেছে। লক্ষণাই লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। শব্দের দ্বারা লক্ষ্য, তাহাই মূল করিয়া যে শক্তি দ্বারা ঐ মূল অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই স্থলেই লক্ষণা হইবে।

"বাচ্যোহর্থোহভিধা" বোধো লক্ষ্যো লক্ষণা মতঃ।

ব্যাক্যে ব্যঞ্জনরা তাঃ স্মৃতিভিঃ শব্দত শব্দভঃ॥"

(সাহিত্যদঃ ২।১১)

কাব্যপ্রকাশে লক্ষণার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"মুখ্যার্থবোধে তদনুজ্ঞা রূঢ়িতেহৎ প্রয়োজনাতঃ।

অন্তোহর্থো লক্ষ্যেতেৎ সা লক্ষণা যোপিতা ক্রিয়া॥"

(কাব্যপ্রকাশ ২।১২)

মুখ্যার্থের বাধা হইলে তাহার যোগে প্রসিদ্ধ শব্দের বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বাহা দ্বারা অর্থ লক্ষিত হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে। "সা শব্দভাপিতা স্বাভাবিকেরতা ঈশ্বরানুভাবিতা বা শক্তির্লক্ষণা নাম" (সাহিত্যদঃ ২ পরিঃ)

শব্দ সম্বন্ধে অর্পিত স্বাভাবিকেরতা অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে ভিন্ন, বা ঈশ্বরানুভাবিত শক্তিবিশেষই লক্ষণাপদবাচ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই লক্ষণা পণ্ডিতগণ-কল্পিত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—এই শক্তি স্বাভাবিকী ও ঈশ্বরানুভাবিত। বিদ্যমণ শব্দের শক্তি করনা করিলেই যে তাহা গ্রহণীয় হইবে তাহা নহে। লক্ষণা অবিধা ও ব্যঞ্জনা এই তিনটা শক্তি ঈশ্বরানুভাবিতা হইয়াছে। অতএব এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্যার্থের গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে কিছুতেই সকল স্থলে তাৎপর্যার্থের বোধ হইবে না।

'কলিজঃ সাহসিকঃ' কলিজ সাহসিক, এই বাক্য বলিলে কলিজ শব্দ দেশবাচক, কলিজ বলিলে কলিজ দেশকে বুঝায়, কলিজদেশ সাহসিক, এই অর্থ সঙ্গত হয় না, অতএব এইস্থলে 'কলিজদেশ সাহসিক' এই মুখ্যার্থের বাধা। এই স্থলে কলিজকে যোগ করিয়া কলিজ শব্দে কলিজদেশবাসী এইরূপ অর্থ করিলেও অনার্যসেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অর্থ প্রতীতি হয়, সেই অর্থগ্রহণ করিতে কেন না হইবে, অতএব এই স্থলে লক্ষণাশক্তি দ্বারা কলিজ শব্দে কলিজদেশবাসী লোক-সমূহ সাহসিক বুঝাইতেছে, এবং সেই লক্ষণাশক্তি বলেই এখানে ঐরূপ অর্থ প্রতীতি সহকারে বক্তার প্রয়োজন সিদ্ধি হইতেছে। অতএব এইস্থলে লক্ষণার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হওয়ার ইহা প্রয়োজনসিদ্ধির উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণ উদাহরণ—'কৃষ্ণ কুশলঃ' কণ্ঠেতে কুশল, এইস্থলে কুশল শব্দের মুখ্যার্থ কি? 'কুশলং বাতি ইতি কুশলঃ' যিনি কুশ-

গ্রহণকারী তিসিই কুশল, ইহা ভিন্ন কুশল শব্দের আর একটা অর্থ রূপ, এই অর্থটা রূপার্থ, এই রূপার্থ সিদ্ধির জন্য কুশলগ্রহণকারী এই বুধ্যার্থের বাধা লক্ষ্যইহা লক্ষণাশক্তি দ্বারা ইহা একই অর্থের গ্রহণ হইল এবং ইহাতে অন্যায়সেই তাৎপর্যার্থেরও সিদ্ধি হইল। কণ্ঠবিবরে দক্ষ এইরূপ অর্থবোধ হওয়ার ক্ষতি বা প্রয়োজন সিদ্ধি হইরা তাৎপর্যার্থের বোধ হইরাছে।

ক্ষতির সিদ্ধি ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য লক্ষণা বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ লক্ষণা বীকার না করিলে রূপার্থেরও সিদ্ধি হয় না এবং প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুই দুইটা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহা বীকার করা হইয়াছে।

এখন রূপ শব্দের বিবর একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সঙ্কেতবুদ্ধ নামকে রূপ কহে। যে নাম প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বাহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া সমুদায়ের অর্থ অঙ্গীকৃত হয়, তাহাকে সঙ্কেতবুদ্ধ রূপ কহে। যেমন গো প্রকৃতি শব্দ। গম্ ধাতু ভোস্ প্রত্যয় করিয়া গো শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গম্ ধাতুর অর্থ গতি বা গমন, ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। সুতরাং গোশব্দের ব্যুৎপত্তির অর্থ গমনকর্তা। এই অর্থ অনুসারে গো শব্দের প্রয়োগ হয় না, কারণ তাহা হইলে গমনকর্তা মনুষ্যমিত্যেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে এবং শূন্য ও উপবেশন অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোতে গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই দুইটা দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি। অতিব্যাপ্তি—অতিরিক্ত সঞ্চ বা অতিরিক্ত সঞ্চ। সঞ্চব্যোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাহার সহিত সঞ্চ হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্তের সহিত সঞ্চ হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সঞ্চব্যোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া বলাতে এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে না যে, সঞ্চব্যোগ্য স্থলে আরো সঞ্চ থাকিবে না। সঞ্চব্যোগ্য স্থলে সঞ্চ থাকিয়াও সঞ্চের অব্যোগ্য স্থলেও যদি সঞ্চ হয়, তাহা হইলেই অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া থাকে।

উক্ত স্থলে ব্যুৎপত্তি অনুসারে গমনশীল গো পশুতে গো শব্দের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা হয় নাই, অথচ গমনশীল মনুষ্যাদিতেও গো শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মনুষ্যাদি গো শব্দের সঞ্চের ব্যোগ্যস্থল নহে। এই অব্যোগ্য স্থলে সঞ্চ হইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে।

অব্যাপ্তি শব্দে অসম্বন্ধ বুঝায়। কোন অর্থের সহিত শব্দের সঞ্চ থাকিবে না, ইহা অসম্বন্ধ। সুতরাং যে স্থলে সঞ্চ থাকে

উচিত, সে স্থলে সঞ্চ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুদ্ধিতে হইবে। যেমন শয়ান বা উপবিষ্ট গো পশুও গো শব্দে সঞ্চবাহিতও তাহার সহিত গো শব্দের সঞ্চ থাকা উচিত, কিন্তু গো শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে শয়নাবি অবস্থায় গো পশুর সহিত গো শব্দ থাকিতে পারিতেছে না, এইজন্য অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। গো শব্দ বৌদিক-বলিলে উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গো শব্দ বৌদিক নহে; রূপ।

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্ত বুঝায় কটে, কিন্তু লক্ষণ প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্ত বুঝায় না। সাধারণতঃ ক্রিয়াকর্তাকেই বুঝিয়া থাকে। এখানে ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ ক্রিয়াকর্তা। সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্তই ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া নইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যে পাচক ব্যক্তি যে সময়ে পাক করে না, সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা যায়। কেননা তৎকালে পাক না করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গো পশু তৎকালে গমন না করিলেও গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে বলিয়া শয়নাদিকালেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং গো-শব্দ বৌদিক হইলেও অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না, এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোষের পরিহার করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না। সুতরাং গো শব্দ রূপ ইহা বীকার করিতে হইবে।

গমনকর্তা এই অবয়বার্থ (গম্ ধাতু ও ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ) গোশব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত সাক্ষ্য, কিন্তু প্রকৃতিনিমিত্ত নহে। গো-শব্দের প্রকৃতিনিমিত্ত গোষ জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, বা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত এবং যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রকৃতিনিমিত্ত বলে। অতএব গোষজাতি বা গোষজাতিবিধি ব্যক্তিতে গোশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া ঐ অর্থে গোশব্দের সঙ্কেত অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, ঐ সঙ্কেত গো—এই বর্ণাবলীগত গোশব্দের ঘটক, গম্ ধাতু বা ভোস্ প্রত্যয়গত নহে। পাচক শব্দ বৌদিক রূপ নহে। কারণ পাচক এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই। অবয়ব সঙ্কেত অর্থাৎ পদ্ ধাতু বৃণ্ প্রত্যয়ের সঙ্কেত দ্বারাই পাককর্তারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সঙ্কেত বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্য পাচক শব্দ রূপ নহে, বৌদিক।

পূর্বে যে সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সঙ্কেত দুই প্রকার আদানিক ও আধুনিক। যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া



আনিত্তে, বাহা বিভা, তাহা আভানিক এবং যে সত্তে অনাদিকাল চলিয়া আনিত্তে না, কালবিশেষে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক। আভানিক সত্তেত্তর অপর নাম শক্তি। আধুনিক সত্তেত্তর অপর নাম পরিভাষা। মো গবরাণি সত্তে আভানিক এবং চৈত্র মৈত্রাদি সত্তে আধুনিক। আভানিক সত্তে শক্তি অল্পসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আধুনিক সত্তে বা পরিভাষা অল্পসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল হইতে প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনিক সত্তে বা পরিভাষা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষা খুটি হইবার পূর্বে পারিভাষিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব।

[ রূপ শব্দ দেখ। ]

এইরূপ রূপশব্দ সিদ্ধির জন্য লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। গোশল যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনশীল মনুষ্যাদিকে না বুঝাইয়া গোপন এবং কুশলশব্দে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়া দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ যে যে স্থলে রূপশব্দের সিদ্ধি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে। আরোজন সিদ্ধির বিষয় পূর্বে অভিহিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণা আবার নানা প্রকার। সাহিত্যদর্শন, কাব্যপ্রকাশ ও সরস্বতী-কর্ভাভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে। উপাদান লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণা প্রভৃতি ভেদেও এই লক্ষণা অনেক প্রকার।

“মুখ্যার্থেত্তরাক্ষেপো বাক্যার্থেহধরসিদ্ধিরে।

তান্যান্বনোৎপাদানাদেবোপাদানলক্ষণা।” (সাহিত্যদঃ ২।১৪)

বাক্যার্থে অধরবোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অধর-সিদ্ধির জন্য যে স্থলে মুখ্যার্থের ইতর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান-লক্ষণা বলা হয়।

“অর্পণং যন্ত বাক্যার্থে পরভার্যসিদ্ধিরে।

উপলক্ষণহেতুস্বাস্থ্যে লক্ষণলক্ষণা।” (সাহিত্যদঃ ২।১৭)

যে স্থলে পরের (ভিন্নার্থের) অধর্যসিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের অর্পণ অর্থাৎ অর্থপরিভাগ করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম লক্ষণলক্ষণা। এই লক্ষণা সারোপা ও অধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ।

“আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।”

(সাহিত্যদঃ ২।১৬)

এইরূপে লক্ষণা সকল চচারিংশভেদযুক্ত।

“তদেবং লক্ষণা তেদান্চচারিংশভ্যতা বুধেঃ।” (সাহিত্যদঃ ২।২১)

এই সকল লক্ষণার ভেদ শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত হইয়াছে। [ শব্দ ও শব্দশক্তি দেখ ]

লক্ষণা (লখনা), বুদ্ধপ্রদেশের এতাবাজেলার ভূখণ্ড তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৬°৩৮'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১১'৩০" পূঃ। নগরস্থান্যে রাজা যশোবন্ত-সিংহ C. 1. 8'র প্রাসাদ বিস্তারিত আছে। উক্ত মহাশয় নগরে একটি ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকাজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিচর্য্যতা লক্ষণ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘৃত ও তুলার বিহৃত কারবার চলিয়া থাকে। এখানে পূর্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভূখণ্ড তহসীল হইয়া স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে কাছারী গৃহে একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লক্ষণাদোন, মধ্যপ্রদেশের সিওনাজেলার একটি তহসীল। ভূপরিমাণ ১৫৮৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

লক্ষণালোহ (ক্ষী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লক্ষণা-মূল, হস্তিকর্ণগলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মূতা, অম্বগন্ধামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লোহ ১২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অল্পপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধসেবনের পর চিনির সহিত দুগ্ধ পান বিধেয়। এই ঔষধকিণেয় বলকর। এই ঔষধসেবনে স্ত্রীদিগের কষ্টা-প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাজীকরণাধিকারে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না বাজীকরণাধি°)

লক্ষণিনী (ত্রি) ১ লক্ষণ বা চিহ্নযুক্ত। ২ লক্ষণজ্ঞ।

লক্ষণীয় (ত্রি) লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাতব্য বা বোধ্য।

লক্ষণোরু (ত্রি) উরুদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পা° ৪।১।৭০)

লক্ষণ্য (ত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্থ। ৩ বৈবশক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। (দ্বিবা° ৪৭।২৭)

লক্ষদত্ত (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিংগ° ৫৩।৮)

লক্ষপুত্র (ক্ষী) প্রাচীন নগরভেদ। (ঐ ৫৩।২)

লক্ষসিংহ (রাণা), মিবারের এক জন রাণা। বীরবর হামিরের পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই বিজয়বিলাসমুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বিজয়গড়ের পার্শ্বতা চূর্ণ অধিকার-পূর্বক দখল করিয়া কেলিলেন এবং স্বীয় বিজয়কীর্ত্তির অক্ষয়স্তম্ভ স্বরূপ তঁহুপরি বেদনোর চূর্ণ নির্মাণ করাইলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকৃত ভীল প্রদেশের অন্তর্গত জাহুরা নামক স্থানে

রোপা ও টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়। তিনি বহু বয়ে ঐ খনিজ রোপা উত্তোলন করিয়া বীর রাজ্যের সমৃদ্ধি গৌরব শত গুণে বর্ধিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাণা লক্ষ অবশ্য রাজ্যের অন্তর্গত নগরচলনিবাসী শাকল রাজপুত্রদিগকে পরাজিত ও বন্দিভূত করিয়াছিলেন। সম্রাট মহম্মদশাহ লোধী এই সময়ে রাজপুতনা আক্রমণ করিলে রাণালক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বেঘনোর হুর্গ সমুখে মুসলমান সেনার সহিত রাজপুত সৈন্তের যোয সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হইল এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিল।

লক্ষের রাজ্যকালে বিধব্রী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্মক্ষেত্র গয়াপুরী মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সৈন্তে তৎপ্রবেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে রাজার তীর্থযাত্রাও উদ্ভেদ ছিল।

তিনি স্থলীর্ণ কাল রাজ্যভূখ সজোগ করিয়া বার্ষিকের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা চণ্ডকে জামাতৃ-বে বরণ করিয়া মারবারপতি রণমন্ড বিবাহের প্রস্তাবসহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। তৎকালে চণ্ড রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কার্য-ব্যপদেশে হানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ততঃস্থ বৃদ্ধ রাজা রণমন্ডের যোবেৎপাদনের ভয়ে অসং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন। সেই কস্তার গর্ভে মুকুল-জীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাণা তাঁহার উপরে প্রজাপালনভার প্রদানপূর্বক অসং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যভারপরিত্যাগের পর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত জিতেন্দ্রিয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য নিকাহ করিয়াছিলেন।

লক্ষ বৃদ্ধকালোচিত ধর্মব্রতচরণে সন্মগ্ন করিয়া সনাতন হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধাচারী ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে গয়াধামে গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হত্রে তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়।

মহারাণা লক্ষ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া যান। আলাউদ্দীন বিজাতীর বিধেবে যে মিবার রাজ্য শস্তানভূমে পরিণত করিয়াছিলেন, রাণা জাব্বার আকরলক্ষ উপলব্ধ হইতে সেই মরুপ্রদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক নগরী নির্মাণ করিলেন। লোক-মনোহর সৌধমালা ও মন্দিরনিচয় মিবারবন্ধ পরিশোভিত করিয়া-ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি জুহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একেশ্বরের উপাসনার জন্য একটি স্তূপস্থ ভজনমন্দির স্থাপন করেন। উহা এখনও বিদ্যমান

আছে। স্থানীয় লোকের কল্যাচার-কর করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রাচীর পরিবেষ্টিত কএকটা মন্দির-প্রদান করিয়া রাজ্যের সৌন্দর্য বর্ধন করেন।

তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ছিল। চণ্ডই তাহার মধ্যো-সর্ব জ্যেষ্ঠ; কিন্তু তিনি পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্ত হন নাই। অধুনা অশুণা, পালোর ও আরাবরীর নানা প্রান্তবাসী লুণাবৎ ও হুলাবৎ বংশীয় সর্দারগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

লক্ষা (ত্রী) লক্ষরত্নীত লক্ষ অট-টাশ্। লক্ষ, বশ্যভূতসংখ্যা, একশতহাজার। (মেঘিনী)

লক্ষান্তপুরী (ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষিত (খি) লক্ষ-ক। ১ আলোচিত। ২ হুই।

“যে লক্ষিতা লক্ষিতপূর্বকেন্দ্র

তানেব সামর্থ্যতা নিজঃ।” (রঘু ৭।৪৪)

৩ অজিত। ৪ লক্ষাশ্রয়। ৫ লক্ষা শক্তিবাহা বোধিত অর্থ। ৬ অহমিত।

লক্ষিতব্য (খি) নির্দেশ।

লক্ষিতলক্ষণা (ত্রী) লক্ষিতে লক্ষণ। লক্ষণাত্তে, যে স্থলে লক্ষিতার্থে লক্ষণ হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কহে।

[ লক্ষণা শব্দ দেখে। ]

লক্ষিতা (ত্রী) লক্ষ-ক, ত্রিরা টাপ্। পরকীর্ত্তগত নারিকা-ভেদ, এই নারিকা পুংলীতাভিনিপুণা। উদাহরণ—

“যদুতং তদুতং বহুয়াং তদপি বা ভূয়াং

যতবতু ততবতু বা বিকলন্তব গোপনোপায়ঃ।” (রসমঞ্জরী)

“পরপতি রতিচিহ্ন চাকিতে যে নারে।

লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।

আজি প্রভু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে,

সোহাগ পঙ্ক মরে সতিপনা হরিলে।

তুমি এলে বাকী পেয়ে, দেখিতে আইছু ঘেরে,

আছাড় খাইছু পথে সে তব না করিলে।

মুখে বল দস্তচিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন,

আলুবাণুবেশ দেখি বুকি লতা ধরিলে।

নষ্ট হই, চুষ্ট হই, তোমা বিনা কার্য নই,

কলঙ্ক এড়াবে নাহি সেজন না মরিলে।”

(তারতচন্দ্র-রসমঞ্জরী)

লক্ষীসরাই (লক্ষীসরাই), বাঙ্গালার মুন্সেরজেলায় অন্তর্গত একটা রেলস্টেশন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ‘কর্ড’ ও ‘গুপ’ লাইন মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২৬২ মাইল। এখানে কিউল নদীর উপরে একটি জুহর সেতু নির্মিত আছে। সেতুর পশ্চিম পাশে লক্ষীসরাই নগর।

বর্তমানে লক্ষ্মণসাই-কংসের কিউল-জায়েল বলিয়া লিখিত  
হইয়াছে।

লক্ষ্মণ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা ও নগর।

[ লক্ষ্মণে দেখ। ]

লক্ষ্মণ (স্রী) লক্ষ্মণভট্টের লক্ষ্মণে ইতি বা লক্ষ-নাম্নি। ১ চিহ্ন।

“সমসিদ্ধলক্ষ্মণৈঃ পৈকলেনাপি সমঃ

লক্ষ্মণেনাপি হিমাংগোপার্শ্বলক্ষ্মণী তনোতি।

ইক্ষ্মণিকলক্ষ্মণোক্তা লক্ষ্মণেনাপি তবী

কিমিহি মধুরাণাং মননং নাক্ততীনাং ॥” (শকুন্তলা ১অ.)

২ প্রধান। (অবর)

লক্ষ্মণ (স্রী) ১ চিহ্ন। (বনব্রহ্মা.) ২ নাম। (অবরত)

লক্ষ্মণভট্টেতি লক্ষ্মী পামাধিবাং ন, লক্ষ্মা অক্ষেতি পপহুংগাং  
বোধঃ। (স্রি) ৩ ত্রিবিধি। (পুং) লক্ষ্মণভট্টেতি অর্শ

আদিবাং। ৪ সাগর। (হেম) ৫ শ্রীরামভ্রাতা, স্তম্ভজ্ঞানকন।

৬ কুরুক্স হৃষীকেশের পুত্র।

লক্ষ্মণ, রামায়ণোক্ত একজন অবিভীত বীর ও যশস্বতিলক  
শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈশ্বক্কেত্র ভ্রাতা। সুমিত্রাগর্ভসমুৎপন্ন বলিয়া  
তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লঙ্কায়ুগে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী  
বেশনাথকে নিহত করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় স্তলক্ষণবিশিষ্ট  
ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ এই নাম হইয়াছিল।

“ভরণাভরণতো নাম লক্ষ্মণঃ লক্ষণাযিতম্।

শত্রুগ্নঃ শত্রুহন্তারমেবং গুরুভাবত ॥” (অধ্যাত্মরামা ১।৩।৪৫)

রামায়ণের বালকাণ্ডে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অপর এাণের ছায়  
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন,  
গমনোচ্ছত হইলে পশ্চাৎগমন করিতেন, শয়ান হইলে পায়দেশে  
উপবেশন করিতেন, তিনি আজন্ম ছায়ার ছায় ভ্রাতার অনুগামী  
ছিলেন। রামের এসাব ভিন্ন কোন উপাধের খাণ্ডে তাঁহার তৃপ্তি  
হইত না। রাম যখন অস্বাস্থ্যবশে যুগ্মায় হাতা করেন, অমনি  
লক্ষ্মণ ধর্মহুতে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিপুল অশ্রুচরমে  
তাঁহার পশ্চাৎগামী হইতেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম  
তাড়কাপি লাক্ষন্যবধকরে নিবিড় বনপথে বাইতেছেন, সে দিনও  
কাকপক্ষীর লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিয়াছেন। পৈশবনৃত্যাবলীর এই  
সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের প্রাকৃতিক্তির ছবি  
মোনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাণ্ড-  
জবের অভাবহেতু মহাবলি বিশ্বামিত্র বালকবধকে অনাহার-  
ক্লেশ অপনোদনার্থ একটা ময়ূরান করেন। তখনস্তর উভয়  
ভ্রাতার গোতম্যপ্রসঙ্গে উপনীত হইয়া অহল্যা উচ্চারণে রাজর্ষি  
জনকভবনে আসিলেন, হরখণ্ডভাণ্ডে রাম শীতার এবং

লক্ষ্মণ উর্ধ্বাধার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহাচার পর্যন্ত  
লক্ষ্মণের অবর ও চরকেতু নামে দুই পুত্র জন্ম।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত কষ্টোৎকর্ষভাণ্ডের জন্ত  
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে লক্ষ্যানব্রহ্ম কণা নাই, নীরবে  
রামের হারার জ্ঞান লক্ষ্মণ পশ্চাৎগামী। কিন্তু রাম সজ্ঞাতাবী  
ভ্রাতার জ্ঞান জানিতেন, অভিষেক সংবাদে দুইই হইয়া সর্বপ্রথমে  
লক্ষ্মণের কর্ণশব্দ হইয়া বলিলেন, “আমি জীবন ও রাজ্য  
ত্যাগ করাই কামনা করি।” এই কথা শ্রবণে রামের স্রিষ্ট  
আত্মার “স্ববর্ণমুখি” লক্ষ্মণের পণ্ডর নীরব প্রেমভার বৃত্তিভাও  
হইয়া উঠিল। তিনিও সজ্ঞাতাবী ছিলেন রাজ্য, তথাপি রামের  
প্রতি কেহ অজ্ঞান করিলে তাহা কমা করিতে জানিতেন না।  
যে দিন কৈকেয়ী অভিষেককর্তব্যকাল প্রায় রাজচন্দ্রকে বৃদ্ধতুল্য  
বনবাসাচ্ছাড়া গুণাইলেন, রামের বৃত্তি মহা বৈরাগ্যের স্রীতে  
ভূষিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণ  
নয়নে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিলেন।

এই অজ্ঞান আবেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।  
রামচন্দ্র বাহ্যিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহা-  
বিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি  
কৌশল্যার সমুখে অনেক ব্যথিততা করিয়াছিলেন, অবশেষে  
ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অবাধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন।  
তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই, এই গর্হিত আদেশ  
পালন ধর্মসম্বন্ধ নহে, ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী বৈরাগ্যের জন্ত কেহ  
বিলাপ করিল না। এমন কি, স্তম্ভজ্ঞাও বিদায়কালে পুত্রের  
জন্ত ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ সৌহার্দ্রিক লক্ষ্মণকে  
বলিয়াছিলেন, “যাও বৎস, বন্ধুত্বমানে বনে যাও, রামকে  
দশরথের জায় দেখিও, শীতাকে আমার জায় মনে করিও,  
এবং বনকে অস্বাধ্য বলিয়া গণ্য করিও।” স্তম্ভজ্ঞা লক্ষ্মণকে  
বনগমনে বাধা না দিয়া বরং তাঁহাকে যেন কর্তব্যপালনের জন্ত  
আগ্রহসহকারে সন্মোদিত করিয়া গেলেন।

আর্যগণ্যবনের বাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ  
লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আত্মদানসহকারে  
মাথার তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসাঙ্ঘদেশের পুণ্ডিত বসন্তক-  
রাজি হইতে কুহবচরন করিয়া রামচন্দ্র শীতার চূর্ণকালে পরাই-  
লেন; গৈরিকেরেণু দ্বারা শীতার হৃদয় লগাটে ত্রিলোক মননা  
করিয়া বিতেন; পদ্ম তুলিয়া শীতার সহিত মন্দকিনীতে অব-  
গাহন করিতেন, কিংবা মোদাবরীতীরে বেতসকূলে শীতার,  
উৎসবে মত্তক রক্ষা করিয়া মুখে নিদ্রা হইতেন; আর একিকে  
মৌল সন্ধ্যা বনিত দ্বারা কুটিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্মাণ

করিতেন, কখনও পরিত্যক্ত আলখালা কর্তন করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বুকের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি আলিবার ব্যবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের ভুবারমলিন ষোড়শয়ার শেখরাক্রান্তে বনগোধূম্রাচ্ছন্ন বনপহার নাল-শেব মলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার কখনও চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতে বাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখার চীরকণ বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল দর্ভাছুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাঠগুলি গুচ্ছ ও বস্ত ও বেতসলতা দ্বারা স্তম্ভবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জলুখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্ত স্তম্ভাসন রচনা করিতেছেন। এই সংঘী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবার তীহার নিজস্বতা হারাইয়া কেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বলিয়াছিলেন,—“এই স্থলর তরুজি-পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্ত একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।” লক্ষণ বলিলেন,—“আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ভর্য্যচেনের ভার দিবেন না।” ভ্রাতৃসেবার এরূপ আত্মহারা ভৃত্য কুহাপি দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র স্থান নির্দেশ করিয়া মিলে লক্ষণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিজহস্তে মুক্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিন কৃষ্ণসর্পসঙ্ঘল গভীর অরণ্যে অনশন ও পর্য্যটনরীতি সীতার স্তম্ভের মুখখানি একটু হতভী দেখিয়া রাম-চন্দ্রেরও সেই চুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি লক্ষণকে অব্যাহার করিয়া বাইবার জন্ত বারংবার বলিতে লাগিলেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি কিরিয়া যাও, শোকের অবস্থার সাক্ষাদান করিয়া আমার মাতাঙ্গিকে পালন করিও।” রামের এবিধ কাতরোক্তিতে চুঃখিত হইয়া লক্ষণ বলিলেন—“আমি পিতা, স্ত্রীমাতা, শত্রু, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।”

এইখানে দশাননভগিনী শূর্ণপথা আসিয়া রামের প্রেম-ভিখারিণী হইলে রাম তাহাকে লক্ষণের সমীপে প্রেরণ করেন। সংঘী, জিতেন্দ্রিয় ও অনাহাররীতি লক্ষণের রমণীপ্রেম আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি শূর্ণপথার নাক কাণ কাটিয়া তাহার নিলজ্জতার পুরস্কার মিলেন। শূর্ণপথার প্রার্থনার রাক্ষস-সেনাপতি খরবংশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভর ভ্রাতার শাপিত শরে রাক্ষসসুল নির্মূল হইল। শূর্ণপথার বাক্যে সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া দশানন ভীষণ ও ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাহরণ করিলেন। স্বর্ণবর্ণরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল।

কখন মরিল, জটায়ু মরিল? লক্ষণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবচ ও জটায়ুর সংকার করিলেন। বিবাহোত্তর তীহার বিপ্রায় ছিল না—বনে আসিবার সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—“দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসাছবেশে বিহার করিবেন, লাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কৰ্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিজ, পিটক এবং ধনুহস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে কিরিব।” বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকের রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অজ্ঞাত্য তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন।

অতঃপর হনুমানক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুসারে রাম লক্ষণের সহিত পম্পাভীরে স্ত্রীবেশে সন্ধানে গেলেন। তখন হনুমান স্ত্রীবেশকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তীহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান সন্তম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনারা পৃথিবীজয়ে সম্পন্ন, আপনারা চীর ও বহুল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনারদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্কভূষণ ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণ-হীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষণের চিরক্লম্ব চুঃখ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহাঙ্গী-ক্লম্ব বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাবা যোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—“দম্বর নির্দেশে আজ আমরা স্ত্রীবেশে শরণাগত হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ত্রিলোকবিক্রমকীর্ত্তি দশমথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু সেই জগৎপুত্র্য রামচন্দ্র আজ বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্ত এখানে উপস্থিত। সর্বলোক বাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্ত্রীবেশে নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ন্ত, স্ত্রীবেশ অবস্থাই প্রসন্ন হইয়া তীহাকে শরণ দান করিবেন।”—বলিতে বলিতে লক্ষণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দূরবদ্যদর্শনে লক্ষণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তীহার দৃঢ়চরিত্র আর্ন্ত ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, লক্ষণ আমা অপেক্ষা রামের নিম্নত প্রিয়তর। রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন রাম আহত

শাবকে ব্যাক্তি বেল্লপে রক্ষা করে, কনিষ্ঠকে সেইরূপ আও-  
লিয়া বসিরা আছে;—রাবণের অকল্যাণের দ্বারায় পৃথিবী ছিন্ন  
করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি  
সজলচক্ৰ ভ্রম করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর  
বানরসৈন্য লক্ষণের রক্ষাকর্ত্তর গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রযুক্ত হই-  
লেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ করিয়া ভস্মিরা গেলে যুদ্ধকর ভ্রাতাকে অতি  
স্নেহমূলভাবে আশ্বিন করিয়া রাম বলিলেন, “তুমি যেসব বনে  
আমার অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি বনালয়ে  
তোমার অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব  
না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ  
দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায়  
পাওয়া বাইবে। এখন উঠ, নয়ন উদ্বীলন করিয়া আমার  
একবার দেখ; আমি পূর্বতে বা বন-মধ্যে শোকাক্ত, প্রমত্ত  
বা বিষন্ন হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমার সান্নিধ্য দিতে,  
এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?”

রামায়ণী যুদ্ধ বীরবর লক্ষণ বিশেষ বলবীৰ্য্য ও সাহসিকতার  
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করা  
ব্যতীত তিনি স্বীয় ভূজবলে অতিকাৰ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে বধ-  
শমনত্বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঘনাদ নিধনে তাহার  
কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দশবর্ষ অনাহারী ও জিতেগ্রস্ত না হইলে  
ইন্দ্রজিৎকে কেহ নিধন করিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল।  
লক্ষণ বনবাসকালে সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাড়কা-  
নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রভৃত মন্ত্ৰই তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের  
সহায় হইয়াছিল।

রামের আত্মপালনে লক্ষণ কোনকালে বিরক্তি করেন নাই,  
জ্ঞানসত্ত্ব হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্বদা মৌনভাবে তাহা  
পালন করিয়া গিয়াছেন। রকোতুলের বিনাশসাধন হইলে যে  
দিন রাম সীতাকে বিপুল সৈন্তসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ  
করিয়া পদব্রজে আসিতে আত্মা করিলেন। শত শত দৃষ্টির  
গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জার বেন মরিয়া যাইতে ছিলেন,  
সীতামরীর সর্বাঙ্গ কণ্ঠিত হইতেছিল। লক্ষণ এই দৃষ্ট  
দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যের প্রতিবাদ করিলেন  
না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অস্তিতে প্রাণবিসর্জন  
দিতে ক্লান্তকল্যা হইয়া লক্ষণকে চিতা প্রস্তুত করিতে  
আদেশ করিলেন—তখন লক্ষণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া  
সজলনেত্রে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ  
করে নাই। ভ্রাতৃ-স্নেহে তিনি স্বীয়-অভিভূত হইয়া গিয়া-  
ছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম অবোধার অমিষ্ট  
স্বাদা হইলেন। লক্ষণ ভ্রাতৃত্ববিশ্বস্ততা; তাঁহার মাথার

ছত্র-বরিয়াছিলেন। তিনি রাজকর্মে আত্মীয়-সহায়তা করি-  
তেন। কিছুদিন পরে একদিন সীতার চরিত্রজনকে সন্দেহ-  
জনক করিয়া উত্থাপন করিলে রাম তাঁহাকে বনবাস দিবার  
পরামর্শ করেন। লক্ষণ এই শুক্লভার হইয়া পরমানাধ্যায় সীতা-  
দেবীকে বাস্তবিকর আশ্রমে প্রার্থিয়া আসেন। এই সময় হইতে  
লক্ষণের চিত্তবিকলিত ঘটে। অকস্মেৎ সন্তোষের সময় তিনিই মহা-  
বুলির আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আনয়নার্থ গমন করেন।  
সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়া  
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে বন্যাপান্থকে কামাকেও  
প্রবেশ করিতে বিবে না অনুমতি দিয়া রাম লক্ষণকে দ্বারপাল-  
রূপে রক্ষা করেন। অকস্মাৎ রোহমুর্তি দুর্ভাসা আসিয়া রামের  
সাক্ষাৎ জন্ত অগ্রসর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়া তাঁহাকে  
নিরস্ত করেন, কিন্তু দুর্ভাসার শাপের ভয়ে জোঠের নিকট  
প্রবেশাধিকারের অনুমতি লইবার জন্ত গৃহে প্রবিষ্ট হন।  
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম লক্ষণকে বর্জন করিলে, তিনি সন্ন্যাসালিঙ্গ  
জীবন বিসর্জন করেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষণ “শেষ” নাগের অবতার।

লক্ষণের চরিত্রে আত্মস্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়।  
একদা লক্ষণ রামকে বলিয়াছেন, “জল হইতে উদ্ধৃতমীনের স্থায়  
আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।”  
বনবাসাজ্ঞা অত্যন্ত অস্তায় এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন  
তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে রাম  
লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির  
ফল বলিয়া মনে করিবে না? আরও কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি  
কোন অসংকলিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা  
দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই  
আমাকে ভয়ভের জ্বাৰ ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার জ্বাৰ  
শুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে সীতাদান করিবার  
জন্ত ইতর ব্যক্তির জ্বাৰ এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা  
আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মাতৃবের কোন  
হান্ড নাই।” লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, “অতি নীন ও অশক্ত  
ব্যক্তিরাই দৈবের নোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা বাহারা  
দৈবের প্রতিকূল দণ্ডারমান হন, তাঁহারা আপনার জ্বাৰ অবলম্ব  
হইয়া পড়েন না। যুদ্ধ ব্যক্তিরাই সর্বাঙ্গ নির্দোষন প্রাপ্ত হন—  
“মূর্খই পরিভূত।” ধর্ম্ম ও সত্যের জ্ঞান করিয়া পিতা যে  
যোরস্তর অস্তায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে-  
ছেন না? আপনি যেহুত্ব, কল্ল ও দান্দ এবং রিপুসং আপ-  
নার প্রাণসা করিয়া থাকে। এমন পুরুষকে তিনি কি অপরাধে  
বনে ভাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে

চাঁদুল, এই ধর্ম আমার নিকট নিত্যই অবধি বসিয়া বসে হয়।  
 ত্রীর বস্তুত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি  
 সভ্য, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিব্যক্তি  
 সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার নক্তি প্রতিরোধ  
 করে? আজ পুরুষকারের অঙ্গুরি বিরা উদান দৈবকর্তাকে আমি  
 স্বপ্নে আনিব। তাহা আপনি দৈবসংজ্ঞার অভিহিত করিতেছেন,  
 তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি  
 নিমিত্ত তুচ্ছ অকিকিৎসক যৈবের প্রকলা করিতেছেন?”

লক্ষণের এই ওজস্বিতাপূর্ণ পুরুষকর্তব্যাক্রিতে ভরতের  
 মত করণরসের মিষ্টতা ও ত্রীলোকস্থলভ খেদপূর্ণ  
 কোমলতা নাই। উহা সত্যতঃ দৃঢ়, পুরুবোচিত ও বিপদে নির্ভীক।  
 কোনরূপ অবহাবিপণ্ডার লক্ষণ নমিত হইয়া পড়েন নাই।  
 বিরোধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া  
 রামচন্দ্র “হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া  
 অবসর হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ ত্রাতাকে ভদ্রবৎ দেখিয়া ক্রুদ্ধ  
 সর্পের স্তায় নিখাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“ইন্দ্রতুলা পরাক্রান্ত  
 হইয়া আপনি কেন অনাথের স্তায় পরিভ্রাণ করিতেছেন?  
 আত্মন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।”

শেলবিন্দ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া বখন দেখিতে পাই-  
 লেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্রে ত্রীলোকের  
 মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অক্লান্তেই  
 রামকে এরূপ পৌরুষবাহীন মোহপ্রাপ্তির অস্ত্র তিরস্কার করিয়া-  
 ছিলেন। বিরহের অবহার রামের একান্ত বিবলতা দেখিয়া  
 তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে “আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না”  
 “আপনার এরূপ দৌর্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে” “পুরুষকার  
 অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—  
 “সেবগণের অস্থূলভাঙের স্তায় বহু তপস্তা ও কৃচ্ছ সাধন করিয়া  
 মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কণা  
 আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্তার কলবরণ।  
 যদি বিপদে পড়িয়া আপনার স্তায় ধর্মাত্মা সঙ্ক করিতে না  
 পারেন, তবে অমরস্ব ইতর ব্যক্তিরূপে কিরূপে সঙ্ক করিবে?”

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে  
 কেহ অস্ত্র করিয়াছে, লক্ষণ তাহা কমা করেন নাই, এ কথা  
 পূর্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত  
 ছিল, ক্রোধের উত্তেজনার তিনি বাহাই বদুন না কেন, দশরথ  
 যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনু-  
 মিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে কমা  
 করেন নাই। স্তম্ভ বিদায়কালে বখন লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন, “কুমার, শিশুকালে আপনার কিছু বস্তু আছে কি?”

তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাক্ষসকে বধিও, রামকে তিনি কেন মনে  
 পাঠাইলেন, নিরপরাধ আত্মপুত্রকে কেন পরিভ্রাণ করিলেন,  
 ত্রাতা আমি কহ চিত্তা করিয়াও বুদ্ধিতে পারি নাই। আমি মহা-  
 রাক্ষসের চরিত্রে শিশুদের কোন নিরর্থক সৈন্য পাইতেছি না।  
 আমার জ্ঞাতা, বন্ধু, ভর্তা ও শিষ্য, সকলই রাক্ষস।”

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র  
 ভরত যে মাতার ভাবে অহুপ্রাপিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার  
 অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের  
 প্রতি কঠোরবাদ্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু বখন  
 জটায়ুকেশকলাপ অঙ্গলক্ষণ ভরত রামের চরণ প্রান্তে পড়িয়া  
 পুল্লপুত্রিত হইবেন, তখন লক্ষণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সজল-  
 মেহপরিভ্রাণে স্তম্ভিত হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে  
 বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাতিক্রম পক্ষিগণ ফুলারে গুপ্তিত হইয়া-  
 ছিল, ভরতের অস্ত্র সেই সময় লক্ষণের শ্রোণ কাষিয়া উঠিল, তিনি  
 রামকে বলিলেন—“এই তীব্র শীত সঙ্ক করিয়া ধর্মাত্মা ভরত  
 আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাক্ষা, ভোগ,  
 মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিরতাহারী ভরত এই শীতল  
 শীতকালের রাত্রিতে মুক্তিকার শয়ন করিতেছেন। পারিত্রিকের  
 নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেবরাত্রিতে ভরত সরযুতে অবগাহন  
 করিয়া থাকেন। চিরস্থখচিত্ত রাজকুমার শেবরাত্রের তীব্র  
 শীতে কিরূপে সরযুতে স্নান করেন।”

এই লক্ষণ পূর্বে ভরতের প্রতি অতিক্রোধ প্রকাশ  
 করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন বুদ্ধিতে পারিলেন, তিনি  
 বনে বনে হুরিয়া রামের যেরূপ সেবার নিরত, অযোধ্যার  
 মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ  
 কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ  
 মেহার্জ ও বিনয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে  
 কখনই কমা করেন নাই, রামের নিকট এই দিন বলিয়াছিলেন,  
 “দশরথ বাহার স্বামী, মাধু ভরত বাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী  
 এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?”

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞতির অহুয়ারী উদযো-  
 গের কোলাহল না পাইয়া রাম স্ত্রীকে প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—  
 গ্রাম্যভ্রমে রত মূর্খ স্ত্রীকে উপকার পাইয়া প্রত্যাগমনে অবহেলা  
 করিতেছে। রাম লক্ষণকে স্ত্রীকে নিকট পাঠাইয়া দিলেন—  
 বন্ধুকে ধীর কর্তব্যের কথা মরণ কয়িয়া উদ্বেগে প্রবর্তিত  
 করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তদ্বাচ্যে ক্রোধবশত  
 কয়েকটি কথা ছিল—

‘যে পথে বাণী গিয়াছে, সে পথ সন্মুখিত হয় নাই; স্ত্রীকে,  
 যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে স্বেচ্ছিত হও, কলীর পথ



সরণ করিও না।’ কিন্তু লক্ষণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা “পুনশ্চ” ছুড়িয়া লক্ষণকে সাবধান করিয়া দিলেন। আজ সেই মিথ্যাবাহীকে বিনাশ করিব, বাণীর পুত্র অঙ্গর এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অববণ করুন।”

লক্ষণের ভীক্ৰ অভ্যাবোধ রামের কথার প্রশমিত হয় নাই। তিনি অগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎসনা করিয়া রোষক্ষুরিতাধরে ধন্থ লইয়া পাড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদনপূর্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে বাত্মা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য আরোহণ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কোতূহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অলু করণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে “কোথা যে লক্ষণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বরবিক্রিত করিয়া কোন চরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাই-তেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য, লক্ষণকে শাস্ত্রনেত্রে ও সক্রোধে “তুমি ভরতের চর, প্রচুর জাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অতুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অন্তত্ব হইলে আমি অস্মিতে প্রবেশ করিব।” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ কণকাল তন্ত্রিত ও বিমূঢ় হইয়া পাড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—“দেবি! তুমি আমার নিকট দেবতাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকারী; তাহারা বিমুক্তদর্শী, ক্ষুরা ও চপলা। তোমার কথা তপ্তলৌহশেলের মত আমার কণ্ঠে প্রবেশ করিতেছে,—আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অন্তত্বলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”—এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন, “বিশালাক্ষি! এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।” ক্রোধক্ষুরিতাধরে এই বলিয়া লক্ষণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃষ্ট মহিমা সর্বত্র অনাবিল,—ওত্র শৈকালিকার জ্বার অগ্নিশর্প ও স্থপবিজ্ঞ। সীতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি স্ত্রীগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, হৃতরাগ তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদ-বন্ধনাকালে তাঁহার নৃপুরুষা দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।” বিক্ষিয়ার গিরিগুহাহিত রাজধানীতে প্রবেশ

করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নৃপুরুষ ও কাঞ্চীর বিশাল-মুখরনিখন শুনিয়া লক্ষণ লজ্জিত হইলেন; এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধু পুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাদ্যব্রীতারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাঁহার বিশাল শ্রোণী-স্থলিত কাঞ্চীর হেমহস্ত লক্ষণের সম্মুখে মুদূতরঞ্জিত হইয়া উঠিল, তখন লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপ হই একটা ইজিতবাক্যে পরিবাক্ত লক্ষণের সাধুশ্বের ছবি আমাদের চক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার জ্ঞান পূজার্ত্ত মনে হয়।

লক্ষণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পণ্ডিত। ১ শুকবংশটীকা-রচয়িতা। ২ চূড়ামণিসার, দৈবজবিধিবিলাস ও রমণগ্রন্থ নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রন্থগ্রন্থেতা। ৩ পরমহংসসংহিতা-রচয়িতা। ৪ সমস্তার্থগ্রন্থেতা। ৫ বৈদ্যকযোগচক্রিকা বা যোগচক্রিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগ-নাথ ও নারায়ণের শিষ্য। ৬ মহাভাষ্যাদর্শগ্রন্থেতা। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৭ পত্নামৃততরঙ্গিনীধৃত একজন কবি। ৮ মুচ্ছ-কটিকটীকা-গ্রন্থেতা লক্ষ্মীদীক্ষিতের পিতা ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র। লক্ষণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামহ শিলাফলকে ঐ সম্বত উৎকীর্ণ দেখা যায়। ২ কচ্ছপাত বংশীয় একজন রাজা বজ্রদামনের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ রাজা। রাজা কেশব সেনের পৌত্র ও নারায়ণের পুত্র। ঐতি-হাসিক আবুলকজল এই নারায়ণকে “নৌজের” নামে ও সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষণ আচার্য্য, ১ চণ্ডীকুচপঞ্চতীগ্রন্থেতা। ২ জগন্মোহন নামক জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাছকাসহস্র, বিরোধপরিহার ও বেদার্থবিচারগ্রন্থেতা।

লক্ষণকবচ (স্ট্রী) ১ লক্ষণের স্ততিজ্ঞাপক স্তোত্রভেদ। ২ ধরনীবিবেশ।

লক্ষণ কবি, ১ কৃষ্ণবিলাসচম্পুরচয়িতা। ২ চম্পুরামরণ নামক গ্রন্থের যুক্তকাণ্ডগ্রন্থেতা।

লক্ষণকুণ্ড (স্ট্রী) তীর্থভেদ।

লক্ষণগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটা নগর। জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত শীকর বংশীয় সর্দাররাও রাজা লক্ষণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। এই নগর দুর্গাদি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং জয়পুর নগরের অধিকরণে নিষ্প্রিত। এখানে ধনী মহাজনদিগের কএকটা স্বল্প স্বল্প অট্টালিকা আছে।



লক্ষণগড়, রাজপুতনার আলবার শাসন-রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান তোর নামে পরিচিত ছিল। রাজা প্রতাপ সিংহ হর্গনির্মাণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করেন। নজক্ বা এই হর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।

লক্ষণগুপ্ত, কান্দীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল ও ভট্টনারায়ণের শিষ্য। তিনি ১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

লক্ষণচন্দ্র (পুং) কীরগ্রামের একজন হিন্দু সামন্তরাজ। উপাদি রাজানক। ইনি ত্রিগর্ভ (জালন্ধর)-রাজ জয়চন্দ্রের অধীনে রাজত্ব করিতেন। ইহার মাতা লক্ষণিকা ত্রিগর্ভ-রাজপুত্রবৎসরচন্দ্রের কন্যা। কীরগ্রামের শিববৈদ্যনাথ মন্দিরে ইহার প্রসিদ্ধ উৎসর্গ দেখা যায়।

লক্ষণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা। মহারাজ শিবসিংহের পূর্বপুরুষ।

লক্ষণতীর্থ, পুরাণোক্ত একটা প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর পূতলশিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসুখ হইয়া থাকে। নারদপুরাণ উৎ ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটা শাখা। কুর্গ রাজ্যের ব্রহ্মগিরিসমিহিত কুর্ছিগ্রামের পার্শ্বদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে মহিস্বররাজ্যের মধ্য দিয়া সাগরকটে নগর সমুখে কাবেরীসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ৭টা বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রপাতীযোগে শক্তিকেন্দ্রমিতে জলসরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই সকল বাঁধের মধ্যে হানাগোণ বাঁধই প্রধান।

উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্বতবন্ধে কিয়দূর অতিক্রম করিয়া আসিলে ব্রহ্মগিরিতে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, ঐ প্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষণতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে স্নানোপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যে পথ দিয়া এই তীর্থে আসিতে হয়, তাহা অতীব বিষমাবহ। পথের দক্ষিণপার্শ্বের ছুরারোহ পর্বতশৃঙ্গ এবং বামপার্শ্বের সুগভীর নদীঘাত। এতদ্বত্বের মধ্যবর্তী সুঁড়ি-পথে যাত্রীগণ গমনাগমন করিয়া থাকে। অন্তমন্ডল হইলেই পতনের সম্ভাবনা। বীভৎস দৃষ্টভিক্ষু ও সন্ন্যাসিকৃষ্ণ পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থ-যাত্রীগণের আশঙ্ক ভয়েংগাধনের কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষণদাস, ঐহিকভাষ্যরচয়িতা।

লক্ষণদেব, তর্কভাষ্য-সারসংগ্রহ-প্রণেতা মাধবদেবের পিতা।

লক্ষণদেশিক, একজন প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক পণ্ডিত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিজয় আচাৰ্যের পৌত্র ও ঐহিকের পুত্র। ইনি কার্তবীৰ্য্যচন্দ্র-বীণদানপতি, কুণ্ডলগণবিধি, ভায়াপ্রবীণ, শারদাতিলক,

শকাধিকৃতামণিনারী শারদাতিলকটীকা ও তত্ত্বপ্রবীণ নামে ভায়া-প্রবীণটীকা প্রণয়ন করেন।

লক্ষণদ্বিবেদিন, উপসর্গভাষ্যরচয়িতা, বিকল্পবাদ ও সারসংগ্রহ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লক্ষণনায়ক, জনৈক নারদসদর। ইনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বালঘাটের অন্তর্গত পরনবাড়া নামক স্থানে একটা জমিদার স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষণপণ্ডিত, সারচরিতা নামে রাঘবপাণ্ডবীর টীকা ও দৃষ্টি-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

লক্ষণপতি, গৌরীজাতকপ্রণেতা।

লক্ষণপ্রসূ (স্ত্রী) লক্ষণত প্রসূজননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্নাং)

লক্ষণভট্ট (পুং) গীতগোবিন্দটীকা-প্রণেতা।

লক্ষণভট্ট, ১ কাব্যপ্রকাশটীকাপ্রণেতা চণ্ডীদাসের একজন সহকর্মী। গ্রন্থকার স্বীয় টীকার বহুবর্ষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ২ পদ্যরচনা ও রত্নমালাপ্রণেতা। ৩ মহাভারত-টীকা-রচয়িতা। ইনিই সম্ভবতঃ ভারতভাবদীপ প্রণেতা শ্রীল-কণ্ঠের গুরু। ৪ হোত্রকরুণপ্রণেতা নারায়ণভট্টের পুত্র। ইনি বাঘেলসদর রাজা ভাবসিংহদেবের অমৃততাম্রসারে উক্ত গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন। ৫ আচার্যরত্ন, আচার্যসার, গুরুশতক-টিপ্পণ ও গোত্রপ্রবররত্নরচয়িতা। রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণ-ভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। ৬ লক্ষণভট্টীর নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

লক্ষণমাণিকা, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঁয়ার একজন, ভুলুয়ার ইহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারহুত্ব ইনি মেঘনার পূর্ববর্তী অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় এই ভূঁয়াবংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে পুরুষ-পরম্পরার নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐ সকল অহুসরণ করিলে জানা যায় যে, আদিশুরবংশীয় বজ্রকায়বংশেগী-সমুদ্ভূত রাজা বিম্বর্তর রায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড-তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাতি হওয়ার মেঘনার একটা চোরাবালুর চরে নদর করিয়া সেই রাতি তথায় বাসের বন্দোবস্ত করেন। রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, ভগবান বলিতেছেন, “তুই যে স্থানে অজ্ঞানিত্তি রহিয়াছিস, তাহার চতুর্দিকস্থ সমুদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।” রাজনীপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্নবিবরণ আলোচনা করিয়া উহাকে সত্যের আদেশ বলিয়াই গ্রহণ

\* প্রবালপ শিল্পের মতেও, ইনি আদিশুরবংশীয় কায়বংশের। এখনও ভুলুয়া পরগণার ঐরামপুর গ্রামে এই বংশীয় অনেক পরিবারের বাস আছে।

করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে কৃতসঙ্কর হইয়া অরুণোদয়েই রওনা হইলেন। প্রত্যন্তে তিনি প্রশান্ত নবীষকে দিগ্নিরূপণ করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। এইজন্ত তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন।

প্রবাস, ১০ই মাঘ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। তৎপূর্বেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও আমরা লক্ষণমণিকোর বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে, রাজা বিম্বস্করের ১১শ পুরুষে রাজা লক্ষণমণিক্য প্রাহ্লুত হইয়াছিলেন। বিম্বস্করের মৃত্যু ও লক্ষণের জন্ম এতদূতরের মধ্যে ৩৫০ বৎসর।

এদিকে ঐতিহাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন। রাজা লক্ষণমণিক্য তাঁহারই সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, বালক রামচন্দ্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্দ্রকে লক্ষণমণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিয়া করিতেন। এই শ্লেষোক্তি চন্দ্রদ্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার দলবল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মেঘনা অতিক্রম করিয়া এবং ভুলুয়ার উত্তীর্ণ হইয়া রাজা লক্ষণকে সংবাদ প্রেরণ করিল। ভুলুয়ারাজ কোন আশঙ্কা না করিয়া প্রতিবেশী রাজার সশঙ্কনার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শরীররক্ষী প্রহরিদল কেহই সঙ্গে আসিল না। শত্রুর নৌকায় আরোহণ করিবামাত্রই তিনি বন্দিভাবে চন্দ্রদ্বীপে আনীত হইলেন। এখানে কারাগৃহে অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে লক্ষণমণিক্য তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করার তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার করেন। রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল।

[ বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁয়া শবে দেখ। ]

লক্ষণমাথুরকায়স্থ, লক্ষণোৎসব ও বৈভবসর্গ নামক বৈভব-গ্রন্থপ্রণেতা। অমরসিংহের পুত্র।

লক্ষণরাজদেব (পুং) ঢেবীরাজ্যের কলচুড়িকণ্ঠীয় একজন রাজা। কেয়ুরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্ডা রাহড়ার পাণিগীড়ন করেন। তবীয় তনয়া বোহাদেবীর সহিত পশ্চিম-চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ ৯৭৩-৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

বিলহরি-কলক হইতে জানা যায় যে, রাজা লক্ষণরাজদেব

কোশলধিপতিতে পরাজিত করিয়া পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিতে গমন করেন এবং গুজরাতে সোমেশ্বরলিঙ্গের উপাসনা করিয়াছিলেন।

লক্ষণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি সম্ভবতঃ বিশিষ্টরূত অধ্যাপনারামায়ণের বঙ্গাভাবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণ গ্রন্থের ছইশতবৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষণবেদান্তাচার্য্য, ভাষ্যপ্রকাশিকা নামী শ্রীভাষ্যটীকা-রচয়িতা।

লক্ষণশাস্ত্রিন, অমরকোষব্যাখ্যাপ্রণেতা। বিদ্যেশ্বর শাস্ত্রীর পুত্র।

লক্ষণসিংহ, শতকোটিমণ্ডলপ্রণেতা।

লক্ষণসেন (পুং) বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন রাজা। বল্লাল-

সেনের পুত্র। ইহার সময়ে মুসলমানসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ

করে। যাক্ষবন্দ্যদীপকলিকাপ্রণেতা শূলপাণি, হলানুধ, পশুপতি,

জয়দেব ও ধোয়ীকবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই

সকল পণ্ডিতগণের সহীবাসে তিনিও একজন সুকবি হইয়া

উঠেন। পলাবলীতে তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত

হইয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপিতে তিনি দক্ষিণাঙ্কিবিজয়ী বলিয়া

উল্লেখ দেখা যায়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী

পণ্ডিতগণের প্ররোচনায় বৃদ্ধরাজা কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়া জগন্নাথ-

দর্শনচ্ছলে পলাইয়া যান, তাহাও সাধারণের অবদিত নাই।

কুলশাস্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[ সেনরাজবংশ দেখ ]

লক্ষণসোমযাজিন, সীতারামবিহারকব্যপ্রণেতা। ওর্গাণ্ট-শব্দরের পুত্র।

লক্ষণস্বামিন, বাঙ্গারহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষণ-মূর্তি।

(রাজতরং ৪১২৭৬)

লক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণমন্ত্যস্তা ইতি অর্শ আদিহাদচ, টাপ্।

১ খেতকণ্টকারী। (রাজনিং) ২ সারসী। ৩ ওষধিভেদ। (মেদিনী)

পর্য্যায়—লক্ষণাকন্দ, পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহা,

নাগপত্নী, তুলিনী, মজ্জিকা, অস্ত্রবিদুচ্ছদা, পুচ্ছদা। গুণ—

মধুর, শীতল, গ্রীষ্মকাতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদোষ-

নাশক। (রাজনিং)

২ মজ্জাধিপতির এক কন্ডা। (ভাগবত ১০।৫৮।৫৭)

৩ দ্রব্যোধনের কন্ডা, এই কন্ডা যখন স্বরষরা হয়, তখন

শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাধ এই কন্ডাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

“দ্রব্যোধনহৃতং রাজন্ লক্ষণায় সমিতিধরঃ।

স্বরষরহামহরং সাধো জাষবতীহৃতঃ ॥” (ভাগবত ১০।৬৮।১)

৪ জবাগাছ। ৫ যুচকুলবৃক্ষ। (বৈভবনিং)

লক্ষণাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [ লক্ষণ আচার্য্য দেখ। ]

লক্ষণাজট (স্ত্রী) লক্ষণামূল।

লক্ষ্মাদিত্যরাজপুর, জনৈক কবি। ইনি কেমেন্তের শিষ্য ছিলেন। কবিকর্তৃত্বের ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

লক্ষ্মাবতী, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম গোড়। গোড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মসেন (মতান্তরে সেনবংশীয় শেখ রাজা লছমিয়া) গোড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া “লক্ষ্মাবতী” নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণও এই নগরকে “লখনৌতী” নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে মিন্‌হাজ এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্মাবতীর তোরণদ্বার এবং অস্ত্রাশ্রয় হিন্দু ও মুসলমান কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ অস্ত্রাশ্রয় বাহা গোড়রাজধানীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গোড় শব্দে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অধ্যবসারে এই প্রাচীন জনপদের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকাংশ বলালসেন ও লক্ষ্মসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণের জীবনচরিত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে।

[ গোড়, বাঙ্গালা ও সেনরাজবংশ দেখ ]

লক্ষ্মণোক্ত (ত্রি) [ লক্ষণোক্ত দেখ। ]

লক্ষ্মণ্য (পুং) লক্ষ্মণপুত্র। (ঋক্ ৫।৩।১০)

লক্ষ্মাবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যপথ।

লক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্যতি পশুতি উদযোগিনিমিত্তি লক্ষি (লক্ষ্মীমুট চ। উৎ ৩।১০) ঐ প্রত্যয়ে মুড়াগম্। ১ বিষ্ণুপত্নী। পর্ধ্যায়—পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দ্রিয়া, লোকমাতা, মা, ক্ষীরাক্তিনয়া, রমা, জলধিা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, হৃদ্ধাক্তিনয়া, ক্ষীরসাগরমুতা। (কবিকল্পলতা)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও পূজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় স্নানদ্রব্য ও তপ্তকাক্ষন-বর্ণিতা, তাঁহার অঙ্গসকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, কটদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল। এই দেবী স্থিরযোবনা এবং তাঁহার বর্ণশ্বেতচন্দ্রকতুলা। তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেণ্ড লজ্জা দেয়। লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকেও ভিরঙ্কর করে। এই দেবী উৎপন্ন হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুই রূপে বিভক্ত হন। এই উভয় মূর্ত্তিই রূপে, বর্ণে, ভেদে, বসনে, প্রভায়ে, বশে, বস্ত্রে, ভূষণে, গুণে, হাতে, দর্শনে, বাক্যে, মধুরস্বরে, নীতিতে ঠিক সমান। এই দুই মূর্ত্তি

রাধিকা ও লক্ষ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসমূহা মূর্ত্তি লক্ষ্মী এবং দক্ষিণাংশসমূহা দেবীই রাধিকা। রাধিকা উৎপন্ন হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন। পরে লক্ষ্মীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয়কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষাংশ হইতে বিভূজ ও বামাংশ হইতে চতুর্ভূজ এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরে বিভূজ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং বীর চতুর্ভূজ নারায়ণমূর্ত্তি হইয়া লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী মিত্র দৃষ্টিতে সমুদ্র বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলিয়া তিনি দেবীগণের মহতী— এই জন্ত মহালক্ষ্মী নামে খ্যাত। এইরূপে বিভূজ কৃষ্ণ রাধিকা-কান্ত এবং চতুর্ভূজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোপীর সহিত গোলোকে থাকিলেন এবং চতুর্ভূজ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্বাংশে তুল্য। এই লক্ষ্মীদেবী গুরুস্বরূপা। বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার পূর্ণাধিষ্ঠান নির্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তি-রূপিণী স্বর্ণলক্ষ্মীরূপে, পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিণীর গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশ দ্বারা গৃহিণী ও সম্পদরূপে, গোপগণের প্রমুখিত্তে সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কস্তুররূপে, চন্দ্রস্বর্ধ্বমণ্ডলে, বস্ত্রে, ফলে, নৃপপত্নীতে, দিব্যরীতে, গৃহে, সমস্ত শব্দে, বস্ত্রে, পরিকল্পিত স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা প্রভৃতিতে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে যেখানে সামান্যরূপে ও শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা জানিতে হইবে; কারণ লক্ষ্মীদেবীই একমাত্র শোভার আধার। তাঁহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীদেবী যেখানে বিরাজিত থাকেন না, তাহা হতশ্রী হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ কর্তৃক পূজিত হন। পরে ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহাকে পূজা করেন। অনন্তর ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্র-গণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পূর্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ তত্ত্বপূর্বক তাঁহার পূজা দিয়াছিলেন, তদবধিই ত্রিলোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও মঙ্গলজনক দিনে বিষ্ণু তাঁহার পূজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাসে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। মনু পৌষমাসের সংক্রান্তিদিনে প্রাঙ্গণ-মধ্যে লক্ষ্মীর পূজা করেন, জমৈ ইষ্টা ও জগতে প্রচারিত

হয়। পরে রাজেন্দ্র, মদল, কেয়ার, বলদেব, শুবল, এবং, ইন্দ্র, বলি, কস্তুর, দক্ষ প্রভৃতি সকলে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সেই সর্বসম্পৎস্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সর্বদা সর্বত্র সর্বজন কর্তৃক বন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে পূর্ণভাবে এবং চণ্ডাচর ত্রিকাণ্ডে অংশভাবে বিদ্যমান আছেন।

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে একটা মহা সংশয় উপস্থিত হয়, এই সংশয় নিবারণের জন্ত তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন যে, 'লক্ষ্মীদেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হন, কিন্তু লোকে তিনি সিদ্ধতনয়া নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন? সাগরমন্ধান করিয়া দেবগণ কিরূপেই বা লক্ষ্মীকে লাভ করেন? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন।'

তখন ভগবান্ নারদের প্রশ্নে ভীষ্ম হস্ত করিয়া কহিলেন, নারদ! পূর্বে চুর্কাসা মূনির অভিলাশে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্যবাসী সকলে ক্রীড়িত হইলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হইয়া পরম হুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে বীন হইলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় কামোদিত-ভাবে রক্তাকে লইয়া লুপ্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ চুর্কাসামুনি শব্দরকে পূজা করিবার জন্ত সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেশ্ব মুনীন্দ্রকে দেখিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি চুর্কাসা তখন তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, এই পুষ্প সকল পাপনাশক ও সকল প্রকার মঙ্গলনিধান। তিনি আরও বলেন যে, যিনি ভক্তিপূর্বক ক্রীড়ার চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মন্তকে ধারণ না করেন, তিনি স্বর্গের সহিত ক্রীড়িত হন।

ইন্দ্র তখন অতিশয় কামোদিত ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠব্যাকর্তব্য বোধ ছিল না। স্মরণ্য চুর্কাসা প্রস্থান করিলে পর তিনি ভ্রম-বশতঃ ঐ পুষ্প লইয়া ঐরাবতের মন্তকে প্রদান করেন। ঐরাবত ঐ পুষ্প মন্তকে ধারণ করিয়াই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বজনগণের সহিত ক্রীড়িত হইল, ইন্দ্রকে ক্রীড়িত হইতে দেখিয়া রক্তা তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন ইন্দ্রের চক্ষু ভাঙিল।

ইন্দ্র নিরানন্দভাবে অমরাবতীরত গমন করিলেন। অমরাবতীতে যাইয়া তিনি পুরী অমরাবতী মিত্রানন্দনন্দ, শঙ্করমূহ পরিপূর্ণ, বীনভাবাপন্ন এবং বহুবাক্যবিশিষ্ট দেখিলেন, পরে হৃদয়স্থ সমস্ত কৃতান্ত প্রকাশ করিয়া দেবদেবের সহিত ক্রমশঃ নিকট গমন করিলেন। ত্রিকা সর্বদা হৃদয়ত অবগত হইয়া

ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেশ্ব! তুমি আমার অপোত্র, নিরন্তর ত্রি আশ্রয়ে তুমি উচ্ছল্য বীণা ধারণ করিয়াছিলে, তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শটীর ভর্তা, "তথাচ সর্বদা তুমি পরমহীতে লোভ করিয়া থাক, পূর্বে তুমি গৌতমের অভিলাশে ভগবান্ হইয়াছিলে, পুনর্বার লজ্জাবিহীন হইয়া পরমহীতমণ্ডে লোভ করিয়াছ। যে পরমহীতমণ্ড করে, তাহার ত্রি ও বশ নষ্ট হয়। ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া লোকপিতামহ ত্রিকা ইন্দ্রকে কহিলেন, এখন ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে পুনরায় লক্ষ্মীপ্রাপ্তির উপায় নিকারণ করিয়া দিবেন।

অনন্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্তারম্ভ করিলেন। নারায়ণ ইন্দ্রের তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে সিদ্ধ-কল্পারূপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়া সমুদ্র-মন্ধান করিয়াছিলেন। এই সমুদ্রমন্ধান ইন্দ্র সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী লাভ করেন। নারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার নিজাশে হঠাৎ সিদ্ধকল্পারূপে লক্ষ্মী প্রোছূত হন। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিতে বরদান করেন, লক্ষ্মীর রূপায় ইন্দ্র ব্যাভা ও ত্রিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করেন। (ত্রিকাংবর্তপুঃ ৩৩-৩৬ অঃ)

লক্ষ্মীচরিত।

লক্ষ্মী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় বা অবস্থান করেন না, তাহার বিবরণ পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—এই লক্ষ্মীচরিত পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অস্তিরা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, মাতঃ! আপনি দেবতাদিগের গৃহে ও মর্ত্যলোকে গমন করুন। জগ-জ্ঞাননী লক্ষ্মী মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অহুমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ত্যলোকে গমন করিব। হে মুনীন্দ্রগণ! ভারত মধ্যে আমি বাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর।

আমি পৃথাবান্ কুনীতিজ গৃহস্থ এবং রাজাদিগের গৃহস্থ হির ভাবে থাকি। তাহাদিগকে পুত্রের দায় প্রতিপালন করিব। শুক্ল, শ্বেতা, মাতা, পিতা, বাহুব, অতিথি এবং পিতৃলোক বাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, আমি তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে এবং লক্ষ্য ভ্রান্ত, লজ্জাত, যে অতি পাতকী, যে কণ্ডাক্ত বা অতিশয় ক্রোধ, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, যে সর্বদা পোকপোকিত, দম্বিত, যে

সর্বদা স্ত্রীর বশীভূত, বাহার স্ত্রী ও মাতা বেত্তা, যে ব্যক্তি কটু ভাবী, নিরন্তর কলহ করে, বাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, বাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিব না। যে ব্যক্তি হরিপূজা ও হরির গুণ কীর্তন করে না, অথবা বাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি কষ্টা-বিক্রয়, আত্ম-বিক্রয়, ও বেদ-বিক্রয় করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের গৃহ নরক-ভূত্যা, তথায় আমি যাইব না। যে ব্যক্তি কার্পণ্য-দোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভাৰ্য্যা, গুরুশ্রী, গুরুপুত্র, অনাথা, ভগিনী, কষ্টা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ তাহাদের নিকট গমন করিব না। যে ব্যক্তির মস্ত অপরিষ্কৃত, স্বপ্ন মলিন, মস্তক রুদ্ধ, গ্রীস ও হস্ত বিকৃত এবং যে মন্দবুদ্ধি মূঢ়-বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূঢ়াদি ত্যাগ-কর্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি অর্ধপদ ধুইয়া শয়ন করে বা চরণ না ধুইয়া শয়ন করে, যে বস্ত্রহীন হইয়া নিজা যায়, সন্ধ্যাকালে বা দিবাভাগে শয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে আমি কখনও চরণ অর্পণ করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অস্ত্র অঙ্গ স্পর্শ করে বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দন করিয়া যে বিষ্টামূঢ়-ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চয়ন করে, যে ব্যক্তি নথ দ্বারা তৃণ ছেদন এবং ভূমি খনন করে, বাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা আমার কৃপা পায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক আশ্রয়ন্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে আমার স্থান নাই। যে মন্দবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন, মৎস্যকারক, পানী এবং মজ্জ ও বিষ্ঠা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক ও দেবল, যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ বিবাহকর্ম বা অন্ত্র ধর্মকার্যের ব্যাঘাত করে এবং দিবাভাগে মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সকল ব্যক্তির গৃহে গমন করি না। (ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণেশখং ২১, ২২ অং)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীন লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি কোন স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তদন্তরে বিষ্ণুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

“মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীন লক্ষ্মী পূজিত কেশবঃ।

কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা ॥

—শ্রীকৃষ্ণাচ।

গুরাঃ পারাবতা বত্র গৃহিণী যত্র চোচ্চলা।

অকলহা বসতিবত্র তত্র কৃষ্ণ বসামাহম্ ॥

ধাত্ত্ব সুবর্ণসূক্ষ্ম তত্পুষ্ণ রজতোপমাঃ।

অন্নৈকভূজ্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসামাহম্ ॥” (কন্দপুং লক্ষ্মীচরিত্র)

যে স্থলে গুরুবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী স্ত্রীমরী ও কলহ-হীনা, তথায় আমি অবস্থান করি। যে যে স্থলে ধাত্ত্ব সুবর্ণসূক্ষ্ম এবং তত্পুষ্ণ রজতবর্ণ, অন্ন ভূষিত অর্থাৎ পরি-কৃত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। বাহার প্রিয়বাক্যভাবী, বুদ্ধোপসর্বা, প্রিয়দর্শন, অন্নপ্রদাপী এবং অদীর্ঘজীবী, বাহার ধর্মশীল, জিতেপ্রিয়, বিভাবিনীত, অগর্কিত, জনানুরাগী ও বাহার পরোপতাপী নহে, আমি সর্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। বাহার দীর্ঘকাল ধরিয়া দান ও কৃত ভোজন করে, স্নান পুষ্প পাইয়া জ্ঞান করে না, নথ্য-স্ট্রীকে দর্শন করে না, সেই সকল লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটা মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়।

আমলক ফল, গোময়, শম্ব ও গুরু বস্ত্র, পদ্মাংগল, চন্দ্র, মহেশ্বর, নারায়ণ, বসুন্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন।

যে সকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞাভাবিত্তী, এবং পতির ভুক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তোষী, ধীরা, প্রিয়বাসিনী, সোভাগ্যযুক্তা, লাভ্যমরী, প্রিয়দর্শনা, শ্রামা, মৃগাকী, স্তম্ভীলা, পতিভ্রতা এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রীতে আমি সর্বদা অবস্থান করি।

পুত্র ও পর্ষ্যুত পুন্স্রাণ, বহুব্যক্তির সহিত শয়ন, ভ্রাসনে উপবেশন এবং যিনি কুমারীগমন করেন, লক্ষ্মী তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিত্তদ্বার, জিহ্বা, বহি, ভ্রু, দ্বিজ, গাভী, ভূষ, শুক্র এই সকল দ্রব্য পাদ দ্বারা সংস্পর্শ-কারী লক্ষ্মীহীন হইয়া থাকে।

(কন্দপুং লক্ষ্মীকেশবসংবাদে লক্ষ্মীচরিত্র)

গুরুপুণ্য ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ প্রভৃতিতেও এই লক্ষ্মীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যলভ্যে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা।

স্বর্গ দেবগণ কর্তৃক লক্ষ্মী পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ভারতেও তিনি লোক কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে। বিষ্ণু এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিন মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পূজা হইয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষ্মীর ‘ধন্দপুজা’ পূজা কহে। লক্ষ্মী-পূজা করিয়া তদুদ্দেশ্যে হবিষ্যাদি হইয়া নিরমপালন করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় ‘পালনী’ কহে।

তদ্রূপে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। গুরুপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে শুক তিথিকালের যদি যোগ না হয়, হইলে

রবি ও সোমবারে পূজা করা যাইতে পারে, এই পূজার বৃহস্পতিবার মুখ্য এবং রবি ও সোমবার গৌণ। বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিতে পূজা করাই বিশেষ প্রশংসিত। ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষ আছে যে, পৌষমাসে দশমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী। তিথি প্রতিপদ, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দশী, পঞ্চমী, চতুর্দশী, ষাটমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপরাহ্নকাল, ত্রাহস্পতি দিন, ও রাত্রিকালে এই পূজা করিতে নাই। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্নভাদ্রপদ এই চারিটা নক্ষত্র ও কৃষ্ণপক্ষে কখন পূজা করিবে না।

একটা আটকবাগ্ন পূর্ণ করিয়া তাহা নানাতরঙ্গভূষিত করিবে, পরে ঐ আটক অঙ্গক গুরুপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। এই পূজার পৌষমাসে পিষ্টক, চৈত্রমাসে পরমার এবং ভাদ্রমাসে পিষ্টক ও পরমার এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা পূর্ণমুখে পূজা করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই লক্ষ্মীপূজা করেন, তিনি ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া অন্তকালে বিম্বলোকে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজা জীলোকে করিবে, এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইবে, তথায় ঘটাবাত্ত করিতে নাই। ঝিটী ও কাঞ্চন পুষ্পদ্বারা লক্ষ্মীপূজা করিবে না। পদ্মদ্বারা লক্ষ্মীপূজা বিশেষ শুভজনক। \*

\* “পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েৎ: শ্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ।

সিংহে ধনুর্বি মীনে চ হিতৈ নমস্তুরজনে।

প্রত্যক্ষং পূজয়েন্নক্ষত্রং গুরুপক্ষে শুভাঙ্গিনে।

নাশরাত্রে ন রাত্রৌ চ নাসিতৈ ন ত্রাহস্পতি।

ষাটমীটকৈব নন্দায়াং রিক্তায়াং নিরশকে।

ত্রয়োদশ্যাং তথাষ্টম্যাং কমলাং নৈব পূজয়েৎ।

ন পূজয়েৎ শনৌ ভোমে ন বুধে নৈব ভার্গবে।

পূজয়েত্তু শুক্রাবীরে চাশ্রান্তে রবিনোময়োঃ।

শুক্লাবারে বি পূর্ণা চ বজ্রেন যদি লভ্যতে।

ভক্ত পূজ্যা তু কমলা ধনপূজাবিধিনী।

ন কুর্ধ্যাৎ এধমে মাসি নৈব কুর্ধ্যাৎ নিরজম্।

ন ষটীং বাহরং ভক্ত নৈব ঝিটী: প্রদাপয়েৎ।

পৌষে চ দশমী শত্বে চৈত্রকে পঞ্চমী তথা।

নভতে পূর্ণিমা জেরা শুক্লাবারে বিশেষতঃ।

আটকং ধাতুসম্পূর্ণং নানাতরঙ্গভূষিতম্।

হৃদয়গুরুপুষ্পেণ গুরুপক্ষে প্রপূজয়েৎ।

পৌষে তু পিষ্টকং দদ্যাৎ পরমারক চৈত্রকে।

পিষ্টকং পরমারক নভতে তু বিশেষতঃ।

এই লক্ষ্মীপূজার লক্ষ্মী, নারায়ণ, ও কুবের এই তিনজনের পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিনে সরস্বতীর পূজা এবং সরস্বতী পূজার দিনও লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

ত্রয়োবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীদেবী খেতবর্ণা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।

“খেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃষ্টা মনোহরা

শরৎপার্বণকোটীমুপ্রভাপ্রজ্ঞাচিতাননা।”

(ত্রয়োবৈবর্তপুং প্রকৃতিঃ ৩৫ অং।)

কিন্তু অল্প স্থলে ইনি গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যে ধ্যানে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানাম্বসারে ইনি গৌরবর্ণা।

ধান—

“পাশাকমালিকান্তোজ্জ্বলগিতির্ধাম্যাসৌম্যয়োঃ।

পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েক শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥

গৌরবর্ণাং সুরপাকং সর্কালঙ্কারভূষিতাম্।

রৌপ্যপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

কন্দপুরাণোক্ত ধ্যান—

“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্তবর্ণরজতপ্রভাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদনমাবহাম্॥

গৌরবর্ণাং দ্বিত্বজাং সিতপদ্মোপরিহিতাম্।

বিকোর্বকঃস্থলস্থাকং জগদ্ধোভাপ্রকাশিনীম্ ॥”

‘শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্ষ্মী,

পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, কমা, তুষ্টী, পুষ্টী, কান্তি, মেধা, বিজ্ঞা, রমা, ঐশ্বর্য, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও নারায়ণপ্রিয়া ইহাদিগকে লক্ষ্মীবীজ\* শ্রীং এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারায়ণ এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পূজা বিধেয়।

\* ধ্যানেদাত্তাং সদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।

ততঃ পূজাদিকং কুর্ধ্যাৎ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নম ইত্যুচ্য।

শুক্লাবারসম্যুক্তা নভতে পূর্ণিমা শুভা।

কমলাং পূজয়েত্তত্র পুনর্জন্ম ন বিভাতে।

একেন কমলানৈব কমলাং পূজয়েৎযদি।

ইহলোকে স্থখং আশ্য পরমং কেনবাং ত্রয়েৎ।

প্রাচ্যুদী পূজয়েন্নক্ষত্রং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্।

গুরুপুষ্পদ্বারা পূর্ণিমা বৈশ্যাক্যপাচ্যটকৈঃ।

নভবারেতৈ নত্রেণ গজেনাবাহরেন্দ্রোঃ।

জিয়ে জাত ইতি ষাট্যং পুষ্পরাবাহরেন্দ্রোঃ।”

(কন্দপুরাণভূত দৃষ্টি)

ন কৃষ্ণপক্ষে রিক্তায়াং দশমী ষাটমী চ।

অবধাতি চতুর্দশী লক্ষ্মীপূজা ন কারয়েৎ। (কালক্রিয়া)

লক্ষ্মী: পরাশরা পরা কমলা শ্রীধৃতি: কমা।

তুষ্টি: পুষ্টিত্বা কান্তিরেধা বিভা রমা ক্রতি: ॥

হরিপ্রিয়া তথা বিকো: প্রিয়া নারায়ণ চ।

এতাভি: সপ্তদশতির্লক্ষ্মীবিজ্ঞানির্ভরয়েৎ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাক নমোহস্তেন প্রণম্যয়েৎ।

বীষণক কুংবরক পূজয়েত্তদনন্তরম্ ॥” ( স্বল্পপু. লক্ষ্মীচ. )

তন্ত্রসারে লক্ষ্মীর মন্ত্র ও পূজাদির বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

“অথ বাক্যে প্রিয়ো মন্তান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্।

বস্তা: কটাক্ষমাত্রেন ত্রৈলোক্যমপি বর্জিতে ॥” ( তন্ত্রসার )

‘শ্রীং’ এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

পূজাপ্রণালী—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পূজা প্রণালী অনুসারে পীঠস্তানাদি সকল কর্তব্য করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া পীঠপূজাদি করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

“কান্ত্যা কাকনসমিভাং হিমগিরিপ্রাথ্যেচ্চতুর্ভুজগঞ্জ-

হৃতোংকিণ্ডহিরণ্ময়ামৃতবটেরাষিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।

বিভ্রাণাং বরমজ্জগ্গমভয়ং হন্তে: কিরীটোচ্ছলাং

কৌমাবহনিতম্ববিদ্যালিতাং বন্দেহরবিদ্যাস্থিতাম্ ॥”

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া বিসর্জনাদি কর্তব্য সমাপন করিবে। লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরস্চরণ ষাটশ লক্ষ অংগ।

মন্ত্রান্তর—‘ওং শ্রীং হ্রীং ক্লীং’ এই লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্ভুজফলপ্রদ। এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে সুখসৌভাগ্যাদি সম্পদ লাভ হয়। ইহা ভিন্ন ‘নম: কমলবাসিন্তে স্বাহা’ এই দশাক্ষর মন্ত্রও সকল অতীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ।

মহালক্ষ্মীমন্ত্র—‘ওং হ্রীং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেলা জগৎপ্রস্থতো নম:’ এই ষাটশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

এই সকল পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম তন্ত্রসারে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বাহ্যভাষ্যে তাহা লিখিত হইল না। ( তন্ত্রসার ) তন্ত্রসারে লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচাদির বিবরণ বিস্তৃত হইয়াছে, যিনি প্রতিদিন লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচ পাঠ করেন, তাহার পরিত্রতা থাকে না এবং নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। [ শ্রী দেখ। ]

আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও কার্তিকী জ্যৈষ্ঠের দিন দীপাবিতা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

[ দীপাবিতা ও কোজাগরী শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

• ২ চূর্ণা।

“ভূতি: সিদ্ধিরিতি ধাতা প্রিয়া সংশ্রয়াজ্ঞ বা।

লক্ষ্মীর্বা ললনা বাপি ক্রমাৎ সা কস্তিরচ্যতে ॥” ( দেবীপু. ৫৫অ )

৩ সম্পত্তি। ৪ শোভা। ৫ ঋকোবধ। ৬ বৃদ্ধিনামোবধ।

৭ ফলবান্ বৃক্ষ। ( মেদিনী ) ৮ সীতা। ৯ বীরপত্নী।

( শঙ্করভা. ) ১০ হলপয়িনী। ১১ হরিজ্ঞা। ১২ শমী।

১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা। ( রাজনি. ) ১৫ মোক্ষপ্রাপ্তি।

( চণ্ডীটীকার নাগেশচট্ট ) ১৬ পদ্ম। ১৭ বেততুলসী।

১৮ মেঘশৃঙ্গী। ( বৈভবকনি. )

লক্ষ্মী, একজন বিহবী ক্রীকবি। [ লক্ষ্মীদেবী দেখ। ]

লক্ষ্মীক ( বি ) লক্ষ্মীবস্ত্র। সৌভাগ্যযুক্ত।

লক্ষ্মীকবচ, ধারণীর মন্ত্রোবধভেদ। আগমসার, কুর্দপুরাণ ও স্বল্পপুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীকান্ত ( পুং ) লক্ষ্ম্যা: কান্ত:। ১ নারায়ণ। ২ কল্লোলেশ-লক্ষ্মীকান্ত নামক দেবভাভেদ।

লক্ষ্মীকান্ত ম্যায়ভূষণ ( ভট্টাচার্য্য ), রথপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা গিরীশচন্দ্রের আর্থনাট্যসারে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকুমার তাতাচার্য্য, লম্বাভাবপ্রকাশিকা ও সারচক্রিকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মীকুলার্ণব ( পুং ) তন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীগৃহ ( ক্লী ) লক্ষ্ম্যা: গৃহ: আবাসস্থানং। ১ রক্তোৎপল। ২ লক্ষ্মীবৈশ্ব, লক্ষ্মীর আলয়।

লক্ষ্মীচন্দ্র মিশ্র, শৈবকর্মসমুদ্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীজনর্দিন ( পুং ) লক্ষ্ম্যা সহিতো জনর্দিন:। শালগ্রাম-শিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ—একদ্বারে চারিটা চক্র বিভ্রমান, নবীন নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম শিলাকে লক্ষ্মীজনর্দিন কহে।

“একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্।

লক্ষ্মীজনর্দিনো জ্যেয়ো রহিতো বনমালয়া ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপু. প্রকৃতিখণ্ড ও দেবীভাগ. ৯২৪।৫২ )

২ লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীতাল ( পুং ) লক্ষ্মীমূলতাল:। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। ( রাজনি. )

২ তালভেদ, তৌর্ধারিকের পরিচ্ছিন্নবিশেষ।

“যৌ লো গৃহৌ বিরামাতৌ দলৌ পূর্ববিরামক:।

বিরামাতৌ ক্রন্তৌ লম্চ ক্রন্তৌ লম্বুবিরামক: ॥”

( সঙ্গীতদামো. লক্ষ্মীতাল )

লক্ষ্মীত্ব ( ক্লী ) লক্ষ্মীভাবে স্ব। লক্ষ্মীর ভাব বা ধর্ম। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মীদত্ত, ১ সহমন্ত্রিকাটীকা ও হিরাঙ্গদীপিকাটীকা-রচয়িতা।

২ পাণ্ডুবচরিতকাব্যপ্রণেতা। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র।

লক্ষ্মীদত্ত আচার্য্য, আকাশনিরূপণ নামক জ্ঞানগ্রন্থ, বচনভূষণ ( বেদান্ত ) এবং পদার্থদীপিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।



লক্ষ্মীদাস (পুং) যোগশতকগ্রন্থপ্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস, ১ অমরান-লক্ষণপ্রণেতা। ২ যোগশতক নামক গ্রন্থ-  
কর্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি শুকসন্দেহ কাব্য রচনা  
করেন। ৪ ভাস্কর্য্যার্থকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিত-  
তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার, বাচস্পতি মিশ্রের পুত্র ও  
কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।  
লক্ষ্মীদেব, মন্মথের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। শ্রীকণ্ঠচরিত  
কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মীদেবী (স্ত্রী) মিথিলারাজ চক্রসিংহের মহিষী। লক্ষ্মীমা ও  
লক্ষ্মীমা নামে প্রসিদ্ধ। বিবাহচক্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরমিশ্র  
ও মিতাক্ষরা-টীকারচয়িতা বালভট্ট ঠাহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত  
হন। রাণী স্বয়ং পণ্ডিতদিগের যত্নে মিতাক্ষর্য্যাবাখ্যান নামক  
প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা-টীকা রচনা করেন।

লক্ষ্মীধর, ১ একজন কবি। পদ্মাবতীতে ইহার উল্লেখ আছে।  
২ দ্রাবিড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ভোজপ্রবন্ধে ইহার বিবরণ  
বর্ণিত হইয়াছে। ৩ অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৪ চক্রপাণিকাব্য  
ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা। ৫ পিল্লাটীকাপ্রণেতা। বৃন্দরত্নাকরাদর্শে  
ইহার নামোল্লেখ আছে। ৬ শ্রুতিকল্পরত্ন বা গৃহস্থকাণ্ডরচয়িতা।  
৭ গণিতপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি নাগনাথের ভ্রাতা ও নিম্বদেবের  
পুত্র। ৮ বড়ভাষাচক্রিকা-রচয়িতা; ইনি কোণ্ডভট্টের শিষ্য  
এবং যজ্ঞেশ্বর ভট্টের পুত্র। ৯ ইষ্টিকারিকা-প্রণেতা। শ্রীকণ্ঠের  
পুত্র ও বিভাধরের পৌত্র। ১০ বিরুদ্ধবিধিবিধংস নামক গ্রন্থের  
রচয়িতা। মল্লদেবের পুত্র ও বামনের পৌত্র।

লক্ষ্মীধর আচার্য্য, নামচিন্তামণি, জায়ভাস্কর ও ভগবদ্রাম-  
কৌমুদীরচয়িতা। বিট্টলাচাধ্যের পুত্র। অনন্তানন্দ রঘুনাথ  
যতি ও শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীর নিকট ইনি শিক্ষা সমাপন করেন।

লক্ষ্মীধর কবি, স্মৃতিতমকরন ও জায়মকরন-রচয়িতা।

লক্ষ্মীধর দেশিক, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীধর ভট্ট, ১ কুণ্ডকারিকা-রচয়িতা। ২ কৃত্যকল্পতরু-  
প্রণেতা। ইনি কান্তকূড়াধিপতি রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী  
ও মহাসন্ধিবিশিষ্ট দ্বয়ধরের পুত্র। দানকল্পতরু, রাজধর্ম্ম-  
কল্পতরু ও ব্যবহারকল্পতরু নামে ইহার রচিত আরও তিনখানি  
খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই  
অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্মীধরসেন, একজন বৈজ্ঞ পণ্ডিত। কাকুৎস্থাসেনের পুত্র ও  
সাজ সেনের পৌত্র। তত্ত্বচক্রিকা নামী চিকিৎসাসংগ্রহটীকা  
প্রণেতা শিবদাসসেন ইহার প্রপৌত্র।

লক্ষ্মীনরসিংহ, ১ বিলাস নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। বিশেষণ-  
ধরবৈয়াক্য নামক জায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

লক্ষ্মীনাথ, গোপালার্জনচক্রিকা রচয়িতা।

লক্ষ্মীনাথ ভট্ট, পিল্লাথপ্রদীপপ্রণেতা রায়ঃ ভট্টের পুত্র ও  
নারায়ণের পৌত্র। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।  
২ একজন পণ্ডিত। বৃত্তমৌক্তিকপ্রণেতা চন্দ্রশেখর ইহার পুত্র।  
লক্ষ্মীনাথ মিশ্র, লীলাবতীটীকা ও সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা নামক  
দুইখানি টীকা ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মানু, শিশুপালবধ্যাখ্যা রচয়িতা। নারায়ণ শর্ম্মার  
পুত্র ও বংশীধর শর্ম্মার পৌত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ, ১ উপশমার্য্য, কাণীতোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, দেব্যাষ্টক,  
নীরাঙ্গনপদ্মালিঙ্গবিবর্তিত, পাণ্ডুলাবৃত্তিপ্রকাশ, প্রাতঃ-  
স্মরণাষ্টক, ভারতীনীরাঙ্গন, মঙ্গলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্র-  
পঞ্চদশী, রামপঞ্চদশীকল্পলতিকা, বিদ্যাবাসিনীদশক, বিশ্বেশ্বর-  
নীরাঙ্গন, বিষ্ণুনীরাঙ্গন, শঙ্করাষ্টক, শিবদশক, শিবতোত্র, সূর্য্যযট্-  
পদী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ তত্ত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক  
বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দারাদিকারিক্রমপ্রণেতা। ৪ লঘুসংগ্রহ  
নামক জ্যোতির্গর্হরচয়িতা। ৫ শ্রুতবোধটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনারায়ণ, কুর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ।  
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তালুপ্রদেশবাসী গোড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে  
সেই বিদ্রোহবল্লি দক্ষিণ-কাণড়া হইয়া কুর্গরাজ্যে বিস্তারলাভ  
করে। এই সময়ে অভ্রম্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর প্ররো-  
চনায় দেওয়ান লক্ষ্মীনারায়ণ ইংরাজের শত্রু হইয়া উঠেন। কিন্তু  
বিশ্বত কুর্গসেনার সাহায্যে শীঘ্রই দেওয়ানজীর উচ্চম ব্যর্থ হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ (পুং) লক্ষ্ম্যায়িতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলা-  
বিশেষ। ইহার লক্ষণ,—যে শালগ্রাম শিলায় একদ্বারে চারিটা  
চক্র, যোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিত, অর্থাৎ বনমালা-চিহ্নযুক্ত।  
“একদ্বারে চতুঃচক্রং বনমালাবিভূষিতম্।

নবীননীরদাকারং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ)

লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, ব্যবহাররত্নমালা নামক নীতি-  
কার। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টা-  
চাধ্যের পুত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ যতি, জায়মুক্তরচয়িতা ব্যাসতীর্থ বিন্দুর গুরু।  
লক্ষ্মীনারায়ণ (রাজা), কোচবিহারের একজন রাজা। বাল-  
গোবিন্দীর পুত্র ও নরনারায়ণের পৌত্র। ইনি রাজা মানসিংহকে  
১০০৫ হিঃ সর্ধর্দনপূর্ব্বক স্বরাজ্যে লইয়া যান। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ  
পর্যন্ত ইনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণব্রত, ব্রতবিশেষ।

লক্ষ্মীনিবাস, শিষ্যহিতৈষী নামী মেঘদূতটীকাপ্রণেতা।

রত্নপ্রভাহরির শিষ্য ও শ্রীরঙ্গের পুত্র। ইনি ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থরচনা করেন।

লক্ষ্মীনিবাস (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ নিবাসঃ। লক্ষ্মীর নিবাসস্থান।

লক্ষ্মীনৃসিংহ (পুং) লক্ষ্মীযুতো নৃসিংহঃ। শালগ্রামশিলাবিশেষ।

লক্ষণ—ঘিচক্র, বিষ্ণুতান্ত্র ও বনমালাবিভূষিত, এই শালগ্রাম গৃহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভপ্রসঙ্গ।

“ঘিচক্রে বিষ্ণুতান্ত্রক বনমালাবিভূষিতম্।

লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাম্ স্তম্ভপ্রদম্ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ)

লক্ষ্মীনৃসিংহ, ১ সর্পতোষিলাস নামক সত্যনিধিবিলাসের টীকাকার। ২ অনঙ্গ-সর্পের ভাল-রচয়িতা। নৃসিংহাচার্যের পুত্র। ৩ অমলানন্দকৃত বোম্বাইরত্নর আভোগ নামক টীকা ও তুর্কীশিকাগ্রণেতা। কোণ্ড ভট্টের পুত্র।

লক্ষ্মীনৃসিংহকবচ, (স্ত্রী) ধারণীয় মন্ত্রোৎপত্তিশেষ।

লক্ষ্মীনৃসিংহ ভট্ট, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রমলশার-রচয়িতা শ্রীপতির পিতা।

লক্ষ্মীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি ইষ্টদর্পণোদাহরণ, জাতকচিন্তামণি, জৈমিনিমুদ্রটীকা, কুব্জরঞ্জন, নীলকণ্ঠটীকা, পদ্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টীকা, মকরন্দসারিণী, মুহূর্তসংগ্রহটীকা, শঙ্খবিচার, শিষ্যবোধটীকা, বোড়শযোগব্যাখ্যান, সত্রাড়যন্ত্র, সারণী, হিম্মাজদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নৃপনীতি-গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্যগ্রণেতা। ৪ আশ্রমরত্নরচয়িতা। ইনি ইন্দ্রপতির শিষ্য। ৫ ছন্দোদ্যম বিচরণা-গ্রণেতা রামচন্দ্রের গুরু।

লক্ষ্মীপতি (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ। ১ বায়ুদেব। ২ নরপতি, রাজা।

“অথ কাম্যেব নিরন্তরিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেসি স্তম্ভস্ত সাধনম্।

বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম্যাক্ষু কং জটাদরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্ ॥”

(কিরাত ১৪৪) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ। ৪ পুং।

লক্ষ্মীপাশা, বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম।

• মধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে রাঢ়ীশ্রেণীর বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস আছে।

লক্ষ্মীপুত্র (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পুত্রঃ। ১ কামদেব। ২ ঘোটক।

৩ কুল। ৪ লব। ৫ (দেশজ) ধনবান্ ব্যক্তি। লক্ষ্মীর বরপুত্র।

লক্ষ্মীপুর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভদ্র।

লক্ষ্মীপুর, রাজাজ্যপ্রেসিডেন্সীর বিজাপুরাটী জেলায় অন্তর্গত একটা গিরিপথ বা বাট। সমুদ্রতট হইতে ৬ হাজার কিটু উক্ত। অক্ষা° ১২° ৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২০' পূঃ। এই পথ দিয়া পার্বতীপুর হইতে জয়পুর যাপ্তরা যায়।

লক্ষ্মীপুর, একটা প্রাচীন দেবতীর্থ। ব্রহ্মাওপুরাণে লক্ষ্মীপুর-মাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীপুত্ৰ (পুং) লক্ষ্মীযুজঃ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টঃ পুণ্ড্রবিবাত্ত।

১ পদ্মরাগমণি। (স্ত্রী) লক্ষ্মীপ্রিয়ঃ পুত্ৰঃ। ২ পুং।

লক্ষ্মীপূজা (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যাঃ পূজা। ১ লক্ষ্মীদেবীর পূজা। ২ ব্রত-বিশেষ। [লক্ষ্মীপূজা দেখ।]

লক্ষ্মীপেঁচা, পেচকজাতীয় ক্ষুদ্রাকার পক্ষিভেদ (Strix flammea)। ইহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রারঞ্জিত সিন্দূরবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ছাপ আছে। [পেচক শব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীযক্ষ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ স্তনজং কলং যত্নঃ। বিশ্বরূক্ষ (রাজনিঃ)

লক্ষ্মীমল্ল (দেওয়ান), একজন শিক্ষকদার। সিদ্ধপ্রদেশে শিক্ষাবিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎপ্রদেশে শাসনার্থ নানা স্থানে শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবনম্বর ও মুলরাজ যে সময়ে মুলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীমল্ল উত্তর-দেওয়াজাতের শাসনভার গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সোলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন।

লক্ষ্মীযজুস্ (স্ত্রী) মন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীয়া, বাঙ্গালায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটা শাখা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরসীমান্তবর্তী তোক গ্রামে মূল নদকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যেখনা-ধলেশ্বরীসঙ্গমের অদূরে ধলেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (অক্ষা° ২৩° ৩৪' উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩৪' পূঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর এই নদীর কূলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিষ্কার ও সুশীতল, উভয় তীরে বনরাজি বিরাজিত থাকায় তটশোভা বিশেষ মনোহারিণী হইয়াছে। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নদীতে জুয়ার ভাটা খেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পার হওয়া যায়। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই নদীর জলস্রোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে।

লক্ষ্মীরমণ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ রমণঃ। নারায়ণ।

লক্ষ্মীবৎ (পুং) লক্ষ্মীঃ শোভাহৃত্যন্ততি মতৃপা, মস্ত্র বঃ।

১ পনসবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ খেতরোহিতবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩। ১৪৯। ৫২) (ত্রি) ৪ শ্রীযুক্ত। ৫ ধন-

বান্। পর্যায়—লক্ষণ, শ্রীল, শ্রীমান্।

“শেষে ধরাতরাক্রান্তে শেষে বিশ্বস্তরঃ শ্রিরা।

লক্ষ্মীবস্তো ন পশ্যতি দ্রুংদহাং পরধননাম্ ॥” (উত্তট)

৩ অশ্বথবৃক্ষ। (বৈজয়ন্তিনঃ)

লক্ষ্মীবস্তী, দৌধরীরাজ জৈনবর্গীর মহিষী।

লক্ষ্মীবর্ষদেব (পুং) মালবের পরমারবর্গীর একজন হিন্দুরাজ।

রাজা মালবর্গীর পুত্র। ইনি রাজ্যাপহারী অজয়বর্গীর নিকট হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিধির করিয়া লইয়া স্বমানে রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি উজ্জয়িনী-সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পরে পৌত্র উদয়বন্দ্যদেব সিংহাসন অধিকার করেন।

লক্ষ্মীবল্লভ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ বল্লভঃ। ১ বিহু। ২ প্রাচীন গ্রন্থ-কারভেদ।

লক্ষ্মীবসতি (স্ত্রী) পদ্মপুপ।

লক্ষ্মীবহিষ্কৃত (সি) ধনহীন। ঐর্থ্যাশুশ্র। চলিত কথায় 'লক্ষীছাড়' বলে।

লক্ষ্মীবাস্তি, একজন মহারাষ্ট্র ভূম্যধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে কোশলে ধৃত করিয়া ইংরাজকে সমর্পণ করেন। [চান্দা দেখ।]

লক্ষ্মীবাস্তি (পুং) রহস্যপতিবাস্তি—ঐ দিন লক্ষ্মীর পূজা প্রশস্ত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল, বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী;—মস্তিষ্কা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাঠ, ব্যাড্রী (গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়বৃক্ষ, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মূতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধকর দ্বারা তিল তৈল ৪ সের প্রথম পাক করিবে। পরে জটমাংসী, মুরমাংসী দনা, চম্পকপুপ, প্রিয়ঙ্গু, গুড়বৃক্ষ, গেটেল, বালা, কুড়, মরুবকপুপ, পিড়িশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, কুন্দুরখোটা, নগী, নালুকা গুলফা প্রত্যেক ১ পল; ইহার দ্বারা দ্বিতীয় কড় পাক করিবে। অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, যেতচন্দন, জাতীপুপ, খাটানী, কঁকলা, অগুরু, লতা-কস্তুরী, কুম্ভকুম্ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কড় পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে খাটানী উদ্ধৃত করিয়া উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। অথবিশ—বিষাদি পঞ্চপল্লব কাথ দ্বারা প্রথম কড় পাক করিবে, গন্ধাষু দ্বারা দ্বিতীয় কড় এবং অগুরু ধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কড় পাক করিবে। এই তৈলেও গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা মহান্নগন্ধি তৈল নামে খ্যাত।

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্না° বাতাবি°)

লক্ষ্মীবিলাসরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—অত্র ৮ তোলা; পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বৃক্ষদারকবীজ, সিন্ধিবীজ, ভূমিকুয়াওমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলমূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র পানের রসে মাড়িয়া ৩ গুণ্য প্রমাণ বটা করিতে হইবে। অল্পপান হৃদ্ব, দধি ও কাঁজি

প্রভৃতি। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর, প্রমেহ, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অরাদি°)

২ কাশাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—পারদ, হরি-তাল প্রত্যেক দুই ভাগ, ঋপর, বঙ্গ, কান্তলৌহ, অত্র, তাম্র, কাংস্থ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কেণ্ডরের রসে ভাবনা দিবে, পরে উহা কুলথকলায়ের রসে ৭ বাস ভাবনা দিয়া এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক একভাগ মিশাইয়া চণক পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। অল্পপান শীতলজল। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার কাশ আশু প্রশ-মিত হয়। ঔষধসেবনকালীন পথ্য—মৎস্ত, মাংস, হৃদ্ব ও স্নিগ্ধভোজন। শাক, অন্ন, ভাজা ও পোড়া জিনিস নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ক্ষয়কাশ, ঝাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোণ, শূল, প্রমেহ, ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক।

(রসেন্সারস° কাশাধি°)

৩ বাতব্যাধিনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—কৃষ্ণ-অত্র, পারদ, গন্ধক, বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুয়াও, কৃষ্ণধূতুরবীজ, হিজলবীজ, বৃক্ষদারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাজের বীজ, জাতীফল, জৈত্রী, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণভস্ম ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া চণক পরিমাণ বটা করিতে হইবে। অল্পপান ত্রিফলার জল বা দোষের বলাবল অল্পসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক। (রসেন্সারস° বাতব্যাধিরোগাধিকা°)

৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জায়ফল, জৈত্রী; বৃক্ষদারক বীজ, ধূতুরবীজ, ভাজের বীজ, ভূমিকুয়াও, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুল, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেক ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া পানের রসে মর্দন করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ঘোর সন্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ঔষধ সেবনানন্তর হৃদ্ব, দধি, মাংস, স্নান প্রভৃতি পানে কাম-বৃদ্ধি ও বৃদ্ধ যুবাব শ্রায় হয়। কদাচ শুক্রক্ষয় ও লিঙ্গ শিথিল হয় না। মত্তহস্তীর শ্রায় বলী হইয়া নিত্য শত ক্রীড়াসংগে সক্ষম হয়। নেত্রের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মহাত্মা নারদের উপদেশে জগৎপতি ভগবান বাসুদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর বলভ হইয়াছিলেন। (রসেন্সারস° রসায়নাধিকা°)

লক্ষ্মীবেষ্ট (পুং) লক্ষ্মীযুক্ত বেষ্টঃ। ত্রীবেষ্ট নামক লুগন্ধ  
দ্রব্য, সৰণনির্ধাস। (রাজনিঃ) চলিত তর্পিন্ (Turpentine)  
লক্ষ্মীশ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ স্তনঃ। ১ বিষ্ণু। ২ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি।  
৩ আত্মবৃক্ষ।

লক্ষ্মীশ সূরি, জৈনস্রিভেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মন্ত্রদেবতা-  
প্রকাশিকা নামক গ্রন্থরচয়িতা বিষ্ণুদেবের পিতা।

লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) হলপয়িনী। (বৈভকনিঃ)

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, মিথিলার একজন রাজা। ইনি উবাহরণ  
নাটকপ্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন।

লক্ষ্মীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র বা বরপুত্র। ২ রাজা বা  
ধনী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীসনাথ (ত্রি) রূপ ও ঐশ্বর্যশালী।

লক্ষ্মীসাগর সূরি, জৈনস্রিভেদ। ইনি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ  
করেন, ইহার শিষ্য শুভাশীল গণি পঞ্চশতীপ্রবন্ধসম্বন্ধে ও দ্বাভ-  
পঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজা। রাণী কমলেশ্বরীর  
পুত্র। (দেশাবলী)

লক্ষ্মীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্দ্রবংশবংশীয় একজন রাজা।  
১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন।

লক্ষ্মীসমাহবরা (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যা সহ আশ্রয়ো যন্তাঃ। নীতা। (শব্দরঃ)

লক্ষ্মীসংজ্ঞ (পুং) লক্ষ্ম্যা সহ জ্ঞাতঃ ইতি জন-ড, ক্ষীরাক্ষিজাত-  
তাদস্ত তথাক্। চন্দ্র। শব্দরত্নাঃ)

লক্ষ্মীসূক্ত (স্ত্রী) ত্রীহুক্ত। [ ত্রীহুক্ত দেখ ]

লক্ষ্মীসেন (পুং) কথাসরিংসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (৬৬।১৭৩)

লক্ষ্মীস্তোত্র (স্ত্রী) লক্ষ্মীদেবীর স্তব।

লক্ষ্মীশ্বর (লক্ষ্মীশ্বর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজেন-  
সীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৫° ৭'  
১০" উঃ এবং ৭৫° ৩০' ৪০" পূঃ। এখানে কএকটি প্রাচীন  
দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

লক্ষ্ম্যারাম (পুং) লক্ষ্ম্যা আরামঃ। বনভেদ। (শব্দমাঃ)

লক্ষ্য (স্ত্রী) লক্ষ্যতে বসিতি লক্ষ-ণ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্যায়—  
লক্ষ্য, শরবা, প্রতিকার, বেধা, বেধ। (ত্রি) ২ দর্শনীয়। ৩ ব্যাজ।  
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাভ্রযষ্টং

ভিষা নিরাক্রামদরালকেশঃ।" (রঘু ৬।৮১)

৪ অমুমের। ৫ লক্ষ্যশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ।

"অর্থো বাচ্যন্ত লক্ষ্যন্ত ব্যজশ্চেতি ত্রিধামতঃ।" (সাহিত্যদঃ ১০)

বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যাজ এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষ্য-  
শক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষ্যশব্দ দেখ]

লক্ষ্যক্রম (ত্রি) ১ যে অজ্ঞাত প্রণালীদ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর আকার

ও ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। ২ কাব্যোক্তিভেদে অনির্দেশ্যবোধক জ্ঞান,  
যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক থাকে না।

লক্ষ্যজ্ঞাত (স্ত্রী) ১ চিন্তামূলীন জ্ঞান। ২ দৃষ্টান্তদ্বারা যে  
জ্ঞান জন্মে।

লক্ষ্যজ্ঞাত (স্ত্রী) লক্ষ্যজ্ঞাত ভাবঃ তন্মূঢ়াৎ। লক্ষ্যের ভাব বা ধর্ম,  
লক্ষ্যজ্ঞ।

লক্ষ্যভেদ (পুং) চিহ্নিতস্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অর্জুন আকাশ-  
মার্গে ভ্রম্যন্ত মৎস্তচিহ্ন চক্রপথে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্যবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধক  
পন্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ।

লক্ষ্যবেধিন্ (ত্রি) চিহ্নবিচ্ছকারী।

লক্ষ্যস্থপ্ত (ত্রি) নিদ্রার ভানকারী।

লক্ষ্যহন (ত্রি) লক্ষ্যং হন্তি হন-কিপ্। ১ লক্ষ্যভেদকারী। ২ তীর।  
লথ, গতি। ভূমিঃ পরমৈঃ সকং সেট্। লট লথতি। ইনিৎ  
লথি লথধাতু লক্ষ্যতি। লুঙ অলক্ষ্যৎ।

লখতার (খান-লখতার), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়  
বিভাগের অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৪৯'  
হইতে ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৬' হইতে ৭২° ৩' পূঃ। থান্  
ও লখতার নামক দুইটা ভূসম্পত্তি ও আক্ষদাবাদ জেলার কএকটি  
গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্গমাইল।

এখানে নদী বা শৈল নাই। অধিকাংশস্থানই সমতল অথচ  
পর্বতসামুদ্রিত উপলব্ধও পূর্ণ। তুলা ও শতাবির চাসই অধিক।  
ধের ও বোরোশেরী মূলসমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে  
একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। থানের কুন্ডার জাতির  
মৃৎ-শিল্প প্রশংসারযোগ্য। জ্বররোগ ব্যতীত এখানে আর অন্য  
পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। স্থানটা বেশ স্বাভাব্য প্রদ।

এখানকার সর্দারগণ তৃতীয়শ্রেণীর লামন্ত বলিয়া গণ্য।  
১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসম্মতে ইহার ও ইংরাজরাজের অধীনতা  
স্বীকারে বাধ্য হন। বর্তমান সর্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪)  
কালাবংশীয় রাজপুত্র। ইনি স্বয়ং রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়া  
থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০। ইনি স্বরাজ্যে পণ্যদ্রব্যের  
কোন শুল্ক গ্রহণ করেন না। জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে  
কর দিতে হয়।

লখন্দ্ৰৈ (লক্ষণদই), বাঙ্গালার প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটি  
শাখা। নেপালের পর্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইতারা গ্রামের  
সন্নিকট দিয়া মুজঃকরপুরজেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে।  
শৌরান্ ও বাসিরাড় নামক দুইটা জলধারার পুষ্টকলেবর হইয়া  
দক্ষিণাভিমুখগতিতে দ্বারবজ-মুজঃকরপুর রাস্তার ৭৮ মাইল  
দক্ষিণে বাঘমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ

উপরিস্থ লৌহসেকুর উপর দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদীতে সীতামাচী পর্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াত হয়। রাজাপতি, হুমড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজবংশ নীলকুমী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

লখনোর, সোহিলখণ্ডের লখিমপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। পূর্বে এই স্থান কাটারিয়া জাতির রাজধানী ছিল। বর্তমান কালে শাহাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কীর্তির অনেকগুলি ধ্বংস নিদর্শন পড়িয়া আছে।

লখনৌত্তী (লক্ষণাবতী), যুক্তপ্রদেশের শাহারগপুর জেলার নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত ও ত্রিভুজ। অক্ষা° ২৯° ৪৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬' পূঃ। প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি ভগ্নদুর্গ এখানে বিদ্যমান আছে।

এই নগর ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত পাঁচখানি গ্রামে পূর্বে হইতে তুর্কজাতির একটি উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীর্ষ্য ও সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দির শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসন্ধারে প্রয়াস পায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহারগপুরের মহারাত্রীর শাসনকর্ত্তা বাপু সিঙ্গে তাহাদের ঔদ্ধত্য দমনে বহুপরিশ্রম করেন। অবশেষে জর্জ টমাসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত হইয়া দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

লখাহাণ্ডাই, বাক্সালার ত্রিহতজেলার প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। লখাত, আসামপ্রদেশের ত্রিহতজেলার সীমান্তস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। পার্শ্বত্যাংশ ও সন্মুখ জাতি তথায় পর্তুজাত নানাদ্রব্য লইয়া আইসে।

লখি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধপ্রদেশান্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী। বহুচত্বানের হালা বা ব্রাহ্মই পর্তুজাতির সহিত সংযোজিত। ইহা প্রায় ৫০ মাইল লম্বা। উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার ফিট। অক্ষা° (মধ্যের) ২৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫০' পূঃ। এই পর্তুতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেবান্ নগর সান্নিধ্যে এই পর্তুতাংশ ক্রমশঃ সিদ্ধনদের সমতল বোলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পর্তুতবন্ধে স্থান বিশেষে সীসক, রসায়ন ও তাম্র পাওয়া যায়।

লখি, সিদ্ধপ্রদেশের কয়াজীজেলার সেবান উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। সিদ্ধনদের পশ্চিমকূলের অধূরে ও লখি-গিরিসঙ্ঘটের প্রবেশপথে অবস্থিত। সিদ্ধ, পজাব ও দিল্লী রেলপথ লখিনগর হইয়া গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে

উক্ত রেলপথের একটি স্টেশন আছে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ ধারাতীর্থ দুই মাইল। ঐ উক্ত প্রস্রবণে গমনার্থ প্রশস্ত রাস্তা আছে।

লখি, সিদ্ধপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৭° ৫১' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪৪' পূঃ। এই নগর হইতে সিদ্ধ, পজাব ও দিল্লী রেলপথের কক্স-জংশন ৩০ মাইল মাত্র। এই নগর বহু প্রাচীন। এখন বর্তমান শীকারপুর বিভাগ বনমালার সমাক্রম তখন সিদ্ধপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বর্দিকা ও লখানা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়াই লখি-নগর পরিগণিত ছিল। এখন সে সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্বসীমান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটি জেলা। ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরবর্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৬° ৫১' হইতে ২৭° ৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৯' হইতে ৯৬° ৪' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১১৫০০ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্তুতময়। মধ্যে মধ্যে পার্শ্বত্যা-জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্তমান অরীণে বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্গমাইল নির্দিষ্ট হইয়াছে। ডিব্রু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ডিব্রুগড় নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার উত্তর সীমায় দফলা, মীরী, আবর ও মিশ্রী শৈলশ্রেণী; পূর্বে মিশ্রী ও সিদ্ধকো-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকৈ পর্তুত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিজ ও দিল্লনদী। উত্তর ও পূর্বপ্রান্তস্থিত শৈলমালায় তত্তরামীয় পার্শ্বত্যা-জাতির বাস থাকায় অত্যাগি পর্তুতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। দক্ষিণসীমা লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্রহ্ম-গবর্মেণ্টের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকৃত হইলেও তদেববাসী বহুসংখ্যক পার্শ্বত্যা-জাতি আজিও স্বাধীনভাবে পর্তুতবন্ধে বিচরণ করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরবর্তী সমতল প্রান্তর ভ্রামল শস্ত-ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিশীর্ণ পর্তুতসমূহ বনমালার বিভূষিত হইয়া আসাম-উপত্যকার এই শ্রেষ্ঠ স্থানকে নানা মনোরম দৃষ্টে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ নানাশাখা বিস্তারপূর্বক হিমালয়-কন্দির পথে নির্গত হইয়াই আসাম-উপত্যকা বিনোদিত করিয়া নিরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ সুবিভূত ধাতুক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বাঁশবন ও কলহুক পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই ভ্রামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া গ্রামবাসী প্রজাবর্গের সুখসুখের পরিচর প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদী এখনকার প্রধান। বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া পর্য্যন্ত স্রীমার যাতায়াত করে, কিন্তু অস্ত্রাঙ্ক ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি “ব্রহ্মকুণ্ড”-তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। দিবঙ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা-নদীদ্বয় হিমালয়পাদনিঃসৃত হইয়া এখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। দিহঙ্গই তিব্বতের প্রসিদ্ধ ঔসানপু নদী। এতদ্বিন্ন সুবর্ণশ্রী নব-দিহঙ্গ, ডিব্রু, বুড়ী-দিহঙ্গ, তিজরাই নদী ও লোহিতনদী ব্রহ্মপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

রুকিয়ার্যের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্ত এখনকার কোন নদী বা জলায় বাধ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বাধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই অত্য়পি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উহার কোন কোনটা সামান্ত-রূপে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। বহুবিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে “রবার” নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্ঘাসই প্রধান। এতদ্বিন্ন রেশম, মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, বহুমহিব, মিথুন নামক বহুগোরু, হরিণ ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ড বা পশুরামকুণ্ড এখনকার প্রধান তীর্থ। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বহু তীর্থ-যাত্রী পর্তুতোপরিহৃত এই তীর্থসন্ধাননে আসিয়া থাকে। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষসকুণ্ড)—একটি গভীর পর্তুতগহ্বর। দিসঙ্গ নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত।

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসামের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্বাঞ্চলবাসী রাজন্তবর্গ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া প্রথমেই লখিমপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, বান্দালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদ্দেশে প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বান্দালার বারভুঁয়ারাজগণ আত্মকলহে প্রলিপ্ত হইয়া বিবাদবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। অত্য়পি বাঁশকাটা ও লখিমপুরনগর-সন্নিহিত দীর্ঘিকাঘর তাহাদের কীর্ত্তিচরিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। শানবংশীয় চুটিরাগণই প্রথমে পূর্ব্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। তাহারা বারভুঁয়ারদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া সুবর্ণশ্রী নদীতীরে বাস করিয়াছিল; কিন্তু এই রাজ্যসম্ভোগ তাহাদের অন্তর্গত অধিক কাল ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আহম রাজগণ আসাম অধিকারপূর্ব্বক প্রাধান্য স্থাপন করেন। চুটিরা-জাতি ঐ সময়ে কিছুকালের জন্ত আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া পার্শ্ববর্তী দরঙ্গজেলার

পলাইয়া আইসে। এখানে তাহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অত্য়পি চুটিরা নামে পরিচিত।

এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজ্যের পার্শ্বভাগ-ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে আসিয়া সমুপস্থিত হয় এবং বলসংকর করিয়া ক্রমে একটা দুর্জয় জাতি হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্ধৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপত্যকাভূমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের প্রেরিত সেনাপতি মীরজুলাকে তাহারা পরাভূত করিয়া বঙ্গসীমান্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই বংশীয় মহাপ্রতাপবিশিষ্ট রাজা ক্ষত্রসিংহের শাসনকালে আসামরাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিয়াছিল।

[ আহম ও আসাম দেখ। ]

রাজা গৌরীনাথের রাজ্যকালেই লখিমপুরে আহমবংশের শাসকশক্তি লোপ হয়। দুর্জয় রাজা গৌরীনাথ বিদ্রোহিনীদের বড়যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও নির আসামে নির্বাসিত হন। তদনন্তর শত্রুপক্ষীয়েরা সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সময়ে মোয়ামারিয়া বা মরনজাতি ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূল স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং খম্ভীরা সদিয়া-বিভাগ লুণ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে। সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ-হারক বড় গোসাক্রী কিছুতেই সুশাসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। প্রভাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিদ্রাণ পাই-বার জন্ত রাজা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মরাজ উপযুগ্যপরি লখিমপুর আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে আরও জনসংঘটিল। জনশূণ্ড প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের সমুখে পুনরায় যুদ্ধার্থ আয়োজন করিল, দুর্জয় ব্রহ্ম-সৈন্তের সমক্ষে হতবল আসামীগণ পিড়ান্ন হইতে পারিল না। তাহারা পরান্ত হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিজৈতুল পশ্চাৎকাবিত হইয়া তাহাদের সমূলে নিহত করিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্ত লখিমপুর হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু লখিমপুরের অন্তর্গত অত্যাচারপ্রসূত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইংরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার করিলেন। তাহারা তখনও এতদ্দেশে সুশাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডিব্রুগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিভাগ তৎকালে দেশীয় সর্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধসর্দারের মৃত্যুর পর, তাহার বংশধরগণ ইংরাজরাজের প্রস্তাব-মত রাজ্যশাসন করিতে অস্বীকৃত হওয়ার পরচ্যুত হন। এই বৎসরে ইংরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজ্য পুরন্দর সিংহের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। কারণ ঐ রাজা

রাজ্যশাসনে অকর্ণ্য ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিবর্গ অবধা অত্যাচারপূর্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গ প্রলুপ্ত করিতেছিল। এই অসহ্যকৃত্যের লেখা পার্শ্বতীর অসভ্যজাতিরা দলে দলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যলুণ্ঠনপূর্বক জনশূন্য করিয়া ফেলে। এই সময়ে সদিয়া-নগরে একজন খম্ভী সর্দার স্থানীয় শাসনকর্ত্তারূপে রাজকাণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ একজন সেনানায়কের অধীনে সদিয়া নগরে একজন সিপাহী স্থাপন করেন। উহার চারবৎসর পরে অকর্ণ্য একদিন পার্শ্বতীর খম্ভীগণ পর্বত হইতে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেন্ট মেজর হোয়াইটসহ সিপাহীদিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ আসামপ্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্শ্বতীর শত্রুর আক্রমণ নিবারণের বিধিষত চেষ্টা করেন। তদবধি এখানে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়।

আবর, আহম, দফলা, কাছাড়ী, খম্ভী, জুকী, জালদ, মণিপুরী, মটক, চুটরা, মিকির, মিশমী, মাগা, মেগালী, রাভা, সাঁওতাল, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্শ্বত্যা-প্রদেশে বাস করে। ঔপনিবেশিক হিন্দু মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহার অসভ্য ও পার্শ্বতীর আসাম-রাজ্যগণের পোরোহিত্য করিত, বর্তমানকালে সকলেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহার এখানে সংখ্য বন্নিয়া পরিগণিত।) প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে।

এই ক্ষুদ্র পূর্বপ্রান্তে ইসলামধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে নাই। মোগল-সম্রাটের অধিকারকালে মুসলমান সৈন্য আসাম-প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও অলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া এতদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহম রাজগণ রাজসমৃদ্ধি বৃদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুসলমান কারিকর রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, ঐ সময়ে ঢাকা নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিমপুরে আসিয়া বাস করে; উহার সকলেই ফরাইজী মজাবলম্বী। মরন বা মোরামারীগণ বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। শক্তিউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে বৈষ্ণবগণেই প্রাধান্য লাভ করে।

এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিম্নোক্ত রূপ নহে। লবণ, অহিফেন প্রভৃতি কএকটা দ্রব্য ব্যতীত তাহার আপনা-দের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। কার্পাস-বস্ত্রাদি ব্যতীত এখানকার লোক রেশমীবস্ত্র বহন করে। এখানে চাই একর রেশম প্রস্তুত হয়। উহার

কীট এড়িরা ও মুগা নামে প্রসিদ্ধ। স্রীলোকেরাই প্রধানতঃ রেশমীকাপড় প্রস্তুত করে। পুরুষেরা বাগানে পোকা পালন কার্যে ব্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য ও সরিষা হইতে তৈল প্রস্তুত করা পুরুষদিগের অপর আর একটি প্রধান কার্য।

এখানকার চা-বাগানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ চা এবং কার্পাস বস্ত্র, মুগা ও তিল-রেশমের কাপড়, মাটির বাসন, পাটী, মাছুর, রবার ও মোম এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে বাঙ্গালার মণ্ডানী হইয়া থাকে। সদিয়ার গবর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রতিবৎসর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে মুম্বাই, ডিব্রুগড় ও কাছাড় যাত্রারাত্রের জন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথে এবং টীম্বার ও নৌকাযোগে নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে।

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটি উপবিভাগ, উত্তর-লখিমপুর নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে দফলা ও মীরীশেল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ। লখিমপুর নগর ইহার সদর।

৩ উত্তর-লখিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। সুবর্ণপ্রদীপের গড়িরাজান শাখার কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৪'৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৭'১০" পূঃ। এখানে ইংরাজ-রাজের একটি ছাউনী আছে।

লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটি তহসীল। অক্ষা° ২৭°৪৭'১৫" উঃ হইতে ২৮°২৯'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২০' হইতে ৮১°৪' পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল। খেরী, শ্রীনগর, ভূর, পৈলা ও কুন্ডা-মৈলানী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর। উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৬'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২'২০" পূঃ। এই নগরটা বাণিজ্যবাহন্যাহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লখীপুর (লক্ষীপুর), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণস্থ একটি গওগ্রাম। গোয়ালপাড়ার উত্তরশাখাকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২'৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২'৫০" পূঃ। এখানে মেচপাড়ার এসিক জমিদারের প্রাসাদ বিদ্যমান। ইনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। লখীপুর (লক্ষীপুর), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব-দিকস্থ একটি গওগ্রাম। কয়লা ও কেরী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটি কাছারী আছে।

লখেরা, লাকা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অসভ্য ও খেলনা প্রস্তুতকারী আভিবিদ্যে। লতবতঃ সংস্কৃত লাকাকার শব্দের



অপভ্রংশে লেখার শব্দের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহারা আপনাদিগকে পটকাস জাতির অন্তর্ভুক্ত পাখা এবং তাহাদের জ্ঞান কার্যকর হইতে সমুদ্রত বসিয়া বীকার করে। অল্প একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পার্শ্বতীর বিবাহকালে, দেবদেব মহাদেব হিমালয়-কন্ডার হস্তের বলয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বতীর গায়ত্রল লইয়া এই জাতির সৃষ্টি করেন। এই অল্প ইহারা দেববংশী নামেও খ্যাত আছে। আর একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলয় প্রস্তুত করিবার অল্প এই জাতির সৃষ্টি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে যে, ইহারা প্রথমে বহুবংশীর রাজপুত্র ছিল। পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে অতৃপ্ত নিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, ইহারা সেই গৃহনির্মাণ-কার্যে চূড়োদনের সহায়তা করায় নিমিত্ত ও সমাজ্যুক্ত হয়। তদবধি ইহারা সেই পালার ব্যবসা দ্বারাই জীবিকানির্ভর করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা করিলে ইহারা বিবাহবন্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে মত্ত ও মাংস খায়। বিহার অঞ্চলে ইহারা লহরী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লগ, ১ খঞ্জ। ২ গতি। ডাউ। পরমৈঃ খঞ্জার্থে অকং গতার্থে সকং সেট্। লট্ লগতি। লিট্ ললাগ। লুট্ লগিতা।

লুৎ অলগীৎ। গিচ্ লগয়তি। ইনিৎ লগি লগধাতু লট্ লগতি।

লগড় (ত্রি) চাক। (ত্রিকাং)

লগত (পুং) বেদান্তজ্যোতিষপ্রণেতা জ্যোতির্কিন্দভেদ। লগথ এইরূপ নামও পাওয়া যায়।

লগরি, পার্শ্বতীর জাতিবিশেষ।

লগা (দেশজ) বাঁশের ধরজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কোনস্থানে নৌকা বাঁধিতে হইলে লগা পুতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে। লগার মাথায় “আঁকসী” বাঁধা হয়।

লগালিকা (স্ত্রী) চারিচরণাঙ্ক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে চারিটা অঙ্কর। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর দুইটা লঘু।

লগিত (ত্রি) লগ-কর্ষণ ক্ত। লগযুক্ত, চলিত লগা।

লগী (দেশজ) লগা।

লগুড় (পুং) দণ্ড, চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগুড় কহে।

(অমর) ২ লৌহময় অস্ত্রভেদ। (সুহৃতি)

ইহার আকৃতি ও পরিমাণাদির বিষয় গুরুনীতিতে এইরূপ

লিখিত আছে।

“লগুড়ঃ স্তম্ভায়াঃ ভাং পৃথুঃশঃ স্তম্ভীর্ষকঃ।

লৌহবদ্ধাগ্রভাগন্ত হস্তদেহঃ স্তম্ভীবরঃ।

দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্গন্ত ভথা হস্তদেহোদিতঃ।

উখানং পাতনৈকৈব পেশণং শোখনং তথা।

চতুস্তো গত্যন্তত পক্ষ্মী নেহ বিভক্তে।

দৃঢ়কল্পঃ পত্তিবর্গন্তেন যুধ্যত শত্রুতিঃ।” (গুরুনীতি)

লগুড়ের পাদদেশ হৃৎ, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থল হইবে, ইহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা বদ্ধ, স্তম্ভীবর ও হস্তদেহ, দণ্ডের জ্ঞান আকৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিক্রম এবং পরিমাণ হইয়াত। দৃঢ়কায় পদাতি লক্ষণ এইরূপ লগুড়ের দ্বারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। উখান, পাতন, পেশণ ও শোখন ইহার এই চারি প্রকার গতি।

লগে (দেশজ) লগে। সম্পর্কে।

লগু (স্ত্রী) লগতি কলে ইতি লগ লগে (স্ক্রলসন্তোষান্তলগেতি।

পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনান্ সাধুঃ। রাশিদিগের উদয়।

অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, সুতরাং অহোরাত্রের দ্বাদশটি লগ করিত হইয়াছে। “রাশীনামুদয়ো লগঃ” (দীপিকা) প্রতিদ্বিবারাত্রের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটি রাশির উদয় হইয়া থাকে। ঐ এক এক রাশির উদয়কালের মানকে লগ-মান কহে।

পৃথিবী ৬০ দণ্ড একবার আপনায় ককে আবর্তন করে।

ইহাকেই পৃথিবীর আন্বিকগতি বলা যায়। এই এক আন্বিক-গতিবশতঃ পৃথিবী মেঘাদিক্রমে দ্বাদশটি রাশি অতিক্রম করে। সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, একরাশি অতিক্রম করিতে প্রায় ৫ দণ্ডকাল লাগে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে সকল লগের লগমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর আকাশ সম্পূর্ণ গোলা নহে, সেই অল্প লগমানের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। সূর্যের উদয়কালে যে লগের উদয় অর্থাৎ পূর্বাকাশে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে উদয়লগ এবং সূর্যের অস্তগমন-কালে যে লগের উদয় হয়, তাহাকে অন্তলগ কহে। এই লগমান সকল দেশে সমান নহে।

কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাংশ-শোধিত লগমান—

রাশি	দণ্ড	প	বি	রাশি	দণ্ড	প	বি
মেঘ	৪।৭।০			চুলা	৫।৩৭।০		
বৃষ	৪।৪২।৪০			বৃশ্চিক	৫।৪০।২০		
মিথুন	৫।২৮।৪০			ধনু	৫।১৭।২০		
কর্কট	৫।৪০।২০			মকর	৪।৩৩।২০		
সিংহ	৫।৩০।০			কুম্ভ	৩।৫৭।০		
কন্যা	৫।২১।০			মীন	৩।৪৭।০		

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অয়নাংশোদ্ধিত লগ্নমানের তালিকা।

রাশির নাম।	নবদ্বীপ, বর্ডমান, ঢাকা ও তৎসহ সমাপাতিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	মুর্শিদাবাদ ও তাহার সম-হর পাতিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	চট্টগ্রাম ও তাহার সমহর-পাতিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	রঙ্গপুর ও তাহার সমহর-পাতিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	কুচবিহার ও তৎসহ সমহর-পাতিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।
	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°
মেঘ	৪। ৬। ৫০	৪। ৬। ৩১	৪। ৮। ৪	৪। ১। ৩৬	৫। ৫৫। ৫১
বৃষ	৪। ৪২। ৪৭	৪। ৪২। ৩৩	৪। ৪২। ৩	৪। ৪৬। ২৮	৪। ৫৫। ৫১
মিথুন	৫। ২৮। ৪২	৫। ২৮। ৪৬	৫। ২০। ২২	৫। ২২। ২২	৫। ২০। ২১
কর্কট	৫। ৪০। ৩৫	৫। ৪০। ৪১	৫। ৪২। ৪০	৫। ৪৪। ৩২	৫। ৪০। ৩০
সিংহ	৫। ৩৩। ২২	৫। ৩৩। ৩৩	৫। ৩২। ৪	৫। ৩৬। ৩১	৫। ৪১। ৪৭
কন্ডা	৫। ২২। ৪০	৫। ৫০। ০	৫। ২৮। ২০	৫। ৩৩। ২০	৫। ৩৮। ২০
তুলা	৪। ৪৬। ৪০	৫। ৩৮। ১৫	৫। ৩৪। ২০	৫। ৩১। ২৭	৫। ৩৮। ১৬
বৃশ্চিক	৪। ৪১। ৩৫	৪। ৪০। ৪৮	৫। ৩২। ২৫	৫। ৪৭। ৪৭	৫। ৪৮। ৩৮
ধনু	৫। ১৭। ২	৫। ১৭। ২০	৫। ১৬। ৩২	৫। ২৬। ২৫	৫। ২২। ২৮
মকর	৩। ৫৭। ৩	৪। ৩৩। ৪০	৪। ৩৫। ২৬	৪। ৩১। ২৩	৫। ৩৫। ২৬
কুম্ভ	৪। ৪২। ৪১	৩। ৫৫। ৪২	৩। ৫৮। ১৮	৩। ৫৬। ৫	৩। ৫২। ৪০
মীন	৩। ৪৭। ২০	৩। ৪৬। ২	৩। ৪৭। ৩২	৩। ৪২। ৪০	৩। ৩। ৪০

এই তালিকার যে লগ্নমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্নমান যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। সূর্যের অয়নগতিবশতঃ ইহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য এক অংশ সরিয়া যায়, সুতরাং লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পঞ্জিকায় অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্নমান স্থির করা হইয়া থাকে। ৬৬৮ মাস পরে সূর্য এক অংশ সরিয়া গেলেও এই লগ্নমান অল্পসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই ঠিক হয়। সামান্য ২১১ পনের তারতম্য হইতে পারে।

প্রাচীন লগ্নমান—

রামোগবৈকুণ্ঠলিখিত মৈত্রৈবীণোরাসৈঃ পঞ্চমসাগরৈশ্চ।

বাণঃ কুব্জৈর্দক্ষিণৈর্যজ্ঞৈঃ ক্রমাৎ ক্রমান্বয়েতুল্যাদিমানম্ ॥”

(জ্যোতিঃসারসং)

	দ° প°		দ° প°
মেঘ, মীন	৩। ৪৭	কর্কট, ধনু	৫। ৪০
বৃষ, কুম্ভ	৪। ১৭	সিংহ, বৃশ্চিক	৫। ৪১
মিথুন, মকর	৫। ৯	কন্ডা, তুলা	৫। ২২

প্রাচীন লগ্নমানের সহিত বর্তমান কালের লগ্নমানের কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা পূর্কোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

লগ্ননিরূপণপ্রণালী—কোন নির্দিষ্ট সময়ের লগ্ননিরূপণ করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটা বালকের জন্ম হইলে কিংবা কোন ব্যক্তিকর্তৃক একটা প্রশ্ন করা হইলে বালকটির কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অল্পসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিভুক্তি স্থির করিতে হয়। সাধারণঃ রবিভুক্তি অর্থে রাশিমান বা লগ্নমানের যত অংশ রবিকর্তৃক ভুক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি ভোগ করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে এক এক রাশিতে অবস্থিতি করিয়া ষাশ মাসে ষাশটা রাশি ভোগ করে। যে মাসে যে রাশিতে সূর্য উদিত হয়, তাহার সপ্তমরাশিতে রবি অন্ত যায়। যেমন বৈশাখমাসে সূর্যের মেঘরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম তুলা, তাহাতে অন্ত হয়। সূর্য প্রত্যহ রাশির কিঞ্চিদংশ

করিয়া অগ্রসর হইয়া মালাস্তে রাশির সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হয়। এইরূপে সমস্ত রাশিটী রবিকর্ক ভুক্ত হইয়া থাকে, স্বর্গের পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে স্বর্গের দৈনিক রবিকৃতি কহে। উদয়-লগ্নের রবিকৃতিকে উদয়-রবিকৃতি এবং অস্তলগ্নের রবিকৃতিকে অস্ত-রবিকৃতি বলা হয়।

লগ্নমানকে মাসের দিন-সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে লক্ষ ভাগ-ফলই দৈনিক রবিকৃতি হইবে। অস্ত উপায় দ্বারাও রবিকৃতি জানা যায়, কিন্তু এই উপায় দ্বারা ইহা বৃহৎরূপে রবিকৃতি হির হইয়া থাকে।

“লগ্নদণ্ডপলং দ্বিগু তৎসংখ্যা ক্রমতঃ পলম্।

বিপলঞ্চ রবেভোগ্যমেনং কল্পনমত্ততে ॥” (পীপিকা)

লগ্নমানের দণ্ডপলকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক রবিকৃতি হির হইবে। যেমন মেঘ লগ্নমান ৪।৭ পল, ইহার দ্বিগুণ করিলে ৮।১৪ পল হইবে, এখানে ৮ দণ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল দৈনিক রবিকৃতি হইবে, ইহা হির করিতে হইবে। এই যে নিয়ম বলা হইল, ইহা ৩০ দিন মাস ফলেই ঠিক সূত্র হয়। মাসের ক্রমিকেশীতে সমস্তেরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে।

রবিকৃতি হির করিবার আরও একটি নিয়ম আছে।

“লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয়ত্বা দিনৈঃ।

বহুভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে ॥” (জ্যোতিঃসারসং)

যে মাসের যে লগ্নের বতদিনের রবিকৃতি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নকলকে দ্বিগুণ করিয়া গুণকলকে মাসের অতীত দিনসংখ্যা দ্বারা পুনরায় গুণ করিয়া ৬০ দিবা ভাগ করিবে, পরে ভাগকলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত দণ্ডপল অতীত দিনের রবিকৃতি হইবে।

এইরূপে রবিকৃতি হির করিয়া দিবাভাগে লগ্নগ্রহণ করিলে বা প্রস্ত হইলে উদয় লগ্নের রবিকৃতি জানিতে হয় এবং রাত্রিকালে জন্ম বা প্রস্ত হইলে অস্তলগ্নের রবিকৃতি জানা আবশ্যক। এইরূপে নির্দিষ্টদিনের উদয় বা অস্ত লগ্নের রবিকৃতি বাদে লগ্নের অবশিষ্টভোগ্য অংশ বাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নের মান ক্রমান্বয়ে বোগ করিবে, যখন বেশা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি সমষ্টিকৃত লগ্নমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দণ্ডপলাদির মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটী ইষ্টলগ্নের উদিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্নেই জন্ম বা প্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

একটি উদাহরণ দিলে ইহা উত্তররূপে পরিষ্কৃত হইবে।

XVII

১২৯৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯ ঘটিকার একটি শিশুর জন্ম হইয়াছে, ঐ শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে রবিকৃতি হির করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃহস্পতিতে সূর্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে অস্তমিত হইয়াছেন। এই শিশুর রাত্রিকালে জন্ম হওয়ার অন্তর্য হইতে ধরিতে হইবে। দিবাভাগে জন্ম হইলে দিবাভাগ এবং রাত্রিতে অস্তলগ্ন ধরিতে হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫।৪০।২০ বিপল, ঐ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩২ দিবা ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক মাসের দিনসংখ্যা বৃত্ত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিকৃতিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিকৃতি পাওয়া যায়। এই ফলে দৈনিক রবিকৃতি বাদ দিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে লগ্নমান হির করা যাইতে পারে।

যথা—

বৃশ্চিক লগ্নমান—৫।৪০।২০

মাসের দিনসংখ্যা ৩২ = ০ দ ১০ পল ৩৮ ৬ বি.

দৈনিক রবিকৃতি ০।১০।১৬ ৬ বিপল। X দৈনিক রবিকৃতি ২২ জন্ম তারিখ = ৩।৫৪।৫৮।৫৫ অস্থপল। ঐ দিন ইংরাজী ৬।৩৭ মিনিট গতে সূর্য—অস্ত গিয়াছেন, অতএব রাত্রি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২।২৩ মিনিট রাত্রির সময় জন্ম হইয়াছে, হির করিতে হইবে। এবং ইহাকে দণ্ডপলাদিতে পরিণত করিলে ৫।৫৭।৩০ বিপল হইবে। সুতরাং ঐ সময় রাত্রি-জাত দণ্ডপলাদি হইবে।

পূর্বোক্ত নিয়মাদ্বারা বৃশ্চিক লগ্নমান ৫।৪০।২০ হইতে উক্ত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রবিকৃতি ৩।৫৪।৫৮।৫৫ বাদ দিলে ১।৪৫।২১।১৫ বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টিকৃত লগ্নমানের মধ্যে যে রাশিতে জাত দণ্ড পতিত হইয়াছে, তখন সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে হির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত হইত, তাহা হইলে ইহার পরবর্তী লগ্নমান আর যোগ করিতে হইবে না।

এ ফলে বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান—১।৪৫।২১।১৫

বহুগ্নলগ্নমান—৫।১৭।২০।১০

সমষ্টি—৭।২।৪১।১৫

পূর্বে ৫।৫৭।৩০ বিপল জাতক দ্বিগুণ করিয়া ১১।১৪।৬০ করিয়া বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান অতিক্রম করিয়া গুরু লগ্নমানের দণ্ডপলাদি

কালে জাতক ভূমিষ্ট হওয়ার ধর্মলগ্নে তাহার জন্ম হইরাছে স্থিরীকৃত হইল। যদি জাতক রাশি ২ টার সময় না জন্মিয়া রাশি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্নমান ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত।

এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিব্যভাগে জন্ম হইলে প্রযোজনকাল হইতে ধরিয়া লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্নস্থির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নির্ণীত হয় না, এইজন্য বিশেষ যত্নসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্যক, লগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিয়া থাকে। অনেক জ্যোতির্বিদ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীকার বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে, যখন কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেখানে ঘটিকা বস্তু না থাকায় অথবা নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে না পারায় আত্মমানিক সময় ধরিয়া লগ্ন স্থির করা হয়, কিন্তু আত্মমানিক সময় ধরিয়া যে লগ্ন নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীকার নানা উপায় আছে। যথা—

সন্দেহসংশয়পরীক্ষা।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন ইহার অত্যন্তম লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা এবং প্রসূতি বিবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হয়; মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহার অত্যন্তম লগ্ন হইলে ধাত্রী বিধবা এবং প্রসূতি একবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে।

“যুগ্মে চ সধবা ধাত্রী অযুগ্মে বিধবা স্ততা।

অযুগ্মাদবস্ত্রমযুগ্মং যুগ্মাদযুগ্মং ক্রমাধুধৈঃ ॥ (বৃহজ্জাতক)

জাতকচক্রিকার বর্ণিত হইয়াছে যে, মেঘ, সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে মৃত্যুকাগ্ধ বাটার পূর্বভাগে ও মৃত্যুকাগ্ধের জ্বীলোকসংখ্যা ৫ জন; কন্যা, বৃষ ও মকর লগ্নে মৃত্যুকাগ্ধ বাটার দক্ষিণাংশে ও জ্বীলোকসংখ্যা ৪ জন; কুম্ভ, তুলা ও মিথুন লগ্নে মৃত্যুকাগ্ধ বাটার পশ্চিমাংশে ও জ্বীলোক সংখ্যা ৭ জন; মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে মৃত্যুকাগ্ধ বাটার উত্তরাংশে ও জ্বীলোকসংখ্যা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে।

মেঘ, কর্কট, তুলা, বিছা ও কুম্ভ ইহাদের মধ্যে একটি জন্মলগ্ন অথবা লগ্নের উদ্ভিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তববাটার পূর্বদিকভাগে; ধনু, মীন, মিথুন ও কন্যা লগ্ন হইলে উত্তরদিকে; বৃষ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে; সিংহ ও মকর লগ্ন

হইলে বাস্তব দক্ষিণভাগে মৃত্যুকাগ্ধ হইবে। স্থিরলগ্নে জন্ম হইলে মৃত্যুকাগ্ধের একটি দ্বার; দ্ব্যাক্ষক লগ্নে দুইটি দ্বার, এবং চরলগ্নে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রস্থিত বলবান্ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, মৃত্যুকাগ্ধের দ্বার সেই দিকে নির্ণয় করিবে। কেন্দ্রস্থিত বহু গ্রহ বলবান্ হইলে বহুদ্বার হয়, আর যদি কেন্দ্রে গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জন্মলগ্ন হইতে রাশিদিগ্ অমুসারে মৃত্যুকাগ্ধের দ্বার নির্ণয় করিবে।

মেঘ ও বৃষলগ্নে মৃত্যুকাগ্ধের পূর্বভাগে, মিথুন লগ্নে অগ্নিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্যালগ্নে নৈঋত কোণে, তুলা ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনুর্লগ্নে বায়ুকোণে, মকর ও কুম্ভলগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্নে দ্বীপানকোণে শিশুর প্রসব ও মৃত্যুস্থান নিরূপণ করিতে হয়।

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্ন রাশির যে দিক্, সেই দিকেই শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেঘ, সিংহ ও ধনু লগ্নে পূর্ব-শিরা; বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে দক্ষিণশিরা; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ লগ্নে পশ্চিমশিরা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা হইয়া ভূমিষ্ট হয়। কোন কোন মতে লগ্নগ্রহ অথবা লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক্ সেই দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মস্তক পতন নিরূপণ করিতে হইবে। আবার কোনও মতে লগ্নের স্বাদশাংশ-পতির দিক্ হইতে মৃত্যুকাগ্ধের দ্বার নিরূপিত হয়।

রাশ্যাধিপ গ্রহের স্থিতি অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুণ্ডলীচক্রে যে রাশিতে অবস্থিত করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা নবম রাশিতে কিংবা সপ্তম রাশি হইতে পঞ্চম বা নবম রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিয়ম প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্যাধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে উক্ত যে ৬টা স্থানে জন্মলগ্নের সম্ভাবনা লিখিত হইল, ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্বোক্ত রাশিতেই লগ্ন হইয়া থাকে।

“চন্দ্ররাশ্যাধিপো যত্র ভক্তিকোণমথাপি বা।

তৎসপ্তমং ত্রিকোণং বা জাতলগ্নমুদ্বাহতম্ ॥”

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—যদি দিবা ছই প্রহরের মধ্যে জন্ম হয়, তাহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে অর্থাৎ সেই নক্ষত্রযুক্তিত যে রাশি অথবা রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি জন্মলগ্ন হয়। দিবা ছই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে স্বাদশাংশকত্রযুক্তিত যে রাশি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। সন্ধ্যার পর

রাশি ২ প্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে সপ্তদশ বা ঊনবিংশ নক্ষত্র এবং রাশি দুই প্রহরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে পর্যন্ত চতুর্বিংশতি নক্ষত্রবট যে রাশি তথায় লগ্ন হইবে। চন্দ্ররাশিধি ও রবিভোগ্য নক্ষত্র এই যে দুইটা নিয়ম কথিত হইল, এই দুইটা নিয়মামুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। এবং এই অমুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়া থাকে।

“যশ্মিন্ ক্বে স্থিতো ভাস্করশ্চন্দ্রঃ সপ্তমেহপি বা।

যাযদ্বিপ্রহরং জেরং পশ্চাদ্বাদশভে পুনঃ।

সপ্তদশভে তু রাশৌ যাযদ্ব্যমো ভবেদধরম্।

চতুর্বিংশতিভে পশ্চাক্ষাতলগ্নমুদাকৃতম্॥” (বৃহজ্জাতক)

অন্যলগ্নে যদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মৃত্যক ঘারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ ঘারা এবং উত্তরোদয় হইলে হস্ত ধারা প্রসূত হইয়া থাকে। আর অন্য লগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা বোগ থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি বা বোগ থাকিলে কষ্টে প্রসব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিখনামে এক জ্যোতির্বিদ বলেন যে, লগ্নপতি বা লগ্নের নবাংশপাত যদি বক্রী হয়, অথবা যদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদাদি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রসূত হয়। বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে গর্ভস্থ শিশু উর্জোদয়, উর্জমুখ ও নিরূপণ হইয়া এবং পৃষ্ঠোদয় লগ্নে অধোমুখ ও উর্জপৃষ্ঠ হইয়া প্রসূত হয়।

মেঘ, বৃষ বা সিংহ ইহার অস্তমত লগ্নে যদি জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাকী-বেষ্টিত হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত নবাংশ যে রাশির স্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাকীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। অন্য-লগ্ন রাশি ও লগ্নের নবাংশ স্বরূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি বলবান হয়, সেই রাশির সঙ্করণ স্থানে প্রসবস্থান করনা করিতে হইবে। লগ্ন বা নবাংশ রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, প্রবাসে, পথিমধ্যে বা পরকীর স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। স্থিরসংজ্ঞক রাশি হইলে স্বগৃহে, স্বসম্পর্কীয় আশ্রয়গৃহে, প্রসব করনা করিতে হইবে।

দীপবর্তি দ্বারা লগ্নের অংশ নিরূপণ।—সেহমর চন্দ্র যদি রাশির আরম্ভে থাকেন, তাহা হইলে প্রবীণে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ মধ্যভাগে থাকিলে প্রবীণে অর্দ্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে প্রবীণে স্বরতৈল ছিল জানা যায়। কেহ বলেন, চন্দ্রের পূর্ণাপূর্ণত-ভেদে তৈলবহিতি নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রবীণের বর্তি কেবল বদ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে বৃষিতে হইবে লগ্নের আরম্ভে প্রথমভাগে জন্ম হইয়াছে। সেই বর্তির অর্ধেক

বদ্ধ হইলে লগ্নের মধ্যভাগে এবং বর্তি অধিকাংশ বদ্ধ হইলে শেষ-ভাগে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

লগ্নই জাতকের শরীর, এইজন্ত বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা আবশ্যক। জাতকের পিতৃরিটি, মাতৃরিটি, স্বীয়রিটি প্রভৃতি দ্বারাও লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে। জাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিত্তা করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নিশীত হইয়াছে।

“শরীরবর্ণাকৃতিলক্ষণানি যশোগুণস্থানস্বভাবস্থানি।

প্রবাসভোজ্যাবল্যবর্ণানি কালানি লগ্নতঃ বদন্তি সন্তঃ।

ভনো রূপক জ্ঞানক বর্ণকৈব বলাবলম্।

শীলং বৈ প্রকৃতিকাথ তদুস্থানারিীরীক্ষয়েৎ॥

আরোগ্যপূজাশুগুণমানসুতমাদুর্ভোগ্যজাতিশেষংসংখ্যং।

ক্লেশাক্রান্তী লক্ষণরূপবর্ণাত্তাগিনেয়তঃ বহুভনো ত্রাৎ॥

আকৃতিঃ প্রকৃতিদেবী গুণাগুণবয়োরনামাঃ।

পুংস্ত্রীচেষ্টাশ্চাবশ্য গ্রামাদি স্থিতিকর্ম চ॥

লগ্ননাথবশাশি লগ্নসংগ্রহদ্বাদশি।

বক্তব্যং দৈববিহবা প্রাচীনমনিময়ত্৷”

(পরামর্শ, শঙ্করোরা ইত্যাদি)

লগ্নে নেহের পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিহ্ন, বশঃ, গুণ ও নিগুণ, স্বস্থ ও দুঃস্থ, প্রবাস ও অদেশবাস, সবল ও দুর্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, আরোগ্য, প্রশংসা, মান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর স্থূল পরিমাণ, জাতি, ক্লেশ, ভাগিনেয়বধু, পুংস্ত্রীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্তাদিরস, পিতামহী, মাতামহ, গৃহের ভাগ্য, শত্রুর মৃত্যু, বৈজ্ঞ, শ্রাদ্ধকপুত্র, স্বাশুভীর মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, অদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, মৃত্যক, স্মৃতিকাগার ও কীর্তি এই সকল চিত্তা করিতে হয়। অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ চিত্তা করিতে হইলে লগ্ন হইতেই দেখিতে হয়।

জাতকালদ্বারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্নপতি উভয়ই বলবান হইলে লগ্নভাবোচ্চ ফলের বৃদ্ধি এবং দুর্বল হইলে ফলের হানি হইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞাত ভাবস্থলেই ভাবরাশির ও ভাবপতির শুভাশুভ অমুসারে শুভাশুভ করনা করিতে হইবে।

“লগ্নলগ্নাধিপৌ ত্রাতাং বলাদিক্তরৌ যদ্বি।

তৎকলানাং প্রবৃদ্ধিঃ ত্রাতীনো হানিকরঃ স্মৃতঃ॥

এবং ভাবেবু সর্কেবু ভাবভাবেশমোর্বালাং।

ততো জহুবি বক্তব্যো হানিবৃদ্ধিঞ্চ কোবদৈঃ॥”

(জাতকালদ্বার)

এক লগ্নের উপরই সমস্ত ভাবকলের নির্ভর করে, লগ্নের গোলযোগ হইলে সমস্ত কলেরই গোল হইয়া থাকে। এই-জন্ত লগ্নই সর্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিত্তনীয়। লগ্ন স্থির না

হইলে জাতকের জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয় না। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা—লগ্ন, ধন, সোমর, বহু, পুত্র, রিগু, পত্নী, নিধন, ধর্ম, কর্ম, আর ও ব্যয় এই দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোমর লগ্ন, বহু লগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু রাশিতে রবির উত্তর কালরূপ লগ্নই প্রধান। উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাত বিষয় চিন্তা করিতে হয়। লগ্নভাবকলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাইক।

“বদ্যভাবপতিবিলম্বভবনাং যষ্ঠাষ্টরিঃক্ষাপগঃ।

ভাবাদ্ভাবপতিক্রিয়াষ্টরিগুগুণভাবানাং বদেৎ ॥” (দীপিকা)

যে যে ভাবপতি লগ্ন হইতে অথবা ভাবস্থান হইতে বর্ষ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোপ কলের হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাশুভ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্ন হইতে এবং সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উত্তর স্থান হইতেই শুভ স্থান স্থিত হন, তাহা তদভাবকলের সম্পূর্ণ শুভ এবং শুভাশুভ স্থান যোগে কলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

বৃহজ্জাতকের টাকাকার শুটোংলয়ের মত এই যে, কেবল বর্ষস্থান ভিন্ন অজ্ঞ স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববুদ্ধিকর হইয়া থাকেন, বর্ষস্থ অশুভ গ্রহ অশুভগ্রহ হইলেও শত্রুনাশক হইয়া থাকেন। লগ্ন হইতে বর্ষ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান দুঃস্থান, এই স্থানস্থিত গ্রহ বা এই ভাবপতি অশুভগ্রহ হইয়া থাকেন। অতএব গ্রহদিগের যষ্ঠাষ্টম ও দ্বাদশ সন্ধ্য হইলেই কলের নুনতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে,—

“অরাতিত্রয়োঃ যষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরক্ষয়োঃ।

ব্যয়স্ত দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্ ॥” (দীপিকা)

পূর্বে বলিয়াছি যে, শুভ ও দ্বাদশগ্রহের যোগে শুভফল হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ষ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে, উহা বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ এই স্থানে থাকিলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ লগ্নরিণি।—মেঘ লগ্নে যদি জন্ম হইয়া লগ্নে চন্দ্র, মঙ্গল এবং মকর ভিন্ন অজ্ঞ কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে জাতকবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত্যু হয়। যদি বুধ লগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্ন বৃহস্পতি বা শনি হইতে বর্ষস্থানে থাকে, অর্থাৎ শনি ও বৃহস্পতি ধর্মরাশিতে থাকে, আর অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জাতকের চতুর্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, সপ্তমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্নরিণি হয়। কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা কুন্তে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং রাহ

বা মঙ্গল কর্কট দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগ্নরিণি; যদি সিংহ-লগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র লগ্নে অবস্থিতি করে ও মকর ভিন্ন অজ্ঞ রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে সিংহলগ্নরিণি, যদি কন্যালগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র আর বৃহস্পতির কেহে শনি থাকে, তাহা হইলে কন্যালগ্নরিণি, তুলালগ্নজাত ব্যক্তির বর্ষে শুক্র এবং লগ্নে চন্দ্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্নরিণি, বৃশ্চিক-লগ্নজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধর্মলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি এবং মঙ্গলে শনি থাকে, মকরলগ্নজাত ব্যক্তির মেঘে চন্দ্র ও সিংহে রবি, কুন্তলগ্নজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্দ্র বা কন্যা অথবা তুলায় শুক্র, মীনলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্দ্র ও বৃশ্চিকে শনি থাকিলে এই সকল লগ্নরিণি হয়। এই সকল রিণি হইলে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রত্যেক লগ্নকে দুই করিয়া বড়বর্ণ করা হইয়া থাকে, এই বড়বর্ণ যথা—লগ্ন, হোরা, দ্রোণাং, লগ্নাং, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ। ইহা ভিন্ন লগ্নের ক্ষুটসাধন করিলে আরও দুই হয়। ক্ষুট ব্যতীত অংশ দুই হয় না। সিংহলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিলে ক্ষুটসাধন করিলে সিংহলগ্নের কত অংশ কত কলার জন্মিয়াছে, তাহা জানা যায়। [ক্ষুটসাধন দেখ]

লগ্নকল—যদি মেঘ, সিংহ বা ধর্মলগ্ন হয়, আর সেই স্থানে যদি রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্মশালক, বহুবর্গের হিত-কারী, উদ্ধৃত, বলবান, কর্তৃত্বাভিমাত্রী, কমাঙ্গীল, মানী, উদারচিত্ত, দান্তিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রচন্দ্র, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়া হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মহারা, স্থণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ রবির উত্তর পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অদ্রাঘ ও তাহার শিড়রিণি হয়। যদি মেঘ, বুধ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় পূর্ণ বা বলবান চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান, প্রিয়-দর্শন, শুণবান, ধনী, গর্জিত ও ভাগ্যবান হয়। উক্ত তিন রাশি ভিন্ন লগ্নগত চন্দ্র কীর্ণ হইলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার সপ্তমে কোন শুভগ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অসুস্থ, ব্রহ্মশীল, কীর্ণদেহ ও অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ কখন হাস বা কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ চন্দ্রের উত্তর পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অদ্রাঘ ও তাহার মৃত্যুরিণি হয়।

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান, দান্তিক ও বীরপুরুষ হয় এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক ঐশ্বর্য-শালী ও রাজসদৃশ হয়। কিন্তু পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, কণ্ডুশরীর বা কল্যাণ-

বিশিষ্ট, জুগেষ্ঠোবিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, উদর বা দন্তরোগী ও অর্শাদি গুরুরোগী হইয়া থাকে।

লগ্নে বিশেষতঃ মিথুন ও কন্ডালয়ে বৃষ অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সূচতুর, মিষ্টভাবী, বহুবর্ণের হিতকারী, কোতূকী, ধনী, সম্বন্ধা, বণিক বা শাস্ত্রবেত্তা হয়। কিন্তু লগ্নস্থ বৃষ শনি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, মিথ্যাবাদী, মন্দমতিসম্পন্ন, শঠ, অবিবাহী, প্রবঞ্চক, কপটক্লেশ, চোর বা উন্মাদ হয়।

মকর ভিন্ন অষ্ট কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মাহুরত, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সহৃদয়, লোকপূজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনায়ুক্ত, শিল্পশাস্ত্রবিদ্যার, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদালালী ও প্রফুল্লিত হয়। যদি তুলা লগ্ন হয় এবং জাহাতে শুক্র থাকে, আর কুস্তুরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে পুরুষ সুন্দর এবং তাহার স্ত্রীগণ সর্কাসসুন্দরী হয়। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গ-প্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াসক্ত ও পরস্রীরত হয়।

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহু লোক-প্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্ডালয়ে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অষ্ট রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন, দম্ভযুক্ত, সর্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়। মেঘ হইতে কষ্টা পর্য্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং রাহু তথায় থাকিলে মানব অষ্ট গ্রহরিষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহার বিপরীত হইলে রাহু অশুভফলপ্রদ হয়। কেতু লগ্নে থাকিলে লগ্নাধীন ফল হ্রাস হইয়া থাকে। লগ্নস্থিত গ্রহ বৈরূপ ফলপ্রদ হয়, তদ্রূপ লগ্নাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় করা যায়।

লগ্নাধিপতল—লগ্নাধিপতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক ভাগ্যবান, রিপুজরী, বহু পরিজনযুক্ত ও বীর বহুবর্ণের প্রেষ্ঠ হয়। লগ্নাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বীর যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জন করে। লগ্নাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকিলে জাতক দান্তিক, অতিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাত বা প্রতিবাসীর বশতাপন্ন এবং ভ্রমণরত হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক পিতৃ-সম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তম বাসস্থান ও ভূমিলাভ করে এবং

সেই ব্যক্তি প্রায় কৃষিকাণ্ডে সফলকাম হয়। লগ্নাধিপ পঞ্চম স্থানে থাকিলে মানব সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, কলনশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান হয়। লগ্নাধিপ ষষ্ঠে থাকিলে তদন্ত পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে মাতুল বা পিতৃব্যভায়া উপরূত হইবার সম্ভাবনা। লগ্নাধিপ সপ্তম স্থানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাভ, বাসস্থানের পরিবর্তন, বিদেশ যাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নিজ বুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এবং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয়। লগ্নাধিপ অষ্টম স্থানে থাকিলে মানব রুগ, অন্ডায়, শোকার্ত, ভয়ান্ত, ও সর্বদা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। লগ্নাধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্ত্রাহুরাগী, ধার্মিক বা পোতবণিক হয়। লগ্নাধিপ দশম স্থানে থাকিলে মাতুল, উচ্চপদ, কার্য্যসফলতা ও কোন সমাজের প্রাধান্য লাভ হয়। লগ্নাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বহু মিত্র, প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বুদ্ধি ও উত্তম বাহন হয়। লগ্নাধিপতি দ্বাদশ স্থানে থাকিলে হর্ভাবনা, বন্ধনভয়, স্বপ্ন, নির্দাসন, ক্ষীণ-দেহ, শোক ও গুরু শত্রু হয়।

দ্বিতীয়পতি লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বহুবাহন ও হাবার সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান, বিজ্ঞাহুরাগী, পুত্র-বান, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লিত ও স্বীয়বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্লেষযুক্ত, শত্রুদ্বারা পীড়িত, অন্ডায়, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদন্ত পীড়াদ্বারা সর্বদা অসুস্থ হয়। সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অনবব্রসে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বিপদ, শোক, অন্ডায়, বা সেই গ্রহদ্বারা দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিজ্ঞা বা বাণিজ্যদ্বারা ধনী ও বহুভ্রমণশীল হয়। দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতামূলী, গণ্য মাত্ত ও কীর্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সন্তত বিপদাপন্ন ও অন্ডায় হয়।

লগ্ন ও লগ্নপতি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হইলে জাতক সৌভাগ্য-শালী ও বশবী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লগ্নের ফল বিচার করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককো-ইত্যাদি)

(পূঃ) লগ্ন-ক নিপাতনাং সাধুঃ, বহা লগ্ন-ক তন্ত নক্ষ।



২ ভক্তিপাঠক। পর্যায়—প্রাতঃজের, ভক্তিভক্ত, হৃত। (ভট্টাচার্য)  
(ত্রি) ৩ সক্ত। ৪ লম্বিত। (মেঘিনী)

লম্বকঙ্কণ, বোম্বাই প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ  
কালে স্বয়ং ও কস্তার হাতের কঙ্কিতে যে হৃত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

লম্বকাল (পুং) লম্বক কালঃ। লম্বসময়।

লম্বগ্রহ (পুং) ১ দৃঢ়সংলিষ্ট। ২ লম্বস্থিত গ্রহ।

লম্বদিন (স্ত্রী) লম্বক দিনঃ। লম্বের দিন, বিবাহদিন, যে  
দিনে বিবাহলগ্ন স্থির হইয়াছে, তাহাকে লম্বদিন কহে।

লম্বদৃষ্টি (স্ত্রী) লম্বে নক্ষত্রাদির দৃষ্টি।

লম্বদিবস (পুং) লম্বদিন।

লম্বদেবী (স্ত্রী) পুরাণবর্ণিত অন্তরময় গাভী।

লম্বপত্র (স্ত্রী) লম্বক পত্রঃ। বিবাহের দিনস্থিরকরণ।  
বিবাহের সঞ্চয় স্থির হইলে বিবাহের দিন ও যে লম্ব স্থির করা  
হয়, তাহাকে লম্বপত্র কহে।

“লম্বপত্র করিয়া নারক মুনি যায়” (অন্নবান্)

লম্বফল, লম্ববিশেষে অম্বাহতু গ্রীষ্মের শুভাশুভ ফলভোগ।

লম্ববেলা (স্ত্রী) লম্বক বেলা। লম্বকাল, লম্ব সময়।

লম্বায়ু (স্ত্রী) লম্বের পরিমাণায়ুসারে নির্দিষ্ট আয়ুফল।  
(কলিত জ্যোতিষ।)

লম্বাহ (পুং) লম্বদিন, বিবাহদিন।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বিকা, চলিত নেঙটা স্ত্রীলোক।

লম্বিকাশ্রম, মঠভেদ। (বৃহদ্রীল• ২০)

লম্ববগ্ (দেশজ) যে সকল ধ্বজাদি দৃঢ় নহে, উচা করিলে  
হোলিয়া হুলিয়া পড়ে, তাহাকে লম্ববগ্ করা কহে।

লম্ববগীয়া (দেশজ) কোমল, বাহা দৃঢ় নহে।

লম্ব, লম্বি লম্বযাত্ৰ, ১ শোষণ, অন্নীকরণ। ২ গতি, গমন।

৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষণার্থে ভাদি পুরাত্ন লক্ণং সেটু। গত্যাৰ্থে  
ভাদি আস্থানে। লট লম্বতি-তে। লিট লম্বত্ব-তে। লুট  
লম্বিতা। লুঙ্ অলম্বীৎ, অলম্বিতাৎ। লন্ লম্বতি-তে।

বঙ্ লালম্ব্যতে। বঙলুক্ লালম্বতি। ৪ দীপ্তি। লম্বন।

চুম্বাদি। লট্ লম্বয়তি। লুঙ্ অলম্বয়ৎ।

লম্বট্ (পুং) লম্বকতে মধ্যস্থানম্পৃষ্ট। উত্তরস্থানে পতিত স্রুতঃ  
ইত্যন্তো গচ্ছতি বা লম্ব (লম্বেন লোপচ। উণ্ ১। ১০৪)

ইতি অট, নলোপচ ধাতোঃ। ১ বাহু।

লম্বটি (পুং) লম্ব-গতো-অটি, ইদম্ভাবঃ। বাহু।

লম্বস্তী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লম্বরি, অসভ্যজাতি বিশেষ।

লম্বিত্র, অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে ইহার আকার,  
প্রকার ও কার্যকরিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

“লম্বিত্র ভূয়াকার ত্রাৎ গৃঠে গুরু পুরু শিতম্।

ভ্রাম্য পলাকুলিবালাং নার্কহস্তসমুদতম্ ॥

৫ সরুপা গুরুপা নক্ৰ মহিষাদি নিকর্ষনম্।

বাহুদ্বয়োন্মোক্ষোণৌ লম্বিত্রে বসিতে মত্তে ॥” (ধনুর্বেদ)

লম্বিত্রের কারা ভূয় অর্থাৎ কোলকোঁজা, পূর্বভাগ হুল ও  
গুরুভারযুক্ত, সমুখভাগ তীক্ষ্ণ, ব্যাস পাঁচ অঙ্গুলি ও বর্ষ কাল।  
ইহার দুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কঠিন  
করা যায়। দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন  
ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

লম্বিমন্ (পুং) লম্বোর্ভাবঃ লম্বু (পৃথাদিত্য ইমনিজ্ঞা পৃঃ ৫। ১। ১২২)

ইতি ইমনিচ্। ১ লম্বুৎ। ২ অগ্নিাদি ঐশ্বর্যের অন্তর্গত  
ঐশ্বর্যবিশেষ। সাধনা দ্বারা এই ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে।

“ততোহগ্নিমাতিপ্রাচীর্ভাবঃ কামসম্পদকক্ষীনভিবাভ্যন্ত ॥”

(পাতঞ্জলদে বিভূতিপা° ৪৬)

যোগিগণ সংযম সিকিয়ারা কিত্যাদি পঞ্চভূত জর করিতে  
পারিলে তাহাদিগের অগ্নিমাতি অষ্ট ঐশ্বর্যের সিকিলাভ হইয়া  
থাকে। লম্বুৎকে লম্বিমা বলে, যে ব্যক্তির লম্বিমা শক্তির সিকি  
হয়, সেই ব্যক্তি তুলার ভার লম্বু হইতে পারে এবং তাহার  
জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে।  
৩ অবহমতত্ব। ৪ হৃষ্যত্ব।

“অগ্রে লম্বিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীয়তে নহি মহিমা।

বামন ইতি ত্রিবিক্রমভিধতি দশাবতারবিনঃ ॥”

(আর্যাসপ্তশতী ৬০)

লম্বিষ্ঠ (ত্রি) অন্নমনয়োরবাং বা অতিশয়েন লম্বুঃ, লম্বু-ইষ্ট।  
অতিশয় লম্বুৎযুক্ত। ব্যাকরণোক্ত স্বেচছক প্রয়োগভেদ। বিদগ্ধ-  
মুখমণ্ডনে সীতা ও দ্বাণের উক্তি প্রভৃতিতে সপ্তমাক্ষর বর্জনে দ্বারা  
“দশবদনমানি” “হাতা মুখি” ও “উঠেঃ পদম্” লম্বো লম্বুৎহের মাত্রা  
পূর্ণ পরিক্রুত হইয়াছে।

লম্বিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অল্পবিশেষ (Least Common  
multiple)।

লম্বীয়স্ (ত্রি) অন্নমনয়োরবাং বা অতিশয়েন লম্বুঃ লম্বু-  
দ্বয়হন্। অতিশয় লম্বুৎযুক্ত।

“ন বৈ সমুচ্চি পালয়তে লম্বীয়স্

যথাং সমানেষ্যতি রাজপুত্রিঃ ॥” (ভারত ২। ৬২। ১৪)

লম্বু (স্ত্রী) লম্বভেদে নেনেতি লম্ব (লম্বিক্‌হোনি লোপচ। উণ্  
১। ৩০) ইতি কু, ধাতোলোপচ। ১ শীত। ২ কৃষ্ণাভব।

(মেঘিনী) ৩ লাম্বক। (রাহুলি) ৩ হস্ত, অধিনী ও

পুস্তানিকত্র, এই তিনটা নকত্র লম্বুগুণ।

“লম্বুত্বাখিনপুয়াঃ পশুরতিক্রমভূষণকাম ॥” (বৃহৎসং ৯। ২)

৪ কাল পরিমাণ বিশেষ। পঞ্চদশকণ পরিমাণ কালকে লঘু কহে। পঞ্চকাঠা পরিমাণ কালে এককণ হয়।

“কণাং পঞ্চ বিহঃ কাঠাঃ লঘুতা ন পঞ্চ চ।

লঘুনি বৈ সমারাতা ন পঞ্চ চ নাড়িকাঃ ॥” (ভাগ্ ৩।১।৭)

(পুং) ৫ প্রাণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের নিয়মামুসারে ছাদশ মাত্রায় প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণায়াম কহে। ইহাতে পুরক, কুঙ্ক ও রেচক এই তিনই হইবে।

“লঘুমধ্যোত্তরীয়াধ্যঃ প্রাণায়ামজিহোনিভঃ।

তত্ত প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্কং পুণ্ড্র মে ॥

লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্ত বিশুণ্ণঃ স তু মধ্যমঃ।

ত্রিগুণাতিস্ত মাত্রাতিরুক্তমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

(সর্কশুভ্রপৃ ২৯। ১৩-১৪)

(ত্রি) ৬ অঙ্গুর, শুক্লবহীন।

“তৃণাদপি লঘুত্ব লত্ব লাদপি চ তিক্রমঃ।

ন নীতো বাহুনা কস্মাদর্থপ্রার্থনশক্তয়া ॥” (উড্‌ট)

৭ মনোজ্ঞ। ৮ ইষ্ট। ৯ নিঃসার। (মেদিনী)

“প্রজা রামঃ প্রিরোদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎস্রকঃ।

মহাবর্ষপরিক্ষেপং লক্ষ্যায়ঃ পরিখালঘুম্ ॥” (রঘু ১২। ৬৬)

১০ ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা, অ, ই, উ, ঋ, ও ১কার এই সকল বর্ণ লঘু। “হ্রস্বো লঘুঃ দীর্ঘো গুরুঃ” সংযোগের পূর্বে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ১১ ছন্দঃ-শাস্ত্রোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে ‘ন’ এই লক্ষণ থাকিলে তিনটা লঘু, ‘ভ’ লক্ষণে আদিগুরু এবং শেষ হ্রী লঘু, ‘ঘ’ লক্ষণে আদি লঘু, ‘জ’ আদি ও শেষ লঘু, ‘র’ লঘু, ‘স’ প্রথম হ্রী লঘু ‘ত’ শেষ লঘু ‘ল’ একটা মাত্র লঘু বুঝাইয়া থাকে।

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাহিলঘুর্ঘঃ।

জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোহস্তে কথিতোহস্তলঘুত্বঃ ॥

গুরুরেকো গকারস্ত লকারো লঘুরেককঃ ॥” (ছন্দোম°)

১২ রোগমুক্ত। (রাজনি°) রোগ শরীর হইতে মুক্ত হইলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বায়ু ও অগ্নিগুণবহল। (সুশ্রুত) ১৪ আকাশগুণভূরিষ্ঠ। (ত্রী) ১৫ পূজা নামক ঔষধি। পিড়িগাছ। (মেদিনী)

লঘু আচার্য্য, ত্রিপুরহস্তরীতোত্র বা ত্রিপুরাজোত্র, দেবীজোত্র ও লঘুত্বপ্রযোজ্য। লঘুশব্দে নাকও প্রসিদ্ধ।

লঘুকঙ্কোল (পুং) বৃকভেদ (Pimenta Acria)

লঘুকণ (পুং) গুরুবীরক। (বৈয়াকনি°)

লঘুকণ্টকী (ত্রী) লক্ষ্যাব, লক্ষাবতীলতা (Mimosa pudica)।

লঘুকর্কসু (পুং) ছুমিফল, মেটেকুল (Zizyphus)। (বৈয়াকনি°)

লঘুকর্কী (ত্রী) কুর্কী, কুর্কী। (বৈয়াকনি°) বরাটী-মোরবেল।

লঘুকায় (পুং) লঘুঃ কারো বজ্জ। ১ ছাছ। (ত্রি) ২ কুদ্রশরীর। লঘুকান্দ্য (পুং) লঘুঃ কান্দ্যঃ। কটুকলহক। (রাজনি°) লঘুকৌমুদী (ত্রী) বরদরাজকৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রন্থ।

লঘুক্রেম (ত্রি) ক্রতগমন। (অব্য) ক্রতপারবিধিক্রমে।

লঘুক্ৰিরা (ত্রী) ক্রুৎ বা ক্রুৎ কার্য্য।

“অজাযুক্ষে কবিশ্রান্তে প্রভাতে মেঘভ্রমরে।

দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্নারন্তে লঘুক্ৰিরা ॥”

লঘুখট্টিকা (ত্রী) লঘুখট্টিকা। ক্রুৎ খটা, পর্য্যায়—আসলী।

লঘুখতর (ত্রী) প্রাচীন বংশভেদ। খরতর গছ। [জৈনশব্দ দেখ]

লঘুগন্ধাধর (পুং) উদরামর রোগে প্রযোজ্য চূর্ণক (ঔষধ) ভেদ।

লঘুগণ (পুং) লঘুগণঃ। অশ্বিনী, পূষা ও হস্তানক্ষত্র।

“উগ্রঃ পূর্বমধ্যান্তকাক্রবগগত্রিগুণ্তরানি বহু-

র্কাতাদিত্যহরিদ্রয় চরণগঃ পূষ্যাবিহতা লঘুঃ ॥” (লীপিকা)

লঘুগর্গ (পুং) লঘুগর্গ ইব। ত্রিকণ্টকমৎস্ত, গর্গর মৎস্ত, চলিত গাংড়া মাছ। (হারাবলী)

লঘুগোধুম (পুং) হ্রস্বগোধুম, ছোট গম। গুণ—দ্রিষ্ট, গুরু, বৃষ্য, কফর, আমদোষকর, মধুর, বীৰ্য্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি°)

লঘুচন্দন (ত্রী) কাঠাগুরু। (বৈয়াকনি°)

লঘুচিত্ত (ত্রি) লঘু চিত্তং যন্ত। কুদ্রচিত্ত, দুর্বলচিত্ত।

লঘুচিত্ততা (ত্রী) চক্ৰলমনার ভাব ধর্ম্ম। চিত্তের হৈহয়হীনতা।

লঘুচিত্তামণিরস (ত্রি) রসৌষধ বিশেষ।

লঘুচিঁতিটা (ত্রী) লঘুচিঁতিটা। মৃগবীক, ছোট কাকুর (Colocynth)।

লঘুচেতস্ (ত্রি) লঘু চেতো যন্ত। কুদ্রচিত্ত, নীচাশয়।

লঘুচ্ছদা (ত্রী) মহাশতাবরী। (বৈয়াকনি°)

লঘুচ্ছদ্য (ত্রি) সহজে বাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়।

লঘুজঙ্গল (পুং) লাকবপকী। (ত্রিকা°)

লঘুতর (ত্রি) অর্জুন, চলিত হলুদ।

লঘুতা (ত্রী) লঘু তাবে তল-টা। লঘু, হীনতা, কুদ্রত্ব, অন্নত্ব, লঘু তার বা ধর্ম্ম।

লঘুদন্তী (ত্রী) লঘুঃ কুজা দন্তী। কুজদন্তী। ছোট দন্তী। (ভাবপ্র°) [দন্তী দেখ।]

লঘুদ্রুমুভি (পুং) লঘুদ্রুমুভিঃ। বাতভেদ, জগড়বাত। (লক্ষ্যাব)

লঘুদ্রাক্ষা (ত্রী) লঘুঃ কুজা দ্রাক্ষা। কাকলীদ্রাক্ষা। (রাজনি°) কিসমিস।

লঘুদারবতী (ত্রী) বর্তমান দারবতী-নগরী।

লঘুনাভমণ্ডল (ত্রী) মণ্ডলাক্ষক চক্রভেদ।

লঘুনাম্ন (ত্রী) লঘু লঘুবর্ণমুতং নাম বস্ত্র। অঙ্গুর। (শব্দচ°)

লঘুনারায়ণোপনিষৎ, উপনিষত্তেদ।

লঘুপঞ্চমূল (স্রী) লঘু ক্ষুদ্র পঞ্চমূল। 'ক্ষুদ্রপঞ্চমূলপাচন, শালপলী, পল্লিপলী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই এটা লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন—লঘু, স্বাদু, বলকর, পিত্তানিলনাশক, নাড়াক, রূহণ, গ্রাহক, জর, বাস ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র.)

লঘুপাণ্ডিত (পুং) একজন নৈরাসিক। ইনি লঘুপণ্ডিতীয় নামক জ্ঞানশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। [ লঘু আচার্য্য দেখ। ]

লঘুপতনক (পুং) ১ দ্রুত পতনশীল। ২ হিতোপদেশোক্ত কাক।

লঘুপত্রক (পুং) লঘুনি পত্রাণি যন্ত কপ। রোচনী, শুভা-রোচনী। (শব্দচ.)

লঘুপত্রফলা (স্রী) লঘু উদ্বারিকা। (রাজনি.)

লঘুপত্রী (স্রী) লঘুনি পত্রাণি যন্তাঃ ভীষ্ম। অশ্বখবৃক্ষ। (রাজনি.)

লঘুপরাশর (পুং) নৃতিশাস্ত্রভেদ।

লঘুপর্ণী (স্রী) ১ মূর্খা। ২ শতমূলী। (রাজনি.)

লঘুপাক (পুং) লঘু: পাক: যন্ত। পাকে লঘু, বাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে।

লঘুপাকিন্ (ত্রি) চীনাধাতু, চিনে ধান। (পর্যায়মু.)

লঘুপাতিন্ (ত্রি) ১ শীঘ্র পতনশীল। ২ কাক।

লঘুপাণ্ডুরপুষ্পক (পুং) বীপান্তর খর্জুরিকা! (বৈজ্ঞকনি.)

লঘুপিচ্ছিল (পুং) লঘু: পিচ্ছিল:। ভূকর্ষুদারক, কাক্ষনগাছ।

লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্ত্যকৃত ধর্মশাস্ত্রভেদ।

লঘুপুষ্প (পুং) লঘুনি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যন্ত। ভূমিকম্বল। (রাজনি.)

লঘুপ্রযত্ন (ত্রি) অরুচৌ আলাত্য়াপ্রয় বা কুঁড়ে।

লঘুফল (পুং) লঘু উদ্বার, ছোট ডুমুর। (বৈজ্ঞকনি.)

লঘুবদর (পুং) লঘু: ক্ষুদ্রো বদর:। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল।

পর্যায়—হৃদয়ল, বহুকর, হৃদয়পত্র, হৃদয়পর্শ, মধুর, দরহায়, শিথি-প্রিয়। পুরুলগুণ—মধুরায়, কফবাতনাশক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, জ্বরং পিত্তাতি, দাহ ও শোষণনাশক। (রাজনি.)

লঘুবদরী (স্রী) ভুবদরী। (রাজনি.)

লঘুবুদ্ধপুরাণ (স্রী) ললিতবিস্তর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লঘুবাস্য, বৃত্তিবল্লভ নাটক-রচয়িতা।

লঘুব্রাহ্মী (স্রী) লঘু: ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মী। ক্ষুদ্রব্রাহ্মী। পর্যায় জলোদ্ভবা, হৃদয়পত্রা। (রাজনি.)

লঘুভর্টী (স্রী) চিকোটক, চলিত চোঁচকো। (বৈজ্ঞকনি.)

লঘুভব (পুং) ১ নিম্নপদ। ২ নিরুপ্ত জ্ঞয়।

লঘুভাগবত (স্রী) ভাগবতপুরাণের একখানি চূর্ণক।

লঘুভাব (পুং) ১ হালকা। ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য।

লঘুভূজ্ (ত্রি) লঘু লঘুপাকপ্রব্য ভূজ্ভুক্ত ভূজ-কিপ্। ১ লঘু-পাকপ্রব্য ভোজনকারী! ২ অন্নভোজী।

লঘুভোজন (স্রী) বাহা সহজে ও অন্নসময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য আহার।

লঘুমুহু (পুং) লঘু: ক্ষুদ্রো মুহু:। ক্ষুদ্রাণিমহু, চলিত ছোট গনিয়ারি (Premna spinosa)। (রাজনি.)

লঘুমাংস (পুং) লঘু শরং মাংসং যন্ত। (রাজনি.) তিত্তির-পক্ষী। (ত্রিকা.)

লঘুমাংসী (স্রী) গন্ধমাংসী, হৃদয় জটামাংসী। (রাজনি.)

লঘুমূত্র (স্রী) বীজগণিতোক্ত অল্পবিশেষ (The lesser root of an equation)। ২ বাহার আরম্ভ প্রাঞ্জল।

লঘুমূলক (স্রী) লঘু মূলং যন্ত কপ্। হৃদয়মূলক, নেপালমূলক।

লঘুযম (পুং) যযোক্ত নৃতিবিশেষ।

লঘুরাশি (পুং) অশ্বশাস্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত।

লঘুলতা (স্রী) ১ কারবেলক, উচ্চ গাছ। ২ অনন্তা, অনন্তমূল। (বৈদ্যকনি.)

লঘুলয় (স্রী) লঘু শীঘ্র লীয়াতে ইতি লী-অচ্। ১ বীরণ মূল। (অমর) ২ নীতোদীপ্ত। (বৈদ্যকনি.)

লঘুবাসস (ত্রি) পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়বাসপরিধানকারী।

লঘুবিক্রম (পুং) দ্রুত গমন।

লঘুবিক্রু (পুং) বিক্ৰু-কথিত নৃতি বিশেষ।

লঘুবৃদ্ধি (ত্রি) নীচ কার্য্যাবলম্বী। নিরুপ্ত জীবনবৃদ্ধি।

লঘুবেধিন্ (ত্রি) শীঘ্র বেধকারী। বেধকার্য্যে স্নিগ্ধপুণ।

লঘুশমী (স্রী) শমীবৃক্ষভেদ।

লঘুশঙ্খ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, ছোটশাঁক। (বৈজ্ঞকনি.)

লঘুশান্তিপুর্নাণ, ক্ষুদ্র উপপুরাণভেদ।

লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

লঘুশিখরতাল (পুং) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ।

লঘুসত্ত্ব (ত্রি) লঘুপ্রকৃতিক। লঘুচিত্ত।

লঘুসদাফলা (স্রী) লঘু সদা ফলং যন্তাঃ সা লঘুসদাফলা।

লঘুদ্বারিকা, ছোট ডুমুর। (রাজনি.)

লঘুসার (ত্রি) লঘু: অন্ন: সারো যন্ত। অন্নসারযুক্ত।

লঘুহৃদদর্শন (স্রী) আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত চূর্ণোষধভেদ।

লঘুস্থানতা (স্রী) চঞ্চলতা। বাহারা একস্থানে অধিক সময় থাকিতে পারে না।

লঘুহস্ত (পুং) লঘু: ক্ষিপ্ৰকারী হস্তো যন্ত। শীঘ্রবেধী, যিনি অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন।

“চুর: খড়্গাপ্রহারেণ লঘুহস্তো বিধাকরোৎ॥”

(কথাসরিৎসাং ৪২/১৩৩)

লঘুহস্ততা (স্রী) লঘুহস্ততা ভাব: তল-টাপ্। লঘুহস্ত, লঘুহস্তের ভাব, ধর্ম বা কার্য্য। শীঘ্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্ৰকারিতা।

লঘুহস্তবৎ (ত্রি) লঘুহস্ত সদৃশ। কিপ্রকারী।  
 লঘুহারিত, হারিত কবি-প্রবর্তিত কৃতিশাস্ত্রভেদ।  
 লঘুহস্তদয় (ত্রি) চকল চিত্ত। অস্থির মতি।  
 লঘুহেমহৃদা (স্ত্রী) লঘুহেমহৃদা। লঘুহৃদয়িকা, ছোট-  
 ডুমুর। (রাজনিং)  
 লঘুকরণ (স্ত্রী) ১ হালকা করণ, কমান। ২ গণিতোক্ত অঙ্ক-  
 বিশেষ।  
 লঘুক্তি (স্ত্রী) লঘু: উক্তি:। লঘুকথন, অল্পকথন।  
 লঘুখানতা (ত্রি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ। ২ উত্তম স্বাস্থ্যদাম্পর  
 (Good-health)। (দিব্যং ১৫৮১৩)  
 লঘুতুষ্ণরিকা (স্ত্রী) ছোট ডুমুর। (রাজনিং)  
 লঘুজ্বীর (স্ত্রী) অজীরভেদ।  
 লঘুত্রি (পুং) অত্রিকবি-প্রবর্তিত কৃতিভেদ।  
 লঘাত্মাডুম্বরাস্তা (স্ত্রী) লঘু উদ্বয়রিকা, ছোট ডুমুর।  
 লঘানন্দ (ত্রি) লঘু: আনন্দো বস্তু। ১ অল্প আনন্দবস্তু।  
 (পুং) ২ অল্প-আনন্দ।

লঘানন্দরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা,  
 গন্ধক, লৌহ, বিব, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ,  
 সোহাগা চারিভাগ, ভূসরাঙ্ক ও অল্পবেতসের রসে সাতবার  
 ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অল্পপান  
 পাণের রস। এই ঔষধ সেবনে শাণ্ড, অরুচি, মল্লান্ধি, প্রহলী,  
 অর ও বাতশ্লেষ্মরোগ আশ্রয়িত হয়।

(রসেন্দ্রসারসং পাণ্ডুরোগাধিং)

২ বাতব্যাধি রোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা,  
 গন্ধক, লৌহ, অত্র, বিব প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ,  
 সোহাগা চারিভাগ, ভূসরাঙ্ক ও দাড়িমের রসে প্রত্যেকটা পাঁচ  
 বার ভাবনা দিয়া দাড়িমের কাণ্ডে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে।  
 অল্পপান দোষ অল্পহারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ-  
 ২ সেবনে ভ্রম ও দাহের সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(রসেন্দ্রসারসং বাতব্যাধিরোগাধিং)

লঘাধাসিকান্ত (পুং) আধাসিকান্তের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।  
 লঘাশিন্ (ত্রি) লঘু অল্প লঘুপাক গ্রন্থ বা অপ্রতি অশ-পিনি।  
 লঘুভোজী, অল্পভোজী, লাহারা লঘুপাক গ্রন্থ ভোজন করে।  
 লঘাহার (ত্রি) লঘু: আহার: বস্তু। লঘুভোজী, যিনি অল্প  
 আহার করেন। (পুং) ২ লঘু ভোজন।

লঘী (স্ত্রী) লঘু-স্ত্রীপুং ১ লামবস্তু, অতি ক্ষুদ্র।  
 ২ সাদৃশ্যভেদ। ৩ পৃষ্ঠা, পিড়িপাশ। ৪ হস্তিকোণী।

লক্ষ (পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (সানিনি ৪১১৩৯)

লক্ষক, যথেষ্ট ব্রাতা। পূর্ণ নাম অলক্ষার। (ঐকর্ষচরিত)

লক্ষটকট (স্ত্রী) ১ লক্ষের লক্ষের লক্ষ ও বিলম্বলক্ষের কটা।  
 (রাবারণ ৭৪২৩) ২ লক্ষার কটা।

লক্ষা (স্ত্রী) রমভেৎসামিত রম্ বাহনকাং কং রত লক্ষ (উপ-  
 ৫৪০) টাপ। রক্ষ:পুত্রী, রাবণের রাজ্য।

লক্ষাভি:শাস্ত্রমতে এই লক্ষা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত।

“লক্ষাভ্যন্তরে বমকোটরিতা: প্রাকৃপন্ডিতৈ রোমকপত্তনক।

অথতত: সিদ্ধপুরং সুমেকসেরোমোহ যামো যত্বানলক্ষা।”

(সিদ্ধান্তপিরোমনি)

অগ্নিপুত্রের লিখিত আছে যে, লক্ষাপুরী ত্রিংশৎ বোজন  
 বিস্তীর্ণ, এই পুরীর প্রাকার সকল সুকর্ণনির্মিত। দক্ষিণসমুদ্রের  
 তীরে ত্রিকূট-নামে একটি পর্বত আছে, ঐ পর্বতের শিখরে  
 মধ্যম সত্ত্ব সমীপে ষষ্ঠা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্ত  
 এই পুরী নির্মাণ করেন। এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে  
 সমর্থ নহে। লাক্সগণ হুবে এই পুরীতে বাস করিত।  
 লাক্সেরা অমরাবতী লক্ষ এই লক্ষানগরী প্রাপ্ত হইয়া তদানিক  
 হ্রাদর্ষ হইয়াছিল।

“ত্রিংশদ্বোজনবিস্তীর্ণং স্বর্ণপ্রাকারভোয়গাম্।

দক্ষিণভোয়গতীরে ত্রিকূটো নাম পর্বত:।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমাধ্বমিস্নিগ্ধে।

পতত্রিভিচ্চ চত্বাপাং টক্কিরাং চতুর্দিশম্।

শত্রার্থং যৎকৃত্য পূর্বে প্রযত্নাৎ বহুবৎসরৈ:।

বসন্ত তত হৃদ্বর্ষা: সুখং লাক্সসমুদ্রবা:।

লক্ষার্হণ সমাস্তা শত্রুণাং শত্রুহননা:।

হ্রাদর্ষা ভবিষ্যতি লাক্সসৈবাহতিবৃত্তা:।”

(অগ্নিপুং কপিলদর্শন নামাধ্যায়)

রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট  
 নামে একটি পর্বত আছে, তাহার শিখরে অমরাবতীর জার  
 বিশালা লক্ষানামে একটি পুরী আছে। ঐ রক্ষসীরা পুরী হেরমর  
 প্রাকার ও পরিখার পরিবৃত্ত এবং ভোয়র সকল সুবর্ণ ও বৈদ্য-  
 মণিধারা রচিত ও সকল স্থান যন্ত্রলক্ষ্যে সুসজ্জিত। লাক্স-  
 মণির বাসের জন্ত বিধকরী অতি মনস্করকারে এই পুরী  
 নির্মাণ করেন। লাক্সগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয়  
 হৃদ্বর্ষ হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর ভয়ে লাক্সগণ এই পুরী  
 পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই  
 পুরী লাক্সসমুদ্র অবস্থায় থাকে।

পরে কুবের বিদ্রোহ আরম্ভে লক্ষাপুরীর অধীশ্বর হইয়া  
 তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরে লাক্সগণ কখন-তসোবলে  
 বসীমান হইয়া উঠিল এবং লাক্সিতে পায়িল যে, লক্ষাপুরী  
 আমাদের পুণ্ডরীকস্থলকের সিদ্ধান্তকৃত। লক্ষের রাবণ

এই পুরী ছাডিয়া দিবার জন্ত কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে ঐ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইলে রাবণ লঙ্কার অবধিষ্ট হন। ( রামায়ণ উত্তরকাণ্ড )

[ রাবণ দেখ। ]

‘উপনিবেশ’ শব্দে লঙ্কার বর্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র কপিলেন্দ্র সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্ত লঙ্কার গমন করিয়াছিলেন। সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্তমান নাম কি? সেই লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লব্ধে নিয়ে বথাসম্ভব প্রমাণ উদ্ধৃত হইল;—

বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন বাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাত্মারও পুরাণাদিতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

“সিংহলান্ বর্ষরান্ রেঙ্কান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।”

মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লোক।

“লঙ্কা কালাজিনাষ্টব শৈলিকা নিকটাত্মা ॥ ২০

ত্বত্যাঃ সিংহলাষ্টব তথা কাঙ্কানিবাসিনঃ ॥” ২৭

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্বির ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪। ১৫, প্রকৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটা স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে— মলয় পর্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুনগর, এই নগরের পুরষার স্তবর্ণনির্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্যনিবেশিত মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতবোজন-বিস্তৃত অতিশয় প্রভাসুন্দর একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে।

বথা—

\* \* \* মলয়স্ত মহোজসঃ ॥

দ্রাক্ষাধানিত্যলক্ষণমগস্ত্যমুণিস্তমম্।

ততন্তেনাভ্যাজাতাঃ প্রসঙ্গেন মহামুনা ॥

তাম্রপর্ণীঃ গ্রাহকুট্টাঃ তরিতাথ মহানদীম্।

স চন্দ্রনবনৈশ্চিট্রৈঃ প্রজ্জরদ্বীপধারিণী ॥

কান্তেব যুবতী কান্ত্য সমুদ্রমবগাহতে।

ততো হেমময়্য দিব্য মুক্ত্যমণিবিভূষিতম্ ॥

যুক্তং কণাটং পাণ্ডুনানং গতা দ্রাক্ষাধ বানরাঃ।

ততঃ সমুদ্রমাগন্ত সস্ত্রধার্যার্থনিষ্ঠরম্ ॥

অগস্ত্যানান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।

চিত্রসামুদ্রগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ ॥

জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ অবগাতো মহার্ষিম্।

দ্বীপস্ততাপরে পারে শতবোজনবিস্তৃতঃ ॥

তত্র সর্বাঙ্গানা সীতা মার্গিতব্য্য বিশেষতঃ।

তে হি দেশান্ত বধ্যস্ত রাবণস্ত ছুরাঙ্গনঃ।”

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ। ১৫—২৫ শ্লোক।

মলয় পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাদি বলে। ( Caldwell's Dravidian Grammar, Intro.p.48 ) তাম্রপর্ণী নদী তিনবেলী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। ঐ নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ডুনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক ভৌগোলিকগণ ‘কোলক’ ও ‘কোএল’ এবং নিকটস্থ সাগরকে কোলকিক্স \* বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্বত। ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহিস্তল পর্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্রপর্ণী নদী-প্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণী বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাবিদগণ বলেন, পাণ্ডুনগর মুক্তা আহরণ জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাত্মার মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজহর-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

“সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসজ্জাতাং বৈ চ।

শতশচ কুখ্যন্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্ ॥”

সম্ভাষক ৫১। ৩৬।

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনুমানাদি বানরগণ সীতারেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব পর্বতগর্ভের উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ঋক্ষবিল। ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্বতশ্রেণী। বানরগণ এইস্থানে আসিয়া ক্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইল। ( তাহারা পূর্বে অগ্রীবেয় নিকট গুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্বতের পরে, সমুদ্রের পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ; কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা পূর্বে কখন অবগত হয় নাই। ) অনেক অমুসন্ধান করিতে

\* কোলকিক্স সাগরের বর্তমান নাম মারার উপসাগর। ( Lassen. )

করিতে এই ভয়ঙ্কর গম্বীর মধ্যে এক বোজন গম্বীর পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্ঘ্য মণি ও পরিণী সকল পতঙ্গমলে পরিবৃত্ত রহিয়াছে, রক্ত ও কাঞ্চননির্মিত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মুক্তা-জালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রক্তনির্মিত গৃহসকল বিস্তারিত রহিয়াছে ( ইত্যাদি )। তাহারা অনতিদূরে একজন তপ-স্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল,—

“মরো নাম মহাতেজা মারাবী বানরবর্ষত ।  
ডেনদং নিশ্চিতং সর্বং মারায় কাঞ্চনং বনম্ ॥  
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ ।  
স তু বর্ষসহস্রাণি তপতগুঃ মহাবনে ॥  
পিতামহাচরং লেভে সর্কমৌশনসঃ ধনম্ ।  
বিধায় সর্বং বলবান্ সর্কামেশ্বরত্বা ॥  
উবাস সুখিতং কালং কক্ষিধস্মিন্ মহাবনে ।  
তনুপরসি হেমায়ঃ সক্তং দানবপুঞ্জবন্ম ॥  
বিক্রম্যবানিং গৃহ জ্বানেশঃ পুরন্দরঃ ।  
ইদং ব্রহ্মণ্য দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্ ॥”

কিঙ্কিণ্য ৫১ সঃ। ১০—১৫ শ্লো ।

মহাতেজা মারাবী ময়দাব মারাবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে দানবদিগের বিশ্বকর্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে সহস্রবর্ষ তপস্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপ ঔষধ-রচিত সর্কপ্রকার শিল্পগাত লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্কশক্তিসম্পন্ন ও স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ে হেমা নারী অপসরাতে আসক্ত হওয়ার দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্ম হেমাকে এই অমৃতময় বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি বিভাগের নাম ময়। বর্তমান আদমশৃঙ্গ বা ত্রীপাথশৈল ও তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ( Tennent's Ceylon, Vol. I p. 337 n. ) বদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ এক দ্বীপের পর্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বোধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা সিংহল এই নাম লুইয়াই পোষ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বজ্ররাজকুমার বিজয়-সিংহ এই দ্বীপ ভ্রম করিলে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম ‘সিংহল’ হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্বে যে এই

স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া তাম্রপর্ণ ( সিংহল ) ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়।

রামকণ্ঠিসেন্ত মতে নাগদ্বীপে উপনীত হইবার পর নল ১০০ বোজন পরিমিত সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কা বেলোচুমি ১০০ বোজন অর্থাৎ ৪০০ কোশ।

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরদ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্তমান আদমশৃঙ্গ ত্রিকোণেই কেহ কেহ নল-নির্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান আদমশৃঙ্গত্রিকোণে আদমশৃঙ্গনগর নির্মাণ বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সঙ্গীত হান সেই নলসেতুর প্রস্তরখণ্ড বলিয়া অনেক মনে করেন, সে গুলি সমুদ্রতীরে তুলীকৃত বালি অথবা বেলপাথর ( Sandstone ) মাত্র। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিতান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। ( Ouden Nieuw Oost Indien, Ch. XV. P. 218. ) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বচ্ছলিল মধ্যে বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ ঐ খণ্ড সকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্বে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্তমান রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলোচুমি ১০০ বোজন নহে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। ঐ মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্তু ঐ সময়ে ( খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে ) প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং সিংহল-দ্বীপে গমন করেন। তিনি সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—“সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে একটি পর্বত আছে, ঐ পর্বতকে লোকে লঙ্কা বলে। সেখানে যক্ষ প্রকৃতি বাস করে।” সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, হিউএনসিয়াংএর সময়েও সিংহল-দ্বীপকে কেহ কেহ লঙ্কাদ্বীপ বলিত না। সিংহল-দ্বীপের সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে লঙ্কা নামে একটি সামান্ত পর্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। সিংহলে লঙ্কা-পাহাড় আছে তুমিরাই কেহ যদি সিংহলকেই লঙ্কা বলিতে চান, তাহা হইলে অনেক কান্দীরের অন্তর্গত লঙ্কা দ্বীপকে অনান্যাসেই রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন। কেবল একটি নামের মিল পাইলে প্রাচীন জনপদাদির অবস্থিতি নিরূপিত হইতে পারে

না। সেই সেই স্থানের ভূতব, চতুর্দশী ও উৎসব প্রভৃতির সহিত কর্তমান নির্দিষ্ট স্থানবিশিষ্ট ভূতবিশিষ্ট সৌন্দর্য্য হইলে তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদবিশিষ্ট কতকটা লক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা লক্ষ্য-সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতানুসারে লক্ষ্য ও সিংহল দুইটি বড়ই বীণ। এখন দেখা যাউক, কোন স্থানকে আমরা লক্ষ্য বলিতে পারি।

অধিপুত্রের লিখিত আছে—

“ত্রিশবোজনবিত্তীর্ণ স্বর্ণপ্রাকারভোরগাম্।

বক্ষিপ্তোজোবক্ষীয়ে ত্রিকূটো নাম পর্কতঃ।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমেত্বুদসিগিরে।

পতত্রিত্তিত্ত হস্তাপাং টকজিরে চতুর্দিশম্।

শত্রুধং মৎকৃত্য পূর্বে প্রেবতাদবহবৎসরেঃ।

বনত তত্র দ্বর্কবাঃ ব্রুথং বাক্সপুদবাঃ।”

লক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্কত আছে, সেই পর্কতের মধ্যম শিখরে সাগরের নিকটে ৩০ বোজন-বিত্তীর্ণ স্বর্ণ-প্রাকার ও ভোরগামিশোভিত লক্ষাপুরী। এই পুরী পক্ষি-সিগিরেও হ্রদম্। পূর্বকালে ইত্রের জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া বহুবার আমরা (বিষকর্ণা) দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। হে দ্বর্কবাক্সপুদবাঃ! সেই স্থানে হুথং বাস কর।

রামায়ণেও লিখিত আছে,—

“বক্ষিপ্তোজোবক্ষীয়ে ত্রিকূটো নাম পর্কতঃ। ২২

হুবেল ইতি চাপ্যাডো দ্বিতীয়ো বাক্সপুদবাঃ।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমেত্বুদসিগিরে ২৩

পতুদৈরপি হস্তাপে টকজিরে চতুর্দিশি।

ত্রিশবোজনবিত্তীর্ণ পতবোজনমারতা ২৪

স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমভোরগলংবৃতা।

মহা লঙ্কেতি নগরী শত্রুজ্ঞপ্তেন নির্মিতা ২৫

(উত্তরকাণ্ড ৫৫ সর্গ।)

হে বাক্সপুদবাঃ! লক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্কত এবং তাহার মত আর একটি হুবেল নামক পর্কত আছে। সেই শৈলের মধ্যম শিখরে মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাখা সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ার, উহা পক্ষীসিগিরেও হ্রদম্। আমি (বিষকর্ণা) সেই শিখরে ইত্রের আবেশে লক্ষ্য নির্মাণ করিয়াছি, ঐ নগরী ত্রিশবোজনবিস্তৃত, একশত বোজন আরত, স্বর্ণপ্রাকার-শোভিত এবং হেমময় ভোরগে পরিবৃত্ত।

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,—

“শিখরত ত্রিকূটত্র প্রাণ্ড চৈকং দ্বিবিংশশূন্য।

সমস্তাং পুশসম্ভ্রমং মহারজতসমিতম্।

পতবোজনবিত্তীর্ণ বিমলা চারুদর্শনম্।

নিবিষ্টা তস্য শিখরে লক্ষ্য রাবণপালিতা।

দশবোজনবিত্তীর্ণ ত্রিশবোজনমারতা।

শা পুরী গোপুত্রকটকঃ পাণ্ডুরাশুদসিগিরেঃ।

লক্ষ্যকমেদ শালেন রাজভেন চ শোভতে।

প্রাসাদৈশ্চ রিমানৈশ্চ লক্ষ্য পরমভূষিতা ২৬

(লক্ষ্যকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকূট-পর্কত পুশসম্ভ্রম হওয়ার সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেই গিরি পতবোজন বিত্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখরে রাবণপালিতা লক্ষ্যপুরী। সেই লক্ষ্যপুরী দশবোজন বিত্তীর্ণ এবং ত্রিশবোজন আরত। সেই নগরী পাণ্ডুরাশুদ মেঘসদৃশ সুবর্ণ ও রজত প্রাসাদ এবং রিমানসমূহে বিভূষিত।

রামায়ণের মতে লক্ষ্যের নিম্নলিখিত উদ্ভিদ আছে—

“চন্দ্রকাশোবকুলশালতালসমাকুল।

তমালপনসম্ভ্রম নাগমালা-সমারতা।

হিতালৈরক্ষ্মৈনীশৈঃ সপ্তপঠৈঃ স্তম্ভপাতিতঃ।

তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমস্ততঃ ২৭

(লক্ষ্যকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

চন্দ্রক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনল, নাগ-কেদার, হিতাল, অর্জুন, করব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল।

ভাষ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—

“লক্ষ্যপুরেধ্বক্সা যদ্বাদয়ঃ ত্রাং

তত্রা নিমার্জং বমকোটপুষ্ঠ্যম্।

অথতলা সিদ্ধপুরেহন্তকালঃ

ত্রাহোমকে রাজিগলং তমৈব ২৮

যথোজ্জ্বলিতাঃ কুচভূষণাণে

প্রাচ্যাং বিশি জন্ম বমকোটিরেব।

ততস্ত পট্টার ভবেববন্তী

লঙ্কৈব তত্রাঃ ককুট প্রভীচ্যাম্ ২৯

গোলাদ্বার ৩৪৪—৪৩।

যখন লক্ষ্যের সর্বোচ্চ স্থান, তখন (তাহার নিকটই অংশ পূর্বে) বমকোটিতে মধ্যাক, সিদ্ধপুরে সর্বোচ্চ এবং বোমকোটনে ত্রিগিরে রাজিকাল। বমকোট উজ্জ্বলিতা ঠিক পূর্বে নিকটই অক্ষাংশ দ্বারা অবস্থিত, আবার লক্ষ্য বমকোটের ঠিক পশ্চিমে, উজ্জ্বলিতা পশ্চিমে নহে।

কদম্বদ্বারের কুমারিকা-খণ্ডের মতে লক্ষ্যদেশে ৩৬০০০ প্রাণ আছে।



“বট্‌ক্রিশ্চ সহস্রাণি লক্ষাংশঃ প্রকীৰ্ত্তিত।”

(কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়)

স্বর্গসিদ্ধান্তের মতে—“লক্ষা ভারতবর্ষের একটি নগর।”

(স্বর্গসিদ্ধান্ত ১২। ৩৯)

ব্রহ্মাওপুরাণের মতে—বব্বীপের পর মলয়বীপ, এই মলয় নামক বীপের অন্তর্গত পর্বতের সাহস্রদেশে লক্ষাপুরী।

“তথাচ মলয়বীপং মেরুমেব সুসংকৃতম্।

মণিরত্নাকরঃ ক্ষীতমাকরঃ কমলস্য চ ॥

অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসাহস্ররীপুর্থে।

তস্য কূটতে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে ॥

নির্বাহবহুবিচিত্রা হর্যা প্রাসাদমালিনী।

শতযোজনবিতীর্ণা ক্রিশ্ণদযোজনমাত্রতা ॥

নিত্যপ্রমুদিতা ক্ষীতা লক্ষা নাম মহাপুরী।

সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাস্থানম্।

আবাসো বলদৃষ্টানাং তদ্বিদ্যাংদেববিহিরাশ্ ॥”

(ব্রহ্মাণ্ডে অমূল্যপাদে ৫৩ অঃ।)

সাধারণে লক্ষাকে স্বর্ণলক্ষা বলিয়া থাকেন। রামায়ণে এক স্থানে লিখিত আছে,—

“বস্ত্রবস্তো বব্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।

স্ববর্ণরূপাকবীপং স্ববর্ণকরমণ্ডিতম্ ॥” কিঃ ৪০।৩০

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে, বব্বীপের কাছেই স্বর্ণ ও রূপাকবীপ। অতএব ব্রহ্মাওপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

স্বর্গসিদ্ধান্তে লক্ষা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বকালে ভারতমহাসাগরীর বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। ব্রহ্মাও প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে,—

“অম্ববীপং বব্ববীপং মলয়বীপমেব চ।

শম্ববীপং কুশবীপং বরাহবীপমেব চ ॥ ১৪

এবং বড়োতে কথিতা অম্ববীপাঃ সমস্ততঃ ॥ ৪১ ॥

ভারতবীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিশ্তরঃ।”

(ব্রহ্মাওপুরাণ ৪৮ অঃ)

অতএব ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে মলয়বীপের অন্তর্গত লক্ষাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে। সুতরাং স্বর্গসিদ্ধান্তের সহিত অনেক হইতেছে না।

বব্ববীপকে এখন সকলে “বাবা” বলিয়া থাকেন। ভারতমহাসাগরে এই বীপটির অবস্থিতির বিষয় অনেকই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে বব্ববীপের নিকটেই কে লক্ষা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাওপুরাণ নির্দেশ

করিতেছে, লক্ষাপুরী মলয়বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব-ঊপ-বীপের অন্তর্গত ভ্রামনেশের দক্ষিণস্থিত বিতীর্ণ কুমিখণ্ডকে মলয় প্রারোবীপ বলে, উহা বব্ববীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়ভাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারাজ্যম্বায়া বীপস্থ মেলভাবু নামক স্থানে পূর্বে থাকিত, উহা তাহারদের অধিবাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহারাজ্য মলয় বলিত। \*

এই মলয়ভাতির তাহা এখনও স্মৃতি বীপ হইতে অট্টেলিয়া এবং পশ্চিমে মায়াসাক্ষার পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।† ভারতমহাসাগরের বীপসমূহে আর এক তাহা প্রচলিত থাকার সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাতি ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্বে একজাতি ছিল, কেহ অসত্যাবস্থার থাকিয়াও কালক্রমে সত্য হইয়াছে, কেহ বা সত্য হইয়াও পুনরায় অবস্থান্তরে নিত্য অসত্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাতি জাতিগণ রকঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখনও বব্ববীপের নিকটবর্তী ক্রোরিসবীপে এক প্রকার কদাকার তীব্র রক্তবর্ণ অসভ্যজাতি বাস করে,‡ তাহারদের সকলকেই রক্তঃ বলিয়া থাকে। তাহারদের বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ বীপের মধ্যেই লরাস্তক নামে নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরাস্তক শব্দের বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষণ, নীল ও মল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপও রহিয়াছে।

বাবা হউক ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লক্ষাপুরী। রামায়ণের মতে, এই মলয়ের নাম স্বর্ণ-বীপ, উহার বর্তমান নাম স্মৃতি।

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, স্মৃতি বীপের উত্তর পূর্বাংশে পর্বতের সাহস্রদেশে ও সমুদ্রের নিকটে ‘দোনীলংকা’ নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা “স্বর্ণলক্ষা” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই বীপের অন্তর্কর্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও

\* Crawford's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2  
ব্রিসবেনের প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersonosus Area অর্থাৎ স্বর্ণবীপ বলিতেন।

† English Cyclopaedia, Vol. xi. p. 656.

‡ English Cyclopaedia (Geography), Vol. II. p. 1045 ; III, 704.

§ সংস্কৃত রাক্ষসশব্দের প্রাকৃত রূপ।

¶ নরাস্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস। রাক্ষসের একজন সেনাপতির নামও নরাস্তক।

‘লক্ষা’ বলে। এখনিও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাকিনগিরি (Golden Mt.) রহিয়াছে।\* ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত ‘লক্ষাপুরী’ অথবা ‘সুবর্ণদ্বীপ’ বর্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ফ্রেন্স দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত বিভিন্ন সমুদ্রে এখনও এখানকার বৃগী জাতির ‘লক্ষাই’ সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্বারাও লক্ষার কতকটা স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণস্থ বিভিন্ন ভূভাগ সমুদ্রগর্ভস্থারী হইয়াছে, প্রাচীন লক্ষারাজ্যের সেই অংশই লক্ষ্যবস্তু: ‘লক্ষাই’ সাগর নামে পরিচিত হইয়াছে।

যদিও এই সুমাত্রাদ্বীপে হিন্দুজাতি এখনও বাস করেন না, যদিও হিন্দুনির্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিংবা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, দ্বারা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে খ্রীষ্টাব্দ ৯শের আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলভের আশার এই স্থানে আগমন করিতেন।† সুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নানা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও হিন্দু-প্রাধান্যের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দু-ঈশ্বর সংকৃত নাম নগর ও নদীবিশেষে রহিয়াছে। এখন মঙ্গলজাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদিজন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠেও স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রাদ্বীপে আসিরা উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপে অলঙ্কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

(সহস্রাব্দিক ১১১৮)

\* ত্র্যম্বকপুরাণে ইহাই ‘কাকিনপার’ নামে মলয়দ্বীপের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। “তথা কাকিনপাদিত মলয়তাপরতং হি।” ত্র্যম্বক ৩৩ অঃ

† পুস্তকের পর হইতে এই লক্ষাদ্বীপে অনেকই স্বর্ণলভাভাষণ গমনাগমন করিতেন। কল্কপুরাণের নারদখণ্ডোক্ত মিরলিখিত ঘটনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

\* তথ্যবাহি কলো কালো দরিত্রা নৃপমামবাঃ।

ভেজ স্বর্ণত লোভেন দেবভার্ষন্যর চ ৪০।

মিত্যঃকবাগমিষ্যন্তি তাকু। রক্ষঃকৃতং ভয়ং” ৪১। নারদখণ্ড ১৪ অঃ

রাম স্বর্ণারোহণ করিলে পর তৎপূত্র বৃশ লক্ষার আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও নারদখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। [ নারদখণ্ড ১৮ অঃ ১০-১২ শ্লোক দেখে ]। এই সুমাত্রার পাশ্চিমে রূপং নামে একটি দ্বীপ আছে, উহা স্বর্ণলভোক্ত রূপং দ্বীপ বলিয়াই অভিহিত হয়।

২ লাখ। ৩ শাকিনী। ৪ কুলটা। (মোদিনী) ৫ ধাতু-বিশেষ। পর্যায়—করালত্রিপুরা, কাস্তিকা, কক্ষণাশ্বিকা। ইহার গুণ—রুচিকর, শীতল, শিত্তনাশক, বাতকারক ও গুরু। (রাজনিঃ)

লক্ষা (দেশজ) কু-মরিচ। [লক্ষামরিচ দেখে।]

লক্ষাদাহিন্ (পুং) লক্ষা দহতি তচ্ছীলঃ দহ-গিনি। হনুমান্। লক্ষাদ্বীপ, ভারত মহাসাগরস্থিত একটি দ্বীপ। রামায়ণোক্ত রাক্ষসপতি রাবণ এখানে রাজত্ব করিতেন। [লক্ষা দেখে।]

লক্ষাধিপতি (পুং) লক্ষার অধিপতিঃ। রাবণ। (জটধর) লক্ষানাম, লক্ষাদ্বীপের অধিপতি। রাক্ষসরাজ রাবণ। অর্ক-চিকিৎসা ও নিবন্ধসংগ্রহ নামক হুইথানি বৈদ্যকগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষাপিকা, লক্ষায়িকা (স্ত্রী) পুষ্কা, চলিত পিড়িং শাক। (শব্দরত্নাঃ) লক্ষোপিকা পাঠও পাওয়া যায়।

লক্ষামরিচ, অন্যনামপ্রসিদ্ধ সুপরিবেশ। ইহার ফল বা বীজকোষ ‘লক্ষা’ নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্মীরের নিম্নতর শৈলমালা-সমূহে এবং চন্দ্রভাগা-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬০০ ফিট উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্বতজাত লক্ষা স্বভাবতঃই বেশী ঝাল হইয়া থাকে। কাশ্মীরের পার্শ্বত্যা-প্রদেশে ৭ প্রকার লক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য, গঠন ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালারও ৫টি বিভিন্ন জাতীয় লক্ষা জন্মে। কিন্তু পার্শ্বতীয় লক্ষার স্থায় তাহা ঝাল হয় না। লক্ষার আকৃতি প্রধানতঃ লম্বা, কতকগুলি চেন্দা, চোকা, বক্রাকার, তীক্ষ্ণমূখ, শিচ্ছিদ্রক, মৃৎগণ্ডা বা অমৃৎগণ্ডা বিশিষ্ট, বর্ণ প্রায়ই শোহিত, তবে কোন কোন স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ যুক্তও দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং যুরোপীয় রাজ্যসমূহে লক্ষামরিচ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মট্টশ, বাজর, লালমরিচ, মরচা, মিরচ, গাছমিরচ; বাঙ্গালা—লালমরিচ, লক্ষামরিচ, গাছমরিচ; ডোট—সুন্দ-কমশা; কুমায়ুন—মাটিংসা-বজর; কাশ্মীর—মিঠল-আ-বজুন, মিরচ-বাম্বুম; গুজর—লালমরিচ, মরচ; কচ্ছ—মিরচ; মরাঠী—মিরলিঙ্গা; তামিল—মিলগাই, মুলাগাই, মোর্লশে, মোল্লাগু; তেলগু—মিরপাকর, মেরপুকাই; মলবার—কপু-মোলগু, কঙ্কল-মোলক; কণাড়ী—মেনমিনা-কায়ি; সংস্কৃত—মরিচকলম্; আরব—ফিল্ফিলে, অহম্বর; পারস্য—ফিল্ফিলে-সুর্থ, পিল্পিলে-সুর্থ; শিঙ্গাপুর—মিরিশ, রত-মিরিশ; ব্রহ্ম—নারু-শি, না-যোপ; ইংরাজী—Chilly. করাসী—Poivre de Guinée, poivre du Brésil,

d' Inde. এবং অন্ত্যান্ত রাষ্ট্র—Red pepper ও chilly বা Chilensis প্রভৃতি নামে পরিচিত।

উদ্ভিদতত্ত্বের Solanaceae বিভাগের Capsicum শ্রেণীমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্যফলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার আশ্বাদ ঝাল ও কটু। চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক খাদ্যাদির ঝাল-আশ্বাদ বৃদ্ধি করিতে বাজ্ঞানাদিতে দেওয়া যায়, সেইরূপ লক্ষ্য ও রন্ধনকালে বাজ্ঞানাদিতে বাটুনা বা কোড়াক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বেগেতি মসলার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ভিদবিদগণের বিশ্বাস—লক্ষ্য আমেরিকার প্রথমে উৎপন্ন হইত। দক্ষিণআমেরিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লক্ষ্য দেখা গিয়াছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে। ইহার উৎকট কটু দারুণ শীতের জ্বর তীব্র বলিয়াও হয় ত Chill শব্দ হইতে (Chilly নামকরণ হইয়া থাকিবে; কিন্তু অধিক সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমানীত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকালে লক্ষ্য ও মহালক্ষ্য নামে প্রচারিত ছিল। সেই লক্ষ্যদ্বীপ হইতে উহা ভারতে আইসে বলিয়া উহা এখানে লক্ষ্য নামেই খ্যাত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে Bontius চিলি ও ব্রজিলদেশজাত লক্ষ্য উল্লেখ করিয়াছেন। (Jac. Bontii, Dial. V. p. 10.) ক্রাশীরাষ্ট্র প্রচলিত লক্ষ্য নামদৃষ্টে বোধ হয় যে, গিনি, ভারত ও ব্রজিলই এককালে লক্ষ্য উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোভ বোম্বাই প্রদেশে লক্ষ্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। বিদেশজাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তিনি কোঁহল প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে গোয়া প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, তাহা সাধারণে গোয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে প্রথম লক্ষ্য চাষ হয়। তাহার বলেন, উহার পরবর্ত্তিকালে ভারতে লক্ষ্য আমদানী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পশ্চিমীজ নাবিকগণ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পরে ভারতে আনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্দুগণ এক সময়ে জুমরা, যব, বলি ও লক্ষ্য প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা কি আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তী মহালক্ষ্য-দ্বীপজাত 'লক্ষ্য' নামক এই উদ্ভিদ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল মরিচের জ্ঞান কটু জানিয়া তৎকালীন সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে উহাকে "মরিচ" জাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের জ্ঞান সম্পূর্ণসম্পন্ন নহে দেখিয়া উহা তৎকালে অনাদৃত হইয়াছিল। তাই বৈজ্ঞানিকগণে কুমারিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লক্ষ্যদ্বীপজাত বলিয়া

ইহা লক্ষ্য বা লক্ষ্যমরিচ নামে পরিচিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার গুণ—কোপন, বিদাহী, অর্শবৃদ্ধিকর, অন্নকর, গুরুপাক, বিষ্টী ইত্যাদি। [ মরিচ শব্দ দেখ। ]

লক্ষ্যচাষের জন্ত মৃত্তিকার বিশেষ সার দিবার আবশ্যক করে না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা সামান্য ভাবে সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে ঐ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে মেরুশৃঙ্খলার মৃত্তিকারানি উত্তোলিত করিয়া তাহাতে গাছগুলি রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীজ ছড়াইয়া গাছ উৎপাদন করা হইয়া থাকে। ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চারা বড় হইলে রোপণ করাই নিরম। চারাগুলি ১১-১২ ইঞ্চি অন্তর পুতিয়া সেই ক্ষেত্রে উত্তমরূপে জলসেচ আশ্রয় এক ক্ষেত্রে অপর কোন আগাছা না জন্মে তদ্বিধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

উপরে লক্ষ্য জাতবিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজীতে বাহাকে Red Pepper বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Capsicum annum এবং বাঙ্গালার উহা লাল গাছমরিচ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটা জাত C. frutescens ইহার ইংরাজী নাম Chilly, Goat pepper, Cayenne pepper, Spur pepper। এই জাতীয় লক্ষ্য গাছগুলি কোপা কোপা এবং লক্ষ্য উপরোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা গাছমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত; কিন্তু হিমালয় প্রদেশে "খর্সানি", মলয়ালমে "চব-লোম্বোক চীনা মরিচ ও লনামেরা", শিঙ্গাপুরে "বাস মিরিশ" নামে খ্যাত। দক্ষিণ আমেরিকা, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় লক্ষ্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের দেশে চীনে লক্ষ্য বা খর্সামুখী লক্ষ্য বলিয়া খ্যাত। C. grossum শ্রেণীর লক্ষ্য বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানে কামরাঙ্গা লক্ষ্য বা কাফ্রি লক্ষ্য বলিয়া খ্যাত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকেরা এই জাতীয় লক্ষ্য চাষ করেন না। কোন কোন উদ্ভানে সখের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্ভানপালক এই লক্ষ্য গাছ রাখে। ইহার ফলগুলি সিল্পুরের জ্বর গাঢ় লোহিতবর্ণ, দেখিতে ঠিক রাষ্ট্রবেগুণের মত। ফালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাঁচা বা বাজ্ঞানাদিতে দিয়া খায় না। যুরোপীয়গণ প্রায়ই অন্নের আচারে অথবা বীজ বাহির করিয়া অন্ত্যান্ত মদ্য তদ্ব্যবহারে পুরিয়া এই লক্ষ্য ভিনিগারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বাঙ্গালীরা "আমতিল" প্রভৃতি আচারে লক্ষ্য ভিজাইয়া রাখে। C. minimum বা C. fastigiatum বাস্তব জ্ঞান ক্ষুদ্রাকার হয় বলিয়া ধানীলক্ষ্য নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বিন্ন বরী ফল বা বটফলের জ্ঞান লাভবর্ণ ও গোলাকার আর এক প্রকার লক্ষ্য দেখা যায়। উহাকে লোকে

বোচ কলের নামাইলারে বঁচিলকা বা কুলে লকা বলে। চক্রমণি-  
লকা নামে ছোট লকার আর একটী প্রেণী দেখা যায়।

কাচা, পাকা, তক্কা ও আঙ্গুরে ডিজন সকল প্রকার  
কুকাই লোকে খায়। বাঙালিদিগের কাল ও আচার্যদিগের গন্ধ বৃদ্ধি  
করিতে লকার ব্যবহার অধিক হয়। বাঙালি লকার কাখ হইতে  
রোলান্ডের জ্বার একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার  
জ্বাবো কাল। অল্পকালান্তর 'জাম' বা 'জেলির' সহিত ইহা মিশাইয়া  
জ্বাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লকাসেবনের যথেষ্ট সমাদর  
আছে। তক্কা লকা ঢেঁকিতে কুটরা ও জাঁতার পিষিয়া  
গরে যথেষ্ট হাঁকিয়া বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। কারি  
প্রাউডারের সঙ্গে এই লকারূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত  
হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজভাষিত লকারপ্রস্তুতার যথেষ্ট পরিচয়  
পাওয়া যায় :—“Try a chili with it, Miss Sharpe,” said  
Joseph, really interested. “A chili ?” said Rebecca,  
sneaping, “Oh yes !” ... “How fresh and green they  
look,” she said, and put one into her mouth. It was  
hotter than the curry ; flesh and blood could bear  
it no longer.”—*Vanity Fair*, ch. iii.

বৈষ্যকএহে লকা কু-মরিচ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা লীপন,  
জরিরকর ও বলবর্দ্ধক। বেদনামুক্ত স্থানে লকা বাটিয়া প্রলেপ  
দিলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে।  
আল্জিরা বাউলে অথবা জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানদ্বয়ে  
লকা বসিয়া বা টিপিয়া ধরিলে উপকার দর্শে। সামরিক বা হুযিত  
গলক্কতরোগে লকাসিদ্ধ জলের কুলকুচা অথবা জিহ্বামূলে জল  
রাখিয়া কুলকুল করিলে বেদনার উপশম হয়। চিনি ও কতলা  
সহযোগে লকার লোজেন্স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে  
শ্বসনরোগের বিদূরিত হয়। গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোজেন্স  
অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ারনাশক ও গলগণ্ডনিবারক।  
কুহুরের কামড়ানি কতে ও সর্পদষ্ট স্থানে লকা বাটিয়া প্রলেপ  
দিলে বিবনাশ করে। মহাত্যারোগে (Delirium Tremens)  
২০ গ্রেণমাত্রা সেবনে ফল দর্শে। গলক্কতে একবোতল জলে  
৪ ভ্রামলকা সিদ্ধ করিয়া সেই জল লাগাইলে কতস্থান ওকাইয়া  
আইসে। পাঁচকার নারিকেলতালে উত্তমরূপে লকা টোরাইয়া  
লাগাইলে আরোগ্য হয়। অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লকা ও গুঁট  
সমভাগে পেষণপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।  
বিহুচিকারোগপ্রস্তুত রোগিকে অহিফেনমিশ্রিত লকার কাথের  
সহিত হিন্দুবীজ মিশাইয়া স্বর যাত্রার খাইতে দিলে উপকার  
দর্শে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হীপগুঞ্জে আরক্তজরে (Scarlatina)  
এইরূপ একটা লকার কাখ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা  
আছে। চা খাইবার চামচের দুই চামচ লকারূর্ণ ও দুই চামচ

লবণ থলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে এক পাইন্ট (Pint)  
উত্তম জল ঢালিয়া দিবে। ঐ জল শীতল হইলে কার্পাসবস্ত্রে  
হাঁকিয়া তাহাতে পুনরায় অর্দ্ধ পাইন্ট মাত্রা তিনিগার মিশাইয়া  
লইবে। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা  
অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া  
ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Bucholz ও Bracconnot লকা  
(capsicum) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা Capsicin  
নামক একটা পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লকার সার বা  
কটুত্ব(acridity)। Capsiacinএর দানা বর্ণহীন  $C_9 H_{14} O_2$  ;  
৫০° সেন্টি° উত্তাপে গলিয়া যায় এবং ১১৫°C উত্তাপে  
উপিতে থাকে।

লক্ষ্মারি (পুং) রামচন্দ্র।

লক্ষ্মারিকা (স্ত্রী) পিঙ্কিশাক।

লক্ষাবতার, সমস্তভক্তকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থভেদ।

লক্ষাশিজ, বৃক্ষভেদ (Euphorbia Tirucalli)।

লক্ষ্মাহারিন্ (পুং) লক্ষাবৎ তিষ্ঠতীতি স্থা-গিনি। বৃক্ষবিশেষ,  
লক্ষাসিদ্ধ। (শব্দচ.) লক্ষায় তিষ্ঠতীতি। (ত্রি) ২ লক্ষা-  
বাসী, বাহারা লক্ষার অবস্থান করে।

লঙ্কেশ (পুং) লক্ষার জশঃ পতিঃ। রাবণ। (ত্রিকা.)

লঙ্কেশ্বর (পুং) ১ রাবণ। কালায়িকদ্রোণনিবৎ, প্রাকৃত কাম-  
ধেহ ও শিবভক্তি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়া  
প্রকাশ। [লক্ষ্মানখ দেখ।] ২ লক্ষাবীপ শিবলিঙ্গভেদ।

লঙ্কেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধিবিশেষ। প্রস্তুত-  
প্রণালী—পায়দ, অত্র, তাত্র, গন্ধক, হরিভাল, শিলাজতু,  
অল্পবেতস এই সকল তিন দিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ  
বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অল্পপান—মধু ও দুগ্ধ। ইহা  
ভিন্ন ত্রিকলা, মজ্জিষ্ঠা, বচ, পাটলা, মূলা, কটুকী ও হরিত্রাকাথ  
অল্পপানেও সেবন করা বাইতে পারে। এই ঔষধসেবনে  
কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্দ্রসারসং কুষ্ঠরোগাধি.)  
লঙ্কেশবনারিকেলতু (পুং) অর্জুন। “লঙ্কেশব নারিঃ হনুমান্  
স কেতুর্ভক্ত সঃ” (ভারত ৪।১২।১৪ স্লোকে নীলকণ্ঠ)

লঙ্কোপিকা (স্ত্রী) পুকা। (শব্দরত্না.)

লঙ্কোয়িকা (স্ত্রী) পুকা। (শব্দরত্না.)

লক্ষ্মনী (স্ত্রী) অশ্বরশ্মির আংশভেদ।

লক্ষ (পুং) লক্ষতীতি লক্ষ-গতো-অচ্। ১ লক্ষ। ২ বিড়গ, জার,  
উপপতি। (মেদিনী)

লক্ষ (দেশজ) লবণ শব্দের অপভ্রংশ লবণ।

লক্ষক (পুং) উপপতি। জার।

লঙ্গতারাঈ, পার্শ্বত্যা ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী। ইহার প্রধান শৃঙ্গ কেঙ্গপুই ১৫৮১ এবং সিম্বাসিয়া ১৫৪৪ ফিট উচ্চ। [ লক্বাই দেখ। ]

লঙ্গদন্ত, একজন প্রাচীন কবি।

লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুল্মভেদ (Loncera quinquelocularis)।

২ গ্রীলোকমিগের একপ্রকার অলঙ্কারভেদ, ইহা কর্ণে কিংবা নাসিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের ছায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লঙ্গুর (পারদী) লৌহনির্মিত বড়শীর ছায় বক্রাকার শলাকা-ভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আটকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়শীর ফলার ছায় ছইটী বা চারিটা বৃহদাকার বক্র শলাকা একত্র গাঁথা থাকে। এক একটা জাহাজের লঙ্গুর ৫০৬০ মণ পর্যন্ত ভারি হয়। ইহার এদেশে প্রচলিত নাম লোড়ডু বা নোঙর।

লঙ্গুরীন, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্বতের অন্তর্গত একটি সামন্ত-রাজ্য। ইউ-বোর নামক একজন সর্দার এখানকার অধিকারী। চুণের কারবার জ্ঞাত এখানে যে চুণাপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার শুকগ্রহণই ইহার প্রধান রাজস্ব। ধাতু, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে কয়লার খনি আছে।

লঙ্গুল (ক্বী) ১ লাঙ্গল। ২ লাঙ্গল নামক জনপদ।

লঙ্গাই, আসামের শ্রীহট জেলার অন্তর্গত একটি নদী। আসাম-সীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্ব-গতিতে পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা ও লুসাইশৈলের মধ্য দিয়া এই জেলার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাক নদীর কুশিয়ারা শাখায় মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তরকূলে জারুল (Lagerstrœmia Flos-Reginæ) ও নাগেশ্বর (Mesua ferrea) বৃক্ষের বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবমেণ্টের হাতি খরিবার খেলা আছে।

লঙ্গিম, লঙ্গিময় (ত্রি) সংযোগের উপযুক্ত।

লঙ্গুল (ক্বী) লাঙ্গুল। (উজ্জল)

লঙ্গুলিয়া, দক্ষিণভারতের মধ্যপ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটি নদী। সংস্কৃত নাম লঙ্গল এবং তেলগু ভাষায় নাঙ্গল নামে কথিত। গোণ্ডবান পর্বতের কালাণ্ডী নামক স্থানের নিকট হইতে উদ্ভূত তিনটা পার্শ্বত্যা জলধারার সঙ্গম হইতে এই নদীর উৎপত্তি। অনন্তর দক্ষিণপূর্বাভিমুখে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন ও গঙ্গাম জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ২৪টা খিলানবৃত্ত একটি লঙ্ঘন সেতু নির্মিত আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া “গ্রেট ট্রাকরোড” নামক রাস্তা

চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকার সেতুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই নদীর তীরে শিলাপুর, বিরাণ, রামগড় (রামগড়), পার্শ্বতীপুর, পালাকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর অবস্থিত। সালুর ও মজুবা নামক দুইটা শাখা নদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

লঙ্গুর, যুক্তপ্রদেশের গড়বাণ জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশৃঙ্গ। এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত। অক্ষা° ২৯° ৫৫’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০’ পূঃ। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪০১ ফিট উচ্চ। এখানে জলসরবরাহের সুবিধা না থাকায় ঐ শৃঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লঙ্কাক (ত্রি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়মভঙ্গকারী। ৩ সীমা-বহির্গামী।

লঙ্ঘন (ক্বী) লঙ্ঘ-লুট। উপবাস।

“জরে লঙ্ঘনমেবাসাবুপদিষ্টমুতে জরাং।

ক্ষয়ানিলাভয়ক্রোধকামশোকক্রমোদ্রবাং॥” (চক্রপাণি জরাধি°)

নবজরে প্রথমে লঙ্ঘন দিতে হয়। তাহা দ্বারা বাতপিত্ত কফের পরিপাক, অগ্নির বীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা কল্পিয়া থাকে। বাতজ্বরে; ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিতজ্বরে; ধাতুক্করজনিতজ্বরে এবং রাজস্বজনিতজ্বরে লঙ্ঘন বিধেয় নহে। যাহারা বায়ুপ্রধান, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুণ্ডশোষযুক্ত, লম্বযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গভীণী বা দুর্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্তব্য নহে।

লঙ্ঘনবিহিতজ্বরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বারা দুর্বল হওয়া বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অহিসঙ্কিতে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, যথশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উল্লাস, মোহ, অরিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই সম্যাক্রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, বর্ধনির্গম, মুখ ও কণ্ঠপরিষ্কার, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহায়ে রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রশ্রুতা এবং বিত্তর উল্লাস প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সুশ্রুত)

২ প্রবন, চলিত ডিঙ্গান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি লঙ্ঘন করিতে নাই।

“ন চাগ্নিঃ লঙ্ঘয়েদীয়ান্নোপদধাধরঃ কচিৎ।

ন চৈনং পাদতঃ কুধ্যাৎ যুথেন ন ধমেষুঃ॥” (কুর্ধপু-উপনি° ১৫অ°)

৩ অতিক্রম।

“ন চাপাধর্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাং।

শ্রীণামধর্মঃ হুমহান্ ভর্তৃঃ পূর্বত লঙ্ঘনে॥” (ভারত ১।১৬১।৩৬)

৪ অশ্বের গতিভেদ, অশ্বের প্রুত গতির নাম লঙ্ঘন।

‘পুত্ৰ লজ্জনং পক্ষিযুগপত্যহ্নহারিকম্’ (হেম)

৫ লায়বকর বিবি। ৬ লঘুজোজন। ত্রিরাং টাপু।

৭ অবমাননা।

“অন্ততাপি বসংগত লজ্জনা ক্রিয়তে হি বা।

তাং নাশং ক্রিয়ঃ সোচুং কিং পুনঃ পিতৃস্বাপনম্”

(মার্কণ্ডেয়পুং ১৩৪১৩৩)

লজ্জনক (ত্রি) ১ বহুবার লজ্জন করা যায়। ২ সেতু।

(দ্বিবাং ৩৪০।২২)

লজ্জনীয় (ত্রি) লজ্জ-অনীয়ত্ব। লজ্জনের যোগ্য, লজ্জন্যর্হ, লজ্জনের উপযুক্ত।

লজ্জনীয়তা (ত্রী) লজ্জনীয়-তল্-টাপু। লজ্জনীয়ের ভাব বা ধর্ম, লজ্জনীয়ত্ব, লজ্জন।

লজ্জালজ্জি (দেশজ) ১ লাকালাকি। ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর উন্নয়ন। ৩ ঘুসোঘুসি।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জ-ক্ত। কৃতলজ্জন, যিনি লজ্জন করিয়াছেন।

লজ্জ্য (ত্রি) লজ্জ-যৎ। লজ্জনীয়।

লজ্জ, লজ্জ, চিহ্ন। ত্বাণি পরমৈ সৰ্ক সেট্। লট্ লজ্জতি। লিট্ ললজ্জ। লুঙ্ অলজ্জীৎ।

লজ্জমন্ (হিঙ্গি) লজ্জণ।

লজ্জমণ্ড, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটি নগর। শীকর-সর্দার রাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [লক্ষ্মণগড় দেখ।]

লজ্জমন্জি, খন্দভাবার একখানি ব্যাকরণগ্রন্থ।

লজ্জমির্চাঁদ, কুমায়ূনের টাঙ্গবংশীয় একজন রাজা।

লজ্জমিনারায়ণ, বারাণসীবাসী একজন ঐতিহাসিক। ইনি গুল-এ-রাগা নামক এক তজ্জিকিরা প্রণয়ন করেন।

লজ্জমিরাম, একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্ত স্বল্পর উপাধি লাভ করেন।

লজ্জমিবাই, বরদারাজ মলহররাওর মহিবি। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার একটা পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

লজ্জমাদেবী, মিথিলায় একজন রাজমহিবি। [লক্ষ্মীদেবী দেখ।]

লজ্জ, ১ ভৎসনা। ২ দীপ্তি। ৩ লজ্জা। ৪ ভজ্জন। ভাদি-পরমৈ সৰ্ক সেট্। লজ্জার্থে অক্ আয়ানে। দীপ্যার্থে অক্। লট্ লজ্জতি। ইদিং লজ্জি লজ্জাতু লজ্জতি। লিট্ ললজ্জ, ইদিংপক্ষে ললজ্জ। লুঙ্ অলজ্জীৎ, অলজ্জীৎ।

লজ্জার্থে লট্—লজ্জতে। লিট্ লেজে। লুট্ লজ্জিতা। লুঙ্ অলজ্জিষ্ট। সন্ লিলজ্জিযতে। যড্ লালজ্জাত। যড্ লুক্ লালজ্জি। গিচ্ লাজ্জতি। লজ্জতে। ললজ্জে। লজ্জিতা।

লজ্জিযতে। অলজ্জিষ্ট। লজ্জ-অলজ্জ চুরাদি। ভাষণ।

পরমৈ অক্ সেট্। লট্ লজ্জতি। লজ্জ-ক্ত। লজ্জিত, লয়।

লজ্জকারিকা (ত্রী) লজ্জ লজ্জা করোতীত্ব ক্-বুল্, টাপু অত ইৎ। লজ্জালুতা। (শব্দমালা)

লজ্জর, পার্শ্বতা আভিভেদ। (দেশজ) নজর, দৃষ্টি।

লজ্জবর্দ, বনাকমানের অন্তর্গত একটি নগর।

লজ্জক (ত্রী) ১ বনকার্পাসী Gossypium। ২ ব্রাহ্মণশ্রেণী ভেদ। (সহ্যং ২।৫১৫)

লজ্জরী (ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনিং)

লজ্জা (ত্রী) লজ্জনমিতি লসজ্জ ব্রীড়নে (শুরোশ হনঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপু। অস্তঃকরণগুণবিশেষ, ব্রীড়া, অস্থচিত্ত কর্তৃক করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। চলিত লাজ, পর্যায়—মনাক, হ্রী, ত্রপা, ব্রীড়া, অপত্রপা, মলাস্ত, লজ্জা, ব্রীড়া, ব্রীড়ন। (শব্দরত্নাং)

“লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি তাদসংশয়ঃ পর্ত্তরাজপুত্র্যাঃ।

তং কেশপাশং প্রসন্নীক্য কুর্খুর্য়ালপ্রিয়ং শিথিলং চমর্যঃ”

(কুমারসং ১৪৮)

২ লজ্জালু। (রাজনিং) ৩ বরাহক্রান্তা। (চক্রমং)

লজ্জাকর (ত্রি) লজ্জাজনক।

লজ্জাস্থিত (ত্রি) লজ্জা অস্থিতঃ। লজ্জাস্থিত।

লজ্জাপ্রদ (ত্রি) লজ্জাদানকারী।

লজ্জালু (পুং ত্রী) লজ্জাবাস্য অস্তীত্যর্থ আনুঃ। স্বনাম-খ্যাত ক্ষুপবিশেষ। (Mimosa pudica) লজ্জাবতীলতা। ভিন্নদেশীয় নাম—হিন্দী—লজ্জালু, লজ্জাবতী; বাঙ্গালয়—লাজক, লাজুকীলতা, লজ্জাবতী; কুমায়ূন—লাজবাতী; পঞ্জাব—লাজবতী; পশ্চ—বান্দ; মরাঠী—লাজালু, লাজরি; গুজর—লাজালু-খবায়ুনি; তামিল—তোতলবড়ি; তেলগু—পেঙ্গনিজা-কটী, অওপত্তি; কণাড়ী—মুহুগুড়বরে; ব্রহ্ম—তকমু; সংস্কৃত—বারাহক্রান্তা, লজ্জালু; পর্যায়—রক্তপানী, শমীপত্রা, স্পৃকা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, লক্ষ্মী, নমস্কারী, প্রসারিকী, সপ্তপর্নী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জরী, স্পর্শলজ্জা, অন্তরোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বপুপ্তা, অজ্জিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, মহোবধি।

ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশমাজ্জেই, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে এই গাছ প্রভূত পরিমাণে জন্মে। তথায় রাত্তার উত্তর পার্শ্বই সপুষ্প লজ্জাবতীর জঙ্গলে সমাবৃত দেখা যায়। যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাত্তাগে সমস্ত পত্রই অবনত হইয়া কুলিয়া পড়ে।

গুণ—কটু, শীতল, শিতাভিলাস, শোক, দাহ, শ্রম, বাস,

ত্রণ, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাহনি°) ভাবপ্রকাশমতে—নীতল, তিক্ত, কষার, ককুপিত্তনাশক, রক্তপিত্ত, অতীসার ও বোমি-  
রোগনাশক।

Ainslie বলেন, মলবার উপকূলবাসী পাথরীর বেদনার ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। কয়মগুল উপকূলবাসী বাইতীজাতি অর্শ ও ভগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের কাথ এবং হুই বা ততোধিক পরিমাণ ছুয়ের সহিত দিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ভগন্দর ক্ষতো-  
পরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শে। পঞ্জাব প্রদেশেও পূর্বেক্লরূপে লজ্জাবতীর মূল ও পত্রের ব্যবহার আছে। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দিষ্ট ঋতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়। মূলোৎপাটনের শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা একটা উৎসব সম্পন্ন করে। ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্তজ পীড়ায় ও জ্বরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তোলিত পত্রমূলাদি কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের মূলাদি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মামড়ী রোগে (Scab) বিশেষ ফলদায়ক হয়। কোকণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া কোরগের উপর দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মূত্রের সহিত মাড়িয়া যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুপক্ষের ত্রুণরোগে (cornea) লাগাইয়া দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহা ত্বগুপরি লেপন করিলে প্রথমে জ্বালাবোধ হয় এবং সেই স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন ঐ স্থানে নূতন বেদনা জন্মে এবং পরে ঐ পূর্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে। ফোটকাদিতে তুলার সহিত ইহার পত্ররস নিষিক্ত করিয়া ক্ষত মধ্যে পুরিয়া দিলে উপকার দর্শে।

রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, লজ্জানু লতার সরু সরু শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ tannin থাকে। হীরাকসের (Salt of iron) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়।

২ লজ্জানুভদ। [ হৃদিকা শব্দ দেখ ] (ত্রি) লজ্জা অন্ত্যর্থে আপু। ৩ লজ্জানীল, চলিত লাজুক।

লজ্জাবৎ (ত্রি) লজ্জা বিত্তভেদত মতুপ্ মত বঃ। লজ্জাবৃক। ত্রিয়ার ডীপু।

লজ্জানীল (ত্রি) লজ্জা এব নীলং বত। লজ্জাবৃক। লাজুক। ত্রিয়ার টাপু।

লজ্জানুশূন্য (ত্রি) নিরাজ্জ।

লজ্জাহীন (ত্রি) বাহার লজ্জা নাই। লজ্জাশূন্য।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জাবৃক।

লজ্জিতভাব, গ্রহগণের বহুত্বের অন্তর্গত এক ভাব।

“পুত্রপেইগতঃ ষোড়ো রাহবৃক্ষো বলা তথা।

রবিমন্দকুর্জৈবৃক্ষো লজ্জিতো গ্রহ এব চ।” (কলিত জ্যোতিষ)

কোন গ্রহ যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে রাহর সহিত মিলিত ভাবে অবস্থান করে, অথবা রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া লগ্নাদি দ্বাদশ স্থান মধ্যে যে কোন স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। যে মহাব্যের পুত্র (পঞ্চম) স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটামাত্র জীবিত থাকে।

লজ্জিরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাহনি°)

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জালুকা লজা। লাজুকা। (রাহনি°)

লজ্জ্যা (স্ত্রী) লজ্জা। (শকরত্ন°)

লজ্জা (স্ত্রী) ১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ।

লজ্জুন (স্ত্রী) শতভেদ (Eleusine coracana)

লজ্জ, ভাসন, দীপ্তি। অদন্তরূপাদি পরস্মৈ অক্ সেট্। লট লজয়তি। লজ্ অললজ্।

লজ্জ (পুং) লজ্জয়তি শোভতে ইতি লজ্-অচ্। ১ পদ, চরণ।

২ কঙ্ক, কাছা। ৩ পুঙ্খ, লেজ। ৪ অনিত্রা। ৫ লাম্পট্য।

৬ লজ্জী। ৭ শ্রোত।

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জয়তি শোভতে ইতি লজ্-ধূল্ টাপ্ অত ইৎ। গণিকা, বেঞ্জা। (হেম)

লট, ১ বালা। ২ উক্তি। ত্বাদি° পরস্মৈ অক্ উক্তার্থে সক্ সেট্। লট্ লটতি। শোট্ লটতু। লুঙ্ অলটাৎ।

লট (পুং) লটতি বধেচ্ছা বদতি লট্-অচ্। ১ প্রমাদবচন, অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিষ্ণু) ৩ পাগল।

৪ নিরোধ। ৫ চৌর।

লটক (পুং) লটতীতি লট্ (কুন শিল্লিশংজ্ঞায়োরপূর্বতাপি।

উপ্ ২। ৩২) ইতি কুন। ছজন, অসাধু ব্যক্তি।

লটকন, গুজরাতির পাঁকভেদ (Psittacus minor)

লটপর্ণ (স্ত্রী) লটমুগ্ধা পর্যমত। শুড়ম্বক্। (রাহনি°)

লট্, ব্যাকরণশাস্ত্র সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ১৮টা বিভক্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টা পরস্মৈপদ এবং ৯টা আত্মনে-  
পদ। এই লট্ বর্তমানকালবোধক, ‘বর্তমানে লট্’ বর্তমান-  
কালে লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। বুদ্ধবোধমতে ইহার নাম  
কী ও কলাপমতে বর্তমান। [ দ্বাভূ দেখ। ]

লট্ কান (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ (Bixa orellana) ইহার ফলের  
বীজে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায়। উহাকে ‘লট্ কানের রঙ্গ’  
বলে। বুলাইয়া দেওন। ৩ কঁাসি দেওন।

লট্ খট (হিন্দী) ১ অরারাসে বাহা নির্বাহযোগ্য নহে। ২ বিরক্তি-  
জনক।



লটখটিয়া (দেশজ) ১ গোলমালযুক্ত। ২ বাহা সহজসাধ্য নহে।  
লটপট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দভেদ। ২ বৃহৎ বস্ত্র পরিধান  
করিলে খড়মড় শব্দ হয় বলিয়া লোকে বলে 'বড় কাপড় লটপট  
করে'। ৩ বীর্ঘ জিহ্বিত ও পরস্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শব্দ-  
কারী। "লটপট জটাছুটজাল"। ৪ বেহনার যন্ত্রণায় ছটকট  
বা এপিট ওপিট পড়া। যেমন কাটা ছাগলের মত লটপট  
কো'চ্ছে।

লটাপাটি (দেশজ) পরস্পরে বিবাদকালে বাহুতে জড়া জড়ি  
করিয়া ভূমিতে পড়ন। ২ খুটাপুট।

লটুআ, লটুকুখুরে (দেশজ) লম্পট। (লোচ্ছা পুরুষ)

লটু (পুং) দুর্জন। (শব্দরত্নাং)

লটুনভট্ট, একজন প্রাচীন কবি।

লটু (পুং) লটতীতি লট (অজ্ঞপ্রাধিকারিণীতি। উণ ১। ১৫১)  
ইতি কন্। জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি।  
২ রাগভেদ। ৩ তুরঙ্গম। (উজ্জল)

লটুকা (স্ত্রী) লটু।

লটু। (স্ত্রী) লটু-কন্-টাপ। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাট্যকরঞ্জ।  
২ বাস্তভেদ। ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী। (মেদিনী)  
৪ কুহুম্ব। ৫ ভ্রমরক। ৬ শিলী। ৭ তুলিকা। ৮ দ্যুত।  
"লটু তু তুলিকা খ্যাতা লটু দ্যুতেশপি দৃশ্যতে।" (ব্যাড়িরভসো)  
৯ চূর্ণকন্তল। ১০ হুচরিত্রা স্ত্রী। ১১ মিষ্ট খাদ্যবিশেষ।

লটুয়া (হিন্দী) লম্পটশব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে।  
লড়, ১ বিলাস। ২ উৎসেবণ। ৩ উপসেবা। ৪ বীক্ষা।  
৫ উন্নয়ন, পীড়িতীভাব ও উৎকণ্ঠাভাব। ৬ ভাবণ। বিলাসার্থে  
ভাদি' পরশ্মৈ' সক' সেট্। ভাবণার্থে চুরাদি' পক্ষে ভাদি'  
পরশ্মৈ' সক' সেট্। উপসেবার্থে চুরাদি'। বীক্ষার্থে চুরাদি'  
আয়নৈ' কেপার্থে অদন্ত চুরাদি'। উন্নয়নার্থে ভাদি' পরশ্মৈ'  
সক' সেট্। লট্ লড়তি। লোট্ লড়তু। লিট্ ললাট।  
লুণ্ অলড়ীৎ। চুরাদি লট্ লাড়য়তি, লুণ্ অলীলড়ৎ। চুরাদি'  
আয়নৈ' লট্ লাড়য়তে। লুট্ অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট্  
লাড়য়তি।

লড়ক (পুং) জাতিবিশেষ।

লড়চড় (দেশজ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অন্তরূপ। যথা—  
কথা যেন লড়চড় হয় না। ইত্যাদি।

লড়ন (স্ত্রী) লড়-লুট্। ল্পদন, দোলন।

লড়ন (দেশজ) যুদ্ধ বা কুস্তি কার্য।

লড়হ (ত্রি) ১ মনোজ্ঞ। স্থল্লর (ত্রিকাং) ২ জাতিবিশেষ।

লড়হচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লড়া (দেশজ) ১ যুদ্ধকার্য। ২ কন্দন।

লড়াই (দেশজ) যুদ্ধ।

লড়াক (দেশজ) যোদ্ধা।

লড়াককুকড়া (দেশজ) যে সকল কুকড়া লড়াই করে।

লড়াচড়া (দেশজ) নড়াচড়া, সঞ্চালন।

লড়ান (দেশজ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান।

লড়ালড়ি (দেশজ) পরস্পর যুদ্ধ।

লড়ি (দেশজ) লাঠি, যষ্টি।

লডোলে (লাটোল), বড়োদা রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের  
অন্তর্গত একটা নগর। গাইকবাড়ের শাসনাধীন।

লডু (ত্রি) দুর্জন। (ত্রিকাং)

লডু (পুং) লডুক, লাডু।

লডুক (পুং) পিষ্টকবিশেষ, চলিত লাড়ু। গুণ—দুর্জর ও গুরু।

"তৈলেন হবিষ পকং ভবেৎ চূর্ণক লডুকঃ।" (শব্দচো)

দুত বা তৈলদ্বারা পক হইয়া চূর্ণ হইলে লডুক হয়।

লডুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (শিব) ৫৪। ১। ১৯)

লড়বড় (দেশজ) নড়বড়, অস্থির, অস্থায়ী।

লণ্ড (স্ত্রী) লণ্ডাতে উৎকিপ্যতে ইতি লণ্ড-ঘঞ্। পুরীষ,  
চলিত লাড়।

"সমেধমানেন সফলবাহনানি নিরুজ্জ্বায়ুশ্চরণাশ্চ নিক্শিপন্।

প্রস্থিরগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিম্বজনকিতৌ ব্যম্ঃ॥"

(ভাগ০ ১০। ৩৭। ৮)

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী। টেম্‌নদীর তীরে অবস্থিত।  
প্রাসাদতুল্য নানা অট্টালিকায় ও কলকারখানায় এই নগর  
বিভূষিত রহিয়াছে। [ ইংলণ্ড ও বৃটেন্ দেখ। ]

লণ্ডভণ্ড (দেশজ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট।

লণ্ডজ (ফরাসী শব্দ) লণ্ডজাত, ইংরেজজাতি, লণ্ডনজাত।

"পূর্বান্নায়ে নবশতঃ ষড়্ভীতিঃ প্রকীর্তিতাঃ।

ফিরজভাবরা তজ্জাত্তেবাং সংসাধনাং ভূবি॥

অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেধপরাজিতাঃ।

ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥"

(মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ)

লতা (স্ত্রী) লততি বেটয়তে যান্ত্রমিতি লত পচাচ্চ টাপ।

শাখাদিরহিত শুষ্কচ্যাদি, ব্রততী। পর্যায়—বল্লী, বল্লি, বেলি,  
প্রতি। লতা যদি শাখা ও পত্রসমাহত হয়, তাহা হইলে  
তাহাকে প্রতালিনী কহে, ইহার পর্যায় বীকধ, শুক্লিনী, উলপ।  
(অমর) অমাবস্তার দিনে লতা ও বীকধ ছেদ করিতে নাই,  
করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।

"অপহ্ন তক্ষিহোরাতে পূর্বং বিশতি চন্দ্রমাঃ।

ততো বীকং বসতি প্রয়াত্যাং ততঃ ক্রমাৎ॥

হিন্তি বীৰুধো যন্ত বীৰুৎসংহে নিশাকরে ।

পত্রং বা পাতরতোকং ব্রহ্মহত্যং স বিলতি ॥”

(বিহুপুং ২।১২ অং)

২ শাখা । ৩ প্রিয়ঙ্গু । ৪ পৃষ্ঠা, পিড়িশাক । ৫ অশনপর্ণী ।

৬ জ্যোতিয়তী । ৭ লতাকন্তুরিকা । ৮ মাধবীলতা । ৯ দূরী ।

১০ কৈবর্তিকা । ১১ সারিবা । ১২ বৃহতী । (রাজনিং)

১৩ হুম্মরী নারী, জীলোকমাত্র ।

“নয়াং পরলতাং পশ্চন অমৃতং যন্ত সাধকঃ ।

প্রজপেৎ স ভবেৎ শীঘ্রং বিজ্ঞারী বলভঃ স্বয়ং ॥”

(ভক্তার শ্রামাঙ্গং)

১৪ অঙ্গুরোবিশেষ । (ভারত ১২১৭।২০)

১৫ শ্বেতসারিবা । ১৬ শ্বেতযুথিকা । ১৭ জাতীফুলের গাছ ।

১৮ রক্তপটল গাছ । (বৈজ্ঞানিকনিং)

১৯ মেরুর কড়া ও টেলা-বুতের পত্রেভেদ । ২০ ছন্দোভেদ । ইহার চারিটা চরণ । প্রতি-চরণে ১৮টা অক্ষর । ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭ গুরু ও তদ্বিন্ন লঘু ।

লতাকর (পুং) নর্জনকালে নর্তকীগণের হস্তবিজ্ঞাসভেদ ।

লতাকাদম (দেশজ) লতাবিশেষ (Urtica nauciflora)

লতাকরঞ্জ (পুং) লতারূপঃ করঞ্জঃ । করঞ্জবিশেষ (Guilandina Bonduc) । হিন্দী—কণ্টকরেজ । সংস্কৃত পর্যায়—চন্দ্রপ, বীরাখা, বজ্রবীজক, ধনদাকী, কণ্টকল, কুবেরাকী । ইহার পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কক্ষ ও বাতনাশক । বীজগুণ—দীপন, পথ্য, শূল, শুষ্ক ও বিষনাশক । (রাজনিং)

লতাকন্তুরিকা (স্ত্রী) লতারূপা কন্তুরী, তথ্যং গন্ধহাং, ততঃ স্বার্থে কন্ । লতাকন্তুরী, সংস্কৃত পর্যায়—কটু, দক্ষিণদেশজা । ইহার গুণ—তিক্ত, বাত, কৃষ্ণ, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শ্লেমা, তৃক্ষা ও মুখরোগনাশক । (পথ্যাপথ্যবিং)

লতাগৃহ (পুং স্ত্রী) লতানির্ধিতং গৃহং । লতাঘারা প্রস্তুত গৃহ, লতা দ্বারা যে ঘর প্রস্তুত করা যায় ।

লতাকী (স্ত্রী) কর্কটপৃষ্ঠী । (বৈজ্ঞানিকনিং)

লতাজিহ্বা (পুং) লতাব জিহ্বা যন্ত । সর্প । (শব্দমাং)

লতাভুমুর (দেশজ) ভূমুর বৃক্ষভেদ (Ficus vagana) ।

লতাতরু (পুং) লতাব দীর্ঘতরুঃ ১ নারদ বৃক্ষ । ২ তালবৃক্ষ । (শব্দমালা) ৩ শালবৃক্ষ । (ত্রিকাং) ৪ পুষ্পলতিকাত্তেদ, তরু-লতা নামে প্রসিদ্ধ ।

লতাতাল (পুং) হিন্দীতালবৃক্ষ, হৈতালগাছ । (রাজনিং)

লতাক্রম (পুং) লতাব ক্রমঃ দীর্ঘহাং । লতাপাল, সংস্কৃত পর্যায় তাক, অধকর্ণ, কুশিক, বন্ত, দীর্ঘ । (রাজনিং)

লতানন (পুং) লতাকালীন হস্তবিজ্ঞাসভেদ ।

লতাস্ত (স্ত্রী) ১ পুশ । ২ লতার ডগা ।

লতাপনস (পুং) লতারায় পনসমির কলমস্ত । কল-লতা বিশেষ, চলিত তরমুজ । পর্যায় চোলাল, চিত্রকল, জুখান, রাজভেমিষ, নাট্য, সেহ । (ত্রিকাং)

লতাপকটীভুমুর (দেশজ) ভূমুরভেদ (Ficus hederacea) ।

লতাপর্ণ (পুং) বিহু ।

লতাপর্ণী (স্ত্রী) ১ তালমূলা । ২ মধুরিকা, মউরি । (বৈজ্ঞানিকনিং)

লতাপৃষ্ঠা (স্ত্রী) লতাপ্রতানা পৃষ্ঠা । সমুদ্রাচ্ছা, চলিত পিড়িশাক । (শব্দমাং)

লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোহত্যভ্যভতি ইনি । শাখা-প্রচরবতী লতা । পর্যায়—বীৰুধ, শুদ্বিনী, উলপ, বীৰুধা, বরুধ, প্রতানা, কক্ষ । (ভট্টাধর)

লতাকল (স্ত্রী) লতারায় কলমস্ত । গটোল ।

“বাস্তু করকারবেদশ্চ বার্তাকুশ্চ শুভপ্রদা ।

লতাকলক শুভদং সর্বং সর্বত্র নিশ্চিতম্ ॥”

(ত্রিকবেবর্তপুং শ্রীকৃষ্ণজং ১০২ অং)

লতারূহতিকা (স্ত্রী) বৃহতীলতা । (পর্যায়মুং)

লতাভদ্রা (স্ত্রী) লতয়া ভদ্রা যন্তাঃ । ভদ্রালী বৃক্ষ । (শব্দমাং)

লতাভবন (স্ত্রী) লতানির্ধিতং ভবনং । লতাগৃহ ।

লতামউয়া (দেশজ) শুষ্কভেদ । (Achyranthes alternifolia)

লতামণি (পুং) লতাসদৃশো মণিঃ । প্রবাল । (ত্রিকাং)

লতামণ্ডপ (পুং) লতাগৃহ ।

লতামরুৎ (স্ত্রী) লতারায় মরুৎ যন্তাঃ । পৃষ্ঠা । (শব্দমাং)

লতামাধবী (স্ত্রী) লতাপ্রতানা মাধবী । মাধবীলতা ।

লতামাল (দেশজ) লতাবিশেষ (Uvaria Fornicata) ।

লতামুগ (পুং) শাখামুগ, বানর ।

লতামুজ (স্ত্রী) শমাত্তেদ ।

লতায়ষ্টি (স্ত্রী) লতা যষ্টিরিব । মজ্জিষ্ঠা । (শব্দমাং)

লতায়াবক (পুং) লতারায় যাব ইব যন্ত কন্ । প্রবাল ।

লতারসন (পুং) লতাব রসনা যন্ত । সর্প । (হারাবলী)

লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীক্ষ্ণা যন্ত । হরিৎপলাশু, হুম্ম । (অমর)

লতালক (পুং) হতী । (ত্রিকাং)

লতালয় (পুং) লতানির্ধিতঃ আলয়ঃ । লতাগৃহ ।

লতাবলয় (পুং) ১ লতাগৃহ । ২ বিনি হন্তে বলসাক্ষরে লতা জড়াইয়াছেন ।

লতাবৃক্ষ (পুং) শব্দকী বৃক্ষ । (রাজনিং)

লতাবেষ্ট (পুং) লতাবেষ আবোষ্টো বেষ্টব্যং ক্র । বোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত তৃতীয় প্রকার রতিবন্ধ ।

“বাহুভ্যাং পাদযুগ্মভ্যাং বেষ্টিত্বা ত্রিভুজং কমেৎ।

লম্বলিঙ্গতান্নং যোনৌ লতাসেতোরুচরুচ্যতে।” (রত্নমঞ্জরী)

২ পর্যন্তবিশেষ। এই পর্যন্ত বারকানগরীর দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত।

“দক্ষিণভ্যাং লতাসেতোরুচরুচ্যতে।

ইত্থং কৃত্যঃ প্রতীক্যঃ পশ্চিমভ্যাং তথা সুপঃ।” (হরিব° ১৫৫:১৬)

লতাসেতোরু (স্ত্রী) আলিঙ্গনভেদ। ভূস্বামীদ্বারা বন্ধন।

লতাবেষ্টিত (পুং) ১ লতাবেষ্টিত। ২ আলিঙ্গনভেদ। (ত্রি)

৩ লতাদ্বারা বেষ্টিত।

লতাবেষ্টিতক (স্ত্রী) লতায়ের বেষ্টিতঃ বেষ্টিতঃ যত্র। কন্। আলিঙ্গনভেদ।

‘উট্টকং পীড়িতকং লতাবেষ্টিতকং তথা।’ (শব্দমা°)

লতাপশুতরুর (পুং) লতাপালক। (ত্রিকা°)

লতাপশু (পুং) পালক। (শব্দরত্ন°)

লতাপৈল, নামরূপের অন্তর্গত একটি গিরি। (ভবিষ্যতস্মৃতি° ১৬৫:১)

লতাসাধন (স্ত্রী) লতার সাধন। তদ্ব্যক্ত সাধনবিশেষ।

এই সাধনের প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধন কহে। এই সাধনের বিষয় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে—এই সাধন করিতে হইলে একটি স্ত্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া ঐ স্ত্রীর কেশে শত, কপালে শত, শিরঃমণ্ডলে শত, হৃদে তিনে ছই শত, নাভিদেশে শত এবং ঘোনদেশে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, পরে উখিত হইয়া পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইরূপে সহস্রজপ করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্তপ্রকার—মহারাত্রিতে একটি ঋতুমতী নারী লইয়া তাহার ঘোনদেশে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিতে হইবে, এইরূপে তিন দিন পূজা ও জপ বিধের। তিনশত করিয়া জপ করিতে হয়, পর পর দিবস হইতে ৬০ করিয়া অধিক জপ বিধের। পরে চক্রবাক্তে অষ্টোত্তর শতজপ করিয়া নবপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুনরায় অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তৎপরে পূর্ণাহুতি দিয়া আবার অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্, বলবান্, বাগ্মী এবং বোঝাবিগিরের প্রিয় হইয়া থাকে।

“লতারঃ সাধনং যক্ষৈঃ পুংস্ব হরষমভেৎ।

শতং কেশে শতং ভালে শতং শিরঃমণ্ডলে।

শতমুখে, শতদন্তঃ শতং নাভৌ মহেশ্বরী।

শতং যোনৌ মহেশানি উখার চ শতজরন্।

এবং নশপতঃ জপ্তা সর্বসিদ্ধিযত্র ভবেৎ।

অথাভ্যং সা প্রবক্ষ্যামি সাধনং ভূমি হৃততম্।

রজোহবহাং সমানীর ভূমোনৌ বেষ্টিত্বতাম্।

পুত্ররিয়া মহারাজৌ ত্রিভিনং পুত্রেরুচরুচ্য।

শতত্রয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্।

অষ্টোত্তরশতং পূর্ণাং চক্রবাক্তে জপেদুত্থঃ।

তত্তত্যাং নবভিঃ পুশৈর্ঘজেন্দোত্তরং শতম্।

ততঃ পূর্ণাহুতিং লভ্য জপেদোত্তরং শতং।

ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্বযোষিৎপ্রিয়তরঃ।

ষোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।”

(মারাতন্ত্র ১২শ পটল)

এই সাধনের বিষয় অন্তর্যাকারে ১৬শ পটল এবং শুক্ল-সাধনতন্ত্রে ৪র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য-তরে তাহা আর লিখিত হইল না।

লতিআম (দেশজ) আশ্রলতিকা (Willoughbeia edulia)।

এই লতার যে আশ্রফল উৎপন্ন হয়, তাহার আবাদ বৃক্ষজ আশ্রের ভাষ্য নহে।

লতিক (স্ত্রী) লতা।

“ইয়া সন্ধ্যা নূরবহুপগতা হস্ত মলয়াৎ-

তদেকাং ভগ্নগেহে বিনয়বতি নেয্যামি রজনীম্।

সমীরোগোক্তব্যং নবকুহুমিতা চূতলতিকা-

ধুনান্না মৃদান্না নহি নহি নহীতোব কুরুতে।” (উট্টট)

লতু (পুং) লত-কতু (উৎ ১৭৮)

লতাদগুন (পুং) লতার উদগমঃ। অবরোহ। (ত্রিকা°)

লতিক (স্ত্রী) লত-মাত্রে (কৃত্তিকালিঙ্গতিকাঃ কিং। উপ-অঃ ৪৭) ইতি তিক্-টাপ। গোধ্য। (উজ্জল)

লখিলা, যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

জামানিয়ার ১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। মাথার বে ছইটো নারীমূর্তি স্থাপিত ছিল, তাহা তথ্য হওয়ার এক্ষেপে স্তম্ভের পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইয়াছে।

লদনী (স্ত্রী) একজন বিহ্বী স্ত্রীকবি।

লদাক্, কাশ্মীরের পূর্বাংশস্থিত একটি প্রদেশ। মহারাজের অধীনস্থ একজন শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত। [লাদক দেশ]

লনী (দেশজ) ননী, নবনীত, মাখন।

লন্দোর, যুক্তপ্রদেশের বেহরান জেলার অন্তর্গত একটি শৈলা-বাস। এই নগরে ইন্দ্রকুমারের একটি ছাউনী আছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪৫০ ফিট উচ্চ, হিমালয়ের সাহস্রদেশে অবস্থিত।

অক্ষা° ৩০° ২৭' ৩০" উঃ এক্ষা° ৮৮° ৩০" পূঃ। বঙ্গের বৈদ্যমালার অন্তর্গত হইলেও ইহা অতঃপাটদেশেই থাকিবে।

শাসনাধীন। এই নগর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ইংলান্ড-সেনার  
সাহায্যবানরূপে পরিগণিত হয়। মহরী নগর ও লক্ষোর  
এখন একটী নগর বলিয়া গণ্য। [ মহরী দেখ। ]

লক্ষোরীয়া, যুক্ত প্রদেশের শাহারানপুর জেলার রক্তকী ভক্সীলের  
অন্তর্গত একটী নগর। রক্তকী হইতে ২৪০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে  
অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৮'২৫" পূঃ।  
এই নগরে পরিখা-পরিবেষ্টিত একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। উক্ত  
পরিখা এখন নগরের আবর্জনা দ্বারা ভরাট করা হইতেছে।  
দুর্গের সর্দার রামদাস সিংহের ভবন জাতীয় আশ্রয় বজনের  
এখানে বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ ভবনগণ বিশেষ  
অভ্যুত্থার করার নগর ভস্মীকৃত করিয়া দেওয়া হয়।

লপ, তার, কখন। ভাষি° পরম্ সন্ সন্। লট লপতি।  
লোট্ লপত্। লিট্ লপাণ। লুট্ লপাণীৎ, অলপীৎ।  
লুট্ লপিতা। লুট্ লপিয়াতে। লন্ লিপিয়াত। যট্  
লালপ্যতে। বট্ লুক্ লালপ্তি। পিচ্ লাপয়তি। লুট্  
অলীলপৎ। অপ+লপ=অপলাপ, অপলব। আ+লপ=  
আলাপ, আভাষণ। অহু+লপ=অহুলাপ, পুনঃ পুনঃ কখন।  
প্র+লপ=প্রলাপ, নিরর্থক কখন। বি+লপ=বিলাপ,  
পরিমেবন। লং+লপ=সংলাপ, পরস্পর কখন। অহু+লপ=  
অহুলাপ, বারংবার কখন।

লপন (স্ত্রী) লপাতেনেনতি লপ করণে ল্যট্। ১ মুখ।  
ভাবে ল্যট্। ২ ভাবণ, কখন।

“প্রকটরতি রাগমধিক লপনমিহ বস্তি মাণসাবততি।

প্রাণরতি চ প্রতিপন্ন হৃতিগুকেভ্যে বরিতস্ত ॥”

(আর্যাসংলগ্নী ৩৮১)

“গুকেভ্যে দমিতস্ত লপনং লভাবগ পক্ষে বনম্” (ভট্টীকা)

লপিত (স্ত্রী) লপ-জাবে ক্ত। ১ কন। (ত্রি) ২ কথিত।

লপিতমস্ত্রীতি অচ্। ৩ বসনযুক্ত। (অথর্বক° ৪।৩৩।২)

লপিতা (স্ত্রী) শাসিকা নাম পক্ষীভেদ। (ভারত আদিপর্ব)

লপেট (দেশ) পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন। লহযুক্ত।

লপেটা (দেশ) জরির চিত্রকর্মযুক্ত বিদ্যার বিশেষ।

লপেটিক্স (স্ত্রী) পবিত্র কীর্ত্তভেদ। (ভারত বনপর্ব)

লপেতে (পুং) বালরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভেদ। (পারিভ্রম্য ১।১৩৬)

লপিকা (স্ত্রী) খাড্রকবিশেষ, লক্ষী।

“সমিত্য সর্পিষা জুগ্মা পর্বতায় পরসি ক্রিপেৎ।

ভরিন্ কনীকুন্তে ততেৎ লক্ষ্মসরিতামিকম্ ॥

সিঁড়েরা লপিকা খাড্রা ভালালতা কাকহম্ ॥

লপিকা কুহনী কুম্ভা বস্তা শিজলিলাসহা ॥ (ভারত°)

প্রভাত প্রণালী—কৃত লক্ষিকা (দরদা) উক্তরূপে অভিহিত।

লক্ষ পর্বত ও কুই সমিতা বিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে উহা  
জাল দিয়া কনীকৃত হইলে তাহাতে লক্ষ ও জরিতা বি যলগ্ন হিতে  
হয়, অনন্তর ইহা সুসিদ্ধ হইবে মাহাইতে হয়। এইরূপ  
প্রণালীতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে লপিকা কহে। ভূখ—ভূহুগ,  
বলকর, ভূখ, পিত্ত ও বায়ুনাশক, দিগ্ধ, রোগবর্জক, তরুণক ও  
রুচিকর। এই খাড্রককে একপ্রকার মোহনভোগ করা হইতে  
পারে। মোহনভোগ লক্ষী দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লক্ষী  
সমিত্য (গোহুমহূর্ণ) দিয়া প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

লক্ষ্মী (স্ত্রী) কুট, দাড়ি (হাগলপ্রকৃতির)। (হালো° ৩। ১৩।১।৩৮)

লক্ষ্মীমি (ত্রি) কুটবৃত্ত (হাগাণি)।

লব, ১ ক্রমণ। ২ শব্দ। ভাষি° আত্মনে° সন্ শব্দার্থে অক°

সেই। এই খাড্র ইতিৎ, লবি লবহাট্ লবতেৎ। লোট্

লবতায়। লিট্ লবযে। লুট্ অলবিত্। পিচ্ লবয়তি-তে।

লুট্ অলবযৎ-ত। অহ+লব=অহলবন। আক্রমকরণ।

বি+লব=বিলব, বিলবকরণ। আ+লব=আলবন, আশ্রয়।

লক্ (ত্রি) লত-ক্ত। প্রাপ্ত, লভা লাভ করা হইয়াছে।

“অলক্ষ্যেব লিপেত লক্ রক্ষণশক্ভাৎ।

রক্ষিতং বর্জয়েৎ লমাক্ বৃদ্ধা কীর্ত্তেবু মিলিপেৎ ॥” (ছিতোপ°)

২ উপাধিত।

লক্ক (ত্রি) প্রাপ্ত। বিনি পাইয়াছেন।

লক্কায় (ত্রি) অতীতিসিদ্ধ। যাহার বাক্য পূর্ণ হইয়াছে।

লক্কীর্তি (ত্রি) বশবী। প্রতিষ্ঠাবান।

লক্কেতস (ত্রি) পুনঃপ্রাপ্তি। বিনি পুনর্বার প্রাপ্যলাভ  
করিয়াছেন।

লক্কজন্ম (ত্রি) প্রাপ্তিজন্ম। জন্মগ্রহণ।

লক্কদত্ত (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথালিৎ ৪। ১৩।৮)

লক্কধন (ত্রি) ধনবান।

লক্কনাম (ত্রি) লক্ নাম বহু। খ্যাতনামা, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লক্কনাশ (পুং) প্রাপ্ত বস্তুর লোপ। পূর্ববস্তুর বিনাশ।

লক্কপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) লক্কা প্রতিষ্ঠা কেন। বিধি প্রতিষ্ঠা লাভ  
করিয়াছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লক্কপ্রশমন (ত্রি) সংপায়ে অর্পণ। “লক্কত ধনস্ত সংপায়ে প্রতি-  
পাদনম্” (মহু ৭।৫৬ কুহুক)

লক্কলক্ষ (ত্রি) অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি। বিধি লক্কা বস্তু লাভ  
করিয়াছেন। পরব্যয় ভেদনর্থ প্রাপ্ত বাসন।

লক্কবর (ত্রি) লক্কা বয়ে ফেল। বিধি লক্কলাভ করিয়াছেন,  
বরপ্রাপ্ত।

লক্কবর্ণ (ত্রি) লক্কা বর্ণা বর্ণানি ফেল। পণ্ডিত।

“লক্ক লক্ষ্মণি লক্কবর্ণভাক্তং বিজ্ঞান সুদে লক্ষণম্ ॥” (কুহু° ১।১।২)

লক্কবিভ্য (ত্রি) লক্ক বিজ্ঞা যেন। পণ্ডিত, যিনি বিজ্ঞানাভ্যাস করিয়াছেন।  
লক্কব্য (ত্রি) লভ-তব্য। লাভার্থ, লাভের উপযুক্ত। “লক্কব্য-  
বর্ধং লভতে মহুধ্যঃ” (হিতোপদেশ)

লক্কশব্দ (ত্রি) লক্কনাম। খ্যাত।

লক্কসিদ্ধি (ত্রি) লক্ক সিদ্ধিঃ যেন। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লক্ক। (স্ত্রী) লভ-ক্-টাপ্। নারিকাতেল।

‘বর্ণিতোৎকৃষ্টতা লক্ক তথা প্রোবিতভর্জক।

কলহান্তরিতা বাসলক্ষ্য স্বাধীনভর্জক।” (জটধর)

এই লক্ক শব্দে বিপ্রলক্ষ্য বৃদ্ধিতে হইবে। [বিপ্রলক্ষ্য দেখ]

লক্কানুজ্ঞা (ত্রি) লক্ক অনুজ্ঞা যেন। যিনি অনুজ্ঞা লাভ  
করিয়াছেন।

লক্কাবকাশ (ত্রি) লক্কঃ অবকাশঃ যেন। যিনি অবকাশ  
প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্কাবসর (ত্রি) যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন,  
অর্থাৎ পেন্সনপ্রাপ্ত।

লক্কি (স্ত্রী) লভ-ক্-তিন্। ১ লাভ, প্রাপ্তি। ২ গ্রহণ।

লক্কোদয় (ত্রি) লক্কঃ উদয়ঃ উৎপত্তিযুক্ত। ১ জাত, উৎপন্ন।  
(কুমারসং ১২৫) ২ যিনি সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

লক্কিম (ত্রি) প্রাপ্ত, উপার্জিত। (ভট্ট ৭৬৫)

লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভূদিং আত্মনে-সক্-অনিট্। লট্  
লভতে। লোট্ লভতাং। লিট্ লভে। লুট্ লভা। লৃট্  
লভ্যতে। লুঙ্ অলক্ক, অলল্পাতা, অলল্পত। সন্ লিপ্সতে।  
যঙ্ লালভাতে। যঙ্ লক্ক লালভীতি, লালক্কি। গিচ্ লভয়তি  
লুঙ্ অললভৎ। আ+লভ=আলভ, স্পর্শ, বধ। উপ+লভ  
=উপলক্কি, অনুভব। উপ+আ+লভ=ভৎসনা। সম্+  
আ+লভ=স্পর্শ, অনুলেপন। বি+প্র+লভ=বিপ্রলভ,  
প্রত্যারণা, বধনা।

লভন (স্ত্রী) প্রাপণ।

লভস (পুং) লভ (অভাবিচমীতি। উণ্ ৩।১।১৭) ইতি অসচ্।

১ বাজিবন্ধনরত্ন। ২ ধন। ৩ ঘাচক। (উজ্জল)

লভ্য (ত্রি) লভ্যতে ইতি লভ (পোরহুপাধ্যায়। পা ৩।১।২৮)  
ইতি বৎ। ১ জ্ঞায। (অমর) ২ লক্কব্য, লাভের যোগ্য।

“নায়মাস্মা প্রবচনেন লভ্যো ন বেধয়া বহধা-অভেন।

রমবৈষ বৃগুতে ভেন লভ্যন্তেব আত্মা বিরূপে তনুঃ ভাৎ ॥”

(মুক্তকোপনি ৩২।৩)

লম্বক (পুং) রমতে ইতি রম (রমস্চ লোপঃ। উণ্ ২।৩০)

ইতি ক্-রত লভঃ। ১ বিড়্গ, জার, উপপতি। ২ তীর্থশোধক।

(উজ্জল) ৩ বিলাসী।

লম্বান, খোয়াই প্রেসিডেন্সীর আম্বনগর, ধারবাড় প্রভৃতি

জেলাবাসী জাতিবিশেষ। চারণ-বজারি নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতনার  
মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহা-  
দের মধ্যে চাবন হোলকর, মধু, পবার, রতবার ও সিন্ধে  
প্রভৃতি উপাধি নৃষ্ট হয়। বর ও পাত্রপক্ষের উপাধি সমান  
হইলে ইহারা বিবাহ দেয় না, তত্ত্বিন্ন বিবাহ সত্বে ইহাদের মধ্যে  
আর কোন বাধা নাই। ইহারা হিন্দু, সকলেই টিকিয়াথে,  
কিন্তু বেশভূষা ও পরিচ্ছাদি বড়ই অপরিচ্ছন্ন। এমন কি,  
সপ্তাহে দুই বারের অধিক পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন না।

গোকুলাষ্টমী, শিমগা, দশেরা ও দিবালী উৎসবে ইহারা  
বিশেষ সমারোহ করে। বিবাহকার্য্যে গ্রামস্থ যোবীরাই ইহাদের  
পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি  
ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অশ্রুতম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাহ  
ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সন্তানাদি হইলে প্রসূতির ৪০  
দিন অশৌচ থাকে।

বিবাহসম্বন্ধে পাকা করিবার সময় বরের পিতাকে কস্তার  
হস্তে ১০ হইতে ১০০ টাকা, জামা, কাপড় বা ঘাঘরা ও ১টা  
হইতে ৪টা রাঁড় দিয়া থাকে এবং কস্তার পিতার নিকট হইতে  
বর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পায়। বিবাহের দিন বর  
কস্তালগ্নে যায়, বরবাত্র সঙ্গে যায় না। কেবল একটা বা  
দুইটীমাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রথামত বরকে ধর্ম্ম-  
শুদ্ধ প্রণামী স্বরূপ ১টা টাকা উড়ানির কোণে বাঁধিয়া লইতে  
হয়। বস্ত্রতঃ তাহাদের কোন ধর্ম্ম শুদ্ধ নাই, উহা সংস্কারমাত্র।  
বর কস্তাগৃহে উপস্থিত হইলে কস্তাকর্তা পাত্রকে সন্তাষণপূর্ব্বক  
গৃহে বসায় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান কার্য্যে তৃতী হন।  
যথারীতি সিন্দুরানাদি সমাপ্ত হইলে দেবতা ও শুদ্ধজনদিগকে  
প্রণাম করিয়া বর ও কস্তা বাসরগৃহে গমন করে। তদনন্তর  
উপস্থিত আত্মীয়েরা নাড়ু ভক্ষণ করিয়া গৃহে যায়। বর  
শুভ্রালগ্নে দুই তিন মাস বাস করে। বর পিতৃগৃহে সস্ত্রীক  
উপস্থিত হইয়া বিবাহের ভোজ দেয়।

বিবাহিত পুরুষ বা রমণীর মৃত্যু হইলে ইহারা শব দাহ করে।  
অবিবাহিত ব্যক্তিমাত্রই সমাহিত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া  
সমাপনান্তে সকলে দ্বান করিয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক গৃহে  
ফিরিয়া আইসে। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনদের অপৌচ হয়  
না। তৃতীয় দিনে জাতিবৃদ্ধদের ভোজ হয়। কোনরূপ  
শ্রাদ্ধাদি হয় না। সামাজিক কোন বিষয়ের শীমাংসা করিতে  
হইলে জাতীয় পক্ষান্তরে হস্তে তাহা নির্বাহিত হইয়া থাকে।

লম্বোতাঘাট, নর্ম্মা তীরবর্ত্তী শৈলভেদ।

লম্বান, কবুলের অন্তর্গত একটা প্রদেশ, সংস্কৃত নাম লম্বাক  
ও লুম্বক। (বেঙ্গলী) [লম্বাক দেখ।]

লম্ব (পুং) জাতিবিশেষ।

লম্পাক (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ। [ শৈল দেখ। ]

লম্পটি (ত্রি) বিড়গ, উপপতি।

“অথেন্তরাব্রবীম্বেবং যতপি জীষু লম্পটঃ।

তথাপি ন স দুঃখেহিম্নীশঃ স্তান্তথাবিধঃ ॥” (কথাসরিং ৪৭।১০১)

২ আসক্ত। “যথৈহিকমুম্বিককামলম্পটঃ

সুতেষু ধারেষু ধনেষু চিত্তবন্ ॥” (ভাগ০ ৯।১৫ অ০)

৩ কামুক, লোভা।

লম্পা (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ জনপদভেদ।

লম্পাক (পুং) ১ লম্পট। ২ পুরাণোক্ত দেশভেদ। অপর নাম মুরগু। (ভারত দ্রোণপর্ক ১১৯।৪২) ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্তমান লম্বন প্রদেশ প্রাচীন লম্পাক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়।

৩ পগ্ননাতরুত ব্রশশাস্ত্রভেদ।

লম্পাটিহ (পুং) পটহবান্ধ। (হারাবলী)

লম্ফ (পুং) প্রুতগতি, চলিত লাক্।

লম্ফবাস্ফ (দেশজ) লাকান ঝাপান, অতিশয় আশ্চর্যজনক।

লম্ফন (স্ত্রী) লাকান।

লম্ব (পুং) লম্বতে ইতি লবি অবজ্ঞাসনে অচ্। ১ নর্তক।

২ অঙ্গ। ৩ কান্ত। ৪ উৎকোচ।

‘প্রামৃতং চৌকনং লম্বাংকোচঃ কোশলিকামিবে।

উপাচারঃ প্রমা নন্দা হারো গ্রাহারনেহপি চ ॥’ (হেম)

৫ অস্তভেদ।

‘চরলম্বগমাতেরাঃ পাটকেহকাদিচালনে।’ (শব্দমালা)

৬ ক্ষেত্রাদিতে লম্বমান রেখা বা স্তর। ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমানরেখা; স্ক্রলরেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে রেখা থাকে।

“বিভুজে ভূজরো বোগন্তদনস্তরগুণোভূবাহুতো লম্বা।

স্থিহা ভূরুগম্বুতা দলিতাবাধে তরোঃ স্তাভাং ॥

স্বাবাধাভূজকৃত্যোরস্তরমূলং প্রায়তে লম্বঃ।

লম্বগুণং ভূমার্জং স্পষ্টং ত্রিভুজে কলাং ভবতি ॥” (নীলাবতী)

৭ দৈত্যবিশেষ। (হরিকেশ ৪৩।২২) (ত্রি) ৮ দীর্ঘ।

“দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।

তাবজ শোভতে মূর্খো বাবৎ কিঞ্চিৎ ভাবতে ॥” (চাপক্য)

৯ লম্বমান।

“পাণ্ডোহরমংসার্ণিতলম্বহারঃ।” (রঘু ৩।৬০)

১০ জ্যোতিষোক্ত বিষুবরেখার সমান্তররেখাভেদ। ১১ মুনি-

ভেদ। ১২ জ্যোতিষোক্ত গ্রহবিগের গতিভেদ।

লম্বক (পুং) লম্ব-বার্ধক্য-ক্। ১ লম্ব। ২ বহুরিবেশ। ৩ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশবোগ।

লম্বকর্ণ (পুং) লম্বো কর্ণো যত্। ১ হাঁস। ২ অকৌটুক। (মেঘিনী)

৩ রাকস। ৪ হতী। ৫ স্তেনপক্ষী। (রাব্ধিনি) ৬ লম্বকর্ণধরগোব।

“লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশরঃ” (ভাষ্যঃ)

লম্বঃ কর্ণঃ কৰ্ণধাং। ৭ দীর্ঘপ্রোথ। (ত্রি) ৮ তদবৃত্ত, দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট।

“লম্বোদ্যো লম্বকর্ণান্তথা লম্বপদোদ্যোঃ ॥” (ভারত ৯।৪৬।৩৪)

লম্বকেশ (পুং) লম্বঃ কেশ ইবাগ্রভাগো যত্। দীর্ঘগ্রন্থক কেশময় বিষ্টর।

“উর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশত বিষ্টরঃ।

দক্ষিণাবর্তকো ব্রহ্মা বামাবর্তকঃ বিষ্টরঃ ॥” (সংস্কারতত্ত্ব)

বিবাহকালে বরের উপবেশনের ক্রম বিষ্টর বিতে হয়।

কতকগুলি কুশা লইয়া তাহার অগ্রভাগে বামাবর্তে সাজিবিষ্টর (আড়াইপেচ) বেঁধে করিয়া অগ্রগুলি নিম্নের দিকে লম্বমান করিয়া দিলে বিষ্টর হয়। [ বিষ্টর দেখ ] (ত্রি) ২ দীর্ঘকেশযুক্ত।

লম্বকেশক (পুং) মুনিভেদ।

লম্বজঠর (ত্রি) লম্বোদর, লম্বা পেটা।

লম্বজিহ্বা (ত্রি) রাকসভেদ।

লম্বজ্যা, লম্বজ্যাকা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত জ্যা-রেখাভেদ।

Sine of co-latitude

লম্বদন্তা (স্ত্রী) লম্বা দন্তা ইব কপানি যত্ভাঃ। ১ সৈংহলী পিন্নলী। (রাব্ধিনি) (ত্রি) ২ বৃহদংশবিশিষ্ট।

লম্বন (স্ত্রী) লম্বতে ইতি লম্ব-লুট্। ১ নাভিলবিত কটিকাদি,

নাভিলবিতহার, পথ্যার লম্বস্তিকা। (অমর) ২ অবলম্বন,

আশ্রয়। ৩ ঝোলান, দোলন। ৪ আশ্রয়গ্রহণ। (পুং)

লম্ব-লু। ৫ কফ। (শব্দক)

লম্বপয়োদরা (স্ত্রী) ১ লম্বমান তনযুক্ত স্ত্রী। ২ কন্দাশ্রুচর যাত্ৰভেদ।

লম্ববীজা (স্ত্রী) লম্বানি বীজানি যত্ভাঃ। সৈংহলী পিন্নলী। (রাব্ধিনি)

লম্বমান (ত্রি) লম্ব-শানচ্। লম্বায়মান যত্।

লম্বর (দেশজ) ১ আড়ম্বর। ২ ইংরাজী number শব্দের অপভ্রংশ।

লম্বক্ষিচ্ (ত্রি) লম্বা ক্ষিচ্ যত্। বিপুলনিত্যত্ব।

লম্বা (স্ত্রী) ১ লম্বী। ২ গোদী। ৩ তিক্তত্ববী। (মেঘিনী)

৪ লম্বকস্তাবিশেষ। (হরিকেশ) ৫ স্বাবরবিষের অন্তর্গত পত্র-বিষ। (সুশ্রুতকর্ণ) ৬ হিমালয়কস্তা।

“ততঃস্বাক্ষরঃ ক্রমা দেবীমমামখাত্রবীৎ।

গচ্ছত লম্বে শীঘ্রং তৎ বাণ সংরক্ষণং কুরু ॥” (হরিকেশ)

(দেশজ) ৬ দীর্ঘ।

লম্বাংশ, জ্যোতিষোক্ত অক্ষাংশ রেখা বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Complement of latitude বা Co-latitude বলে।

লম্বাই (দেশজ) লম্বমান। খাড়াই।

লম্বাই চোড়াই (দেশজ) > বৈধে গ্রহে বিষত। ২ বৈধী  
বাগাড়কা।

লম্বাকীটা হরিণাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

লম্বাক (পুং) মুনিক্তেজ।

লম্বানটাজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Eugenia claviflora)

লম্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়জেলাবাসী ভ্রমণশীল  
জাতিবিশেষ।

লম্বামুখ (দেশজ) বাহার মুখ একটু লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ।

লম্বালম্বি (দেশজ) সোজালম্বি। সমান লম্বমানভাবে।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বতে বা লম্বা-বুল-টাপি অত ইক। তালুর্ক  
হুম্মিহা, চলিত আলজি, পর্যায় বটিকা, জুখাঅবা, গলগুণ্ডিকা,  
অলিহিহা, অলিহিহিকা। (লম্বরহা\*)

লম্বিকাকোকিলা (স্ত্রী) দেবতাভেদ।

লম্বিন্ (ত্রি) লম্বযুক্ত। লম্বিত।

লম্বিত (ত্রি) লম্ব-ক্ত। ১ প্রসিদ্ধ।

“বদধরচূষনলম্বিতকজলমুজলয়প্রিরলোচনে।”

(গীতগোবিন্দ ১২। ১৮) ২ মাংস। বৈষ্ণবকনি\*

লম্বিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশের বৃহাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিপথ।  
ফুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া  
গিয়াছে। অক্ষা-৩০°১৬' উঃ এবং দ্রাঘি-৭৮°২০' পূঃ। এই  
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাজার ফিট উচ্চ।

লম্বুক (পুং) ১ নাগভেদ। ২ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগ।

লম্বুমা (স্ত্রী) সাতনল হার।

লম্বোদর (পুং) লম্বমূদর যন্ত। ১ গণেশ। (অমর) ২ নৃপ-  
বিশেষ। (ভাগবত ১২। ১। ২২) (ত্রি) ৩ ঔদরিক, পেটুক।

“ততো লম্বোদরেণৈত্যাং পুংস্যাংপিভবাহকঃ।

সম্পাদিতঃ স যাতত্ত্বকং কেশরীকুতে।”

(কথাসরিংসা° ৩০। ১০২)

লম্বোষ্ঠ (পুং) লম্ব ওষ্ঠো যন্ত, ওষ্ঠোষ্ঠোঃ সমাসে ইতি অকার-  
লোপেন সাধুঃ। ১ উষ্ট্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ লম্বমান  
ওষ্ঠযুক্ত। ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ।

“মৃগান্তো বাহকস্তাং লম্বোষ্ঠো বসবস্তথা।”

(প্রয়োগসার ক্ষেত্রপালপ্র°)

লম্বোষ্ঠ (পুং) ১ উষ্ট্র। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ দীর্ঘ ওষ্ঠবিশিষ্ট।

লম্ব (পুং) ১ লাভ।

লম্বক (ত্রি) প্রাপক।

লম্বন (স্ত্রী) লভি লভ্যত্ব লুট্। ১ প্রতিলম্ব। ২ ধনি।

৩ লাম্বনা।

লম্বা (স্ত্রী) লভি লভ-অচ্ টাপ্। বাটলুখলা। (হাস্যাবলী)

লম্বাড়ি, দাক্ষিণাত্যের আর্কটিকাগবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি।

লম্বুক (ত্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিদিন গ্রহণ করে।

লয়, গতি। তদ্রূপে আশ্রয়ে সন্ম সেট্। লট্ লয়তে। লুঙ  
অলয়িষ্ট।

লয় (পুং) লী-অচ্। ১ বিনাশ। ২ সংলয়। ৩ প্রলয়।

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অথবা বস্তু অবলম্বন করিয়া  
চিন্তাবৃত্তির যে নিজা, তাহাকে লয় কহে।

“অথবাবলম্বনেন চিন্তাবৃত্তেন্নিজা” (বেদান্তসা°)

স্ববোধিনী-টীকা-মতে—এই লয় দুই প্রকার, প্রথম প্রকার  
লয় যথা—শব্দমাদি অষ্টাষ্ট যোগাচ্ছান দ্বারা নির্বিকল্পক সমাধিতে  
পরমানন্দরূপ ত্রয়ে চিন্তাবৃত্তির লীনতারূপ যে অবস্থা, তাহাকে  
লয় কহে। অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর রূপ  
অর্থাৎ ঐ লৌহপাত্রে জলনিষ্ক্ষেপ করিলামাত্র তাহা যেরূপ  
গুচ্ছ হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অচ্ছাদনে নির্বিকল্প  
সমাধিলাভ হইলে চিন্তাবৃত্তির ধর্ম হুৎখাদি হইতে পারে না।  
জল যেরূপ লৌহাগ্নিতে গুচ্ছায়া যায়, তদ্রূপ চিন্তাবৃত্তিও  
পরমানন্দত্রেয়ে লীন হইয়া যায়, সুতরাং চিন্তাবৃত্তিই যখন লীন  
হইয়া গেল, তখন চিন্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর  
উপস্থিত হয় না। মুচ্ছাবস্থার স্থায় আলম্ব্যাদিতে চিন্তাবৃত্তির  
বাহ্য শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রত্যাক্ আশ্রয়রূপে  
অনবতাসন হেতু চিন্তাবৃত্তির যে শুদ্ধীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়,  
তামসিক যে কোন বিকার দ্বারা চিন্তাবৃত্তি যখন গুচ্ছ বা জড়  
হইয়া থাকে, তখনই এই লয় হয়।

৪ তৌর্য্যত্রিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাজাদির যে সমতা  
তাহাকেও লয় কহে। যে স্থলে গীতাদি সমতা পায়, গীতবাজাদির  
ভাল বা সমান সময়। সঙ্গীতদ্বয়াদির লিখিত আছে যে,  
কলর, কণ্ঠ ও কপাল এই তিনস্থলে লয়ের স্থিতি। কোন কোন  
পণ্ডিতের মতে, লয় ৪০ প্রকার, তগবান্ একমাত্র লয়ে বশীভূত  
এবং জনার্দন ইহাতে লীন আছেন।

লয় যথা—বিপনী, বলভিত্তিকা, বল্লিকা, হিরণ্যভিত্তিকা, বামজব,  
হিরা, খণ্ডধাবা, ফড়কক, জঙ্ঘটিকা, কলভিক, খণ্ডক, থরিক,  
চতুরঙ্গ, অর্দ্ধচতুরঙ্গ, নর্ভক, ত্রাশ, বজী, উলালনা, অবকুটা,  
নন্দঘটী, কাধব, চর্করী, বট্টা, মিশ্র, অর্দ্ধবিনিতা, অতিচিত্র,  
সময়, বলিত, অর্দ্ধমল, আবিহ, টম্বক, চিত্র, বিচিত্রিক,  
আত্মী, বিরুতধাবা, বুকুল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই  
৪০ প্রকার লয়। (সঙ্গীতসারমো°)

\* অথ লয়াঃ কবিহিত্তিঃ কণ্ঠস্থিত্তিঃ কপালস্থিত্তিঃ লয়ত্রয়ঃ। অপর্যন্ত চু—

বিপনী ভাবলভিত্তিকা বল্লিকা হিরণ্যভিত্তিকা।

বামজবভতম্বিকা খণ্ডধাবা ফড়ককঃ ।



(মি) ৫ আধরণ্যক।

“যদি অয়েল্লক: সৰ্ব তমোমুখং নরং জড়ম্।

মুখ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রাহিংসরাশরা ॥” (ভাগঃ ১১।২৫।১৫)

(স্রী) ৬ লামজক। (ভাবঃ)

লয়ন (স্রী) ১ বিশ্রাম, শান্তি। ২ বাটী, বিশ্রামস্থান। ৩ আশ্রয়-গ্রহণ।

লয়পুত্রী (স্রী) লয়ত পুত্রী। নর্তকী। (শব্দরত্না)

লয়যোগ (পুং) তত্ত্বোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণভেদে ২৪।১।১২)

লয়লীমজমু, পারস্তোপাখ্যানোক্ত নারক নারিকাত্তেদ। ইহাদের প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা শৈল-শ্রেণী। সিংহভূম জেলা পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

লয়রস্তু (পুং) লয়ত আরজো যশাৎ। নট। (ত্রিকাং)

লয়ালম্ব (পুং) লয়মালম্বতে ইতি লম্ব-অণ্। নট। (ত্রিকাং)

লরাবর, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর ধার ও দেবাসুন্ডারের অন্তর্গত একটা বিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় আয়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবাবের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে মাসিক বৃত্তিদান করিয়া ঐ সম্পত্তি ধার ও দেবাসুন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

লরেন্স (লর্ড Sir John Lawrence Bart. K.C.B) ভারতের একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় লর্ড এলগিনের (Alexander Bruce Earl of Elgin and Kincardine) মৃত্যু হওয়ার এবং ওহাবী নামক মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার বড়োয় লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনস্থ মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্সকে ভারতের গবর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতার পদার্পণ করিয়া লর্ড লরেন্স রাজকার্য্যভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি

অজ্ঞানতা কলিতক: বওক: খুরিকতথা।

কথিতকতুরসোহর্দতুরসোহং নর্তক:।

ত্রাশ: বট্, শালনাবট্টা নন্দটীতাপি।

কানন্দকর্ত্তর বট্টা মিত্রোহর্দবনিতা তত্ত:।

অভিচিত্র: সমস্ত বলিতোহর্দদলতথা।

আবিদ্বত টকবকতততিত্রিচিত্রকে।

অত্রী বিকৃতথাবা চ মুকুলোহং বিলাকক:।

• রমণীসুভক্তেব করকটকসজেক:।

চব্বারিংশদিশে প্রোক্ত লয়া লয়বিদ্যারতৈ:।

লয়েন বক্তা ভগবান্ লয়ে দীমো জর্জারিন:। (সঙ্গীত বাণোদর)

বাঙ্গালা অভিযানের অবদান দেখিয়া কতক নিশ্চিত হইলেন, কারণ তৎকালে চীনের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও ধর্মোন্মত্ত মুসলমান-গণের বিদ্রোহিতা ইংরাজের বাণিজ্যার্থের অন্তরায় হইরাছিল। তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমারোহে লাহোরে দরবার করিয়া ৬ শত রাক্তভবর্গে পরিবৃত্ত হইরা ভারতরাজ্যে শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালা-গবর্নেন্ট ভোটান জাতির উপজবে বিশেষরূপ উদ্ভাবিত হইরাছিলেন। এই চরিত্র বহুবিধগণকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাটার, ডাককোর্ড, রিচার্ডসন, গাক্, পিউ প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে নানানিক্ হইতে ভোটান আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ইংরাজসৈন্ত ভোটান অতিমুখে প্রবেশিত হইল। মানাহানে যুদ্ধ করিয়াও ভোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। ইংরাজ-রাজ ভোটানের দেবরাজের যে সকল প্রদেশ ভারতসীমান্তভুক্ত করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে তিনি ভোটান-পতিকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে রক্তক্ষয়কারী ভোটানযুদ্ধের অবসান হয়।

এই সময়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি লর হিউরোজ পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে লর উইলিয়ম্ রোজ মানকিন্ড কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতক্র, পঞ্জাব, সিপাহীবিদ্রোহ ও ফ্রিমির যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা-বৃন্দের আর্থরক্ষার বহুবান্ হইরাছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়ি-ষায় মহা চুক্তিক উপস্থিত হয় এবং ক্রমশ: ৪ শত মাইল দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মাদ্রাজের লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদান্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত হইরাছিল।

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিষরাজের রাজ্যাধিকার লইয়া মহিষুর গোলামাল উপস্থিত হয়। মহিষরাজ উপযুক্তপরি আপনায় প্রার্থনা জানাইয়া লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এলগিন ও লরেন্সকে আবেদন পাঠান। লরেন্স বীরভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত সে কার্যের সীমান্তাতার ভারতসচিবের (Conservative Secretary of State for India) হস্তে সমর্পণ করেন। ভারতসচিব মহিষরাজের দত্তকপুত্রকে রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইরাছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মিশর ও আফিসিনীর যুদ্ধে ভারত হইতে সৈন্য সেনাধ্যক্ষসহ পশ্চিমে প্রেরিত হইরাছিল। উক্ত বর্ষের ভারত-প্রতিনিধি

লখনৌ নগরে একটি রাজদরবারের আয়োজন করেন। তাহাতে তথাকথিত উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতবর্ষী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সম্মাননা ও ইংরাজ গম্বেষ্টের প্রতি রাজতন্ত্রের চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল।

এই বৎসরে কবরাজ-সেনাপতিগণ মধ্য এশিয়ার বোখারা-রাজ্যে ও উজবেকিস্তান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে আশ্রয় দান করেন। আমীরগণ বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পিটুসিংহাসম অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। কবরসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে বীর রাজপদ হ্রাস করিয়া আমীর রক্তক্ষতা স্বরূপ কবরদিগকে বোখারার দান দান করিলেন। কবর আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড লরেন্স আফগানপতি ও ইংরাজসিদ্ধ মোস্তাফা মহম্মদের পুত্র শের-আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজজাতির ও রাজ্যের মঙ্গলবিধানে তৎপর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুত্র কবরসেনাদলে মিলিত হইয়া রাজ্যাধিকারে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। এই দারুণ গোলযোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ গাঞ্জীঘের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার এই নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা "as masterly inactivity" বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তিনি ভারতে প্রথমে সুখবুদ্ধির জন্ত খাল বিস্তার করিয়া যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্বত্র খালবিস্তারের (complete canalisation of India) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহুখোটা টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ার এবং রাজকোষ হইতে অর্থের সম্বলান না হওয়ার সে প্রস্তাব স্থগিত হয়। তাহার আদেশে ভারতের গবর্নেন্ট সুল সমূহে বাইবেল গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া ২৭শে মার্চ তারিখে বুটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসাম্রাজ্যী তাহাকে (Baron Lawrence of the Panjab and Grately in the county of Southampton) মর্যাদা এবং নানাবিধ মাতৃসূচক উপাধি ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটে।

লরেন্স (সর-হেনরী), একজন ইংরাজ সেনাপতি। তিনি নিপাহীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। লখনৌ অবরোধকালে ও চিন্‌হতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষায় জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিন্‌হতের যুদ্ধে বিদ্রোহীদল জয়লাভ করিয়া

বীরদর্পে রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। তাহাদের একটি গোলা হেনরী লরেন্সের কক্ষमध्ये প্রবেশিত হয়। তাহার আঘাতে ৩টা জুলাই তাহার মৃত্যু ঘটে।

লর্ড (ইংরাজী) ১. বন্যাত্য ব্যক্তির সম্মানসূচক উপাধি।

২. মহাপ্রভু, ধর্মপ্রদর্শক যীশুখ্রীষ্ট ইনি Lord, the saviour অর্থাৎ মহাপ্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া খৃষ্টানসমাজে পূজিত। ৩. পরমপিতা পরমেশ্বর।

লর্ড গাফ, একজন ইংরাজসেনাপতি। [গাফ দেখ।]

লর্ড লেক, একজন ইংরাজসেনাপতি। [লেক দেখ।]

লর্ক, গতি। তাদি' পরম' স' সেট্। লট্ লর্কতি। লুৎ অলকোৎ। লিট্ ললর্ক। লুট্ লর্কতি।

লল, জ্ঞান। অদ্বৈতচূড়ামি' উত্তর' স' সেট্। লট্ ললয়তি, লালয়তি-তে।

ললজিহ্ব (পুং) ললন্তী জিহ্বা যন্ত। ১. উল্ল। ২. কুহুর।

(ত্রি) ৩. হিংস্র। (মেদিনী) ৪. চলদরসনাত্মক।

"তাবচ্চ একটীছুর ভগবান্ ভৈরবাকৃতিঃ।

উক্ত তাসিল লজ্জিহ্বঃ কৃদ্বা হুকারমভ্যধাৎ।" (কথাসরিৎ ১০.৬।১২৭)

ললৎ (ত্রি) লড় শত্ৰু ডন্ত ল। ১. বিলাসযুক্ত। ২. উদ্বাহবিশিষ্ট।

৩. জিহ্বাক্রিয়াবিশিষ্ট। ৪. ভঙ্গবিশিষ্ট। ৫. উৎক্ষেপবিশিষ্ট।

ললদম্বু (পুং) ললৎ চলদম্বু যত্র। ১. লিম্পাক। (জটধর)

ললন (ক্ৰী) লল-লুট্। ১. কেলি। (হেম) ২. চালন। (নাগোজীভট্ট)

"বীপিচর্মপরিধানা শুকমাংসাতীভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা ॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) লল্যতে জ্ঞপ্যতে ইতি লল-কর্মণি লুট্। ৩. বাল।

৪. সাল। ৫. প্রিয়াল। (রাজনি.)

ললনা (ক্ৰী) ললয়তি জ্ঞপতি কামান্ লল-লুট্-চাপ্। কামিনী।

"রতিমূলিতললিতললনা কুমললববাহিনী মুহুর্ভট্।

প্রথকেশকুমরপরিমলবাসিতদেহা বহন্তানিলাঃ ॥" (কলাবি. ১।৫)

২. নারীভেদ। ৩. জিহ্বা। (মেদিনী) ৪. ছন্দোভেদ।

এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১ অক্ষর শুক্ল, তদ্বিত্ত বর্ণ লবু,

এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টা করিয়া অক্ষর আছে। ৫. অস্ত

প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টা করিয়া অক্ষর

আছে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ বর্ণ শুক্ল, তদ্বিত্ত লবু।

৬. গাথাভেদ।

ললনাশ্রিয় (ক্ৰী) ললনান্যে শ্রিয়ঃ। ১. স্বীকৃত। (রাজনি.)

(পুং) ২. কবচ। ৩. কামিনীবস্ত্রভ, জীবিতের শ্রিয়।

ললনিকা (ক্ৰী) ললনা।

ললন্তিকা (ক্ৰী) ললন্ত্যে বার্থে কন্। ১. নাতিলম্বকণ্ঠিকা, সঙ্কট পর্ধ্যায় লখন, নাতিদ্রবিত্তহার। ২. গোপা। (শব্দমালা)

ললামক (পুং) মেহন।

ললাটি (স্ত্রী) ললং ক্রিয়ায় অতি প্রায়শ্চিত্ত-অণ্। অব্যব-  
বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পঠ্য—অলিক, গোমি, মহাপ্রম, লম্ব, ভাল, কপালক, অলীক, ললাটক। গুরুত্বপূর্ণ নিধিত আছে যে, বাহাদের ললাট উন্নত, বিপুল ও বিম, তাহারা নিধন এবং বাহাদের ললাট অর্ধচক্রাকৃতি, তাহারা ধনবান। এইরূপ গুণবিবিশাল হইলে ধর্মিক ও শিলা হইলে পাণকারী, বৃত্তিকারি-  
রোথ ও উন্নতশিলা থাকিলে ধনবান; সংস্কৃত হইলে কপণ, ও উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইলে পাণকারী হইয়া থাকে। ললাটের উপরি বাহারা ভিনটী রেখা আছে, তাহার লভ্যব পরমায়ু, এইরূপ চারিটা রেখা থাকিলে ১৫ বৎসর পরমায়ু ও রাজা, রেখা না থাকিলে ১০ বৎসর পরমায়ু, রেখা দ্বিগুণ ভিন্ন হইলে পুংস্কল, কেশান্ত পঠ্য থাকিলে ৮০ বৎসর পরমায়ু, ৫, ৬, ৭ বা বহুরেখা থাকিলে ৫০ বৎসর, বক্র হইলে ৪০ বৎ-  
সর এবং ক্রুরগামী রেখা হইলে ৩০ বৎসর এবং বামদিকে বক্ররেখা হইলে বিংশতিবৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। রেখা ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু হয়।\* (গুরুত্বপূর্ণ)

সামুদ্রিকোৎ ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহারা সামুদ্রিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা ললাট দেখিয়া মানবে আশু ও শুভাশুভ প্রকৃতি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ললাটক (স্ত্রী) ললাটমের ললাট-কন্। ১ প্রপত্তললাট। (শব্দরত্না) ২ ললাটমাত্র। (ধনঞ্জয়)

ললাটপুত্র (ত্রি) ললটি তপতীতি ললাটপুত্র (অন্যললাটমো-  
দৃশিতপোঃ। পা ৩। ২। ৩৬) ইতি খন্ মু। ১ ললাট-  
তাপক, ললাটতাপকারী। ২ পুত্র।

“হবির্জামেদবতঃ চতুর্থাং মধ্যো ললাটপুত্রপুংসুঃ।” (রঘু ১৩। ৪১)

\* উন্নতবিশুলৈঃ শাখ্যললাটবিবরণম্।

নির্দোষ ধনবন্ত অর্ধচক্রাকৃতিঃ।

আচাধ্যাঃ গুণবিবিশালৈঃ শিরসিঃ পাণকারিণঃ।

উন্নতগতিঃ শিরসিঃ গুণবিবিশালৈঃ শিরসিঃ।

নিম্নললাটবাহাঃ ক্রুরকরতাপকাঃ।

সংস্কৃত ললাটক কপণ। উন্নতপুংসুঃ।

ললাটপুত্র চা-ত্রি। রেখাঃ হাঃ লভ্যবিশালঃ।

পুংসুঃ তাক্রান্তবাহাঃ গুরুত্বপূর্ণঃ।

অন্যেখনায়ুঃ গুণবিবিশালৈঃ পুংসুঃ।

কেশান্তপাণকারিক অশিষ্ঠায়ুঃ।

পুংসুঃ গুণবিবিশালৈঃ পুংসুঃ।

কেশান্তপাণকারিক অশিষ্ঠায়ুঃ।

পুংসুঃ গুণবিবিশালৈঃ পুংসুঃ।

কেশান্তপাণকারিক অশিষ্ঠায়ুঃ।

পুংসুঃ গুণবিবিশালৈঃ পুংসুঃ।

কেশান্তপাণকারিক অশিষ্ঠায়ুঃ।

পুংসুঃ গুণবিবিশালৈঃ পুংসুঃ।

কেশান্তপাণকারিক অশিষ্ঠায়ুঃ।

ললাটপুত্র (স্ত্রী) নগরভেদ। (পা ৩। ৪। ১৪)

ললাটকলক (স্ত্রী) কপাল।

ললাটক্রেতা (স্ত্রী) কপালের রেখা। ললাটক্রেতা। প্রবাদ  
আছে যে, বিধাতা ভাতকের বহী আগর-বাসের অর্ধাৎ ৩ দিনের  
দিন রাতে ললাটে অক্ষর-লক্ষ্যের শুভাশুভ লিখিয়া দিয়া থাকেন।  
ললাটাক্ষ (ত্রি) ললাটে অক্ষিণী বস্তু। শিব। স্রিয়ার ক্রীপ।  
হুগী। (ভারত সভাপত্র)

ললাটিক (স্ত্রী) ললাটে ভবোৎসাহারঃ (কর্ণললাটঃ কলকলারে।  
পা ৪। ৩। ৩৫) ইতি কন্। স্বর্ণান্নির্ভিত্তি ললাটাত্তরণ,  
কপালের গহনা। পঠ্য পত্রাশ্রয়। (অমর) ২ ললাটহ  
চন্দ্র। পঠ্য পত্রাশ্রয়। (শব্দরত্না) ৩ ভিত্তিক।

“ভবা একত্বাভ্যাসন পিতৃপুত্র ললাটিকা চন্দ্রলক্ষ্যকক।

ন জাতু বালা লভ্যে নিম্ন-তি-

ভূয়ঃসংঘাতশিলাতলশিঃ।” (কুমা ৫। ৫৫)

ললাটল (ত্রি) উচ্চ কপালযুক্ত।

ললাটেন্দুকেশরী, উচ্চাচার কেশরীমণ্ডীর একজন রাজা।

[ উচ্চাচার দেখ। ]

ললাট্য (ত্রি) ললাট লক্ষ্যকর।

ললাম (স্ত্রী) লভ বিলাসে কিণ, তন্ম অমতি প্রায়োজীতি অম-  
গতো অন্ ডস্য লম্ব। ১ চিক। ২ ধ্বজ। ৩ পু।  
৪ প্রধান। ৫ কৃষা, কৃষণ।

“পোত্রস্তব ত্রীললনাললাম

ত্রীললনাললাম ত্রীললনাললাম।” (ভাগ ৩। ১৪। ৪৮)

৬ বাগধি। ৭ পুত্র। ৮ কুলক। ৯ প্রভাব। (মেঘিনী)

১০ অললাটে অস্তবর্ণচিক। ১১ গবাসির ললাটচিক।

১২ অলল কৃষণ। এই লল পুং স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হয়।

“ললামোহরী ললামপি প্রভাবে পুরুষে ধ্বজে।

প্রোভূয়াপুত্র পুংসু ললাটিকাশিলাসিঃ।”

(রঘুতীকার ললিনাশ্রয়ত বাবব)

(ত্রি) ১৩ রম্য, প্রোভূঃ।

“ললামোহরীললামপি ললামোহরীললামপি।

রাজাঃ স্রোয়ঃ মহোদ্যাসঃ শান্তীভীরভারতঃ।” (ভারত ৭। ২২। ১৩)

ললামক (স্ত্রী) পুরোক্তভাষাঃ; ললাটোপরি লক্ষ্যকর ললামক।

“ভবো ললাম পুংসু লক্ষ্যভাগে শুভঃ ললাটপঠ্যভাগে শুভঃ লক্ষ্যভাগে  
তিলকদ্বিঃ ইতি ইবার্ধে কঃ।” (ভবো)

ললামন্ত (পুং) শিলা।

ললামন্ (স্ত্রী) ললাম।

“প্রধানধনলক্ষ্যে পুংসু লক্ষ্যভাগে।

লক্ষ্যভাগে প্রভাবে লক্ষ্যভাগে লক্ষ্যভাগে।” (ভবো)



২ পুরুষ। (রঘুটাকার মল্লিনাথব্রত বাঘব)

ললামবৎ (ত্রি) হৃদয় অলঙ্কৃত।

ললামী (ত্রি) কর্ণভূষণবিশেষ, কানের গহনা। পর্যায় উৎ-  
কৃষ্টিকা। (শব্দমালা)

ললিত (স্ত্রী) লল-ক্। ১ শূভারভাবক ক্রিয়াবিশেষ। সুকুমার-  
রূপে জনেত্রাদির ক্রিয়ায় সহিত ক্রয়চরণাদির অলঙ্কৃত্যাস।

“ক্রনেত্রাদিক্রিয়াশাসিতসুকুমারবিধানতঃ।

হৃৎপদাঙ্কবিন্ধ্যাস্তরুণা ললিতং বিহঃ।” (অমরটীকা তরত)

সুকুমাররূপে অলঙ্কৃত্যাস মন্থন হইলে তাহাকে ললিত কহে।

“সুকুমারালঙ্কৃত্যাসে মন্থনা ললিতং তবৎ।” (তরত)

উচ্ছলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙ্গসমূহের  
বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার এবং জ্বিলাসাদি দ্বারা মনোহর হয়, তথায়  
ললিত হইয়া থাকে।

“বিন্যাসভঙ্গিরূপাং জ্বিলাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেৎ যত্র ললিতং তদ্বীরিতম্।” (উচ্ছলনীলমণি)

“সক্ৰতলং করকিশলয়াবর্তনৈরাপভতী

সা লিপ্তবী ললিতললিতা লোচনভাঙ্গনেন।

বিন্ধ্যভতী চরণকমলে লীলায় শৈববাত-

নিঃশঙ্কা চ প্রথমবরসা নর্তিতা পদ্মাক্ষী।” (অমরটীকার ভর)

(পুং) ললাতে ঈপ্সতে ইতি লল কশ্মণি ক্। ২ রাগবিশেষ।

এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ—এই রাগ  
প্রক্ষুণ্ণিত সপ্তচ্ছন্দ (পুন্মাল্যধারী, হৃদা, অতিশয় গোরবণ,  
লোচনস্ত্রী অলস, (তাবে চলচল) বিলামবেশে বিভূষিত হইয়া  
প্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনির্গত হইতেছেন।

“প্রক্ষুণ্ণসপ্তচ্ছন্দমালাধারী হৃদাতীগোরোহলসলোচনস্ত্রীঃ।

বিনিঃসরন বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদীপ্তঃ।”

গানসময়—

“প্রাতঃগেয়াস্ত দেশাগো ললিতঃ পটমঞ্জরী।

বিভাবা তৈরবী চেব কামোদা গোওকীর্যসি।” (সঙ্গীতদামো)

(ত্রি) ৩ হৃদয়, মনোহর, মনোজ্ঞ।

“অথ ততঃ বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রতঃ এষ পার্থিবঃ।” (রঘু ৮।১)

৪ ঈপ্সিত। (মেঘিনী) ৫ চলিত। (বিষ)

ললিতক (স্ত্রী) প্রাচীন তীর্থভেদ।

ললিতকান্তা (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। মঙ্গলচণ্ডিকা, দুর্গা।

লোকে মঙ্গলকামনার এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে।

“যেবা ললিতকান্তায়া দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।

বরদাতরহতা চ বিদ্বা গৌরদেহিকাঃ

রত্নকোবেরবস্ত্রা চ বিভবস্তাঃ শুভাননা।

নবযৌবনবন্দনা চার্কবী ললিতপ্রভা।” (ত্রিখিতব)

ললিতচৈত্য (পুং) চৈত্যাভেদ।

ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালভেদ।

ললিতপদ (ত্রি) ১ হৃদয় পদযুক্ত। ২ হৃদ্যাভেদ। এই হৃদয়ের  
প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪,  
৬, ৭, ৮, ১০ বর্ণ গুরু, তন্মি বর্ণ লঘু।

ললিতপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৮৭)

ললিতপুর (ললিতপুর), যুক্তপ্রদেশের ইংরাজবিক্রিত একটা  
জেলা। ঝাঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও উত্তার প্রদেশের ছোটনাটোর  
শাসনাধীন। ভূগরিমাণ ১৯৪৭ বর্গমাইল। অক্ষা- ২৪°২৩’  
হইতে ২৪°১৪’ উঃ এবং দ্রাঘি- ৭৮°১২’ ২০’’ হইতে ৭৯°২১’ ১৫’’  
পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী) নদী,  
দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিজাচল ঘাটমালা ও সাগর  
জেলা, দক্ষিণপূর্বে ও পূর্বে উজ্জারাজ্য ও ধলান নদী; এবং  
উত্তরপূর্বে যামুনী নদী। ললিতপুর নগর ইহার বিচার সদর।

বৃন্দাবনপ্রদেশের পার্শ্বত্যাগপ্রদেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। সেই  
ক্রমোচ্ছিন্ন পার্শ্বত্যাগ ভূমিভাগে বেত্রবতী ও যামুনী নদী প্রা-  
বিত। দক্ষিণের বিজাচল-সীমান্তবর্তী প্রদেশ বনমালাসমৃদ্ধ  
লালবর্ণের কঙ্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাষবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না।  
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃষ্ট হয়; উহা স্থানবিশেষে মোড়ি  
ও মার নামে খ্যাত।

এই সমগ্র জেলাই নদীমালায় পূর্ণ। বিজাপাদনিঃসৃত নানা  
গিরিনদী পরস্পরপ্রাধিকৃত করিয়া এই জেলার মধ্যদ্বারা যমুনা  
নদীতে মিশিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোতবিনী এই ক্রমোচ্ছ-  
ন্ন অববাহিকার মধ্যদ্বারা প্রবাহিত হওয়ার সময় জেলাটী যেন  
নদীসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতম নদীর মধ্যে  
বেত্রবতী, ধলান ও যমুনা উল্লেখযোগ্য।

নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাধ ও দীর্ঘিকা আছে।  
তন্মধ্যে ডালবেহাত সর্কাপেক্ষা বড়, উহার জলকর প্রায় ৪৫০  
একর। ধৌরীসাগর, ছধী, বাড় প্রভৃতি কতগুলি প্রাচীন  
দীর্ঘিকা আজিও স্থানীয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। স্থানীয় বন-  
মালার মধ্যে বালাবহৎ ও লক্ষণজীর বন উল্লেখযোগ্য। এখানে  
সহায়রা নামে এক পার্শ্বত্যাগভিত্তির বাস আছে। তাহার বন-  
জাত মহুয়া, চিরোজী, লাক্ষা, মধু, মোম, গঁদ ও অন্যান্য মূল্যবান  
নিকটবর্তী নগরাদিতে আনিয়া বিক্রয় করে। এই সকল বন  
বায়, চিতা, ভল্লুক, হারনা, সেকড়ে, বনবরাহ, বড়কুকুর ও শাবুর,  
চিতল, চৌশিলা প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্বে এখানে  
অলপ গোড় জাতির বাস ছিল। এখনও কিছুশৈলমালার চূড়া-  
দেশে সেই পার্শ্বত্যাগভিত্তির প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীরাহি সেই অতীত

স্বত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্তমান সময়েও পক্ষত প্রাপ্ত-  
হিত এককটি গ্রামে এখনও গৌড়ভাষি বাস দেখা যায়।

পরবর্তিকালে এখানে আর্থ উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই  
গৌড়গণ ক্রমশঃ হিন্দুধর্মে আব্রাহাম হইয়া তাহারই অনুসরণী  
হয় এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে  
সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তাহাদের স্থাপত্যবিভাগের পরিচয় স্বরূপ  
আজিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে।  
তাহাদের অধঃপতনের পর মহোদার চন্দ্রলবঙ্গীর রাজগণ এখানে  
আধিপত্য বিস্তার করেন। বাল্মীকী ও হামীরপুরে তাহাদের রাজধানী  
ছিল। তৎপরে এই রাজবংশের সংকীর্ণ পরিচয় বিবৃত  
হইয়াছে। [ বাল্মীকী ও হামীরপুর দেখ। ]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগে এই চন্দ্রল রাজবংশের  
অধঃপতন ঘটে। তখন এই জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের  
শাসনাধীন হয়। ঐ সামন্তগণ দিল্লীর মুসলমান-রাজগণের  
প্রোক্ষিত স্বীকার করেন নাই। তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে  
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দি হুর্দব বুল্লা  
জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহার প্রথমে  
ঝাঁসীতে ও পরে সমগ্র বুল্লালখণ্ডে আপনাদের প্রভাব বিস্তার  
করিয়াছিল।

বর্তমান ললিতপুর জেলা চন্দ্রলর বুল্লালরাজ্যের অন্তর্গত  
এবং এখানকার রাজবংশ রাজা রুদ্রপ্রতাপের বংশধর। ১৭০২  
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎপরি নরজান রাজা চন্দ্র-  
লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে  
দিল্লীর মোগলসম্রাটগণও মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আধিপত্য বিস্তার  
করিয়াছিলেন। অবশেষে নবম রাজা রামচাঁদ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে  
অধোধ্যায় গমন করিলে, তাহার অল্পপরিচয় লক্ষ্য করিয়া মহা-  
রাত্রিগণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাহার  
অধিক দিন এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০০

খৃষ্টাব্দে তৎপরে তাহার অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী  
করিতে বাধ্য হন। ইহার দুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাত্যের  
প্ররোচনায় রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাহার ভ্রাতা  
মুরপ্রহ্লাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং  
শাসনকার্যে অকর্মণ্য ছিলেন। তাহার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্ত-  
গণ পূর্বাভ্যস্ত লুণ্ঠনপ্রযুক্তির দাস হইয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে  
উপদ্রব করিতে থাকে। রাজা মুরপ্রহ্লাদ কিছুতেই তাহাদিগকে  
বশে রাখিতে পারিলেন না। উপদ্রুগণি এইরূপ আক্রমণ ও  
লুণ্ঠন করিতে করিতে বখন তাহার ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার  
সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সিন্ধেরাজের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার  
কার্য করিলেন, তখন গোয়ালিয়ারপতি তাহার প্রতিহিংসা

সাধনে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের আদেশে সিন্ধ-সৈন্য চন্দ্রলী  
আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়ার-সেনাপতি জিন্ বাপ্তিস্তে (Jean  
Baptiste) সমলে অগ্রসর হইয়া কোটরাখিঙ্গী, রাজবাড়া ও  
ললিতপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। মুরপ্রহ্লাদ ঝাঁসীতে পলা-  
ইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার সেনাপতিগণ নগররক্ষার অগ্রসর  
হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর তীর্থবর্গে হুক  
করিয়া চন্দ্রলী-সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। একজন ঠাকুর  
সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতার চন্দ্রলী শত্রুহস্তগত হইল। দেখিতে  
দেখিতে তালবেহাংবাসীও সিন্ধেরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন।  
সিন্ধে মহারাজ তখন সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া  
কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন।

গোয়ালিয়ার-মহারাজ অল্পকাল্য করিয়া পূর্বতন জারগীরদার-  
দিগকে তাহাদের জারগীর কিরাইদী দিলেন এবং রাজা মুর-  
প্রহ্লাদ খীর ভরণপোষণের জন্য ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন।

ইহার পর ৩৫ বৎসর কাল এই প্রদেশে শান্তি বিরাজিত  
ছিল। সিন্ধেরাজের নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালীতে এখানকার শাসন-  
কার্য নিষ্কিয়ে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অকস্মাত বুল্লা-  
গণ পূর্বরাজকে নারক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।  
তখন সিন্ধেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে রাজ্যে শান্তি  
বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহার বলাবতাহুসারে ললিত-  
পুররাজ্য তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজা মুরপ্রহ্লাদ পাইলেন  
ও দুইভাগ সিন্ধেরাজের রাজ্যভুক্ত রহিল, রাজা মুরপ্রহ্লাদ  
এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও আপনাদের অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তদিগের  
সহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে খীর কলহপূর্ণ  
জীবনের অবসান করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মর্দন-  
সিংহ রাজা হইলেন। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর-  
বুদ্ধের অবসানে সিন্ধেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভরণ  
পোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চন্দ্রলী-  
রাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন।

ইংরাজগবর্নেন্ট ঐ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটা  
স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মর্ম্মাহুসারে  
সিন্ধে মহারাজের প্রভুত্ব অঙ্গুর রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার  
রক্ষা করিতে ইংরাজগবর্নেন্ট স্বীকৃত রহিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ  
পর্যন্ত এই প্রভাব মতে কার্য চলিয়াছিল। বাণপুররাজ মর্দন-  
সিংহ আপনাদের সম্মানহ্রাসে চাঞ্চল্যিত হইয়া এই সময়ে বুল্লা-  
সদ্বাসদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করেন। ১৮৫৭  
খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দন সিংহ বিদ্রোহিবলে  
পরিবৃত হইয়া ঝাঁসী ও গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত  
যোগদান করেন। এইরূপে বহুশত বিদ্রোহী সৈন্য এক

ইংরাজের দৌর আরও কলনানায়ককে সশস্ত্রে আনয়ন করিয়া রাজা মর্দনসিংহ আপনাকে বাগপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বাগপুরে কাদামি প্রভৃতির অন্ত একটা কারখানা স্থাপন করেন। রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজগবর্নেন্ট নিশ্চিত থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে সেনাপতি স্যর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজা মর্দনসিংহ বম্বাইয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দ্রেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। মার্চ মাসে ইংরাজ-সৈন্য তাঁহাকে ললিতপুর হইতে বাগপুর ও তালবহৎ অভিমুখে পুনঃপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার পরাজয়ে অধীনস্থ সেনাদল ভীত হইয়া শাস্ততাব ধারণ করিল। ঐ সময়ে গোয়ালিরের বিদ্রোহমনার্থ ইংরাজ-সৈন্য চন্দ্রেরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার বিদ্রোহদল পুনরায় চন্দ্রেরী-রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে ইংরাজসৈন্য পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। মুন্সেল-গণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই বিদ্রোহের সময় মুন্সেল ঠাকুর সর্দারগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের সর্বনাশ সাধন করিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। অশিক্ষিত সর্দারগণ ইংরাজগবর্নেন্টের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শাস্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তদবধি আর এখানে কোনরূপ গোলাযোগ ঘটে নাই।

এই জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের নিকট ঠাকুর সর্দারদিগের নির্মিত বাসভবন ও চূর্ণ দৃষ্ট হয়। সকল চূর্ণের অবিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ললিত-পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি স্যর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর ঐ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট অবশ্য কর আশ্রয় করিতে পারেন না। বিদ্রোহপ্রবণীয় সমু-দ্রস্ত যুদ্ধে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি প্রাচীন গোড় অধিবাসীদিগের কীৰ্ত্তি। বর্তমান জৈন অধিবাসিদের উল্লেখ্যে এখানে একটা সুচারু মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা তহশীল। ললিতপুর, কালী, তালবহৎ ও বালারহৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভূবিমাণ ১০৫১ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কালী

হইতে সাগর বাইবার পথে সজাদ নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এই নদী বায়ুনী নদীর একটা শাখা। রাণী ললিতা দেবীর নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল। প্রবাদ—একদা রাজা জুমেরসিংহ জলোদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া সপত্নীক অযো-ধ্যায় তীর্থযাত্রা করেন। বর্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া রাজা ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন। রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন যে, “নিকটবর্তী জলাধার হইতে কাই (Conferve) উদ্ভোজন করিয়া ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।” তদনুসারে প্রাতে রাজা রাণীর স্বপ্নাদেশ পালন করিলেন। রাজা রোগ-মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্নের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাপুর নগর স্থাপন করিলেন। এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত “জুমেরসাগর” বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানকার একটা মসজিদে হিন্দুকীর্্তির নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু ধর্ম্মদ্রষ্টাকে সামান্য পরিবর্তন দ্বারা মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে নাগরী অক্ষরে একখানি শিলালিপ্য উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সনৎ দৃষ্ট হয়। উক্ত লিপ্যে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ “রাজাধিরাজ-পতে শ্রীমুরতান পেরোজশাহী” নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীর্্তি নাশ করিয়াছিলেন।

ললিতপুরাণ (কী) বৌদ্ধপুরাণভেদ। [ ললিতবিস্তর দেখ ]

ললিতপ্রহার (পুং) অন্ন প্রহার।

ললিতললিত (কী) অতি স্তম্ভর।

ললিতলোচন (ত্রি) স্তম্ভরচক্ষুঃ। (স্ত্রী) বিভাধর বাণদন্তের কন্যা।

ললিতবনিতা (স্ত্রী) স্তম্ভরী স্ত্রী।

ললিতবিস্তর (পুং) বৃক্ষদেবের (শাক্যসিংহ) জীবনচরিতবিস্তরক সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থভেদ। [ গাথা দেখ ]

ললিতবাহু (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সমরধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

ললিতা (স্ত্রী) ললিত-টীপ। ১ কন্তুরী। ২ নারী। (স্বাভিনী) ৩ নদীবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

পুরাকালে ব্রহ্ম-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাকার শাশে মেহহীন এক রাজর্ষি নিমিও বশিষ্ঠাশে দেখহীন হন। তখন বশিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে কামরূপণীর্থে সন্ধ্যাচলে কঠোর তপোহস্তান করেন। বিষ্ণু তপস্তায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন, বশিষ্ঠ এই বরপ্রভাবে অমৃতকুণ্ড নামে এক মহাকুণ্ড নিরূপ করেন, এই কুণ্ডের পূর্বে ললিতা নামে মনোহারিণী ও বক্ষিণাসরগামিনী এক নদী আছে, মহাশেষ এই নদীকে অবতারিত করেন। ত্রৈলোক্য-মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন এই নদীকে দান করিলে নিম্নলিখিত-

প্রাপ্তি হয়। ললিতানদীর পূর্বতীরে ভগবান নামে এক পর্বত আছে, এই পর্বতে ভগবান বিষ্ণু লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন। বার্ষিক গুণাধাৎমীতে ললিতানদী করিয়া এই পর্বতে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করে, তাহারই ইহালোকে নানানুশ ও পরলোকে বিহুলোকে গতি হইয়া থাকে। (কালিকাপু. ৮১ অ.)

বৃহদ্রীলতন্ত্রের ২০ অধ্যায়ে এই তীর্থের বিবরণিত আছে।

২ গোপীবিশেষ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সখী। শ্রীমতী রাধিকার প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যে একজন। গোলােকে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমরূপ হইতে এই সকল গোপীর উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্তপু.)

পদ্মপুরাণে পাতালধণ্ডে লিখিত আছে যে, যিনি ললিতা, তিনিই দুর্গা এবং রাধিকা, ইহাতে কোন ভেদ নাই।

“যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।

এতাসামন্তরং নান্তি সত্যং সত্যং হি নায়ক।”

(পদ্মপু. পাতালধ. রাসলীলা)

৩ রাগিণীভেদ। সঙ্গীতধামোদরের মতে এই রাগ মেঘ-রাগের পত্নী।

“ললিতা মালসী গোড়ী লাটী দেবকীরী তথা।

মেঘরাগস্ত রাগিণ্যা ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ।” (সঙ্গীতধামোদর)

হনুমন্তে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্নী, সোমেশ্বরমতে বসন্তরাগের পত্নী। এই রাগিণী বধা—স, গ, ম, ধ, নি, স, ম। অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা প্রথম। ধ, নি, স, গ, ম, ধ ইহা দ্বিতীয়। ইহার স্বরূপ ও ধ্যান—

“রিপুবর্জ্যা চ ললিতা শুভবা সত্রয়া মতা।

মুচ্ছনা শুদ্ধমধ্যা ত্রাং সম্পূর্ণং কেচিচ্চিরে।

ধৈবতত্রয়ঃযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা।

ধ্যান—

প্রফুল্লসংজ্ঞমানাকর্ষ্য হৃগৌরকান্তিযু বতী স্মৃষ্টিঃ।

বিনিবসন্তী সহসা প্রভাতে বিলাসবেশা ললিতা প্রদিতা।

(সঙ্গীতরত্নাকর)

ললিতাতন্ত্র (স্ট্রী) তন্ত্রভেদ।

ললিতাতৃতীয়াত্রত (স্ট্রী) যৌবিত্ত্রতভেদ।

ললিতাদিত্য (পুং) কান্দীরের কর্কাটকেশীর একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার উপাধি মুক্তাপীড়। চন্দ্রবর্দ্ধনের পুত্র। মহারাজ তারাপীড়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ চন্দ্রাপীড় ইহাকে চীনসরাটু তন্ত্রের সঙ্গের সঙ্গার রূপে পাঠাইয়া ছিলেন। ইনি কনৌজরাজ যশোবর্ধাকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। ১২০-১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

[ কান্দীর দেখ। ]

ললিতাদিত্য (২য়), কান্দীরের একজন রাজা। [ কান্দীর দেখ। ]

ললিতাদিত্যপুর (স্ট্রী) ললিতাদিত্যকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ললিতাপঞ্চমী (স্ট্রী) আখিন মাসের গুণাপঞ্চমী তিথি, এই দিবে ললিতাদেবীর (পার্বতী) পূজা হইয়া থাকে।

ললিতাপীড় (পুং) কান্দীররাজ ললিতাদিত্য।

ললিতাপুর, প্রাচীন নগরভেদ। এখানে ললিতাদেবী বিরাজিত আছেন। (বৃহদ্রীল. ২২) [ ললিতপুর দেখ। ]

ললিতাত্রত (স্ট্রী) ত্রতভেদ।

ললিতাবর্তী (স্ট্রী) ত্রতভেদ।

ললিতাসপ্তমী (স্ট্রী) ললিতাখ্যা সপ্তমী। তাত্রমাসের ত্রয়-সপ্তমী ত্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে ঐ ত্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, এই ত্রত ঐ ত্রতের নাম ললিতাসপ্তমীত্রত, ইহাকে কুচুটী-ত্রতও কহে।

ললিত, প্রাচীন জনপদভেদ। (মার্ক. ৫৭।৩৭) বামনপুরাণে (১৩।৩৮) নলিক এবং অপরাপর পুরাণে কলিক পাঠ দৃষ্ট হয়।

ললিত (পুং) জাতিবিশেষ।

ললীতিকা (স্ট্রী) তীর্থভেদ। চম্পাজনপদে অবস্থিত।

(তারত ৩।৮।১২৬)

লল্যান (স্ট্রী) জনপদভেদ। (রাজতর. ৬।১৮৩)

লল (পুং) জ্যোতির্বিদভেদ। ললাচাখ্য।

লল, বিধানমালাপ্রণেতা। হুণ্ডিরাজ ললোপাখ্য নামে আর একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাহার রচিত বৃত্তপত্রীকাধান, স্বর্ণধারেরীটসত্রপ্রয়োগ ও হৌজলাভাৎ প্রাচীন যৌবিত্ত্রতের উদ্ভব ই এক যুক্তি।

লল, জ্যোতিষরত্নকোষ, গণিতাখ্যার ও গোলাখ্যার এবং দিব্যদী-বৃদ্ধি-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতিষ রচয়িতা জিবিক্রম ভট্টের পুত্র। তারারচাখ্য সিদ্ধান্তনিরোমণিতে শ্বেবোক্ত প্রবের উল্লেখ করিয়াছেন।

লল(চন্দ্র), হিন্দবংশীর একজন রাজা। ললপুত্রের পুত্র ও বৈদ্য-বর্ধার পৌত্র। ইহার মাতা অণহিলা চুলুকীধরকেশীর ছিলেন।

ললবারাহতন্ত্র (পুং) ১ লল এবং বারাহের পুত্র। ২ লল-সমুদ্রপ্রণেতা।

ললাদীক্ষিত, বৃদ্ধকটকটাকা-রচয়িতা। ললপুত্র পুত্র এবং শব্দরীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ললিতাশাহী, কাশ্মীরের শাহবংশীর একজন বিষ্ণু রাজা। ইহার অপর নাম কমলক। উদ্ভাতপুত্র ইহার রাজবংশী ছিল। রাজ-তরঙ্গিণিতে (৫।১৫৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রতাপরত্নের স্ত্রী সোণালকর্ষী ইহার পুত্র ভোরনাথকে সিংহাসনাচ্যুত করিয়া-



ছিলেন। খোরাসানগতি আমক ইবনু-সেইয় সমসাময়িক (৮১৪-৯০১ খৃঃ) ছিলেন।

লবঙ্গজীলাল (পুং) একজন গ্রন্থকার।

লব (স্ত্রী) লু-অপ্। ১ জাতীকল। (শব্দচ.) ২ লবঙ্গ।

৩ লামজক। ৪ জীবৎ। (পুং) লবণমিতি লু-অপ্। ৫ লেশ।

“বক্রেতরাষ্ট্রেরলকৈত্তরশ্যাক্তূর্ণাকপান্ বারিলবান্ বমন্তি।”

(রঘু ১৬।৬৬)

৬ বিনাশ। ৭ ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাঠা, দুই কাঠার এক লব।

‘অষ্টাদশ নিমেষাত কাঠা কাঠাধ্বং লবঃ।’ (হেম)

৯ পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী। (রাজনি.) ১০ কিল্ক।

১১ পক্ষ। ১২ গোপুচ্ছলোম। (রঘুটীকার মলিনাথধৃত বৈজয়ন্তী)

১২ রামচন্দ্রের পুত্র। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীর গর্ভাবস্থায় লোকপবাদ-ভরে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর্জন করিতে লঙ্ঘনের প্রতি আদেশ দেন, লঙ্ঘন সীতাকে লইয়া গিয়া বান্দীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন। সীতা বান্দীকির আলয়ে বসজ দুইটা সন্তান এসব করেন, এই পুত্রদ্বয়ের নাম লব ও কুশ। বান্দীকি এই পুত্রদ্বয়কে কত্রিমাণ্ডিত সংকৃত করিয়া রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করেন। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড) [সীতা ও রাম শব্দ দেখ।]

লবক (পুং) ১ ছেদক। ২ দ্রব্যভেদ।

লবঙ্গ (স্ত্রী) লুনতি মেহাদিকিমিতি লু (তরত্যাভিভাঙ্গ। উণ্ ১।১১৯) ইতি অঙ্গচ। বনামখ্যাত বণিকুদ্ভব্যভেদ। (Caryophyllus aromaticus = Cloves) হিন্দী—লোঙ, লোঙ্গ, মহারাত্র ও কলিঙ্গ—লবঙ্গকলিকা, লবিঙ্গ; তামিল—কিরমবের, কিরাবু, ইলবঙ্গ-অঙ্গ, ককবাম্বু ইক্রবু; তৈলঙ্গ—লবঙ্গলু, জাবিড়—লবঙ। মলয়ালম্—ছকি, শিঙ্গাপুর—বরঙ্গ; পারস্ত—মেথক; বাঙ্গালা—লজ, লবঙ্গ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবকুসুম, জীসজ্জ, জীপ্রহল, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, জীপুশ, রুচির, বারিলম্বব, ভুজার, গীর্ষণকুসুম, চন্দনগুশ।

এই বৃক্ষ মালাকা দীপে প্রভূত জন্মে। ওলন্দাজ বণিকেরা যখন আশ্বর্যনা দীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কোন সুযোগে লক্ষণভারতে ও অন্তান্ত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ আনীত যে লবঙ্গ আমরা দেখিতে পাই উহা উক্ত বৃক্ষের ফুল-কলিকামাত্র।

উত্তম পারদ্রুত বৃত্তিকার লবঙ্গ রোপণ করাই নিরম। প্রথমে

বধারীতি বৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চি অন্তর এক একটা ফল পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের ফলা বাহির হইয়া থাকে। ঐ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এই-রূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্যিক। সময় মত ভূমিতে ফল না দিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। গাছ ৪ ফিট আচ্ছাদন বড় হইলে এক একটা উঠাইয়া ৩০ ফিট অন্তর পুতিতে হয়। বালুকাময় অথবা আগ্নেয়-শৈলোদ্গারিত ভূভূমে রোপণ করিলে ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর বৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা। ঐ সময়ে এক একটা বৃক্ষে বৎসরে ৩০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সুমাত্রা দীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফল হয়। সেখানে ২০ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে। ঐ সময়ে গাছের পল্লবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীষ্ট হইয়া যায়। আশ্বর্যনা দীপে ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের ফল ধরে না। তার পর প্রচুর ফল হয়। ১৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বৎসর অন্তর তথায় লবঙ্গের চাস হইয়া থাকে। তাহাতে ফুলকলিকার হ্রাস উপলব্ধি হয় না।

ফুলকলিকাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটা কলিকা উত্তোলন করাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভয় থাকে না। উক্ত ডালে যে ফুল থাকে, তাহা ছিড়িয়া লইবার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার উপযোগী সঁজি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়া বৃক্ষোপরি বংশগুটি দ্বারা আঘাত করা হইয়া থাকে। এই প্রকার গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহার পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিরমিত প্রণালীতে শুকাইয়া কটাশেবর্ণ (Brown) হইয়া আসিলে গুলিতে শুকা হয়। সুমাত্রা দীপে মাছরের উপর কলিকা বিছাইয়া হৃৎযাত্রে শুকান হইয়া থাকে, কিন্তু অন্তান্ত স্থানে চোটারির উপর মাছর বিছাইয়া তত্ক্ষণে লবঙ্গ-কলিকা ছুড়াইয়া দেয় এবং তাহাই মুহু অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া কলিকাগুলিকে ধূমনিষিক্ত বা ধোঁয়াবৃত্ত করিয়া লয়; কিন্তু এই ধূমনিষিক্ত করিবার পূর্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লয় না। যখন লবঙ্গগুলি অঙ্গুলঘরের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া থাকে।

লবঙ্গের কলিকা ও তাহার বৌটা জলে চোরাইলে এক প্রকার স্পঞ্জ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন কখন সাদাভাষ হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। স্পঞ্জি দ্রব্য

(perfumery) এবং বসা, সাবান ও মণ্ডের গন্ধযুক্তি করিতে উহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎপ্রায় কার্কেলিক এসিডের সহিত উহা মিশান হইয়া থাকে। ৪ ওঁল লবঙ্গ তৈল এক গালন স্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গসার (essence of cloves) প্রস্তুত হয়।

বেনকুলেন, পিনাং, আশ্বনা ও জাঞ্জির জাত লবঙ্গই সর্কোংকুঠ। ঐবার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট ও তীব্র কটু এবং নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া যায়, উহা পুরাতন বৃক্ষজাত, উহা বিশেষ কোন কার্যে লাগে না। আকৃতি, বর্ণ ও আভ্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙ্গের প্রভেদ সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

লবঙ্গ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত। দীর্ঘকাল-স্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থলীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ ঐন্সলি, শারীরিক অবসন্নতা ও অজীর্ণ রোগে দিবসে দুই বা তিনবার লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্দ্ধ পাইন্ট উত্তপ্তজলে ১ ড্রাম লবঙ্গচূর্ণ দ্রব করিয়া তাহার ১ বা ২ ওঁল প্রতিবার সেবনীয়। দারবিক দৌরুলো ও অগ্নিমান্দ্যে চিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকার প্রদ। ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাগ্নান ও পেটের বেদনা উপশম হয়। গোটোবাত, শিরঃশীড়া ও দন্তশূলে সম্বন্ধিতল লাগাইলে উপকার দর্শে। হেকিরা মতে ইহার গুণ—উত্তেজক ও স্নেহ-নাশক, বিষনাশক ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর, হৃদয়ের ব্যাধনা-নিবারক, বসকর ও গুটিবর্ধক।

তাত্রপাত্রে অথবা পাথরে পদ্মমুদ্রাইয়া লবঙ্গ বসিয়া চক্ষের পাতায় পাণক করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জ্বালাপড়া ও বোজকজ্বগাথ (Conjunctivitis) নিবারিত হয়। লবঙ্গ প্রদীপের শিখায় গুড়াইয়া ভক্ষণ করিলে খুল্মে কাসি বিদূরিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনদ্বিতে গরম বদনালার সঙ্গে ও পাণে লবঙ্গ দ্রব করিয়া খাইবার ব্যবস্থা বাজালার অধিক প্রচলিত।

ইংরাজী ভৈষজ্যতত্ত্বে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ Oleum Caryophylli নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে Eugenol বা Engenic acid, Salicylic acid, Caryophyllie acid, Carmusellie acid ও সামান্ত মাত্রায় tannic acid পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিবৎসর ১১০০০০১ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জির, আদেন ও ভারতীয় দীপপুত্র হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজে আমদানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে প্রায় ৩০৭২৪০০

টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলণ্ড ও ইউরোপ, ফ্রান্স, ট্রেসেটল্যান্ড, এসিয়ায় তুরস্ক, আদেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকমতে ইহার গুণ—তীব্র, তিক্ত, কটু, স্নেহহিতকর, দীপন, পাচন, ক্রান্তিকর, কক, শিত ও অম্লদোষনাশক, তৃষ্ণা, হৃদয়, আশ্বনা, শূল, আভ্যন্তরিক, কাশ, শ্বাস, হিকা ও ক্ষয়নাশক। (আবগ্রঃ রাজনিঃ)

“বিরহানলসত্ত্বা তানিনী কাপি কামিনী।

লবঙ্গানি সমুৎসজ্য গ্রহণে দ্রাহবে দদৌ ॥” (উটট)

লবঙ্গক (ক্লী) লবঙ্গ বার্থে কন্। লবঙ্গ। (পদ্মরত্নঃ)

লবঙ্গকন্দপত্রী (ক্লী) লবঙ্গ তালীপত্র। (বৈজ্ঞানিকঃ)

লবঙ্গকলিকা (ক্লী) লবঙ্গ। (রাজনিঃ)

লবঙ্গলতা (ক্লী) পুশ্পলতাবিশিষ্ট।

“ললিতলবঙ্গলতাপারিধীনকোমলমল্লপশীরে।

মধুকরনিকরকরিতকোকিলকুলিতকুলকুলারে ॥” (করবেশঃ)

২ রাধার নবী বিশেষঃ।

লবঙ্গাদি (পুং) অজীর্ণাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, তঁঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ইহা অপামার্গ ও চিত্তার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। অগ্নির বলাবল অল্পস্বাদে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণরোগ আত প্রশমিত হয়। (রসেশ্বরদারস অজীর্ণার্থিঃ)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্দিষ্ট আছে।

লবঙ্গাদিচূর্ণ (ক্লী) এইরূপেমাগাধিকারোক চূর্ণঔষধবিশেষ।

এই চূর্ণ ময় ও বৃহদভয়ে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—দললবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাউচ, মুখা, বেলতঁঠ, আকনাদি, মোচরস, সীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, খেতখুনা, কাঁকড়াশুদী, পিপুল, তঁঠ, বরাকান্তা, দবকার, সৈন্দবল্লব ও রসায়ন এই সকল ত্রয় সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি, অল্পপান ভগ্নোদক, মধু বা ছাগস্থত। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি উদররোগ আত প্রশমিত হয়। বৃহদলবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতাউচ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সৈন্দব, হুঁহু, ধনে, কটফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়কল, কুড়জীরা, সচল লবঙ্গ, রসায়ন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীপ-পত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, রিটলবণ, তিতলাউ, বেলতঁঠ, শুক্লকক, এলাচ, পিপলমূল, বনবাসী, কমানী, বরাকান্তা, ইন্দ্রযব, তঁঠ, দাক্ষিণ কলের ছাল, দবকার, নিমহাল, খেতখুনা, লম্বিকার, সবুজকেনা, সোহাগার খই, বালা, কুটজ মূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, জজ, সোহা, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে

সমভাগ চূর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অম্লপান শুষ্ক ও ততুলোদক। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অস্ত্রবিধ—লবঙ্গ, জীরা, রেণু, সৈন্ধব, শুড়বক্, তেজপত্র, এলাচি, বনযমানী, বনানী, মৃণা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুলফা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈরী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (জটামারী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শটী, মউরী, মেথি, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবকার, সাচিকার, বালা, বেলগুঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অত্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে, মাত্রা এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত বাড়াইতে হইবে। এই চূর্ণ অত্যন্ত অমিষ্টকারক ও গ্রহণীরোগনাশক। ইহা ভিন্ন অস্ত্রান্ত্র উদররোগেও বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্নাংগ্রহণীরোগাধি)

৩ গ্রীষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মৃণা, ধাইমূল, বেলগুঠ, ধনিয়া, জায়ফল, বেত-মূল, গুলফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরল, সুশিমূল, বলাঙ্গন, অত্র, বক, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, গুঠ, আতাইচ, কীকড়া-মূলী, ধবির ও বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। অম্লপান হাগ্রহ্য। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, অর ও আমরক্তাতিসার হইলে ইহা প্রয়োজ্য। এই চূর্ণ তুলসীজরসে ভিজাইয়া তিনদিন তাবনা দিতে হয়।

৪ শুষ্করোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দাড়ীমূল, বনানী, গুঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কটুকী, ত্রাঙ্গা, চই, গোক্ষুর, যবকার, এলাচি, বনযমানী (অকমোদা) ও ইন্দ্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উক জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার শুষ্ক, অর্শ, শৌথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিমোদক, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ।

( চিকিৎসাসার )

লবঙ্গাদিবটী, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—লবঙ্গ, গুঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সম-ভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এবং অপামার্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ রসিক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্নাংগ্রহণীমান্দ্যধি)

লবঙ্গাদিবটী ( ৩ ) অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, জাতিফল, রস, কুড়, সাবাজীরা, কাল-করুণা, এলাচি, দাড়িমফল, সোহাগা, কড়িঙ্গ, মৃণা, বচ, বনানী, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ, কীকড়কে এবং জল; পারা, গন্ধক, লৌহ, অত্র প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পানের

রসে মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অম্লপান উত্তম। ইহা সেবনে গ্রহণী, আমদোষ, পেটবেদনা, প্রবাহিকা, অর, ককজনি-তুল, কুঠ, অত্র, পিত্ত, প্রবলবায়ু, বন্যাদি ও কোষ্ঠগতবাত প্রভৃতি আণ্ড প্রশমিত হয়। ( রসেত্রসার অজীর্ণরোগাধি )

লবটে ( পুং ) কান্দীরহ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

( রাজতরঙ্গিণী ৪:১৭৬, ২০৪ )

লবণ ( স্ত্রী ) লুনাতি জাতিমিতি লুনাম্যাদিবাৎ লু, পৃষোদরাদিবাৎ লব্ধ। কাররসযুক্ত দ্রব্য।

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিন্দী—লোণ, নমক, নুন, লবণ, নিমোক; বোম্বাই—নমক, নিমক; মরাঠী—মীঠা, শুজর—মিঠু, তামিল—উন্নু; তেলগু—লবণম, উন্নু; কণাড়ী—উন্নু, মলয়ালম—উন্নু, লবণম; ব্রহ্ম—ন; শিঙ্গাপুর—লুগু; আরব—মিললুল মাজিন, পারস্ত—নমক, নমকে, খুদানি, হুমকে তারাম; যব—উরা; চীন—য়েন; ইংরাজী—Sea-salt, common salt, table-salt, ফরাসী—Sel Commun, sel de Cuisine, sel Marin; জার্মান—Chlorantrium Kochsalz, হিনেমার ও হুইভিস—Salt, ইতালী—Chloruro-di-Sodio, Sal commune, স্পেন—Sal.

ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রকার লবণের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম সাদা লবণ ( Sodium Chloride ) এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণ-লবণ বা বিটলবণ। বিটলবণ সাধারণ লবণের ভাগ থাকিলেও উহাতে অস্বাদ্য জ্বারের মিশ্রণ থাকার উহা অনেকাংশে ভেদ-গুণযুক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে ঐ গুণের অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিটলবণে Sulphuret of iron পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ক্রোমাইড ও কার্বনেট অব সোডিয়াম উদ্ভূত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ পাওয়া যায়, বিটলবণ প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে।

হিন্দুগণ অরুণাভীতকাল হইতেই লবণের ব্যবহার জানি-ভেন। অধর্ষক ১৭৩১, আবদালানপ্রোতহুজ ২১৩১২৪, ছানোয়া উপনিষদ ৪২৩১৭, শতপথব্রাহ্মণ ১৪৫। ৪। ১২, আবদালানবৃক্ষসংহিতা ১০, গোতিল ২৩১৩ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লবণের বহুপ্রকার দেখা যায়। মহামুনি যজ্ঞত বরুত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লবণের নিম্নোক্ত কয়টি ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন।

যজ্ঞতে লিখিত আছে যে, সৈন্ধব, সায়ুর, বিট, সৌকরল, যোমক ও উত্তির প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উক, বাহ-নাশক এবং বক ও পিত্তকর এবং পূর্ণ পূর্ণক্রমে মিষ্ণ, দ্বার ও মলমূত্রের সঞ্চয়ক। সৈন্ধব, অত্র, বিট, পাক্য, সাক্য, সায়ুর, পঙ্কি, যবকার, উৎকার ও হুবার্জিকা প্রভৃতি লবণবর্ণ।

ইহাদের গুণ লবণরস, পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রস-সমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের রস ও শৈথিল্য সাধিত হয়। ইহা সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং সকল শরীররোগের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গায়ে কণ্ডু, মণ্ডলাকার ত্রণ, শোথ, বিবর্ণতা, মুখে ও নেত্রে ত্রণ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অগ্নোদগার প্রভৃতি পীড়া হয়।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নি-রুচিকর, মিষ্ট, মধুররস, বৃষা, পীতল, দোষনাশক এবং উষ্ণ সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কলদারক।

সামুদ্র লবণ—পরিপাক মধুর, অমতি উষ্ণ, অবিদাহী, ভেদক, জৈবং মিষ্ট, শূলনাশক এবং নাতিশিথবর্জক।

সৌবর্জল লবণ—পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য, বিশদ, কটু, শুষ্ক, শূল ও বিবকনাশক, মুখপ্রিয়, ত্বরতি ও রুচিকর।

রোমক (পাণ্ডুলবণ)—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, ত্রীসংলগ্ন-শক্তির বর্জনকর, পাকে কটু, বায়ুনাশক, লঘু, বিষাদী, হৃৎ, মলভেদক ও মূত্রকর। ঔত্তিললবণ লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, হৃদয় ও প্রেমসঞ্চয়কর, বায়ুর অমূলোমকারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকালবণ কদ, বায়ু ও কুমিশাস্তিকর, লেখনকর, পিত্তবর্জক, অগ্নিকর, পাচক ও ভেদক। উবকার (কারমৃত্তিকাসমূহ লবণ)—ইহা বায়ু-কের অর্থাৎ বায়ুকাজাত পর্কতের মূলদেশহ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [ এই সকল লবণের বিষয় তত্ত্ব-শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ প্রদেয়া। ]

এই সকল লবণের মধ্যে সৈন্ধব, সৌবর্জল, বিট, সামুদ্র ও সান্তার এই পাঁচটিকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্বোক্ত পাঁচটা বুরিতে হইবে। চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ হলে সান্তার লবণের পরিবর্তে ঔত্তিল লবণ গৃহীত হইরাছে। (সুশ্রুত সূত্রাঃ ৪৩ অঃ)

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈন্ধব অর্থাৎ সিদ্ধপ্রদেয়কাজ পার্কৃত্য লবণ (Rock-Salt), সামুদ্র অর্থাৎ সুখ্যোভাগে শুদ্ধ সামুদ্র-জলজ লবণ বা কর্কট, রোমক অর্থাৎ ক্রমান্বিতলজাত এবং শাকভরী বা শান্তর হৃৎকাজ লবণ, পাণ্ডুল ও উবাহিত অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন লবণ, বিটলবণ, সৌবর্জল বা সৌকল অর্থাৎ কালান্নিক, ঔত্তিল অর্থাৎ রেহা বা কালর-লবণ এবং শুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইরূপ বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণের (Sodium chloride = NaCl) দুইটা বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ

Rock-Salt ও Sea Salt নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতে তন্নি Marsh Salt ও Earth salt নামে আরও দুইটা শ্রেণী-ভেদ নির্ণীত হইয়াছে।

ভারতবাসী জনসাধারণ খাদ্যভোজ্য সহিত প্রদানতঃ যে কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১ পল্লবী-সৈন্ধব (লাহোরী ও সৈন্ধব-লবণ)—ইহা সিদ্ধনদের দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। “কোহাটা” ও নিমক-সবল নামক লবণের সিদ্ধনদের পশ্চিমোত্তরভাগে পাওয়া যায়। এতন্নি হিমালয় প্রদেশের মতিরাঙ্গ হইতে আর একপ্রকার লবণের আমদানী হইয়া থাকে।

২ দিল্লীর “মূলতানপুরী” লবণ—ইহা দিল্লীর লবণাক্ত মৃত্তিকা বনি (Pit-brine salt) হইতে প্রস্তুত হয়।

৩ শান্তরলবণ—রাজপুতনার শান্তরহরের জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ দিল্লীলবণ—রাজপুতনার দিল্লীনা বিভাগের মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

৫ কোশিয়া-লবণ—রাজপুতনার পঞ্চভদ্রা (পচবত্রী) নামক স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত।

৬ কলোড়ী-লবণ—রাজপুতনার কলোড়ীপ্রদেশের মৃত্তিকাজাত।

৭ বরাগড়া-লবণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগে প্রস্তুত হয়।

৮ কোঙ্কণী-লবণ—বোম্বাই-উপকূলজাত।

৯ কর্কট ও বনবার (কর্কট) লবণ—মাত্রাজ উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১০ পল্লা (পাণ্ড)-লবণ—বালারাম সমুদ্রোপকূলে যে লবণ সাধারণতঃ প্রস্তুত হয়।

১১ খারি (কার) লবণ—লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

১২ পাকবা বা নিমক-পোর—সোরা (Salt-petre) হইতে যে লবণ পাওয়া যায়।

১৩ নেকুরুলী অর্থাৎ লিভারসল-লবণ—ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সেরাজ হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইয়া থাকে।

উহা প্রদানতঃ Liverpool Salt নামে কথিত। বর্তমান-কালে এই পরিষ্কৃত লবণ ভারতবাসী জনসাধারণের ব্যবহার্য হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থানে কর্কট ও সৈন্ধবের প্রচলন আছে। সোফা-বিশু ও হিন্দু-বিশ্বাসগণ সৈন্ধব ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৪ লুক্কী-লবণ—নিম্নলিখিত প্রস্তুত হয়।

১৫ অয়ুদিয়াপুরী-লবণ—লোহিতসাগরের উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৬ আদেন-লবণ—আদেন নগরের নিকট প্রস্তুত হয়। এই লবণ প্রায় প্রতিবৎসর ৩০ হাজার টন আমদানী হয়।

১৭ মরুট ও মরুটসেদ্ধা—পারস্ত উপসাগর উপকূলে প্রস্তুত।

১৮ লেন্চা লবণ—তিব্বতদেশে উৎপন্ন।

১৯ মণিপুর প্রকৃতি ক্ষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ।

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিভারপুল সহর হইতে যে 'Cheshire Salt' কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে, মুক্তিকান্তর বিশেষ লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতত্ত্ববিৎ ব্রান-কোর্ড ও মেডলিকোট—কোহাট, কাঙড়া, বাহাদুরখেল, মণ্ডি, লবণপর্কত ও হিমালয়-সন্নিহিত শিবাঙ্গিক পর্বতভাগে প্রচুর লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইউসিন বা নিউমুলিটিকন্ডরে-সিলিউরীয়-যুগস্তরে, পেলিওজোইক-স্তরে, জিপসাম-স্তরে এবং প্রাচীন ও আধুনিক টার্সিয়ারি-যুগস্তরে সৈন্ধব লবণস্তর (beds of rock-salt) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও কোহাট প্রভৃতি স্থানের লবণ-খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইতেছে।

যুগান্তরীয় যুগস্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও হ্রদতীরে স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

মাস্ত্রাজ—এই প্রেসিডেন্সীতে পূর্বে সমুদ্রের লবণ-জল বাষ্পীকারে পরিণত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। স্থানবিশেষে লবণাক্ত মুক্তিকা অথবা ক্ষারজাতীয় জলনিষিক্ত করিয়া সেই লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেবোক্ত প্রথা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্বিধি বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়।

বাক্সালা—পূর্বে মেদিনীপুর ও যশোহর জেলার লবণ প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুন্সের বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতার সন্নিকটবর্তী সোনার কলসমূহে সোরা হইতে লবণ বাহির করিয়া লওয়া হইত। উড়িষ্যায় এখনও সূর্য্যোত্তাপে লবণজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও পাক্সা-লবণ প্রস্তুত হইত।

বেয়ার—এখানে লোণার-হ্রদের জল হইতে এবং আকোলার অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কূপ হইতে লবণ ভৈরারী হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তুত হয় না।

রাজপুতনা—শাস্তরহ্রদ, বিদ্বানাহ্রদ ও কাচোর-রেবাসা-হ্রদের জল হইতে প্রভূত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই—সমুদ্রের লবণজল সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উপকূল-দেশে বহুপূর্ব হইতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কাষে উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণপ্রদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং ঠানায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা (Thana salt-works) আছে। ইংরাজরাজ্য লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে কাষের নবাবকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়া ঐ লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন।

পঞ্জাব—এখানে প্রধানতঃ সৈন্ধব লবণই উত্তোলিত হয়। সিন্ধুনদীর অপর পারে বরুজেলার কোহাট ও কালাবাগ এবং লবণগিরিতে (Salt-range) প্রভূত সৈন্ধব উৎপন্ন হয়। কালাবাগ ও লক্ষগিরির সৈন্ধব শিলিউরীয় যুগস্তরীয়, কাঙড়ায় ও কোহাটে মণ্ডিস্তরের (Mandi deposits) অন্তরূপ। এতদ্বিধি এখানে গুরগাঁও জেলার লবণান্বাদযুক্ত কূপজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা শাস্তর-হ্রদজাত লবণ হইতে নিষ্কষ্ট।

যুক্তপ্রদেশ—লবণাক্ত কূপবারি হইতে এই বিভাগের নানা-স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা অপরাপর স্থানজাত লবণের ত্রায় বিপুল নহে। এখানকার লবণে Sodium Sulphate, magnisium sulphates, sodium carbonate ও nitre মিশ্রিত দেখা যায়। বুলন্দসহর ও মুজফফরনগরে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়।

আসাম—লবণাক্ত কূপ এবং জোরহাট ও সদিয়ার লবণ-প্রস্রবণ হইতে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। কাছাড়, মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্শ্বত প্রদেশেও ঐরূপ কূপের লোণাজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ সভ্য-জাতিরা বাশের চোদে লবণজল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করে।

ব্রহ্ম—পেশ্বর টার্সিয়ারি যুগস্তরীয় পর্বতসমূহে বহুশত লবণ-প্রস্রবণ আছে। উহা হইতে স্থানীয় লোকে লবণ প্রস্তুত করে। আকারাব হইতে মাড়ই পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রজল হইতে সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হয়।

ভারত গবর্নমেন্ট লক্ষণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণের প্রতিমণ ২৫০ টাকা গুল্য ধার্য করেন। ব্রিটিশ বিংশশতাব্দের প্রারম্ভে ঐ শুল্কের হার ২৮ টাকার কম হয়। বর্তমান সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাজারে

১০ আনা সের লবণ বিক্রয় হইতেছে। পূর্বহারে প্রতি সের ১৫ দরে বিক্রয় হইত। তখন প্রতি মণের ৩৬০০ মূল্য নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমান হারের লবণ উহা অপেক্ষা প্রায় ১৮ টাকা কম হইয়াছে। পূর্বহারে ভারতের নানান্থানে বৈরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থানের নাম	টা	আ	পা	স্থানের নাম	টা	আ	পা
শ্রীহট্ট	৪	৩	৪	লাহোর	৩	৫	৪
কামরূপ	৪	০	০	মুলতান	৩	৫	৪
কলিকাতা	৩	১৪	০	করাচী	৩	১	০
কটক	৩	৬	৬	সকর	৩	৫	৪
পাটনা	৩	৮	০	বোম্বাই	৩	৮	২
কাণপুর	৩	৪	২	মুরাট	৩	১	০
মীরাত	৩	৫	৬	হোসঙ্গাবাদ	৪	৭	০
জয়পুর	৩	৫	৪	জবলপুর	৪	৫	৬
আবু	৩	৮	০	আকোলা	৪	০	০
লাখনৌ	৩	৫	০	সিকন্দরাবাদ	৪	৭	০
সীতাপুর	৩	৮	০	মহিমুর	৪	৭	০
ইন্দোর	৩	১২	০	শিমোগা	৪	০	০
গোয়ালিয়র	৩	১৪	০	মাস্তাজ	২	১২	৬
				বেরেলি	৩	৫	৪

মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লবণের উপর গুরু-আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩৮ ধারা অনুসারে ইংরাজ-গবর্নেন্ট সর্বপ্রথম প্রতি মণ (৮২ $\frac{১}{২}$  পাউণ্ড) লবণের উপর ১৮ টাকা গুরু ধার্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের গুরু ৩০ তিন টাকা চার আনা পর্যন্ত উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা বাদ্গালার লবণগুরু অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্বত্রই সমান গুরু গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিমণ ২৪০ ধার্য করেন; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে গোলমাল ঘটবার ভয়ে কোহাট ও মণ্ডির লবণ-খনির উপর তিনি কোন কর ধার্য করেন নাই। কেবল কোহাট-খনি হইতে যে লবণ আকগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ (শিক্কা ওজম=১০২ পাউণ্ড) ৪০ আনা ধার্য হইয়াছিল। মণ্ডির খনিজাত হৈম-লবণের ভরণেক্ষা অধিক গুরু নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা তাহাও অনেক কম। লবণের এই গুরুগ্রহণের জন্য ইংরাজ-গবর্নেন্ট দৈন্য রাজা, সর্দার ও জমিদার-দিগকে কতিপূর্ণ স্বল্প রাজস্বের কতকাংশ সম্মুখ করিয়া দেন।

বাণিজ্য ও কারবার জন্য ভারতে যত প্রকার লবণ প্রচলিত আছে, ভারত গবর্নেন্টের রাজবিবরণীতে তাহার একটী তালিকা

দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—

১ খনিজ বা সৈকত লবণ (Rock-salt)—কোহাট, মণ্ডি প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিক্রয়ার্থ নানান্থানে আমদানী হয়।

২ হ্রদ ও কূপজ লবণ (Lake and Pit salt)—শান্তর, দিল্লী, পাটনা ও দিল্লীর লবণের কারখানার ইহা প্রস্তুত হয়।

৩ সামুদ্র লবণ (Sea salt & Pit salt)—ভারতের সমুদ্রোপ-কূলবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ আনু লবণ (Marsh salt)—লবণাক্ত জল হইতে উৎপন্ন। দিল্লী প্রভৃতি স্থানের লোণামাটী খুড়িয়া লওয়ার যে খাত হইয়াছে, সেইরূপ খাত-জল হইতে প্রস্তুত।

৫ খাড়িজ লবণ (Swamp salt)—সমুদ্রোপকূলবর্তী জলখাড়ি-সমূহের লবণাক্ত কর্দম হইতে গৃহীত। সমুদ্রজল ঐ সকল খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পান না, পরে স্বভাবতঃ শুকাইয়া মাটির উপর লানাকারে নিপতিত থাকে। উহা বিশুদ্ধ। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ Chloride of sodium থাকে।

৬ ক্ষিতিজ-লবণ (Saline efflorescence) বর্ষা ঋতুর পর স্থানবিশেষে নুন ফুটিয়া উঠে। যে স্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে খরিয়ার, লোণহা, রেহ ও কল্লার-সোরা (সোরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান হয়, সেই মুক্তিকা হইতে প্রস্তুত) বলে।

৭ ক্ষারলবণ (Earth salt)—হিম্মাহানে ইহাকে খারি নিমক বলে। গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা ও মধ্যভারতে এই লবণ উৎপন্ন হয়।

৮ নিমক সোর (Saltpetre salt)—সোরা হইতে যে মিশ্র-লবণ প্রস্তুত হয়।

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবণখনি আছে, তৎ-সমূহের মধ্যে যেগুলি স্তরে লবণ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিষ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর-সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শৈলমালা ৭১°৩০' হইতে ৭৩°৩০' দ্রাঘিমা পূর্বে এবং ৩২°২৩' হইতে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সিদ্ধলাগর ঘোরাবের অধিত্যাকাভূমি ও কোহি-স্থানবিভাগ লইয়া লবণশৈল গঠিত। ইহার একপ্রান্তে বিলান নদী ও অপরপ্রান্তে সিদ্ধনদী। প্রায় ১৫২ মাইল বিস্তীর্ণ এই পার্বত্যপ্রদেশে বৈরূপ স্তরগুলির স্তরে লবণরাশি নিহিত রহিয়াছে



নিম্নে সাধারণের ব্যবহার্য লবণের নামসমূহের নামসমূহ উদ্ধৃত হইল—

নাম	ভরস্বরূপ
বর্তমান গঠিত লবণ—	
Debris of gypsum	... ১৫০ ফিট
চূর্ণাণুগঠিত লবণ—	
Nummulitic limestone	... ২০০ ফিট
কয়লাস্তর—	
Coal alumebab marl	... ২০ ফিট
বেলে পাথরস্তর—	
Green sandstone	... ৬০০ ফিট
Blue marl	... ১২৫ ফিট
Red sandstone	... ৬০০ ফিট

লবণস্তর—	
Upper layer of white gypsum	৫ ফিট
Brick red marl	... ১০০ ফিট
Brown gypsum	... ১৪০ ফিট
Lower layer of white gypsum	২০০ ফিট
Salt marl and salt	... ৬০০ ফিট

এই লবণগিরিবিভাগে প্রধানতঃ মেণ্ড-খনি, বার্জ-খনি, কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈদ্ধ লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

কোহাটের লবণময় প্রদেশ লিটুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা. ৩২°৪৭' হইতে ৩৩°৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৩২' হইতে ৭২°১৮' পূঃ। এখানে জুটী, মালগিন্, নড়ি, খরক ও বাহাদুর-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কান্দাহার, বালুখ ও পঞ্জাব প্রভৃতি ভূভাগে এই লবণ প্রচলিত।

মস্তুর লবণখনি হিমালয়দেশের মস্তুরাঙ্গো অবস্থিত। অক্ষা. ৩২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। শুমা ও ত্রাঙ্গ নামক স্থানে দুইটা খনি আছে। ইরাকেরাজে মস্তি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া মস্তিলাজকে ইরাক-সরকারে বার্ষিক কর স্বরূপ লবণের লভ্যাংশ দিতে হয়। এতদ্বারা Delhi salt works, Sambhar salt-lake, Didwana salt marsh, Pachhadra salt works, Luoi and Faledia salt ও Tibet or Lenoaba salt নামে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দেখা যায়।

এতদ্বারা আর্কোলে সার্কি-খনি প্রভৃতি আরও কতকগুলি লবণ (Sodium salts) উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকলের বিবরণ তৎপক্ষে প্রাপ্য। [ কার ও লোহা দেখ। ]

বাংলাদেশ লবণ প্রকল্পের প্রাথমিক।

সরকার বাণিজ্য ইন্সট্রাক্ট গবর্নমেন্টের অধিনে পরিচালিত হইতেছে; তাহানিগের অধুনাতি ভিন্ন কেবল লবণ প্রস্তুত করিলে তৎকর্তৃপক্ষ সে লবণেরে বণ্ডিত হয়। কলকাতা যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমূহের ইংল্যান্ডের জন্য বক্রিয়া লইয়া, আট বা ততোধিক শতাংশ মূল্যে তাহা প্রজাতিগের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে গবর্নমেন্টের বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি টাকা লাভ হইয়া থাকে। এই সকল কার্য-সম্পাদনার্থ তাহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কার্যালয় সংস্থাপন ও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রশাসন জন্ত স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজরাষ্ট্রপুত্র নিযুক্ত আছে। বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতার অবস্থিতি করেন এবং তাহারা যেখানে একত্র হইয়া মত্যা করেন, ঐ গৃহ "সল্টবোর্ড" নামে খ্যাত। ঐ বোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত কার্যালয়ে একই নিয়মে কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহ্যভায়ে সকল স্থানের লবণপ্রস্তুতপ্রণালী না লিখিয়া কেবল প্রস্তুত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলকেই উল্লেখ করিলাম।

তমলুক নগর কলিকাতার ২২ কোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতটে অবস্থিত। পূর্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য-কার্যে বিখ্যাত ছিল; সম্ভ্রুতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ২১০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয় এবং উহা হইতে কোম্পানির প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

তমলুকের সমরকুঠার অধীন পাঁচটা কার্যালয় নির্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তমলুক, মহিবাউল, জলামুঠা, আরকাবাগ এবং তুমলুকের আড়লই প্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত; আবার প্রত্যেক আড়লের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যালয় আছে। এই ক্ষুদ্র কার্যালয়ের নাম "হুকা"। এই সকল হুকার দারোগা, মোহরর, আমলবার, জেলাদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট অনেক কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্তিক মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভে পর্যন্ত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কার্য নিযুক্ত থাকে। কার্তিক মাসের প্রারম্ভে লবণসমিতির (সল্ট-বোর্ড) সাহেবেরা কোন্ আড়লে কত লবণ প্রস্তুত করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া যেন। সেই পরিমাণের নাম "তারবাদ"। ঐ তারবাদ অনুসারে প্রত্যেক হুকার কার্যকারকেরা নিজ নিজ হুকার অন্তর্গত প্রকলিনকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিবে ও কি প্রকারে হুকা লইবে, তাহা নির্ধারিত কর্তৃক এবং তাহারপর এক এক কৃত্তিক কাগজ দেওয়া হয়। এই



নির্ধারণ-ক্রিয়ায় নাম "সওদাপত্র" এবং যে কাগজে তাহা লিখিত হয় তাহার নাম "হাতচিটা"। যে সকল ব্যক্তির এইরূপে সওদাপত্র স্থির করিয়া হাতচিটা লয়, তাহার "মলক" নামে খ্যাত। লবণ-প্রস্তুতের কার্যে অত্যন্ত লাভ। সুতরাং কেবল এই কার্যে কেহই দিনপাত করিতে পারে না, মলকী মায়েই লবণ প্রস্তুত করা ব্যতীত রুবির্কার্যও করে, পরন্তু এই উভয় কার্যও তাহাদের দায়িত্ব দূর হয় না, সকলেই বিপুল অগণ্য ও অভ্যস্ত দরিদ্র।

তমলুকের লবণ তত্ত্বতা ভাগীরথী, হলদী, টেকরাখালী, রায়খালী প্রভৃতি কএকটা নদীর জলে প্রস্তুত হয়, সুতরাং লবণ প্রস্তুত-করণের কার্যালয় সকল ঐ নদীতে নিশ্চিত আছে। মলকীরা বথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে বিভাগ করে। তাহার প্রথমংশের নাম "চাতর"; উহা সর্কা-পেঙ্গা বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়ংশের নাম "জুরি" অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার জন্ত উহার প্রয়োজন; তৃতীয়ংশের নাম "মাশা" অর্থাৎ লবণ ছাঁকিবার স্থান; চতুর্থ "ভূঁরি ঘর" অর্থাৎ লবণ পাক করিবার গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম "খালাড়ি" বা "মলক।" এইরূপ এক এক খালাড়ির জন্ত দুই তিন বিঘা জমির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, খালাড়ির অস্তাভ্যাংশ হইতে চাতর বৃহৎ; তজ্জন্ত এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্যক হয়। মলকীরা তাহা অতি সাবধানে পরিকার করে, তথা হইতে কয়েক অঙ্গুলীপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ও চতুর্দিকে বাধ দিয়া ঐ স্থান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রের খনন করিয়া তত্খণিই দিয়া ভূমি চৌরস করিয়া লয়। ঐ চৌরাস করা ভূমি ৮১০ দিবস রোদ্রে শুকাইলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণা লাগিলে যে প্রকার চূর্ণ জন্মে তদ্রূপ, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তত্খণি পাঁচ ছয় জন মহুয়া ইত্যন্ততঃ প্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে দলিত করে, পরে এক সস্ত্রাহ তাহা রোদ্রে শুক হইলে ঐ চূর্ণ খুঁতীয়া চাচিয়া একত্র করে। অনন্তর কোটালের জলে চাতর সিক্ত থাকিলে ও রোদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বস্তার জলে চাতর ধৌত হইলে তথা কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অভ্যস্ত বর্ষার বা কোয়ারার অথবা যেহে আকাশ সর্বা আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎপত্তির হানি জন্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি নামক কুণ্ড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লবণ-প্রস্তুত-কার্যের হানি ঘটে। একটা জুরি নির্ধারণ করিতে চারি কাঠ ভূমির আবশ্যক। ঐ

ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত দৈর্ঘ্য ও এক হাত প্রস্থ একটা গর্ত খনন করিয়া এক পরোনালী দ্বারা কোন কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত জুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের দিবস উক্ত নালা দ্বিতীয় নদীর লবণাক্ত জুরি পরিপূর্ণ হইলে, মলকীরা নালা রুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাে ঐ জল রক্ষা করে। বর্ষাকালে জুরি জুরি জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কার্তিক-মাসে সেই জল সেচনপূর্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোটালের লবণাক্ত দ্বারা তাহা পূরণ করাই লবণ-প্রস্তুত-করণ কার্যের এক প্রধান উপাধান; সাবধানে এই কার্যটা সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। চাতর জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া রোদ্রে শুকাইবার নাম "শাজন"। কার্তিক মাসে চাতর প্রস্তুত করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা জন্মিতে পারে, মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রারম্ভে তাহা পুনরায় জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তত্খণি ভয় ও মাদার অকর্ণ্য মৃত্তিকা না ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না।

খালাড়ির তৃতীয়ভাগের নাম মাশা; এই মাশা প্রস্তুত করিবার জন্ত মলকীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি ও ৪১০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিকা খুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তত্খণি ১১০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত মালসাবয়ব এক গর্ত খুঁড়িয়া রাখে এবং মৃত্তিকা, তন্ন, বালুকাদি দ্বারা তাহার তল এইরূপ স্তূপ করে যে, তাহা জলের অভ্যন্ত। তদনন্তর তাহার তলে "কুড়ি" নামক একটা মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত তৃণের সিকটাই এক প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয়া দেয়। ঐ জালার নাম "নাদ", এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে।

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে মলকীরা পূর্বেকৃত কুঁড়ির উপর বংশনির্মিত একখানি ছাকনি ও তত্খণি কিঞ্চিৎ খড় রাখিয়া ঐ মৃত্তিকার মাদার গর্ত পরিপূর্ণ করিয়া পাদ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলসী কলসী লবণ-জল তত্খণি ঢালিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত ৮০ কলস জল ঢালিলে তাহা লবণ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা নাদে আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায় জল লবণ-মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হয় না। উক্ত ৮০ কলস জলের ৩০।৩২ কলস মাত্র নাদে আসিয়া পড়ে, অবশিষ্ট ঐ জল মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলকীরা ঐ লবণ-জল এক পৃথক্ কলসীতে রাখিয়া দেয় এবং মাদার-ধৌত মৃত্তিকা চাতরে নিক্ষেপ করিবার জন্ত হানাত্তরে রাখিয়া নূতন লবণ-মৃত্তিকা দিয়া ঐ মাদার পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা ছাঁকিতে আরম্ভ করে।

লবণ জলে দিবার ঘরের নাম সুনুরি ঘর; তাহা চাতরের সন্নিকটেই নির্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২০।২৬ হাত, এবং প্রস্থ ৭ বা ৮ হাত। মলঙ্গীমাঞেই এই ঘর উত্তরদিক্কে দীর্ঘ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাংশেই উত্তর ভাগ অধিক উচ্চ করিয়া নির্মাণ করে; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উত্তর-ভাগে লবণজালের উন্নয়ন নির্মাণ করিতে হয়; তজ্জাত-ধূমনির্গমনের নিমিত্ত উহা উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উন্নয়ন মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত হয়; তাহা তিনহস্ত উচ্চ। এই উন্নয়নের উপরিভাগে কর্দম দিয়া তরুণির দুই শত বা দুই শত পচিশটা মিহিরির কুম্ভাকার ছোট ছোট মৃৎপাত্র স্থাপিত করিতে হয়; এই পাত্রের নাম “কুড়ি”, তাহার প্রত্যেকটীতে দেড় সের জিনিস আঁটে। তৎসমুদায় উন্নয়নের উপর কাণার স্থাপিত করিলে যে অবয়ব হয়, তাহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে “ঝাঁট” এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহাকে “ঝাঁটচক্র” কহে।

উন্নয়ন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে কর্দম শুষ্ক হইয়া তদ্রূপ সমস্ত কুড়ি-পাত্রের এক পিণ্ড হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বা ছয় ঘণ্টাকাল তাহাতে নাদের লবণ-জল পাক করিলে দুই ঝোড়া লবণ প্রস্তুত হয়। এই ঝোড়া উন্নয়নের পার্শ্বে স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা ঝোড়ার নিম্নস্থ তৃণের উপর পড়িয়া লবণের শুল-পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। এই লবণ-পিণ্ডের নাম “গাছা-লবণ”; অল্প লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নিম্নল; কিন্তু মলঙ্গীরা এই লবণ কোম্পানিকে না দিয়া অনায়াসে গোপনে অল্পকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাছা-লবণ প্রস্তুত করণের নিষেধ আছে।

লবণপাকের অল্প আর একটা নাম পোক্তান। কারখানার এই পোক্তান শব্দটিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। দুই ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক কর্মচারী আসিয়া তাহা কাঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেয়। এই মুদ্রার নাম আদল, এই আদল হইতে আদলদার নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

লবণের মোহর হইলে উহা মলঙ্গীর খাঁটিতে রাখা হয়, তথায় একদিন ও একরাতি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের মৃত্তিকার উপর শুপাকারে রাখিয়া দেয়। যশ কি বার দিন

গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া গোলাঘরের সম্মুখে শুপাকার করিয়া রাখে। এই শুপের নাম “বহির কাড়ি”; ১০।১৫ দিন এই কাড়িতে থাকিয়া লবণ শুষ্ক হইলে পর পোক্তান দারোগা আসিয়া উক্ত লবণ মলঙ্গীর নিকট হইতে ওজন করিয়া লয় ও উক্ত পরিমাণ মলঙ্গীর হাতচিঠির তুলিয়া দেয়। লবণ ওজন করিবার সময় ওজনদার (কম্বাল) অনবরত নিয়োজিত প্রকার নূতন পদ বলিতে থাকে,—

“রামগোপালে পঙ্কড়ে

মাল দিতে হবে পঙ্কড়ে ॥

জলদি চলা তইয়া রে।

এক পাও দিতে হবে পঙ্কড়ে” ॥

পোক্তান-দারোগা কর্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা কোম্পানির হইল। তাহারা এই লবণ ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন; অবকাশ-মতে তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ল তেদে মণ করা ১০/০ আনা বা ১০/১০ আনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে কোম্পানির এই লবণ ৩০/১৭০ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। স্তত্রায় ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্মকর্তাদিগের বেতন ও অজ্ঞাত সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাহারা মণ করা অনূন ২১০ টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

লবণ, অম্লরবিশেষ। রামায়ণে লিখিত আছে,—সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্চরণ করিয়া এক শূললাভ করে। মহাদেবের শূলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান হয়। কিন্তু মধু দৈববলে বলীয়ান হইয়াও পরমধার্মিক ছিল, কাহারও কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্বার তপস্চরণ করিয়া এই শূল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করে, কিন্তু মহাদেব তাহাকে এই বর না দিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই শূলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন।

বিদ্যাবত্তর কল্পা অনলার গর্ভে কুন্তীনসী নামে এককল্পা হয়। মধু কুন্তীনসীকে বিবাহ করিলে স্বামী গর্ভে লবণের জন্ম হয়। ক্রমে লবণ অতিশয় দুর্বল হইয়া উঠিল। মধু পুত্রকে দুর্বলীভূত দেখিয়া রুষ্ট ও শোকাবিত্ত হইয়া তাহার হস্তে শূল দিয়া ইহলোক পরিভ্রমণ করিল। লবণ এই শূলপ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য হইয়া পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে শীড়িত হইয়া স্ববিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হন। তখন ভগবদভ্যন্তর রামচন্দ্র ইহাকে বধের অস্ত্র ভরতকে আদেশ করিলে শত্রু স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার অস্ত্র প্রার্থনা করেন। শত্রুর

প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাহাকেই লবণবধার্থে প্রেরণ করেন। “লবণের হস্তে শূল থাকিলে দেবদানবানি যে কেহ যুদ্ধার্থে তাহার সমুখে উপস্থিত হইবে, সেই তন্নীভূত হইয়া যাইবে” শত্রুর ইহা অবগত হইয়া যখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, সেই সময় তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। শত্রুর হস্তে লবণ নিহত হইলে দেবগণ তাহার ভূমণী প্রশংসা ও তদীয় মন্তকোপরি পুষ্পগুটি করিয়াছিলেন।

পরে দেবগণ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শত্রু দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, “দেববিনিশ্চিত এই লবণাসুরের মনোহারিণী মধুপুরী (মধুরা) অবিলম্বে জনসমূহে পরিপূর্ণা হউক” দেবগণ তাহাই হইবে, এই বর দিয়া গ্রহণ করেন। পরে শত্রু এই নগরীতে দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৩-৮৪ অং.)

২ রাক্ষসবিশেষ। (মেদিনী) ৩ সমুদ্রবিশেষ, লবণ-সমুদ্র। এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,—শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়। বিরজা এই সপ্তপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজা শূদ্রারে আসক্তচিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক গীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর কোড়ে আগমন করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে কোড়ে করিয়া তাহাকে সাধনা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজা পুত্রকে সাধনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিরজা শূদ্রারে অতৃপ্তমণা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিগেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্র হইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র হইয়াছিল। বিরজার সপ্তপুত্র সপ্তরীপে সপ্তসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্তপু. শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩ অং.)

(ত্রি) লবণেন সংস্কৃষ্টঃ লবণ-ঠক্ (লবণাৎ ঠক্। পা ৪।৪.২৪)

ইত ঠকোলুক্ বধা লবণো রসোহ্যন্ত্যসিদ্ধি অর্শ আভচ্।

৪ লবণরসযুক্ত। ৫ লাবণ্যযুক্ত।

লবণ, চট্টলের অন্তর্গত একটা গুপ্তগ্রাম। (ভবিষ্যতস্মৃতি ১৫।৪২)

লবণকিংশুকা (ত্রি) মহাজ্যোতিষতী। (রাজনি°)

লবণকার (পুং) লবণ্য কারঃ। লোণার কার। (রাজনি°)

লবণধনি (পুং) লবণাকর, লবণের ধনি, যেহান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণজল (ত্রি) লবণং জলং যস্য। ১ লবণসমুদ্র। (স্ত্রী) লবণং জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোণাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল।

লবণজলধি (পুং) লবণসমুদ্র। (ভাগবত ৫।১৭।১১)

লবণজলনিধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩১।৩২)

লবণতা (স্ত্রী) লবণ্য ভাবঃ তন্-টাপ্। লবণের ভাব বা ধর্ম, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত।

লবণতৃণ (স্ত্রী) লবণরসবিশিষ্টঃ তৃণং। তৃণবিশেষ। চলিত লোণা ঘাস। সংস্কৃত পর্যায়—লোমতৃণ, তৃণার, পটুতৃণক, অন্নকাণ্ড।

তৃণ—অন্ন, কষায়, তনুহৃদ্ধনাশক, অন্নগুদ্ধিকর। (রাজনি°)

লবণতোয় (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭।২১)

লবণত্রেয় (স্ত্রী) লবণ্য ত্রেয়ং। ত্রিবিধলবণ, সৈন্ধব, খিট, সচল।

লবণত্ব (স্ত্রী) লবণধর্ম্মাধিত। লোণা।

লবণত্বয় (স্ত্রী) ত্রিবিধ লবণ, সচল ও সৈন্ধব।

লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লবণরসসামানশীল। (শব্দচ°)

লবণধেহু (স্ত্রী) লবণনির্মিতা ধেহুঃ। দানার্থ লবণনির্মিত ধেহু। বরাহপুরাণে এই ধেহুদানের বিধান এইরূপ আছে—মহীতল প্রথমে গোময়াদি দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া তাহার উপর কুশচর্ম্ম আন্তরণ করিতে হইবে, ঐ চর্ম্মের উপর ঘোড়শপ্রহ পরিমাণ লবণের দ্বারা একটা কলিত ধেহু প্রস্তুত করিবে। চারিপ্রহ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তুত করিতে হয়, ইক্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধেহুর পাদ, স্তব্ধদ্বারা মুখ ও শূল, রোণ্যদ্বারা খুর, শুড়দ্বারা মুখ, কলময় দন্ত সকল, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, গন্ধদ্রব্যে ভ্রাগ, রক্তদ্বারা নেত্রদ্বয়, পত্রদ্বারা কর্ণদ্বয়, নবনীত দ্বারা ত্বন, স্তব্ধদ্বারা পৃষ্ঠ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, কুশময় রোম, কাংস্যের দ্বারা মোহনীপাত্র করিবে; পরে এই ধেহুকে ঘণ্টাতরনে ভূষিত করিতে হয়। তদনন্তর স্নগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিয়া এই ধেহুকে যুগবন্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যাভীপাতাদিবিষয় ও উত্তম-কালে দান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেহু দান করিয়া ইহার দক্ষিণা স্তব্ধ দিতে হয়। দানান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

“পূর্বোক্তেন বিধানেন ষপত্যা কনকেন তু।

ইমাং গৃহাণ ভো বিপ্র ক্রতুরূপে নমোহস্ত তে ॥

রসজ্ঞা সর্বভূতানাং সর্বদেবনামমৃতত।

কামং কামদ্রুপে কাম্য কারধেনো নমোহস্ত তে ॥”

(বরাহপুং খেতোপাং লবণধেহুঃ।)

যথাবিধানে এই লবণধেহু দান করিলে ইহলোকে বিবিধ-দুঃখ ও অন্তকালে ক্রতুলোকে গতি হইয়া থাকে।

“লবণধেহুং বক্ষ্যামি তাং নিবোধ মহীপতে ।

অহুলিণ্ডে মহীপুঠে কুজাজিনকুশোভরে ॥

ধেহুং লবণময়ী কৃষা বোড়শপ্রহসংবৃত্তাম্ ।

বংসং চতুর্ভী রাজেন্দ্র ইকুশাধ্যাংশ কারয়েৎ ॥

সৌবর্ণমুখশূক্যাদি কুলা রৌপ্যমরাত্তথা ।

মুখং শুভময়ং ভল্যা বস্ত্রাঃ কলমরা নৃপ ॥

জিহ্বাং শরীরম্ রাজনং জ্ঞাপং গন্ধমরত্থা ।

নেত্রে রত্নময়ে কুণ্ড্যাং কর্ণে পত্রমরৌ তথা ॥

ঐশ্বৰ্য্যং শূককোটৌচ নবনীতমরাঃ স্তনাঃ ।

মুদ্রপুচ্ছাং তাত্রপুষ্ঠাং দর্ভরোমাং পরশ্বিনীম্ ॥

কাংলোপদোহাং রাজেন্দ্র বশ্টাভরণভূষিতাম্ ।

সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ পুজয়িত্বা বিধানতঃ ।

আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ব্রাহ্মণ্যং নিবেদয়েৎ ॥” ইত্যাদি ।

( বরাহপুং ষ্ঠোতোপাখ্যানে লবণধেহুমা° )

লবণপত্নন, চট্টলের অন্তর্গত একটা নগর। (ভবিষ্যত্ৰক্ষণ° ১৫।৩৪)

লবণপাটলিকা, লবণপালালিকা। ( স্ত্রী ) লবণের থলী ।

লবণপুর ( স্ত্রী ) নগরভেদ ।

লবণভেদ ( পুং ) লবণকার, লোণার কার। ( বৈজ্ঞকনি° )

লবণমদ ( পুং ) লবণত মদঃ । লোণার কার। ( রাজনি° )

লবণমস্ত্র ( পুং ) লবণ উৎসর্গকালীন মস্ত্রবিশেষ ।

লবণমেহ ( পুং ) মেহরোগবিশেষ। এই মেহরোগে রোগীর লবণতুলা প্রস্রাব হয়। ( সূত্রত নি° ৬ অ° )

লবণযন্ত্র ( স্ত্রী ) ঔষধপাকের জন্ত লবণপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ ।

“উর্দ্ধং ভঙ্কলহীনং চেৎ যজ্ঞং ডমরুকাধরম্ ।

তদ্যজ্ঞং লবণৈঃ পূর্ণং লবণাধ্যমিতীরিতম্ ॥” ( বৈজ্ঞক )

ডমরুকাধর উর্দ্ধদেশে জলহীন করিয়া উহা লবণদ্বারা পূর্ণ করিলে এই যন্ত্র হইবে ।

লবণবর্ষ, কুশধীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ । ( লিঙ্গপুং ৪৬।৩৬ )

লবণবাস্তি ( ত্রি ) লবণজল, লবণসমুদ্র ।

লবণব্যাপণ ( স্ত্রী ) অথের অভ্যন্ত লবণভক্ষণজনিত পীড়া-বিশেষ ।

“প্রভূতং লবণং বলা ভোজনে বাজিনো ভবেৎ ।

কেবলং বাততন্মাসা ব্যাপণং স্তমহতী ভবেৎ ॥” ( জয়ব° ৬° অ° )

অথ সকল যদি প্রভূত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া তাহার স্তমহতী পীড়া হইয়া থাকে, এই পীড়াকে লবণব্যাপণ কহে ।

লবণসমুদ্রে ( পুং ) লবণসাগর। ( ত্রিকা° )

লবণস্থান ( স্ত্রী ) জনপদভেদ ।

লবণা ( স্ত্রী ) পুণ্ড্রী বা-দ্য-চাপ। ১ নবীভেদ। ২ বীতি ।

( মেদিনী ) ৩ মহাভোজিতমতী। ( রাজনি° ) ৪ চুক্রিকা ।

৫ চাক্ষেরী, আমরুল। ৬ লবণশাক ।

লবণাকর ( পুং ) লবণস্রা আকরঃ । লবণের খনি, যে স্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয় ।

লবণাখ্যা, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটা লাবণ-প্রস্রবণ ।

লবণাচল ( পুং ) লবণনির্মিতঃ অচলঃ । দানার্থ লবণাদিনির্মিত পর্কত । লবণের পর্কত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়, তাহাকে লবণাচল কহে । মৎস্যপুরাণে এই পর্কতদানের বিধান আছে ।

“অথাংতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্ ।

যৎপ্রদাতা নরো লোকং প্রাপ্নোতি শিবসংযুতম্ ॥”

ইত্যাদি। ( মৎস্যপুং ৭৭ অ° )

বোড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্কত করিতে হইবে, অর্থাৎ পর্কতাকারে স্থাপিত করিতে হইবে, এই পরিমাণ লবণে প্রস্তুত করিলে তাহা উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তদধিক পরিমাণ দ্বারা করিলে মধ্যম, ইহাতেও অশক্ত হইলে তাহার অধিকপরিমাণ দ্বারা অধম পর্কত প্রস্তুত করিবে, কিন্তু বিস্তৃহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের উর্দ্ধ যথাশক্তি তাহার দ্বারা এই পর্কত করিতে পারিবে। যে পরিমাণে পর্কত প্রস্তুত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিকৃত পর্কত করিতে হইবে। পর্কতদানের বিধানানুসারে স্তবগাদি দ্বারা ব্রহ্মাদি ও লোকপালাদি নিষ্কারণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিয়া দান করিতে হইবে। দানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“সৌভাগ্যরসসমুত্তো যতোহয়ং লবণো রসঃ ।

তদাস্তকশ্চেন চ মাং পাহি পাপাগ্নোত্তম ॥

যস্মাদ্রসসাঃ সর্কে নোৎকটা লবণং বিনা ।

প্রিরক শিবরোহিত্যং তস্মাৎ শান্তিপ্রদো ভব ॥

বিষ্ণুদেহসমুত্তং যস্মাদারোগ্যবর্জনম্ ।

তস্মাৎ পর্কতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥”(মৎস্যপুং ৭৭ অ°)

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই পর্কত দান করিয়া

দক্ষিণাদান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে যিনি লবণপর্কত দান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া উমালোকে কলকাল বাস করেন, তৎপরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ( মৎস্যপুং ৭৭ অ° )

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে প্রস্তুত মোদকোদ্যবিশেষ। ইহা

উষারস ও অগ্নিমান্দ্যরোগে হিতকর। ( চিকিৎসাসার )

লবণান্তক ( পুং ) লবণত অন্তকঃ । শক্লয়, ইনি লবণান্তকক বধ করিয়াছিলেন। ( রঘু ১৫।৪০ )

লবণাকি (পুং) লবণসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পুং ৪৪।৭)

লবণাকিজ (ক্ৰী) লবণাকো লবণসমুদ্রে জায়তে ইতি জন-ড।  
সামুদ্র-লবণ। (রাজনিং)

লবণানুরাশি (পুং) লবণন্ত অনুরাশিঃ। লবণসমুদ্রের জল-  
সমূহ। (রঘু ১২।৭০)

লবণান্তসু (পুং) লবণজন্ম। সমুদ্র।

লবণার (ক্ৰী) লবণকার, লোণার কার।

লবণারজ (ক্ৰী) লোণার কার। (রাজনিং)

লবণার্ণব (পুং) লবণসমুদ্র। (রামাং ১।১৭০)

লবণালয় (পুং) লবণন্ত আলয়ঃ। লবণানুরের আলয়, মধুপুরী।

শব্দে লবণানুরকে বধ করিয়া এই নগর মধুরা নামে আখ্যাত  
করেন। (রামাং ৪।৪১।৩৪) [ লবণ দেখা ]

লবণানু (পুং) ভারতবর্গিত জনৈক ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপর্ক)

লবণিমন্ (পুং) লবণন্ত ভাবঃ (বর্ণদ্রাঘিভাঃ ঘ্যঞ্ চ পা ৫।১।-  
১২৩) ইতি ইমনিচ্। লবণের ভাব বা ধর্ম।

লবণোত্তম (ক্ৰী) লবণবু উত্তমং। সৈন্ধব, সর্ষপ প্রকার  
লবণের মধ্যে সৈন্ধব সর্বোৎকৃষ্ট।

লবণোত্তমাদিচূর্ণ, অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ঔষধভেদ।  
প্রস্তুতপ্রণালী :- সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের তণ্ডুল,  
ডহরকরঞ্জবীজ ও বোড়ানিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ  
একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা ২ মাষা  
পরিমাণ। ইহা তক্রের সহিত পান করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য  
হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং অর্শোরোগাধিকার)

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণ (ক্ৰী) অর্শোরোগাধিকারে চূর্ণৌষধবিশেষ।  
প্রস্তুতপ্রণালী :- সৈন্ধব, চিত্রক, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচু-  
মর্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া একত্র  
উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে এই ঔষধ হয়। এই ঔষধের পরিমাণ  
৮ মাষা, অমুপান ঘোল। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

(চক্রদত্ত অর্শোরোগাদি°)

লবণোথ (ক্ৰী) লবণানুভিত্তীতি উৎ-থ-ক। লোণার কার।

লবণোথ (ক্ৰী) হ্রব জ্যোতিষ্মতী লতা, ছোট লতা, কটকী।

লবণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজতরং ১।৩৩।১)

লবণোদ (পুং) লবণ উদকং বহু, উত্তরপদন্ত চেতুদকতো-  
দ্যাদেশঃ। লবণসমুদ্র। (অমর)

লবণোদক (ত্রি) ১ লবণমিশ্রিত জল। ২ সমুদ্র।

লবণোদধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামাং ৫।৭৪।১৬)

লবন (ক্ৰী) ল-ভাবে লুট্। ছেদন। (অমর)

লবনী (ক্ৰী) ১ কলরুকবিশেষ। (Anona Reticulata) লোণা,

পর্যায় - গ্রামজা, অগ্রিমা। (শব্দচ°)

লবনীয় (ত্রি) ল-অনীয়ন্। ছেদনীয়।

লবন্য (পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতরং ৭।১২৪১)

লবরাজ (পুং) কাম্বীরস্থ একজন ব্রাহ্মণ। (রাজতরং ৮।১৩৪৭)

লবলী (ক্ৰী) লবং লেশঃ লাভীতি ল-ক, গোলাদিভ্যাং ভীষ্।

কলরুকবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্যায় - অগন্ধমূল, শম্বু, কোমল-  
বহলা। কলগুণ - ক্ষুদ্র, অগন্ধি ও ককবাতনাশক। (রাজনিং)

লববৎ (ত্রি) কণস্থায়ী।

লবশসু (অব্য) ঋগ্ ঋগ্। মুহূর্তের জন্ত।

লবাক (পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকতীতি অক-অচ্। ছেদন  
ক্রিয়া। (উৎকৃষ্ট)

লবাণক (পুং) লুয়তেহনেতি লু (আগকো-লু-ধৃ-শিক্ষিধাঞ্ ভাঃ।  
উণ্ ৩।৮৩) ইতি আগক। দ্বাদ্বাদি ছেদনক্রিয়া।

লবি (ত্রি) লুয়তেহনেতি লু (অচ্ছিঃ। উণ্ ৪।১।৮) ই। ছিহর।

লবিত্র (ক্ৰী) লুয়তেহনেতি লু (অস্তি-লু-ধৃ-স্থানসহচর  
ইত্রঃ। পা ৩।২।৮৪) ইতি ইত্র। দাত্র।

লবেরণি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকোমুরী)

লব্দরিয়া, সিদ্ধপ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা  
তালুক। অক্ষা° ২৭°১৫' হইতে ২৭°৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°২'  
হইতে ৬৮°২৩' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২০৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের একটা নগর। এখানে হুইটা ফৌজদারী  
আদালত আছে।

লক্সিঙ্গার, শ্রীপালকথাং প্রণেতা।

লব্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

লকবয়, মাজাজ ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাঙ্গালী মুসলমান জাতি-  
বিশেষ। মলবার উপকূলে ও ইহাদের বাস আছে। ইহারা  
আরব ও পারস্যদেশীয় ঔপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান।  
অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী ইহাদের শাসনকর্তা হাজাজ-ইবন  
যুসুফের অত্যাচারে উদ্ভূত হইয়া তদদেশবাসী আরব ও পারস্যিক-  
গণ এদেশে আসিয়া বাস করে। এতদ্বিধি যে সকল আরব  
ও পারস্যদেশীয় মুসলমান বণিক পশ্চিমভারতের বাণিজ্যের জন্ত  
সর্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের  
অধিবাসী হইয়া পড়ে। ঐ বণিকসম্প্রদায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর  
প্রারম্ভ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।  
পর্তুগীজ বণিকদের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিকসম্প্রদায়ের  
বাণিজ্য ক্রমশঃই ধ্বংস হইয়া আইসে। ভারতবাসী ঐ সকল  
মুসলমান-বংশধরগণই বর্তমানে লকবয় নামে পরিচিত। ইহারা  
প্রধানতঃ মলবারী ও হিন্দুস্থানী ভাষার কথা কহিয়া থাকে।

ইহাদের মুখাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দেখিলে অস্বাভাবিক হয় যে,  
নানা বৈদেশিক রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা

যতাবতঃ ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। আচার-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চর্ম, মুক্তা, মূল্যবান পাথর, চাউল ও নারিকেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাফাট সম্প্রদায়ভুক্ত ও হরীমতাবলম্বী। ধর্মকর্ণে ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্মের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসার কষ্ট তাহারা স্রুঙ্গ সিংহলদ্বীপে গমন করে।

লশ, শিরযোগ। চুরাদি পরমৈ অকং সেট্। লট্ লশয়তি। লুৎ অলীলমৎ।

লশুন (স্রী) অশ্রুতে ভূজাতে হীত অশ (অশ্লের্ণচ্। উণ্ ৩।৫৭) ইতি উনন্, লশাদেশশ্চ ধাতোঃ, রহন। পর্যায়—মহোষধ, গুজন, অরিষ্ট, মহাকল, রসোনক, রসোন, স্নেহকল, ভূতধ, উগ্রগন্ধ। গুণ - অন্নরস দ্বারা উন, গুরু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, অণুচি, কুমি, হৃদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাসনি) তাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীজ্ঞ গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে এক বিষ্ অমৃত ভূমল নিপতিত হয়, ঐ ভূপতিত অমৃতবিদু হইতে লগুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই লগুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অন্নরস নাই। 'রসেন উনঃ' অর্থাৎ অন্নরস দ্বারা উন বা অন্ন এইজন্ত পণ্ডিতগণ ইহার 'রসোন' এইরূপ নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মূল কটুরস, পত্র তিক্তরস, নাগে কষায়রস, নাগের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রস।

লগুন—মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাক, ভীক, ভগ্নসজ্জনকারক, কঠুশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কৃমিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কুমি, বায়ু, শ্বাস ও ককনাশক। লগুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মত্ত, মাংস এবং অন্নদ্রব্য হিতজনক; কিন্তু ব্যায়াম, রোদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুহ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লগুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। (তাবপ্রা)

ধর্মশাস্ত্র মতে, লগুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, হুতরাং দ্বিজাতিদিগের ইহা অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতি কদাপি লগুন ভক্ষণ করিবেন না।

“লগুনং গুজনং চৈব পলাগুং কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামেধ্যপ্রভবাণি চ ॥” (মহু ৫।৫)

লগুন, গুজন, পলাগু, কবক ও অমেধ্যপ্রভব অর্থাৎ বিষ্টাদ্রব্যত বহু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুরুকট্ট এই শ্লোকের

টীকায় লিখিয়াছেন যে, ‘দ্বিজাতিগ্রহণং শূদ্রশূদ্রাদাসার্থং’ দ্বিজাতি পদদ্বারা শূদ্রাদাসার্থ অর্থাৎ অপ্রশস্তার্থ বুঝাইতে শূদ্রও ভক্ষণ করিবে না; যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। লগুন দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য, শূদ্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শূদ্র লগুন ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিमत নহে।

মহু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মতেই যদি কোন দ্বিজাতি জ্ঞানপূর্ব্বক লগুন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি পণ্ডিত হইবেন। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে কেবল চান্দ্রায়ণ এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণাদি করিয়া পুনঃসংস্কার আবশ্যক, নচেৎ তিনি অব্যবহার্য্য ও পণ্ডিত থাকিবেন।

“ছত্রাকং বিড়ব্রাহ্মক লগুনং গ্রাম্যকুরুটম্।

পলাগুং গুজনকৈব মত্যা অমু। পরেদ্বিজঃ ॥

অমর্ত্যোতান বড়জমু। কুন্তং সাঙ্কপনং চরেৎ।

যতিচান্দ্রায়ণং বাপি শেষেব পবসেদহঃ ॥”

(মহু ৫।১২-২০, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৬)

[ পলাগু শব্দে দেখ। ]

লশুনাশ্রুতৈল, কর্ণরোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত—প্রাঙ্গদী—তিস তৈল ১ সের, ছাগহস্ত ৪ সের। কদার্থ—লগুন, আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণরুদ্ধে দিলে বধিরতা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না)

লশুনা (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লব্ধং, প্ৰবাদাদিহাং সস্য শঃ অকারলোপশ্চ। লগুন।

লম্ব, ১ কাশ্টি। ২ ইচ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ শিরযোগ। ভূদি উভয় পক্ষে চুরাদি পরমৈ অকং। স্পৃহা ও কাশ্যার্থে সকং সেট্। লট্ লম্বতি-তে। লিট্ লম্বা, লেবে। লুৎ অলম্বীৎ অলম্বীৎ। অলম্বিষ্ট। লুট্ লম্বিতা। চুরাদিপক্ষে গিচ্ লাম্বয়তি। লুৎ অলীলমৎ। সন্ লিলম্বতি-তে। যঙ্ লালম্বাতে। যঙলুক্ লালম্বিত। অভি+লম্ব=অভিলাষ।

লম্বণ (স্রী) বাহন।

লম্বণাবতী (স্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লম্বগণ (পুং) লম্বগণ।

লম্বমাদেবী, রাজকম্পভেদ। অপন্ন নাম লম্বাদেবী।

লম্ব (পুং) লাম্বয়তি নৃত্যে শিরঃ যুনক্তীতি লম্ব (সর্জনিন্মহে-রিশ্বেতি। উণ্-১।১৫৩) ইতি বনপ্রত্যয়েন সাধুঃ। নর্ভক। (উজ্জল)

লস, ১ শ্রেষণ। ২ ক্রীড়া। ৩ শিরযোগ। ভূদি পরমৈ অকং সেট্। শিরযোগার্থে চুরাদি পরমৈ অকং সেট্। লট্ লসতি। লিট্ ললাস। লুৎ অলসীৎ অলাসীৎ।

চুয়াপিপকে লট লাসয়তি। লুঙ অলীলসং। উৎ + লস = উল্লাস,  
লমুৎ + লস = সমল্লাস, ক্ষুণ্ণি। বি + লস = বিলাস।

লসক (পুং) নর্তক। নট।

লসা (স্ত্রী) লসজীতি লস-অচ্, টাপ্। হরিদ্রা। (হারা°)

লসিকা (স্ত্রী) লসজীতি লস-অচ্ ততঃ কন্ ততঃ টাপ্ অত  
ইৎ। লাল।

“লালায়াং পিচ্ছলা ধাতা লসিকা লাসিকা তথা ॥” (শব্দচ°)

লসীকা (স্ত্রী) ১ ইন্দুরস। ২ স্বপ্ন মাংসমধ্যগত রস।

“লসীকা উদকবিশেষঃ, যথাহ চরকঃ—যত্ত্ব মাংসমধ্যগত্বৈ

উদকং তল্লসীকাশবৎ লভতে” (বিজয়রক্তিকৃত প্রমেহরোগবা°)

লস্জ, বীড়া। ভূদি° আত্মনে° অক° সেট্, নিষ্ঠায়ামনিট্।

লট্ লজ্জতে। লঙ্ অলজ্জিষ্ট।

লসোফরক (স্ত্রী) নগরভেদ।

লস্কর, অর্ধবপোতাদি-পরিচালক কর্মচারিভেদ।

লস্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটি বিভাগ। মুসলমান  
অধিকারে পুটিয়া ভূস্বস্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ-  
কুলী খাঁর সময়ে ১৫টা পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়।  
রাজস্ব ১২৫৫১৬ টাকা।

লস্করী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। ইহার রামাং সম্প্রদায়ের  
অন্তর্নিবিষ্ট। রামানন্দীদের মত ইহার তিলকে সিংহাসন করে,  
কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া স্বেতবর্ণ শ্রী (উজ্জ-  
পুণ্ডুর মধ্যরেখা) ধারণ করিয়া থাকে। অযোধ্যায় এই সম্প্র-  
দায়ী বৈষ্ণবদিগের একটি আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী  
বৈরাগীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্তে লগাট-  
দেশে গোপীচন্দন, কখন বা সমগ্র মুখমণ্ডলে আপন আপন চিহ্ন-  
মত রামরাজনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে। ইহাদের  
অজ্ঞাত আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত। [রামাং দেখ।]

লস্তু (ত্রি) লস-ক্। ১ ক্রীড়িত। ২ শিরযুক্ত।

লস্তুক (পুং) ধন্যকের মধ্যভাগ। (অমর)

লস্তুকিন্ (পুং) লস্তুকোহস্ত্যস্তেতি লস্তুক-ইন্, ধনুঃ। (শব্দমালা)

লস্তুজুনী (স্ত্রী) বড় হুটী। (শতপথ্যে ও ৫৩৩২৫)

লস্বারী, (নাসবারি), রাজপুতনা আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত  
একটা গুপ্তগ্রাম। রামগড় নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে  
এক আলবার রাজধানী হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।  
অক্ষা° ২৭°৩০'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৪'৪৫" পূঃ। এই  
স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লস্বারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে  
ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পরাভব ঘটে।

মহারাষ্ট্র সৈন্য গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া  
সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের পতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে

অঝারোহী সেনাদল লইয়া গভীর রজনীতে এই গ্রামে আসিয়া  
উপনীত হন। ১লা নবেম্বর ছই দলে ঘোরতর যুদ্ধের পর,  
ইংরাজসৈন্যের পরাজয় অবশ্যস্বার্থী দেখিয়া লর্ড লেক প্রত্যাঘর্ষণ  
করেন। ঐ পরাতিক সেনাদল তাঁহার সাহায্যার্থ উপনীত  
হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশ্রামের পর পুনরায় যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে  
অবতীর্ণ হইলেন। এবার সিঙ্গে সৈন্য ভীমবিক্রমে ইংরাজ-  
দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ  
করিয়া ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল; অবশেষে তাহার বহু  
সৈন্য করে ভীত হইয়া রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিল। ৭১টা  
কামান ও রত্নাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণজয়ী  
হইলেন।

লহড় (স্ত্রী) ১ কাম্বীরের অন্তর্গত একটি জনপদ। বর্তমান  
লাহোর বলিয়া অধ্বনিত হয়। ২ তদেশবাসী। (বৃহৎসং ১৪২২)

লহনা (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাকা (Outstanding)।

লহর (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ২ কাম্বীরান্তর্গত লোহর জনপদ।

লহর (দেশজ) জলপ্রণালী। নহর।

লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। পাল-লহরা  
রাজ্যের রাজধানী। [পাল-লহরা দেখ।]

লহরি (স্ত্রী) মহাতরঙ্গ। পর্য্যায়—উল্লাল, কমল। (হেম)

“সরিত ইব যত গেহে শুভাতি বিশালগোত্রজা নাথঃ।

কারাশ্বেব স তৃপ্যতি জলনিধিলহরিসু জলদ ইব ॥”

(আখ্যাসপ্তশতী ৬১৪)

লহার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি দুর্গা-  
ধিষ্ঠিত নগর। সিদ্ধ নদের দক্ষিণকূলের ৩ ক্রোশ পূর্বে অব-  
স্থিত। অক্ষা° ২৫°১১'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৯'৫৫" পূঃ।  
১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিলে উভয়  
পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০০ সেনা রক্ষিত  
ছিল। কর্ণেল পপহাম দুর্গাবরোধের পর দুর্গের উপর গোলা  
বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাঁহার কয়  
জন অশুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্রাণের মমতা না  
করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের শীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটি  
পরগণা। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের  
২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেশরীগঞ্জ নামক নগর এখানকার  
প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র। এই পরগণার মধ্যভাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট  
উচ্চ একটি অধিত্যকা ভূমি বিলম্বিত দেখা যায়। ঐ উচ্চ ভূমির  
উত্তরাংশ তরাই নামে খ্যাত। এখানকার মৃত্তিকা কঠিন  
‘মাটিরাড়’। উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্বর ‘সোমটি’।

সোগল-সব্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজা টোডর



ময় ১৩টা তত্ত্বা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গোড় ও জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বাধিকারী। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজা অরাজক দেখিয়া গোড়রাজ চক্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই সম্পত্তির অধিকারী। স্থানীয় জানবার রাজপুতগণ কুশী পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করার সৈন্দুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গোড়রাজবংশের পূর্বে এখানে সমাগত হইয়াছিল।

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। স্বর্ঘরনম-তীরবর্তী মজা-পুর নগর ঘাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪২'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬'২৫" পূঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫০০ লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি।

এই নগরে ১৩টা মসজিদ, ২টা মুসলমানের সমাধিমন্দির, ৪টা হিন্দুদেবমন্দির ও ২টা শিখদিগের মন্দির বিদ্যমান আছে। রবি-উস-সানি মাসে এখানে একটা মেলা হয় এবং মহাসমারোহে মহরম-পূর্ণিমা নিরূপিত হইয়া থাকে। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ তোগলক কুম্ভাইচে সৈয়দ সালার মসজিদের সমাধিমন্দির সম্বন্ধে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্বক স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন, উহার ৩০ বৎসর পরে লহরী নামক একজন পানী এই নগর অধিকার করিয়া উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির গাজি পানীদিগকে সমূলে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গোড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের শাহের রাজস্বসচিব ও সেনাপতি রাজা টোডর মল এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লহল (লাহল), পঞ্জাবপ্রদেশের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। অক্ষা° ৩২°৮' হইতে ৩২°৪৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৯' হইতে ৭৭°৪৬' ৩০" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চণা পর্বতমালা ও দক্ষিণ-পূর্বে কজামগিরিমালার মধ্যবর্তী উপত্যকাভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চণাশৈল। উত্তর ও পূর্বে লামকের অন্তর্গত রূপন উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাঙড়া ও কুলু এবং দক্ষিণপূর্বে ল্পিতি বিভাগ।

হিমালয়ের সান্নিধ্যবিশিষ্ট এই উপত্যকা ভূমি গওশৈলে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যদিয়া তুষারমণ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত চক্রা ও ভাগা নামক নদীদ্বয় পার্শ্বত্যা বেষ্টা ভূমি ভেদ করিয়া ধরস্তোতে প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীদ্বয় বড়-লাচা গিরিসঙ্কটের ঢালু প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৫০০ ফিট উচ্চস্থান হইতে

উদ্ভূত হইয়া ভাণ্ডী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে চক্রাভাগা নামে চণার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশের উত্তর পার্শ্বেই চিরতুষারাবৃত ও সমুদ্রত হিমালয়শিখর বিস্তারিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাক্রম পর্বতকন্দর ভেদ করিয়া নদীদ্বয় এই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বড়-লাচা গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ ফিট উচ্চ এবং তাহার উত্তরপূর্বে যে সকল শৈলমালা সমুদ্রত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহারাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ। এই নদীদ্বয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটা বিস্তৃত পর্বত-পঙ্কতি দৃষ্ট হয়। উহার শিখরদেশও বরফে আবৃত। দক্ষিণদিকের শৃঙ্গটা ২১৪১৫ ফিট উচ্চ। এই স্থানের চতুর্দশে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বরফ জমিয়া থাকে, ঐ বরফরাশি ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চক্রা ও ভাগার কলেবর গুণ্ঠিত করিতেছে।

এই পার্শ্বত্যা উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়-শূন্য। মহুঘোর বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে কুলুবাসী রাখালেরা এই বিভাগে মেঘচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। হিমালয়ের পুষ্পমালমণ্ডিত পার্শ্বতীয় শিখরের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে রাখালদিগের কুটীরগুলি বড়ই মনোরম। এইরূপ কতকগুলি কুটীর যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটা নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের স্তুতি-রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি স্থানীয় মজাদ্বৈতের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

চক্রাতীরবর্তী কোকসার হইতে ভাগাতীয়ে অবস্থিত দার্চা পর্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাভূমির নিম্নভূভাগে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। ১১৩৪৫ ফিট উচ্চ অধিত্যকাভূমে কাঙড়ের নামক গ্রাম অবস্থিত। ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন গ্রাম নাই। রোহ-তল ও বারলাপ গিরিপথ দিয়া লামক ও ইয়ারবন্দ ঘাইবার প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখনও বণিকেরা এইপথ দিয়া যাতায়াত করে।

বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। পূর্বকালে এখানে

বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্য ছিল এবং এইস্থান তিব্বতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভোটারাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত হইলে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লাদাকের শাসনভুক্ত হয়। কোন সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে লাদাকের শাসনপদ্ধতির লংকারসংঘটনের পূর্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুকাল এইস্থান ঠাকুরসামন্তগণের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দারগণ সকলেই চম্বারাজকে কর দিতেন। এখনও ঐ সর্দারদিগের ৪৫টা কংশ তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছে। তাঁহারা পূর্বপুরুষদিগের ঐ সম্পত্তি জায়গীরদাররূপে দখল করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দে রাজা জগৎসিংহের পুত্র বুধসিংহের রাজত্বকালে ইহা কুলু রাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা জগৎসিংহ মোগল-সম্রাট শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন। বুধসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাহল কুলু রাজের অধিকারে থাকে। তদনন্তর উহা ইংরাজরাজের শাসনাধীন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত করিলেও ভূটিয়া বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে প্রাবহিত রহিয়াছে। কুনেত নামক পার্শ্ব জাতি ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও বর্তমান ঠাকুরদিগের উদ্ভোগে এখানে কীরে ধীরে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নিম্নতম উপত্যকা-ভাগে কএকঘর ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পুরোহিতেরা উভয় ধর্মাবলম্বিত। অনেক স্থলেই তিব্বতীয় প্রথার ধর্মচক্র দৃষ্ট হয়। পর্তুগীজেরা অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চম্বা ও ভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গুরুগঙাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা মন্ডপারী ও লম্পট। কিল্যা, কার্দ্দো ও কোলগ গ্রামই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অধিবাসীরা পশম, সোহাগা, গর্দভ, ছাগ, তেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা লইয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে অভিশর শীত বিস্তারিত। চৈত্রমাসে কার্দ্দোদের লক্ষ্য তাপ ৪৬° F, জ্যৈষ্ঠে ৫১° F, এবং আশ্বিনে ২১° F, জ্যৈষ্ঠের ক্রমশঃ কম হইতে থাকে।

সাহিক (পুং) ব্যক্তিভেদে। [ লহোড় দেখ। ]

সাহোড় (পুং) পানিহীন ব্যক্তিভেদে। (পুং ২১০৬০)

সাহু (পুং) ১ ব্যক্তিভেদে। ২ ভ্রমণধরমণ। (কৃষ্ণাংগ ৩৩১)

লা ১ গ্রহণ। ২ দান। অদাধি পদ্যে সর্ক অনিট্। লট্ লাতি। দিট্ ললো। লুট্ অলালীৎ।

লাইৎ-মাও-দো, আসামের ধসিরা-পার্বত্যমালায় অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩৭৭ ফিট্ উচ্চ।

লাইরা, (লেহিরা), মধ্যপ্রদেশের লখনপুয় জেলায় অন্তর্গত একটি ছু-সম্পত্তি। লখনপুয় নগর হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। লেহিরা গওগ্রাম (অক্ষা° ২১°৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৭' পূঃ) এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমগ্র সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৬ বর্গমাইল।

লেহিরা-সর্দার কোন বুদ্ধ লখনপুয়রাজের সহায়তা করিয়া-ছিলেন। তদনন্তরে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে লখনপুয়রাজ লাহিয়ার বর্তমান সর্দারবংশের সেই পূর্বপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন। এই সর্দারগণ পৌড়জাতীয়। ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার সর্দার শিবনাথ সিংহ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যোগদান করেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নাবালক পুত্র বৃন্দাবন সিংহ জায়গীরী-মসনদে অধিষ্ঠিত হন।

লাউ (দেশজ) অলাবু।

লাউমাচা (দেশজ) লাউগাছ উঠাইবার বংশমক।

লাওবা, আসামবিভাগের ধসিরা ও জয়ন্তী পার্বত্য জেলায় অবস্থিত একটি শৈলশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট্ উচ্চ।

লাও-বের-সাং, ধসিরা ও জয়ন্তী-পার্বত্য জেলায় অবস্থিত শৈলভেদ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিট্।

লাও-সিম্রিয়া, আসামের ধসিরা ও জয়ন্তী পার্বত্য বিভাগে অবস্থিত একটি গিরিমালা। ইহার সর্বোচ্চশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৭৭৫ ফিট্।

লাক্ (দেশজ, লক্ষ শব্দের অপভ্রংশ) লক্ষ।

লাক্‌সাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এই স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের একটি জংসন আছে।

লাকাদোন্স, আসামপ্রদেশের জয়ন্তী শৈলমালায় দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম। এই স্থান সরষার শাখা হরিনদীতীরবর্তী বোরঘাট হইতে ৬ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটি ক্ষুদ্র করলার ধনি আছে। এই ধনি হইতে উত্তোলিত করলা প্রায় ইংরাজী উৎকৃষ্ট করলার অনুরূপ। ইংরাজগবর্মেণ্ট এই ধনির স্বত্বাধিকারী। লাকাদোন্স হইতে কুলীটানা গাড়ীতে বোরঘাটে আসিয়া করলা নৌকা বোকাই হইত। তাহাতে অনেক ধরত পড়ে বলিয়া এখন করলা উত্তোলনকার্য বন্ধ হইয়াছে।

লাকাবাদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়ারাড-বিভাগের লাকাবাদ আড্ডা একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-

মাইল। এখানকার সর্দার বড়োদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ১৫৪ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৪ টাকা রাজকর দিয়া থাকেন।

লাকিনী (স্ত্রী) বোগিনীভেদ। তন্মধ্যে এই বোগিনীর বিবরণ বর্ণিত আছে। জুর্গোৎসবপদ্ধতিতে ‘লাং লাকিনীভো নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

লাকুচ (ত্রি) লকুচ-বৃক্ষভব।

লাকুচি (পুং) লকুচের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ (ত্রি) লাক্ষ বা লক্ষী শব্দের অপভ্রংশঃ।

লাক্ষকী (স্ত্রী) সীতা।

“রাখব তে ইয়ং সীতা দারকেশত কল্লিণী।

বিধোহবতারমাত্র লক্ষীয়া কমলালয়া ॥

লক্ষণ: কমলা দাত্তো যস্তা: সা লক্ষকী মতা ॥

এবং শতসহস্রাণামীষরী সাধিকাধিকা ॥”

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায়)

লাক্ষণ (ত্রি) ১ লক্ষণস্বকীয়। ২ লক্ষণবিৎ।

লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষণিক (পুং) লক্ষণমণ্ডিতে দেবা বা লক্ষণ (কতুকথা-দি-স্বত্রান্তঃ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ লক্ষণাভিজ্ঞ, লক্ষণবেত্তা। ২ লক্ষণা শক্তি দ্বারা প্রতিপাদক অর্থ। ‘লক্ষণয়া প্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ’ (সাহিত্যদ) লক্ষণাত্মক বৃত্তিমৎ পদদ্বয় লাক্ষণিকত্ব। ‘লক্ষণাত্মকবৃত্তিমৎ পদদ্বয় লাক্ষণিকত্ব’ (সারস্ব) বিভক্তিত্ত্বার্থবাদে লিখিত আছে যে, শব্দ ৬ প্রকার শব্দ, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যোগিক, ও যোগিকরূঢ়।

“শক্তো লাক্ষণিকো রূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যোগিকঃ।

কচিৎ যোগিকরূঢ়শ্চ শব্দ: বোচ্য নিগন্ততে ॥”

(বিভক্তিত্ত্বার্থবা) [ লক্ষণা দেখ ]

লাক্ষণ্য (ত্রি) লক্ষণবিৎ।

লাক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটা নদী। (কালিকাপু- ১৭ অঃ) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত। (দেখাৰলী)

লাক্ষা (স্ত্রী) লক্ষ্যভেদনরিতে লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্ যযা-‘বাহুলকাৎ রাজভেরপি সঃ’ কপিলিকা-দিহাৎ বা লফৎ (উণ্ ৩৬২) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্ধাস বিশেষ, চলিত লাহা, গালা। সংস্কৃত পর্যায়—রাশা, জহু, যাব, অলক, ক্রমাময়, খদিরিকা, রক্তা, রক্তমাতা, পলকবা, কুমিহা, ক্রমব্যাদি, অলক, পলাশী, মুদ্রিণী, নীপ্তি, জহুকা, গন্ধমাসিনী, নীলা, ত্রবরসা, পিত্তারি।

বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাক্ষা,

লা, লাহা; বাঙ্গালা—গালা; উজরাত—লাক; তামিল—কোবুরুকী; তৈলঙ্গ—কোয়লক, লতুক, লক; মলয়ালম্—অবুল; ব্রহ্ম—খেলিজক; শিলাপুর—লক্ষদ; মহারাষ্ট্র—লাথ; কলিঙ্গ—অরগু।

আশনা, ষট, মহয়া, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ-জন্মে লাক্ষাকীটের (Coccus lacca) অবস্থানহেতু যে রক্তবর্ণ নির্ধাস উৎপন্ন হয়, তাহাই লাক্ষা বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের জ্বক ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ করে, তাহাই জলবায়ু ও বৃক্ষের রসগুণে লাক্ষায় পর্য্যবসিত হয়। এই লাক্ষা বা গালা উৎপাদনের জন্ত ভারতবর্ষের স্থান-বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা কীট লইয়া অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, সেই কীট হইতে বৃক্ষজন্মে নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। যখন লাক্ষা-কীটে বৃক্ষের আপান-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটা সজীব থাকে না, বরং রসহীন হওয়ার তাহার প্রভাবি করিয়া যায় এবং শুঁড়ি হইতে সমগ্র পল্লবাবি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মলসংযুক্ত হরিদ্রাত-লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি-গণ উপযুক্ত সময়ে ঐ লাক্ষামল সুপরিপক হইয়াছে জানিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। ঐ লাক্ষা দেশীয় বাণিজ্যের একটা গণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য। উহা হইতে নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেলনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গাঢ় হইলে পর ফে লাল রঙ তলার জমে, তাহা পুনরায় শুকাইয়া লইলে ‘Lac dye’ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য-দ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের অলকক নামক কাপাস-পত্র (তুলার পাত) এই লাক্ষার রঙ্গই প্রস্তুত।

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে খামলাথ বা লাক্ষার খামি বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কৃত করিবার পর উহা এক একটা ক্ষুদ্র বীজের স্থায় চূর্ণ হইয়া যায়। উহা লাক্ষানাং বা Seed-lac নামে পরিচিত। এই দানাগুলি অগ্নির উত্তাপে সামান্য পরিমাণ রজন যোগে গলাইয়া যে পাতগালা (Shell-lac) প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে তাহা চাপড়া-গালা বা চাঁচ-গালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোতামের স্থায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার মোটাগুলি বড়া-গালা বা Button-lac নামে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ ভ্ৰতত্ব। পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের পার্বত্য-প্রদেশে এক মধ্যপ্রদেশের মনোহানে প্রচুর গালা জন্মে। বৃক্ষপ্রদেশে তদপেক্ষা

অনেক কম। পঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগে তঁত অধিক জন্মে নী। ত্রেকের কোন কোন স্থানে পর্যাপ্ত ও কোন কোন স্থানে অল্প উৎপন্ন হয়। শ্রাম, সিংহল, পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনমাদ্রাজ্যে অল্পবিস্তর লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে শ্রাম, আসাম ও ব্রহ্মদেশজাত লাক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট।

মুহুরাংহিতা ও মহাভারতে লাক্ষার উল্লেখ আছে। চুখোধান কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত মাই। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা এই মুহুরাংহিতা-নির্ণাণেই উপলব্ধি করা যায়। এই জতুগৃহই তৎকালীন লাক্ষা-শিল্পের (Lac-industry) প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় লাক্ষার ইংরাজী নাম Lac এবং লাক্ষাজাত দ্রব্যগুলি Lacquer ও Lacked ware নামে পরিচিত, ইতিহাস অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, ভারত হইতে এই দ্রব্য আরবীর বণিকদিগের দ্বারা সুদূর পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে নীত হইত। তাঁহারা এই দ্রব্য লাখ নামেই বিক্রয় করিতেন। আনুমানিক ৮০০-৯০ খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা যায় যে, Ariake দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষাজাত দ্রব্য লোহিত-সাগরের পশ্চিমোপকূলস্থিত Barbarikō বন্দরে আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলঙ্কর বর্ণের (Lac-dye) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Aelian-কৃত প্রাণিতত্ত্বে (২০ খৃষ্টাব্দে) লাক্ষাকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ বৃক্ষে ঐ কীট পালন করে। তাহারা উহা যথাসময়ে ধরিয়া শুঁড়া করে এবং সেই শুঁড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ পায়, তাহাতে গৈরিক বসন ও জামা প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকে। ঐরূপ রঞ্জিত বস্ত্রাদি তৎকালে পারস্তরাজসমীপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। (Nat. Animal Vol IV. 46) গার্সিয়া বলেন যে, আরবীর বণিকগণ লাক্ষাকে 'লাক্ মুম্বরী' বলিতেন, অধিক সম্ভব, পেগুজাত লাক্ষা প্রথমে হুমাত্রার বাণিজ্যভাণ্ডারে আনীত হইত। উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীর বণিকগণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করিতেন বলিয়া তাহারা উহাকে লক্‌মুম্বরী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে Della Decima (III 365), ১৫১০ খৃঃ (Varthema, 238), ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে Barbosa, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে Correa প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ভারতীয় এবং পেগু, মার্তাবান ও করমণ্ডল উপকূলজাত লাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। গার্সিয়া ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পত্রাদি আঁটিবার জন্ত গালায় বাতি এবং আবুল কক্কল আইন-ই-অকবরীতে গালায় পালিশের কথা লিখিয়াছেন। উক্ত শতাব্দীতে ব্রহ্মকারী লিনস্‌চটেন (Linschoten)

মলবার, বাক্সালা ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাল জেলার বিস্তৃত বনভূমে ও অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ববিভাগের বনরাজিতে প্রচুর লাক্ষা জন্মে। মুজাপুরের গালায় কারখানায় অযোধ্যাভ্যন্তর লাক্ষারই অধিক আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবে সামান্য মাত্রায় গালা উৎপন্ন হয়। সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদের অরণ্যবিভাগে যে গালা জন্মে, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিদ্ধ খেলানাদি নির্মাণ-কার্যে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের পার্শ্বত্যা বনভূমে যে পরিমাণ গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালায় চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহার অধিকাংশই রেলপথে চালিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা হইতে ভাহাজে বোম্বাই হইয়া যুরোপে যায়। মধ্যপ্রদেশে বাহেলিয়া, রাজহোড়, ভিরিজা, কুর্কু, ধামুক, নহিল ও ভোই প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষাত্ত বৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরণ প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, তাহাকে লাক্ষাদণ্ড বা Stick-lac বলা যায়। মহিমুরে এবং ব্রহ্মরাজ্যের শানট্টেট ও উত্তরব্রহ্মবিভাগে প্রচুর লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষাদণ্ড কলিকাতায় আনীত হয়, পরে তথা হইলে চাঁচগালা প্রস্তুত হইয়া যুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশজাত লাক্ষার বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রধান। তবে বাক্সালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে তদপেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণে লাক্ষা দেশান্তরে প্রেরিত হয়। দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে। বাক্সালার বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যাবিভাগে বিস্তর লাক্ষার চাষ আছে। সিংহভূম, পুরুলিয়া ও হাজারিবাগ হইতে প্রতি বৎসর অনেক লাক্ষা কলিকাতায় আমদানী হয়। বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, ঝালিা প্রভৃতি স্থানে বড়গালা এবং মুজাপুরে চাঁচগালায় কারখানা আছে। কলিকাতায় উপকর্মে গাণ্ডেট গালা প্রস্তুতের দুইটা কারখানা দৃষ্ট হয়। অধুনা দুইটাই যুরোপীয় বণিক দ্বারা পরিচালিত।

বাক্সালার বৎসরে দুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম কাষ্ঠিক হইতে পৌষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। সময়ের ভারতমাসানুসারে ইহা কুম্বরী, রঙ্গিণ, বৈশাখী, জলচালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ।

বনে দাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুয়াসা হইলে লাক্ষা-কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বিধি পিপীলিকা মাত্রই ইহাদের

বিশেষ অপকারক। ইহারা বৃক্ষে উঠিয়া লাক্সাকীটের গ্রী-কোটর-(Female cell)গুলির মধ্যে প্রবেশি হয় এবং ক্রমশঃ তরুপরি স্তম্ভ হুমিষ্টরসসম্পন্ন মোমবৎ সাদাহাল খাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই বায়ু ও উত্তাপের প্রভাবভার সহ্য হইয়া যায়। যে বৃক্ষে পিণ্ডা ধরে, সে গাছের গালা আর ক্ষুদ্র হইতে পারে না। এতদ্বিধি Galleria ও Tinea শ্রেণীর আরও দুই প্রকার কীট ইহাদিগের অপকার করে। উহারা কেবল গ্রী-লাক্সাকীটের রঙের অংশ ও শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা লাক্সার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকার এবং উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহা এত অধিক আগ্রহের সহিত পণ্যরূপে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক হাচেট্-বিল্লেবুথ দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পল্লবমণ্ডিত লাক্সার (Stick lac) ৬৮ ভাগ রজন, ১০ ভাগ রঙ, ৬ ভাগ মোম, ৫১০ ভাগ আটাবাৎ পদার্থ, ৩১০ ভাগ মাড় ও ৪ ভাগ ধূলাওঁড়া ইত্যাদি আছে। লাক্সারূপে (Seedlac) ৮৮°৫ রজন, ১২১০ রঙ, ৪৮ মোম ও ২ ভাগ আঠা এবং চাঁচ গালায় (Shell-lac) ৯০ ভাগ রজন, ১০ ভাগ রঙ, ৪ ভাগ মোম এবং ২৮ ভাগ নাইট্রোজেনসম্বন্ধীয় পদার্থ থাকে। উন্ডারডোরবেন্ বলেন, চাঁচগালায় রজন নামক পদার্থ আলকোহল ও ইথারে দ্রবীভূত হয়। আবার ঐ ধূনাৎ পদার্থের কতকংশ আলকোহলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে হয় না। উহা দানা বাধে। উহাতে লাক্সাকীটের বলা (unsaponified fat) এবং ওলিক ও মার্গারিক এসিড আছে। কতক পরিমাণে মোম ও laccine পাওয়া যায়।

গালায় পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমে পল্লবমণ্ডিত লাক্সাগুলিকে জাঁতায় পিষিয়া চূর্ণ করিতে হয়, তদনন্তর বড় কাটিকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পরে সেই লাক্সা খণ্ডগুলি ক্রমশঃ কল-বীজের ছায় ক্ষুদ্রতম করিবার জন্য তিন বা চারিপ্রকার জাঁতায় উপযুক্ত পরিমাণে পিষিত ও চূর্ণ করিয়া ছাঁকনী দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে ছাঁকিতে ছাঁকিতে যখন কেবল গালাচূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটিকুটা ছাঁকনীতে আলাহিদা থাকে, তখন সেই কাটিকুটা ফেলিয়া দিয়া লাক্সারূপগুলি উঠাইয়া ক্রীলোকেরা কুলায় বাঁড়িয়া পরিকার করে। কুলায় পরিকার করিবার সময় আবর্জনামিশ্রিত লাক্সারূপগুলি একবারে রাখিয়া পরিকার লাক্সার দানাগুলি পাতগালা প্রস্তুতের জন্য সরাইয়া রাখে এবং ঐ আবর্জনামিশ্রিত অপরিষ্কার লাক্সারূপ চুড়ীওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে। তাহার উহা

গলাইয়া ভারতীয় রক্ষণপত্রের হস্তাধকার প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুলি লইয়া একটা লম্বমান নলের মধ্যে পুরিয়া জলে কচলান হইয়া থাকে। নলের ভিতর জল থাকার গালায় রঙ ক্রমশঃ জলে মিলিত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করে। ঐ দানাগুলি উত্তরোত্তর জল-আলোড়নে চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ (Colouring matter) একবারে লাক্সা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই রঞ্জিত জল বিতর্জিবার জন্য একটা বড় চৌবাচ্চার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখা হয়। নীল গাজাইবার মত চৌবাচ্চার তলে রঙ সঞ্চিত হইলে একটা ছিদ্রপথে উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্চার বাহির করা হইয়া থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঞ্জিত পদার্থ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া একটা পাত্রে রাখা হয়। ঐ স্থানে উহা শুকাইয়া গাঢ় হইলে তাহাকে রক্ষীর আকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রোড়ে পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের ‘লাক্স-ডাই’ নামক পণ্যরূপ।

উপরোক্ত জলদোত লাক্সাকণাই “Seed-lac” নামে পরিচিত। উহাকে আবৃত পাত্রে বাষ্পোত্তাপে তরল করিয়া লইয়া পাত্রগাত্রস্থ উত্তপ্ত নালীপথ দিয়া রজন মিশ্রিত করা হয়। তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ লাক্সা আরও তরল হইয়া পড়ে। উহা আর পাত্রের গাত্রে কামড়াইয়া ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে থাকিয়া ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে ঐ রজন উপরিয়া যায়।

পূর্বকথিত ভাণ্ডের চারিপার্শ্বে দস্তানিধিত কতকগুলি নল সজ্জিত থাকে। উহার শিরোধেয় ৪৫° কোণ বক্র। উহাদের ভিতর কাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরন্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার তাপ অতি সামান্য, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা জ্বলন্ত হইতে পার না, সুতরাং জমিতেও পারে না, আবার একবারে ঠাণ্ডা হইলে গালা শীঘ্র দৃঢ় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় তাহাতে তরল গালা লাগাইয়া টানিলে সহজেই তাহা ঐ দস্তানুজ্ঞে আটকাইয়া যাইবে। অতএব নিরমিত উত্তপ্তজলে ঐ দস্তান চোকাগুলি পূর্ণ হইলে, একজন ব্যক্তি কলার পেটোতে খানিকটা গলিত গালা লইয়া একটা স্তম্ভের শিরোধেয়ে লাগাইয়া দেয়। গোলাকার ও মধ্য ঐ দস্তানের উপর সমানভাবে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া গালা সরল ও পাতলাভাবে ছড়াইয়া পড়ে, তখন একব্যক্তি আনারস, তাল বা নারিকেলপত্র ছুই হাতে ছুই কোণে ধরিয়া নলের মাথা হইতে সেই তরল গালা টানিয়া বাঁড়াইতে থাকে। গালায় উত্তাপ ও তরলতা কমিয়া বাইতে ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিলে উপরের মোটা অংশটুকু তাদিয়া

কেনিরা দিয়া অবশিষ্ট চাষের জার পাতলা অংশটুকু একটা ঘরের উপর ফুলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ড সাধারণতঃ গ্রী-লোকেরাই ধরিয়া থাকে। তাহারা সেই গালা কাপড়ের জার ফুলাইয়া সেই স্থান হইতে অল্প একটা গৃহে দণ্ডসহ র্যাকের মধ্যে প্রেরিত আকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্থানকে 'Drying shed' বা শুকাইবার ঘর বলে। উহা কতকাংশে তামাক-কুঠার (Drying-houseএর) মত। পর দিন সেই শুক গালায় পাত ভাঙ্গিয়া বাজের মধ্যে পুরিয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

কলিকাতার হাতিবাগানে অধিকাকুমারের গালায় কল প্রসিদ্ধ। যুরোপে তাহার O. C. C. মার্কা গার্ণেট গালায় বখেট আদর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বণিক রেলীভ্রাবার ঐ কল কিনিয়া গলটন সাহেবকে বিক্রয় করেন। উহা এখন উন্টাডিজিতে স্থানা-স্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরউপকণ্ঠিত এজিলো ভ্রাবারের ফলেও গার্ণেট গালা প্রস্তুত হয়। দমদমার নিকটে পিট্রোক-চিনো ভ্রাবারের বড় গালায় একটা কারখানা আছে।

গালায় রঙ চিরপ্রসিদ্ধ। দলতলে আলতামাখা হিন্দুগালায় বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে রেশমী বস্ত্রের মত আলতার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই আলতা চর্মরোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পাকুই বা হাজা হইলে অথবা গায়ে চুলকনা হইলে তাহার মুখে আলতা গুলিয়া গাঢ় রঙ টিপিয়া দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে লাক্ষাদি-তৈলে ইহার ভেষজ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ সর্করাপেকা আদরগীর্ণ। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্বে এই বর্ণের সাহায্যে অপরাপর রঙ প্রস্তুত করা হইত, ইহার রঙ পাকা।

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহনা এবং বাগানাদি অতি চমৎকার খেলনা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুম্মী গালায় প্রস্তুত গালায় হার ঠিক গিনি-সোপানির্জিত হারের জার বোধ হয়। একটা কলকুলপরিপোষিত উজান-বাটিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হইলে সহজেই গালায় দ্বারা সাজান বাইতে পারে। গালায় উপর বেখানে যে রঙ লাগান আবশ্যক, তাহাও ঠিক সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গাঢ় পালিসের জার বন্ধ ও চাক্‌চিক্যশালী হইতে পারে। বাজারায় সোণাশুণী ও কাপলা প্রভৃতি স্থানে গালায় অলকার ও খেলানাদি প্রস্তুত হয়। কলিকাতা সহরেও কোন কোন কারিগর গালায় খেলনা প্রস্তুত করিতেছে। পজাব, সিন্ধ ও পাঞ্চপত্তনে প্রসিদ্ধ গালায় খেলনার কারখানা (Lac-turnery) আছে। কারখানায় প্রস্তুত গালায় দ্রব্যগুলি যুরোপে Lacquerwork নামে

অভিহিত। অপর কাঠের উপর গালা জমািয়া তাহাকে যে কোন কাঠের আকারে পরিণত করা যায়। কলিতে নানা বাধারিতে মৃত্তার গাট বাধিয়া চীনা বাঁশের লাট প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। এইরূপে মুল্লর মুল্লর বাজ, ফুলদালী, টোপারা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। বর্ণালঙ্কারাদিতে গালা ভরিবার প্রচলন আছে।

ভারতীয় লাক্ষাকার হইতে জাপানী লাক্ষাশিল বস্ত্র। তাহারা কাঠের উপর গালায় পরিবর্তে *Rhus Vernicifera* নামক বৃক্ষের আটার পালিস দিয়া থাকে। গালায় পালিস বস্ত্র। আলকোহলে টাট গালা, ধূনাখারানী, লোবান ও কুই-মুতকী বোগ করিলে গালায় পালিস প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ বাজ, আলমারী, দরজা জানালা প্রভৃতিতে ইহা লেপন করিয়া চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

লাকা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্কীপার সমভাবে চলিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁচগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম বিপণ বাড়িয়া উঠে। এই সময় নীলের চান চলিতেছিল, নীলে রঙের উৎকৃষ্ট জমি হওয়ার লাক্ষারঙের পরিবর্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হতাবদ বাড়িয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার দর একবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনে উহা রপ্তানীর তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন যুরোপীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকার আদৌ শুক আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজ্য চলিতেছে। বুটেনরাজ্যে ও আমেরিকার বৃক্ষরাজ্যে প্রস্তুত গালা রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইতালী, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, চীন, ট্রেন্টেলেমেন্ট, স্পেন ও হলও রাজ্যেও বাজালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

সমুদ্রপথে যে ভাঙিত-বার্তাবহ-তার পরিচালিত হইয়াছে, তাহার উপর লাক্ষার আতরণ দেওয়া হয়। কারণ জল ও মৃত্তিকা সংযোগে গালা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার অভ্যন্তরস্থ তারও নষ্ট হইতে পার না।

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষার, রোম, পিত্তরোগ, শোক, বিষদোষ, রক্তদোষ ও বিষমজরনাশক এবং বলকর।

ভাবপ্রকাশ মতে, লাক্ষা বর্কর, শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ, লঘু, কক, পিত্ত, অম, হিকা, কাস, অর, ব্রণ, উরকত, বিলপ, ক্রমি, ও কুট-রোগনাশক। (ভাবপ্র) তৈবজ্যরসারবীজে লিখিত আছে যে, লাক্ষা নুতন গ্রহণ করিতে হইবে এক উহা যেন মৃত্তিকাদি-দোষবর্জিত হয়।

"লাকা চ নুতনা গ্রাহা মৃত্তিকাবিবিধর্জিতা।" (তৈবজ্যরস)



২ শতপত্রী। ৩ সেবতী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষাগুগ্গুলু, আয়ুর্কোদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
লাক্ষা, হাড়োড়া, অর্জুনছাল, অখণ্ডা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক  
এক তোলা এবং গুগ্গুলু ৫ তোলা একত্র মর্দন করিয়া লইবে।  
তদ্ব্যন্থে ইহার প্রলেপ দিলে তদ্ব্যন্থে স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা  
নিবারিত হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের স্থায় দৃঢ় হয়।

কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার চূর্ণের তুল্য পরিমাণ  
গুগ্গুলু মিশাইলে যথেষ্ট হয়।

লাক্ষাতৈল (পুং) লাক্ষাংপাদকরতঃ। পলাশ বৃক্ষ। (শব্দমা°)  
লাক্ষাতৈল (স্ত্রী) লাক্ষাদিভিঃ পকং তৈলং। পকতৈলবিশেষ,  
লাক্ষাদি দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হয়, একত্র ইহাকে লাক্ষাতৈল  
কহে। এই তৈল দ্বিবিধ স্বর ও বৃহৎ। প্রস্তুতপ্রণালী—

স্বরলাক্ষাতৈল—সমপরিমাণ লাক্ষা, হরিত্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা  
তৈল পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া  
নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও জরনাশক। (স্বথবোধ)

২ বালরোগাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ভিল তৈল  
৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। ককার্থ—  
রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুখা, অখণ্ডা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা,  
জলকা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরাশূল, কটুকী ও রেণুক মিলিত  
১ সের, এই সকল কক দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়।  
এই তৈল মর্দনে বালকের জরাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায়।

(ভৈষজ্যরত্নাং বালরোগাধিকা°)

অজবিধ—কুটীত লাক্ষা ৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার  
দোলায়ত্তে পরিশ্রুত করিয়া ১৬ শরাব গ্রহণ করিবে। অথবা  
লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব  
গ্রহণ করিতে চাইবে। পরে ভিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস  
বা কাথ ১৬ শরাব, দধিমস্ত ১৬ শরাব, ককার্থ গুলফা, হরিত্রা,  
মুর্কামূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অখণ্ডা, দেবদারু,  
মুস্তা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ  
হইলে কপূর, শিলাস ও নখী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা  
মিশ্রিত করিতে হইবে। এই তৈল জরাদি রোগনাশক। (রসব°)

লাক্ষাদিতৈল, জররোগে উপকারক তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-  
প্রণালী—মুর্জিত ভিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ২৪ সের;  
ককার্থ—লাহা, হরিত্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল-  
মর্দনে জর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল নামে ইহার আর একপ্রকার তৈল প্রস্তুত  
হইয়া থাকে। প্রণালী—মুর্জিত ভিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার  
কাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ  
১৬ সের।) দধির মাত ১৬ সের। ককার্থ—গুলফা, হরিত্রা, মুর্কী-

মূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অখণ্ডা, দেবদারু, মুখা,  
রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কপূর  
২ তোলা, শিলাস ২ তোলা, ও নখী ২ তোলা এই তৈলে  
মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দনে বিষম-জরাদি নানারোগ  
বিনষ্ট হয়।

লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা  
কুটীয়া নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর এই জল দোলায়দ্ব্যাহায্যে  
পরিশ্রাবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ করা যাইতে পারে,  
উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অথবা ৮ সের  
লাক্ষা ৬৪ সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ কাথ ঔষধ-  
প্রস্তুতকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(ভৈষজ্যরত্নাং জরাদিকা°)

লাক্ষাদিবির্গ (পুং) স্তুপ্রতোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ  
যথা—লাক্ষা, রেবত, কুটজ, অখম্বার, কটফল, হরিত্রা, দারু-  
হরিত্রা, নিম্ব, সপ্তজ্জব, মালতী ও ত্রায়মাণ। (স্তুপ্রত স্তুঃ ৩৮ অ°)  
লাক্ষাত্তৈল, মুখরোগে হিতকর ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-  
প্রণালী—ভিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের,  
খদিরের কাথ ১৬ সের। ককার্থ—লোধ, কটুকল, মঞ্জিষ্ঠা,  
পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১ পল।  
এই তৈলের গণ্ডুষ করিলে, দালন, দস্তচাল, দস্তমোক, কপালিকা,  
শীতাব, মুখদোঁগা, অরুচি ও মুখের বিরসতা নষ্ট হইয়া দস্ত  
সকল স্ফূট হয়।

লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদূরবর্তী একটি  
দ্বীপপুঞ্জ। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° হইতে  
১৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪০' হইতে ৭৪° পূঃ মধ্য। ভারত  
উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল ব্যবধান। ১৪টা দ্বীপ লইয়া  
এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহার ৯টাতে লোকের বাস আছে।  
২টাতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টা কেবলমাত্র সাগর-  
জলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণ-  
কর্ণাডার কলেস্তারের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোম্পনরের  
আলীরাজ্যের শাসনাধীন। উহা মলবার জেলার একটি অংশ  
বলিয়া পরিগণিত।

এখানে একত্র বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব্দ হইতে  
লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মাল-  
দ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযোগে শ্রেণীবদ্ধভাবে গঠিত হইয়াছিল।  
তখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া উহার নাম লাক্ষাদ্বীপ  
রাখে। আবার অনেকে বলেন, প্রবালসমষ্টিযোগে এই দ্বীপের  
উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া লোকে  
ইহাকে লাক্ষাদ্বীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীর বণিকগণ



বহুকাল হইতে লাক্ষার বাণিজ্যের জন্য মলবার উপকূলে যাত্রায়াক  
করিত। তাহার লাক্ষার নাম হইতেই এই দ্বীপের নাম লাক্ষাদ্বীপ  
বলিয়া ঘোষিত করিয়া থাকিবে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্বোসা  
লাক্ষাদ্বীপকে মলনদ্বীপ ও মালদ্বীপকে পলনদ্বীপ শব্দে অভিহিত  
করিয়া গিয়াছেন। তুহফ-উল-মজাহিরীন্ গ্রন্থে ইহা মলবার-  
দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে বর্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

দক্ষিণ কণাড়া বা আমীনদ্বীবি দ্বীপাবলী—	লোকসংখ্যা
আমীন বা আমীনদ্বীবি	২০৬০
চেৎলাং	৫৭৭
কদম	২৪৫
কিলতান	৭২০
বিভ্রা (বসবাস নাই)	—
কোন্নুর দ্বীপাবলী—	
অগতি	১৩৭৫
কবরতি	২১২৯
অজ্রোথ	২৮৮৪
কালপেগি	১২২২
মিনিকোই (মীনকট)	৩১৯১
সুহেলী (বসবাস নাই)	—

মিনিকোই দ্বীপবাসীরা লাক্ষাদ্বীপবাসীর ভ্রায় মলয়ালম  
ভাষায় কথা কয় না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাক্ষাদ্বীপি  
ভাষার অনেকটা পার্থক্য ও মালদ্বীপবাসীর ভাষার সহিত অনেক  
সাদৃশ্য দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা  
হইয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমষ্টির সংযোগে উৎপন্ন।  
সকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০ বা ১৫ ফিট উচ্চ এবং  
চুপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্শ্বেই  
প্রবালজ পর্বতশিখর দৃষ্ট হয়। পূর্বাংশের প্রবাল গিরি  
পশ্চিমের অপেক্ষা কম। পশ্চিম দিকে উহা ৫০০ গজ হইতে  
কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্যন্ত  
বিস্তৃত। ঐ স্থানের স্বল্প-গভীরতা নিবন্ধন জল 'লেগুণের' মত  
স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে করার  
(নারিকেলের ছোবড়া) ভিজান যাইতে পারে। ভাসিয়া  
রাইবার কোন ভয় থাকে না। জ্বারের সময় এই স্থির ভাগ  
জল পূর্ণ থাকে, ভাটা পড়িলে খাতের মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ  
নিকাশ হইয়া যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শুষ্ক দেখায়  
এবং সেই নালী দিয়া দেখায় বড় বড় নোকাগুলি ঢালিত হইয়া  
লেগুণের বন্দরংশে যেখানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই

অংশে সরিয়া আইসে। উক্ত দ্বীপসমূহের পশ্চিম ভাগে যেসকল  
প্রশস্ত প্রবালজ গিরি বিস্তৃত, পূর্বভাগে সেসকল নাই। সে-  
দিকের উচ্চ পর্বতগার একেবারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছে।  
ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা  
পূর্বদিক অনেক পূর্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের  
প্রত্যেকের উপরি ভাগে চুণা পাথর বা প্রবালজস্তর দৃষ্ট হয়।  
উহার উপর কখন জল উঠে না। ঐ সময় হইতে ১৮০ ফুট  
পর্যন্ত মোটা। ইহা খনন করিলে নিম্নে বালুমাটি পাওয়া যায়।  
কোদালে করিয়া ঐ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত  
জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে কুপ, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাदि  
কাটিয়া জল উৎপন্ন হইলে কন্নর ভিজান হইয়া থাকে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। অল্প কোন  
প্রকার সবজি সেসকল উৎপন্ন হয় না। ইন্দুর ব্যতীত অল্প কোন  
চতুষ্পদ পশু নাই। ইহার নারিকেলের পরম শত্রু। কচ্ছপ ও  
মৎস্ত প্রচুর পাওয়া যায়।

প্রায় সার্ব দ্বিশতাব্দ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোন্নুর-রাজ্যের  
শাসনাধীন রহিয়াছে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কোলত্তিরী-রাজ অপ্রসিক্ত  
চিরঞ্জল এখানকার সর্দারকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহার  
অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই  
দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপ-  
বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজার অধীনতাশাস ছিন্ন করিয়া  
মহিমুররাজের বশতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কণাড়া বিভাগ  
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল  
দ্বীপ কোন্নুরের নবাব-জাদীকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই; কেবল  
তাহার রাজস্বের ২২৫০ টাকা ইংরাজরাজ কমাইয়া দেন।  
সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালার দুইটা বিভাগ হইয়াছে।

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজনা  
বাকী পড়ায় উহার রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য স্থাসী নিযুক্ত হয়।  
তদনন্তর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্বের অনাদার ঘটিলে উক্ত  
বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (Collector of Malabar)  
অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ  
ঘটে। ইংরাজ গবর্নেন্ট উক্ত বিভাগে এবং কোন্নুরের আলী  
রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উৎপন্ন করার উদ্দ্যত হইতে  
রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তাহার উভয়েই প্রজাবর্গের  
নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে করার খরিদ করিয়া উপকূলস্থ বাজারে উচ্চ  
মূল্যে বিক্রয় করেন। মূলধনবাদে যাহা লভ্য হয়, তাহাই উভয়ে  
রাজস্ব বাদে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।  
আলীরাজা স্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংরাজ  
গবর্নেন্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পেস্‌কস দিয়া থাকেন।

ইংরাজরা অধীন কর্তৃত্বের অধীন বীপভাগে করায়ের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। ইংরাজ-কর্তৃত্বী চাইল ও লগন টাকার দ্বারা উহার মূল্য পরিমাপ করিয়া নেন। আলীরাজার অধিকৃত ভূভাগে তাহার ঠিক বিপরীত। তখনকার বেশীর সর্কারগণ করায়ের মূল্য লইয়া রাজার লহিত নানা গোলাবোম উৎপাদিত করে। তাহাতে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। মারিকেল, কড়ি, কঙ্কণের বোলা প্রভৃতি দ্রব্যে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

কর্ণাড়ার অধীন বীপসমূহ একজন সম্মানিত ও মুসলকের দ্বারা এবং কোরমুর-বীপসমূহ আলীদিগের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়। কোন বীরবিশ্বাস উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামস্থ অধ্যকের নিকট তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। উপকূলবাসী মণিলা-দিগের দ্বারা তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই-রূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ ধার্মিক প্রধান রাজা চেরমান শেরমলের অমূল্যদানার্থ মলয়াল হইতে দক্ষিণমুখে অভিবাসন করেন। পশ্চিমধ্যে এই বীপে আটকাইয়া জাহাজ ভগ্ন হইলে তাহারা এখানে উঠিত বাধ্য হয়। বাস্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আত্ম-মানিক তিন শত বর্ষ পূর্বে তাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হই-রাছে। তথাপি তাহারা জাতিগত কএকটা চিরন্তন প্রথা বিসর্জন করে নাই। তাহাদের কস্তারাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষেরা বাণিজ্য ব্যাপসে অথবা রাজকর্মের অব্যবহৃত মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বালকেরাও পিতার সঙ্গে বিদেশে আইসে। এই কারণে বীপসমূহে রমণীকুলেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

রমণীগণ নির্ভরে নগরে বিচরণ করিয়া থাকে। নৌকা-চালন ব্যতীত তাহারা ক্রী ও পুরুষের অজুর্দের ব্যবহার কার্য সম্পাদন করে। কেহ মাথার খোঁচা বের না। তাহাদের কথিত ভাষা মলয়ালম্ কিন্তু আরবীর বর্ণমালায় তাহারা লেখা পড়া করে। যিনি কেহি বীপের ভাষা মালবাসী ও মলয়ালম্-মিশ্রিত।

লাকাপ্রাসাদ (পুং) লাকারায় প্রাসাদে বসায়। পটিকা দোহ। (রাজনিং)

লাকাপ্রাসাদিন (পুং) লাকার প্রাসাদবাসীতি প্র-স-প-পি-ত্ব। হস্তলাভ, পর্যায় ক্রমক, পটিকা, পটী। (ভাষ্যে)

লাকারস (পুং) লাকারায় রস। লাকারস বা কাথ। লাহার রস। প্রস্তুত প্রণালী—

শুক্ল-কর্ণেদাতা লাকার বোলাবোম-পরিহিত।

দ্বিতীয় পরিপ্রাণ লাকারসমিক বিহঃ ৪ (পরিপ্রাণে ২ খং)

বে পরিপ্রাণ লাকার তাহার ৩ ভাগ জল দিয়া বোলাবোম দ্বিতীয় পরিপ্রাণ করিয়া লইলে তাহাকে লাকারস কহে।

লাকাবটী (ক্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাকা, জেলা, যমানী, খেত অপরাজিতার ছাল, অর্জুন ফল ও পুশ, বিড়ল, মাকিক ও শুগ্-গুল এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ গৃহে থাকিলে সর্প মুখিকাধি দূরে পলায়ন করে। (রসসম্ভারসং-পাণ্ডুরোপাধিকাং)

লাকাবটুক (পুং) কোশাবটুক, চলিত জলপাই গাছ। ২ পলাশ বটুক। (রাজনিং)

লাক্ষিক (ত্রি) লাকাসবটী। ২ লাকাতাব।

লাক্ষিক (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য।

লাক্ষিক (পুং) ১ লক্ষের গোত্রাপত্য। ২ লক্ষপাণ্ডুলবটীর।

লাক্ষিক (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য।

লাক্ষিক (পুং) ১ লক্ষের গোত্রাপত্য। ২ লাকার সেন-বটীর একজন রাজা। [সেনরাজবংশ দেখ।]

লাক্ষিক (ত্রি) লক্ষ্যবীতে বেদ বা (কৃতৃকথাসিদ্ধান্তে ঠক্। পা ৪।২।৩০) ইতি লক্ষ্য-ঠক্। যিনি লক্ষ্যভ্যাস করেন বা যিনি ভেদ করিতে পারেন।

লাথ, ১ শোষণ। ২ ভূষণ। ৩ সাধারণ্য। ৪ নিবারণ। ভাদি' পরস্মৈ' অক' সেট্। লট্। লাথতি। লিট্। লথাথ। লুট্। জলাথীৎ। লিট্। লাথতি। লুট্। জলাথীৎ।

লাথ (দেশজ) লক্ষ্যের অপভ্রংশ।

লাধুনো (লখনো, লকো), অবাধ্য প্রদেশের কমিশনের অধীন একটা বিভাগ। মুক্তপ্রদেশের হোটেলারের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩' হইতে ২৭°২১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৭' হইতে ৮১°৫৬' পূঃ মধ্যে। লাধুনো, বারাবাধী ও উপাও জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরে হারদেহি ও লীতাপুর জেলা, পূর্বে বরাইচ ও গোঙা জেলা, দক্ষিণে কৈলাবাদ, মুলতানপুর ও মায়বেরলী জেলা এবং পশ্চিমে গজানবী। ভূ-পরিমাপ ৪৫০০০ বর্গ মাইল। এখানে সর্বসমেত ১৬টা নগর ও ৪৬৭৬টা গ্রাম আছে।

লাধুনো, মুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা। তখনকার হোটেলারের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩০' হইতে ২৭°২৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৪' হইতে ৮১°১৫' পূঃ মধ্যে। ভূ-পরিমাপ ২৮০০ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হারদেহি ও লীতাপুর, পূর্বে বারাবাধী, দক্ষিণে মায়বেরলী এবং পশ্চিমে উপাও জেলা। লাধুনো নগর ইহার বিচার-সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই উর্দুর ও শ্রামল শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ রণক্ষেত্রের অতীতস্মৃতি বহন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বীরকীর্তির উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নদীমালার বালুকাময় সৈকতভূমি ভূয় নামে এবং অল্পক্ষর লোণাজমি উষর নামে পরিচিত। গোমতী ও সাইনদী শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্বক এখানে প্রবাহিত আছে। তন্মধ্যে বেহতা, নাগবা, লোনী ও বাঁকা নদীই প্রধান।

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সাহাব-উদ্দীনকর্তৃক বিজিত (১১৯৪ খৃঃ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ অয়চাঁদের রাজত্বকালের পূর্বে লখনৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিভাগে ঔপনিবেশিক রাজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে।

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বে জানবার, পরিহার, ও গৌতমগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জানবার জাতির ইতিহাস ভর ও বহরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কনোজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাদ্জজাতি এদেশে আসিয়া ও কনোজরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লীখরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের জন্ত আসিয়া নানাহানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পাঠান-রাজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজয়ে গৃহদ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া আইসে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটা স্থান অধিকারপূর্বক তথাকার প্রভু হইয়া পড়ে। মোহল, লালাগঞ্জ ও নিঘোহান পরগণার আমেঠীয়া ও গৌতমগণ এইরূপে প্রভুত্বলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখগণ আমেঠী পরগণা হইতে আমেঠীয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাসী জানবারগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

বাঈ ও চৌহানগণ বিজ্ঞানীর অধিকার করে। তদনন্তর বাঈগণ কাকোরী অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ওরস্ নামকস্থানে আসিয়া বাস করে। অতঃপর নিকুন্ত, গাহরবাড়, গৌতম ও জানবারগণ মহিলাবাদ পরগণার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণবার ও চৌহানগণ মহোদ্য আক্রমণ ও অধিকার করিবার পর, জানবারগণ উত্তরের কুর্নী ও দেবা জয় করে। তদনন্তর তাহারা কুর্নী হইতে কল্যাণী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত চূতাগ

অধিকার করিয়াছিল। পরে বাঈগণ তাহাদের নিকট হইতে দেবা অধিকার করিয়া লয়।

ইহার পর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হয়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সৈয়দ মসআউদ্ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমানগণের ভয়প্রার কীর্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যে স্থান দিয়া এই জেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অল্পচরগণ কর্তৃক মহল্লাদি নিশ্চিত হইয়াছিল। মোহনলালগঞ্জের নগ্রাম ও আমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সমলে কিছুদিন বাস করেন। সন্নিধ্ নগরে তাঁহার সদর ছিল। সেনাদল ছাউনী পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথায় আসিয়া বাস করিতে সাহসী হন নাই।

অনন্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২০২ খৃষ্টাব্দে খিলজীপুঙ্গব মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার সাময়িক কোন মুসলমানকীর্তি এখানে নাই। অধিক সম্ভব, তিনি মহিলাবাদের নিকটবর্তী বখ্তিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নগরে একটা পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাঠানগণ কাকোরীর বাদ্জ-রাজা সাখ্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অন্ততঃ উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এখানে মুসলমানের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিকের মধ্যে পরগণার ফসমন্দীরবাসী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। তদনন্তর কিদ্বাড়ার শেখগণ আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। ইহার পর, অজ্ঞাত মুসলমান-সম্রাটর কুর্নী ও দেবার মধ্য দিয়া এখানে আসিয়া নানাহানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রভাব এইরূপ যে, ঐ মুসলমানগণ সন্নিধ্ হইতে এখানে আইসে।

সন্নিধ্ হইতে মুসলমানগণ উপর্যুপরি এই জেলার নানা স্থান আক্রমণ করিয়া ও স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা সালর মসআউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে দেবা নগর আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ লখনৌ অভিমুখে আসিয়া মণ্ডিয়াওন্ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে শাহবেগ হিন্দুগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হন। নিকটবর্তী একটা গ্রামে তাঁহার সমাধিমন্দির বিস্তারিত আছে। উহার চূড়ার উচ্চতানিবন্ধন লোকে উহাকে নৌ-গজাঙ্গীর বলিয়া অভিহিত করে। অনন্তর, এখানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমশঃ দেবাস, কুর্নী ও লখনৌ হইতে কাকোরী পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের গ্রামাদিতে মুসলমানের

উপনিবেশ ঘটে এবং তাহার ক্রমশঃ এক এককীয় অধিকার করিয়া তত্ত্ব বিভাগের স্বাধিকারী করিয়া বৃত্তি হইল।

স্থানীর প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাজপুত ও মুসলমান ঔপনিবেশিকগণের পূর্বে এখানে ভর, অরুণ ও পানী নামক নিয়ন্ত্রণের কএকটি জাতি বাস ছিল। অযোধ্যার সূর্যবংশী রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, ভরমণ এই প্রদেশ লুণ্ঠন করে। এখানকার গ্রহন অল্পেই আধাধিগণ তপস্কার নিরুত থাকিতেন, এইজন্য কোম কোম বন স্থানীর লোকের মিকট পরম পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইত, ঐ সকল ধর্মিগণ যে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা এখন নগররূপে পরিণত হইলেও সেই সেই ধর্মিগণের নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মণ্ডিওরাও—মণ্ডল ধর্মি নামে, বোহন—মোহনগিরি গোবামীর নামে, জগোর জগদেব গোীর নামে এবং দেবা—কেবল ধর্মি নামে খ্যাত হয়। ভর-মহাগণ সেই সকল ধর্মি আশ্রম লুণ্ঠন করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে সই নদীর তীর পর্যন্ত বিকীর্ণ ভূভাগে শাসনও পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহাঙ্গ ক্রিষ্ট নামক পার্শ্বত্যাভিতির দ্বারা তরাই প্রদেশ হইতে এখানে আগমন করে। এখনও তরাইয়ের ভ্রমাবশেষ এখানকার নামা গ্রামে মিলিত রহিয়াছে। কনোজ-রাজবংশ অধঃপতনের পূর্বে তরাইগকে উৎসাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজা জয়চাঁদ অলা, উদন ও বণাধর রাজপুত জাতির সাহায্যে বিজ্ঞানোয়ের নিকটস্থ নাথবল আক্রমণ করেন। তিনি এখানকার পাসীরাঙ্গ বিলুপ্ত করিয়া সর্বাং ও দেবা পর্যন্ত অগ্রসর হন। পানী ও অরুণগ মলিহাবাদ এবং কাকোরী ও বিজ্ঞানোয়ের দক্ষিণে সহতীরবর্তী সালসী পাহাড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই পূর্বে ভরজাতির অধিকার ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

পানী ও অরুণগ এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহার হুর্দ্ব ও মতপ। অজ্ঞাত অধিবাসীকে মতপামে ভুলাইয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত। ভরজাতির সম্বন্ধেও পূর্বেপর ঐক্য একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ১১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা তিলকচাঁদ হইতেই এখানে ভররাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বরাইচ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিল্লীপতিকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ২ জন রাজা দিল্লী হইতে অযোধ্যার পর্বতপ্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই কেশর রাজা পৌলিন চাঁদের মহিষী জীমাদেবী রাজ্যশাসন করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃত্য সময়ে স্বীয় সম্পত্তি আপন ধর্মগুরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া দান। উক্ত হরগোবিন্দ বংশ ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন।

লাখনৌ নগর ও সেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী এখানকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রবি, খারিক ও হৈমন্তিকাধি নানা শত এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকাপথে এখানকার বাণিজ্য বৃদ্ধি চলে না। অধিকাংশই রেলপথে ও পাকা রাস্তার গোশকটে পরিচালিত হইতেছে। মীতাপুর, কৈজাবাদ ও কাশপুর যাত্রাভ্যন্তর জন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, উহা প্রায় ৫ শত মাইল লম্বা, এতদ্বির কুসী, দেবা, মুলতানপুর, গোসাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়া মুলতানপুর; মোহন-লালগঞ্জ হইয়া রায়বেরী; সই নদীর তীর সেতু পার হইয়া মোহন ও উগাও জেলার রমলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হারদোই জেলার শাওলা নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল রাস্তা ধরিয়া লাখনৌ নগরে আসা যায়। এতদ্বির কএকটা রাস্তা এখন হইতে অজ্ঞাত জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে মহোনা হইতে কুসী ও দেবা অতিক্রম করিয়া বারাবাকী পর্যন্ত, গোসাইগঞ্জ ও মোহনলালগঞ্জ হইয়া কাশপুরের রাজবর্জ পর্যন্ত বনি সেতু হইতে মোহন ও ওরু পর্যন্ত, সই নদীর পাকা পুল পার হইয়া মোহন-ওরুসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্যন্ত এবং লাখনৌ হইতে বিজ্ঞানোয় পর্যন্ত কয়টা রাস্তা প্রধান। জেলার উপরোক্ত কয়টা রাস্তাই উত্তমরূপে বাধান। বর্ষাকালে পথ ধারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা সেতু নির্মিত আছে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্তৃত। ইহার তিনটা শাখা পূর্ব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্বে গিয়াছে। একটি লাখনৌ হইতে বারাবাকী ও ধর্মরা-তীরবর্তী বহরামঘাট পর্যন্ত গিয়া কৈজাবাদ হইতে বারাগনী পর্যন্ত আসিয়াছে। অপর একটি লাখনৌ হইতে কাশপুর এবং শেষোক্তটা কাকোরী ও মলিহাবাদ নগর হইয়া হারদোই নগর অতিক্রমপূর্বক শাহ-জাহানপুর, বেরলী ও মোরাদাবাদ পর্যন্ত গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যের লাখনৌ নগরই সর্বশেষ প্রসিদ্ধ। অপরাপর নগরে সামান্য বাণিজ্যকাণ্ড পরিচালিত হইয়া থাকে।

লাখনৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, বিজ্ঞানোয়, চিমহাট, আমানীগঞ্জ, ইতোজ ও গোসাইগঞ্জ নগরে জিউনিশিপালিটা স্থাপিত হওয়ার নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

১৭৬২, ১৭৮৫-৮৬, ১৮০৭, ১৮৩১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬২, ১৮৭৩, ১৮৭৭-৭৮ প্রকৃতি বৎসরে এখানে জলাভাবে হস্তিন দেখা দেয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। অক্ষাঃ ২৬°-৩০' হইতে ২৭°-১৫' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮০°-৪২' হইতে ৮৩°-১০' পূঃ মধ্যে। লাখনৌ, বিজ্ঞানোয় ও কাকোরী নগরসমূহ উক্ত অঞ্চলস্থ।

৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটি পরগণা লাধুনো সহরের চতুর্দিক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ-মাইল। লাধুনো নগর বাতীত এই পরগণার মধ্যে উজারিয়াওন, জগুগম, চিন্‌হাট, মহাবল্লিপুরওথাবাড় নামে পাঁচটা নগর আছে। লাধুনো[লাধুনো] (নগর), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। গোমতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫১'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪'১০" পূঃ। কলিকাতা হইতে এই নগর ৬১০ মাইল এবং বারাণসী হইতে ১৯৯ মাইল দূরবর্তী। নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্বসমেত প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৩ ফিট উচ্চ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ। সৌধমালা ও বিপণিসৌন্দর্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা মনোরম; কেবল কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহর ইহার স্থাপত্য বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে। মুসলমান-রাজ-ত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরি-গণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এখানে

তথ্যবিভাগীয় বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখানে সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা যথেষ্টই বিস্তারিত আছে। সঙ্গীতবিভাগ, ব্যাকরণ-নিকাসমিতি ও ইসলামধর্মের আলোচনার জন্য কএকটা সাম্প্রদায়িক বিভাগের অত্যাধি স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

গোমতী নদীর উত্তর তীরভূমি নানা সৌধমালার পরিবৃত্ত হওয়ায় নগরের সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম হইয়াছে। নগরসীমা অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দৃশ্যপী উদ্যানবাটিকাসমূহ স্থানীয় সৌন্দর্য্যের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। নগরের পারাপার হইবার জন্য উত্তরতীরস্পর্শী চারিটা সেতু গোমতীবক্ষে ভাসমান আছে। উহার দুইটা স্থানীয় মুসলমান রাজগণের যত্নে এবং ১৮৫৬ খ্রষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের উদ্যোগে অপর দুইটা সেতু নির্মিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে নবনির্মিত সেতু অতিক্রম করিলে আর জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রাসিত মর্ম্মরসন্নিভ সুরমা হর্ম্মমালা দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন ক্রমশঃই ফলফুলভারাবনত শ্রামল-বৃক্ষরাজি সমাহৃত উদ্যান-বাটিকাই সাধারণের মনোরঞ্জন হইয়া উঠে। এইরূপ কতকদূর নদীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আসফুদ্দৌলার প্রাচীন



লাধুনো সেতু

প্রস্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উহারই বামভাগে মন্দিরবন ভূর্গের স্মরণ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লক্ষণ-টীলা নামক প্রাচীন নগরভাগ। ইহারই পার্শ্বদেশে নানা অট্টালিকা-পরিশোভিত আসফুদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ইমামবাড়া। এখানে হইতে কিছুদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মসজিদ উচ্চতড়া তুলিয়া যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে। ইহারই সন্নিকটে নদীর তীরে রেসিডেন্সী ভবনের তথ্যপ্রাচীর। তথাকার স্থতিকূপ (Memorial Cross) আজিও দশকের কয়েক ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দের বিপ্লববিদ্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয়

দিতেছে। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের সমুখভাগে নদীসৈকতোপরি স্থাপিত ছত্রমঞ্জিল নামক বিখ্যাত প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদো-পরিদৃষ্ট স্বর্ণময় ছত্র দৃশ্যালোকে প্রভাবিত হইয়া দূরদূরান্তীকেও প্রাসাদদুড়ার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দূরে বামদিকে দুইটা মসজিদ। উহারই সম্মুখ দিয়া কৈসরবাগ নামক প্রাসাদ। এখানে অযোধ্যারাজত্বের সিংহাসনচ্যুত বংশ-ধরগণ বাস করিতেন।

যোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়েও অযোধ্যার উজ্জয়বংশের প্রাধান্যসময়ে, লক্ষী রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত

মুসলমান রাজবংশ যথাক্রমে রোহিলখণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পূর্বে সন্ন্যাস খাঁর বংশধরগণ এই নগরে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহার পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও কার্ঘ্যগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। মজ্জিভবন দুর্গের আকারমধ্যস্থ লক্ষণগাটী নামক উচ্চভূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন। প্রবাদ, এই স্থানে অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ব্রাত্ম লক্ষণ শেখনাগের পবিত্রতীরের নিকটে স্থানান্তরে লক্ষণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রতীরের উপর মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব একটি মসজিদ স্থাপন করেন, কিন্তু লক্ষণপুরের পবিত্র স্থিতি আজিও লক্ষ্যবাসীর হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই।

শেখ বা লখনৌর শেখজাদা নামে প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজবংশই প্রথমে অযোধ্যা জয় করিয়া এখানে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তদনন্তর রামনগরের পাঠানগণ গোলন্দাজী পর্যন্ত মুসলমান শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্বেই শেখদিগের অধিকারসীমা। তাহারাই ধ্বংসপ্রায় মজ্জিভবন দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে ঐ দুর্গের চতুর্দিশ জনসমাগম হইতে থাকে। মোগলসম্রাট অকবরশাহের রাজত্বসময়ে উহাই লখনৌ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা টোডরমল্লের জরিপ-বিবরণীতে গোমতী-তীরবর্তী সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এখানে মুসলমান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দির ছিল, লোকে তাহার পূজার জন্য এখানে আসিয়া ভজনাদি করিত। তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, সম্রাট অকবরশাহ তাঁহাদের ভূমিবিধান জন্য লক্ষ টাকা দিয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল। তাহার পূর্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি ছিল না। তাহার উদ্বোধনে ও পরে সন্ন্যাসখাঁ ও আসফ-উদ্দৌলার অধ্যবসায়ে এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগরভাগ যেখানে বর্তমান চক ও চকের সংলগ্ন নগরের দক্ষিণাংশ সম্রাট অকবর শাহ বিশেষ যত্নে নির্মাণ করান। তন্নিমিত্ত তিনি অজ্ঞাত স্থানের অঙ্গ-সৌষ্টব সম্পাদনার্থ বিশেষ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র শীর্জা সেলিম শাহ (জাহাঙ্গীর) বর্তমান দুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে 'মীর্জামতি' স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর অযোধ্যা-রাজবংশের পূর্বে আর কোন মোগলসম্রাটই প্রাসাদাদি স্থাপন দ্বারা এই নগরের উৎকর্ষ-সাধন করেন নাই।

নৈশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ পারসিক বণিক সন্ন্যাস খাঁ বাণিজ্য-ব্যাপসে ভারতে উপনীত হইয়া বৃদ্ধ ব্যবসারে স্বীয় সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাটের অজ্ঞাতে

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং লখনৌ নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যার এই স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার উজীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

সন্ন্যাসের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবান্বিত হইয়া লখনৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্পন্ন নানা অট্টালিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সুবাদার সন্ন্যাস খাঁ মজ্জিভবনের পশ্চাভাগে একটি সামান্য অট্টালিকায় বাস করিতেন। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অস্ত্রাগার (ordnance stores) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজ-গণের নিশ্চিত দুইটা সুপ্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়, সন্ন্যাস খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া উহার একটি ভাঙা লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্দিষ্ট ভাড়া দিতেন, কিন্তু তাহার বংশধরগণ আর অধিকারীদিগকে ঐ অট্টালিকার কোনরূপ থাকানা দেন নাই। সফদর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলার ঐ অট্টালিকার একখানি বন্দোবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার তাহা কার্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে নবাব আসফ-উদ্দৌলার ঐ অট্টালিকা রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সন্ন্যাস খাঁ প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন সেখগণ উপর্যুপরি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে কাতর হন নাই, অবশেষে তাহার সেই বীরবরের বলবীৰ্য্য দেখিয়া নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে সন্ন্যাস খাঁর শত্রুকুল নির্মূল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটি স্বাধীন জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। বৃদ্ধবয়সেও তাহার বলবীৰ্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাহার যুদ্ধকৌশলে পূরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর ভগবন্ত লিংহ বাঁচি তাহার সহিত বন্ধুত্ব নিহত হন। তাহার অধীনস্থ সেনাদল ও অধ্যক্ষের শিক্ষাগুণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সফদরজঙ্গ (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাইসবাড়ার হৃদয় বাজাজাতিকে ভীত রাখিবার জন্য নগরের ও মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ দুর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষণপুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়া মজ্জিভবন নাম দেন। ঐ দুর্গ বাটিকার চূড়াদেশে একটি মৎস্ত স্থাপিত থাকায় উহা মজ্জিভবন বা মটীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরগাত্রাবাহী নদীবক্ষে দুইটা সেতুনির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, পরে আসফ-উদ্দৌলার যত্নে তাহার নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল।



কায়দা তৎপূজা সূজা উকোলা (১৭৫৩ খৃঃ) বজার হুকের পর, কৈলাবাদেই বাস করিতেন। তিনি লাখনৌ নগরে না থাকার নগরের কোনরূপ সৌষ্ঠব সাধিত হয় নাই।

অযোধ্যায় এই নবাববংশের প্রথম দিনজন রাজাই বেঙ্গা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও রোহিলা এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার তাঁহার রাজ্যশাসন ব্যতীত রাজ্যের স্থাপত্যশিল্পের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী দুর্গমালা, কূপসমূহ ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণে তাঁহারের চিত্ত আকৃষ্ট ছিল।

চতুর্থ নবাব আসক্ উকোলা হইতে লাখনৌর রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তিত হইল। তিনি ইংরাজরাজের বন্ধু লইয়া সুখী হইলেন। ইংরাজ-সেনার সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া বারানসী পর্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিয়া তিনি মনে মনে স্বীয় শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন এবং বিশেষ উদ্ভমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও মসজিদ এবং লাখনৌ সহরের গৌরবকীৰ্ত্তি ও স্থাপত্য-বিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া নামক প্রাসাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দিল্লী ও আগ্রার ইমামবাড়ার ভার খাঁতি মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও ‘রুমিদরবাগা’ নামক মসজিদের সংলগ্ন থাকার সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার গঠন সাধাসিধা ও গাভীর্ঘ-পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌন্দর্য আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে অসহায়ক্রান্ত প্রজাবর্গকে পারিশ্রমিক বিয়া তথিবিমরে এই ইমামবাড়া নির্মিত হইরাছিল। প্রবাদ, অনেক মাজগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া-নির্মাণকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারের পারিশ্রমিক গভীর রাত্রে প্রদান করা হইত, কারণ দিবাগণে একত্র বেতন লইতে আসিলে অপরের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ অট্টালিকার একটা প্রকোষ্ঠ ১৩৭ ফিট x ৫২ ফিট লম্বা, উহাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই গৃহের বেগুনালে চক্ৰিকাশালী ও প্রাক্ষালক্ষ্য বে সকল চাক্ষুশি চিত্রিত হইরাছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিত্রনাট্য বহিরাতে, মুদ্রাব্য স্থান-এই বা অগতঃ হইয়া সাদ্যরূপের নৃপী বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা স্থান মুসলমান মধ্যে থাকার ইংরাজরাজ এক্ষণে তাহাতে প্রকৃষ্ট রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসক্ উকোলা বিদ্য এই যে,

অট্টালিকার কাঠের কোনরূপ শিল্পোদ্ভিত হয় নাই। কাওসন সাহেব ইহার খিলানাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ইমামবাড়া ব্যতীত রুমিদরবাগাও আসক্ উকোলার একটা প্রধান কীর্ত্তি। তৎপরে হুগের পশ্চিমস্থ নদীতীরবর্তী দৌলৎ-খানা নামক প্রাসাদ। উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেন্সীতে পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্তী এই গৃহস্থ অট্টালিকা লাখনৌর একটা গৌরব। নবাব সন্ন্যাস আলী করহুৎবর নামক সন্ন্যাস প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানান্তরিত করিলে, এই অট্টালিকায় ইংরাজ রেসিডেন্টের বাসভবন নির্মিত হয়। নগরের বহির্ভাগে ও নদীর অপারপারে নবাব আসক্ উকোলা-প্রতিষ্ঠিত বিবিরাপুর নামক প্রাসাদ। নবাব বাহাদুর মুগহার বহির্ভূত হইলে প্রথমে এই গ্রাম-ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। এতদ্বিত্য নগরের অপরাপর স্থানেও এই নবাবের উৎসাহে নির্মিত আরও অনেক অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সেগুলির গঠনপরিপাটা ও দৃশ্য-গাভীর্ঘ লাখনৌ নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে সেনাপতি রুড্ মার্টিন Martiniere নামক ফ্রান্সিছ বিভাগর স্থাপন করেন। উক্ত গৃহস্থ উদ্যানবাটিক সম্পূর্ণরূপে ইতালিয়ান শিল্পে বিনির্মিত হইরাছিল। পাছে মুসলমানরাজ ঐ অট্টালিকা হস্তগত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহার মধ্যে স্থাপত্যের অস্থি সমাহিত করা হয়, কিন্তু লিপাহীবিজ্রোহের সময় মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্থিগুলি বাহিরে ছড়াইয়া ফেলে।

আসক্ উকোলার রাজত্বকালে লাখনৌ-রাজত্বের স্বাক্ষর-জমকের শীর্ষসীমায় উন্নীত হইরাছিল, এই সময়ে রাজাসীমার বৃদ্ধি সহকারে রাজত্বেরও খেতে বৃদ্ধি ঘটাইয়াছিল, নবাব আসক্ উকোলা স্বীয় বহাভক্তা ও জাকজমকের বশবর্তী হইয়া রাজকোষে সঞ্চিত সেই প্রচুর রাজস্ব প্রোচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ-সংগ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, যুরোপে বা ভারতবর্ষে আসক্ উকোলার গৌরবময় কীর্ত্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতাদিক অর্থব্যয়ে বহুতো স্থাপত্যগৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে সাধারণ লোকের বহির্ভূত করিয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা সিরাজ বাহাতে হতী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাঁহার ভার ঐশ্বর্য্যমান না হইতে পারেন, তথিবিমরে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র উজীর আলী খাঁ ( যিনি কিং জেরির হত্যাপরোধে তুর্কার দ্বর্গে বন্দী থাকিয়া অবশীলা সম্ভরণ করেন ) লিখিয়া লম্বা-রোহে তিনি করমাতীসিঁপের সঙ্গে ১২শত হতী পাঠাইয়াছিলেন।



তাহার যুবক পুত্রের গাত্রে তৎকালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার হীরা-জহরতের অলঙ্কার শোভিত হইয়াছিল।

তাহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি বেতারতীর প্রজার রক্ত-শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা Tennant এর বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখনৌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—  
“I never witnessed so many varied forms of wretchedness, filth and vice.” অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপকলঙ্ক-কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কোথাপি দেখি নাই। তৎকালে খোজামিঞা আলমাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ্ উদৌলার অধিকৃত সমগ্র অবোধ্যারাজ্য শ্বশানভূমে পরিণত হইয়াছিল।

আসফ্ উদৌলার পুত্র সয়াদ আলী খাঁ (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজরাজের আত্মগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-সেনার আশ্রয়স্থান নির্ব্বিঘ্নে নিযুক্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যভ্রমের ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সয়াদ পূর্বপুরুষদিগের স্থায় বলবীর্ঘ্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টসাধন না করিয়া ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকে স্বীয় সম্পত্তির অর্ধেকাংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়া আত্মভূষণের পথে অগ্রসর হইলেন। মসজিদ, কূপ, দুর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা রাজ্যের শ্রীযুক্তি সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্য উপযুগপরি কএকটা প্রাসাদ নির্মাণ করান, ঐ প্রাসাদগুলি উত্তরোত্তর নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। তৎপরবর্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও এরূপ প্রাসাদ-নির্মাণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অট্টালিকার অধিকাংশ স্থলেই যুরোপীয় স্থপিতা-শিল্পের অঙ্কুরণ দৃষ্ট হয়।

যে সয়াদ আলী ও তাহার বংশধরগণ সামান্য একটা বাস-ভবনে থাকিয়া এই সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন; ইমামবাড়া, চক্ ও বাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় বে আসফ্ উদৌলার একটা মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই বংশে সয়াদ আলী বহুসংখ্যক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই বংশে নবীর উদ্দীন হাইদার অপরিমিত অর্থব্যয়ে রাজপরিবার ও রাজমহিলাগণের জন্য কএকটা অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহার বিবাহিত-পত্নীগণ প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা ছত্রমঞ্জিল নামে খ্যাত। কৈসর-পদ্ম ও অন্তান্ত আলরে তাহার রক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন-প্রাঙ্গণে তাহার কোকুহল উদ্দীপনার্থ বস্ত্র পশুসমূহ রক্ষিত হইয়াছিল। নবাব স্বয়ং ফরহৎখান, হজুর বাগ, বিবিদাপুর ও অন্তান্ত প্রাসাদে বাস করিতেন। ওরাজি আলী শাহ ৩৬ জন রমণীকে পত্নীভবে বরণ না করিয়া আশ্রিতরূপে স্বীয় বেগম

মহলে রক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল।

সয়াদ আলী খাঁ ফরহৎখান নামক প্রমোদভবন নির্মাণ করাইয়া রাজপ্রাসাদ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার) পূর্বাংশ হইতে দিলখুস পর্যন্ত নগরবহিঃপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গুলি বর্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে অবস্থিত। উহা দ্বারা নদীকূল, নগর ও তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্য্য যিগুণ পরিবর্ধিত হইয়াছিল। তৎপরে ওরাজি আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নন্দনকাননে দেবপুরী সন্মুখ নানা শিল্পপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তাহাই স্বীয় বাসভবনরূপে পরিণত করেন। তিনি পূর্বোক্ত জেনারেল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রাসাদের নদীতীরবর্তী কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বহু অর্থব্যয়ে সেই সুরম্য হস্ত্যায় সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলষিত প্রাসাদে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, অর্থাৎ যেখানে স্থবিধৃত নানা শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা লালবার দ্বারী বা কসব্ উব্ স্থলতান নামে পরিচিত। ওরাজিদের রাজত্বকালে লখনৌ নগরী চিত্র-বৈচিত্র্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে এই মুসলমান-রাজবংশ ইংরাজরাজের আত্মগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময় হইতে লখনৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকিবার ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের রাজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেন্ট আসিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাহার রাজশক্তির প্রাধান্ত-জ্ঞাপনার্থ তাহাকে রাজনজর দিতেন।

সয়াদ আলী খাঁর পুত্র গাজি উদ্দীন হাইদার ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অবোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্রকৃত রাজনায়কের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অনু-ষ্ঠিত মোতিমহল গম্বুজের চতুর্পার্শ্বে মোতিমহল প্রাসাদ নির্মাণ করান। নবীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উত্তর তীরবর্তী মুরারক মঞ্জিল ও শাহ মঞ্জিল নামক প্রাসাদ তাহার আগ্রহে সংস্কৃত হইয়াছিল। এই শেবোক্ত প্রাসাদে তিনি রোমক-সম্রাটগণের স্থায় চরিত্র বস্ত্র পশুদিগের রণকৌতুক সম্বর্ধন করিতেন। লখনৌ-রাজ-বংশের অবসান পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে ভরাবহ পাশব বৃদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্বিধ গাজি উদ্দীন হাইদার টানি-বাজার, সুপ্রসিদ্ধ ‘ছত্রমঞ্জিল কলান’ ও তৎপশ্চাতে ‘ছত্রমঞ্জিল খুঁদ’ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাহার সমাধির জন্য তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ্ নামে

একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বালাবহার তিনি ঐখানে বাস করিডেন, তাহার উপর তাঁহার পিতা ও মাতার জন্ত দুইটা সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের সুবিধা তিনি একটা খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নিদর্শন নগরের পূর্ব ও দক্ষিণে রহিয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ তিনি উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কহ্ম-রহুল অর্থাৎ মহম্মদের পদচিহ্নস্থাপিত কৃত্রিম স্তূপোপরি একটা স্তূপে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে একজন মুসলমান ঐ পদচিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উক্ত ভূমে স্থাপন করিয়া উহাকে একটা মুসলমান তীর্থরূপে ঘোষিত করিয়া যান। গাজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঐ প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা আর কদম্বরহুল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গাজি উদ্দীনের পুত্র নাসির উদ্দীন হাইদার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'তারাবালী কেঠা' নামক একটা বেধালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্বিদ কর্ণেল উইলকিন্স তাঁহার কর্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত বেধালয়ের যন্ত্রাদির পরিদর্শন করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উইলকিন্সের মৃত্যুর পর, ওয়াজিদ আলীশাহ এই বেধালয় বন্ধ করিয়া দেন, সিপাহীবিদ্রোহের বোর-বিস্ফেবে বিদ্রোহীদিগের উপজবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্রোহিদলের নেতা ও পরামর্শদাতা ফৈজাবাদবাসী মোলবী আব্দুল উল্লাহসহ সেই সময়ে এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহদানার্থে ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় সময় এক একটা সভার অনুষ্ঠান করিতেন।

নাসির উদ্দীন হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইরাদৎ নগরে একটা মহতী 'কারবালা' নির্মাণ করাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে।

নাসির উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রতাত মহম্মদ আলীশাহ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া খীর কর্তৃত্বত্ব হসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লাখনৌ চূর্ণের প্রসিদ্ধ রুমী দরবাখা ছাড়া গোমতী-তীরবর্তী প্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে আসা যায়। এই স্থানে স্রাত্তার একটু পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দেখিলে দক্ষিণদিকে আসক্ উম্মোলার ইমামবাড়া ও রুমীদরবাখা এবং ক্রমভাগে হসেনাবাদের ইমামবাড়া ও কুম্মা মসজিদ দৃষ্টগোচর হয়। এই কয়টা অট্টালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাপত্য-

বিৎ যুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, স্থাপত্যশিল্পের একশ অঙ্কাত্তর নিদর্শন অগণ্যে অতি বিরল।

রাজা মহম্মদ আলীশাহ খীর ইমামবাড়ার আশিবার জন্ত ছত্রমঞ্জিল হইতে চূর্ণমধ্য দিয়া ইমামবাড়া পর্যন্ত একটা প্রশস্ত পথ বাহির করিয়া দেন। এই পথের ধারে তাঁহার যত্নে একটা দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর কুম্মামসজিদের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিনির্মিত ইমামবাড়ার পার্শ্বে একটা মসজিদের পত্তন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার, তাহার নির্মাণকাৰ্য্য সমাধা হয় নাই। তদবধি উহা অর্ধপ্রাণিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। তিনি "সাতখণ্ড" নামে আর একটা চূর্ণস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উহার চারিখণ্ড নির্মিত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাও ঐরূপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তদনন্তর লাখনৌর চতুর্থ রাজা আমজাদ আলীশাহ (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) কাণপুর পর্যন্ত পাকারাতা, হজরৎ গজের খীর সমাধিমন্দির ও গোমতীর দৌহসেতু নির্মাণ করান। রাজা গাজি উদ্দীন হাইদার এই সেতু ইংলও হইতে আনয়ন করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌছিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র নাসির উদ্দীন রেসিডেন্সীর সমুখে উহা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে বস্ত্র নির্মাণ সহজসাধ্য না হওয়ার সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে আমজাদ আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ আলীশাহ ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাখনৌসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত কৈলসবাগ নামক প্রমোদোদ্ভান নগর মধ্যে সর্বত্রই ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জিত রুচিনিবন্ধন উহার নির্মিতা বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসাসভাজন হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহার কাঁচারস্তম্ভ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্মাণকাৰ্য্য সমাধা হয়। উহাতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বেধালয়ের সমুখস্থ উত্তরপূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক প্রথমে জিলোখানা নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। এই প্রাসাদ হইতে রাজকীর বাত্রোৎসব সাধিত হইত। এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটা আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম করিলে চীনবাগে আসা যায়। এখানে চীনে কাচের পাত্রাদিতে উদ্ভানভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে নদীকূর্তি রমণীমূর্তিপরিশোভিত একটা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎ-বাগে উপনীত হওয়া যায়। ঐ নগর প্রতিষ্ঠিতসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীর অমার্জিত যুরোপীয় রুচিপ্ৰসূত।

লাখৌবানী, বারদারী এবং থান মুকাম দ্বা বাদশাহ মজিল। এই বারদারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। বাদশাহমজিল নরায়ণ মুখাপী থান প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিহ আলী শাহ তাহা আপনায় নবপ্রাসাদটির অর্ন্তভুক্ত করিয়া লন। উহার বাসভাগে আর কতকগুলি অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজকোষ-কার আজিম উল্লা খাঁর টাইলবন্দী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য। ইহার ওয়াজিহ আলী ও লক্ষ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এই অট্টালিকার প্রধানদেয়ণ ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাহার একজন বেগম বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে দরবারের অঙ্কঠান করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্ব আভাষলে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার পার্শ্ব রাজার ধারে মর্ঘরপ্রস্তরে বাধান একটা কুক-তলে মেলার দিন নবাব ককিরের দ্বার হরিদ্রারঞ্জিত পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেন।

পূর্বদিকের লাখৌবার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। উহা অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের প্রকৃত উদ্যান-প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজাস্ত্র-পুর-কামিনীগণের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর তাজ মাসে একটা মেলা হয়, তাহাতে লাখনৌবানী সকলেই সমবেত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রস্তরনির্মিত বারদারী, উহা এক্ষণে রক্তমণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পশ্চিমের লাখৌবার অতিক্রম করিলে “কৈসর-পলক” নামক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা নাসির উদ্দীন হাইদারের মন্ত্রী রৌশন উদ্দৌলা কর্তৃক বিনির্মিত হইয়াছিল। উহার উপরিভাগ অর্দ্ধগোলাকার স্বর্ণ-ময় আবরণে আচ্ছাদিত। নবাব ওয়াজিহ আলীশাহ উহা হস্তগত করিয়া খীর প্রিয়তমা মহিষী মল্ল-উব-মুলতানাকে বাসার্থ দান করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটা জিলোখানা অতিক্রম করিলে পুনরায় রাজপথে সমুপস্থিত হওয়া যায়।

লাখনৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার স্থাপত্যশিল্পের গৌরবজাপক আর কোনরূপ অট্টালিকাই নির্মিত হয় নাই। কএকটা হাতডা চিকিৎসালয়, বিভাগল ও রাজকাৰ্য্যালয় মাত্র নির্মিত হইয়াছিল। বলরামপুরের মহারাজ সন্ন্যাসিনীসিংহ কে সি এন্ড আই রেসিডেন্সীর পার্শ্বে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরোক্ত ইমামবাড়ার, হজরতজিল, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার রাজকম্পদরগণের অস্তিত্ব প্রাসাদ ব্যতীত এখানে সন্ধ্যা আলী থা, সুন্দরবানি, মল্লব আলী শাহ ও পাঞ্জি উদ্দীন হাইদারের সমাধিস্থির স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠী বলা যায়। এতদ্বিধা অনেকগুলি উদ্যানবাটিকা, হাওড়াগাছ, সেতুনি,

মসজিদ ও খনাচা নগরবাসীবিগের বাসভবনও স্থাপত্যশিল্পে পরিপূর্ণ। খুটীর ১৮শ শতাব্দের স্থাপত্যকৃতি ইংলও হইতে দূরীকৃত হইলে ভারতে অনিন্দা প্রবেশ লাভ করে এবং তাহারই কবচ প্রতিভূতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুসলমান-রাজগণের পলাতনের পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রেরিতবাহুসঙ্কিত্ত্ব জাতসন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন;—  
“No caricatures are so ludicrous or so bad as those in which Italian detail are introduced.”

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজরাজ অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লাখনৌর রাজা ওয়াজিহ আলী শাহকে কলিকাতার আনিয়া গঙ্গাতীরবর্তী মুচীখোলা নামক স্থানে নগরবান্দরূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই খুটীর ১৯শ শতাব্দের শেষ ভাগে লাখনৌর শেষ নবাবের প্রাগব্যায় বহির্গত হয়।

সিপাহীবিদ্রোহ।

মিরাত নগরে সিপাহীবিদ্রোহবলি প্রজ্জলিত হইবার মাসদ্বয় পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ সম্মেলনী লরেন্স নবাধিকৃত অযোধ্যা প্রদেশের চিক্ কমিশনার নিযুক্ত হন। সেই সময়ে লাখনৌ জুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল মুরোপীয় কামানবাহী সৈন্ত, ৭১ সংখ্যক দেশীয় অঝারোহী সেনাদল এবং ১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাদল এবং নগর সন্নিকটে ছইদল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক পুলিশ সেনা, ছইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট কথায় তৎকালে তথায় ৭৫০ জন ইংরাজ ও প্রায় ৭০০০ ভারতীয় সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের আরম্ভেই দেশীয় সিপাহীবিগের মধ্যে বিষেবভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে জাতিনাশের অপরাধের অভিযোগে স্বরূপ সিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক দলের সার্জনের গৃহ জালাইয়া দেন। সম্মেলনী লরেন্স উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেসিডেন্সী জরাজীর্ণ করিবার ও খাড়াবি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ৭১ সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বলা মিশ্রিত আনিয়া কাট্ট্ কাটিতে অস্বীকার করিল। তথ্যপি নানা প্রয়োজনার তাহাবিলকে পুনরায় লাইনে আনিয়া স্বীকৃত হইয়া আকাশপালে বায় করা হইল। ৩রা মে তারিখে হেনরি লরেন্স বিদ্রোহী সেনাদলকে অঙ্কুত করিতে সক্ষম করিয়া অস্তিরে অস্ত্রপর কাটিয়া লইতে আরম্ভ প্রচার করিলেন। তৎকালেই সেই আদেশসকল কার্য হইল।

১২ই মে তারিখেই হেনরি লরেন্স একটা দরবার করিয়া

সাধারণ লোককে হিন্দুস্থানী ভাষার বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ-শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর; সুতরাং সকলেরই ইংরাজশাসনের প্রকৃপাতী হইয়া তাহারই অমুগাণী হওয়া কর্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাতের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ লাখনো নগরে আসিয়া পৌছিলে, এখানে সেনাদলের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। ১৯শে তারিখে সর হেনরী লরেন্স অধ্যাপ্যাহ সেনাদলের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া রেসিডেন্সি মধ্যে যুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্বক দুর্গ এবং মজিডবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০শে মে রজনীতে লাখনো নগরে বিদ্রোহী সেনাদলের ক্ষয়নিহিত অগ্নি ধুম উদ্দীপ্ত করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অস্ত্রাস্ত্র দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাক্সালায় অগ্নি প্রদানপূর্বক জ্বালাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিল। পরদিন প্রাতে যুরোপীয় সেনাদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হটাঁইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অখারোহিদল বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিযুখে প্রস্থান করিল। ১২ই জুন পর্যন্ত লাখনো নগর ইংরাজ অধিকারে থাকিল বটে, কিন্তু অধ্যাপ্যার অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা অধিকার করিয়া লইল।

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অখারোহী বিদ্রোহী সেনাদল প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া কেলিল। ২০এ জুন কাণপুর বিদ্রোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহীগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২২এ জুন ৭০০০ হাজার বিদ্রোহী কৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্সীর আট মাইল অদূরবর্তী কিন্‌হাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেনরী লরেন্স যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি শত্রুর সম্মুখে অধিকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সীর বলপুষ্টি করিতে তথার সমস্ত সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শত্রুদল রেসিডেন্সী অবরোধপূর্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২য়া শত্রুপক্ষের একটা গোলা সর হেনরীর শরনকে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আহত করিল। সেই আঘাতের প্রণয়ন অস্থির হইয়া তিনি ৩ঠা তারিখে পঞ্চম প্রান্ত হইলেন। তখন মেজর বাক্স সিভিল বিভাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্‌মিস্‌ সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন। ২০এ জুলাই শত্রুপন পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। পরদিন মেজর বাক্স নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার

ইন্‌মিস্‌ সর্বময় কর্তা হইলেন। ১০ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে উপযুগির দুইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রুদল ইংরাজদিগকে বিপর্যস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্সীস্থিত ইংরাজগণও পুনঃ সাহাবালাভের আশায় ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতে-ছিলেন। এমন সময়ে আউট্রাম ও হাবেলকের আগমন বাকী শুনিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার বিদ্রোহীদিগকে বিপর্যস্ত করিলেন এবং ২৪এ পর্যন্ত শত্রুদিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসিডেন্সীর দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপূর্বেই শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। শত্রুদল ইংরাজের বলহীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় নগর আক্রমণ করিল, আউট্রাম ও হাবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষার নিযুক্ত ছিলেন।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০ই নবেম্বর সর কলিন্‌ কাষেলের অধীনস্থ সেনাদল কাণপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া উপনীত হইলে তিনি কলিকাতার উপনীত হইয়াই লাখনো উদ্ধারমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ করিলেন। অণকাল যুদ্ধের পর শত্রুদল পরাস্ত হইল। তদনন্তর তিনি দিল্লীস প্রাসাদ অধিকারপূর্বক মাটিনেয়ার অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদল অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান অধিকার করিয়া তিনি ষোল উত্তরগণপূর্বক ১৬ই তারিখে শত্রুদলের প্রধান কেন্দ্র সিকন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন। এখানে উত্তর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত হইল। ইংরাজসেনা দুর্গ অধিকারান্তে নব্বলে বলীদান হইয়া মোতিমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন।

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহাব্যকারী সেনাদল লাখনো নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সর কলিন্‌ কাষেল শত্রুপক্ষের প্রতিপক্ষতাচরণ দ্রুত বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুষ্ক, রয়দী ও বালকবালিকাদিগকে এখান হইতে উদ্ধারপূর্বক কাণপুরে লইয়া কলিকাতায় পাঠাইতে বন্দহ করিলেন। তদনুসারে তিনি ২০এ নবেম্বর সদলে অগ্রসর হইলেন। রেসিডেন্সী পুনরায় শত্রুর হস্তগত হইল। পথিমধ্যে সর হেনরী হাবেলকের মৃত্যু হওয়ার আলমবাগে তাঁহার সমাধি হয়।

সকলেই কাপপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল সন্ন্যাসী জেমস আউট্রাম ৩৫০০ সৈন্য লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া প্রধান সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বিদ্রোহিণ নগরের চতুর্দশীয়া ঘিরিয়া ফেলিল এবং আশ্রয়কার জন্ত চারিদিক্ সূচু করিতে লাগিল। প্রায় ৩০ হাজার শিখিত সিপাহী ও ৫০ হাজার তালান্টার একত্র হইয়া নগরের চারিদিকের প্রায় ২০ মাইল স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট ১০০ কামান ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ সন্ন্যাসী কলিন্ কাবেল পুনরায় লাঞ্ছনো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিলখুস অবিকার করিয়া মার্টিনবার রক্ষার জন্ত কামান সজ্জিত করিয়া লইলেন। এই ব্রিগেডিয়ার কমান্ড নেপালরাজের প্রেরিত ৩ হাজার গোখা ও ৩ হাজার ইংরাজসৈন্য লইয়া সন্মুখিত হইলেন, আউট্রাম তখন সদলে গোমুখী অতিক্রম করিয়া কৈলাবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সিপাহীদল দক্ষিণপূর্ব হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর (১৫ই হইতে ১৫ই পর্যন্ত) সিপাহীদল পরাজিত হইল। ইংরাজগণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুরক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া হইলেন। সিপাহীদল লাঞ্ছনো ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন সেনাপতি কাবেল অব্যবহার্য সেনাদলকে বিভক্ত করিয়া তাহার সংস্কারকাণ্ডে ত্রুটি হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর লর্ড কানিং সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া ক্ষত নগরের পুনঃসংস্কার কাণ্ড সমাপন করিয়াছিলেন।

এই নগরে নানাপ্রকার শিল্পের বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে জরি, রেশম ও জহরতের কার্যই প্রসিদ্ধ। কএক ঘর কাম্বীসীবাণিক এখানে শাল প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিয়াছে। কাচের বাসন ও কাগজ প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কস্তুরজ, দিবিজরগজ, সয়াঙ্গজ, দাহজ, চিকমণ্ডী ও নখাস প্রভৃতি স্থানের বিস্তৃত হাটে স্থানীয় শস্ত, তুলা, চৰ্ম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগে মার্টিনবার ব্যতীত লাঞ্ছনোর কানিং কলেজ প্রসিদ্ধ। বিভাগীয় কমিশনের শ্বেভাক কলেজের সভাপতি। এতদ্বির আমেরিকান মিসনের অধীনে ৭টি ও ইংলিস চার্চ মিসনের অধীনে ৫টি বিদ্যালয় আছে। হিন্দুস্থানীদিগের বাজব্র ও সন্ন্যাসীদিগের জন্ত এখানে অনেক ওস্তাদের অধীনে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাঞ্ছনোর দৈন্যিক মজুর সাধারণের আয়ের জিনিস। এই মজুরদের অভিনীত পুস্তকগুলি ভারতবাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়া সাধারণতঃ রচিত।

লাঞ্ছপতি (সেশ) ১ ধনশালী ব্যক্তি। যিনি লক্ষমুদ্রার অধিকারী।

লাঞ্ছরাজ (আরবী) নিকর ভূমি, যে জমির কোন খাজনা দিতে হয় না।

লাঞ্ছরাজী (আরবী) লাঞ্ছরাজকৃত জমি।

লাঞ্ছেরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষা হইতে চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের উপজীবিকা। তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে আন্ধ্রনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে শ্রেণীগত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক উপাদিগবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আহান প্রদান চলে না। বালাজীর প্রতিমূর্তি ও তিরুপতির ব্যাঙ্কোব মূর্তিই তাহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। বিবাহাদিতে তাহারা মতপান করে।

রমণীগণ ও বালকেরা পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি প্রস্তুত করে। তাহারা স্থানীয় কুন্বিদিগের অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদার উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা হীন। সিমগা, দেশেরা, দিবালী, একাদশী ও শিবরাত্রি পর্বে ইহারা উপবাসাদি করিয়া থাকে। জাতকর্ম ও অন্ত্যেষ্টী ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কোন সংস্কার নাই। জাতকর্ম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। বিবাহকাণ্ডে রমণীরা মারবাড়ীভাষার গান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান করে। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহান্তে বর কন্ডাকে স্বগৃহে লইয়া যায় এবং আত্মীয়কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। বালিকাবধু ষড়মণ্ডী হইলে তিন দিন অপৌচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার গাত্রে হরিদ্রা শেপন করিয়া উচ্চ অঙ্গে দান করান হয়। পরে রমণীরা আসিয়া বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পঞ্চ ফল ও পাণ দিয়া থাকে। তদনন্তর সে স্থানিসংবাস করিতে পায়। একবৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু ঘটিলে তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলে; তদূর্ধ্ব সকলেরই গৃহেই ব্যবস্থা আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহান্তে ক্ষৌরকর্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে বহুতে পাক করে না। কোন আত্মীয়ের বাচীতে খিচুড়ী খাইয়া থাকে। তৃতীয়দিনে তাহারা মৃতের তত্ত্বরাপি একত্র করে এবং দধি ও তেল খায়। ষষ্ঠদিনে তাহারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়া পিণ্ড এবং দাহশাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। হয় হাশে ব্রাহ্মণিক প্রাঙ্ক ও বৎসরান্তে বাৎসরিক প্রাঙ্কও তাহারা জাতি-ভেদে দিয়া থাকে। মহালয়া পক্ষেও তাহারা পিতৃগণের উদ্দেশে প্রাঙ্ক করে। জাতক পক্ষের সাধারণ বিবাহের নিষিদ্ধি

করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বালাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

লাগ্ লাগ্, পক্ষিবিশেষ (Ciconia alba)।

লাগা (দেশজ) ১ কোন জ্বরের সহিত মিলিত হওয়া ২ বাহ-বিসম্বাদ করা।

লাগাই (দেশজ) সংযোগ পর্ধ্যন্ত।

লাগাইদ (হিন্দী) সেই সময় পর্যন্ত।

লাগাইল (দেশজ) নিকট পর্যন্ত। ঠিক পশ্চাতে। হেরাহেরি।

লাগাও (দেশজ) ১ বেয়াঘাতের আজ্ঞা। ২ মারা। ৩ পার্শ্ব।

লাগান (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্য ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া নিমিত্ত ব্যক্তির নিকট তাহা কথা।

লাগানঘাট (দেশজ) নদীর যে স্থানে নৌকাদি বাঁকা হয়, সাধারণ লোকে যে স্থানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও নামিয়া ঘাটা-য়াত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেরাঘাটা বা পারঘাটা কহে।

লাগাম্ (পারসী) অধবকনরজ্জু।

লাগালাগি (দেশজ) একজনের কথা আর একজনের নিকট বলা। কোন লোকের একজনের কুৎসাদি শুনিয়া আবার তাহার নিকট সেই কথা বলা।

লাণ্ডিক (ত্রি) ১ লণ্ডভুক্ত। ২ গ্রহরী।

লাগোয়া (দেশজ) পার্শ্বস্থিত।

লাব্, শক্তি, সামর্থ্য। ভূদি° আয়নে° অক° সেট্। লট্ লাথতে। লিট্ ররাথে। লুট্ রাথিতা। লুঙ্ অরাথিষ্ট। গিচ্ লাথয়তি। লুঙ্ অলাথৎ।

লাঘরকোলস (পুং) কামলা রোগের প্রকারভেদ।

লাঘব (ক্লী) লঘোভাবঃ কক্ষ বা (ইগত্যাক লঘুপূর্বাৎ। পা ৫। ১। ১৩১) ইতি অণ্। ১ আরোগ্য। (রাজনি°) ২ লঘুত্ব, লঘুর ভাব। ৩ অন্নত্ব। ৪ ক্রৈব্যা।

“বমোহপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতস্তিবা।

কুরুতেহস্মিন্নমোহেপি নিক্কাণালাতলাঘবম্ ॥”

(হুমার ৪১। ১৭)

লাঘবায়ন (পুং) গ্রহকর্তৃভেদঃ। ইনি একখানি প্রোতহুত্র ও তাহার ভাস্ক্র প্রণয়ন করেন।

লাঘবিক (ত্রি) লক্ষিপ্ত।

লাঙ্গাকায়নি (পুং) লঙ্কার অপভ্রংশ (পা° ৪। ১। ১৫৮)

লাঙ্গারন (পুং) লঙ্কার গোত্রাপত্য। (পা° ৪। ১। ১২৯)

লাঙ্গল (পুং) লক্ষ্যভিত্তি লক্ষি গজৌ বাহুল্যকং কলচ্। (যুক্তি-ধাতোঃ। উণ্ ১। ১০৮) ঘনাব্যঘাত ভূমিকর্ষণবহু। পঞ্চায়-হল, সোমায়ণ, বীর, ফল, ক্ষীর। (ভারত) ২ লিঙ্গ। (ত্রিক°) ৩ পুণ্যবিশেষ। ৪ তালবৃক্ষ। ৫ গৃহধর্মী। (মেঘিনী)

লাঙ্গলক (পুং) লাকলাকার ভগবদ্রূপে বিশেষ। ভগবদ্রূপে হইলে অজ্ঞানরা লাকলের দ্বারা যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাকলক কহে। “কুটী সহিতঃ হল্যকারঃ পার্শ্ববরে, বহুভুঃ স সম্পূর্ণ-হলাকারঃ” (বাভট উ° ২৮ অ°) স্বত্রত মতে, দুই পার্শ্ব সমান-ভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাকলক কহে।

“ভাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাকলকো মন্তঃ ॥”

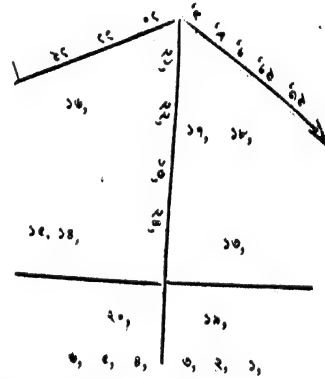
(স্বত্রত টি° ৮ অ°)

লাঙ্গলকী (ক্লী) লাকলীকুপ, বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাকল গৃহাতি (পক্ষিলাঙ্গলাঙ্গুল্যটোমর-ধটধটীধল্লঃ। পা ৩। ২। ৯) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা অচ্। কৃষক।

লাঙ্গলগ্রহণ (ক্লী) লাকলগ্রহণ।

লাঙ্গলচক্র (ক্লী) লাকলাকার চক্র। কৃষিকার্যের গুণাণ্ড-জাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রানুসারে গণনা করিলে কৃষিকার্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।



কোন স্থানে আছে, যদি দত্ত থাকে তাহা হইলে গোহানি, বৃষ হইলে দ্ব্যমিত্ত, লাঙ্গল ও বোক্ত হইলে লক্ষীলাভ হয়। হুতরাং লাঙ্গল ও বোক্তবিত্ত নক্ষত্রে কেত্রকর্ণ করিলে কুবিকাণ্ডে গুতফল হইরা থাকে।

লাঙ্গলদণ্ড (পুং) লাঙ্গলজ দণ্ডঃ। লাঙ্গলের ঈশ, পর্যায় ঈশা, ঈষা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলধ্বজ (পুং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল বাহ্যর বংশচিহ্ন। লাঙ্গলপদ্ধতি (স্ত্রী) লাঙ্গলজ পদ্ধতিঃ। লাঙ্গললেখা, চলিত সিরাল। পর্যায়—শীতা, সীতা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলফাল (পুং স্ত্রী) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক।

লাঙ্গলাখ্য (ত্রি) বিবলাস্থলিয়া নামক বৃক্ষভেদ।

লাঙ্গলাপকর্ষিন্ (ত্রি) ১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী। (পুং) ২ বৃষ।

লাঙ্গলায়ন (পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য।

লাঙ্গলাহর্যা (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া কুপ।

লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী।

লাঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকৃতিরস্ত্যভ্যন্তি। লাঙ্গল-ঠন্। হাবরবিষভেদ। (হেম)

লাঙ্গলিকা (স্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোহিত্যস্তা ইতি ঠন্-টাপ্। লাঙ্গলীক। (শব্দরত্না°)

“কঙ্গলাঙ্গলিকামূলং হিঙ্গুলজ তথৈব চ।

তেন ব্রহ্মণ্যং লিগ্নং শলো নিঃসরতি ক্ষণাৎ ॥”

(গরুড়পুং ১২২ অ°)

লাঙ্গলিকী (স্ত্রী) লাঙ্গল-ঠন্-ডীব্। বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া, চলিত বিবলাঙ্গলিয়া, পর্যায়—অগ্নিশিখা, অগ্নিজালা, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলী, গৈরী, লীপ্তা, হলিনী, গর্ভঘাতিনী, অগ্নিজিহ্বা, ইন্দ্রপুষ্পা, অগ্নিমুখী, বহ্নিশিখা। ইহার গুণ—কুষ্ঠ ও হৃষ্টব্রণনাশক। (রাজনি°)

লাঙ্গলিন্ (পুং) লাঙ্গলমস্ত্যভ্যন্তি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম। (শব্দরত্না°) ২ নারিকেল।

“নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কুর্চশীর্ষকঃ।

তুল্লক্কফলশ্চৈব তুগরাক্ষঃ সদাফলঃ ॥” (ভাবপ্র°)

৩ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ৪ লাঙ্গলবিদিশ্ঠে।

“উদ্রাসীৎ পিজলো গার্গ্যসিদ্ধিটো নাম বৈ দ্বিজঃ।

ক্ষতবৃন্তিবনে নিত্যং ফালকুলালাঙ্গলী ॥” (রামায়ণ ৩।৩২।৩০)

সিদ্ধাং জীব্। ৫ নদীবিশেষ। (হার্ৎ পুং ৫৭।২২)

লাঙ্গলী (স্ত্রী) লাঙ্গলাকারোহিত্যস্তাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ্-ডীব্। লাঙ্গলাকার পুষ্প, জলজশাকবিশেষ। এই শাক জলে জন্মে এবং ইহার পুষ্প লাঙ্গলাকৃতি, চলিত কাঁচড়া শাক। পর্যায়—শারদী, ভোরপিল্লী, শকুলাবনী, জলাকী, জলপিল্লী, পিডলা, কামাদিনী, মৎস্তগন্ধা, কলিকারী। (রাজনি°) ২ শালপল্লী।

“দ্বিরা বিদারীগন্ধা চ শালপর্ণান্তমতাপি।

লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টপুচ্ছা শুধা মতা ॥” (গরুড়পুং ২০৮অ°)

লাঙ্গলীশ, শিবলিঙ্গভেদ। (সৌরপুরাণ ৬অঃ)

লাঙ্গলীষা (স্ত্রী) (এতি পরম্পং। পা ৬।১।২৪) ইতি দ্বতন্ত বাটিকোক্ত্যা সাধুঃ। ঈষ শব্দ পরে লাঙ্গলশব্দের অকারটী লোপ হইরা এই শব্দটী সাধু হইরাছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণ্ড।

লাঙ্গুল (স্ত্রী) পুচ্ছ। (অমরটীকা সারসং°)

লাঙ্গুল (স্ত্রী) লজ (খর্জুপিঞ্জামিত্য উরোলটৌ। উণ্ ৪।২০) ইতি উলচ্, বাহলকাৎ বৃদ্ধিচ। পশুদিগের পশ্চাৎভী লম্বমান লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্যায়—পুচ্ছ, লুম, বালহন্ত, বালধি, লঙ্গুল, লাঙ্গুল, লুলাম, আবাল, লজ, পিচ্ছ, বাল। (জটাম্বর) গোলাঙ্গুলের জল মস্তকে দিলে পাশ বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্থজলের স্থায় পবিত্র।

“লাঙ্গুলেনোক্তং তোরং মূর্দ্ধা গৃহ্মতি যো নরঃ।

সর্বতীর্থফলং প্রাপ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” (বরাহপুং°)

২ শেক। (মেদিনী) ৩ কুশল।

লাঙ্গুলিন্ (পুং) প্রশস্ত লাঙ্গুলমস্ত্যভ্যন্তি লাঙ্গুল-ইনি। ১ বানর। ২ খবড নামোষধ।

লাঙ্গুলিয়া, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। সম্ভবতঃ ইহাই পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(?)।

লাঙ্গুলীকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলাকৃতিরস্ত্যস্তা ইতি লাঙ্গুল-ঠন্। পুন্নিপলী। (রাজনি°)

লাঞ্জ, লন্স, চিহ্ন। ভূদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাজতি। লুঙ্ অলাজীৎ।

লাজ, ১ ভৎসন। ২ ভর্জন। ভূদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাজতি। লুঙ্ অলাজীৎ।

লাজ (স্ত্রী) লাজ-অচ্। ১ উবীর। (মেদিনী) ২ ভূষ্টধাতু। চলিত খই, সকল ধান ভাজিলেই যে খই হয়, তাহা নহে। কনকচূর প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়।

“যেবাং স্র্যন্তগুলাতানি ধাত্তানি সতৃমাণি চ।

ভূটাপি ক্ষুটীভাজাংলানীতি মনীষিণঃ ॥” (ভাবপ্র°)

যে সকল খাজে তণ্ডুল আছে, সেই সকল সতৃব-খাজ ভাজিলে ভূটিরা যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে লাজ এবং চলিত কথায় খই কহে। গুণ—মধুররস, শীতবীৰ্য, লঘু, অগ্নিসম্বীপক, মলমূত্রের অরতাকারক, রূক্ষ, বলকারক; শিথ, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক।

(ভাবপ্র°) (পুং) লাজ-অচ্। ২ অজ্রিতণ্ডুল। (মেদিনী)

লাজতপর্ণ (স্ত্রী) লাজকৃত তপর্ণ। লাজশব্দকৃত তপর্ণবিশেষ।



“দাহবম্যদিতং কামং নিরমং তৃষ্ণাবিতম্।

শর্করামধুসংযুক্তং পারয়েন্নাভ্রতর্পণম্॥” (ভাবপ্র° জরচি°)

দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও মধুসংযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

লাজপেয়া (স্ত্রী) লাজেন কৃত পেরা। খইয়ের মণ্ড।

“লাজপেয়া শ্রমবী তু কামকর্ষন্ত দেহিনঃ।

ক্লুত্ স্ফায়নির্দেবীশ্যাকুরোগবিনাশিনী॥” (রাজব°)

লাজভক্ত (পুং) লাজন্ত ভক্তঃ। খখিভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ—  
লবু, শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও ক্রটিকর,  
কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী।

“লাজভক্তো লঘুঃ শীতশ্যামিদ্দীপ্তিকরো মধুঃ।

বৃষ্যো নিদ্রারুচিকরঃ কফপিভ্বিনাশকঃ।

ব্রণশোধনকারী জ্ঞাবিভিঃ পরিকীর্ষিতঃ॥” (বৈভক্তনি°)

লাজমণ্ড (পুং) লাজন্ত মণ্ডঃ। খইয়ের মণ্ড।

লাজবর্ণা (স্ত্রী) লাজন্ত বর্ণ ইব বর্ণো যন্তাঃ। অসাধ্য লুতা-  
বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পদা° ৮ অ°)

লাজশ[স]ক্ত (স্ত্রী) লাজন্ত শক্তুঃ। খইয়ের ছাতু, খই  
উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে লাজশক্তু হয়।

লাজহোম (স্ত্রী) লাজহোম কৃত হোমবিশেষ।

লাজা (স্ত্রী) লাজ-ঘঞ্-টাণ্। ১ অকৃত। ২ ভৃষ্টধাতু, খই।  
পর্যায়—অকৃত, অকৃত। গুণ—তৃষ্ণা, হর্ষি, অতীসার, প্রমেহ,  
মেদ ও কফনাশক, কাস ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু  
ও শীতল। ইহার মণ্ডগুণ—অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জর ও  
অতীসারনাশক, অশ্বেষ দোষনাশক ও আমপাচক। ইহার পেয়া-  
গুণ—কামকর্ষক শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মানি, দৌর্বল্য ও  
কুরোগনাশক। (রাজনি°) (পুং) ৩ ভূমা।

লাজুক (দেশজ) লজ্জাশীল।

লাজুন (স্ত্রী) লাজ-লুট্। ১ নাম। ২ চিহ্ন। (মেদিনী)

“দিবাপি নিষ্ঠ্যতমরীচিভাষা

বালাদিনা বিচ্ছতলাহনেন।” (কুমার ৭।৩৫)

(পুং) ৩ রাগীধাতু। (রাজনি°) কোন কোন পুস্তকে

লাহনী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

লাজি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বৃহা তহসীলের অন্তর্গত  
একটা নগর। অক্ষা° ২১°৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫' পূঃ।  
এই নগরের চারিদিক পুষ্করিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ  
গভীর জলে সমাচ্ছাদিত। ঐ বনাভ্রতল মধ্যে একটা প্রাচীন  
বিবমন্দির ও কতকগুলি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক স্থাপত্য দেখা যায়। তাহা  
প্রাচীন লাজি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে

একটা চূর্ণ অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৭০০

খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে গোড়-রাজগণ ঐ চূর্ণ নির্মাণ  
করাইয়াছিলেন। ঐ চূর্ণ পরিবার প্রান্তভাগে লাজকাই নামে  
কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটা দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্তির  
নামাঙ্ঘসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে।

লাট (পুং) দেশবিশেষ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রান্তভাগ।

“নদৌ তর্ষৈ সপুয়ায় প্রীত্যা বীরবরায় চ।

লাটদেশে ততো রাজ্যং সর্গণটিযুতে নৃপ॥” (কথাসরিৎসা° ৭৮।১১৯)

নর্মানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত  
এবং খামেশ বিভাগ লইয়া এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল।  
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান  
ভৌগোলিক মসূদী (A D. 940 Vol. 1. 381), অল  
বিরুণী (A D 1020 in Elliot. I. 66) এবং টলেমি  
AD. 150, VII ii. 63), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়,  
লারিস বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এই  
জনপদের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া  
থাকেন। অলবিরুণী, আবুল ফাদা ও ইবন্ সৈয়দ বলেন যে,  
ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়া এই লাটদেশ গঠিত হয়। মুসলমান  
বণিক মুসলমান কাষে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পর্যন্ত  
সাগরাংশকে লাটসমুদ্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মসূদী  
সৈমুর, সুপার, ঠানা ও অজান্ত নগর লইয়া লারিয়া (লাট)  
প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিয়া যান। বর্তমান প্রায়তঃস্ববিদগণের  
সিদ্ধান্ত হুয়াট, ভরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া  
এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত।  
ইহারা অনুহিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে  
তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা কুমারপাল লাটদিগকে রাজ্য  
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নানা  
স্থানে ঘাইরা বাস করিয়াছে। রাজপুতনার মরুদেশে, বেরারের  
মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে  
তাহারা আর সেরূপ সুবিভূত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত  
নহে। ইহারা সকলেই হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্মও  
গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত  
আছে, বেরারের লাড়রা রেশমী বস্ত্র বয়ন করে। বিখ্যাত  
ভ্রমণকারী টাভার্নিয়ার মলবার উপকূলে এবং গুনবার্গ সিংহল  
দ্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান খাতব মুদ্রার প্রচলন  
দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে  
প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপভ্রংশ লাড়ী  
নামে খ্যাত হইয়াছিল। [ আধ্যাত্ত ও লাহরী বন্দর দেখ। ]

২ বয়। (মেরিনা) ও জীর্ণভূষণাদি। (শব্দরত্নাংক)

**লাট** (ইংরাজী Lord শব্দের অপভ্রংশ)। বাংলায় লাট সাহেব অর্থে গবর্নর-জেনারেল এবং ছোট লাট সাহেব অর্থে লেফটেন্যান্ট গবর্নরকেই বুঝায়। কখন কখন সামরিক ও রাজকার্য বিভাগের প্রতিনিধিগণকে জঙ্গীলাট সাহেব ও মুন্সী লাট সাহেব বলা হয়। হিন্দুস্থানীরা চিফ্‌জাষ্টিসকে লাট জাষ্টি সাহেব এবং লর্ড বিশপকে লাট পাব্লিক সাহেব বলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিংশ হেবার লাট সাহেব ও লাট পাব্লিক শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দেশের ভাষায় লাট শব্দ লর্ডের ছায় সমানবৃদ্ধ অর্থও প্রকাশ করে, যেমন, বাবু যেন লাট। কখন কখন লাট শব্দ মেঘাব্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, মেঘে লাট কোরে দিব।

**লাট** (ইংরাজী Lot শব্দ)। নিলামের সময় উঠু মুণো বিক্রয়ার্থ প্রবাসমুখের বিভাগ।

**লাট** (হিন্দী ও সংস্কৃত) স্তম্ভ। উত্তরপশ্চিমভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রাচীন কীর্তির আদর্শ বলিয়া এইগুলি বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের আদরের জ্ঞানস। ইহা ভিন্ন এই সকল স্তম্ভের উপর অতি প্রাচীন অক্ষরে যে সকল ইতিহাস উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বড়ই চিত্তাকর্ষক, তাহার বহুপ্রশংসা ও আলোচনা দ্বারা এই সকল লিপিমাল্য পাঠ করিয়া উহার প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মহামাত জেমস প্রিন্সেপ প্রথমে এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (Lat Character) বলিয়া পরিচিত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এইরূপ লাট-স্তম্ভ উন্নতসম্প্রদায়ের দণ্ডায়মান আছে, তন্মধ্যে আলাহাবাদের লাটই সুপ্রসিদ্ধ। এই স্তম্ভের একপার্শ্বে গুপ্তরাজবংশের সাময়িক অক্ষরে এবং অপর পার্শ্বে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের প্রশস্তির অক্ষরপ অক্ষরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। দিল্লীর লাটের লিপির সহিত কটকের বৌদ্ধলিপির ও গিরির পার্শ্বতালিপির বর্ণমালায় অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাতে কপদাগিরির সেমিতিক অক্ষর-মালার অক্ষরপ লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লাটে ২৬টী মাত্র ক্ষৌর উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির বিভাগ ও তাহার নাম, তৎকালীন রাজবংশের বিবরণ এবং পারস্ত ও শকজাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং মনুসংহিতা বা মহাভারতে শ্রবণ (জেলার) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও আমরা এই লাট হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব

৩য় শতাব্দী বৌদ্ধসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই আলাহাবাদ ভূভাগ একটা প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

২ ভিতরী লাট—গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটা স্তম্ভ। উহাতে আলাহাবাদ লাটের অক্ষরপ রাজবংশের পরিচয় ও বংশ-তালিকা বিদ্যমান আছে।

৩ দিল্লীলাট—ফিরোজস্তু নামে পরিচিত। পাঠানরাজ ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় একটা কলস লাগাইয়া দেন। তদবধি উহা স্বর্ণলাট বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পূর্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা অধিক কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। ইহাই কোটলা বিঘরের অন্তর্ভুক্ত একটা অদ্বিতীয় কীর্তিস্তম্ভ। পূর্বকাল হইতে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,—হি যুগে উহাকে ভীমসেনের গদা, মুসলমানেরা সম্রাট ফিরোজের ভ্রমণযষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাশ্মা আলেকসান্দারের পুরু-বিজয়স্তুতিস্তম্ভ এবং টম কোরিয়ারেট প্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণ-কারিগণ উহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়াই জানিতেন। পরবর্ত্তিকালে যুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টার উহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে।

এই স্তম্ভ পূর্বে যমুনার অপর পারে সালোরা জেলার শিবালিক পাদমূলস্থ খিজিরাবাদের সন্নিকটে ছিল। পরে উহা দিল্লী-দ্বারের বহির্ভাগে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। ডাঃ বানিংহাম বলেন যে, এই স্তম্ভ প্রাচীন ভ্রম রাজধানীর কোনস্থানে ছিল, চীনপারিত্রাজক হিউএনসিয়ায় উহার পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধ-স্থাপিত সংযুক্ত সম্রাট অশোকের সমকালীন স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ, উক্ত প্রাচীন জনপদ হইতে এই স্তম্ভ শকটসাহায্যে খিজিরাবাদে আনীত হয়, পরে তথা হইতে নদীবেগে নোকার উপর স্থাপিত করিয়া নূতন দিল্লী রাজধানী ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আনুমানিক ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ হিন্দুর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থ-ব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি উহার শিরোদেশ স্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে সুষোভিত করিয়া স্বর্ণকলস স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে উহা মিনার জরিন্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ফিফ্‌ দিল্লী নগরে আসিয়া ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্দ্ধচক্রাকৃতি চূড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপরিভাগ ভীমসার প্রস্তরস্তম্ভ বলিয়া কথিত।

ইহা অষ্টাঙ্গ অশোকস্তম্ভের ছায় গাঢ় লালবর্ণ প্রস্তরে গঠিত। উচ্চ ৪২ ফিট ৭ ইঞ্চি। উহার উপরিভাগ ৩৫ ফিট উৎকৃষ্ট পাশিশ-বৃক্ষ ও মণ্ডল, নিম্নভাগ ধস্মদেশে। উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত মণ।

এই স্তম্ভগারে দুইটা প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠপূর্ব ৩য় শতাব্দের শেষভাগে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের প্রশস্তিই সর্বাঙ্গতঃ প্রাচীন। উহা পালী অক্ষরে লিখিত। উহার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালায় সর্বপ্রাচীন নিদর্শন, এখনও উহার অক্ষরাবলী পরিষ্কার খোদিত রহিয়াছে, কেবল মাত্র দুএকটা স্থানে পাথরের চটা উঠিয়া যাওয়ায় সেই স্থানের লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটা ছায়ে সম্রাট অশোকের এইরূপ অজ্ঞা উৎকীর্ণ আছে :—“ধর্মের রক্ষা হেতু শিলাস্তম্ভোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন ইহা আবহমানকাল বিদ্যমান থাকে।” উহার উপরিভাগের চারিপাশে চারিখানি ও নিয়ে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। পূর্বমুখী ফলকের শেষ দশ ছত্র ও অন্ত্যস্ত ফলকগুলির লিপি এই দিল্লীস্তম্ভের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় একখানি ফলকে চৌহানরাজ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বাস্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহা পাঠ্য জানা যায় যে, তিনি হিমাদ্রি হইতে বিদ্যাগিরি পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন।

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি দুইখণ্ডে বিভক্ত। উহার অর্দ্ধাংশ প্রাচীন অশোকলিপির উপরে এবং শেষার্দ্ধ তাহার নিয়ে উৎকীর্ণ। উভয় লিপিখণ্ডই ১২২০ সংবৎ লিখিত আছে। নিম্নখণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কৃত। উহাতে লিখিত আছে, শাকস্তরীয়ারাজ বিশালদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে এই শিলাফলক নূতন খোদিত করিয়া দেন। ঐরূপ আর একটা লাটস্তম্ভ মীরাট হইতে আনীত হইয়া দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অমুণাসন রাজ্য-মধ্যে প্রচারার্থে যে সকল স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরবর্তী রাজ্য ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ আপন আপন বীর-কীর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের আর নূতন স্তম্ভ নির্মাণের কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

৪ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—মস্জিদের মধ্যস্থলে স্থাপিত। উচ্চতা ২২ ফিট এবং বাস ১৬ ইঞ্চি। প্রস্তরবিৎ প্রিন্সেপ উহাকে খৃষ্টীয় ৩য় বা চতুর্থ শতাব্দে নির্মিত বলিয়া অনুমান করেন। উহার গাত্রস্থ লিপি “কনোজী নাগরী” ও অন্ত্যস্ত মিশ্রবর্ণমালায় লৌহ-গাত্র খোদিত। ইহাতে হুতিনাপুর-রাজ্যাপহারক রাজা ধব এবং বাহ্লিকাদি জাতির উল্লেখ থাকায় উহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়।

৫ নিগমবোধ—যমুনাতীরবর্তী একটা তীর্থস্থান, দিল্লী হইতে কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত। চাঁদ কবির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরবপ্রকাশক একটা স্তম্ভ এখানে বিদ্যমান ছিল। কালবশে উহা নষ্ট হইয়াছে।

৬ বারাগদীহ অশোকের প্রশস্তিবৃত্ত স্তম্ভ। উচ্চতা ৪২ ফিট ৭ ইঞ্চি। ইহার গাত্রের নানা প্রকার কারুকার্য আছে।

৭ গাজিপুত্রস্তম্ভ—গাজিপুত্রে স্থাপিত একটা বৌদ্ধস্তম্ভ। উহার বর্ণমালা পূর্ণসংস্কৃত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। ইহার গাত্রে যে শিলাফলক খোদিত আছে, তাহা আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্তম্ভের ছায় বৌদ্ধস্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ মহেন্দ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়।

৮ রূপবাস-শৈলস্তম্ভ—ভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের একটা গুপ্তশৈলোপরি স্থাপিত। ইহা বেলেপাথরে নির্মিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। উহার বৃহৎ দুইটির একের উচ্চতা ৩৩।০ ফিট এবং অপরাপর ২২।০ ফিট।

৯ ধৌলীস্তম্ভ—কটকের ধৌলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলভী ও সিঙনী লিপির অক্ষর-মালা দৃষ্ট হয়। উদ্ভিয়া-বিভাগে যে সকল অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ই বেলেপাথরে গঠিত।

১০ জুনরস্তম্ভ—ইহাতে দুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। নানাঘাটের স্তম্ভোপরি উৎকীর্ণ লিপির সহিত দিল্লী-স্তম্ভের ও গির্গর পর্ত্তস্থ শিলাফলকের সোসাদৃশ্য আছে। গির্গরের পার্কাত-লিপিকে জেমস প্রিন্সেপ পালি বলিয়া অনুমান করেন।

#### লাটলিপি।

মহামতি কর্ণেল টড রাজস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্তম্ভখোদিত লিপিমাল্য দেখিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “অগ্রে ইঙ্গপ্রস্থ, প্রয়াগ, মেবার, জুনগড়ের শৈলমালা, বিজলী ও আরাবরী শিখরে স্থাপিত স্তম্ভাদির, পর্ত্তগাত্রখোদিত লিপির এবং ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অবশ্যই আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতে পারি।” সেই মহৎ সঙ্কল্পে ত্রুতী হইয়া মহামতি জেমস প্রিন্সেপ গভীর গবেষণার সহিত ভারতীয় প্রস্তরবাহুল্য-শীলনে যত্ববান হন। তিনি প্রথমে লাটলিপি উদ্ধারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, উহা পালী ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও অপরাপর পদগুলি পালিবিভক্তি ও প্রত্যয়যোগে সাধিত এবং ক্রিয়াপদগুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিলস স্তম্ভে ও গুপ্তবংশীয় ফলকাদির অল্পরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে। তিনিই প্রথমে তিলস স্তম্ভের সংখ্যানিরূপণ দ্বারা কালনির্ণয়

সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতত্ত্বাবিভে পদবিভাগ দ্বারা কালমান বর্ণিত দেখা যায়।

লাটলিপির অক্ষরমালা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তত্ত্বোপরি ভিন্ন অল্পে ঐরূপ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়ার উহা লাটলিপি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আক্ষরানুস্থানের কপকীগিরির বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে অঙ্কিত; কিন্তু কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিরা, মুলাট্টা ও রাথিরা প্রকৃতি হাফলি ভক্তলিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী।

উপরে যতগুলি লাটতত্ত্বের কথা বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটা চতুর্ভুজ, কোনটা পলকাটা, কোনটা বা কোণাকার গোল, ঐ সকলের মধ্যে দিল্লীর কিরোজতন্ত নামে পরিচিত লাটই সাধারণতঃ স্থপরিচিত। উহা একটা উচ্চ অষ্টালিকার উপরি স্থাপিত। যে স্থানে এই তন্ত গৃহস্থানে সংস্থাপিত হইরাছে, তথার উহার পরিধি ১০।০ কিট্; উহার ৩৭ কিট্ মন্থাংশ একখণ্ড কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরের লাটলিপি বহুপ্রাচীন এবং নিয়মিত অপেক্ষাকৃত পুরুষকালের সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলাকলক উৎকীর্ণ আছে।

অধুনা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত যে চতুর্দশটা লাট-তন্ত আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহাতে যে সকল রাজ্যশাসন বিবৃত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

অশোকের অশ্বশাসন ও তাহার বিবরণ।

১ম—খাড়াপথে বা যজ্ঞার্থে পণ্ডিতসংসার নিবেদন এবং ধর্মনীতির পরিব্রাজ্য আদেশ।

২য়—রাজ্যের আয়ুর্কর্মসম্পাদনা প্রচার ও বিনামূল্যে চূঃহ প্রজাবর্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা, পথপার্শ্বে কুপথন ও বৃক্ষরোপণ।

৩য়—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের দ্বাদশবার্ষিক সমারোহ প্রচার ও পঞ্চদশবার্ষিক রাজ্যমুগ্ধতা বা রাজভক্তিপ্রদর্শন।

৪র্থ—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য-শাসনের সহিত বর্তমান নির্দিষ্ট রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার।

৫ম—বৌদ্ধধর্মপ্রচারার্থে ধর্মগুরু ও প্রচারকনিয়োগ।

৬ষ্ঠ—পতিবৈধবক, রাজ্যরক্ষক, ধর্মীয়করণ প্রকৃতি পথে স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের মঙ্গল ব্যবস্থা প্রচার।

৭ম—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঐক্য-মত স্থাপনে রাজ্যের আত্মবিশ্বাস।

৮ম—পূর্ববর্তী রাজত্বের পার্শ্বিক ভোগবিভাগের সহিত ঐরূপ নীতি আদ্যোপদয় পার্শ্বনির্দেশ ও পরিবর্তিত সাধুগুরুব সম্মান, তদাধীন ও ধর্মগুরু প্রকৃতি মাননীয়গণকে বধ্যবোধ সাধননা দানের অমুজ্ঞা।

৯ম—ধর্ম ও নীতিবিষয়ক কথা, ধর্মদর্শন, ধর্মসেবীর সুখ, ভিক্ষুসমিগকে দান, সর্বজননে দয়া ও স্তম্ভজনবিধের প্রতি মাজের কলনির্দেশ ও তাহার কর্তব্যতা সম্বন্ধে আদেশ প্রচার।

১০ম—‘বশো বা ক্রিতি বা’ বাহুর মীমাংসা, অনিত্য সংসারের অবিভাজনিত মর্তের প্রত্যাখ্যান ও ধর্মস্বক্তির প্রকৃষ্ট প্ৰদর্শন।

১১ম—মৌলী ও গির্ণ প্রাপ্তিতে বর্ণিত ‘ধর্মই ঈশ্বরের সর্বপ্রতি দান।’

১২ম—বৌদ্ধধর্মে অবিদ্বানদিগের প্রতি সাধুনের মতা-তিবাক্তি।

১৩ম—সমগ্র অশ্বশাসনের সারমর্ম ও লক্ষিত উপদেশ।

লাট(লাড্), কোরাণোক্ত অপদেবতাত্ত্বের। মহম্মদের সময়ে কামিয়া ও কোরেশ ভাতি এই দেবতার উপাসনা করিত।

লাটিক (পুং) লাটজাতিসম্বন্ধীয়।

লাট ভিত্তীয়, একজন প্রাচীন কবি। কেমেন্দ্রকৃত গুণভিত্তিক ইহার উল্লেখ আছে।

লাটীচাৰ্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত।

লাটিকা (স্ত্রী) রীতিভেদ। বৈদ্য, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। মোটামুটি রচনাগতিকে রীতি বলা যায়।

‘লাটী তু রীতিবৈদ্যপাঞ্চাল্যায়ত্তরাহিতা।’

(সাহিত্যদর্পণ ২।৬২২)

বৈদ্য ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যস্থিতা যে রীতি তাহাকে লাটী কহে। তাৎপৰ্য্য এই যে, কেবল বৈদ্য রীতি অমুসারে রচনা বা পাঞ্চালী রীতি অমুসারে রচনা না হইয়া ইহার মাঝ-মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটীরীতি। বৈদ্য ও পাঞ্চালী এই উভয় রীতিরই নিয়ম অমুসরণ করিয়া যে রচনা, তাহাই লাটী-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ—

‘মুতপদসমাসহৃৎগাযুক্তৈর্ধর্মৈর্ভাতিভূরিষ্ঠা।

উচিতবিশেষণপুত্রিতবস্তৃত্তা তবজাতিঃ’

(সাহিত্যদর্পণ ১ পরিঃ)

এই রীতিতে সুস্থ পদবিভাগ হইবে, অল্প ধর্মসমাস বহুল ও হ্রস্ববর্ণ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ দ্বারা বস্ত বিভাগ হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইবে যে, বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তাহার লক্ষিত থাকে। অতঃপর লক্ষণ—

‘গৌড়ী ভবনবতা ভাং বৈদ্য লিখিতকমা।

পাঞ্চালী নিম্নভাবে লাটী তু মুদ্রিতঃ পঠ্যেঃ’ (সাহিত্যদর্পণ ১ পরিঃ)

ভবনবস্তুর রচনা হইলে গৌড়ী রীতি, লিখিতকমার

হইলে বৈদ্যুতী, মিশ্রভাবে পাঞ্চালী এবং মুছ পদবিজ্ঞাস করিলে  
লাঠি রীতি হয়। উদাহরণ বধা—

“অয়মুদয়তি মুদ্রাভজনঃ পদ্মিনীনা-  
মুলগিরিবনালী বালমন্দারপুষ্পম্।  
বিহরবিধুরকোকিলম্ বজ্রবিভিন্দম্  
কুপিতকপিকপোলকোড়তান্ত্রমাসি ॥”

( সাহিত্যদ° ৯ পরি° )

লাটামুপ্রাস ( পুং ) অমুপ্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ।—

“শকার্থরোঃ পোনরুত্তং ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ।

লাটামুপ্রাস ইতুক্তোহমুপ্রাসঃ পঞ্চমা মতঃ ॥”

( সাহিত্যদ° ১০।৬৩৮ )

তাৎপর্যমুসারে শব্দ ও অর্থের পোনরুত্ত হইলে এই  
অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়া ইহার নাম  
লাটামুপ্রাস হইয়াছে। উদাহরণ—

“সেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।

পশু নির্জিতকন্দপং কন্দপবশগং প্রিয়ম্ ॥”

( সাহিত্যদ° ১০ পরি° )

লাটায়ন ( পুং ) লাটায়ন।

লাটিম ( দেশজ ) ক্রীড়নকভেদ, ছেলেরদের একপ্রকার খেলাইবার  
জিনিস।

লাটীয় ( ত্রি ) লাটক।

লাটেখর, পশ্চিমভারতস্থিত একটি শৈবতীর্থ।

লাটু ( হিন্দী ) লাটিম।

লাটায়ন ( পুং ) শ্রোতস্থপ্রাণেতা ঋষিভেদ।

লাঠামাছ ( দেশজ ) মৎস্তভেদ ( Nandus murmoratus )।

লাঠি ( দেশজ ) লণ্ড, কশাঘটি।

লাঠিয়াল ( দেশজ ) যাহারা লাঠি খেলে। লাঠিবাজ।

লাঠি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠরিবাড় বিভাগের গোহেলবাড়  
প্রান্তস্থ একটি সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১°৪১' হইতে ২১°৪৫'  
৩০" এবং দ্রাঘি° ৭১°২০' হইতে ৭১°৩২' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ  
৪৮ বর্গমাইল। এখানকার কতক স্থান গওঠৈলে পূর্ণ এবং  
অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ বৃত্তিকার দৃষ্ট হয়। ঐ উর্বর বৃত্তিকার ভূলা,  
ইক্ষু ও কলাই শস্য প্রচুর জন্মে। নিকটবর্তী ভাবনগর বন্দরে  
এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভাবনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যমভ্রাতা শাহজী হইতে  
এখানকার সর্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশীয় এক জন  
ঠাকুর-সর্দার দাবাজী গাইকোবাড়কে বীর কত্তা সমর্পণ করেন।  
তিনি বিবাহের বৌতুকস্বরূপ বীর কত্তাকে হস্তান্নিমক  
ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে দামনগর নামে খ্যাত। গাইকোবাড়-  
রাজ দামাজী এই সম্পত্তিভাঙের পর বীর বণ্ডরের নিকট হইতে  
রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সর্দারগণ  
উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিকর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং  
গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষে একটি করিয়া অর্থ পাঠাইতে  
বাধ্য আছেন। তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ৭৩১০ টাকা, তন্মধ্যে  
তিনি বড়োদার গাইকোবাড়কে এবং কুনাগড়ের নবাবকে এক-  
যোগে ২০০৭ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহাদের মতকগ্রহণে  
অধিকার নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী। এখানকার  
সর্দার বাপুজা ( ১৮৮৪ খৃঃ ) গোহেলবংশীয় রাজপুত। ইনি  
ইংরাজ-রাজসরকারে ৪র্থ শ্রেণীর সামন্তরূপে গণ্য। ইনি বীর  
রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের গুরুগ্রহণ করেন না।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৪৩'  
২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮'৩০" পূঃ। ভাবনগর-গোণ্ডাল-  
রেলপথের ধোরাঙ্গী শাখা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। নগরের  
অর্ধকোশ দূরে ঐ রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে। এখানে  
ধর্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

লাড় ( ক্ষেপ ) অদস্তচুরাদি পরমৈঃ সর্বং সেট্। লট্, লাড়তি,  
লুঙ্, অললাড়ৎ।

লাড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাঙ্গী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতি  
নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই মুসলমান লাট-জনপদ-  
বাসী লাটজাতির বংশধর। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে,  
উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া  
বাস করিয়াছে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরঙ্গ এবং তুলজাভবানী ও  
বেন্নমা ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা।

ইহার দৃঢ়কার, বলিষ্ঠ ও স্থলর গঠন। দেহিতে অনেকাংশে  
শিম্পিদিগের মত। চক্ষুর বৃহৎ, তকপাকীর ছায় নাসা উন্নত,  
ওষ্ঠদ্বয় পাতলা এবং মুখাকৃতি মৃগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ  
শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহার মতগান  
বা মাংস ভোজন করে না। অধিকাংশই নিরামিষাশী। হৃৎকের  
জন্ত সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। ত্রীলোকেরা  
বাঘরা করিয়া অথবা পশুচতে কাছা দিয়া কাপড় পরে।  
জাতিধাংসকার প্রভৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান  
আছে, কিন্তু সকলেই বিশেষ আলস্যপ্রিয়। ইহাদের ক্ষত্রিয়  
লাড় থাকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। জাতের প্রভৃতি গন্ধ  
দ্রব্যবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত জ্ঞান কোন উপাধি দৃষ্ট  
হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা কত্তার বিবাহই অধিক ধরত  
হয়। কারণ ঐ সময়ে ভ্রাতৃত্বকে বৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ধার্মিক, ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই বিশেষ ভক্তিমান। বিবাহাদি কার্যে ব্রাহ্মণরাই পৌরোহিত্য করে। পটরপুর ও তুলজাপুরে দেবদর্শনে যার এবং হিন্দুর প্রধান প্রধান সকল পর্কাবেই উপবাসাদি করিয়া থাকে। বারাগসীতে ইহাদের ধর্মগুরুর বংশ আছে। তাঁহারা জাতিতে গোসাঁবি(গোস্বামী)। তাঁহারা সময় সময় দক্ষিণাত্যে শিষ্যদিগকে মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন। অস্ত্র জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না।

বালকের জন্মের পর মাভিচ্ছেদ করা হইলে প্রস্থতিকে মান করান হয়। পঞ্চমদিবসে বটীপূজাতে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং ঐ দিনেই আতবালকের নামকরণ হইয়া থাকে। উহার পর তিনমাস পর্যন্ত প্রতি সোমবারে প্রস্থতি বটীদেবীর পূজা করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রস্থতি পুত্র লইয়া নিকটবর্তী কোন দেবালয়ে গমনপূর্বক দেবতাকে পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্ত পান ও কদলী দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে।

ঐ দিন হইতে বিবাহ পর্যন্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। বিবাহের পূর্বদিন “দেবরুতা”, ঐ দিনে কুলদেবতার পূজা দেওয়া হয়। বিবাহদিনে বর ও কস্তাকে হরিদ্রা মাখাইয়া মান করান হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর ও কনেকে একত্র বসাইয়া যাজক ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করে এবং তাহারমাধ্যম সিদ্ধুমাথা চাউল ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহান্তে একটা ভোজ হয়।

ইহারা মৃতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশোচ পালন করিয়া থাকে। পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত মৃতের প্রোতকৃত্য হয়। শেষ দিনে জাতিকুটুম্বের ভোজ হইবার পর সকল চুকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পরে বেশ মিল আছে। সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিলে জাতীয় প্রধানগণের বিচারে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ভদ্রপেঙ্গা গুরুতর অপরাধের নিষ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। যদি কেহ এই বিচার লঙ্ঘন করিয়া কার্য করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং লজ্জাবর্ণ লশ টাকা দিলে পুনরায় স্বজাতিসমাজে আসিতে পার।

লাড় কসাব, বোম্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান-শ্রেণীভেদ। তেড়া ছাগ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল। মহিষরাজ টিপুসুলতানের (১৭৮৫-১৭৯২ খৃঃ) প্রভাবে সকলেই ইসলামধর্মে রীক্ষিত হইয়াছে। খ্রী ও পুরুষদিগের বেশভূষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন কোন পুরুষ কেবল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটা বড় কাপালা

খুলাইয়া থাকে। শ্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী, তাহার রাতার বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে না। স্বচ্ছন্দে দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইহারা মিতব্যয়ী, কর্মঠ, চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

ইহারা আপনাদের সমাজেই বিবাহাদি করে। ‘পাটিল’ নামক নির্ধাতিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে পক্ষায়ত্তে তাহার নিষ্পত্তি হয়। পক্ষায়ত্তে দোষীর অপরাধ সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। ইহারা হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া থাকে। হিন্দুর দেবতার পূজাদিতে এবং পর্কোৎসব পালন করিতে ইহারা বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমাংস ভক্ষণ করে না। কাজির দ্বারা বিবাহকার্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত অস্ত্রাস্ত্র সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুগ্রন্থাথ অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা কোরাণ বা কল্মা পড়ে না অথবা মসজিদে যায় না। অস্ত্রাস্ত্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে ইহারা ঘৃণা বোধ করে।

লাড়খান, একজন মুসলমানরাজ। ইনি অনঙ্গরঙ্গপ্রণেতা কল্যাণ মন্দের প্রতিপালক।

লাড়বানী, বোম্বাই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল-কর্তৃক দক্ষিণ-গুজরাতে লটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে ইহারা সম্ভবতঃ এখানে আসিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু। ইহাদের মধ্যে অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, গোতম, জমদগ্নি, কৌশিক, কান্তপ, নৈঋব ও বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত। সগোত্রে অথবা একপদবীযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহারা প্রত্যহ মান ও কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তুলজাপুরের ভবানীদেবী, সাতারার অন্তর্গত সিদ্ধনাপুরের মহাদেব, পটরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর্থে ইহারা সচরাচর গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশভূষাদি স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মত। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্মঠ, আতিথেয় ও চতুর। চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই কৃষিকার্য করে। বর্তমান সময়ে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া গবর্নমেন্টের অধীনে কর্ম করিতেছে। শ্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহার গৃহস্থালীর সকল কর্মই করে।

ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা সাজে নীচ এবং কুনবি-দিগের অপেক্ষা উচ্চ। বেশশ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সকল কার্যেই পৌরোহিত্য করেন। হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজায় ইহাদের

বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। ইহার হিন্দুর সকল পক্ষই পালন এবং প্রতিবৎসর প্রাবলী পৌর্নমাসীতে (নারিকেলপূর্ণিমা নামে খ্যাত) সকলে জনাও বা যজ্ঞস্থল পরিধান করিয়া থাকে। বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বালকের অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্তকাল। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বালকের বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংকৃত নহে। উহা দেশীয় ভাষায় অনুদিত। ইহার শব্দাহ করে। ১০ দিন মাত্র অর্শোচ থাকে। তদনন্তর প্রাত্যহস্ত শুদ্ধ হইয়া জাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলযোগ জাতীয় পক্ষায়তের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অপরাধী ব্যক্তির অর্থদণ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জাতিভোজ দিয়া পরিত্রাণ পায়।

লাড়সূর্য্যবাংলী, বোম্বাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহার অল্প হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে নাতিছেদের পর ইহার জাতবালকের মুখে কএক বিন্দু রেড়ীর তৈল ঢালিয়া দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটা ছাগহত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে জাতাশোচান্তে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই। বিবাহের দিন বর ও কস্তাকে একটা উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়া গ্রামাধ্যোতিবী কস্তা সম্প্রদান করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মন্তকোপরি হরিত্রাঙ্গিত চাউল ছড়াইয়া দেন। তদনন্তর বর ও কস্তা পরস্পরের কপালে হরিত্রা মাথাইলে পুরোহিত বস্ত্রিকা জালিয়া উভয়কে নীরাজন করেন। বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজনের ভোজ হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ইহার শবদেহ দান করাইয়া উপবিষ্টভাবে রাখিয়া দেয় এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করায়। তার পর তাহাকে পুষ্পমালা ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত করে। তৃতীয় দিনে ইহার সেই কবরে আসিয়া হুৎ ঢালিয়া দেয়। যদি কোন অন্ততদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্য্য হাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ বাড়ীতে চাউ দিয়া দ্বারদেশে ইহাদ্বা-কাটা ছড়াইয়া রাখে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, অন্তত-ক্ষেত্রে মৃত্যু জন্ত যে দোষ হয়, তাহা ঐ বাড়ীতে থাকিলে গৃহস্থিত অপর ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহই স্পর্শ করিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক কোন বিষয়ের নীমাংসা পক্ষায়তের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য অমান্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচ্যুত হইয়া থাকে।

ইহার ধার্মিক, ধর্ম্মকর্মে ইহাদের মতি আছে। বেলগাম-জেলায় সখদতি নগরস্থ যেনমা দেবীতীর্থে এবং নবলগুণ্ডের মুসলমান সাধু দবল-মালিকের সমাধি-সন্মুখস্থ ইহার আসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদির প্রতিও ইহাদের ভক্তি আছে। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণেরাও বাজকতা করে। ইহাদের কোন ধর্ম্ম-গুরু নাই।

লাড়া (দেশজ) আলোড়ন।

লাড়ালাড়ি (দেশজ) স্থানান্তরিত করণ।

লাড়ি (পুং) পাণিনীয় ক্রোড়্যাদি গণোক্ত একটী শব্দ। (পা ৪।১।৮০)

লাড়ু (দেশজ) লড্ডুক, লড্ডুক শব্দের অপভ্রংশ।

লাঠী (স্ত্রী) কুলটা স্ত্রী। (হেম)

লাং (হিন্দী) লাথি।

লাতব্য (পুং) বিক্রমোর্কশীর্গণিত রাজপুরস্কিভেদ।

লাতি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথালথি (দেশজ) পরস্পরে পদাঘাত।

লাদখ (লাদাক), কাশ্মীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়-সীমান্তবর্তী একটা বিভাগ। ইহা কাশ্মীরের পূর্বাংশে স্থাপিত এবং একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত। হিমালয়-শৈলের চিরতুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা নির্দেশ করা সুকঠিন। এইস্থান দিয়া সিঙ্কন ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিঙ্কনের উপত্যকা ভূমি বলা যায়। অক্ষা° ৩২° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯' হইতে ৭৯° ২৯' পূঃ মধ্য।

রূপন ও নিওগ্রা নামক মধ্যভাগের দুইটা জেলা, হিমালয়ের, তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কুএনগুনের অধিত্যকা ভূমি ও লিন্সিথদের পার্শ্বতা প্রাপ্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ডাঃ কনিংহামের মতে জানকর সহ ইহার ভূপরিমাণ ৩০ হাজার বর্গমাইল।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যাংশবর্তী স্তুবিষ্মত শৈলশৃঙ্গে স্থাপিত হওয়ার ইহার জনতানিরূপণ করা সুকঠিন। উক্ত মহাত্মার গণনামুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ১৬৮০০০, কিন্তু মুরফ্‌ট ১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০০০০ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। লাদকের বর্তমান ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনিতা এক-ভ্রু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারি মতে লোকসংখ্যা ২০৬০১। ডাঃ বেলিউ ও মিঃ ডু একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভবতঃ মিঃ ডু নির্দিষ্ট জেলায়ই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লাদকের স্থান পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে



মহুয়ের বাস নাই। এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকামাঝেই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ও ১৭০০০ ফিটের মধ্যবর্তী এবং তদুপর্যবর্তী অনেকগুলি পর্বতশৃঙ্গ ও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। এখানে সিদ্ধ এবং তাহার শায়ক, নিওভ্রা, চান্‌চেমো ও জানকর শাখা প্রবাহিত। পার্কত্য খাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, তদ্বাধ্যো পাককোজ ও ছোমোরিরি প্রধান।

এই জনপদের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও অসাধারণ তুষার-শীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে গ্রীষ্মের মাত্রা অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা এবং রাত্রিতে মর্দভেদী শৈত্য। শীতের আধিক্য এবং বায়ুর রুদ্ধতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন বিষয়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গাভীয়া পরিলক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র পর্বতশিখরজাত বাউ, কক্কপ্রকার ফল বৃক্ষ ও কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব অধিত্যকায় এবং পর্বতের ঢালু সাহুদেশে মধ্যে মধ্যে বনমালা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই পরহীন এবং সেই জমিতে কোন প্রকার সব্জিই উৎপন্ন হয় না। এখানকার বহু জন্তর, মধ্যে কিয়দ্বন্দ্ব নামক বহু-গর্দভ, ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও Marmot এবং পক্ষীর মধ্যে জগল, পেরু, পাট্টিক ও বাল-হাঁস প্রধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর পনিঘোড়া, গর্দভ, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। লাদকবাসীর পালিত ভেড়ার লোম শাল প্রস্তুত হয়। ঐ লোম প্রধানতঃ কাম্বীর, নেপাল ও ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কনিংহাম লাদক হইতে কাম্বীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার ছাগল সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। ঐ সকল বৃহদাকার পার্শ্বীয় ছাগলের ছদ্ম তাহার পান করে এবং ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্যপ্রবাসমূহ চাপাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। কনিংহাম একদিন ঐরূপ ছয় হাজার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, সোহাগা ও গন্ধক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন। লাদকবাসী বণিক সম্ভ্রদায় ঐ সকল দ্রব্য লইয়া পার্কত্যপথে দক্ষিণপশ্চিমপ্রদেশভাগে অবতরণ করিত।

এখানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, সোহাগা, গন্ধক ও গুড় ফলাদি প্রধান। ঐ সকল দ্রব্য তাহার কাম্বীর ও নিকটবর্তী হিন্দুস্থান, ইয়ারকন্দ, থোটান এবং উত্তর ও পূর্বে তিব্বতীয় প্রদেশভাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যবিক্রয়ে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহার সেই মূল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কাপাসবস্ত্র, কাঁচা চামড়া,

পরিষ্কৃত চর্ম, নানাপ্রকার শস্ত, বন্দুক, কামান ও চা প্রভৃতি দ্রব্য এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, স্বর্ণরেণু, রূপা, নানারূপ প্রাচীন-মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যবর্তী রূপসু জেলায় আসিতে দুইটা উৎকৃষ্ট পথ আছে। রূপসু হইতে বড়-লাচা গিরিসঙ্কট দিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে উপনীত হওয়া যায় এবং পরঙ্গ-বাট দিয়া লাহল ও সিমলার শৈত্যাবাসে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলিয়া অনেক ভ্রমণকারী বণিক ঐ পথে ভারত হইতে রূপসু ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে। লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসায়িগণ লে প্রদেশে গমনকালে রূপসুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহাদের খর্বাকৃতি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে কদর্য তুরানীয় জাতির শাখাতুল্য বলিয়াই মনে হয়। ইহারা সাধারণতঃ নির্ধীরোধী। দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, চাষাবাসই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০০ নাগাদ ১৩৫০০ ফিট উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা সর্দদাই মনের আনন্দে বিভোর; কোন বিশেষ কারণে, মদিরাদি মাদকদ্রব্য বা চক্ষপানে উন্মত্তপ্রায় না হইলে ইহারা কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না। ইহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই। পশমনির্মিত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্ধ ও পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরার ছায় এক প্রকার অঙ্গরাখায় সর্কাজ আবৃত করে, স্বচ্ছ-দেশে সলোম চর্মচ্ছদ ও মস্তকে কড়ি বা শামুক দ্বারা অলঙ্কৃত বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ঋতুর পরিবর্তনানুযায়ী ইহাদের বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল লাদখী পরিবারেই অল্প বিস্তর কৃষিক্ষেত্র রাখে। এখানে যাবেরই অধিক চাস হয়। কোথাও কোথাও নিম্নজমিতে গম ও কলাই বোনা হয়। খননস্থলে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে ভালবাসে। চক্ষ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয়। অপেক্ষাকৃত ধনবান ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় ও কর্মঠ। অনারাসেই বড় বড় বোকা উচ্চ পর্বতোপরি লইয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ছায় বলিষ্ঠ ও কর্মপটু। ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহারা ইচ্ছামত যথাস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ধনবান ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী-মিগের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহার কোন দোষ বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ এতোক পরিবারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থাকায়, তাহার উৎপন্ন শস্তাদি হইতে ইহারা আপন আপন পরিবারস্বিগকে লালন পালন করিতে পারে

না। এই জন্ত রক্ষণগণ বহুমিক্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গ্রাম প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বৌদ্ধমঠ বা বিহার আছে। প্রত্যেক গ্রামের অধীনে একটা জনপুত্র শৈলশ্রমোপরি ঐ মঠগুলি স্থাপিত। ঐ সকলে প্রায়ই এক বা দুইটা লামা এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধব্রতী বাস করে। এখানকার মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্যায়ক্রমে ঐ ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। মঠে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াই তাহারা বিদ্যাতাস করে। পর্তুগীজপ্রবেশিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি, প্রস্তর-মূৰ্ত্তি, শিলাফলকোৎকীর্ণ প্রাচীর এবং অস্তিত্ব পবিত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ কিএ-হু শব্দে এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি Akhassa Regio নামে এখানকার অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠাদির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎকালে একজন রাজকুমার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতেন এবং লাসার প্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধমঠের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত হইতেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে যখন সুবৃহৎ তিব্বত-সাম্রাজ্য অভ্যুদয়ের বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন প্রান্তরীমাহিত জনপদসমূহ এক একটা স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎকালে পালগ্যিগোণ এখানকার রাজা ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের সর্দার শেরখানী এইস্থান আক্রমণ করিয়া মঠ, মন্দির ও বিহারাদির বাবতীর হস্তলিপিত পুস্তিকসমূহ অগ্নিবোলে ভস্মীভূত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার ইতিহাসে একটা সুখী অবস্থার ঘটনা আছে। এখন প্রকৃতভাবে তাহার একটা অধ্যায়ও উদ্ধারের উপায় নাই।

রাজা সিউঙে নাকগালের রাজত্বকালে লামকরাজ্যের অনেক ঐতিহ্য সঞ্চিত হয়। তিনি বোগলসরাট্ জাহাঙ্গীরের সাহায্যপ্রাপ্ত বল্লভ-সর্দারকে পরাস্ত করিয়া লামবী জাতির বলবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনন্তর নোকপো ও লামবী জাতির মধ্যে উপদ্রুপদি একটী বৃহৎ সংঘর্ষ হয়। অবশেষে নোকপোগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ঐ সময়ে ভারতবাসী মুসলমানগণ সাহাবাদিককে সহায়তা করিয়াছিল।

নোকপোগণ তৎকালে বাসের জন্ত রুঝাং বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সাহাবাদিকের কড়াকড়া প্রকাশার্থ লক্ষ্যবস্তু সেই সময়ে লামকরাজ ইসলামধর্মের দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তদবধিই তাহার কাম্বীররাজকে রাজকর দিয়া আসিতেছেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রুজফট লামক পরিদর্শনে আগমন করেন। তৎকালে গ্যালাপো বা লামকের শাসনকর্তা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লামকের তৎকালীন সমুদ্র দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাম্বীররাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ দোগ্রা সৈন্য লইয়া লামক আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাবর সিংহ এই বোদ্ধৃলের নারক হইয়া বধ্যক্রমে দুইটা অভিযানের পর, লামক ও বল্লভ প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে স্পর্ধিত হইয়া শিখসেনাপতি রুঝাং আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কোন কল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও নোকপো সেনার সহিত যুদ্ধে এবং দারুণ পার্শ্বভাষীতে শিখসৈন্য সমূলে নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আফগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্যও ঐরূপে বিপর্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্তের পঙ্গববিজয়ের পর, কাম্বীর ও তদবধীন এদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্নেন্ট পুনরায় ইহা গুলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গবর্নেন্ট এখানকার বাণিজ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে Dr Cayleyকে লামকে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাম্বীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাজপ্রতিনিধি লর্ড মেণ্ডের একটা সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকার্য পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় কমিসনার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহার উত্তরে একযোগে এই কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। (Dr Aitchison কৃত Trade Products of Leb 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যপ্রব্যের সুবিবৃত্ত বিবরণী প্রস্তুত আছে।)

লালখা, পঙ্গাবপ্রদেশের অবালা জেলার পিপলী তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর। পিপলী হইতে রদৌর বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৫৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫' পূঃ। ইহা পূর্বে একটা সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের সময় এখানকার সর্দার রাজা অজিৎসিংহ বিনম্রুণ আচরণ করায়, উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এখনও দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এবং অস্তিত্ব এখান এখান অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। মিউনিসিপালিটির অধীন থাকার নগরের পূর্বসমুদ্রিক কোনরূপ হ্রাস হয় নাই।

লাস্তু (পুং) তদ্রোক্ত সম্বন্ধে, এই শব্দ বলিলে 'ব' স্থায়।  
 লাস্তুকজ (পুং) জৈনমতে দেবগণভেদ। (জৈনহরিবংশ ২৩)  
 লান্দীখানা, আফগানস্থানের অন্তর্গত "খাইবার-পাস" নামক  
 এনিক গিরিপথের একটি অংশ। এরূপ কঠিন ও দুর্গমস্থান  
 আর তুর্য্যি পৃষ্ঠ হয় না। পূর্বস্থলের কদম নামক স্থান হইতে  
 এই স্থান ২৩ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গিরি-  
 সঙ্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম। অক্ষা° ৩৪°৩' উঃ  
 এবং দ্রাঘি° ৭১°৩' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উচ্চ।  
 এই গিরিপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩৩৭৮ ফিট উচ্চ।  
 এখানে একটি দুর্গ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্য  
 গমনকালে ঐ দুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। দুর্গ-পরিবার নিম্ন  
 বস্তুতে একটি সরাই আছে। স্রমকারিগণ এবং বণিকগণ  
 গমনাগমনকালে ঐ স্থানে থাকিয়া আহাতি দিয়া থাকে।

লান্দীকোটাল ইংরাজরাজের একজন কর্মচারীর (Political officer) অধীনে এই সঙ্কট রক্ষিত হয়। পার্শ্বভাষা হইতে  
 গৃহীত একটি সেনাপল (Irregular Levies) এই স্থান রক্ষা  
 করিতেছে। লান্দীকোটালের অধরে পিসগাহ নামক পর্বতশৃঙ্গ।  
 বিগত আফগানযুদ্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়া স্থানীয়  
 ইংরাজকর্মচারী জালালাবাদ পর্যন্ত আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্র  
 পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

লান্দীকোটাল অতিক্রম করিয়াই গিরিপথের পরিসর ক্রমশঃই  
 কমিয়া গিয়াছে, সেই কন্দরমুখেই লান্দীখানা গ্রাম। তথা হইতে  
 কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্রে আসা  
 যায়। আফগানসীমান্ত-রক্ষিণ বণিকৃদিকে এই সঙ্কটমুখে  
 আনিয়া দিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার সেনা নামক  
 সেনাপল তাহাদের লান্দীখানায় ইংরাজ অধিকারে আনিয়া  
 ছাড়িয়া দেয়।

লাস্তু, পাণিনীর স্বাধিগণোক্ত একটি শব্দ। (পা° ৫।৪।২৯)

লাপ (পুং) লপ-বঞ। কথন, লপন।

লাপিন্ (ত্রি) লপ-গিনি। কথনশীল।

লাপ্য (ত্রি) লপাতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়।

লাফ (দেশজ) লক্ষ।

লাফা (দেশজ) ১ লক্ষ। ২ খরগোস।

লাফা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-জেলায় অন্তর্গত একটি অমিশারী  
 সম্পত্তি, ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে এখান-  
 কার অমিশারবংশ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। স্থানীয়  
 অধিকারী কুন্বার বংশীয়।

লাফাগড়, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি গিরি-  
 দুর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাকোটালোপরি

স্থাপিত। অক্ষা° ২৩°৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৩' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ  
 হইতে এইস্থান ৩২০০ ফিট উচ্চ। দুর্গের চারিপার্শ্বের অধিকা-  
 ভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র জনপদে  
 আবৃত হইয়াছে।

এই দুর্গশীতল অধিকাত্মে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়-  
 বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রত্নপুরে রাজধানী  
 পরিবর্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অল্প-  
 অবশ্যায় রহিয়াছে।

লাফালাফি (দেশজ) লাফাইরা কেড়ান।

লাভ (পুং) লভ-করণে বঞ। মূলধনের অধিক উপার্জিত  
 ধন। পর্যায়—কল, লভ্য, বৃদ্ধি। (শব্দরত্না°)

"সুখদুঃখে ভরকোথো লাভলাভো ভবাভবো।

যত কিস্তিখাছুত নহু দৈবত কৰ্ম তৎ ॥" (রামায়ণ ২।২২।২২)

২ প্রাপ্তি। সপ্তপ্রকার ধর্মগুনক বিভাগমের মধ্যে একপ্রকার।

"সপ্তবিভাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রমো জয়ঃ।

প্রয়োগঃ কর্মযোগে সৎপ্রতিগ্রহ এব চ ॥" (মহু ১০।১১৫)

লাভক (পুং) লাভ স্বার্থে কন্। লাভ।

লাভলিপ্সা (স্ত্রী) লাভের ইচ্ছা।

লাভলিপ্সু (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক।

লাভনং (ত্রি) লাভঃ বিত্তভেদন্ত মতুপ্ মন্ত বঃ। লাভযুক্ত,  
 লাভবিশিষ্ট।

লাভস্থান (স্ত্রী) : লাভস্থ স্থানং। জাতবালকের তদ্বাদি  
 ষাণ্ণভাবের মধ্যে লম্বাবধিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের  
 বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্ত ইহাকে লাভস্থান কহে।  
 বজ্রীদাস লাভস্থানে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়াছেন—

"গজাশ্বযানবস্ত্রাদি শয্যাকাঞ্চনকঙ্কণাঃ।

আয়ুর্বিদ্যার্থলাভক লক্ষ্যেন্নাতলমতঃ ॥" (বজ্রীদাস)

হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভূষণাদি, শয্যা, ধনরত্নাদি,  
 কঙ্কণ, আয়ু, বিদ্যা ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে  
 অর্থ্যাৎ লম্বাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

লাভ্য (স্ত্রী) লভ-ণ্যৎ। লাভ। (শব্দরত্না°)

লামকায়ন (পুং) ১ লমকের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯)  
 ২ আচার্যভেদ।

লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য।

লামকায়নি (পুং) লামকায়ন শাখাধারী।

লামজুক (স্ত্রী) বীরগম্বল। [ বীরগ শব্দ দেখ ] ২ উদ্বীর্ণবৎ  
 নীতজ্জবিত্ত্ববিশেষ। পর্যায়—স্থনাল, অস্থনাল, লব, লবু,  
 ইষ্টিকাশখিক, শীঘ্র, বীরবল, জলাশর। শুণ—হিম, তিক্ত, বাত,  
 পিত্ত, তৃষ্ণা, হাহ, শ্রম, দুর্জা, রক্ত ও অন্নদানক। (রাজনি°)

লামা (ব'লামা), তিব্বতস্থ বৌদ্ধভিত্তিক। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধমাস্যাসী হলই লামা নামে পরিচিত। মোঙ্গলীয়গণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবালককে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ব'লামা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় হলই শব্দে সমুদ্র বুঝায়।

রাজা থিঙ্গোন্দে-৭সান্ ( ৭২৮-৮৬ খ্রষ্টাব্দ ) তিব্বতীয় বৌদ্ধভিত্তিকের মধ্যে জ্যেষ্ঠবিতাপ করিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কালে সেই প্রাচীন পদ্ধতির বিশোধ ঘটে এবং খ্রীস্ট ১৫শ শতাব্দির আরম্ভে বর্তমান ধর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ লামা ৭সেন্খাপা ১৪১৭ খ্রষ্টাব্দে লাসা নগরীতে গাংলুদন সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেই মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন। সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের উপর মহতী শক্তি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও তাহারাই সেই দেবাংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিত। সেই বিশ্বাসবলেই, তাঁহার পূর্বপোষ-গণ অত্যাশি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু লাসা নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য হলই লামা এবং তবিলুগপোর পঙ্কেন্-ঝন্-পোছের ধর্ম্মপ্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, পূর্বোক্ত গাং-লন্দ্ মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শেবোক্ত লামাধ্বরকে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহার দেবতারূপে পূজা জ্ঞান করে।

হলই লামা সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিসত্ত্ব চেন্নেঙ্গীর অংশসমুদ্ভূত বা তাঁহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের বিশ্বাস, বোধিসত্ত্ব চেন্নেঙ্গী যখন যে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটা অপূর্ণ জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মনুষ্যের দেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মনুষ্যের দেহে দেবতাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঙ্কেন্-ঝন্-পোছে নামধেয় লামা চেন্নেঙ্গী বোধিসত্ত্বের পিতা অমিত্যভের অবতার বলিয়া পূজিত।

কিংবদন্তী আছে, ৭সেন্খাপা তাঁহার দুইটা প্রধানতম শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা ও পরিপালন জন্য আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাদের আচার্য্যমর্যাদার পার্থক্য ও প্রাধান্ত নির্দেশ করিয়া দেন তদনুসারেই উপরোক্ত দেবাংশসমুদ্ভূত লামাধ্বরের উৎপত্তি ঘটয়াছে। আদ্যায় Osomaয় বংশতালিকা হইতে জানিতে

পারি যে, গেছন্ গ্রুব্ ( জন্ম ১৩৮২ খৃঃ, মৃত্যু ১৪৭৩ খৃঃ ) সর্ব-প্রথমে গোল্ঘ ঝন্-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যাশি হলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন; সুতরাং ইহাযারা স্পষ্টই অনুমান হয় যে, গেছন্ গ্রুব্ই প্রথমে হলই লামারূপে সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন; গাংলুদন সঙ্ঘা-রাসের মঠাধ্যক্ষ ৭সেন্খাপার বংশধর ধর্ম্ম-ঝাচেন্ উক্ত মর্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খ্রষ্টাব্দে তিনি তবিলুগপু-পোর সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মঠের উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঙ্কেন্-ঝন্-পোছে নাম ধারণ করিয়া হলই লামার জ্ঞান স্বীয় ঐঙ্গী শক্তি বিস্তারে সচেতিত হন। তিনি আপনার সৈবশক্তি সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেও, হলই লামার জ্ঞান ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার তাদৃশ প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদধিকৃত ভূভাগে তাঁহার শাসক বা উপদেষ্ট ততদূর দেবশাসক্যৎ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় নাই। কেবলমাত্র তিব্বতভূমে হলই লামার জ্ঞান তিনি সমভাবে রাজশক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ম গোল্ঘ-ঝন্পোছে লক্ষ লোব্জঙ্গ গ্যাম্বেসো উচ্চাভি-লাবী ছিলেন। তিনি ভোটরাজের সহিত বিরোধকালে কুন্সু-নোর নামক হৃদযীরবতী কোবোৎ-মোঙ্গলীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভোটরাজধানী দিগাচী আক্রমণার্থ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিগাচীর ভোটরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধে মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া লক্ষ লোব্জঙ্গকে সমর্পণ করেন। ১৬৪০ খ্রষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। সুতরাং তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজ্যে হলই লামার অধিকার (temporal government) বিস্তৃত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বোধিসত্ত্বের অংশসমুদ্ভূত। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাঁহাদের কেহ কেহ নরদেহে ভূতলে অবতীর্ণ, কেহ বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভাধারা অংশাংশবতাররূপে পূজিত। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ বৈরূপ সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যাত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই লামাগণও তদনুসরণে প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্ম্ম (ভিক্শু)দিগের সঙ্ঘ, শ্রমণের ও অর্হৎ-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুগণ লামাদিগের সহিত সমধর্ম্মানুশাগনে রত থাকিলেও সাধারণের চক্ষে লোকপ সম্মাননার সহিত গৃহীত হন না। তাঁহারা সাধারণ উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সংসারধর্ম্মনিরত গৃহবাস্তবিক যদি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ধার্মিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হন। ধর্ম্মোপদেশ প্রবণে তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহারা পঞ্চো-পদে পালন করিয়া সংসার-ব্যর্থ-নির্দ্ধা হইলে উপাসক বা

উপাসিকা', ব্রহ্মচর্যাবলম্বন না করিলে 'পবিত্রকন্যা' (সংসান-নৃপ্যাদ) এবং চারিটা উপদেশ পালন করিলে জেন্ন-খো বা জেন্ন-না নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ধর্মপ্রাণ তিব্বতীর সমাজে লামাগণ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারভূত এবং সর্বসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া-সাধারণে সেই আচার্য্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। এই কারণে তদ্বন্দ্বিতাবাদী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্ম-শক্তিবলে অনুপ্রাণিত এই আচার্য্যগণ লামাপদপ্রার্থী বালকবিশিষ্ট উপর যথেষ্ট অর্থদণ্ড ও (বৎসন-এল) করিয়া থাকেন। শিক্ষা-নবিশী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কারিক বেশ ভোগ করিতে হয়। এই সকল অমাহুতিক কঠোরতা সত্ত্বেও তিব্বতবাসী প্রত্যেক গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অজ্ঞাত সন্তানসন্ততিরা বিবাহিত হর এবং গৃহস্থের ভরণপোষণার্থ নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকে। বাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি ছুই বা ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বোধপ্রধান ভোটরাজ্যে প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটা লামা হইয়া পড়িয়াছে। সিকিমে ঐরূপ ১:১০ জন, লামকে ১:১০, ভোটাং ১:১০, ল্দিতে ১:১, সিংহলে ১:৩০ বোম্বায় ১:৩০, এবং উত্তর এসিয়ার কালমক্ জাতির মধ্যে ১৫০ হইতে ২০০ তাহুতে ১টা মাত্র লামা বিদ্যমান দেখা যায়।

সুগিন্‌ইট, ডা: কনিংহাম, ডা: কাশেল, মুরক্রকট, মিড্‌ট্রক্ প্রভৃতির তিব্বত ও লামকভ্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর ছাদশী মঠে এবং তাহার সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত বা লামক বিভাগের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৩০শই লামা।

সাধারণ সন্ন্যাসপ্রবেশে পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ১ শিষ্য বা শিক্ষানবিশ, ২ বীক্ষিত শিষ্য। ইহার পুরোহিতপদপ্রাপ্ত এবং ৩ মহামাভ আচার্য্য বা ধর্মগুরু পদাধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। ভারতীর বৌদ্ধসমাজে ভ্রমণের, ভ্রমণ বা ভিক্ষু এক ধর্মির বা উপাধ্যাক্ প্রভৃতি পদ দৃষ্ট হয়; তিব্বতীর লামা-সম্প্রদায় মধ্যেও সেইরূপ লামাভ বালক হইতে মহামাভ আচার্য্যপদ লাভ করিবারও চারিটা ক্রম আছে। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল ছইভাগে বিভক্ত।

১ 'গে-জেন্ন' বা উপাসক। ধর্মজীবন অভিবাহনের অভি-প্রায়ে বাহারা মঠে প্রবেশপূর্বক শিক্ষাকার্যে ব্রতী হয়। এই উপাসক বিবিধ,—পক্ষ-মহাপাতক পরিবর্জনপূর্বক ধর্মবতাহ-

বর্তনকারী ব্যক্তিমাভ এবং ২ সন্ন্যাসপ্রমোদনীয় শিষ্য। পোবোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বাহারা ১০টা উপদেশ পরিপালন এবং সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছাদি পরিধানপূর্বক এই ধর্মপথের পথিক হইতে প্রকৃত হন, তাহারা 'রক্যুঙ' নামে খ্যাত। মোদ্বলোরা তাহাদিগকে দ্বাবি, বন্দি, বন্দ বা বস্তে বলে। কালমাকগণ তাহাদিগকেই মারি বলিয়া থাকে।

২ গে-বুল বা শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায়। এই সময়ে তাহাদিগকে ৩৬টা ধর্মনিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপ-রাপর লোকের নিকট তাহারা তখন কণ্ঠকীটা উপধর্মাত্মক বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু বৌদ্ধভিত্তি জ্ঞান সম্বানিত নহে।

৩ গে-লোজ—ধর্মচার্য্য ও ভিক্ষু। ২৪ বৎসর বয়স না হইলে কেহই এই পদমর্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই সময়ে তাহারা প্রকৃত বীক্ষিত-ভতি বলিয়া গণ্য হয়। ঐরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫৩টা নিয়ম রক্ষা করিতে হয়।

৪ থান্-পো—মঠাধ্যাক্ বা উপাধ্যায়। ইহাই লামা-সন্ন্যাস-ভ্রতের চরম সীমা; কারণ 'থান্-পো'ই শিক্ষিত, বীক্ষিত ও ভতিদিগের প্রকৃত গুরু। তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী থাকিবেন। কেবলমাত্র বাহারা ঐশীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বা বোধিসত্ত্বাবতার, 'ছুতুং', এবং আচার্য্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত ঐরূপ লামাই থান্-পোদিগের উপর রহিলেন। বাস্তবিক, ইহারাও পূর্ব-কথিত উপাধ্যায় বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রাজশক্তিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্মবাজকগণই লামা বা আচার্য্য বলিয়া সম্বানিত হইয়া আসিতেছেন। অজ্ঞাত মঠাধিকারী হইতে তাহার পার্থক্য নির্দেশন জন্য তাহাকে গ্রেণ্ড লামা (Grand Lama) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। কেবল বড় বড় মঠেই এক এক জন থান্-পো থাকেন। নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লামাস্থান ও মন্দিরাদির পরিদর্শকরূপে তাহারা তথাকার দ্বারভীরা কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের এই পদ কতকংশে কাথলিক বিশপদিগের মত।

লামার ধর্ম-প্রণালী।

বেপুখ, সেরা, গা: ল্দন ও তবিল্‌নুপো প্রভৃতি ভোটরাজ্যে অপ্রদিক সন্ন্যাসপ্রবেশে যে প্রণালীতে (গো-মুগ্-প) লামা-শিষ্য গৃহীত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। তিব্বতের অজ্ঞাত মঠাধ্যাকগণও ঐ সকল মঠের আচারিত প্রথা অনুসরণ করিয়া কার্য করিয়া থাকেন।

যে বালককে (বৎসন-হউঙ) শিক্ষাদাতা লামা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, সে বীর ভবনে অষ্টম বৎসর (হর হইতে বয় পর্যন্ত) কাল বাস করিবে, কিন্তু সেই সময়ে সে

মঠে বাইরা বিভাজ্য করিতে পায়। মঠে বাইরার সময় তাহাকে মস্তকে লাগ বা হরিদ্রাবর্ণের ইনি মিয়া লাইতে হয়। এখানে পাঠ্যভাগ্যকাল শিকাজিলাবী হাফিজ শিকারগরে উত্তরোত্তর উচ্চশ্রেণিতে উন্নীত হইয়া থাকে। ঐ শ্রেণীগুলি ক্যাশ, গো-২৩-উল ও গো-সোড্ অর্থাৎ বহাভ্রমে শিকারগর-শিক, দীক্ষিত মিয়া এক বতি। তাহার মোকদ্দিপদের অধিকারী হইয়া শিকারগরীর কোন একটা বিশেষ বিভাজনের উন্নতিলাভে দ্বন্দ্বিত হইতে পারেন।

অনেক বালকই প্রধান মঠে বা লম্বারামে লামা-পদ ও তদনুসঙ্গ শিকাগাতার্থ প্রবর্তি হইবার পূর্বে গ্রাম্যকুত্রমঠে গ্রাম্যমিকপাঠ শিকা সমাপন করিয়া থাকে এবং শিকাগাতের সময় মঠে আসিয়া সমাগত হয়। শিকারগর পেশিওলি মঠে এবং মিন্দোলিদের নিঙমা-সম্ভারামে যেরূপ প্রধান বালকদিগকে শিকা দেওয়া হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাই প্রকাশিত হইল।

উক্ত মঠে কোন বালক শিকার আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাম, কুলমর্যাদা ও পদমর্যাদা জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা কখনবা হইলেই তাহার তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিন্তু সাধারণতঃ সকলগুলিই আবৃত্তক। বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল পরীক্ষা করা হয়; কেন না, তাহার শরীর দুর্বল হইলে সে কখনই এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে সমর্থ হইবে না। প্রথমে তাহার বালক বয়স, বয়স, মুক বা তোতলা কি না, তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করেন। যদি বালক দ্ব্যবসিক মৌল্যগাি কোন সোব-মুক্ত হয়, তাহা হইলে সে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পার না। শারীরিক পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত হইবার পর, বালকের পিতা বা অভিভাবক মঠে কোন বতি বা লামার নিকট স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে বতি বালকের পরিচর্যক ও উপদেষ্টা হন, তিনি প্রাক্তি তাহার নিকট আশ্রয়। যেখানে এইরূপ কোন নিকট আশ্রয়ের অভাব ঘটে, সেইখানে বালকের কোষ্ঠি-কল বিচার করিয়া মঠে কোন বৃত্ত বতির হস্তে বালকের ভার্য্য করা হয়। তখন সেই বৃত্ত বতিই বালকদিগের উপদেষ্টা হন। শুরু হস্তে সন্ধ্যাকালে বালকের পিতা বতিকে সন্ধ্যা প্রদর্শনার্থ কিছু টাকা, গাভাসমগ্রী ও মত্ত দিয়া থাকেন। কুলবিশেষে এই টাকা দিবার পার্থক্য আছে। দিকিদের পেশিওলি লম্বারামে প্রায় এককল টাকা এবং জেতিমে ১-২ জেতিমী দ্বারা দিতে হয়। কুল-কুল মঠে ১০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

গো-২৩ বা উপদেষ্টক লামাপুত্র অর্থাৎ লামা-লাজী লাভ করিয়া বালককে মঠের মধ্যে লইয়া আসে। পদমর্যাদা-বিশুদ্ধ কলে

বতিরা লমবেত হইয়া বসিয়া থাকেন, সেই পুত্র বালককে আনিয়া সকলের সম্মুখে তাহার কণ্ঠশ্রিত এবং তাহার পিতার প্রবৃত্ত উপহারাদিপ্রাপ্তির কথা জানাইয়া প্রথমে বতির বা কুল-কুলের নিকট বালককে শিষ্যে নিরোধ করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। প্রেত-যতি এবিষয়ে অনুমোদন করিলে ঐ বালক শিকারগরগে স্থায়ী হয়।

শিকারগর লম্বারামে ঐ বালকের বেশ ছাট্টা দেওয়া হয়। তখন সে শিকারগর অধীনে সাধারণ দাস পরিধান করিয়া পাঠ্যভাগ্য করিতে পায়। ক, খ ও গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সে কএকখানি কুল-কুল ধর্মগ্রন্থ কঠিন করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত তাহাকে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কতকাংশ শিকা এবং তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ এই সময়ে তাহাকে—দশবিধ দুর্দর্শ, নীচজন্মের লক্ষণ, লজ্জের উদ্দেশ্য ও ব্যাক্যকথনপ্রণালী বিষয়েও নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঠ্যাবস্থার প্রথম বৎসরে বালকের পিতা বা আশ্রয়বর্ণ মাসে একদিন মাত্র বেধিতে আইসেন এবং শিকারগর বেতন ও বালকের ধোরাঙ্গী ধরত দিয়া তাহার কতদূর শিকা-প্রাপ্তি হইয়াছে জানিয়া চলিয়া যান। এই-রূপ অবস্থার দুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবৃত্তকীয় সকল পাঠ্য কঠিন এবং তাকা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষক তাহাকে গো-২৩-উল পদের উপযুক্ত জানিয়া প্রধান বতির (শিষ্য-দগ্ধ) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া পাঠান। দরখস্ত পাঠাইবার সময় বালককে একখানি উত্তরীয় ও ১০ টাকা পাঠাইতে হয়। প্রধান যতি পুনরায় তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা লন, তদনন্তর তাহাকে গো-২৩-উল পদের উপাধ্যায়ী জানিয়া তৎপরে নিরোধার্থ একখানি জামিন-নামা লিখাইয়া বৃজবুলির ছাপ দিয়া লন। পরে শাখা-বিশেষে শিকা সম্বাদনার্থ শিক্ষক বীর ছাত্রকে তথাকার প্রধান ঠাণ্ডাঘরের (উপাধ্যায়) নিকট লইয়া যান। ঐ উপাধ্যায়কে তৎকালে প্রণামী বরপ ১০ টাকা ও একখানি উত্তরীয় দিতে হয়।

তৎকাল নিম্নলিখিত উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় শুরুতে এই করটা প্রশ্ন করেন। “লামা-ধর্ম গ্রহণ করিতে ইহার কলব্যতী ইচ্ছা আছে কি না? এ বালক ক্রীতদাস, ধনী কিংবা সৈনিকবৃত্তিধারী কি না? ইহার বংশমর্যাদা কিরূপ, কেহ ইহার এই ধর্মগ্রন্থে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে কি? এক কথন কুলের আত্মারদের অবহেলা করিয়াছে? জলে বিধ চালিয়াছে বা পরকৃত্যভরণ হইতে পক্ষীগণকে ছেলা মারিয়াছে?” ইত্যাদি। উপদেষ্টক প্রশ্নসমূহের বহাধন উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে উপাধ্যায় তাহাকে অধীত পাঠ্যগ্রন্থসমূহের আবৃত্তিক পাঠ আবৃত্তি করিতে বলেন। ঠাণ্ডাঘর বালকের দেয়া ও বিদ্যারি তপে



বুদ্ধ হইলে মঠের নাম-তালিকার ঐ শিষ্যের ও গুরু নাম লিখিয়া বুদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং ঝালককে একখানি উত্তরীয় পারিতোষিক দেন। তদনন্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারভাগ ও সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকালীন বাসধার্মের অল্পরূপ লাল বা হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় লামা ধর্মগ্রহণের অঙ্গুণ্যোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাহাকে ব্রোহ্মাভ্যাস করেন এবং ঐ শিক্ষক মঠে আলোক জ্বালাইবার জন্ত কএক সের মাখম দিতে বাধ্য হন।

উপাধ্যায়কর্তৃক অল্পমোদিত হইলে, শিক্ষক পুনরায় ঐ বালককে লইয়া মটর ‘জাল-ডো’ বা শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং তাহাকেও একখানি উত্তরীয় ও একটি টাকা প্রণামী দিয়া স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবাসের অধিকার ও স্থানদানপূর্বক পুনরায় একখানি খাতার তাহার নাম লিখিয়া রাখেন। এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে ও তাহার গুরু দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

জালডো-লামা কর্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক ডাপা পদাভিষিক্ত হইয়া মঠে কিরিয়া আইসে। অবস্থানসারে সে সেই মঠের অপরাপার সহাধ্যায়ীদিগকে চা পান করাইয়া থাকে। যদি সেখানে তাহার কোন আত্মীয় না থাকে এবং খাওয়া দিবার অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে মঠের ভাণ্ডার হইতে সে খাদ্যাদি পায়। তাহার আত্মীয়েরা খাতুহিসাবে বাহা কিছু পাঠাইয়া দেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তাহার একভাগ মঠ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট হইতে সে স্তোত্র-গণ, ব্য়ম্-মঠা-ব্য়, গজেন, জু-গম, বাব-সের, স্ত্রো-লুগস প্রভৃতি যতির উপযোগী বস্ত্র, পানপাত্র, ময়দার থলি ও একছড়া মালা পায়। অতঃপর প্রত্নজ্ঞাত অবলম্বন করিয়া সে যত দিন না সন্ন্যাসিবৎ আচার্য্যস্থান করিতে পারে, ততদিন সে গেংবুল বা স্রমণপদ পায় না এবং মঠের ধর্ম-কাণ্ডে যোগ দিবার অধিকারী হয় না।

ডাপা পদাভিষিক্ত বালক কর্ণনিষ্ঠায় পারদর্শী হইয়া ধর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হইবার আশার মঠাধিকারী শ্রেষ্ঠলামাকে (দগে-লসেন-খু-ক্স-পোছে) স্বীয় অভিশ্রব জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে তাহাকে একখানি উত্তরীয় ও সাধারণতঃ অধিক টাকা (পূর্বাশ্রমের বৈশিষ্ট্য) প্রণামী দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অনুসারে সে গেংবুল-পদলাভ করিয়া থাকে। বালককে গেংবুল পদাভিষিক্ত করিতে একটি দিন নির্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ ‘উপোসথ’ বা উপবাসদিনই প্রশস্ত। ঐ দিনে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটি শিখা থাকে। তদনন্তর তাহাকে সঙ্ঘের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুখে আনিয়া

সন্ন্যাসীর বর্ণধারণ করান হয়। একটি মস্ত পাঠের পর, শ্রেষ্ঠ লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্ন্যাসাশ্রমের একটি স্বতন্ত্র নামকরণ করেন। তৎপরে ঐ বালক সন্ন্যাসধর্ম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা-কার্যের সময় উপস্থিত লামা সেই শিখা কাটরা দেন। তখন সেই গেংবুল ৩৬টি ধর্মোপদেশ ও ৩৬টি নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নরদেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহার কথিত “আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রম গ্রহণ করিলাম।” এই মহামন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্বক অঙ্গীকার করিলে সংস্কারকার্য সমাধা হইয়া যায়। সংস্কার-সমাধানান্তে সে লামাকে একখানি কাপড় ও ১০টা টাকা প্রণামী দেয়। এখন হইতে সেই গেংবুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে পরিচিত থাকে।

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া ‘মঠের সহিত তাহার বিবাহরূপ’ একটি প্রক্রিয়ার অঙ্গুষ্ঠান করা হয়। তখন তাহার মাথার টোপর এবং হস্তে প্রজ্জলিত ধূপ থাকে। তদনন্তর তাহাকে নির্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বৌদ্ধ যতি এই সময়ে তাহাকে যতিধর্মের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেয় তিনি ব-গ্রাগ্ নামে অভিহিত। বজ্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার্য্য-গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকটা নেপালী ‘বাচা’দিগের মত।

[ নেপাল দেখ। ]

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কথ্যে অধিকারী হইলেও, সে ডাপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ সময়েও প্রায় ৩ বৎসর কাল তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। তদনন্তর সেই বালক যতিধর্মের ‘খগ-ছ’উন’ শিক্ষাকাল অতিক্রম করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পায়। এইরূপে শিক্ষার পারদর্শিতানুসারে সে পর-পা ও গে-লোড্ (পূর্ণ যতি) পদে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান প্রধান সঙ্ঘসভার অধ্যক্ষ যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

খগ-ছ’উন পদাঙ্গী হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম করিতে পারে না। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। শাস্ত্রালাোচনা ব্যতীত সেই শিষ্য কোনরূপ শিল বা চিত্রবিদ্যা অধ্যাস করিতে পারে। তখন পাঠে অবহেলা করিলে তাহাকে ব্রোহ্মাভ্যাস করা হইয়া থাকে। এই সময়ে যে আচার্য্য গেংবুলকে বৌদ্ধধর্মের গূঢ়-রহস্য উদ্ভেদন করিয়া দেন, তিনি ‘ব’স-বৈ-লামা’ নামে ঐ বালকের নিকট চিরদিন পূজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহাঙ্গিকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।



একটা সজ্জারামের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মঠেই এক একজন ধর্মপ্রাণ থাকেন। তাহার তথ্য শ্রেষ্ঠ-লামার পক্ষে অধিষ্ঠিত। হুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক ধর্মপ্রাণের একটা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে কেহই লামা পদ পান না। লামাদিগের মধ্যে যিনি যত অধিক ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পূজ্য। এই কারণে গেৎসুল-গণও স্ব স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় এক একটা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-ধ্বজ হয়। ঐ শব্দ শুনিয়া তাহার পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করে এবং স্বীয় আচার্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে এক বৎসর পরে এবং তদনন্তর এক বা দুই বৎসর পরে পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই দুইটা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চা প্রস্তুত ও সজ্জের বৃদ্ধ যতিদিগের আজ্ঞাবহন করিতে হইয়া থাকে।

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সজ্জারামের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ও প্রতিগণ একটা প্রকোষ্ঠে সমবেত হন। তথায় সকলেই নিতরূপ ভাবে বসিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যস্থলে গেৎসুল দাঁড়াইয়া স্বীয় নির্দিষ্ট পাঠ আবৃত্তি করে। যদি সে কোন স্থান ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পাঠ স্মরণার্থে অপর একজন তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাইয়া দেয়। প্রথম পরীক্ষায় সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইরূপে আবৃত্তি করিতে প্রায় ৩ দিন লাগে এবং প্রত্যেক দিনে সেই বালক নয় বার বিশ্রাম করিতে পায়। ঐ অবসরে সে পরবর্তী গ্রন্থখানি পুনরায় দেখিয়া লইতে পারে।

যে সকল যুবক এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনার সহিত ঐ গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া ‘ছ’ওন্-খুমস’পা’ উক্ত-মধ্যম প্রহার করিয়া থাকে। যদি এক বালক উপযুক্ত পূর্ণ তিন বৎসর পরীক্ষায় অগ্রগতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেবলমাত্র ধনী সন্তানেরাই এরূপ স্থলে অধিক অর্থদণ্ড দিয়া মঠে লামাপদ প্রার্থী থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। নির্বনীপুত্রেরা এরূপ অবস্থার ধর্মজীবন অতিবাহন করিতে প্রয়াসী হইলে সাধুচেতা গৃহীকল্পে দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সজ্জারামের কোন কোন মঠের দাস্তবৃত্তি করিতে হয়। যদি সে পরে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের লামাচার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সে লামার জ্ঞায় মধ্যাধ্যক্ষ হইলেও তৎপরাধিকারে প্রকৃত অধিকারী নহেন।

উপরোক্ত পরীক্ষা অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যার পরস্পর বিচার বড়ই

মনোরম। উহাতে ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ দে-পুল, তবিলুগুপো, সের ও গাংলুন সজ্জারামে সময় সময় এরূপ বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। ঐ স্থলে প্রায় ৪ হইতে ৮ হাজার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় ভাষায় ‘মুংখান-ক্রিন্’ বলে। শিষ্যগণ ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় আলোচিত হয়। যেখানে এই সভা হয়, তাহা শালগাছের তুঁড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরা। বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের তথায় প্রবেশ নিষেধ। উহার মধ্যস্থিত সর্বোচ্চ প্রস্তরাসনে স্ব্যবস্-মগোন, তারিয়ার ক্ষুদ্রাসনে মুখান্-পো এবং তদপেক্ষা নিম্নতম নির্দিষ্ট আসনে প্রধান গায়ক উপবেশন করে। তাহার চতুর্দিকে সাতভাগে বিভক্ত দশকগুলোর বসিবার স্থান। প্রমুখ-কারী হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীয় পরিশোভিত হইয়া দশকমণ্ডলীর সম্মুখে করযোড়ে স্বীয় প্রমুখ উত্থাপন করেন। সমবেত ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ ঐ প্রমুখগুলির সমাক্ উত্তর দান করিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উচ্চ শ্রেণ্যতে উন্নীত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তকালে চারিবার এই বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল শিক্ষা করিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে, অন্ততঃপক্ষে বিশ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষের পর গেৎসুল স্বীয় অধ্যবসায়বলে গে-লোঙ-পদ প্রাপ্ত হন। গেৎসুল হইবার সময় বেক্রপ প্রথার অনুসরণ করিয়া উপাধ্যায় ও শ্রেষ্ঠ-লামার অভিমত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবারও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের তালিকার নাম লিখাইয়া প্রকৃত যতি হইতে হয়। যে যতি স্বীয় অধ্যবসায় বলে প্রকৃষ্ট বিচার-সভায়, অথবা মঠের প্রধান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি সকল প্রকার আচার্য্যমর্যাদা লাভের অধিকারী হন।

গে-বে এবং রব্-জম্-পা বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাধি। গে-লোঙ শিক্ষা বলে ‘গে বে’ হইয়া কোন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার নিযুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু বর্তমান না তিনি ঐ পদে উন্নীত হইবেন; ততদিন তাহাকে ধর্মশাস্ত্রই আলোচনা করিতে হইবে। গে-বে উপাধি প্রাপ্ত অনেক বৌদ্ধযতি তিব্বত, মোঙ্গ-লিয়া, আম্‌দো ও চীন-রাজ্যের গবর্মেন্টের পরিদর্শনে পরিচালিত সজ্জারামের প্রধান লামা বা স্ব্যবস্-মগোন পদে অভিষিক্ত আছেন। তাহার মঠাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন না, তাহার মঠে থাকিয়া তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তত্ত্বশাস্ত্রের

বক্যমান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সর্বজনস্বাক্ষর পত্র-সমূহ সম্বাদসময়ের 'বৃণ' পত্র লাভ করেন।

রব্-জম-প পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই সম্বাদসময়ের সামা বলিয়াই গৃহীত। তাঁহারা প্রকৃতভাবে সকলকে বোদ্ধবর্গের উপদেশ দিয়া থাকেন। তিব্বতের হাদপটি প্রেসিড সন্সারাম ব্যতীত অন্য কোন মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি ব্রহ্মের অধিকার নাই। দেবাংশসমূহ সামাগণের জন্য নির্দিষ্ট পত্র ও কার্যাবলীতে তাঁহাদের অধিকার আছে। রাজশক্তিধারী হইয়া সামা একজন ছাত্রদিগকে 'হ'ওজে' ও 'শক্তি' উপাধি দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যবর্তী উপাধির নাম শো-ৎন-ব। 'রব্-জম প' ও 'হ'ওজে' উপাধি প্রায় সমান। ইহারা তৈ-জী বলিয়া সম্মানিত। সুতরাং দেবাংশসমূহ সামা-দিগের নিয়ে বথাক্রমে থান্-পো, হ'ওজে এবং রব্-জম-প পদাধিকারিগণ মর্যাদাসম্পন্ন। হ'ওজে ও রব্-জম-প শ্রেণী হইতে থান্-পো নির্বাচন হইয়া থাকে। কোন কোন মঠে থান্-পো'র সহকারিরূপে হ'ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে প্রধান সামার কার্য হ'ওজে বা রব্-জম-প-দিগের হস্তে স্তৃত আছে।

রমো-ছে ও মো-ক নামক মঠে ভৌতিকবিদ্যা ও ভৌতিকবিদ্যা শিক্ষার জন্য বড়ত্ব শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহারা এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া এই বিজ্ঞানের গুঢ় রহস্যের মর্ম অবগত হইয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন, তাহারা ওগ্-রম-প নামে অভিহিত। তাঁহারা আয়ুর্বেদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন। শৈবসম্প্রদায়ের দ্বারা তাঁহারা বেশভূষা ধারণ করে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই শ্রেণির অন্য ব্যক্তির 'ওগ্-প' বা ভবিষ্যৎ বলিয়া পরিচিত। তাহারা ঝড়ন, কুকন ও ভূতদামন প্রভৃতি কার্য দেখাইয়া থাকে।

মঠের শাসন ব্যবস্থা।

এক একটা স্ত্রবৎ সন্সারাম সহস্র সহস্র বোদ্ধবর্গ বাস করে। একটা স্মৃতিম-সম্বন্ধ শাসনপ্রণালী ব্যতীত উহাদের কার্য-পরম্পরা সূচাক্রমে পরিচালিত হইতে পারে না সেবিয়া সামাগণ তথাকার কার্যাবলী নির্বাহিত্বের নির্বাহ করিবার জন্য একটি শাসনভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তথাকার একজন রাজত্বই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিবর্তক রূপে একজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা তথাকার হিসাব দেখকের কার্য করেন এবং আবক্তকযুক্ত স্ত্রবৎ ছাত্র-সমূহেরও অপরাধাঙ্কন লণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

'হু বো, হু-কু প্রভৃতি উপাধিধারী বোদ্ধবর্গীত সামারাই

এই সকলের সম্বাদসময়ের একমাত্র কর্তা। বোদ্ধবর্গীয় বোদ্ধ সমস্তকারে তাঁহারা সুবিধময় ন্যম্ন ব্যত। কোন কোন সন্সারামে থান্-পো বা উপাধ্যায়ই অধ্যক্ষ। এই সকল থান্-পো দলই সামার অনুমতিক্রমে বা প্রাদেশিক সামা-প্রদানপণের আদেশানুসারেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা একজনে সাতবৎসর যাত্র একটি মঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের অধীনে নির্যুক্ত কর্মচারিগণ মঠের সুবৃদ্ধি ও সুশাসন রক্ষা করিতে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সকলেই মঠবাসী বৃত্তিবিগের অভিমতানুসারে নির্বাচিত এক সন্সারামে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নির্যুক্ত পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য।

১ লোব্-পোন্ বা অধ্যাপক—ইনি সন্সারামের ধর্ম ও বিদ্যা-শিক্ষার পরিদর্শক।

২ হগ্-পো—কোষাধ্যক্ষ ও খাজানী।

৩ ফেন্-প বা পিয়া-ফেন্—ভাণ্ডারী।

৪ গে-কো এবং থাল্-নো—হাকিম ও সেনাধ্যক্ষ। ইহারা দুই ব্যক্তি, পুলিশ কর্মচারির দ্বারা ইতস্ততঃ প্রহরীরূপে পরিদ্রমণ করেন এবং মঠবাসিগণের বোদ্ধবর্গের বিচার করিয়া থাকেন। ইহাদের সহকারীরূপে দুই জন হগ্-ফেন্ আছেন।

৫ উম্-সেন্—প্রধান গায়ক।

৬ ফু-ফেন্—ধর্মালয়ের পরিচারক।

৭ ছ'অব্-ফেন্—জলদানকারী।

৮ জ-ম—চা-সরবরাহকারী।

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিদর্শকগণ, পাচকজন, পুররক্ষী, অভিযন্তা-সংহারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, চিকিৎসক, চিত্রকর, বশিক-বতি, ভূতের রোমা ও লাক্ষ্য-দণ্ডবাহী প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

সন্সারামসমূহের কার্যাবলী সুনিরমে পরিচালিত করিবার জন্য বড়ত্ব বড়ত্ব দ্বিগুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেন-পুজ সন্সারাম ৭৭০০ বতি বাস করেন। তাঁহারা স্বে-গাল-সিঙ, স্বে-গো-মড, স্বে-বল্গ ও স্বে-গল্-প নামক চারিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত। বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় বিভাগসমূহের বিভিন্ন মঠবাসে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন প্রদেশীয় বাসাবলি জম্-ৎম (Provincial meeting hall) এক বিদ্যালয়গুলি প্রব্-ৎবন্ (College) নামে ক্যাত। প্রত্যেকের ভূমি ভাগিগণ আহাস, শরদ ও অধ্যক্ষ কতক প্রায় শ্রেণিক্রমে হইয়া তাহারা য'ব ওকর সিকট করিত পাঠের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়া। এই সন্সারামের সর্ব স্ত্রবৎ প্রকোষ্ঠ (ইউনাইট-ফ্রেন-স্বে-বৎ) সামারামের একেকজনকে আছে।

সেই সন্ধ্যারামে ৫৫০০ যতি বাস করেন। তন্মধ্যে বয়েরা, স্তোগ-প-মদ-প বিভাগের প্রত্যেকের অধীনে এক একটা শাখাসমিতি আছে। গাঃ লুন্ সন্ধ্যারামে ৩৩০০ বৌদ্ধ যতি থাকেন। বাঙ-৭সে ও বর-৭সে নামক দুইটা শাখা বিভাগের ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং তৎসম্পর্কে বাসা আছে। তিব্বতলুগণের প্রসিদ্ধ সন্ধ্যারামে তিনটা 'ত-৭বঙ্গ' বা বিভাগ আছে। তদ্বতীনে প্রায় ৪০টা থমৎবন বা শিষ্যাবাস দেখা যায়।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পরিভ্রাজক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাসবাহাদুর যুঃপ্রসিদ্ধ তিব্বতলুগণের সন্ধ্যারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার বর্ণনায় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (উহা তৎসম্পাদিত Jour. Bud. Text. Socy. India IV. p. 14 (1893) এবং Journey to Lhasa and Central Tibet নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত আছে।) শেখোক্ত গ্রন্থের ৭৬পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—তু-থম প্রদেশ-বাসী তিব্বতলুগণের একজন দেবরূপালক নবীন লামা ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পূর্ণদিন জানিয়া বৌদ্ধযতি-দিগের তু-থমৎসন পদনাভের ইচ্ছা করেন। তদনুসারে তিনি কুন্-খ্যাব লিঙ্গ হইতে পঙ্কজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত সন্ধ্যারামের মধ্যস্থ ৩৮০০ যতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা, শ্রেষ্ঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিভাগে (College of Incarnate Lamas) বিস্তারিত অর্থ দান করিয়াছিলেন। পঙ্কজ আসিলে সকলে বাস্তোভ্যমসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা-গৃহে (৭সো-বঙ্গ) আসিয়া বৌদ্ধী উপর উপবিষ্ট হইলে এই উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হয়। তাহা সমাপ্ত হইতে রাত্রি ১০টা হয়। তৎপরে ভোজাদ্রব্য, মাংস ও অপরাপর দ্রব্য লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ সমাপনের পর উক্ত নবীন লামা তিব্বতলুগণের সন্ধ্যারামে শিক্ষা-নিবিশরূপে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়া লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তিব্বতলামা নামে খ্যাত। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধতীর্থদর্শনোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সন্ধ্যারাম-সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসসমূহে দুই জন করিয়া লামা থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লামাই ছাত্রাবাসসমূহের মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পূজক এবং ছাত্রসমূহের উপদেষ্টা। কনিষ্ঠ লামা কেবল ভাণ্ডারগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন। যদি তাঁহাদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহার দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই দুই কর্মচারীর পরিবর্তন হয়। এই সকল কর্মচারিণিরোগকালে স্বতন্ত্র প্রক্কার অস্ত্রাণ হইতে দেখা যায়।

প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক মন্দিরের চূড়ার উঠিয়া ছাত্রাবাস গান করে। এই গীত শ্রুত হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রসমূহ শয্যা পরিত্যাগপূর্বক জাগিয়া উঠে এবং স্ব স্ব আবাসস্থ বস্ত্রাশন করিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ করে। তদনন্তর তাহার মুখ ও হস্তপাদাদি প্রকালন করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্বক যৌতবস্ত্র পরিধান করে। পরে মাথার জু-গন্ ঢাকা দিয়া এবং হরিদ্রাবর্ণের টুপি মস্তকে দিয়া একটা বাটা ও ময়দার খলি হস্তে লইয়া তাহার ভাণ্ডারীর নিকট ময়দা আনিতে যায়। পরে তাহার মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠপ্রদক্ষিণ করে এবং কেহ কেহ মন্দিরমন্দিরে বাইরা ওম্-৩-প-৭৫-নটি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে।

বেলা ১টার সময় মিগ্-৭সে-ম লামা মিগ্-৭সে-ম ভোজ উচ্চস্বরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের দ্বারদেশে আসিয়া শিরে হরিদ্রাবর্ণের উকীষ ধারণ করিয়া সম্মুখে সেই ভোজ গান করে। কিছুক্ষণ পরে হস্তিলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে তাহার মন্দিরে প্রবেশপূর্বক পরস্পর সুধোমুখি করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। তৎকালে তাহাদের খলি ও বাটা হাঁটুর নীচে লুকান থাকে। অতঃপর প্রধান গায়ক কর্তৃক দেবপদাশ্রয়গীতি গীত হইবার পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উকীষ মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লোহনগুহারা তন্তুগায়ে আবাহন করিলে ছাত্রগণ জল খাবার ধরে যাওয়া চা পান করে এবং তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার ঘরের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান করে বাহ্যাবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা বটনকার্য পরিদর্শনার্থ ৫ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। দুই জন জপ্পোন্ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধ্যক্ষের আদিষ্ট চা-বটনের কর্মকর্তা এবং দুইজন জ-ম ও একজন পরিদর্শক ঠব গ্যাগ্-গি মপোন্ পো ও তদ্বতীনে ২৫ জন পরিবেশক অহরহঃ এই কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠস্থ যতিগণ দিবসে তিন বার (প্রত্যেক বারই ৩ বাটা) চা খাইতে পার। অধিকাংশ চাই চাচার প্রাপ্ত। কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও চীনের সম্রাট বিশেষ বিশেষ দিনে লামাদিগকে চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাচো চা'র জল গ্রহণ হয়, তাহাতে প্রায় ২০০ মণ জল ধরে।

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লিখন করিলে, কোন প্রকার অসৌজন্য বা অসদ্যবহার প্রকাশ করিলে অথবা ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিলে প্রতিষেধকবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও শাস্ত হইয়া থাকে। সামান্য অপরাধে তিরস্কার বা শাস্তি দ্বারা অযাচিত

পায়, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ বারংবার করে ; তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর তদন্তরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপযুক্ত পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও ছাত্রাবাস-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমণ্ডলীর সম্মুখে নিন্দাত্মক হইয়া থাকেন। পরে দুইজন লোক ঐ ছাত্রের পায় দড়ি বাঁধিয়া বন্ধিরে বাহিরে লইয়া যায় এবং তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে উপযুক্ত বৈদ্যোক্ত করিতে থাকে। এক সময়ে তাহার উপর প্রায় সহস্রাবিধ বৈদ্যোক্ত হয়, তদনন্তর তাহাকে মঠের সীমাবহির্ভাগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা যেকোন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন-লোক নামে খ্যাত।

মঠের বহিঃপ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্তৃত আছে। কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সঙ্গ বা কশালে ক্লেশবর্ণ রেখাদারী গেকোর লামাগণ মঠপ্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া সেই দুর্কৃত্তকে দমন করিতে পারেন। এই গেকোর লামাগণ মঠাধক্ষক অপর প্রতিযোগিত্বের সাহায্যে লামা বা ব্রহ্মচর্য্যপ্রমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ প্রাচীন বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ছায় সুখস্বাস্থ্যবর্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর ছায় তাহারা অর্থালস্যা ও ভোজনলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাধারণ লোকে তাহাদের ভোজ্য এবং চঙ্গ, চা প্রভৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। গে-লুগ-প প্রভৃতি তিব্বতীয় প্রধান সম্ভার্য্যামের অধীনে অনেক ভূসম্পত্তি আছে। উহার আয়ে তাহাদের ব্যয়ভার চলিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন পরতের পত্রকর্ত্তনকালে বহনত লামা মঠের বাহির হইয়া ভিক্ষা করিয়া শস্ত এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস প্রভৃতি ভরণশোষণার্থে যোগ্যী জব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাড়ার পূর্ণ করেন। কোন কোন লামা পুতুল গড়িয়া বা প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া, ছবি আঁকিয়া, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, বুদ্ধকবী দেখাইয়া, চিকিৎসা করিয়া ও খাড়া কুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠের ব্যয় সম্বালন করিয়া থাকেন। যে সকল লামা তাবুশ প্রাথম বুদ্ধি-সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাহারা মঠের অন্তর্ভুক্ত কাম্য করেন। কেহ কেহ বাগিজে লিপ্ত হইয়া সম্ভার্য্যামের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্মাচারীগণ ব্যবসা ব্যপদেশে হৃদ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা সুব্যবসায়ী এবং দেশের মহাজন বলিয়া পরিগণিত।

ভারতীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষা ভারতীয় ধর্ম্মগুলির অনু-কূলে নির্মিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রভৃতি তুবারময় পদেশে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই

বেশভূষার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। তিব্বতীয় লামা বা বৌদ্ধ-যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক পীড়াদায়ক যন্ত্রণা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য জুতা, মোজা ও গাত্র-বস্ত্র প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই নির্মাণ করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্তমান লামাদিগের জপমালা, শিরদ্বাগ, আলখালা, কোমরবন্ধ, ছোটজামা, চোগা, ডোরাকাটা পশমী জোকা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উচ্চীষ শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অনুকরণে গঠিত, কএকটা মাত্র চীন ও মোঙ্গলীয় ধরণে নির্মিত দেখা যায়। তিব্বতীয় লামাগণের বিশ্বাস এই যে, লামা-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মসম্ভব এবং তাহার সহযোগী শাস্ত্ররক্ষিত খুইয় ৮ম শতাব্দে ভারত হইতে যে শিরদ্বাগ পরিধানপূর্ব্বক তিব্বতে পদার্পণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্তমান টুপীগুলি গঠিত হইয়া থাকে। পক্ষে-জ-দয়র নামক লাল উচ্চীষ দিয়া স্বয়ং শাস্ত্ররক্ষিত তিব্বতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগ-প বাতীত তিব্বতের সর্বত্রই ঐ টুপীর প্রচলন ছিল। উহা ভার-তের শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত তুলার ‘কাণ ঢাকা’ টুপীর মত। ৭মোঙ-খাপা সেই লাল বর্ণ-টুপীর পরিবর্তে হরিদ্রাবর্ণের উচ্চীষ (য-সের) প্রচলন করিয়া যান। উহাই গে-লুগ-প সম্প্রদায়ের পরিধেয়।

মঠবাহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুীগণ পশমী বস্ত্র বা শোমের দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শিরদ্বাগ ব্যবহার করেন। সম্প্রদায়ভেদে উহা লাল ও ক্লেশবর্ণের হয়। সিকিম, ভোটান ও হিমালয়ের প্রান্তস্থ অনেক জনপদে যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না, সেই সকল প্রদেশ-বাসী বৌদ্ধলামাগণ গ্রীষ্মকালে খড়ের টুপী পরিধান করিয়া থাকেন। কেহ বা আর্দ্র টুপী পরেন না। চীনবাসীর ছায় উহারা টুপী খুলিয়া আগন্তুককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব-মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপী রাখেন না, কেবলমাত্র কএকটা ধর্ম্মকাণ্ডে টুপি পরিধানের বিধি আছে।

তাহাদের গাত্রবস্ত্রেও উক্ত দুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। গে-লুগ-প সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কুতুম্বরজিত হরিদ্রাবাস ধারণ করেন। যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্য্যের নিকট কোন উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে ঐরূপ হরিদ্রাবাস পরিধান করিতে পারে, তব্ধি যদি অপর কোন ব্যক্তি ঐ বাস পরিধান করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের

সজ্জাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসজ্জাটির সহিত তিব্বতীয় লামা-দিগের জ্ঞান, নম্ জার ও ব্ ল্ গোম্ নামক গায়ত্রাদির অনেক সৌন্দর্য আছে। এতদ্বিধ শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের জ্ঞান তাহারা মালা জপ করে। ঐ মালায় ১০৮টা দানা থাকে এবং উহার ছই পার্শ্বের সূত্রে ১০টা করিয়া ‘সাক্কী’ রাখে। ১০৮ বার মালা-জপের পর এক একটা সাক্কী ধরিয়া তাহারা মনঃসংখ্যা নিরূপণ করে। এইরূপ ছই দিকের ১০×১০ সাক্কীতে তাঁহাদের ১০৮০০ জপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সৰ্ব্বপ্রধান তবিলাগার নিকট মুক্তা, চুনি, পালা, নীলা, প্রবাল, ক্ষটিক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরে নিৰ্ম্মিত মালা দেখা যায়। এতদ্বিধ সম্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে মালায় দানা পৃথক্ হইয়া থাকে। গেলুগ্ প সম্প্রদায় মধ্যে হরিদ্রা বর্ণ কাঠের মালা প্রচলিত। তম্-দ্মিন্ পূজায় লাল চন্দন-কাঠের এবং ছ-বনী উপাসনায় খেতশখের মালা, তান্ত্রিক উপ-দেবতাগণের পূজায় রক্তাক্ষ (Elaeocarpus Janitus), সাপের হাড়ের মালা, অবলোকিতের পূজায় ক্ষটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের ও তাম্ দিনের পূজায় প্রবাল এবং বজ্রভৈরবের উপাসনায় নুকরোটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লামারা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখেন। মালা-জপের সময় প্রত্যেক দানা ধরিবার অগ্রে তাহারা ওম্ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দানা ধরিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত্র বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটা দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজ্রদণ্ড, ঘণ্টা, করোটী-নিৰ্ম্মিত ঢকা, খঞ্জনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। তবিল হুগপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কর্ণহার ধারণ করেন। কাহার কাহারও ভিক্ষাপাত্র ও সন্ন্যাসণ্ড আছে।

তিব্বতবাসী লামাগণ ধর্মের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিলেও কর্মকাণ্ডে তাঁহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবাসী যতি, গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক্ পৃথক্ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লামাদিগের নিত্যকর্মপদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

লামানগরীর পোতল পর্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসভ্যারামে বৌদ্ধ-যতিগণ বে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাই নিয়ে সংক্ষেপভাবে উক্ত হইল,—

রাত্রিকালে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শয্যাভ্যাগ করিয়া থাকেন। পরে গাভোখানপূর্বক পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া স্নান করিয়া গৃহমধ্যে বসিয়া সন্ধ্যা-তিনবার দেবোদেশে

প্রণাম করিবেন। তদনন্তর জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের উদ্দেশে তব এবং সঙ্গে সঙ্গে সূত্র-গ্রন্থ হইতে কএকটা মন্ত্র পাঠ করিবেন। তব ও মন্ত্র পাঠান্তে “ওঁ খেচরগণের হ্রী হ্রী স্বাহা” এর তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ স্ব স্ব পদতলে খুতু প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, দিবা-ভাগে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ জন্ত যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পক্ষ-প্রাপ্ত হয়, এই মন্ত্রবলে তাহারা অমরাবতীর ইন্দ্রপুরে দেবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

এই সকল দেবারাধনার পর, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা হইতে পারেন, কিন্তু যদি ছই বা চারি দণ্ড বাকী থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বয়ং-কাল “স্মোন্ লম্” ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন এবং ঘণ্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে স্নানোত্তীর্ণ হইবেন, তখন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিলাধ্বনি পর্যন্ত আপনাব বেশ পরিধানাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিলা-ধ্বনি হইবামাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠকক্ষ পরিভ্যাগ করিয়া ‘দৌ-ব্ছল্’ নামক প্রস্তর মণ্ডপে উপাসনার্থ সমবেত হইবেন। ঐ সকল প্রস্তরাসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহারা “ওম্ অর্থং চার্বং বিমনসে। উৎস্রম্ মহাকোষং হংকটু” মন্ত্র পাঠপূর্বক মনের পাপ ও কলুষাদি চিত্তা করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর সূগ্ পা নামক ক্ষারমুক্তিকা বা সাবান যোগে স্ব স্ব তাম্র খারিহ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষা-লন করিবেন। হস্তপদের স্থান বিশেষ প্রক্ষালনকালে তাহারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মুখাদি প্রক্ষালনের পর শৌচ নেহে তাহারা হস্তে মালা লইয়া জপ করিতে করিতে তারা দেবী ও মন্ত্রস্ত্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে কেহ কেহ স্ব স্ব কুলাধিপাত্রী দেবতার স্তুতি পাঠও করিয়া থাকেন।

এই সকল কার্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। তাহার পর ষষ্ঠীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ যতিগণ মন্দিরদ্বারের সম্মুখে যাইয়া এবং গেংবুলেয়া মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম করেন। তাহার পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে দণ্ডহস্তে গেকো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন। সকলে নিজ নিজ মন্দিরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মধ্যায়াসরূপে ভূক্তের জায় আসনপিড়ি হইয়া উপবিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন সকলে সম্মুখে ঐ সময়কার কএকটা নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর চা পান করেন। চা পান করিবার পূর্বে অধ্যক্ষ লামা সমবেত সকলের স্বস্তি দ্বারা উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা-

পানপাত্র বাহির করেন। মঠস্থ শিকানবিশ বা কোন ভৃত্য চা খুলিয়া দিয়া যায়। পানের পূর্বে বসিগণ অল্পসী দ্বারা দুই কোঁটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধ, অপরাপর দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং পান করেন। মিঠার ও মাংসভোজনের সময়েও ঐরূপ নিবেদনমন্ত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণের কোঁকুল নিবারণার্থ নিম্নে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির ভাবার্থ উদ্ধৃত হইল,—

চ্যা চ্যা লেহ পেরাদি গুণযুক্ত এই আশ্বাসমধুর ভোজ্য দ্রব্য আমরা ধ্যানী বৃদ্ধ ও বর্গস্থ বোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই খাদ্যোপরি করুণা বিস্তার করুন। “ওম্ অং হুং।” তদনন্তর যথাক্রমে “ওম্ গুরু বজ্র নৈবিত্ত অং হুং। ওম্ সর্গ বৃদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবিত্ত অং হুং। ওম্ দেব ডাকিনি শ্রীধর্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবিত্ত অং হুং।” ভূতেশ্বরের উদ্দেশে—“ওম্ অগ্রপিণ্ড অসিভ্যাঃ স্বাহা। ওম্ হারিতে মহা বজ্রযক্ষিণি হর হর সর্গপাপবিমোক্ষি স্বাহা” ইত্যাদি। জীবমাংস হইলে জীবহিংসা ও তদ্মাংস ভক্ষণ জাত পাপক্ষালনের নিমিত্ত এবং পণ্ডর স্বর্গকামনার “ওম্ অবির খেচর হুং” মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। তদনন্তর মঠ ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্যপ্রদাতার মঙ্গল-কামনার এই মন্ত্র পাঠিত হয়—“নমো! সমস্তপ্রভাঙ্গার তথাগতার অক্লান্ত সম্যকবুদ্ধার নমো মন্ত্রপ্রিয়ে। কুমারভূতার বোধিসত্ত্ব মহা সবার। তদ্বৎ! ওম্ রলন্তে নিরন্তরে জয়ে জয়ে লঙ্কে মহামন্তরক্ষিণে পরিপোষার স্বাহা।” ইহার পর তাঁহারা আরও কতকগুলি জুতি পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ গুলি ধর্ম, নির্লীক, চিন্তামণি, কলতন্ত্র, মঙ্গল ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রার্থনা মাত্র।

চা-পানের পর, ধর্মীভূবেদকগণের অর্চনা, সুবিরগণের পূজা, মণ্ডলার্চন, ভৈরব এবং তারা, দেম-ছোগ্ ও সঙ্কল্প প্রভৃতি কুলদেবতাগণের পূজা যথাক্রমে অঙ্কুশিত হয়। এই সকলের পূজা সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে চা পানের বিধি আছে। কুলদেবতার পূজাকালে মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রোত্তাঙ্গার এবং পীড়িতের রোগমুক্তির জন্ত মঙ্গল কামনা করা হইয়া থাকে। পীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাম “কু-রিঙ্ক” পূজা। অনন্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পূজা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা চা ও হুপ পান করেন। তাহার পর সকলে শেব-রাব্ সজিও-পো পান করিয়া গভাতক করেন এবং একে একে মন্দিরের বাহির হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। প্রধান লামা সর্বশেষে মন্দিরের বাহির হন।

গৃহে আসিয়া তাঁহারা আপন আপন অতীষ্ট মন্ত্র কপ ও কুল-দেবতার পূজা করেন। তাহার পর উক্ত দেবতাদিগকে ভোগ দিয়া

থাকেন। পূজাকালে “ভজনচক্র” ঘুরাইয়া সকলে সময় নিরূপণ করিয়া লয়। এই সময়ে সূর্য্যদেব আকাশচক্রে দৃষ্টিপথাক্রম হইলে তাঁহারা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে হইতে বাহির হইয়া দুই হস্ত উত্তো-লনপূর্ব্বক “ওম্ মরীচীনাং স্বাহা” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জুতি গান করেন। তদনন্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় বধন সূর্যালোককে দিগন্ত উড়াসিত এবং আতপ তাপে শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শম্বধ্বনি হইয়া থাকে। তখন মঠবাসী সকল সম্যাসীই মলত্যাগার্থ নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং শৌচ কক্ষাদি সমাধানান্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় শম্বধ্বনি হইলে সকলে পাঠার্থ প্রস্তরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটা বিস্তৃত কক্ষে আসিয়া পাঠ করেন। পনের মিনিট পরে তৃতীয় শম্বধ্বনি হইলে সকলে তথা হইতে মন্দিরে বাহিরা পুনরায় উপাসনার প্রবৃত্ত হন। দ্বিপ্রহরের পর পুনরায় শম্বনাং হইলে তাঁহারা ঐরূপে প্রথমে প্রাঙ্গণে ও পরে মন্দিরে সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। এই সময়ে তাহারা তিনবার চা পান করিতে পারেন।

অভ্যঃপর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জুতা খুলিয়া অতীষ্ট দেবতার পূজা ও ভোগ দান করেন। তাহার পর মঠের ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী দিয়া যায়। ঐ খাদ্য দ্রব্য হইতে কিছু কিছু তাহারা পিতৃপুরুষগণকে এবং হারিতী ও তাঁহার পুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনারা ভক্ষণ করেন। তার পর যত্না কতকক্ষণ পর্যন্ত নিজ নিজ কক্ষে ব্যস্ত থাকেন। বেলা ৩টার পর, তাঁহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। ঐ সময়েও পূর্ব্বের মত তিনবার শম্বধ্বনি হইয়া থাকে। এবার দেবতাদিগকে ভোগদানের সময়ে তিনবার চা খাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। শিকানবিশ ও ‘পার-পা যতিগণ এই সময়ে ঘরে আসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। বেলা ৪টার সময় পক্ষমবার সাঙ্ঘ্যসম্মিলন হয়। ঐ সময়ে তিনবার শম্বনাংদের পর সকলে পূজাদি সমাপন করিয়া ৩বার চা পান করেন এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার বক্টা নিদ্রামিত হইলে শিকানবিশ ও বীক্ষিত বতি সম্প্রদায় স্ব স্ব অধ্যাপকের নিকট ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করে। তৃতীয় বার বক্টা নিদ্রামিত হইলে সকলে শুইতে যায়।

জিঙ্-মা সম্প্রদায়ের মঠসমূহে প্রায় ঐরূপ প্রণালী আচরিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যের মধ্যে শুভং সাম্প্রদায়িক মঠে সকল সময় শম্বধ্বনি হয় না। বেলা ৮টার সময় শম্বধ্বনি বাজিলে সকলে মন্দিরে সমবেত হইয়া পূজাদি উৎসব সমাপন করেন এবং ভাষার দসিরা চা ও দুড়ি খান। প্রাতে ১০টার সময় টিনবোদীর হুতুতি বাজিত হয়। ঐ সময়ে সকলে সন্ধ্যারবের প্রবৃত্ত কক্ষ



সমবেত হইয়া ভোজন করেন। সকলেই ভোজ্যদ্রব্য দেবতা-দিগকে নিবেদন না করিয়া খান না, বৈকালেও তাঁহারা শম্ভুধ্বনি শুনিয়া একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন। তদনন্তর টান ঢকা নিরাদিত হইলে সকলে চক্ষু মস্ত পান করিতে পান। এই সময়ে মহাকালের পূজা এবং তাহার পর সাধারণের মঙ্গলকামনায় দেবপূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ১০৮টা প্রার্থীপ আলিয়া তাঁহারা স্বঃ-বাগ্ পূজা সমাধা করেন। শুরু পদ্মসম্ভবের পূজাই ঐঐ-মা সাম্প্রদায়িক মঠের প্রধান অঙ্গ। এখানকার যতির দিবসে নব্বার চা ও খাত পান। সাক্ষ্যস্মিলনের পর ঢকানিনাদে আর একবার যতিগণ একত্র আহূত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে একত্র হইয়া তাঁহারা অন্ন ও মাংস ভক্ষণ করেন।

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অধিকরণ করেন। তবে পূজা ও কর্মকাণ্ডের অহুষ্ঠানে কতকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ভজনকালে অনেকে হঠ-যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। বাহাদের রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাঁহারা প্রাতঃকালে মুখাধি প্রক্ষালনের পর উপরোক্তরূপ আচারাহুষ্ঠান করেন। তদনন্তর দেবার্চনা, প্রেতার্চনা ও ভোগ দিয়া তাঁহারা চা মুড়ি প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করেন। বেলা ২টার সময় সকলে উদরপূর্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁহারা পুনরায় কুলদেবতা প্রভৃতির পূজা ও স্তবাদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে তাঁহারা শয়ন করিয়া থাকেন।

তপঃপরায়ণ লামা যোগীদিগের এরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অহুষ্ঠান নাই। তাঁহারা পর্বতগুহার মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর কীৰ্ত্তনচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃত সন্ন্যাসীর পালনীয় আচারাহুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। এই যোগাভ্যাস তিন মাস তিন দিন ধরিয়া করিতে হয়। ঐ সময়ে ‘মূলযোগ স্কেদন গো’র চারিশাখাই তাঁহারা লক্ষ্যব্রজ করেন এবং আশ্রমে তিচ্ছা-মন্ত্রপাঠকালে লক্ষ্যব্রজ দেবোদ্দেশে নত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রযান-মতাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর হঠযোগসাধনকারী। ইঁহারা সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্যাহুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভোটারাজ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও খাজাদি বিক্রয় করিয়া বাহা লাভ করেন, তৎসমুদায়ই মঠের জন্ত ব্যয়িত হইয়া থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধের বাস প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে দর্জি, সুতী ও চিত্রবিদ্যাদি শিখা করিয়াছে। কেহবা গ্রামে গ্রামে তিচ্ছা করিয়া মঠের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

লামাগণ প্রধানতঃ চাউল, ছক, নবনীত, হুপ, চা ও মাংস

খান। মাংসের মধ্যে ছাগ, ভেড়া, ও চমরী গো তাহাদের সেবনীয়, মৎস্য এবং কুছুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙগণ কোনরূপ মাংসই ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ত্রক্ষচর্যা-বলম্বন করিয়া থাকেন। তবিলুগুণপোর প্রধান লামা মাংস ভক্ষণ করেন। শ্রেণিক লাসা-মঠের লামাগণ সাধুশ্রদ্ধতিক, তাঁহারা মস্তপান করেন না। অজ্ঞাত হানের লামাদিগকে চক্ষু মস্ত পান করিতে দেখা যায়, লাসা-মঠের লামারা ভূতাদির ভূতির জন্ত মস্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

লামাধর্মের উৎপত্তি।

কিরূপে ও কোন্ সময়ে ভোটারাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা-সহ তদ্রমতপ্রসূত এই লামাধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রাতি-পত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের বীজ উৎপ হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাট্রই বর্জ্যতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটারাজ্য শ্রোঙ-ংসান্ গম্পো (৬৩৬-৪১ খৃঃ) বীর ভূজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত জয় করিয়া একটা বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। থল-বংশীয় চীনসম্রাট থৈংসুজ বীর কছা বেনছেজের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে ভোটারাজ্য শ্রোঙ-ংসান্ গম্পো ছিংসুজ পুঙসান্ নামে পরিচিত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার দুইবৎসর পূর্বে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্মার কছা ক্রকুটী দেবীর পাণিগীড়ন করেন। উভয় রাজকছাই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং পত্নী-দিগের অমুরোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধর্মাসক্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া পরে বৌদ্ধরাজকছাকে বিবাহ করেন। তিনি বীর মহিবীর্যের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার কামনার বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংগ্রহে কৃতসংকল্প হন। তাঁহারই উদ্যোগে ভোটারাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মচার্য আনয়নের ব্যবস্থা ঘটয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানা স্থানে ভোট-রাজদূত গমন করিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম থোন্ মি সন্তোটা। এই ব্যক্তি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি ভারতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ লিপিকর্তার এবং পণ্ডিত দেববিরং সিংহের (সিংহদোব) নিকট বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। স্বদেশ-বাত্মকালে তিনি বহু শত বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল কর্মমালা মিশ্রিত যে অন্ধরে পৃথিবী লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই অন্ধরে তিব্বতীয়



তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া প্রচার করেন। কেবল তিব্বতীয় বর্ণমালার স্বরনামসমূহ ২৮ তিনি সেই অক্ষরমালার আধারক স্বল্প কতকগুলি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তিকালে তিব্বতীয় বর্ণমালা বলিয়া পরিচিত হয়।

ধোম্বি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের অনুসার কার্যে জীবন অভিযান্ত্রিক করিলেও, প্রকৃত ধর্মপ্রচারক বা বৌদ্ধবক্তারূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা শ্রোঙ-ৎসন্ গম্পো বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের অবতাররূপে পুজিত হইয়াছিলেন। তাহার পত্নী চীনরাজহুজিতা গেনছেজ অবলোকিতের পত্নী তারাদেবীর নামে বেতাজিনী তারা এবং নেপালরাজকন্যা ক্রুটী তারা দেবী বলিয়া পুজিতা হন। ক্রুটী তারার বর্ণমাল এবং মূর্ত্তি অতীব ভীষণ। তিনি অহরহঃ বীর রূপগ্রহী বেনছেজের সহিত কলহ করিতেই বলিয়া তাহার উগ্রমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শ্রোঙ-ৎসন্ গম্পো পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র মঙ্গশ্রোঙ মঙ্গ-ৎসন রাজার বৌদ্ধধর্মবাক্য গ্রন্থের প্রতিনিধিধে রাজ্য শাসন করেন। তাহার পরবর্ত্তিকাল হইতে তিব্বতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূতোপাসক ধ্যান ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। আর শতাব্দী পরে উক্ত বংশ রাজা খি-শ্রোঙ-ৎসেন্সানের রাজত্বকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। চীনসম্রাট ৭৫৬-৭৫৯বছরের শাসিতা কন্যা ছিন ছেজের গর্ভে এই রাজকুমারের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্মে মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্ধধর্মে লিপ্ত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারতীয় বৌদ্ধব্রাহ্মণ শাস্ত্র-রক্ষিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে গুরু পদ্মসম্ভবকে আনিতে দূত প্রেরণ করেন। পদ্মসম্ভব তৎকালে বিহারস্থ নালন্দা মঠে তাত্ত্বিক বোগাচার্য্য শাখার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এবার, গুরু পদ্মসম্ভব শাস্ত্ররক্ষিতের তগিনী মঙ্গারবাকে বিবাহ করেন।

রাজার আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া পদ্মসম্ভব নেপাল রাজ্য মধ্য দিয়া তিব্বতে যাত্রা করেন। ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজসভাশে যাত্রা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে তিনি কিল্প ডাকিনী ও যক্ষীগণের প্রভাব বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাও রাজসভীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, "তাহারা বৃদ্ধের প্রকৃত স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও অপকার করিবে না। আমিও তাহাদিগকে অস্ত্র দিয়া বলিয়াছি যে, তোমরাও আমার আদেশে পূজা ও বলি পাইবে।" ইহাতে পাইটই বৃদ্ধ বার যে, ভারতের অর্ধ-সত্য ও অসত্য জাতিকে বৌদ্ধধর্মে লিপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া এখন বৌদ্ধাচার্য্যগণ কৈব-লেন যে, তাহারা কুসংস্কারে এবং পর্কত, বৃক ও ভূতাদির উপাসনা

পাইয়া এতই মোহান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের স্বপ্ন হইতে এই কুসংস্কারগণ মুক্ত করিয়া অপনোদিত করিয়া নির্দোষ-মুক্তি ও প্রতীত্য-সমুৎপাদনগ মহাধর্মবীজ তাহাদের বপন করা নিত্যই কুসংস্কার, তখন তাহারা সেবরূপে পূজা সেই সকল ভীষণমূর্ত্তি অপদেবতাদিগকে প্রকৃত রূপে গণ্য করিয়া "ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকাঃ" বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, "এই সকল শিশু, বৃক, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বৃদ্ধের মঙ্গলদায়ক করণায় মঙ্গলকারী শক্তি বিসর্জন করিয়া এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা আর জীবের অপকার করিবেন না। বরং বাহাতে জীবসম্প্রদায়ের মঙ্গল ও সুখলাভ হয়, তাহায়ে সহায়তা করিবেন; অতরাং তাহারা সাধারণের পূজা, তাহাদেরও বলি দেওয়া কর্তব্য।" এইরূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তাত্ত্বিক-গণে সাধারণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে দশবাহ-শালিনী হর্গা, লোলরসনা করালবদনা কালী, বিকারিতমের কিল্পাক, রক্তবর্ণ ভীষণমূর্ত্তা শীতলা, করালমুণ্ডা বারাহী প্রভৃতি দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবও তিব্বতে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে পূর্বতন ধর্মে বিমুগ্ধ রাখিয়া তাহাদের জ্বরে বৃদ্ধের প্রাধান্য স্থাপনপূর্বক বৌদ্ধধর্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌত্তলিকমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম মূলধর্মের সহিত মিলিত হইয়া লামা (ব্রহ্ম) বা ব্রহ্মধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বতীয় তাহার লামা-ম শব্দে পরম পুরুষ বুঝায়; বৃদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ বাহার মহীয়নী শক্তি-প্রভাবে অপকর্ম্য ভূতগণও বশীভূত হইয়া সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুষার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ উপাধ্যায় মাত্রে ও বৌদ্ধব্রাহ্মণ সাধারণে আরোপিত হইল।

গুরু পদ্মসম্ভবের নিকট বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম ও প্রভাব অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাচীন ভৌতিক জিজ্ঞাসাও-তলিতে তাহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজা খি-শ্রোঙ-ৎসেন্সন তৎপ্রবর্ত্তিত লামা বা শ্রেষ্ঠ ধর্মের পক্ষপাতী হন। তাহারই আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের সম-বাসু মঙ্গর প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহা মঙ্গর ও গুপ্তীর দুই-নিচ বৌদ্ধমঠের অঙ্কুররূপে নির্মিত হয়, বরং পদ্মসম্ভব ঐ মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিভিন্ন শাস্ত্ররক্ষিত প্রতিষ্ঠাকার্য্যে গুরু বৃক্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ মঠেই প্রথমে লামা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাস্ত্ররক্ষিত তথাকার প্রথম অর্চন্য বা উপাধ্যায় হইয়া প্রবেশ বর্ষকাল অসীম পরিচয়ে ধর্মকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে লামাদিগকে অর্চন্য-বোধিসত্ত্বরূপে পুজিত। প্রকৃত-বৌদ্ধাচার্য্য পরিচয়, অদম্য

নাগার্জুন, শুভদ্র, ব্রীহস্পতি ও জ্ঞানগর্ভ প্রভৃতির দ্বারা তিনি ঐশ্বর্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

ভিক্রমভবানিগণ এই নবপ্রবর্তিত লামাধর্মকে ধর্ম বা বৌদ্ধ-ধর্ম বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে প্রকৃত বৌদ্ধ-ধর্মের ছায়ামাত্র বিদ্যমান আছে। তাত্ত্বিক বীরাচারে উহা সম্যক রূপে বিপ্লবিত। নানাদেবতার উপাসনা এবং ভৌতিক ক্রিয়া ও ভৌতিকবিজ্ঞা সেই প্রাচীন সূক্ষ্মতম ধর্মতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে। এই ধর্ম-বিধানিগণ “নত্ প” এবং বাহারা এই মতবহির্ভূত তাহার “শ্যি ডিত” নামে কথিত।

উপাধায় শাস্ত্রসম্বন্ধিতের পর “পল বঙ্গ” আচার্যের আসন গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রত্যবে “ব্য বৃগ্ জিগ্ স” সর্বপ্রথম লীকিত লামা হইরাছিলেন। শিকানবিশ শিবাগণের মধ্যে লামা সগোর বৈরোচনই সর্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত হইরাছিলেন। তিনি লামা-সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা ও সহচর আনন্দের অংশাবতাররূপে সম্মানিত। বৈরোচন ভিক্রমবীর্য তাহার অনেক সংকৃত গ্রন্থের অঙ্ক-বাদ করিয়াছিলেন।

শুরু পয়সম্ভব লামাধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসঙ্গে যে সকল আচার্যহুতান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত জন শিষ্য তাঁহার তিরোধানের কএক শতাব্দী পরে তৎপ্রবর্তিত প্রকৃত ধর্মমত ও পদ্ধতি বলিয়া যে সকল গ্রন্থ সংকলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তৎকালীন আচার্যবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আদি পদ্ধতি অল্পসংখ্যক এবং ভৌতিকবিজ্ঞাসমাপ্রিত ক্রিষ্ণ-ম-প সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, পদ্ধতিসম্বন্ধে তাঁহার জন্মভূমি উত্তান এবং কান্দীরে প্রচলিত ঘোর তাত্ত্বিক ও ভৌতিকবিজ্ঞাপ্রবৃত্ত মহাবান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্ত্রমূলক শৈবধর্ম ও ভূতোপাসক বোন-পা ধর্ম মিশ্রিত ছিল।

শুরু পয়সম্ভবের যে পদ্ধতিগণিত শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভৌতিক ও ভৌতিকবিজ্ঞার পারদর্শী। তাঁহারা মন্ত্রমূলক ভূতপঞ্চকে বশীভূত করিয়া ভিক্রম ভূমে তৎপ্রবর্তিত ধর্মস্থাপনে বহুপরিশ্রম করেন। ভিক্রমভবানী বৌদ্ধপন পয়সম্ভবের অসামান্য তিরোধান ও তাঁহার ভৌতিকবিজ্ঞাপ্রত্যবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখনও প্রাচীন লামাসম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে তাঁহার আট প্রকার স্মৃতির উপাসনা হইয়া থাকে। ভিক্রমভবানীর বিশ্বাস, শুরু পয়সম্ভব সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন স্মৃতি ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজা কি-প্রোজ-সেংসন-ক তাঁহারই জন-কন্যারূপে প্রসাদ

উৎসাহে ভিক্রমভবানীকে স্মৃতিভিত্তিক হইয়া উত্তমোত্তম বিদ্বত হইয়া পড়িল। বোন-পা ধর্মপ্রতি ভিক্রমভবানী আচরিত প্রার্থার সাময়িকসাধক এই নবীন মতের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া বরং রাজ্যের ভয়ে তাহার শোষণতাই করিয়াছিল। তাহার বুদ্ধি-ছিল যে, এই মতে বিশ্বা ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকন্তু ইহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই শত্যাঙ্ক নবধর্মে ভিক্রমভবানী অল্পমাত্র হওয়ার লামাধর্ম নিজেই পুষ্টি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু শিক্ষাবলে ভিক্রমভবানী বতই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, ততই তাহার লামাধর্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা অল্পতর করিল। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপদ্ধতিরও সংস্কার হইরাছিল; এই কারণে ভিক্রমভবানী বৌদ্ধধর্মের তিনটি যুগ নিরূপণ করা যায়। ১ম আদি যুগ অর্থাৎ রাজা থি-প্রোজ দেংসনের রাজ্যকালে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধধর্মের তড়না পর্যন্ত। ২য় মধ্যযুগ বা লামাধর্মের সংস্কার কাল পর্যন্ত এবং ৩য় বর্তমান লামা ধর্ম বা খুটীর ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত দলই-লামার প্রাধান্য ও রাজবিস্তার কাল।

১২২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শালানগরীর লাটসম্বন্ধের অঙ্কশাসনপাঠে জানা যায় যে, ভিক্রম ও চীনবাসিগণ তিনটি পরম পুরুষ এবং পবিত্রচেতা সাধুগণ হইয়া, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের উপাসনা করিতেন। উহাই প্রকৃতপক্ষে তৎকালকার আদি-লামাধর্মের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায়।

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে থি-প্রোজ দেংসনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিং-সান পো রাজা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিধব্রয়োগে নিহত হইলে তবীর ভ্রাতা সদন লেগ্ স্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্মবিস্তারার্থ কমলশিলাকে ভিক্রমভবানীর আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রালপছন ৮১৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে খুটীর ৯ম শতাব্দীর শেগভাগে) সিংহাসনে আরোহণ হন। তাঁহার রাজ্যকালে নাগার্জুন, বহুবল ও আর্ঘ্যদেবের প্রসিদ্ধ টাকা ও ধর্মগ্রন্থসমূহ ত্রোটিভাব্য অনুদিত হয়। এতদ্বিত্ত তিনি ভারতবাসী কএকজন বৌদ্ধভক্তিকে ধর্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদার্থে লিপ্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সুবিরমতির শিষ্য জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ণন, দানশীল এবং বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজা রালপছনের বৌদ্ধধর্মপ্রচারে কীর্বাণতর হইয়া তবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ-বর্গ বৌদ্ধধর্মেরই হইয়া পড়েন এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে বীর ভ্রাতাকে নিহত করিয়া বরং সিংহাসনে হস্তগত করেন। তিনি রাজপদারূঢ় হইয়া লামাবিশেষ উপর বহুজ্ঞ অজ্ঞাচার করিতে থাকেন; এমন কি, তিনি দলিগ্ন ও মঠ বন্ধ করিয়া লামাসম্প্রদায়বিশেষকে জীবনিসংকট করাইয়া

করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। তন্নিম্ন তাঁহার আদেশে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ ভস্মসাৎ হইয়াছিল।

সুখের বিষয়, তাঁহার বৌদ্ধধর্মে বিবেচ্য বহুকালস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষে অতিক্রম করিতে না করিতে লালুঙ-বাসী লামা পাল-দোর্জে মুখোশ প্রভৃতি ভয়াবহ বৈশভূষা পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। লামা পাল দোর্জে বাউলের ছায় কিছুত কিম্বাকার বৈশভূষার সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কোতূহলবিষ্ট হইয়া সেই মুক্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বাণবিক করেন। পরে রাজসৈন্য তাঁহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চাৎকাষিত হইলে তিনি একটা কৃষ্ণবর্ণরক্তিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী সমুদ্রগণপূর্বক পলাইয়া যান। জলমগ্ন হওয়ার অবশেষে কৃত্রিম গাভ্রবর্ণ বিধোত হইয়া মূলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাঁহার ছয়বেশ ফেলিয়া দিয়া নূতন খেতবস্ত্র পরিধান করিয়া অপর পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসী তাঁহাকে অপর ব্যক্তি মনে করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই। তাঁর আবাতে রাজা পঞ্চম পাইবার কালে বলিয়াছিলেন যে, “বৌদ্ধধর্ম উৎসাদনরূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার পূর্বে তিন বৎসর আগে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।” রাজা লুঙ দর্শনের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বৌদ্ধধর্মে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার বালক পুত্র আর লামাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং লামাগণ ধীরে ধীরে আপনাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শতাব্দের প্রারম্ভে ভারতের নানাহানে বিশেষতঃ কাশ্মীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযতি তিব্বতপরিদর্শনে আগমন করেন। তাহাদের মধ্যে স্তুতি, ধর্মপাল, শিদ্ধপাল, গুণপাল, প্রজ্ঞাপাল এবং প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদক সুভূতি, শ্রীশান্তি প্রভৃতি যতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামাধর্মসংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি অতীশ তিব্বতে পদার্পণ করেন। তিনি লামাগণের নিকট “জো-বো-র্জে-দ্পাল-ল্দন অতীশ” নামে পরিচিত ও দেবতার ছায় সম্মানিত।\*

\* ভারতে তিনি লীপকর ঈজান নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কলাপদী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ডোট-ইতিবৃত্তমতে বাজালার গোড়াকোজের অন্তর্গত বিরসপুয়ের রাজবাগে ১০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ৩৬৩পুর্নবিহারে আসিয়া বৌদ্ধযতি-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চতুর্থলীপ বা চতুর্থ-নগরের বৌদ্ধচার্য্যে স্থাপিত চক্রবর্তী, মহাবোধিবিহারের উপাধ্যায় মহাবিহার এবং মহাসিদ্ধি নামের নিকট তিনি মহাবানমত ও মহাসিদ্ধি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতযাত্রাকালে

অতীশের প্রধান শিষ্য ডোম-টোন সংস্কৃত কদম-সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্ত হইয়াছিলেন। উহাই সার্বিক ত্রিশতাব্দের পরে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পর্যাবসিত হইয়া তন্মাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রবর্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের অনুকরণে অর্ধ সংস্কৃত কর-গ্যু-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে লামাধর্ম তিব্বতে বৃহৎমূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভূত হয় এবং তাহার স্বতন্ত্রভাবে পারমার্থিক মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পোরোহিত্য শক্তি বিস্তার করিতে থাকে। ধর্মবাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় সর্দারগণের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। সেই সুযোগে চীন ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

খৃষ্টীয় ১২০৬ অব্দে খানকনোগল বংশধর জেন্সিঙ্গ (জেন্সিস) খা তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন-সম্রাট খুবিলই (কুবলাই) খা বর্ষের অশিক্ষিত ও অসভ্য-প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটা সদ্‌ধর্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেষ্ঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আবহানপূর্বক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি উহা একটা নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজধর্মরূপে সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে।

খুবলাই খা স্বীয় ধর্মোপদেষ্টা শাক্যপণ্ডিতকে লামাধর্ম-

তিনি মগধের বিক্রমশিলা সম্রাটের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকেন। রাজা মহীপালের পুত্র নরপাল তাঁহার সমসাময়িক।

১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামা নগ-বো-র্জের সহিত যখন তিনি মারি খোম্রা গুপে তিব্বতে আইসেন, তখন তাঁহার বয়স্ক্রম দ্বি-বৎসর। তিনি এখানে আসিয়া লামা-ধর্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে লামানগরীর নিকটবর্তী লুক্রোঙ, সন্ধ্যারামে তাঁহার দেহাবসান হয়। লামানগরের সংস্কারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি সমস্তপ্রতিপাদক করখানি গ্রন্থ সম্বলন করেন, নিজে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—বোধিষথপ্রদীপ, চর্যাসংগ্রহপ্রদীপ, সত্যবহা-বতার, মহামোক্ষেশ, সংগ্রহ-পর্ভ, জগদ্বিস্তিত, বোধিসত্ত্বসম্ভাবনী, বোধিসত্ত্ব-কর্ম্মবিহারীপাত, পরমার্থগোপনেশ, মহাবানপদ্যসামানবর্ণসংগ্রহ, মহাবান-পদ্যসামানবর্ণসংগ্রহ, সুজার্ঘসমুদ্রোপদেশ, দশকুলকর্ম্মোপদেশ, কর্ম্মবিভক্ত, মহাবিশুদ্ধপরিবর্ত, লোকান্তর সম্বন্ধবিধি, গুহ্যকিরীকম্ব, চিত্তোৎপাদ-সম্বন্ধবিধিকর্ম্ম, শিকাসমুদ্র-অভিসময় (স্বর্গলীপাবিধি রাজা ধর্মপাল, লীপকর ও কমলকে যে ধর্ম্মশিলা দিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সারসর্গ) ও বিমলরত্নালোক। তিব্বতযাত্রাকালে লীপকর অতীশ লেখ্যগ্রন্থ মগধরাজ নর-পালকে লিখিয়া পাঠান। তিব্বতে ইনি বোধিসত্ত্ব সমুদ্রীর অবতার বলিয়া পূজিত।

মণ্ডলের সর্বাশ্রেষ্ঠ গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে চীন-রাজপৌরোহিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিব্বতরাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন। তদনন্তর ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই বয়ে উক্ত পণ্ডিতের ব্রাহ্মসুত্র মতিধ্বজ (ডোণ্টানাম লোদোই গ্যল-ৎবন) ফাঙ্গ-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি রাজাসুগ্রহে রোমক পোপের জার শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সম্রাট খুবিলাই খাঁ লামাধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে মোঙ্গলীয়ার নানাহানে এবং পেকিন নগরে সর্বাংগে বৃহৎ একটীমাত্র সজ্জারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শাকা-পণ্ডিত মতিধ্বজ পণ্ডিত-মণ্ডলে সমাবৃত হইয়া লামাধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কর-ণ্ডার গ্রন্থ মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

পরবর্তী মোঙ্গলসম্রাটগণের অধীনে শাকা-পুরোহিতগণের রাজকীয় প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দিক্কুজের হুপ্রসিদ্ধ কর-ণ্ড-প সজ্জারাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিদরাজকণ চীনসাম্রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত কবীর সম্রাটগণ শাকা-পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার উদ্দেশে কর-ণ্ড-প দিক্কুজ ও ক-দম-প-ৎবল সজ্জারামের আচার্য্যত্রয়কে তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের আরম্ভে লামা ৎসোঙ-ৎ-প অতীশ-প্রবর্তিত সংস্কৃত-লামাধর্ম্মের পুনঃসংস্কার সাধন করিয়া উহাকে গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অজ্ঞান সম্প্রদায়কে হীনভেদ করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মবাক্য তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য আজিও সেই সম্মানে ভূষিত আছেন।

লামা ৎসোঙ-ৎ-প'র ব্রাহ্মসুত্র গেনেন-ডু-ব্ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Grand Lama) হন। তিনি সাধারণের নিকট অবতাররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পঞ্চম পুরুষ অবতর শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের বিবলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিবোধিত হইলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরাজ তুম্বি খাঁ তিব্বত জয় করিয়া পঞ্চম লামাচার্য্য তুগ-ব-ৎ-সো-জবকে দান করেন। তদবধি সে-সুগ-প সম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ রাজপণ্ডিতে ভূষিত হন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে

চীনসম্রাট তাঁহাকে তিব্বতের অধিরাজ বলিয়া স্বীকার-পূর্বক মোঙ্গলীয় 'দলই' (সম্রাট) উপাধি দান করেন; তদবধি যুরোপীয় পরিত্রাজকগণের নিকট তিনি এবং তাঁহার ধর্ম্মধরগণ দলই-লামা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে তিনি গল্-ব-রিগ-শোহে নামে অভিহিত।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লাসানগরের সন্নিকটে শৈলোপরি হুপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দির স্থাপন করেন। তিব্বতের অপরাপর লামা সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে ও তৎসংশ্লিষ্ট-দিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজশক্তিপ্রাপ্ত লামা তুগ-ব-ৎ শেবজীবন শাস্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রকৃতস্থাপনে উদ্ভাস আকাজ্ঞা এবং মাছুজাতির বিদ্রোহে প্রদীপিত হইয়া তিনি লীলাবসান করেন। বর্ত্তলামা চীনসম্রাটের আদেশে নিহত হন। তদনন্তর তিনি বহুতে তিব্বতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তৎসংস্কার মোহন্ত-নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু সে-সুগ-প সম্প্রদায় পঞ্চম লামার প্রণোদিত প্রথার দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এ সময়ে কএকজন মাত্র চীনরাজকর্ত্তাচারী তিব্বতে উপস্থিত থাকিলেও এই সম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং সকল সাম্প্রদায়িক লামাগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতেন।

এই লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ তিব্বত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে বিস্তৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে যুরোপীয় ককেশস্ হইতে পূর্বে কাম্বোজ কা এবং উত্তরে বুরিয়াং সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে সিকিম ও য়ুন-নান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগে লামাধর্ম্ম বিস্তৃত হইলেও, তৎসংস্কার অধিবাসিন্ধ্যা নিতান্তই কম; কিন্তু সকলেই লামাকে রাজা ও ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করে।

সমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্ম্মোপাসক, পূর্ব-ভোটাঙ্গিগণ বোন্ ধর্ম্মসেবী এবং কতকংশ উত্তরধর্ম্মই মান্য করে। বোন্ ধর্ম্মাচার্য্যগণ লামাধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিরত হন না।

যুরোপে কালমাক্ তাভার জাতির বাসভূমি তলগা নদীতীর পর্য্যন্ত লামাধর্ম্মের শেব লীলা। তোরগোং জাতির লগা-রনের পরেও যুরোপের কবরাজ্যে তন ও বৈক নদীর মধ্য-বর্তী স্থানে ২০ হাজার ঘর কালমাক্ তাভারের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্ম্মে বিকৃত হইয়াছে। উক্ত পলারনের পর হইতে তাহারা আর সেবদর্শী পুরোহিত লামাকে শ্রেষ্ঠ-লামা বলিয়া সম্মান বা তাঁহাদের আদেশ-পালন

করে না এবং কখনও কোন উপঢৌকনাদি পাঠায় না; তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে। আজিও তিনি গোপনে তাহাদের ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। অভাগি ভলগাভীরে তাঁহার ধর্মশক্তি বিস্তারিত হইতেছে। কালমাক্গণের শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত আজিও লামা নামে পূজিত। দলই লামাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও ক্রমবর্ধমানের নির্বাক্তিত এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহারা আপন ধর্ম রক্ষা করিতেছে।

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পূর্বে স্ত্রীর ভলগাভীর পর্যন্ত দলই লামার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নিকট অল্পবয়স্ক অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসর তাঁহাকে লামা-নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। এই সকল লামা-পুরোহিত এক্ষণে ক্বাবিনার নামে পরিচিত। তোরগাংদিগের পলায়নের পর হইতে আর ক্বাবিনারগণ এই কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের (Ulluse) ক্বাবিনারগণ এখন বিভিন্ন চুক্লে বিভক্ত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কালমাক্গণের জনসংখ্যার দশমাংশ পুরোহিতপ্রধান হওয়ায় এবং তাহারা স্বভাতি-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে প্রতিপালিত হইত বলিয়া ক্রমবর্ধমানের ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান-লামা জ্বোনম্গের সাহায্যে উক্ত অর্থোক্তিক প্রভাব থর্ব করিয়া দেন। পূর্বে হুট ও অলস লোকে অর্থোপার্জনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইত এবং ধর্মপ্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্গণের নিকট হইতে ধর্মের তান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ক্রম-বর্ধমানের সহস্র সহস্র অকর্মণ্য পুরোহিতকে সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ক্রমসাম্রাজ্যের আদমব্রহ্মারি হইতে জানা যায় যে, তথায় ৮২ হাজার কিকিজ, ১১২১৬২ কালমাক্ ও ১৯০০০০ বুরিরাং লামাধর্মসেবী বিস্তারিত আছে। অপরাপর স্থানের লামা ও লামাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তালিকা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মেপালে গোষ্ঠীভাতির প্রাকৃতাবে শৈবহিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়। তাহারা অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মী হইলেও, অধিকাংশ নেপালীবৌদ্ধ লামাভাবলবী। বর্তমান ভোটান (ভোটাঙ্গ) জনপদে লামাধর্ম পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। তথাকার ভাসিহুন জেলায় ৫শত, পুণাখার ৫শত, পাংগোজেলার ৩শত, তোকসোরে ৩শত, টাগ্গার ২৪০শত, ও বন্দীপুরে (অক্শিপুয়) ২শত লামা-পুরোহিত আছে। এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্বতগুহা মধ্যে অসংখ্য লামাসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুরী দেখা যায়। মঠবাসী তির প্রায় ৩ হাজার লামা-পুরোহিত রাজকর্মে ও ব্যবসাবাণিজ্যে মিশ্র রহিয়াছেন।

সিকিমে লামামতই রাজধর্ম। তথাকার লামা ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ধর্মাস্রা পদসম্বল (গুরু রিন্-বো-ছে) লামামত-স্থাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাত্রা করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের লামাপরিব্রাজক ল্হা-৭হুন-ছেবো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তদেববাসীরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পর সিকিমবাসী লামাধর্ম দীক্ষিত হয়। তিনি এখানে পরিব্রাজকতা ধর্মাস্রারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। \*

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে ল্হা-৭হুন ছেবোর মৃত্যুর পর হইতে সিকিমে লামাধর্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম ও সম্ভারামে সিকিমরাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে এবং লেপ্চা জাতির বর্ণমালায় উৎপত্তিকাল লামাধর্মের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যায়। সিকিমে ক্রিঙ-ম-প ও কর-গু-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভাবই অধিক। তথায় চুক্-প সম্প্রদায়ের কোন মঠ দৃষ্ট হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিব্বতে লামাধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়। ভারতীয় মহাবান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-জনপদস্থ প্রাচীন বোন ধর্ম একত্র করিয়া তথাকার লামামতের উৎপত্তি ঘটে। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ওগোন বা উজানবাসী গুরু পদসম্বলের চেষ্টায় পরিবর্তিত হইলেও তাহা সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা লঙ-নর্থ বৌদ্ধধর্মের উচ্ছিন্নকামনার বৌদ্ধ-দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমত ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে। তৎপরবর্তিকাল হইতে মহাশ্রা অতীশের শুভাগমন পর্যন্ত লামাধর্ম আর কোনরূপ পুষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে অতীশ ও তাহার শিষ্য ব্রোম্ভোঙ্ ক্রম-প সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া আদি লামাধর্মের সংস্কারক বলিয়া পূজিত হন। এই লামামতাবলম্বী স্প্রাসিক লামা ওসোন-খ-প ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে গাল-

\* ল্হা-৭হুন ছেবো ধর্মপুর্ক তিব্বত ভূভাগের কোজবু জেলায় ওসঙ্গ্গো (ব্রজপুর) উপত্যকার ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে সিকিম আসিবার সময় পথিমধ্যে বর্তী নামা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপনীত হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে লামাধর্মের অনুগৃহীত হন। এখানে প্রথম দলই-লামা ওগ্-বঙের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য মহাশ্রা ভীমদিয়ের অবতার বলিয়া এমিত। বর্তমান পোণ্ডিক্চি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জি-মি-প-বো তাঁহারই অবতাররূপে ভজগ্রহণ করিয়াছিলেন।

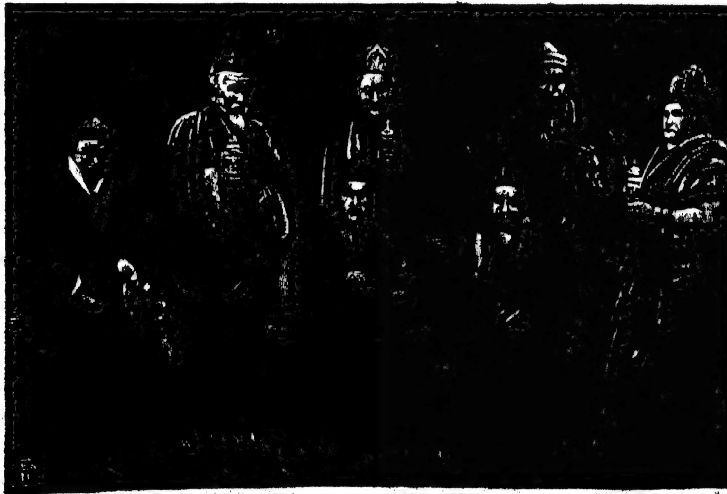
বন সন্ধ্যারাম স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে উহাই তিব্বতের পারমার্থিক-মণ্ডলরূপে পরিগণিত হইয়া সংস্কৃত গেলুগপ ( কদম-প শাখাস্তবৃত্ত ) সম্প্রদায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পারমার্থিক মণ্ডলের বর্তমান সময় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মত ও আপনায় প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

১০৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রিঙ-ম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ শতাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত নানারূপে সংস্কৃত হইয়া পরিশেষে ফ্রিঙ-ম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খৃষ্টাব্দ ১৫শ শতাব্দের শেষার্ধ্বে হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের শাখারূপে যথাক্রমে ওগোম-প, হোজ্জে-তক-প, মিলোলিন-প, ড-মক-প, কতেরক-প ও ল্হা-ৎসুন-প প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ফ্রিঙ-ম-প বা প্রাচীন অজস্রুত লামা মতসম্বন্ধীয় শাখা বলিয়া কথিত।

১০৭২ খৃষ্টাব্দে শাক্য মোনু যে শাখা প্রবর্তিত করেন, তাহা শাক্য-প শাখা নামে সমভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে। তাহা হইতে খৃষ্টাব্দ ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে জোনঙ-প শাখার উৎপত্তি হয়। খৃষ্টাব্দ ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে তারনাথ জোনঙ-প শাখার মতপ্রাধান্য স্থাপন করেন। খৃষ্টাব্দ ১৫শ শতাব্দের প্রথমার্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর একটা শাখা গঠিত হয়, কিন্তু তাহা প্রাধান্যলাভ করে নাই।

খৃষ্টাব্দ ১১শ শতাব্দের শেষভাগে মনু-প ও মিল-রদ্-প কর-শ্য-প শাখার পত্তন করিয়া বান। লামা ষগ্-পো-ল্হর্জে উক্ত সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্তকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অল্পমান ১১৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কর-শ্য-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক ও সংস্কৃতভাবে বিকুন-প, কর্শপ এবং প্রাচীন বা উত্তর ছক্-প ( ১১৬০ খৃঃ ) শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ছক্-প সম্প্রদায় হইতে সংস্কৃতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটাভের ছক্-প এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটাভ ছক্-প হইতে আধুনিক বা দক্ষিণ ছক্-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দ ১২শ শতাব্দের শেষভাগে বিকুন-প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর একটা স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর-শ্য-প ও শাক্যপ সম্প্রদায়প্রিত শাখাগুলি অর্দ্ধসংস্কৃত-লামামত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বর্তমান সময়ে কোন কোন লামা গুরু পদসম্বলবের গুহার লুকায়িত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সোহাই দিয়া যে সকল শাখা মত প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তৎসমুদয় “তের-ম” বা গুরুর অভিব্যক্ত সাম্প্রদায়িক মত ফ্রিঙ-ম-প সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে শামানী বোন-প ও ভুতাদির উপাসনার সহিত বিস্কৃত লামা মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি পরস্পর পৃথক। তাহাদের পরিচ্ছদ ও শিরদ্রাগ অনেকটা বিভিন্ন। নিম্নচিত্রে তাহা বিবৃত হইল।



বৌদ্ধলামা পো-রাব।

কর-শ্য লামা।

শক্যলামা।

লামা উপগম্-পা-ৎসো।

ফ্রিঙ-ম লামাঘর।

কর্শলামা।

উপরোক্ত সম্প্রদায়সমূহের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাসহকারে লামাধর্মরাজ্যে অসংখ্য মঠ ও সন্ধ্যারামের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সকল

বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় ও তদন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং তদন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠাতৃদিগের জীবনচরিত্র সম্বন্ধে বাহ্যিকভাবে পিপি-



বহু হইল না। সাংসারিক প্রয়োজন হইতে নির্দিষ্টভাবে অবস্থান করাই বোধবোধিগের প্রধান কর্ম, কেন না তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে জীবনের উপাসনা করিতে পারেন; এই কারণে তাহারা নির্জন ও প্রয়োজনশূন্য বিজন প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই সকল বাসভূমিই বোধবিগের সন্ধ্যারাম বা মঠ নামে খ্যাত। লামাধর্মবিভাগকরে তিব্বত রাজ্যে এবং তৎপার্শ্বস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, রুশ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নানা সন্ধ্যারাম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল স্থান ভোট-ভাষায় গোন-প (নির্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিম্নে কএকটা বিভিন্ন দেশীয় এলিক সন্ধ্যারামের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

তিব্বত—তরিগ্গুগো, শাক্য, মিন্সোলিঙ, হীমিস্ (লাম্), সঙ ও ছো-লিঙ, পদ্ম-বঙ-ৎসে (পেমিওঙ্গি), ভ-ক-তবি নিঙ, কো-নঙ, ল-ত্রঙ, সোজোঁলিঙ (হার্জিনিং), দেঠাঙ, রি-গোন, তু-লুঙ, এন্-চে, ছব্-দে, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মগি, সে-নোন, বঙ গঙ, লছন-ৎসে, নম-ৎসে, ৎসুন-ঠাঙ, রব্-লিঙ, ছব্-লিঙ দে-ক্যি-লিঙ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে এসিঙ। এতদ্বির সম-বাস, গাংলন, দে-পুজ, সেব্-র, নম্-গ্যাল-ছোই-বে, রমো-ছে ও কর্মকা, দেবেরিপ-গয়, জন-লাছে, ছম্মমরিন্ (১২২০ ফুট উচ্চে), দৌকা-লুঙ-দোঙ, শাক্য বা শকা, র-বেল, তিল-গে, ফুন্-ৎযোগ্সমিঙ, সম-দিঙ (১৪৫১২ ফিট উচ্চ), দি-কুজ (ত্রি-গুঙ), সিন্-গ্রোল মিঙ (মিন্সোলিঙ), দোজোঁ-দগ, দপল-রি, বালু, গুরু ছো-বঙ, সন্-কল্প-গু-থোক, কচুজ, গ্যান্-ৎসি, দেজ, ছাবমলো, কার্থোক, রিহচে সোজোঁ-য়, ময়-পুঙ লে-পুঙ, মেন্দেলগেম, কু-প-রোন, কোন-বেম, ভো-লুন, ছম্মক, কোন্-স, নর্তোন, রিপ-ছেল-নুন, ৎসেনচুক, গাপুন, গিলিন্ ও দেবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান কএকটা সন্ধ্যারাম বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম বা সন্ধ্যারাম লইয়া গণনা করিলে আর ৩ হাজার হইবে। এই সকল এলিক সন্ধ্যারামের পার্শ্বে পবিত্র ছোট্টন (চৈত্য বা স্তূপ) এবং মেনলোঙ (বৃত্তাকার) বিদ্যমান দেখা যায়।

চীন—চুন-হো-কুজ বা এসিঙ পেকিন-সন্ধ্যারাম, বৃত্ত-মান, কুয়ুম (এখানে ঐক্য খেতচন্দ্র বৃক আছে। প্রবাদ এই বৃক ৭সোঙ-খ'পার অক্ষকালীন নিঃপ্রাণিত রক্তে উৎপন্ন হইয়া ছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিভিন্ন চিত্রলক্ষণিত। উহাতে নয়সিংহ ভাষাগুণের বৃত্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য প্রভুত্বাবিৎ হুই এই পত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহার পত্র তিব্বতীয় কর্মমালা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অমসঙ্গিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো-বো-খ ও নামক ব্রহ্মবৎ মন্দির।

মোঙ্গলীয়া—উগা-কুয়েন্ ও জারানাবকনির—এখানে ৩০ হাজার বোধবোধি এবং কুজ-জোফুন বিভাগের ৪টার সন্ধ্যারামে আর ২০ হাজার লামার বাস আছে।

সাইবেরিয়া—বৈকাল হ্রদের নিকটবর্তী পেলিকিন্দের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটা সন্ধ্যারাম। এখানকার ঋতাত্ম্য বুরিরাংদিগের মধ্যে ধান্দো পণ্ডিত নামে পরিচিত।

ইরোপ—ভল্গা নদীতীরবর্তী কালমাক্ ভাটারদিগের মঠ 'ছুকল' নামে কথিত। উহা সাধারণতঃ তাঁবুতেই নির্মিত হইয়া থাকে। এই সকল তাঁবু প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত :—যে স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার ছুকল্-ওএর্গো এবং যেখানে সেবমূর্তি ও ধর্মসংক্রান্ত চিত্রাবলী সম্বিষ্ট থাকে, তাহা শিতানী বা ব্জান্-ওএর্গো নামে প্রসিদ্ধ। এক একটা ছুকল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে দেখা যায়।

লমাক্ বা ছোট তিব্বত—হেমি বা হীমিস, লম-বুর-ক, ম্খো-মিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে খোংলিমঠ), খেগ্-ছোস, কোব্-দজোগ্-স, বম্-লে, মবো, স্পিগ্গ; শের-গল, ক্যি-লঙ, গু-গে, কয়ুম ছব্-লিঙ, পোয়ি ও পজাগি।

নেপাল—এখানকার নিম্ন উপত্যকার কোন সন্ধ্যারাম দৃষ্ট হয় না। উত্তরমিথলী অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্ধতীর্থ-সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে।

ভোটাঁন—তারি-ছো-দসোজ, পুং-খাঙ, উ-গ্যান-ৎসে, বাকুরো, বাহ, স্ত'ম্ছোগ-গল, জে-হ-লি, লম-কিন, খা-ছাগ্-স-গল-খা, ছাল্-কুগ, কালিমসোল, পেছোজ প্রভৃতি। ভোটাঁনের মহালামা ধর্মরাজ ও দেবরাজ তারিছোদসল্জ সন্ধ্যারামে বাস করেন।

সিকিম—সক্ছেলিঙ, ছব্-বি, পেমিওঙ্গি, গটোক, তবিবিল, সেমন্, রিন্চিনপোজ, রলোজ, মগি, রম-থেক, কছল (কোজঙ), ছেউজটোল, কেউছপেরি, লছল, তল্জ (দোঁ-লুঙ), এক্ছি, কেম্ছল, কতোক, দলিঙ্গ (দোঁমিঙ), বদগল (গাঙ-লুঙ) লত্রঙ, লাম্, লছন-ৎসে, সিনিক (জিমিগ্), রিদিয় (ক্যগোন), শিঙ-বেম, ৎসপ্-নেস, লছেন, লিডোজ, কছল (কপ-লুঙ), লোত্রিঙ (ছব্-মিঙ), সম্ছি (ম'ৎসে), পবিরা স্পে-কিঙল্), সঙ ল্ভান্।

এই সকল সন্ধ্যারামবাণী বোধবোধিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন সন্ধ্যারামকে ভ্রমণ করিয়া আপন আপন লামাধর্মিক বৃত্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ধর্মসংক্রান্ত শাস্ত্রিক অঙ্গসারে উহাদের আল ও হরিদ্রাবর্ণ উজ্জ্বল দেখা যায়। সিকিমে কতকগুলি মঠ



আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রিঙ্-ম সম্প্রদায়ভুক্ত। কেবল নমছি, তাবিদিঙ্গ, সিনোন ও খঙ মোছে সজ্জারামে উদক প এবং কর্তেক ও দোলিঙ্গ মঠে কর্তেক-প শাখামত বিস্তারিত দেখা যায়।

পূর্বকথিত সজ্জারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানা স্থানে মন্দির বিরাজিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে লাসানগরীর স্তূরহৎ মন্দিরই সর্বপ্রধান। মন্দিরের দ্বার হইতে গর্ভপীঠ পর্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে দ্বার-পালগণের আকৃতি অতীব ভয়াবহ। লামারাজ্যের পশ্চিম দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিকপতি বিরুদ্ধক, ভূতগণের ক্রোধের দেবীমূর্তি, দ্বাদশ তান্ মা ভূতিনী মূর্তি, বজ্রপাণি মূর্তি; পূর্বদিকপতি ধৃতরাষ্ট্র এবং উত্তরদিকপতি যক্ষেশ্বর বৈশ্রবণ; যম, অগ্নি বায়ু, বরুণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সোম, ব্রহ্ম, ঈশ্র ও ভূপতি নামক দশলোকপালমূর্তি প্রভৃতি দেবচিত্র বিস্তরপ্রদ। এতদ্ভিন্ন তথায় অমিতাভ, অমিতায়ঃ, নাগার্জুন, মঞ্জুশ্রী, সমন্তভদ্র, একাদশশিরস্ক, অবলোকিত, নারো, একবিশ তারা মূর্তি, পদ্ম-সম্ভব, শান্তরক্ষিত, অতীশ, বজ্রধর, মরপ, মিল-মঃ প, শাক্যবুদ্ধ, অক্লোভা, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, মরীচী বা বারাহীমূর্তি, বজ্রভৈরবমূর্তি, হয়গ্রীবমূর্তি, বিভিন্ন শক্তি ( কালী ) মূর্তি, বিভিন্ন ডাকিনী, যক্ষিনী, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর, মহোরগ, গরুড় প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধাচার্য্য, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা এবং ডাকিনী, ভূতিনী ও তাত্ত্বিক হিন্দু-দেবদেবীমূর্তি তিব্বতীয় লামা সমাজে পূজিত দেখা যায়।

লামাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ ও পিতৃদানাদি বিশেষ ভক্তিসহ করিয়া থাকে। তাঁহারা যমরাজকে নরকের অধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। সঞ্জীব, কলাহর, সজ্জাট, রোরব, মহারোরব, তাপন, প্রতাপন ও অবাচি নামক ৮টি অগ্নি-ময় এবং অর্কুদ, নিরর্কুদ, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পদ্ম ও পুণ্ডরীক নামক ৮টি শীতলময় ও তদ্বিন্ন পৃথ্বীপৃষ্ঠে, পর্বতে, মরুদেশে, উচ্চ প্রস্তর ও হ্রদাদিতে প্রায় ৮৪ হাজার নরক নিরূপিত আছে। এই সকল নরক 'লোকান্তরিক' নামে কথিত। নরক হইতে উদ্ধে এবং সিংহন হইতে নিয়ে তাঁহারা প্রেতলোক কল্পনা করিয়া থাকেন।

লামাবতিগণের মৃতদেহ ধ্যানবিক্ষেপ দ্বারা আসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করা হয়। যে স্থানে তাঁহাদের সমাধি হয়, ঐ স্থান • তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে। নিম্নপ্রেরিত লামাগণের দেহ দাহ করা হয় এবং সেই ভস্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তত্ত্বপরি এক একটা বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে ঐরূপ কোন উৎসবই হয় না। কোন কোন স্থলে তাঁহারা মৃতদেহ

পর্বতোপরি লইয়া ফেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ নিঃক্ষেপের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। মোঙ্গ-লীয় লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তত্ত্বপরি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া জন্মমৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া রাখেন। কখন বা শীতপর্বতশিখরে ফেলিয়া দেন। মাংসাশী পক্ষী পশু প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্থলবিশেষে তাঁহারা শবদেহ ভস্ম করিয়া থাকেন। শিশু সন্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা পথের ধারে ফেলিয়া দেয়। স্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ডাসাইবার নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙ্গলকামনার তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করেন। একমাত্র লাল উকীষধারী সামানি গে-শোঙ লামারাই বিবাহ করিতে পান।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অপরাপর বিবরণ পরিত্রাজক বৌদ্ধ-চার্য্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রতীতি সমুৎপাদ, ভবচক্র, ভৌতিকবিজ্ঞা, ভোজবিজ্ঞা ও তিব্বত শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল না।

[ তত্ত্বৎ শব্দ দেখ। ]

সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তিব্বতের কএকটি প্রসিদ্ধ সজ্জারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য লামাগণের বংশতালিকা ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—

১ নলই লামা-বংশ।

সংখ্যা	নাম	আবির্ভাব	ও তিরোভাবকাল
১	দগেত্সন গুব্	১৩২১	১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ
২	দগেত্সন গ্যাম্বে	১৪৭৫	১৫৪৩
৩	ব্‌সোন্‌ নম্‌	১৫৪৩	১৫৮২
৪	যোন্‌ তান্‌	১৫৮২	১৬১৭
৫	উগ্‌ ষঙ্‌ ব্রোব্‌সন্‌ গ্যাম্বে	১৬১৭	১৬৮২ প্রথম 'দলই'
৬	ংবন্‌ দ্যান্‌ গ্যাম্বে	১৬৮৩	১৭০৬
৭	কল্‌ জন্‌	১৭০৮	১৭৫৮
৮	কম্‌ দপল্‌	১৭৫৮	১৮০৫
৯	লুঙ্‌ তোর্‌গ্‌	১৮০৫	১৮১৬
১০	ংবুল্‌ ধুম্‌	১৮১৬	১৮৩৭
১১	ম্‌খন্‌ গুব্‌	১৮৩৭	১৮৫৫
১২	ফ্রিন্‌ লন্‌	১৮৫৬	১৮৭৪
১৩	ধুব্‌ ব্‌স্তান্‌	১৮৭৪	— বর্তমান

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালামা গেত্সন গুব্‌ ল-ক্যোয় নিকট কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তবিল্‌ ছুশপো সজ্জারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ লামা চরিত্রদ্বারা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে তাহার রাজ্য গিক্সি বঁ। পোতলের মঠের অধ্যক্ষপদে

ছপ্‌কোরিলাস ওগ্‌বুৎ বেবে গ্যামৎ‌বোকে নিরোণ করেন, কিন্তু অচিরে রটনা হইল যে, লিখক লগরে সেনপুজ সজ্জারামের একজন বৌদ্ধবতির পুত্ররূপে কলকাত্ত নামে ষষ্ঠ লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তখন চীনসম্রাট্‌ ঐ বালককে কারাকত্‌ করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধ পর্যন্ত ভাভার-রাজের নিরোজিত লামাকেই লাসা নগরীয় ধর্মগুরুরূপে নিযুক্ত রাখেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাদে তিনি ভোটিরাজকে পদচ্যুত করেন এবং ছোতিন সজ্জারামের কেশরী রিনপোছে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার কিছু পরে তিনি পুনরায় নীর শক্তিধারা প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনরাজশক্তি তিব্বত হইতে অপসৃত হইয়াছিল।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালামা বালাবৎ‌হাতেই স্ব স্ব অভিভাবক কর্তৃক কোশলে বিষগ্রন্থোপ অথবা দাতকদ্বারা গোপনে নিহত হন। প্লেবোক্ত লামা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কালকবলে পতিত হইলে ১৩শ লামা থুং-ৎসান তৎপদ অধিকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ “তাবি”-লামাবংশ।

- ১ থুগ-প ল্‌হুং-ৎসান—তর্নগ সজ্জারামের একজন বৌদ্ধবতি।
- ২ শাক্য পণ্ডিত ( ১১৮২—১২৫২ খৃঃ )।
- ৩ য়ু-স্তোন দ্‌জোংপাল ( ১২৮৪—১৩৭৬ খৃঃ )
- ৪ থগ্যুব গেলোগপালজ্ঞাপা ( ১৩৮৫—১৪৩৯ খৃঃ )
- ৫ পঙ্কেন সোনম কোগ্‌ ফিংগুংপো ( ১৪৩৯—১৫০৫ )
- ৬ বেন্‌স প লোজন্‌ হোজ্‌ গ্যুব ( ১৫০৫—১৫৭০ )

উপর উক্ত বৌদ্ধবতি বা লামাগণ ‘তবি’ বা ‘তাবি’ লামা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা তবিলুশোর্‌ প্রসিদ্ধ সজ্জারাম ষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ততরাং উক্ত তালিকার শেষ দুইজন লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। “পঙ্কেন রিনপোছে” উপাধিধারী নিরোক্ত লামাগণই প্রকৃত তাবি-লামারূপে সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

	জন্ম বৎসর	তিরোভাব
১ লোং‌গু হোন্‌ কিয় গ্যালম্‌ব্‌কন	১৫৬৯	১৬৬২ খৃঃ।
২ “ বেজ দপল জুং পো	১৬৬৩	১৭৩৭
৩ “ দপল ল্‌হুং বেবে	১৭৩৮	১৭৮০
৪ জে‌ তাম পহি জির	১৭৮১	১৮৫৪
৫ জে‌ দপাল্লান হোস্‌ক্যি	১৮৫৪	১৮৮২
৬ “	১৮৮৬ এক	১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে

কেন্দ্রকারী মাসের শেষে তিনি লামাগণ প্রাপ্ত হন।

শাক্যাসাময়িক লামাচার্যগণ।

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ১ শাক্য ব্‌সঙপো    | ১২ ওদ-সের-সেঙগে           |
| ২ ষঙ-ব্‌ৎসুন       | ১৩ কুনরিন্‌               |
| ৩ বন্‌-করপো        | ১৪ দৌন,চৌদ-দপন            |
| ৪ ছাঙরিন্‌ ফ্যোম্প | ১৫ বোন-ব্‌ৎসুন            |
| ৫ কুন্‌-রঙ         | ১৬ ওদ-সের সেঙগেহের        |
| ৬ ষঙ-বুঙ           | ১৭ গ্যাল-ব-সঙপো           |
| ৭ ছুঙ বোঁর         | ১৮ ষঙ-ফ্যঙ্গ দপল          |
| ৮ অঙ লেন           | ১৯ সোদ-নম-দপল             |
| ৯ লেগস্‌-প-দপল     | ২০ গ্যুব-ব্‌ৎসুন পোয়েক্‌ |
| ১০ সেঙ-গে দপল      | ২১ ষঙ-ব্‌ৎসুন।            |
| ১১ ওদ জের দপল      |                           |

এই মঠাচার্যগণ অতাপিও “শাক্য পন্‌ ছেন্‌” নামে পরিচিত।

ভোটােনের মঠাচার্য মহালামাগণ কর-গ্যা-প সম্ভ্রদায়ের দক্ষিণ-ছুক-প শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভোটােনীগণ শতাব্দের পূর্বে বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটােনী-মলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক ছপগি বেপচুন নামক একজন লামা ক্রমশঃ সেনাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্মরাজরূপে গণ্য হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তবীয় আত্মা লাসানগরীর যে বালকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে ভোটােনে আনা হয়। এই লামাবতার ‘রিনপোছে’ ও ‘ধর্মরাজ’ নামে পরিচিত। বালক লামা রাজদণ্ড পরিচালনের জন্ত যে অভিভাবক নিযুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত।

ভোটােনের লামাচার্যগণ।

- ১ ওগ বঙ্‌ নর্ম গ্যাল-ছু ধোম দ্‌জোঁজে।
- ২ “ বিগ্‌ মেদ তর্গস্‌ পা।
- ৩ “ ছোস্‌ কিয় গ্যাল ম্‌ৎসান।
- ৪ “ বিগ্‌ মেদ বঙ্‌ পো।
- ৫ “ শাক্য সেঙ গে।
- ৬ “ কম ছাঙস্‌ গ্যাল ম্‌ৎসান।
- ৭ “ ছোস্‌ কিয় বঙ্‌ ফুগ।
- ৮ “ বিগ্‌ মেদ তর্গস্‌ প ( দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ )
- ৯ “ ঐ ঐ সোন্‌
- ১০ “ ঐ ঐ ছোস্‌ গ্যাল

( ভোটােনের মহালামা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে )

এই ১০জন লামাবতারের বড়জ জীন্‌দী আছে। প্রথম লামা বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালামা সোনম গ্যাম্‌হোজ্‌

দমসামরিক। অবশিষ্ট লামাগণ ব্রহ্মচর্যাবলম্বী। ধর্মরাজ গ্রীষ্মকালে তবিলে দুর্গে অবস্থান করেন। ঐ প্রাসাদ প্রান্তর-নির্মিত এবং সাত তোলা উচ্চ। এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধবতির বাস আছে। নেপালবাসী লামাদিগের উপর ইনিই কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। গোষ্ঠী গবমেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন।

খড়প্রদেশবাসী মোঙ্গলীয়দিগের প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষ উর্গা-কুরেন নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠন-দম্প নামে পরিচিত। খড়বাসী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ তাহাদের জ্যেষ্ঠন দম্পদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া ধর্মবিস্তার করিতেছেন। মোঙ্গলীয়দিগের উর্গা সজ্জারাম প্রথমে শাক্যসম্রাটবৃত্ত ছিল, পরে উহা গে-লুপ সাম্রাজ্যিক মঠাশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সম্রাট কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খৃঃ) পীত নদী তীরস্থ কোকো-খোতোন নগরে ধর্ম্যাচার্য জ্যেষ্ঠন-দম্প বাস করিতেন। ঐ সময়ে কালমাক বা সিউখ জাতির সহিত খড়দিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খড়গণ পরাভূত হইয়া চীন-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাকগণ চীনসম্রাটের নিকট জ্যেষ্ঠন দম্প ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকুমার তুশ্বেতু খাঁকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট উভয় ভ্রাতাকে কালমাকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহার দলইলামাকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লামা বা তাঁহার প্রতি-নিধি বিচার করিয়া উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ করিলেন, ইহাতে সম্রাটের সহিত কালমাক জাতির যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে একদিন সম্রাট জ্যেষ্ঠন দম্পের সহিত দেখা করিতে যান এবং তৎকর্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। এই ঘটনার খড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং জ্যেষ্ঠন দম্প তাঁহার অকারুণ্যতার প্রতিহিংসাসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। চীনসম্রাট বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া দলই লামার শরণাগত হইলেন। তাঁহার বিচারে দ্বিগীকৃত হইল যে, জ্যেষ্ঠন দম্পের পরবর্তী অবতারগুলি তিব্বতেই হইবে। খড়বাসীগণ ঐ সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হইতে বঞ্চিত হইল।

একদম মধ্য বা পশ্চিম তিব্বতে হইতেই সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠন দম্পের অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বর্তমান জ্যেষ্ঠন দম্প লাসানগরীর বাজারের নিকট ব্রহ্মচর্য করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য তাসিকার ৮ম দানবীর হইয়াছেন। তিনি বেপুং সজ্জারামে গেলুং লামা-শিকারিক্রমে প্রবেশ হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই বড়োয়া তাঁহাকে উর্গায় লইয়া যায়, সঙ্গে এক জন বেপুং লামার শিকারকল্পে গমন করেন।

অবতাররূপে পূজ্য পূর্বোক্ত ধর্ম্যাচার্যগণ স্বাভীত তদপেক্ষা হীনপ্রভাবসম্পন্ন আরও কতকগুলি লামাচার্য্য আছেন, তাঁহার জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়া পূজিত। এই শ্রেণীর লামাচার্য্য তিব্বতে ৩০টা, উত্তর মোঙ্গলীয়ায় ১২টা, দক্ষিণমোঙ্গলীয়ায় ৫৭টা, কোকোনোরে ৩৫টা, ছিয়ামদো গুর্জেছবনে ৫টা এবং পেকিনে ১৪টা আছেন। ঐ সকল দেহান্তর-প্রবেশ লামার মধ্যে পশ্চিম-তিব্বতের সেঙছেন রিগপোছে, বঙ্জিন্ লো প, বিলুঙ, লো ছেন, ক্যি জর তিহি, দে ছন অলিগ, কঙ্‌লা ও কোঙ এবং ধামবিভাগে তু, ছম্বদো দোর্জে প্রভৃতি প্রধান।

পেকিনের লামামণ্ডল তিব্বতীয় ভাবায় হঙ-ক্য (শাক্য ?) বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচার্য্য রোল পহীর অবতার-রূপে পূজিত। সম্রাট কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে ১৬৯০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দৈবশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়ায় ধর্ম্যাধ্যক্ষ পদ দান করেন।

লামকের অবতীর্ণ লামাগণ কু-বৌ নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে লামাবতার ছিলেন, তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। ইনি ১৪শ বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়া বিজ্ঞানভ্যাস করেন। লামাচার্য্য তালিকায় ইনি সপ্তদশ।

যম্বদোক হুদতীরস্থ সজ্জারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচার্য্যালী পদ পাইয়াছেন। তিনি বজ্রবারাহীর অবতার বলিয়া সম্মানিত। মিঃ বোগল্ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

লামাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম প্রকটন করিয়া যান। তাঁহার কোন্ গ্রামে ও কোন্ পরিবারে জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র প্রথা গৃহীত হইয়া থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিগুচ্ছচেতা লামা একত্র হইয়া তাহার নাম নির্ধারণ করিয়া লন। নামনির্দেশকালে ভজন ও পূজা হয়। বসন্তপলি পবিত্র নাম তাঁহাদের মনে উঠে, তাহাই তাঁহার। এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটা স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁহার। সকলেই স্তোত্রগান করিতে করিতে ৩২ম হইতে ৭১ম দিন পর্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া এক একখানি কাগজ উঠাইয়া লন। ঐ কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের নাম পাওয়া যায়। পেকিনরাজ "ন'জুঙে"র ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া মহালামা নিয়োগ করিয়া থাকেন। লামাচার্য্য নির্বাচন-প্রণালীর গুঢ় রহস্য ও তাহার প্রকৃত তত্ত্বের মর্শ্বোদ্ঘাটন অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হইল না।

লায়ক (পুং) সংলগ্ন।

লালকাঁকোল, পশ্চিমবঙ্গাঙ্গার পার্শ্বপ্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ কোল-  
জাতির একটি শাখা। ইহারা অতিশয় দুর্ভিক্ষ। [কোল দেখ।]

লার্খানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের লীকারপুর জেলার  
অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। লার্খানা, লব্ধরিয়া, কমর,  
রতমেদো ও সিজাবল নামে ৫টা তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ  
১৮৯৪ বর্গমাইল।

ইহার উত্তরসীমার খিলাভের খাঁর অধিকৃত প্রদেশ, পূর্বে  
সিন্ধু ও শত্ৰু নদী এবং লীকারপুর উপবিভাগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে  
মেহর, খেলাং এবং বীরথর পর্তুগীশ। বীরথর পর্তুগীশের  
নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল। এই বিস্তীর্ণ  
সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রাকৃতিক শোভা  
নাই; কেবলমাত্র সিন্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদী এবং নারা  
হইতে গার-খাল পর্যন্ত ভূভাগ শুামল শত্ৰুক্ষেত্রে পরিপূর্ণ।  
এখানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামাদি আছে, অপর সকল স্থান “কালর”  
বা লবণময় উবর ভূমি। সিন্ধুকুলের বাসুকামর প্রদেশের স্থানে  
স্থানে বাব্বা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল দৃষ্ট হয়।

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয়  
চাসবাসের সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ সকল খালের কতকগুলি  
স্থানীয় জমিদারদিগের যত্নে এবং কতকগুলি ভারত গবর্নমেন্টের  
ব্যয়ে সাধিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই  
সর্বপ্রধান, উহা ৩০ মাইল লম্বা ও প্রায় ১০০ ফিট্ প্রস্থ।  
এতদ্ভিন্ন গার-(২২ মাইল, ৮০ ফিট্), নোরঙ্গ (২১ মাইল-২০  
ফিট্), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট্) এবং ইদেনবাহ  
২৩ মাইল লম্বা। জমিদারী খালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে-  
জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২০ মাইল লম্বা।

লার্খানা এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে  
স্থানীয় প্রাচীন কীষ্টির নিদর্শনস্বরূপ একটি পুরাতন কেল্লা, শাহাল  
মহম্মদ কল্‌হারা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার  
সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহম্মদের পৌত্র আদম  
শাহ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ পরে  
সিন্ধুপ্রদেশের অধীশ্বর হন।

রভো দেবো ও কব্বর নগর এখানকার অত্যন্ত প্রধান নগর  
ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর গোল্ডেন  
এখানকার জরিপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ  
২২০৬ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকূলে  
অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৫' পূঃ।

এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম দেখিয়া ইংরাজ-  
ভ্রমণকারিগণ ইহাকে সিন্ধুপ্রদেশের নন্দনকানন (Eden of  
Sind) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টা বাজার ও  
কতকগুলি রাজকাখ্যার আছে। তালপুর মীর রাজগণের  
অধিকারকালে পূর্বকথিত দুর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল।  
ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল  
ও কতকাংশ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবহারার  
সমাধিমন্দির ও পূর্বোক্ত দুর্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

লার্খানী (লাড়খানী), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দহস্যসম্রাট।  
খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দির প্রারম্ভে উহার দহস্যবৃত্তির দ্বারা বিশেষ  
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেশবারি ও কজক দহস্য-  
সম্রাটদের দ্বারা একটি সুপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা  
নিকটবর্তী জনপদবাসীর জীভির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই  
দলে প্রায় ৫ শত অশ্বারোহী দহস্য সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা-  
তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান  
আক্রমণ করিত, তখন তথাকার অধিবাসিগণ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া  
পলাইত। লার্খান মারবাড় রাজ্যের সীমান্তস্থিত শব্বরাজের  
অধীনস্থ দস্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত  
রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দস্তরামগড় ব্যতীত  
এই দহস্যসম্রাট নহুল তল্পা ও ৮০টা মৌজা লাভ করিয়াছিল।  
এই দহস্যসম্রাটকে শান্ত রাখিবার জন্ত মারবাড় ও বিকানের-  
রাজ তাহারিগকে অনেকগুলি মৌজা প্রদান করেন।

লালু (পারসী) ১ রক্তবর্ণ। ২ রোপ্য। ৩ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।  
(Fringilla Amendava)

লাল উদ্দীন, নাজিবাবাদের নবাব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭  
খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮  
খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাদীন হইয়াছিলেন।

লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্বিৎ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দেবী-  
দাসের পিতা, কান্তকুজ ইহার জন্মস্থান। ২ একজন লুসাই দল-  
পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয়  
দিয়াছিলেন। (ত্রি) রক্তবর্ণ।

লালুক (ত্রি) লালনকারী, বস্ত্রকারক। (পুং) একজন হিন্দু  
রাজা। ইহার পৌত্র হুসিংসিংহের কন্যাকে কলিজরাজ খারবেল  
(ভিখুয়াজ) বিবাহ করেন।

লালকঙ্ক, লোহিতবর্ণ কঙ্কভাটীর পক্ষিভেদ (Ardea  
purpurea)।

লালকরবী (দেশজ) রক্তকরবীর বৃক্ষ।

লাল কবি, বৃন্দেলখণ্ডবাসী একজন হিন্দুকবি।

লালকাঁটাবাটানা (দেশজ) দেবদারুভেদ (Quercus armata)

লালকেশুরিয়। (দেশজ) শুদ্ধভেদ, রক্তকেশুর।

লাল খাঁ, ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিল্লীর অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভার বিদ্যমান ছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

লালখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়ভেদ। ইহার পূর্বে রাজপুত ছিল, পরে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সর্দার লাল খাঁর নামানুসারে “লালখানি” নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহার আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্গত রাজকোড়ের বড় শুজরবংশীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া স্বীকার করে। কুমার প্রতাপসিংহ মহোদ-যুদ্ধে দিল্লীর পৃথ্বীরাজের সহায়তা করেন। যুদ্ধব্রাত্য কালে তিনি পশ্চিমঘে মীনাভাতির বিদ্রোহ দমনকার্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর-রাজের সাহায্য করার রাজা সানন্দচিহ্নে রাজকন্ডার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং পুরস্কার বা যৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে বুলন্দশহরের নিকট ১৫০ খানি গ্রাম দান করেন। উক্ত প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রাজা লালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মোগলসম্রাট অকবরশাহ লালসিংহের বীর্য ও রাজভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন। তদবধি এই রাজবংশ লালখানী নামে পরিচিত হয়। লালখানের পৌত্র ইতিমদ্ রায় মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। ইতিমদ্ রায় হইতে সপ্তম পুরুষ অধস্তন নহর আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুন্দে খাঁ বুলন্দশহরের কুমোনা দুর্গে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ দুর্গাদি দ্বারা অরক্ষিত করেন। ইংরাজরাজ পরে এই সম্পত্তি আলীমর্দন খাঁ নামক এই বংশের একজনকে দান করেন। এক্ষণে ছিতাবী, পহাছু ও ধর্মপুর প্রভৃতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিতেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুমর্যাদা তুলিতে পারেন নাই। কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কার্যে হিন্দু পদ্ধতি অনুসরণ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতাবীর ক্ষত্রবংশ বর্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকে ইহাদিগকে সৌ মুসলিম নামেও অভিহিত করে। ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, ইহার ইসলামধর্মে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ জিন্ন অস্ত্র কাহারও সহিত প্রহরকন্ডারি আদান প্রদান করে না। বিবাহকালে কুলমর্যাদা ও গোত্রাদির উপর লক্ষ্য রাখে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সংস্কার মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাজি গোত্রোচিত্য করেন এবং

শবদেহ সমাধিহ হয়। কেহই কল্যা পাঠ বা “সিদ্ধা” করে না। ইহার হিন্দু দেবদেবীর ও পূজা দিরা থাকে। হিন্দু জাতিকুটুম্বের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার যোগদান করে এবং পৃথক আসনে উপবেশন ও পৃথক স্থানে ভোজনাদি করিতে পার। লালকুমারী, দিল্লীর জাহান্দার শাহের এক প্রিয়তমা রক্ষিতা রমণী। নর্তুকীকূলে ইহার জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী বেস্তার ভায় প্রেক্ষিত স্থানে নৃত্যগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত-বৃন্দকে পরিচুড় করিত। মোহনকর্ণটিনঃস্থত স্থলগিত সঙ্গীত ও অতুলনীর রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া জাহান্দার শাহ ইহার পদতলে আশ্রয়বিন বিক্রম করেন। তাঁহারই অনুরোধে এই বেস্তা রাজকুলাজনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুরুষগণের নিকট বিশেষ সম্মান্য হইয়াছে। এমন কি, অনেক সময় লাল-কুমারীর আশ্রয়েরা ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

লালখলিশা, একপ্রকার খলিশা মাছ। (Trichogaster lalia) লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুন্সিংগপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গঙক নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫১' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১২' ৫০" পূঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশস্ত্র, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক মাইল দক্ষিণে যে গজঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোকাই হয়, তাহা বসন্তঘাট নামে খ্যাত।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র নগর। কুম্ভাছ নামক একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। গোরখ-পুর-সেনানিবাস হইতে স্থলতানপুর ঘাইবার রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটা মন্দির বাজার আছে। অক্ষা° ২৬° ৪৩' উঃ এবং ৩২° ৫৬' পূঃ।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। গাজের উপত্যকার তারাবাট শৈলের সাহস্রদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২৫' পূঃ। এখানে একটা বাজার আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ ফিট উচ্চ।

লালগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার দালমৌ তহ-সীলের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২৬° ৯' ৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ০' ৪২" পূঃ। এই নগরে নিকটবর্তী স্থানের শত্ৰুদি বিক্রয়ার্থ সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। পূর্বে এখানে তহসীলী সদর ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহা দালমৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

লালগড়, বাঙ্গালার বিনাকপুর (২) জেলার অন্তর্গত একটা গণ-গ্রাম। এখানে একটা প্রাচীন পীরদ্বান বিস্তারিত আছে।

(ভবিষ্যৎ ত্রয়ঃ ৪৮।১২৫)

**লালগুণাগিয়া** (দেশজ) বৃকভেন (*Dioscorea purpuria*)  
**লালগলা**, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবাহিত একটি নদী। জয়পুর  
 নামভরাজের উত্তরাংশে (অক্ষা° ১৯° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°  
 ১৮' পূঃ) উদ্ভূত হইয়া জয়পুর ও বিজাপাটম জেলার মধ্য দিয়া  
 প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে (অক্ষা° ১৮° ১২' উঃ এবং দ্রাঘি°  
 ৮৪°) পতিত হইয়াছে।

**লালগুলি**, বোম্বাই প্রদেশের চেন্নাপুর উপবিভাগের একটি  
 প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেন্নাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে  
 কালী নদী প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে নিম্নাভিমুখে নিপতিত  
 হইতেছে। এই প্রপাতপার্শ্বে একটি প্রাচীন হর্গ আছে।  
 স্থানীয় প্রবাদ, গোড় সর্দিরগণ চূর্দান্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে হুগের  
 ছাদ হইতে এই গভীর জলপ্রোতে নিক্ষেপ করিত।

**লালগুরু**, উত্তরভারতবাসী ভদ্র জাতির পূজিত দেবতাত্ত্বিক।  
 ইনি রাক্ষস আরম্ভ-কিরাত নামে পরিচিত।

**লালগোরি**, পক্ষিবিশেষ (*Himantopus Candidus*)  
**লালগোলা**, বাদ্রালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গও-  
 গ্রাম। পদ্মনারী কূলে অবস্থিত। ইহা একটি স্থানীয় বাণিজ্য-  
 কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

**লালঘড়ী** (দেশজ) গুলুভেন।

**লালঙ্গ**, আসামের পার্বত্যবাসী জাতিবিশেষ। [আসাম দেখ।]

**লালচন্দ্র** (পুং) ভাবালীশাবতীপ্রণেতা।

**লালচাঁদ**, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি  
 পায়ত ভাষার একখানি দিবান রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে  
 ইহার মৃত্যু হয়।

**লালচ** (দেশজ) লালসা।

**লালচাঁদা** (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি সুবাদ।

**লালচিত্তা** (দেশজ) রক্তচিত্তা।

**লালচিয়া** (দেশজ) ১ লালসা। ২ রক্তাভ।

**লালচেঙ্গুয়া** (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, রক্তবর্ণ চেঙ্গুয়াছ।

**লালঝাউ** (দেশজ) রক্তবর্ণ ঝাউগাছ।

**লালতরুলতা** (দেশজ) লতাভেন (*Ipomoea quamoclit*)।

**লালদঙ্গ**, যুক্তপ্রদেশের বিজেনার জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম  
 অক্ষা° ২৯° ৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৩' পূঃ। এখানে ১৭৭৪  
 খৃষ্টাব্দে রেহিল্লাসর্কার কৈফিয়া খাঁ ডেভুনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার  
 নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইংরাজ ও অবোধা-  
 রাজসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎদ্রাবিত হইলে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া  
 এই স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

**লালদুবাজা**, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহারাণপুর ও বেহরাহুল  
 জেলার মধ্যবর্তী শিবালিক গিরিমালায় একটি গিরিপথ। সমুদ্র-

পৃষ্ঠ হইতে ২২৩৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা° ৩৩° ১৩' উঃ  
 এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৮' পূঃ।

**লালদাস**, আগবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী  
 নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্তক; ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান  
 ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বাজোলী ও গুরগাঁও  
 জেলার ডোড়ী গ্রামে বাইরা স্বমত প্রচারের চেষ্টা পান। বান্দো-  
 লীতে বাস কালে তাঁহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায়  
 তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে  
 তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিলেন।

**লালন** (ক্ৰী) লল-গিচ-ল্যাট্। অত্যন্ত মেহকরণ। প্রেমপূর্বক  
 বালকদিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ।

“লালনে বহবো দোহান্তাড়নে বহবো গুণাঃ।

তমাং পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েম তু লালয়েং॥” (চারণকা)

**লালনটিয়া** (দেশজ) রক্তবর্ণ নটেশাকবিশেষ।

**লালনপালন** (ক্ৰী) লালন এবং পালন, যত্নপূর্বক প্রতিপালন,  
 ভরণপোষণ।

**লালনীয়** (দ্রি) লল-গিচ-অনীয়র। লালনার্হ, লালনের যোগ্য।

**লালপুঁই** (দেশজ) রক্তপুঁতিকা।

**লালপুর**, বাদ্রালার পূর্ণিমা জেলার অন্তর্গত একটি নগর।  
 অক্ষা° ২৫° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২০' পূঃ। পূর্ণিমা নগর  
 হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

**লালপুর**, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি  
 গওগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আলমোরা বাইবার পথে অব-  
 স্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪' পূঃ।

**লালপুর**, গুজরাৎ প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালর জেলার  
 অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২২° ১২' উঃ এবং দ্রাঘি°  
 ৭৪° ৬' পূঃ।

**লালপুর**, যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।  
 কতেগড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত।  
 অক্ষা° ২৬° ৪৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৯' পূঃ।

**লালমণি**, প্রসন্নহাকর ও সুহৃৎদর্শনপ্রণেতা।

**লালমণি ত্রিপ্রাচীন**, পরিভাষানির্মাণ ও বিদ্যাকৌমুদীনামক  
 ব্যাকরণপ্রণেতা।

**লালমণি ভট্টাচার্য্য**, নির্ণয়রসরচিত্তা।

**লালমণির হাট**, বাদ্রালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি  
 নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রভৃতি  
 দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

**লালমাই**, বাদ্রালার পার্বত্য ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি  
 গওশৈল। কুবিলা নখরের ৫ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদিক্‌তে ১০

বিস্তৃত। এই শৈলশ্রেণী কোথাও ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমৃদ্ধ। স্থানে স্থানে ত্রিপুরাবাসী জুম প্রথার চাল করে। এখানে দৌহ ও মৌপা ধনি আছে। ইংরাজ-গবর্নেন্ট ২১ হাজার টাকার ময়নামতী ও লালমাই শৈল ত্রিপুরারাজকে বিক্রয় করেন। এই শৈলপট্টোপরি জঙ্গলাবৃত্ত স্থানে একটি প্রাচীন দুর্গ ও কতকগুলি প্রস্তর প্রতিমূর্তি নিপতিত আছে। ভাস্কর্যখোদিত প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্তি দেখিয়া যুরোপীয়গণ অস্বাভাবিক করেন যে, ঐ সকল ধ্বংস নিদর্শন পর্তুগীজ অসভ্য অহিন্দু জাতিরই কীর্তি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতাদৃশ নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত থাকার স্পষ্টই অস্বাভাবিক হয় যে, উহা ত্রিপুরারাজবংশের কোন প্রাচীন রাজারই কীর্তি, মূর্তি শেখ-নাগের এবং বরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের হৃদয় পূর্বের পার্বত্যবিভাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম বিস্তৃত হয়, তখন সম্ভবতঃ ঐ দুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে শাক্তধর্মের বিলোপ সাধিত হয়, বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পূজা স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শক্তিমূর্তি ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে সেই মন্দির ও দেবমূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে ঐ পর্বতশীর্ষ ঘোষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন ত্রিপুর-রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্বতের নামকরণ হইয়া থাকিবে। অস্বাভাবিক হয়, উক্ত রাজকুমারীর নামে পর্বতোপরি দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই যেই কীর্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমূর্তি আজিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

**লালমাটি,** (হিন্দী) মৃত্তিকাত্তে। চলিত কথার গেরিমাটি বলে। সংস্কৃত পর্যায়—গৈরিক মৃত্তিকা। ভূত্বকের যেখানে গ্রিন্‌স্টোন (greenstone) অর্থাৎ চূর্ণিত ট্রাপরক (trap-rock) থাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটি পাওয়া যায়। বর্জমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাটি দেখা যায়, উহা গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—“বর্জমানের রাজমাটি।”

**লালমুনিয়া,** ক্ষুদ্র মুনিয়া পক্ষিভেদ (Estrilda amandera) **লালমুর্গা** (পাকী) শুভ্রভেদ।

**লাললঙ্কামরিচ** (দেশজ) লঙ্কা (Red pepper)।

**লাললতাকদম** (দেশজ) লতিকাত্তেদ (Urtica globulora)

**লালবাঁকা,** বাঙ্গালার ত্রিপুরা জেলার প্রবাহিত একটি শাখানদী।

অদৌরী গ্রামের নিকট বাঘমতী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্ষায় সময় মূর্ণা পর্যন্ত এই নদীকে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

**লালয়িতব্য** (ত্রি) লল-গিচ্-তব্য। লালনের যোগ্য।

**লালবৎ** (ত্রি) লাল।

**লালবাঁধ,** বাঙ্গালার ময়ূরভূমির অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। (দেশাবলী)

**লালবাগ,** মুর্শিদাবাদ জেলার একটি উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদাবাদ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৪°৬′২৬″ হইতে ২৪°২৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৫′৫৫″ হইতে ৮৮°৩২′৪৫″ পূঃ মধ্যে। ভূগরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। মাহুল্লাবাজার, শাহনগর, ডগবান-গোলা, সাগরদীঘী, মহিমাপুর ও আসনগুতখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

**লালবাগ,** (হিন্দি ও পারসী) ভারতীয় মুসলমান-রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান। পদ্মরায় মণির দ্বারা ইহা সর্বদাই উল্লাসে প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়া উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। ক্রমে এই উদ্যানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া তাহা এক একটি ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আন্ধ্রদেশগণের ও বঙ্গদেশের ঐরূপ সৌধমালাসমূহ সুপ্রসিদ্ধ উদ্যান-নগরী বিদ্যমান আছে।

**লালবাগ,** খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। সৌধমালা ও বাগিচা সমৃদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ।

**লালবাজার,** বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি বন্দর। **লালবাহাদুর,** মহিমতোহ ও শূদ্রকৃত্যপ্রণেতা। ইনি লাল পণ্ডিত নামেও পরিচিত।

**লালবিছুটি** (দেশজ) রক্তবর্ণ বিছুটি।

**লালবিহারিন,** পরিভাষেন্দুশেখরটাকাপ্রণেতা।

**লালবেগী,** কাড়দার মেহতর সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা মুসলমান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ভুল করেন না। নিষিদ্ধ শূকর-মাংস ভক্ষণে ইহাদের কোন কোন বিধাই নাই। যুরোপীয় রাজপুরুষ অথবা বণিকদিগের গৃহে এবং দিপাহীবায়িক ইহারা প্রধানতঃ কাড়দারের কার্য করে। পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাদার বলিয়া ডাকে।

ইহারা যুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার মদ্য পান করিয়া থাকে। মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশুচি বোধ করে। ইহাদের আচারিত ধর্ম ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান রীতির অনুরূপ। মুসলমানগণের দ্বারা ইহাদের মধ্যেও এক বৃদ্ধা রমণী ঘটকী হইয়া পাজি ও পাতীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে; কিন্তু “কাকিন” বা বিবাহের চুক্তিপত্র না লিখিয়া ইহারা



একরার ঘের, তাহাতে বিবাহিত পত্নীকে ভালবাসিবার ও লালন-পালন করিবার এক পুরস্কার বিবাহ করিবার দ্বিতীয়পত্নী ঘরে না আনিবার অঙ্গীকার থাকে।

বিবাহের পূর্বদিন ইহারা "খন্দুরী" উৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আচারিত অজ্ঞাত কৰ্ম সম্পন্ন করে, কিন্তু ঐ সময়ে ইহারা আচার্য্য জ্ঞান থাকে না। ঘরের গৃহে কতাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়ার হইলে পক্ষারতকে ১।০ সিকা এবং কস্তার গৃহে হইলে ১।০ আনা সেলামী দিতে হয়।

কোন কোন লালবেগী সমাজান পক্ষ উপবাস করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাহা পালন করে না। ইহারা মসজিদে প্রবেশপূর্বক উপাসনা করিতে পায় না।

ইহাদের অত্যন্ত প্রথা স্বতন্ত্র। মুসলমানের 'নির্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গৌর দিতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে অথবা জনমানববিশিষ্ট কোন অমর্য্য ভূখণ্ডে ইহারা শব লইয়া গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধি করিবার পূর্বে ইহারা পাঁচখানি বস্ত্রে সেই দেহ আবৃত করে, দুই বাহুর নীচে দুইখানি কুমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসা বা গামছা জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি "খিরকা" (জামা বিশেষ) পরাইয়া গম্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে ঐ কবর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তত্পরে একখানি চাদর বিস্তার করিয়া দেয়, উহাকে "কুল কা চাদর" বলে। ঐ বস্ত্রের চারি কোণে চারিখানি গুলু কাঠ পুঁতিয়া আগুন লাগাইয়া ভস্মসাৎ করে। ইহার পর মুসলমানদিগের আচারিত বাবতীর সংস্কারপ্রথাই অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর চার দিন পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির গৃহে কোনরূপ আলোক বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় না। ঐ চারি দিন তাহার প্রতিবেশী বা কোন আত্মীয়ের গৃহে ভোজনাদি করিয়া থাকে। পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সমুখে এক খালা সুপারী রাখিয়া তত্পরে ফুল দিয়া ঢাকা দেয় এবং সেই দিনে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

ইহারা হিন্দু অনেক পক্ষই পালন করিয়া থাকে এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কার্য করে। বিবাহী ও হোমী পক্ষে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা আপনাদের আধিপুত্র লালকেগের উদ্দেশে মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষ শুভেচ্ছবৃক্ষ একটি মসজিদ বা সমাধি-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার সমুখে দুইখানি বলি এবং তাহার নামে পোলাও, সরবৎ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া পূজা দেয়।

ঐতিহাসিক ইলিট বেলেন, ইহাদের উপাত্ত আধিপুত্র বা কুলদেবতা লালবেগী সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগু (লাকস আরণ্য কিরাত) হইবেন। কিন্তু বারানসীয়া লালবেগী

সীর জহরকেই (চিতিয়া সাধু সৈয়দ শাহ জুহর) লালবেগ বলিয়া অনুমান করেন, পঞ্জাবের কামারগণ যেমন হজরৎ হাউদ ও রক্ত-গণ যেমন সীর আলী রক্তরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার মেথরেরা লালসীর বা বাবা ককিরের উপাসনা করিয়া থাকে।

[ লালগু দেখ। ]

লালবেগীরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসল-মান সাধুকে আপনাদের কণ্ঠপ্রবর্তক বলিয়া গণ্য করিয়া আসি-তেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাদশাহ কন্দায়েবনে আসিয়া বাস করিয়াছে।

লালবেগী, বাদশাহ ত্রিহত জেলার প্রবাহিত একটা নদী।

লালবেড়েল (দেশজ) রক্তবেড়েল।

লালবেহারী দে, (রেভারেন্ড), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন বদ সন্তান। তিনি খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেভারেন্ড উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্নমেন্টের স্থাপিত হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি খ্রী-তীয় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দসামন্ত ও বাদশাহ গর গাখার (Govinda Samanta, a Bengal Peasant life ও Folktales of Bengal) নামক গ্রন্থের তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও রচনাশক্তির চরম নিদর্শন। এতদ্বির তাহার সঙ্কলিত আরও কএকখানি কুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

লালশার্করাকন্দ (দেশজ) শরকরক আদু।

লালশাক (দেশজ) রক্তশাক।

লালশোলৈক্ষি (দেশজ) খাদ্যোপযোগী শাকবিশেষ।

লালশ্যামা (দেশজ) লালবর্ণের স্তামায়াস।

লালস (পুং) লালসা।

লালসর্বজয়া (দেশজ) পুষ্পভেদ। (Cama Indica)

লালসা (স্ত্রী) ল-বঙ-ততঃ (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২)

ইতি অ, টাপ্। ১ মহাভিলাষ। (অমর) ২ ওৎসুক্য।

৩ বাচ্ঞ। (মেঘিনী) ৪ দোহদ। 'দোহদং দোহদং শ্রী

লালসা হুতি মাসিতু।' (হেম) ৫ লোল।

(ত্রি) ৬ লোলুপ। "ভবিন্ মুহুর্ভে পুরস্কৃত্যরীণাশীশান-সমর্পনলাসানাম্।" (কুমারগাঃ ৬)

লালসাত, রাজপুতনার জরপুর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস আছে।

লালসাবনী (দেশজ) শুভ্রভেদ (Trianthema oboordata)

লালসাহবাজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেখানে তাহার সমাধিস্থির বিস্তারিত আছে। মুসলমানগণ প্রায়ই এই পবিত্র তীর্থ সন্ধানের আসিয়া থাকে। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত

মন্দির ও তাহার চূড়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তখন রাজবংশীর মীর্জা জানি এই সাধুর উদ্দেশ্যে আর একটি মূরহৎ সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন। সিদ্ধরাজ মীর করম আলী খাঁ তালপুর ইহার দ্বার ও চূড়ার গুণ্ণেজ রূপার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। এই মন্দিরে আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ কএকখানি শিলাফলক আছে।

**লালসিংহ** (রাজা), এক জন শিখসদস্য। তিনি রাণী চাঁদ কুমারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই স্ত্রী রাজসরকারে তাহার প্রতিপত্তি ও অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা জবাহির সিংহের মৃত্যুর পর, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে তিনি কিছুকাল আগ্রা নগরীতে নজর-বন্দীরূপে বাস করিয়াছিলেন।

**লালসিংহ** (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ।

**লালসীক** (স্ত্রী) পিচ্ছিল। (শব্দরত্না)

**লালা** (স্ত্রী) লল—গিচ্, অচ, টাপ্। মুখভবজল, চলিত নাল।

পর্যায়—সুগন্ধিকা, সন্দিগী, জায়িকা, স্নগীকা, মুখস্রাব। (রাজনি)

“হীনচ্ছদাৎ ভবেচ্ছাপো লালানিভ্রামন্তমঃ।” (মুশ্রুত ৪।২২)

**লালা**, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী কার্যস্থলান্তির সন্মানসূচক উপাধি। কখন কখন বিভাগালের শিক্ষক, কেরানী বা হিসাব রক্ষকদিগকে সত্ৰম প্রদর্শনার্থ লালাজী বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায়।

**লালা জয়নারায়ণ**, চণ্ডীকাব্য ও হরিলীলাপ্রণেতা। ইনি লালা রামপ্রসাদের পুত্র। [ রামপ্রসাদ দেখ। ]

**লালাট** (ত্রি) ১ ললাটসম্বন্ধী।

**লালাটি** (পুং) ললাটের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকো)

**লালাটিক** (ত্রি) ললাটে পশ্চাতীত ললাট (সংজ্ঞায়াং ললাট-কুহুটৌ পশ্চতি। পা ৪।৪।৪৬) ইতি ঠক্। প্রভুর কপালদণ্ডী, কাৰ্য্যাক্ষম, যে ভূতা ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিহ্ন জ্ঞানের জ্ঞাত প্রভুর ললাট অবলোকন করে। “লালাটিকঃ সদাশান্তে প্রভুভাব-নির্দর্শিনি।” (অজর) (পুং) ২ আলোবর্ণবিশেষ। (ত্রি) ৩ ললাটসম্বন্ধী। বধা “প্রাপ্তিস্ত ললাটিকী”

**লালাটী** (স্ত্রী) ললাট।

**লালাটচক্র**, আক্ষিকসংক্ষেপ-রচয়িতা বামদেবের প্রতিপালক।

**লালাভক্ষ**, (ত্রি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ নরকভেদ। তাহার দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্তু নিবেদন না করিলে ভোজন করে, তাহার এই বোর নরকে গমন করে।

**লালামিক** (ত্রি) ললামগ্রাহী, সৌন্দর্য্যগ্রাহী।

**লালামেহ** (পুং) দ্বালাবৎ মেহভীতি মিহ-অচ্। প্রমেহ বিশেষ। এই মেহরোগে লালার দ্বার ওক প্রকৃত হয়, এই জন্ত ইহাকে লালামেহ কহে।

“লালাতুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।” (ভাবপ্র)

[ প্রমেহ রোগ শব্দ দেখ ]

**লালায়িত** (ত্রি) লালা—নমস্তপো বরিবঃ কণ্ঠাদিভ্যঃ কক্কতো” ইতি-ক্য, লালায়-ক্ত। লালাবিশিষ্ট, কাতর। অত্যন্ত কাতর হইলে মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে।

**লালাবাবু**, একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাধু ও পরম বৈষ্ণব। মূর্শিদাবাদ জেলার কালী নগরের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাষ্ট্রীয় কারস্থ ভূমাধিকারী হরেকৃষ্ণ সিংহের বংশে তাহার জন্ম। কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাহারে একটি বাসভবন আছে। এইজন্ত তাহার পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। লালাবাবু—অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন এবং বীর ধর্ম-জীবনে পরমুখে কাতর হইয়া মুক্ত হতে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে লালাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহার পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভারতপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেস্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (পরে দেওয়ান) বীর জ্যেষ্ঠতাত রাধাগোবিন্দের (বলেশ্বর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) তহাবদানে থাকিয়া বিষয়কর্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া বীর স্বভাবজাত দয়াদ্রতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মহামুন্ডবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালা-বাবু পিতার দ্বার সঙ্গুণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বর্দ্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। পরে তাহার বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃই নির্দীপিত হইয়া আইসে। গুনা যায়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি বীর প্রাসাদোপরি বায়ুসেবনার্থ পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরস্থ রজকুণ্ঠ হইতে এক রজকিনী তারহরে বলিয়া উঠিল, “ও বেলা গেল গেল বাসনা গুলা জালিয়ে দে।” সাধকের প্রাণ অকস্মাৎ ঐ কথায় চমকিয়া উঠিল। রজকের ব্যবহারের কলার বাসনা তাহার মনে হইল না, তিনি মনে করিলেন কে যেন তাহাকে বিষয়মগ্নে মগ্ন দেখিয়া বিক্রপ করিয়া বলিতেছে, “সময় অতিবাহিত হইয়া চলিল, বাসনা গুলি জ্বালাইয়া দাও।” তখন তাহার হৃদয়ে দাবারিদগ্ধ কৃষ্ণ-ভাস্কর্য কীটের পীড়ার দ্বার বিবম জ্বালা উপহিত হইল। তিনি বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

বৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিবর-ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থবাত্রার বহির্গত হন। এখানে আসিয়া প্রতি তীর্থেই তিনি বীর দক্ষিণীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণাবনে আসিয়া তিনি রাজপুতনার

মর্শর-প্রস্তরে একটি স্মৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহা অভ্যাসি 'লালাবাবুর কুন্ড' নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনার মর্শর-প্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়া তিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্যে বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্বক পুনরায় বুদ্ধাবনবাসী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানে নিরত হন। বুদ্ধাবনবাসীর বিশ্বাস, তিনি ঐক্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, কখন কখন প্রেমোন্মাদে তাঁহার মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বসুনাঙ্কুলে প্রধাবিত হইতেন।

বুদ্ধাবন-বাসকালে তিনি মধুনা জেলার অন্তর্গত "রাধাকুণ্ড" নামক তীর্থের চতুর্দিক্ বেদপ্রস্তরশোপানদ্বারা বাধাইয়া দিয়াছিলেন। ঐক্যের চরণধানে করিয়া বুদ্ধাবনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। যে স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীগণকে দেখাইয়া থাকে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বালকপুত্র শেওরান্দ্রীনারায়ণ-সিংহ ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন।

লালাবিষ (পুং) লালান্নাং বিষং যন্ত। লুতাদি, ইহাদিগের লালার বিষ।

লালাস্রাব (পুং) ১ লালান্নিঃসরণ। ২ লুতা, মাঞ্চড়সা।

লালাস্রাব (পুং) লালান্ন স্রাবয়তীতি ক্র-গিচ্-অণ্। ১ উর্ণান্নাভ। (হেম) (ত্রি) ২ লালান্নাকরক।

"লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ঠমান্ শোবিরো গদঃ।" (সুশ্রুত ২।১৬)

লালাস্রাবিন্ (ত্রি) লাল-স্রাবকারী।

লালিক (পুং) মহিষ। (হেম)

লালিত (ত্রি) যাহাদিগকে লালন করা হইয়াছে। (ক্লী) ২আচ্ছাদ, উন্নাস।

লালিতপুর, যুক্তপ্রদেশের একটি নগর ও জেলা। [ললিতপুর দেখ]

লালিত্য (ক্লী) ললিত-ত্যাঞ্। ললিতের ভাব বা ধর্ম, ললিত-গুণবিশিষ্ট।

"সন্ধিগ্রাকরকোমলামলপদৈর্গালিত্যলীলাবতী।" (লীলাবতী)

লালিয়াদ, কাঠিরাবাদ-বিভাগের ঝালাবারগ্রামস্থ একটি সামন্ত রাজ্য ও তদবীন গওগ্রাম, ভাবনগর গোষ্ঠাল রেলপথের চুড়া ষ্টেশন হইতে ১৪০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। বর্তমান সম্পত্তির দুই জন অংশীদার। তাঁহার ইংরাজসরকারকে বার্ষিক ৩৬২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

লালী, একজন ফরাসী সেনাপতি। সমগ্র নাম কাউন্ট লালী টেমেল। ফরাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশসমূহের প্রধান সেনাপতি হইয়া ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। ইহার পিতা সর্ জির্জার্ড ও'লালী আয়র্লণ্ডবাসী ছিলেন। লিমা-রিঙ্ক যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি ফরাসী সেনার অধিনায়ক

হইরাছিলেন। তিনি স্তম্ভাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়া "আইরিশ জিগেড্" নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাঁহার পুত্র টমাস আর্চার এক বৎসর বয়সেই (১৭০২ খৃঃ) ফরাসী সেনাদলের প্রাইভেট পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৭৪৫ খৃঃ) তিনি বীর জ্যোতিভাত কাউন্ট ডিল্লোর পরিচালিত ব্রিগেড বেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া কন্টিনার যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজ-বাহিনী তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজিত হয় এবং সেই দিন হইতেই ফরাসী সৈন্যের যুগপাতিত্যা-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালী ক্রমশঃ বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বীর গুণে ফরাসী রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ফরাসী সেনাপতি Marshal Saxeএর অধীনে যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কার্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই বীর পুরুষকে প্রকৃতই ফ্রান্সের ভাবী সেনা-নায়ক (Marchal de France) জ্ঞান করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে অবসর পাইরাছিলেন।

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ার বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের (French possessions in the East) প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নীতি-তত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়া সেই স্বভাবসিদ্ধ নীতিমার্গের অনুসরণপূর্বক তিনি ভারতীয় ফরাসী সেনাদলের শিক্ষা ও সংস্কারকার্যে ত্রুটি হইলেন। এই সময়ে মদগর্কে এবং বীর শক্তিপ্রাধাণ্ডে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও শক্তিশালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও দান্তিকতা অচিরে তাঁহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডু'প্নের সাম্যবাদ বিসর্জন দিলেন এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে ফরাসীর অধিকৃত প্রদেশসমূহে বীর প্রভাব বিস্তার মানসে, প্রজাবর্ণের উপর কঠোর শাসন প্রবর্তিত করিলেন। বাহা স্পর্শ করিলে শরীর অণুচি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তুও ব্রাহ্মণকে বহন করাইতে অথবা স্ত্রীদিগের সহিত তাঁহাদিগকে একা গাড়ী চানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ বধেচ্ছাকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া De Layrit ও কন্সিল (Council) তাঁহাদের অসুস্থিত কার্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎকোচপ্রার্থী অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তদুপযোগী ব্যবহারে কৃতসম্মত হইলেন।

মাত্রাজে যুদ্ধকালে মাত্রাজ নগরের লম্বাশে আসিয়া তাঁহার

অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার ব্যবহারে বিশেষরূপে উদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানার সহিত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মাজাজ আক্রমণে বিরত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাকর্তৃক স্থণিত ও লাহিত হইলেন এক তাঁহার উপর বিরোধী সেনাদলও খীর নৌবাহিনীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া বৃন্দিকে ফুকের অধিনায়কপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বন্দিবাসরণক্ষেত্রে কর্ণেল ফুকের নিকটে তিনি সবলে পরাজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিরোধী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্ণের মধ্যে থাকিয়া তিনি পুঁদিকেরী রক্ষার দৃশ্যভঙ্গ হইলেন। ক্রমশঃ খাড়াভাবে যখন দুর্গবাসীর জীবনকাল কুরাইতে লাগিল, (১৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই অবরোধকালে ফরাসি-সৈন্য ও নগরবাসিগণ হতী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্তি করিত। এমন কি, তৎকালে ২৪ টাকা মূল্যে একটা দৈদী কুকুর ফরাসীদিগের খাদ্য সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভারতীয় কার্যাবলির তত্ত্বাসন্ধান ও বিচার আরম্ভ হয়। তাহাতে তিনি রাজপ্রতীহী ও সেনাপতিবৃন্দের উপর অথবা অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তজ্জন্ত তাঁহাকে ময়লায় গাড়ীতে বসাইয়া প্রকাণ্ড রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারম্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “জগদীশ্বর বিচারকদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অমুগ্রহ দান করিয়াছেন। যদি তাহাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই সে কার্য করিতাম না।” এই কথা বলিবার পর জহলাদ আসিয়া তাঁহার শেষ কার্য করিয়া গেল।

লালী (দেশজ) ভৈবং লালবর্ণযুক্ত। যাহাতে লালের আমেজ আছে। লালীনদী, আসামে প্রবাহিত একটা নদী। দিপুদের সহিত মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১' পূর্বে আবারকাতির বালভূমি জলদ্রাব্যত পর্ত্ততৎ হইতে উদ্ভূত।

লালীল (পুং) অমি। (ভৈত্তিরীর আর° ১০।১।৭)

লালুকা (স্ত্রী) কঁহাভব।

লালুনন্দলাল, একজন কবিগুরা। ইহার রচিত অনেক ‘কবি’ গান পাওয়া যায়।

লালের-ফোর্ট (লালের দুর্গ), যুক্তপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার অন্তর্গত একটা গুপ্তপ্রাচ। অক্ষা° ২৮°১০' উঃ এবং

দ্রাঘি° ৭৮°৭' পূঃ। খাগল হইতে মীরাট খাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটা তদুর্গ ছিল।

লাল্য (ত্রি) লল-গিচ-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ।

লাব (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়া। ইহার মাংসগুণ—লঘু, কটু, মলবদ্ধকারক, বাহু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক। (ব্রাহ্মণ°) ভাবপ্রকাশমতে গুণ—অমিকর, মিষ্ণ, স্নেহবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্ষ, বায়ুনাশক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ, শীতল, ক্ষয়রোগ ও রক্তপিত্ত-রোগনাশক। (ভাবপ্র°)

লাবক (পুং) লাব এব স্বার্থে কনু। ১ লাবকী। পর্যায় লঘুজাদল। (ত্রিকা°) লুনাভীতি লু-ণুল। ২ ছেক।

“যথা প্রাগব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকত্বা।” (কুমার° পূ° ৪৬।১৬)

লাবণ (ত্রি) লবণ-অণ্। লবণ দ্বারা সংকৃত, যে বস্তুর লবণ দ্বারা সংস্কার করা হয়।

‘সাপিঞ্চং দাধিকং সর্পির্দধিত্যাং সংকৃত্য ক্রমাৎ।

লবণোদকাতামুদকং লাবণিকমুদ্রিতি।

উদমিতমোদমিৎকং লবণে ত্রাতু লাবণম্।” (হেম)

(ত্রি) ২ লবণ সন্ধী।

“স মাং পরিভবয়েব স্বাং বেলাং সমুপাক্রমন্।

ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরঙ্গ বিদ্রবৈঃ।” (হরিবংশ ৫০।২০)

(স্ত্রী) ৩ নস্ত। (রত্নমালা)

লাবণিক (ত্রি) লবণ-ঠঞ্। লবণ দ্বারা সংকৃত, লবণোদক দ্বারা সংকৃত। (হেম) ২ লবণ সন্ধী। (পুং) ৩ লবণবিক্রেতা।

“লীলদৈব হৃতনোত্তলয়িত্বা গৌরবাচ্যমপি লাবণিকেন।” (মাঘ ১০।৩৮)

(স্ত্রী) ৪ লবণপাত্র।

লাবণ্য (স্ত্রী) লবণ-যাঞ্। ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা ধর্ম।

লবণা দ্বিটু বিকৃত্যে বভেতি লবণঃ অর্শ আদিস্বাসচ্ তত্ভ ভাবঃ দৃঢ়াদিহাৎ স্বার্থে যাঞ্। সৌন্দর্য্যবিশেষ, শরীরের কাষ্ঠি, চাক্চিক্য। ইহার লক্ষণ—

“মুক্তাকলেবু ছায়ারাত্তরলম্বিমিবাস্তরা।

প্রতিভাতি যদলেবু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।” (উজ্জলনীলগণি)

মুক্তাকলের মধ্যে ছায়ার তরলতার ছায় অনেক বাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে প্রকৃষ্ট সৌন্দর্য্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে।

“নীতিভূমিবুজাং নতিগুণবতঃ দীরলনানাং ধৃতিঃ

লম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্ত কবিতা বৃদ্ধেঃ প্রসারো গিয়াং।

লাবণ্য বপুঃ নৃতিসু মনসা শান্তিযুক্ত কমা

নক্তত্ৰবিণং গুণপ্রমবতঃ স্বাহাং সত্যং মণ্ডনম্।” (অমরসিংহ)

৩ শীলনৈশুণ্য।

লাবণ্যশর্মন, লাবণ্যশরতত্ত্ব ও শকুনপ্রবীণপ্রণেতা।

লাবণ্যার্জিত (স্রী) লাবণ্যম্ অর্জিতম্। বিবাহকালীন খণ্ডন ও খাতকী কর্তৃক প্রেরণবিশেষ। বিবাহের সময় খণ্ডন ও খাতকী যে ধন মৌতুক স্বরূপ যেন।

“স্রীত্যা নতক বৎকিকিং স্বম্। বা খতরেন বা।

পাদবন্দনিকং বস্ত্রাবশ্যম্ভিতব্রূতং।”

(বিবাহচিহ্নানিধিত কাত্যায়নবচন)

লাবা, পঞ্জাবপ্রদেশের ফিলান্ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। জুবেবর ও লখন পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪১’৪৫” উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৮’৩০” পূঃ। ইহা একটি সুবৃহৎ ‘আবান্’ গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চতুর্দিশাধিত কুটার লইয়া ভূপরিমাণ ১০৫ বর্গমাইল।

লাবা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৮ বর্গমাইল। জয়পুররাজ কোন সময়ে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামন্তগণ প্রদান করেন। পরে মহারাজ-সর্দার আত্মীয় খাঁ লাবা অধিকার করিয়া তৎকাল ঠাকুরকে মহারাজের প্রধানত করিয়াছিলেন। উহার পর লাবার ঠাকুরগণ তৎকালের সামন্তরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণের ঐ এই অধীনতাশাপ ছিন্ন করিয়া যেন।

লাবা নগর তৎকালের ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

লাবা (স্রী) লাব-টাণ্। পল্লিবিশেষ, পর্যায় লাবক্, লাব, লব।

লাবাড়, বঙ্গপ্রদেশের বীরট জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বীরট নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে মহল-সরাই নামে একটি সুন্দর প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন অবিহৃত উদ্যান এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। বীরট নগরের নিকটস্থ দুর্গীর দুর্গাকুণ্ড-বীর্ণিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিকশ্রেষ্ঠ অবাধির সিংহ অল্পমান ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন।

লাবাণক (পুং) নগব্রাহ্মণের নিকটবর্তী জনপদভেদ।

লাবাকক (পুং) ক্রীড়িতেন। (‘জুহুতহ’ ৩৬ অ’)

লাবিক (পুং) লালিক, লবিষ। (হেম)

লাবিন্ (পুং) লু-নিমি। ছেবক। চরনকারী।

লাবু, লাবু (স্রী) অলাবু। (শব্দরত্নাঃ)

লাবুরান, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। বর্ণিত দ্বীপের উত্তরপূর্বে উপস্থল হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দুঃপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া কবর এবং তাহারই সমুখ-ভাগে কএকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ (Islet) আছে। ইহা দক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৫ মাইল। সমুদ্রতীরবর্তী ভূপৃষ্ঠের কর্দম ও রেলপথের উপস্থাপি ভর বেদিয়া অল্পমান হয় যে, উক্ত তরৈ এই দ্বীপ গঠিত।

এখানে করলার খনি আছে। তাহাতে উৎকৃষ্ট করলা পাওয়া যায়। হালে হালে অধিকতর লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। দ্বীপবাসীরা সেই লৌহ গলাইয়া পান্নাধি প্রস্তুত করে। পূর্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের যে সকল উপনিবেশ আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

লাবুর্দনে, এক জন করালী শাসনকর্তা। ইনি খৃষ্টাব্দ ১৮শ শতাব্দির মধ্যভাগে ভারত মহাসমুদ্র করালী অধিকারসমূহের শাসনকর্তা হইয়া পূর্বদেশে আগমন করেন। তিনি ভারত উপকূলে করালীবাহিনী আনিয়া রাজ্যের অধিকার করিয়াছিলেন।

লাবেরণি (পুং) লবেরণির গোত্রাণ্ড্য।

লাবেরণীয় (ত্রি) লবেরণির গোত্রাণ্ড্য।

লাব্য (ত্রি) লু-ণ্যৎ। ছেদ্য, ছেদনযোগ্য।

লাবুক (ত্রি) লব-উকন্। গুরু, সোভী।

লাস (পুং) লস-লজ্। ১ নৃত্যমাত্র। ২ ক্রীড়িগের নৃত্য।

“মদনজনিতলাসে দৃষ্টিপাতেন্দু নীতান্।

তনুতরনতনার্য্যঃ কামরসি প্রোক্তান্।” (ঋতুসংহার ৬।৩১)

২ বু। (শব্দচঃ)

লাস (দেশজ) ১ লব। ২ আঁটা। (হিনি) ৩ নিকটই জমি।

লাস, আকগানছানের হিরাট বিভাগের নিকটস্থ একটি প্রদেশ। সিংহানের উত্তরে অবস্থিত। কামরান্ বন্দন লাস নগর আক্রমণ করেন, তখন এখানকার দুর্গবাসী সেনাগণ গথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

লাস, বলুচস্থানের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। আংরোপাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। নিম্নলিখিত ‘ব’দ্বীপভূমি ও হালাপার্কতমালা দ্বারা ইহা নিম্ন সিদ্ধপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সমুদ্রোপ-কূলবর্তী প্রদেশ দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। ইহার উত্তর সীমার কালবান পর্বত ও কুন্ডাভা, পূর্বে ও পশ্চিমে উন্নতভূমি পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এখানকার শাসনকর্তা জাম (সর্দার) নামে খ্যাত।

এখানে জামোট, সাব্রা, জাহু, ডগোফ, জলারিও, লকা, ডকা, বৃণা, ফুয়াসি, বেথ, হুসোনা, ডবুকা, সুবুর, বরাভিরা, মেরী, বীরা বুয়াহ, লকা, বাওর, জোর, হুন্দি বা হুন্দি, কপল, ডকর, লকু, হোরমারা প্রভৃতি জাতির বাস আছে। জামোট জাতির দাবলী থাকের একটি থাক হইতে জামলদারগণ সমুদ্রতট। লোপমিনী এখানকার প্রধান বাসিন্দারগণ। ইহার কিছু উত্তরে বেরল নগর। উহাই দাবীরা রাজধানী বলিয়া গণ্য। এখানে অনেক খোচান হুন্ডা ও বৃণপান্নাধি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, এই প্রাচীন কাল হইতে এখানে উন্নয়নিক

বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিছুপ্রদেশে মুসলমান সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাসী মুসলমান বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

লাসক (কী) লসতীতি লস-খুল। ১ মটক, চলিত মটকা।

(পুং) ২ লাভকারী। ৩ মন্থর। ৪ লসক। ৫ বেটে।

৬ দীপ্তিকারক। “নবজলকণসেকাজীততামাদধানঃ

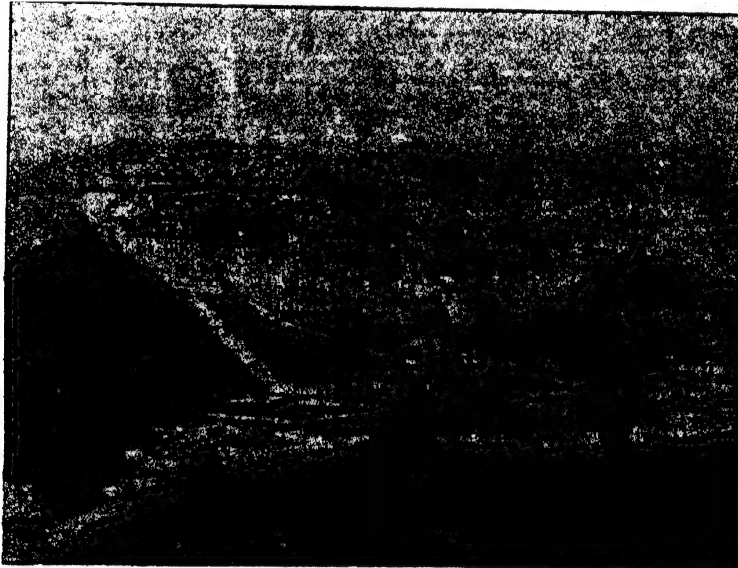
কুস্তমভরনতানাম লাসকঃ পাদপানাম।” (ঋতুসংহার ২১২৬)

লাসকী (জী) লাসক-ডীব্। নর্তকী। (অমর)\*

লাসা, (Lhasa) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ সুবিশ্রুত তিব্বত-রাজ্যের রাজধানী। এই জনপদ ভোট ভাষায় ল্হা-চন্-প বা তুবার প্রদেশ নামে অভিহিত। আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শব্দের অর্থ দেব এবং সা শব্দে বিশ্রাম-নিকেতন। লাসা অর্থাৎ দেবস্থান। স্ত্রুতাং ল্হাসা বা লাসা শব্দে দেবস্থানই বুঝাইয়া থাকে\*।

এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্য ও ব্রহ্মী প্রভৃতি ধর্মকর্মনিরত থাকিয়া এখানকার মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর পূজ্য ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধাবতার শাক্যমুনির প্রসাদে এখানকার ধর্মমণ্ডল আজিও বৌদ্ধধর্মের উদার মত পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্তমান লামাধর্মে পার্শ্বভাষাতির বোন্-পা ধর্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই নগরে তিব্বতের সর্বপ্রধান লামাচার্য “দলইলামা” রাজশক্তি সম্পন্ন হইয়া রাজনগের প্রভাবে ধর্মরাজ্য ও কর্মরাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। [তিব্বত ও লামা দেখ।]

বর্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুন্ডা নামক দলই লামার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। উহার গঠন-বৈচিত্র্য এবং তথাকার অপর দুইটি প্রসিদ্ধ সন্ধ্যারামের প্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে বিস্ময় সন্মুখপাশিত হয়।



দলইলামার পোতল প্রাসাদ।

দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কার্যের এবং ধর্মরক্ষা ও প্রচার-বিষয়ের সর্বময় কর্তা হইলেও এই নগরে চীনরাজ্যের দুইজন অধিন বা রাজদূত বাস করেন। তাঁহাদের পরামর্শমতে লাসাপতি দলই-লামা ব্যবতীয় রাজকীর কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাজকর্মচারিদের অধীনে নমু-হে নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাঁহারা য য পদ ও সর্বাঙ্গদলসারে তিব্বতরাজ্যের স্থপালন বন্দোবস্তের জন্য সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিয়া থাকেন। নমু-হের নিরতন চীনকর্মচারিদের কোপুন্ নামে খ্যাত। তাঁহারা সেনাবিভাগের

বেতনদাতা বক্সী ও ইংরাজসেনাবিভাগের এডজুটেন্ট ও কোর্ট-টার-মাটার সেনারলের স্তায় কার্য করেন। একজন নমু-হে ও একজন কোপুন্ বীথারীতে থাকিয়া তিব্বতীয় সেনারলের সাধারণ পরিদর্শকের কার্য করিয়া থাকেন।

এই দুই কর্মচারী বা সেনাধ্যক্ষের নিয়ে তিনজন “চোং-বদ” আছেন। তাঁহারা চীনস্বাতীর্থের এক এক একটা সেনাবিভাগের নায়ক মাত্র। ইহাদের মধ্যে একজন বীথারীতে ও অপর এক জন নেপাল সীমান্তবর্তী উত্তর নগরে সৈন্য অবস্থিত থাকিয়া তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। উক্ত সেনানায়কদের

\* ঐতিহাসিক হক বলেন, লাসা শব্দে প্রোতুপি বুঝায়। বোজলীরপ “প্রোত প্রোত” বা বর্গীয় সেবসীট এবং হেবু লাসাপন ইহাদের সেবসীর মতো।



অধীন ৩ জন চীনজাতীয় 'তিঙ্গপুন' বা 'নিন্ কমিসন্ডু অফিসার' আছেন। এতদ্বিধি তিব্বতরাজ্যের সামরিকবিভাগে আর কোন চীন কর্মচারী নাই। রাজকীয় শাসন ও বিচারবিভাগীয় দাবতীয় কাগজ তিব্বতবাসী ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমগ্র তিব্বতে চীনরাজের প্রায় ৪ হাজার সেনা আছে। তাহার মধ্যে লাসানগরে ২ হাজার, দীবাচতে ১ হাজার, গ্যান্সিতে ৫০০ শত ও টিঙ্রিতে ৫ শত মাত্র।

লাসিকা (স্ত্রী) শাসোহত্যাত্ত। ঠিত লাস-ঠন। নর্তকী। (অমর)  
লাসিন্ (ত্রি) লস গিনি। নর্তক। স্মিগা ভীষ্। লাসিনী।

লাসেন, (Lassen), জর্জরাজ্যবাসী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শল্যবিৎ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ১৯শ শতাব্দের আরম্ভে বিজ্ঞান ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক, হিব্রু, লাতিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রান্তীচ্য ভাষাসমূহ আলোচনা করিয়া তত্ত্বদেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং ভারতীয় শিলালিপি ও আসিরীয় কোণাকার লিপি হইতে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তিনি জনগণসৌকর্যীয় গবেষণায় চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাহার রচিত যে গ্রন্থগুলি সে সময়ে মুদ্রিত হইয়া যুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, নিয়ে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল:—*Commentario Geographica atque Historica de Pentapomia Indica* ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, বন্ নগরে; *Die Altpersischen*, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, কায়ল নগরে; *Die Taprobane Insula* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, *Indi-sche Alterthum Skunde* বা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব—১৮৪৭ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ৪ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এতদ্বিধি তিনি গভীর অল্পসঙ্কীর্ণভাবে তদানীন্তন আবিষ্কৃত কোণাকার শিলালিপিসমূহ হইতে ৩৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালা নিরূপণ করিয়া সাধারণের সংক্ষেপে তাহার একটা তালিকা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং যে কয়প্রকার লিপি তৎকালীন যুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক ফলকাদি তিনি অল্পবাদ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

লাস্ফোটনী (স্ত্রী) ১ আফোটনী। ২ বেথনিকা। (রাসমুহুট)  
লাস্ক (স্ত্রী) লস (খল্লোণ্যৎ। পা অ১১২৪) ইতি গ্যৎ। ১ নৃত্য। ২ ভৌগোলিক। (মেদিনী) ভাষাশ্রম ও ভাষাশ্রম নৃত্য। ভাব ও ভাষার সহিত যে নৃত্য তাহাকে লাস্ক কহে। (ভারত) সঙ্গীতনারায়ণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ যে নৃত্য করে তাহাকে লাস্ক কহে।

"পুনৃত্য্য তাওবাঃ প্রাঃ স্ত্রীনৃত্য্য লাস্কমুচ্যতে।"

(সঙ্গীতনারায়ণ নারদসং)

"সন্তোঃগম্বেচাত্ত্বৈবৈবলাস্কননোহৈরঃ।

রাজনাং রময়ামাস তথা রেমে তথৈব সঃ ॥" (ভারত ১১৮১১০)

সাহিত্যদর্পণে লাস্কের দশবিধ অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—

"গেয়পদং হিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা।

প্রচ্ছেদকস্মিগুটক সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগুটকম্ ॥

উত্তমোত্তমকক্কাভুক্তপ্রত্যুক্তমেব চ।

লাস্কের দশবিধ হেতুদলমুক্তঃ সনীতিঃ ৭" (সাহিত্যদর্পণ ৬৫০৪)

সনীতিগণ—গেয়পদ, হিতপাঠ, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, স্মিগুট, সৈন্ধবাখ্য, দ্বিগুটক ও উত্তমোত্তমক এই দশবিধ লাস্কের অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন।

(পুং) লাস্কমন্ত্যন্তেতি লাস্ক-অচ্। ৪ নর্তক। (শব্দরত্না°)

লাস্ক্যক (স্ত্রী) লাস্কমেব স্বার্থে কন্। নৃত্য। (শব্দরত্না°)

লাস্ক্য (স্ত্রী) লাস্কমন্ত্যন্তা ইতি লাস্ক-অচ্-টাপ্। নর্তকী। (শব্দরত্না°)

লাহা (দেশজ) লাক্ষা।

লাহুল, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটা উপত্যকা ও উপবিভাগ। [লহল দেখ।]

লাহেরী (লাহেরা), বেহারবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষার চুড়ি (লাহ কা চুরি) প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা একটা স্বতন্ত্র জাত নহে, নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে গঠিত। এই অভিনব বৃত্তি অবলম্বনে "লাহা" হইতে ইহারা লাহেরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গানদীর উত্তর ও দক্ষিণকূলে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে ত্রিহত্যয়া ও দক্ষিণিয়া নামে দুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। নূরী জাতির একটা শাখা গালার গহনা প্রস্তুত করে বলিয়া তাহারও লাহেরা শ্রেণীর একটা থাকরূপে গণ্য হইয়াছে। [লাহেরী দেখ।]

ইহাদের মধ্যে কাশী ও মহারিরা নামে দুইটা গোত্র বা শ্রেণীবিভাগ আছে। সপ্তিও সাতপুরুষ বাদ দিয়া ইহারা পুরুষের বিবাহ দেয়। বরঃপ্রাপ্ত পুরুষের বিবাহ হইলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু বাল্যবিবাহই প্রশস্ত। বিবাহ-প্রথা স্থানীয় সাধারণ হিন্দুদের মত, কেবল বরের পিতাকে তিলকদানের ব্যবস্থা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথমা স্ত্রী বন্ধা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে।

বিধবারা সাগাই মতে বিবাহিত হয়। এক্ষণ স্থলে দেবরকে বিবাহ করাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু বিধবা রমণী তাহার ইচ্ছামত অল্প পুরুষকেও বরণ করিতে পারে। স্ত্রী অসচ্ছরিতা হইলে পঞ্চায়েতের সমক্ষে তাহার অপরাধ প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করাইরা স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন রমণীকে কুপণে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বীয় সমাজের



প্রধানদিগকে ভোজ দিয়া অবাহতি পায়, কিন্তু ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অপর পুরুষ আসক্ত হইয়া যদি ঐ রমণী পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, তাহাঁ হইলে তাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বেহার প্রদেশের প্রচলিত হিন্দু মধ্যে পুরুষজ্ঞার উত্তরাধিকার মিলাক্ষ্য মাতে প্রচলিত আছে। ইহারা মুখে সেই মত অমূল্য করিলেও কার্যতঃ পঞ্চারতের আদেশেই যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের “চুড়াবন্দ” প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাহাতে ত্রীসংখ্যায়সারেই স্বামীর সম্পত্তি বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম ত্রীর যদি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং দ্বিতীয় ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে মৃত পিতার সম্পত্তি ছইভাগ করিয়া প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে এবং দ্বিতীয়ার সন্তানগণ অপর অর্দ্ধ সমভাগে বন্টন করিয়া লইবে। সম্পত্তিবন্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্নীর কোন রূপ পার্থক্য থাকে না।

ইহারা আপনাদিগকে গোড়া হিন্দু বলিয়া জানে। ভগবতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাঁহারই উপাসনা করে, কিন্তু হিন্দু অপরাপর দেবতাকে অবজ্ঞা করে না। ত্রিহত্যয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদি কার্যে যাজকতা করেন, তাহাতে তাঁহারা সমাজে নিম্ননীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গায়া দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পূজা করে। তাহাতে ব্রাহ্মণের পোরাহিত্য আবশ্যক করে না। এই ছই দেবতাকে গৃহকর্তাই ছাগ, হস্ত, রুটী ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া দেয়।

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুম্ভ-দিগের সমশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালায় চুড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাসবাস করে।

লাহোর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি বিভাগ। লাহোর, ফিরোজপুর ও গুজরান্বালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা শাহপুর ও গুজরাত জেলা; পূর্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলা, কপূরথলা রাজ্য ও জালন্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা রাজ্য এবং দীর্ঘা, মটগোমরি ও ঝক জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮' হইতে ৩২° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১১' ৩০" হইতে ৭৫° ২৭' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮২৮৭ বর্গ মাইল। এখানে ২৬টি নগর ও ৩৮৪৫টি গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। [ লাহোর, গুজরান্বালা ও ফিরোজপুর দেখ। ]

লাহোর, পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত একটি জেলা। অক্ষা° ৩০° ৩৭' হইতে ৩১° ৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪০' ১৫" হইতে ৭৫° ১' পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ বর্গ মাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা

গঠিত। ইহার উত্তর পশ্চিমে গুজরান্বালা, উত্তরপূর্বে অমৃতসর দক্ষিণপূর্বে শতদ্রু নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মটগোমরি জেলা।

সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যামুসারে ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণানুসারে একাদশ স্থানীয়। ইহা চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত। শরণপুর তহসীল ইরাবতী নদীর বহির্ভূত প্রদেশ লইয়া গঠিত। দক্ষিণপশ্চিমার্দের চুনিয়ান তহসীল ইরাবতী ও শতদ্রু মধ্যস্থলে অবস্থিত, কপূর তহসীল শতদ্রু কূলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্বাংশের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট হইতে শতদ্রুতীরবর্তী কপূর উপবিভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম। শতদ্রু হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেবনা-মোয়াব নামক শতসমূহ অন্তর্ভুক্ত নদীর মধ্যস্থলে পর্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত। শতদ্রু, ইরাবতী ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভূত স্রষ্ট জল বহন করিয়া এই জেলার অবিকাশস্থান, বিশেষতঃ উক্ত নদীত্রয়প্রবাহিত অববাহিকা ও উপত্যকা প্রদেশ উর্বর করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শ্রামল শতক্ষেত্র-সমূহ যেন সমান্তরাল বন্ধনীর স্থায় উপত্যকাভূমির স্থানে স্থানে এক একটা গড়শৈল বেটন করিয়া আছে। পর্বতসমূহ ও উর্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে।

শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থলে মাঁঝা নামক অধিত্যকা বা উচ্চভূমি অবস্থিত। উহা একসমন্যে শিখজাতির আদি বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই বিস্তৃত প্রদেশের উত্তরাংশ উর্বর শতক্ষেত্রপরিমোচিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণকালের হইয়া অধুনার মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার সর্বশেষাংশে সামান্য মাত্রায় ঘাস জন্মে বটে, কিন্তু খালে বা নদীতে জল না থাকায় তত বেশী তৃণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন অত্যন্ত ঋতুতে তথায় যে তৃণ ও গুদামি বিরাজিত থাকে, তাহা ভক্ষণ করিয়া উদ্ভৃগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার জলে সেই সকল তৃণ সজীব হইয়া আবার বাড়িতে থাকে। তখন সেই সুবৃহৎ তৃণপূর্ণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটা গুপ্তগ্রাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই উচ্চভূমির অধিকাংশ স্থানেই প্রাচীন পুষ্করিণী, কূপ, নগর ও চূর্ণাদির ধ্বংস নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অম্বমান হয় যে, এই অধিত্যকা ভূমিতে এক সময়ে একটা সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অর্ন্তীত গৌরবান্বিত আজিও ভয় অটলিকাসমূহ বহন করিয়া আশি-তেছে। শতদ্রু নদী হইতে কিছু দূরে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটা উচ্চ বাধ দৃষ্ট হয়, উহা এই মাঁঝা ভূমির দক্ষিণসীমা নির্দেশ করিতেছে। এই বাধ হইতে নদীতীর পর্যন্ত যে জিকিণাগার উর্বরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতার নামে খ্যাত। ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মিতে

দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেখ নদী তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলাবৃত।

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিকা প্রবেশ এবং খালপ্রবাহিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পর্য্যাপ্ত শস্ত উৎপন্ন হয় না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। যেখানে কৃপ খনন করিয়া জল পাওয়া যায়, অথবা খাল হইতে বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে শস্তক্ষেত্রে জলাস্রোত করা যায়, তথায় অল্পাংশ জেলার সমান শস্ত উৎপাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হসিয়ারপুর বা জালন্ধরের ত্যায় শস্তোৎপাদন করা যায় না।

ইরাবতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া এবং লাহোর নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে ইহার জলগতি পার্শ্বভূমিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও পুনরায় কিছু দূরে আসিয়া পরস্পরে সম্মিলিত হইয়াছে। শতদ্রু ও বিণাশা নদী এক্ষণে জেলার সীমান্তভাগে পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহা স্বতন্ত্র শাখায় এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া সিদ্ধনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও মাঝার পূর্বাংশে বাধের নিকট বিণাশা নদীর পূর্বতন খাত দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোন অনৈসর্গিক কারণে এই নদীর গতি পরিবর্তিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, বিণাশা নদীর প্রবলস্রোত প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে তপ্তান্নবিরত শিখগুরুর কুটার ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। সাধকপ্রবর তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তৎপ্রদেশে বিণাশার গতিরোধ হইয়াছে। কন্থর ও চুনিয়ান নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন গাওগ্রাম এই পুরাতন নদীগর্ভের পার্শ্বে অবস্থিত।

চাঁদবাসের সুবিধার জন্ত এই জেলার চতুর্দিকে খাল কাটিয়া ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নানা শাখা বিস্তৃত বড়িদোয়াব খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিকান্দ মীরের সেনানিবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কন্থর শাখা ও দোভাওন শাখা পুনরায় ঘুরিয়া শতদ্রুতে মিশিয়াছে। মোগলসম্রাট শাহজহানের প্রসিদ্ধ স্থপতি আলীমর্দন খাঁ এখানকার হস্নী খাল কাটাইয়াছিলেন। উহা পূর্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও কোয়ারার জল সরবরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কটোরা, থানবা ও সোহাগ নামক তিনটা খাত শতদ্রুর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঝা ও উক্ত নদীর মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার ভূমিভাগে জলদান করা হইতেছে।

এখানে কীকর, সিরীষ, তুখ, বন্দ, বান, ফুলাহি, করীল, শিত্ত, আম্র, বকাইন, আমলতা, বর্ণা, পিপুল, বট প্রভৃতি বৃক্ষ প্রধানতঃ জন্মে। বনভাগে অল্পাংশ নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে চিতা, নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পশু এবং নদীতীর প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়।

বহু পূর্বকাল হইতে এই জেলা আর্ঘ্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখনও জনশ্রুতি বনাস্তুরাল-প্রদেশস্থ ধ্বংস নগর এবং কুপতড়াগাদি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমে অবস্থিত থাকায় অমুমান হয় যে, তৎকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন স্থপিতিকর্ত ও সভ্য-দেশবাসিগণ সুকৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জলীয়নয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আর্ঘ্য-সভ্যতার কএকটা মাত্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইতিবৃত্তের সহিত সর্বতোভাবে সংযুক্ত। উক্ত নগরের নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। আফগানস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা সুপ্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ায়, এই নগর মাকিদনবীর আব্দুলকামান্দারের ভারতাক্রমণের পূর্বে হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক শত্রু হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে। পঞ্চনদের সহিত গান্ধাররাজ্যের সম্বন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত দেখা যায়। ইসলাম-ধর্মস্রোত রোধ করিবার জন্ত এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধর্মের একটা প্রবল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনন্তর গজনিরাজ-বংশ এখানে রাজধানী স্থাপন করিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর মোগলসম্রাটগণ কিছুকালের জন্ত এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্থান উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহা পঞ্চনদ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমান সময়ে উহা ইংরাজাধিকৃত একটা সুবিস্তৃত প্রদেশের বিচারসদরুপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মাকিদনপতি আলেকসান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোঙ্ক পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যখন চীন-পরিব্রাজক বৌদ্ধার্থ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালন্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে লাহোর নগর ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোর নগরে আজমীর রাজবংশের একজন রাজা

রক্ষা করিতেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিন শতাব্দী কাল এখানকার হিন্দুরাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে পক্ষনয় প্রবেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ষষ্ঠী ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে গজনীপতি হুলতান সবক্তগীন্ প্রবল বস্তার দ্বারা বীর বিপুল মুসলমানবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হতশরদ্বয়ে অধি-  
কৃত্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ হুলতান মাহ্মুদ ভারতলুঠনে আসিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়-  
পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদলে অগ্রসর হন এবং পক্ষনদের সঙ্গীপন্থ অস্ত্রাশ্রয় প্রদেয় জয় ও লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক বরাহো প্রত্যাবৃত্ত হন। অনঙ্গপালকে জয় করিবার জয়োৎসবপরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার করেন। তদবধি ঐ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাজবংশেরই অধিকারে থাকে। শিখজাতির অভ্যুদয়ে এখানকার মুসলমান-  
রাজবংশ হীনপ্রভ হন এবং শিখসর্দারগণ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। পঞ্জাব-  
কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ-  
গৌরবের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াছিল।

[ সবক্তগীন্, মাহ্মুদ, জয়পাল ও অনঙ্গপাল দেখ। ]

হুলতান মাহ্মুদের অধস্তন আউজন গজনীরাজের রাজত্ব-  
কালে লাহোরনগর মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত  
হইয়াছিল। ১১০২ খৃষ্টাব্দে সেলজুক- (তাভার) গণ গজনীর  
হুলতানকে পরাজয় করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলে,  
তিনি ভারতে পলাইয়া আইসেন। তদবধি মহম্মদ বোরীর  
ভারতবিজয় পর্যন্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয়  
মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে।  
মহম্মদ বোরী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারপূর্বক তথায় রাজপাট  
ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খিলজী ও তুগলকবংশীর পাঠান  
রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন  
পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে মোগলী সর্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন।  
তাহার একজন সেনাপতি বরং এই নগর লুণ্ঠন করেন।  
তৎকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪০৬  
খৃষ্টাব্দে বহুলোল লোবী ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর  
আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহার পৌত্র হুলতান ইব্রাহিম  
লোবীর রাজ্যকালে এখানকার আকগান শাসনকর্তা রাজদ্রোহী  
হইয়া মোগল-সম্রাট বাবর শাহকে ভারতাক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে,  
বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হন।  
লাহোরেব নিকটে ইব্রাহিমের সেনাপলের সহিত বাবরের যুদ্ধ

হয়। বাবর ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহোরনগর লুণ্ঠন  
করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন।  
পাণিপথের ঐশিক যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী  
অধিকারপূর্বক ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।  
ভারত সাম্রাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে  
সঙ্গেই লাহোর নগরের শ্রীহীনতা সাধিত হয়। মোগলসম্রাটগণের  
রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুত্রবংশের নানা শিল্পসমৃদ্ধি অট্টালিকা  
ও সমাধিসম্মিতির প্রকৃতি অত্যাধি মোগলশীর্ষির গৌরব জ্ঞাপন  
করিতেছে। [ লাহোর নগর দেখ। ]

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারস্তপতি নাদির শাহ অপ্রতিহত গতিতে  
এই জনপদের মধ্য দিয়া ভারতে আগমনপূর্বক মোগলরাজশক্তিকে  
পদদলিত করিয়াছিলেন। তাহার অকস্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়-  
লাভ সন্দর্শন করিয়া বলবীৰ্য্যসম্পন্ন শিখজাতি আপনাদের দ্বন্দ্বের  
অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল।  
শুধু নানকের ধর্মমত পূর্বকই তাহাদের দ্বন্দ্ব দৃঢ়মূল হইয়া  
সমগ্র পঞ্জাবে ধীরে ধীরে একটা জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়া-  
ছিল। শিখগণ সেই ধর্মমতের অহুবেল ক্রমশঃ একতাবদ্ধ ও  
বলবৃদ্ধ হইয়া বৈদেশিকের পদাধাত অসহ্য জ্ঞান করেন এবং  
সাগ্রহে সকলে বৈদেশিক রাজার অধীনতাশাশ উচ্ছেদের প্রয়াস  
পান। তাহার প্রথমে দস্যুর দ্বারা দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ  
লুণ্ঠন দ্বারা ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক পঞ্জাবের এক একটা প্রদেশে  
সদ্বীরূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে তাহার পরস্পরে সন্ধি-  
লিত হইয়া দুই বা তিনটা মিশ্রলৈ এক একটা শক্তিপুঞ্জ সংগঠন-  
পূর্বক প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে ব্রদেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর  
হইয়াছিলেন। [ পঞ্জাব ও শিখ দেখ। ]

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হুয়ানী সর্দার আকবরশাহ অবৈদ্যালী লাহোর  
আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শত্রুগণের উপায় পরি  
আক্রমণ ও লুণ্ঠনে লাহোরনগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান  
উৎসন্ন যায় এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে; শিখগণ এই সময়ে  
বখেট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ  
শেখবার ভারত লুণ্ঠন ও বিজয় করিয়া ব্রদেশে প্রত্যাগমন করেন।  
তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর কাল লাহোর নগরে আর কোনরূপ  
অভ্যুত্থান ও অবিচার ঘটে নাই এবং উক্ত শিখসম্রাজ্য এই  
সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ক্রিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপূর্ণ  
হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলার তৎকালে তফী মিশলের  
তিন জন সর্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দার রণজিৎ সিংহ আকগান-আক্রমণ-  
কারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ করিয়া

বীর রাজপুত প্রতিষ্ঠার সময় করেন। প্রব্রুত তিনি বীর বৃত্তি ও দুঃকালে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অধীশ্বরপদে উন্নীত হইয়া “পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ” বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল উত্তরে ও বীরত্বপ্রতিভার অধিকৃত এই পঞ্চন-রাজ্য তৎকালীয় পঞ্জাবের শাসনকারীর অভাবে এক দুঃস্থিতবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎপরেই লাহোরে বৃটীশ শাসনকারী আসিত হইল। [ রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেখ। ]

পঞ্জাব-প্রদেশ-শাসনকালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (Council of Regency) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেজ রেসিডেন্টই প্রকৃত-পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রধান শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিমতে কোন শিখসৈন্যই রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কোন কার্যেই সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়। যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ ইংরাজকে লাহোর রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রাজপদ ত্যাগ করেন। তদবধি এই জেলার শাসনকার্য ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে।

[ খজাসিংহ, নবনহাল সিংহ ও দলীপ সিংহ দেখ। ]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মিঞান-বীর সেনাবাহুর দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর দুর্গ আক্রমণের ব্যর্থ হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপ্তকল্পনা বৃটীশ গবর্নেন্ট জানিতে পারেন। ইংরাজসেনাপতি তথাকার ইংরাজ-কামানবাহী ও পরাভিক সেনাদলের সাহায্যে সেই বিদ্রোহী সেনাদলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত কাড়িয়া লয়। তাহাতে তাহাদের পোষিত আশা ব্যর্থ হইলেও লাহোর রাজ্যের বিদ্রোহবলি উপশমিত হয় নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে ইংরাজরাজকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে মিঞান-বীর ২৬ সংখ্যক দৈনিক পত্রিকার দ্বারা বিদ্রোহী হইয়া কএক জন সেনানায়ককে নিহত করে এবং বাতাসমুখিত খুলিরাশির মধ্য দিয়া গোপনে পলাইয়া যায়। অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা ইরানবর্তী নদীতটে তাহাদের সমুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে দেশীয় পত্রিকাদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়। তৎনন্তর দিল্লী-নগরের অধঃপতন পর্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ দুঃকোষিত করিয়াছিলেন। দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পশ্চাত হইল দেখিয়া এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীৰ্য ও বীরত্ব দেখিয়া ত্ত্বিত ও ভ্রাস্ত্র হইয়া পড়ে। তদবধি এখানে আর কোনরূপ বিপদের সূচনা হয় নাই।

লাহোর নগর ও মিঞানবীর-গোলাবাজার, কনু, মুমিনন-পট্ট, কেশবর্গ, রাজা ভল ও খুদসিংহ নগর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। খুদসিংহ ও শরৎপুরে মিউনিসিপালিটী থাকিলেও লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প। গবর্নেন্ট সাহাবো এবং দেশীয় লোকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বিভাগীয় ব্যক্তি এই সকল নগরে আমেরিকান বাণিজ্য মিসন, চার্ক মিসনারি সোসাইটী ও জেনানা মিসন শিক্ষা-বিতার ও যুটীকর্মে প্রচারকরে বিভাগীয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মিলিটারি ট্রুট সোসাইটীর সহযোগে পঞ্জাব মিলিটারি ট্রুট সোসাইটী এখানকার আর্থিকালী বাজারে একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে স্থানিক ও স্থানীয় বিদ্যারে প্রয়াসী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষাবিতারপ্রসঙ্গে তাঁহার পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগরের ওরিয়েন্টাল কলেজ, গবর্নেন্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নর্দাল বিভাগীয় সমূহ, স্কুল অব্-আর্ট (চিত্র বিভাগ), ল' স্কুল, জেনানা-মিসনের অধীনে ও আমেরিকা প্রেসবিটেরিয়ান মিসনের অধীনে পরিচালিত বিভাগীয়সমূহ, চার্কমিসনারি সোসাইটীর কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত সেন্টজেন্স ডিভিনিটি স্কুল এবং যুরোপীয় দেশীয় বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিভাগীয় এই ইউনিভার্সিটীর নিয়মাধীনে চলিতেছে। কনুবিভাগে ১৮৭৪ খৃঃ অঃ একটি শ্রমজীবী বিভাগীয় (School of Industry) স্থাপিত হয়। উহাতে এখনও কার্পেন্ট ও বস্ত্রবয়ন, সল্লা চুমকীর কাজ, দর্জির কাজ, চর্ম ও খাতুর শিল্পচতুর্থ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্বির মেডিক্যাল কলেজ, মেওহাসপাতাল, ডেন্টাল স্কুল (পণ্ডিতকিংসার বিভাগীয়) ও লুনালিক এসাইলাম (পার্সি-গারহ) এখানকার রোগবিজ্ঞানবিকার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে আট আভির সংখ্যাই অধিক। উহারা প্রধানতঃ কৃষিকারী। উহাদের প্রায় নয় আনা ভাগ অর্থাৎ ৮০ হাজার লোক পুরুষকর্মদিগের আচরিত হিন্দু বা শিখধর্ম পালন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইসলামধর্মের আভার গ্রহণ করিয়াছে। অপরূপ অধিবাসিন পহ্লু হইলেও মুসলমানজাতির সারভ্য জেহু অনেকাংশে আপনাদের ধর্ম-কর্মে মুসলমানের আচার্যি মিশ্রিত করিয়া কেলিতেছে; কোন কোন আভির পাখা ইসলামধর্মবীকিতের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শেষোক্ত প্রণীয়ে মধ্যে হুসলা, অরাইন, রাকপুত, জুলাহা, অরোয়া, কবি, কুহার, তর্ধান, সজি, তেলী, বিন্দার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুহো, খোবী, নাই, খোহার, মিরাসী, লবানা, খবরন, শোয়াহ, ভল ও যোহরা আভিই

উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। প্রকৃত মুসলমানদের মধ্যে শেখ, খোজা, কাবীরের সৈয়দ, পাঠান, কচ্ছী ও মোঘলই প্রধান। ইহারা সকলে সিরি, গুলি বা ওহাবী মতাবলম্বী।

ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকারী। কতকংশ শিকার ও সভ্যতাগুণে রাজকার্যে অথবা অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছে। নিরক্ষর প্রজাবৃদ্ধ গৃহকর্মে নিরত থাকিয়া অথবা পরের হাঙ্গ অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া কেহ বা যুট্টেমিরি করিয়া দিনপাত করিতেছে।

এখানে রবি ও খরিক দুই প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। ভল্লখো গম, যব, শস্য, ছোয়ার, বজরা, মকা, ছোলা এবং তৈলশস্য ও অন্যান্য শস্য প্রধান। তুলা, তামাক ও শণ এখানে পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল শস্য নৌকাপথে, রেলপথে এবং যানাসোহাগে নানা দূরবর্তী স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। সিদ্ধ-পত্রাব-দিল্লী এক ইণ্ডাস্ট্রেলী রেলপথ দিয়া এই জেলার পণ্যদ্রব্য রারবিল হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া থাকে। অপর দিকে মর্দান পত্রাব ষ্টেট রেলপথ পেশবার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া ঘাই-তেছে। গ্রাণ্ডট্রাকরোড নামক পথ ইরানবর্তী ও শতদ্রু নদীর সেতু অতিক্রম করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরভিত্তিতে পেশবার পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ পথে এবং জেলার অপরাপর নগর-সংযুক্ত পথে এখানকার পণ্যদ্রব্য গোশকটে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম্র, কমলালেবু, তুংকল, কুল, লকাট, খরবুজা, পেয়ারা, আনারস, কলা, দাড়িম, সরষা মেবু ও কলী প্রভৃতি পাওয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। বড়িয়ারাবের উত্তরপূর্ব-বিভাগ লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ৭৪০ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩১° ৩০' হইতে ৩১° ৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২১' পূঃ হইতে ৭৪° ৪২' পূঃ। এখানে ৭টা থানা, ৪২০ রেওয়াজ পুলিশ ও ৩২২ জন-গ্রাম্য সৈন্যের আছে।

লাহোরনগর, পত্রাব প্রদেশের রাজধানী ও লাহোর বিভাগের নিচায় সদর। ইরানবর্তী নদীর অর্ধকোণ দক্ষিণে (অক্ষা° ৩১° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২১' পূঃ) অবস্থিত। প্রাচীন লাহোরনগরের কবরশাশ্রমেদের উপর বর্তমান নগর স্থাপিত হইলেও এখন তাহার সমুদায় প্রাচীন কীর্তি গ্রাস করিতে পারে নাই। অতাপি ইতস্ততঃ বিকিণ্ড নানা প্রাচীন নিদর্শন—অতীত কৃতির কীর্তিসাধা সাধারণের নয়নপথে সমুদিত রহিয়াছে।

লাহোরনগরের স্থাপত্য ইতিবৃত্ত ও প্রায়তন্য সম্বন্ধে আলিও

কোনরূপ লবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্বামী হিন্দুধর্মের কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, সামান্যপণ্ডিত অথবাধিপতি শ্রীসামন্তের রাজত্বকালে লাহোর জনপদ কতকাংশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার দুই পুত্র লব ও সুখ স্ব স্ব সামন্তসৈন্যে লবাখাত ও সুখর নগর স্থাপন করিয়া উদ্দেশে আপনাদের শাসন-বিস্তার করিয়াছিলেন। উহাই পরে লাহোর ও কছুর নামে খ্যাত হয়। কোম কোম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ (লবারণা) নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই জনপদের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া যান নাই, অথবা বাল্লিক-যবনবংশীর (Graeco Bactrian) রাজগণের প্রচলিত কোন প্রকার মুদ্রা এখানকার ধ্বংসস্থল মধ্যে হইতে আলিও বহির্গত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতেতিহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের কোনরূপ সমৃদ্ধির পরিচয় ভারতবাসী অবগত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির প্রারম্ভে বৌদ্ধ-ধর্মত্যাগসম্বন্ধে চীন-পরি-ব্রাজক হিউএনসিয়াং বীর ভ্রমণবৃত্তান্তে এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ৭ম শতাব্দির মধ্যে লাহোর নগর শ্রীসমৃদ্ধিপূর্ণ থাকিয়া সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিয়াছিল। দেশীয় হিন্দুরাজগণ এবং প্রাচীন মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লাহোর নগরের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা লাহোর জেলার ইতিহাসে কতকাংশে বিবৃত হইয়াছে। আজমীর রাজবংশীর এক জন চৌহানরাজপুত্র এখানে রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্রের জরপাল ও অনঙ্গপালের শাসনকাল পর্যন্ত এই স্থানে হিন্দুরাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদনন্তর যথাক্রমে গজনী ও খোরাসানের মুসলমান সুলতানগণ পক্ষনয় বিজয়ের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার যে সকল সৌখ্যমালায় এই নগর বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত।

মোগল-সম্রাটগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সীমা পরিবর্তিত এবং নানা সুবৃহৎ স্ট্রাকচার ইহার শ্রীসম্পাদিত হইয়াছিল, মোগলরাজ হুমায়ুন, অকবর শাহ, জাহাঙ্গীর, শাহ জহান ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিকারকালে লাহোর নগরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্রাট অকবর এখানকার দুর্গের আকার পরিবর্তিত করিয়া তাহার সংকার সাধন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দিকে

যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, তাহার কতকাংশ অভ্যন্তরীণ ভিত্তি আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই বর্তমান প্রাচীরের মধ্যে গাঁথাইরা দেন। হিন্দু ও মুসলমান-শিয়ার অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর দুর্গে বর্তমান দেখা যায়। বর্তমান সময়ে দুর্গের স্থানবিশেষে পরিবর্তন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাশয় অকবর শাহের রাজ্যকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি-সহকারে নগরের পরিসরও বর্ধিত হয়। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমান লাহোর নগর বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্তমান জনশূন্য এদেশে এক্ষণে সুবৃহৎ বাজার এবং বহুলোকের বসতি হইয়া একটি উপকণ্ঠ গঠিত হইতেছে।

মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখানে থাকিয়া তাঁহার পুত্র খুশু পিতার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে “আরিগ্রহ”-সম্বলিতা শিখগুরু অর্জুনমল্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া জীবন বিসর্জন করেন। মোগলরাজপ্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজনমন্দিরের মধ্যস্থলে ধর্মার্থ জীবনদানকারী ঐ শিখগুরুর সমাধিমন্দির বিস্তারিত রহিয়াছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ খাবাগা (বিক্রামনিকেতন), মোতি মসজিদ ও আর্গাকালীর সমাধিমন্দির নির্মাণ করান। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ ইয়াবতী-তীরে অবস্থিত।

শাহজাদা পর্শিতে নির্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের একটি প্রধান ভূষণ। মুসলমান-রাজগণের ও শিখদিগের উপ-ক্রমে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সমাধিভবন এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত মন্দিরের সমাধিভবনের উপরিস্থে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্মিত যে সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজ ছিল, বাদশাহ অরজ্জের তাহা ভাঙিয়া স্থানান্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজহান ও শ্রীলোক আসফ খাঁর সমাধিমন্দিরের মর্ম্মর-প্রস্তরসমূহ এবং নানা বর্ণের মীনার শিল্পকরসমূহ শিখদিগের দ্বারা লুপ্ত হওয়ার উহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত জাহাঙ্গীর-প্রাসাদের পার্শ্বদেশে তৎপুত্র শাহজহান বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন ঐ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিস্তারিত আছে। উহার মর্ম্মরপ্রস্তরগুলির উপর এক প্রকার কঠিন চূর্ণকাম আচ্ছাদিত থাকার লিখগব্রনে পতিত হইয়া সেই মর্ম্মরগুলি উঠাইয়া লইতে পারে নাই। উক্ত সম্রাট “খাবাগা” প্রাসাদের বামপার্শ্বে বাসিকের ভায় সুবীর্ষ অট্টালিকাশ্রেণী

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে ‘সমান বুরুজ’ নামে একটি অষ্টকোণ দুর্গ আছে। তাহার মধ্যপ্রাঙ্গণের বিস্তৃত চান্দনী নানা মূল্যবান প্রস্তরে খোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণে “নোলাখ” নামে প্রসিদ্ধ। উহারই পার্শ্বে “শিস্ মহল” নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ ঐ স্থানে বসিয়া বৈদেশিক ও সামন্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথবা তাঁহাদের প্রেরিত হুজুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ গৃহে বসিয়াই তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহ ইংরাজ-গবর্নমেন্টের হস্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে উহা ইংরাজের বিশেষ আসরের জিনিস হইয়াছে।

অরজ্জের চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত হইয়া লাহোর-বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাঁহার রাজ্যাধিকারের পূর্বে জাহানাবাদ (বর্তমান দিল্লী) নগর স্থাপনকালেও কতক (রাজকর্ম্মচারী ও রাজদ্রুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শূন্য করিয়া তথায় বাইয়া বাস করে। জাহানাবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল-সম্রাটগণ আরই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, সুতরাং সম্রাটের স্থানত্যাগে এই নগরের ভাবী উন্নতির আশা কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের Council of Regency সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলীপ সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। তদবধি লাহোর ইংরাজাধিকৃত পঞ্জাবপ্রদেশের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্রীহৃদ্ধি-সাধনে ব্যয়ীল হইয়া ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান করিতেছেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এই নগরের চতুর্দিকবর্তী স্থান ভিন্ন অট্টালিকার তুণ্যপরিমাণে পরিব্যাপ্ত ছিল। পূর্ব্বতন ঘুরোপীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণে নিম্নভূমিতে প্রাচীন গোরাবাগারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ উহা পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ও জম্বুজে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান নানাবিধ সৌধমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদনন্তর প্রতি বৎসরে নূতন অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়া নগরের নূতন শ্রীসম্পাদন করিতেছে।

বর্তমান লাহোর নগর আর ৬৫০ একর জমি লইয়া ব্যাপ্ত আছে। উহা পূর্বে আর ৩০ কিট্, উক্ত ইষ্টপ্রাচীরে পরি-



বেষ্টিত এবং তাহার চতুর্দিকে পরিখা ও নগররক্ষণাশব্দী চূর্ণ বৃক্ষাশ্রিত বিলিখিত হইয়াছিল। পরে ঐ পরিখা ভরাট করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্বতন ৩০ ফিট উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন হওয়ার সংস্কারকালে উহার চতুর্দিকে ১৬ ফিট উচ্চ প্রাচীর প্রাথিত হইয়াছে। প্রাচীরের চতুর্দিকে উচ্চ পরিখার পরিবর্তে এক্ষণে নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে পরিশোধিত হইয়া নগরের চতুর্দিকে বেঠন করিতেছে, কেবল মাত্র উত্তরদিকের কতক স্থান খালি আছে।

ইরাবতী নদীর পলিময় সৈকতোগরি এই নগর স্থাপিত হইলেও কালবশে বর্তমান নগরস্থান উচ্চ স্থানে পরিণত হইয়াছে। নগরের বপ্রস্থানের বহির্ভাগে একটা পাকা রাস্তা নগরকে বেঠন করিয়াছে। ঐ পথ দিয়া প্রাচীরগাত্রস্থ ১৩টা ঘাটপথে নগরে প্রবেশ করা যায়। নগরের উত্তরপূর্বকোণে প্রাচীন নদীপাথ পর্য্যন্ত লাহোর চূর্ণ বিস্তৃত। ভূগের সমুদ্রস্থ ময়দান দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

লাহোর নগরের রাস্তাগুলি সরু ও বক্রাকার হওয়ার এবং তথাকার অট্টালিকাগুলি উন্নত মস্তকে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিলিখিত থাকায় নগরের কোনরূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। বেসা ঘেদী বাড়ী থাকায় রাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে কদম্ব, কিন্তু মোগলসম্রাটগণের রাজ্যকালে যে সকল অত্যাংকুষ্ঠ ও শিল্পনৈপুণ্যসমবিত্ত স্তূরহুৎ অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় সাধারণ অট্টালিকাদির স্থাপত্যশিল্পের অভাব ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছে। মোগলকীর্তির মধ্যে নগরের উত্তরপূর্বকোণে স্থাপিত মসজিদের মসজিদ ও রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদের বেত মর্মর নির্মিত গুচ্ছে ও চূড়ান্তগুলি; রণজিদের সমাধিমন্দিরের বারান্দা ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহৃত ও অপবিত্রীকৃত মোগলপ্রাসাদের সমুদ্রদেশ ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পসৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী ঘরের সমুখে একটা রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে। উহা আর্গাকালী বা সদর-বাজার রাস্তা নামে খ্যাত। ঐ পথ দেশীয় নগরভাগ যুরোপীয় নিবাসের ও আর্গাকালীর পূর্বতন সেন্নানিবাসের সহিত সংযুক্ত। লাহোর নগরের যুরোপীয় বিভাগে রাজকীয় কার্যালয়-সমূহ, আদালত ও ঠেঁশনচাকি বিস্তারিত আছে। আর্গাকালী হইতে পূর্বাভিমুখে লরেল উদ্যান ও গবর্নেন্ট হাউস পর্য্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে যুরোপীয়গণের বেনুতন বসতি হইয়াছে, তাহা ডোনাল্ডট্যান নামে পরিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সর ডোনাল্ড মাকলিঙের নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হয়।

মাল (Mall) নামক প্রশস্ত রাস্তা এই যুরোপীয় নগরভাগের মধ্য দিয়া আর্গাকালী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উত্তরাংশে রেলস্টেশন ও রেলওয়ে কর্মচারীদিগের বাসস্থান এবং উহার দক্ষিণে মুজব নামক নগরোপকণ্ঠে যুরোপীয়গণের বাসভবন দৃষ্ট হয়।

লাহোর নগরে নিম্নোক্ত করণী রাজকীয় ও শিক্ষাবিত্তাগীর প্রধান অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভার্সিটি ও সেনেট হল (দেশীয় রাজা ও নবাববৃন্দের চাঁদার প্রতিষ্ঠিত), ওরিয়েন্টাল কলেজ, লাহোর গবর্নেন্ট কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল, সেন্ট্রাল-ট্রেনিং কলেজ, ল'স্কুল, ভেটেরিনারী স্কুল, লাহোর হাইস্কুল, মেও হাসপাতাল, মিউজিয়ম, রবার্টস ইনস্টিটিউট, লরেল ও মন্টগোমরী হল এবং এগ্রিহাটকালচারাল সোসাইটী গৃহ দেখিবার সামগ্রী।

এখানকার প্রস্তুত রেশমবস্ত্র, শাল, সোণালী ও রূপালী সাঁজা জরি, ধাতব পাত্র, পাথরের খেলনা ও শস্তাদির বিস্তৃত কারবার আছে। রেলপথে করণী বন্দরে আনীত হইয়া অনেক মাল পত্র পোত যোগে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা, অম্বালা, পেশবার, মুলতান ও মির্জা প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ নগরে আনন্ত্রিক মত তদ্রূপবাসিকর্ষক জব্বাদি প্রেরিত হইতেছে। স্থানীয় এবং যুরোপীয় বণিকসমিতির অর্থসমাগমের সচ্ছলতা নিবন্ধন এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাঙ্ক, সিমলা ব্যাঙ্ক ও এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে।

লাহোরিবন্দর, বোম্বাই-প্রসিডেন্সীর সিদ্ধ প্রদেশের করণীতে অন্তর্গত একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর। সিদ্ধ নদের পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত বাঘিয়ার নামক শাখার বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা. ২৪°৩২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°২৮' পূঃ। পিতি মোহানা হইতে ১০ ক্রোশ অদূরে অবস্থিত। সমুদ্রের এই খাড়ির মুখে মৃত্তিকা পড়ায় খাতের গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পণ্যপ্রবাহবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দরে আসিতে পারে না। মর্গটন বলেন, ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে ইহা সিদ্ধ-প্রদেশের একটা প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ২০০ টন বোম্বাই এইরূপ পোতগুলি অনায়াসে এ বন্দরে প্রবেশ করিয়া মাল পত্র লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে এখানে ইংরাজ বণিকদিগের একটা কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানের প্রকৃত নাম লাড়ী-বন্দর, কারণ ইহা প্রাচীন লাট বা লাড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঐরূপ নামকরণ হয়। পরে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে পঞ্জাবের নিকটবর্তী জানিয়া লাহোর নগরের নামানুসারে উহার লাহোরী বন্দর নাম দেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আলবিরুদী এই নগরকে লহরাণী



এবং ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা শাহরি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ, ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ফিরদৌসি "লাহোরী বন্দর" আক্রমণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সেন্সবারি, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে খেবেরে এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেকসান্দার হামিল্টন এই নগরকে লোরে বন্দর ও লাড়িবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বলেন, তিনি আদমীর আগাউল্ মুলকের নিকট শুনিরাছেন যে, তৎকালে এই স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত।

লাহু (পুং) লাহের গোত্রাপত্য।

লাহায়নি (পুং) কুহার গোত্রাপত্য। (শতব্রাহ্ম ১৪৩৭১)

লি (পুং) ১ প্রাপ্তি, ক্রান্তি। ২ ক্ষতি, ধ্বংস। ৩ শেষ। ৪ সমতা। ৫ হস্তালঙ্কারভেদ।

লি, একজন চীন দার্শনিক। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতাব্দ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন-সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্মবিশ্তারের পরিপোষক হইয়াছিল।

লি (চীন) ১ চীনদেশীয় মুদ্রাভেদ। ১০ লিতে ১ কান্দারীন, ১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তারেল=ইংরাজী ৫ শিলিং।

২ ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক মানভেদ। ২১৩ গজ বা ইংরাজী মাইলের ষষ্ঠাংশ। চীনপরিভ্রাজক হিউএনসিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে ভারতীয় নগরাদির দূরত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লি, পূজাবের কাঙড়া জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। [স্পিতি দেখ।]  
লিও, পূজাবপ্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। কাণ্ডারের অন্তর্গত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমস্থলে স্পিতির দক্ষিণকূলে একটা গণ্ড শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ৩১° ৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭' পূঃ। গ্রামের পূর্বাংশে শৈলশিখরোপরি একটা ভগ্নদুর্গের নিদর্শন আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৩৬২ ফিট উচ্চ। এখানকার অধিবাসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

লিকুচ (স্ত্রী) লক্যতে আশ্রয়ভুক্ত ইতি লক-বাহলক্যাং উচ, পৃথোদরাদিবাচিক। ১ চুক্র। (রাকনিং) ২ ডহ। ডেহয়া কল। গুণ—শিত্তপ্রেমবর্দ্ধক।

"পিজ্জেন্দ্রপ্রকোপীণি কর্কটলিকুচাতি।" (চরক হৃদয়) ২৭অং। (পুং) লকুচ। (অমর)

লিকুচি, একজন পণ্ডিত। ইনি শিবভক্তিপ্রণেতা নারায়ণ পাণ্ডের পিতা।

লিকা (স্ত্রী) লিখা। (শব্দরত্না)

লিঙ্গা (স্ত্রী) লিঙ্গ-গতৌ বাহুল্যার্থে ল, সচ কিং। (উপ ৩৩৬) ১ মুকাণ্ড, চলিত লিঙ্গ। পর্ধ্যায়—লিঙ্গ, লীকা, লীকা, লিকিকা। (শব্দরত্না)

"বৃহদাশ্বত্থশ্চ লিকাশ্চ নামতঃ।" (বাভট নিং ১৪অং)

২ পরিমাণবিশেষ।

'কালান্তরগতে ভানৌ যশাধুদ্রুজতে রজঃ।

তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিকা লিঙ্গবদ্রুজিত সর্বগঃ।' (শব্দচং)

ইহের আরোহণ হইয়াছে পতিত হইলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কহে, চারিটা অণুতে এক লিকা এবং ৬ লিকার এক সর্বপ হয়।

লিঙ্গিকা (স্ত্রী) লিকা। (শব্দরত্না)

লিখ, গতি। ভূমিদি' পরশ্চৈ' সক' সেট। এই ধাতু ইদ্রিৎ। লট লিখতি। লুট অলিখীৎ।

লিখ, লেখন, অক্ষরবিস্তার। ভূমিদি' পরশ্চৈ' সক' সেট। লট লিখতি। লিট লিলেখ। লুট লেখিত। লুট লেখিষ্যতি। লুৎ অলেখীৎ, অলেখিষ্ঠাং অলেখিষ্যৎ। সন্ লিলিখিষতি, লিলিখিষতি। যচ্ লেখিষ্যতে। গিচ্—লেখয়তি। লুৎ অলিখিৎ। উদ্+লিখ=উল্লেখন, কর্ণণ। বি+লিখ=বিলেখন, ভেদ।

লিখ (ত্রি) লিখতীতি লিখ (ইণ্ডপঞ্চজ্ঞেতি। পা ৩। ১। ১৩৫) ইতি ক। লেখক।

লিখন (স্ত্রী) লিখ-লুট। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

"যন্ত যল্লিখনং পূর্কং যত্র কালে নিরূপিতম্।

তদেব খণ্ডিতুং রাধে ক্রমো নাহক কো বিধিঃ ॥

বিধাতুচ্চ বিধাতাহং যোষাং যল্লিখনং কৃতম্।

ব্রহ্মাধীনাক্ষ কৃত্যণাং ন তৎ খণ্ডং কথ্যচন ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্তপু' শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৫ অং)

লিখা (দেশজ) লিখনকাথ্য।

লিখাবৎ (হিন্দী) ১ হস্তলিপি। ২ লিখিত দলিলপত্র।

লিখিথিল্ল (পুং) ময়ুর।

লিখি, বোধাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্দা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী মুকবান কোলীকশোড়ব। ইহার ইংরাজরাজ অথবা কোন দেশীয় রাজাকে কর বেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইরা থাকে। ইংরাজ গবর্নমেন্টের অন্তর্মোদিত বক্তব্যগ্রহণের কোন ব্যবস্থাপত্র বা সন্ধি ইহাদের নাই।

লিখিত (স্ত্রী) লিখ-ভাবে ক। ১ লিপি। ২ লেখন।

(ভরত) লিখ—কর্মণি ক। (ত্রি) ৩ লিখিত পত্রাদি।

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিকৈস্ত্রি কীর্তিতম্।"

(মিতাকরাহিত বাহুল্য)

৩ ধর্মশাস্ত্রের প্রবোজক কথিত হইল। ইনি যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহিতা উনবিংশসংহিতার মধ্যে একখানি।

“পরিশরবাসশাস্ত্রলিখিতা ধর্মগোষ্ঠমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকঃ” (শ্রীমদভ্যাসবাক্য)

পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকালে ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজক এই সকল কথির নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

লিখিতরত্ন, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুক্ত ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লিখিতস্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্মৃতি। বাজবল্য প্রকৃতি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লিখ্যা (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষের ডিম্ব। ২ পরিমাণবিশেষ, লিঙ্গা পরিমাণ। [ লিঙ্গা শব্দ দেখ। ]

লিগ, গতি। ভূমি পরমৈ সর্ক সেট। এই ধাতু ইদং। লট্ লিগতি। লিট্ লিগি। লুঙ্ অলিগীৎ। লিগ—চিহ্ন, চিত্রকরণ। চুরাদি পরমৈ সর্ক সেট। লট্ লিগতি, লুঙ্ অলিগিৎ।

লিগ্ (ইংরাজী) ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক পরিমাণভেদ (League)। তিন মাইলে ১ লিগ্ হয়।

লিগু (স্ত্রী) লিগতি বিষয়াৎ বিষয়াস্তরং গচ্ছতি লিগ (ধ্বন্যং-কুণীকুনীললিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন সাধু। ১ মন। (উজ্জল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ ভূপ্রদেশ। ৪ মৃগ। (নানার্থরত্নমালা)

লিঙ্, তিঙ্ ভেদ। পাদিনিতে ধাতুর উত্তর লিঙ্ এই ১৮টা প্রত্যয় হয়, তন্মধ্যে পরম্পরপদী ধাতুর উত্তর পরম্পরপদ, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ ও পরম্পরপদ এই দুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরম্পরপদ—যাং, যাতাং যুন্। যাস, যাতাং, যাত। যাং, যাব, যাম। জেত, জেতাং, জৈনন্। জেথাস, জেথাং জৈথং। জৈয়, জৈবহি, জৈমহি। এই ১৮টি করিয়া বিভক্তি তিনটা পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনরূপে বিভক্ত। যথা—যাং, যাতাং যুন্। ইহা পরম্পরপদের প্রথমপুরুষ এবং যাং এক বচন, যাতাং দ্বিবচন ও যুন্ বহুবচন বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্কে সাধারণতঃ বিধিলিঙ্ কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধি-লিঙ্ হয়। বিধি বিধিধ—প্রবর্তবিধি ও নিবর্তবিধি।

[ বিশেষ বিবরণ ধাতুশব্দে দেখ। ]

লিঙ্গ (স্ত্রী) লিঙ্গাতে জন্মেন ইতি লিঙ্গ-বচন। “পুংসি বচনং” ইতি নিরুপমসি অভিধানাৎ স্ত্রীবলিঙ্গং। ১ চিহ্ন।

“যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সন্থশল্যকতে।

ভেনৈব নারা তং দেশং বাচ্যমাহমনীষিণঃ” (ভারত ১।২।১২)

২ অজ্ঞমান। ৩ সাংখ্যিক প্রকৃতি।

“তত্র জয়ামরণকৃতং হংখং প্রামোতি চেতনঃ পুরুষঃ।

লিঙ্গতাবিনিবৃত্ততত্ত্বমাহংখং স্বভাবেন।” (সাংখ্যকা ৫৫)

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রকৃতির বিকৃতিকার্য্যও লিঙ্গ নামে কথিত।

“হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাপ্রিতং লিঙ্গং।

স্যাবরবং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্” (সাংখ্যকা ১০)

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ কহে। সাংখ্যতত্ত্বকোমুদীতে লিখিত আছে যে ‘লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং’ লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশব্দ দেখ]

৪ ব্যাপ্য। ৫ ব্যক্ত। ৬ পুংস্বাদি।

“এক লিঙ্গে গুণে তিস্রস্তথৈকত্র করে লণ।

উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যো যুগঃ শুদ্ধিমতীপতা” (মহা ৫।১৩৬) ১ ৬ সামর্থ্য।

“যাবতামেব ধাতুনাং লিঙ্গং কৃতিগত্যং ভবেৎ।

অথশ্চৈবান্তিধেয়স্ত তাবত্তিগুণবিগ্রহঃ” (তিথিতত্ত্ব)

৭ শেক। পর্যায়—শিগ্, বরতন্ত, উপস্থ, মদনাস্থ, কন্দর্প-মুঘল, মেহন, শেকন্, মেহ, লাঙ্গ, ধ্বজ, রাগলতা, ব্যঙ্গ, লাঙ্গল, সাধন, সেক, কামাস্থ। (জটায়ব)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক বড়ল পদ আছে, এই পদে বকার আদি করিয়া লকার পর্য্যন্ত বর্ণ থাকে।

“মুলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ায়কে।

মধ্যে স্বয়ম্বুলিঙ্গ কোটিস্বয়ংসমপ্রভম্”

উদাহরে হেমবর্ণাভং ব স বর্ণচতুর্দশম্।

তদ্বচ্ছিন্নসমপ্রাখ্য বড়লং ধীরকপ্রভম্”

বাদি লান্ত বড়বর্ণেন যুক্তস্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্।

বশস্বেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিহঃ” (তন্ত্র)

লিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—লিঙ্গ বড় হইলে লীঘলীঘী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং ছল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত হইয়া থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র হইয়া থাকিলে পুত্রবান্ ও নিরদিক নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, পিরাবিশিষ্ট হইলে স্ত্রী এবং ছলগ্রন্থিযুক্ত হইলে পুত্রাধি নানাবিধ অর্থসম্পদযুক্ত হয়। লীঘলিঙ্গ হইলে দরিদ্র, ছললিঙ্গ হইলে অর্থহীন, ক্রকবর্ণ-লিঙ্গ হইলে ভাগ্যবান্ এবং লঘুলিঙ্গ হইলে রাজা হয়। লিঙ্গ

কঠিন ও কর্কশ হইলে পরত্নীয়ত; লিঙ্গ ক্রকবর্ণ, স্কন্ধ বা রক্তবর্ণ হইলে স্ত্রী, পরত্নীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। ক্রশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মহেশ্বরের উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য ও অর্থ সম্পদ হইয়া থাকে।\*

৮ শিবমূর্ত্তিবিষেব, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই এই লিঙ্গপূজা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে শিবলিঙ্গপূজার অনন্ত ফল কথিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণের শিবলিঙ্গপূজা না করিয়া জল-গ্রহণও করিতে নাই।

মহাদেব বিজ্ঞান এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় পাদ্যোক্তরে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“বেদ্বিমাংসং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্ত্রিপুরহস্তকঃ।

কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ সহ ভার্য্যয়া ॥

যোনিলিঙ্গস্বরূপকং কথং স্ত্রাং স্তমহাশ্বনঃ।

পঞ্চবক্তৃশ্চতুর্কীহঃ শূলপাণিগ্নিলাচনঃ ॥

কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ দ্বিজপুত্রব।

এতৎ সর্বং সমাচক্ষু মিত্রাবরুণনন্দন ॥”

(পদ্মপুঁ উত্তরখণ্ড ৭৮ অ°)

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্য্যার সহিত এই বিগর্হিত রূপ কেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মল্লরপর্কতে ঋষিগণ এক দীর্ঘসত্বের অন্তর্ধান করেন, সেই যজ্ঞে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরস্পরে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন দেবতা পূজা, তাহা আপনারা নির্দেশ করুন। তখন ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করি-

বার জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করা কর্তব্য। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পূজনীয় হইবেন। তখন ঋষিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ঋষিগণ হারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন হার রক্ত, নন্দি হারদেশে রক্ষা করিতেছে। তখন ঋষিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া মহাদেবকে আমাদের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছি। নন্দি তখন পরস্ব বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিত-ভেজাঃ ঋষিগণকে কহিলেন, তোমাদের যদি জীবনের ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। নন্দি এই কথা বলিলে ঋষিগণ বহুদিন তথায় অবস্থান করিলেন, তথ্যচ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তখন প্রবল তপোদগুণ মহর্ষি ভৃগু অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে নিম্নোক্ত রূপ শাপ প্রদান করেন, “হে শব্দ! তুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছ, ত্বরান্বিত যোনিলিঙ্গস্বরূপ তোমার মুষ্টি হইবে। তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্ত তোমায় নিবেদিত জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্য হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পূজা করিবে না, যদি পূজা করে, তাহা হইলে অত্রকণ্যায় প্রাপ্ত হইবে। ভয়ানকস্বভাবী যে সকল লোক রুদ্রভক্ত হইবে, তাহারা পাবিত্র্য প্রাপ্ত হইবে।” ভৃগু এইরূপ শাপ দিয়া মুনিদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

“এবমুক্তান্ততন্তুর্ন কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।

জগাম বামদেবেন যত্রান্তে বৃষভধ্বজঃ ॥

গৃহহারমুপাগম্য শব্দরত্ন মহাশ্বনঃ।

শূলহস্তং মহারোহণং নন্দিং দৃষ্ট্বাবীক্ষিতঃ ॥

সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুর্বিপ্রো হরঃ ত্রৈলোক্যেশ্বরোত্তমম্।

নিবেদয়ত্ব মাং শীঘ্রং শব্দরত্ন মহাশ্বনে ॥

তন্ত তদ্বচনং শ্রব্য নন্দিঃ সর্বগণেশ্বরঃ।

উবাচ পরস্ব বাক্যং মহর্ষিমমিতোজসম্ ॥

অসামিধ্যঃ প্রোভোক্তব্যং দেব্য ক্রীড়তি শব্দরঃ।

নিবর্তত্ব নিবর্তত্ব বরি জীবিতুমিচ্ছসি ॥

এবং নিরাকৃতন্তেন তত্রাত্তিভ্রমহাতপাঃ।

মহুনি দিবসাত্তমিন্‌ গৃহধারে সুবীষরঃ ॥

তন্তঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শব্দরম্।

বিনষ্টমসারুহো মাং ন জানাতি শব্দরঃ ॥

\* “মহত্তিরামুরাখ্যাতং ভরলিঙ্গে ধনী নরঃ।

অপত্যসংহিতো লোকে স্থললিঙ্গে বিপদায়ঃ।

যেতে বামনতে চৈব হত্যারহিতো ভবেৎ।

যজ্ঞেহস্তথা পূত্রবান্‌ স্ত্রাং হারিত্রাং বিনতে স্বয়ঃ।

জগে ভু ভবনো লিঙ্গে শিরালেহৎ স্ববী নরঃ।

স্থলত্রস্থিত লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাঙ্গিসংযুতঃ।

দীর্ঘলিঙ্গে হারিত্রাং স্থললিঙ্গে মির্ধমঃ।

কুশলিঙ্গে সৌভাগ্যঃ কুশলিঙ্গে কুপতিঃ।

কর্কশঃ কট্টৈর্নলিঙ্গে পরবারতঃ সখা।

হস্তে চ সখা ধারী মির্ধমো ভবতি ক্রবঃ।

কুশলিঙ্গে যজ্ঞে হস্তলিঙ্গে কুপতিঃ।

পরত্নীং হস্তে বিভাঃ মাঈগাং বরতো ভবেৎ।

কুশলিঙ্গে রক্তে লজতে চোত্তমহাশ্বনঃ।

রাজ্যং যবকং দিব্যাক্যঃ কন্তকায়ঃ পতির্ভবেৎ ॥” (সামুদ্রিক)

নারীসঙ্গমমতোহসৌ যম্মান্নামবমস্ততে ।  
 যোনিশিখররূপং বৈ রূপং তন্মাৎ ভবিত্তি ॥  
 ব্রাহ্মণং মাং ন জানাতি তমসা চাপ্যুপাগতঃ ।  
 অত্রকণ্যাক্ষমাপনো ন পূজ্যোহসৌ বিজ্ঞানান্দ ॥  
 তন্মাং জলময়ন্ত তন্মৈ দত্তং হবিত্তথা ।  
 শিবস্তান্নং জনকৈব পত্রং পুংসাং কলাত্মিকম্ ।  
 নির্দোষমস্ত চাপ্রাঙ্কং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥  
 এবং শপ্ত ॥ মহাতেজাঃ শঙ্করঃ লোকপুঞ্জিতম্ ।  
 উবাচ গণমতুঃগ্রং নৃশিঃ শূলভূতং নৃপ ॥  
 রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে তন্মলিন্নাহ্মিধারিণঃ ।  
 তে পাষণ্ডমাপন্নো বেদবাহা ভবন্তি বৈ ॥”

( পদ্মপু. উত্তরখণ্ড ৭৮ অ° )

লিঙ্গপুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদ রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ সন্দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। ( ১।১২ ) ঐ লিঙ্গ কি, এবং কেনই বা তাহা সংসারে সকলের পূজ্য হইয়াছে, তাহা হৃদের অভিযুক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

“শব্দব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মপ্রকাশকম্ ।  
 বর্ণাবয়বমাত্মলক্ষণং বহুধা স্থিতম্ ॥  
 অকারোকারমকারঃ স্থলং সূক্ষ্মং পরাংপরম্ ।  
 ওঙ্কাররূপমৃৎকৃতং সাম জিহ্বাসামধিতম্ ॥  
 যজুর্কেদমহাগ্রীবমথর্কহৃদয়ং বিভূম্ ।  
 প্রাধানপুরুষাতীতং প্রলয়োপত্তিবর্জিতম্ ॥  
 তমসা কালরুদ্রাধাৎ রজসা কনকোজম্ ।  
 সঙ্কেন সর্কগং বিষ্ণুং নিষ্ঠুং গয় মহেশ্বরম্ ॥  
 প্রাধানাবয়বং ব্যাপ্য সপ্তধাধিষ্ঠিতং ক্রমাৎ ।  
 পুনঃ ষোড়শধা চৈব বড়্বিংশতমজোভবম্ ॥  
 সর্গপ্রতিষ্ঠাসংহারলীলাধং লিঙ্গরূপিণম্ ।  
 প্রণম্য চ বখ্যস্তারং বক্ষ্যে লিঙ্গোদ্ভবং শুভম্ ॥”

( লিঙ্গপু. পূর্ব ১। ১৮-২০ )

এই লিঙ্গরূপ সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিম্নিঃ ও নিষ্ঠুং-ময় শিব অলিঙ্গ একজগৎকারণরূপ শিবই লিঙ্গ। এই অলিঙ্গ শিব হইতে লিঙ্গ শিবের উৎপত্তি; তিনি স্থল, সূক্ষ্ম, জ্ঞানরহিত, মহাত্মত্বরূপ, বিশ্বরূপ ও জগৎকারণ। লিঙ্গ বলিলেই শিব-সম্বন্ধীয় লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। ( লিঙ্গপু. ৩। ১-১০ ) আবার উক্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে “প্রাধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।” বচন দৃষ্টে অজ্ঞান হব যে, লিঙ্গই প্রাধান এবং সেই প্রাধানের প্রকৃতি বা শিবশক্তি বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া মহেশ্বরকে লিঙ্গী পদবাচ্য করা হইয়াছে। উক্ত

অধ্যায়ের অপরাপর কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিরোধ তত্ত্বনার্থ শতসাংখ্যক কালানলসদৃশ লিঙ্গরূপী মহাদেবের আবির্ভাবের কথা আছে ( ১৭। ৩১-৩২ )। লিঙ্গরূপ দর্শনে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অকস্মাৎ ওঙ্কার স্বামী সমুখিত হইল। এই ওঙ্কারের তাৎপর্য কি তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে—

“অন্ত লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারঃ বীজিনঃ প্রভোঃ ।

উকারবোনৌ বৈ ক্ষিপ্তমবর্জত সমস্ততঃ ॥” ৬৪

অর্থাৎ বীজি মহেশ্বর লিঙ্গ হইতে অকার বীজ উৎপন্ন হইল, এবং তাহা উকাররূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই শ্লোক বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লিঙ্গই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শিব-শক্তির উত্তরস্বাদক লিঙ্গমুষ্টিতে যেমন শিবপূজা বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ শক্তিবোধক যোনিমুষ্টিতেও শক্তিপূজার ব্যবস্থা দেখা যায়।

“পীঠাকৃতিক্রমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শব্দয়ঃ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ ॥”

( লিঙ্গপু. উত্তরখণ্ড ১১।৩১ )

উক্ত অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪০ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঐশ্বর্যশালী রাজগণ, মানবগণ ও মুনীগণ সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও ব্রহ্মার বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির সহিত বিধিবৎ লিঙ্গারাদনা করিয়াছিলেন। লিঙ্গার্চনা করিলে শত ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতক বিদূরিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯—৮৩ শ্লোকে লিখিত আছে যে, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, বহুদক্ষিণক যজ্ঞাদি শিবলিঙ্গার্চনার এক কলাংশেরও সমকূল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিঙ্গার্চনাকারীও সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া কথিত। শিবপূজার ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকল প্রাপ্তি ঘটে।

লিঙ্গপুরাণের পূর্বভাগে ২৫-২৭ অধ্যায়ে শিবপূজার স্থান নির্ধারন ও পূজাপকরণাদির বখ্যাবধ বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শক্তি বিনা শিবপূজা করিতে নাই। একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা বলিয়া পুরাণে ও তন্ত্রে তৎপূজার বিধিই কীর্তিত হইয়াছে \*।

\* “লিঙ্গদেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ ।

ভয়োঃ সংপূজনান্নিত্যং দেবী দেবত্ব পূজিতৌ ॥”

( জাগত্যোদীকীকৃত লিঙ্গপুরাণবচন )

আবার লিঙ্গার্চনাতন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে,—

“শক্তিঃ বিনা মহেশ্বরী প্রেতব্যঃ তন্ম নিশ্চিতম্ ॥

লিঙ্গপূজা প্রবর্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় উপাসনা প্রচার জন্ত শৈব, পাণ্ডপত, কালবদন ও কপালী নামে চারিটা শৈবসম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ও তাঁহার শিষ্য গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্বী ভারদ্বাজ ও তাঁহার শিষ্য সোমকাদিপতি রাজা ঋষভ পাণ্ডপত, আপত্য ও বক ক্রাণেশ্বর নামক বৈষ্ণব কালবদন, ধনদ ও তাঁহার শূদ্রবংশীয় শিষ্য কন্দোদর কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লিঙ্গো-পাসনা প্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটা শাখাবিভাগ ঘটিয়া-ছিল এবং চারিজন প্রধান গোণী ঐ বিভিন্ন মত প্রচার করেন।

হৃদয়পুরাণে লিঙ্গশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;

“আকাশঃ লিঙ্গমিত্যভ্যঃ পৃথিবী তত্ত পীঠিকা।

আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥” (হৃদয়পুঃ)

“গেহে লিঙ্গদ্বয়ং নার্ক্যঃ শালগ্রামদ্বয়ং তথা।

দে চক্রে দ্বারকাস্ত্রান্ত নার্ক্যং স্বর্গদ্বয়ং তথা॥

অভক্ষ্যঃ শিবনির্ম্মালাং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।

শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদভ্যেৎ সদা॥”

আকাশ শব্দে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার পীঠিকা। ইহা সকল দেবতার আলয়। ইহাতে সমস্ত লয়গ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ কহে। একগৃহে লিঙ্গদ্বয় পূজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাম শিলাদ্বয়েরও পূজা নিষিদ্ধ। শিবের নির্ম্মালা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু শালগ্রাম শিলার যোগে নির্ম্মালা গ্রহণীয়।

লিঙ্গশব্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায়। দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দুজগতে কি কারণে লিঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা হিন্দু প্রধান ভারতভূমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পার্বত্যস্তরথও তাহার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভারত-সম্রাজ্যে আড়াই হাজার বর্ষের পূর্বে হইতে এই লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়।

মহুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষ্ণুশক্তি ত্রীম উল্লেখ আছে (মহু ৬৮৯)। উক্ত গ্রন্থের ৩১৫১-১৫২ স্লোকে বহু যাজক ও দেবলগ্নিগের নিম্নাবান এবং দেব-প্রতিমার (মহু ৯২৮৫) প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা রচিত হইবার পূর্বে প্রতিমাপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গাধীন আখ্যায়িকা ঐতরেয় (৮২১-২৩) ও শতপথব্রাহ্মণে (১৩৫১৪১১) থাকায় এবং মন্ত্রতে রাম ও

কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হয় যে, মহুসংহিতাখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মহুসংহিতা-কালে দেবগণকে স্বতাহতি দিবার বিধি ছিল, এখনকার ছাত্র পুষ্পচন্দনলিঙ্গ মৈত্রেয়াদি দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যায় না। যে বিষ্ণু ও শিব মহুসংহিতা-লঙ্ঘনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্তিত হইয়াছে; তদবধি তাঁহারা পরাংপর পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন।

রামায়ণ (৭৩১৪২) ও মহাভারতে সৌপ্তিক পর্বে ৭ম অঃ শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে। রাজতরঙ্গিনী (১১৯৪ ও ২১২২-১৩০) পাঠে জানা যায় যে, জলোক (Selenkos) রাজার অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যোৎস্ন নামক শিবলিঙ্গের পূজা প্রচলন ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্বে শককুণ্ডল ও খরোঙ্গী রাজগণের সময়েও লিঙ্গোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজ্যগণের শিবভক্তি কাহারও অবিরত নাই। তাঁহাদের মুদ্রায় ঐকিত বৃষ, ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিকৃপই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণভারতেও খৃষ্টপূর্বে ৫ম শতাব্দীে লিঙ্গারাদনা প্রচারিত ছিল। ট্রাবোর বর্ণনা হইতে জানা যায়, পাণ্ডুরাজ রোমকসম্রাট অগাথিসের সভায় দূত প্রেরণ করেন, খৃষ্টপূর্বে ৩৫০ হইতে ২১৪ অব্দ মধ্যে পাণ্ডু ও চোলরাজ্য এক হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ লিঙ্গস্থাপক ও শিবভক্ত ছিলেন \*। দাক্ষিণাত্য হইতে শৈব ধর্ম্মপ্রভাব খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীে যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার প্রাচীন নামক স্থানে দুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, স্বর্গ প্রভৃতির পাষণদ্বয় ও পিতৃলয় প্রতি-মূর্ত্তি অত্যাধি বিদ্যমান আছে।† [ যব ও বালি দেখ। ]

গ্রীক ভৌগোলিক আরিয়ান কন্ডাকুমারীর বর্ণনামতে লিথিয়া-ছেন, কুমারীনাদী দেবীর নামে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

\* লিঙ্গশব্দে Sonnerat লিখিয়াছেন, “The lingam may be looked upon as the phallus or the figure representing the virile member of Atys, the well-beloved of Cybele, and the Bacchus which they worshipped at Heiropolis. The Egyptians, Greeks and Romans had temples dedicated to Priapus, under the same form as that of the lingam. The Israelites worshipped the same figure, and erected statues to it.”

† Vide Journal of the Indian Archipelago, vol. iii.

শক্তিসংযোগমাত্রেন কল্পকর্ত্তা সর্গাধিবঃ।

অন্তএব মহেশানি পুঞ্জজিহ্বালিঙ্গকম্।”

হুগার একটা নাম কুমারী। আরিয়ানের সময় (২য় খৃষ্টাব্দে) তখন ঐ দেবীর একটি প্রতিমূর্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্গেরই উহা শক্তি হইবেন।

অগণ্যসংখ্যক আদিভূতা প্রকৃতিপুরুষাঙ্ঘিকা উৎপাদিকা শক্তিই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর-ধার্মিকতার লিঙ্গশক্তিকেই জীবোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মুখিই সৃষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই চিত্ত্বরূপ লিঙ্গমূর্তি সংগঠিত হইয়াছে। একটা মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রণোদিত হইয়া পরমপিতা অগতের হিতসাধনার্থ প্রকৃতিপুরুষসঙ্গমে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ প্রকৃতির উপাসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবকে আরোপ করিয়া থাকিবেন। তদবধি শৈবসম্প্রদায় সেই লিঙ্গরূপী মুখ্যমূর্তিই শিব নামে উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী অব্যায়স্মার নিরাকারকে অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাঁহার সাকারত্ব কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্বাসীর উপাস্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।\* রোমকদিগের মধ্যে “প্রিয়াপস্” এবং গ্রীকগণের মধ্যে “ফালাম্” নামে লিঙ্গমূর্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপাস্ত লিঙ্গমূর্তি-গুলি চীনভাষায় ফুঙ-হি-ফু-হ নামে কথিত। ইসরাইলগণও পূর্বে লিঙ্গপূজা করিত। মক্কার যে মক্কেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি আছে, তাহা এক সময়ে ইসরাইলগণের উপাস্ত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্রাহ্মণের্কে এই মক্কেশ্বরের লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, যেরোবোয়ামের পুত্র আশা তাহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্কে বলি দিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন। পরে তিনি ফ্রু হইয়া ঐ লিঙ্গমূর্তি ভাঙ্গিয়া দেন (1 Kings xv. 13)। যিহুদীগণ সোৎসাথে লিঙ্গরূপী দেবতা বেলফেগোর গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। মোর্যাবীয় ও মদিনাবাসিগণ ফেগোর পূর্বতস্থিত এই লিঙ্গেরই উপাসনা করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে মিশরীয়দিগের বেলফেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। জুদা-(Judah) বাসিগণ পূর্বতস্থিত বন ভাগে এবং সুবুহৎ বৃক্ষ-তলে দেবমন্দির ও দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অগ্রিয়-অর্চনা করিতেন। বাল্ (Baal) তাহাদের উপাস্ত ছিল

এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তম্ভই তাহার মূর্তির চিত্ত্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা এই দেবতার বেদী সমক্কে ধূপ ঘূনা জ্বালাইত এবং প্রতি অমাবস্তায় সেই লিঙ্গমূর্তির সমুখস্থ বৃষ-সমক্কে পূজোপহার দিত। ইসরাইল লিঙ্গমূর্তি সমুখস্থ এই বৃষ-মূর্তি হিন্দুর সঙ্কল্পপ্রদান বালেশ্বর শিবলিঙ্গসমুখস্থ ধর্ম্মরূপী বৃষ-মূর্তির অনুরূপ। মিশরীয় ওসিরিস মূর্তির এপিসের সহিতও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ক্রমক্রমে ঐ বৃষমূর্তিকে শিবাত্মচর নন্দী\* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ উহাকে শিবের বাহন বলেন।

কর্ণেল টড্ বলেন, আরবীয় দেবমূর্তি লাভ বা অলহাভের সহিত হিন্দুর লিঙ্গমূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রোমকজাতির প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ফ্রান্স-রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্মেম্ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, ইতালীর সুপ্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরসমূহে, টোলোস্ নগরের গীর্জায় এবং বুদ্ধের কএকটা ধর্ম্মমন্দিরে অত্য়পি ঐ শিবলিঙ্গমূর্তি বিদ্যমান দেখা যায়।†

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা টড্ লিঙ্গোপাসনার তত্ত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খৃষ্টান-দিগের দ্বারা ব্যঙ্গপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক phallic শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিষ্কৃত অর্থ নিরাকৃত হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাষা সংস্কৃতের জনস্মিতা আদি আখ্যা-ভাষা হইতেই এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে। সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদাতা ফলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গকে আরোপ করিয়া গ্রীক ফালাম্ শব্দের উৎপত্তি কর্ত্তব্য করিলে শব্দার্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অজ্ঞাত বিষয়ে অনেক সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্ঠাত্রী। ওসিরিস যেমন ইথিওপয়ার অন্তর্গত চন্দ্রশৈলনিঃসৃত নীল-নদের (Nile) অধিষ্ঠাত্রী, ঈশ্বরও সেইরূপ সিন্ধুনদ (ইহার অপর নাম নীল—ফিরিতা) ও চন্দ্রগিরিনিঃসৃত গঙ্গার পতি। এই চন্দ্রগিরিত্বব্যাপ্ত কৈলাসলিখিত শিব পার্কীতীসহ বিবাজিত বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট হইতে, অথবা তাহাদের অনুরূপ উপায়েই এই ফলেশ লিঙ্গপূজার

\* দাক্ষিণাত্যে শিবস্বামি বৃষের অপর একটি নাম নন্দী।

“উল্লুক বৃষকে বেদি নামা নন্দী প্রকীর্ণিতঃ।” (লিঙ্গার্চনতত্ত্বে ২য় পটল)

† মৃত্যুর লেখনী হইতে জানা যায় যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস সর্ব্বত্রই লিঙ্গরূপে বিবাজিত (with the Priapus exposed) ছিলেন। Pthah Sokari মূর্তিও ইরূপে আকারে অর্থাৎ হইয়া থাকে। এইরূপ লিঙ্গমূর্তি সকল তৎকালে Pthah Sokari Osiri নামে খ্যাত ছিল।

পদ্ধতি গ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাহারা কলের আকারে লিঙ্গমূর্তি স্থাপন অথবা কখন কখন সেই কলকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কৃত সকল ফলেশ (ফল+ঈশ) হইতে গ্রীক Phallus শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ফাল্গুনে নবপল্লব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি যখন ধরিত্রীকে নবাধারে সূচিত করিয়া শোভা দান করে, তখন জগদ্বাসী আপনাপন ইষ্টদেবতাকে অতীষ্ট ফল-পুষ্পদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্গুনমাসে এই পুষ্পোৎসব বিহিত হইয়া আসিতেছে \*।

বাসন্তীদেবীর (Goddess of the Spring Saturnalia) এই ফাল্গুন মহোৎসব, গ্রীকদিগের ডাইওনিসেরাসের ফাগো-সিয়া উৎসব, মিসরের ফাল্লিকা (Phalles) এবং হিন্দুস্থানের ফলগুৎসব বা হেলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসন্তোৎসবের পর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে পর্বে এবং চড়ক সংক্রান্তিতে শিবকে বিষ্ণুকল, নারিকেল প্রভৃতি ফলদানের বিধি আছে। [মদনমহোৎসব ও বসন্তোৎসব দেখ।]

আর্য্যজ্ঞাতির ও ভারতীয় আৰ্য্যসমাজের প্রথমারক লিঙ্গ-পূজার চিরন্তন পদ্ধতি, উৎপত্তি ও বিস্তারের সম্যক ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত হইয়া মিশরবাসীর জ্ঞান ক্রমশঃ কিংবদন্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। পরবর্ত্তিকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিঙ্গার্চন বিধি বৃত্তভাবে ও তৎসাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সেই আদিম উপাসনাপদ্ধতির কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কোলিক আচারাদি যে উহাতে গৃহীত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। রাজা কাশিশ্ পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া পুরোহিতদিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এলিস্ ধ্বংস করেন।

\* "I have derived Phallus from Phalissa the Chief fruit. The Greek, who either borrowed it from the Egyptians or had it from the same source, typified the fructifier by a Pine apple the form of which resembles Sitaphala. \* \*. In like manner Gouri the Rajpoot Ceres is typified under the coco-nut or sriphal, the Chief of fruit or fruit sacred to Sri or Isa (Isis), whose other elegant emblem of abundance the Camacumpa is drawn with branches of palmyra, or coco-tree gracefully pendent from the vase (cumbha).

The sriphala is accordingly presented to all the votaries of Iswara and Isa on the conclusion of the spring festival of Phalgun, the Phagasia of the Greeks, the Phenomenon of the Egyptians and the Saturnalia of antiquity, a rejoicing at the renovation of the powers of nature, the empire of heat over cold—of light our darknesses." Tod's Rajasthan, Vol. I, p. 603.

সেৱণ কর্ত্তোয়চাৰ অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাসনা উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তিকালে গ্রীক ও রোমকজাতি নীলনদের অববাহিকা প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমণ্ডলী রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা ভক্তিচিন্তিত সেই সেই দেবতার মন্দির সংকীর করিয়া তাহা স্থাপত্যশিল্পে পরিশোভিত করেন \*।

খৃষ্টানধর্ম্মের অভ্যাসে এবং প্রভাববিস্তারে ক্রমশঃ পাস্চাত্য জনপদবাসিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে অভিযাস করিল। নীলনদের বেষ্টন্য, যোমের দেবলোক এবং আবেল নগরীয় দেবসমাজ কিছুতেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের গৌরব অতিক্রম করিতে পারিল না। পারিপাট্যহীন ও আড়ম্বরশূন্য উপাসনার লিপ্ত হইয়া ভক্তদেববাসিগণ পৌত্তলিক উপাসনার হত্যার করিল। দেবতা ও মন্দিরাদি অনাদরে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োক্লিাস কর্ত্তক আলেক্সান্দ্রিয়ার সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেক্সিকের ওসিরিস্ মন্দিরও লিঙ্গভ্রষ্ট হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের আদিকারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও যোনিই জীবোৎপত্তির অবাস্তব কারণ জানিয়া জগদ্বাসী জাতি-মাত্রই পরমপিতা মহান ঈশ্বরের সেই মুখ্য শক্তির উপাসনা করিতে থাকে। প্রাচীন আৰ্য্যসমাজে সমাদৃত ও পূজিত সেই মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি আৰ্য্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় ও রোমীয় লিঙ্গমূর্ত্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিব্রুগণ যে "বাল্" দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙ্গমূর্ত্তি Ohion বা শিউন নামেই উক্ত হইয়াছে\*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্ত্তিকে শিব, শিউ, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টধর্ম্মের বহুপূর্বে জঘু ও শাকবীপের আৰ্য্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি অব-

\* "Isis and Osiris, Serapis and Canopus, Apis and Ibis adopted by the Romans, whose temples and images yet preserved, will allow full scope to the Hindu antiquary for analysis of both systems. The temple of Serapis at Pannouli is quite Hindu in its ground plan." Tod's Rajasthan vol I. 606 n.

\* Ezekiel xvi. 17. Amos. v. 25-27. পাঠ জানা যায় যে, ১০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও বর্তমান শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে লিঙ্গোপাসনা ও কপাড়ে ভিক্ষাকার্য্য প্রচলিত ছিল।



পত ছিলেন, সেই সময়ে হিংস্রগণও বালু মেঘের লিঙ্গরূপ উপাসনা করিতেন; কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাসনা ভারতে অথবা হুদুর পশ্চিম যুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা, যখন হিংস্রাতি অথবা গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে লিঙ্গোপাসনার প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যখন রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান হয় নাই, যখন যীশু-খৃষ্ট আদৌ জন্মগ্রহণ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আৰ্য্য সভ্যতাপ্রভাব-পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্ভাণের শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের যন্ত্রে সমগ্র জম্বুদ্বীপে এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া খণ্ডের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। ললিতবিভূর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পূর্বে হইতেই শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের নিকট বৌদ্ধেরা মূর্তিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে। [ শিব দেখে। ]

আমেরিকা মহাদেশের পেরুভিয়া নামক স্থানে ‘রাম-সীতোরাম’ মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সূর্য্যবংশোদ্ভবতার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐ স্থলের মধ্যবর্তী কতকগুলি জাতির ভাষায় কেশবের নাম শিবু। আসিয়ার অন্তর্গত ত্রিভুজিয়া নামক জনপদবাসীরা সেবা বা সেবাজিয়াস নামক দেবতার উপাসনা করে। ঐ দেবোপাসকগণ দীর্ঘকালে সর্পঘটিত একটী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মিশরবাসীর বাকাস (ব্যাক্সেস?) ভিন্ন অপর একটা দেবতার নাম সেব, সেব্বা বা সেবক দেখা যায়; এই নামসাদৃশ্য এবং সর্পগত প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করিলে, আমাদের ব্যালমালবিভূষিত ও ব্যাভাষরপরিহিত শিবের কথাই মনে পড়ে।\*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাসনাপদ্ধতি প্রাচীন তাতাররাজ্য (শাকবীপ?) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; কিন্তু সোভাগ্যের বিষয়, তাঁহারা শিবপূজা সম্বন্ধে ঐরূপ কোন একটা অজুত মীমাংসার উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টজন্মাব্দের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনাপদ্ধতি নিম্নসৈকত হইতে রাজপুতনার মধ্য দিয়া আর্য্যাবর্ত্তভূমে বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওড়ার-

ধরের মহোৎসব সাধিত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও হিন্দুভাজগণের অধিকারে ঐ স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। তখনকার বিলুপ্ত নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ।

আমাদের দেশে এক খণ্ড লম্বমান গোলাকার বা কোণাকার প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। উহার নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্থল ও আসন নামে অভিহিত; বস্তুতঃ এই আসন রাধিবার আবশ্যক নাই। স্তম্ভের মধ্যস্থলে কোষার আকার যোনিপট বা গোৱীপট স্থাপিত। উহা স্থল-বিশেষে শ্রেণালিকা বলিয়া গৃহীত। এই গোৱীপটই পার্শ্বতীর যোনি বা মূলপ্রকৃতির ত্রী-চিহ্ন এবং উহা ভেদ করিয়া তদুপরিহ উচ্চায়ত শলাকা বা দণ্ডমূল পুরুদের লিঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। একযোগে এতদুভয়ই, অথবা যোনিপটের উপরিহ পুংচিহ্নই শিবলিঙ্গ নামে কথিত; এই কারণে প্রধান প্রধান শৈবপীঠে আসন না রাধিয়াই যোনিপটের উপর লিঙ্গ স্থাপিত দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় অন্যান্য আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বদরিকাশ্রম ও পশুপতি-নাথ হইতে হুদুর দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার উভয় কূলে বিশেষতঃ বারাণসীক্ষেত্রে ও বাল্মার মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গমূর্তিস্থাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বারাণসীর বিবেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাল্মার অন্তর্গত বৈতানাথ এবং কালনা নগরে বর্ত্তমানরাজের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টী মন্দির শৈবকীর্তির নিদর্শন। এতদ্বিন্ন কাঞ্চীপুর, জম্বু-কেশ্বর, তিরুমলর, চিদম্বরম ও কালহস্তী প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শৈব কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণ (৫৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন যে, ‘আমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সৌরাষ্ট্রে—সোমনাথ, কঙ্কাতীরস্থ ত্রীশৈলে—মল্লিকাৰ্জুন, উজ্জয়িনীনগরে—মহাকাল, ওড়ার, ও অম-রেশ্বর, চিত্তাভূমে—বৈতানাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে—রামেশ্বর, বারা-ণসীক্ষেত্রে—বিবেশ্বর, গোমতীতীরে—ত্র্যম্বক, হিমালয় পৃষ্ঠে—কেদারনাথ, হারুতবনে—নাগেশ, শিবালয়ে—দুশ্পেশ, ডাকিনীতে—ভীমশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে আমি বিভ্রমান আছি।’

১০২৪ খৃষ্টাব্দে বা ৪১৫ হিজিরায় জুলতান মাল্জুদ গজনীতে আনিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধ্বংস করেন। ১১৫২ শকে জুলতান আলতামাশ উজ্জয়িনীর মহাকাল মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। হিমালয়স্থ কেদারতীর্থে অভাগি হিন্দুতীর্থবাত্রী গমন করে। দক্ষিণে রাজমহেশ্বরের অন্তর্গত ত্র্যম্বকরাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্তি

\* a Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia, by Hyde Clarke. p. 10-11.

বিভ্রম্যান, উহা পুরাণোক্ত ডাকিনীহিত ভীমশঙ্কর বলিয়া উক্ত।  
নরহত্যাচারে ওকারমাফাতা নামক স্থানে ওকার শিব বিভ্রম্যান।  
কাসীতে বিশেষর, বৈষ্ণবাথে ও সেতুবন্ধে রামেশ্বর অষ্টাপি পূজিত  
হইরাছেন। ত্র্যম্বক, যুগ্মেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথার কিরণে  
অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপূজা ও শৈবোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বহুপূর্বে হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে শৈবসম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্যাবস্থাটীরাছিল। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে স্কদুর পূর্বে আনাম ও কৰোজ শৈবপ্রত্যাব বিকৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা কুম্ভোপাসক শৈব-সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাচুর্য্যাবস্থা হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধাভ্য স্থাপনকরেন শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৌদ্ধশাস্ত্রবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটি অসিদ্ধ ঘটনা।

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিঞ্জি বা ত্রিমুণ্ডি, ইলোরার  
 গুহা ও অজন্তা স্থানে চৌমুড়ি বা চতুর্মুখ, মথুরাসমিহিত স্থানে  
 পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উদয়হিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গনাথ  
 মূর্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শিবলিঙ্গের নিদর্শন।

একলিঙ্গ মূর্তি একখণ্ড নলাকার অথবা কোণাকার প্রস্তর-  
গঠিত। ঐরূপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পার্শ্বে এবং উচ্চমিকে  
চারিটা বা পাঁচটা মুখ খোদিত করিয়া চতুর্মুখ বা পঞ্চমুখ  
শিবমূর্তি কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন অগণিত মূর্তিবিধিষ্ট  
আরও কএকপ্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে  
শেবলিঙ্গ, কোটাখর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটা সুবৃহৎ প্রস্তর-  
স্তম্ভে সহস্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদিত করিয়া  
উক্ত মূর্তির গঠিত হইয়াছে। সিদ্ধনদের পূর্বভাগে ঐরূপ একটা  
কোটাখর লিঙ্গের সুপ্রাচীন মন্দির এবং সোরাষ্ট্রজনপদে শেব-  
লিঙ্গের কএকটা মূর্তি ও মন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রীস ও মিশর-  
রাজ্যে ব্যাকাস্ (Bacchus) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিঙ্গমূর্তি  
আছে, তাহার সহিত কোটাখরের বর্ণাবধি সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।  
ব্যাকাস্কে ব্যাঞ্জন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর  
ব্যাঞ্জন শিবমূর্তির অল্পকয়েক ব্যাকাসের লিঙ্গমূর্তি স্থাপনার করনা  
করা বাইতে পারে। কেহোহু উক্তর মূর্তিই সর্বভোক্তাভাবে এক এবং  
ব্যাঞ্জনধারী। প্রাচীন ঢোলপুঙ্জে (বর্তমান বারোদী নামক  
স্থানে) বোনিজকে ভ্রাম্যমাণ একটা লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত আছে।  
ঐ মূর্তি বাটেবর মহাদেব নামে খ্যাত। বহু তীর্থযাত্রী কোম্বল  
পরম্ব হইয়া বিজয় অরণ্যমধ্যস্থিত এই বাটেবরতীর্থ লিঙ্গমূর্তি  
সম্বর্ধনে আসিয়া থাকেন।

পূর্বকালে লিঙ্গোপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এখান হইতে প্রায় ১৮ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্ তথাকার একটা শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্ ও তাঁহার ভাৰ্য্যা আইসীস দেবীর সহিত শিব ও শক্তির অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তত্রোক্ত শক্তিবদ্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, আইসীস্ দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটা ত্রিকোণবদ্র ছিল। শিব যেমন সংহারকর্তা, ওসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্মরূপী বুধ যেমন পুঞ্জনীর, ওসীরিস্ দেবের এগিস্ নামক বুধও সেইরূপ তাঁহার অংশস্বরূপ বলিয়া পূজিত।

পাশ্চাত্য ভগতে প্রচলিত একটি উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ব্যাকাস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটীর নাম এপিস্। শিব ও ওসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ওসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটি ত্রিকলকযুক্ত দণ্ড বিলম্বিত দেখা যায়। মিশর দেশের ওসীরিস্ দেবের অনেক পাষণময় প্রতিমূর্ত্তির সহিত ব্যাভ্রচর্মপরিহিত শিবমূর্ত্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। মিঃ উইলকিন্স রূত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাসে ওসীরিস্ দেবের চর্মপরিধৃত প্রতিরূপ বিস্তারিত আছে। শিবপ্রিয় বিষ্ণুরূপের ঝার তাঁহার একটি প্রিয় বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষের পত্র বিষ্ণুপ্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ,—মেফিস্ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্ দেবের সর্বপ্রষ্ঠ মাহাআক্ষেত্র। হৃদ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিব্যেক করা হইয়া থাকে, ফিলবীপে ওসীরিস্ দেবের পীঠস্থানেও সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র হৃদ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত ওসীরিস্ দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব ষ্বেতবর্ণ, ওসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্ত্তিবেশেও কৃষ্ণবর্ণ\*। এ ছাড়া ভারতের নানা তীর্থে কষ্টিপ্রস্তরনির্মিত যোয় ও উজ্জল কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিস্তারিত দেখা যায়।

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজার ভায় মিশরদেশেও ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পূজাবিভার প্রসঙ্গে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, টাইফন্স নামক দেবতা যন্ত্রণাপূর্বক ওসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অন্তস্ত সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাৰ্য্যা আইসীস বেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে

\* "बहाकांगः कवेदेहावधिने भूतवर्षकम् ।

বিত্তঃ স্বত্বটাকো দাতব্যদানমুখ্যং বিত্তম্ ।<sup>১</sup> (ভগবদ্গীতা)

প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতি-  
মূর্ত্তি নির্মাণপূর্ব্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন।†

মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ একটা লিঙ্গ-  
মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় বোনিলিঙ্গের  
প্রতিরূপ। তারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের  
কৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর দেশীয়  
ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজার বিষয়েও  
অবিকল্পসেইরূপ ধীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বসঙ্কিৎসু বাস্ কেনেডি এ দেশীয় লিঙ্গ উপাসনার  
সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গপূজার হুইটা শিবের পার্থক্যনির্দেশ  
করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের জায় তারতবর্ষে লিঙ্গ-  
মূর্ত্তির গ্রামযাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটা  
নিভান্ত অমূলক। বাব্বালা দেশে চৈত্রাৎসবের সময়ে সন্ন্যাসীরা  
সমারোহপূর্ব্বক অশাশ্বত হইতে শিবলিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন  
করে, পরে স্তম্ভকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায়  
এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চনাদি করিয়া থাকে।  
বহমিন হইতে উড়িয়ার ভূবনেশ্বরকক্ষে চৈত্রমাসে লিঙ্গরাজের  
রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। চৈত্রমাসে নববীপে শিবের  
বিবাহ নামে একটা মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব  
বান্ধভাণ্ডারি সহকারে মহাসমারোহপূর্ব্বক ভগবতীর বাটাতে  
যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয়  
মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে  
অনেক লোক নববীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব  
আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপূজার জায় শিবলিঙ্গের  
অর্চনার মতপানাদি প্রচলিত নাই। প্রেকাশ্রুত্রেপে এরূপ  
ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ  
ভাবে কুলাচারের অহুষ্ঠান সহকারে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া

থাকেন। বোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক হুপ্টই প্রমাণও  
বিদ্যমান আছে।\*

গ্রীকদেশেও এক সময়ে লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল।  
তথাকার নগরসাক্ষির আর প্রত্যেক পথেই বহুমন্দির ও শিব-  
লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত লিঙ্গমূর্ত্তির মধ্যে কএকটা  
প্রধান ও প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উদ্দেশে সময় সময় নানা অহুষ্ঠানের  
সহিত এক একটা উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্ দেবের  
কোলিকোরিয়া নামক মহোৎসবে তথাকার লোকেরা মেঘচর্চ  
পরিধান ও সর্কাজে মসীলেপন এবং একটা সুদীর্ঘ কাঠদণ্ডে  
চন্দ্রলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে নাচিয়া বেড়াইত। ব্যাকাসের  
পূত্র প্রোপোলের উৎসব কুৎসিত ও বীভৎসব্যাপার। তাঁহার  
প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল জীলোক ছাত্রাই সম্পাদিত  
হইত। ঐ রমণীমণ্ডলী তাঁহার অর্চনাকালে গর্দভ বলি দিত  
এবং মন্ডাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া নৃত্য গীত ও বাজসহ  
তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

ব্যাকাস্ ও প্রোপোলের পূজা এবং মহোৎসব প্রসঙ্গে  
তদদেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অহুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিলে  
বেশ প্রতীতমান হয় যে, অধুনা যুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্বে  
তদ্রাজ্য বীরাচারের অল্পরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাদের  
দেশে চড়ক-পূজার সময় ধুলিজীড়া ও বাণকোঁড়ার সময়  
সন্ন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকেরা নীলোৎসবের  
দিন গায়ে ধূলি, কদম, মসী, চূর্ণ প্রভৃতি সর্কাজে লেপন করিয়া  
গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎসিৎ ব্যবহার করিতে করিতে  
গমন করে। এতদ্রুত দেশবাসীর এই আচার এতই লজ্জাকর,  
যে তাহা কোনক্রমেই তদ্রকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে।

আথেনিসার লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে,  
গ্রীকবাসিগণ ব্যাকাস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ  
একটা স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া বাইত। আলেক-  
সান্দ্রিয়ারাজ টলেমি এই উৎসবের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন।  
(Athenaeus. lib. v.)

\* “বাণলিঙ্গ সমাধায়া বোগিনাং বোগসাধনে।

কৌলিকানাং কুলাচারে পশুনাং শক্রসিগ্রহে।”

বাণলিঙ্গতোষেও এই বিষয়ের প্রমাণ আছে—

“পরিস্রাব্য বোগিনাং কৌলিকানাং শ্রিয়ার চ।

কুলাঙ্গনাং তত্কাং কুলাচাররতায় চ।

কুলতকার বোগাং কন্দ্য নারায়ণায় চ।

বহুগাংএমভার বোগেশার নমোহমঃ।”

(শব্দকল্পদ্রুম পুত বোগসারবচন)

+ G. A. St. John's Hist. of the Manners and Customs  
of ancient Greece, Vol I. p. 411.

+ এই ঘটনা হইতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যক্ষের বড়বর, বিনা দিমস্ত্রে সতীর  
পিজালরে পদম এবং শিবের সিদ্ধাস্রবণে সতীর দেহভাগ, সকলই মনে পড়ে।  
পরে শিববহুস্ক্রিত সেই সতীদেহে বিষ্ণুকর্ষক স্বর্ণবর্ন চক্র সাহায্যে ১৩ খণ্ডে  
বিভক্ত হয়। সেই সতী-অঙ্গ হইতে ১১ পীঠের উৎপত্তি। এখনও কামরূপে  
বোনিস্ট্রি বিদ্যমান। ঐ সকল সতীপীঠের পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে।  
জানিনা ওসীরিসের অঙ্গভঙালি বতর পীঠরূপে পূজিত হইয়াছিল কি না ?  
এই পাক্কাটা উপাখ্যানে সতী পতিকে লঙ্কার বিপর্যায় সাধিত হইয়াছে।  
দধন-ভ্রমের সময় রতি কামদেবের ভ্রম প্রবর্ত্ত করিয়াছিলেন বটে; সত্বতঃ  
শিব-প্রসঙ্গাধীনে এই হুইটা উপাখ্যানের সহন্যে বিশরীর উক্ত কিংবদন্তী  
বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।

\* † Vans Kennedy's Researches into the nature and  
affinity of Ancient and Hindoo Mythology, p. 305.

প্রাচীন কিনীয়া রাজ্যেও (কানানরাজ্য) অতি জন্ত-ভাবে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সিরিয়ার একটা স্রবহৎ মন্দিরে ৩০০ ফাদম (?) উচ্চ লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩০০ হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিত। বাবিলন হইতে যে সকল পিতৃলনির্মিত পুরাতন লিঙ্গমূর্তি আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিঙ্গের অনুরূপ\*। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএনসিং কান্দাখামে আসিয়া ১০০ ফিট উচ্চ ভাস্কর্য শিবলিঙ্গ এবং নূনাদিক ৬৬ হস্ত দীর্ঘ একটা পিতৃলময় শিবমূর্তি ও ২০টা স্তম্ভের মন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। [কান্দা দেখ।] কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পূর্বকালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, এখনও ইতালীর রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ে তাহার অঙ্গবিশেষ বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম খৃষ্টানগণ লিঙ্গাকৃতিমূলক পুরোঁকিত 'তও' নামক বস্তু গলে ধারণ করিতেন। পূর্বতন খৃষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির বা স্তম্ভে ঐ তওমূর্তি অঙ্কিত আছে। ঐ তও-লিঙ্গ পরে জৈন-চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায় না। ভারতীয় হিন্দুদিগের এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া মুর সাহেব লিখিয়াছেন,—

"This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingaic, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rite"—*Moor's Oriental Fragments*, p. 147.

ভারতে শিবলিঙ্গপূজার চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আছে। শিবলিঙ্গের মধ্যে পার্শ্ব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন, স্বর্ণ, রক্ত, তাম্র, ফাঁটক ও পারদাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গমহিমা—জগতে যে সকল পুণ্য কার্য আছে, তাহার মধ্যে শিবপূজা প্রধান, অম্বমেধ ও বাজপেয়াদি বজ্র অপেক্ষা শিবপূজার অধিক ফল হইয়া থাকে। যথা—

"অম্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।

মহেশার্চনপুণ্যন্ত কলাং নার্কন্তি যোদ্ধীম্ ॥" (মৎস্ক ১৬পং)

শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই জগতে জীব নানা বোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"অগ্নিহোত্রান্নিবেদ্যন্ত যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।

শিবলিঙ্গার্চনস্ততে কোটিংশেনাপি তে সমাঃ ॥

হিমা ভিষা চ ভূতানি হিমা সর্কমিদং জগৎ।

যজ্ঞেদেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥

অনেকজন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ জন্মহু।

কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চনং নরঃ ॥" (হনুপুরণ)

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপূজনে চতুর্কর্ণ ফল এবং অষ্টৈশ্বর্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই সেই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

"শিবস্ত পূজনাদেবি চতুর্কর্ণাধিপো ভবেৎ।

অষ্টৈশ্বর্যযুক্তো মর্ত্যঃ শম্বুনাথস্ত পূজনাৎ ॥

স্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শব্দং প্রপূজয়েৎ।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাস্ত সদা।

তেষাং পূজা ভবেদেবি শম্বুনাথস্ত পূজনাৎ ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

হনুপুরণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চন ব্যতীত যাহার কাল অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। একদিকে সকল প্রকার দান, বিবিধ বাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপূজা এই উভয়ই তুল্য। লিঙ্গাদান ব্যতীত বাগ যজ্ঞাদি বিফল হইয়া থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাপনাশক, শিবলিঙ্গাদানবলে অন্তকালে শিবসাক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে।

"বিনা লিঙ্গার্চনং যন্ত কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ।

মহাহানির্ভবেত্ত দূর্গতস্ত দুরাশ্বনঃ ॥

একতঃ সর্কদানানি ত্রতানি বিবিধানি চ।

তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গাদানমেকতঃ ॥

ন লিঙ্গাদানাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ষপি।

বিভতে সর্কশাস্ত্রাণ্যেব এষ স্থানিষ্ঠিতঃ ॥

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং বিবিধাণমিবায়নম্।

পূজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাক্ষ্যমাপ্নোত ॥

সর্কমন্তং পরিভ্রাজ্য ক্রিরাজালমশেষতঃ।

ভক্ত্যা পরময়া বিধানং লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ ॥" (হনুপু)

লিঙ্গার্চনতন্ত্র মতে, লিঙ্গপূজা ব্যতীত অন্ত পূজাদি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, এই অস্ত্র যে কোন পূজাদি করিতে হইবে, তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়।

“সর্বপূজায় দেবশি লিঙ্গপূজা পরম পদম্।

লিঙ্গপূজাং বেনা দেবি অন্তপূজাং করোতি যঃ।

বিফলা তন্ত পূজা স্তাদন্তে নরকমায়ুয়াৎ।

তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ।”

(লিঙ্গার্চনতন্ত্র ১ পং)

যে রাজ্যে শিবপূজা হয় না, সে রাজ্যে পতিত বলিয়া হির করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই।

মৎস্তসূক্ত, স্বল্পপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল ধর্মশাস্ত্রেই শিবলিঙ্গ পূজার অবশ্য-কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই অস্ত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই শিবলিঙ্গ পূজা অবশ্যকর্তব্য। শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব সন্ধ্যা বন্দনাদির ছায় শিবপূজা নিত্যকর্ম। স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতির মধ্যে আক্ষিকতত্ত্বে পার্শ্বি শিবলিঙ্গপূজারঃ অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া পূজার মন্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উক্ত করিলাম না।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই পার্শ্বি শিবলিঙ্গপূজার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনাদি লিঙ্গ বা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাষণময়।

যে সকল জবা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা হইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“কন্তুরিকায় দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনশ্চ ৮।

কুঙ্কুমশ্চ ত্রয়শ্চৈব শশিনা ৮ চতুঃসমম্ ॥

এতৈঃ গন্ধলিঙ্গস্ত কৃত্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ।

শিবসায়ুজ্যামোতি বহুভিঃ সহিতো নরঃ ॥” (গরুড়পুরাণ)

গন্ধলিঙ্গ—দুই ভাগ কন্তুরিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন ভাগ কুঙ্কুম ইহা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্বক পূজা করিলে শিবসায়ুজ্য লাভ হয়।

পুষ্পময় লিঙ্গ—নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে তাহাকে পুষ্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি-বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অস্ত্রে গর্বাধিপতি হইয়া থাকে।

গোময়লিঙ্গ—(গোবরের শিব) ঋদ্ধ কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে, এই লিঙ্গপূজনে ঐশ্বর্য লাভ হয়। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাহার অস্ত্র গোবরের শিবপূজা করায় হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

গোবরের শিবপূজার একটু বিশেষ এই যে, মৃত্তিকাপ্রতিষ্ঠিত গোবরের দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিতে নাই।

রজোময় লিঙ্গ—রজঃ দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিলে বিজ্ঞানরত্ন এবং তৎপরে শিবসায়ুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

যবগোধূমশালিজ—যব, গোধূম ও শালিজ ততুলের লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে।

সিতাখণ্ডময় লিঙ্গ—সিতাখণ্ডে লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়।

লবণজলিজ—হরিতাল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গ নির্মাণপূর্বক পূজা করিলে উত্তম বশীকরণ হয়।

লবণজলিজ সৌভাগ্যপ্রদ, পার্শ্ববলিজ সকল কামনাসিদ্ধি, তিলপিষ্টোথ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধি, তুৰোথ লিঙ্গ মারণশীল, ভস্মময় লিঙ্গ সর্বফলপ্রদ, শুভোথ লিঙ্গ শ্রীতিবর্দ্ধন, গন্ধময়লিজ গুণদায়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সুখপ্রদ, বাশাকুরনির্মিত লিঙ্গ বংশকর, গোময়লিজ সর্বরোগপ্রদ ও কেশাঙ্গিসম্ভব লিঙ্গ সর্বশত্রুনাশক। এ ছাড়া ক্রমোদ্ভূত লিঙ্গ দারিদ্র্যপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিজ্ঞাপ্রদ, দধি-হৃদোদ্ভব লিঙ্গ কীর্তি, লক্ষ্মী ও সুখপ্রদ, ধাতুজ লিঙ্গ ধাতুপ্রদ, ফলোথ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবলীতজাত লিঙ্গ কীর্তি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক, দুর্কাকোজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, কর্পূরজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ। ক্ষোভণ ও মারণ কার্যে পিষ্টময় লিঙ্গ প্রশস্ত।

অয়রাস্তমগিজ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌক্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, স্বর্ণনির্মিত লিঙ্গ মহামুক্তিপ্রদ, রাজতলিজ ভূতিবর্দ্ধক, পিত্তল ও কাংস্তজ লিঙ্গ সামান্য মুক্তিপ্রদ; অণু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ শত্রুনাশক; মিশ্র অষ্টধাতুনির্মিত লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিপ্রদ, অষ্টলোহ-জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈদ্যুতমগিজাত লিঙ্গ শত্রুদর্পনাশক, ফাটিকলিজ সর্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও অব্যাদি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে ঐ সকল ফল লাভ হইয়া থাকে\*।

\* “কাংথং পুষ্পময়ং লিঙ্গং হরপঞ্চসমবিশৃতম্।

নবযন্তাং দ্বয়াং তুত্বাং গণেশোহধিপতিগতির্ভবেৎ ॥

রজোতিনির্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।

বিদ্যাধরণদ্যং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥

ঐকান্দো গোশকুর্ভিঙ্গং কুত্বা তত্বাং অণুপূজয়েৎ ॥

বজ্রেন কাপিসেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥

কাংথং বটীকমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্।

ঐকামঃ পুষ্টিকাস্তং পুত্রকামস্তদর্ভবেৎ ॥

সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কাংথানারোগাবর্দ্ধনম্।

পূর্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকালে তাম্রাধিনির্ধিত লিঙ্গপূজা করিতে নাই। যথা—

“তাম্রলিঙ্গং কলৌ নার্হেৎ রৈতাত্ত সীসকত্ চ।

রক্তচন্দনলিঙ্গঞ্চ শঙ্খকাংস্যায়নং তথা।

তুটীকামস্ত সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্।

কীর্তিকায়া যজ্ঞেরিত্যং লিঙ্গং কাংস্তসমুত্তমম্।

শক্রমারণকামস্ত লিঙ্গং লৌহময়ং সনা।

সদা সীসময়ং লিঙ্গমাদ্যুকাংমোহর্করয়রঃ।” (মৎস্তসংহতঃ)

তাম্রনির্ধিত লিঙ্গ, রৈতাত্ত, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংস্ত, লৌহ এবং সীসকনির্ধিত লিঙ্গ কলিকালে পূজা করিতে নাই।

পায়র দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে মহা ঐশ্বর্য লাভ হয়।

যন্তে লবণজং লিঙ্গং তালদ্রিকটুকাধিতম্।  
গব্যদ্রুতময়ং লিঙ্গং সংপূজা যুজিবর্জিতম্।  
লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্বকামদম্।  
কামদং তিলপিষ্টৈঃ বা তুংখাং রসায়নং ততম্।  
ভস্মাং বা জগ্নং তুরি শক্ৰোবাং হৃৎপ্রদম্।  
বাশাশুরোবাং বাশকজং গোময়ং সকারোদম্।  
কেশাধিসম্ভবং লিঙ্গং সর্বপত্রবিদ্যাদমম্।  
কোষ্ঠেণ দ্বারং পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্।  
দারিদ্র্যং ক্রমোদ্ধৃতং পিষ্টং সারবতপ্রদম্।  
দধিরুদ্ধোদ্ধবং লিঙ্গং কীর্তিলক্ষ্মীহৃৎপ্রদম্।  
ধাতুজং ধাতুজং লিঙ্গং কংপাং কলং ভবেৎ।  
পুষ্পোবাং দিঘাভোগ্যায়ুঃ সৌভাগ্যং দাতীকলোদ্ধবম্।  
নবনৌতোদ্ধবং লিঙ্গং কীর্তিনৌভোগ্যায়ুদমম্।  
দূর্বাশাসমুদ্রুতমপমুদ্রানিধারনম্।  
কপূরসম্ভবং লিঙ্গং চলং বৈ ভূক্তিমুখিদম্।  
জয়রাজং চতুর্ধা তু জেয়ঃ সামান্তসিদ্ধিম্।  
যহাশুজিপ্রদং রৈমং রাজতং ভূতিবর্জিতম্।  
জয়কটং তথা কাংস্তং শূন্য সামান্তভূতিবর্জিতম্।  
ত্রপুসীশারদং লিঙ্গং শত্রুণাং নানেন হিতম্।  
কীর্তিকাং কাংস্তজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিবর্জিতম্।  
পৈত্তজং ভূক্তিমুখ্যং মিজজং সর্বসিদ্ধিমম্।  
পিত্তবাং সূত্রং লিঙ্গং পূজাঃ রক্তসম্ভবম্।  
হৈমজং সন্ধ্যলোকত্র প্রাপ্তয়ে পূজয়েৎ পূবম্।  
ঐশ্বর্যং যজ্ঞজং লিঙ্গং শিলাজং সর্বসিদ্ধিমম্।  
ধাতুজং ধনং সাক্ষাৎকজং ভোগসিদ্ধিমম্।  
লিঙ্গং গোমোচনোবাং জগদামস্ত পূজয়েৎ।  
কান্তিকামস্ত সততং লিঙ্গং সুসুহৃৎপ্রদম্।  
যেতাঙ্গসমুদ্রুতং মহাবুজিবর্জিতম্।  
ধারবাশক্তিকং লিঙ্গং কৃতাঙ্গসমুদ্রুতম্।”

(মৎস্তসংহতঃ, মাতৃকাত্তমতঃ)

“পায়রঞ্চ মহাকৃত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।” (পদ্মপুরাণ)

লিঙ্গ নির্মাণপূর্বক তাহার সংস্কার করিয়া পূজা করিতে হয়। কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ধিত লিঙ্গ স্বর্ণপাত্রে তিন দিন হুৎ মথ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে ‘ত্র্যম্বকং যজামহে’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দান করাষ্টয়া কালরুদ্ধের পূজা করিবে, পরে বেদীতে বোদ্ধ উপচার দ্বারা পার্শ্বতীর পূজা বিধেয়। তৎপরে ঐ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়া গলাকলে তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে।

“সংস্কারঃ সাংপ্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যত্নবেৎ।

রৌপ্যঞ্চ স্বর্ণলিঙ্গঞ্চ স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ।

তস্মাহুস্তোত্রা তল্লিঙ্গং হুৎমধ্যে দিনত্রয়ম্।

ত্র্যম্বকেণ দ্বাপরিষ্ঠা কালরুদ্ধং প্রপূজয়েৎ।

বোদ্ধে নোপচারেণ বেত্তান্ত পার্শ্বতীরং যজ্ঞেৎ।

তস্মাহুস্তোত্রা তল্লিঙ্গং গলাতোরে দিনত্রয়ম্।

ততো বেনোক্তবিধিনা সংস্কারমচারেণ হৃদীঃ।”

(মাতৃকাত্তমতঃ ৭ পটল)

পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

“লিঙ্গপ্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।

পার্থিবে চ শিখাদৌ চ বিশেষো যত্র যো ভবেৎ।

মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহমথবা তোলকদ্বয়ম্।

এতদন্তঃ কুর্বীত কদাচিদপি পার্কতি।”

(মাতৃকাত্তমতঃ ৭ পটল)

পার্থিব লিঙ্গপূজনে মৃত্তিকাত্তমের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ নির্মাণ কালে ব্রাহ্মণ গুরুবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্য পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে। যে স্থলে ঐরূপ মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে দোষ হইবে না।

“চতুর্ধা পার্থিবং লিঙ্গং যুগ্মা ভেদেন পার্কতি।

গুরুং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণকং পরমেশ্বরী।

গুরুত্বে ব্রাহ্মণে শত্রুঃ ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষাতে।

পীতত্বে বৈশ্যজাতৌ ক্রান্তং কৃষ্ণে প্রকীর্তিতম্।”

(লিঙ্গার্কনতঃ ৩৭)

লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে লিঙ্গের বেঙ্গল বিস্তার ও পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিস্তার ও পরিমাণ করিতে হইবে।

লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদৰ্দ্ধ পরিমাণ বোনিপীঠ করিতে হইবে। লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাবাগাদি লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে ছল করিতে হইবে। রত্নাদি খাড়া-নির্মিত লিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছাক্রমে হইবে।

“লিঙ্গস্তথাস্থিতারঃ পরিণাহোহপি তাদৃশঃ।

লিঙ্গস্ত দ্বিগুণা বেদী বোনিপীঠসমিতা ॥

কুর্বাঁতাদৃষ্টতো হুং ন কদাচিদপি কচিৎ।

রত্নাদিশিবনির্মাণে মানমিচ্ছাবশত্বে ॥

শিলাদৌ চ মহেশানি স্থলঞ্চ কলদায়কম্।

অঙ্গুষ্ঠমানং দেবেশি যথা হোমাদ্রিমানকম্ ॥”

( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ও তন্ত্রান্তর )

লিঙ্গ স্থলক্ষণযুক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অশুভকর, এই জন্ত উহা পরিভাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্যহীন হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিমাণের হুং দীর্ঘ করা উচিত নহে। বোনিপীঠ এবং মন্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না। তাহাতে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্শ্বি লিঙ্গে স্বাঙ্গুষ্ঠ পর্ক প্রমাণ লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে।

“লিঙ্গং স্থলক্ষণং কুর্যাৎ তাজ্জেন্নিঙ্গমলক্ষণম্।

দৈর্ঘ্যহীনে ভবেদ্যাদিরধিকে শত্রুবর্ধনম্ ॥

মানহীনে বিনাশঃ স্তাদধিকে চ শিতুকরঃ।

বিত্তারে চাধিকে হীনে রাষ্ট্রনাশো ভবেদ্বৈশ্বম্ ॥

পীঠহীনে তু দারিদ্র্যঃ শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ।

ব্রহ্মহুংবিহীনে চ রাজ্যং রাষ্ট্রঞ্চ নশতি।

তন্ম্যাং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন লিঙ্গং কুর্যাৎ স্থলক্ষণম্ ॥”

( মাতৃকাভেদত° ৭ প° )

“স্বাঙ্গুষ্ঠপর্কমানন্ত কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।

মুদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥” ( ঘটকর্ষদীপিকা )

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। লিঙ্গের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরে প্রণবাত্ম মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজার সকল দেবতার পূজাই হইয়া থাকে।

“মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যো বিষ্ণুত্রিভুবনেশ্বরঃ।

রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাত্মাঃ সদাশিবঃ ॥

লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষ্যমহেশ্বরঃ।

তয়োঃ প্রপূজনান্নিত্যাং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ ॥” ( লিঙ্গপুরাণ )

পারদ-লিঙ্গপূজার বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পারদ লিঙ্গ নির্মাণ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বিয় বটবার সম্ভাবনা। এই জন্ত সেই সময় শাস্তি স্বত্বয়ন করা

আবশ্যক। পকার শব্দে বিষ্ণু, আকার অর্থে কালিকা, রকার শব্দে শিব, এবং বকার ব্রহ্মা, হুত্বর্য পারদ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়ক পারদ লিঙ্গ যিনি পূজা করেন, তিনি শিবত্বলা হইয়া থাকেন এবং ধন, জ্ঞান ও অগ্নিমাধি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহা হইলেও উত্তমরূপ ফল হইয়া থাকে।

“পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং।

রেকং শিবং বকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চাতথা ॥

পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়কম্।

যো যজ্ঞেং পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করোহব্যয়ঃ ॥

আজ্ঞায় মধ্যে যো দেবি একদা যদি পূজয়েৎ।

স এব ধন্তো দেবেশি স জ্ঞানী স চ তত্ত্ববিৎ ॥

পারদে শিবনির্মাণে নানা বিয়ং যতঃ প্রিয়ে।

‘অতএব মহেশানি শাস্তিস্বত্বয়নকরেন্ ॥”

এই যে সকল লিঙ্গের বিবরণ বলা হইল, এই সকল লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হয়, ইহা ভিন্ন নর্শদাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক। নর্শদা, দেবিকা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ-লিঙ্গ সকল আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পূজা করিয়া-ছিলেন। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্গনা অবস্থিত আছেন।

“বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।

উৎপত্তিঃ বাণলিঙ্গস্ত লক্ষণং শেযতঃ শৃণু ॥

নর্শদাদেবিকায়াক্ষ গঙ্গায়মুনরোক্তথা।

সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যম্মুখে ॥

ইন্দ্রাদি পুত্রিতান্ত্র্য তচ্চিহ্নে বিহিতানি চ।

সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্গার্থদায়কঃ।

ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্ত্রাহঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ ॥”

( বীরমিহোদয়ধৃত কালোত্তর )

বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে তাহার বেদিকা করিয়া তাহার উপর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। তাম্র, নটিক, স্বর্ণ, পাষাণ, রজত বা রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে।

“তাস্মী বা নটিকী স্বর্ণা পাষাণী রাজতী তথা।

বেদিকা চ প্রকর্তব্য তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ ॥”

( হোমপ্রিধৃত বচন )

নর্শদাদি পুণ্যনদী হইতে বাণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্বক পরীক্ষা করিয়া পরে সংস্থাপন করিবে। পরীক্ষার নিয়ম—প্রথমে তুলসীতে একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তুলসী সমান করিয়া দিয়া একবার ওজন করিবে। পরে আবার ঐ তুলসী দ্বারা ওজন করিলে যদি



ঐ তুলা অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পূজনীয়।  
ওজন ৩, ৫ বা ৭ বার করিতে হয়। যদি তুলায় প্রত্যেক  
বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক ওজনই থাকে, তাহা হইলে  
ঐ লিঙ্গ জলে কেলিরা দিতে হইবে। তুলা অপেক্ষা যদি  
লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ উদাসীনদিগের  
পক্ষে হিতকর।

“ইত্যেতদ্রক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাত্ত্বকাবিধৈঃ।

ত্রিঃসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে।

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেখং পাবাণসম্ভবম্॥”

(বীরমিত্রোদয়ঃ শ্লোকঃ)

‘তুলাকরণত্ব তুলেন, অপরতুলাদিবুততুলা বস্তুরূপাঃ স্যুতপা  
তল্লিঙ্গং গৃহিণীঃ পূজ্যমবধায়াং লিঙ্গেন্দ্রবিধিঃ তদোদাসীনপূজ্য  
তদিতি কিংবদন্তীতি হেমাদ্রিযুত লক্ষণাক্রান্তম্।’

“সপ্তরূতাত্ত্বলারঃ বৃদ্ধিমতি ন হীয়তে।

বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেখং নার্ষদমুচ্যতে ॥

ত্রিপঞ্চবারং যত্নেব তুলাসাম্যং ন জায়তে।

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেখং পাবাণসম্ভবম্॥”

(সুতসংহিতা)

বাণলিঙ্গ কি না এইরূপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া  
তাহার সংস্কারপূর্বক পূজা করিবে।

লিঙ্গপূজাবিধি। বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য  
পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতা পূজা করিয়া বাণলিঙ্গকে দান  
করাইতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপ-  
চারে পূজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পূজা  
যথার্থজি বোড়শাদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান—

ও প্রমত্তঃ শক্তিসংযুক্তঃ বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।

কামবাণাধিতঃ দেবঃ সংসারদহনকমম্।

পূজারাদিসোমাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্॥”

এই ধ্যানে পূজা ও জপাদি করিয়া তব পাঠ করিতে হয়।

বাণলিঙ্গপূজার আবাহন ও বিসর্জন নাই।

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,—আয়েরলিঙ্গ, যামুলিঙ্গ, নৈখতলিঙ্গ,  
বাকুলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেলিঙ্গ, মৌরুলিঙ্গ, বৈকুলিঙ্গ, বরকুলিঙ্গ,  
মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জগদ্লিঙ্গ, ত্রিপুরারি-  
লিঙ্গ, অর্জুনারীষ্য লিঙ্গ ও মহাকাল লিঙ্গ প্রভৃতি। ইহাদের  
প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই  
সেই লক্ষণ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ হিঙ্গ করিতে হয়। বাণলিঙ্গের শুভ-  
শুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

নিম্নালিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুত্রদারাদিকর, চিপিটা-  
কার অর্থাৎ চেপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্শ্বস্থিত হইলে

পুত্রদারাদি ধনকর, শিরোদেশ ক্ষুণ্ণিত হইলে ব্যাধি, লিঙ্গ ছিন্ন  
হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাকিলে ব্যাধি হয়,  
সুতরাং এই সকল দোষবৃত্ত বাণলিঙ্গ পূজা করিতে নাই। ইহা  
ভিন্ন তীক্ষ্ণগ্রা, বক্রশীর্ষ, এবং ত্র্যস্ত্র (ত্রিকোণ) লিঙ্গ পরিবর্জনীয়।  
ইহা ভিন্ন অতি মূল, অতিক্রম, স্বর ও ভূষণবৃত্ত লিঙ্গ গৃহী পূজা  
করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতকর।

“কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারকরো ভবেৎ।

চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভয়ো ভবেৎপ্রবম্॥

একপার্শ্বস্থিতে দেখুপুত্রদারধনকরঃ।

শিরসি ক্ষুণ্ণিতে বাণে ব্যাধির্ধরগমেব চ॥

ছিন্নলিঙ্গেহর্জিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ।

লিঙ্গে চ কর্ণিকা দৃষ্টা ব্যাধির্দান জায়তে পূমান্॥

তীক্ষ্ণগ্রাং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্ত্রলিঙ্গং বিবর্জয়েৎ।

অতিমূললক্ষ্যতিক্রমং স্বরং বা ভূষণাধিতম্॥

গৃহী বিবর্জয়েত্তাদৃক্ তন্নি মোক্ষার্থিনো হিতম্॥” বীরমিত্রোদয়

শুভলিঙ্গ—ঘনাভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ বিশেষ শুভ, এই লিঙ্গ  
পূজায় শুভ হইয়া থাকে। লঘু বা মূল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃহী  
কপাশি পূজা করিবে না। ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অপরীঠ  
বা মস্ত সংস্কার রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পূজা করিতে পারে।

“অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাক্ষিণঃ।

লঘু বা কপিলং মূলং গৃহী নৈবার্করং চ চিৎ ॥

পূজিতবাং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।

তৎসপীঠমপরীঠং বা মস্তসংস্কারবর্জিতম্॥” (বীরমিত্রোদয়ঃ)

বাণলিঙ্গের আকার পয়বীজের সদৃশ। এই বাণলিঙ্গ ভুক্তি  
ও মুক্তিপ্রদায়ক। পক্ষ জন্তু ফলের ভ্রায় ও কুটুটাও সমাকৃতি যে  
লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পূজায় বিশেষ  
প্রশস্ত। মধুবর্ণ, শুক্ল, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসভিষের  
আকৃতিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত। এই লিঙ্গ  
নর্শদাদি নবী জলে পর্কিত হইতে বরংই উত্তম হন। সুতরাং  
নবী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়া পূজা করিতে পারা  
যায়। পূর্বে বাণ তপজা করিয়া মহাদেবের নিকট বর লইয়াছিল  
যে, তিনি সর্বদা পর্কিতে লিঙ্গরূপে আবিস্কৃত থাকিবেন, এইজন্ত  
জগতী তলে ঐ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটী বাণলিঙ্গ  
পূজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফলপ্রাপ্ত হয়।

“পঞ্চজন্তু কলাকার কুটুটাওসমাকৃতি।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্॥

পক্ষজন্তুকলাকার কুটুটাওসমাকৃতিঃ।

প্রশস্তং নার্ষদং লিঙ্গং পক্ষজন্তুকলাকৃতিঃ।

মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥

হংসভিকৃতি পুনঃ স্থাপনার্থে প্রস্তুত ।  
 স্বয়ং সংপ্রবতে লিঙ্গঃ গিরিতো নরহাভটে ।  
 আবিরাসীং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ।  
 বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমভোহর্থী জগতীতলে ॥  
 অস্ত্রোবাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ কলাং ভবেৎ ।  
 'তৎ কলাং লভতে মর্ত্যো বাণলিঙ্গকপূজনাং ॥'

(হেমাদ্রিধৃত পুরাণবচন)

পার্শ্ব লিঙ্গপূজা—পার্শ্ব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হয়। 'ও হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া 'ও মহেশ্বরায় নমঃ' বলিয়া অজুষ্ঠ পরিমিত লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইবে। মৃত্তিকা সমান তিন ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গোব্রীপীঠ এবং শেষ ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তুত করিতে হয়। উপরের ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গোব্রীপীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী কহে। দুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করাই প্রস্তুত। নিত্যক্ৰমে অসমর্থ হইলে দুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে। এইরূপে নির্মাণ করিয়া একটা ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের মন্তকোপরি দিতে হইবে। ইহার নাম বজ্র। অপর লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া দিলে পূজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া 'ও হরায় নমঃ' ও 'ও মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র পড়িবে। পূজার সময় শিবলিঙ্গের পিণাক উত্তরদিকে করিয়া বিষ্ণুপত্রের উপর বসাইতে হয়। সামান্য পূজাবিধি অনুসারে আসনগুচ্ছ, জলগুচ্ছ, গণেশাদি প্রকৃতি দেবতা পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে। পূজার সময় ললাটে ভস্ম বা মৃত্তিকার ত্রিগুণ এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ বিধেয়।\*

পরে শিবের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান বথা—

"ও ধ্যারৈল্লিঙ্গং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্ৰচক্রাবতঃসং  
 রত্নাক্রমোচ্ছলান্বং পরশুমুগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্ ।  
 পদ্মালীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্গায়ত্রিকৃতিং বদানং  
 বিশ্বাভং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্ ॥"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পরে ধ্যান পাঠ করিয়া শিবের মন্তকে কুল দিতে হইবে। পরে 'ও পিণাক-ধ্বক্ ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ।' এইরূপে আবাহনাদি করিবে। আবাহনী প্রকৃতি পাচটা ব্রহ্ম দেখাইয়া আবাহনাদি করিতে হয়। পরে 'ও শূল-

পাণে ইহ স্ত্রপ্রতিষ্ঠিতো ভব' এইরূপে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'ও পশুপত্রে নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মন্তকোপরি জল দিয়া শিবের মন্তকের বস্ত্র কেলিয়া দিয়া তদুপরি চারিটা আতপ তড়ুল দিতে হয়। পরে পাডাঘি দশোপচার দ্বারা পূজা বিধেয়। 'ও এতৎ পাডং ও নমঃ শিবার নমঃ ।'

"ইদমর্থ্যং ও নমঃ শিবার নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পাড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুশর্ক, দ্বানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিষ্ণপত্র, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দিতে হইবে। শিবের অর্ঘ্যে কলা ও বিষ্ণপত্র দিতে হয়। পরে শিবের অষ্টমূর্তির পূজা করিতে হয়। পূর্বদিকে—এতে গন্ধপুষ্পে 'ও সর্কায় ক্রিতমূর্ত্তরে নমঃ' ঐশান-কোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ভবায় জলমূর্ত্তরে নমঃ' উত্তরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তরে নমঃ' বায়ুকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তরে নমঃ' পশ্চিমে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ভীমায় আকাশমূর্ত্তরে নমঃ' নৈঋতে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও পশুপত্রে বজ্র-মানমূর্ত্তরে নমঃ' দক্ষিণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবার সৌমমূর্ত্তরে নমঃ' অগ্নিকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ঐশানায় সূর্য্যমূর্ত্তরে নমঃ' এইরূপে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিয়া বথানন্তি জপ ও গুহ্যতিগুহ্য মন্ত্রে জপ ও বিসর্জন করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণকরের ব্রহ্মাস্ত্র ও তজ্জনী যোগ করিয়া তদ্বারা বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গাল বাত করিতে হয়। এই সময় মহিষঃ স্তব প্রকৃতি শিবের স্তবকবচ পাঠ করা আবশ্যিক। অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২।১টা শ্লোকও পাঠ করা বিধেয়। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে।

মন্ত্র—ও নমস্তাত্যং বিরূপাক্ষ মমস্তে দিব্যচক্ষুবে ।

নমঃ পিণাকহস্তায় হংসপাশাসিপাণয়ে ।

নমঃ স্নৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পত্রে নমঃ ॥

বাণেশ্বরায় নরকণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়লাগরায় ।

কপূরকুম্ভধবলেশুভ্রুজাধরায় দারিদ্ৰ্য্যহংসধনায় নমঃ শিবার ॥

নমঃ শিবার শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চান্দ্ৰানং স্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

নমস্তে স্বং মহাদেব শোকানাং শুক্লবীজম্ ।

পুংসামপূর্ণকামানাম্ কামপূর্য্যমরাগ্ণিম্ ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণহস্তে অর্ঘ্যজল গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে আত্মলম্পণ করিয়া শিবের মন্তকে একটু জল দিতে হইবে।

মন্ত্র বথা—'ইতঃ পূর্বকং প্রাণবৃত্তিহেদধর্মান্দিকারতো জাগ্রৎ-  
 স্বপ্নস্বপ্নপ্ৰাণবহাস্ত্র মনসা বাচা হস্তাত্মায়াং পত্ন্যাম্বুরেণ শিরা যৎ-  
 স্তবতঃ বৎকৃতং বহুস্তং তৎসর্কং শ্রীশিবার বাহা, মাং মদীয়ং সফলং  
 সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে ।'

\* "বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রং বিনা রত্নাক্ষমালায় ।

বিনা মাল্যপত্রং মার্কণ্ডেয়ং পার্শ্বিকং শিখম্ ॥"

এইরূপে আত্মসমর্পণপূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া ক্রমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

“ও আবাহনঃ ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

বিসর্জনঃ ন জানামি ক্রমঃ পরমেশ্বর ॥”

এইরূপে ক্রমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জন করিতে হয়। ঈশান-কোণে জলের দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহার-মুদ্রা দ্বারা একটি নির্মাল্য পুষ্প লইয়া আত্মাণ করত ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিন্তা করিতে হয় যে, পূজিত দেবতা আমার হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে ‘এতে গন্ধপুষ্পে ও চণ্ডেশ্বরায় নমঃ’ ও মহাদেব ক্রমঃ’ বলিয়া শিব লইয়া ঐ মণ্ডলের উপর কাত করিয়া দিতে হয়।

প্রস্তরময় শিবলিঙ্গপূজায়—আবাহন, বিসর্জন ও গঠনাদি নাই। পূজাপ্রণালী সমস্তই পূর্বরূপ, কেবল দ্ব্যনয়ের সময় ‘ও নমঃ শিবায় নমঃ’ মন্ত্রে দ্ব্যন করা হইতে হইবে। জলে শিবপূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জনাদি নাই। দ্ব্যন পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ‘হৌ বাণেশ্বরায় নমঃ’ এই মন্ত্রে উপচারাদি দিতে হয়। সকল পুষ্পে শিবপূজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালাতী, জাতী, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাট টগরপুষ্প নিষিদ্ধ।

বাণলিঙ্গ পূজার পর নিম্নোক্ত ত্রয় পাঠ করা বিধেয়, স্তব যথা,  
“বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারান্ত্রাং হি মাং প্রভো।

নমস্তে চোগ্রুপায় নমস্তে হব্যকরণায় ॥

সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে হৃদয়করণকৃৎ।

প্রমত্তায় মহেশ্বরায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥

দহনায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।

ভোগিনাং ভোগকর্ত্তে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ ॥

নমঃ কামপ্রণাশায় নমঃ কণ্ঠস্বহারিণে।

নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে ॥

বাণস্ত বরদাত্রে চ রাবণস্ত ক্রমায় চ।

রামস্তানুগ্রাহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্ত চ ॥

মুনীনাম যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাম ক্রমায় চ।

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥”

ইত্যাদি।

শিবপুরাণে দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই জ্যোতির্লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কাশীক্ষেত্র প্রধান। এই স্থলের বিবেচনায় নামক লিঙ্গ প্রথম, বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর, ত্রিশৈলে মল্লিকার্জুন নামক লিঙ্গ ও ভীমশঙ্কর লিঙ্গ, ওকারে অবরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, হুয়াটে সোমনাথ, পারলীতে বৈষ্ণনাথ, ওড়িশায়ে নাগনাথ, শৈবালে হব্যমেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্র্যম্বক এবং সেতুবন্ধে রামেশ্বর

লিঙ্গ এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনপুস্তকাদিতে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়া থাকে।\*

লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কপিথ বৃক।

লিঙ্গজা (স্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি)।

লিঙ্গগুণ্ডমরাম, শূনারসোদয় নামক মিশ্রভাগপ্রণেতা।

লিঙ্গতোভদ্র (স্ত্রী) ১ ভদ্রোক্ত মন্ত্রাঙ্কক চক্রভেদ। ২ দীপ্তিভেদ।

লিঙ্গত্ব (স্ত্রী) লিঙ্গত্ব ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্ম।

লিঙ্গদেহ (পুং) হৃদ্যদেহ, লিঙ্গশরীর।

লিঙ্গদ্বাদশত্রয় (স্ত্রী) ত্রয়ভেদ।

লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্নধারণকারী। গুণবান।

“ধর্ম্যাং পরিচ্যুতো রামো ধর্মলিঙ্গধরশ্চ সন।” (রামাং ৩।১৬।২০)

“হৃদয়লিঙ্গধর” (ভাগ• ৭।৫।৮)

লিঙ্গধারণ (স্ত্রী) বংশ বা ধর্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যসূচক চিহ্নাদি ধারণ।

লিঙ্গধারিন্ (ত্রি) ১ চিহ্নধারিমাাত্র। ২ বাহারা শিবলিঙ্গ ধারণ করে। শৈব বা জঙ্গমসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুরা গলদেশে অথবা বাহুতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

লিঙ্গধারিণী (স্ত্রী) নৈমিষস্থ দাখ্যায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

লিঙ্গনাশ (পুং) লিঙ্গং ইন্দ্রিয়শক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি ১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ। ইহাকে চলি কপায় তিমির, বা কাপস্মা বলে।

“কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং

পটলং বা গতে লিঙ্গনাশো জায়তে”

\* “কুত্র কুত্র স্থলে লিঙ্গং ভবেজ্যোতির্দ্বয়ং ভব।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

আবাহনঃ প্রবক্ষ্যামি কাশীক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্।

তত্র বিবেচনায় নামা জ্যোতির্লিঙ্গং ভবিষ্যতি ॥

বদরিকান্দ্রমে পুণ্যে দ্বিতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্।

কেদারেশ্বরিণি ব্যাতং মম জানীহি হৃদয়তী ॥

তৃতীয়ং বিদ্ধি মল্লিঙ্গং ত্রিশৈলে মল্লিকার্জুনম্।

চতুর্থং শৃণু মন্তব্যং ভীমশঙ্করমুত্তমম্।

ওকারে অবরেশক পঞ্চমং লিঙ্গমীরিতম্।

পাহুলক্ষ্মিভাং বটক মহাকালেশ্বরং হরম্ ॥

সৌরট্যাং সোমনাথক সপ্তমং লিঙ্গমীরিতম্।

পারল্যাশ্রমং লিঙ্গং বৈষ্ণবাণাং সপ্তমমুত্তমম্ ॥

ওড়ে চ মধ্যমং লিঙ্গং নাগনাথং হব্যম্বকম্।

শৈবালে হব্যমেশক ষষ্ঠমং লিঙ্গমীরিতম্ ॥

একাদশং ব্রহ্মগিরৌ ত্র্যম্বকং নামমুত্তমম্।

সেতৌ রামেশ্বরঃ লিঙ্গং দ্বাদশং পরিকীর্তিতম্ ॥

ইমানি জ্যোতির্লিঙ্গানি ভূক্তিমুক্তপ্রদানি বৈ ॥

অমৃতপ্রসাদং সর্বকথিতানি ভবাগ্ৰভঃ ॥ (শিবপু উত্তরখণ্ড ৩ অঃ)

দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়।

সুশ্রুতে এই রোগ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—দৃষ্টি-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পক্ষত্বের গুণ হইতে সমুৎপত্ত, বাহুপটল অথবা তেজ কর্তৃক আবৃত, দীপ্ত-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং খণ্ডোতের বিক্ষলিতদ্বয়ে নির্মিত মনুষ্য-পরিমাণে বিবরাকৃতি দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্বক দৃষ্টিশক্তির হ্রাস করিয়া থাকে। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। ইহাতে এককালে দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ অতিগতীর না হইলে চক্ষু, সূর্য্য, বিজ্ঞা ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্মলতেজ ও জ্যোতিঃ-পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে নীলিকাকাচ কহে।

এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদি দোষে ছুট হইয়া নানাবিধ হইয়া থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্তৃক হইলে আদিয়া, খণ্ডোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের জায় বিচিত্র নীল অথবা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলদ্রাব্যের জায় দেখায়। রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। কক্শজ্ঞ এই রোগ জন্মিলে—সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও শিথ দেখায়। সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধূস প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিজ্ঞাতের জায় বোধ হয়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয়, অথবা ব্রহ্ম, দীর্ঘ, বা জ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। বায়ুরোগে দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্তৃক পরিমারিরোগ বা নীলবর্ণ, স্নেয়কর্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিমারিরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্ত জন্ত অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থলকাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎনীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টি-শক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত উত্তরত<sup>১</sup> নেত্ররোগাধি<sup>২</sup>)

[ ইহার চিকিৎসাদির বিবরণ নেত্ররোগশব্দে দেখ। ]

২ লিঙ্গত নাশঃ। সুশ্রুতের বিনাশ, মোক্ষ। “বহুত্থা যোনিগতত বৃদ্ধি<sup>৩</sup> দৃষ্টতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।” (বেতাখতর উপ<sup>৪</sup> ১।১০) “লিঙ্গনাশঃ সুশ্রুতের বিনাশঃ।” (শঙ্কর)

৩ বহুত্থা রোগ। শিল্পোদ্যানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিবৃত্ত মধ্যাক চিহ্নাবির বিলয়।

লিঙ্গপরামর্শ (পুং) ভ্রাতৃত্ব লক্ষণসিক দীর্ঘায় প্রকার-

ভেদ। যেমন ধুম্র, ধূমচিহ্নই অগ্নির উদ্বোধক। ধূমচিহ্নের অনুমান দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা লিঙ্গপরামর্শে সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গপীঠ (স্ত্রী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহাকে গর্ভপীঠও বলা যায়। (রাজতরঙ্গিনী ২।১২৬)

লিঙ্গপুরাণ (স্ত্রী) মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

[ পুরাণ দেখ। ]

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং) লিঙ্গাদি লিঙ্গস্থাপনপদ্ধতি।

লিঙ্গভট্ট, জনৈক অমরকোষটীকা-রচয়িতা।

লিঙ্গমাহাত্ম্য (স্ত্রী) দেবলিঙ্গের মহত্ব। পুরাণাদিতে তীর্থযাত্রকে তত্তদস্থানের দেবলিঙ্গের মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণের অবস্থিতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

লিঙ্গমূর্ত্তি (পুং) লিঙ্গরূপা মূর্ত্তিভূত। শিব।

লিঙ্গমুসুরি, অমরকোষপদার্থভিত্তিগ্রন্থেতা। বঙ্গলকামর ভট্টো-পাধ্যায়ের পুত্র।

লিঙ্গরোগ (পুং) লিঙ্গরোগঃ। লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, চলিত গরমির পীড়া।

“হস্তাভিযাতাম্রধনুস্তাভাদ্যাদানাতুপদেবনায়া।

যোনিপ্রদোষাক্ত ভবন্তি শিশ্রে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥

(ভাবপ্র<sup>১</sup> উপদংশরোগাধি<sup>২</sup>)

লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ বা দন্ত দ্বারা অভিঘাত হইলে, শির-প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিলে, দূষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অজ্ঞান নানাপ্রকার অপচার দ্বারা শিরদেশে বাতিক, স্নায়িক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব্দ দেখ।]

লিঙ্গলেপ (পুং) রোগভেদ।

লিঙ্গবৎ (ত্রি) ১ চিহ্নযুক্ত। (ভাগ<sup>১</sup> ৭।২।২৪), লিঙ্গোপাসক বা শিবলিঙ্গধারী শৈব সম্প্রদায়ভেদ। অধিকসম্ভব এই লিঙ্গবৎ শব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

লিঙ্গবর্দ্ধ (পুং) লিঙ্গ বর্দ্ধতীতি বুধ-গিচ-অচ্। ১ কপিখ-বৃক্ষ। (শব্দচ<sup>২</sup>) ২ লিঙ্গবৃদ্ধিকরণ, লিঙ্গের বর্দ্ধন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

“কটুতৈলং ভস্মাতকং বৃহতীফলদাভিমম্।

বহুলৈঃ সর্পিখং লিঙ্গং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে॥ অপিচ—

কুষ্ঠমাবরীচানি শুগন্ধ মধুগন্ধাঃ।

অপামারগন্ধা চ বৃহতীলিতসর্বপাঃ॥

ববাতিলং সৈন্ধবক পাণিকোষর্দ্ধনং শুভম্।

লিঙ্গবাহুস্তনানাক কর্ণরোধ দ্বিধাতবেৎ॥” (গরুড়পু<sup>৩</sup> ১৮০ অ)

কুষ্ঠ, মাঘ, মরীচ, তগয়, মধুপিপ্পলী, অপামার্গ, অম্বগন্ধা, বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লিঙ্গ ও স্তন্যদ্বিতে মর্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়।

লিঙ্গবর্দ্ধন (ত্রি) শিল্পের বৃদ্ধিকরণ।

লিঙ্গবর্দ্ধিন্ (ত্রি) ১ লিঙ্গবৃদ্ধি। ত্রিমাং ভীপ্। লতাভেদ (Achyranthes Aspera)।

লিঙ্গবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) লিঙ্গ বর্দ্ধয়িত্রীতি বৃধ্-ণিচ্ হইনি, ভীপ্। অপামার্গ। (শব্দচ°)

লিঙ্গবিপর্যায় (পুং) ব্যাকরণগোক্ত পুংস্ত্র্যাদি লিঙ্গের পরিবর্তন। চিত্তের বৈপরীত্য।

লিঙ্গবৃদ্ধি (পুং) লিঙ্গমেব বৃদ্ধির্জীবনোপায়ো যন্ত। জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারণ। পর্যায়—ধর্মধ্বজী।

“জীবিকাদিনিমিত্ত যো বিভক্তি জটাদিকম্।

ধর্মধ্বজী লিঙ্গবৃদ্ধির্হং তত্র নিগততে ॥” (শব্দরত্না°)

লিঙ্গবেদী (স্ত্রী) দেবমূর্তি স্থাপনের চত্বর।

লিঙ্গশরীর (স্ত্রী) লিঙ্গদেহ। হস্তশরীর, মূত্ৰাধারী যাহার ধ্বংস হয় না। [ প্রকৃতি শব্দ দেখ। ]

লিঙ্গশাস্ত্র (স্ত্রী) ব্যাকরণগোক্ত শব্দসমূহের লিঙ্গাদিনির্গায়ক নিয়মাবলী। ২ ব্যাকরণ গ্রন্থভেদ।

লিঙ্গসমূহতা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী।

লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে ব্রহ্মার্থে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী।

“ন সাক্ষী নুপতিঃ কার্যো ন কারককুশীলবো।

ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্কেতো বিনির্গতঃ ॥” (মহু ৮।৬৫)

‘লিঙ্গস্থঃ ব্রহ্মচারী’ (কুল্লুক°)

লিঙ্গহনী (স্ত্রী) মূকা।

লিঙ্গাগ্র (স্ত্রী) মেতাগ্রভাগ।

লিঙ্গানুশাসন (স্ত্রী) ১ লিঙ্গব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণগোক্ত শব্দাদির লিঙ্গনিরূপণার্থে যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ, দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়। লিঙ্গমূর্তির উপাসনা তাঁহাদের ধর্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কোটার কবচরূপে স্বর্ণ বা প্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গমূর্তি বাহতে বা গলদেশে ধারণ তাহাদের প্রধান কর্ম। এতদ্বির তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ, অস্ত্রোষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারগততা প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জঙ্গম, লিঙ্গধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গমৎ প্রকৃতি নামে পরিচিত। তাঁহারা বীরচারী শৈব। গলদেশে বা বাহতে লিঙ্গধারণ ও তাঁহার উপাসনাদি ব্যতীত তাঁহারা বিশেষ কোন ধর্মপদ্ধতির অনুসরণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।

ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা জাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না। কৃষিকার্য ও বাণিজ্যপরিচালনই তাঁহাদের জীবিকাকর্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহু ক্রিয়া-কাণ্ড বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তথাকার বর্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজয় রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈনধর্মের সমধিক প্রাচুর্য্য ছিল। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের পর, বাসব নামক এক ব্রাহ্মণকুমার জৈন ধর্মমত নিরসন করিয়া শিবপূজা প্রচার উদ্দেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম জেলার মধ্যবর্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুরাণে তাঁহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙ্গমেরা উক্ত পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক অত্যাচার গ্রন্থসমূহের তাঁহাকে শিবাহুচর নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূর্য্যোপাসনা করিতে হয় বলিয়া বাসব বাল্যকালে সূর্য্যোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, ‘আমি শিব ভিন্ন অস্ত্র গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মত-প্রতিপোষক একটা অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।’

বাসব হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সূর্য্য, অগ্নি ও অত্যাচার দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ, মরণান্তর যোনিভ্রমণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসন্তান ও শুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রাধাত্য ও অপকৃতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্ডার পাণিগ্রহণ-প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, স্থলকণ, কুলকণ, অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় ভ্রাম্যক বলিয়া অগ্রাহ করেন এবং তাহা পরিবর্তন করিতে আদেশ দেন।

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ঐশ্বর্য, গুরু, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চারিটি পরমেশ্বর-রূপ পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিবৃতি ও ব্রহ্মাঙ্ক নামক শৈবচিহ্ন দুইটি ধারণ করেন।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রী পুরুষ উত্তর জাতিই ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহের অধিকার আছে। বীকাকালে গুরু শিষ্যের কর্তৃত্বের মন্তব্যাদেশ দান করেন এবং তাহার গলবেশে কিংবা হস্তে লিঙ্গমূর্তি বাঁধিয়া বেন। গুরুর পক্ষে মন্ত, মাংস ও তাম্বুল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন। এই বিধবাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহাতে বিবেচ্য খরচ নাই। পাত্র বিধবাকে ৫ হইতে ১০ টাকা দিলেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। এই সময় বিধবা কষ্টকে স্বামিগৃহ হইতে পিত্রা-লয়ে আসিয়া বিবাহ করিতে হয়। প্রাধিকারদিগের পুত্রের প্রথম বিবাহে ২০০ টাকা লাগে; কিন্তু ঐ পুত্র যদি বিধবাবিবাহ করে, তাহা হইলে ৫ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। এই বিবাহের উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও, তদ্বশ-প্রচলিত কতকগুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। লক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে বিবাহের পর, প্রী বীর স্বামীসহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অজ্ঞাত পুরুষে আসক্ত হয়। জঙ্গমেরাও এই ধৃগিত প্রচার অঙ্গসরণ করিয়াছে।

বাসব শব্দপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া বীর সাম্প্রদায়িক-দিগকে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া বান। সহমরণেচ্ছু সতী-দিগকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তীর্থযাত্রানিষেধাদি এবং জীবিত-সমাধি প্রভৃতি তৎপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কথ্য নিষিদ্ধ ও কঠোর উপদেশ পালনে অনন্ত হইয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্যেরা আর তাহা পালন করে না। বরং তাহারা এক্ষণে শিবরাত্র্যাদি শিবরত্ন পালন এবং ত্রীশৈল, কালহস্তী প্রভৃতি এসিদ্ধ শৈবতীর্থ গমন করিয়া থাকে; দাক্ষিণাত্যের কোন কোন শিবমন্দিরে তাহাদিগকে পূজারি কার্যে নিযুক্ত দেখা যায়। কান্নিক কেদারনাথ মন্দির পাওয়া জঙ্গম। পুরোহিতগণের জঙ্গম উপাধি হইতেই সাম্প্রদায়িকগণ জঙ্গম নামে অভিহিত। বারানসীর বে অংশে তাহারা বাস করে, তাহা জঙ্গমবাড়ী নামে খ্যাত।

অনেকেই ভিক্ষাচারী জীবিকার্জন করে, কোন কোন ভিক্ষুক হস্তে ও পদে ব্রহ্ম বাঁধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই ব্রহ্মবান তমিরা তাহাদিগকে গৃহে আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। হানে হানে এই সম্প্রদায়ের এক একটা মঠ আছে। ঐ মঠে অনেকে পরিচারক বস্ত্র অবস্থিত করে। মঠাধীশ কতকগুলি শিষ্য রাখেন এবং বৃদ্ধকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনায় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া বান। \*

\* Vide Buchanan's History of Mysore, vol. I. and Jour. Roy. As. Soc. Vol V. pt I. art. 8th.

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাট-প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, উজ্জয়িনী, তামিল ও তেলঙ্গ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু আধাবর্তে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্য স্থাপিত নাই। তবে কান্নী প্রভৃতি এসিদ্ধ শৈবতীর্থের স্থানে হানে এই সাম্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সন্মানের বৈধিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের অল্প কোনও একটা শাখা বাকালার অন্তর্গত বৈভনাথ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা কর্ণাটকাদি দ্বারা সজ্জীকৃত হইয়া সুব-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। এদেশের লোকে ঐ গোত্রকে বৈভনাথের বাঁড় বলে।

তেলঙ্গ, কর্ণাটী প্রভৃতি ভাষায় এই সাম্প্রদায়িক মতের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। মেকেজী সাহেবের সুগৃহীত পুস্তক-তালিকা বাসবেশের পূরণ, প্রভুলিঙ্গী লীলা, স্বামীলীলা-বৃত্ত, বিরক্তার কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম ভারতে নীলকণ্ঠ রচিত বেদান্তসুত্রতর্কবাই এই সম্প্রদায়ের এক ধামি প্রামাণিক গ্রন্থ।

মতপ্রবর্তক বাসবের উপদেশানুসারে জাতিভেদ, পুং-স্ত্রী-ভেদ, ব্রাহ্মণকত্রিয়ভেদ এবং বেদাদি শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাণিজ্যগত নামা পার্থক্য দেখা যায়।

ধর্মপ্রবর্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পালন করিয়া তাহারা জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ-জ্ঞানই বিসর্জন দিয়াছে। আর্থিকবিধিগণের আদি ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদাদি সংহিতা তাহারা যেমন বিবাহত বসিয়া বীকার করে না, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও তাহাদের সেরূপ তক্ষি বা প্রভা নাই। লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ-তনয়গণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকিলেও শূদ্র শ্রেণীর লিঙ্গায়ত সম্ভ্রামগণ তাহাদিগকে সেরূপ সম্মাননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গায়তেরাই প্রথমতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত নামে তাহাদের মধ্যে দুইটা স্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়।

সামান্য ভক্তের সহিত সামান্য লিঙ্গায়তদিগের মধ্যেই প্রভেদ আছে। এই শ্রেণীতে সম্প্রদায়ের পরম্পরের বিভাগগত সামাজিক সর্বাবস্থা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। বিশেষ ভক্তগণ সর্বোচ্চভাবে গুটান পিউরিট্যান্‌দিগের মত। তাহারা জাতিভেদ মানে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলবেশে বে লিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অঙ্গিগল নামে পরিচিত। শিষ্য এই মূর্তি জঙ্গম লিঙ্গ ও স্বামী মধ্যে স্থাপিত মূর্তি স্বাবয়ব লিঙ্গ নামে কথিত। তাহাদের কর্ণাটভিতে জাতিগত পার্থক্য-বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায়ের অপেক্ষা তাহা-

দের মধ্যে জাতীয়তার গোঁড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বিধকন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া আপনাপন ধর্মকর্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মাস্ত্রাজের দেশীয় সেনাবিধাগে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা নিরামিষাশী, কখনও ভোজনার্থে হস্তব্য পণ্ড বিক্রয় করে না, এমন কি স্বীয় প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও উহা বাজায় হইতে ক্রয় করিয়া আনে না।

তাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে যথেষ্ট ভক্তি ও মাশ্রু করে। ঐশ্বর্য, গুরু, লিঙ্গ ও জন্ম ভিন্ন তাহাদের ধর্ম কর্মের আচরণীয় আর কিছুই নাই। ব্রহ্মণ্যধর্মের আচরিত পৌরোহিত্যে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণেরা পাছে গ্রাম মধ্যে আসিয়া বাস করে, এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কুপাতি খনন করে না। ঘাটপ্রভা নদীর অদূরবর্তী কালাদিগি নগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাকার লোকেরা গ্রামমধ্যে কুপ বা তড়াগ খনন না করিয়া ঘাটপ্রভার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িকস্বভাবান্বিত প্রতিমূর্তি-উপাসক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ যাজকগণের স্পৃষ্ট জল গ্রহণীয় নহে বিচার করিয়া তাহারা এই বিশেষ কল্পনা করিয়াছে।

দক্ষিণাত্যের সমগ্র মহারাষ্ট্ররাজ্যে বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে এই সম্প্রদায়ের অধিক বাস আছে। তাহারা লিঙ্গোপাসনা ভিন্ন অল্প কোন দেবতাই পূজা করে না; কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, অথবা খৃষ্টানের গির্জার সম্মুখ দিয়া গমনকালে, তাহারা শিবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল ধর্মগৃহে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন।

বাম বাহতে অথবা গলদেশে কোটায় করিয়া লিঙ্গমূর্তি ধারণ এবং কপালে 'ডম্বাচুলেপন সাম্প্রদায়িক পুরুষ ও রমণীগণের প্রধান কর্ম। তাহারা সাধারণতঃ আতিথেয়ী ও মিতব্যয়ী, ধীরপ্রকৃতি, কর্মঠ ও হুসভা। সকলেই বাণিজ্যব্যবসায় জীবন পাত করে। তাহাদের মধ্যে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ নাই, কেবল গদকর, হিঙ্গরীয়ে, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকর, পরমাণে, ফুটানে, বৈকর ও বীরকর নামে করটি উপাধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধ্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে। পুরুষ ও রমণীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্বতীর নামেই রাখা হয়। সকলেই গৃহে কণাড়ী এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেশভূষা মরাঠীদিগের স্থায়, সকলেই নিরামিষাশী। তাহাদের পুরোহিত জন্ম নামে খ্যাত। এই পুরোহিতদিগকে তাহারা বিশেষরূপ ভক্তি করিয়া থাকে।

পূত্রবধু গর্ত্তিনী হইলে তাহাকে তাহার পিতালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের জন্মবার্তা তাহার পিতালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া জাত বালকের পিতা স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগের গৃহে পান ও চিনি পাঠাইয়া থাকে। প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমদিনে মাতার গলদেশে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে একটি লিঙ্গ রক্ষা করা হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে হৃতিকাগৃহের এক কোণে একটি চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়না ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একখণ্ড কাগজ ও একটি কলম এবং তাহার নিম্নে নাভিকর্তন ছুরিকাখানি রাখিয়া দেয়। তাহাই যজ্ঞদেবী জানিয়া প্রসূতি প্রণাম করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটি রৌপ্যনির্মিত পার্শ্বতীমূর্তি হৃতিকা-গৃহে কাষ্ঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনন্তর ধাত্রী তাহার সম্মুখে ফুল ছড়াইয়া দেয় এবং কপূর ও ধূনা জ্বালাইয়া থাকে। প্রসূতি সেই দেবীমূর্তিকে পূজা ও প্রণাম করিবার পর, হৃতিকা-গারের সম্মুখে জন্মকে আনিয়া উক্ত চৌকিতে বসান হয়। বাটার গৃহকর্ত্তী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দেন। সেই পাদোদক পরে বাটার সকল ঘরেই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া জন্ম বিদায় হইয়া কল্যাত্র প্রহৃত হইলে ছাদশ দিনে এবং পূর জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত বালকের নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ দিনে পাঁচটি সধবা স্ত্রীলোক (এয়ো.) আসিয়া বালকের নামকরণান্তে সমবেত কুটুম্বরমণীগণের সহিত একত্র ভোজন করে।

অশৌচান্তদিনে প্রসূতি স্নানান্তে নিকটস্থ কোন মহাদেব-মন্দিরে পুত্রসহ গমন করিয়া থাকে। তাহার পর পুত্র কোলে করিয়া সে পুত্রদেহে গৃহকর্মে লিপ্ত হইতে পারে। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবস বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিয়া জাত বালকের মন্তকমুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। বালিকা হইলে তাহার মাতুল আসিয়া সম্মুখে কেশশাণ ছাটিয়া দেয়। ইহাই সম্ভবতঃ তাহাদের চূড়াকরণ।

বালক পঞ্চম বৎসরে স্নানার্পণ করিলে তাহাকে বিড়ালরে পাঠান হইয়া থাকে এবং ছাদশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকা বোড়শ-বর্ষের না হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অধিকারিণী হয় না। বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে ২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। বালকের পিতাই প্রথমে কল্যাত্রী নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। বরকর্ত্তা, জন্ম



ও বরপক্ষীয় নিকটাত্মীয়েরা কস্তাগৃহে বাইরা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসেন। কথা পাকা হইলে, তাহারা কস্তাকে নব বস্ত্র ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়া তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কস্তা-কর্ত্তী অভিধিদিগের হস্তে পাণ দিয়া বিদায় দেন।

জন্ম বা স্থানীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের শুভ দিন ঠাণ্ডা হয়। ঐ দিনে বরগৃহে ও কস্তাগৃহে একটা চাঁদোয়া পাটান হইয়া থাকে। কস্তাগৃহে বিবাহের জন্ত একটা বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, ঐ বেদীর উপর সিন্দূর চিত্রিত চারিটা সাদা মাটির ঘটা পাচ থাকে উপরি উপরি সাজান থাকে। বর অখারোগে বাস্তাদি সহকারে সদলে কস্তাগৃহে গমন করে। তখন কস্তাপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া পরস্পরের বস্ত্রাক্লে গাঁইট বাঁধিয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা সেই নবদম্পতীকে লইয়া নিকটস্থ মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দিষ্ট চতুর্কোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাঠের চৌকীতে তাহা-দিগকে আনাইয়া বসান হয়। উহার চারি কোণে চারিটা ও সম্মুখে একটা পিত্তল কলস জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও কস্তা জন্মের সাহায্যে সমুখস্থ বুধভবাহন শিবমূর্ত্তি পূজা সমাপন করিলে, জন্ম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আত্মীয়েরা সকলে উভয়ের মস্তকের উপর চাউল ফেলিতে থাকেন। জন্ম কর্ত্তক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাধা হইলে বর ও কস্তা উভয়ে সমুখস্থ শিব ও নন্দীকে প্রণাম করে। তখন হইতেই তাহারা স্বামিন্দ্রীকূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর কস্তাকর্ত্তী বর ও কন্যাকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটা তাম্রা (তাম্রনির্ম্মিত কলস) ও পিত্তলের থাল (পিত্তলী) উপহার দিয়া থাকে। তাহার পর জাতি কুটুম্ব ও বরবাহ-গণের ভোজ হয় এবং একটা পাণের খিলি লইয়া সকলে চলিয়া যায়। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বস্ত্রের উপহার বিনিময়ের পর বরকর্ত্তী পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং নববধূ সন্দর্শনার্থ আগত বন্ধুবান্ধবকে পাণ দিয়া বিদায় করেন।

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনদের মরণাপন্ন ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ অপর আত্মীয়েরা সেই শবদেহ একখানি কাঠচৌকীর উপর বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং দুই জনে দুই পাশে ধরে। তার পর সেই চৌকীর চারি-দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া উহার চারি কোণে চারিটা কলাগাছ বাঁধিয়া দেয় এবং ঐ বেড়ার তিন দিক রান্নাবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শবসহ ঐ কাঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে। এখানে

শীতল জলে স্নান করাইয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে নববস্ত্র পরিধান করায়। তাহার কপালে, বকে ও বাহুতে ডম্ব মাখাইয়া দেয় এবং কর্ণদেশে পুষ্পমালায় সুষোভিত করে। তদনন্তর একটা প্রদীপ আলিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন করিয়া চারি জনে সেই চৌকী হৃদয়ে করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। শবের সম্মুখে এক জন জন্ম মুহূর্ত্তঃ শম্ব ও ঘণ্টাধ্বনি এবং অপরপার স্বীয়পুরুষগণ তাহার পশ্চাতে “হর, হর, মহাদেব” শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাঁশের বেড়া খুলিয়া ফেলে এবং যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটাইয়া চারি হাত গভীর একটা গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তে তাহারা শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্ণধৃত লিঙ্গ খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং সেই লিঙ্গোপরি বিষপত্র দিয়া মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে শবদেহ লবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পুনরায় সেই গর্ত্তে মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই গর্ত্তের উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করা হয়, জন্ম সেই প্রস্তরে দাঁড়াইয়া প্রেতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জন্ম সেই প্রস্তরনির্দিষ্ট স্থানে বিষপত্র দিয়া পূজা করেন। অবশেষে সকলে মৃত ব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে স্থানে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটয়াছে, তথাকার প্রাঙ্গণে দ্বীপ বহিঃ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়, তখন ঐ প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হয়।

ইহা ভিন্ন তাহাদের শোকপ্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহারা মৃতের সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী সমেত একটা সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে তাহারা আত্মীয় স্বজনকে একটা ভোজ দেয়, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে তাহারা ঐরূপ আর একটা ভোজ দিয়া থাকে, তদ্বিন্ন মৃতের প্রোত্যায়ার উদ্দেশে আর কোন কর্ম্ম করেন। তাহাদের সামাজিক দলাদলি পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্চন (স্ট্রী) লিঙ্গপূজা।

লিঙ্গার্চনতন্ত্র (স্ট্রী) তন্ত্রভেদ। ইহাতে শিবলিঙ্গের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত আছে।

লিঙ্গালিকা (স্ট্রী) ক্ষুদ্র মূষিক, পর্যায়—দীন। (হারাবলী)

লিঙ্গিন্ (পুং) লিঙ্গমত্যাগেতি ইনি। ১ হস্তী। (জটধর)

(স্ট্রী) ২ ধর্ম্মধ্বজী, কপট ধার্মিক।

“অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন সো লিঙ্গমুপজীবতি।

স লিঙ্গানং হরেন্দেনং তিথ্যগৃহোনো চ গচ্ছতি ॥” (কুর্ম্মপুং ১৫৮)

৩ বাসনাশ্রয়।

“তেনান্ত তাদৃশ রাজন শিঙ্গিনো য়েহসন্তবঃ।

শ্রুৎৎযানহুতোত্থো ন মনস্তই মিচ্ছতি ॥” (ভাগ ৪।২৩৬৪)

৪ সন্ন্যাসাদি চিক্খারী।

লিঙ্গিনী (ত্রী) লিঙ্গ-ইনি, ত্রীপ। লভাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চগুরি, পথ্য—বহুপত্নী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, বরহু, লিঙ্গসুতা, দেবী, চিত্রকলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডা, আপত্যন্তিনী, শিবজা, শিববরী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দ্রব, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকর, ও বলনিরামক। (রাজনি°)

২ সন্ন্যাসাদি চিক্খারিণী। ধর্মবলী ত্রী।

“লিঙ্গিনী গুরুপত্নীক সগোত্রামথ পুরুষ।

বৃদ্ধান্ত সন্ধ্যারোচ্যাপি গচ্ছতো জীবিতকরঃ ॥” (ব্রহ্মত ৪।২৪)

লিঙ্গিবেশ (পুং) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসাভ্রমাচারীর চিহ্ন।

লিচ্ছবিরাজবংশ, ভারতের একটি প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জরসেবের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—

“শ্রীমন্ত জরথত্তো নপরথঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ সমঃ  
রাজোহষ্টাবপন্নান বিহার পরতঃ শ্রীমানভূমিচ্ছবিঃ ॥”

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মসিংহ স্বর্গ্যবংশীয় নপরথের অধস্তন জটম পুরুষে লিচ্ছবি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতেই লিচ্ছবিবংশ সমুদ্ভূত।

এই লিচ্ছবি শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নিচ্ছবি, নিচ্ছবি এবং পালিতাবার লিচ্ছবি নামে ব্যবহৃত। মহাসংহিতার মতে—

“বল্লো মল্লন্ত রাজজ্ঞাং ত্রাত্যারিচ্ছবিবিরে চ।

নটন্ত করণট্টব খণো ত্রবিড় এব চ ॥” (১০।২২)

অর্থাৎ ত্রাত্য কত্রির হইতে সর্বা ত্রার্থ্যার (দেশভেদে বিভিন্ন নামে) বল্ল, মল্ল, নিচ্ছবি, নট, করণ ও ত্রবিড় জাতির উদ্ভব। কিন্তু পালিগ্রন্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার। পালিগ্রন্থ মতে কাশীরাজের পূজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটা মাংস পিণ্ড প্রসব করেন। সেই মাংসপিণ্ড লইয়া কোন প্রয়োজন নাই তাহারা ধাত্রী আসিয়া গন্ধার জলে কেলিয়া গেল। গন্ধার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই মাংসপিণ্ড ঘিবা বিস্তৃত হইল এবং তাহাতে একটা বালক ও একটা বালিকা দেখা গিল। জটমক ঋষি তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। উভয় পিতৃ হবি বা নৃভিতে কোন রকম ভেদ ছিল না, একারণ তাহারা নিচ্ছবি নাম পাইল।

এবেশে সাধারণে ন হানে ল উচ্চারণ করে, যেমন ‘নবীন’ হানে ‘নবীন’ ‘লোক’ হানে ‘লোকা’। ঐরূপ নিচ্ছবি হানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে।

অতি পূর্বকালে কোশল ও মিথিলার লিচ্ছবি কত্রিরগণ কত্রির প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশেই জৈনদিগের শেব তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। মিথিলা অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, মিথিলা-রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হইয়াছিল। লিচ্ছবি-বংশ বৈদিককর্মসেবী।

জানবীর তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধসেবের আবির্ভাব হওয়ার এবং তাঁহাদের সাম্যবাদে জনসাধারণে ব্রহ্মশাস্ত্রের প্রতি আস্থাশ্রুত হইয়া পড়ায়, বৈদিক ও দার্শনিক ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই তাঁহারা পরবর্তীকালে লিচ্ছবিশালিত মিথিলার অংশ ‘বজ্জিতরাজ্য’ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিতত্ত্ব পালিগ্রন্থকারগণ যেন তাহার উদ্ভবে বজ্জিতরাজ্যের ভিন্নরূপ নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পালিগ্রন্থের মতে, যে ঋষি পূজাবলীর পুত্রকল্পাকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি প্রতিপালন করা কঠিনকর মনে করিয়া পিণ্ডময়কে একজন গৃহস্থকে অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহাদিগকে অতিয়ত্তে পালন করিতে লাগিল। তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা করিত। লিচ্ছবি পিতৃমাতৃহীন বলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে ‘বজ্জিতক’ অর্থাৎ কেলানে বলিয়া ডাকিত। উদ্ভবকালে সেই ‘বজ্জিতক’ বংশধরগণ ৩০০ বোজন বিঘৃত একটা পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল। সেই রাজ্যই ‘বজ্জি’ (অর্থাৎ বজ্জিত) আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ।

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল-প্রান্তে মিথিলার এবং এক শাখা পুন্ড্রপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখার মহাবীর স্বামী, ও নেপালপ্রান্তে শাক্যশাখার বুদ্ধসেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাসংহিতার এই জাতি ত্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন কত্রির বলিয়া চিহ্নিত হইলেও সকল প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উপদ্রব সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মক শত শত প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি বজ্জোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে। পরবর্তীকালেও নেপালের প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিঘৃত কত্রির বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্বারা মনে হয় যে, মহাসংহিতারচনাকালে লিচ্ছবিগণ ত্রাত্য কত্রির বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও তৎপরবর্তীকালে সংস্কারাদি দ্বারা তাঁহারা বিঘৃত কত্রির হইয়াছিলেন। নচেৎ অশ্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাহ্মণতত্ত্ব অন্তঃসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকন্ডার গর্ভজাত বলিয়া গৌরবাবিষ্ট বোধ করিবেন কেন?

লিচ্ছবিগণ সাধারণতঃ ত্রিয়ার ছিলেন। কোন কোন বৌদ্ধ-

এছে 'বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলে সকলে সম্মিলিত হইয়া একপ সিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত উত্তরভারত স্তম্ভিত হইত! এ কারণে মগধের মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাটগণ ও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্ত বৈশালী নগরে একটা মহাসভা ছিল। সেই মহাসভা যাহা ব্যবস্থা করিতেন, তদনুযায়ী হইয়াই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য সুশাসিত হইত।

লিচ্ছবি-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে চইবে তাঁহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ কেহ পূর্ণপুণ্ড্রাচারিত ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মগধপতি বিম্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মগধপতিকে 'সেচনক' নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরত্নচিত্রিত একছড়া হার প্রদান করেন। বিম্বিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে দিয়া-ছিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বুদ্ধনির্কীর্ণের ৮ বর্ষ পূর্বে পিতাকে বিনাশ করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসন কলঙ্কিত করেন! আশ্চর্য্য করিবার জন্ত বেহল্ল বৈশালীতে গিয়া মাতামহকুলে আশ্রয় লইলেন। তখন জাতীয় একতাহুত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাতশত্রু সেই ভাবনার কাতর হইলেন। বৌদ্ধদিগের মহাপরিনির্কীর্ণহুত্রে লিখিত আছে—নির্কীর্ণের অল্পকাল পূর্বে বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের নিম্নটবস্তী গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রধান ব্রাহ্মণমন্ত্রী বিখ্যাকরকে ডাকিয়া জানাইলেন, 'মন্ত্রিন! আপনি ভগবানের নিকট গমন করুন, তাঁহাকে জানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রমশালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন। ভগবান গুনিয়া কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। তাঁহার কথা অত্যাধ হইবার নহে।'

মন্ত্রিবর বুদ্ধ সনীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহাকে উত্তর দিবার পূর্বেই ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'ভূমি জান, বজ্জি (লিচ্ছবিগণ) সর্ব্বদা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া একতার সহিত সকল বিষয় সীমাংসা করেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপবৃত্ত সন্মান দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহারা কখন অভ্যাচার করেন নাই।' তাঁহারা চৈতন্য সম্বান ও পূজা

করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্হৎদিগকে যথেষ্ট সন্মান ও রক্ষা করিয়া থাকেন।' আনন্দ উত্তর করিলেন, 'হাঁ ভগবান! আমি এ সমস্তই জানি।' বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, 'তাই কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।' পরে তিনি রাজমন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি বৈশালী-মগরীস্থিত সারস্বদ চৈত্রে থাকিবার সময় লিচ্ছবিদিগকে যে লাভটা উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাঁহারা সেই সকল উপদেশ বৃত্তের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, তত দিন তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদের কাত হইলেন। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গাতীরস্থ পাটলীগ্রামে আসিয়া দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে বিখ্যাকর ও সিদ্ধ নামক মগধরাজের প্রধান মন্ত্রিবর এক দুর্গ নির্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব বৈশালীতে আসিয়া আত্মপালীর উদ্দেশ্যে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। তাঁহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন যে, আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশীনগরে মহানির্কীর্ণ লাভ করিবেন। তৎপরে বুদ্ধ বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া কুশান-গরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্ত কেমন করিয়া বিদায় দিবেন?

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কাদিতে সকলেই বুদ্ধের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথাগতের এ নির্দারুণ আদেশ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 'এ দেহ জগদ্বাদী, সকলকেই মরিতে হইবে' এইরূপ বৃথাইরা বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন। কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সমুখে এক গভীর নদী আসিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া লিচ্ছবিগণ আত্মনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল ভিক্ষাপাত্র দিয়া চলিলেন। সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্কীর্ণের পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া তুমুলবুদ্ধ বাধিয়ার স্তম্ভপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মল্ল-ক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকারভুক্ত। তাঁহারা যোষণা করিলেন

\* এই পাটলীগ্রাম হইতেই কালে বিখ্যাত লিচ্ছবি-সম্রাটগণের জন্ম হয়।

যে, ভগবান যখন আমাদের অধিকার মধ্যে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন, তখন আমরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র অধিকারী। এদিকে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ, মগধপতি অজাতশত্রু, অলকাপুরের বালেশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এবং উটুধীপের ব্রাহ্মণগণ দেহাবশেষ পাইবার জন্য মল্লরাজদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত। অবশেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ভগবানের দেহাবশেষ ৯ ভাগে বিভক্ত হইল। লিচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ পাইলেন। তাহার সেই অপার্থিব পদার্থ মহাসমারোহে বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত রুহং তু পু নির্মাণ করিয়া দিলেন।

অথকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন ভগবান ধরাধামে ছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু লিচ্ছবিগণের কিছুই করিতে পারেন নাই। মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ত্র অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনির্কানের ৩ বর্ষ পরে বহুকাল চেষ্টার পর তিনি কৃতকার্য হইলেন। তাঁহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অজাতশত্রু লিচ্ছবিরাজো গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাজগৃহে ফিরিলেন।

অজাতশত্রুর নির্ঘাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লামাকে আশ্রয় লইলেন। পরে সেই সেই স্থানে এক একটা লিচ্ছবিরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধগ্রন্থের মতে মগধপতি নাগালোকের ঔরসে লিচ্ছবিকন্ডার গড়ে সুসুনাগ (পুরাণোক্ত শিশুনাগ) রাজার জন্ম। তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই যত্নে বিখ্যাত বৈশালী নগরী পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। তৎপুত্র কালাশোকের সময়েই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়। যাহা হউক, মগধসম্রাটগণের প্রত্যাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ একতান্ত্রিক সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। তন্মধ্যে যিনি একটু প্রধান হইয়া উঠিতেন, মগধপতি তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনায় করিয়া লইতেন;—বলিতে কি এই রাজনীতি মগধপতিগণ পুরুষপরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত সন্ধি পুত্রে লিচ্ছবিরাজগণ পাটলিপুত্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;—এই কারণেই বোধ হয় পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্ডার গর্ভে জন্ম বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াই নিজ মুদ্রার “লিচ্ছবরঃ” ইত্যাদি স্থিতি রাখিয়া গিয়াছেন।

নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ।

পূর্বে বলিয়াছি, মগধপতি অজাতশত্রুর নির্ঘাতনে লিচ্ছবিগণ নেপালেও পলাইয়া গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা পরচক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম। লিচ্ছবির বংশে সুপুংপ নামে এক রাজা পুশ্পপুরে (পরে পাটলিপুত্র) থাকিতেন, তিনিই নেপালে আগমন করেন। মহাপরিনির্কানসূত্রেও লিখিত আছে, ভগবান বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া যান, তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য এখানে দর্গ নির্মাণ করাইতেছিলেন। এই দর্গ নির্মাণের পর যে লিচ্ছবিপতি সুপুংপ বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সুপুংপের পর ২৩জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব নামে এক নৃপতি আবির্ভূত হইলেন। ইনিই নেপালের লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত।

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তৎপরে বৃষনামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মামুরাগী ছিলেন। তাঁহার বংশধর মানদেবের শিলালিপিতে তিনি অষ্টিতীয় বীর ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। তৎপুত্র শঙ্করদেব সংগ্রামে অজয়ে, অতি তেজস্বী, অহুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীৰ্যবান ছিলেন। তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মদেব পরম ধার্মিক, অতি নম্র-প্রকৃতি ও পুরুষপুঙ্খচরিত ধর্ম্মামুরাগী ছিলেন।

ধর্ম্মদেবের ঔরসে মহাবীরা রাজ্যবতীর গর্ভে নিম্নলিখ শারদীয় শকাব্দসদৃশ সুল্লর রাজা মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের চমুনারায়ণের মন্দিরদ্বারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। প্রমত্তভবিদ্ ফ্লিট সাহেব এই অঙ্ক গুপ্তসংবৎস্রাপেক্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।\* কিন্তু মানদেবের লেখমালা আলোচনা করিলে উহা কোন মতেই এত আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্ত প্রকৃতি প্রথম গুপ্তসম্রাটদিগের যে সকল শিলালিপি খুঁজিয়া ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—সেই সকল আদিগুপ্তলিপির বর্ণবিভ্রাসের সহিত উক্ত মানদেবের

লিপির বিশেষ পার্থক্য নাই, উভয় লিপি মিলাইলে এক সময়ের বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উত্তর-ভারতে গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ক হইতে যে সকল ‘সংবৎ’ নাম নামধের লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ ‘শকসংবৎ’ জ্ঞাপক বলিয়া পুরাবিদগণ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ হলে আমরাও মানদেবের উক্ত লিপিতানি ৩৮৬ শক সংবৎজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ খৃষ্টাব্দের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিজ্ঞাস দ্বারাও মানদেবকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

নেপালের পার্বত্য বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত হইতে বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের পিতা ১ম চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভলিপিতে ‘লিচ্ছবিদৌহিত্রস্ত মহাদেব্যাং কুমারদেবামুৎপন্নস্ত মহারাজাধি-রাজশ্রীসমুদ্রগুপ্তস্ত’ ইত্যাদি পরিচয়ে সুপরিচিত। অধিক সম্ভব চন্দ্রগুপ্ত ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধর্মপ্রচার, ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্তস্থাপন ও দ্বিধিক্রয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন। তৎকালে নেপালে বুদ্ধভক্ত বৃষদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। লিচ্ছবিপতি ১ম গুপ্তসম্রাটের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার কন্যা বা আত্মীয়ী কুমারদেবীকে প্রদান করিয়া আত্মগত্য করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ-কুমার শৈবধর্ম স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। নেপালের পার্বত্য বংশাবলিতেও লিখিত আছে যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করদেব পশুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক প্রস্তরবেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রিশূল বিদ্যমান। সেই প্রস্তরবেদিকার মানদেবের সময়কার ৪১৩ (শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে। এই লিপি পাঠে জানা যায় যে, জয়বর্মী নৃপতি মানদেব ও জগতের হিতার্থ জয়বর্ম নামক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবানির্বাহার্থ ‘অক্ষয়নী’ অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। মহীদেবের পুত্র বসন্তদেব। কাটমান্ডুর লগনতোলাহ লুগাল-দেবীর মন্দির হইতে বসন্তদেবের ৪৩৪ (শক) সংবতের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্করদেব চিত্রিত থাকায় বসন্তদেবকে বিজ্ঞভক্ত বলিয়া মনে হয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে ইনি ‘শান্তরিবিগ্রহ’ ও ‘উদ্যান্তসামন্তবল্লিত’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বসন্তদেবের পুত্র উদয়-দেব। ২য় জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তৎপুত্র ১৩

জন রাজ্য করেন। এই ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত কেবল মাত্র জয়দেব নামক এক রাজার নাম বাহির হইয়াছে। এই জয়দেবের সময়ে মহাসামন্ত অংগবর্মার অভ্যুদয়। নেপালে বর্তমান কালে অঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সর্ক সর্কা হইয়া পড়িয়াছিলেন, জয়দেবের পর অংগবর্মী কতকটা সেইরূপ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অংগবর্মী প্রথমে মহাসামন্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী ভোগদেবীর সহিত শূরসেন-নৃপতির বিবাহ হয়। অংগবর্মার শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার ভগিনী শূরসেন-মহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবর্মী জন্ম গ্রহণ করেন। ভোগদেবী নিজ পতির পুণ্য কামনার (দেবপাটনে) শূরভোগেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভোট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভোট (তিব্বত) দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি জোন-ৎসন গমপো ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নেপালপতি অংগবর্মার কন্যা জকুটী দেবীকে বিবাহ করেন; আজও ভোটদেশে জকুটী দেবী পূজিত হইতে-ছেন। [ লামা দেখ। ]

অংগবর্মার সময়েই লিচ্ছবিকুলে নরেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র শিব-দেব আবির্ভূত হন। নেপালে গোলামাটিটোল হইতে শিবদেবের এক খনি শিলাফলক পাওয়া যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামন্ত অংগবর্মার প্রসঙ্গ থাকায় ঐ লিপিকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাটদিগের সহিত নেপাল রাজগণের বহুকাল হইতে সন্ধ ছিল, এরূপ হলে উহা গুপ্ত সংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+৩১৮=৬৩৭ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে।

লিচ্ছবিপতি শিবদেবের সহিত মোধরিপতি ভোগবর্মার কন্যা ও মগধপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী শ্রীমতী বৎসদেবীর বিবাহ হয়। সেই বৎসদেবীর গর্ভে লিচ্ছবি-কুলকেতু পরচক্রকাম উপাধিদারী ২য় জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গোড়, ওড়, কলিঙ্গ ও কোশলপতি ভগদত্তবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্য-মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাফলকে ত্যাগী, মানধন, বিশালনয়ন ও সৌভাগ্যরাক্ষস বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের খণ্ডর শ্রীহর্ষদেবকে লইয়া বহুদিন হইতে গোলা চলিতেছিল। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ প্রাগজ্যোতিষে (আসামে) রাজ্য করিতেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাণভট্ট হর্ষ-চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

“নরকো...মহায়েনোহত্ম্যে ভগদন্ত-ব্রজদন্ত-পুন্দ্রদন্তপ্রভৃতিসু  
বন্তসু মরুমতিতেষু মহৎসু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজ ভূতি-  
বর্ষণঃ পৌত্রশচন্দ্রমুখবর্ষণঃ পুত্রো দেবত্ব কৈলাসস্থিতেঃ স্থলবর্ষণঃ  
সুরবর্ষণঃ নাম মহারাজাদিরাজ জন্তে...তত্ ৮ অগৃহীতনামো  
দেবত্ব মহাদেব্যাং শ্রামাদেব্যাং ভাস্করভ্যতিভাস্করবর্ষাপরনামা  
শস্ত্রনোত্তময়ো ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ।”

( শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস )

নরক মহাছাদার বংশে ভগদন্ত, ব্রজদন্ত, পুন্দ্রদন্ত প্রভৃতি বহু  
মহীপাল রাজ্য করিবান্ধ পর ( ঐ বংশে ) মহারাজ ভূতিবর্ষার  
প্রপৌত্র, চন্দ্রমুখ বর্ষার পৌত্র এবং কৈলাসবাসী দেব শ্রীস্থলবর্ষার  
পুত্র সুরবর্ষা নামে মহারাজাদিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই  
সুরবর্ষের ঔরসে মহাদেবী শ্রামাদেবীর গর্ভে শাস্ত্রচুর পুত্র ভীষ্ম-  
সুশ ভাস্করের ছায় তেজস্বী ভাস্করবর্ষা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং এই ভাস্করবর্ষাকে ব্রাহ্মণবংশীয়  
লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় পাশ্চাত্য  
অনেক পুরাবিদ ও চীনপরিব্রাজকের অনুসরণ করিয়াছেন।  
মহাভারতে ভগদন্ত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া পরিচিত। বর্ষা উপাধিও  
ক্ষত্রিয়-নির্দেশক। এক্ষণ স্থলে বাণভট্টের অম্লবতী হইয়া আমরা  
নিঃসন্দেহে প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গ্রহণ  
করিলাম।

ভাস্করবর্ষা একজন অতি পরাক্রান্ত ও ধাঞ্চিক নরপতি  
ছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বঙ্গপুত্র আদিত্যাসেন  
মগধে মহারাজাদিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে ভাস্কর  
বর্ষার বংশধরও গোড়, ওড়, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল অধিকার  
করিয়া একজন রাজচক্রবর্তী হইয়া ছিলেন। এই সময়ই ভগদন্ত-  
বংশীয় কামরূপপতিগণ “গোড়াড্রু কলিঙ্গকোশলপতি” বলিয়া প্রসিদ্ধি  
লাভ করিয়া থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের পুত্র ভগদন্ত-  
বংশীয় হর্ষদেব উক্ত ভাস্করবর্ষার পুত্র অথবা পৌত্র ছিলেন।  
তৎকর্তৃক গোড়াড্রু কলিঙ্গবিজয় কিছু অসম্ভব নহে। আসামের  
ডেঙ্গুর হইতে আবিষ্কৃত ভগদন্তবংশীয় বনমালবর্ষদেবের তাম্র-  
শাসনে উক্ত শ্রীহর্ষদেব “শ্রীহরিয়” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন \*।

২য় জয়দেবের সহিত শ্রীহর্ষদেব কিরূপে সন্ধ হইয়া আনন্দ  
হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

“অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ

কাকী গুণাঢ্যবনিতাভিরূপাত্তমানঃ।

কুরুন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিত্তাং

যঃ সাক্ষাভৌমচরিতঃ প্রেকটীকরোতি।”

উক্ত শ্লোকটার দ্ব্যর্থ থাকিলেও উহা হইতে ইহাও জানা যায়  
যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাকী ও সুরাষ্ট্রদেশের রাজগণকে  
জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই  
সম্ভবতঃ তিনি কামরূপপতি হর্ষদেবের কঙ্কার পাণিগ্রহণ করিয়া  
ছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশীয় আর কোন রাজা  
নেপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার  
উপায় নাই। পার্শ্ববর্তী বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও  
সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌরুষার্থ্য রক্ষিত না হওয়ায়  
গৃহীত হইল না।

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের প্রভাব  
হ্রাস হইয়া পড়ে এক তাঁহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামন্তগণ  
শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন।

লিচ্ছবি-সংবৎ।

নেপাল হইতে মহাসামন্ত অংগুবর্ষা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেব  
ও ২য় জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে  
অংগুবর্ষার নামাঙ্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, ৪৫ ও ৪৮ সংবৎ,  
২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবৎ এবং ২য়  
জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৫ সংবৎ উৎকীর্ণ আছে।

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ বৃহল্লর ও  
ফ্রিট্ সাহেব অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়া-  
ছেন! কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না।  
কারণ নেপালে সম্রাট হর্ষদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়া  
ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তাঁহার  
সহিত কোন কালে সন্ধ হইতে নাই। এক্ষণ স্থলে নেপালপতি  
হর্ষসংবৎ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তর-  
ভারতে শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্বত্র শকসংবৎ প্রচ-  
লিত হইয়াছিল। এইরূপ গুপ্তসম্রাট কর্তৃক নেপালবিজয় ও  
লিচ্ছবিরাজগণের সহিত সন্ধ হইত তথায় গুপ্তসংবৎ প্রচলিত  
হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্ষদেবের প্রবর্তিত  
সংবৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেরূপ কোন সুবিধা  
ঘটে নাই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষসংবৎ আরম্ভ। এক্ষণস্থলে অংগুবর্ষার  
শিলালিপি ধরিলে ৬০৬ + ৪৮ = ৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অংগুবর্ষার অস্তিত্ব  
স্বীকার করিতে হয়। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্  
সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়  
যে তৎকালে অংগুবর্ষার রাজ্যবাসন ঘটিয়াছিল।† চীন-  
পরিব্রাজকের উক্তি হইতেও আমরা অংগুবর্ষা প্রভৃতির অঙ্কগুলি  
হর্ষসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের

\* Journal of the Asiatic Society of Bengal,

Vol. IX. p. 768.

† Beal's Si-yu-ki, Vol. II. p. 18.

বিবাস, উহা কোন পরাক্রান্ত লিঙ্গবিবাকের প্রবর্তিত অক্ষ। উপ-  
বৃত্ত অক্ষসন্ধান ও আলোচনা হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ  
পরে বাহির হইতে পারে।

লিট্, ব্যাকরণের পরোক্ষার্থবোধক বিভক্তিসংজ্ঞাভেদ।

লিট্য, অন্ন চিন্তা করা। লিট্যতি।

লিদের, (লদর), পঞ্জাব-প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত  
একটা নদী। বিতস্তার শাখারূপে প্রবাহিত। কাশ্মীর উপ-  
ত্যকার উত্তরপূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট উচ্চ হইতে  
নির্গত। অক্ষা° ৩৪°৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৮' পূঃ। স্রতপাদ-  
বিক্ষেপে পর্বতের ঢালু প্রদেশ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর উপ-  
ত্যকার ইহা দীর্ঘগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষা° ৩৩°৪৫' উঃ  
এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫' পূর্বে ইসলামাবাদের ৫ মাইল দক্ষিণে  
ঝিলাম নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

লিধু, ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাভেদ। লিধ ও ধাতু বুঝাইতে  
সংক্ষেপে “লিধু” এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল। (ছান্দোগ্য উপা° ৪।১৪)

লিন্সোটেন, (Jan Hugo Van Linschoten) এক জন  
পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী। ইনি ১৫৮৬-১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে  
থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সম্বলন করেন। ঐ গ্রন্থ-  
খানি “Voyages into the East and West Indies”  
নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্বতগীর্জা ও ওলন্দাজ বণিক্-  
গণের পরম্পর বিরোধবৃত্তান্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও বনজ ধাতু  
প্রভৃতির পরিচয় স্ফটিকরূপে বিবৃত আছে।

লিপ্, উপদেহ। ২ বৃদ্ধি। ৩ লেপন। তুদাধি° উভয়-  
সক্ অনিট্। লট্ লিপ্পতি-তে। লিট্ লিলেপ, লিলিপতুঃ,  
লিলিপে। লুট্ লেপ্তা। লট্ লেপ্ততি-তে। লুঙ্ অলি-  
পৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপ্সাতাং অলিপন্ত,  
অলিপ্সত, সন্ লিলিপ্সতি-তে। যঙ্ লেলিপাতে। যঙ্ লুক্  
লেলেপ্তি। পিচ্ লেপয়তি। লুঙ্ অলীলিপৎ। অব+লিপ=  
অবলেপ, পর্ক। আ+লিপ=আলেপন। উপলেপ, লেপন।

লিপ (পুং) লিপ্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্তা।

লিপি (স্ত্রী) লিপ (ইঙ্গপথাৎ কিং। উপ° ৪।১১২) ইতি ইন্  
স চ কিং। লিখিত বর্ণ; পর্যায়—লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি,  
লিখন, লেখন, অক্ষরবিভাস, লিপী, লিবি, অক্ষররচনা,  
লিপিকা। (শব্দরত্না°)

“অন্নং দরিত্রো ভবিতোতি বৈবশীঃ

“লিপিং ললাটেহর্ষিজনস্ত জাগ্রতীম্।

যুবা ন চক্রেহল্লিতকল্পপাদপঃ

প্রণীত দারিদ্র্যদরিদ্রতয়া বৃণঃ।” (নৈষধ ১।১৫)

তন্মৈ লিখিত আছে যে, লিপি পাঁচ প্রকার, যথা মুদ্রালিপি,  
শিল্পলিপি, লেখনীসম্বন্ধ লিপি, শুভিকালিপি ও ঘৃণালিপি।

“মুদ্রালিপি: শিল্পলিপিলিপিলেখনীসম্বন্ধা।

শুভিকা ঘৃণসম্বন্ধা লিপয়: পঞ্চা: ॥” (বারাহীজয়)

এই সকল বিভিন্ন প্রকার লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবনাগর  
শব্দে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং অল্প  
পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, ফারসীয়, মিসর ও পূর্বে চীন  
প্রভৃতি রাজ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি  
প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় লিপি, বাবিলোনীয়  
ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইয়েমি-  
ফিক বর্ণ-লিপিরই সর্বপ্রাচীন। [ দেবনাগর ও বর্ণমালা দেখ। ]  
লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-ক (দ্বিবাচিন্দেতি।  
পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ লেখক। (অমরটীকা) যিনি লিপি  
প্রস্তুত করেন। ২ খোলাইকর। ৩ লেপক।

লিপিকা (স্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপিকার (পুং) লিপিং করোতীতি কৃ-অণ্। লেখক, লিপি-  
কারক। (অমর)

লিপিক্ত (ত্রি) স্তুললেখক।

লিপিত্যাস (পুং) লেখনী দ্বারা মসীযোগে পত্রাদিতে বর্ণবিভাস।

লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাম্রপত্র বা  
বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি লিখা করা হইয়া থাকে।

লিপিশালা (স্ত্রী) লিপীনাং শালা। লিপিগৃহ, যেখানে লেখা  
বা অক্ষরবিভাস শিক্ষা দেওয়া হয়। (ললিতবি°)

লিপিসম্বন্ধ (স্ত্রী) লিপিকরণোপযোগী বস্ত্র বা দ্রব্যাদি।

লিপী (স্ত্রী) লিপি কৃদিকারাদিতে লিপী। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপ্ত (ত্রি) লিপ-ক্। ১ ভুক্ত। ২ কৃতলেপন, পর্যায়—  
দিদ্য, বিলিপিত, চর্চিত। (জটায়ু)

“তল্লিপ্তাশ্চেলখণ্ডাশ্চ চষারো বিহিতান্তথা।” (কথাসরিৎসা° ৪।৪৮)

৩ মিলিত, সংযুক্ত, বদ্ধ। ৪ বিবদিত। (মেদিনী)

লিপ্তক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্। বিবাক্ত বাণ। (অমর)

লিপ্তহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা ভুক্তিত হস্ত।

লিপ্তা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত ৬০ ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট।

লিপ্তাজ (ত্রি) বাহার শরীর হৃগন্ত জ্বালাদির দ্বারা লেপা হইয়াছে

লিপ্তিকা (স্ত্রী) লিপ্তেব স্বার্থে কন্। দত্ত।

“বৈবশ্ব চতুর্থোহংশঃ প্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্কং অভিজিৎ”

(সংস্কৃত্যমুক্তা°)

লিপ্কা (স্ত্রী) লক্ষ্মী লত্-সন্, অ-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ,  
লাভ করিবার ইচ্ছা।

“লিপ্কা চক্রে প্রসেনোত্তু মণিরস্ত্রে স্তমভকে।” (হরিকণ্ঠ ৩৮।২৬)



লিপ্‌সিতব্য (ত্রি) লিপ্‌-তব্য। লাভার্থ, লাভ করিবার উপযুক্ত।

লিপ্‌-সু (ত্রি) লক্‌-লিম্বু: লভ্‌-লন, সমস্তাহ:। লাভ করিতে ইচ্ছুক, পর্যায়া গৃহ, পঙ্কন, তৃক্ক, লুক, অভিলাষুক, লোলুপ, লোলুভ। (হেম)

“উপপ্রদানং লিম্বুনামেকং স্বাকর্ষণৌবধম্ ॥”

(কথাসরিৎসাং ২৪।১১১)

লিপ্‌-তু (ত্রি) লিপ্‌-তল্‌-টাপ্‌। লিম্বুর ভাব বা ধর্ম, লাভ করিবার ইচ্ছা।

লিপ্‌-ত্ব্য (ত্রি) পাইতে বাহনীর। যাহা লাভ করিতে স্বত: ইচ্ছা জন্মে।

লিবি (ত্রি) লিপ-ইন, বাহনকাৎ পত্ৰ বৎ। লিপি। (অমর)

লিবিবর (পুং) লিবিং করোতীতি ক্‌-দ্বিবাভিতানিগেতি। পা ৩।২।২১ ইতি ট। লিপিবর।

লিবিবর (পুং) লিবিং করোতীতি ক্‌-ট, পূর্বোদয়ানিহাৎ দ্বিতী-য়ান্না অনুক্‌। লিপিকার। (অমরটীকা ভাষ্যদীকিত)

লিবি (ত্রি) লিবি কৃদিকারাদিতি ভীষ্‌। লিপি। (শব্দরত্না)

লিবুজা (ত্রি) লতিকা।

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প- (অমরপর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮ ইতি শ। লেপনকর্তা।

লিম্পট (পুং) বিড়্‌গ্‌, লম্পট। (হারাণী)

লিম্পাক (ক্ৰী) নিষ্কবিলেখ, পাতিলেব্‌। গুণ—সুরভি, স্বাদু, নাত্যয়, অন্নরুচিকর, বাতশ্লেষহর, হৃদয়, ছদ্দিনাশক, ঈষৎ পিত্তবর্ধক। (রাজব) (পুং) নিষ্কবৃক্ক, পাতিলেবুর গাছ। ২ খর। (শব্দরত্না)

লিম্পি (পুং) লিপি।

লিম্বুরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। বার্ষিক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ২৭৮ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। লিম্বুরী নগর শোগগড় হইতে ৯ কোশ পশ্চিমোক্তরে অবস্থিত। ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাডী শাখায় জানিয়া টেনসন এই নগর হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমুদ্রসামুদ্র।

লিম্বুরী, (লিম্বুড়ী), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের খালাবারপ্রান্তস্থ একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২°৩০' ১৫" হইতে ২২°৩৭' ১৫" পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪' ৩০" হইতে ৭১°৫২' ১৫" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত ১টা নগর ও ৪৩টা গ্রাম আছে।

এই স্থান স্বভাবতঃই সমতল। বালুকাময় ভূমিভাগে চাস-বাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লালবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই স্থানে তুলা এবং অল্পাংশ নানাজাতীয় শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ভোগবতী নামে একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, গ্রীষ্মকালে উহার জল লবণাক্ত হয়। সময় সময় নদীতে বহা আসিয়া স্থানীয় শস্তাদির বিশেষ ক্ষতি করে। এখানকার সামন্তরাজ অর্থের পরিবর্তে শস্তাদি দ্বারাও রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্থান উচ্চপ্রধান হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। লিম্বুরী নগরে এক প্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্বে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত।

লিম্বুরী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। এখানকার সর্দার ইংরাজ-গবর্নমেন্টের সহিত ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিহুই আবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তাঁহার কোন সনন্দ পান নাই। ঠাকুর সাহেব যশোবন্ত সিংহজী ফতে-সিংহজী ঝালাবাণীর রাজপুত। ইনি রাজকোটের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পলিটিকাল এজেন্টের বিনা পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবৃন্দকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০ টাকা। তন্মধ্যে ৪৫৫৩০ টাকা ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। রাজা পুণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাঁহার উৎসাহে এখানে ১৭টা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৩' পূঃ। এই নগর পূর্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখানকার প্রাচীন চুর্গাধি এক্ষণে ভয়াবহায় নিপতিত।

লিম্বুভট্ট (পুং) একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পূর্ণানন্দ প্রবন্ধ-প্রণেতা নারায়ণের পিতা।

লিম্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমান্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্শ্বত্যা ক্রিয়াত জাতির একটা শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেই ব্রহ্মধর্মসেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ; গো, শূকর ও পালিত পশুপক্ষিরক্ষা এবং পার্শ্বতা ভূমে শস্তাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহারা অল্প কোন কার্যই করে না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা আগন্তে দিনুপাত করিয়া থাকে। ছোঁচা বাশের বেড়ার উপর বন আশা ও এলাচী গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্মাণ করে।

দার্জিলিংয়ের সমীপবাসী লিখুগণ অতিরিক্ত মত্ত পান করে এবং দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর প্রাণবায়ুই দেবতার গ্রহণীয় এবং তাহার মাংসপিণ্ড মনুষ্যেরই উপভোগ্য।

ডাঃ কার্বেল ইহাদের ভাষার জিহ্বামূলীয় ও তালব্য বর্ণের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, লেপ্ছা জাতির ভাষা অপেক্ষা লিখু ভাষাই অধিকতর ক্রটিমধুর। ভায়তীয় ও তিব্বতীয় ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। লেপ্ছা-দিগের নিকট ইহারা ছদ্ম নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়।

লিঙ্গ, ১ তৌচ্ছা, অন্নীভাব। ২ গতি। দিবাদি° আশ্বনে° অক° অনিট্। গত্যাৰ্থে তুদাদি° পরম্ণৈ° অক° অনিট্। লট্ লিঙ্গতে লিঙ্গতি। লিট্ লিঙ্গেশ লিঙ্গিশে। লুট্ লেট্টা। লুট্ লেক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অলিকৎ-ত। সন্ লিলিক্তি-তে। যঙ্ লেলিঙ্গতে। যঙ্ লুক্ লেলেটি; গিচ্ লেশয়তি। লুঙ্ অলীলিৎ।

লিঙ্গ (পুং) লব-কর্তরি বন, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপধায়া ইৎ। নর্ন্তক।

লিসরি, হিমালয়-পর্বতপ্রান্তবাসী জাতিবিশেষ। মিথুন-কোটের অদূরস্থ গুর্জানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের বাস। ইহারা গুর্জানি জাতির একটা শাখা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাদের আপেক্ষা বঙ্গদীন। ১৮৫০ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দুইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উপর্যাপরি আটবার ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই।

লিহ, আশ্বাসন, লেহন। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লেঢ়ি, লীঢ়, লিহতি, লেঙ্কি। লীঢ়ে। লোট্ লেঢ়ু। লীঢ়ি, লেহানি, লীঢ়াং। লিঙ্ লিহাৎ, লিহীত। লঙ্ অলেট্, অলীঢ়। লিট্ লিলেহ, লিলিহত্। লুট্ লেঢ়া। লুঙ্ অলিকৎ, অলিক্ত, অলীঢ়, অলিক্তাং অলিক্ত। সন্ লিলিক্তি-তে। যঙ্-লেলিহতে, যঙ্ লুক্ লেলেঢ়ি। গিচ্ লেহয়তি। লুঙ্ অলীলিহৎ। অব+লিহ—অবলেহন। আ+লিহ—বেধ।

লী, ১ শ্লেষণ, লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্রাদি° পরম্ণৈ° পক্ষে দিবাদি° আশ্বনে° অক° অনিট্। দ্রাবণার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্রাদি° পরম্ণৈ° সক° অনিট্। লট্ লিনাতি, লীয়তে। লিট্ লিনায়, লিলো, লিলাত্। লুট্ লেতা, লাভা। লুট্ লেযতি, লাভতি। লেযতে, লাভতে। লোঙ্ লীরাৎ, লেবীট, লাসীট। লুঙ্ অলৈদীৎ, অলাদীৎ, অলৈট্। অলাদিত্। অলৈব্। অলাসিত্। সন্ লিলীবতি। যঙ্ লেলীয়তে।

যঙ্ লুক্ লেলরীতি, লেলেতি। চুরাদি° পক্ষে লাপরতি, লাররতি। ভ্রাদি° পক্ষে লয়তি।

লীকা (স্ত্রী) হ্রস্বম্বিকমারী। চলিত ছোট ইন্দুমারী।

লোকা (স্ত্রী) লিকা। (শব্দরত্ন°)

লীক্ষা (স্ত্রী) লিকা। (শব্দরত্ন°)

লীন (দ্রি) লী-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাতত্ত্ব ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ শ্লিষ্ট।

“দিবাকরাদ্রকতি যো শুভাহ্ন লীনং দিবাতীতমিবাঙ্ককারম্।

কুত্রেহপি নুনং শরণং প্রপন্নে মমযমুন্মৈঃ শিরসামতীৰ্ণম্॥”

(কুমারসং ১।২১)

লীলা (স্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদাদিহাৎ কিপ্, লিয়ং লাতীতি লা-ক। ১ কেলা। ২ বিলাস। ৩ শৃঙ্গারভাব চেষ্টা।

(মেদিনী) ৪ খেলা। (বিষ্ণু)

“লীলাবিদধতঃ শৈবরমীশ্বরভাষ্যমায়রা” (ভাগবত ১।২।১৮)

এ নায়িকাদিগের প্রিয়তমের সমাগম লাভ না হইলে স্বচিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, নৃষ্টি, হস্ত ও ভণি-তাদির অনুকরণের নাম লীলা।

“অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনাদিকার্য্যঃ

সখ্যাঃ পুরোহিত নিজচিত্তবিনোদবুদ্ধা।

আলাপবেশগতিহাস্তবিলোকনাত্তৈঃ

প্রাণেশ্বরানুসৃত্যনাকথ্যাস্ত লীলাম্॥” (অমরটীকার ভরত)

৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। চলিত প্রবাদ আছে যে,—

“ভগবানের বেলা লীলাখেলা,

পাপ লিখিছে মানবের বেলা।”

প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা বিবিধ।

“প্রকটাপ্রকট চৈতি লীলা শেখং বিধোচ্যতে।” (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বালাক্রীড়া ব্যাপদেশে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলা যায়।

শ্রীভাগবতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরবিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে—

“সদানন্তঃ প্রকাশঃ শৈবদীপাভিষ্ণ স দীবাতি।

তত্রৈকেন প্রকাশেন কবাচিচ্ছজগদন্তরে॥

সহৈব অপরাধীরৈর্জগদাদি কুরুতে হরিঃ।

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা॥

তেষাং পরিকরাশ্চ তৎ তৎ ভাবং বিভাবয়েৎ।

প্রপঞ্চগোচরম্ভেন সা লীলা প্রকটা নৃত্য।

অজ্ঞানপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশভবগোচরাঃ।

তত্র প্রকটলীলারমেব স্তাত্তাং গমাগমৌ॥

গৌতমে যথুদারাক বারভারাক শাসিতঃ ।

যাতব্য ততাপ্রকটা-কর কঠোর সজিতাঃ ॥ (শ্রীভাগবতবৃত্ত)

১ ছন্দোভেদ । ইহার উল্লিখিত চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, ১০, ১৫ ও ১৬ বর্ণ শুদ্ধ এবং ২৩, ৫, ৮, ৮, ২, ১১, ১২, ১৪, ১৫ বর্ণ লঘু ।

লীলাকমল (স্রী) লীলার্থ কমল । কীড়াগর । (সেব ৬৬)

লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ ।

লীলাকলহ (পুং) কলহের ভাষ ।

লীলাখেল (ত্রি) কীড়ানিল । ত্রিরাং টাপ । ছন্দোভেদ । উহার প্রত্যেক চরণে ১৫টি অক্ষর আছে, সকল শুনিই শুদ্ধ ।

লীলাগার (স্রী) লীলার্থ আগার । লীলাগৃহ, কীড়াগৃহ ।

লীলাগৃহ (স্রী) খেলাগর ।

লীলাগেহ (স্রী) কীড়াগার ।

লীলাজ (ত্রি) চকল বা মিরতর কীড়কু অঙ্গবৃত্ত । (বৃষাদি)

লীলাচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি ।

লীলাজন, (নৈরঞ্জন) বাক্যলার হাজারিবাগ জেলার প্রবাহিত একটা নদী । গয়াধামের ৩ কোশ দক্ষিণে বোধানার সহিত মিলিত হইয়া কলঙ্গ নামে গঙ্গার মিলিত হইরাছে ।

লীলাচল (পুং) জনপদভেদ । [লীলাচল দেখ ।]

লীলাতমু (স্রী) লীলাপ্রকটনার্থ বৃত্তদেহ ।

লীলাতামরস (স্রী) কীড়াকমল, লীলাকমল ।

লীলাদন্ধ (ত্রি) বেজার তরীভূত ।

লীলানটন (স্রী) কোতুকাবহ বৃত্ত ।

লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল ।

লীলাধর ভট্ট, দক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি । কবীন্দ্রচন্দ্রাবরে ইহার উল্লেখ আছে ।

লীলাপদ্ম (স্রী) লীলার্থ পদ্ম । কীড়াকমল ।

লীলাপর্বত (পুং) লীলাচল ।

লীলাজ (স্রী) লীলাকমল ।

লীলাভরণ (স্রী) পদ্মমালার নির্মিত অলঙ্কার ।

লীলাবিশুদ্য (পুং) হস্তবশী মহায । মহাযাকার কিন্তু মহায নহে এইরূপ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ।

লীলাময় (ত্রি) লীলাবস্ত্রণে বহুই । লীলাবরণ ।

লীলামাত্র (অব্য) বেশিভে বেশিতে ।

লীলামানুষবিগ্রহ (ত্রি) ১ হস্তবশী মহায । ২ কীড়ক ।

লীলাধুজ (স্রী) লীলাপদ্ম । (কব্যানুশিঙ্গা- ২৩। ৬২)

লীলাধু (পুং) জাতিবিশেষ । [লীলাধু দেখ ।]

লীলারতি (স্রী) কীড়া

লীলারবিন্দ (স্রী) লীলাকমল ।

লীলাবজ্র (স্রী) বজ্রাকার পদ্মভেদ ।

লীলাবতায় (পুং) লীলাপ্রকটনার্থ বিহুব অবতার ।

লীলাবৎ (ত্রি) লীলা বিতভেদত্ব মতুপ্ বত বঃ । লীলা-  
বিশিষ্ট, কীড়াবৃত্ত ।

লীলাবতী (স্রী) লীলাবৎ-ত্রিরাং ক্রীৎ । ১ কেলিমুক্তা ।

২ বিশালবতী । ৩ শৃঙ্গারতাবচ্ছোষিতা । ৪ খেলাবিশিষ্টা ।

৫ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্য ভাস্করাচার্যের পত্নীর নাম লীলাবতী ।

এই লীলাবতী একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও লীলাবতী । লীলাকটীদলচারণ প্রোক্তের টীকার গণেশ লিখিয়াছেন যে,—

“গোদাবরীতীরনিবাসিনঃ মহারাষ্ট্রদেশোদ্ধবত শ্রীভাস্করা-  
চার্যত্ব গ্রন্থকর্ত্তুঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিকিরুদ্ধমরত তাত পঠৈ-  
লীলাবত্যা লীলাবতীমিব” (লীলাবতীটীকার গণেশ)

ভাস্করাচার্যও লীলাবতী নামে একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন । ঐ গ্রন্থের মজলচরণ প্রোক্ত এইরূপ লিখিত আছে—

“প্রীতিং ভক্তজনন্ত যে জনরতে বিয়ং বিনিয়ন্ত বৃত্ত-

স্তং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপনং নম্রা মতজাননম্ ।

পাটং সদগণিতত্ব বচুম্ চতুরপ্রীতিপ্রদাং প্রাক্টুটং

সংকিপ্তাকরকোরনামলপঠৈর্লীলাবতীম্ ॥” (লীলাবতী)

৬ অবিকিৎ বৃণতির স্রী । (মার্কণ্ডেয়পুং ১২৩।১৭)

৭ বেজাবিশেষ । (মৎস্তপুরাণ)

৮ ভ্রাতৃগ্রন্থ বিশেষ ।

“অব্যং নাহুলুপুচ্ছলো গুণগণঃ কর্ণাধিকং দ্রাব্যতে  
জাতিবিশুদ্যতিমগতা ন চ পুনঃ দ্রাব্য বিশেষ স্থিতিঃ ।

সবজঃ সহজো ভূশাদিত্তিরয় যজ্ঞাত সৎপ্রীতয়ে

সাবীকানবকেবকবৃন্দলী জীভারলীলাবতী ॥” (মণ্ডনমিত্র)

লীলাবধূত (ত্রি) বহুক্ষেপে বিচরণশীল ।

লীলাবান্ধি (স্রী) অলকেলির নিষিদ্ধ পুঙ্করিণী ।

লীলাবেশদ্বন্দ্ব (স্রী) লীলাগৃহ ।

লীলাশুক (পুং) ভক্তকবি বিকলজের নামান্তর ।

লীলাসাধ্য (ত্রি) সহজসাধ্য । সাধ্য অবহেলার নিষ্পন্ন করা যায় ।

লীলাস্বাস্থ্যপ্রিয় (পুং) তাত্ত্বিক আভ্যাসভেদ । পক্ষি (হর্গা)  
ভক্তগণের মধ্যে সুপরিচিত । পক্ষিরূপাকারে ইহার উল্লেখ আছে ।

লীলোদ্ভান (স্রী) লীলার্থহুতানং । সেবন । (ত্রিকা)

“অথ নামসমুচ্ছিন্নং সেবাধি-ভ্রাতৃসেবিতম্ ।

লীলাত গওপৈলক লীলোদ্ভানং ব্যবহিকার ॥” (কব্যানুশিঙ্গা-১০)

লীলোপবতী (স্রী) হস্তবশী । ইহার প্রতি চরণে ১৫টি  
অক্ষর থাকে ।

লুজাডি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Phyllanthus longifolius)  
লুই (দেশজ) লোমঘারা প্রভৃত বস্ত্রভেদ। স্বনামপ্রসিদ্ধ  
পশরী বস্ত্র।

লুক্ (পুং) লোপ, ব্যাকরণের সংজ্ঞাত্ত্ব, লুক্ ও লোপে প্রভেদ  
আছে।

লুক, কদম্ব প্রভ্যভেদ। এই প্রভ্যভেদে ধাতুর বিশেষরূপ  
হইয়া থাকে।

লুকা [ন] (দেশজ) গোপন।

লুকা (লুবা), আসাম প্রদেশে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্রনদী।  
পৰ্বতগাত্র-বিধৌত কতকগুলি সরিৎমালার পৃষ্টকলেবর হইয়া  
ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিন্যাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত  
হইয়াছে। জয়ন্তী পার্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা  
ত্রিহট্টজেলার মলাদুল গ্রামের নিকট জয়ন্তী নদীতে মিলিত  
হইয়াছে।

লুকচুরি (দেশজ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক-  
জন চোর সাজিয়া অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

লুকিবিদ্যা (জী) ১ গুপ্তবিদ্যা। ২ রহস্যপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া।

লুকোলুকি (দেশজ) পুনঃ পুনঃ গোপনের চলন।

লুকায়িত (ত্রি) লুক-কায়ত যন্ত তাদৃশ ইবাচরতীতি লুকায়-  
কিপ্ ততঃ ক্ত। অন্তর্হিত।

লুকেশ্বর (কী) তীর্থভেদ।

লুগু, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অধিত্যকা ভূমির দক্ষিণে  
একটি গণ্ডশৈল। অক্ষা° ২৩°৪৬'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°  
৪৪'৩০" পূঃ। এই শৈলখণ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিট উচ্চে  
একটি প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা স্থানীয় প্রাচীন  
সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পৰ্বতমাংশের সর্বোচ্চ শিখর  
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট উচ্চ।

লুঘাসী, বঙ্গদেশের বিভাগের অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্ত-  
রাজ্য। ভারতগবর্মেণ্ট ও মধ্যভারত এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে  
পরিচালিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বসীমা পর্যন্ত  
ছত্রপুর রাজ্য, এবং পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হাবীরপুর রাজ্য  
দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইংরাজরাজ যখন বঙ্গদেশের অধিপত্য লাভ করেন, তখন  
এখানকার সর্দারেরা ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন।  
তিনি বখারীতি ইংরাজরাজের আত্মগত স্বীকার ও  
বন্দোবস্তীপত্র স্বাক্ষর করার বীর সম্পত্তি ও সামন্তপদ  
লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়,  
এখানকার সামন্ত সর্দারসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি দ্বিধা  
অঙ্গরূপ দেখিয়া বিদ্রোহিণ লুঘাসী লুণ্ঠন করিয়া বহু কতি করিয়া

ছিল। রাজা বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ্য করিয়াও অধিষ্ঠিত ভাবে  
ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাঁহার এই  
রাজতন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি, রাজ-  
পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করেন।  
এতদ্বিধা সন্মেলের দ্বারা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান  
করা হয়। তাঁহার পৌত্র রাও বাহাদুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬  
খৃষ্টাব্দে পৈতৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নাবালক  
অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজকাণ্ড পরিচালন করেন। ঐ  
সময়ে লুঘাসী রাজ্যের বখেট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজস্ব  
প্রায় ১০ হাজার টাকা।

কাল্পী হইতে জব্বলপুর বাইবার পথে কাল্পী হইতে ৪৩  
ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটি ক্ষুদ্র  
বাজার আছে। নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। ঐ  
দুর্গে রাজার ২০ জন পষাতিক সৈন্ত এবং ৭টী কামান ও কামান-  
বাহী সেনাদল বাস করে।

লুজ (পুং) মাতুলক বৃক্ষ, চলিত হোলললেবুর গাছ। (বৈদ্যকনিঃ)

লুজমাংস (কী) মাতুলকমাংস। (বৈদ্যকনিঃ)

লুজান্ন (কী) মাতুলদান্ন। (রসসম্ভারসং)

লুজুম (পুং) হোলল লেবু। (রসমাং)

লুচি (দেশজ) গোমুচুর্গ (ময়দা) জলে মাখিয়া ও পিণ্ডাকৃতি  
করিয়া ঢাকী ও বেগুন সহযোগে বেশিয়া ঘে ঢাকাকার ময়দার  
পাত উত্তপ্ত ঘৃতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য  
বসিরা গণ্য। গরমলুচি লবণ যোগে তক্ষণ করিলে রক্তমাশর  
আরোগ্য হয়।

লুচা (পারসী) ১ কামুক। ২ পরতীয়াবী। ৩ বেশাদি দ্বারা  
রমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী।

লুচাপনা (পারসী) কামুকের হাবভাব বা কাণ্ড। এই অর্থে  
লুচাম ও লুচামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লুজ, দীর্ঘি। চুরাদি-পর্যন্তে-অক-সেট্। এই ধাতু ইদ্রিৎ।  
লট্ লুজতি। লুজ্ অহলুজৎ।

লুজ, ১ অপনয়ন, অপসারণ। তাদি-পর্যন্তে-সক-সেট্।  
লুকতি। লিট্ লুজক। লুট্ লুকতি। লুজ্ অলুকীৎ।

লুজিতকেশ (পুং) জৈন সাংসারিকভেদ। তাহার ঔষধাদি  
যোগে মাথার কেশ ও গাভ্রলোম নষ্ট করিয়া কেলে বলিয়া  
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লুট্, বিলোড়ন। তাদি-পর্যন্তে-দ্বিবাণি-পর্যন্তে-সক-সেট্।  
লট্ লোটতি। দ্বিবাণিপক্ষে লুটতি। লিট্ লাসাট, লুটুটক্য।  
লুট্ লোটতি। লুজ্ অলোটৎ, অলুটৎ। দিচ্ লেট্টিতি।  
লুজ্ অলুজুৎ। লুট্ প্রতিষাত। তাদি-আজনে-সক-

সেট্। লট্। লোট্। লুট্। লোট্। লুট্। আলোট্।  
 প্রগুট্—হুতি, অগহুত্, চৌধ্য। তুদি। পরমৈ। সক। সেট্।  
 এই ধাতু ইতিৎ। লট্। লুট্। লুট্। অলুট্। এই অর্থে  
 চুয়াদি। পরমৈ। সক। সেট্। লট্। লুট্। লুট্। অলুট্।

লুট (বৈশজ) লুটন শব্দের অপভ্রংশ। পরমাপহরণ।

লুটপাট (বৈশজ) লুটন।

লুটপুটান (বৈশজ) গোলে পড়া। বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাতড়ান।

লুটী (বৈশজ) ১ গড়াগড়ি। ২ লুটন করা।

লুটান (বৈশজ) ১ লুটনকার্য। ২ ধ্বংস বিলুপ্তি করণ।

লুটিয়ারা (বৈশজ) ডাকাইত। লুটেরা।

লুটী (বৈশজ) ১ গোলাকার দ্রব্যের শিশু। ২ জড়ান বস্ত্রপণ্ড।

লুটীহুটী (বৈশজ) গোলযোগ। বিশৃঙ্খলা।

লুটের দ্রব্য (বৈশজ) লুটনদ্বারা লব্ধ পদার্থ।

লুট, ১ উপঘাত। ২ আলস্ত। ৩ তের। ৪ খোঁড়ন। ৫ প্রতীঘাত।

৬ লোট। উপঘাতার্থে তুদি। পরমৈ। প্রতীঘাতার্থে  
 আত্মনে। চৌধ্যার্থে চুয়াদি। পরমৈ। লোটার্থে তুয়াদি। পরমৈ।  
 উত। সেট্। লট্। লুট্। লোট্। লুট্। লুট্। অলোট্।  
 অলুট্।

লুটন (স্রী) লুট-ভাবে লুট। ভূমিতে অধের পুনঃ পুনঃ  
 প্রমোহনন, চলিত লোট, গড়াগড়ি দেওয়া, পর্যায়  
 ভ্রমণ। (ত্রিকা।)

লুটনেশ্বরতীর্থ (স্রী) তীর্থভেদ। ইহাকে লুটেশ্বর বা লুকের  
 তীর্থও কহে। হেমচন্দ্র এই তীর্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

লুটিত (ত্রি) লুট-কৃত। মুহুর্তঃ ভূমিতে পরাবৃত্ত হওয়া। প্রম-  
 শান্তির জন্ত যে সকল অর্থ ভূমিতে বারংবার গড়াগড়ি দেয়,  
 তাহাকে লুটিত কহে। পর্যায় বেলিত, অপাবৃত্ত, পরাবৃত্ত। (হেম)

“লিলাকলাপো লুটিতঃ কিমঙ্গনগিরেবয়ং।

কিন্তুকালকলাজন্মেবোথঃ পতিতো ভূবি।”

(কথাসরিৎসাং ১০২। ১৭)

লুড়, ১ মছন, আলোড়ন। ২ সংবৃত্তি। ৩ স্বেব। মছনার্থে—  
 তুদি। পরমৈ। সক। সেট্। সংবৃত্তি ও স্বেবার্থে তুয়াদি। পরমৈ।  
 লট্। লোট্। লুট্। লোট্। লুট্। আলোট্। ক লোট্।  
 লিট্। লোট্। লুট্। আ+লুড়=আলোড়ন। বি+লুড়=বিশা-  
 ডন। তুয়াদিপক্ষে লুট্। লুট্। লুট্। অলুট্।

লুড়লুড় (বৈশজ) কান্ডভেদ (Cassaria glomerata)

লুড়লুড় (বৈশজ) এবিধ জীবকৃষ্ণকিরি বেকান।

লুড়ী (বৈশজ) উপলব্ধ।

লুণ (বৈশজ) লবণ।

লুণাবাড়, যোয়াই প্রেন্সিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকাছা

পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি সেনীর সামন্তরাজ্য।  
 ইহার উত্তর সীমার রাজপুতনার অন্তর্গত জলরপুর সামন্ত রাজ্য,  
 পূর্বে রেবাকাছার অন্তর্গত তুং ও কহানা রাজ্য, দক্ষিণে পক্ষ  
 মহলের অন্তর্গত গোহড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহীকাছার  
 ইদর রাজ্য ও রেবাকাছার অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য। অক্ষা°  
 ২২°৫০' হইতে ২৩°১৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২১' হইতে ৭৩°৪৭'  
 পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৩৮ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত  
 ১টি নগর ও ১৬৫টি গ্রাম আছে।

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত  
 বাধ আছে। কুপাদি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস  
 করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়।  
 গুজরাত হইতে মালব পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের  
 পার্শ্ব দিয়া গমন করার এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি  
 হইয়াছে। গম, কলাই এবং সেগুন কাঠ এখানকার প্রধান  
 বাণিজ্য দ্রব্য। গুজরাতের অত্যন্ত স্থানাপেক্ষা এই স্থানের  
 জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। অর ত্রিৎ এখানে সাধারণতঃ  
 অস্ত্র ব্যাধি দৃষ্ট হয় না।

অনুহিলবাড়পত্তনের-রাজপুত রাজবংশ হইতে এখানকার  
 রাজবংশ উৎপন্ন। প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ ১২২৫  
 খৃষ্টাব্দে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর  
 ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীর কোন রাজা লুণাবাড়ে রাজপাট পরিবর্তন  
 করেন। অধিক সম্ভব, গুজরাত প্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব  
 বিস্তৃত হইলে, তাহার রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহীনদী অতিক্রমপূর্বক  
 এখানে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামন্তরাজগণ  
 গাইকোবাড় ও সিন্ধেরাজের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যাশাসন  
 করিতে থাকেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্নেন্ট সিন্ধেরাজের  
 কর্তৃত্ব অঙ্গমোদন করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুণাবাড়  
 মহীকাছার পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে  
 সিন্ধেরাজ পক্ষমহল জেলার সহিত এই রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বও  
 ইংরাজগবর্নেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন।

মহারাজা বখৎ (ভক্ত) সিংহদেবী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভিত্তিক  
 হন। তিনি সোলাঙ্কীবংশীয় রাজপুত। পলিটিকাল এজেন্টের  
 বিশেষ অল্পমতি ব্যতীত তিনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবিগকে প্রাণ-  
 দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি  
 সাতহুচক শ্রী তোপ পান। ছোট পুন্ডই রাজ্যাধিকারী হইয়া  
 থাকেন। রাণার বক্তব্যবশেষে কনভা রাই। যেটি রাজ্য ১৯২২০০  
 টাকা, তদ্ব্যয়ে ইংরাজরাজকে ও কনভার গাইকোবাড়কে বার্ষিক  
 ১৮০০০ টাকা দিতে হয়। রাজস্বসংকল্প ২০৪ জন। এখানে  
 ১২৫টি বিভাগ আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। হুগু ও জোঁরিয়া দ্বারা পরিচালিত। মহী ও পনাম নদীর সন্মিলনের স্থানে জোঁরিয়া পূর্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্ধ কোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৯'৩০" পূঃ।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমসিংহজী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাজা মহীনবী উত্তরণ করিয়া বৃষ্ণায় বহির্গত হন। ঘটনাক্রমে বনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি বীর দল ছাড়া হইয়া পড়েন। রাজনী সমাগমে বন্যাকারে পথ হারাইয়া তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা সেই বোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সঙ্গ্রহে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কুটারের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু বোগবলে রাজার দৈন্ত্যতা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার সাধুতাকে ধন্তবাদ দিলেন এবং বোগভক্ত হইলে রাজাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—তোমার ও তোমার বংশধরদের অষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন; তুমি এই বনে একটা নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্যাণক্রমে এই স্থান হইতে পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া বেখানে তোমার সমুদ্র দিয়া একটা শবক গমন করিতে দেখিবে, সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে পথ অভিযোজিত করিয়া পার্শ্বস্থিত গুহ্যলভ্যভ্যন্তর হইতে একটা শবক নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বন্যের আঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান। বোগবির লুণ্ঠনের উপাসক ছিলেন। রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান হইয়া নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন। নগরের দরকুলী দ্বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই নগর গুজরাত ও মালবের বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত। বোম্বে-বড়োদা-মধ্যভারত রেলপথের গোম্ভাখাখার শেব ষ্টেশন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র গোম্ভাখার আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েদখানা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসালয় আছে।

লুণিরা (শেবক) ১ শব্দভেদে। (Portulaca oleracea)

২ লবঙ্গাকারী।

শুট, অবজা, চৌধ। হুগু। পক্ষে ভূবি। পরমৈ। স্ক. সেট্। শুটরতি, পক্ষে শুটতি। লুঙ্ অলুঙ্, পক্ষে অলুঙ্।

শুটক (পু) শুটকীতি শুট-বু। ১ শব্দবিশেষ। চলিত নটেপাক।

শুটকী (স্ত্রী) শুট-অঙ্-টাপ্। শুটন। (শব্দরত্না°)

শুটক (পু) শুটকীতি শুট-(অব-জিহ্ব-হুইলুটকৃতঃ) বাক্য। পা ৩২।১৫৫ ইতি কন। ১ চৌর।

শুটকী (স্ত্রী) শুটক-বিদ্যাং জীপ্। জীচৌর।

শুটক (মি) লুটকীতি লুট-বু। তেরকারক, লুটনকারী, চলিত লুটেরা।

“যে চৌরা বহিনা হুটী গরদা গ্রামলুটকাঃ।

সারমেরামনে তে বৈ পাতাত্তে পাতকারিতাঃ।” (পদ্মপু. পাতালধ°)

লুটন (স্ত্রী) লুট-লুট্। লুটন, লুট করা।

“হরণং লুটনং তবং তৎপত্নীনাং নরাধিপঃ।” (দেবীভাগ° ৫।১।১৮)

২ গড়াগড়ি দেওন।

লুটনদী (স্ত্রী) নদীভেদে।

লুটী (স্ত্রী) লুট-অঙ্-প্রিয়াং টাপ্। লুটন। (শব্দরত্না°)

লুটাক (পু) লুট-বাক্য। ১ বাক। (ত্রিকা°) ২ চৌর।

“বিদ্রোহভিচারিকাণাং ভবনগণক্ষাটিকপ্রতানিকরঃ।

যত্র বিদ্রাজতি রজনীতিমিরপটপ্রকটলুটাকঃ।” (কলাবি° ১।৩)

লুটি (স্ত্রী) দ্রব্যবৃদ্ধি। অপহরণ।

লুটী (স্ত্রী) লুটন, লুট হওয়া।

লুণ্ড, চৌধ। হুগু। পরমৈ। স্ক. সেট্। লট্, লুণ্ডতি লুঙ্ অলুণ্ডৎ।

লুণ্ডিকা (স্ত্রী) লুণ্ডী বার্থে কন, ততটাপ্। ১ জারসারিণী।

(হারাবলী) একত্র বেষ্টিত মেঘলোমাদি, মেঘলোমাদি একত্র করিয়া যে দলার মত হয়, তাহাকে লুণ্ডিকা কহে। চলিত ইহাকে হুড়ি কহে।

“সৈন্ধ্যক দ্ব্যভ্যন্তর্যে তাত্রভাজনমাতপে।

প্রতপ্তমুগ্ধা নৃন্তং তল্লগল সমাহরেৎ।

তাত্রভাজনে দ্ব্যন্তং সৈন্ধ্যং দবা রৌদ্রে তপ্তং কৃৎ মেঘলোম-

লুণ্ডিকা যুট্। মলগ্রহং কৃৎ তেন প্রকরেৎ।” (ভৈষজ্যরত্না°)

লুণ্ডী (স্ত্রী) জারসারিণী। (ত্রিকা°)

লুণ্ড, লুণ্ডন, বধ ও ক্রেশ। ভূবি। পরমৈ। স্ক. সেট্। লুহতি। লুঙ্ অলুহীৎ।

লুদুঙ্ (লাদু), চীন ও ভারতসীমান্তবাসী পার্শ্বতীর জাতি বিশেষ। নৌকিরাম নামক স্থানে পশ্চিমে লুদুঙ্ নামক স্থানে ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্জর। কতকগুলি কাটের খুটী পাশাপাশি মুক্তিয়া তাহারা গৃহ নির্মাণ করে। খাড়াবি লব্ধে তাহাদের বিচার নাই। সাধারণতঃ তাহারা চিতাবাঘ, হাপল, বেহুশিয়াল প্রভৃতি পশুদের আপনাদের গাজ আবৃত করে। যোড়ার চর্মদেহই সেহাযোজন করে, কিন্তু লুদুঙ্ ও জাতিসদস্যগণ কাপড়ি বস্ত্র পরিধান



করিয়া থাকে। তাহার ঋতুপঞ্জর আশের লাভ করিয়াছে, তাহার চীনবাসীর অল্পরূপ পরিষ্কার পরিধান করিতেছে।

ইহাদের গাভ্রণ পাখবর্ষী অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত কৃৎসন। মাথার তাহার চীনবাসীর স্তায় দড়া বিনাইয়া বড় চুল রাখে। যুদ্ধ কাণ্ডে তাহার স্থনিপুণ। পার্শ্ববর্তী দেশ-বাসীদিগকে, বিশেষতঃ য়ু-নান জাতিকে নিরস্তর উপদ্রবে উৎকণ্ঠিত করিতে তাহার কাতর হয় না। বড় ছুরি, বড় শা ও ধনুক তাহাদের এক মাত্র অস্ত্র। আসাম সীমান্তস্থিত খামতী জাতির বাসভূমি হইতে তাহার ঐ সকল অস্ত্রাদি লইয়া যায়। চীনরাজকে তাহার কোন কর দেয় না অথবা তাহার রাজশক্তির কবীভূত বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু চীনরাজের আদেশ পাইলে তাহার বেজার লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত হর্ষ বোকা আছে। ভূতাদির ভূতিসাধনার্থ তাহার মূগী বলি দিয়া থাকে।

**লুথিয়ানা**, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট লাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শতদ্রু নদী, পূর্বে অঝালা জেলা, দক্ষিণে পাতিয়ালা, সিন্ধ, নাভা ও মালের কোটীলা সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে কিরোজপুর জেলা। অক্ষা° ৩০°৩০' হইতে ৩১°১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৪' ৩০" হইতে ৭৬°২৭' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৩৭৫ বর্গমাইল। সরমালা, লুথিয়ানা ও জগরাওন তহসীল লইয়া এই জেলা গঠিত।

এই জেলার সর্বত্র সমভল। কোথাও একটি গওঁশৈল দৃষ্ট হয় না। নদী না থাকায় জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। দক্ষিণসীমায় শতদ্রু নদীর একটি প্রাচীন খাত আছে, তাহার নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্বর। বর্ষাকৃত্তে বিশেষতঃ বৃষ্টিপাতের পর এই খাত পূর্ণ হইয়া উঠে। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাহা শুকাইয়া যায়। অঝালা হইতে সরহিন্দ-খাল এই জেলার পূর্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীয় জলাভাব কতকাংশ বিদূরিত হইয়াছে। ঐ খালের অপর দুইটা শাখা জেলার পশ্চিম পরগণা-সমূহে প্রসারিত থাকায় চাষাবাসের বিশেষ সুবিধা বাটিয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুভূমি। মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকাপূর্ণ ভূমিও দ্রাবল শতে পরিবৃত্ত হইয়া স্থানীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এখানে বজ্রজন্মসমূহ সেলুপ গভীর বনপ্রবেশ নাই। শতদ্রুর প্রাচীন গর্ভ সসীপবর্তী 'বেং' বিভাগ ব্যতীত জেলার আর কোথাও ফুলকিয়া, শিমুল, কঁকড়, অম্বা প্রভৃতি বড় বড় গাছ দেখা যায় না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের পুরুষদিগকে এক একটি অম্বা ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অভাব দূর করিবার জন্য এখন রাতার উত্তর পার্শ্বে বড় জাতীয় ফুলসমূহ রোপিত

হইতেছে। এখানে স্থানবিশেষে মৃত্তিকা হইতে কঁকর উত্তোলিত হয়। উহা রাতার ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কঁকর শোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে।

বর্তমান লুথিয়ানা নগর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির অধিক পূর্বে গঠিত হয় নাই, কিন্তু এই জেলার অন্তর্ভুক্ত স্থানে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সকল নগর বহুকাল পূর্বে এসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈববল্লিগ্যাকে তাহা ধ্বংসমুখে নিশ্চিত হইয়াছে। বর্তমান লুথিয়ানা নগরের সন্নিকটে সুনেন নামক স্থানে একটি সুদূর বিস্তৃত ও ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকাদি-পূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ধ্বংস স্তূপরাশি আজিও তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ভারতে মুসলমান সমাগমের পূর্বে ঐ জনপদের গৌরব ও কীর্তিকলাপাদি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্বতন হিন্দু-রাজধানী মন্তব্যট নগরীর পূর্বসৌন্দর্যের নিদর্শন মাত্র পরি-লক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে।

মুসলমান অধিকারে ঐ স্থানের রাজকোটের রাজপুত্র রায়-বংশ প্রবল ছিলেন। পরে ইসলামধর্মের দীক্ষিত হইয়া রাজ্যগ্রহণ-ভাজন হন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজ-বংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর লৌদীবংশীয় রাজগণের উত্তরাংশে লুথিয়ানা নগর স্থাপিত হয়, পূর্বোক্ত সুনেন নগরীর ইষ্টকাদি লইয়া মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অট্টালিকায় আজিও ত্রি-অঙ্গুলিচিহ্নযুক্ত সুনেন নগরীর প্রাচীন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট বাবর শাহ কর্তৃক লৌদীবংশের অধঃপত্তন সাধিত হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিকৃত হয়। তদবধি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহা মোগলবাদশাহগণের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের শাসনাধিকারী হইরাছিলেন।

মোগল অধিকারে ঐ স্থান দিল্লী সুবার সরহিন্দ সন্নিকারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজকোটের রায়বংশ তৎকালে এই জেলার পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপত্তনে মোগলরাজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার ঐ জেলার বর্তমান অধিকৃত বিভাগ ও কিরোজপুরের কতকাংশ লইয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিখগণ সরহিন্দ জয় করেন। তৎকালে কএকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখসর্দারের হস্তে এই জেলার পশ্চিমাংশ নিশ্চিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দির শেষভাগে রায়কোট-



রাজসিংহাসনে বালক রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া শিখসর্দারগণ রাজকোটরাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে রাজকোটরাজ উপা-  
রাস্তার না দেখিয়া সোভাগ্যাবেধী ভারতীর সামন্তরাজ জর্জ টমাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সিদ্ধ নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখ-  
সর্দারদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে রাজকোটের রায়-  
বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিৎয়ের করকবলিত হইয়াছিল।  
রণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার চুইটী বিশ্বা মাভার ভরণ-  
পোষণার্থ চুইটীমাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎয়ের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজ-  
গবর্নমেন্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ  
শতদ্রু পার হইয়া আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই।  
উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ স্বাধিকাররক্ষণমানসে লুধিয়ানার  
একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তৎকালে ঐ সেনাবাস  
কিন্দরাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ার, ইংরাজগবর্নমেন্ট  
কতিপূর্ণ স্বরূপ কিন্দরাজকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।  
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কিন্দরাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে  
লুধিয়ানার চতুর্দশবিধী কতকস্থান ইংরাজাধিকারে আইসে,  
তাহা হইতেই বর্তমান লুধিয়ানা জেলার উৎপত্তি।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১ম শিখযুদ্ধের অবশানে লাহোর রাজ্যের  
কতকাংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তদবধি  
এই নগরের উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে থাকে। অতঃপর শিখ-  
জাতি শাস্তাব ধারণ করিলে ইংরাজগবর্নমেন্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে  
এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-  
বিদ্রোহের সময় স্বরসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটি  
কমিশনার দিল্লী অভিযুখে যাত্রাকারী আলফ্রড বিদ্রোহী  
সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহী-  
দলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন।  
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুকাশন্দ্রারের কতকগুলি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি  
রাজদ্রোহী হইয়া এখানে ঘোরতর অনিষ্ট করে। ইংরাজ-  
রাজ সেই বিদ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের  
মলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যে বন্দীরূপে  
প্রেরণ করেন। সিদ্ধ, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সম্বন্ধ  
খাল বিভাগের সঙ্গে এখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর  
বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের  
পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত হুলতান শাহজাদার  
বংশধরেন এই নগরে বাস করিতেছে।

লুধিয়ানা, জলপাণ্ড, রাজকোট, মজিবাড়া, খালা ও বহলোল-  
পুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাণিজ্যকাণ্ড পরিচালিত হয়।

অধিবাসীবিশেষ মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জাতি জাতিই প্রধান।  
রাজপুত, ভজর, কাবীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও  
নিতান্ত কম নহে। ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে কল্লী ও বেশিরায়  
সংখ্যাই অধিক।

এখানে পশুদী কাপড়ের প্রকৃত কারবার আছে। শাল,  
মোজা, পতান, রামপুরী চামর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশদী বস্ত্র  
এবং খেস, লুধী, গাব্বল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাপড় বস্ত্র  
এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্বিধ আসবাব, পাড়ী ও  
কামান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত এখানে বড় বড় কারখানা  
আছে। পাকা রাস্তার ও রেলপথে এখানতঃ এখানকার বাণিজ্য-  
কাণ্ড পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। জুপরিমাণ  
৬৭৮ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩০°৪৫'২০" হইতে ৩১°১'উঃ এবং  
দ্রাঘি° ৭৫°৫০'৩০" হইতে ৭৬°১২'পূঃ মধ্যে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, শতদ্রুদ্বারী  
দক্ষিণ উচ্চভূমিতে বর্তমান নদীধাত হইতে ৪ কোশ দূরে অবস্থিত।  
অক্ষা° ৩০°৫৫'২৫"উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০'৩০"পূঃ। এখানে  
সিদ্ধ-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটা ষ্টেশন থাকার স্থানীয়  
বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

নগরের উত্তরাংশে প্রস্তুত প্রান্তরে এখানকার কেন্দ্র  
অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি  
বিস্তৃত ময়দানে পরিণত করা হইয়াছে। দিল্লীর পোহী রাজ-  
বংশের কুতুব ও নিহাদ নামক দুই জন রাজকুমার ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে  
এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজসরকার  
হইতে ইহা রাজকোটের রাজবংশের অধিকারে আইসে।  
১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া  
কিন্দের রাজা ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন ( ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ )।

শতদ্রুপ্রবাহিত সামন্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল-এজেন্ট জেনা-  
রল অক্টালনী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন  
করিয়াছিলেন; কিন্তু তারত-গবর্নমেন্ট এই অবৈধ আচরণের  
কতিপূর্ণস্বরূপ কিন্দরাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন।  
১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কিন্দরাজবংশধরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে  
তাঁহার রাজ্য ইংরাজ-গবর্নমেন্টের শালনভুক্ত হয়। তদবধি এই  
নগর ইংরাজ-সেনার একটা ক্ষুদ্র ছাউনীরূপে পরিগণিত ছিল।  
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সেনাদল অন্তর্য পরিচালিত হয়,  
কেবল একবল মাত্র সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্ত রহিয়াছে।  
মুসলমান সাহু শেখ আব্দুল কাহির-ই জলাবীর পবিত্র  
তীর্থে আগমন করেন। এখানে প্রকৃত বংশের একটি মেলা  
হয়। ঐ সময় বহু হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রী এখানে



মিলফুল, আমলা ও বাগধেরিবে (বাগদীবা) নামক চারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি লোক শাখা সমুদ্রত এক শেখোক্ত দুইটি লুর বলিয়া খ্যাত। শিলাশিলে ও দিলফুলদিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ঘরের বাস দেখা যায়। শিলাশিলেগণ অভিযর পরাক্রমশালী ও যুদ্ধবিভার হুনিপু। সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না।

বর্তমান কালের বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা মহম্মদ বাঁর আদেশে আমলাগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কার রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহাদের অনেকে উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহারা আর পূর্ববৎ বীর্যশালী নহে। ভ্রমণকারী De Bode পার্গিপোলিস প্রান্তরস্থ ইত্যখর পর্বতশাখায় আমলাহ শাখার একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশক্তির বশতা স্বীকার করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্যে তাহাদের ব্রতী করা যায়, তাহারা অনায়াসে তাহা পালন করিয়া থাকে।

লুর শাখাও অপর কাহারও অত্যাচার বা উৎপীড়ন সহ্য করিতে চাহে না। যদি কোন রাজা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহারা তদুৎপীড়িত হইয়া বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। বাগদীবা শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও দুর্ব্ব। পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীদিগকে তাহারা নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

পুস্ত-ই-কোহ বা জাগ্রোস শৈলবাসী লুরজাতির একশাখা কেইলি নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে খুর্দ, দিনারবেদ, হুহান, কলহর বদরাই, ও মকি নামে করটি বিভাগ আছে। খুজিস্তান প্রদেশেও কেইলি জাতির বাস আছে। ঐতিহাসিক রলিনসনের মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাজার ঘর লোক আছে; পুস্ত-কোহ এবং পুস্ত-ই-কোহবাসীরা বিখ্যাত দস্যু। তাহাদের উপদ্রবে ভ্রমণকারী, যাবসায়ী অথবা তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পার না। পথিকের নিকট একটি কপর্দক থাকিলেও তাহারা অসুস্থচিত্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র গুরিস্তানে প্রায় ৫ হাজার আবারোহী ও ২০ হাজার বন্ধুকারী সেনা আছে, এই সকল পার্বত্য সৈন্য আবশ্যক হইলে একত্র হইয়া আত-তরীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

কেইলিগণ বখ্‌তিয়ারদিগের দ্বারা বরংগে বহু কলুষিত করিতে ও পাশপক্ষে লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহারা অপেক্ষা-

কৃত সভ্য ও বরাহ। পেশ-কোহ ও পুস্ত-ই-কোহ পার্বত্যবাসী খ্যাতীত ব্রজলু ও খোরমবাদের মধ্যবর্তী হুর্দ প্রান্তরে বলিদান ও বেইরানেবেদ নামে দুইটি জাতির বাস আছে। তাহা লোক শাখা সমুদ্রপন্ন।

লুল, বিলোড়ন। তুর্বি. পরটের. সর্ক. সেট্. লট্. সোমতি। লুত্. আলোদীং।

লুলাপ (পুং) লুলাতে ইতি লুল বিমর্দনে ভিলাদিবাং অত্, লুলাং আয়োজীতি আপ-অপ্. মহিব।

“মহিবো বোচিকারিঃ জাং কাসন্নত রজবলঃ।

পীমবলঃ কুককারো লুলাপো বমবাহনঃ।” (ভাবপ্রঃ)

লুলাপকল্প (পুং) লুলাপপ্রিয়ঃ কল্পঃ, মধ্যপদলোপিকর্মণাং। মহিবকল্প। (রাজনিং।)

লুলাপকাস্তা (স্ত্রী) লুলাপত কাস্তা। মহিবী। (রাজনিং।)

লুলায় (পুং) মহিব।

লুলিত (ত্রি) লুল-ক। আকোলিত।

‘প্রোজ্জ্বলিতত্তরলিতো লুলিতাকোলিতাবপি।’ (ছুরিপ্রয়োগ)

২ বিকীর্ণ। (ভাগবত) ২।৩৫।১০ ও ব্যাপ্ত।

“ন ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাঙ্গলুলিতাননা।” (রাধা) ২।৩৫।১০ ৪ গ্রান।

“প্রাতর্নিদ্রাতি যথা যথাস্থজা লুলিতনিঃসহৈরকৈঃ।

জামাতরি মুদিতমনাত্তথা সাদরা স্বপ্নঃ।” (আর্য্যাসম্ভাষতী)

৫ উল্লুপিত। (ভাগবত) ৩।১২।২৪ ও বখিত।

(ভাগবত) ৪।২।১০ ৭ বিকল্প।

“যেহংপিভুঃ সুপিতহাসবিভুক্তিক্র-

বিদুর্জ্বিতেন লুলিতাঃ সতু তে নিরন্তঃ।” (ভাগবত) ৭।২।২০

লুবানি, মধ্যভারতবাসী কুবিজীবী জাতিবিশেষ। ক্ষেত্রকর্ষণ এবং শস্ত বপন, কর্তন ও বহন তাহাদের প্রধান কার্য। উজ্জরাত প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের মানাস্বাসে এবং পঞ্জাব-বিভাগের ইরাবতীতটে বাইরা বাস করিয়াছে। তাহারা শান্ত ও নির্বিবাদ এবং শূদ্রপ্রেরী মধ্যে পরিগণিত।

লুল (পুং) কল্পদ্রব্যতী কলিতেন, ১০।৩৫-৩৬ পুস্ত-সজলনকর্তা।

লুলাকপি (পুং) প্রাচীন স্বকিতেন। (শকবিশ্বকোষ) ১।৭।১০

লুহ, তের। তুর্বি. পরটের. সর্ক. সেট্. লট্. সোমতি।

লুত্. আলোদীং। হিংসার্থে “লুহ” এই বাহু সৌমধ্যাকৃ।

লুবত (পুং) রোহতীতি লুব হিলোয়াং (কবেদ্রি) লুবত্। উপ-

২।১২৪ ইতি অভ্য, লুবাবেশত থাকে। মতবহী।

দুসাইপর্বতমালা, ভারতের উত্তরপূর্বসীমান্তস্থিত একটি পার্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলায় দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্বত্য

বিভাগের পূর্বদিকে ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত একটা সুবিহ্বত পর্বত-  
ময় ভূখণ্ড। উহার মধ্যস্থলে কোন্ কোন্ জাতির বাস আছে,  
তাহা আজিও জানা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই  
বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্তুসম্বল পার্বত্যপথে অগ্রসর হইয়া হৃদ্বর্ষ  
পার্বত্যগণের সহিত মিলিতে সাহসী হন নাই।

এই লুসাই পর্বতে নানা বন্য জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে  
বলবীর্ষাসম্পন্ন কুকী ও লুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা  
ইংরাজরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকী-  
দিগের বন্যবিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈন্য আসাম  
সমাক্ষিপ্ত উপলব্ধি করিয়াছিল। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই  
অভিধানে ইংরাজ সেনাদলকে যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল,  
তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিস্মিত নাই।

এই পর্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ লুসাই নামে পরি-  
চিত। পর্বতের অংশবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন  
জাতীয় অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ নামগুলি প্রধান  
সর্দারদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। লুসাই পর্বতের  
সর্বোত্তরভাগে অর্ধাৎ মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মধ্যভাগে  
কোইরেয়িং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি,  
ইহার মণিপুররাজ্যের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজ-  
রাজ্য মণিপুর হস্তগত করিবার পর ইহার ইংরাজগবমেণ্টের  
অধীন হইয়াছে। কাছাড়ের দক্ষিণস্থ পর্বতভাগে প্রকৃত  
লুসাইদিগের বাস। ঐ লুসাইগণ তিনটা প্রধান প্রধান  
সর্দারের অধীন ও তিনটা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম  
সীমান্তে এই লুসাইজাতির যতগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের  
মধ্যে হোলোদ, সাইলু ও থলুবাগাই প্রধান। ইহার  
সকলেই ভ্রমণশীল, কখনই এক স্থানে বাস করে না। শত্রু-  
পক্ষীয়ের আক্রমণ নিবন্ধন, অথবা ছুমির উর্ধ্বরতাদি সঙ্কে  
অসুবিধা 'বোধ করিলে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া  
অচ্ছন্দে অস্ত্র স্থানে বাইরা বাস করে। লুসাই সীমান্তে জনরব  
এইরূপ যে, ব্রহ্মরাজ্যের পূর্বকথিত পার্বত্য প্রদেশবাসী  
সোস্তি জাতির আক্রমণে ও উপজবে প্রলীড়িত হইয়া লুসাইগণ  
পর্বতের পূর্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ইংরাজা-  
ধিকারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

আসাম-সীমান্তবাসী অন্তান্ত পার্বত্য জাতির সহিত লুসাই-  
দিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে  
এক এক জন সর্দার থাকে। ঐ সর্দারবংশ পুরুষাবলীক্রমে  
তাহাদের রাজপদের অধিকারী। প্রত্যেক লুসাই-গ্রামেই এক  
এক জন 'লাম' থাকে। তাহারাই দলের নেতা হইয়া বিপক্ষের  
সহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দারগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশ-

সমুদ্রত, প্রজা সাধারণ ইচ্ছাপূর্বক তাহাদের আদেশ মান্ত করিয়া  
থাকে এবং তিনিই গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত। এই  
সকল লাল সর্দার সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ  
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্যা  
বর্দ্ধিত হয়। সর্দারেরা অবস্থানসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা  
এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া  
আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন  
আপন পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কতকাংশ সর্দারকে ভাগ দিয়া থাকে।

লুসাইগণ জঙ্গল কাটিয়া ঝুম প্রথায় খাজানির চাস করিয়া  
থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশুশিকার তাহাদের অন্ততম উপজীবিকা।  
তাহারা গয়াল নামক বন্য গোবৃ, পার্বত্য ছাগ, শূকর ও  
অস্তান্ত গৃহপালিত পশু পালন করে। ঐ গয়াল তাহারা  
মেবপূজায় উৎসর্গ করিয়া থাকে।

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম করে। তাহারা খদির,  
গর্দ, হস্তদন্ত, বনজ তুলা ও মোম লইয়া পর্বতপ্রান্তস্থিত  
ইংরাজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্তে  
চাউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কাপাস বস্ত্র এবং রোপ্য  
কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা পুরী নামক এক প্রকার মোটা  
কাপড় প্রস্তুত করিয়া আপনারা পরে এবং তাহা বাজারেও বিক্রয়  
করিতে আনে। জীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে।  
কর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিম্নস্থ মাংসপে  
হস্তদন্ত বা গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড পুরিয়া রাখে। এই ছিদ্র সময়  
সময় একরূপ বাড়িয়া পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখাকৃতি  
কদাকার দেখা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কার ও মাংসল, কিন্তু  
তাহাদের মুখাকৃতি সর্বদাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাববাজক।

বহুকাল হইতে লুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আসিয়া  
দস্যুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। লুণ্ঠনকালে  
তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়া তাহাদের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া  
যাইত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রেতাত্মার  
সদগতি হইবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা  
এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, লীহট্ট,  
ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত  
রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া  
নররক্তে ধরা দ্রাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের  
সর্বপ্রথম গবর্নর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে  
কুকীদিগের এইরূপ প্রথম উপদ্রবের কথা শুনা যায়। তৎকালে  
চট্টগ্রামের একজন সর্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে বীর  
প্রজারূপে অসমর্থ হইয়া ইংরাজপ্রতিনিধির নিকট একতল  
সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে

কাছাড় সীমান্তে আসিয়া একদল মুসাই স্বাধীন জাতিবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বরাক নদী অভিক্ষেপপূর্বক উত্তরদিকে বাইরা বাস করিতে বাধ্য হয়। এই মুসাইদল শাস্ত্রভাষ ধারণ করিয়া এখন ইংরাজসরকারের প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই সকল মুসাইগণ অত্যাগি 'পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলার আসিয়া ১৮৬ জন বাক্সালী গ্রামবাসীকে নিহত করে এবং প্রায় শতাধিক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ গবর্নমেন্ট এই উপদ্রব-সমন্বিত সময় সময় সিপাহী সেনাদল প্রেরণ করিতেন বটে, কিন্তু পার্শ্বভাষ হুরারোহ হওয়ার ও শত্রুদল পর্তুত গহ্বরে মুসাইতে অত্যন্ত থাকার সিপাহী সেনা তাহাদের পক্ষাৎ অগ্রগমন করিয়াও বিশেষ কোন ফলাধন করিতে পারে নাই।

সীমান্ত প্রদেশে মুসাই জাতির উপদ্রবের শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া ভারত-গবর্নমেন্ট বিশেষরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হইলেও কার্যতঃ কোন ফল হইল না। পার্শ্বভাষ প্রদেশে পক্ষের অগম্য আসিয়া এবং ইংরাজসৈন্ত তাহাদের পক্ষাভাবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, মুসাই দল ক্রমশঃ স্পষ্টিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাছাড়, ব্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের নানা গ্রাম আক্রমণ করিল। কাছাড়ে একদল হোলোজ আলেকজান্দ্রা-পুরের চাবাগান লুণ্ঠন করে। উত্তরপক্ষের বিরোধে চা-কর ইংরাজ-অধ্যক্ষ নিহত হন এবং তাহার কস্তা মেরি উইকেটোর বন্দিভাবে অপহৃত হন। নগিরার খাল ধানার প্রেহরীগিরের সহিত আর এক মুসাই দলের হুইদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে রণজয়ী হইয়া মুসাইগণ ধনরত্ন, বস্তু, কামান ও বহুসংখ্যক কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে।

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি মুসাই-উপদ্রব হইতে ইংরাজ-সীমান্তপ্রদেশ নিষ্কটক করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধবাজার আরোজন করেন। তৎক্ষণাত্রে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল গঠিত হয়, তাহাতে হুইদল গোৰ্ণা, হুইদল পজাবী ও হুইদল বন্দোশীর পদাধিক সৈন্ত, হুইদল খনক ও একদল পর্তুতকণী শেখাবরী সৈন্ত সজ্জিত হইল। জেনারল ব্রিটনার কাছাড়পথে এবং জেনারল ব্রাউনগো চট্টগ্রাম পথে উক্ত বাহিনী হুইতানে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়-সেনাদল উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে শিখর হইতে অগ্রসর হইয়া

তিপাই-বুখ নামক স্থানে মুসাই পর্তুতে প্রবেশ করিল। তাহারা ১১০ মাইল পর্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়া মুসাই জাতিকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া কেলে। চট্টগ্রামের বাহিনীও ঐরূপে ৮০ মাইল অগ্রসর হইয়া মুসাই সর্দারদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিল। মুসাই সর্দারগণ ইংরাজের আত্মগত্যা স্বীকার করিলে, সেনাবিভাগের অধিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল স্থান ত্রিকোণমিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, এই সময় হইতে চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত হয়। চাকর-কস্তা মেরি উইকেটোর ও প্রায় শতাধিক ইংরাজ-প্রজা বন্দনবশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষে বিশেষ কতি হয়; পর্তুতে অবস্থান কালে বহুসংখ্যক সৈন্ত বিবৃচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই যুদ্ধের পর হইতে মুসাই জাতি শাস্ত্রভাষ ধারণ করিয়াছে। তদবধি তাহারা সমস্তল ক্ষেত্রবাসী জমগণের সহিত নির্জিয়োধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য-বিত্তার ব্যাপরণে তিপাই-বুখ, মুসাইহাট ও বাপুয়াচারা নামকস্থানে তিনটি প্রেসিড হাট স্থাপিত হইয়াছে। এই তিনটি নগরই পর্তুতগাত্রবাহী এক একটি নদীতে অবস্থিত। ঐরূপে চট্টগ্রামসীমান্তেও দেশাধির, কলসজ ও রাজামাটা নামক স্থানে বাজার খোলা হইয়াছে। মুসাই সর্দারগণের সহিত এক্ষণে সস্তাবের সহিত বাণিজ্যকার্য পরিচালিত হইতেছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্শ্বভাষ সীমান্তে মুসাইদল রাজামাটা নদীতে সিপাহীদিগের দুইখানি নৌকা আক্রমণ করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহারা নৌকাহিত অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। মুসাইজাতি তাহাদের চিরশত্রু হোলোজ জাতির উপর ইংরাজসরকারের বিশেষদৃষ্টি আকর্ষণপ্রাপ্তির সন্দেহজাতিকে এই অত্যাচার করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। ইংরাজসরকার গোপনে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই বিরোধী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাহারা কেবল সীমান্তহিত ধানার বলপূর্বক করিয়া এবং ইংরাজ-পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বস্তু ও বাক্স দান করিয়া আশ্বস্তকার উপায় নির্দেশ করিয়া বিরাজিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম পার্শ্বভাষ প্রদেশের তেপুটি কমিশনার রাজামাটাতে একটি দলবাহ ও মেশার অগ্রদূতান করেন। তাহাতে প্রায় সকল মুসাই সর্দারই সম্মুখ হইয়াছিলেন, কেবল হুইজন মাত্র প্রধান হেউলোজ সর্দার উপস্থিত হয় নাই। উক্তদর্শে আসাম ও চট্টগ্রাম-সীমান্তে মুসাইদিগের পুনরাক্রমণের ভয়বশে উঠে, কিন্তু তাহারা আর উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই। [সুফিকর দেখ।]

সৌবর্ণিকা, লাক্ষণা, জালিনী, এণ্ড্রীদী, ইকা, অগ্নিবর্ণী,  
কাঞ্চা ও মাল্যকণা এই ছট্টি প্রকার নৃত্যবিধ অসামান্য।  
ইছামিরগর দশমানে হুইহান নৃত্য ও তাহা হইতে বহুনিঃসরণ  
হয়। যেন, বাহ, অভিসার ও সপ্তিশাও নৃত্য অভ্যাস যোগ্য নহে,



বিবিধ আকার বিশিষ্ট পীড়কা ও বৃহদাকার দন্তাল সকল হয় এবং রক্ত বা ভ্রামবর্ণের আরও ও কোমল শোক সমস্ত জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়।

মৃত্যুবিষের চিকিৎসা।

ক্রিমিওলা দংশন করিলে সেই দষ্টহান হইতে রক্তবর্ণ পোষিত নিঃসৃত হয় এবং বহিরতা, নেত্রকর্ণের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা জন্মে, ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা, নাকুলী, পুষ্টিপাণিকা এই সকল দ্রব্য নস্ত, পান ও দষ্টহানে মর্দন করিলে উপকার হয়।

খোতার দংশনে কণ্ডূযুক্ত খেতপীড়কা, ভজ্জত দাহ, মুছাঁ, ও জ্বর হয় এবং সেই সকল পীড়কা প্রসারিত ও ক্রেশবৃত্ত হয় ও তাহাতে অতিশয় ব্যথা হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, রাসা, এলাইচ, রেণুকা, নল, অশোক, কুঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও চক্রে এই সকল দ্রব্য একত্র বাটরা প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কপিলার দংশনে দষ্টহান তাত্রবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল পীড়কা জন্মে এবং মস্তকের ভার, দাহ, তিমিররোগ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পদ্মকাঠ, কুঠ, এলাচি, কয়লা, অর্জুনবৃক্ষের বৃক, অপামার্গ, দুরী, ব্রাহ্মী, ইশের মূল ও শালপর্লী এই সকল দ্রব্য একত্র পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে।

অগ্নিবিষের দংশনে দষ্টহানে রক্তবর্ণের মণ্ডল হয় ও এই মণ্ডলে সর্বপাকার পীড়কা জন্মে, এবং তাগুণোষ, ও দাহ এই দুইটা উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু, কুঠ, বেণামূল, অশোক, বালা, গুলকা, শিল্পী ও বটের অম্বু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মৃত্যুবিষের দ্বারা দষ্টহান পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে রক্তবর্ণ পোষিত নিঃসৃত হইতে থাকে এবং কাস, শ্বাস, বমি, মুছাঁ, জ্বর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিলা, এলাচি, বটমধু, কুঠ, চন্দন, পদ্মকাঠ, মধু ও বেণামূল একত্র সেবন করিবে।

রক্তমৃত্যুর বিষকর্ষক দষ্টহানে দাহ ও ক্রেশবৃত্ত পাণুবর্ণ পীড়কা জন্মে এবং তাহার অন্তস্তায় রক্তবৃত্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাঠ এবং অর্জুনবৃক, পেলুর, ও আত্রাকের বৃক একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কসমার বিবে দষ্টহান হইতে শীতল ও শিঙ্খিল রুবিরাশ্য হয় এবং কাস, শ্বাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্বোক্ত রক্তমৃত্যুর বিষের দ্বারা এই বিষের চিকিৎসা করিবে।

রক্তার দংশনে পুরীষের দষ্টবিশিষ্ট অন্ন রক্ত নিঃসৃত হয়। মূত্র, মুছাঁ, দাহ, বমি, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্রে, দায়া ও চন্দন এই সকল দ্রব্য মহাহুগি নামক অন্ন সহযোগে সেবন করিবে। অসাধ্য

মৃত্যুবিষের দ্বলে রোগীর আশা পরিত্যাপ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিবিষার দংশনে অতিশয় দাহ ও মদরক্তবর্ণের জন্ম হয়, এবং জ্বর, কণ্ডু, রোমাঞ্চ, দাহ ও শরীরে কোটকের উৎপত্তি এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত রক্তার দংশনে বেঙ্গল প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদনুসরণ চিকিৎসা করিবে। ভ্রামা-লতা, বেণামূল, বটমধু, চন্দন, উৎপল, পদ্মকাঠ ও রেদাকের বৃক এই সকল প্রয়োগ কর্তব্য। কীরশিল্পীও সকল প্রকার মৃত্যুবিষে বিশেষ উপকারী।

অসাধ্য মৃত্যুবিষের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সৌবর্ণিকার দংশনে দষ্টহান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে কেনামুক্ত আমিষগন্ধবিশিষ্ট আশ্রাব নির্গত হয়, এবং অতিশয় শ্বাস, কাস, জ্বর, মুছাঁ ও তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। জালিনীর দংশন অতিশয় ভয়ানক, দীপ্তিমান ও বিলীর্ণ হয় এবং তত্ত্বাশ, অতিশয় তমোগৃষ্টি ও তাগুণোষ এই সকল উপদ্রব হয়।

এগীপের দংশনের আকৃতি রক্তচিলের দ্বার। ইহাতে তৃষ্ণা, মুছাঁ, জ্বর, বমি ও কাস প্রকৃতি উপদ্রব জন্মে। কাঁকাতার দংশনে দষ্টহান পাণু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিক্ বিলীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মুছাঁ প্রকৃতি উপদ্রব হয়।

অসাধ্য মৃত্যুবিষের চিকিৎসা কালে ঘোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না। যে সকল মৃত্যুর বিষ সাধ্য, তাহাদিগের দংশনমাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শব্দের দ্বারা দষ্টহান ছেদন করিয়া ফুলিয়া ফেলিবে এবং আঘাতের শলাকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেই দ্বান দত্ত করিবে। রোগী বতকণ নিবেশ না করে, ততক্ষণ দত্ত করিতে থাকিবে, মর্মান্বন না হইলে মৃত্যুর দংশনে অন্ন ফুলিয়া উঠিলেই দষ্টহান কর্তন করিয়া ফুলিয়া লওয়া কর্তব্য। কিন্তু রোগীর যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে দষ্টহান কর্তন করিবে না। কর্তিত্বহানে মধু ও লৈঙ্গব সহযোগে নিরলিখিত অগ্নি লেশন করিবে। অগ্নি বধা—প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুঠ, মজিষ্ঠা ও বটমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিতে হইবে। অথবা ভ্রামালতা, বটমধু, ব্রাহ্মা, কীরকাকালী, ইকুল, ছুনিম্বাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটা দ্রব্য মধুসহযোগে পান করিবে। অর্কপ্রকৃতি কীরবিশিষ্ট বৃক্ষের বৃকের শীতল কাথ দ্বারা সেবন করাও কর্তব্য। উপদ্রব সকল ঘোষ অল্পায়ে বিষয় ঔষধের দ্বারা প্রতিবিধান করা আবশ্যক। মৃত, অজ্ঞান, অন্তঃকল, পান, দূষ, অবপীড়ন, কলমগ্রহ, বমল ও বিরোচন এই সকলও ঘোষ অল্পায়ে ব্যবহার করা উচিত। অসৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাও ক্রিবে। (মহতত্ত্বকল ১৮৭৭)



**● 非暴力不合作**

মৃত্যুভঙ্গ (৷) মৃত্যুরাজ্য : মৃত্যুর ভয়, মাকড়সার জাল।  
মৃত্যুরকটিক (পুং) : মৃত্যুরকটিকের। ২. আরবদেশীয়  
ইরিকানুল, পুতী।

मृताग्रि (२) मृताग्र अग्निः । मृतमग्नी इव । (संज्ञा)  
मृत्तिका (३) मृत्तिका अग्निः क्त्वा । अग्निः यत्न इव ।  
दक्षिणः (४) दक्षिणः

ନୂନ (ସି) ମୁଦ୍ରାତ ବେଦି ମୁଦ୍ରା (ସାବିତ୍ରୀ: । ନା ୮୨୫୫) ଛାନ୍ଦ ।

“ସତ୍ୟା ନବୀଜ୍ୟାଃ ଅଗ୍ନିନାତମୂର୍ତ୍ତାଃ ବହତନୁଃ ଶିଳିନ୍ଦ୍ରାତ୍ୟବତ ।”

( कुमाग्र ७। ७१ )

সুনক (পুং) সুন এষ বার্ষে কন্ । ১ তেদিত । ২ পণ্ড । (মেঘিনী)

মুনি (ঐ) গুণিন্ (স্বাক্ষরবিভাগকর্তৃকবহুব্রীতি বন্ধনঃ।  
 পা ৮।২।৪৪) ইত্যত স্কন্ধিকোক্তা তত নঃ। ১ মেঘ।  
 ২ ভীষি।

মুনী, দুম দয়ার্থ। (বোলছেন ৩। ৬১ হইবে এই গান  
সার্থিস্বাক্ষর।)

मूत्र (त्री) मूत्रेति इति मू-वाङ्मकारं क् । नाङ्गूल । (अवय)  
 मूत्रविष (पू) मूत्रे नाङ्गूल विषयत् । वृत्तिकामि । (हेय)  
 मूत्रवाग्विषय (अवा)

দুই, ১ বধ। ২ তের। চুরাণি। শরৎকৈ। সক। সেট। লট।  
 দুইবতি। লুঙ। অসুখবৎ।

ବ୍ରହ୍ମସ୍ମୃତି ( ୩ ) ବୌଦ୍ଧତ୍ବ ।

কেন (বেশজ) কুকুরকে ডাকিয়া কোন জবাবদি কেহাইরা বিবাহ  
সময় এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "হু হু শে" এই শব্দে লও বা  
একশব্দ ব্যবহার।

সেই (সেখ) ভরল প্রবাহিত, তুলি কাগজ প্রকৃত প্রকৃত  
 ক্রিয়ায় জড় ভেতনের বীজের সেই প্রকৃত করিয়া তাহাতে  
 জন্মাইতে হয়। দ্বন্দ্ব ভগ্নিরা অগ্নির উদ্ভাষণে নিয় করিলে যে  
 ভরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সেই কহে।

লেইড়া, পঞ্চাশ জনেরের দেয়া ইসমাইল খান খেলার অন্তর্গত  
একটি ভবন। অক্ষা. ৩০°৩৫'৪৫" উইতে ৩১°২৫'৪১" দ্রাঘ  
রাহি. ৭১°৪২' উইতে ৭১°৫২'৩০" পূ। অক্ষা. কুশনিয়া  
২৫২৮ বর্গমাইল।

এই হাট বাসুকাবড় উপর স্থাপিত। নিম্ন-প্রবাহিত  
প্রবেশাংশ প্রায়ই হুপধ্বন। এই উক্ত স্থানিত গোচারণ ভিন্ন  
অপর কোনরূপ কৃষিকাৰ্য সম্পাদিত হয়না। বাসুকাবড়-খল  
স্থানিত হুপধ্বন করিয়া হাটের হাটের চাষির মনোনিবেশ হয়।  
তদুপেকা মির "কাটি" বা নিম্নস্থানতরী কৃষিকার্য স্থানিত  
অধিক পরিমাণে চাল হয় বটে, কিন্তু নিম্নস্থানতরী কৃষিকাৰ্য

সকল হান প্রদত্ত না করিলে আর সকল বৈধ হইল না।  
এই বিভাগে আর কুতবান করিয়া গেল।

২ উক্ত মেঘের একটা ভাগ এক উপরিস্থানের দ্বারা গঠিত।  
নিম্নভাগের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ।  
পরিবর্তন হওয়ায় একশে বর্ষের মধ্যে এই মেঘের বর্তক  
পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে।  
আবঃ ৩০°৫১'৩০" উঃ এবং  
দ্রাঘিঃ ১০°৫৮'২০" পূঃ মধ্যে।  
বিউনিসিগমিটি দ্বারা  
গঠিত প্রাচীর সৌন্দর্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বরং উজ্জ্বলতর  
প্রতিভা দেখাইতেছে।

ষুটায় ১৩৮ শতাব্দে বেরোগাঙ্গী ধীর প্রসিদ্ধ দীরহাণী-  
 বংশীয় বসুজাতীয় সর্দার কমান ধাঁ সত্বেশ্বরঃ এই নগরের  
 প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় বিংশতাব্দকাল এই  
 নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে শাসন বিজার করিয়াছিলেন। এই  
 স্থানই তখন তাঁহাদের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরে সিদ্ধ  
 প্রবেশের কলহোরাবংশীয় রাজগণ কর্তৃক তাঁহারা স্বাধিকারহীন  
 হন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ধাঁ সঘোটে মানধোরার রাজপাট  
 পরিবর্তন করেন। শিখ-শাসনাধিকারে এই নগরে চতুষ্পার্শ্ববর্তী  
 ভূভাগের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে  
 ইংরাজরাজ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে গেইয়া জেলার  
 বিচারসভার স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে  
 সেই জেলা তালিকা তত্তর সহ গেইয়া তহসীল বেরোগামানী  
 ধাঁর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আকগানস্থানের সহিত এই প্রবেশের  
 বাবতীর বাণিজ্য এই নগর হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

মেওড়া (হিন্দী) শিল্প।

মোঃট (সেখ) মহাপুত্র, উজ্জয়িনী ।

নোট (নোট) : ১. বঙ্গবন্ধু : ২. ইন্সুর ডেব, নোট ইন্সুর।

লোন্টোজিয়াসী (বৈজ্ঞ) বিগতন সত্যানি-সত্যানি ।

লেখক (শ্রী) আবুল কালাম।

লেকড়। (সেবার) কখন ইচ্ছা।

লেন্থিক (পুং) বোহরোয়া ।

নেত্রবৃত্ত, জ্ঞানবৃত্ত, প্রেমবৃত্ত, কবচবৃত্ত, ক্রোধবৃত্ত ও মত্তবৃত্ত  
সীমাবদ্ধিত একটি পঞ্চবৃত্ত। এই বৃত্ত একটি হাট আছে।  
তথ্যের পরিকল্পনাটি বর্ণনামূলক একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিস্তারিত  
করা হয়েছে।

লোখ (পু) লিখতে ইতি লিখ-কক্ । ৩-এস । ৩-এস লিপি ।

"अथ विनाशकस्यैवात्मनो विनाशो भवति" (इत्यादि) १।१।  
 लोभक (या) विनाशक विनाशकः । विनाशकः विनाश  
 विनाशः । विनाशः विनाशः । विनाशः । विनाशः ।  
 विनाशः । विनाशः । विनाशः । विनाशः । विनाशः ।

ইহার লক্ষণ—

“সর্বশোভাকরাজিঃ সর্বশোভাবিশারদঃ।

লেখকঃ কথিতো রাজঃ সর্বাধিকরণং বৈ।

শীর্ষোপেতান্ স্তম্ভপূর্ণান্ সমশ্রেণিপতান্ সমান্।

অক্ষয়ান্ বৈ লিখ্যে বহু লেখকঃ স বরঃ সূতঃ।

উপায়বাক্যকুশলঃ সর্বশোভাবিশারদঃ।

বহুবধন্তা চামেন লেখকঃ ভাদ্ভগুত্তমঃ।

বাক্যাতি প্রারতস্বজ্ঞো দেশকালবিভাগবিদ্।

অনাহার্যো নৃপে ততো লেখকঃ ভাদ্ভগুত্তমঃ।”

( সংস্কৃত ১৮৯ অ )

যিনি সকল দেশের অক্ষরাজি এবং সর্বশোভাবিশারদী, তিনি রাজার সকল অবিকরণস্থলে লেখক হইবেন। যিনি অক্ষর সকল সমানভাবে সমানশ্রেণিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ সে সকল অক্ষর লিখিবেন, তাহা সমান হইবে, পঙ্ক্তি ঠিক থাকিবে, এবং অক্ষর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই লেখকশ্রেষ্ঠ।

চাণক্যসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

“সক্লহন্তগৃহীভার্থো লঘুহন্তো জিতাকরঃ।

সর্বশোভাসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ।” ( চাণক্যসংগ্রহ )

যিনি একবার বলিলেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা ওনিরূপে বিতুলভাবে ক্রম ও স্থপতি রূপে লিখিতে সমর্থ এবং সর্বশোভাপ্রায়স্কারী, তিনিই উত্তম লেখক।

রাজলেখকের লক্ষণ—

“প্রবীণো মন্ত্রণাভিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ।

নানালিপিভিজ্ঞো মেধাবী নানাতাবাসমমিতঃ।

মন্ত্রণাচকুরো ধীমান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোষিণঃ।

সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্যে বিচক্ষণঃ।

সদা রাজহিতাশ্রয়ী রাজসন্ধিবিসংহিতঃ।

কার্যাকার্যবিচারজ্ঞঃ সভাবাদী জিতেজিরঃ।

বহুপবাদী ওদ্যাত্তা ধর্মজ্ঞো রাজধর্মবিৎ।

এবমাদিত্যশৌভঃ স এষ রাজলেখকঃ।

দ্রুপাদ্রবর্জী সত্যং দ্রুপবাসরক্ষকঃ।

দ্রুপভেদিতকারোহী স এষ রাজলেখকঃ।” ( পদ্মকৌহীনী )

প্রবীণ, মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি বিহর অভিজ্ঞ, মেধাবী, নানা ভাবের পণ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদা-  
বিত্তে কুশল, রাজকার্যে বিচক্ষণ, সর্বদা রাজার হিতাভিলাষী,  
এক রাজার সহীশ অবস্থিত, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে বিশেষ  
জ্ঞান, সভাবাদী, জিতেজির, বহুপবাদী, বিতুলকরণ, ধর্মিক ও  
রাজধর্মকুশল এই সকল গুণসম্পন্ন রাজার লেখক হইবেন।

পরামর্শসংহিতার লিখিত আছে যে, লেখকের কার্যের  
লক্ষণ।

“লেখকানপি কারয়ান্ লেখ্যকৃত্তে তিত্তপান্।”

( পরামর্শসংহিতা ১০ ক )

“ততীন্ প্রোক্তান্ ধর্মজান্ বিপ্রান্ সুপ্রোক্তারিত্তান্।

লেখকানপি কারয়ান্ লেখ্যকৃত্তে হিতৈবিশঃ।”

( বৃহৎপরামর্শ নং ২০। ২০ )

বৃহৎ পরামর্শের এই ঘটনানুসারে বিদ্যান্ কারয়ই লেখক  
হইবে। উক্তনীতিতে লিখিত আছে যে—

“গণনাকুশলো বহু দেশতাবাপ্রভেদবিৎ।

অসন্ধিমগুচ্ছার্থে বিলিখ্যে ন চ লেখকঃ।”

( উক্তনীতি ২। ১৭০ )

যিনি গণনাকুশল, দেশভাবের প্রভেদাদিতে অভিজ্ঞ এবং  
নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেখক হইবেন।  
উক্তনীতির মতেও কারয় লেখক হইবেন।

“গ্রামণো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কারয়ো লেখকত্বা।

ওক্ষগ্রাহী তু বৈজ্ঞো হি প্রতীহারশচ পাশজঃ।”

( উক্তনীতি ২। ৪২০ )

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কারয় লেখক, ওক্ষগ্রাহী বৈজ্ঞ এবং শূত্র  
প্রতীহার হইবে।

মহাত্ম্যের লেখক গণেশ। ব্যাস মহাত্ম্যের রচনা করিয়া  
গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা ওনিরা বলিয়াছিলেন  
যে, যদি আমার লেখনী কণকালও নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে  
আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে ব্যাস বলিয়াছিলেন,  
তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না।

“ঋতৈভ্যং প্রোহ বিদ্যেশ্যে যদি মে লেখনীকণম্।

লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা ত্যং লেখকো হুহুঃ।

ব্যাসোহপ্যুবাচ তং দেবমবুজ্ঞা মালিখ কচিৎ।

ঔমিত্যুক্ত্যঃ গণেশোহপি বহুব কিল লেখকঃ।”

( ভারত ১। ১৭৮। ১৭ )

লেখন ( কী ) লিখ-গৃহী। ১ হর্দন। ২ কূর্জয়। ৩ অক্ষর-  
বিত্তাস, চলিত লেখা, অক্ষর লাজান। তন্ম্রে লিখিত আছে যে,  
কুর্জিতে লিখিতে নাই।

“ন কুর্জো বিলিখ্যে বর্গ মন্ত্র ন পুতক লিখ্যে।” ( বৈশিষ্টীতন্ত্র ৩৩ )

২ লেখনাজন। ( জাগ্র ) ( পুং ) ৩ কাশ। ( হ্যাসি )

লেখনপুতন ( সেন ) লেখা ও পড়া।

লেখনি ( কী ) কলম। [ লেখনী দেখ। ]

লেখনিক ( পুং ) লেখনী লিখক। ১ লেখনিক।

২ পরহত দ্বারা লেখক। ৩ হত দ্বারা লেখক। ( হেমচন্দ্রী )

লেখনিকা (গ্রী) গ্রীষ্মকর।

লেখনী (গ্রী) লিখতে হইয়া লিখ-লুই-গ্রী। লেখন-অনয়ন  
বস্ত, চলিত কলম, পঠ্যের বর্ণবিভাগ, বর্ণকুলী, কলম, অক্ষর-  
কুলিকা, কলাপ্রদ, চিত্রক। (পদ্যরসঃ)

লেখনীর কলমভেদে বিধি এইরূপ লিখিত আছে, বাঁশের  
কলম প্রস্তুত করিয়া তাহারে লিখিলে অশুদ্ধ তালনির্মিত  
কলমে লিখিলে উজ্জ্বলভাষ, সুবর্ণনির্মিত কলমে মহতী লক্ষী-  
ভাষ, কুলসের কলমে মজিবুতি ও চিত্রকাঠের কলমে  
লিখিলে ধনধাতাবি লাভ হয়। রৈক্য কলমে লক্ষীলাভ এবং  
কাংস্তের কলমে লিখিলে মরণ হয়। কলম আট অঙ্গুলি  
পরিমিত হইবে, চারি অঙ্গুলি পরিমাপ কলমে লিখিলে না,  
তাহাতে আত্ম কর হয়।

“কলমহুতা লিখের্থ্য তত্ব হানির্ববেদকম্।

তালহুতা তু বিবেচ্য তবের তৎকরো ভবেৎ ॥

মহালক্ষীভবেরিভাষ সুবর্ণত ললাকম্।

কুলসলত মুচ্যা বৈ মজিবুতিঃ প্রেক্ষতে ॥

তথা অক্ষিরেদেবি পুস্তকোজ্জ্বলগমক্।

রৈক্যেন বিশূলা লক্ষীঃ কাংস্তেন মরণ ভবেৎ।

অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন ধনাত্মলেন বাধক ॥

চতুঃসূত্রহুতা বা যো লিখৎ পুস্তকং শুভে।

তত্বকরসংখ্যে তু স্মারাহুগতি বৈ মনে ॥”

(যোগিনীতন্ত্র ৩ পটল)

২ খটিকা, চলিত খড়ি, খড়ি দিয়া লেখা যায়, এইকল্প  
ইহাকে লেখনী কহে।

“খটিকী কঠিনী বাপি লেখনী চ নিগন্ততে।” (ভাবপ্রঃ)

সরস্বতী পুনার দিন লেখনীপূজা করিতে হয়।

লেখনীয় (ত্রি) লিখ-অনয়ন। ১ লেখ্য, লেখিতব্য।

“মেহেনো লেখনীয়ন্ত গোপনীয়ন্ত স ত্রিধা।” (মুদ্রান্ত ৩।১৮)

লেখপত্র (গ্রী) ১ চিঠি। ২ বিবরণজ্ঞাত লেখাপত্র্য কাগজ।

লেখপত্রিকা (গ্রী) লিখিত আবস্তকীয় কাগজপত্র।

লেখপ্রতিলেখলিপি (গ্রী) লেখনপ্রাভেদ। (লগিতবিত্তর)

লেখধ্বজ (পুং) লেখেণু সেবেণু ধ্বজতঃ প্রোক্তঃ, লেখ-ধ্বজ-  
ইবেতি বা। ইত্ৰ। (অমর)

লেখসম্পাদহারিণী (ত্রি) পত্রবাহক। (কথাসরিংসা ১০২।২৩০)

লেখহার (পুং) লেখ্য হরতি অণ্। পত্রবাহক।

“নিগৃঢ়ং স নৃপত্তর লেখহারঃ ক্যাসরং ॥”

(কথাসরিংসা ৫।৩৫)

লেখহারক (পুং) লেখহার এবং স্বার্থে কণ্। পত্রবাহক।

লেখহারিণী (ত্রি) লেখ্য হরতি হ-পিনি। পত্রবাহক।

লেখ্য (গ্রী) লিখতে ইতি লিখ বাহুল্যং অণ্-গ্রীষ্ম। ১ লিপি,  
পত্রিক। ২ লেখ্য। ৩ লেখ্যের কথ্য।

লেখ্যধিকারিণী (পুং) লেখ্যধিকারিণী। ইনি লেখ্যধানার  
সম্পাদক (Secretary)।

লেখ্যত্র (পুং) পাণিগ্রহ্যত্ব ব্যক্তিকর। বহুবচনে লেখ্যধরগণ  
ব্যয়। (পা ৪।১।১২৩)

লেখ্যত্র (গ্রী) শিবাধিগণে উক্ত প্রাচীন লক্ষ্যভেদ। (পা  
৪।১।১২৩)

লেখ্যর্হ (পুং) লেখে অর্হঃ। ১ গ্রীতানব্রুহ। (রাজনিঃ)  
(ত্রি) ২ লেখনযোগ্য, লিখিবার উপযুক্ত।

লেখ্যবললক্ষ (পুং গ্রী) অতিভরত।

লেখিন্ (ত্রি) ১ অক্ষর। ২ লিখন। গ্রীয়াং গ্রীপ্। ৩ চামচ, হাতা।

লেখিত (ত্রি) লিখতে বৎ লিখ-পিচ্-ক্ত। অপরের দ্বারা  
লিখিত।

লেখ্য (ত্রি) লিখ-পাণ্যং। ১ লেখিতব্য, লেখনীয়, লেখনযোগ্য।

২ ব্যবহারিক জিরাপাদ। বিভাকরা ও ব্যবহারতত্ত্ব  
প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। লেখ্য বিবিধ,  
শাসন ও জানপদ। ইহার মধ্যে জানপদ আবার বিবিধ—  
বহতরুত ও অন্তহতরুত, বহতরুত অসাক্ষিক, আর পরহত-  
রুত সসাক্ষিক।

“সাম্প্রজং লেখ্যং নিরূপ্যতে। তত্র লেখ্যং বিবিধং শাসনং

জানপদক। জানপদবক্তিরূপে। তত্র বিবিধং বহতরুতমন্ত-  
হতরুতকেতি। তত্র বহতরুতমসাক্ষিকং অন্তরুতং সসাক্ষিকং ॥”

(ব্যবহারতত্ত্ব) ইহায়া সময়ের পর প্রাপ্তি হইতে পারে, এই  
জ্ঞত বিধাতা অক্ষরস্বষ্ট করিয়াছেন, এই অক্ষর দ্বারা পত্রে লিখিয়া  
রাখিলে, তাহাকে লেখ্য কহে।

“সাক্ষিকং লেখ্যং সময়ে প্রাপ্তিঃ সংজ্ঞায়তে বক্তঃ।

ধাতাক্ষরাদি স্তম্ভানি পত্রোচ্চাঙ্কিতঃ পুরা ॥

লেখ্যত্র বিবিধং প্রোক্তং বহতরুতমন্তহতং।

অসাক্ষিকং সাক্ষিকং লিখিতং লিখিতং কথ্যোঃ ॥”

(ব্যবহারতত্ত্ব বৃহস্পতি)

ব্যবহারতত্ত্বের এই প্রস্তাবের বিবরণ এইরূপ লিখিত  
আছে—উত্তম ও অক্ষর পাঠ্যের সজ্জিতকরে হুঁহি ও  
কমলাদি বিবরের যে কবচা করিবেন, জরিয়াকালে  
মিথ্যাবাদি নিষেধন তাহার বৈপরীত্য না হইবে, এইকল্প এই  
সকল বিচারযুক্ত ব্যক্তিকর প্রস্তাব করিবেন। প্রস্তাবে  
কোনদেই ধর্মীর মন লিখিতে হইবে এবং এই লেখ্য বর্ণ,  
অক্ষর, পদ, বিন, কায়, কায়, মোহ, অক্ষরকরিত, প্রভৃতি  
কল্পকরিত প্রভৃতি পাঠ্যধরনপ্রভৃতি ব্যক্তিকরিত, প্রভৃতি

স্বাভাবিক ইত্যাদি) ও নিজ পিতৃনামাধি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যিক। অনন্তর তাহাতে ব্যবহৃত বিবরণ লিখিত হইবে। অধর্ম আদি অনুরূপ পুত্র, অমুক ইহার উপরে বাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত। এই এককটা কথা অহন্তে লিখিতে হইবে এবং এই লেখ্যপত্রে সাক্ষীগণ পিতার নাম লিখিয়া লিখিবে যে, আমি অমুক এই বিবরণের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষীগণ সংখ্যার ও স্থানে দমান হইবে। অনন্তর লেখক আমি অনুরূপ পুত্র অমুক স্বামী ও ধনীর প্রার্থনামুসারে ইহা লিখিলাম।

সাক্ষী ভিন্নও অহন্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্তু বলাৎকার বা গোতপ্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত প্রমাণ হইলে ঐ লেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। লেখ্য-লিখিত স্বর্ণ তিন পুরুষের দেয়। স্বর্ণগৃহীতা যদি পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌত্র পরিশোধ করিবে।

লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদম্বরলিখিত, নষ্ট, দুগ্ধাকর, অপস্থত, ক্ষয়িত, বিদলি, বহু কিংবা ছিন্ন হইলে অস্ত্র লেখ্যপত্র করিতে পারিবে। নিজ নিজ হস্তাকর, বৃত্তি, তত্তৎসাক্ষিনির্দেশাদি-ক্রিয়া, অসাধারণ 'ঐ' কারাদি চিহ্ন, অর্থাৎ প্রত্যর্ধীর চিরাগত স্বর্ণবান ও স্বর্ণ গ্রহণরূপ সঞ্চ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্তপুণ্য এই সকল হেতু সংশ্লিষ্ট লেখ্যপত্রের গুণি হইবে।

অধর্মণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে অথবা উত্তমণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাকরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। সমস্ত স্বর্ণ পরিশোধ হইলে ঐ লেখ্যপত্র ছিন্ন করিয়া কেলিবে, কিংবা গুড়ির নিমিত্ত পরিশোধহুচক আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে।

(স্বাক্ষরব্যাসংহিতা ২ অ°)

বিষ্ণুসংহিতার লিখিত আছে যে, লেখ্য ত্রিবিধ রাজসাক্ষিক, লসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্তমান দলিল বলা হইতে পারে। রাজার সিংহাসনের রাজার নিযুক্ত কার্যস্থ লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাক্ষাদি চিহ্নযুক্ত যে লেখ্য তাহাকে রাজসাক্ষিক কহে। (এই রাজসাক্ষিক দলিল বর্তমান কালে 'রেকর্ড'ী দলিলের অনুরূপ)। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষীগণের হস্তলিখিত লেখ্য লসাক্ষিক। পর-হস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্বক রূপ হইলে তাহা অপ্রমাণ হইবে এবং হলপূর্বক রূপ সকল লেখ্যই অপ্রমাণ। দলিল কর্তৃকই অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বারা করার সৌবি-বলিগ পরিচিতি, কুটুম্বাকী প্রভৃতি, অথবা গৃহিত এবং কর্তৃক, সাক্ষীগণের অস্তিত্ব লেখ্য সম্বন্ধিক হইলেও অপ্রমাণ।

ঐক্যক, বলাৎকার, পক্ষবান, বহু, উন্নত, সীত, এবং অতি

ব্যক্তির রূপ যে লেখ্য তাহা অপ্রমাণ। দেশান্তরের সাক্ষিক, সম্প্রদায়স্থ চিহ্নিত, অসুপ্রকৃত বর্ণদ্বারা রূপ হওয়াব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ চিহ্ন, ও পক্ষান্তর, বৃত্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখনপরিপাটীর দ্বারা লিখনপরিপাটী এই সকল দ্বারা সাক্ষিক লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। লেখক বা অধর্মণাদি বা সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাঙ্গিরের অক্ষরবির দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। বেথানে স্বামী ধনী, সাক্ষী কিংবা লেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাঙ্গিরের অহন্তলিখিত দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৭ অ°)

লেখ্যপত্র (ত্রি) ১ চিহ্নিত। ২ লিখিত। ৩ অস্তিত।

লেখ্যচূর্ণিকা (ত্রি) লেখ্যত চূর্ণিকা। চূর্ণিকা। (শব্দময়)

লেখ্যপত্রে (পুং) লেখ্য লেখ্যং পত্র অগ্ন্য। ১ তালবৃক।

(ভাবপ্র°) (স্ত্রী) ২ লেখ্যলীল পত্র।

লেখ্যময় (ত্রি) ১ আলোচ্যবৃত্ত। চিহ্নিত।

লেখ্যস্থান (স্ত্রী) লেখ্যত স্থানং। লেখ্যের স্থান, - বেথানে লেখ্য হয়, চলিত বসুধাধান, আফিল। পর্যায় প্রবৃত্তি।

লেট, বর্ণময় জাতিভেদ।

লেণ্ড (স্ত্রী) গৃহ, চলিত ল্যাড।

"উৎসর্গ বৃহৎস্বয়ং মৃগক তরমাণহ।" (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণ ২২ অ)

লেণ্ড (বিশ) গৃহবিহীন।

লেত (পুং) অজবিন্দু। [ লেত জেব। ]

লেমরা (স্ত্রী) মগরভেদ। (মাকর° ১৮৭)

লেপ, গতি, গমন। জ্বাধি° আস্থনে° সঙ্ক° সেট। লট লেপতে। লুট লেপিতা। লিট লিলেপে। লুৎ অলেপিত।

লেপ (পুং) লিপ-বহু°। ১ লেপন।

"কুম্বিণ্ডধ্যাত্তে কালাৎ বাহ্মসাক্ষিনগোক্রমৈঃ।

লেপদায়ক্রমেনাৎ সেকাশ্বেদগম্যসাক্ষিনাক্ষিনাৎ।" (মাক্ষণ্ডেরপু° ৩৫।১৫)

২ ভোজন। (মেদিনী) লিপ্যতেহনেনেতি। ৩ ভুখা, চলিত কলিচূপ। (বিশ)

লেপক (পুং) লিপ্যতীতি লিপ-বহু°। ১ জাতিবিশেষ।

পর্যায় পলগণ্ড, লেপী, লেপাকুৎ। (হেম) (ত্রি) ২ লেপনকারী।

লেপ্ছা, হিমালয়-পর্বতপৃষ্ঠবাসী জাতিবিশেষ। সিক্কি, পূর্ব-নেপাল, পশ্চিমভোটাণ ও হার্কিন্স নামক পর্বতভাগে এই পার্বত্য জাতির বাস আছে। উহা সাধারণতঃ লেপ্ছা জাতির বাসভূমি বলিয়া কীর্তিত। ঐ স্থানের প্রায় প্রায় ৬০ হাইল। ইহার কোট দাড়ীয়া, নেপালে নেবার ও অপরায়ার জাতি এবং ভোটা-নের লেপা জাতির সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। দ্বারাভি ও অবরবাবির পঠন পঠ্যবেশন করিলে ইহাঙ্গিরের সেই মোদ-দীর জাতির শাখাভূক্ত বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এই লেপ্‌ছা জাতির মধ্যে রোল ও থাং নামে দুইটা থাক আছে। প্রথমেস্ত লেপ্‌ছা সম্ভাব্য আপনাদিগকে সিকিমের আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, ষাষাগণ চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ষাম প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিংবদন্তী এই—প্রায় আড়াই শতবৎসর পূর্বে অর্থাৎ সিকিমে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ সিকিমজনপদের একজন রাজা নির্বাচন করিবাস জন্য উক্ত ষাম প্রদেশে ভূত প্রেরণ করেন। ষাখারা রাজা নির্বাচিত করিয়া পাঠাইলে তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন পূর্বতন বাসস্থানের নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। উত্তর থাকের পরম্পরের মধ্যে অবশ্যে আদান প্রদান হইয়া উত্তরে একশ্রেণী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বর্তমান জাতিভেদবিৎগণ বলেন যে, দুইটা বৌদ্ধলীর উপনিবেশ পৃথকভাবে সিকিমে আসিয়া বসতি করার সম্ভবতঃ এই নামপার্থক্য ঘটিয়াছে।

ডাঃ কাশেল ভিক্তবাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে এই জাতির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচারনীতি সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। লেপ্‌ছাগণ বর্ষাকৃতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি, কদাচ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা লোক দেখা যায়। পুরুষের অমরুণ রমণীগণও বর্ষাকার। লেপ্‌ছারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং বিস্তৃতবক্ষ, দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন সুবলিত ও কমনীয় হইয়াছে। গাত্রবর্ণ চন্দের জায় সাদা, চক্ষুর কর্ণায়ত, চলিত কথায় বাহাকে পটোলচেরা বলে। শীতপ্রধান স্থানে বাস-নিবন্ধন তাহাদের গণ্ডগর, এমন কি, সর্বশরীর গোলাপের জ্বার গন্ধভ হইয়া থাকে। মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় চন্দের চেপ্টা ও গোল এবং নাক খোঁচা না হইলে তাহাদিগকে সর্বাসমুদ্রের বলা যায়।

লেপ্‌ছা স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যপ্রভা এতই বলবতী যে, সহজে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। অবরবাদির লুপ্তিত গঠন, মাথার মধ্যস্থানে দীর্ঘ, আলখালার জ্বার পরিষ্কার, মরনকোশে বিমল হান্তরেখা, বিমান চুল ও কমনীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তবিকই পুরুষদিগকেও দুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও দুবতীদিগের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ, বিশেষের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথার একটা বিনানী ও ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটা বা তিনটা বিনানী থাকে।

ইহারা স্বভাবতঃ অপরিষ্কার। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় ইহারা কখনই গাছ খোঁচ করে না। এই সময়ে ইহাদের

গাত্রে প্রচুর ময়লা জমে। তখন ইহারা কাছে আসিলে এবপ্রকার ভেপসা গন্ধ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন বারিপাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য উপলক্ষে বাটার বাহিরে আসিলেই ঐ গাত্রগল খোঁচ হইয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের শরীর দুর্গন্ধহীন হয় এবং কমনীয় কান্তির সহিত রূপ-প্রভা উৎখলিয়া উঠে। ধর্মভীরুতা ও লোকরক্ষকতা-গুণে ইহাদের এই সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লিছু, মুর্খি ও গুরুজ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা লেপ্‌ছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি সমুদ্রে ইহারা অপরের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। কখন ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাদ করে না। অকস্মাৎ কোন কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে; কিন্তু সময়ান্তরে ইহাদিগকে সেই অজ্ঞায় ক্রোধের কারণ নির্দেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, ইহারা পরিতাপ করে। ইহাদের সকলের নিকট ভোজালী নামক ছুরিকা থাকে বটে, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বশায় না। আহা, বিহার, বাক্যলাপ ও পানাদি বিষয়ে যের সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। ইহারা পুরুষজাত কলমুল ও শাকশব্দী খাইতে বরং ভালবাসে, তথাপি কাহারও অজ্ঞায় ব্যবহার সহ্য করিতে চাহে না। দার্জিলিঙ্গে ইহারা ইংরাজের আদালতে আসিয়া বিচার-প্রার্থী হয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কর্ণা বিভাগ আছে, উহা থর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরকুলপুখো ও অমিনপুখো বংশীয়গণ সর্বাঙ্গেক্ষা সম্মানিত এবং সিঙডঙ, তিঙ্গিলমুল, রলোমুল, তাক্‌কমল, লুঙটমুল, মামজিঙবুঙ, লুকসোম ও লমনি নামক অপর আটটা থর সমাজে অপেক্ষাকৃত হীনমর্য্যাদ বলিয়া গণ্য। উপরোক্ত বরকুলপুখো ও অমিনপুখোৱা নিম্নোক্ত আটটা থরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে অপর ৮টা থরের শোকেরা পরস্পর একই, লিছুজাতির মধ্যেও পুরুষজাতির বিবাহ দিরা থাকে। ইহাদের মধ্যে এক থরের মধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কখন মামেরা, চাচেরা প্রভৃতি প্রাথম ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। যেখানে পাত্র 'মি' মন্তক সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই স্থানে মরপুরুষ বাদ চলে।

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। দুই জন বয়স পত্নী আসিয়া বিবাহকালীন অপরাধের আরোজন ও ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রাধান্যতঃ ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং বুদ্ধকরা অর্ধদুগল করিতে পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কস্তাপন দিবার শক্তি

থাকিলে অন্নবয়সেই বিবাহ হয়, নচেৎ ঐ ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিয়া বয়সকালে বিবাহ করিতে পারে। কস্তাপন ৪০ হইতে ১০০ টাকা লাগে।

বিবাহের পূর্বে কস্তা তাহার মনোনীত ভাবিপুত্রের সহিত একত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসাদি ঘোব ঘটিলেও তাহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। কস্তা যদি গর্ভবতী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ সে ঐ কস্তার পাদিগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে কস্তার পিতাকে কতিপুত্র স্বরূপ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। ঐ কস্তার সহিত অপরের বিবাহ হইলে কস্তার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে না।

সাধারণ বিবাহে কস্তার পিতা পাত্রের নিকট একজন পুত্র (ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, কর্তৃপক্ষ, অথবা স্বয়ং পাত্র কর্তৃক অহুমোদিত হইলে পিতৃ কস্তার পিতার নিকট হইতে ৫ টাকা, ১০ সের মটরা মদ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া পাত্রকে দিয়া আসে, উহাতেই বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। অতঃপর লামাকর্তৃক নির্দিষ্ট ওভদিনে প্রথমে কস্তালগ্নে ও পরে বয়স্বে বিবাহের অভ্যবসায় সম্পাদিত হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ কিছু নাই। যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। বর ও কস্তাকে একখানি আসনে উপবেশন করাইয়া লামা তাহাদের উভয়ের গলদেশে এক একখানি রেশমের উড়ানি বাঁধিয়া দেয়। পরে “মালাবদল” স্বরূপ তাহারই বিনিময় হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাদের মাথায় চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর ও কস্তা একপাত্রের ভোজন ও মটরা মদ পান করে। প্রথমে কস্তালগ্নে পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাটীতে এইরূপ ক্রিয়ায় পর বিবাহকার্য শেষ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে জ্ঞাতিবৃন্দের ভোজের পর উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। কস্তা তিন দিন মাত্র পিতৃবাগ্নে থাকিয়া এক মাসের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে।

যে ব্যক্তি কস্তাপন দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যত দিন না তাহার ঐ পণের টাকা শোধ যায়, তত দিন তাহাকে স্বীয় গুণ্ডলাগ্নে থাকিয়া গুণ্ডরের আদিষ্ট কর্তব্য করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তাহার বিবাহিতা পত্নীকে স্বীয় গৃহে লইয়া বাইতে পারে না।

বহুবিবাহ ও বহুস্বামিকল্পিত ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা রক্ষণগণ বেজামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রক্ষণ স্বীয় দেবর জির অপার ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর ঐ ব্রাহ্মণ্যার গর্ভজাত স্বকন্যার সন্তানসন্ততিদিগকে পালন

করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যার বিত্তীয় স্বাধীন নিকট হইতে পূর্বপ্রদত্ত কস্তাপন আদায় করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ-স্থলেই লামা উভয়ের বিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণা করিয়া মিলেই বিবাহ হইয়া যায়। দম্পতীর মনোগত ভাব বিবাহ হইয়া উঠে, তাহা হইলে পিতৃদিগকে ডাকাইয়া বিসংবাদের কারণ নির্দেশ সহকারে মীমাংসা দ্বারা পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। উপর্যুপরি দুই বা তিন বার এইরূপ চেষ্টার পর যদি তাহাদের মনের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহকালে যে লামা থাকে, তাহাকে ডাকাইয়া তাহার অহুমতিক্রমে ঐ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন ঐ শ্রী স্বামিন্থ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে এবং ঐ স্বামীকে কতিপুত্র স্বরূপ পুনরায় স্বীয় পত্নীর পিতাকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। শ্রী ব্যক্তিচারিণী হইলে পক্ষান্তর তাহার বিচার করিয়া উপপতিকে অর্থদণ্ড করিয়া থাকে। যদি পক্ষান্তরের বিচারে শ্রী সন্তীতহানি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। এই পত্নীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে কতিপুত্র স্বরূপ পত্নীর পিতার হস্তে অর্পণ করিতে হয় না, বরং সে বদন্ত অলঙ্কারাদি পত্নীর গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যক্তিচার্যবোধট্টা শ্রীও পুনরায় বালিকা কস্তার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে।

বিবাহপ্রথার এইরূপ বিশেষ্যর হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পক্ষান্তরগণ জাতীয় প্রথামত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কস্তাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির যেরূপ বিভাগ মীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণ তাহাই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য, কেহ তজ্জন্ত রাজস্বারে উপনীত হয় না। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র সমান অংশ পায়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্বাংশে অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। আবার পুত্রদিগের মধ্যে বাহার রাজকাধ্যে নিযুক্ত, তাহার অস্বাভাব্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, তবে যদি পক্ষান্তর অহুগ্রহ করিয়া তাহাকে অংশ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মুক্ত্যকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে মৃত্যু ব্যক্তি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া স্বীয় সম্পত্তির অংশ বাহাকে যেরূপ দিতে হইবে, পক্ষান্তরের সম্মুখে সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পক্ষান্তর মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে।



পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অবিবাহিতা কস্তাগণ পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই কস্তা-দিগের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কস্তারা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রাদি না থাকিলে বিবাহিতা কস্তাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিন্তু এই সম্পত্তিলাভের পর পিত্রালয়ে বাস করাই ইহাদের জাতীয় বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উত্তরাধিকারিণী নির্দিষ্ট হইলেও, অনেক সময়ে পক্ষান্তরে অভিপ্রায়ানুসারে কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লেপ্‌ছাই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামান্য পশ্চাত্যের অভাব নাই। ইহারা পর্বতাংশ বিশেষ ও তথাকার শ্রোত-স্বিনীদিগকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক আনিয়া পূজা করে। তুষারাবৃত কাকনজম্বা পর্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও বরফ পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাগুরু বলিয়াও উপাসনা করিয়া থাকে। এই পর্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি শূন্যোদ্ভাপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও শত্ৰুজ্ঞানদি পরিপ্লাবিত করে। এতদ্বির এসেগেওপু, পালদেন, ল্‌হামো, লাপেন রিন্‌পোছে, গেঙপু-মালেঙ এরাগুপু ও বহুজমা প্রভৃতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহরামদ, ফল, তণ্ডুল, পুস্প ও ধূপধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহারা চিরেঞ্জী বা লছেন-ওম-ছুপ-ছিম্‌কে মহাদেব বলিয়া স্বীকার করে। তাহার পত্নীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব সিকিমে বৌদ্ধধর্মবিশ্বাসের পূর্বে ইহারা এই শব্দরম্ভি ও উমাদেবীর উপাসনা করিত। [ লামা দেখ। ]

বৌদ্ধধর্ম সঞ্চর্চয় ক্রিয়াকলাপে তিব্বতীয় লামাগণই ইহাদের যাজকতা করে। ইহাদের মধ্যে কেহই লামাধর্ম গ্রহণ করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিদ্যা অন্বেষণ করিয়া “বিজুয়া” (ওঝা) হইয়াছে। ভূতপ্রোতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা করিয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ শবদেহ পূর্বমুখী রাখিয়া কবর মধ্যে গোর দেয়। সমাহিত করবার পূর্বে তিন দিন এই মৃতদেহ গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে নিয়ম মত ভোজাদি স্থাপন করে। গর্তমধ্যে মৃতদেহ স্থাপনের পূর্বে উহার চতুর্দিক পাথর দিয়া বেড়া হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটা গোলা-কার পাথরের তন্তু স্থাপন করিয়া তদুপরি নিশান দেওয়া হয়। রোজ-লেপ্‌ছাগণ মৃত্যুর একমাস পরে ওঝা ডাকাইয়া প্রেতের

শাস্তি ও মঙ্গলকামনায় একদিন শ্রাদ্ধ করে। এই সময়ে একটা বহু গোক বা ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়া নেশায় বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা ঐরূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করে। নবমাস ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্তাই পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে নূতন তণ্ডুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে।

উচ্চশ্রেণীর খাখা লেপ্‌ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। দেহ ভস্মীভূত হইবার পর, শবের নক্ষ অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া নিকটবর্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারিণী রমণীদিগের শ্রাদ্ধপ্রথাও স্বতন্ত্র।

সিকিম রাজ্যের ব্রহ্মচারিণী এক রমণীর শ্রাদ্ধে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল;—

শ্রাদ্ধকালে মৃত্যুর একটা প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাদ্য সামগ্রী, অপর এক খানিতে তাহার ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১০০টা পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উকীষ-ধারী ও রক্তাশ্রয়পরিহিত অনেকগুলি লামা এই সময়ে কএকদিন ধর্মমন্দিরে সমন্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর পেমিওঙ্গছি সজ্জারামে আনিয়া এই প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ স্তোত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। শেষ দিনে মৃত্যুর আত্মীয় ও বহু বান্ধবগণ বস্ত্র, অর্থ ও খাদ্যাদি উপহার যাহা পাঠাইল, তাহা এই প্রতিকৃতির সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে মঠের প্রধান লামা সেই মূর্তির সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া তত্বক্ষেপে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ করিয়া দেয় এবং লামারা আসিয়া এই সময়েই মূর্তির সমক্ষে চা ও মউয়া পান করে। তার পর সেই মূর্তির বা রমণীর পরিচিত ও আত্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রোতাত্মার উদ্দেশে সেই মূর্তিকে সান্ত্বন্য প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং তাহার বস্ত্রাঞ্চল চূষন করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। এই সময়ে সমবেত লামাগণ প্রোতাত্মার বিদায়কামনায় সর্বোচ্চস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করে এবং প্রধান লামা স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটা মেজের নিকট আসিয়া কএকটা গুপ্ত প্রক্রিয়া সাধন করেন। রাত্রি ৯টা বাজিলে স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটা স্থলীর্থ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাহার



মর্থ এই যে, “তোমার ভবপারে সমনের সুবিধার্থ ঘাবতীর প্রক্রিয়াই অস্বীকৃত হইল। এক্ষণে তুমি স্বল্পে একাকী ধর্মরাজ বর্মের নিকট গমন করিতে পার।” ইহাই তাহাদের বৈতরণী-পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে।

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ আসিয়া সেই মুহূর্ত্তকে বস্ত্রহীন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে অপরাপর লোক শব্দ, শিলা, ঢাক, করতাল প্রভৃতি বিবিধ বিকট বাজ করিতে করিতে মঠের বাহিরে আসিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে অন্ধকারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানন্তর পুনরায় মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্বেই বলিয়াছি, লেপু ছাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজ্যের অধীনে বান্ধ করে, তাহারা সেইরূপ রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন ধর্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা করিতে পারে না। দার্জিলিংয়ে কিন্তু ইহারা গো শূকর প্রভৃতি ঘাবতীয় পশুমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মৃত পশুাদিতে ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন পক্ষতজাত ফল, মূল, চাউল ও ময়দার কটা প্রভৃতি তাহাদের ভক্ষ্য। চাউল, ও ময়দার জন্ত ইহারা ধাতু, গোদুম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্তের চাল করিয়া থাকে। এই চাউল, ভুট্টা বা মউয়া হইতে ইহারা মত্ত প্রস্তুত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন করে, তখন ইহারা বাঁশের চোলায় মদ লইয়া যায়। পথিমধ্যে বাঁশের চোলায় চাউল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু ঘরে থাকিলে সাধারণতঃ নৌহ কড়াতেই ভাত রাখে। খাত্তাদি সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন পারিপাটা নাই।

**লেপন** (স্ত্রী) লিপ-লুট্। লেপ, চলিত লেপা।

“বৈশাখ্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষরসংজ্ঞিতা।

তত্র মাং লেপয়েদগ্গলেপনৈরতিশোভনম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

গোময়াদি দ্বারা দেহে লেপন করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রে লেপনের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে—

“শুণু তত্ত্বেন মে দেবি লিপ্যমানস্ত বৎ ফলম্।

সর্বং তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্তোতি মানবঃ ॥

গোময়ং গৃহ্য ভৈ ভূমে মম বেদ্যোপলেপয়েৎ।

জ্ঞাত্বানি তত্র ঘাবন্তি পদানি চ বিলম্পিতঃ ॥

তাবৎসংসংস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে।

বনি দ্বাদশ বর্ষাদি লিপ্যতে মম কর্মস্ব ॥” (বরাহপুরাণ)

২ গাত্রে লেপপ্রদান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। সুশ্রুতে

লিখিত আছে যে, মানের পর লেপন বিধেয়, এই লেপন অঙ্গে প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাভা ব্যক্তি হয়। ইহা বেহের দৌর্গন্ধ ও শ্রমনাশক। যে সকল অবস্থায় ঘান নিষিদ্ধ, সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ।

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিবনাশক এবং বর্ণ্যকর। ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতপ্লেয়নাশক। লেপ রাত্রিকালে নিষিদ্ধ। কিন্তু ত্রণাদিতে লেপ দিতে হইলে রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

“দোষয়ো বিবহা বর্ণ্যা লেপেষ্বৎ ত্রিধা মতঃ।

যৌ তত্ত্ব কথিতৌ ভেদৌ প্রলেপাখ্যপ্রদেহকৌ ॥” (সুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া ঘান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়।

মানের পর পরিকৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি ত্রব্য দ্বারা গাত্রে লেপন করিবে। শীতকালে চন্দন, কুসুম এবং কুম্ভাণ্ডক একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে, ইহা উষ্ণ বায়ু এবং কফনাশক। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে চন্দন, কপূর ও বালা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, ইহা সুগন্ধি ও অতি শীতল। বর্ষাকালে চন্দন, কুসুম এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, কারণ এই লেপ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে।

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, মুচ্ছা, হৃগন্ধ, ঘর্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, প্রীতি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লেপন নিষিদ্ধ। ঘান না করিয়া লেপন প্রয়োগ করিবে না।

এই লেপন ককর, মেদোনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্ত-বর্জক এবং চর্মের প্রশমতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ দ্বারা চক্ষু স্থির, গণ্ডস্থল স্থূলতর এবং বদন স্থূল, কমণীয়, বাস ও পীড়করহিত ও কমল সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাবপ্র. পূর্বধঃ)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল বা অগ্ন হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এবং শুষ্ক একপ হইলে প্রদেহ, এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে।

রক্তপিত্ত জন্ম রোগে আলেপ বিধেয় এবং বাতপ্লেয়জনক রোগ হইলে অথবা ভয় অস্থির সংযোগ করিতে হইলে অথবা ত্রণের শোধান বা পুরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদনা হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই

প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে স্ফিক্কা লেপন কহে, ইহা দ্বারা ত্রণের আবদ্ধ ও ত্রণ কোমল এবং তাহা হইতে পুতিগন্ধরূপে মাংসনির্গম হইয়া থাকে। যে শোফ ক্ষতের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলোপন হিতকর। যে দ্রব্য স্তম্ভ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে ঘোরের শাস্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরে স্বকৃষ্ণিত সেই ঘোরের শাস্তি হয় এবং ত্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের স্বকৃষ্ণনাশন ও ত্রণের দাহ শাস্তি করিতে হইলে আলোপনই প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার শাস্তি হইয়া থাকে। শরীরের মর্গস্থানে বা গুলস্থানে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলোপন বিধেয়।

আলোপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্তজ্বর রোগে সকল আলোপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার বোড়শ ভাগের ছয় ভাগ সেহ দ্রব্য (যত তৈলাদি) সংযোগ করিতে হইবে। বায়ুজ্বর রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং স্নেহজ্বর রোগে অর্ধ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের চৰ্ম্ম আদি হইলে যে পরিমাণ উক্ত হয় (ফুলিয়া উঠে), শরীরের আলোপনও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলোপন দ্বাদশকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পর্যন্ত ত্রণ হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, সে পর্যন্ত তাহাতে শীতল আলোপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ ত্রণের উষ্ণতা নির্গত না হইলে সেই উষ্ণতা বন্ধ থাকিয়া ত্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই হিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ্বর, রক্তজ্বর ও অতিঘাত জ্বর অথবা বিষ জ্বর রোগে দিবাভাগেই লেপন করা কর্তব্য।

যে প্রলেপ পূৰ্ণ দিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। কারণ সেই প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না। যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনরায় শরীরে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ইহা শুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত অক্ষম্য হইয়া পড়ে।

(সুশ্রুত সুত্রহা ১৯ অ°)

২ সূক্ষা, কলিচূর্ণ। ৩ ভোজন। (পুং) ৪ তুষ্ক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাভনি°) ৫ সিল্ক, শিলারস।

লেপাপৌছা (দেশজ) দেয়ালদির গাম্বাদি হইতে কোন দাগ উদ্ভব রূপে মুছিয়া ফেলা।

লেপিন্ (পুং) লিপ্যন্তীতি লিপ-নি। ১ লেপক। (ত্রি)

২ লেপকর্তা, লেপাবিশিষ্ট।

লেপ্য (ত্রি) লিপ-শাৎ। লেপনীয়, লেপ্য।

“শৈলী দাক্ষময়ী-সৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমারবিধাশ্রুতা ॥” (ভাগবৎ ১১।২৭।১২)

লেপ্যকুৎ (পুং) লেপ্যং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুচ্ চ। লেপক।

লেপ্যানারী (স্ত্রী) ১ অঙ্কচন্দনচর্চিত রমণী। লেপান্ত্রী।

২ প্রস্তর বা মৃদাদি দ্বারা নির্মিত রমণী মূর্তি।

লেপ্যময়ী (স্ত্রী) লেপ্য-ময়ট, ভীপ্। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুস্তলিকা, পর্যায় অঙ্কলিকারিকা। (হেম)

লেপ্যমোহিৎ (স্ত্রী) লেপ্যানারী।

লেপ্যস্ত্রী (স্ত্রী) লেপ্যা স্ত্রী। স্বগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী। (শব্দরত্না°)

লেখ্যফা (আরবী) খাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র প্রিয় দেওয়া হয়।

লেম (হিন্দী) ১ একতা। ২ সুমিলন। ৩ সন্ধ্যা, সম্প্রীতি।

লেমুরো, নিম্নত্রেণের অন্তর্গত একটা নদী। আরাকান প্রদেশের উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃত্ত শৈলমালা মধ্যে ইহার উৎপত্তি। পৰ্ব্বতবন্ধ অবতরণকালে এই নদী শৈলগাত্রাবাহী নানা স্রোতোমালায় পৃষ্টকলেবর হইয়া আকায়াব জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্বক হাণ্টার্স নামক সাগরোপকূলে সমুদ্রবক্ষে মিশিয়াছে।

লে-মোং-ফা, ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতীবিভাগের বেসিন জেলার অন্তর্গত একটা নগর। বেসিন বা গুণা-বুনা নদীতে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩৪'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৩'৪০" পূঃ। নদীতে বহা হইলে এই নগরের পথঘাট সময় সময় ৩ ফিট জলে ডুবিয়া যায়।

লেয় (পুং Leon) সিংহরশ্মি। (জ্যোতিষতত্ত্বঃ)

লেয়াকুৎ (আরবী) ১ শুণ। ২ সামর্থ্য। ৩ দৃষ্টি। ৪ কুশলবৃদ্ধি।

লেয়াকতী (আরবী) ১ দৃষ্ণতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা।

লেলয়া (স্ত্রী) কম্পমানা।

লেলিহ (ত্রি) লিহ-যঙ, লে-লিহ-অচ্। পুনঃ পুনঃ লেহন।

লেলিহান (পুং) পুনঃ পুনরভিষয়েন বা লেটীতি লিহ-যঙ, শানচ্ বা। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ সর্প। (হেম) (ত্রি) ৩ পুনঃ পুনঃ লেহনকর্তা।

“সপ্তজিহ্বাননঃ কুরো লেলিহানো বিসপতি।” (ভারত ১।২৩৩।৫)

লেলিহানা (স্ত্রী) তজ্জাত মুদ্রাবিশেষ। মুখ বিবৃত করিয়া অধোমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উভয় হস্তের মূর্তি উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা তারাপুজার প্রস্তুত।

অষ্ট প্রকার—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাগে

অধোমুখ করিয়া অনান্নিলাতে হৃৎকলি বিক্ষিপ করিয়া  
কমিষ্টাকে সরলভাবে স্নানিলে এই সেলিহান মুজা হয়। এই  
মুজা জীবন্তে বিশেষ প্রশস্ত।

“বক্তঃ বিস্তারিতঃ কৃত্যাপাথেজিহ্বাং চালয়েৎ।

পার্থক্যং মুষ্টিবৃগলং সেলিহানেতি কীৰ্ত্তিতা।

এষাতারাদধনেচ্ছা সেলিহা বক্তব্য—

যোনির্ময়োধরঃ সেন্দ্বধুঃ কুষ্ঠং ক্রমাধিহুঃ।

বীজানি চোকরেম্বস্তী মুজাবন্ধনমাচরেৎ।

তজ্জনীমধ্যমানামাঃ সমঃ কৃত্যাপাধোমুখম্।

অনামায়াং কিপেধুঃ স্বজীং কৃত্য কনিষ্ঠিকাম্।

সেলিহা নাম মুদ্রের জীবন্তাপে প্রকীৰ্ত্তিতা।” (তত্ত্বসার)

লেলা (ত্রি) গাঢ় সংলিপ্ত।

লেবার (পুং) অগ্রগারভেদ। (রাজতরং ১৮৭)

লেবোঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটা গিরি-  
শ্রেণী, হিমালয়-পর্বতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষা-  
৩০°২০' উঃ এবং দ্রাঘি-৮০°৩৯' পূঃ। এই গিরিশাখা বিয়ান  
ও ধর্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে। পর্বতের উপর  
দিয়া একটা পথ অপর দিকে গিয়াছে। ঐ সঙ্কটের সর্বোচ্চ  
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত।

লেশ (পুং) লিশ-বঞ। কণা। (অমর)

“এষ তে রাজধর্ম্যাং লেশঃ সমভূবর্ণিতঃ।” (ভারত ১২।৫৮।২৫)

লেশোক্ত (ত্রি) ১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত।

লেশ্য (স্ত্রী) দীপ্তি, আলোক।

লেফব্য (ত্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণোপযোগী।

লেফু (পুং) লিঙতে ইতি লিশ্-বাহুলকাৎ তুন্। লোষ্ট্র।

“অথ যো ব্রাহ্মণান কৃষ্টঃ পরাভবতি সোহচিরাৎ।

যথা মহাবর্গে ক্ষিপ্ত আমলেষ্টু বিনশতি।”

(ভৃকৃত ১৩।৩৪।২৬)

লেফুয় (পুং) লেটুং হস্তি হন-ঢক্। লোষ্ট্রভেদন। (শব্দরত্নাং)

লেফুভেদন (পুং) লেটুং ভিনস্তীতি, ভিন-স্মৃট্। লোষ্ট্রভ-  
সাধন যুদ্ধের, পর্যায় কোটাল, লেটুয়, লেটুভেদী, চূর্ণদণ্ড।

লেসিক (পুং) হস্ত্যারোহক, পর্যায় কটিরোহক। (শব্দমাং)

লেহ (পুং) লেহনমিতি লিহ-বঞ। আহার, ভক্ষণ। পর্যায়—

স্বাদন, রসন, বসন, স্বদি। (রাজনিং) লিহ-কর্ষণি বঞ। ২ রস।

“পচেলেহং সিভা কোত্র পলাক্কুভাবরিতম্।”

(সুক্রত ১।৪৪) লেটীতি লিহ-বঞ। (ত্রি) ৩ লেহনকর্তা।

“দহেহুং মধুনে লেহেদ্যবৈকুণ্ঠার্থা গিরিঃ।” (ভট্ট ৬।৮২)

৪ অবলেহ, চলিত জটা। মোবের বলাবল অল্পসারে হান-

নিশেবে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই উচ্চজঙ্গলত

যোগ নষ্ট করে, এ কারণেই সারকালে প্রয়োগ করিতে  
হয়। এই অবলেহ অষ্টাদ ও চতুর্দক প্রভৃতি ভেদযুক্ত।

অষ্টাদাবলেহ—কায়কল, পুষ্করমূল, অভাবে হুড়, কাকড়াশুলী,  
মরিচ, পিপুল, গুঁঠ, ছুরালভা এবং পদ্ম কফজীরা এই সকল  
চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অষ্টাদাবলেহ  
কহে। ইহা লেহন করিলে সন্নিপাত, হিকা, শ্বাস, কাস এবং  
কণ্ঠরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সন্নিপাতে ইহা আদার রসের  
সহিত প্রয়োগ করিবে। মতান্তরে—লেহিক মধুর সহিত বা  
আদার রসের সহিত সেবন করিলে তত্ত্বা ও কাসযুক্ত দায়ণ  
মোহ বিনষ্ট হয়।

চতুর্দাবলেহ—সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া ত্রাকা ও  
গুঁঠের সহিত মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস,  
কাস, মুচ্ছা ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্রং মধ্যাং)

দ্রব ও কক প্রস্তুত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দিষ্ট  
আছে, অবলেহের ভাগ তদ্রূপ জানিবে।

“লেহে যদ্রাস্তি যো ভাগো নির্দিষ্টো দ্রবককয়োঃ।

তত্রাপি পাদিকঃ ককঃ দ্রব্যং কার্যো বিজানতা।” (বাভট)

[ অবলেহ শব্দ দেখ। ]

লেহ, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ রাজ্যের  
প্রধান নগর। সিদ্ধনদের উত্তর কূল হইতে ১১০ ক্রোশ দূরে  
অবস্থিত। অক্ষা-৩৪°১০' উঃ এবং দ্রাঘি-৭৭° ৪০' পূঃ।  
এই স্থান সিদ্ধনদ ও পার্শ্ববর্তী পর্বতমালায় মধ্যস্থিত সমতল  
প্রান্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, ঐ প্রাচীর  
পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার  
দুর্গবাটিকা নির্মিত আছে। কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ এখান-  
কার রাজ্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যভুক্ত  
করেন। [ লাদখ দেখ। ]

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা দুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ-  
প্রাসাদ দ্বিতল ও সামান্য ধরণে গঠিত হইলেও উহার কার্ভ-  
নির্মিত বারাগাদি দেখিবার সামগ্রী। চীন, তাতার ও পঞ্জাব-  
প্রদেশের বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া পর্বতবন্ধিত তুষারব্যাপ্ত এই  
নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত। এখানে শালনির্মিতার্থ পশম  
বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। একটা বেধালয়  
এখানে স্থাপিত আছে।

লেহন (স্ত্রী) লিহ-স্মৃট্। জিহ্বাধারা রসাস্বাদন, চলিত চাট।

পর্যায়—জিহ্বাস্বাদ। (হেম)

লেহরা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম।  
মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পঞ্চোল নীল-  
কুঠীর অধীনে এখানে একটা নীলের কারখানা থাকার স্থানীয়



লোককৃৎ (ত্রি) ১ সৃষ্টিকারী। সৃষ্টিকর্তা। ২ স্থলকারী।

লোককৃত্ব (ত্রি) সৃষ্টিকর্তা।

লোকক্ষিৎ (ত্রি) স্বর্গগামী, আকাশচারী।

লোকগতি (স্ত্রী) জীবনযাত্রা।

লোকগাথা (স্ত্রী) লোকপরম্পরাগত গাথা।

লোকগুরু (পুং) জগৎসার উপদেষ্টা আচার্য।

লোকচকুস্ (স্ত্রী) লোকানাং চকুরিব। ১ সূর্য।

“লোকপ্রকাশকঃ স্রীমান্ লোকচকুর্গ্রাহকঃ।” (সূর্যস্তুত)

২ লোকদিগের চকুঃ, জনসমূহের লোচন।

লোকচর (ত্রি) ১ জীব। ২ জগৎপ্রদর্শনকারী।

লোকচরিত্র (স্ত্রী) জীবনযাত্রা। মানবের জীবনচরিত্র।

লোকচারিন্ (ত্রি) লোকচর।

লোকজননী (স্ত্রী) মাতৃ।

লোকজিৎ (পুং) লোকং জিত্বানিতি জি-জিৎ-ত্ব-ক্ চ।

১ বৃদ্ধ। (ত্রি) ২ লোকজ্ঞেতা। “সং কামং কামরতে তমাগায়তি

তর্ভৈ তমোকজিৎবে” (শতপথব্রাঃ ১৪।৪।১।৩৩)

লোকজ্ঞ (ত্রি) মানবতত্ত্বদর্শী।

লোকজ্যেষ্ঠ (ত্রি) ১ নয়শ্রেষ্ঠ। ২ বৃদ্ধভেদ।

লোকতত্ত্ব (স্ত্রী) মানবতত্ত্ব।

লোকতত্ত্ব (স্ত্রী) জগতের ইতিবৃত্ত।

লোকতস্ (অব্য) লোকহরুপ। পূর্কোক্তরূপ (ভাগবৎ ৪।২৪।৭)

লোকভুবার (পুং) লোকে ভুবার ইব। কপূর। (রাকনিং)

লোকত্রয় (স্ত্রী) স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতল।

লোকদম্বক (ত্রি) প্রবন্ধক।

লোকদ্বার (স্ত্রী) স্বর্গদ্বার।

লোকদ্বারীয় (স্ত্রী) সামন্তেয়।

লোকধাতু (পুং) লোকস্ত্র ধাতা। শিব।

লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের জ্ঞানবিশেষ।

লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বৃদ্ধ। (ত্রিকাং)

“লোকে ভগবতো লোকনাথানাং কেচন।

বে জন্তবো গতক্রপান্ বোধিসত্বানবেহি তান্।” (রাজতরং ১।১৩৮)

২ ব্রহ্মা। (শঙ্করভাঃ) ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব।

“অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং স লোকনাথঃ পিতৃসদৃশগোচরঃ।

স ভীমরূপঃ শিব ইত্যন্বীর্ণ্যতে স সত্তি বাথার্থবিদঃ পিণাকিনঃ।”

(কুমাரசম্বতঃ)

(ত্রি) ৫ লোকের প্রভু। (রামায়ণ ২।৩৪।১৬) ৬ পারদ।

লোকনাথ, ১ অবৈতন্যলোকায়নচরিতা। ২ মন্ত্রপ্রকাশপ্রণেতা।

লোকনাথ চক্রবর্তী, কর্ণপুরস্থত অলঙ্কারকৌস্তভের চাকা ও  
অনোহা নারী রামায়ণটীকারচরিতা।

লোকনাথ ভট্ট, ইকাত্যাবন নামক প্রেক্ষাগৃহপ্রণেতা।

লোকনাথরস (পুং) দ্রীহারোগাধিকারে ঔষধবিশেষ, লোক-  
নাথরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রস্তুত-  
প্রণালী—পারা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ দুইভাগ,  
তাত্র দুইভাগ, কড়িতম্ব ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া  
পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে।  
শীতল হইলে দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিয়া পিপুল-  
চূর্ণ ও মধু, বা শুড় ও হরীতকী কিংবা গোমূত্র ও শুড়ের সহিত  
জীরা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বহুৎ, প্রাণা,  
উদরী, শুশ্র ও শোথনাশ হয়।

বৃহল্লোকনাথরস—পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগে কঙ্কণী  
করিবে, একভাগ অত্র উহার সহিত মিশাইয়া দ্রুতকুমারীর রসে,  
পরে ষিগুণ তামা ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাটির রসে পুনঃ  
পুনঃ মর্দন করিয়া গোলক করিবে। পরে গন্ধক ২ ভাগ ও কড়ি-  
তম্ব ২ ভাগ জ্বলিবার রসে মর্দন করিয়া, মুষাঘের মধ্যে ঐ ঔষধ  
গোলক রাখিয়া দিবে; তদনন্তর উক্ত মুষাঘ শরাবসম্পূট করিয়া  
উক্ত শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটি, লবণ ও জলে লেপিয়া  
গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ছয়রতি পরিমাণ  
বটী প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ, মধু, হরীতকী-  
চূর্ণ, শুড়, স্লেয়ান বা গোমূত্র অল্পপানে সেবন করিলে বহুৎ,  
প্রাণা, উদরী, শোথ, বাত, অঙলা, কামটী, প্রাতঃজীলা, কাঁসর,  
অগ্রমাস, শূল, ভগন্দর, অঘ্রিমালা ও কাস আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসং দ্রীহযক্কদর্শিঃ)

অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
রসসিন্দূর একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পুরিয়া  
সোহাগা দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা মুৎপাত্রে রুদ্ধ  
করিয়া পুটপাকে পাক করিবে, এই ঔষধের মাত্রা ৪ রতি।  
ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুষ্ক, আতাইচ, মুতা, দেবদারু ও  
বচ ইহাদের কষায় অল্পপানে সেবন করিলে সর্ববিধ অতীসার  
রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং অতিসাররোগার্থিঃ)

লোকনাথ লক্ষ্মী, অমরকোষটীকা পদমঞ্জরীপ্রণেতা।

লোকনির্মিত (ত্রি) লোকেষু নির্মিতঃ, জননির্মিত, যিনি  
জনসমাজে নির্মিত।

লোকনেত (পুং) লোকানাং নেতা। ১ শিব। ২ জন-  
সমাজের প্রভু। সমাজপতি।

লোকপ (পুং) লোকপাল।

লোকপত্তি (স্ত্রী) সত্ত্ব, ব্যাতি, বশঃ।

লোকপত্তি (পুং) লোকানাং পত্তিঃ। বিষ্ণু। (ভাগবৎ ২।৪।২০)  
জনসমাজের পত্তি অর্থাৎ পালক।

লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়।

লোকপদ্ধতি (স্ত্রী) চিরন্তন পন্থা।

লোকপাল (পুং) লোকান্ পালয়তি পাল-নিচ-অণ্।

১ রাজা। (হলায়ুধ) ২ বিপুল।

“সোমদ্যাক্ষিনিলেক্ষণাং বিদ্যার্ত্যোর্মত চ।

অষ্টানং লোকপালানাং বপুধারমতে বুপা।” (মহু ৫।২৩)

৩ শিব। ৪ বিহু।

লোকপালক (পুং) লোকত পালকঃ। লোকপাল।

লোকপালতা (স্ত্রী) লোকপালত্ ভাবঃ তল-টাপ্।

লোকপালন, লোকপালের ভাব বা ধর্ম, লোকপালের কার্য।

লোকপিতামহ (পুং) ব্রহ্মা।

লোকপুণ্য (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (রাক্তরং ৪।১২৩)

লোকপুরুষ (পুং) ব্রহ্মাওদেব।

লোকপুঞ্জিত (ত্রি) লোকেষু পুঞ্জিতঃ। জনপুঞ্জিত। জনসমাজে যাত্র।

লোকপ্রকাশক (পুং) লোকত প্রকাশকঃ। হৃদ্য।

“লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্রে হেধরঃ।” (হৃদ্যন্তব)

লোকপ্রকাশন (পুং) হৃদ্য, যিনি জনকে আলোক দান করেন।

লোকপ্রত্যয় (পুং) জগদ্ব্যপ্ত, চিরপ্রসিদ্ধ (আচারাদি)।

লোকপ্রদোপ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকপ্রবাদ (পুং) লোকে প্রবাদঃ। জনপ্রবাদ, জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ।

লোকপ্রসিদ্ধি (স্ত্রী) খ্যাতি।

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ হৃদ্য।

লোকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ। ১ হৃদ্য। (জটায়র) ২ জনসমূহের বন্ধু।

লোকবাহু (পুং) লোকাং লোকসমাজাং বাহুঃ। সর্গাচার-বর্জিত। “লোকবাহুত্ব বাজিগবাচারবর্জিতঃ।” (জটায়র)

লোকবিন্দুসার (স্ত্রী) হুপ্রাচীন চতুর্দশ জৈন পুর্বীর শেবাংশ।

লোকভর্তৃ (পুং) জনসাধারণের অন্নদাতা।

লোকভাজ্ (ত্রি) হানাবিকারী। হানাব্যাপী। (শতপথব্রা ৭।২।১৮)

লোকভাবন (ত্রি) জগতের মননবর্জনকারী। (ভাগ ৩।৪।৪০)

লোকভাবিন্ (ত্রি) জগৎকর্তা। (রাধা ৪।৪৪।৪৭)

লোকময় (ত্রি) হানময়। জগদ্ব্যপার। (ভাগ ২।৫।৪১)

লোকমর্যাদা (স্ত্রী) ১ চিরন্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা।

লোকমাতৃ (স্ত্রী) লোকানাং মাতা। ১ লক্ষী, কন্যা। ২ লোকের জননী।

“প্রতিষ্ঠাকারঃ পুরুষো লোকমাতরৌ।” (ভাগবত ২।২।৫৪)

লোকমার্গ (পুং) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ সাধারণ পন্থা।

লোকপুণ (ত্রি) ১ জগদ্ব্যাপী। ২ সর্গগামী। “লোকপুণঃ পরিমলৈঃ পরিপূরিতত কান্দীরজত” (ভাস্করীবিলাস) ত্রিয়ার টাপ্। লোকপুণা—ইষ্টকভেদ। লোকপুণা, মন্ত্রপাঠ সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা বজীর বেলী নির্মাণ করিতে হয়।

(বাকসনেন্দ্রসংহিতা ১২।৫৪)

লোকযাত্রা (স্ত্রী) লোকানাং যাত্রা। সংসারযাত্রা, জীবন।

লোকযাত্রাবিধান (স্ত্রী) (Political Economy) সংসার-যাত্রানীকোহের বিধিবর্নক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

লোকযাত্রিক (ত্রি) জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়।

লোকরক্ষ (পুং) রাজা, নরপতি।

লোকরঞ্জন (স্ত্রী) লোকত রঞ্জনং। লোকের শ্রীতিসম্পাদন, লোককে সন্তুষ্ট করা।

লোকরব (পুং) জনরব।

লোকলেখ (পুং) রাজবিল্লিপি।

লোকলোচন (পুং) লোকানাং লোচনমিব। ১ হৃদ্য। (শব্দরত্না) (স্ত্রী) ২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লোচন।

“সৌম্যন্তং পাক্ষঘাতেন যন্তোণেবরিতঃ শরঃ।

জগাম কাপ্যতিজবাদলক্ষ্যো লোকলোচনৈঃ।”

(কথাসরিংসা ১৮।২২)

লোকবচন (স্ত্রী) জনরব।

লোকবৎ (ত্রি) লোক সদৃশ।

লোকবর্তন (স্ত্রী) মহাচরিত্র। রীতি-নীতি।

লোকবাদ (পুং) লোকত বাদঃ। লোকপ্রবাদ, জনশ্রুতি, যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে।

লোকবার্তা (স্ত্রী) জনরব।

লোকবাহু (ত্রি) ১ লোকবহির্ভূত, আচারভেদ। ২ লোক-বহনীয়। ৩ জাতিচ্যুত।

লোকবিক্রুত (ত্রি) যে স্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। লোকবিহিষ্ট।

“পরিভ্যজেন্দ্রকাসৌ বৌ ভাতাং ধর্মবর্জিতৌ।

ধর্মকান্যাসুধোর্থকং লোকবিক্রুতম্বে চ।” (মহু ৪।১৭৬)

‘লোকবিক্রুতঃ যত্র লোকানাং বিক্রোশঃ’ (কুহুক)

লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রসিদ্ধ।

লোকবিদ্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকবিহিষ্ট (ত্রি) লোকনিমিত্ত, জনসমূহের নিকট বিবেচ-ভাবাপন্ন।

“অনারোগ্যমনাহুযামধর্ম্যকাজিতোজনম্।

অপুণ্যং লোকবিহিষ্টং তদ্যত্র পরিবর্তনং।” (মহু ৫।৫৭)

লোকবিধি (পুং) ১ স্বরীকর্ম। ২ জগতের নিয়ম।

লোকবিনায়ক (পুং) লোকে বিনায়ক ইহ। গ্রহবিবেক।  
ইহারো রোগের অধিকতা বলিয়া কল্পিত।

“কল্পগ্রহাদয়ো যে চ আর্থিকজ্ঞানকারকঃ।

কৌমারান্তে ভূবি জ্ঞেয়া যে চ লোকবিনায়কঃ।

মহত্মশতসংখ্যাতা মর্ত্যলোকবিচারিণঃ ৪” (অগ্নিপু.)

লোকবিন্দু (ত্রি) ১ স্থানকারী। ২ সুক্তি বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত।

লোকবিশুদ্ধত (ত্রি) বিখ্যাত।

লোকবিশুদ্ধতি (ত্রি) লোকে বিশুদ্ধিঃ। জনশুদ্ধি, কিংবদন্তী।

লোকবিসর্গ (পুং) লগৎস্রষ্ট। প্রজাসংকলন।

লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপ্তি।

লোকবীর (পুং) পৃথিবীর মুখের বীররূপ। এই শব্দ  
বহুবচনান্ত।

লোকবৃত্ত (স্ত্রী) ১ অন্ন কথোপকথন। ২ শৌক্য আচার।

লোকবৃত্তান্ত (পুং) ১ মহাযাত্রিক। ২ জীবনের ঘটনা-  
নিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

লোকব্যবহার (পুং) সাধারণ প্রচলিত রীতিনীতি।

লোকব্রত (স্ত্রী) মহাযাত্রামানের প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতি।

লোকশ্রুতি (স্ত্রী) ১ জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

লোকসংব্যবহার (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য।

লোকসংসৃতি (স্ত্রী) অর্হট। “জীবলোকত লোকসংসৃতিঃ”  
(ভাগ০ ৩২৯৩)

লোকসঙ্কর (পুং) ১ জগতিক বিপ্লব। ২ জনসমাজে মিথ্যা-  
চরণকারী। (রাമായণ ২১০৯৬)

লোকসংক্রম (পুং) ১ জনসংক্রম। ২ জগতের ধ্বংস।

লোকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসংগ্রহ। ২ সাংসারিক অতিজ্ঞান।  
৩ জগৎবাসীর পরমায়ের সম্ভ্রুতি ও সন্তান। ৪ সমগ্র জনং।  
৫ জাগতিক মঙ্গল।

লোকসনি (পুং) ১ স্থানকারী। ২ নিরুদ্বেগমার্গসাধক।  
(ভৃগুসং ১২৪৮)

লোকসাক্ষিক (ত্রি) ১ জগৎবাসীর অনুমোদিত। (অক) সাক্ষি-  
সমক্ষে।

লোকসাক্ষিন্ (পুং) ১ ব্রহ্ম। ২ অগ্নি। (রাമായণ ৬১০১২৮)  
৩ পৃথ্বী।

“লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা ত্রিলোক্যঃ” (সুখ্যত্ব)

লোকসাং (অব্য) সাধারণের মঙ্গলার্থে। (কবীন্দ্রসং ১০১০০)

লোকসাহকৃত (ত্রি) লোকের মঙ্গলার্থে অর্হট।

লোকসাধক (ত্রি) জনসংস্কারকারী।

লোকসামান্ (স্ত্রী) লোকসং। (ললিতা ১৪৫১০)

লোকসিদ্ধ (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ প্রচলিত। ৩ সাধারণে গৃহীত।

লোকসীমান্তির্ভিন্ (ত্রি) ১ সাধারণ সীমান্তি বহির্ভূত।  
২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক।

লোকসুন্দর (পুং) ১ সুভূষণ। (ললিতবিতর) (ত্রি) ২ লোক-  
সংগে বাহ্যিক সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে।

লোকসুন্দ (স্ত্রী) সৈন্যনিব বটনা। (সুহৃৎবাহুলি ৫৩৮)

লোকসুহৃতি (স্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ জাগতিক নিয়ম।

লোকসুপ্ত (ত্রি) লোকসনি। (তৈত্তিরীয়লং ৭।৫।২৪।১)

লোকসুপ্ত (ত্রি) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী।

“লোকসুপ্ত পৃথিবীলোকত মর্ত্য” (মৈত্রেরোপনিষৎ ৩।৩৫ তাত্য)

লোকহাস্য (ত্রি) ১ জনতের হাস্যম্পদ। ২ সাধারণের উপ-  
হাস্য (বটনা বা বহু)।

লোকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙ্গল। মানবের  
হিতকর।

লোকাকাশ (পুং) ১ আকাশ, শূন্যস্থান। জৈনমতে, জগতের  
অংশ বিশেষ, এইস্থান অমৃত জীবসত্ত্বের বাসভূমি।

লোকাক্ষি (পুং) আচার্যভূষণ। মহাসংহিতার ৩।১৬০ টাকার  
সুদৃষ্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকাক্ষি, দাক্ষিণাত্যের কাকিপুরনিবাসী চিত্রকর্তার পুত্র।  
তিনি জ্ঞানোপার্জননের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গ্রীশেন্দ্রে  
আশ্রয় বাস করেন। “মহাজনঃ যেন গত্যঃ স পদ্ম” এই  
নীতি বাক্য তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি  
একখানি জ্যোতিষ, দ্বিতী ও তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

[ লৌগাক্ষি দেখ। ]

লোকাক্ষিন্, লৌগাক্ষির নামান্তর। [ লৌগাক্ষি দেখ। ]

লোকাচার (পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার,  
সাধারণ লোকে যে আচার পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া থাকে, তাহাকে  
লোকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শাস্ত্রবৎ যাত্র।

লোকাচার্য্য, অষ্টাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যা, তন্ত্রর ৩ বচনকল্পপটাকা-  
প্রণেতা। লোকাচার্য্যসিদ্ধান্ত নামক বৈদ্য গ্রন্থখানি ইহার  
রচিত বলিয়া বোধ হয়।

লোকাতিপ (পুং) ১ অসামান্য। ২ অদ্বিত। ৩ সাধারণ নিয়মের  
বহির্ভূত।

লোকাতিশয় (পুং) ১ লোকাতিপ। ২ নিত্যসাধ্য অধাবহির্ভূত।

লোকাত্মন (পুং) ১ জগতের আত্মা। ২ বিদ্বৎ। (রাবো ১।৪৫।৩১)

লোকাদি (পুং) লগৎস্রষ্টের আদিবর্তী। ব্রহ্ম। (ভারত ৭।৭৮)

লোকাধিপ (পুং) লোকস্য অধিপঃ। ১ লোকপাল। ২ দেবতা  
মাত্র। ৩ মন্ত্রপতি।

লোকাধিপতি (পুং) ১ লোকপাল। ২ দেবতা।

লোকানন্দ, ক্রিয়াভাববীর-টীকা-রচয়িতা।



লোকানুগ্রহ (পুং) ১ জগদ্বন্দ্বল। ২ প্রজাবর্ণের উন্নতি।  
৩ সাধারণের প্রতি অহুক্ষণ।

লোকানুরাগ (পুং) জনসাধারণের প্রতি স্নেহ বা দয়া।

লোকান্তর (ক্ৰী) অস্ত্রং লোকং। পরলোক। অন্তলোক।  
(ভাগ০ ৪।২৮।১৮)

লোকান্তরগ (ত্রি) লোকান্তরং যাতি গচ্ছতি বা লোকান্তর-  
গম-ড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা প্রাপ্ত। ২ লোকান্তরগামী।

লোকান্তরিক (ত্রি) লোকান্তরের মধ্যে অবস্থানকারী।

লোকাপবাদ (পুং) লোকে অপবাদঃ। জনাপবাদ, লোকনিন্দা।  
‘লোকাপবাসো হুনির্বাসঃ’ (উত্তরচ°)

লোকাভিভাবিন্ (ত্রি) সর্বব্যাপী (আলোক)।

\*লোকাভিভাবিত (ত্রি) ১ জগদ্ব্যবহিত। ২ বুদ্ধভেদ।

লোকাভ্যুদয় (পুং) লোকস্য অভ্যুদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়,  
জনসমূহের উন্নতি।

লোকায়ত (ক্ৰী) লোকেষু আয়তং বিস্তীর্ণমিব। তর্কভেদ।  
চার্বাকশাস্ত্র। (অমর) “প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে  
লোকায়তী কৃত্য” (কুমারিলভট্ট)

লোকায়তন (পুং) ১ চার্বাক। যাহারা চার্বাকের নাস্তিকমত  
অনুসরণ করিয়া চলে।

লোকায়তিক (পুং) লোকায়তঃ শাস্ত্রমত্যানুযোজিত, লোকায়ত-  
ঠন। চার্বাক।

“ঐক্যনামাশ্বসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ।

লোকায়তিকমুখ্যেণ্ড শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্ ॥”

(হরিবংশ ২৪৯।৩০)

২ বৌদ্ধভেদ। ইহারা নাস্তিক লোকায়ত মতানুসারে চলেন,  
এইজন্ত ইহাদিগকে লোকায়তিক কহে। “নানুমানং প্রমাণ-  
মিত বদত্য লোকায়তিকেন” (সাংখ্যাতত্বকৌ°)

লোকায়ন (পুং) নারায়ণ।

লোকালোক (পুং) লোকাভ্যেহসৌ ইতি লোকঃ, ন লোকাভ্যে  
হসৌ ইতি আলোকঃ তন্তঃ কর্মধারয়ঃ। স্বনামখ্যাত পর্কত-  
বিশেষ। পর্যায়—চক্রবাড়। এই পর্কত সাক্ষীপা পৃথিবীকে  
বেটন করিয়া প্রাকারের দ্বারা আবৃত্ত আছে। এই পর্কতের  
কোন স্থলে সূর্যালোক পরিদৃশ্যমান হয়, এইজন্ত লোক এবং  
কোন স্থলে সূর্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এইজন্ত আলোক;  
অতএব সূর্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ হয় না, এইজন্ত  
লোকালোক নামে খ্যাত হইয়াছে।

“সৌহৃদমিচ্ছা বিতর্কাত্মা প্রজ্ঞালোপনিবীণিতঃ।

প্রকাশ্যপ্রকাশ্য লোকালোক ইবাচলঃ ॥” (রঘু ১।৬৮)

এই পর্কতের বিষয় দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! শুদ্ধ সাগরের চরে  
লোকালোক নামে পর্কত অবস্থিত। ঐ পর্কত লোক (প্রকাশ-  
মান) ও আলোক (অপ্রকাশমান) এই উভয় স্থানের বিভাগের  
জন্ত কল্পিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম লোকালোক হইয়াছে।  
মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগই সূর্যময় ও  
দর্পণের দ্বারা নির্মল। ঐ স্থানে দেবতা ভিন্ন অস্ত্র প্রাণীর  
সমাগম নাই। ঐ স্থানে যে কিছু বস্তু স্থাপন করিলেই তাহা  
সূর্য হইয়া যায়, এইজন্ত ঐস্থলে কেহ আসে না। পরমেশ্বর  
ঐ পর্কতকে তিন লোকের সীমাহানে রাখিয়াছেন, সূর্য প্রভৃতি  
ঐবাবিধ জ্যোতিমান্ গ্রহগণের কিরণসমূহ উহার অধীনেই  
চতুর্দিকে লোকত্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কদাচ উহাকে  
পশ্চাৎ করিয়া বাহির হইতে পারে না। এই পর্কত এত উচ্চ  
ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদূর যায় না। স্ববিগল এই  
লোকালোকের পরিমাণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন যে,  
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমণ্ডলের চতুর্থাংশ।  
আত্মবোনি ব্রহ্মা এই পর্কতের উপরিভাগে চতুর্দিকে স্বভব,  
পুষ্পচূড়, বামন ও অপরাঞ্জিত নামে চারিটা দিগ্গজ স্থাপন  
করিয়াছেন, এই দিগ্গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে।  
ভগবান্ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্ত নিজাংশসম্বৃত  
দিক্‌পালদিগের বীর্ষ, সত্ত্বগুণ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়া বিধক-  
সেনাদি অমুচরগণের সহিত চতুর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজিত আছেন।  
সনাতন বিষ্ণু নিজ মায়াবশত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্মাশকাল  
পর্যন্ত এই মূর্তিতে অবস্থিত থাকেন। (দেবীভাগ০ ৮।১৪ অ°)

লোকাবেক্ষণ (ক্ৰী) জগতের মঙ্গলসাধনাখচিত্তা।

লোকিন্ (ত্রি) ১ লোকপ্রাপ্ত। ২ লোকপতি। ৩ জগদ্বাদি-  
মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লোকেশ (পুং) লোকানাধীশঃ। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ বুদ্ধভেদ।  
(ত্রিকা°) ৩ পারশ্ব। (রাজনি°) ৪ ইন্দ্র।

“যথাত বৃন্তান্তমিমংসযোগতন্ত্রিলোচনৈকাংশতরা হুরাসদঃ।

তথৈব সন্দেশহরাধিশাস্পতিঃ শূণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং ॥”

(রঘু ৩।৬৬)

৫ লোকপাল। (মহু ৫।২৭) (ত্রি) ৬ লোকাধিপতি।

(ভাগবত ৩।৬।১২)

লোকেশকর, তক্ষশীপিকা বা তক্ষবোধিনী নারী রামাশ্রমকৃত  
সিদ্ধান্তচক্রিকার টীকা-রচয়িতা। কেমন্ডরের পুত্র।

লোকেশপ্রভাব্যাপ্য (ত্রি) লোকপালপণ হইতে উদ্ভূত এক  
তাহা হইতেই প্রতি নিবৃত্ত।

লোকেশ্বর (পুং) লোকানাধীশ্বরঃ। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)  
২ লোকের প্রভু। ৩ লোকপাল।

"গ্রহনক্ষত্রতারাভিষেকচিহ্নং নভস্তলম্।

স্বরাষ্ট্রেভেদিতানাং পতীন্ লোকেশ্বরান্ হয়ান্॥"

( ভারত ৮।৩৪।২৯ )

লোকেশ্বরাত্মজা ( স্ত্রী ) লোকেশ্বরত্ব বৃদ্ধত আয়াজেব।  
বুদ্ধশক্তিভেদ। পর্যায়—তারা, মহাত্মী, ওঙ্কার, স্বাহা, শ্রী,  
মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, ধর্মবাসিনী, জয়া,  
বৈষ্ণা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বহুধারা, ধনন্দা,  
ত্রিলোচনা, লোচনা। ( হেম )

লোকোষ্টি ( স্ত্রী ) ইষ্টভেদ। ( আর্থ শ্রৌ ২।১০।১৯ )

লোকৈকবন্ধু ( পুং ) লোকানাং এক এব বন্ধুঃ। গোতম  
বন্ধু বা শাকামুনি।

লোকৈকমণা ( স্ত্রী ) স্বর্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা।

লোকোক্তি ( স্ত্রী ) প্রবাদ, কিংবদন্তী। প্রচলিত বাক্য।

লোকোত্তর ( ত্রি ) ১ অসামান্য, অলৌকিক। ২ আদর্শ  
পুরুষ। ৩ রাজা।

লোকোত্তরবাদিন্ ( পুং ) বৌদ্ধমতাদারভেদ।

লোকোচ্চার ( স্ত্রী ) তীর্থভেদ। এই তীর্থ ত্রিলোকপুঞ্জিত,  
এই তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয়।

( ভারত ৩৬।১১ শ্লোক )

লোক্য ( ত্রি ) ১ লোকায়িত। ২ বিহৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদ্ধার্থ  
পরিকৃত স্থানযুক্ত। ৪ জগদব্যাপ্ত।

লোক্যতা ( স্ত্রী ) শ্রেষ্ঠ লোকপ্রাপ্তি। ( শতপথব্রা ১০।৩২।১৩ )

লোগ ( পুং ) ১ মৃৎপিণ্ড, লোষ্ট্র।

লোগাঙ্গ ( পুং ) পণ্ডিতভেদ। [ লোগাঙ্গি দেখ। ]

লোঙ্গর ( পারসী ) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া  
রাখিবার জন্ত বড়লীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ।

লোগেষ্টকা ( ত্রি ) মৃত্তিকানিস্তিত ইষ্টকভেদ।

( শতপথব্রা ৭।৩।১।১৩ )

লোচ, ১ জ্ঞান, দর্শন। দীপ্তি। ভাদিঃ আয়নে সৎ সেট।  
দীপ্তার্থে চুরাদি পরস্মৈ অক সেট। লট লোচতে। লিট-  
লুलोচে। লৃট-লোচিভা। লুঙ্ অলোচিষ্টে, অলোচিভাতাং  
অলোচিষত। সন্ লুलोচিষতে। বঙ্ লোলোচাতে। চুরাদিপক্ষে  
লট্ লোচরতি। লুঙ্ অলুलोচৎ। আ+লোচ=অলোচন।

লোচ ( স্ত্রী ) লোচাতে পর্য্যালোচরতি সুখঃখারিকমিত  
লোচ-অচ্। অশ্রু। ( জটায়র )

লোচক ( পুং ) লোচতে ইতি লোচ-কুল্। ১ মাংসপিণ্ড।

২ অক্ষিতারকা। ৩ কঙ্কল। ৪ ক্রীদিগের ললাটভরণ।

৫ কদলী। ৬ নীলবস্ত্র। ৭ নির্ভুজি। ৮ কর্পূর। ৯ বুদ্ধী।

১০ ক্রমবচন। ( মেঘিনী ) ১১ নিম্বোক্ষ। ( শবরায় )

লোচন ( স্ত্রী ) লোচাতেভবেনেতি লোচ-লুট্। চক্ষুঃ।

গুরুত্বপূরণে লিখিত আছে,—বক্রান্ত ও পদ্মাত লোচন হইলে  
সুখ, বিড়ালের জায় চক্ষু হইলে পানী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়,  
কেকরাক ( টেরা ) হইলে ক্রুর, হরিণের জায় হইলে পানী,  
কুটিল হইলে ক্রুর, গজচক্ষু হইলে সেনাপতি, গজীর লোচন  
হইলে প্রভু, হুলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক হইলে বিদ্বান্,  
ভাবচক্ষু হইলে সৌভাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর  
উৎপাটক, মণ্ডলাক হইলে পানী ও দীর্ঘলোচন হইলে নিঃশ  
হইয়া থাকে।

"বক্রান্তঃ পদ্মপত্রাভৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।

মার্ক্যারলোচনৈঃ পাণো মহাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥

ক্রুরাঃ কেকরেন্দ্রাশ্চ হরিণাংকাঃ স কদম্বাঃ।

জিহ্মশ্চ লোচনৈঃ ক্রুরা সেনাভোগজলোচনাঃ॥

গজীরাক্ষা জৈশ্বরাঃ সুময়িণঃ হুলচক্ষুঃ।

নীলোৎপলাকা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্য্য শ্রাবচক্ষুঃম্॥

ভ্রাতৃ কৃষ্ণতারকাংগামক্ষামুৎপাটনঃ কিল।

মণ্ডলাকাশ্চ পাপাঃস্বা নিঃস্বাঃ স্থানীর্ঘলোচনাঃ॥"

( গুরুত্বপু ৬৫অ° )

২ জীরক। ( বৈজ্ঞকনি ) ৩ গবাক। ( বাভট উ° ৩৯ অ° )

লোচনগোচর ( পুং ) দৃষ্টপথ। দিঘলয়। ( ত্রি ) দৃষ্টি-  
পথাক্রুত।

লোচনকার ( পুং ) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেতা।  
সাহিত্যদর্পণে ( ২২।১৫ ) ইহার নাম উল্লেখ আছে। অনেকে  
ইহাকে অভিনবগুপ্ত বলিয়া মনে করেন।

লোচনপথ ( পুং ) লোচনস্ত পস্থাঃ। নেত্রপথ, দৃষ্টিমার্গ।

লোচনপুর, বঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটা বন্দর।  
কাসবাশ নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান কালে নদীর মোহনা  
পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় ঐ নগরের চারি পার্শ্ব এক্ষণে জলসা-  
বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া  
নৌকাদি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়া যাইতে পারে না ;  
সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূহে মাল লইয়া অদূরে সমুদ্রবক্ষে রাখিয়া  
আসিতে হয়। চাউল ও অন্যান্য শস্যাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ  
নৌকায় বোঝাই হয়। ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে  
বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়া থাকে।  
সুতরাং সমুদ্রোপকূলবর্তী বড় তাহাদের বিশেষ কতি কমিতে  
পারে না। ইহার পার্শ্বে চুড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত।  
নদীর মোহনা ভরিয়া উঠার ক্রমশঃ বাণিজ্যের কতি  
হইতেছে।

লোচনহিত ( ত্রি ) চক্ষুর হিতকর ( অজনাধি )।

লোচনহিতা (ত্রী) লোচনাভ্যং হিতা। তুখাঙ্গ।

লোচনা (ত্রী) লোচে পর্ষ্যালোচকীতি লোচ-লু-টাপ।

লোচনা, বৃক্ষজিভেব। (রোম)

লোচনারস (পুং) লোচনরোরাসঃ। চক্ষুরোগবিশেষ, পর্ষ্যার  
অভিসহ। (ত্রিকা) [চক্ষুরোগ পদ দেখ]

লোচনী (ত্রী) লোচ্যভেষসৌ লোচ-লুট, ত্রীপ্। মহাপ্রাচীনা,  
চলিত বৃক্ষী। (রাজনি)

লোচনোৎস (ত্রী) নগরভেব। (রাজতর' ৪। ৩৭২) ইহার  
অপর নাম লবণোৎস।

লোচমর্কট (পুং) লোচমতক। (অমরটীকার স্বামী)

লোচমতক (পুং) লোচ মতক মতক ময়ূরশিখের বস্ত্র।  
ময়ূরশিখের, চলিত রক্তচটা, কাহারও কাহার মতে কের-  
বানী। পর্ষ্যার ধরাধা, কারবী, লীণ্য, ময়ূর, লোচমর্কট।  
(অমর) ২ অজমোহ। (ভাবপ্র)

লোচিকা (ত্রী) খাড্রব্যবিশেষ, লুচি, ধি ও যুত দ্বারা মর্দিত  
এবং উৎকোষকের সহিত মলিত ও মণ্ডলা দ্বারে নির্মিত যুতদ্বারা  
কুটমিত। (পাকরাজ্যের)

লোট, উন্নাদ। জ্বাৰি পরমৈ অক সেট্। লট্ লোটতি।  
লুৎ অলোট্য। পিচ্ লোটরতি। লুৎ অলুোট্য।

লোট, পাণ্ডিত্যক বিতক্তিতে। লোটের বিতক্তি বধা—তুপ্,  
ভাব, অস্ত। হি তং ত। আনি আব আম। তাং আতাং  
অভাং। ব আধাং ধং। ঐপ্ অবহৈপ্ আমহৈপ্। এই  
১৮টা বিতক্তি, ইহার পূর্বোক্ত ৯টা পরস্পর এবং পোষাক  
৯টা আয়নেপদ। ঐ সকল বিতক্তি প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও  
উত্তম পুরুষভেদে তিন প্রকার। অমুজা ও আঙ্গীকাদির্থে  
লোট্ প্রয়োগ হয়। [ধাতুপদ দেখ]

লোটন (ত্রী) ইতত্ততঃ চালন। ধূসর লুপ্তি হওন।

লোটনপায়রা (বৈজ্ঞ) পান্নবভভেব, ইহাদের মাথা নাড়িয়া  
ঝাটতে ছাড়িয়া দিলে পুনঃ পুনঃ ভিগ্বাজী থাইতে থাকে।

লোটা (ত্রী) চুকাপাল শাক।

লোটা (বৈজ্ঞ) ১ গড়াগড়ি। (হিন্দী) ২ ঘটি, জলপানপাত্র।

লোটান (বৈজ্ঞ) ১ বস্তুপূর্বক লুপ্তি করান। ২ লুপ্তন।

লোটা (বৈজ্ঞ) ক্ষুদ্রকাঠ গোলক, ক্রীড়াসামগ্রী।

লোটিকা (ত্রী) চুকাপালশাক।

লোটুল (পুং) লোটীতীতি লোট লালকায় উলচ্। অতি-  
লোটক। (সংস্কৃতানার উপা)

লোটক, হইকন কনি। ১ ঐকনের পুত্র। ২ জরস্রাবের পুত্র।

লোড়, উন্নাদ। জ্বাৰি পরমৈ অক সেট্। লট্ লোড়তি।  
লুৎ অলোড়্য। পিচ্ লোড়রতি। লুৎ অলুোড়্য।

লোড়ন (ত্রী) ইতত্ততঃ চালন, চালা, ছোটা। (মাধবনি)

লোড়া (বৈজ্ঞ) ১ প্রবৃত্তগত।

লোড়ী (বৈজ্ঞ) বৃকভেদ (Phyllanthus longifolius)

লোণক (ত্রী) লবণ। (বৈজ্ঞকনি)

লোণভূপ (ত্রী) লোণ লবণরসযুক্ত ভূপ। লবণভূপ। (রাজনি)

লোণা (ত্রী) লবণমত্যা ইতি অচ্-টাপ্। পুৰোহিতাদিভ্যং সাধুঃ।  
১ ক্ষুদ্রালিকা।

"লোণা লোণী তু কথিতা বৃহস্পতি তু ঘোটিকা।" (ভাবপ্র)

২ চাকেরী, আমরুলশাক। লোণিকাবর, ছোটলুপ্তি ও  
বড়লুপ্তি। (রাজনি)

লোণা (বৈজ্ঞ) লবণাক্ত লবণযুক্ত।

লোণাভাটা (বৈজ্ঞ) লুপবিশেষ (Solanum pubescens)

লোণামাছ (বৈজ্ঞ) ১ লোণাজলে বে মাহ জন্মে, তাহাকে  
লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মৎস্ত। লবণ মধ্যে জরাইয়া  
বে মৎস্ত রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোণামাছ  
বলিয়া থাকে।

লোণান্না (ত্রী) ক্ষুদ্রালিকা, খুদেলুণী। (রাজনি)

লোণার (ত্রী) লবণ ঋজুতীতি লবণ-ঋ-অণ, পুৰোহিতাদিভ্যং  
সাধুঃ। কারবিশেষ, পর্ষ্যার লবণোৎস, লবণাকরজ, লবণমদ,  
জলজ, লবণকার, লবণ। গুণ—অতৃষ্ণ তীক্ষ্ণ, পিত্তবৃদ্ধিকারক,  
জ্বরলবণ ও বাতগুদাদিশূলনাশক। (রাজনি)

লোণার, মধ্যভারতের বেরার বিভাগের বুলহানা জেলার অন্তর্-  
গত একটি নগর। অক্ষা° ১৯°৫৮'৫০" উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬°  
৩৩' পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই  
অধিক।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পর্বতের ক্রমনিম্নোক্ত পাদমূলে  
অবস্থিত। এখানে লোণার নামক লবণ-কলপূর্ণ একটি হ্রদ  
আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ হ্রদগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণাসুর  
বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষ্ণু হ্রদের বাসকের রূপ  
ধরিয়া ধরার অবতীর্ণ হন। বাসকের মোহনরূপে যুগ্ম হইয়া  
লবণাসুরের তগিনীদ্বয় তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল।  
পরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহারা বিষ্ণুর নিকট  
দ্রাতার নিভৃত নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়। তখন বিষ্ণু  
পারম্পর্যে সেই গুপ্ত বাসভবনের আবরণ প্রহর উন্মোচন  
করিয়া হ্রদে প্রবেশপূর্বক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবণাসুরকে  
নিহত করেন। বিষ্ণু কর্তৃক লবণাসুর নিহত হইলে সেই হ্রদ-  
গর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে ঐ গর্ভ পূর্ণ হইয়া  
উঠে। এখনও স্থানীয় লোকে লোণার হ্রদের লবণাক্ত জলকে  
লবণাসুরের রক্ত এবং বিষ্ণুপারম্পর্য পবিত্র বলিয়া জানে।

করিয়া থাকে। নিকটবর্তী থাকেবাল নামক স্থানে একটি গওশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোণাহ্রদের বেড় প্রায় সমান। লোকে ঐ শৈলকে লবণাহ্র-ভবনের আচ্ছাদনপ্রস্তর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুকর্তৃক ঐ প্রস্তর পাথরুল স্পর্শে উৎক্লিষ্ট হইয়া এখানে নিকিষ্ট হইয়াছিল।

এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম, ইহার চারিদিকে বৃত্তাকারে ৪০০ ফিট উচ্চ পর্বতসমূহ বিস্তারিত। এই সাহস্রদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভ ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এখন সে সমুদায় প্রায় অজ্ঞানোপহৃত। উহার উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সন্নীপবর্তী স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এতদ্বিত্ত পাড়ের খাড়াইএর কোণ ৭৫° হইতে ৮০°। হ্রদের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, উহা এক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্শ্ববর্তী পর্বতের প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ঢালু পাড়ভূমি বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার উহার সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সর্বনিম্ন-স্তরে প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও বাবলা গাছের সার দেখা যায়। তাহার উপরে সেগুন গাছের বন, মধ্যে মধ্যে অশ্রাজ্জ গাছও আছে।

হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্বতপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র গর্ত বা প্রস্তবণ আছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর স্মৃষ্টি জলরাশি উল্লসিত হইয়া প্রোতো-বেগে হ্রদগর্ভে আসিয়া পড়িতেছে। ঐ প্রস্তবণের সম্মুখে একটি মন্দির আছে।

হ্রদের ঢালু দেশের বনপ্রদেশ ও জলগর্ভের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিস্তৃত কর্দমাক্ত ভূমিভাগ দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতুতে উহা জলমগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু অপর সময়ে জল শুকাইয়া বা সরিয়া গেলে চতুস্পার্শ্বেই একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাকে, উহাতে কখনও কোন শস্তাদি উৎপন্ন হয় না। হ্রদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় ঐ কর্দমাক্ত ক্ষেত্রও লবণরসসিক্ত হইয়া থাকে। এই জল সামান্য শুকাইয়া আসিলে উহা সাদা দেখায়। তখন ঐ মৃত্তিকা হইতে লবণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তথাকার লবণ শতকরা ৩৮ ভাগ অজারার, ৪০.২ কার (Soda), ২০.৬ জল ও ০.৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্য মাত্রায় সলফেট পাওয়া যায়। এই ক্ষার সাধন প্রস্তুত কার্যেই ব্যবহৃত হয়।

লৌগিকা (স্ত্রী) লৌগীশাক, খুদেলুগী, বনলুগী। (পর্যায়মু.) ২ চাঙ্গেরী, আরকল। ৩ চক্রিকা, চুকাপালা। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লৌগিতক, একজন প্রধান কবি। ইহার অপর নাম লৌগিতক।

লৌগী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ, (Portulaca quadrifida)

বড় বা বন লুগী, খুদেলুগী। হিন্দী—লুগীরাশাক বা লুগীরা, লুগীকা, তৈলক—পইলফুর, বচ—কুকা, তামিল—কোরিলকীরই। ইহা দুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্রের গুণ—রুক্ষ, শুষ্ক, বাতশ্রেষ্টক, অর্শোষ, দীপন, অন্ন ও মল্যাদিনাশক। বৃহত্তের গুণ—অন্ন, উষ্ণ, বাতবর্ধক, ককপিত্তনাশক, বাগদোষনাশক, ত্র্য, শুষ্ক, খাস, কাস ও প্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর।

লৌগী, যুক্তপ্রদেশের মিরাত জেলার গাজিয়াবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখন খ্রীষ্টাব্দ ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীর পৃথীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অত্মাপিও সেই কীর্তিস্থিতি বহন করিতেছে। মোগলসম্রাটগণ যুগ্মরায় বহির্গত হইয়া আরই এখানে আসিতেন। তাহাদের আবাস খ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদশাহ এখানে একটি উপবন ও দীর্ঘিকা স্থাপন করান। ঐ দীর্ঘিকা ও উপবনে জল আনাইবার জন্য প্রথমে তাহারই উদ্যোগে পূর্ব-বসুনা-খাল কাটা হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের মহিষী জিনাং মহল উললীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোধিত একটি সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে উজ্জল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্মিত গুণ্ধজশোভিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিদ্যমান। এতদ্বিত্ত তথায় মোগল-রাজবংশধরগণের আরও অসংখ্যকীর্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই নগর মোগলাধিকার হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌন্দর্য্যহীন।

লোত, (পুং স্ত্রী) লুনাভীতি লু- (হসিমুগ্রাণিতি। উণা° ৩।৮৬) ইতি তন্। ১ ত্তেরধন। ২ লোপ্ত, লোত্র, লুপ্ত। ৩ নেত্রাধু। ৪ চিহ্ন। ৫ লবণ। ৬ অপ্রপাত।

লোত্র (স্ত্রী) লুনাভীতি লু- (সর্গধাতুভ্যট্টন। উণ° ৪।১৫৮) ইতি ট্রন, যথা লা (অশিতাদিভ্য ইত্রোত্রো। উণ° ৪।১৭২) ইতি উত্র। লোত, নেত্রজল।

লৌদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ মূল-মান রাজবংশ। [ ভারতবর্ষ দেখ। ]

লৌধ (পুং) রুধ-অচ, রক্ত লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

লৌধরানু, পঞ্জাবপ্রদেশের মুলতান জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। অক্ষা° ২৯°২১'৪৫" হইতে ২৯°২২'৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪' হইতে ৭১°৫১' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল।

এই দেশভাগ শতক্রনদীকূলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই পর্বত ও বালুকাময় হওয়ার এখানে শস্তাদি উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা নাই। গম, জ্বরায়, বজরা, তুলা, যব ও নীল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। লৌধরানু নগরে একজন তহসীলদার থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও কোজদারী বিভাগের

বিচার করেন। এই তহসীলে সর্বসমেত ১৭৯৮টি নগর ও গ্রাম আছে।

**লোধা,** ঠগী দস্যুসম্প্রদায়ের মুসলমানবিভাগের একটি শাখা। ইহার অধোধ্যার মুসলমান ঠগীবংশসমুদ্ভূত। নেপালের তুরাই প্রদেশে ও অধোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে।

**লোধি,** কৃষিকারী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তরপূর্বের সমীপবর্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথা ইহারা কুর্মী জাতির অনুরূপ। এক সময়ে ইহারা জবলপুর ও সাগর জেলার বিশেষ প্রতাপিত্তি বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বৃন্দাবন ও হইতে মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তৎপরে কুর্মীরা অসুমান ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দোয়াব হইতে তদ্রূপে গমন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধিরা 'লোধি পরদেশী' নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও ঘরামীর কার্য করিয়া থাকে।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ। কৃষিকার্যে কুর্মীদিগের তুল্য; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান শাস্তিপ্রিয় নহে। ইহারা দান্তিক, অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নন্দীরা সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকার্য ব্যতীত ইহারা দস্যুর জ্ঞান অপরের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের যত্না দেখিলে সর্বত্রই বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়া আপনাদের অর্থাপহরণসূহা চরিতার্থ করিয়া থাকে। যুগ্মায় ইহারা বিশেষ পটু। ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দূরস্থ শিকার পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত। এই কারণে ইহারা সর্বতোভাবে সৈনিকের কার্য করিবার উপ-যুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহিত বিধবা পত্নী ও শাস্ত্রমতে পরিণীতা ভার্যার কোনরূপ পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা বিধবা স্বজাতীর না হইলে স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দূরসম্পর্কীয় হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহিতা পত্নীর সম্ভানারির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা পত্নীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান অধিকার।

**লোধিকা,** বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হম্মার প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি এখন ছই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় সামন্তরাজ্যবন্দের মোট আয় ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৮৭ ও

জুনাগড়ের নবাবকে ৪০৫ টাকা কর দিতে হয়। লোধিকা গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোণ্ডাল হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

**লোধিথেরা,** মধ্যভারতের ছিন্দাবাড়া জেলার সৌসর তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২১°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৫৪' পূঃ। মিউনিসিপালিটি থাকার নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধির অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিতলের বাসন ও তামার হাঁড়ি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিকটবর্তী স্থানবাসীরা উহা পরিধানার্থ ক্রয় করিয়া থাকে।

**লোধি** (পুং) কণ্ঠস্থিত বৃদ্ধ-বাহুলকাৎ রনু রক্ত লঘু। লোধিবৃক্ষ। (Symplecos racemosa) লোধিকাঠ। হিন্দী—লোধ, তৈলঙ্গ—তেলগোউগচেট্টু, গুজ, লোধর, লোধুগ। মহারাষ্ট্র—হরা। সংস্কৃত পর্যায়—গালব, শাবর, তিরীট, তিব, মার্জ্জন, এই ৬টা ষেত লোধের পর্যায়। রক্ত লোধের পর্যায়—লোধ, ভিল্লতরু, তিবক, কান্তকীলক, হেমপুশক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অন্ননাশক, চক্ষুর হিতকর, বিষ-নাশক। (রাজনি°)

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমায়ূনের পার্শ্বপ্রদেশে, কোটার জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট পর্বতমালার অতুল জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার কাঠ দৃঢ়, ষেত বা ভ্রমৎ হরিদ্রাভ। ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে।

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রক্ত পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রঙ করিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। ঐ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি টাকার ৮৪ সের মাত্র বিক্রীত হয়। শিকড় চূর্ণ করিয়া আবার প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাতেই ষোলপর্কে ঐ কাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। [আবীর দেখ।]

উত্তেজক, বলকর ও রেচকাদি গুণযুক্ত হওয়ার বৈজ্ঞানিক এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

**লোধকবৃক্ষ** (পুং) লোধ এব লোধক স এব বৃক্ষঃ। লোধ। **লোধপুষ্প** (পুং) মধুকবৃক্ষ, চলিত মউল গাছ। (বৈজ্ঞানিক°) **লোধপুষ্পক** (পুং) শালিধাতুবিশেষ। (ভাবপ্র°) **লোধপুল্পিণী** (স্ত্রী) হ্রস্বধাতুকী, ক্ষুদ্র খাইফুল। (বৈজ্ঞানিক°) **লোনীরা,** অধোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটি নগর। গ্রাম সার্বভ্রাশতাব পূর্বে নিরুজ্জগৎ বৃহৎ হইতে

দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া এই স্থানের আধিম অধিবাসী কামান্গার-  
দিগকে বিভাডিত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার  
পূর্বক বাস করে। এখনও নিকৃষ্টগণ এই স্থানের সম্বাদি-  
কারী রহিয়াছে।

লোনেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা  
নগর। ভোর গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। গ্রেট-  
ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্ব শাখার মধ্যে ইহা  
একটা প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারখানা থাকার  
বহু যুরোপীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে। নগরের ২  
মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটা সুন্দর গাথনীকরা  
বাঁধ আছে। ঐ বাঁধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত  
হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা,  
প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান্ কাথলিক ধর্মমন্দির, মেসনিক লজ,  
রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ স্টোর প্রভৃতি বিস্তারিত দেখা যায়।  
নগর পার্শ্বে একটা সুন্দর বন আছে।

লোপ (পুং) লুপ-ঘঞ। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব।

“সোহমিজ্যা বিগুহ্যাত্মা প্রজালোপনিবীলিতঃ।

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ।” (রঘু ১১৬৮)

৫ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ  
হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান।

“সকলেভ্যো বিধিতাঃ শ্রাব্যলী লোপবিধিস্তথা।

লোপস্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশো বিধিবলী।” (হর্গাদাস)

লোপক (ত্রি) নাশকারী, বিস্রকারী।

লোপন (ক্লী) লুপ-ল্যট। নাশন।

“কন্তয়া দ্বর্ণকৈব বাক্ষুয্য ব্রতলোপনম্।

তড়গারামদারাগামপত্যত্ চ বিক্রয়ঃ।” (মহু ১১৬২)

লোপাক (পুং) লোপাৎ শীঘ্রমদর্শনমকতি প্রাপ্নোতীতি অক-  
অণ্। শৃগাল ভেদ। চলিত লোয়ো, খ্যাক্ষিয়াল, ইহাকে  
লাজলকমৃগও কহে। (ত্রিকা°)

লোপাপক (পুং) লোপাৎ ক্রতমদর্শনং আপ্নোতীতি আপ-এল্।  
শৃগাল ভেদ। (শব্দমালা)

লোপাপিকা (স্ত্রী) লোপাপক-ত্রিয়াং টাপ্, অত ইক্।  
শৃগালী। (শব্দমালা)

লোপামুদ্রা (স্ত্রী) লোপয়তি যোবিভাং রূপাভিধানমিতি  
লোপা পচাত্তণ্, আমুদ্রয়তি ব্রহ্মঃ সৃষ্টিমিতি আ-মুদ্রা-অণ্, ততঃ  
কর্মধারয়ঃ, কিংবা ন যদং রাস্তি অমুদ্রা পতিগুহ্যায় লোপে  
অমুদ্রা। অগত্যমূনির পত্নী।

বৃত্তিতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনে  
অগত্যকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

“অপ্রাপ্তে ভাঙ্করে কন্তাং শেবভূতৈরিত্তিভির্দীনৈঃ।

অর্ঘ্যং দছ্যরগত্যায় গোড়দেশনিবাসিনঃ।” (মলমাসতত্ত্ব)

এই অর্ঘ্য দক্ষিণদিকে শব্দে জল রাখিয়া বেতপুশ্প, অক্ষত  
ও চন্দনাদি রচনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দিতে হয়।

“শব্দে তোয়ং বিনিষ্কিপ্য সিতপুশ্পাক্তৈর্যত্মম্।

মন্ত্রেণানেন বৈ দছাদদক্ষিণাশামুপস্থিতঃ।”

অর্ঘ্যদানমন্ত্র—

“কাশপুশ্পপ্রতীকাশ অঘিমা রুতসম্ভব।

মিত্রাবরুণরোঃ পুত্র কুন্তয়োনে নমোহস্ত তে।”

প্রার্থনামন্ত্র—

“জ্যোতির্ভিক্ষিতো যেন বাতাপিচ মহাসুরঃ।

সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগত্যঃ প্রসীদ তু।”

লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

“লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।

গৃহাগার্যায় ময়া দত্তং মৈত্রাবরুণবিব্রভে।” (মলমাসতত্ত্ব)

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত  
আছে। মহর্ষি অগস্ত্য একদা তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর  
মধ্যে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা  
কি জন্ত এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন,  
তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগস্ত্য! তুমি পুত্র  
উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর,  
ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগস্ত্য তাঁহাদিগকে  
কহিলেন, আমি আপনারের এই অভিলাষ পূর্ণ করিব। তৎপরে  
অগস্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন হিঁস করিলেন, কিন্তু  
মনোমত কন্তা দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে  
বিবেচনা করিয়া যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট,  
সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ  
করিয়া তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটা কন্তা নির্মাণ করি-  
লেন। এই সময়ে বিদর্ভাধিপতি অপত্যের নিমিত্ত তপস্তা  
করিতেছিলেন। অগস্ত্য আপনার জন্ত নির্মিতা এই কন্তা  
বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। রাজা এই কন্তার নাম লোপামুদ্রা  
রাখিলেন। ক্রমে এই কন্তা যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল।

মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ  
করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন,  
রাজন! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্মের রতি হইয়াছে,  
অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন  
রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন,  
রাজ্ঞীও কোন সজ্জনর করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্রা  
রাজা ও রাজ্ঞীকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি

আমার ঋণিকে সন্তান করুন। অসন্তান বিধব্রাজ কস্তার  
বাক্যস্বারে বিধিপূর্বক অসত্যকে এই কস্তা সন্তান করি-  
লেন। তখন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে জাখ্যালাত করিয়া কহিলেন,  
তুমি এখন বহুল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর বকল  
পরিধান কর। লোপামুদ্রা স্বামীকে আজ্ঞাস্বারে বসন ভূষণ  
পরিত্যাগ করিয়া চীর-বকল পরিধানপূর্বক অগস্ত্যের অঙ্গগমন  
করিলেন।

অগস্ত্য গঙ্গাতীরে আসিয়া অমূল্য সহধর্মিণীর সহিত  
উৎকট তপস্বী করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুকাল অতীত  
হইলে একদা অগস্ত্য তপঃপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুমাত্রা  
মেধিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্যাভিজ্ঞতা, জিতেজ্জিয়তা  
ঐশ্বর্য ও রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতিমানসে তাঁহাকে আহ্বান  
করিলেন। তখন লোপামুদ্রা অতিশয় লজ্জিতা হইয়া কহিলেন,  
আপনি অসত্যার্থে ত্যাগী পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমার  
অভিলাষ এইরূপ যে, আমার পিতৃগৃহে বৈরাগ্য শয্যা, বসন ও  
ভূষণাবি ছিল, তদ্রূপ শয্যা ও বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া  
আমি আপনার সহিত সঙ্গত হই। তখন অগস্ত্য কহিলেন,  
আমি তপস্বী, স্নাতোচিত বসন ভূষণ ও শয্যা কোথায় পাইব?  
তাহাতে লোপামুদ্রা কহিলেন, আপনি তপোধন, তপঃপ্রভাবে  
কণকাল মধ্যেই সমস্ত সংকীর্ণ হইতে পারে। অগস্ত্য কহিলেন,  
ইহা সত্য, এক্ষণ করিলে আমার তপোবির ঘটিবে, অতএব  
বাহাতে আমার তপোবির না হয়, এইরূপ আদেশ কর। তখন  
লোপামুদ্রা কহিলেন, তপোধন। এক্ষণে আমার ঋতুকাল  
বোধন দিবসের পরমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি  
ব্যতীত আপনার নিকটবর্তিনী হইতে আমার কোন প্রকারে  
ইচ্ছা হইতেছে না, এবং কোনরূপে আপনার ধর্মলোপ করি-  
বারও আমার ইচ্ছা নাই; অতএব বাহাতে ধর্মলোপ না হয়,  
এরূপে আপনি আমার অভিলাষ সম্পাদন করুন। ইহাতে  
অগস্ত্য কহিলেন, হুতগে। যদি ভোমার এই প্রকার অভিলাষ  
দৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ধন্যহরণ করিতে ব্যস্ত  
করি, এখানে থাকিয়া তুমি যথাক্রমে আচরণ কর।

তখন অগস্ত্য ঋতুর্কা মহীশালের নিকট গমন করিয়া  
কহিলেন, রাজন্। আমি ধর্মার্থী হইয়া আপনার নিকট আনি-  
রাছি, আপনি আমাকে অস্ত্রের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এক  
বিভাগাঙ্গমারে বধ্যপক্ষি ধনদান করুন। তখন রাজা ঋতুর্কা  
আপনার আরম্ভের ন্যূনত্বকে না থাকার ভীতিকে কহিলেন,  
আমার এই আর ও ব্যয় পরীক্ষা করিয়া বাহা আপনার  
অভিমত হয়, তাহা গ্রহণ করুন। তখন অগস্ত্য রাজার আর  
ও ব্যয় সমান দেখিয়া এবং তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিলে রাজা

ও প্রকার ক্রেশের সন্ধাননা বিবেচনা করিয়া প্রস্থান করিলেন না  
এক রাজা ঋতুর্কার সহিত ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন,  
তথায় কৃতকার্য না হইয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন প্রকৃতির নিকট  
গমন করিলেন, তথায়ও অপরিমিত অর্থ না থাকার বাতাপির  
স্রোতা ইহল মানবের নিকট গমন করিলেন। ইহল মেঘরূপধারী  
বাতাপির মাধসে ঋষিকে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর ইহল  
বারংবার বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন অগস্ত্য  
কহিলেন আমি বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি, তখন ইহল অতি  
বিব্রল ও ভীত হইয়া ঋষিকে প্রচুর ধন দিলেন।

তখন রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অগস্ত্য  
অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন।  
তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, ভগবন্! আপনি অতি পবিত্র এবং  
বলবান্ একটা পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি তথাস্ত বলিয়া  
লোপামুদ্রার সহিত বধ্যাসময়ে সঙ্গত হইলেন। লোপা-  
মুদ্রা গর্ভবতী হইলে, ঋষি বনগমন করিলেন। লোপামুদ্রা  
৭ বৎসর গর্ভধারণ করিয়া একটা পুত্র প্রসব করিল। এই  
পুত্র সালোপাক বেদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় রূপবান্। ঋষি-  
গণ ইহার নাম ইন্দ্রবাহ রাখিলেন। এই ইন্দ্রবাহও তপঃপ্রভাবে  
পিতারই অমূল্য হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব ২৫-২৬ অঃ)

লোপামুদ্রাপতি (পুং) লোপামুদ্রার পতিঃ। অগস্ত্য।

লোপাশ (পুং) খ্যাক্ষিয়ালের অমূল্য আকৃতিবিশিষ্ট  
শৃগালভেদ।

লোপাশক (পুং) লোপা আকুলীভাব চকিতমগ্নাতি অশ-  
ধূন্। শৃগালভেদ। (হারাবলী)

লোপাশিকা (স্ত্রী) লোপাশক-স্ত্রিয়া টাপ, অত ইতঃ। শৃগালী।

লোপিন্ (ত্রি) ক্ষতিকারক। মন্দকারী। বিলোপকারী।

লোপু (ত্রি) নিরমতনকারী। ক্ষতি-কারক।

লোপু (স্ত্রী) লুপ-স্ত্রু। ১ ত্ত্ববন, লোভ।

“তে ততাবসথে লোপুঃ বস্তবঃ কুরুসত্তম।

নিখার চ ভর্যারীলাভেব্রবানাগতে বলে ৥” (ভারত ১১০-১১৫)

লোপু (স্ত্রী) লোপু-বিশাং ঙী। লোপু। (শব্দরত্নঃ)

লোপ্য (ত্রি) লোপযোগ্য।

লোভ (পুং) লুভ-লু। ১ আকাঙ্ক্ষা, পরত্যাভিলাষ, পরের  
ভিনিস লইবার ইচ্ছা। পর্যায়—লুকা, লিপা, লুপ, লুহা, কাঙ্ক্ষা,  
লুগা, গাচ্চ, বাহা, ইচ্ছা, ভূ, মনোরথ, কাম, অভিলাষ। (হেম)  
ইহার লক্ষণ—

“পরবিভাদিক লুই। নেতুং নো ঋষি ভারতে।

অভিলাষে বিলম্বিতং ন লোভঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ৥”

(পদ্যপুং ভিন্নায়োগসং ১৬ অঃ)



পরিত্যজি রশ্মিরা অম্ব লইবার কত ধবরে বে অভিসার  
হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ত্র্যম্বর অধর বেশ হইতে  
উৎপন্ন হইরাছিল।

“ক্রমধ্যামভবৎ ক্রোধো লোভস্তাভবনস্তবঃ ॥” (মৎসপু° ৩ অ°)

গীতার লিখিত আছে যে, নরকের তিনটা দার, কাম, ক্রোধ  
ও লোভ, এই তিন সর্বতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্তব্য।

“ত্রিবিধং নরকভোগং দারং নাশনমান্বনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তদ্ব্যবেতস্তত্ত্বং ত্যজেৎ ॥” (গীতা ১৩ অ°)

জগতে একমাত্র লোভ হইতেই বস অনিষ্ট ঘটরা থাকে,  
লোভই পাপের প্রভুতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও  
নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাপের কারণ,  
জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর  
প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

“লোভঃ প্রতীতা পাপস্ত প্রভুতির্লোভ এব চ।

যেবক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্ত কারণম্ ॥

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।

লোভামোহচ্চ নাশচ্চ লোভঃ পাপস্ত কারণম্ ॥

লোভেন বুদ্ধিচলতি লোভো জনয়তে তথা।

তুষ্কার্তো চুঃখমাগ্ৰাতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥

মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা মহন্তমম্ ॥

লোভাবিষ্টো নরো হস্তি স্বামিনঃ বা সহোদরম্ ॥” ইত্যাদি।

(নানা পুরাণাদি নীতিশাস্ত্র)

লোভন (স্ত্রী) লুভ-লুট্। ১ লোভ। ২ মানস। (বৈয়াকরণি°)

লোভনীয় (ত্রি) লুভ-অনীয়ন্। লোভার্থ, লোভের উপযুক্ত।

লোভয়ান (ত্রি) লোভোদ্রেককারী।

লোভা (শেষঃ) লোভী।

লোভিন্ (ত্রি) লোভোহত্যাগীতি লোভ-ইনি। লোভবৃত্ত,  
লুভ। পর্যায়—গৃহ, গর্ভন, লুভ, অভিলাষক, তুষ্কক, লোভুত,  
লিন্। (হেম)

লোভ্য (ত্রি) লুভাতে ইতি লুভ-কৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্থ।  
(পুং) ২ লুভা। (হেম) ৩ হরিভাল। (বৈয়াকরণি°)

লোম [লোমন্] (স্ত্রী) ১ লাল লুল। ২ রোম। পর্যায়—তনুস্থ,  
শরীরের বেশ। মহাভারতে এক অন্তান্ত জীববিশেষের গাত্র-  
চর্মাংশবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হস্তাণ্ড  
ও হস্ত হস্ত সম্ভাজ শরীরের বেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়,  
তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রৌর্য বসিয়া প্রচলিত।  
জকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ার ইহার অপর একটা নাম তনু-  
স্থ বা তনুস্থ হইরাছে। যে বিবরে মূলদেশে রশ্মিরা এই সকল  
শরীরস্থ বেশের পরিমার্জিত হয়, তাহা লোমকূপ নামে কথিত।

জীববৈবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া  
থাকে। শরীর বিভিন্ন অংশে অতি ক্ষুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত  
মুলাকার ও বৃহৎকার লোমরাশি বিবাজিত দেখা যায়। হৃদয়  
পার্শ্বকাছগারে উহারে বর্ণ ও জিহ্বা। বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ  
করিলে, মহাশরীরের মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমূল প্রভৃতি  
বিভিন্ন স্থানে বোর কৃষ্ণকুন্তল হইতে ক্রমে কৃষ্ণমিশ্র সোহিত ও  
লোহিতাভ লোমরাশির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ তুলি  
সাধারণতঃ কেশ বা কুন্তল, চুল, লোম, রৌর্য প্রভৃতি কেশের  
বিশেষ পর্য্যায়ের সম্ভব। বিভিন্ন দেশীর ভাবার ও মাধার কেশ  
ও গাত্রলোমের পৃথক নাম নির্দিষ্ট হইরাছে। মহাভারতের গাত্র-  
লোম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হওয়ার ভাবা বিশেষ কোন  
কাজে আইসে না। মহাশরীরের কেশের বিশেষতঃ রমণী-  
কুলের আলুলায়িত কুন্তলনাম বেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্যে  
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন প্রায়গজীর্থে  
পুরুষ ও রমণীগণের মস্তকস্থলের বিবি আছে, ঐ সকল  
সুদীর্ঘ কেশের তথায় রক্ষিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। উহাতে  
দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী নানা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে।  
এতদেশে “চুলের দড়ি” দিয়া বেশী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা  
যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রোমক কর্তৃক কার্বেজ  
নগরী অধর হইলে কার্বেজনিবাসিনী বীরনারীগণ রাজধানী  
রক্ষা কামনার স্ব স্ব শিরোভূষণ হুচিকণ কেশগুচ্ছ হির করিয়া  
দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [রোম-সাম্রাজ্য দেখ।]

শারীরিক রোমনস্থান লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পাদ পশুশ্রেণীকে  
আবার স্বল্পলোমা ও অতিলোমা নামক দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত  
করা যায়। তিব্বত দেশীর হাণ, ভেড়া, কাবুলী হুবা, চানরী-  
গো (yak) এবং আইবেক ও লাহলের ৭সোদক নামক  
হরিণজাতির লোম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন দেশীর  
ক্ষুদ্র, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তর গায়ে স্বল্প পরিমাণে  
লোম জন্মে। উকপ্রাণের বেশের বস্তু তরুকের এক স্থানের  
প্রদেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী যেতকার তরুণজাতির গায়েও  
পর্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। মহিষ, বরাহ প্রভৃতি  
স্বল্পলোমা পশুর লোম বিশেষ কোন কার্যে আইসে না।  
বরাহের পৃষ্ঠদেশে বীর্ষাকার বোঁচা বোঁচা এক প্রকার কঠিন  
লোম উৎপন্ন হয়, উহা “শূকরের কুঁচি” নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে  
ক্রম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের মাথার কেশ বা  
জটাগুলি কেশের; অধর মস্তক ও ঐশ্বাস্যে বিশেষিত কেশ-  
রাশি চুল, কুঁচি এবং পুচ্ছের কেশগুলি মালাবুতি, একত্রিত  
প্রায় অপর সকল পশুর গাত্রাবরণ চুলগুলি “বাঘ” বা প্রোম  
নামে পরিচিত।

খিঁপাঘ ও খেচর পক্ষিভাতির ডিম্বোদ্ভেদনের পর শাবকগুলির গাত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাঘালী দেখা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহা শালকে পর্যাবসিত হইয়া মাংসপিণ্ডকে আবৃত করিয়া ফেলে। তখন আর বড় সেই লোমগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বাহুড় ভাতির গাত্রে শালক জন্মিয়া ক্রমশঃ লোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উত্তর অর্থাৎ হলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, জলইন্দুর, ভোঁদড়, উছিড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম দেখা যায়। ইহাদের লোম এতাদৃশ মন্থন যে, জলময় হইয়া উপরে উঠিলে গাত্রলোম কচাচ জলসিক্ত হয়। পদ্মানদীতীরবাসী জালিকেরা “উছিড়াল” পোষে। উহার নদীবক্ষে নামিয়া মাছ তাড়াইয়া আনে।

ময়ূরের কেশ, সিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীষালোম ও বালামাট্টা মোটা হয় বলিয়া তাহা স্তম্ভকাধোর উপযোগী নহে, উহাতে দড়ি, চেন, চোটাই প্রভৃতি বয়ন করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নোকা বাঁধা হইয়া থাকে; কিন্তু তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, কির্মান, বোখারা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশজাত ছাগাদি পশুর গাত্রলোম স্তম্ভতম এবং অশেপাকাকৃত নিষিড় হওয়ার শাল, রামপুরী চাদর, পটু, নামদা, লুই, মলিঙ্গা, কবল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবস্ত্র-প্রস্তুতপযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে ঐ ঘন সন্নিবিষ্ট স্তম্ভ লোমরাজি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্রূপবাসী বনিকগণ ছাগাদি পালন করিয়া বৎসর বৎসর পশম ছাঁটিয়া লইতেছে। চাকধান, তুর্কান ও কির্মানের সাদা পশম সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহাতে একমাত্র কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা নির্মিত হইতে দেখা যায়।

পাট, শণ বা কার্পাস স্ত্রের সহিত রঞ্জীত পশম বিনাইয়া বুনিলে ‘কার্পেট’ নামক আসন প্রস্তুত হয়। পারস্ত ও তুর্কি-স্থানে পাটবৃক্ষ কার্পেট-বয়নের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্তু ভারতে পাকান কার্পাসস্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধ, আফ্রা, মীর্জাপুর, অকলপুর, বরজল, মসলিপুতন ও মলবার প্রভৃতি স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন পশমী শিমের অবনতি ঘটয়াছে। বারানসীক্ষেত্রে এখনও বহুমলের কার্পেট ও মুর্শিদাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। [ বিস্তৃত বিবরণ পশম ও শাল শব্দে দেখ। ]

লোমক (ত্রি) লোমযুক্ত।

লোমকরণী (স্ত্রী) মাংসজ্জা, মাংসরোহিণী। (রাজনিং)

লোমকর্কটী (স্ত্রী) অজমোলা। (বৈজ্ঞকনিং)

লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্তো কর্ণে যন্ত। ১ শব্দক।

“লঘুকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ।” (ভাবপ্রং)

(ত্রি) ২ লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট।

লোমকাগৃহ (স্ত্রী) স্থানভেদ। (পা ৩০৩৩)

লোমকিন্ (পুং) পক্ষী।

লোমকীট (পুং) উকুণ নামক কীট।

লোমকূপ (পুং) ত্বকরুদ্ধ, লোমের গোড়ার ছিদ্র। শরীরে যত লোম, ততগুলি লোমকূপ আছে।

“সত্ত্বি যাবন্তি রোমশ্চি তাবন্তি লোমকূপকাঃ।” (ভাবপ্রং)

লোমগর্ভ (পুং) লোমকূপ।

লোময় (স্ত্রী) লোমানি হস্তীতি হন-টক্। ১ ইন্দ্রপুংক, চলিত টাক্। (ভূরিপ্রারোগ) (ত্রি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক।

লোমদ্বীপ (পুং) শোণিতজ কুমিভেদ। (চরক চিঃ ৭ অঃ)

লোমধি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ১২।১২৫)

লোমান্ (স্ত্রী) লুপ্তে ছিত্ততে ইতি ল- (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপুন্ ধ্যামন্। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্য- যেন সাধুঃ। ১ শরীরস্থ কেশ, পর্যায় তনুকহ, তম্বুকহ, রোম, তম্বুকট্। (শব্দরত্নাঃ)

“যথোর্ণনাভিঃ সজ্জতে গৃহুতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ প্রভবন্তি।

যথা সত্যঃ পুরুষাণ্ কেশলোমানি তথাক্ষরাণ্ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥”

মুণ্ডকোপনিষদে ১।১।৭।

গর্ভস্থিত বালকের যষ্টমাসে লোম জন্মে। এই জন্ত ৬মাস গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্ণে অধিকার থাকে না।

“ষষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিতা।

উদরস্থত্বাৎ লোমস্তম্ভবতীনাং॥” (স্বত্টি)

অস্থির মল লোম, ইহা শরীরে অসংখ্য হয়।\*

“অহো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তি হি।” (বৈজ্ঞক)

লোমান (পুং) পানিনীয় অর্থক্রাতি গণোক্ত শব্দ। (পাঃ ২।৪।১০)

লোমপাদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্বন্ত। অঙ্গদেশীয় রাজ- বিশেষ। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গমুনির স্বপুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে যে, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। কোন সময় রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এইজন্ত তাহার রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া অনায়াস হয়। এই অনায়াস নিবারণের জন্ত তিনি হলক্রমে বেত্তাচার্য্য বিভাগক- পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ভূলাইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং নিজ কন্যা শান্তাকে ইহার হস্তে সম্ভবান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ

অঙ্গরাজ্যে আশ্রয়ন করিষ্যামহি পশ্চত্তদেব কামরসী হইয়া ছিলেন। ( ভারত বনপর্ব ১১০-১১২ অং )

লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা।

লোমপাদপু (স্ত্রী) লোমপাদপু পুঃ। পুরীবিশেষ, পর্যায় চম্পা, মালিনী, কর্ণপু। (হেম) প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই নগরীকে বর্তমান ভাগলপুর ও তৎসমীপবর্তী বলিয়া অনুমান করেন।

লোমপ্রবাহিন্ (ত্রি) লোমঃ প্রবাহতীতি প্র-বহ-গিনি। লোমযুক্ত শরাদি।

লোমফল (স্ত্রী) লোমযুক্ত ফল। ভাবফল, চলিত চালতা।

লোমমণি (পুং) লোমনিস্ক্রিত কবচ, পোড়িলি।

লোমযুক (পুং) ১ উকুণ। ২ রোমনাশক কীট, পশমীশালের মধ্যে সূত্রাকার যে সকল কীট জন্মিয়া পশম কাটিতে থাকে।

লোমবৎ (ত্রি) রোম সূশ। রোমযুক্ত।

লোমবাহন (ত্রি) ১ লোমবহন। ২ রোমযুক্ত।

লোমবাহিন্ (ত্রি) রোমবাহী (শরাদি)।

লোমবিবর (স্ত্রী) লোমঃ বিবরঃ। লোমকূপ।

লোমবিধ্বংস (পুং) কুশি। (বৈজ্ঞানিক)।

লোমবিন্ (পুং) লোমি বিধং যন্ত। ব্যাভ্রাদি। (হেমচন্দ্র)

লোমবেতাল (পুং) অপদেবতাভেদ। (হরিংশ)

লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যজ্যেতি লোমন্ 'লোমাদিভ্যঃ শঃ' ইতি শ। ১ মূনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই মূনির নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব লোমশযুধিষ্ঠিরসং) (ত্রি) ২ অতিশয় রোমারিত, বাহাদের গাত্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে যে, লোমশ ব্যক্তি কদাচিত্ স্ত্রী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ ব্যক্তি প্রায়ই দুঃখী হয়।

"কদাচিত্তুরো মূৰ্খঃ কদাচিত্তলোমশঃ স্ত্রী।" (সামুদ্রিক)

যে ধাতু চুরি করে, পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ধাত্তং হত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সংপ্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১১।১১২)

৩ মধ্যালু, চলিত মউ আলু। ৪ ধাতুকানীশ। ৫ মেঘ।

৬ কোকড় নামক বিলেশর মৃগ। (রাজনিং)

লোমশকর্ণ (পুং) শব্দক। (হুত্রত সূঃ ৪৬ অং)

লোমশকান্তা (স্ত্রী) লোমশঃ কান্তো যস্যঃ। কর্কটী, কাকুড়।

লোমশচ্ছদ (পুং) দেবভাড়া বৃক্ষ, চলিত দেবতাড়া। (পর্যায়-মুক্তাং) ২ পীত দেবদালী। (ত্রিকাং)

লোমশপত্রা (স্ত্রী) পীত দেবদালী। (বৈজ্ঞানিক)

লোমশপত্রিকা (স্ত্রী) লোমশপত্রা।

লোমশপর্ণিনী (স্ত্রী) লোমশঃ পর্ণমাত্রায় ইতি ইনি স্ত্রীপু। মাঘপর্ণী।

লোমশপুষ্পক (পুং) লোমশানি পুষ্পানি বক্ষ্য, কপু। শিরীষশৃক। (রাজনিং)

লোমশমার্জ্জার (পুং) লোমশো লোমবহলো মার্জ্জারঃ। মার্জার বিশেষ, গন্ধমার্জার, গন্ধকুল। পর্যায়—পুতিক, মারজাতক, সুগন্ধী, মূত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনিং)

ইহার মুকুণ্ড—বীণাবর্জক, কফবাতনাশক, কণ্ঠ ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক, চন্দ্র হিতকর, সুগন্ধ, শ্বেদ ও গন্ধনাশক।

"গন্ধমার্জারবীণ্যন্ত বীণ্যন্ত কফবাতহৃৎ।

ককুকাষ্ঠহরং নেত্রং সুগন্ধং শ্বেদগন্ধহৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

লোমশবদ্রুস্ (ত্রি) লোমাক্ষাদিত বক্ষ বা বপুঃ।

লোমশাসকৃষ্ণি (ত্রি) পশ্চাত্তাগে লোমযুক্ত। উল্লম্বকঃ (২৪।১)-ভাষ্যে মহীধর "বহরোমশৃঙ্খিকা" অর্থ করিয়াছেন।

লোমশা (স্ত্রী) লোমানি সন্ত্যজ্য ইতি লোমন্-টাপু। ১ কাকজলতা।

২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বটা। ৪ শুল্কশিখি। ৫ মহামোদ।

৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (যেনীনী) ৮ অতিবলা।

(বিধ) ৯ শব্দপুশী। ১০ একাঁক। ১১ গন্ধমাংসী। ১২

কাকোলী, কাকলা। ১৩ মিষী, চলিত মউরী। (রাজনিং)

লোমশাতন (স্ত্রী) লোমঃ শাতনং। লোমপাতন, লোমনাশক।

ঔষধবিশেষ, এই ঔষধ লোমহানে লাগাইয়া দিলে লোম আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিতাল ও শম্মূর্ণ, কদলীদলভয়ের সহিত একত্র করিয়া লোমহলে প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিতাল, তণ্ডুলীফল এবং লাকারস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোমশাতন হয়। কলিচূর্ণ, হরিতাল, শম্ম, মনঃশিলা, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উত্তম লোমশাতন করে।

"হরিতালং শম্মূর্ণং কদলীদলভয়না।

এতচ্চৈবোপ চোষত্বা লোমশাতনমুত্তমম্॥

লবণং হরিতালক তণ্ডুলীফল কলানি চ।

লাকারসসমায়ুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্॥

অথ চ হরিতালক শম্মূর্ণকং মনঃশিলা।

সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেন পেষণেৎ॥

তৎকণোষকর্ষনাদেব লোমশাতনমুত্তমম্॥" (গরুড়পুঃ ১৮৫ অং)

বৈজ্ঞানিক লিখিত আছে যে, ভজাতক, বিড়ঙ্গ, যবকার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, ও শম্মূর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। (ঔষধসংগ্রহণের বন্ধীকরণাদিং)

লোমশী (স্ত্রী) কর্কটী বিশেষ। (বৈজ্ঞানিক)

লোমশ্র (স্ত্রী) লোমবহলতা।

লোমসংহর্ষণ (স্ত্রী) লোমহর্ষণ।

লোমসার (পুং) মরকত মণি।

লোমসিক (স্ত্রী) লোপালিকা, শৃঙ্গালী।

লোমহর্ষ (পুং) লোমঃ হর্ষঃ। ১ রোমাক, পলক।

“বেণুখন্ড শরীরে মে লোমহর্ষন্ত আরতে।” (ঈতা ১ অং)

২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৪।১২।১০)

লোমহর্ষণ (স্ত্রী) লোমঃ হর্ষণমিব। ১ রোমাক। লোমঃ হর্ষণ-মহাধিত। (ত্রি) ২ লোমহর্ষকারক।

“তন্মিন্ মহাতরে ধোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।

ববধুঃ শবলালানি কত্রিয়া বুদ্ধহর্ষলঃ।” (ভারত ৬।৩৭।১৩)

(পুং) বিভিন্নপুত্রাণকথাশ্রবণং লোমঃ হর্ষণং উদগমো বস্মাৎ।

৩ মৃত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া মৃতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

“পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

প্রথাতো ব্যাসশিষ্যোহুভূৎ মৃতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।” (বিষ্ণুপুং ৩।৭ অং)

কঙ্কিপুত্রাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্ষণ বলরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন।

“ভগা ক্ষেত্রে মৃতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।

বলরামাস্তৃকস্তাত্মা নৈমিষেহুভূৎস্ববাহর্য।” (কঙ্কিপুং ২।৭ অং)

লোমহর্ষণকৃত সংহিতাকে লোমহর্ষণিকা সংহিতা বলা যায়।

লোমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণ সম্বন্ধীয়।

লোমহর্ষিন্ (ত্রি) লোমহর্ষকারক।

লোমহারিন্ (ত্রি) লোমবাহিন্।

লোমহুং (পুং) লোমানি হরতি নাশয়তীতি হৃ-ক্টিপ্। হরি-তাল। (হেম)

লোমা (স্ত্রী) বস। (বৈজ্ঞানিকং)

লোমায়য়নি (পুং) লোমায়ণের গোত্রাপত্য। প্রবরাধ্যারে লোমায়ণের অপভ্রাত্যাক লোমায়ন বা লোমায়ণ শব্দ আছে।

লোমালিকা (স্ত্রী) লোমায়া লোমপ্রণ্যা কারতীতি কৈ-ক-টাপ্। শৃঙ্গালিকা। আলোয়া, খ্যাক্শিরাণী। (ত্রিকাং)

লোমাশ (পুং) শৃঙ্গাল।

লোমাশিকা (স্ত্রী) শৃঙ্গালী।

লোম্বী (মুর্ধি), মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা জমিদারী। এই সম্পত্তির অধিকারী একজন বৈদ্যগী।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্বপুরুষকে এইস্থান জায়গীর স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। জুলাইর ২২ বর্ষমাস। লোম্বীগ্রাম এখনকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে দানাবিধ লত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোল (ত্রি) লোড়তীতি লুড্-বিলাডুনে অচ্। ১ চকল।

২ সাকাজ। (অমর) (পুং) ৩ জামসম্বন্ধ। (শার্কভেদপুং ৭৪।৪১)

লোলা (স্ত্রী) লোল-টাপ্। ১ জিহ্বা। ২ লম্বী। ৩ চকলা স্ত্রী।

“সর্কাজমর্পরস্তী লোলা সুপ্তং শ্রমেণ শয্যারান্।

অলসমপি ভাগ্যবন্তঃ ভজতে পুরুষাণিভেব ত্রীঃ।”

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬০৯)

৪ ছকোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টা করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ অক্ষর শুক্ল, তত্ত্বিন্ন লঘু। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে বতি।

ইহার লক্ষণ—“যিঃসপ্তছিদি লোলা ম্লৌ স্তৌ গৌ চরণে চেৎ।”

উদাহরণ—“মুণ্ডে যৌবনলক্ষ্মীবিদ্যুৎ বিভ্রমলোলা।

ত্রৈলোক্যাতুতরূপো গোবিন্দোহিত্তিহরণঃ।

তদ্বন্দ্বানবনুজ্ঞে শুভ্রদুঃসনাথে

স্ত্রীনাথেন সমতো বহুলাং কুরু কেলিং।” (ছন্দোমঞ্জরী)

লোলাক্ষিকা (স্ত্রী) ঘৃণিতলোচনা।

লোলার্ক (পুং) লোলানাং অর্কঃ। সূর্য।

“ততো দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শব্দরঃ।

কৃতা নামাত্ত লোলেতি রথারোপয়ৎ পুনঃ।” (বামনপুং ১৫ অং)

মহাদেব সূর্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্য সূর্যকে লোলার্ক কহে। (কূর্মপুং ও কাশীধং)

লোলিকা (স্ত্রী) লোলতীতি লুল-গূল-টাপ্ অত ইচ্ছা।

চান্দ্রেরী। ‘সুভাদ্রস্তথাবর্ষা চান্দ্রেরী লোলিকা চ সা।’ (অট্যধর)

লোলিত (ত্রি) লুল-বিমর্দে যঞ্ লোলঃ সোহস্ত জাতঃ ইতি।

ল্লথ, চলিত বোলা।

লোলিস্বরাজ (পুং) বৈজ্ঞানিকনিবন্ট প্রণেতা। দিবাকরের পুত্র ও হরিহরের শিষ্য। ইনি চমৎকার-চিত্তামণি, রত্নকলাচরিত্র, বৈজ্ঞানিক-জীবন, বৈজ্ঞানিক বা হরিবলাস, বৈজ্ঞানিক-শ্রী, হরিবলাসকাব্য ও লোলিস্বরাজীর নামে আরও কয়খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

লোলুপ (ত্রি) গর্হিতঃ লুপ্ততীতি লুড্-বঙ্ অচ্। অতিশয় লুপ্ত।

লোলুপতা (স্ত্রী) লোলুপ্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। লোলুপ, লোলুপের ভাব বা ধর্ম, অতিশয় লোভ।

লোলুভ (ত্রি) ভুগ্নঃ লুভতীতি লুড্-বঙ্ অচ্। লোলুপ।

অতিশয় লুপ্ত। “ত্রিরোহপীচ্ছন্তি পুংভাবঃ যঃ দৃষ্টাঃ ক্রপলোলুভাঃ।”

(কথাসরিৎসাং ১১৭।৪৬)

লোলুব (ত্রি) পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনশীল।

লোলুয়া (স্ত্রী) কর্ত্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

লোলোর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজভট্ট ১।৮৬)

লোল্লট, কম্বুকলা নামক বীথিতরচরিতা।

লোল্লটভট্ট, কাব্যপ্রকাশকৃত আলঙ্কারিকভেদ।

লোবা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা নগর,

সই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি°

৮১° ১' পূঃ। পূর্বা ও উনাও নগরের সহিত এখানকার বাণিজ্যার্থ পরিচালিত হইতেছে।

লোবাগড়, পঞ্জাব প্রদেশের বম্বাই জেলার অন্তর্গত একটা পর্বত।

[ মৈদানী দেখ। ]

লোশশরায়নি ( পুং ) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

লোফ্ট, সংহতি। ভূমি-আয়তন স'ক' সেট। লট্ লোফ্টে।

লিট্ লু'লোফ্টে। লুট্ লোফ্টিত। লুও' অলোফ্টিট।

লোফ্ট ( পুং ক্রী ) লোফ্টে ইতি লোফ্ট-ব'ঞ, যথা লু'তে ইতি লু ( লোফ্টপলিতো )। উণ্ ৩৯২ ) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ

সাধুঃ। ১ যুক্তিকণ্ড, চলিত ডেলা। পর্যায় লোফ্ট, দলি।

( হেম ) ২ লৌহমল। ( রাজনি ) ৩ লেট্টু। ( অমর )

লোফ্টক ( পুং ) ১ যুৎপিও। ২ ভিলকামি ধারণযোগ্য পদার্থ-বিশেষ।

লোফ্ট্র ( পুং ) লোফ্ট হস্তীতি হন-টক্। লোফ্টভেদন। কৃষক-দিগের ভূম্যাদির যুৎপিও-চূর্ণকারী যন্ত্রবিশেষ। ( অমরটীকা তরত )

লোফ্টদেব, দীনাক্রন্দনস্তোত্ররচয়িতা। রম্যদেবের পুত্র। ইনি ত্রীকর্ণচরিত প্রণেতা মন্মথের সমসাময়িক ছিলেন।

লোফ্টসর্বস্বত, একজন প্রাচীন কবি।

লোফ্টন ( ক্রী ) যুৎপিও।

লোফ্টভেদন ( পুং ) ভিনভীতি ভিন্-লু, লোফ্ট ভেদনঃ।

লোফ্টভঙ্গসাধন মূল্যর, পর্যায় লোফ্টভেদন, লোফ্ট্র, লোফ্ট্রু,

কোটিশ, কোটাশ। ( অমরটীকা )

লোফ্টমর্দিন ( ত্রি ) লোফ্ট্রু।

লোফ্টময় ( ত্রিঃ ) লোফ্টরূপে ময়ট্। লোফ্ট রূপ।

লোফ্টবৎ ( ত্রি ) যুদ্ধিকার। যুদ্ধিকা-নির্মিত। লোফ্ট রূপ।

লোফ্টাক্ষ ( পুং ) অধিভেদ। ( সংস্কারকোমলী )

লোফ্ট ( পুং ) লোফ্ট। ( হেম )

লোফ্ট্র ( পুং ) লোফ্ট-রন। লোফ্ট, ডেলা।

“মাতৃবৎ পরদারেনু পরভ্রব্যেনু লোফ্ট্রবৎ।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশতি স পণ্ডিতঃ ॥” ( চাণক্য )

লোসর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া জেলার স্পিতিরাজ্যের অন্তর্গত পর্বতপৃষ্ঠই একটা গণগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৩৪০০ ফিট্ উচ্চ। পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে স্থলযুদ্ধ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষা° ৩২°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬' পূঃ।

লৌহ ( পুং ক্রী ) লু'তেহনেতি লু' বাহুলকাৎ হ।

( Ferrum, Iron ) স্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত—

লোহা, হিন্দী—লোওরা, তৈলঙ্গ—ইহরু। সংস্কৃত পর্যায়—লৌহ,

জোদক, সর্বভেজস, কবির। তীক্ষ্ণ, সুও কান্তভেদে লৌহ

তিন প্রকার। সুওলৌহের পর্যায়—সুও, সুভারস, দ্ববংসার, শিলাস্রজ, অশ্রজ। কান্তলৌহের পর্যায়—আর, কুকারস। তীক্ষ্ণ লৌহের পর্যায়—তীক্ষ্ণ, শত্রাস, শত্র, শিও, শিভারস, শঠ, আরস, নিশিত, তীত্র, খড়্গা, সুওজ, অরস, চিত্রারস, চীনজ।

[ বৈজ্ঞানিক বিবরণ লৌহ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বৈজ্ঞানিকভাবে ইহার গুণ রসক, উষ্ণ, ভিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও মূলনাশক। ( রাজনি )

মহাতে লিখিত আছে যে, অশ্র ( প্রস্তর ) হইতে লৌহের উৎপত্তি হয়।

“অদ্যোহয়ি-ত্র্যকাতঃ কত্রমশ্রো লৌহয়ুখিতম্।

ভেবাং সর্বত্রাং ভেজঃ স্বাস্থ্যে যোনিযু শাম্যতি ॥” ( মল্লভাঃ ২৭২ )

বৈজ্ঞানিক লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“পুরা লোমিলসৈত্যান্য নিহতান্য সুইয়ুধি।

উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ” ( ভাষপ্র )

পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত

হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়।

লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহা সেবন বা ঔষধে ব্যবহার করিতে

হইলে, শোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহই বিশেষ উপকারক।

অশোধিত লৌহ সেবন করিলে বদভা, কুষ্ঠ, হস্ত্রোগ, মূল,

অশ্রারী, ফল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্যন্তও

হইতে পারে। এইজন্য উহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—লৌহের হস্ত্র পাত করিয়া অগ্নিতে

পোড়াইতে হইবে, পরে ঐ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে

তৈল, তক্ত, কাঁজ, গোমুত্র ও কুলথ কলারের কাথ এই সকল

দ্রব্য তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়।

মারণবিধি—লৌহ শোধন করিয়া পরে উহার মারণ

করিবে। বিগুচ্ছ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বারা পেষণ

করিয়া পুটে পাক করিতে হইবে, পরে দ্ব্যতকুমারীর রসে পেষণ

করিয়া তিনবার ও কুঠারছিমিকার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ বার

পুটে পাক করিবে।

অস্ত্র প্রকার—লৌহচূর্ণের দশ অংশের এক অংশ হিঙ্গুল

নিক্ষেপ করিয়া দ্ব্যতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ছই প্রহরকাল

পুটে পাক করিবে, এইরূপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লৌহ

মারিত হয়।

অস্ত্রবিধি—পারদের সহিত বিগুণ গন্ধক মিলাইয়া কঙ্কালী

করিতে হইবে। পরে কঙ্কালীর সমান পরিমাণ লৌহচূর্ণ

নিক্ষেপ করিয়া দ্ব্যতকুমারীর রস দিয়া ছই প্রহর কাল পেষণ

করিতে হইবে। যখন উহা শিথাকৃতি হইয়া আসিবে, তখন

ঐ লোহপিণ্ড একটা তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া দুই প্রহরকাল রোজে রাখিবে, পরে এরও পরে বার আচ্ছাদন করিতে হইবে। দুই প্রহর পরে ঐ লোহপিণ্ড উৎক হইলে ধাম্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া পরা দ্বিত্ব আচ্ছাদন করিতে হইবে। তিন দিন পরে ঐ আচ্ছাদন তুলিয়া কেলিয়া ঐ লোহ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ লোহচূর্ণ চতুর্গুণ জলের সহিত বাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লোহচূর্ণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে রোজে শুষ্ক করিয়া পুটে পাক করিবে, এইরূপে একবিশতি বার পাক করিলে লোহ নিম্ভরুই হারিত হয়।

স্নায়িত লোহগুণ—ভিক্র ও কষায়মধুর রস, সারক, সীতবীৰ্য, উষ্ণ, কক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্ধক; কক্ষ, পিত্ত, গরোধো, শূল, শোথ, অৰ্শ, দ্রাহা, পাণু, মেহ, মেহ, ক্রমি ও কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নির বলবল বিবেচনা করিয়া একমাত্রি হইতে নবত্রিংশ পর্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে।

( ভাবপ্র° পূর্বধ° )

রসেসারসংগ্রহের মতে শোধনপ্রণালী—কান্তলোহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকলাচূর্ণ এবং সালিকা-শাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, উহা রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পল্লব, ত্রিকলা, বৃদ্ধারক, মান, ওল, হাড়জোড়া, শুষ্কী, লবঙ্গ, মুষ্ণী, তালমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ বা রসে পুটে দিলে লোহ শোধিত হয়।

লোহভস্ম—বিষুদ্ধ পায়ন একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লোহ তিন ভাগ, স্ততকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরও পাতা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটপাক করিতে হইবে, তৎপরে তিনদিন ধাতুরাশির মধ্যে রাখিয়া পরে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এইরূপে লোহভস্ম হয়।

অস্ত্রবিধ—লোহের বারভাগের একভাগ হিঙ্গুল একত্র মিশ্রিত করিয়া স্ততকুমারীর রসে মর্দন করিবে, পরে উহা ৭ বার পুটপাক করিলে লোহভস্ম হয়।

অস্ত্রবিধ—গব্যায়ত, গন্ধক এবং লোহ তত্ত্বখোলায় স্তত-কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দন এক রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিলে লোহভস্ম হয়।

রসায়নে লোহ ব্যবহার করিতে হইলে নিরোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। স্তত, সধু, কুঁচ ও গোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত লোহভস্ম মর্দন করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে রসায়নে প্ররোগ করিবে।

৩৭—কক্ষ-লোহ শোথ, শূল, অৰ্শ, ক্রমি, পাণু, মেহ,

কিষাণ, মেহ ও বায়ুনাশক, বয়ঃস্থাপক, শুষ্ক, চাক্ষুষ, আয়ু, শুষ্ক, বল ও বীৰ্যবর্ধক ও রসায়নশ্রেষ্ঠ। লোহ সেবন-কালে কুম্ভাণ্ড, তিলতৈল, সর্ষপ, রসুন, মস্তৃক এবং অন্ন দ্রব্য-ভোজন বিশেষ নিবিদ্ধ।

যে সকল ঔষধে লোহ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম।

বৃহৎগগনস্থলর, ক্রব্যাদরস, নবায়সচূর্ণ, অষ্টাদশাঙ্গলোহ, খণ্ডখাঙলোহ, অগ্নিরস, ভূতভৈরবরস, লোহরসায়ন, স্বাস-স্তব শুগুণ্ড, গলংকুষ্ঠারিস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্ণটীরস, বাতপিত্তাকরস, বিবেচনরস, চিত্তামগিরস, জয়মঙ্গলরস, নস্ত-ভৈরব, অন্নভৈরব, রসমাজেস, মৃতসঞ্জীবনীরস, কতরীভৈরব-রস, বৃহৎকতরীভৈরব, স্বচ্ছন্দানায়ক, অরাশনিস, চন্দনাদি লোহ, বৃহৎসর্কজরহর লোহ, মহারাজবটী, ত্রৈলোক্যচিত্তামগিরস, মহা-অরাহুণ, বৃহৎস্বাস্তকলোহ, চূড়ামগিরস, ভীমচূড়ামগি, বৃহৎচূড়ামগি, অমৃতাবর্ণরস, অতিসারবারণরস, কলাভলোহ, পর্ণকলা বটী, গ্রহণীগজেশবটী, পীযুষবজীরস, পঞ্চামৃতপটী, গ্রহণীকপর্দক-পোটলী, গ্রহণীকপাট, অগ্নিকুমাররস, নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভ, বৃহৎপবল্লভ, ভীকুম্বরস, অর্শঃকুষ্ঠারস, চক্ররস, নিত্যোদিত-রস, চক্রপ্রভাণ্ডিকা, মালাভলোহ, চক্রংকুষ্ঠারস, পঞ্চানন-বটী, পাতপতরস, রসরাকস, ত্রিকলাভলোহ, শম্ববটী, বিড়-দ্বাদিলোহ, নিশালোহ, ধাত্রীলোহ, প্রাণবল্লভরস, দার্ক্যাদি-লোহ, সম্মোহ-লোহ, লঘুনন্দরস, স্বধানিধিরস, রক্তপিত্তাক-রস, শর্করাভলোহ, রামাদিলোহ, কাঞ্চনভ্রঙ্গরস, বারিশোষণ-রস, সর্কভোভ্রঙ্গরস, ত্রিকটুাভ লোহ, কটুকাতলোহ, ক্রুণাভ লোহ, স্তবর্জলাভ লোহ, নিত্যানন্দরস, তগলরহরস, কুষ্ঠ-কালানলরস, মহাতাললরস, অগ্নিপিত্তাকরস, লীলাবিলাসরস, পানীরক্তবটিকা, স্খ্যাবতীবটী, কালায়িরুদ্ররস, নেত্রাশনিস, নরনামৃতরস, তিমিরহরলোহ, শিরোবজ্ররস, চন্দ্রকান্তরস, মহা-লক্ষ্মীবিলাসরস, প্রদরাস্তকলোহ, মহারাজনৃপতিবল্লভরস, বৃহদগ্নি-কুমাররস, বৃহৎপবল্লভ বটী, কুমিকালানলরস, কুমিবিলাসরস, কুমিরোগাগিরস, ত্রিকটুাভ লোহ, ত্রৈলোক্যস্থলরস, চক্র-মৃদাভ্রঙ্গরস, আমলক্যাভলোহ, শতমূল্যভলোহ, রত্নগর্ভ-পোটলীরস, সর্কাকল্লরস, বৃহৎকাঞ্চনভ্র লোহ, মুক্তাভ্রঙ্গরস, মহামুক্তাভ্রঙ্গরস, প্রদরাস্তক রস, স্ততিকারস, মহাজবটী, রস-শাঙ্গীল, বৃহৎশাঙ্গীল, ভীমকুম্বরস, ভ্রীমদ্রথ রস, মহেশ্বর-রস, পূর্ণচন্দ্ররস, কাত্তহরলোহ, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, মকরধ্বজ, বসন্তলিঙ্গ রস, বসন্তকুম্ভাকর রস, নীলকণ্ঠরস, মহানীলকণ্ঠ-রস, শিলাকদ্বাদি লোহ, বন্ধকেশরিস, বৃহৎস্রোতরস, জয়-কেশরী, বৃহৎসেত্রগুড়িকা, পিত্তকারাত্তক রস, কাসলংহা-ভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সর্কভোভ্রঙ্গরস, মহোদধিরস, জয়া-

গুড়িকা, বিজয়াগুড়িকা, বজ্রকটেকর, ত্রিচন্দ্রাস্ত্র লোহ, বিজয়াবটী, লোহপটী, পিশুলাঙ্গলোহ, খাসকাসিচিহ্না-মণি, ভূতাহুশর, উদাহতজনী, ইন্দ্রকোষবটী, বাতগজাহুশ, বৃহদাভগজাহুশ, বাতনাশনর, বাতকটেকর, চতুর্ভুশর, গগনামিটী, স্বেদাশৈলেশ্বর, শুক্লচাঁদি লোহ, শিত্তান্তকর, মহাশিত্তান্তক রস, লাললাভ লোহ, বাতরক্তান্তকর, আম-বাতারিবিটিকা, আমবাতেশ্বর, বৃদ্ধসারস্ত্র লোহ, আমবাত-গজসিংহমোদক, সপ্তাহলোহ, চতুঃসমলোহ, শূলরাঙ্গলোহ, বিভাধরাস্ত্র, বৃহদ্বিভাধরাস্ত্র, শূলবজ্রিণী বিটিকা, শুদ্ধকালানলর, মহাশুদ্ধকালানলর, শুদ্ধশাদূল, সর্বেশ্বররস, বরুণাস্ত্র লোহ, বৃহদ্রিশঙ্কররস, মেঘদুগররস, মেঘনাথরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, মেঘবজ্র, মেঘকেশরী, যোগেশ্বররস, তালকেশ্বররস, গগনামি-লোহ, সোমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, সোমেশ্বররস, বড়বামি-লোহ, বৈখানরী বটী, সৌহিত্য লোহ, লোকনাথ রস, বৃহল্লোক-নাথরস, তাম্রেশ্বরবটী, অগ্নিকুমারলোহ, বক্রবিল্লীলোহ, মুক্তাঙ্গ-লোহ, শ্রীহাঙ্গাদূল, শ্রীহারিরস, অশোহররস, পঞ্চাভূতরস, অগ্নিশূ-লোহ, চব্যাদি লোহ, পঞ্চাভূতচূর্ণ, নবায়র লোহ, যোগরাজলোহ, গোহামৃত, পঞ্চাভূতরস, বৃগজ রস, বজ্রেশ্বররস, প্রাণপ্রাণরস, কামকলারস, চিত্রকান্ত চূর্ণ, ভূদাররস, গৌড়ারস, কৃষ্ণাভ লোহ, বৃহত্ত্রিকলান্ত্র লোহ, লোহগুড়িকা, কলারগুড়িকা, লোহগুণ্ডুল, সুব্রহ্মহরলোহ, খন্ডট্রাদি লোহ, মেঘবজ্ররস, মেঘবিল্লীলোহ, শুক্রমাতৃকা বিটিকা, উদারারিহর, উদকারিলোহ, শোথোদরারি লোহ, অগ্নিগুর্ডবিটিকা, বক্রশ্রীহোদরহরলোহ, শ্রীপদারিলোহ, ত্রণগজাহুশ, কাকগরবটী, লকেশ্বর রস, কুষ্ঠান্তকর, বেতাশর, কুষ্ঠশৈলেশ্বর রস, সর্কসমলোহ, অমৃতাহুশলোহ, গোহামৃত-লোহ, কালকচূর্ণ, রসাত্তচূর্ণ, ভক্তপাণকগুড়িকা, ধাতুবজ্ররস, সুরহস্করীগুড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসলীপচূর্ণ, কামদূতরস, মদনহাস-রস, রত্নগিরিরস, নবজরভসিংহ, পীতবসিন্দুররস, যড়াননরস, ভক্তাতক লোহ, পাণ্ডুগজকেশরী, পাণ্ডুনিগ্রহরস, লোহহাস্ক-রস, বিহরিত্রাস্ত্র লোহ, কালকটেকর, গোহাভ্রাত্ত্র, বৃহৎ পানীর ভক্তগুড়িকা, অগ্নিতিল, বৈখানররস ও পুষ্টাহুশ।

রসেশ্বরসংগ্রহ মতে, সামান্ত লোহ অপেক্ষা ক্রোকলোহ বিশণ গুণবৃত্ত, ক্রোক হইতে কালিঙ্গ অষ্টগুণ, কালিঙ্গ হইতে ভদ্র শতগুণ, ভদ্র হইতে বজ্র সহস্রগুণ, বজ্র হইতে পাতি শতগুণ, পাতি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ, এবং নিরঙ্গ হইতে কান্ত-লোহ সহস্রকাটি গুণবৃত্ত। লোহার উপরিভাগে যে বয়লা পড়ে, তাহাকে মণ্ডুর কহে, এই মণ্ডুরও ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (রসেশ্বরসংগ্রহ) [মণ্ডুর শব্দ দেখ।]

ব্রাহ্মণের লোহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লোহ-পাত্রে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার মৌরব নামক নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“কলা তু আরসে পাত্রে পকুমন্নতি বৈ বিজঃ।

স পাপিষ্ঠোহপি কুণ্ডলেক্ষণং মৌরবে পরিপচ্যতে ॥” (মৎস্তসংহিতা)

“অয়ঃপাত্রে পরঃপানং গব্যং সিদ্ধায়মেব চ।

কুষ্ঠাদিকং মধুগুড়ং নারিকেলোদকং তথা।

কলং শূলকং বৎসিকিঞ্চনভক্ষ্যং মুনিব্রতবীং ॥”

(ত্রৈলোক্যবর্তনুং শ্রীকৃষ্ণজয়ধং)

৩ লক্ষণাবিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণজাগবিশেষ। (মহা ৩২৭২)

৪ পার্শ্বতা জাতি বিশেষ।

“লোহান্ পরমকাষোজানুবিবাহন্তরানপি।

সহিতান্তান্ মহারাজ। ব্যজরং পাকশাসমিঃ ॥” (ভারত ২২৭২৫)

(ত্রি) ৫ রক্তবর্ণ। (ভারত ১১৩৩৫২৩) (শ্রী) ৬ অণ্ডক।

লোহক (পুং শ্রী) লোহ শব্দার্থ।

লোহকণ্টক (পুং) লোহঃ কাণ্ডোহত। অরকান্ত। (রাজনিং)

লোহকান্ত (শ্রী) লোহঃ কাণ্ডোহত। অরকান্ত। (রাজনিং)

লোহকার (পুং) লোহং লোহময় শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-কন্।

লোহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

“প্রথ্যাতাশ্চর্ণকারাশ্চ লোহকারাতথৈব চ।” (রামায়ণ ২১০১২০)

লোহকারক (পুং) লোহং তদ্রশশস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-কন্।

বর্ণগন্ধর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্যায় ব্যোকার, লোহ-কার, অরকার, বর্ষকার, কৰ্ম্মার। (অমরভট্টর) জাতিমালার মতে গোপালের ঔরসে ও তৎস্বায়ীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

“গোপালান্ত্রব্যায়্যং বৈ কৰ্ম্মকারোহপ্যভূতঃ ॥” (পরশুরামজিহ)

লোহকারী (শ্রী) তত্ত্বাক্ত অতিবলা দেবী।

লোহকিট (শ্রী) লোহত কিটং। লোহমল, পর্যায়—কিট, লোহচূর্ণ, অরোমল, লোহজ, কৃষ্ণচূর্ণ, লোষ্ট। গুণ—মধুর, কটু, উষ্ণ, ক্রমি, বাত, পিত্তশূল, মেহ, শুণ্ণ ও শোফনাশক। (রাজনিং)

[মণ্ডুর শব্দ দেখ।]

লোহগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোর-গিরিসঙ্ঘটের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটি নগর ও দুর্গ। শতাব্দীর ছইকোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-অলদহা কান্হোজী অস্ত্রিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। পরে পরে, শেষ মহারাষ্ট্রা পেশ্বে বাজীরাঁওর সহিত ইংল্যান্ডের যুদ্ধকালে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড-সেনাপতি লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল গ্রোথার এই স্থান অধিকার করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এখানে একজন সেনানায়কের অধীনে ইংল্যান্ডসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে।



লোহগিরি (পুং) পর্বতভেদ।

লোহঘাতক (পুং) কর্ণধার। বাহারা উত্তপ্ত লোহে  
আঘাত করে।

লোহচারণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ) লোহতারণী  
পাঠও দেখা যায়।

লোহচূর্ণ (স্ত্রী) লোহস্ত চূর্ণ। লোহকিট। (রাজনি°)

লোহজ (স্ত্রী) লোহাঙ্ক্যতে ইতি জন-ড। লোহকিট,  
মণ্ডুর। (রাজনি°) ২ কান্ত।

লোহজঙ্ঘ (পুং) ১ একজন ভ্রাণ। (কথাসরিংসা° ১২।৮৪)  
২ জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ক)

লোহজাল (স্ত্রী) ১ লোহনির্মিত জাল। ২ বর্ষ, সঁজোর।  
৩ লোহার পাত। 'রথং লোহজালৈশ্চ সংহরম্' (হরিবংশ)

লোহজিৎ (পুং) হীরক।

লোহতারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ক)

লোহদারক (পুং) নরকভেদ।

"লোহবহুমুখীক পহানঃ শাল্মলী নদীম্।

অসিপত্রবনৈকৈব লোহদারকমেব চ ॥" (মহু ৪।৯০)

লোহদ্রাবিন্ (পুং) লোহানি দ্রাবরতীতি ক্র-ণিচ্-ণিনি।  
১ টঙ্ককার, লোহাগা। (রাজনি°) ২ অন্নবেতস। (পথ্যায়মুক্তা°)

লোহনগর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিংসা° ২৭।১৮৮)

লোহনাল (পুং) লোহস্ত নালং দণ্ডো বদ্র। নারাল। (ত্রিকা°)

লোহপঞ্চক (স্ত্রী) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন ও সীসক বা স্বর্ণ,  
রৌপ্য, তাম্র, ত্রপু ও কান্তলোহ। বৈভক মতে পঞ্চ লোহ  
বলিলে উক্ত পাঁচটা ধাতু লইতে হয়।

লোহপাশ (পুং) লোহমৃন্মল। (হরিবংশ)

লোহপুর (স্ত্রী) একটা প্রাচীন নগর।

লোহপৃষ্ঠ (পুং) লোহস্তেব কঠিনঃ স্রামলং বা পৃষ্ঠং বস্ত।  
১ কর্ণপক্ষী। (অমর) (ত্রি) ২ লোহময় পৃষ্ঠযুক্ত।

লোহপ্রতিমা (স্ত্রী) লোহস্ত প্রতিমা। লোহময়ী প্রতিমা,  
পর্যায়--স্বমী, হুণা, সুর্ধি, সুর্ধ, সুর্ধিকা। (শব্দরত্না°)

লোহবন্ধ (ত্রি) লোহমণ্ডিত।

লোহময় (ত্রি) লোহ-বস্ত্রেণ ময়ট। লোহাস্তক, লোহ নির্মিত।

লোহমারক (পুং) লোহং মারয়তি আরয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণল।  
১ শালিক শাক (Achyranthes Triandra) (ত্রিকা°)

২ রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ত্রব্যগণভেদ। এই গণোক্ত ত্রব্য দ্বারা  
লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক  
কহে, এবং ইহাকে ত্রিকলাদিগণও কহে।

"মাণঃ খণ্ডিতকর্ণক গোজিহ্বাং লোহমারকঃ।

গিরিশান্তনকঃ প্রোকঃ ত্রিকলাদিগণঃ গণঃ ॥" (রসেন্দ্রসারস°)

এই গণ ত্রব্য—ত্রিকলা, তেউড়ী, দস্তী, ত্রিকটু, তালমূলী,  
বৃদ্ধমারক, পূর্ণবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ল, ভূমরাজ,  
ভেলা, শুভ্রী, দাড়িমপত্র, শলুকা, তুলসী, সুতা, গুল, শুভ্রুটী,  
মণ্ডুকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাস, ফুলিশ, কেশরাজ, মাণ, খণ্ডিত-  
কর্ণ, ও দাক্ষাশাক, এই সকল ত্রব্য দ্বারা লোহে পুট  
দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

লোহমুক্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহমেখল (ত্রি) ১ ধাতুনির্মিত মেখলাধারী। স্ত্রিয়াং টাপ্  
লোহমেখলা, বন্দাহুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ক)

লোহযষ্টি (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লোহর (স্ত্রী) জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লাহোর।

(রাজতর° ৪।১৭৭)

লোহরজস্ (স্ত্রী) লোহকিট। মরিচা।

লোহরাজক (স্ত্রী) রৌপ্য। রূপা।

লোহল (ত্রি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক্য।  
২ লোহগ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্য। শৃঙ্খলের  
প্রধান আচার্য বা বন্ধনীর বৃহদাকার গোলকড়া। (মেদিনী)

লোহলিঙ্গ (স্ত্রী) রক্তপূর্ণ ফোটাকাদি।

লোহবৎ (ত্রি) লোহার সদৃশ।

লোহবর (স্ত্রী) লোহেব্ সর্কতেজসেব্ বরং। স্বর্ণ।

লোহবর্ণম্ (স্ত্রী) লোহার সঁজোয়া।

লোহবাল (পুং) দান্ত বা তণ্ডুল জাতিভেদ।

লোহশঙ্কু (পুং) নরকভেদ। (মহু ৪।৯০) ২ লোহনির্মিত  
কীলক।

লোহশ্লোষণ (পুং) লোহানি সর্কতেজসানি শ্লোষণয়তি যোজয়-  
তীতি শ্লো-ণ্য। টঙ্ককার, লোহাগা। (হেম)

লোহসঙ্কর (স্ত্রী) লোহানাং সঙ্করো যত্র। ১ বর্তলোহ।  
২ মিশ্রিত তৈজস।

লোহসিংহ (লোহসিং), মধ্যপ্রদেশের সখলপুর জেলার  
অন্তর্গত একটা ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইল।  
এখানে ২৬খানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ প্রজাই গোড় ও  
খন্দজাতীয়। গ্রামসমীপবর্তী স্থানে তাহারা চাষাবাস করে।  
তন্নিম্ন অপর সকল স্থানেই শাল ও সর্ষপ গাছের নিবিড় বন।  
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদলনেতা সুরেন্দ্র  
শার অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ তরানক অভ্যাস  
করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দার চন্দক'র ভ্রাতা মধু ডাক্তার মুরকে  
নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদ্রোহ-শান্তি  
পর, ইংরাজরাজকে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করার সর্দার  
চন্দক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোহাকর (কী) পোহত আকর। লোহের আকর, লোহার খনি।

লোহাকর্ণ (ত্রি) লোহিতবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাত্য্যব্রী ২৪।১২২০)

লোহাখ্য (কী) লোহদেব আখ্য যন্ত। ১ অশ্বক। ২ লোহ।

লোহাগড়া, বাকালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

মধুমতী নদীকূল হইতে অদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১' ৪২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪১' ৪০" পূঃ। এখানে শুড় ও

চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। থাকুরা প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামবাসীগণ এখানে চাউল খরদের জন্য শুড় বিক্রয় করিতে আসে। ঐ শুড় হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ

চিনি কলিকাতা ও বাথরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু দূরদেশ হইতে অনেক যাত্রী ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা দিতে আইসে।

লোহাঘাট (কলকেশ্বর), বৃক্সপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটি সেনাবাস। কুন্ড লোহানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৮' ১০" পূঃ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫৬২ ফিট্ উচ্চ। এই গোরাবারিকের চারি পাশ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। পূর্বে এই নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ার এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সেনাবাস ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এখানে চার চাস হইতেছে। আলমোরা হইতে এই নগর ৫৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

লোহাগাঁও, বৃক্সপ্রদেশের বৃক্সলখণ্ড বিভাগের অজয়গড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি গণগ্রাম, আলাহাবাদ হইতে ১৯৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাগর ঘাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৯' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২' ২৫" পূঃ। পান্না ও বাঁদৈর-শৈলমালার মধ্যবর্তী নিম্ন স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৬০ ফিট্ উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত। পূর্বে এখানে ইংরাজরাজের একটি সেনানিবাস ছিল, পরে উহা পরিত্যক্ত হওয়ার স্থানীয় লস্কির অনেক হ্রাস ঘটয়াছে।

লোহাস্মারক (পুং) নয়কভেদ।

লোহাচল (পুং) পর্বতভেদ। মহিষের অস্তর্গত সন্দররাজ্যে অবস্থিত একটি ভীষণ। লোহাচল বা কুমারমাহাশ্মে এই স্থানের বিষয় উদ্ধৃত আছে।

লোহাজ (পুং) লালবর্ণ ছাগজাতি।

লোহাজ-বস্ত্র (পুং) কলাহুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পং)

লোহাও (ত্রি) লালবর্ণ অগুরু জীব বিশেষ। ত্রিরাঃ ভীপ। (পাণিনি গৌরাঙ্গিণ ৪।১।৪১)

লোহাভিসার (পুং) লোহান্য শস্ত্রাধীন্য অভিযানো যন্ত। লোহাভিহার। (ভরত)

লোহাভিহার (পুং) লোহান্যভিহারো যন্ত। শস্ত্রধারী রাজ্যধিগের নীরাঙ্গনা বিধি। 'মহানবদীকীকরায় অবধীনিং' নীরাঙ্গনে সতি পশ্চাৎ শস্ত্রধারিণ্য রাজ্যং যঃ শাস্ত্রোক্তো নিব্বিহন-প্রধানো বিধিঃ প্রহান্যং প্রাক স লোহাভিহারঃ' (ভরত)

লোহামিষ (কী) লাল গোময়ক ছাগমাংস।

লোহায়স (কী) তাম্র সংযুক্ত মিশ্র ধাতু।

লোহারভাগা, পশ্চিম বাকালার অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্বতময় ভূভাগে ভূমিত। অক্ষা° ২২° ২৪' হইতে ২৪° ৩৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২' হইতে ৮৫° ৫৫' ৩০" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরসীমায় শোণ নদী হাজারিবাগ, গয়া ও শাহাবাদ-জেলাকে পৃথক রাখিয়াছে; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে দীর্ঘাপুর জেলা এক সমুদ্রা, যশপুর ও গাজপুর সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ও পূর্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা। ইহার পূর্ব-সীমায় একপার্শ্ব দিরা সুরবরণেখা নদী প্রবাহিত। রাঁচী নগর এখানকার বিচারসদর। বন্দেবর ছোট লাটের অধীন স্থানীয় কমিসনর কর্তৃক পরিচালিত।

প্রাকৃতিক গঠন-বৈলক্ষ্য্য হেতু এই জেলা প্রধানতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা আসল ছোট নাগপুর, পক্ষ-পরগণা ও পালান্দো উপবিভাগ নামে খ্যাত।

এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ার, উহা আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্যকা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোন্নত ও বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতের সাতপুরা শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বত্রই ২০০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোড়ী পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া হাজারিবাগের মধ্য অধিত্যকার মিলিত হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্শ্বতঃ ক্রমোচ্চ নিম্ন ভূমিতে পরিণত। ঐ ঢালু ভূমিতে স্তর কাটির খাতের চাস হইয়া থাকে।

সিল্লী, রাহী, বৃন্দ, বরোদা ও তমাস লইয়া পক্ষপরগণা ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকার ঘাট প্রদেশ হইতে পূর্বাংশে মানভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্বিধা বাসিরা পরগণার দক্ষিণাংশ, চৌরপরগণা ও চৌরী পরগণা ছোট নাগপুরের উত্তর ও মধ্য অধিত্যকার দক্ষিণে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পূর্ব ও দক্ষিণাভিমুখী

অধিকাংশাংশ লইয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে বে উপবিভাগ হইয়াছে, তাহাই পালার্মো নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র জেলাভাগ জনমানবপরিপূর্ণ উন্নত পরীতশিখর অথবা ইত্যন্তত: বিকিণ্ড গণ্ডশৈলে পূর্ণ। এই সকল শৈলমালা প্রধানত: পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্বতময় প্রদেশ সর্বত্রই প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চ দৃষ্ট হয়। রাঁচী নগরের পশ্চিমস্থ সান্দ্রপূর্ণ ৩৬১৫ এবং উত্তরদিকস্থ ববোগাই বা মরনবরুড়া ৩৪৪৫ ফিট উচ্চ।

অন্যতঃ ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালার্মো বিভাগে অধিকতর পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার ভূমিভাগ এতই ক্রমোচ্চনিয় যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর কোয়েল ও অমানং নদীদ্বয়প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ তির অস্ত্রাধাভাদি উৎপন্ন হয় না। এই জেলার স্তূর্ণগঠনা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তন্নিম্ন কাকী, করুরী, অমানং, উরলা, কাক ও নেও নামক শাখা কয়টা উপরোক্ত নদীদ্বয়ের কলেবর পৃষ্ঠ করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

ছোট নাগপুরের উক্ত পর্বতবর ব্যতীত পালার্মো বিভাগে হুলবুল (৩৩২৯ ফিট), বুরী (৩০৭৮ ফিট) ও কোতাম (২৭৯১ ফিট) নামে আরও তিনটা উচ্চ শৈল আছে। এই সকল পর্বতের নিরূপণ বনকুলে ও পলাশবনে পূর্ণ। বরা-সোদ, পালার্মো প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহয়া, জামুন, কসজা প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাঠ চেয়াই হইয়া নদীবক্ষে ভাসাইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে। বন-ভাগে কাঠ ব্যতীত মহরাঙ্গুল, জাম ও তুখল, করজবীজ, লাক্ষা, তেল (গুটী), রজন, মধু, গদ ও আরারট প্রভৃতি জন্মে। সেই বনপ্রান্তবাসী আদিম অধিবাসিবর্গ ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চুণা পাথর প্রধান। পলাশে বিভাগে তাম্র এবং সিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট উপত্যকার নদীর বালুকাকণা বিবোধ করিয়া স্বর্ণ আনৃত হইয়া থাকে। কোয়েল হইতে অমানং নদীর উপত্যকার কতকংশ পর্য্যন্ত এবং প্রায় পূর্বপশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত আন্তঃমাগিক ২০০ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা ডালটনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত কর্ণপুর কয়লার খনি দক্ষিণে তৌরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রহিয়াছে। এখানকার বনবিভাগে ব্যাঘ্র, তিড়া, নেকড়ে, তরুণ, বনবরাহ,

হায়না, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীলগাই পাওয়া যায়। অপরা-পর ক্ষুদ্র জন্তু এবং শিকারযোগ্য পাখ্যবত, হংসাদি পক্ষীরও অভাব নাই। নদী ও পার্শ্বভাগে খাদ সমূহে নানাজাতীয় কই, কাতলা প্রভৃতি মৎস্ত জন্মে, তন্মধ্যে মহাশীর মৎস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাক্সালার সীমান্তস্থ হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পূর্বে এই স্থান পর্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম “বারখণ্ড” আজিও সেই স্থাপনসমুল্ল বিজন অরণ্যপ্রদেশের পরিচয় দিতেছে। সেই বিজন বনবাসে বাক্সালার আদিম অধিবাসী মুণ্ডগণ ও পরে ওরাওনগণ বহুপূর্বকাল হইতে বাস করিতেছে। এই দুইটা জাতি একস্থানে বহুকাল আবদ্ধ থাকিলেও পরস্পরে বিবাহাদি যৌবনসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। পরস্পরে জাতীয় পার্থক্য রক্ষাপূর্বক আজিও স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের উভয়েরই শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মণ্ডলের প্রবর্তিত “পর্হী” প্রথায় ইহারা এক একটা গ্রামকর্তা বা সর্দারের অধীনে থাকিয়া তাহারই আদেশ পালনপূর্বক রাজনৈয়ম রক্ষা করিতে বাধ্য।

বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্বকাল হইতে এই বনান্তরাল প্রদেশে পার্শ্বভাগে অনাধ্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে বেঞ্চা-বিহারী হইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের এই নৈসর্গিক শাস্তিসুখ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহাদিগকে শাসনশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্শ্ববর্তী রাজসম্রাজ্যকে রাজসম্রাজ্য দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল সামাজিকতায় পদার্পণ করিতে চাহে না। তাহারা আনন্দরূপে বনবিহঙ্গমের জায় ইত্যন্তত: বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং কুটীর বাঁধিয়া একত্র এক একটা গ্রামে দগ্ধ হইয়া বাস করিত। গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের আদেশ বা পরামর্শানুসারে দূরস্থ কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কাজের হইত না। তীর ধনুক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত।

অনাথ গ্রাম্য দলপতিগণ কাণে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামন্ত-রাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের অধীনে ক্রমশ: অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা রাজসম্রাজ্য সংগঠন করিয়াছে। ঐ সকল গ্রাম্য দলপতির মধ্যে যাহারা দলবল লইয়া পর্বতকক্ষস্থ ঘাটী বা গমনপথ শত্রুর আগমন হইতে রক্ষা করিত, তাহারা ঘাটবাল বা সর্দার নামে পরিচিত।

ঐ সকল সর্দারেরা এখন স্বদেশে ও স্বসমাজে পূর্ববৎ পূজ্য। তথার ইংরাজরাজের প্রশাসন বিঘ্নিত হইলেও, যুগ্ম বা ওরাওন-নেতৃগণের কর্তৃত্বের বিশেষ কিছুই বর্জিতা ঘটে নাই। তবে ইংরাজরাজকে বাস করিয়া আর তাহার পূর্ববৎ রণজয়ে অথবা লুণ্ঠন দ্বারা লব্ধ বন্দীকে শৃংখলিত হওয়া, ও অমানুষিক মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের কঠোর শাসনে তাহার এখন শাস্ত শিষ্ট।

অনুমান ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে যোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে যোগল-সেন্ত কোজা (আসল ছোট নাগপুর) অধিকার করে। ঐ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিজয় এবং হীরকপ্রাপ্তির সংবাদে দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপর্যুপরি পালাদৌ আক্রমণ করিলে বিকলমানোরথ হন, অবশেষে শেখোক্ত বর্ষে লাউদ খাঁ পালাদৌ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ঐ দুর্গ মধ্যে ৩০ × ১২ কিটু আয়তন একখানি স্তূপস্থ চিত্রপটে তাঁহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার অঙ্কন-পরিপাট্য সাধারণের দোখবার জিনিষ।

লাউদ কর্তৃক পালাদৌ দুর্গ-জয়ের পর হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে আর ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। শেখোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামন্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র জয়রাম রায় গদীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজ্যস্থ সমস্তাণ্ড করিয়া জয়রাম একটা ক্ষুদ্রযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। তদনন্তর তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত নেগ্রা নামক স্থানে আসিয়া তথাকার কাছনগো উদ্বল্লভ রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্বল্লভ রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত রাজা রণজিৎ রায়ের পৌত্র গোপাল রায়কে পাটনার আনিয়াছিলেন, পরে তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইয়া তথাকার ইংরাজ এজেন্ট কাপ্তেন কার্ণারের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পালাদৌ-রাজের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কাছনগোর প্রার্থনার কাপ্তেন কার্ণার গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেন্টের পক্ষে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি তৎকালীন পালাদৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের সশস্ত্র দ্বিরা ভ্রমশে পরিচাল্য করেন। তদবধি পালাদৌ বিভাগ ইংরাজাধিকৃত রামগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে,

কাছনগো উদ্বল্লভ রায়ের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অপরাধে বিশ্বাসযাতক গোপাল রায় কারারুদ্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, পাটনামগরে গোপালরায়ের মৃত্যু ঘটে; ঐ বৎসরই রাজা বসন্তরায় পরলোকগত হইলে চুড়ামণি রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঞ্জালাল জড়িত হইয়া পড়েন। তৎকাল বাকী খাজনার দাবিতে পালাদৌ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট রাজস্ব বাবত উহা স্বয়ং খরিদ করেন।

গয়াজেলার অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা কতেনারায়ণ সিংহের সাহায্যলাভে উপরুদ্ধ হইয়া ইংরাজগবর্ণমেন্ট প্রত্যাপকার ও পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পালাদৌ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজা কতেনারায়ণ লুণ্ঠনাল রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্বক মানা অত্যাচার করিয়া প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিলে প্রজাবর্গ তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেন্ট দানপত্রের সত্ত্ব রহিত করিয়া ঐ সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন এবং রাজাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহার বেহারস্থ সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ৩ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব কমাইয়া দেন।

ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে আসিবার পর, পালাদৌ শাস্ত্যাবধারণ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ছোট নাগপুরে কোল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে “চুয়াড় বিদ্রোহ” নামে খ্যাত। ছোট নাগপুরের মহারাজের আত্মীয় ও অনুচর-গণের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের কারণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইংরাজের যত্নে উহা থামিয়া যায়। [মানকুম দেখ।]

এই ভীষণ বিদ্রোহে কোলগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা প্রশমিত হয় নাই। বহু-সংখ্য গ্রাম লুণ্ঠিত ও দগ্ধ এবং নররক্তে কলুষিত হইবার পর গজানারায়ণ প্রভৃতি দম্ভদলনেতা ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেও আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ উদ্বল্লভ পাদবিক্ষেপে এখানকার পার্কৃত্য প্রদেশ আপোড়িত করিলেও পালাদৌ বিভাগের কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এই বিদ্রোহের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাসনবিভাগীয় যে সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা হাজারিবাগ জেলার বিষয়ী মধ্যে বিবৃত হইল। [হাজারিবাগ দেখ।]

উপরোক্ত চুয়াড়-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই চেরো ও খরবার আতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অবিলম্বে তাহা থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার আতি স্থানীয় রাজপুত্র ভূমাবিকারীর বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়।

ভোগ্যভরণ এই বিদ্রোহে যোগদান করার ক্রমশঃ তাহারের বল বল, দুই হইতে থাকে। ঐ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাবল পালানো নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া তথাকার রাজস্বেরী ভূম্যধিকারী নীলাধর সিং ও শীতাধর সিংহের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ফুলে; ২৬ সংখ্যক মাস্তাক পৰ্য্যন্তিক দল এবং রামগড়ের কাকতালি কাকতাল সেনার সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। লাভ বারওরা দুর্গ সময়ে বিদ্রোহিদের পরাজিত হইলে নীলাধর ও শীতাধর বদলিতে কারাগারে প্রেরিত হন, অবশেষে ইংরাজসরকারের বিচারে তাঁহাদের ফাঁসি হয়।

এই পর্য্যন্তময় জেলার সর্বসমেত ৪টা নগর ও ১২১২৬ খানি গ্রাম আছে। আদমশুমারির তালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানে প্রায় ১৬০ লক্ষ পোকের বাস। ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে আদিম কোল ও ওয়াওনদিগের সংখ্যাই অধিক। তদ্বিধে হিন্দুধর্মাবলম্বী ও অর্ধ সভ্য ছুঁইয়া, খরবার, দোবান, গৌড় প্রভৃতিকে গণনা করা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে অনেকেই খুঁইধর্মের আলোক লাভ করিয়া সভ্যতা লোপানে আরম্ভ হইতেছে। খুঁতা বা ওয়াওনদিগের মধ্যে অনেকে খুঁইধর্মের বীজ গ্রহণ না করিলেও তদ্বাৎসব-তৎপর হইয়া আপনাদিগকে খুঁতান বলিয়া অভিহিত করিতে কুন্তিত হয় না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাউরিয়াবাসী গ্রোসনার সর্ব-প্রথমে এখানে খুঁইধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। তাহার পর ক্রমশঃ দুরারণ ইভাংলিকান মিসন ও চার্চ অব ইংলণ্ড মিসন পরস্পরে খুঁইধর্মের মাহাত্ম্যবিত্তারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোহারডাঙ্গা নগরে এখানকার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তাহা রাঁচিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রাঁচিনগরের দক্ষিণে ধোয়ালার গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটি জা থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। রাঁচি নগরের ২ মাইল পূর্বে ছুট্টা নামক গড়গ্রাম, ঐ গ্রামের নামে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালানো উপবিভাগের বিচার সদর ডাউনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীর-বর্তী একুয়া নগর বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। রাঁচি নগরে মিউনিসিপালিটি থাকায় স্থানীয় বাহ্য উন্নয়নের বর্ধিত হইতেছে। লোহারডাঙ্গা, গড়বা ও ধোয়ালার একএকটি চৌকি আছে।

রাঁচি নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত জগন্নাথপুর গ্রামে একটি গড়শৈলের বিরোধে একটি সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা পূর্বাধামব জগন্নাথসেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ প্রাণীতে গঠিত। হোইসা গ্রাম এক সময়ে

বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ছোট নাগপুর রাজবংশের পূর্বজন রাজগণ এখানে বাস করিতেন। ডিল্লী গ্রামে ছোট নাগপুর রাজবংশের অন্ততম শাখা ও তাঁহাদের উপাধিধারী সামন্ত রাজগণের বাস ছিল। আজিও তথার তাঁহাদের নির্মিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাহুট্ট গ্রাম। এখানে মুণ্ডাদিগের একটি বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান দেখা যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুট্টা গ্রামে ও ডাউনগঞ্জ নগরে বৎসরে দুইটা মেলা হয়।

এখানে প্রধানতঃ গম, বব, মজা, কাউনিধানা, মটর, ছোলা ও অন্যান্য তৈলকর শস্য, ধাতু, পাণ, তুলা, ভামাক, তিল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাস হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য রাঁচী, লোহারডাঙ্গা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বন্দু, গড়বা, নাগর, উওয়ার, সাতবারওরা ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যক্ষেত্রে আনীত হইয়া মনো হানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্বিধে এখানে গালা, রজন, ধনা, তসরের শুটী, চামড়া ও বমজ ভেব-জাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বৃন্দতে পাটপালার কারখানা আছে। পূর্বে এখানে গালা রঙেরও কারবার ছিল। এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং শিল্প ও লৌহনির্মিত পাত্রাদি নির্মাণের যথেষ্ট কারবার চলিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার সদর উপবিভাগ। ভূপরিমাপ ৭৮০৪ বর্গ-মাইল। বাসুমাং, বাগোয়া, বাসিয়া, বীর, ছোত্রিয়া, কোরবে, লোধমা, লোহারডাঙ্গা, পালকোট, শীনি, তমাক, তোরপা ও রাঁচী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২৪'৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৪৩'১৬" পূঃ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তাহা হইতে ৪১ মাইল পূর্বে রাঁচি নগরে স্থানান্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটি থাকায় এই নগরী বেশ বাহ্যিকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ মনোহর। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

লোহারী, মধ্যপ্রদেশের রাহপুর জেলার ধামডারি তহসীলের অন্তর্গত একটি ভূসম্পত্তি। ১২০ খানি গ্রাম ও ৩৬৮ বর্গমাইল ভূমি লইয়া এই বিষয় সঠিক।

ইহার পূর্বে ও পশ্চিম সীমান্ত ভাগে তেতুলা ও কর্কা নদী প্রবাহিত। এতদ্বিধে নৈলগঞ্জবাহী বহু নদী নামান শাখা প্রাণাধ এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে অসংখ্য জলাভার ঘটে না। উক্ত পর্য্যটনালয় একমাত্র রত্নপ্রস্রাব নামে খ্যাত। উহা প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। এই পর্য্যটনপ্রিয় স্থান এখানে

সেগুণ, বীজ, শাল, মহরা ও কুম্ভ বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেগুণ কাঠ কাটরা নষ্ট হওয়ার অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়া গৌড়গণ বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। বজারাগণ এখানে আসিয়া শণ ও তুলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ গালাই হইয়া থাকে। এখানকার অধিকারী গৌড় জাতীয় রত্নপুররাজের অধীনে বৃহৎ-বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করার এই বংশের কোন রাজা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। লোহারাগণও গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এখানে গবর্নেন্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, জমিদারের স্বাধারে রক্ষিত খানা ও সাধারণের বায়ু-সেবার্থ স্কুলের উদ্ভান আছে।

লোহার সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অন্তর্গত একটি ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১১৭ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব সময়ে ৮৫ খানি গ্রাম ও আর ৫১০ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের অজস্রাবৃত নিম্ন প্রদেশ গহীয়া এই জমিদারীর অধিকাংশস্থান গঠিত। প্রসিদ্ধ ও পণ্ডারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূম্যধিকারীদের কুটুম্বিতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্বরা। এখানে মানারূপ শস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহার-সাহসপুর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান।

লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটি জলপ্রপাত। অক্ষা° ৩৭°৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৪' পূঃ। কএকটি পরস্পরভিন্ন ভীমবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল জলরাশি ভাগীরথী বঙ্গে আসিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। এখানে ভাগীরথী-তীরে একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত নদীতীরস্থ রাস্তার ধারে ৬টা হড়ির কোলা সেতু আছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮২ ফিট উচ্চ।

লোহারু, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় ভদ্রাবধানে পরিচালিত একটি শ্রেষ্ঠ সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ৩৮°২১'৩০" হইতে ৩৮°৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২২' হইতে ৭৫°৫৭' পূঃ মধ্য। আশ্রয় বঙ্গ বা নামক একজন মোগল এই রাজবংশের প্রভিত্তা। ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আশাবারাজের দূত বরুণ ইরাজ সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট সিদ্দা পরামর্শের রাজকীয় সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রস্তাব দীক্ষা করিয়া যান। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আশাবারমতির নিকট হইতে লোহারু জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক হৃদয় হৃদয়ে তাঁহাকে কিরোজপুর পরগণার শাসনভার সমর্পণ করেন। ইরাজের সহিত সন্ধি অহুসারে ইনি বিবাল রক্ষাপূর্বক হুজুর্গে গাছা করিতে প্রতিক্রম থাকেন।

আশ্রয়ের বৃত্তা হইলে কোঠ পুরে লামন্ উদীন্ বা শিউ-সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে টেসিডেন্ট মিঃ ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দিল্লীমগরে তাঁহার প্রাপণও হয়। ইরাজরাজ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া কিরোজপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত করেন। অবশেষে আদীন উদীন্ বা ও জিরাউদীন্ বা নামক সামসউদীনের অপর দুই ভ্রাতাকে লোহারু সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিরোধের সময় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে বাস করিতে ছিলেন। বিরোধীকর্তৃক দিল্লী অবরোধকালে ইরাজপ্রতি-নিষিগণ তাঁহাদের উপর কড়া পাহারা দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিরোধে বোগদান না করার ইরাজ গবর্নেন্ট বিরোধে থামিলে পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় রাজপদ ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আদীন উদীনের বৃত্তা হয়। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র আলা উদীন্ লোহারু নবাবী মসনদে আরোহণ করেন। পূর্বে ইরাজরাজের বন্দোবস্ত অহু-সারে আদীনের ভ্রাতা জিরা উদীন্ সহকারী নবাব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইরাজরাজের নির্দিষ্ট ১৮০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইরাজ গবর্নেন্টের বিশ্বাসভাজন হওয়ার এবং ইরাজরাজের আত্মগত স্বীকার করার, ভারত গবর্নেন্ট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদীন্কে নবাব উপাধি ও বক্তব্যগ্রহণের অধিকার দান করিয়া একখানি সনদ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজা ঝগড়ালে জড়িত হইয়া পড়ার সম্পত্তিরকার জন্ত ১২ বৎসরে শোধ করিবার মিয়াদে স্থানীয় গবর্নেন্টের নিকট ঝগ প্রেণ করেন। এই সময়ে লোহারু রাজ্যের পরিচালনভার আলাউদীনের পুত্রের হস্তে জ্ঞত হয় এবং নবাব আলাউদীন্ অন্ততম সামন্ত জিরাউদীনের জায় বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা মাসহরা পান। এই সম্পত্তির ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৫৪টা গ্রাম আছে।

লোহারু নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। গুরগাঁও জেলার ককখনগরে এখানকার নবাবগণ আরই বাস করেন।

লোহারগি (স্ট্রী) লোহারু অর্গলদিব। তীর্থ বিশেষ। বরাহ-পুরাণে এই তীর্থনাহাঙ্ক বর্ণিত আছে।

“তত্তঃ সিদ্ধবটে গচ্ছা ক্রিশদ্রোজমহুভুতা।

ব্রহ্মন্যো বরাহোহে বিবস্ত্য সনাত্রিতন্।

তত্ত লোহার্গং নাম নিবাসো মে বিদ্যতে।

৪ ভাঃ পঞ্চশাঃ যত্র সবভ্যঃ পঞ্চবোজনবৃঃ”

(বরাহপুর লোহার্গনামহাঙ্ক)

২ লোহার্গল



লোহান্নর (পুং) অন্নরভেদ। লোহান্নর-মাহাশ্বে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

লোহি (স্ত্রী) বেতটম্বণ। (রাজনি°)

লোহিকা (স্ত্রী) লোহমস্ত্যভেতি লোহ-ঠন। লোহপাত্র।  
পর্যায়—থরসেনি, থরপাত্র। (ত্রিকা°)

লোহিত (স্ত্রী) কৃষ্ণতে ইতি কৃহ (কৃহেরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।২৪)  
ইতি ইতন্ রক্ত লক্ষণ। ১ রক্তগোশীর্ষ। ২ কুছুম। ৩ রক্তচন্দন।  
৪ পদ্মজ, পিতল। ৫ হরিচন্দন। ৬ তৃণকুছুম। ৭ কুধির।  
“নান্দ্রু সূত্রং পুরীষং বা জীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।

অমেধালিপ্তমজ্জা লোহিতং বা বিবাণি বা।” (মহু ৪।৫৬)

৮ যুদ্ধ। (হেম) ৯ সরোবর বিশেষ। (মৎস্তপু ১২০।১২)

১০ মাণিকা।

“মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্ত্যাক্ষোণরত্নঞ্চ লোহিতং।” (ভাবপ্র°)

(পুং) ১০ নদবিশেষ। ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা।

[ লোহিত্য দেখ। ]

১১ সাগর বিশেষ। এই সাগরের জল রক্তবর্ণ, এইজন্ত ইহার নাম লোহিত সাগর।

“ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।

গন্ধা প্রেক্ষত তাকৈব বৃহতীং কুটশাশ্বলীম্।” (রামায়ণ ৪।৪০।৩২)

এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত বনপর্ব) ১২ ভোম।

(বৃহৎসংহিতা ৬।৮) ১৩ রক্তবর্ণ। (মেদিনী) ১৪ রোহিত-

মন্ত্র। ১৫ যুগবিশেষ। (শকরসং) ১৬ সর্পভেদ।

“বাহুকিন্তককশ্চৈব নাগৈশ্চরাবণস্তথা।

কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চৈব চ বীর্ঘবান্।” (ভারত ২।২।৮)

১৭ সুরভেদ। ষাটশ মনন্তরের দেবভাভেদ। ১৮ ময়র।

(শকর°) ১৯ রক্তালু। ২০ রক্তশালি।

“যষ্টিকা যবগোধূমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।

মুলশাটকী ময়ূরাস্ত ধাত্তেযু প্রবরাঃ স্তথাঃ।” (সুশ্রুত ১।৪৬)

২১ বলভেদ। (হেম) ২২ পর্বতবিশেষ। (মৎস্তপু°

১২০।১১) ২৩ কুলদীপহ বর্ষভেদ। (মৎস্তপু° ১২১।৬৫) ২৪

চক্ষুরোগ বিশেষ। (শাল্ধরসং ১।৬।৮৭) ২৩ নাগভেদ। (ত্রি°)

২৫ রক্তবর্ণ যুক্ত।

“লোহিতান্ বৃক্ষনির্বাণান্ ব্রশ্চনপ্রভবান্তথা।” (মহু ৫।৬)

২৬ হ্রদবিশেষ। (হরিবংশ)

লোহিতক (স্ত্রী) লোহিতনিষ ইবার্ধে কন্। ১ রীতি। ২

কান্ত। (রাজনি°) (পুং) লোহিত এব ঋর্ধে কন্। ৩ মজল-

গ্রহ। ৪ পদ্মরাগমণি।

“নয়নেষু লোহিতকনির্ধিতা কুঃ

শিতবস্ত্রস্নিহিরিতীকৃতান্তরাঃ।” (মাঘ ১৩।৫২)

৩ ধাত্তভেদ। ৪ বৌদ্ধত্বপভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-  
সিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

লোহিতকল্মাষ (ত্রি) লালবর্ণ চিহ্ন (ছাপ) যুক্ত।

লোহিতকূট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্বত-  
সামুদ্রেশ্ব স্থান। (হরিবংশ)

লোহিতকৃষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণাত লালবর্ণ। গাঢ়লাল। (খেতাম-  
তর উপ° ৪।৫) উক্ত গ্রন্থে “লোহিত শুক্লকৃষ্ণা” শব্দে মিশ্র  
বর্ণের উল্লেখ আছে।

লোহিতক্ষয় (পুং) ১ রক্তক্ষয়। রক্তাল্পতারোগ। ২ রক্তনাশ।  
৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। (সুশ্রুত)

লোহিতক্ষয়ক (ত্রি) রক্তাল্পতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী।  
(শাল্ধরসং ১।৭।১০২)

লোহিতক্ষীর (ত্রি) রক্তবর্ণ গাঢ় ছদ্মক্ষরণশীল।

(অর্থক° ১২।৯।৮)

লোহিতগঙ্গ (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ। (হরিবংশ)

‘মধ্যে লোহিতগঙ্গস্ত (সিকোঃ) প্রদেশবিশেষস্ত’ (নীলকণ্ঠ)

(অব্য) ২ যেখানে গঙ্গা লালবর্ণের দেখা যায়।

(পাণিনি ২।১।২১ ভাষ্য)

লোহিতগঙ্গক (স্ত্রী) প্রাচীন স্থানভেদ।

লোহিতগ্রীব (পুং) লোহিতং রক্তবর্ণঃ গ্রীবা যন্ত। অগ্নি।

(মার্ক°পু° ২২।৫২)

লোহিতচন্দন (স্ত্রী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুছুম। জাফ-  
রান্ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচন্দন।

“পরিভ্রমন্ লোহিতচন্দনোচিতঃ

পদাতিরত্নগিরিরেণুকংসিতঃ।” (কিরাতার্জুনীয় ১।৩৪)

লোহিতজঙ্ঘু (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (আশ্বশ্রী° ১২।১৪)

লোহিতত্ব (স্ত্রী) ১ লোহিতের ভাব বা ধর্ম। ২ লোহিতবর্ণ।

লোহিতধ্বজ (ত্রি) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উত্তোগপর্ব)  
(পুং) ২ সম্ভ্রমার ভেদ। ৩ পুং। (পা ৫।৩।১১২)

লোহিতপাদদেশ (পুং) দেশভেদ।

লোহিতপুর (পুং) নগরভেদ।

লোহিপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তপিত্তরোগী। (সুশ্রুত)

\*লোহিপুষ্প (ত্রি) লালবর্ণ পুষ্পধারী, রক্ত কুহুমসমবৃত্ত।

লোহিতপুষ্পক (পুং) লোহিতং পুষ্পমন্ত কপ্। দাড়িম-  
বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

লোহিতমুক্তি [যুক্ত] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহিতমৃত্তিকা (স্ত্রী) লোহিতা মৃত্তিকা। ১ গৈরিক, গিরি-  
মাটি। (রত্নমালা) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাক্ষমাটি।

লোহিতরাগ (পুং) লালরঙ।



লোহিতবৎ (ত্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত বৃত্ত। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫১২।২)

লোহিতবাসস্ (ত্রি) রক্তবর্ণ বস্ত্রবৃত্ত।

“অমৃতা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।” (অথর্ব ১।১৭।১)

‘লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রাঃ। লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ।

যদা লোহিতস্ত রুদ্রিয়স্ত নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছাদনে, বস

নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্ততরম্যাৎ বসোণৎ (ঊপ্ ৪।২১৭)

ইতি ঔপানিকঃ অম্বনপ্রত্যয়ঃ। তস্ত পিষ্ডাভ্যাং উপধা-

বৃদ্ধিঃ।’ (ভাষ্য)

লোহিতশতপত্র (ক্ৰী) রক্তোৎপল। লাল পদ্ম।

(ভাগবত ৫।২৪।১০)

লোহিতশবল (ত্রি) লালবর্ণের চিহ্ন বা ছাপযুক্ত।

লোহিতসারঙ্গ (ত্রি) লাল বিন্দুবিশিষ্ট (শতপথব্রা ৩।৩৪।২৩)

লোহিতা (ক্ৰী) লোহিত-দ্বিয়াং টাপ্। ১ ক্রোধাদিক্রম

রক্তবর্ণা। (জটাধর) ২ বরাহক্রান্তা। (শবচ) ৩ রক্ত-

পুনর্বা। (রাজনি) ৪ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্ষিণী যন্ত (সকথ্যাক্ষো:

ব্রাহ্মাং ঘচ্)। ১ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ২ কোকিল। (শবচ)

৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশাভেদ। যুধিষ্ঠির বৈদূর্য ও কাঞ্চনময়

কৃষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রভৃত করিয়াছিলেন। (ভারত ৪।১।২২)

৪ সর্পভেদ। (সুশ্রুত) ৫ স্কন্দাশ্বতর ভেদ (ভারত ৯ পর্ব)

৬ ঋষিভেদ। (আষাং শ্রৌ ১২।১৪) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।

“যথা স্মৃতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা

পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুরাত্নাং।” (ভারত ১।৫৬।৬)

লোহিতাক্ষী (ক্ৰী) লোহিতাক্ষ-দ্বিয়াং ভীপ্। ১ রক্তলোচনা।

২ স্কন্দাশ্বতর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য পর্ব) ৩ জাম্বুসন্ধি ও বাহ-

সন্ধি (কহুই) হিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (ক্ৰী) ৪ জাম্বু ও

বাহুর সন্ধি-স্থান। (সুশ্রুত)

লোহিতাগিরি (পুং) পর্বতভেদ। (পা ৬।৩।১১৭)

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতং অক্ষং বৃত্ত। ১ মঙ্গলগ্রহ।

(হরিবংশ ২২৮।১২) ২ কম্পিদকবৃত্ত। (রাজনি)

লোহিতানন (পুং) লোহিতমাননং মুখং যন্ত। ১ নকুল।

(রাজনি) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মুখ।

লোহিতামুখী (ক্ৰী) অস্ত্রভেদ। (গৌ. রামা ১।৩০।৯)

লোহিতায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ, লোহিতের

গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী) হরিকেশে ‘লোহিতায়ন-

পুত্ৰাচ্’ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

লোহিতায়নি (ক্ৰী) লোহিতায়নত গোত্রাপত্যঃ ক্ৰী। লোহি-

তায়নের বংশোদ্ভবা। সম্ভবতঃ লোহিতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ।

“লোহিতোদ্ভবঃ কস্তা ধাত্রী স্কন্দত সা স্মৃতা।

লোহিতায়নিরিত্যেব কথ্যে সা হি পূজ্যতে।” (ভারতবনপর্ব)

লোহিতায়স্ (ক্ৰী) লোহিতময়ঃ। তাম্র। (ত্রিকা)

লোহিতায়স্ (ক্ৰী) লোহিতং আয়সম্। ১ রক্তবর্ণ লোহ-

জাতি। (মুদ্রবোধ ব্যাকরণ) ২ তাম্র। (ত্রি) ৩ তাম্রনির্মিত

(পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ব্রা ১।৫।৬।৫)

লোহিতার্ণ (পুং) স্ততপৃষ্ঠের পুত্রভেদ। (ভাগ ৫।২০।২১)

লোহিতাঙ্গ (ত্রি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুদ্রিয়ার্জ। (রামা ৬।২।৫৯)

লোহিতার্শ্ব (ক্ৰী) চক্ষুগোলকের পার্শ্ববর্তী যেত স্বকের

উপরভাগে সে রক্তগুটিকা বা ক্ষীতি উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত)

লোহিতাবভাস (ত্রি) রক্তাভ। (সুশ্রুত)

লোহিতাশোক (পুং) রক্তাশোক। লালবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট

অশোকবৃক্ষ। (কথাসরিংসাং ১০।৪।১১)

লোহিতাশ্ব (ত্রি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী।

লোহিতাস্ত্র (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ।

(অথর্ব ৮।৬।১২) ‘লোহিতাস্ত্রান্ সর্করা নবমাংসভক্ষণেন

লোহিতোপেতমুখান্ লোহিতবর্ণমুখান্।’ (ভাষ্য)

লোহিতাহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুক্রযজুঃ ২৪।৩১)

লোহিতিকা (ক্ৰী) রক্তবহা নাকী।

লোহিতমন্ (পুং) লোহিতা। লালবর্ণ। (শাখা ১।৮।১১)

লোহিতীভূত (ত্রি) রক্তবর্ণতাপ্রাপ্ত।

লোহিতেক্ষণা (ক্ৰী) রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা।

লোহিতৈত (ত্রি) রোহিতৈতত, লালচিহ্নবিগ্নিষ্ট।

লোহিতোৎপল (ক্ৰী) রক্তপদ্ম। (ভাগবত ৩।২৩।৪৮)

লোহিতোদ (ত্রি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদক-

যুক্ত। রক্তবর্ণ জলবিগ্নিষ্ট। (রামা ৪।৪৪।৬৫) ২ রক্ত।

(পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নরকভেদ।

লোহিতোর্ণ (ত্রি) লোহিতানি উর্ণানি যন্মিন্। লালবর্ণ উর্ণা-

বিগ্নিষ্ট। (শুক্রযজুঃ ২৪।৪) ‘লোহিতোর্ণী রক্তলোমবর্তী (বেদদীপ)

লোহিত্য (পুং) লোহিত-ব্যঞ্। ১ ধাত্ত বিশেষ। (হেম)

২ ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ) ৩ ব্রহ্মপুত্রনদ। [লোহিত দেখ।]

৪ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামা ২।৭।১।৫) দ্বিয়াং টাপ্।

লোহিত্যা—স্বর্গস্থ দেবীমূর্তিভেদ। “লোহিত্যা জনমাতা”

(হরিবংশ)। ‘লোহিত্যায়নমাতা’ এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

৫ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)।

লোহিত্যায়নমাতৃ (ক্ৰী) দেবীভেদ। “লোহিত্যা জনমাতা।”

লোহিনিকা (ক্ৰী) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [লোহিতক দেখ।]

লোহিনী (ক্ৰী) লোহিতা- (বর্ণাধুহুবাভাদিহি। পা ৪।১।৩৯)

ইতি ভীপ্। তকারন্ত নকারাদেশচ। ১ রক্তবর্ণা ক্ৰী। ক্রোধে

রক্তবর্ণা রমণী।

“সৌহিণী সৌহিত্য রক্তা সৌহিনী সৌহিত্য চ সাঃ” (জটায়ু)  
 লৌহিনীক (স্ত্রী) রক্তবর্ণ বীণাবিশিষ্টা। (তৈত্তিরীয়ব্রাঃ ২।১।১০২)  
 লৌহিত্য (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। (এবরাধ্যায়)  
 সম্ভবতঃ ইহা সৌহিত্যের প্রামাণিক পাঠ।

লৌহোত্তম (স্ত্রী) লৌহেয় সর্পভৈরবসেব উত্তম। বর্ণ। (হেম)  
 লৌকাক (পুং) ধর্মশাস্ত্রভেদ। পানিনি ৬।২।৩৭ শূত্রের  
 কার্ত্তিকোপনিগণে “কৌশুম লৌকাকঃ” শব্দে শাখা বিশেষের  
 উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌকায়তিক (পুং) লৌকারতরহীতে বেদ বা লৌকারত-  
 (জহৃৎধাষিহ্যাক্ষাৎ ১ক্। পা ৪।২।৬০) ১ তাত্ত্বিকভেদ।

“কশির লৌকারতিকান্ ব্রাহ্মণ্যুপসেবসে।

অনর্থকুলশা হেতে মুঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ” (রামাঃ ২।১০২২৯)

২ চার্বাকশাস্ত্রভেদ। লৌকারতং বেত্তি ইত্যর্থে কিক্  
 প্রত্যয়েন নিশ্চয়োহয়ম্। [লৌকারতিকং দেখ।]

লৌকিক (ত্রি) লোকে বিমিতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোক-  
 বেত্তি বা। লোক-১ক্। লোকব্যবহারসিদ্ধ।

“বৈদিকা লৌকিকক্লেচ্চ যে যথোক্তান্তর্থেব তে।

নির্গোষ্ঠার্থস্ত বিজ্ঞেয়া লোকাভেদমসংগ্রহঃ”

(কলাপব্যাকরণ সম্বন্ধিত্তি)

দ্রষ্টব্যোহমতে,—লৌকার হিত ইত্যর্থে চ ১ক্-প্রত্যয়-  
 নিশ্চয়ঃ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থিব বা লোকাচার সম্বন্ধীয়  
 বুঝায়, ইহা বৈদিক আর্থ বা শাস্ত্রীয় হইতে ভিন্ন।

২ কান্দীরের অঙ্গভেদ। (রাজতরং ১।৫২) [কান্দীর দেখ।]

৩ ভায়ভেদ। ত্রিয়ার উপ।

লৌকিকজ্ঞান (স্ত্রী) শাস্ত্রাদিজ্ঞান। (কুল্লুক) মেধাতিথি  
 লিখিয়াছেন—“লোকে তবঃ লৌকিকং লোকাচারশিক্ষণমথবা  
 গীতব্যদ্বিত্বকলানান্য জ্ঞানং বাৎস্তায়নবিশাধিকলাবিসমগ্রজ্ঞানং বা।”

(মহু ২।১১৭ ভাষ্য)

লৌকিকতা (স্ত্রী) লৌকিকতা ভাবঃ। লৌকিক-ভল্ টাপ্।  
 ১ লোকব্যবহারশিক্ষণ। ২ শিষ্টাচার (কুরিগ্রন্থোগ) আদ্যীর  
 স্বজন মধ্যে সামাজিক কার্যবিশেষে বস্ত্র শিষ্টাচার উপঢৌকনের  
 পরম্পরের আদান প্রদান। চলিত কথায় ইহাকে “লোকলৌকতা  
 বা লৌকিকতা” বলা হইয়া থাকে।

লৌকিকত্ব (স্ত্রী) লৌকিকতা। লোকপ্রসিদ্ধত্ব।

“পারিদিত্যলৌকিকত্বাৎ সাম্ভার্যতয়া তথা।

অজ্জকার্যত রক্তাধেরুধোথোম রসোভবৎ ৪” (সাহিত্যধঃ ৪২)

লৌকিকবিষয়বিচার (পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের  
 বীমাংসা বা বাণিজ্যব্যয়।

লৌকিকায়ি (পুং) লৌকিকোচ্চয়িঃ। অসংকুত অয়ি।

“ন পৈত্র্যবজ্জিহ্নে হোমো লৌকিকেহুদৌ বিধীয়তে।” মহু ৩।২৮২।

‘লৌকিকে শ্রোতম্ভার্তব্যতিরিকার্যো শাস্ত্রেণ বিধীয়তে।

তন্মাৎ ন লৌকিকার্যাবধৌকরণহোমঃ কৰ্তব্যঃ।’ (কুল্লুক)

লৌকিকাচার (স্ত্রী) ১ লোকাচার। ২ কুলাচার।

লৌকিকী (স্ত্রী) ১ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা। ২ প্রখ্যাতা।

“তস্মিন্ যুক্ততৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী” মহু ৩।১৩৭।

লৌকিকীয়াত্রা (স্ত্রী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি  
 সাংসারিক কার্য।

“শারদস্ত প্রদানঞ্চ বাত্রা চৈব হি লৌকিকী” (মহু ১।১।৮৫)

‘লৌকিকীয়াত্রা সত্ততয়োঃ কুলশপ্রদাদিকা বিবাহাদৌ নৈমিত্তে

গৃহানয়নং ভোজনক্ষেত্রেত্যবাদি।’ (মেধাতিথি)

লৌক্য (ত্রি) লোকভব ইতি ব্যঞ্। ১ লোকসম্বন্ধীয়। ২ পার্থিব।

৩ সাধারণ। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। (শাখাঃ ব্রাঃ ১৫।১।৭২)

লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক  
 আচার্যভেদ। ইনি ধর্মহৃত্যপ্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার  
 শিষ্যসম্প্রদায় তন্মামক স্বতন্ত্র শাখাধারী বলিয়া কথিত।

“লৌগাক্ষির্মাসলিঃ কুল্যঃ কুলীদঃ কুলিরেব চ।

পৌল্লিগিশিচা জগৃহঃ সংহিতান্তে শতং শতম্” (ভাগঃ ১২।৬।১৯)

কাত্যায়ন শ্রোতহৃত্যে (১।৬।২৪) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে।

আর্ষাধ্যায়, উপনয়নতন্ত্র, কাঠকগৃহহৃত্য, এবরাধ্যায় ও শ্রোক-  
 তর্পণ নামক কথখানি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠিনসী,  
 বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাদ্রি লৌগাক্ষি স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসাশাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

ইহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

লৌড়, উদ্ভাদ। ভাদ্রি পরম্। লোড়, রোড়। চতুর্দশ  
 স্বরী। লট লোড়তি, লোডতি, লোটতি। ল্ল অল্ললোড়ৎ।

লৌপ্ল (স্ত্রী) সামভেদ।

লৌম (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়। লোমজাত।

লৌমকায়ন (ত্রি) লৌমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ)

লৌমকায়নি (পুং) লৌমকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৫৪ তিকাদিগণ)

লৌমকীয় (ত্রি) লৌমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ কৃশাধাদিগণ)

লৌমন্ড (ত্রি) রৌমণ্য। রৌমবহুল। (পা ৪।২।৮০ সক্তাধাদিগণ)

লৌমশীয় (ত্রি) লৌমশসম্বৃত্ত। ২ লৌমশসম্পর্কীয়।

(পা ৪।২।৮০ কৃশাধাদি)

লৌমহর্ষণক (ত্রি) লৌমহর্ষণকৃত (সংহিতা)।

লৌমহর্ষণি (পুং) লৌমহর্ষণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১।৫)

লৌমায়ন (ত্রি) লৌম সম্বন্ধীয়, রৌমবহুল। রৌমায়ণ। (পা

৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ) (পুং) লৌমনের গোত্রাপত্য। লৌমায়ন।

এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত। (পা ৪।১।৯৬ কুল্লাদিগণ)

লৌমায়ত্ত (পুং) লোমনের বংশধর মাত্র।

লৌমি (পুং) লোমের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৬ বাহ্যদিশপ)

লৌলাহ প্রাচীন স্থানভেদ। (রাজতর ৭।১২৫২)

লৌলিক, একজন প্রাচীন কবি।

লৌল্য (স্ত্রী) লোলন্ত ভাব। ১ চাকলা, অধিরতা। ২ অহরিষ, লোপস। “ধর্মলৌল্যেন সংযুতাঃ” (হরিবংশ) ‘ধর্মলৌপেন’ নীলকণ্ঠ। ৩ ইচ্ছা, কলম্পূহা। ৪ দৈবীল্যা। (ভাগবত ৭।১৫।১১)

লৌল্যাতা (স্ত্রী) দৈন্ততানিবন্ধন বস্ত্র বিশেষে বলবতী আকাজকা। “গৃহস্থত্র ক্রিরাভাগো ব্রতভাগো বচৌরপি।

তপবিনো গ্রামসেবা তিকোয়িত্তিকলৌল্যাতা।”

(ভাগবত ৭।১৫।৩৮)

লৌলাবৎ (ত্রি) ১ অতিশয় স্পৃহাশীল। ২ অর্থগ্ৰহী। ৩ আকাজকাযুক্ত। (কথাসরিৎসাং ২।১২০০)

লৌশ (স্ত্রী) কএক প্রকার সাম।

লৌহ (পুং) লৌহ এব। (প্রজ্ঞাতপ্প। পা° ৪।৩।১৫৪ সূত্রে রাজতামিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন)। স্থান্য-প্রসিদ্ধ লৌহ নামক ধাতু। ভূগর্ভে এই ধাতুর উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া ঔষধরূপে ইহা সেবন করিতে আরম্ভ দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারান্তে বহাবিধি গ্রহণ করিয়া অস্ত্রাস্ত্র ঔষধের বোগে পাক করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে—১ শালিষর্ষণ, ২ উত্তর্জন, ৩ অন্নভাবন, ৪ আতপশোষ, ৫ নিষেক, ৬ মারণ, ৭ দলন, ৮ ক্ষালন, ৯ সূর্যাপাক, ১০ স্থালীপাক, ১১ চূর্নন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিম্পন্ন।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহের আকর দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে যুদ্ধের বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুদায় লৌহট সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলপ্রাপ্ত। আয়ুর্বেদগ্রন্থকর্ত্ত ঋষিগণ কাষ্ঠী, পাণ্ডি, কান্ত, কালিজ ও বজ্রক নামে লৌহের পাঁচটি ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধেয় লৌহই শ্রেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলপ্রসূত হয়। ইহার গুণ—আয়ু, বল, বীৰ্য ও কামর, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রসায়ন। রক্তবর্ণ লৌহের গুণ—শোধ, শূল, অর্শঃ, কৃষ্ঠ, পাণু, প্রমেহ, বেদ ও বায়ুনাশক, বয়ঃহ্রীণ্য ও চক্ষুজ্জকারী, সারক ও শুষ্ক। শোধিত লৌহের গুণ—সর্বরোগনাশক, মরণরোধক। অনুদ্ধ লৌহের গুণ—জ্বরগণ্যোগ্য ও আয়ুর্নাশক। লৌহের জারণ ধারণাধির সক্ষম পুষ্টির বহাধানে বর্ণিত হইয়াছে।

[ রসায়ন ও লৌহ বেধা ]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং জিন্ন জিন্ন রাজ্যে এই ধাতু পৃথক পৃথক নামে পরিচিত। হিন্দী—লোহা, লোহড়; বাজালী—লোহা, লৌহ; মরাঠী—রোখণ্ড; গুজরাটী—লেবু; অমিল—ইকু; ডেলগু—ইহুম; কনাড়ী—কবিনা; মলয়ালম্—ইকুলা, ব্রহ্ম—ধান, থান; আরব—হুদি; পারস্য—আহন; শিলাপুর—বকন; ইংরাজী—Iron; লাতিন—Ferrum; ফরাসী—Fer; জার্মানী—Eisen; পর্তুগাল ও ইতালী—Ferro; স্পেন—Hierro; দিনেমার ও সুয়েডিস্—Jern; ওলন্দাজ—Jiser, Yzer; গাথ—Ain; গ্রীক—Sideros; তুর্ক—সেমির, জিমুর, শোলগু—Zelazo; রুষ—Scheleso; পর্বত—অরম্পা; মলয়—বসি, বেসি। রাসায়নিকবিদের মতে এই ধাতু মঙ্গল-গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন।

ভারতের ভূগর্ভের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পার্থিব পদার্থের সহযোগে লৌহধাতু মিশ্রভাবে বর্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত বিভিন্ন স্তরের অপরিচ্ছন্ন লৌহ (Iron ores) বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত স্বয়ং বা অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে। আবার কোম কোম স্থলে লৌহের সহিত অল্প ধাতুর সংশ্লেষ থাকে না, কেবল কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগিকরূপে এই লৌহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অশেপাকৃত হ্রদভূ পদার্থ। লৌহের বাতাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। ইহার অক্সাইড, কার্বনেট, সল্ফাইড, প্রভৃতি রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কতকগুলি অপরিচ্ছন্ন যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের পরিমাণ অস্ত্রাস্ত্র তরীর যুদ্ধিকারাদির লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএকটি বিশুদ্ধ ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

চুম্বক-প্রস্তুত বলিয়া যে স্রাবটি সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা লৌহের একটি অক্সাইড মাত্র, ইহাকে Ferroso-ferric বা Magnetio Oxide ( $Fe_2O_4$ ) বলে, ইহার অপর নাম Magnetite or magnetic iron. ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই যৌগিককে Protosanguinoxide বলা যায়। বিশুদ্ধ লৌহ-প্রাপ্তির আশায় ভারতের নান্য স্থানের লোকেরা রক্তবর্ণ বায়ুকা বিশেষ (Black sand) অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লয়। উহাতে Magnetite ও hematiferous লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত থাকে। পিরিমাটী—বৈজ্ঞানিক ভাষায় Red hematite ও

ইংরাজীতে Red ochre ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) নামে পরিচিত। ইহা Sesquioxide ও ইহাতে ৭০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। এলাবাটা বা Yellow ochre ( $2\text{Fe}_2\text{O}_3, 3\text{H}_2\text{O}$ ) রাসায়নিকের নিকট Brown haematite or Limonite নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সাধারণতঃ ৫২-৯ লৌহ বিচলমান আছে।

কার্বনেট অব্ আয়রনকে Spathic iron ore বা Siderite বলা যায়। উহাতে ৪৮-৫ ভাগ লৌহ থাকে। এই কার্বনেট বা স্পাথিক লৌহের সহিত কর্দম মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে Olay-ironstone বা Argillaceous ironstone ore বলে। Black-sand নামক ভূত্বিকাত্তর কার্বন মিশ্রিত স্পে-আয়রন স্টোন লইয়া গঠিত। Haematite শ্রেণীর অক্সিজেন বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত Ilmenite নামে আর একপ্রকার ভূত্বিক পাওয়া যায়। উহার কত-কাংশ Titanium দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার রাসায়নিকগণ উহাকে Tatiniferous iron বলিয়া থাকেন। এই সকল বৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্বত্র সমান নহে।

ভূগর্ভ-মধ্যে অতি প্রাচীনযুগের স্তরে লৌহধাতুর সংস্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু সাধারণে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা এই ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং কোন্ সুপণ্ডিত ইহার ব্যবহারেরপন্থাগীতা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আর্ধ্য-হিন্দুগণের সর্বপ্রাচীন ঋক্সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আর্ধ্য-ঋষিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্মলীকরণবিধি ( ঋক্ ৪।২।১৭), তাহার কাঠি ( ঋক্ ১।১৬৩।৯ ) এবং তীক্ষ্ণধার ( ঋক্ ৬।৩।৫ ) অবগত হইয়াছিলেন। শুক্লযজুর্বেদের “মেহরন্ড মে ভাদক মে লোহক্ মে সীলক্ মে ত্রুপ্ ৫ মে যজেন কলস্তান্ ॥” (১৮।১০) মন্ত্রাংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্ধ্যহিন্দুগণ লৌহের একান্তাধিও অবগত হইয়াছিলেন। অথর্ববেদের ৫।২৮।১ ও ১১।৩১ মন্ত্রে লৌহের উল্লেখ আছে।

বৈদিক লিখিতাদ্যুগের পর, ব্রাহ্মণ ও পুত্রযুগে লৌহের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলন হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।১।৫; কাভ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৭।৪।৩৪, ২০।৭।১, ২০।৭।৪, আশ্বলায়ন গৃহসূত্র ১।৭।২ প্রকৃতি পাঠ করিলে আরও সুরাধি ব্যবহারের নিবন্ধন পাওয়া যায়। মহাভারতের ৫।১১৪।১৬ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে বঙ্গপ্রান্ত্রিও লৌহাদি ধাতুযোগে নিষিদ্ধ হইত। তাঁহার তর ও অন্ন-যোগে লৌহপাত্র দার্কনা করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইতেন, তাহাতেই ঐ পাত্র তর বলিষ্ঠ পদ হইত। আবার

উক্ত গ্রন্থের ১।১১৬।৭ শ্লোকে লৌহপাত্রেরূপের নিষেধ বচন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আদিমযুগে লৌহকে একটা মূল্যবান ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার ( ২।১০৭ ) লৌহপিণ্ড, মহাভারতের বনপর্বে লৌহভাজন, রামায়ণে ( ১।৬০।১২ ) লৌহময় আভরণ, হুত্রেতে ( ১।২৩।২০ ) কুস্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১।১২৭।১২ ) লৌহী ( সুবর্ণাদি অষ্টধাতুময়ী )-প্রতিমা নির্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আর্ধ্য-হিন্দুগণ সর্বত্রই লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই ধাতু হইতে প্রকৃষ্ট দেবদেবী-প্রতিমা বিনির্মাণ করিয়া শিরনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীর্তির রেখামাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও ভদ্রপেকা পরবর্ত্তিযুগের কীর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়াছি। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ ( সূর্য্যস্তম্ভ ) সেই প্রাচীনকালের শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ১৫শ শতাব্দিককাল জলবায়ুর একোপ ভোগ করিয়াও উহা নষ্ট হয় নাই। [ দিল্লী দেখ। ]

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, লৌহওসমূহ কোন সময় আকাশ হইতে উৎপাতরূপে পৃথিবীকে নিপতিত হইয়াছিল, কেন না প্রাকৃতিকবাহার লৌহ বেরূপ বৌগিকভাবে অবস্থিত দেখা যায়, উদ্যম ও প্রায় তদ্রূপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে বৃতঃই অনুমান হয় যে, উহা প্রধানতঃ উৎপাত-(Meteoric origin) পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহাতে নানা অম্লের (acids) ক্ষার-(soda) রূপে পধ্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক মিশ্রিত আছে; তন্নিমিত্ত তাহাতে অস্বাদ্য ধাতু ও বিভিন্ন প্রকার ভূত্বিকার সমাবেশ থাকার সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। [ উক্ত দেখ ]

চিরপ্রসিদ্ধ এই লৌহধাতু ভারতের যে যে বিভাগের ভূত্বরে বৌগিকভাবে অবস্থিত আছে, সাধারণের অবগতির জন্ত নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল :—

#### মাত্রা-বিভাগ।

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	পরিমাণের স্থান
ত্রিবাঙ্কোর	ব্রাকমায়েটাইট ও ল্যাটেরাইট	শ্রেনকোষ্ঠা
তিব্বেবলী	ম্যাগ্নেটিক আয়রন ভাগ	বঙ্গকুলম্
মহারা	ল্যাটেরাইট	এখন হস্তাশ্রয়
পুন্ড্রকোষ্ঠি	ম্যাগ্নেটাইট	—
ত্রিচীনগরী	ফেরজিনাম্ নডিউল	—
কোরবাতোর	ব্রাক্ ভাগ	—
দীলগিরি	হিমাটাইট ও ম্যাগ্নেটাইট,	—

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	পরিমাণের হার
মলবার	ম্যাগনেটাইট ও লাটেরাইট	কর্ণনাড়, শেরনাড়, বরবনাড় এয়নাড় ও তেমেলেপুর তালুক।
সালেম *	ম্যাগনেটাইট	পোর্টো-নভো
দক্ষিণআর্কট	ইল	তিরুগমলয়, কন্নকুড়ি
উত্তর	ব্রাক-ভাও	—
চেলপৎ	ম্যাগনেটাইট ও হিমাটাইট	—
নেল্লুর	ম্যাগনেটাইট ও হিমাটাইট	—
কোড়গ	হিমাটাইট	—
কর্ণুল	ঐ	—
বেল্লারী	ঐ	—
কুকা	—	গুন্টুর, মসলীপত্তন
গোদাবরী	লাইমোনাইট ও হিমাটাইট	—

বিজাগাপটম, গজাম, অনন্তপুর ও দক্ষিণ-কানাড়ার স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

	মহিষ-রাঙ্গা	
অষ্টগ্রাম	ম্যাগনেটাইট	—
বঙ্গলুর	ব্রাক-সাও	চীনপত্তন†
নাগর	ঐ ও হিমাটাইট	বাবা-বুন, চিত্তলচুর্গ,

উপরোক্ত তিনটি বিভাগের বিভিন্ন জেলার পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কছর নামক স্থানের চতুর্দিকে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার ওত্রাণী নগরের চতুর্দিকে ও বাবাবুন গ্রামের পূর্বস্থিত শৈলপাদ-মূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। তন্নিমিত্ত এখানে ইম্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

#### হাইদরাবাদ বিভাগ

এখানে হিমাটাইট, টিটানিকেরাস সাও এবং বরদলে হরিভ্রা-বর্ষ এলামাটি ও লাল গিরিমাটিতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর জেলার প্রস্থত ধারবাড়-শৈলমালার পেরার-হুগেরী-শৈলভূমিতে ম্যাগনেটাইট লৌহেরও সংস্থান আছে। তথাকার সিংহরেণী করলার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। অনন্তগিরি, কন্নুর প্রভৃতি পরগণায় লোহা গালাই করিবার কারখানা আছে। বেলগুন্ডের অন্তর্গত কএকখানি গ্রামে ইম্পাত প্রস্তুত হয়। এখানকার কোপসমূহের ইম্পাত-

কারখানা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পক্ষাণ বৎসরের পূর্বস্থিতিত একখানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারত্বাণী গণিক-সম্রাট কোপসমূহে আসিয়া এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট ইম্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া বাইত। উহাতে দামাঙ্কালের চিরন্তন প্রসিদ্ধ তরবারির কলক প্রস্তুত হইত। ঐ ইম্পাত সাধারণতঃ মিট-পল্লীর Iron-sand এবং বিন্দুহস্তির magnetite লৌহ হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

#### \* মধ্যপ্রদেশ

বস্তার, সখলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাঘাট, ভাওরা, নাগপুর, মণ্ডল, শিওনী, হিন্দাবাড়া, নিমার, হোসদাবাদ, নয়সিংহপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, লাইমোনাইট, লাটেরাইট প্রভৃতি শ্রেণীর বৌদিক-লৌহ পর্যাপ্তভাবে বিকশিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে সখলপুরের অন্তর্গত গড়জাত-মহলসমূহে, রায়রাখোলে, রায়পুরের অন্তর্গত নতী-লোহার, বৈরাগড়, বোরার-বাধ, গড়াই, ঠাকুরতলা ও নন্দগাঁও ভূভাগে; বান্দা-জেলার মধ্যে লোহার, দেকলগাঁও, পিল্লগাঁও, গুজবাহী, ওগোলপেট, মেটাপুর ও ভানপুর এবং লোরা পর্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোয়া, দানবাই ও বোবাল-পুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উমারিয়া-করলার খনির কারখানায়, জব্বলপুরের উত্তরপশ্চিমস্থ হাকতীর স্থানের খনিজ লৌহ রুরোণীর প্রথার পরিষ্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী লৌহে পরিণত হইতেছে।

রেবা, বুনেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ধার, চম্পগড় ও আলি-রাজপুর প্রভৃতি ভূভাগে হিমাটাইট ও মালানিকেরাস বৌদিক-লৌহ পাওয়া যায়। ঐ সকল লৌহ অধিকাংশই Coal-measure strata ও 'metamorphic rocks' নামক স্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সাতান, হাইশোরা, গোফুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রায়পুর পার-শৈল, মাদোর, বিনাওরী, বরোদা, ইমিসিয়া গুজারী, ও বারোন্ প্রভৃতি গ্রামে হিমাটাইট ও লাইমোনাইট শ্রেণীর লৌহার খনি আছে। ইন্দোর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাঘ-গ্রামের Transition rocks স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাইট লৌহের আকর বিভ্রমান।

#### বেঙ্গাই

উত্তর-কানাড়া, ধারবাড়, কালান্দি, বেলগান্, গোয়া, সাবলবাড়ী, কোল্হাপুর, রঙ্গগিরি, সাতারা, সুদাট, রেবাকান্, পঞ্চমহাল, কাঠিরাবাড় ও কন্ড-প্রদেশে ম্যাগনেটাইট, লাটেরাইট ও হিমাটাইট শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। জম্মু-রঙ্গগিরির অন্তর্গত সাতাবান্ পর্বতের নিকট, কোল্হাপুরের জম্মু-

\* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং ভারতবাস্যদের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট বিক্রয়; বলা—১ গোহবরী গ্রুপ, ২ ভুজবরী-কোদগরী গ্রুপ, ৩ সিঙ্গিগুটী গ্রুপ, ৪ জীহবরী গ্রুপ।

† বাঘাঘরের ইম্পাতের ভারের দ্রুত এই স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ সাত করিয়াছে।

ফোড়া, গিমোলা ও লাদকেখর নামক স্থানে এবং কাঠিরাবাড়ের ওমিরা-শিখরে জুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে ; কিন্তু এখন অনেক স্থানেই লৌহা পলাইবার জন্য চুল্লীতে আগুন জলে না।

#### রামপুরা

জয়পুর, মেবার, আলবার, সারবাড়, আজমীড়, বুলী, কোটা ও ত্তরতপুর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে বৌগিকভাবে লৌহ বিস্তারিত আছে। তন্মধ্যে আরাবলী-পর্বতের ট্রান্সিশন-স্তর, সিদ্ধপ্রদেশের কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেবারের গঙ্গোর কিতাগের নিকটবর্তী স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি উল্লেখযোগ্য। এখানকার লৌহ মাগ্নেটাইট, হিমাটাইট, ও হ্যাক্সাইড অক্সাইডের বৌগিকরূপে অবস্থিত।

#### গঙ্গাব

বঙ্গ, পেশাবর, বিলাম, কাণ্ডা, মতী, সিমলা-শৈলরাজ্য-সমূহ ও গুরগাঁও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে কাণ্ডার magnetic ironsand বিশেষ প্রশস্ত। কান্দীর রাজ্যের পঞ্চ নামক নদীতীরবর্তী পার্বত্য-প্রদেশে, পঞ্চশিরের উত্তর-দ্রাঘত-শৈলের নিকটে, ভীমবারা নদীর তীরবর্তী মুকাহন গ্রামে ; কান্দীর উপত্যকার সোপুরে ও পামপুর নামক স্থানের নিকট দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্‌লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের কারখানা আছে।

#### কুমায়ুন

কুমায়ুন, ললিত, বাল্মা ও মীর্জাপুর জেলার প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কুমায়ুনের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, লোস্টিয়ানী, নান্দনা-খী, পারবাড়া, ধৈরানা এবং শিবালিক স্তরের কালধুলী ও স্বেটেরী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ। এই স্থানের লৌহ সকল micaceous haematite and limonite বলিয়া প্রসিদ্ধ।

#### বাক্সাল

বাক্সাল-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লৌহার কারখানা (Barakar Iron-works) সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির মধ্যে Ironstone shales ও nodules of clay-iron-stone পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুন্সের, পরা, মানভূম, সিংহভূম, লোহারভাঙ্গা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের সামন্তরাজ্য সমূহ এবং হার্ডিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। Birbhum Iron-works Company চুল্লীতে কাঁচা মাথা প্রথার (a sort of puddling process) বৌগিক লৌহ গলায় হইয়া থাকে।

খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলে, নাপা শৈলমালায় এবং মনিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ টিটানিফার কয়লা-স্তরে titaniferous magnetic, pisolitic nodule of limonite ও nodules of clay ironstone দেখা যায়। খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলের যে প্রস্তর-

স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা ভঙ্গপ্রবণ হওয়ায় তথাকার লোকে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লয়। পরে একটা মাণীপথে যথার প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে ঐ চূর্ণগুলি লইয়া ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্তিকা ও তদনুরূপ লঘু পদার্থগুলি জলপ্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক লৌহকণাগুলি নিরে সঞ্চিত হয়। এইরূপে উপযুক্ত পরিমাণের প্রাকালনের পর যখন সেই বৌগিক লৌহচূর্ণ মৃদাদি পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা অম্মুত্তাপে গলাইয়া লৌহ বাহির করে। এইরূপে উপযুক্ত পরিমাণে লৌহ গলাইলে উহা পরিষ্কৃত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ অধিবৎ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে পরিণত হইয়া থাকে।

#### ব্রহ্মরাজ্য

উত্তরব্রহ্ম, শেঙ ও তেনাসেরির বিভাগে এবং শানরাজ্যের নানা স্থানে, মার্গ'ই নগরের ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দুইটা ধীপে লৌহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরস্থ আম্‌দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার নগরের এক মাইল দক্ষিণে 'রঙ্গ-উ-ছাঙ্গ' নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে haematite বৌগিক আছে, কিন্তু উহা কোরাটজ ও পাইরাইট মিশ্রিত থাকায় কোন কাজে আইসে না।

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় বিরাজিত দেখা যায় :—১ Sulphide or Iron Pyrites =  $FeS_2$ ; ২ Carbonate  $FeCO_3$ ; ৩ Oxide। এই অক্সাইড সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা,—Anhydrous ferri-oxide =  $Fe_2O_3$ , hydrated ferri-oxide =  $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$  এবং ferrous and ferric oxide। এই শ্রেণীতে magnetic oxide of iron =  $Fe_3O_4$  এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটা Red haematite and specular ores ও দ্বিতীয়শ্রেণীতে এলামাটা (Brown haematite, bog-iron ore or limonite) অন্তর্ভুক্ত।

প্রধানতঃ Sub-metamorphic or transition rocks মধ্যে ; বিক্ষিপ্তপর্বতের বিভিন্ন স্তরে (অর্থাৎ Conglomerates, Sandstones and shales of Gondwana system); রাণীগঞ্জ-খামরী ও হাফর-উপত্যকাভাগে; কয়লার খনি মধ্যে, দক্ষিণাত্যের ত্রিচীনপল্লী জেলার cretaceous rocks নামক স্তরে এবং ভারত বহির্ভূত দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশে, আকালান-স্থানে, পূর্ববর্তী ব্রহ্মরাজ্য Tertiary formation ও older metamorphic rock-স্তরে এই সকল লৌহশ্রেণীর লবণ দেখা যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ বতর। পাথুরে কয়লার একটা প্রকাণ্ড চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের ধনিজ বৌগিকবিগকে সর্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে যুক্তাবহার আনয়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়ার জল, কার্বনিক আনহাইড্রাইড ও গন্ধকাদি অক্সিজেনকর্তৃক সালফার ডাইঅক্সাইডরূপে পরিবর্তিত হয় এবং লৌহ প্রায় কেরিক অক্সাইড রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই কেরিক অক্সাইডের সহিত কয়লা, কিংবা কোক এবং লাইম ষ্টোন (কার্বনেট অব লাইম) মিশ্রিত করিয়া ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast furnace) নামক বিত্তীর্ণ চুল্লার উত্তপ্ত করিলে লৌহ অক্সিজেনবিহীন হইয়া আইসে।

সুইডেন, রুসিয়া ও পূর্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রকার লৌহ গলাই হইয়া থাকে। নিম্নে লৌহ গলাইবার চুল্লী এবং লৌহের পর্যায়িক পরিণতির বিবরণ উক্ত হইল :—

ব্লাস্ট ফার্নেস—ইষ্টক দ্বারা এই চুল্লা গঠিত হয়। ইহা প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ। উহার উর্দ্ধ এবং নিম্নদেশ মধ্যদেশোপেক্ষা অল্প বিত্তীর্ণ। নিম্নদেশে বায়ু প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র নল এবং ধাতু গুলিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে। চুল্লীর উর্দ্ধদেশ দিয়া উপরোক্ত কেরিক অক্সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ব্লাস্ট ফার্নেস ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত নলের দ্বারা যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তদ্বারা কোক দগ্ধ হইয়া কার্বনিক আনহাইড্রাইড উৎপন্ন করে। ঐ বাষ্প যতই উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, অজারের দ্বারা উহা ততই অক্সিজেনবিহীন হইয়া কার্বনিক অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। পরে এই কার্বনিক অক্সাইড উত্তপ্ত কেরিক-অক্সাইডের অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া লয়; তখন লৌহ যুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় ত্রুণভূতাবস্থায় নিম্নদেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা কিঞ্চিৎ অজারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম ষ্টোন ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা উত্তপ্তাবস্থায় কার্বনিক আনহাইড্রাইড বাষ্প বিবর্তিত হইয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইডে (চুণ) পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কয়লাদির সহিত সন্মিলিত হইয়া তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাকে স্লাগ (Slag) কহে। চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত ছিদ্রবিশেষ দিয়া ইহা বাহির হইয়া যায় এবং লৌহ অপর ছিদ্র দ্বারা বাহিরে আইসে। এই তরল লৌহ কঠিন হইলে তাহাকে কাষ্ট বা পিগ্ (Cast or pig) বলে। ভারতের নানা স্থানে সাধারণতঃ ৩।৪ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ ফার্নেস দেখা যায়।

কাষ্ট আয়রণে শতকরা ২ হইতে ৫ ভাগ অজার এবং

সিলিকা, গন্ধক, কয়লাস, আনুমানিক প্রকৃতি নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত থাকে।

লৌহকে যুক্তাবহার পরিণত করিতে হইলে, উহাকে পুনর্বার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা অজারিত পদার্থের সহিত লৌহকে সন্মিলিত করিয়া, পরে উহাকে পিটরা যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রাই (Wrought) আয়রণ কহে। রাই আয়রণে শতকরা ০.১৫ হইতে ০.৫ ভাগ অজার থাকে। যখন শতকরা ০.৬ হইতে ২.০ ভাগ অজার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিতি করে, তখন তাহা ইস্পাত (Steel) নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে রাই আয়রণকে কয়লার অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতে হয়। পরে লৌহিতোষণ সেই লৌহখণ্ড শীতল জলে কিংবা তৈলে সহসা নিমজ্জিত করিলে অতিশয় কঠিন ইস্পাতে পরিণত হয়। ঐ ইস্পাত ভঙ্গুর এবং স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। যে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে প্রকার ইস্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পান বেগুনা আবদ্ধক। ইস্পাতকে ২২১° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে অতিশয় কঠিন হয় এবং তদ্বারা ছুরি প্রকৃতি অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদ্যপি ২৮৭° সে: পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করা যায়, তাহা হইলে ইহা অতিশয় স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করে। ইহার দ্বারা বড়ির আয় প্রকৃতি গঠিত হয়।

বেপূর, সালেম, পালম্বোটে, পেণ্ডাচুর ও পুছুকোট নামক স্থানে লৌহের যে magnetic oxide বৌগিক পাওয়া যায়, পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া Blast furnace মধ্যে তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লৌহ থাকে। উহা গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা কয়লাস-বিবর্তিত। পানপাড়া ও হোনার নামক স্থানের ধনিজ লৌহই ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত।

বেপূর লৌহার কারখানার ভারতীয় কাষ্ট-স্টীল (cast-steel) প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে Bessemer-process বলে। সুইডেন প্রকৃতি পাশ্চাত্য জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রণালীই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রোট-স্ট্রুটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সেকিন্ড বগরের সুপ্রসিদ্ধ লৌহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বতর।

লোক্‌সের চুল্লী কাটি (Cutlery) প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইস্পাত নির্মাণপ্রণালী অতি সুকঠিন ও অল্প ব্যয়সাধ্যবোধে এ কেন্দ্র লৌহার কারখানাসমূহে পরিণত হইয়াছে। তদ্বারা “পিগ-আয়রণ” প্রস্তুত করণার্থ একটা অ্যালোকেন বা প্রতিবাতকারী



চুলী (reverberatory furnace) থাকে। ঐ চুলীর উপায়ে কাঠ-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হইয়া Converter বা Bessemer vessel নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়। সুইডেন বা মাক্সাজের বেপূর-কারখানায় সেরূপ চুলী নাই। ঐ চুলী স্থানে ব্রাষ্ট-ফার্নেস হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়া হাতার স্রায় পাত্রে বিশেষে (ordinary founder's ladle) পরিচালিত হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ উত্তোলক যন্ত্রের (travelling crane) সাহায্যে ঐ লৌহপূর্ণ হাতা উর্কে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ ঢালিয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী প্রথায় রক্ষিত কনভার্টার পাত্র চক্রগুণপরি (axles) স্থাপিত, উহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে স্থাপিত থাকে এবং উহার চারিদিকে অম্মুত্তাপসহ ইষ্টকচূর্ণ (Fireclay, sand and pulverized english fire-bricks) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। তৎপরে বয়লারের আয়তনমণিক ৫০ পাউণ্ড শাম্প সমুখিত করিয়া ঐ গলিত ধাতুর প্রতিবর্ণ ইষ্ট স্থানে ৩০ হইতে ৭ পাউণ্ড পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিভাড়াধারী ইষ্ট ব্যাসযুক্ত ১১টা নালী (tuyeres) উক্ত পাত্রের তলদেশে সোজাহুস্তি ভাবে সংস্থাপিত থাকে। ঐ পাত্রস্থ ঈল নরম করিতে মাল্‌মনিজ বা অপর কোন ধাতু-মিশ্রণ আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র মুহূর্তে শীতাতা-সন্তাড়ন দ্বারা চাপ দিলে ও আবশ্যক-মত অধিকরণ অম্মুত্তাপে জাল দিতে থাকিলে ঐ ঈল বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়া আইসে।

যখন ঐ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্বন বিমুক্ত (decarbonized) হয়, তখন ঐ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ্‌ খুলিয়া দিলে তরল ইস্পাত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া তলস্থ ladle নামক পাত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ পাত্রেরও তলদেশে তরল ইস্পাত গড়াইয়া পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইস্পাত পূর্ণ ঐ লাডল পরে ঢুলাইয়া ছাঁচের (Cast-iron ingot moulds) উপর লইয়া যায় এবং তথায় ছিদ্রের ছিপি (fire-clay plug) খুলিয়া দিলে ইস্পাত জলস্রোতের স্রায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়। উহা শীতল হইলে পর ছাঁচের খামিগুলি উঠাইয়া Nasmyth hammer নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাখিয়া পিটিয়া লয় এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত ইংরাজী প্রথায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষা-কৃত বৃহৎ চুলী আবশ্যক এবং উহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠের কয়লা সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিকারে তাপের মাত্রা সমান রাখিতে হয়; এই অসুবিধা নিবন্ধন এবং কাঠের খরচ

অত্যন্ত অধিক দেখিয়া এখানকার কারখানাসমূহে ইংরাজী প্রথায় আয় লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটের সালেম জেলার শোর্টো-নজো নগরে এবং যলবার উপকূলে বেপূর নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। সালেমের কারখানা হইতে পিগ্‌-আয়রণ গালাই হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। পরে তথা হইতে ইস্পাতে রূপান্তরিত হইয়া উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ঐ ইস্পাতে বৃটানিয়া ও মেনাই-সেচু নির্মিত হইয়া-ছিল। বেপূরের কারখানায় উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র লাভ না পাওয়ায়, তথায় উক্ত প্রথায় আর ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্কস্ কোম্পানী কার্যারম্ভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কুমায়ূনের লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই গ্রামে একটা লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কার্যারম্ভ হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাচন নগরে একটা কারখানা স্থাপিত হয়। কিছুদিন কার্যারম্ভের পর পরিচালকগণ ব্যয়বাহ্য দেখিয়া কার্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর নগরে 'Bengal Iron Company' লৌহ গলাইবার জন্য একটা কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পর্যন্ত কাঠের কয়লাই জালানী-কর্ত্তরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় লৌহা গালাই করিবার জন্য কাঠের কয়লার পরিবর্তে পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরাকরের লোহার কারখানায়ও কোককয়লা জালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগ্‌-আয়রণ প্রস্তুত হইলেও বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারখানা বন্ধ রাখা হয়। উহার তিন বৎসর পরে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে কারখানার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া Ritter von schwartz নামক একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী একটা বৃহৎ চুলী (ব্রাষ্ট ফার্নেস) লইয়া প্রথমে কার্যারম্ভ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উহাতে ৩০৩১৬ টন মাল প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সংস্কৃত প্রথায় আর একটা ব্রাষ্ট ফার্নেস স্থাপন করা হইল, তাহাতে ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগ্‌-আয়রণ গলান হইয়াছিল। ঐ কারখানায় প্রাপ্ত বৎসর প্রায় দুই হাজার টন পিগ্‌-আয়রণ গলাইয়া Pipes, sleepers, bridge-piles railway axle-boxes এবং নানা ফলের কাক ও কুড়িকায়ের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। শেথোক্ত বর্ষে ইংরাজ

গবর্ণমেন্ট বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ একটা স্বতন্ত্র কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ব-প্রথমে যুরোপীয় প্রথায় লৌহ গলাইবার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গরীক্ষা

লৌহ এবং ইস্পাতের পার্থক্য-নির্দেশ করিতে হইলে, এক বিন্দু তীব্র নাইট্রিক এসিড উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে; যতপি তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইস্পাত বলিয়া জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

ধর্ম

বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ভায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জল দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। স্বত্রশুদ্ধের ভায় ইহার গঠন, এই নিমিত্ত ইহা ভারবহন করিতে সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৭.৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ করিতে পারে। ইহা অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য ইহাকে অতি কঠোর রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিন, রোমিন এবং আইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। জল-মিশ্রিত সালফিউরিক এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে গলিয়া যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। ১৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইট্রিক এসিডে লৌহের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিডে ইহা সহজে গলিয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা অত্যুক্তি মাত্র। বালক, রক্ত, যুবা সকলেরই লৌহের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে। লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতের ঔষধাদিতে লৌহের যে যৌগিক-গুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বৈজ্ঞানিকমতের ঔষধাদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [ রসায়ন ও লৌহশক্তি দেখ। ]

লৌহের যৌগিকত্ব।

লৌহ প্রধানত দুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া থাকে।

যথা,—ফেরাস্ এবং ফেরিক্।

Ferrous oxide $FeO$	Ferrous hydrate $Fe(OH)_2$
Ferroso-ferric Oxide $Fe_3O_4$	Ferrous chloride $FeCl_2$
Ferrous iodide $FeI_2$	Ferrous sulphide $FeS$
Ferrous carbonate $FeCO_3$	Ferrous Phosphate $Fe_3P_2$
Ferrous sulphate $FeSO_4$	$O_8, 8H_2O - FePO_4, 2H_2O$
Ferric oxide $Fe_2O_3$	Ferric hydrate $Fe_2(OH)_3$
Ferric Chloride $Fe_2Cl_3$	Ferric sulphide $FeS_2$

ফেরাস্ অক্সাইড।—ইহা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। হিরাকসের জলে ক্ষারযুক্ত দ্রাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইড্রেট অধঃস্থ হয়, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে সবুজবর্ণ এবং পরে লোহিতাভাযুক্ত হয়।

ফেরাস্ ক্লোরাইড।—লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ। দেখিতে সবুজ, জলে এবং আলকহলে দ্রাবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ুতে ইহা বিকৃত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইড এবং অক্সাইডরূপে ধারণ করে।

ফেরাস্ আইওডাইড।—আইওডিনের দ্রাবকের সহিত লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিবার বিধি আছে।

ফেরাস্ সালফাইড।—হিরাকসের দ্রাবকে ক্ষারযুক্ত সালফাইড সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণের সালফাইড অধঃস্থ হয়। ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক অক্সাইড এবং গন্ধক উৎপন্ন হয়।

ফেরাস্ সালফেট বা হিরাকস।—জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সবুজবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অণুতে ৭ অণু জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে এবং আলকহলে সহজে গলিয়া যায়। লোহিতোক্তাপে হিরাকস বিকৃত হইয়া সাল্ফার ডাইঅক্সাইড ও ট্রাইঅক্সাইড বাষ্প এবং ফেরিক অক্সাইডে পর্দাবসিত হয়। নর্ডহাউস (Nordhausen) সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। হিরাকসের দ্রাবণ বায়ুপৃষ্ঠ হইলে বেসিক ফেরিক সালফেট জন্মিয়া থাকে।

ফেরাস্ কার্বনেট।—হিরাকসের দ্রাবকে কার্বনেট অব সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্বনেট অধঃস্থ হয়, কিন্তু হাইড্রেটের ভায় বায়ু অক্সিজেনের সংযোগে ফেরিক হাইড্রেট হইয়া থাকে।

ফেরাস্ ফসফেট।—ফসফেট অব সোডার দ্রাবণ হিরাকসের দ্রাবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাস্ ফসফেট অধঃপতিত হয়।

ফেরিক অক্সাইড।—ফেরিক ক্লোরাইডের দ্রাবকে ক্ষার-যুক্ত দ্রাবক মিশ্রিত করিবার পাটকিলা বর্ণের গুড়া এবং পদার্থ নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড্রেট কহে। হাইড্রেটের জল বিদূরিত করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক অক্সাইড ক্ষারাদি পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহা এসিডে গলিয়া থাকে।

কেরোস-কেরিক্ অক্সাইড।—সমস্ত কেরোস এক কেরিক্ সালফেটের দ্বাৰা কানোনিয় মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রদেয় করিলে ককবর্ণ লবণ হয়। উহা নাইট্রিক্ এক হাইড্রেট-কেরিক্ এসিডে ককবর্ণ।

কেরিক্ কোরাইড।—কেরিক্ অক্সাইডকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়; অথবা লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিয়া, পরে উহার সহিত নাইট্রিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে কেরিক্ কোরাইড প্রস্তুত হইতে পারে।

জলবৃত্ত কেরিক্ কোরাইড প্রস্তুত করিতে হইলে লৌহডো-ক্লো সোলের সহিত কেরিক্ বাষ্প সংযোগ করিতে হয়। ইহা অতিশয় জনশোভক। জলে, আলোকোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়।

কেরিক্ সালফেট।—হিরাবসের সহিত সালফিউরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রণের সহিত পুনরায় নাইট্রিক্ এসিড সংযোগ করিয়া ফুটাইলে কেরিক্ সালফেট প্রস্তুত হইবে। হাইড্রেট, কার্বনেট, কক্কেট, এবং সালফাইড দ্বাৰা কেরোস-সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের দ্বাৰাব্যবোগে কেরোস প্রেণীর লবণসমূহ বেতকর্ণের বেসিকরূপে অধঃস্থ হয়। বায়ুর সংযোগে উহা ক্রমে নীলবর্ণে পরিবর্তিত হইতে থাকে। কেরিডসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়াম মিশ্রিত করিলে গাঢ় নীলবর্ণের অধঃপাতন ঘটে। ইহাকে টার্পিন্ হু বলে। সাল-কোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত কেরোস প্রেণীর লবণসমূহের কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় না।

কেরিক্ প্রেণীর রৌমিকবিশেষ কানারি পৰ্য্যবসের দ্বারা হাইড্রেট হয়। কার্বনাইড সালফাইডের দ্বারা ককবর্ণের সালফাইড অধঃস্থ হয় এবং তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত থাকে। কেরোসে তাহা থাকে না।

কেরোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত গাঢ় নীলবর্ণ অধঃস্থ হয়। ইহাকে এসিয়ান্ হু বলে। কেরিড সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সংযোগে কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। এই লবণের দ্বারা কেরোস এক রৌমিকবিশেষক পুঙ্খ করা যায়। সালফোস-সায়ানাইডের সহিত গাঢ় ককবর্ণ উপস্থিত হইয়া থাকে। কেরোসে তাহা হয় না।

অনিয়ম।

এই প্রকৃতির আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগিতার ব্যস্ত সময়েই জনসমাজে ইহার ব্যাপক বিস্তার হইয়াছিল। জরতয়সিগপ লৌহপাতের ব্যবহার প্রমিতকৈ। অতঃকালে অসমীয়া লৌহ-পদার্থি বৈদ্যকরে পদ্ধতিগত ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা, ভাষা

আবিষ্কার বিশেষ উপায় সাধি। কেরোস প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিকের সহিত ভারতবাসীর বাসিন্দাশ্রম্য থাকার অন্তরান হয় যে, প্রাচীন সভ্যতার আদর্শকরে ভারত হইতে লৌহ-নির্মিত পাত্রাদি, অথবা ইল্পাত প্রকৃতি ভারত হইতে যুরোপদেশেও রপ্তানী হইত।

মহিষর, সালের প্রকৃতি লাক্ষিনাভ্য প্রদেশে অপ্রাচীন কাল হইতে ইল্পাত প্রস্তুত হইত। তথাকার লৌহে খনিজ Magnetite লৌহ গলাইয়া আঘাত লনশীল (Malleable) একপ্রকার নরম লৌহ ঢালিয়া লইত। এখনও তথার সেই প্রথা চলিতেছে। এই লৌহ মীতল হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ তাহাকে অধিবৎ তপ্তোচ্চল করিয়া হাতুড়ীযোগে শিটরা একখানি ঢোকা ধামি প্রস্তুত করে। এই ধামি তুলি সাধারণতঃ ১২" x ১১" x ১/৪ পরিসরমূল হইয়া থাকে। পরে এই ধামিগুলি অধিবোগে উপযুগ্মি শিটবার পর উপযুক্ত অবস্থার আদিলে, তাহাকে বগু বগু করিয়া কাটিয়া লয়। অনন্তর তাহার সেই বগু তুলি বিভিন্ন মূলীতে পরিয়া, প্রত্যেক মূলীর মধ্যে লৌহ-পরিমাণের লক্ষণ্য Cassia auriculata বৃক্ষের শুষ্ক কাঠখণ্ড মিশ্রিত করিয়া দেয়। মূলীতে লৌহ ও কাঠখণ্ড রাখিবার পূর্বে তাহার অভ্যন্তরের চতুর্দিকে Asclepias gigantea, অথবা Convolvulus laurifolia নামক বৃক্ষবৃক্ষের কাটা পাতা পাতিয়া তদুপরে লৌহ ও কাঠখণ্ডগুলি স্থাপনপূর্বক উপরে আর একখানি পাতা ঢাপা দিয়া মূলীর মুখে বৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হয়। পরে একটা ক্ষুদ্র চুলীতে এই মূলী স্থাপন পূর্বক ক্রমাধারে বাষ্পতাকনা করিতে হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ প্রথম উত্তাপে মূলীগুলি ককবর্ণ হইয়া উঠিলে মূলী নামাইয়া রাখিবে। উহা শীতল হইলে পর, মূলী ভাঙ্গিয়া তদন্তর্যে যে ইল্পাতশিগ থাকে তাহা বাহির করিয়া পুনরায় অগ্নিতে মিক্কেপ করে। অভ্যন্তর তাহার এই ইল্পাতশিগকে কএক ঘণ্টা অগ্নিতাপে রাখিয়া দেয় বটে, কিন্তু আর এক হওনবোধ্য তাকান করে না, বরং উল্টাইয়া পাটাইয়া উত্তাপে পাটাইয়া রাখিয়া রাখিয়া তাকান করিতে থাকে। এইরূপে ককবর্ণ এই লৌহশিগ বখা-প্রক্রিয়ার ইল্পাতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে হাতুড়ীদ্বারা শিটরা ছোট ছোট ইল্পাত বগুয়ন বাতায় বিস্তারিত পড়াইয়া দেয়। লাক্ষিনাভ্যে এই ইল্পাত 'বুয়' (wool) নামে পরিচিত। ১৭৫৫

০ চমিত কবায় "ভাটয়ান" বলে। সেখান হইতে ককবর্ণের লৌহ পাতা ইল্পাত হইলে "লৌহ" বা হাতুড়ী দ্বারা মিক্কেপ হইয়া মীতল ও উপরে কোন বাহ্যিক লাক্ষিত করিয়া অধির তের প্রকার দ্বারা প্রকৃতি।

০ কাক্ষিকায়ের "কিট" নামক ইল্পাত প্রস্তুতকৈ। ইহা প্রস্তুতকৈ "বুয়" নামে উল্লিখিত হয়। বুয় মীতল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় অত্যন্ত হইত।

জুইনের ১১ই জুন George Pearson M. D. রয়েল সোসাইটির সম্মুখে "Experiments and observations to investigate the nature of a kind of steel, manufactured at Bombay and there called woots....."†। ইহার পর Mr. Heath একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও উপযোগিতা প্রকাশ করেন।‡

আমরা পেরিয়ারের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীর কবিতাসমূহে সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ইস্পাত-নির্মিত তরবারির উল্লেখ আছে। প্রাচীন স্পেনবাসীর নিকট ইহা অল-হিলে নামে পরিচিত ছিল। পারসিক বণিকগণ উহাকে 'হুন্সানী' বলিতেন। মার্কোপোলোর বিবরণীতে উহা "ওন্দানিক্" (ondanique) নামে বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টাব্দ ১৩শ শতকে পর্তুগীজ বণিকগণ কানাড়া উপকূলস্থিত তাটকল প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়া যুরোপে রপ্তানী করিতেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাজা পোয়ার গবর্নরকে একখানি আবেদনপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত-সাগরতীরবর্তী তুর্কীভাষির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। (Archivo Port. Orient, Fasc. 3, 318)

Wilkinson কৃত Engines of War (১৮৪১ খৃঃ) নামক পুস্তকে এবং Percy রচিত ধাতুবিজ্ঞান (Metallurgy, Iron and Steel) গ্রন্থে "বুৎজ" নামক ইস্পাতের বিশেষ প্রশংসা আছে। তাহার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির কলক ভারতীয় বুৎজ ইস্পাত হইতেই নির্মিত হইত।

বর্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা যুরোপীয় লৌহেরই আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য হাতা, বেড়ী, খুন্তি, কাঁকরী, কড়া, তাল্পা প্রভৃতি পাত্র এবং কড়ি, বরসা, পান, কল, কড়া প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত হইতেছে। রেল-পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকাদেশে অসুস্থ অস্বাভাবিক কার্যও লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। লৌহের ইস্পাত হইতে ইজিন প্রস্তুত হয়।

২ ছাপবিশেষ। "অজেন বাপি লৌহেন মধ্যবেষ যতন্ততঃ।"  
(ভারত ১৭৮৮-১০)

লৌহকচূর্ণ, চিকিৎসাসারোক্ত চূর্ণবিশেষ।

বাকিবে। অধিক সত্য, ইস্পাতার্থপ্রার্থক এই উক্ত পদই পরে ইস্পাত, উল্লম্ব নামক বস্তুসকল ব্যবহৃত হইয়াছে।

† Philos. Transactions for 1785, pt II.

‡ Journ. Roy. As. Soc, Vol. V, p. 200.

লৌহকাস্তক (স্ত্রী) কাস্তলৌহ। (রাজনি°)

লৌহকিট (স্ত্রী) নওর।

লৌহচাক (পুং) লৌহেন লৌহনিগড়েন চাকঃ প্রচুরো বস। নরকভেদ। যেখানে নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখা দেওরা হয়। [লৌহচাক দেখ]

লৌহজ (স্ত্রী) লৌহাৎ জায়তে ইতি জন-জ। ১ নওর। (রত্নমালা) ২ বর্জলৌহ, চলিত বিনয়ী। (রাজনি°)

লৌহদাহ (পুং) অঘটিকিংসাতেন। বায়ুপ্রকোপাধি হেতু অশ্বশরীরে যোগ অগ্নিলে লৌহশলাকা দ্বারা দহকরণরূপ ব্যাপারভেদ।

লৌহনিরুখীকরণ (স্ত্রী) সম্যকরূপে লৌহতরীকরণ।

লৌহনিরুখীকরণমিত্রপাকক (স্ত্রী) হৃত, মধু, হুঁচ, সোহাগা ও তপ্ততপ্ত পাচনী পদার্থ দ্বাভূপদার্থ সংযুক্ত হয় বলিয়া মিত্রপাকক নামে অভিহিত। মিত্রপাককসহ বিশক ও হৃত লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি মাত্রা সেবন করা বাইতে পারে। (মনসেন্সারস°)

লৌহপট্রী (স্ত্রী) ১ লৌহচটকা, লৌহার চটা। ২ লৌহ মারণ। ৩ লৌহপুর, একটা প্রাচীন নগর। (ভবিষ্যতস্মৃতি ৭৩২)

লৌহপর্পটী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কন্ডলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে বর্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে হৃত মাখাইরা তাহাতে কন্ডলী হাসন করিয়া দুই অমিতে বেসিত করিবে। ত্রবীভূত হইলে কন্ডলী পাত্রে চালিয়া বখাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত সেবনীয়। অহুপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধনেয় কাথ। ঔষধ সেবনকালে কিলারী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে প্রেক্ষী, হস্তিকা, অতীসার, পাণ্ডু, কাহলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভ্রমক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। (ঔষধসংগ্রহণ° গ্রন্থাধি°)

লৌহপর্পটীরস, বাসকজ্ঞ ও কাশাদি রোগমাশক ঔষধ-ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র বর্দন করিয়া দুই অমির উত্তাপে পলাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ব্রহ্মযষ্টি, হুণ্ডী, বক, ত্রিকলা, জরতী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, হুতুম্বারী ও আদা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার তাহারা বিরাগিত হইলে তাহাদ্বারা রাখিয়া গন্ধ নির্গত হওয়া পর্যন্ত গুটীলাক করিবে। দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ পানের সহ, পিণ্ডল,

হরস কাথ, অথবা বাসক পাতার রস অল্পপানে সেবন করিলে  
বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেঁতুল, তৈল, বেগুন, কুম্ভাগ,  
কলা, মাংসঘূষ ও ককজনক দ্রব্য তক্ষণ এবং ক্রীসন্ধ্যোগ নিবিক্ত।  
এই ঔষধে লৌহের পরিবর্তে তাম্র দিয়া পাক করিলে তাম্রপট্টা  
প্রস্তুত হইয়া থাকে। [ তাম্রপট্টা দেখ। ]

**লৌহবন্ধ (পুং ক্রী)** লৌহত বন্ধনিত বন্ধনঃ যত্র। লৌহার  
শৃঙ্খল। শিকলী।

**লৌহভাণ্ড (পুং)** লৌহত ভাণ্ডমিবাতির্থ্যত্র। অশ্বতাল।  
(শব্দচ.) চলিত কথায় হামানদিয়া বলে। (ক্রী) লৌহনির্মিত  
পাত্র বা ভাণ্ড।

**লৌহভূ (ক্রী)** লৌহত ভূরিব। ১ কটিনী নামক লৌহপাত্র  
বিশেষ, চলিত কথায় কটাহ।

‘লৌহায়া চাযুগা লৌহা লৌহভূঃ কটিনীতাপি ॥’ (শব্দচ.)

**লৌহভেদকীবাঁজ (ক্রী)** রসজারণ বীজভেদ।

(রস’ চিন্তা ৩ অঃ)

**লৌহময় (ত্রি)** ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্মিত।

**লৌহমল (ক্রী)** লৌহত মলম্। লৌহকিট, মণ্ডুর। ইহার  
বিষয় ভৈষজ্য-ধনুস্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

“সন্ধ্যা লৌহমল্যাম্যাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমামানতঃ

পাত্রে তাম্রময়ে দিনাত্তমখিতং সংস্থাপয়েদাতপে।

পশ্চাত্তননতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ

পাত্রে তাম্রময়ে বিধেরমথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥

পশ্চাদ্ভাষচতুর্ভুজঃ প্রতিদিনং জঘ্ণ্য জলং শীতলম্

পেরং ভোজনপূর্বমধ্যবিরিতোহথজলভোজ্যৈর্নরৈঃ।

জেকুং শূলহতশম্যাক্ষকসনখাসরিপিত্তজরো-

দ্রাধাপন্বতিমেহসর্বজঠরাজীর্ণাদিসর্কারজঃ ॥” (ভৈষজ্যধনুস্তরি)

**লৌহমুদ্রাক্ষরসল, স্রীহারোগনিবারক ঔষধ বিশেষ।** প্রস্তুত-  
প্রণালী :—পারব, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাম্র, মনঃশিলা, বিঘমুষ্টি,  
কড়ি, তুঁতে, শঙ্খ, রসাজন, জারকল, কটকী, সাচিকার, ববকার,  
জরপাল, গুঁঠ, শিশুল, মরিচ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকে  
সদভাগ স্থর্ধাবর্ত্ত রসে ও বেলপাতার রসে সাত সাত বার  
ভাবনা দিয়া পরে পুনরায় স্থর্ধাবর্ত্তরসে উত্তমরূপে মর্দন করিবে।  
তদনন্তর চুই রতি পরিমাণ বটা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন  
করাইবে। ইহাতে দ্রাহা, বন্ধু, শুষ্ক, অজীর্ণা, অগ্রমাস, শোথ,  
উদরী, বাতরক্ত ও বিত্রবিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

**লৌহযন্ত্র (পুং)** লৌহেন নির্মিতঃ যন্ত্র ইব। ১ লৌহার কল  
(ইঞ্জিন প্রভৃতি)। ২ রসারনোক্ত ভাণ্ড বিশেষ। ইহাতে ঔষধাদি  
পাক করিতে হয়।

**লৌহরসায়ন, ঔষধবিশেষ।** প্রস্তুতপ্রণালী—রথ পোটলী-

বন্ধ শুগুণ্ডল, তালমুলী, ত্রিকলা, খদিরকাঠ, বাসকহাল, তেঁতুলী,  
ভূকম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল, সিদ্ধল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ  
জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ বস্ত্রপুত করিয়া তাহার  
সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত শুগুণ্ডল ১০ পল মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। অনন্তর কোন তাম্রপাত্রে পুরাতন দ্রুত ৪ সের ও  
লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও শুগুণ্ডল মিশ্রিত  
কাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল,  
এলাইচ ৪ তোলা, শুভ্রক ৪ তোলা, বিড়ল ২ পল, মরিচ,  
রসাজন, শিশুল, ত্রিকলা প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ এক্কেপ  
দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলার গেণ  
করিয়া দ্রুত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া  
ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অল্পপান দ্রুত ও ছাগাদি  
জাফল মাংসের যু। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার  
উপশম হইয়া থাকে। কদলী, কন্দমূল, কীজি, করমুচা, করীর  
ও করলা এই সমস্ত বর্জনীয়। (ভৈষজ্যরসায়ন মেদোহধিকার)

**লৌহবিশুদ্ধিত (পুং)** টঙ্কণকার, লৌহাগা। (রসেন্সসার’)

**লৌহশাকু (পুং)** লৌহত শকু যত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে  
পানীদিগকে হুটীঘারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহনির্মিত  
কীলক মাত্র।

**লৌহশাস্ত্র (ক্রী)** স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা-  
নির্দেশক গ্রন্থ বিশেষ।

**লৌহশোধন (ক্রী)** লৌহত শোধনং। লৌহ নামক ধাতু  
বিগুণ্ণাবস্থায় আনয়ন করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ।  
লৌহকে অগ্নিযোগে লৌহিতোস্তপ্ত করিয়া সাতবার কদলীমূলের  
রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক এক চতুর্ধ  
ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিকলার কাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১০ সের  
লৌহ আগুনের উত্তাপে লাল করিয়া সাতবার নিকেপ করিলে  
লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

কাস্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকলাচূর্ণ  
ও শালিক শাদে রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নির উত্তাপে পোড়াইয়া  
লালবর্ণ করিবে। তদনন্তর তাহা জলে ডুবাইয়া হতিকর্ণ, পলাশ,  
ত্রিকলা, বৃদ্ধদারক, মাণ, ওল, হাড়বোড়া, শুকী, দশমূল, মুণ্ডুরী  
ও তালমুলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের কাথে বা রসে বস্ত্রপূর্বক  
পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গজপিঙ্গলী, খেতবেড়লা, শুকুচী,  
অপামার্গ, ক্ষুদ্র নটে, পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মণ্ডুরের উচ্চ ও  
অধোদেশে বিভক্ত করিয়া গোমুত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া  
চাকা দিবে। ঐরূপে তিন দিন রাখিয়া দিলে অন্তর্বাস্তে উহা  
নিবিক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুক হইয়া আসিলে, উহাকে বাহির করিয়া  
খুইয়া কেলিবে ও শুকাইয়া লইবে।

লৌহা (ত্রি) লৌহ। (শব্দার্থ)

লৌহাচার্য্য (পুং) ১ ধাতুবিজ্ঞান-(Metallurgy)-শিক্ষাব্যাপ্ত।  
২ লৌহশিল্পজ্ঞ।

লৌহাঙ্ক। (ত্রি) লৌহ আঙ্ক। বক্তাঃ। লৌহত্ব।

লৌহামৃতলৌহ, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য।

(পা ৪।১।১২২ নড়াদিগণ)

লৌহায়স (ত্রি) ধাতুনির্মিত।

লৌহাসব, অরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—  
লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, যমানী, বিড়ল, মুতা, চিতামূল  
প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, শুণ্ড ১২৫০ সের ও জল  
১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুণ্ডে রাখিয়া  
তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ  
সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা সেবন  
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজ্বর ও প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগের  
শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী অরাদিকার)

লৌহি (পুং) অষ্টকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

লৌহিত (পুং) লৌহিতঃ ইতি লৌহিতশব্দাৎ স্বার্থে ঙ  
(অণ্) প্রত্যয়েন নিশ্পন্নঃ। ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লৌহিত-  
স্বত্বীয়।

লৌহিতধ্বজ (পুং) লৌহিতধ্বজের মতাম্ববর্তী সম্প্রদায়-  
ভেদ। (পা ৫।৩।১১২)

লৌহিতাশ্ব (পুং) লৌহিতাশ্বের বংশধর।

লৌহিতীক (ত্রি) লৌহিত ইব। লৌহিত-(কর্ক-লৌহিতা-  
দীক্। পা ৫।৩।১১০) ইতি দীক্। ১ লৌহিতবর্ণতুলা।  
২ ক্ষটিক।

লৌহিত্য (পুং) লৌহিতস্ত্য ভাবঃ। লৌহিত-ব্যঞ্.  
লৌহিত্য। (মেদিনী)

(পুং) লৌহিত ইব। স্বার্থে ব্যঞ্। ১ সাগরভেদ।

(শব্দমালা) সম্ভবতঃ ইহাই আরব ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী  
লৌহিত্যোপসাগর (Red sea)। ইহার জল ঘোর লৌহিতবর্ণ  
এবং জলের আভ্যন্তরিক তাপও নিত্য কম নহে। সুয়েজ-  
খাল কাটা হইবার পর লৌহিত্য-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের  
সংযোগ ঘটিয়াছে। [সুয়েজ দেখ।]

২ নববিশেষ, ইহার অপর নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা-  
পুরাণে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত  
আছে—হরিবর্ষে শাক্তহুনি বাস করিতেন, তিনি হিমশ্রাগর্ভ-  
নুনিক্তা অমোষাকে পত্নীত্ব গ্রহণ করেন। শাক্তহু বীর প্রিয়-  
তরা পত্নী লইয়া কখন কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক

বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে কক্কর গন্ধমাদন পর্বতে বাস  
করিতেন। একদিন তপস্বী শাক্তহু কল পুষ্প চরনোদ্দেশে  
বনান্তরে গমন করিলে, অবসর পাইয়া লোকপিণ্ডানহ ত্র্যম্বক  
শাক্তহুভার্য্য্য অমোষার সমুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই  
অরহন্তদেবী দেবজ্ঞানমনোভোতা যুগতী অমোষার অনাথাভ রূপ-  
সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মদনপীড়ার সাত্তির ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত  
হইরাছিলেন। তখন কামশরে প্রেীড়িত হইয়া ত্র্যম্বক সেই  
মহাসতী অমোষাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতে বাধ্যমান  
হইলেন। সতী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবেশিত হইয়া  
বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতঃশলন হইল,  
ত্র্যম্বক প্রেীহান করিলেন। শাক্তহু আশ্রমে প্রত্যাহৃত হইয়া  
হংসপদচিহ্ন ও ব্রহ্মবীর্ঘ্য নিরীক্ষণপূর্বক ভবিষ্যৎ জানিবার  
উদ্দেশে বিষমবিষল দ্বন্দ্বের বীর পত্নীকে প্রেরণ করিলেন।  
অমোষার মুখে ব্রহ্মার আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া তিনি  
ধান্য হইলেন এবং দিব্য জ্ঞানবলে জগতের হিতার্থে তীর্থোৎ-  
পাদন দেবগণের অতীষ্ট জানিয়া তিনি বীর পত্নীকে সেই  
ব্রহ্মবীর্ঘ্য পান করিতে আদেশ করিলেন। পতি পত্নীতে অনেক  
বাদাম্ববাদের পর শাক্তহু পত্নীর পরামর্শানুসারে সেই ব্রহ্মবীর্ঘ্য  
পান করিয়া পরে স্বয়ং সেই তেজ অমোষাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে,  
অমোষা গর্ভবতী হইলেন। কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি  
ভূমিষ্ঠ হইল। সেই জলরাশি মধ্যে নীলাশ্বরপরিহিত রত্নমালা-  
বিভূষিত উজ্জল ক্রীড়াধারী চতুর্ভুজ পদ্মবিভাজ্যজ্ঞানধারী  
আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিশুমার মতকাক্ষ এক পুত্র বিচক্ষমান  
রহিয়াছেন। শাক্তহু সেই জন্মের পূর্বে কৈলাস (উত্তরে),  
স্বর্গকাদি (পূর্বে), গন্ধমাদন (দক্ষিণে) এবং জাক্ধি  
(পশ্চিমে) শৈল চতুর্ভূতের মধ্যবর্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত  
করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ  
ভোজন বৃদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোচনার্থ জামদগ্ন্য  
পরশুরাম ঐ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে নানার্থ আগমন করেন।  
তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লৌহিত্যভিলাষে পরও-  
সাহায্যে হেম শৃঙ্গারি বিতৈদপূর্বক উপযুক্ত পথ করিয়া  
লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। ঐ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য  
দ্বিয়া প্রবাহিত হইল। লৌহিত্য সরোবর হইতে নিঃসৃত  
বলিয়া উহার আর একটা নাম লৌহিত্য হইরাছিল। কামরূপ  
পরিদ্রাবিত এবং সর্বতীর্থ গোপন করিয়া লৌহিত্য দিব্য-মন্মথ  
সঙ্গে দক্ষিণসাগরের অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে  
পরিভ্রাণপূর্বক বাধন বোজন অতিক্রম করিয়া যক্ষা পুন্সরার  
ঐ লৌহিত্যনদে মিলিত হইলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়  
হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্য জলে নান করিয়া

ধাকেন, তিনি কৈবল্য ও ব্রহ্মণ্য প্রাপ্ত হন। (কালিকা-  
পুরাণ জামদগ্ন্যোপাখ্যান ৮৪৪৫ অঃ।)

বর্তমান লৌহিত নদী ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখারূপে আসামের  
মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার  
মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭০ মাইল  
অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরী সঙ্গরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত  
হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবন্ধন উভয় নদীর মধ্যে বীপাকার  
বে বাসুকীর চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা 'মজুলিচর' নামে  
খ্যাত। সুবর্ণপ্রী নদী ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে।

লৌহিত্যায়নী (৳ী) লৌহিত্যের গোত্রোপত্য ৳ী। (পা ১৪১৮)

লৌহেয (ত্রি) লৌহময় জেবামুক্ত। শকটাদির চক্রবৎ-সংলগ্ন  
লৌহবৎ। (পা° ৬৩৩৯)

৳ী, শ্লিষি। সংশ্লিষ্টকরণ। (কবিকল্পক্রম) ক্র্যাদি° পর°  
সক° অনিট্। ঔষ্ঠ্যবর্গাভ্যোপধঃ। শ্লিনাতি শ্লীনঃ শ্লীনিঃ।

“অন্তঃস্থ্যভ্যোপধ ইতি।” (রমানাথ)

লুট্, ব্যাকরণগোক্ত কৃৎ প্রত্যয় সংজ্ঞাতেন।

৳ী, গতাম্। গতিঃ। (কবিকল্পক্রম) ক্র্যাদি° পর°  
সক° অনিট্। বকারোপধঃ। বীনাতি বীতঃ বীতিঃ।

বিনাতি বীনাতি বীনঃ বীনিঃ। ‘সিনৈব ক্র্যাদিষ্মসিদ্ধৌ  
গকরণং পুন্নিষবিকল্পার্থম্।’ (হর্গাদাস)



## ব

ব, বকার। বজ্রনবর্ণের অন্তর্গত ঊনত্রিংশবর্ণ, ইহা অন্তঃবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ‘অন্তঃ ব র ল বাঃ।’ (কলাপব্যাকরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

“তোতাহকরসমারামন্তজং ভগবানজঃ।

অন্তঃস্বরস্বর্ণশব্দবর্ণীর্ষাদিলক্ষণম্ ॥” (ভাগ্য. ১২।৩।৪৩)

‘ততোতাহোহকরাণাং সমারাম সমাহার তদেবাহ—  
অন্তঃ ব র ল বাঃ। উয়াণঃ শব্দহাঃ, স্বরা অকারাদ্যাঃ স্পর্শাঃ  
কাদয়ো মাবসানাঃ। হুব্বীর্ষাশ্চ, আদিশব্দাং জিহ্বামূলীয়াস্বরঃ।  
ত এব লক্ষণং ব্রূণং যত তম্।’ (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)

কলাপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত্য, কিন্তু অভ্যন্ত  
দন্ত্যোষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে—

“জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দন্ত্যোষ্ঠো বঃ ব্রূতে বৃধেঃ ॥”

(শিক্ষা ১৮)

মুদ্রাবোধটীকার চর্চাদাস পর্বণীর বকার ও অন্তঃ ব’র  
উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—‘ববরলীরবকারত  
প ক ব ভ ম বা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠমুক্তা। দন্ত্য-  
কার্যার্থং দন্ত্যমধ্যেপি তথদধনলসা ব ইতি ভিন্নপদে  
পঠিতবান্। যথা সংবৃণতি ইত্যাদৌ বকারত ওষ্ঠস্থং উ  
দন্ত্যস্থং অতঃস্বরত মকারো ন স্থাৎ। বৈদিকান্ত অতোৎ-  
পত্তিস্থানং দন্ত্য এবোত্যাঃ। অতএব তদ্বিকোঃ পরমং পদং  
ইত্যাদৌ তথৈবোচ্চারিত।”

বীজবর্ণাভিধানতন্ত্রে, ক্রত্য়ামলের মন্ত্রকোষে ও অজ্ঞাত  
তন্ত্রশাস্ত্রে ‘ব’ বর্ণের যে কয়টা পর্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা  
নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“বো বাণো বাক্ষণী শৃঙ্গা বরুণো দেবসংজ্ঞকঃ।

তোরাং লাক্ষ্য বামাংশঃ ॥” (বীজবর্ণাভিধান)

“বকারো বরুণো বাণঃ শ্বেদঃ খড়্গীশ্বরো জিবঃ ॥”

(ক্রত্য়ামলে মন্ত্রকোষ)

“বো বাণো বাক্ষণী শৃঙ্গা বরুণা দেবসংজ্ঞকঃ।

খড়্গীশো আলিনীষকঃ কলসধনিবাচকঃ।

উৎকারীশস্ত নাবীতো বজ্রা দ্বিক সাগরঃ গুচিঃ।

ত্রিধাতুঃ শব্দরঃ শ্রেষ্ঠো বিশেষো বসসাধনম্ ॥” (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

এই বর্ণ পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিধ ও ত্রিশক্তি সমবিত্ত, চতুর্কর্ণ-  
কলমাতা ও সর্কসিদ্ধিপ্রদ। শিব আদ্যাশক্তিকে ইহার বরুণ  
নির্দেশ করিয়াছিলেন—

“বকারং চক্কাপাদি কুণ্ডলী মোক্ষমবারম্।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥

ত্রিবিধসহিতং বর্ণমাত্মানিত্যসংযুতম্।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শীতবিদ্যারতাহরী ॥

চতুর্কর্ণপ্রদং বর্ণং সর্কসিদ্ধিপ্রদারকম্।

ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিধসহিতং সদা ॥” (কামধেনু তন্ত্র)

মহাশক্তিসম্পন্ন এই বর্ণের, ধ্যানযোগালীও তন্ত্রশাস্ত্রে  
লিখিত আছে; যথা—

“কুন্দপুষ্পপ্রভাং দেবীং দ্বিত্বজাং পঞ্চলেক্ষণাম্।

গুরুমালাশ্বরধরাং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্ ॥

সাধকাতীর্থাং সিদ্ধাং সিদ্ধিমাং সিদ্ধসেবিতাম্।

এবং ধ্যান্য বকারং তু তন্ত্রত্বং দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

বঙ্গীয় বর্ণমালার লিখিত ‘ব’ অক্ষরের লিখন-প্রণালী—

“কোণত্রয়যুতা রেখা ত্রবিধবিশিষ্টাঙ্কিকা।

মার্যশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমন্ত্ৰ প্রচক্রেতে।” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাজালা বর্ণমালার ‘ব’ অক্ষর  
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত তন্ত্রবর্ণেরই  
অনুসৃত। প্রথমে উর্দ্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটা  
রেখা টানিয়া পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে নিরমার্গে  
নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাভিমুখী এই দক্ষিণরেখা  
উর্দ্ধরেখার আরম্ভস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিবে, তখন  
উহাকে পুনরায় লম্বভাবে উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ঐ আরম্ভস্থানবিন্দুতে  
সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচূড় একটা উর্দ্ধায়ত ত্রিভুজ  
অঙ্কিত হইলে তাহার উর্দ্ধকোণে সোলাসুজি ভাবে একটা সরল  
রেখা টানিয়া লইবে।

ব (অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ।

“ভাষূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানুসমঃ।

নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং ব যশঃ পশুঃ ॥” (রবু. ৪।৪২)

ব (ক্লী) বা ল গমনহিংসরোঃ কঃ। ১ প্রচেতা। (দেবিনী)  
২ বরুণবীজ। (তন্ত্র)

ব (পুং) বানমিতি বা তাবো বঃ। ১ সাধন। বাতি গজ্জাতীতি  
বাল-গমনে কঃ। ২ বায়ু। ৩ বরুণ। (দেবিনী) ৪ বাহ।  
৫ মন্ত্রণ। ৬ কলাপ। ৭ বলবান্। ৮ বসতি। ৯ বরুণালয়।  
(শব্দচ.) ১০ শার্দূল। ১১ বজ্র। ১২ শালুক। ১৩ বন্ধন।

ব [স্] (ত্রি.) ব্রহ্মান, ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মকং পদার্থ। ব্রহ্ম

শব্দের বিত্যা, চতুর্থী ও বঙ্গীর বহুবচনে এইরূপ হইয়া থাকে।

“পুন্ড্রাভূ বো নোহিপি হরিধনং বো।

দদাতু নো হৃষিক্তানি বো নঃ ॥” (মুদ্রবোধ)

বৈরাগ্যগুণ বলেন, পানবাধ্যাদিতে ইহার প্রয়োগ হয় না।

বংকু (বকু) ইকুনদ। বর্তমানে Oxus নামে পরিচিত।

ইহা মধ্য-এসিয়ার একটা সুবহৎ নদী। এই নদীর অধিকাংশ তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুদ্র অধিকায় (অক্ষা° ৩৭°২৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৭০°৪০' পূঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া তুর্কিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বোখারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের সুবিস্তৃত মরুস্থল ভেদ করিয়া ১৩০০ মাইল গিয়া বহুদূর বিভক্ত হইয়া আরল সাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরাবিদগণের বিশ্বাস যে, পূর্বে এই নদী কাস্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্স (Oxus) বা বংকু নদীর কুলেই আর্য্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই আর্য্য সভ্যতা সুদূর দুর্য্যাপথও প্রসারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, হেরোদোটাস প্রভৃতির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পূর্বকালে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাণ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্তপুরাণ ও মহাভারতে শাকবীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। [শাকবীপ দেখ] মৎস্ত ও মহাভারতে শাকবীপের সীমায় যে ইকু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই বর্তমান অক্স নদী। পুরাণ মতে বংকু নদী জম্বুদীপে প্রবাহিত। পুরাণের অম্বুবর্তী হইলে মনে হইবে যে শাকবীপের সীমায় যে অংশ প্রবাহিত, তাহা ইকু এবং জম্বুদীপে যে অংশ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বংকু নামে খ্যাত ছিল।

এই নদীতীরে “বকু” বা “বখম্” জাতির বাস থাকায় • ইহার বংকু নাম হইয়া থাকিবে। এখানে সূর্য্য ও অগ্নি উপাসক লোকগণের অভ্যাসের পর বিশেষ বোধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্ট ৭ম শতকে চীনপরিব্রাজক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধ-কীৰ্ত্তি ও অশোক স্তূপের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও এই নদীকে পোংহু বা বকু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনার অনবতপ্ত (বর্তমান সরীকুল) হ্রদের পূর্বাংশ হইতে গঙ্গা, দক্ষিণ হইতে সিঙ্ক, পশ্চিম হইতে বকু এবং উত্তরাংশ হইতে সীতা নদী বাহির হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিকু ও

মৎস্তপুরাণের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল আছে। চীনপরিব্রাজক বাহাকে “অনবতপ্ত” হ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই পুরাণে “বিন্দুসর” বলিয়া পরিচিত। [বিন্দুসরঃ দেখ]

বংশ (পুং) বমতি উদগিরিত পুরুষানু বজ্রতে ইতি বা। টু বম উদগিরণে ইতি ধাতোৰ্ধবা বন শব্দে ইতি ধাতোবাহুলকাৎ শঃ। যথা, বষ্টি উজ্রতে ইতি বা বশ কাস্তৌ অব বজ্ৰ বা। ততো হুম্। ১ পুত্রপৌত্রাদি। পণ্যায়—সমুত্তি, গোত্র, জনন, কুল, অভিজ্ঞ, অঘর, অঘর, সন্তান, নিধন, জাতি। (জটোথর)

বিজ্ঞা ও জন্মদ্বারা একলক্ষ্যাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই বংশ পদবাচ্য। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এ বিষয়ে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন,—“কুলঞ্চ বিজ্ঞা জন্মদ্বা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ সন্তানো বংশঃ।” (জয়ামিত্য) ভূত্বতি বলিয়াছেন,—“ধনেন বিজ্ঞা বা খ্যাতস্যাগত্যধারা বংশঃ।” অর্থাৎ ধন ও বিজ্ঞা-গোরবে প্রসিদ্ধ অগত্যধারার নামই বংশ। ‘বমতি উদগিরিত পূর্বপুরুষানু বংশনামীতি শঃ।’ (অমরটীকায় ভরত)

“ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চান্নবিষয়া মতিঃ।

তিতীর্ধুর্ভুত্তর মোহাহুত্পেনান্মি সাগরম্ ॥” (রঘু ১১২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পূর্বকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও বীর্ষশালী রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। ঐ সকল বিভিন্ন বংশীয় রাজসমুত্তিপারম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যাশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি সুপ্রাচীন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সর্বপ্রধান। সূর্য্য-বংশে মহারাজ মাক্তা, দিলীপ, রঘু ও দশরথরাজ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবিজয় সূর্য্য-বংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্দ্রবংশে বহুশত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

[সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ দেখ।]

এই চন্দ্রবংশের অন্ততম শাখা যজ্ঞবংশে ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দাদব রাজবংশ সমুদ্ভূত। [দাদব রাজবংশ দেখ]

তুর্কসর বংশে (তুরার রাজবংশ ?) উজ্জয়িনীপতি কুমারাজ বিক্রমাদিত্য প্রোচ্ছৃত হইয়াছিলেন।

শকজাতির অভ্যাসে ভারতে শককুবণবংশীয় বৈদেশিক রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়। ঐ বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম-ক্রান্ত হইয়া রাজপুত নামে অভিহিত লাভ করে। তদবধি রাজপুত সমাজে ৮৭ শাখার বিস্তৃত অধিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমার

পরিহার, চৌলুকা ও চাহমান এই চারিটা অধিকুল। ইতিহাসে এই চারি বংশের প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে।

খৃষ্টপূর্বাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, যবনরাজবংশ, মিত্র, কাথ ও অন্ধ্রবংশ প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারত প্রসিদ্ধ। শকবংশের বিলয় ঘটিলে ভারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। কল্যণগুপ্তকে পরাজিত করিয়া ভোরমাণ ভারতে হুণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ বশোবর্ষদেব হুণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদনন্তর মগধ, বলভী, উজ্জয়িনী স্বাধীন, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটা প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর-বংশ, ভোজ ও চন্দেল এবং কনোজের আয়ধরাজবংশের প্রভাব কাহারও অবদিত নাই। এতদ্ব্যতীত ভারতের নান্যাহানে বুলেলা, জাট এবং নিজামশাহী, কুতবশাহী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসল-মানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উত্তরভারতীয় এই সকল মহাপ্রভাব আয়ুধ রাজবংশের সমকালে বঙ্গালায় শুরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন-বিবরণ বঙ্গবাসী মাঝেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজি বঙ্গালা অর করেন।

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, দাসবংশ, খিলজিবংশ, ভোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, সুর ও মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনন্তর ইংরাজরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটয়াছে।

২ পত্র।

“নৃপত্ব বংশঃ স্মৃতিভূতজ্যোতিস্ততো বনঃ ॥”

( ভাগ ৯।২।১৭ )

বংশ (পুং) তৃণজাতিবিশেষ। চলিত কথায় বাঁশ বলে। চূর্ণতন্ত্র বিভিন্ন স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যমুসারে বিভিন্ন প্রকার বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বেসাম ও হকার ২২ প্রকার বাঁশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও মলয়-প্রায়োবীপের স্থানে স্থানে প্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা যায়। এই বাঁশের দণ্ড, বাখারি, চটা ও চিরাড়ী কাটিয়া ভারত-বাসী নানারূপ গৃহকাঠে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা লম্বমান সুপক বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খুঁটী, চালের বাতা, ডাশাঁ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। বাখারি চিরিয়া আঙ্গুরের বেড়া ও ঘরের চালের পাটা বেওরা হয়। বাঁশ কাটারি দ্বারা লম্বভাবে বিখণ্ডিত করিয়া তুহপরি উপদ্রুপরি আবাত করিয়া

চওড়া চটা প্রস্তুত করা হয়। উহা ঘরের দেওয়ালরূপে আটরা তুহপরি মৃত্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। চিরাড়ীর সন্ধ্যামোটা অহুসারে বুড়ী, কুলা, চাটাই বা দরমা, ধুচুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সরু গোল দলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিকু, ঝাঁপী, মাছধরা ঘুণী প্রভৃতি নির্মাণ করা বাইতে পারে।

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাঁশ (*Bambusa arundinacea*) সর্ববিধে মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বাঁশ, কাটাক, মগর বাঁশ, নল-বাঁশ; বাঙ্গালা—বেহুড় বা বেউড় বাঁশ, বাঁশ; আসাম—ব্রাহ্ম, কোলকতলা; সাঁওতালী—মাট; গারো—বাহ্-কাঙে; চট্টগ্রাম—বরিয়ালা; পঞ্জাব—মগর, নাল; গুজরাত—বংশ, কোড়গ—কলক, পোদই; পক্ষমহল—বংশ; বোম্বাই—মঙ্গলে, মাগুগর; দাক্ষিণাত্য—ভাঁস, ছোট বাঁশ হইলে ভাঁসা ও বড় হইলে বাধু; গোড়—কটিবহর; আরব—কাসাব, পায়ত—মই; তামিল—মনগল, মলগিল; তেলগু—মুলকাণ, কক, বোলা, বেহরু, বোঙ্গ-বেহরু, পোস্তে-বেদেক, বেঙ্গেরু, বেঙ্গুর্শনি, বেঙ্গু; কনাড়ী—বিহুপ্পু, মব—বানাহ্; ব্রহ্ম—ব-গাক্যাং, ক্যাক-ংবা; শিকাহর—কাটুউনা, উনা; চীন—ছুহু, ইংরাজী—Bamboo। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উদ্ভিদতত্ত্বের তৃণবিভাগের (*Gramineae*) দণ্ডতৃণ (*Bambuseae*) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত পর্ধ্যায়—কীচক; স্বক্শার, কন্দার, ঘটসার, তৃণধ্বজ, শতপর্কী, যবফল, বেণু, ময়র, তেজন, কিকুপর্কী, রস্ত, তৃণ-কেতুক, কঠালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রহি, দৃঢ়পত্র, ধনুঃস্রম, ধাতুয়া, দৃঢ়কাণ্ড, কিলটি, পুশ্ণধাতক।

এই বংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০।৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট পর্যন্ত উর্দ্ধে লম্বা উঠিয়া থাকে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঁশঝাড় গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্বভারতীয় জনপদসমূহে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাঁশ গাছ দেখা যায়, পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিদগণ তাহাদের আবহবিক গঠন, নৈর্মিত্যতা, গ্রহি ও পত্রপার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১ *Bambusa affinis*—মার্ত্তীবানে জন্মে, মাথা ঝাঁকড়া ঝাকড়া, ১৫ হইতে ২০ ফিট লম্বা হয়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় থৈকা ও বিশে বলে।

২ *B. Agrestis*—অস্থস্থান চীন, কোচীন চীন ও মলয়-বীপপুঞ্জ। বক্রাকার গঠন, ১ ফুট মোটা ও ১৫ ফুট খাড়াই। ভিত্তর কাঁপা নহে।

৩ *Amahussina*—পূর্বভারতীয় বীপপুঞ্জের আশ্রয়না ও মনিপা নামক স্থানে জন্মে। ছোট গাছ, মাথা ঝাঁপড়া বোপড়া, ঘন জ্বলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি হলের জায়গায় বৃক্ষ। গাইটগুলি খুব বেস বেস হইয়া থাকে।

৪ *B. Apua*—বব্বীপের অন্তর্গত শালক পর্বতের উপরিতাগে এই জাতীয় বীপ জন্মে। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট লম্বা ও মাছের উরু দেশের জায়গা মোটা হয়। পাতাগুলি বড় বড় ও মৃতাগ্র।

৫ *B. Aristata*—পূর্বভারতের নানা স্থানে; সর্ব ও মধ্য গঠন, কিন্তু দণ্ডাকার নহে। এই শ্রেণীর বীপগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

৬ *B. Arundinacea*—মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকার, ৩০ হইতে ৫০ ফিট উচ্চ, ভিতর ততদূর ফাঁপা নহে, গাত্রের আবরণ মসৃণ ও কঠিন এবং দলে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাতলা পাতলা। গাছগুলি ত্রিশ বৎসরে প্রাচীন হইলে ফুল হয়।

৭ *B. Arundo*—ছউড়ী বীপ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে মহাবলেবরের প্রসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮ *B. Aspera*—আশ্রয়না বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট লম্বা হয়।

৯ *B. Atrata*—আশ্রয়না বীপ, বংশদণ্ড চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পাতার ডাঁটার কাটার মত শুঁয়া আছে।

১০ *B. baccifera*—চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রামবাসী ইহাকে পশুটু বুলে। দক্ষিণাভ্যে ইহা বিবা বীপ নামে খ্যাত। ইহাতে আমের মত এক প্রকার ফল হয়। উহার একটা মাত্র বীজ থাকে। এই বীশেই প্রচুর পরিমাণে তবাকার বা বংশলোচন পাওয়া যায়।

১১ *B. Balooa*—পূর্ববঙ্গ আসামের স্থানে স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার বালকু বীশ বা ধূলি বীশ এবং আসাম ও কাছাড় বিভাগে বেতবা, ভালুকা বীশ নামে পরিচিত। লেপছারা লিঙ্ক বুলে। এই বীশ ত্রীজাতি বলিয়া গৃহীত।

১২ *B. Bitung*—বব্বীপজাত। পত্র চওড়া ও বস্ফসে।

১৩ *B. Blumeana*—বব্বীপ। দণ্ডাকার, নবপ্রস্তুত শিশুর হস্তের জায়গা সর্ব।

১৪ *B. Brandisii*—ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার ফিট উচ্চ পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীতে জন্মে। বংশদণ্ড ১২৬ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। বণ্ডের পরিধি বা বেড় প্রায় ৩০ ইঞ্চি। কচি কচি কচি বা পল্লবাবিহীন লাল ও হালকা মিশ্রিত কটা বর্ণের শুঁয়া দেখা যায়। অভ্যন্তর দেশ কৃষ্ণ। এই বীশ

বাঙ্গালার ওড়া, ব্রহ্ম বা বো ও মগধিগের মধ্যে তুণ্ড বা নামে পরিচিত।

১৫ *B. Falconeri*—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় শৈলশ্রেণী, বিশেষতঃ শিমলা শৈলের পাদমূলে ৫৫০০ ফিট উচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রাউজ ইহাকে বালকু বীশের অল্পরূপ শ্রেণী বলিয়া অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যে কতকটা তল্লা বীশের ফুলের মত। পার্শ্বীয় ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

১৬ *B. Glauca*—ভারতের নানা স্থানে পত্র ১ ইঞ্চির বড় হয় না। প্রস্থেও ছই স্ততার অধিক নহে। গাছ ছই ফিটের অধিক বাড়ে না; কিন্তু ডাল পালার বিজড়িত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুদ্র ও উজ্জল বর্ণ অনেক ফুল হয়।

১৭ *B. khasiana*—বশিরা শৈলজাত। খশজাতি ইহাকে তুমার বীশ বলিয়া থাকে।

১৮ *B. Maxima*—কাষোজ, বালি, বব প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। ৬০ হইতে ৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদণ্ডগুলি প্রায় মধ্যমাদেহের জায়গা মোটা। ভিতর ফাঁপা। উহার গাত্র এতদূশ পাতলা যে, তাহাতে চোঁচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

১৯ *B. Mitis*—আশ্রয়নার বন মধ্যেও পর্যাপ্ত ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কোটীন-চীনে ইহার চাস আছে। গাছ ৩০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ডগুলি সাধারণতঃ সর্ব হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্ধিত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এক একটা বংশবীজ মাছের পায়ের মত মোটা হয়।

২০ *B. Multiplex*—কোটীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ার লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে।

২১ *B. nana*—ব্রহ্ম ও চীনরাজ্যে জন্মে। এই বীশ ক্ষুদ্রাকার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক সাধা হয়, ঘন করিয়া বেড়ার সরিষিট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীরা ইহাকে কিউ-কা এবং ব্রহ্মবাসীগণ শিলবগিন্ড বুলে।

২২ *B. Nigra*—চীন-সাম্রাজ্যের ইংরাজীকৃত কান্টন প্রদেশে এই বীশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ডগুলি মাছের জায়গা দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিয়া লওয়া হয়। উহাতে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট বীট ও রন্ধনগণের ব্যবহার্য ছাতির সুন্দর বীট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বীশ জন্মে।

২৩ *B. nutans*—নেপাল, সিকিম, বশিরা শৈলমালা,

আসাম, শ্রীহট্ট ও ভোটাণের গ্রামাদির প্রান্তদেশে এই বাশ-কাড় দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তাল বা শেণের মত, ভিতর কিছু কাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে। যেটি বাশ-গুলির ভিতর কিছু কাঁপ হয়, খুব শক্ত ও ভারসহ। বাদালায় ইহা নল বাশ, নেপালে মহল বাশ, লেপছা দেশে মহল, ভূটিয়া মিউসিন্জ, আসামে বিহুলী ও মুকিয়াল এবং শ্রীহট্টে পিছলে নামে খ্যাত।

২৪ *B. Orientalis*—একমাত্র দক্ষিণভারতের উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৫ *B. Pallida*—পূর্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট দীর্ঘ হয়। খনিয়ারা ইহাকে উল্ফেন এবং কাছাড়ীরা বুর্লা ও বখাল বলে।

২৬ *B. Picta*—সিয়াম, কেলঙ্গা, নেগিতিস্ ও তরিকটস্থ অজান্ত বাঁশে এই বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দুই ইঞ্চির অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট অন্তর এক একটা গাঁইট আছে। কাঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে ইহা সর্বতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে।

২৭ *B. Prava*—আম্বারনার উপকূল দেশে ও অজান্ত স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চ লম্বা ও ৩৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। উহাতে কাঁটার জ্বর গুরা আছে। ঐ বাশ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়।

২৮ *B. Polymorpha*—পেশবোমা শৈলে এবং মার্ভাবান্ বিভাগের পর্বত সাহস্রদেশে এই বাশবন দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবাসী ইহাকে ক্যাথোলা বলে।

২৯ *B. Pubescens*—ইহার দণ্ড ৩০ ফিট দীর্ঘ হয়, কিন্তু ১৪ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। কাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন হয় না।

৩০ *B. Spina*—দাক্ষিণাত্যের গজাম ও শুস্কুর জেলায় উৎপন্ন হয়, এই বাশ ৮০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। উড়িয়াবাসীরা ইহাকে কাঁটা বাশ বলে।

৩১ *B. Spinosa*—ভারতের পূর্বাঞ্চলজাত প্রসিদ্ধ বংশ-জাতি। হিন্দী—বুয় বা বেহর বাঁশ; বাদালা—বেউড় বাঁশ; আসাম—কোটে; কাছাড়—কিউট; ব্রহ্ম—বকংবা। বাদালা, আসাম ও ব্রহ্মরাজ্য, দক্ষিণপ্রদেশ, মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের অজান্ত স্থানে কাড় বাঁধিয়া এই গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে বুল্লর, গঠন মধ্যমাকৃতির হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট সহরতলী ও ব্রহ্মরাজ্যে ৩০ হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কণি এরূপ বিহৃত

ও কঠিন হয় যে, সে বাশ কন প্রবেশ করা হ্রাসাধ্য। পাতা কুর ও মীচের নিক্তে শুঁয়ায়। জৈষ্ঠ মাসে বর্ষারন্তের প্রাকালে প্রাচীন গাছগুলিতে পুষ্পোৎপন্ন হয়। এই বাশ চেরাই করিয়া গৃহাদি নির্মিত হইয়া থাকে। বঙ্গব্রহ্ম ধারণ কালে এই বাঁশের বটি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তে দণ্ড দিবার বিধি আছে।

৩২ *B. Striata*—চীন দেশে জন্মে। কাড় হয় না। ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, সুচিকণ ও সবুজ ভোলাকাটা, এই বিভিন্ন গঠন নিবন্ধন ইংলণ্ডের তেবজোভানের উষ্ণ-নিকেতনে (hot-houses) ইহার চাষ হইতেছে। এই গাছ ৩০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়।

৩৩ *B. Striata*—কতকাংশে কাড় বাঁধিয়া থাকে। হিন্দু-স্থানে ইহা কাড়-বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগু ভাষার ইহার নাম সন্মনপবেহর। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও সরল হওয়ার ইহা দ্বারা বরণার দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা পুঞ্জাতি বলিয়া খ্যাত।

৩৪ *B. tabacaria*—আম্বারনা, বব ও মনিপা বাঁশে প্রচুর জন্মে। ইহার গায়ে ৩।৪ ফিট অন্তর এক একটা গাঁইট, প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না। এই কারণে ইহার উপর পালিস দিয়া উৎকৃষ্ট বটি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দণ্ডের বহিরাবয়ক এরূপ কঠিন যে, তরুণের কুঠারাবাত করিলে অস্বিকূলিক নির্গত হইয়া থাকে।

৩৫ *B. lereae*—বাদালা ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৬ *B. trilda*—বাদালায় সাধারণ বাঁশ। পেশপ্রদেশের জলময় বনভাগেও উৎপন্ন হয়। বাদালায় তলদা বাঁশ, পিকাবাঁশ, জোবা বা জাওয়া বাঁশ; মিটেলা, মাটেলা ও জোবা বাঁশ; হিন্দী—শেকা, সাঁওতাল—মাক, কোল—শেগেলিমান্; গারো—বিবি; ময়—মদইবা (মহারো?), ব্রহ্ম—বিইবা, থোকবা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই বাঁশ গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় ৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ইঞ্চ পরিধিবিধিষ্ট মোটা হইয়া থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাকৃতি, কোমল ও শিথিল। গাঁইটগুলি কিছু উঁচু উঁচু, তাহার চারি পার্শ্বে গুঁয়ার একটা চক্র আছে। এই বাঁশ চিরিয়া কিছু দিন জলে ভুয়াইলে অতিশয় শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইহাতে ঘরের খুঁটা, বাতা, ও বেড়ার বাঁধারি প্রভৃতি এক বন্দা, সুড়ি, পাখা ও চিক প্রভৃতি ব্রহ্ম ইহাতে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাওয়া বাঁশ এই প্রকার হইলেও অপেক্ষাকৃত নরম হয়। তলদা বাঁশের অপেক্ষা ইহার গ্রহিণী অধিকতর দৃঢ়।

এই বাঁশের কচি কৌড়া অনেকে খায়। গাছ দুই ফিট উর্কে উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি মাখিয়া আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বাঁশের কৌড়ার উপর হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখে। ক্রমে সেই বংশাঙ্কুর পরিবর্তিত হইয়া হাড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বাঁধা কপির মত দেখায়। ঐ কৌড় কাটিয়া বাজনাদি রন্ধন করিলে খাইতে উত্তম লাগে।

৩৭ *B. Verticillata*—আমেরিকা বীপে জন্মে। প্রায় ১৫১৬ ফিট উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাগিলে এক্সন চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পায় না। Rumphius এই জাতীয় বৃক্ষকে *Leleba alba* নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৮ *B. Vulgaris*—ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং সিংহল বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। আমেরিকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে। এই বাঁশ দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গায়ে সবুজ ভোরা থাকে। বাঙ্গালায় ইহা বাসিনী বাঁশ নামে খ্যাত। বোম্বাই—কলক, বংশকলক ও শিলাপুরে উনা নামে পরিচিত। এই বাঁশগুলি সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ ফিটের অধিক লম্বা হয় না এবং বালকদিগের বাহুমূলের জায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোটা মোটা শিরায়ুক্ত। বাঁশের গাঁইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চি। গায়ের দল কিছু পাতলা। বর্ষার সময় গোড়ার জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় ১৮ ইঞ্চি বাড়িতে থাকে। গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে *B. arundinacea* শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও চুচাল। এতদ্বিধ *B. Beechyana*, *B. flexuosa*, *B. marginata*, *B. regia*, *B. tuldoidea*, *B. Thouarsii* প্রভৃতি কএকটি শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে। শেখোক্ত শ্রেণী *B. Vulgaris* শ্রেণীর সমনামীর বলিয়া কথিত। অপর কয়টি শ্রেণীর বিশেষ কোন বিষয় পাওয়া যায় নাই।

ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁশ-কাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ উহাদের জাতিগত চারিটি থাক (sub-tribe) নির্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থাক *Arundinarieae*—ইহার মধ্যে *Arundinaria* শ্রেণীক বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। ২য় থাক *Enbambuseae*—*Bambusa*, *Gigantochloa* ও *Oxytenanthera* শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩য় *Dendrocalameae*—*Dendrocalamus*, *Melocalamus*, *Pseudo-*

*tostachyum*, *Teinostachyum* ও *Cephalostachyum* শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ *Melocanneae*—*Dinocloa*, *Melocanna* ও *Ochlandra* শ্রেণীক বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাঁশগাছগুলির উপরে একটা কঠিন স্বগাবরণ আছে। তাহার নিয়ে ও ভিতরের কাঁক পর্য্যন্ত যে কাঠভাগ থাকে, তাহাকে ‘দল’ বলা যায়। জাতি বিশেষে ঐ দল মোটা বা পাতলা হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটা নিরেট ও কঠিন মোটা গাঁইট থাকে। কোন কোন বাঁশের গাঁইট এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাঠ নাই বলিলেও চলে। শিলাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাঁশের সুন্দর সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়। উহা চীনে বাঁশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাঁশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২৩ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিবর্তিত হইয়া উঠে। প্রধানতঃ বর্ষা সমাগমেই বাঁশের কলা গজাইতে দেখা যায়। কাপ্তেন ব্লিমান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ষা ঋতুতে বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশের কৌড় বাহির হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর বারিপাতে উহা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা বিহ্বতায়তন হইয়া উহা প্রকৃত বাঁশকাড়ে পরিণত হইয়া থাকে। চীন দেশে ‘চেকিয়াং’ নামে এক প্রকার চোকা বাঁশ পাওয়া যায়। উহা গৃহাদি সাজাইতে, অথবা আসবাব প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়।

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বাঁশের গোড়াকাটাগুলি স্থানান্তরে পুতিয়া দিলে তথায় নূতন কৌড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয়া তথায় চুই বা তিন ফুট লম্বা একটা কাটা গোড়া লম্বভাবে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ঐ গোড়ার শিকড়-যুক্ত গাঁইট (nodes) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটা কলা নির্গত হয়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নির্দিষ্ট ভূমিতে পৃথক্ ভাবে রোপণ করিয়া দেয়।

কাটা গোড়া জিন্ন বাঁশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। *Lodicules* ও *palea* সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কখন কখন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ঠেক পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তখন ঐ কচি কৌড়গুলিকে স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। ঐ অঙ্কুরিত বীজগুলি বয়স্কাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ যত্নে ও সাবধানে সংগ্রহ-পূর্বক রক্ষা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই গাছগুলি ১০

হইতে ১২ বৎসর অতিক্রম না করিলে মূপক ও কাটিবার উপযুক্ত হয় না।

বাঁশ গাছ প্রধানতঃ ঘেরপ কৌড় লইয়া অঙ্কুরিত হয়, পূর্ণমাত্রায় পরিবর্ধিত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় একরূপই থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন হ্রাসতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্যতার বা আয়তনের বিশেষ কোন ভারতম্য লক্ষিত হয় না, কেবল উহার কাঠ পরিপক্ব হইতে থাকে। নারিকেল, তাল, খর্জুরাদি বৃক্ষের ঘেরপ ডালের চিহ্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা যায়, বাঁশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দেশ করা যায় না। উহার পুষ্পোদগম বা বীজাধান দেখিয়া সাধারণে বয়স নির্ণয় করিয়া থাকে। মধ্যভারতের পার্শ্বভা প্রদেশবাসী জাতিরা পার্শ্বভা বাঁশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়স পর্য্যন্ত গণনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাঁশের চুই “কাউঙ্গ” অর্থাৎ চুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হয় না।

উপরে বাঁশের পুষ্পোদগমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে বাঁশ গাছে ফুল ধরে। অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় সময় বাঁশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। ঐ চাউল অনেকে খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, চুর্ভিক বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বাঁশ গাছে চাউল জন্মে; কিন্তু বস্ত্ততঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের Trans. Agri Horti. Soc of India Vol III p. 139-43 গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সময় নানা স্থানে বাঁশ গাছে চাউল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তখন কুত্রাপি চুর্ভিক ছিল না। ক্ষেত্রাদিতেও অপরিপািত খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্ষেত্রজ তুল ১ টাকার ১৬ সের এবং বংশজ তুল ১ টাকার ২০ সের বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বাঁশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত তুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ বত বিচ্ছিন্নভাবে ও বত উর্ধ্ব ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটা আপনা আপনি ওকাইয়া আইসে, কিন্তু তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কলা বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মাছের বাঁশের কৌড়া ব্যঞ্জনাদিতে রান্না করা অথবা আচার করিয়া খায়। গবাদি জন্তু বাঁশপাতা খাইতে ভাল বাসে। গোবর এসোয়োগে বাঁশ পাতা বিশেষ উপকারী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা-চুর্ভিকে লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের চাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ধারবাড় ও বেলগাম-জেলাবাসী প্রায় ৫০ হাজার লোক কাণাডার আদিরা বাঁশের বীজ সঞ্চয়-পূর্বক তাহার তুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলায় ১ টাকার ১৩ সের বাঁশের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঐ সময় তথায় প্রতি টাকার ১০ সের চাউল ছিল। চুর্ভিকের দ্বারা পড়িয়া লোকে বাঁশের চাউলে উদর-পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উহা বিশেষ সুখকর নহে। Dr. Billie বলেন, উহাতে অক্লির্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় জল পাওয়া যায়। ঐ জল বিশেষ শৈত্যগুণসম্পন্ন। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বাঁশের উপকারিতা সম্বন্ধে খনার এইরূপ একটি বচন প্রচলিত আছে,—

“পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ \* \* \* \*।

উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে,

বাড়ী ক'রগে ভেড়ের ভেড়ে।”

অর্থাৎ পূর্ব দিকে কুম্ভকল্লার পরিশোধিত হংস বিরাজিত পুষ্করিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিকা গৃহস্থের বিশেষ মঙ্গলপ্রদ।

খাদ্যরূপে ইহার উপযোগিতার বিষয় সাধারণে বিশেষভাবে গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে বাঁশঝাড় রন্ধার ও পালনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। সহরতলীর অন্তর্ভুক্ত খাপ্রেলের ঘরসমূহ এবং তদ্বহিত পন্নীপ্রদেশে উল, গোলপাতা, খড় প্রভৃতি ত্রাবাহারী নির্মিত যে সকল চালা ঘর দেখা যায়, তৎসমুদায়ই বাঁশ, দড়ি, খড় ও কাহার সাহায্যে নির্মিত হইয়া থাকে। এ সকল ঘরের খুঁটী, রোয়া, বাতা, টানা প্রভৃতি সকলই বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত হয়। চামি পার্শ্বের দেওয়ালগুলিতে বাঁশের টাটা, চেটাই, অথবা ছেঁচা বাঁশের কাচা বা চাঁচের বেড়া দেওয়া হয়। বাঁশের সৰু গোলকাটা প্রস্তুত করিয়া স্ততার দ্বারা বিনাইয়া ‘চিক্’ প্রস্তুত হয়। ঐ চিক্ দরজা জানালা প্রভৃতির সমুখে আবরকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একটি গৃহস্থ পরিবারের আবশ্যকীয় আসবাব প্রভৃতি সকল পদার্থই বাঁশ হইতে নির্মিত হয়। একটি কেরণ পরিবারের গৃহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিষ্কৃত চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কেরণগণ সপরিবারে অর্থাৎ ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক একত্র একটি বাসভবনে থাকে। উহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে। উহার সকলই বংশনির্মিত। বাঁশের মাচা বা পাটাতন করিয়া তাহাতে শয্যাতল বিনির্মিত হয়। এতদ্বিধ বংশখণ্ডে বসিবার



মোড়া, কেদারা, ইজিচেয়ার, ছেলের মোলা, টেপরা প্রভৃতি সমস্ত গৃহের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। জানিকেরা জলাভূমির উপর অথবা নদীতীরে বাঁশের ছুটার নির্মাণ করিয়া বাস করে। জানে হায়ে নদীতীরের উপর অথবা রাস্তার মাঝে মাঝে বাঁশের সেতু দেখা যায়।

যে সকল বাঁশ অধিক কাঁপা অর্থাৎ বাহার ভিতরের কাঁক অত্যন্ত শ্রেণীর কাঁপা বাঁশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এইরূপ বাঁশ হইতে জলনাগী, জলপাত্র, পানপাত্র, রক্তনপাত্র প্রভৃতি পার্শ্ব উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়। হিমালয়নিখরবাসী অনেক জাতিই এইরূপ বাঁশের পায়ে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক করিয়া খায়। পার্শ্ব জলবাহকেরা মশকের পরিবর্তে ৩ ফিট হইতে ৬ ফিট পর্যন্ত লম্বা বংশগুলি লইয়া উত্তপ্ত দোহ-শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাইটগুলি ছুটা করিয়া লয়। পরে তাহা জল পূর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্বক একখণ্ড বড়ি দিয়া উহা কপালে বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের পরিত্যাগোপে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ঐ চোলের অভ্যন্তরস্থিত জল কএকদিন পর্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা নষ্ট হয় না। কৈলাথে জলস্রোতের সমর অথবা সেবাছার উপর হইতে কলের জল অত্যন্ত লইবার জন্য বাঁশের জলনাগীর ব্যবহার দেখা যায়, এখনও কুবকেরা বাঁশে তৈলপাত্র বা হুড়পাত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যক্তাদি পাক করিবার হাতা, মাছকাটা ছুরি, সোহনপাত্র, মহান নগ, মই, চুকা, লাটা, আনলা, প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই বাঁশে প্রস্তুত হয়।

মারিয়া বা জেলেরা ইহাতে নৌকার দাঁড়, মাছল এবং মাছ ধরার অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়। আসাম ও পূর্ববঙ্গে জলাভূমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি ধরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তুত হয়। উহা চিরায়ীতরায় স্থাপক বাঁশের একটা শলাকা দ্বারা। উহার মধ্যস্থলে বড়ি বাঁধিয়া চুই মুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত হয়, ঐ চুই হুতাশ্র মুখে একটা বড়ি আটকাইয়া জেলেরা জলে ছাড়িয়া দেয়। মাছ বড়িএর গোটে ঐ বড়শি আসিয়া ধরিলেই বংশশলাকা পূর্বাবস্থার বিহীন হইয়া পড়ে, এবং কানকুরা মধ্যে সবসেপে প্রবর্তি হইয়া তাহা কাঁক করিয়া ফেলে, তখন আর মড়িবার শক্তি থাকে না। এতজি হিপি, বড়শা, বড়শার নগ, বটী প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সমরচিত প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাপা প্রভৃতি পার্শ্ব জাতিরা বাঁশের কটিন আবরণাশ হইতে ছুরিকা ও বড়শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। নক হইতে প্রামদি নকার জন্য তাহারা 'পলী' নামে এক প্রকার ছুঁচাল ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া প্রায়ের চক্ষুপার্শ্ববর্তী

বনান্তরাল প্রদেশের পথে পথে বিছাইয়া রাখে। উহার একটা শত্রুর অভিযুখে ও দুইটা তাহার বিপরীতে প্রায়ের অভিযুখে থাকে। শত্রুরা আসিয়া অগ্রসূরী কাঁটার বিদ্ধ হইলে যেমন পা পচাদিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায়, অমনি অপর দুইটা কাঁটার গোড়ালী বিদ্ধ হইয়া বস্ত্রাঘ্র অধির হইয়া পড়ে। নাগারা চিড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার বাঁশের কল নির্মাণ করিতে জানে। সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এখনও বাঁশের ধনুক লইয়া বেড়ায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ধ্য-বোদ্ধ বর্ণের ভীল, ধনুক ও ছিল প্রভৃতি বাঁশে নির্মিত হইত। পূর্ববঙ্গে বাঁশের 'পাচড়া' দ্বারায় রীতি আছে।

এই সকল ব্যতীত, বংশ উৎকৃষ্ট বাত্বস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ত্রীককের মোহন বাঁশরী এবং লোকপরিপরাঙ্কিত মিশ্রা তানসেনস্ট্র শানাই নামক বাত্বস্ত্র বেণু নামক বংশ দ্বারাই নির্মিত। এদেশে সরু তল্লা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বাঁশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগারা এক প্রকার বাঁশের বীণা (Jem's harp) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তার-গুলিও তাহারা কাচা বাঁশের উপরের ছাল হইতে সরু ও গোল-ভাবে চাচিয়া প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর শুক্লোল নামক বাত্বস্ত্র আবস্ত্রক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এক একটা গাইটবৃত্ত বাঁশের চোলে নির্মিত। বাজাইবার সময় উহা কতকংশে জলতরঙ্গ বাজানার মত বাজান হয়। উহাতে হরেরও তারতম্য স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। গোপীবস্ত্র, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের পৃষ্ঠকণ্ডও বাঁশের নির্মিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদণ্ড হইতে মনুষ্যজগতে আর একটা মহত্বপূর্ণ সাধিত হইতেছে। উহা মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোন্নতির সৌকর্যসাধক নিষিদ্ধার অন্ত-তম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনোভাব বা গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই বংশ-দণ্ড হইতে সেই কাগজের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। ঐ কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ার নিষিদ্ধার্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, বরং দ্রব্যাদি বোদ্ধ করিয়া রাখিতেই উহার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

Indian forester নামক পত্রিকার ৪র্থ ভাগে চীনদেশের বাঁশের কাগজ প্রস্তুত প্রথা প্রদত্ত হইয়াছে। উহা এক্ষণে সহজ যে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া কার্য করিতে পারে। বাঁশদণ্ডকে কুকি ও পজ নির্মূল করিয়া তিন চারি ফিট লম্বা বাঁধি কাটতে হয়। পরে সেই গুলি সরু সরু খেঁজাকার দাঁধারিতে পরিণত করিয়া তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া জলে

ভুয়াইয়া বাধা কর্তব্য। পুষ্করিণিতে বা চৌবাচ্চার বাধারীর তাড়া ভিজাইবার সময় একতর ঐরূপ বাধারী সাজাইয়া তাহার উপর পর্যাপ্ত চূণ ছড়াইয়া দিতে হয়, যেন চূণে বাধারিগুলি ঢাকা পড়ে। এইরূপে উপর্যুপরি বাধারী ও চূণ চৌবাচ্চার সাজাইয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে অন্ন অন্ন জল ঢালিতে হয়। ক্রমে তদ্রূপাক্রমে জলরাশি উপরের বাধারিতরকে ঢাকিয়া কেলিলে জল দেওয়া বন্ধ করা হয়। এইরূপে চূণ মিশ্রিত জল মধ্যে ৩।৪ মাস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাধারী পচিয়া আইসে। তখন উহাকে তুলিয়া ঢেকিতে বা উদুখলে কুটরা শুঁড় করা করে। অতঃপর সেই শুঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্বক পুনরায় পরিষ্কৃত জলে মাখা হইয়া থাকে। কাগজের আরতন বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বুলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাখান নিয়ম। অনন্তর ঐ জলমাখা বংশ-চূর্ণের মাড় চোকা ছাক্তীর স্তায় আকারের ছাঁচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কাগজের অনুরূপ ছাঁচে ঐ মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়া কাগজের আকার গারণ করে বটে, কিন্তু তখনও উহা ভিজা থাকে; ঐ ভিজা কাগজ শুকান আবশ্যক। ছাঁচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে ঐষড়ক একটা দেওয়াল গাত্রে তাহাকে শুকাইতে দেওয়া হয়। তদনন্তর পুনরায় আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হয়। এই প্রকারে বাঁশের কোঁড়া কটকরি মিশ্রিত জলে পচাইয়া কাগজ করিতে পারিলে সর্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশ-বস্তুর হরিদ্রর্ণ নাশ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং বংশ-চূর্ণ হইতে প্রধানতঃ যে কাগজ হয়, তাহা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপে ছয়-খানি কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে।

আমেরিকা ও যুরোপবাসী কাগজবাবসারিগণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বীণপুঞ্জ হইতে সহস্র সহস্র টন “বাঁশের আঁইস” (Bamboo fibre) আনাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রেজিল-বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার স্বল্প তত্ত্বসমূহ রেশম, অথবা পশুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রবস্ত্রের উপযোগিতা প্রতিপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন। Mr. Rontledge ভারতবর্ষে বাঁশের আঁইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু কচি কোঁড় ব্যতীত, অপর পরিপক বাঁশে উহার উপযোগিতা অন্ন দেখিয়া এবং তাহাতে ব্যয় বাহ্য জালিয়া উক্ত প্রত্যয় পরিগৃহীত হয় নাই।

উপরে বংশের সামান্য ভেদভঙ্গণ নিশিবেদ হইয়াছে। বৈভক মতে এই বাঁশ বিবিধ—সামান্য ও রত্ন-বংশ। রাজনির্ভট মতে এই দুই প্রকার বংশের ভণ—কবার, ঐষড়ক, শীতল, সুকরু, প্রবেহ, অর্ণ, পিত্তাহ ও অন্ননাশকারী। নতাতরে

অরকর। রত্ন-বংশের বিশেষ ভণ এই যে, ইহা বীশন, অর্জুন-নাশক, কচা, পাচন, হৃৎ ও শূলর।

বংশাঙ্গুর বা বাঁশের কোঁড়ের ভণ—কটু, তিক্ত, অন্ন, কবার, শীতল, নিত্তরকমাহ-কুজুর ও রক্তিকর।

“করীয়ে বংশজো রকঃ বাত্পিত্তকরঃ কটুঃ।

স কবারো বিদাহী চ রেয়ঃ পাকতঃ কটুঃ।” (রাজনির্ভট)

জাষপ্রকাশ মতে, ইহার ভণ—

“বংশঃ সরো হিমঃ বায়ুঃ কবারো বতিপোষকঃ।

হেমনঃ ককপিভ্রম কুষ্ঠাভ্রমশোষবিৎ।

তৎকরীঃ কটুঃ পাকে রসে রকো শুকঃ সরঃ।

কবারঃ কককং বাহুর্জিহবাহী বাত্পিত্তকঃ।

তদ্ব্যবান্ত সরা রকঃ কবারঃ কটুপাকিতঃ।

বাত্পিত্তকরা উকা বহুদ্রোঃ ককাপাঃ।”

অর্থাৎ বাঁশ সারক, শীতবীৰ্য, বহু ও কবাররস, বতি-শোষক, হেমন এবং কক, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথনাশক; বাঁশের কোঁড়—কটু, কবার, মধুর রস, কটু, বিপাক, রক্ত, শুক, সারক, বিদাহী এবং কক, বায়ু ও পিত্তবর্জক; বেগুন লাফক, রক্ত, কবার রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্জক, উষ্ণবীৰ্য, স্ত্রীরোধক ও ককনাশক।

নল, লয় প্রভৃতি ভূগর্ভস্থেও বৈজ্ঞানিক বীমালায় বংশ-জাতীয় বলিয়া বর্ণিত। প্রাচীন বৈভক শাস্ত্রেও ইহা ভূপর্জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত এবং বস্ত্র তাহে আলোচিত হইয়াছে।

[ নল ও লয়, মক বেহ। ]

বাঁশের পাতা ও কচি কোঁড় লিভ করিয়া তাহার কাথ সেবন করাইলে গ্রীলোকের রক্তোনির্গম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও চীনরাজ্যের দ্বাসে স্থানে প্রসবের পর প্রসূতির ঐ কাথ খাইতে দেয়। তাহাতে রীতিমত রক্তজাব হইয়া অঙ্গাঙ্গু পরিষ্কার হইয়া থাকে। হতপদ ভয় হইলে বাড়ি বাঁধিবার জন্য বাঁশের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। স্থানস্থানে বাঁশ বিখ্যাত ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া লইলে অথবা বংশপত্রাকর লইয়া ভরহাসে মৃচ্চরূপে ঐমিলে বাঁড়ের কার্য হয়। ভরপদের দ্বারা বাঁশের চোব পুরিয়া দিলে অথবা পায়লভি হেমনের পর বাঁশের গাইট সেই দ্বাসে আবহ করিলে উহা পক্ষিতনের কার্য করে।

২ গৃহের উর্জকাঠ। আফকাঠ।

“বংশঃ পৃষ্ঠাংগি, সেহোচ্চকাঠে বোণে-পণে কুলে।”

(৭।৩৩ রত্নটীকার বল্লভাধিকৃত কেশবঃ)

৩ পূর্জাবয়ব। গিঠের কাঁড়া।

“বহুভিতিমিশ্রিতবৎসবৎ-

দ্বন্দ্ব ভচা বোমনবৈঃ শিনক্কাঃ।” (অঙ্গ ১১।১০৩৩)

৪ বর্গ।

“উৎপত্তিঃ সংস্কৃতপুস্তকৈঃ

সালীকৃতঃ ভদ্রনবংশচক্রঃ ॥” (বৃ ৭।৩২)

৫ বাঙলাঙবিশেষ। চলিত বান্ধী।

“ন কীটকৈরীকৃতপুণ্ডরীকৈঃ কুজভিরাপাদিতকংশকৃত্যম্।

ওশ্রাব কুজেশু বংশঃ সমুচ্চৈরুদনীয়মানং বনদেবতাতিঃ ॥”

(বৃ ২।২২)

[ বংশী শব্দে বান্ধীর বিবরণ দেখ। ]

৬ ইকু। (রাজনি) ৭ সর্জ নামক সালবৃক্ষ। দ্বিগাং টাপ্।

(জী) ৮ প্রাধাগর্ভসমুত অঙ্গরোবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৬)

বংশ (পুং) ১ বৃক্ষমধ্যোচ্চভাগ। (বৃং সং ৫০।৩) ২ বৃক্ষসামগ্রী  
পরম্পরা বা সমূহ (রথধ্বজাদি)। ৩ জনসংখ্যা। ৪ অতিথি।

৫ লঘমান ভেদ = ১০ হস্ত। ৬ গ্রহবিভূত হস্তপদাদির অস্থি।

‘বংশ শব্দেন দৈর্ঘ্যং বিবক্ষিতং বাহু চ নলকাবুরু জ্ঞেয়  
চেতাষ্টবংশকাঃ। নলকাবুরুজ্যাবিতি।’ (রাম্য ৫।৩২।৪৪ তীর্থ)

৬ বিকু। ৭ বংশলোচন।

বংশধ্বনি (পুং) বংশব্রাহ্মণবর্ণিত আচার্য্য ধ্বনিভেদ।

বংশক (স্ত্রী) বংশ ইব কায়তীতি কৈ-কঃ। ১ অঙ্কর।

(হারাবলী) বংশ ইব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃভে)। পা  
৫।৩২৬) ইতি কন্। ২ মংত্র বিশেষ। চলিত বাঁশপাতা  
মাছ। (শব্দমালা) ৩ ইকু ভেদ। ইহা বাঁশাই বা শামশাঁড়া  
আক বলিরা পরিচিত। ইহার গুণ—ঈতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর,  
রোগহর, সারক, অবিদাহী, শুষ্ক, বৃষা ও সলবণ।

“বংশকবনভিষ্যন্তী লঘুদৌষদ্রোপহঃ।” (রাজবল্লভ)

আবার অশ্রুত বলিরাছেন—

“অবিদাহী শুক্লবৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীকৃকাতথা।

আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিং সন্ধারো বংশকো মতঃ ॥”

(হস্তত ১।৪৫)

হ্রস্বো বংশঃ (সংজ্ঞায় কন্। পা ৫।৩।৮৭) ৪ কুদ্র বাঁশ।

বংশকজ (স্ত্রী) কৃকাকৃককাঠ।

বংশকঠিন (পুং) বংশা বেণবঃ কঠিনা বলিলেশে স বংশকঠিনঃ।  
বাঁশবন, বাঁশকাড়।

বংশকড় (স্ত্রী) ১ আকাশে উড্ডীয়মান হস্ত। বৃক্ষ হইতে বায়ু  
কর্জক আকাশে নীত শাখালীকূলা। বংশতুলা। চলিত  
বুড়ির হস্ত।

“বৃদ্ধব্রহ্মকমিত্যাহরিত্রকূলাং মনীষিণঃ।

জীয়হাসঃ বংশককং বাতকুলং মরুজ্জলম্।” (হারাবলী)

বংশকর (পুং) বংশ করোতীতি ক-অচ্। ১ বংশের কর্তা  
আদি পুত্র, পূর্ব পুত্র।

বংশকরা (স্ত্রী) মহেন্দ্রপার্বত্যপাদিনিঃসৃত নদীভেদ। (মার্ক  
পুং ৫।৭।২২) বংশধারাও পাঠ দেখা যায়।

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন  
নগর। রামাই বা রামু নামে পরিচিত। টলেমির ভূত্বভাষ্যে  
Barakoura শব্দে এই স্থানের বাণিজ্যপ্রভাব উল্লিখিত আছে।

বংশকরীর (পুং) কশাহুর। বাঁশের কোড়। [ বংশ দেখ ]  
বংশকপূর [ রোচনা ] (পুং স্ত্রী) বংশস্ত কপূরঃ। কপূর  
ইব শোভতে ইতি কৃচ্-ল্য। ততঃ যজ্ঞীতং পুরুষঃ। বংশরোচনা।  
(রাজনি) [ বংশলোচন দেখ ]

বংশকর্ম্মকুণ্ড (ত্রি) ১ ব্রাহ্মীর কাথকারী। ২ বাঁশ কাটিয়া  
যাহারা বুড়ি, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। (রামায়ণ ২।৮।৩৩)  
বংশকর্ম্মনু (স্ত্রী) ১ বাঁশের কাজ। ২ বংশশিল্প (বুড়ি)  
প্রভৃতি।

বংশকার (পুং) গছক। (বৈয়াকনি)

বংশকীর্ত্তি (ত্রি) বংশস্ত কীর্ত্তিঃ। বংশের গৌরব, কুলগরিমা।

বংশকূটজা (স্ত্রী) কৃষ্ণকূটজ। (বৈয়াকনি)

বংশকুণ্ড (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বাঁশের  
কাথকারী।

বংশক্রমাগত (ত্রি) বংশস্ত ক্রমঃ ইতি বংশক্রমঃ তেন  
আগতঃ। ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত, বংশাগত। ২ কুলপ্রথা-  
প্রেসিদ্ধ। (কামন্দক নীতি ৭।৩১)

বংশক্ষয় (পুং) বংশস্ত ক্ষয়ঃ। বংশনাশ, বংশলোপ।

বংশক্ষীরী (স্ত্রী) বংশস্ত ক্ষীরমিবাত্মা অতীতি অচ্। গৌরাদি-  
ভ্যাং ভীষ্। বংশরোচনা। (রাজনি)

বংশগুণ্ডা (স্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে  
বহু পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব)

বংশঘটিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বিশেষ। (দ্রব্য্য ৪৭৫।১২)

বংশচরিত্র (স্ত্রী) বংশাখ্যান। প্রসিদ্ধ বংশাদির ইতিবৃত্ত।

বংশচিন্তক (পুং) বংশধারাভিজ্ঞ। যিনি স্বীয় বংশপরিচয়-  
দানে সম্যক অভিজ্ঞ।

বংশচ্ছেতৃ (পুং) ১ বংশচ্ছেদক। ২ ব্রাহ্মী। ৩ বাহা হইতে  
বংশধারার ছেদ পড়ে। রাজবংশাদির শেষ নরপতি, বাহা  
হইতে বংশের গৌরব ও পৰ্য্যায় লোপ ঘটয়াছে।

বংশজ (পুং) বংশাঙ্কায়তে ইতি জন-ডঃ। ১ বেণুধব। (ত্রি)  
বংশাং সৎশাঙ্কায়তে ইতি জন-ডঃ। ২ সৎশঙ্কাত। পৰ্য্যায়—  
বীজ্য, কস্ত। ৩ বেণুং পত্র (জ্যোতিষ)।

“যদ্বিত্তনিত্তগুণং যত্র বংশজঃ বচনিত্তানির্কামম্।

কিং কুর্ষতরিত্তং ধনুঃ পদে দেবরাজেন ॥”

(আখ্যাসপ্তমতী ৪৭২)

৪ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কাহ্ন জাতির কুলীনদের প্রতীক।

ইহারা কুলীনসন্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়া ছিলেন।

৫ পুত্র, তনয়।

বংশজা (স্ত্রী) বংশ জায়তে ইতি জন-ডঃ তত্ঠাপ। ১ বংশ-রোচনা। (শব্দরত্নাবলী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহা কুহণ, বুঘা, বলা, বাহু ও শীতল গুণযুক্ত এবং তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শিথ, অল, কাহ্না, কুষ্ঠ, ব্রণ, বাত ও মূত্রক্লেদনাক।

“বংশজা কুহণী বুঘা বলা বাহী চ শীতলা।

তৃষ্ণাকাসজ্বরবাসকয়পিত্তাশ্রকামলাঃ।

হরয়ে কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডু কবায় বাতক্লেদজিৎ ॥”

(ভাবপ্রঃ পূর্ব্বখঃ ১ম ভাগ)

২ কষ্টা। ৩ ফলিত জ্যোতিষোক্ত ভূমিভেদ।

“পাবকে সোম্যনৈশ্চৈত ইন্দ্রবায়ুয়ং হরয়।

জলায়ুত্তরনৈশ্চৈত পূর্ব্বৈ চৈত্রাদিন্যাসতঃ ॥

বংশজয়ে মহাভূমিদ্ভৈত্যবংশকয়করী।

দক্ষপৃষ্ঠগতা যুদ্ধে জয়দা নাত্র সংশয়ঃ ॥”

(নরপতিজয়চর্যা স্বরোচনঃ)

বংশতগুল (পুং) বংশজাততগুলঃ। বেণুবব, বাঁশের চাউল।

বংশতৈল (স্ত্রী) অরুণিকা রোগায় তৈলভেদ।

“কটুতৈলমরুণবিষং মূত্রে বংশকটৈঃ শৃতম্।” (রসংরং)

বংশদলা (স্ত্রী) জীৱিকা নামক তৃণবিশেষ। বাঁশপাতা দাস।

[ বংশপত্নী দেখ ]

বংশদা (স্ত্রী) পুরুষপত্নীভেদ। (নৃসিংহ ২৮১০)

বংশদূর্ব্বা (স্ত্রী) ১ কটকী। ২ শতপর্কী নামক দূর্ব্বাভেদ।

৩ কিংগক। (রাজনিং)

বংশধর (ত্রি) বংশ ধরতীতি ধৃ-অচ্। ১ বাঁশধারিমাত্র।

২ বংশমর্যাদাপরক্ষাকারী। ৩ পুত্রপাত্রাদি। ৪ বিভিন্ন

মতাবলম্বী সম্প্রদায় ভেদ।

“একৈকভাবভেদেবা রাজবর্গঃ সমকুলম্।

ভোক্ত্যতে বংশধরৈর্মহী মন্তরঃ পরম্ ॥” (ভাগঃ ৪১৮১০১)

“যেবাং বংশধরৈঃ বতপ্রযুক্তৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ কুলা মহী মন্তরঃ অতঃপরক ভোক্ত্যতে অবিত্তাকামকর্ম্মভোয়াহি রক্ষিততে” (বামী)

৫ সহ্যদ্রিবিপিত রাজভেদ। (সহ্যঃ ৩৩৩৫)

বংশধরমিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ নৈরায়িক। ইনি জায়তধ-পরীকা, যোগকচিবিচার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বংশধাক্ত (স্ত্রী) বংশত ধাক্তম্। বেণুবব। দেখভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। (রাজনিং)

বংশধারা (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রপার্ব্বতী নদীভেদ। এই নদী মধ্য প্রদেশের কালহস্তী জেলার গোবীণ্ড জমিদারীর মধ্য হইতে উৎকৃত হইয়াছে। অক্ষা° ১৯° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩২' পূঃ। ইহা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বিশাখশাটন জেলার মধ্য দিয়া কিমেড়ী বিভাগের বটলি নগর সরিকটে গঙ্গা জেলার প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব গতিতে প্রবাহিত হইয়া কলিকাতার নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদী ১৭০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার প্রায় অর্দ্ধাংশে নৌকাযোগে পণ্যস্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

২ কুলপদ্ধতি। ৩ বংশবলী।

বংশধারিন্ (ত্রি) বংশ ধরতীতি ধৃ-গিনি। বংশরক্ষাকারী। বংশধর।

বংশধারিন্ (পুং) ১ গৃহনর্তক। তাঁড়। বাঁহারা বংশধ-ক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্তকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। (শুক্রবজ্জঃ ৩০।২১)

বংশনাড়িকা (স্ত্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্র। ১ বংশনাড়ী। বংশনির্ম্মিত নল। ২ বাঁশী।

বংশনাথ (পুং) বংশের প্রধান বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

(রামাঃ ৪।২৯।২৬)

বংশনালিকা (স্ত্রী) বংশনালোহন্ত্যত ইতি বংশনাল-ঠন-টাপ্। বাঁশী। (শব্দরত্না)

বংশনাশ (স্ত্রী) বংশত নাশঃ কয়ঃ। বংশ-নশ-বঞ্। ১ বংশ-লোপ। ২ কলিতজ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। গ্রহগণের যে সমাবেশভেদে মাহুবের অচিরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে, তাহাকে বংশনাশ-যোগ বলা যায়। যদি জন্মকালে রবি, শনি ও রাহু একগুহে থাকে, তাহা হইলে সেই মাহুবের বংশনাশ হইয়া থাকে।

“রবিণা সহিতো মনো রাহুযুক্তো তবেবমি।

বংশনাশকরো যোগঃ কথিতো মুনিপুঙ্কষেঃ ॥” (কলিতজ্যো)

খনার বচনে আরও এককটা নাশযোগ বিবৃত আছে।

জ্যোতির্বিদগণ সহজেই তাহার অর্থ দৃষ্টকর করিতে সমর্থ হইবেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“শগনে রোহিত শশিসুত যার, তার কার্য্য শৃগালে খায়। ১

সাতে কুলা থাকে যবে, বাঁশের আগে ওকার তবে ॥ ২

বাঁশে পুত্র দেখে লগ্ন, তাহার কুটি না কর ভয়।

যবে হয় তাহার দশা, তাহার জীবন না কর আশা ॥ ৩

বাঁশে পুত্র এক ঘরে থাকে, চোর হইয়া তার সৌর না রাখে।

লগ্নম কুলা থাকে যবে, হুৎক কুলা হয় তবে।

কুলাকুলী কিলের কাজ, বুগাণি পড়ুক বাজ।

চান্দ লর না দেখে তড়াওতে, তাহার কুঠে পোকার গৃহে।

চান্দে গুহা দেখে এক সন্ধ্যা, কুজের জীরা অতি বড় রল।  
ইহা ছাড়ি সাতে পায়, সে নর গজকন্ডে বার।  
হুই কুজা নাথন পা, তাহার কুঠি ছেদা বোগা।  
কাকে পুণালে যায় তাকে, সাত ইন্ড না তার রাখে ॥ ৪  
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে, নিত্য কীড়ার বার রকে।  
ইষ্ট কুঠিবে করার জোগ, সোম কুঠি নৃপতি বোগ।  
সাতে শনি লগে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ৫  
রাশি লগ সাগরে বান্দ, জলে বসিয়া পাতিল কান্দ।  
লগে থাকে আকা বাকা, অগ্নি জলে করিবা শকা।  
বার মজল সাতে দেখে, মেঘের নাদে পাড়ে তাকে ॥ ৬  
যবে ক্রম্ভে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে।  
লগে কুজা লগে কুজা, লগে থাকে তাহুতুহুতা।  
রাকা দিঠে শুকা চার, অষ্টদিনে বমবরে বার ॥ ৭  
চাইর সাগরে রাহুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা।  
আছুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে বিলার সিধি।  
চাইর সাগর রাহুর মেলা, তবে কুঠি ছাড়া তোলা।  
লগনে চান্দ হুরগুরুহুতা, অবস্ত হর নৃপতি সমতা।  
কুজার ঘরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুঠিবে নাহিক আশা ॥ ৮  
কুজা খোঁড়া থাকে সঙ্গে, এক কাল না আর রকে।  
জীবা যবে নিজ ঘরে, রাজপাশে অবস্ত ঘরে।  
রাজতোগে যায় কাল, তাই কুঠিবে অঙ্গে উজ্জ্বাল।  
কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষ্ট করেন ভগন ॥ ৯  
জীরা কুজা থাকে যবে, রাজা সম হর তবে।  
জীরা কুজা দেখে এক সঙ্গে, পেয়ে কুঠি করিব সঙ্গে।  
সক পরিহরি থাকে সাতে, সকল কাল বার তাতে পুতে।  
এক পাশে অপারে পায়, পাশগ্রহ যবে চান্দে পায়।  
চান্দের সাতে থাকে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ১০  
চাইর সাগরে লগন চান্দ, সাগরে তবে পাতিল কান্দ ॥ ১০  
কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানির ভিতর ডুবায় তবে ॥ ১১  
শুভে না দেখে লগন সাতে, অবস্ত মরে জলাঘাতে ॥ ১২  
সঙ্গে থাকে সৌরি, হুইপতী উমারগৌরী।  
এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে ॥ ১৩  
শেবে কর্কটে থাকে জীরা, ঘরে থাকে লম্বী বসিয়া।  
গজা-সাগর পুছে বাত, অবস্ত দেখে জগন্নাথ।  
বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা।  
ধন ভাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবস্ত কালে বিলার সিধি।

সরে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পায়।  
খোঁড়া যদি দেখে সাতে, রাজহরত হয় তাতে।  
তিন পাপ থাকে এক ঠাই, কর্ম ঘরে যবে মজল পাই।  
শুভ গ্রহে দেখে পাপ, তারে না দেখে তাহার বাপ ॥ ১৪  
খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা, ধন পুত্র তাতে করিব আশা।  
শুক্রা থাকে ধন বিনাশ, রাহ থাকে বৈরি নাশ ॥ ১৫  
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন, গলার দড়ি অবস্ত মরণ ॥ ১৬  
বংশনত্রে (রী) বংশন্তেব নেত্রাগ্র্যত। ইক্ষুশূল। (রাজনি°)  
আকের চক্ষু।

বংশপত্র (পুং) বংশত পত্রাণিব পত্রাগ্র্যত। ১ নল। বংশত  
পত্রম্। (রী) ২ বংশদল, বাঁশের পাতা। ৩ হরিতাল ভেদ।  
ইহা সর্কজ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিয়া কথিত। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে  
লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুয়াণ্ড সলিলে  
ও চুণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্বক শোধন  
করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তণ্ডুলাকারে চূর্ণ করিয়া  
শরাবে স্থাপনপূর্বক জ্বাল দিবে। পরে পাত্র শীতল হইলে  
মাণিক্যাত রস উঠাইয়া লইতে হয়।

“তালকং বংশপত্রাখ্যং কুয়াণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।

সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দ্ব্যধ্মেন চ বা পুনঃ ॥

শোধয়িতা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েৎ তণ্ডুলাকৃতি।

ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিন্নক্ ॥

বদরীপত্রকঙ্কেন সন্ধিলেপক্ কায়রয়েৎ।

অরুণাভমধঃপাত্রে তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে ॥

ব্রাহ্মণীতং সমুদ্ভূত্যা মাণিক্যাতো তবৈদ্রসঃ ॥”

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহার বিভিন্ন শোধনপ্রণালী, শুণ ও অপরাপর বিষয় হরি-  
তাল শব্দে দ্রষ্টব্য।

৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিয়া  
উক্ত হইয়া থাকে।

বংশপত্রক (রী) বংশপত্রমেব বার্থে কন্। ১ হরিতাল। (হেম)  
(পুং) বংশত পত্রবিবাকৃতিরভেদে ইবার্থে কন্। ২ কৃত্ত  
যন্ত্রবিশেষ (Cynoglossus Lingua) চলিত—বাঁশ-পাতা  
মাছ। [ সংস্কৃত শব্দ দেখ। ]

৩ নল। ৪ বেতবর্ণ ইক্ষুভেদ। (রাজনি°)

বংশপত্রপতিত (রী) কটকপাক্ষর পাম্বলক্যারিশেষ।  
শিউলি বংশপত্রপতিত। জরনজননকর্তৃক। ইহার ১, ২, ৩, ৪  
১৭ বর্ষ ভক এক অপরাধি লবু। ইহারোক্ত কথ্য—

\* যবে বর্ষিক কুজা মকরে পশ্চিম, হইলে কর্ণী। কেলে জলো ভিতর।  
শিউলি। উক্তভেদে যেখিনে বংশ, কুজর ভিতর তারে কুজার কথন।

+ জরকালে শিউলি একর বসিলে, শিউলি বর্ষি থাকে তাহা আপন ভকনে  
গলে বর্ষি বসিলেই জরোভিত্তক কয়, উক্তর যেন এই প্রকারে বিবদ

“নৃত্যবংশপত্রপতিভক্ত রজনিকলকঃ।

পত্র মুকুটমৌক্তিকমিবোত্তমরকতগমঃ।

‘এব চ তৎ চকোরনিকরঃ প্রাপিষতি মুখিতো

বাস্তবমেতা চম্বকিরণৈরমৃতকণমিব।”

কেহ কেহ ইহাকে বংশপত্রচরিত হুম্ব বলিয়া থাকেন।

পণ্ডিত শঙ্কর মতে, ইহার অপর নাম বংশবল। (ছন্দোমঞ্জরী)

বংশপত্রিকা (স্ত্রী) ১ বেণুদল, বাঁশের পাতা। ২ বংশপত্রাকার ভণ্ডা, বাঁশপাতা হাস। [বংশপত্রী দেখ।]

বংশপত্রী (স্ত্রী) বংশপত্র সৌরাসিদ্ধিৎ প্রীষ। ১ নাকী-হিঙ্গু।

২ ভূগবিশেষ। পর্যায়—বংশদলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা।

ইহার গুণ—স্নায়ুধর, শীতল, রুচ্য, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং

পথ্যাদির হৃদয়বন্ধিনী। (রাজনি) ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে

যে, বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিরাটিকা এই করটা

পর্যায়ক শব্দ। বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর তুল্যগুণায়ক, অর্থাৎ

ঈচা রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, পাচক, কটুরস এবং হৃদরোগ,

বস্তিগত দোষ, বিবন্ধ, জ্বর, কফ, শূল ও বায়ুনাশক।

(ভাবপ্রণ) ১ ভাগ)

বংশপত্রম্পর্না (স্ত্রী) সম্ভানসমুত্তিক্রম। পুত্রপোত্রাদিক্রম।

বংশপাত্র, সহস্রাবিধিত রাজভেদ। (সহ) ৩৩। ১০৬)

বংশপাত্রকারিণী (স্ত্রী) বৃদ্ধি চুবুড়ী কুলা প্রভৃতি পার্ষে

রমণী বাঁশ হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বংশপাল, শিলাদিপরিবর্তিত একজন রাজা।

বংশপীত (পুং) বংশঃ বংশপত্রমিব পীতঃ। গুণ-গুণু। (রাজনি)

বংশপুচ্ছা (স্ত্রী) বংশত পুচ্ছাবীৰ্য পুচ্ছাদি বস্তাঃ। সহদেবী লতা।

বংশপূরক (স্ত্রী) বংশস্তেব পূরকমতঃ। ইক্ষুমূল।

বংশপ্রতিষ্ঠানকর (পুং) বংশখ্যাতি বা প্রতিপত্তিবিস্তারকারী।

বংশের আদিপুরুষ।

বংশবীজ (স্ত্রী) বংশত বীজঃ। বেণুবব। বাঁশের চাউল।

বংশব্রাহ্মণ (স্ত্রী) ১ বৈদিক আচার্যপরম্পরভেদ। ২ সাম-

বেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

বংশভায় (পুং) বাঁশের ভায় বা মোট।

বংশভূঃ (পুং) ১ বাঁশের ভরণপোষণকারী। ২ বংশস্থ প্রধান ব্যক্তি।

বংশভোজ্য (ত্রি) ১ বংশের উপভোজ্য। ২ বংশভুক্তম-

শ্রোত। (স্ত্রী) ৩ পৈতৃক রাজ্য। (ভারত বনপর্ব)

বংশভায় (ত্রি) বংশ ইহার্থে মরট। বংশনির্মিত।

বংশমর্যাদা (স্ত্রী) বংশত মর্যাদা। ১ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত

গৌরব। কুলক্রমাগত মর্যাদা। ২ রাজত্ব উপাধি বা খেতাব।

বংশমূলক (স্ত্রী) ভীর্ষভেদ। এই ভীর্ষে রান করিলে অশেষ

পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব)

বংশযব (পুং) বাঁশের চাউল।

বংশরাজ (পুং) বংশানাম রাজা ইতি রাজাহলধিত্যট্।

১ কাড়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা সর্ব্ব বৃহৎ বাঁশ। (হরিশংখ) ২ রাজ-

ভেদ। (ললিতবিস্তর)

বংশারোচনা (স্ত্রী) রোচতে ইতি, রুচ-মল্লানিহাৎ লুয়। টাপ।

বংশত রোচনা। বনামখ্যাত বংশপর্ব্ব মধ্যস্থিত যেস্তবর্ণ

ঔষধবিশেষ। সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত। পর্যায়—

বৃক্ষীরা, বংশলোচনা, তুগাকীরী, শুভা, বাংশী, বংশজা, কীরিকা,

তুগা, বৃক্ষীরা, শুভা, বংশকীরী, বৈগবী, বৃক্ষসারা, কন্দরী, খেতা,

বংশকপূররোচনা, তুগা, রোচনিকা, পিণ্ডা, বংশকরী, বেণু-

লবণ। ইহার গুণ—রুচক, কষার, মধুর, হিম, বাসকাসর, তাপ-

নাশক, রক্তওদিকারক ও পিত্তোদ্রেকপ্রশমনকারী। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংশজা শব্দে বিবৃত

হইয়াছে। [বংশজা ও বংশলোচন দেখ।]

বংশলক্ষ্মী (স্ত্রী) কুললক্ষ্মী।

বংশলোচনা (স্ত্রী) বংশলোচনা রত লবণ। বাঁশের পর্ব্বমধ্যে

নীলাভ যেস্তবর্ণ পদার্থ বিশেষ। চলিত কথায় ইহার নাম

বংশলোচন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Bamboo Manna

বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বেহুয় বাঁশ বা মল বাঁশের

(Bambusa arundinacea) জন্মে। ভারতের বিভিন্ন

স্থানে এই ঔষধ প্রবা “তবাশীর” নামে প্রচলিত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—

বংশলোচন, বংশকপূর; বাজালা—বাঁশকপূর, বংশলোচন,

আসাম—ভুতোরিয়া; আরব ও পারস্য—তবাশীর; মরাঠী—

বংশলোচন, বনশমীঠা; গুজর—বাঁশকপূর বাঁশ-চ-মীঠা;

তামিল—বৃক্ষপুণ্ডু, তেলগু—বেদকল, তবকীরি; মলয়া-

লয়—মোলেউর; কনাড়ী—বিনকল, তবকীরি; শিলাপুর—

উগা, লুগ, উগাকপূর; ব্রহ্ম—বা-হা, বাঠেগা—কিরো বাঠেগসা,

বসন; সংস্কৃত—পর্যায়গুলি বংশলোচনা শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

বাজারে এই প্রবা সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায়—

১ কবুড়ী বা নীলাভ এবং ২ সফেদ বা যেস্তবর্ণ। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক

ইহার ভেদ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

“কষায়মধুরা রুচ্য বাতগ্রী বংশলোচনা।

তুগাকীরী কষায়কাসারী মধুরা হিমা।” (রাজবল্লভ)

গুড় ভারত বলিয়া নহে, সুস্বাদু আরব ও গ্রীসবাসী বনগণ

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বংশল হৃদয়ের গুণ অবগত হইয়া-

ছিলেন। ডাক্তারাইডল, গিলি, সালদানিসান, জেফ্রিস দি,

ক্রের, হার্বোন্ট প্রভৃতি কনিষিপণ এই মহামূল্য প্রাণের উল্লেখ

করিয়াছেন। গিলির “Saccharon et Arabia fert sed

landatus India. Est autem mel in arundinibus Collectum প্রকৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাক্ষীরের কথা বলিয়া মনে হয়। শালসাসিসান্ প্রকৃতি তর্ক দ্বারা উহাকে চক্কর শর্করা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু হাথোন্ট তাহার মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারস্ত তবাক্ষীর শর্ক শর্করা-বোধক নহে উহা সংযুক্ত বৃক্ষকীয়া (Bark-milk) শব্দের অপভ্রংশমাত্র।

হিন্দু আয়ুর্বেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শাস্ত্রে তবাক্ষীরের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা শীতল, বলকর, কামোদ্দীপক ও খাসকাসনিবারক, অত্যন্ত ঔষধের সহিত ইহা ক্রোড়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, আমাশয় এবং উদরাদান প্রকৃতিতে ইহা আত্ম বলপ্রদ। ইহা শিপাসানিবারক ও ককনিঃসারক। বিবম জরে শিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের একটা চূর্ণক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার কর্শে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ শিপুল, ৪ ভাগ এলাইচ ও ১ ভাগ লাকটিন একত্র চূর্ণ করিয়া স্তূত অথবা মধুযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা ১ হইতে ২ ফুপল পর্য্যন্ত। ককনিঃসারণের নিমিত্ত ৫ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাণ গাছের মধ্যে কিরূপে এই মহত্বপূর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আজও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, বাণ বাড়ে বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলে বংশলোচন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদবিদগণের ধারণা, বাণ গাছের বভাবজাত রস অর্থাৎ পূর্বমধ্যস্থিত জলাকার তরল পদার্থ (Natural sap) বিকৃত হইয়া এই অম্লানু পদার্থ উৎপাদন করে। যে সকল কচি কোড়ে এই রসাদিকা থাকে, তাহাতে এক প্রকার স্ফুট গন্ধ পাত্তা যায়। এই রস পরিপক হইয়া ক্রমে বৃক্ষকীরার পরিণত হয়। অহিকেন বিভাগীর ঠংরাজ-রাজকর্ণচারী Mr. Peppé বলেন, "তিনি একজন কেম্ব্রি বনিককে তবাক্ষীর উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। এই ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশচ্ছেদনকারী এক প্রকার কীটের সমাবেশ হেতু বংশপর্কিত রস লবণাক্ত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে জিন্ন আকার ধারণ করে। তিনি এক গাছ হইতে ঐরূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অল্পকাল পর কতকগুলি গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি সত্যে বংশলবণ প্রাপ্ত হন। উপস্থাপিত এইরূপে চেষ্টা করিয়া তিনি লিভনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও

বিলক্ষণ অর্থ লাভ করেন।" আমার কেহ কেহ বলেন, বাণের পাব্‌গুলির ভিতরবিকে আভাবিক রসসঞ্চারহেতু সিলিকা-মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (Silicious concretions, of an opaline nature) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাক্ষীর নামে খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা জিন্ন তাহা জানিবার উপায় নাই।

গ্রাস্‌গো নগরের রসায়নাধ্যাপক টি, টমসন বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯০.৫০ অংশ সিলিকা, ১.১০ পটাশ, ০.৯০, পেরক্সাইড অব আয়রন ০.৪০, আলুমিনিয়া ৪.৮৭ জল এবং নাশ—২.২৩ অংশ আছে। বংশলোচন জিন্ন বাণের অপরাংশ অংশও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাণের কৌড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকের অভ্যন্তরে শিকড়ের ছায় সন্নিবিষ্ট যে সকল তন্তু থাকে, তাহা বিবাক্ত। এই শিকড় সহজে খাড়াবির মধ্যে দিয়া সেবন করান যাইতে পারে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিধের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণে পতিত হয়।

বংশবন্ধিন (ত্রি) বংশ বংশমানং বন্ধয়তি বংশ-বৃধ-লুট্। ১ বংশ-ভিমাননকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। (রামায়ণ ২।২৩।৪২) ২ সহস্রাব্দিত রাজভেদ। (সহ্য ৩৩।৯৫)

বংশবন্ধিন (ত্রি) বংশ বন্ধয়তি বংশ-বৃধ-গিনি। ১ বংশ-মধ্যস্থাপনকারী। "অম ক বংশবন্ধিনী" (ভারত বনপক) ২ বংশলোচনা। (বৈজ্ঞানিক)

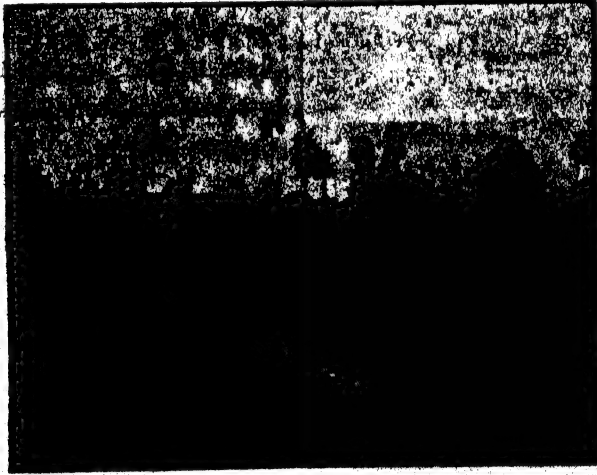
বংশবাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। ভাগী-রত্নাভীয়ে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৭'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৬' ০৫" পূঃ। লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০০ হাজার। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মিউজিয়ামসিটি আছে, বর্তমান বাণখেড়ে নামে পরিচিত। মোগল-মহাদ্রষ্ট শাহজহানের আমলে বাণবাড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাঘব রায় কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। বাণবাড়িয়া রাজবংশের সহিত এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকায় নিয়ে ঐ রাজবংশের সংকীর্ণ পরিচয় দেওয়া গেল।

এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেবাবিত্য দত্ত বঙ্গদেশের রাজা বল্লালসেনের সমামারিক ছিলেন। মুরশিদাবাদ জেলার দত্ত-বাটী নামক গ্রামে ইহাদের আদি নিবাস। দত্তবংশীর কামদারদের বাসবাটী থাকায় ঐ গ্রামটির ঐরূপ নাম হইয়াছে। দেবাবিত্য হইতে চতুর্থ পুরুষ অবতান বারকা নাম দত্ত দত্তবাটী পরিভাষ্য করিয়া বর্তমান জেলার অন্তর্গত জাইনবাটীর পাটুগী নামক স্থানে নগরস্থাপনপূর্বক বাস করেন।



হারকানাতের পৌত্র সহস্রাক দত্ত সন ১৮০০ খ্রিঃ (১৮৭০ খ্রিঃ অঃ) বোগল বাদশাহ অকবরের নিকট এক করমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাহাকে “জমিদার” উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সহস্রাক জাহাঙ্গীর বংশ—পরগণা কয়লাপুত্র লাভ করেন। সহস্রাকের পুত্র উমর দত্তকে বাদশাহ অকবর বংশাবলীক্রমে “সভাপতি রায়” উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১০৩৫ সালে (১৬২৮ খ্রিঃ অঃ) উমরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জহাননক সন্ন্যাসী সাহ-জহানের নিকট হইতে “মজুমদার” উপাধি ও কোটাক্তিরার-পুর পরগণার জাহাঙ্গীর লাভ করেন। জহাননক রায় মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়কে বাদশাহ শাহজাহান ১২ রুনি ১০৬৬ বিজয়ী শকে (১৬৪৯ খ্রিঃ অঃ) “মজুমদার” ও “চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন মজুমদার ছিলেন, অন্যথো রায় একজন। এই উপাধির সঙ্গে রায় নিয়মিত ২১টা পরগণার জমিদারী ও বিত্তর নিষ্কর ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন—আশা, চন্দা, মামদানিপুর, পাঙ্গনোর, বোড়ো, জাহানাবাদ, শাহজাহানগর, শাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ারি, পাউনান,

খোলাপুত্র, বকস কদর, পাইকান, আমিরাবাদ, জহাঙ্গীরপুর, হাইহাটী, হাবলী সদর, মজারকপুর, হাতিকানি, মেলপুর প্রভৃতি। সম্পত্তি শাসনার্থ রায় বংশবেড়িয়ার একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। নদীগর্ভে পাটুলী প্রাসাদ অভুলীন হইবার আশঙ্কা দেখিয়া রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর বংশবেড়িয়ার রাজপাট পরিবর্তন করিলেন। তখন উহা একটা গড়গ্রাম মাত্র ছিল। রামেশ্বর মানা স্থান হইতে ৩৬০ দূর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কারক, বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে এবং শতাব্দিক সমরসুন্দর পাঠানকে আনাটয়া বংশবেড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন। কাশী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্ক-বাগীশকে আনাটয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১টা টোল স্থাপন করিয়া এবং কাশী ও মির্জা হইতে অধ্যাপক আনাটয়া ছাত্রদিগের যুতি, শ্রুতি, বেদান্ত, ছায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া নিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত।



বংশবেড়িয়ার রাজবাটী।

বগাঁনিগের অভ্যাসের ভয়ে রাজা রামেশ্বর বংশবেড়িয়ার রাজপ্রাসাদ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। রামেশ্বরের গড় হইতে এই রাজবাটী ‘গড়বাটী’ নামে খ্যাত হয়। এই পরিখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধর্ম্মাঙ্গ, চাঁদ, তরবারী ও বন্ধু সঙ্গে লইয়া পলাতিন এই গড়ের পাহারার নিযুক্ত থাকিত। আবহুতক মত ভদ্রার মারে মারে করেকটা কানানও রাখা হইয়াছিল। বগাঁনি ত্রিবেণী লুট করিতে আসিলে তথাকার লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। বগাঁনি এই সংবাদ পাইয়া একবার গড়বাটী

অধরোধ করে। রাজা রামেশ্বরের পুত্র রাজা নবুদেব নৈসর্গে সজ্জিত হইয়া নৈসর্গে হারকানিগকে পরাস্ত করেন এবং তথা হইতে বিদ্রুতি করিয়া যেন। নবুদেব পূর্বদিশার কছার করিয়া কছার চতুর্দিকে পুনরায় একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া করাইয়া ছিলেন।

রাজা রামেশ্বর রায় ১০ই সফর ১০৩০ বিজয়ী খ্রিঃ (১৬৪৯ খ্রিঃ অঃ) বোগলবের নিকট এক সমস প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে “রাজা মহেশ্বর” উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ের সঙ্গে বাদশাহ তাহাকে পঞ্চ-পাটী (পঞ্চ-

পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্বন্ধে সহিত রক্ষা করিবার জন্য বাশবেড়িরা গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর এবং কলিকাতা, বালিঙ্গা, হাতিরাগড়, আলোরারপুর, সেননগল, মাগুরা, ধার্মা, খালোড়, মানপুর, স্থলতানপুর, কুলপুর ও কাউনিয়া নামক ষোলশটি পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন।  
উহার একখানি সনদের অঙ্কন নিচে দেওয়া গেল :-

“রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেন্দ্র—

মোকাম বাশবেড়িরা,

পরগণা আর্দা সরকার সাড়গী

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে হেক্ট্র জমি রাজাশাসনের সাহায্য করিরাছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, যে হেক্ট্র জমি যথেষ্ট বয়ের সহিত তাহা সম্পন্ন করিরাছ, এতদ্ব্যতীত তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ পাট্টা খিলাত ও “রাজা মহাশয়” উপাধি দেওয়া হইল। পূর্ববাস্তবত্বে তোমার কণের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০২০ হিজরী।”

বাশবেড়িয়ার বাহুদেবমন্দিরও রাজা রামেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত। ইহা ইষ্টক নির্মিত এবং তরুণির নানা শিরনৈপুণ্য খচিত।



বাহুদেব মন্দির।

১৬০১ শকাব্দে ( ১৬৭২ খৃঃ ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ মন্দিরের গায়ে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে এই শ্লোকটি অঙ্কিত খোদিত রহিয়াছে—

“মহীযোগ্যমঙ্গলীতান্ত পণিতে শকবৎসরে।

ঐরামেশ্বরমতেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্।”

রাজা রঘুদেবকে নবাব মুরশিদকুলী খাঁ “শূত্রমণি” উপাধি দিয়াছিলেন। রাজ্য আদারে মুরশিদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ-গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। ওনা বার, যথাসময়ে রাজস্ব উত্তল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদার নবাব কর্তৃক বৈকুণ্ঠকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইতে আদিষ্ট হন। রাজা রঘুদেব একথা শুনিতে পাইয়া আপনি সেই মেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবেয় এই বদান্ততার মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে “শূত্রমণি” উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম “শূত্রমণি রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়” হয়।

বস্তুতঃ এক সময়ে কি রাজকার্য্যে, কি সমরকোশলে, কি দানধর্মে, কি নীতিনিপুণতার পাটুলীর মহাশয় বংশ বাঙ্গালার গৌরব স্থান ছিলেন। বিচক্ষণ অকবর, জুরনীতি অরঙ্গজেব, জাহাঙ্গীর ও সমুদ্রশোভামান শাহজহান পাটুলীবংশকে গরীয়ান রাগকলাপটু করিতে সকলেই মুগ্ধহস্ত ছিলেন। মুরশিদকুলী ও মুরাজম প্রভৃতি সকলেই এই তাত্ত্বিক হিন্দু কারস্ববংশকে সুনরনে দেখিয়াছিলেন। কুলজী-পঞ্জিকায় এবং মুসলমান ইতিহাসে পাটুলীবংশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। রাজা রঘুদেবের পুত্র রাজা গোবিন্দদেব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগকে একলক্ষ বিঘা ভূমি ত্র্যম্বকতর দান করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পুত্র রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ১১৪৭ সালে ( ১৭৪০ খৃঃ ) পৌষমাসে জন্মিষ্ট হন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বিহারের মসলমে সমাসীন। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেকার মাণিকচন্দ্র আলীবর্দীখাঁকে সংবাদ দেন যে, বাশবেড়িয়ার রাজা গোবিন্দদেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইরাছে। আলীবর্দী খাঁ গোবিন্দদেবের সমুদায় জমিদারী বর্দ্ধমানের জমিদারকে দান করেন। পাচ মাসের শিশু নৃসিংহ দেব শত্রুর কোশলে নিমেষ মধ্যে বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলেন। নৃসিংহদেব বহুতে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন—“সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব তারের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেকার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইরাছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুত্র পুতানের তরবারিদা সনদী জমিদারী আপন খালিকের জমিদারী সানিল করিয়া সন ১১৮৮ সালে মাহ বৈশাখে

শামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালিকজারী রাজা রুক্ষচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সম কিসমত মজকুদ আপন পুত্র শ্রীশঙ্কর রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মোজে কুলিহাঙা মজকুদি তালুক হুগলী ঢাকার

সামিল ছিল। পীর খাঁ কোজদার বর্জমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অভ্যেদ তালুক মজবপুর আমার দখল আছে। তবে বাজালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এমত বেআইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই।”



রাজা হুসিহ বেগ।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে বাজালার মুসলমান সিংহাসন খিলুপু হয়। যোল বৎসরে সাত জন নবাব মুর্শিদাবাদে নবাবীর অভিনয় করেন। তাহাতে বঙ্গের প্রজা ভীতচকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কুমার মুসিংহদেব ঐ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরাজসিঁকারে বাজালার অরাজকতার কথকিৎ হ্রাস ঘটিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বাজালার শাসনকর্তা হইলেন, মুসিংহদেবও তাঁহার শরণ লইলেন। তাহার কল, রাজা হুসিং বেগ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

“সন ১১৮৫ সালে গবনর জরুরল শ্রীশঙ্কর শ্রেষ্ঠ চিঠীন সাহেব ও সাহেবান কোবল হক ইমলাপ মতে তজবীজ তৎকালিক করিয়া, আমার মিত্রা জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে যে সকল মহাল বর্জমান জমিদারের দখল হইতে চকির পরগণার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাভের জমিদারীতে ইচ্ছক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরকরাজ করিয়াছেন ও কোবল ও কজিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।”

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রদত্ত সনন্দ অনুযায়ী হুসিং বেগ তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কেবল নয়টি

পরগণা পুনঃ প্রাপ্ত হন। নুসিংহের ভাঁহার পৈতৃক বিপুল জমিদারীর মধ্যে করেকটী মাত্র পরগণা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন, নুসিংহ ভাঁহার নিকট সমুদায় জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্‌দের নিকট আবেদন করিতে বলেন। নুসিংহের বিলাতে আপিলের বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসংকট করিতে থাকে। সেট উদ্দেশ্যে কিছুদিন কলিকাতায় বাস করেন। সেখানে ধর্মিক যোগপথাবলম্বী সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভাঁহার মতি গতি পরিবর্তিত হয়। তিনি এই সময় ভাঁহাদের সাহায্যে যোগনার্গে নৈনৈঃ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিলাত আপিলে বিপুল ব্যয় হইবে, অথচ তাহার ফল অনিশ্চিত। যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তদ্বারা কোনও দায়ী কীর্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থের সন্ধান হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বটচক্রভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মন্দিরনিৰ্ম্মাণকার্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া বাইতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। নুসিংহের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ৩২য় বয়সে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অঙ্কিত আছে :—

“আশাচলেন্দুসম্পূর্ণ নাকে শ্রীমৎ স্বরত্নবা।

রেখে তৎ শ্রীগুরু শ্রীনুসিংহদেবভক্তঃ ॥”

নুসিংহ দেব সংস্কৃত ও কারণী ভাষার সুশিক্ষিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিজ্ঞান তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি উজ্জীলভর বাজালা কবিতার অলংকার করেন। তিনি ধর্মবিষয়ক অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ভূকৈলাস-নারায়ণের বোম্বাল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

“মনে করি কাশীখণ্ড তাহা করি লিখি।

ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥

সত্তরশ ত্রৈলোক্য পৌষ মান হবে।

আমার মানস মত যোগ হইল তবে ॥

পুত্রমণি কুলে জন্ম পাট্টনী নিবাসী।

শ্রীযুক্ত নুসিংহ দেব রায়গড় কাশী ॥

• • • • •

সুখ্যা করেন সবা কবিতা পাভড়া।

তাহারে করেন সার তর্জমা খসড়া ॥

সার পুনর্বার সেই পাভড়া লইয়া।

পুত্রকে লিখেন তাহা সমস্ত ওবিদ্যা ॥” (জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড)

রাজা নুসিংহ দেবের পত্নী রাণী শরীর সুবিধাতঃ হংসেশ্বরী মন্দির ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :—

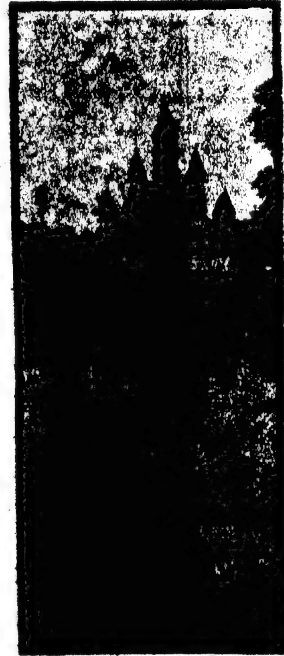
শাকামে রসবন্ধিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং

নোকদারচতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।

ভূপালেন নুসিংহদেবভক্তিনারায়ণ তদাভ্যাসুগা

তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশরীরী নিৰ্ম্মমে ॥

শকাব্দ ১৭৩৬।



হংসেশ্বরী মন্দির।

হংসেশ্বরী মন্দির বাজালার একটি উৎকীর্ণ কীর্তি। নানা দান হইতে বহু যাত্রী এই দেবীমূর্তি দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। একটি ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবদেবের শায়িত আছেন। ভাঁহার নাভিকূণ হইতে প্রকটিত পদ্ম উদ্ভিত হইয়াছে, নারায়ণী দেবী মূর্তি হংসেশ্বরী ভাঁহার উপর বিরাজিত আছেন। ইহার গঠনৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

যামীর মৃত্যুর পর রাণী শরীর বৈবাহিক কার্য পর্যালোচনায় অতিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের জন্ম দেখে করিতেন। প্রজাবর্ণ তাহার সমুদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ‘রাণীমা’র নাম শ্রদ্ধা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাণীমাতা সামান্য জালচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাস দেবের সৌধীনতা ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাহা বলিয়া

তিনি বারকুৎ ছিলেন না। দারগ্রন্থ ব্যক্তিদ্বিগকে তিনি বৃদ্ধ-  
হস্তে ধান করিতেন। পূজা পার্কে প্রকৃতিতে বিশেষ সৌ-  
ভাগ্যের সময় রাণী বাজালা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলকে নিমন্ত্রণ  
করিয়া এক শরা আবার ও এক শরা টাকা দিয়া প্রত্যেককে  
প্রণাম করিতেন।

১২৪৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পুত্র কৈলাস দেব পরলোক  
গত হন। কৈলাস দেবের পুত্র বেবেজ দেব ১২৪৯ সালে  
বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। পোতের মৃত্যুর ছয় মাস  
পরে রাণী শরীরে মৃত্যু হয়। রাণী যার সমস্ত জমিদারী  
মৃত্যুর কিছু পূর্বে এক উইল করিয়া ৬ হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর  
নামে উৎসর্গ করিয়া যান। নাবালক প্রণোদ রাজা পূর্ণেশ্বর দেব,  
অরেন্দ্র দেব ও ভূপেন্দ্র দেবকে বংশাধিকারিক সেবাইতে নিযুক্ত  
করেন। নাবালকদের মাতা রাণী কাশীখরী উইলে একজি-  
কিউটার হন। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালো বাবুর পুত্র  
শ্রীযুত রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত রাজা কৈলাস দেবের  
কন্যা করুণাময়ীর বিবাহ হয়।

১২৯৭ সালে ৭ই কর্ণিষ্ঠ ভূপেন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়, ১৩০৩  
সালের ১১ই শ্রাবণ জ্যোতিষ রাজা পূর্ণেশ্বর দেব ইহলোক পরিত্যাগ  
করেন। মধ্যম অরেন্দ্র দেব ১৩০৪ সালের ১৩ই চৈত্র মানব-  
লীলা সম্বরণ করেন। সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাঘ রাণী কীশী-  
খরী এই নখর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

জ্যোতিষচারি পুত্র—রাজা সতীশ্বর দেব, কুমার ক্ষিতীশ্বর দেব,  
কুমার মুনীশ্বর দেব ও কুমার রবেন্দ্র দেব। মধ্যমের এক পুত্র  
কুমার বীরেন্দ্র দেব ও কনিষ্ঠের এক পুত্র কুমার কুমারেন্দ্র দেব।

বংশবিততি (স্ত্রী) ১ বংশগুরু। ২ বংশবন। ৩ কুলজ-বংশ।

বংশবিদল (পুং) বংশনির্দিষ্ট সন্ধানিকা, বাণেশ্বর চিত্র।

বংশবিদ্যারিণী (স্ত্রী) বংশ বিদ্যারয়তীতি বংশ-বি-দ-গিচ্-  
ণিনি। বংশবিদ্যারণকারী রমণী।

বংশবিশুদ্ধ (ত্রি) বংশানি বিশুদ্ধানি যত্র। পরিষ্কার বংশ  
বিনির্মিত। ২ বিশুদ্ধ কুলগত।

বংশবিস্তর (পুং) বংশস্ত বিস্তরঃ। সমগ্ৰ বংশধারা। বংশপরম্পরা।

বংশবৃদ্ধি (স্ত্রী) বংশস্ত বৃদ্ধিঃ। ১ পুত্র কলত্রাদিহ ভগ্ন্য দ্বারা  
বংশের বিস্তার। ২ বংশবৃদ্ধি।

বংশব্যজ্ঞনবায়ু (পুং) বংশনির্দিষ্ট তালবৃন্তের বায়ু। বাণেশ্বর  
পাখার বাতাস। বৈজ্ঞানিক ইহার গুণ লিখিত আছে। “বংশ-  
ব্যজ্ঞনবায়ু বাতঃ কৃৎক্ষোদ্ধো বাতশ্চিকিৎসকঃ।” (রাজঃ ২ পরিঃ)

বংশধর (স্ত্রী) বংশস্ত ধরঃ। ১ বংশরোক্তা। (রাজনিঃ)  
২ বংশধরকৃত ধরঃ। শাসনাদি আধার চিনি। ইহার  
গুণ—চক্ষুর হিতকর, বলা, স্নেহময় ও কল।

বংশধরলাকা (স্ত্রী) বংশস্ত ধরঃকেব দাঢ্যং। ১ বংশধর।

মতান্তরে বীণা, সেতার প্রকৃতি বাস্তব বৃন্তের বংশধর। বংশ-  
নির্দিষ্টা দলকেতি মতান্তরোপী সমাস। ২ বংশনির্দিষ্ট দলিকা।

বংশসমাচার (পুং) বংশস্ত সমাচারঃ। বংশাখ্যান।

বংশস্তনিত (স্ত্রী) ভগতীহন্দোভেন। [বংশস্থলি দেখ]

বংশস্থ (ত্রি) বংশে তিষ্ঠতীতি বংশ-স্থ-ক। ১ বংশস্থিত।

২ স্থলোবিশেষ।

বংশস্থলি (স্ত্রী) বামশাকর পাদ স্থলোবিশেষ যথা,—“বদন্তি  
বংশস্থলিঃ জাতৌ জরৌঃ” ইহার ১, ৩, ৬, ৭, ৯ ও ১১ বর্ণ লঘু  
এক অবশিষ্টগুরু। উদাহরণ যথা—

“মিলাসংবংশস্থলিঃ মুখানিলৈঃ

প্রপূর্ণাঃ পক্ষ্মরাগমুখমরম্।

ব্রজানমানামপি গানশাণিনাং

ব্রজান মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ” (হন্দোমজরী)

বংশস্থিতি (স্ত্রী) বংশস্ত স্থিতিঃ অতিপত্তিস্থিতি। বংশময়াদি।

বংশথাতি। (বহু ১৮৩০)

বংশধীন (ত্রি) ১ পুত্রপুত্র। ২ আত্মীয়পরিশুভ।

বংশাগত (ত্রি) ১ পুত্রবপনপরম্পরাগত। ২ বংশক্রমাগত।

বংশাগ্র (স্ত্রী) বংশস্ত অগ্রম্। প্রথমজাতভাং। বংশান্তর।

বাণের কোড়া। (রাজনিঃ)

বংশাকুর (পুং) বংশস্ত অকুরঃ। বংশকরীর, বাণের কোড়া।

(হলায়ুধ) পর্যায়—কশাগ্র, দ্বকলাকুর। ইহা কট, তিত্ত, ক

অন্ন, কষার, লঘু ও শীতল এবং রক্তিকর ও পিত্তাস্ত-দাহকরুণ।

বংশানুকীর্ণ (স্ত্রী) বংশবরী কথন। রাজবংশপরম্পরায়  
পরিচয় প্রদান।

বংশানুক্রম (পুং) বংশস্ত অনুক্রমঃ। বংশপরম্পরা।

বংশানুক্রমে (অব্য) পুত্রপৌত্রাদি অগ্রসারে।

বংশানুগ (ত্রি) ১ বংশের স্তায়। ২ ভ্রমবাহির মতাহ বংশাংশের  
অনুগত। (বৃহৎসং ৪০৩) ৩ একবংশ ইহাতে অগ্রবংশে  
অন্তর্গমনকারী (লক্ষী)।

বংশানুচরিত (স্ত্রী) বংশস্ত অনুচরিতম্। বংশের চরিত্রবর্ণন।

ইহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ।

“সংগত প্রতিসংগত বংশবংশচরিত চ।

বংশানুচরিতকথ্যে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্”

বংশানুবংশচরিত (স্ত্রী) পুরাণোক্ত প্রাচীন ও আধুনিক  
বংশের আখ্যান।

বংশান্তর (পুং) বন, খাগড়া। (রাজনিঃ)

বংশাবতী (স্ত্রী) পাণিনিয় শব্দাদি গোষ্ঠত বংশব্রতেন।

(পা ৩৩১২০)

বংশাবলী (স্রী) পূর্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী।

বংশাবলোহ (পুং) বাণের বকু।

বংশাহি (স্রী) মকটাহি। (বৈয়াকরণি°)

বংশাহব (পুং) বেগব। (রাজনি°)

বংশিক (স্রী) বংশোদ্ভূতভেত্তি ঠনু। ১ অগুরুকাঠ। (অমর)

(ত্রি) ২ বংশসম্বন্ধীয়। ৩ বংশোদ্ভব। বংশোৎপন্ন। (পুং)

৪ কুকৰ্ণ ইকুতন। কাজলী আধ।

বংশিকা (স্রী) বংশিক-টাপ। ১ অঙ্গুর। (ভরত) ২ বংশী,

মুরগী, বেণু। (শব্দ°) ৪ শিল্পী।

বংশিন্ (ত্রি) বংশ-ইনি। বংশসম্বন্ধীয়, বংশজাত।

“যথা খলু তবজ্ঞো বে দ্বিজাভীনাং বংশিনিঃ।” (হরিবংশ)

বংশিবাদ্য (স্রী) বংশীবাদ, বাশরী।

বংশী (স্রী) বংশকারণকেনাতাজা: অচ, গৌরাদিবাং জীব।

১ মুরগী, বেণু। (শব্দ°) চলিত কথায় বাশী বা বাশরী বলে।

“নির্মিতা কাপি গোপীনাং কুলশীলমিনাশিনী।

বিধিনা পামরেণেয়ং ন বংশী মুরবৈরিণঃ।” (কাব্যচঞ্জিকা)

বংশীবাদনশট্ট শট্টচামণি শ্রীকৃষ্ণ গোপালনাগণের মনো-

প্রভাবার্থ বৃন্দারণ্যে বাশরী বাজাইরাছিলেন, বৃন্দারণ্যে “বংশীধ্বনি”

অর্থে মনপ্রাণহরণকারী কৃষ্ণের বাশরী নিমানই অল্পকৃত হইয়া

থাকে। এই অল্পই কবিগণ কবিত্তে কবিত্ত প্রভাব আরোপ

করিয়া গিয়াছেন। বাশী যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ ছিল, তাহা

প্রেমরসাবাহী বৈক্য কবিগণের ভক্তিগাথাতেও সমুদাসিত দেখা

যায়। গোষ্ঠামিবিরচিত নির্যাক্ত শ্লোকে তাহার আভাষ

দৃষ্টান্ত বিদ্যমান—

“স্নেহাং ভক্তিভ্রমপরিচিভাং সাচিবীণীগণ্ঠিঃ

বংশীভ্যতায় কিশলয়ানুজ্ঞাং চক্রেবণ।

গোবিন্দাধারিতভূমিতঃ কেশিভীর্ধোপকর্ষে

মা প্রকিষ্ঠাত্তব যদি সখে বহুসন্ধেহন্তি রজঃ।”

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই বংশীকল্প যন্ত্রের প্রকার ও প্রস্তুতপ্রণালী

নিপিবদ্ধ আছে।—যেমন তাল না হইলে গানের শোভা হয় না।

সেইরূপ বাস্তব্য না থাকিলে তাল মহিমা বুঝা যায় না; কেন না

তাল বাস্তব্য হইতেই সমুৎপত্ত। তদ্বাধ্য যথেষ্ট লাগাইয়া কংকার

দিয়া যে বংশনির্মিত গুণের বাজান যায়, তাহাকে বংশী বলা

হইয়া থাকে। সঙ্গীত বামোদরে এই গুণের যন্ত্রের ভেদ

নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“বংশোহথ পারী মধুরী তিষ্ঠরী লক্ষ্যকাহুলাঃ।

তোড়হী মুরগী বৃদ্ধা শুলিকা ব্রহ্মজাতকঃ।

পুং কাপালিক বংশচর্যবৎসবধা গরঃ।

এত প্রবিদভোক্তা কথিতাঃ পূর্বস্মৃতিঃ।”

বংশী যে কণ্ঠ নির্মিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশাস্ত্রে এরূপ

কোন বিধি নাই। তথাপি বর্তমান, সরল ও পূর্বদোষবিবর্জিত

কাঠখণ্ড বিশেষ লইয়া শিল্পীর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্ঠাঙ্গুলি

তুল্য ছিদ্র করা হইবে। তাহার পর তদুপরে উপর হইতে অধো-

দিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কোণে সাড়টী ছিদ্র করিবে,

যেন ঐ সপ্তস্বর হইতে সপ্তস্বর নির্গত হইতে পারে। আবশ্যিক

মত এক বা অর্দ্ধ অঙ্গুলী অন্তর ছিদ্র করিয়া সেই স্থানে মধ্যম ও

কোমলানি স্তর বাহির করা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বংশের মান ও

বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে

তাহা উদ্ধৃত করা গেল,—

“বর্তমান: সরলশ্রেণে পূর্বদোষবিবর্জিতঃ।

বৈশবঃ বাসিরো বাপি রক্তচন্দনজোহবঃ।

শ্রীখণ্ডজোহব সৌকর্ণ্য দণ্ডিওমরোহপি বা।

রাজতন্ত্রজোহব বাপি দৌহজঃ ক্ষটিকোহবঃ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যো ন গর্ভরুদ্রেণ শোভিতঃ।

শিল্পিজ্ঞাত্রেয়গেণ বংশকার্যো মনোহরঃ।

বংশেনৈব মতোহপ্তীতিমতঙ্গুনিনিদিতম্।

ততোহতঃপিত্তা তদান্যায় বংশা ইব প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

তত্র তাস্কা। শিরোদেশামধোবিমিতমূলম্।

কংকাররুদ্রে কুকরীত মিতমূলিপূর্ণম্।

পক্ষাঙ্গুলানি সংভাষ্য তায়রুদ্রেণি কারয়েৎ।

কুর্ঘ্যাত্তথাত্তরুদ্রেণি সপ্ত লংঘ্যানি কৌশলাৎ।

বদরীবীজতুল্যানি সংভাষ্যার্দ্ধমূলম্।

প্রান্তরোক্ষণং কার্যং বরাট্টর্নাদহতবে।

সিক্ধকেন কলা দেয়া তেন সুস্বরতা ভবেৎ।

পক্ষাঙ্গুলোহব বংশঃ ভাদেকৈকাত্মনির্মিতঃ।

যতঙ্গুলানি নান্য ভাৎ বাবদঙ্গুলিমূলম্।

কংকারতায়রুদ্রেণ বাবদঙ্গুলিমূলম্।

তদেব নাম বংশত বাংশিকৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

একাঙ্গুলো দ্ব্যঙ্গুলশ্চ ত্র্যঙ্গুলশ্চতুরঙ্গুলঃ।

অতিভারতঙ্গুদেণ বাংশিকৈঃ সমুপেক্ষিতঃ।

ত্রয়োদশাঙ্গুলো বংশোহপন্নঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।

নিক্ষিপ্তো বংশতঃকৈতব্যা সপ্তদশাঙ্গুলঃ।

মহানন্দাতথানকো বিজয়োহথ ভরতথা।

চত্বার উক্তমা কশা মতঙ্গুলিসংখ্যতাঃ।

বংশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।

বংশাঙ্গুলানন্ত বিজয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

চতুর্দশাঙ্গুলনকো ভর ইত্যভিধীয়তঃ।

একো কশো বিমিতম্ কশাকর ব্যবহৃতঃ।





বকপঞ্চক (স্ট্রী) কার্তিক শুক্লাচতুর্থী একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচটা তিথি। [পূর্ণিমে বকপঞ্চক স্রষ্টব্য]

বকপুষ্প (পুং) অগস্তি বৃক্ষ, বাগনা ফুলের গাছ। (*Aschynomene grandiflora*)। (স্ত্রী) বকফুল। ত্রিমাং ৩ীপ বকপুষ্পী। [ অগস্তি দেখ ]

বকযন্ত্র (স্ত্রী) আসবাব পরিশ্রুত করিবার যন্ত্রবিশেষ। বক-গ্রীবার দ্বার ইহার উপরিভাগে একটি বক্রাকার নল থাকায় এই নাম হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Retort বলে।

বকয়া, চম্পারণের অন্তর্গত একটি নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ্য ৪২।১৪১)

বকরাঙ্কস, একচ্ক্রানগরবাসী রাক্ষসভেদ। কুন্তীদেবী পঞ্চ পাণ্ডবসহ একচ্ক্রানর এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকস্মাৎ একদিন ব্রাহ্মণগৃহে আর্তনাদ উপস্থিত হইলে কুন্তীদেবী বরাধিতা হইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, ঐ নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিতেছে। নগরবাসিগণ তাহাকে প্রত্যাহ পর্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে এক একটি মহিলা ও ছইটা করিয়া মহিষ দিতে বাধ্য আছে। অতঃপর ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রন্দনের কারণ হইয়াছে। যদি তাহারা ঐ দিন কাহাকেও না পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে। ব্রাহ্মণের এবাংবিধ বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুন্তী বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! তোমার একটি বালক পুত্র ও একমাত্র বয়স্ক কন্যা আছে, তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা বয়ঃ ভূমি অথবা তোমার পত্নীর উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্বক পাণ রাক্ষসের নিকট গমন করিবে। অনেক বাদাছুবাদের পর কুন্তীর কথায় আশ্রয় হইয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া এই দুর্লভ কার্য সম্পাদনে অত্ননয় করিলেন। ভীমও মাতার নির্মল্লাম্বিত্যে এই মহাত্মত সাধনে উত্তোষী হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে ভীমসেন বাস্ত সামগ্রী লইয়া রাক্ষসের আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে প্রবেষ্ট হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে নামোচ্চারণপূর্বক রাক্ষসকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন, রাক্ষসের গৃহদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিলেন। তাহাতেই তাহার পঞ্চপ্রাপ্তি ঘটে। (মহাভারত আদিপর্ক)

বকরাজ (পুং) রাজধ্বজ নামক রাজবিশেষ, ইনি কস্তুরের পুত্র। (ভারত শাস্তিপর্ক)

বকরী (দেশজ) ছাগি। বর্করী শব্দ।

বকবধ (পুং) ১ বকাব্রহ্মের নিধন। ২ মহাভারতীয় আদিপর্কের অন্তর্গত একটি পর্কায়্য। এই অধ্যায়ে ভীমসেন কর্তৃক একচ্ক্রানগরীতে বকাব্রহ্মের নিধনবৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

বকবৃক্ষ (পুং) বকফুলের গাছ।

বকল (পুং) বৃক্ষফলের অভ্যন্তরস্থ পাতলা বকল। "বক বৃক্ষতঃ প্রসব্যা বকলাঃ স বৃথাঃ" (শাখ্যং ব্রা ১০।২)

বকবৃত্তি (পুং) বকত্রেয় বার্থসাধিকা বৃত্তিবৃত্ত। বকের দ্বার কপটাত্মার সন্ন্যাসী। [ পবর্গে বকবৃত্তি শব্দ দেখ। ]

বকবৈরিন্ (পুং) বকত বৈরী বাতকব্যাং। ১ ভীমসেন। ২ ঐক্কক।

বকব্রত (স্ত্রী) বকের দ্বার কপট বিনীত আচরণ।

বকব্রতচর (পুং) বকবৃত্তিধারী মাত্র।

বকব্রততিক, বকব্রতিন্ (পুং) কপট সন্ন্যাসী। যে ব্যক্তি বার্থসাধনোদ্দেশ্যে কপটভাবে ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে।

বকসক্ধ (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে বকসক্ধের বংশধর-গণকে বুঝায়।

বকসহবাসিন্ (পুং) পয়।

বকসুহান্, প্রাচীন নগরভেদ।

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচিরহবির্লিষ্ট ব্যক্তি, কুপথগামী। বকাটে।

বকাই (দেশজ) কাঞ্জি, বহুভাষী।

বকাচী (স্ত্রী) বকচিকিৎসা মন্ত্র।

বকাচী (দেশজ) তত্ত্ববাসিগের বহুব্রহ্মসাধনোপযোগী মন্ত্র-বিশেষ। তাঁত ঢালাইবার কালে পানতলহু মণ্ড সঞ্চালনকালে ইহা ইচ্ছামত সঞ্চালিত হইয়া মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে।

বকাটে (দেশজ) কুপথগামী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা (স্ত্রী) বৃথা আশা। ভ্রাত্যক বিচারবিশেষের মীমাংসাসাধা গল্পবিশেষ। [ ভ্রাত্য শব্দ দেখ। ]

বকান (দেশজ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান।

বকারি (পুং) বকত অরিঃ। ১ ঐক্কক। ২ ভীমসেন।

বকাম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন। জ্যোতিষীকরণ।

বকাল (আরব্য) ১ দোকানী, পণ্যারী, বেগিরা। ২ পুন্ড্রবঙ্গবাসী চণ্ডালজাতি ভেদ। ইহারা বকালীনামেও খ্যাত। এট জাতি

চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরপারের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান অথবা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অথচ একই ব্রাহ্মণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাকা জেলাস্থ ব্রাহ্মণগণ ও মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইহারা চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌকা আছে, নিজে নিজেই নৌকা বাহিরা থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইহারা হরিজাতি বন্ধ-নের মসলা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সকলের এক কাড়পগোত্র ও অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্রহ্মব্রহ্মের উপাসক। ইহাদের বিবর্তন যে, ব্যবসা ব্যপিত্য দ্বারা ইহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, একারণ

চঙালের সহিত আর সংঘব নাই। ইহার চঙালের মত স্থপ্ত  
পণ্ডাঙ্গ অথবা মত্ত ব্যবহার করে না।

বক্তান্তর, দৈত্যবিশেষ। পুন্ডনা নারক নাকসীর জাতি ও  
কংসের অগ্রচর। কংলাদেশে বক কুককে বধার্থ আগমন করে  
এবং তাহাকে গিলিয়া ফেলে। পরে কুক ঠোট চিরিয়া তাহাকে  
নিহত করেন। (আদিপুগণ ও ভাগবত)

বকুনা (বৈশাখ) পিতৃনির্ধিত রক্তপাত্র বিশেষ।

বকুয়া (বৈশাখ) অত্যন্তকখনশীল।

বকুল (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ।  
ইহার বকপত্র ও পুষ্পত্র—ঐতল, দ্রুত, বিষদোষহর, মধুর,  
কষায়, মলাঢ়া, কচা, হর্ষণ, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহী, ক্ষীরাত্য ও সুরভি।  
ইহার ছাল শুঁড়া করিয়া তাহাতে দস্তমার্জন করিলে ঐতলের  
গোড়া দৃঢ় হয়। [ বিতৃত পর্বণে বকুল শবে দেখে। ]

বকুলপুষ্প (স্ত্রী) বকুলফুল।

বকুলা (স্ত্রী) বকুল-টাপ। কটুকা। (রাজনি°)

বকুলাগু তৈল, তৈলোদধাতেন। প্রস্তুতপ্রণালী—জাথার্থ বকুল  
ফল, শোধ, হাড়ক, নীলঝাঁটী, সোঁবালপত্র, বাবলার ছাল,  
শালবৃক্ষের ছাল, খদিরকাঠ মিলিত ১২৫০ সের। তিল  
তৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কষার্থ কাথ্য  
দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নশুরূপে  
গহীত হইলে চলিত দস্ত দৃঢ় হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং সুখরোগাধিকা°)

বকুলিত (ত্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত।

বকুলী (স্ত্রী) কাকোলী। কাকলা। (শব্দচ°)

বকুলা (পুং) পর্ণদ্বগ। (সুত্রত)

বকেয়া (আরবী) পূর্বের বাকী, সাবেক। “বকেয়া বদমাশ”  
বলিলে পুরাতন অর্থাৎ অতি ছুইই বুঝায়।

বকেয়ুকা (স্ত্রী) বলাকা।

বকেশ। (পুং) বকপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

বকোট (পুং) বক পক্ষী।

বক্, গতি। ভূ° আয়° সন্° সেট্। লট বকতে।

বকলিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

বকস (পুং) বক্তবিশেষ। ইহা কগল যতের ছায়। ইহার গুণ—  
“হৃদঃ প্রবাহিকাটোপচূর্ণমামিলশোকহৃৎ।

বকসো দন্তসারদ্যাং বিষ্টজী বাতকোপনঃ।

দীপনশুষ্কবিষ্ণুত্রো বিশদোষমর্যো ঙকঃ।” (সুত্রত)

বকল, বোম্বডেন।

বক্ত (আরবী) সময়। সুযোগ বা সুবিধা। চলিত ওক।

বক্তপূর, বোবাই প্রেসিডেন্সির রেবাকাহার পাণ্ডেশ্বরসের  
অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি হাটল উপাধিধারী

তিনজন সামন্তের অধীন। ইহার বড়োদার পাইকোবাড়কে  
কর বিরা থাকেন। নগরভাগ ১১০ বর্গমাইল।

বক্তব্য (ত্রি) ক্র বা চ্ বা তব্য। ১ কুৎসিত, হীন।

“নাধ্যায়েনো ন বক্তব্যো ন হস্তান্ বিকল্পকুং।” (মহু ৮।৬৬)

২ বচনীয়, কথনীয়, বচনাই, বলিবার যোগ্য।

“বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্বৈঃ সহ শ্রদ্ধাজনৈঃ।

বৃষ্টিরিদ্যামেধো ভবতিরহুত্বতাম্।” (ভারত ১৪।৭৮।২০)

বচ ভাবে তব্য। (স্ত্রী) ১ বচন। কথন। ২ বাচ্য।

৩ নিম্মা।

বক্তব্যাতা, বক্তব্যাত্ (স্ত্রী) কথনযোগ্যতা, নিম্ননীয়তা, তির-  
স্কারের উপযোগী।

বক্তশালী (পুং) স্বনামখ্যাত মধ্যদেশসমুৎ শালিধাত।  
মরাঠী—ধকোই ধান। ইহা লঘু ও সুখপাচ্য।

বক্তা (বক্তৃ) (ত্রি) বচ-তৃচ্। ১ বাগ্মী। ২ ভাষণপটু।  
বাকপটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। ‘যো বক্তৃঃ জানাতি সঃ’ (ভরত)  
‘ঔচিত্যাৎ বহুবিশিষ্টং বদতি।’ (রায়মুহুট)

“ভক্তং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলাগমে।

দর্দ্রয়া বত্র বক্তারত্নত মৌনং হি শোভনম্।” (হিতোপ°)

পর্যায়—বদ, বদ্যবদ, বদান্ত, বক্তা, বক্তৃ, বক্তা, বহুতাবী,  
বাগ্মী, বাবদুক, বচক, সুবচা, প্রবাক, পণ্ডিত।

বক্তিত্ব (স্ত্রী) উক্তি, কথা, বাক্য। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৩।২৬)

বক্তৃ (পুং) মম্ববাক্যভাবী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে।  
“পরমবাক্যানাং বক্তৃ” ইতি সাধারণ; (শব্দ ৭।৩।১৫) কিন্তু অজ্ঞাত  
ভাব্যকার ইহাকে বচ-ধাতুর “বক্তবে” ক্রিয়া রূপের আর্ষ উক্তি  
বলিয়া গ্রহণ করেন।

বক্তুকাম (ত্রি) বক্তৃঃ কামরতে যঃ যঃ বা বক্তৃঃ কামো যত  
সঃ। বসিতে ইচ্ছুক বা অভিলষী।

বক্তৃমানস্ (ত্রি) বক্তৃঃ মনো যত সঃ বক্তৃমনাঃ। কথিত-  
মানস, যিনি বলিতে মানস করিয়াছেন।

বক্তৃ (ত্রি) কথনশীল। বক্তা।

বক্তৃক (ত্রি) বক্তৃ-স্বার্থে কন্। কথনপটু। মতাবাহী।

বক্তৃতা (স্ত্রী) বচ-তৃচ্ তত্ ভাবঃ বক্তৃ-টাপ্। বাকপটুতা,  
বলিবার ক্ষমতা। বাহিত্তাস, বাহিত্তা।

বক্তৃস্থ (স্ত্রী) বক্তার কার্য। বাহিত্তাসম্বন্ধি।

বক্তৃশক্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমতা (Eloquence)।

বক্তৃ (স্ত্রী) বক্তি অনেনেতি বক্তৃ- (ভৃগুপীপ্টিবাজমিসিদ্ধিক্টিভাঃ।  
উৎ ৪।১০৬) ইতি ক্রঃ। ১ বৃথ।

“ধর্মোপদেশং বর্ণনং বিপ্রাধারত কুর্যতঃ।

তপম্বালে চরয়েৎক বক্তৃ প্রোক্তে চ পার্ধিবঃ।” (মহু ৮।১২২)

বধন, আত, আনন, সুখার্ণবাচক। এই বক্তৃতায়ে বক্তৃকর  
মুখ, হাতির ওঁড়, পক্ষীর চক্ষু, ভীরের কলক, কৃদারের মল  
প্রকৃতিও বুঝায়।

২ তগরফুল। (খবমালা) ৩ বস্ত্রভেদ। (মেঘিনী)

৪ ছন্দোবিশেষ। ইহা অচুর্নুভের অচুর্ন। লক্ষণাদি বধা,—

“ভবত্যাঙ্গলং বক্তৃং বিবক্ষ্য কবচন।

ভরোষরোপপাত্তেহ শব্দবধুনোচ্যতে ॥

বক্তৃং বৃগভ্যাং মগৌ স্তাতামকোষোহুটুভিঃ খ্যাতম্ ॥

এখানে বিরাবর্ত্য শ্লোক পূরণ করা হইল—

“বক্তৃস্তোভ্যং সদা স্নেহঃ চক্ষুণীলোৎপলং কুলম্।

বলবীনাং স্তরারাতেন্দ্রোভ্যং কুলং মহারোহৈঃ ॥” (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কার্ধ্যের আরম্ভ। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্যা  
(The initial quantity of a progression)। ৭ তগর-  
ফুল, টগর ফুল। (রাজনি°)

বক্তৃক (ত্রি) বক্তৃশকার্ধ্য। মুখগবদী।

বক্তৃকটুতা (ত্রি) মুখবৈর।

বক্তৃকুর (পুং) বক্তৃক কুর ইব। পূর্বোদরাদিবাং ৭ঃ।  
দণ্ড। (ত্রিকা°)

বক্তৃজ (পুং) ব্রহ্মণো বক্তৃং জায়তে ইতি। “ব্রাহ্মণোহস্ত  
মুখ্যাসীৎ” ইতি শ্রুতেঃ। জন-ড। ব্রাহ্মণ। (ত্রিকা°)  
(ত্রি) মুখজাত।

বক্তৃতাল (স্ত্রী) বক্তৃক তালম্। মুখবাণ্ড। ত্রিকাংশেবে  
‘মুখবাণ্ডং বক্তৃনাগমিত’ লিখিত আছে। মুখ ইহাতে মুংকার-  
দানদ্বারা বংশীবাদন। কেহ কেহ বলেন, মুখবিবরে বায়ু রাখিয়া  
উত্তর গণ্ডে হস্ত তালুদ্বারা আঘাত করিলে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে  
বে বাণ্ড সমুৎপন্ন হয়।

বক্তৃভুণ্ড (পুং) গণেশ।

বক্তৃদংষ্ট্র (ত্রি) বক্তৃ মুখদেশে দংষ্ট্রাণি বস্ত। দীর্ঘবস্ত-  
বিশিষ্ট। বক্রবস্তধারী। শূকরাণি। [ বক্রদংষ্ট্র দেখ। ]

বক্তৃদল (স্ত্রী) তাসুদেশ।

বক্তৃদ্বার (স্ত্রী) মুখবিবর।

বক্তৃপট (স্ত্রী) মুখাবরণবস্ত্র। বোমটা।

বক্তৃপট্ট (পুং) বক্তৃক পট্ট ইব। অবধিগের চণকভোজনপাত্র।  
চলিত তোবড়া। পর্যায়—তলিকা, তলসারক।

বক্তৃপরিম্পন্দ (পুং) বক্তৃতাকালীন মুখকম্পন। ২ কখন, বাচন।

বক্তৃভেদিন্ (পুং) বক্তৃং ভিনতীতি ভিন্-গিনি। ১ ভিন্তর।  
(ত্রি) ২ মুখবিদারক।

বক্তৃযোষিন্ (পুং) ১ অস্ত্রভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ মুখ-  
দ্বারা বুদ্ধকারী (পক্ষ্যাদি)।

বক্তৃমুদ্র (স্ত্রী) মুখবিবর।

বক্তৃকুহ (ত্রি) ১ মুখদেশে বাহা উৎপন্ন হয়। শব্দগুণ্যাদি।  
২ হস্তিত্তওহিত কেশরাণি। (বৃহৎসং ৬৭।১০)

বক্তৃরোগ (পুং) মুখরোগ।

বক্তৃরোগিন্ (ত্রি) মুখরোগভোগকারী। (বৃহৎসং)

বক্তৃবাস (পুং) বক্তৃং বাসয়তি ভ্রূতীকরোতীতি বাসি-কর্ণগণ্য।  
পা ৩২।১) ইতি অণ্। ১ নারদ। [ নারদ দেখ। ]

বক্তৃবাসঃ। ২ মুখতাম্ব।

বক্তৃশাল্য (স্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, খেতগুজা। ২ রক্ত-  
গুজা। (বৈভকনি°)

বক্তৃশোধন (স্ত্রী) বক্তৃক শোধনমিব। ১ নিষফল, লেবু।  
২ ভবা, চালতা। (রাজনি°) ৩ মুখশোধন। মুখতক্ষিকরণ।

বক্তৃশোধিন্ (পুং) বক্তৃং শোধয়তীতি শু-গিচ্-গিনি।  
১ জব্বীর লেবু। ২ মুখশোধক (তাম্বলাদি)।

বক্তৃধিবাস (পুং) নাগরম্বক।

বক্তৃবালু (পুং) বারাহীকম্ব।

বক্তৃাসব (পুং) বক্তৃক আসবঃ। অধরমধু। মালা।

বক্তৃশী (স্ত্রী) শ্রীবক্তা।

বক্তৃ (ত্রি) বক্তৃয্য। বেদবাক্যার্থোপদেশ। (ঋক্ ৩।২৩।২)  
‘বক্তৃানাং বক্তৃব্যানাং বেদবাক্যানাম্’ (সারণ)

বক্তৃন (স্ত্রী) ১ মার্গ, মার্গভূত।

‘বক্তৃবে ভর্য আশ্রিত বক্তৃন্যববৃৎ’ (ঋক্ ১।১৩২।২)

‘বক্তৃনি বক্তৃনি মার্গভূতে’ (সারণ)

বক্তৃরাজসত্য (ত্রি) ত্যোক্তৃকর্তাদিগের বিশ্বস্ত। (ঋক্ ৬।৫১।১০)  
‘বক্তৃরাজসত্যঃ বক্তৃবচনং ত্যোজ্ঞং। তত রাজান ঈশানা  
বক্তৃরাজানঃ ত্যোতারঃ তেব্ সত্য্য অবিতথাঃ।’ (সারণ)

বক্তৃ (ত্রি) ১ প্রশংসার্থ। ২ স্তুতিযোগ্য।

‘প্র তং বিবন্নি বক্তৃয়া এবাঃ মরুতাং মহিমানত্যো অস্তি।’

(ঋক্ ১।১৬৭।৬)

‘বক্তৃয়াঃ সর্গৈঃ স্তুতোঃ সত্যোহবাধ্যোহমোবোহতি তম্।’

(সারণ)

বক্তৃ (স্ত্রী) বক্তৃতে ইতি বক্তি-কোটিল্যে বন্। পূর্বাধরাণিবাং,  
ন লোপঃ। বক্তা, বক্তৃতীতি বক্তৃ গতো (স্মারিতকিঞ্চীতি।  
উণ্ ২।১৩) ইতি বক্তৃ। বক্তৃদিসিবাং কৃষম্। ১ নদীবন্ধ,  
নদীর বাঁক। পর্যায়—পুটভেদ, বন্ধ। ২ তগরপাত্রকা।

‘কালাহুশারি বা বক্তৃক তগরং কুটিলং শঠম্।

মহোরগং নভং জিহ্বং বীণং তগরপাদিকম্ ॥’ (বৈভকরসমালা)

চক্রপাণি শিরোরোগপাণিকানোক্ত বোভাজাত তৈলে ইহার  
ব্যবহারোপযোগিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(পুং) বক্রগতি বক্র গতো (করিতকিবক্রীতি। উপ ২।১৩) ইতি বক্র। বক্রগতিবক্রীতি। ১ নটেনশ্বর। (মেদিনী) ২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ৩ বক্র। ৪ ত্রিপুরার। ৫ পপট, ক্ষেপাপড়া (রাজনি) ৬ বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ। যে কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে দ্ব্যর্থার্থিত রাশি ত্রিশোংশের মধ্যবর্তী স্থানে রবি থাকিবেন। [বক্রগতি দেখ।]

৭ করবদেবীর নৃপতিভেদ। (ভারত ২।১৪।১১) (পুং) ৮ স্থানচ্যুত ও বক্রীভূত অস্থিতক বিশেষ। ৯ বাক্সভেদ। (রামায়ণ ৫।১২।১৩) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনান্তে প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণান্তরে 'চক্রা' এইরূপ পাঠও আছে।

(ত্রি) বক্রতে ইতি। বক্রি কোটিলো-রন্। পৃথোদরাদিঘাৎ ন লোপঃ। যযা বক্রি-রক্। ১১ অনুজ্জ, অসরল। চলিত কথায় বাঁকা বলে। পর্যায়—অসরল, বক্রিন, বক্রি, উর্ধ্বমং, কুক্ষিত, নত, আবিক, কুটিল, ভুগ, বেদিত, বক্র, বেজু, বিনত, উন্মূ, অবনত, আনত, ভুগু।

\*স বৈ তথা বক্র এবাত্যজার-  
দষ্টাবক্রঃ প্রোঘিতো বৈ মহর্ষিঃ।" (ভারত ৩।১৩২।১২)  
কবিকল্পতার নিম্নোক্ত কয়টি বক্রচিহ্নের নাম উদ্ধৃত আছে, তদ্ব্যথা—

অলক, ভাল, ক্র, নখচিহ্ন, অজুণ, কুক্ষিকা, তরকঙ্কণ, বালেঙ্গ, দাজ, কুদাল, চক্রক, গুকাভ, পলাশপুষ্প, বিহাৎ, কটাক, শক্রধনুঃ, কণা, প্রোবোধ, কয়, হস্তিনত, শুকর-দন্ত, সিংহনাথি। (কবিকল্পতা) ১২ ক্রূর। ১৩ শঠ।

(মেদিনী)

বক্রকণ্ঠ (পুং) বক্রাঃ কণ্ঠাঃ কণ্ঠকা বস্ত। ১ বনরকৃক, কুলগাছ। (রাজনি)। ২ কুটিলকণ্ঠক।

বক্রকণ্ঠক (পুং) বক্রাঃ কণ্ঠকা অন্ত। ধমিরকৃক।

বক্রধনুঃ [ক] (পুং) বক্রাঃ ধনুঃ। করবাল। (রাজনি)।

বক্রগ (পুং) বক্রাঃ গতি গচ্ছতীতি গম-ড। সর্প। (বৈতকনি)।

বক্রগতি (ত্রি) বক্রা গতিবতঃ। ১ বাহার গতি বাঁকা। ২ মঙ্গল অথবা মঙ্গলি।

ধগোলবিত্ত গ্রহগণ একস্থান হইতে গমন আরম্ভ করিয়া একনির্দিষ্টকাল মধ্যে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। গ্রহগণের এই চিরকাল প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের কারণ থাকাতাই গ্রহগণ এই গতিবিত্ত হইয়া থাকে। গ্রহগণ একপ্রকার গতির দ্বারা চালিত হয় না। তাহাদের গমনের আকর্ষণ ও অভ্যন্তরীণ বলপ্রভাবে একটি

বক্রগতি উপর হইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে আটপ্রকার গতির উল্লেখ দেখা যায়—

"স্বর্গমুক্তা গ্রহা-নীতাত্তা চার্কে দ্বিতীয়গে।

সমাত্তীয়গে জেরা মন্দাত্তচতুর্থকে ॥

বক্রাঃ স্ত্র্যাঃ পঞ্চবর্ষে চার্কে দ্বিতীয়গে নগাষ্টগে।

নবমে দশমে ভানো আরতে সহজাগতিঃ।

দ্বাদশৈকাদশে স্বর্গে লভন্তে দীপ্ততাং পুনঃ।

রবিহিতাংশকক্রিঃশাযেঃ সংখ্যাত্ত কন্মাত্তে।

রাহকেতু সনাবক্রো দীপ্তগো চক্রভাক্রো ॥" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখ্যা

নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের বক্রগতি ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুক্রের ১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন। [বিস্তৃত বিবরণ গ্রহশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।]

বক্রগামিন্ (ত্রি) ১ অসরল গতি। ২ বাহা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ৩ অসং ব্যক্তি। ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্চক।

বক্রগুণ্য (পুং) উষ্ট্র। (বৈতকনি)

বক্রগ্রীব (পুং) বক্রা গ্রীবাত্ত। উষ্ট্র। (ত্রিকা)

বক্রচক্ষু (পুং) বক্রা চক্ষুঃ। শুকপক্ষী। চলিত টিয়াপাখী।

বক্রণ, বক্রণা (স্ত্রী, ত্রী) বক্রীকরণ।

বক্রতা, বক্রত্ব (স্ত্রী স্ত্রী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম। অনুজ্জ্ব। ২ ক্রূরতা, শঠতা।

বক্রতাল (স্ত্রী) বক্রা তালঃ। বাজবিশেষ। পর্যায়—মুখবাত্ত। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে।

বক্রতালী (স্ত্রী) বক্রতাল-গোরাদিঘাৎ স্ত্রী। মুখবাত্ত। (শব্দরত্না)

বক্রভু (পুং) বেবতাত্তে। (মার্ক পুং ৮।১৬)

বক্রভুগু (পুং) বক্রা ভুগুঃ বস্ত। ১ শুকপক্ষী। ২ গণেশ। (ত্রি) বক্রোষ্ঠ।

\*স পানহস্তাঙ্গী নৃষ্ট, পুরুষানতিদারুণান্।

বক্রতুণানুর্ধ্বোর আদ্যানং মেতুমগতান্ ॥"

(ভাগবত ৬।১২৮)

বক্রদণ্ড (পুং) বক্রা দণ্ডা বস্ত। শূকর।

বক্রদন্ত (পুং) দন্তবক্র নামক শাকস।

বক্রদন্তী (স্ত্রী) দ্বন্দ্ববতী। (বৈতকনি)

বক্রদল (স্ত্রী) তালু। [বক্রদল দেখ।]

বক্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ১ বক্রি চাহনি। ২ ক্রোধানৃষ্টি। ৩ মন্দদৃষ্টি।

বক্রনক (পুং) বক্রাঃ কুক্ষিঃ বক্র ইব হিংস্রতঃ। ১ পিতল, বন। ২ শুকপক্ষী।

বক্রনাল (স্ত্রী) ১ মুখবাত্ত। ২ বাঁক নল।

বক্রনাস (ত্রি) ১ বক্রনাস বা চক্ষুঃ। (রাহাং ৫।১৬)

বক্রানালিক (পুং) বক্রা নালিকা বত। ১ পেটকা। (ত্রিকা°)  
(ত্রি) ২ কুটিল নালিবৃত্ত।

বক্রপাদ (ত্রি) বক্রঃ পাদঃ বত। বাঁক পাণিবৃত্ত। বধ।

বক্রপুচ্ছ (পুং স্ত্রী) বক্রঃ পুচ্ছঃ বত। ১ কুচুর। ২ সলোম-  
কুটিললাঙ্গুল। বাঁকালেজ।

বক্রপুচ্ছিক (পুং) কুচুর।

বক্রপুর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০.৭।১৩৬)

বক্রপুষ্প (পুং) বক্রানি পুষ্পাণ্যত। ১ বক্রবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ।

বক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) লাক্ষ্মিকা। বিবলাঙ্গুলিরা।

বক্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশবৃক্সলাঙ্গুলং বত। ১ কুচুর।  
২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রভণিত (স্ত্রী) বক্রঃ কুটিলঃ ভণিতম্। কুটিলবাক্য।  
পর্যায়—ছকোক্তি। (ত্রিকা) বক্রোক্তি, স্নেহোক্তি।

বক্রভাব (পুং) ১ বক্রতা, বাঁকাভাব। অসরলতা, কুটিলতা।

বক্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রম-ভাবে বহু। অশ্লোপঃ।  
পলায়ন। (শব্দরত্না°)

বক্রয় (পুং) মূল্য।

বক্ররেখা (স্ত্রী) বাঁকা রেখা। বে রেখা সরল নহে, বৃত্তাকার  
অথবা কোণাকার রেখা।

বক্রলাঙ্গল (পুং) বক্রঃ লাঙ্গলং বত। ১ কুচুর। (স্ত্রী)  
২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রবস্ত্র (পুং) বক্রঃ বস্ত্রমত। ১ শূকর। (ত্রি)  
২ বক্রমুখবিশিষ্ট।

বক্রলঙ্গা (স্ত্রী) বক্রঃ লঙ্গামিব পত্রাদিকং বতাঃ। কুটুধিনীকুপ।  
২ কটুত্বী, ভিৎলাউ। ৩ রক্তলাঙ্গুলিকা, লালবিবলাঙ্গুলিরা।

বক্রশৃঙ্গ (ত্রি) যাহার শৃঙ্গ বাঁকা (মহিষাদি)। এবাদ—  
“মহিষের শিঙ বাঁকা ঘুরিবার বেলা একা।”

বক্রা = বক্রা (দেশজ) ১ বর্কসলজ। (পুং) ছাগ। ২ বথবা,  
যৌথকারবারের অংশ।

বক্রাণ (স্ত্রী) বক্রঃ অঙ্গঃ বত। কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত  
বেতুগাছ।

বক্রাঙ্গ (স্ত্রী) বক্রঃ অঙ্গঃ বত। ১ হংস। (হেম) ২ সর্প।  
(স্ত্রী) ৩ কুটিল অবরব, বাঁকা অঙ্গ। (ত্রি) ৪ কুটিল-  
অবরববিশিষ্ট।

“তরঙ্গবিবরাপীড়া চক্রবাকোবুধতনী।

বেগনভীরবক্রাণী ত্রতবীমবিক্রমণাঃ” (হরিকণ্ঠ ১০.২।৩৬)

বক্রাজি (পুং) বক্রপাদ।

বক্রাতপ (পুং) ভাতিবিশেষ। (ভারত° ভীষ্মপর্ব) বক্রাত  
পাঠও দেখা যায়।

বক্রি (ত্রি) নিখাবারী, অন্ততাবী। বক্র বাহুর উত্তর জিন্ম  
প্রত্যয় দ্বারা এই পদ নিস্পন্ন হইয়াছে।

বক্রিত (ত্রি) বক্র-ইতচ্। ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ বক্র।  
৩ বক্রগতি অনুসৃত।

“বাক্ষদগণমৈকাদগণকক্রাক্রিতে কুজেন্দ্রমুখম্।”

(বৃহৎসং ৬।২)

বক্রিন্ (পুং) বক্রো বক্রতাত্ত্বীতি ইনি। বৈদিকধর্মবিশুদ্ধ-  
বাদিস্বামন্ত তথাক্ষম্। ১ বৃদ্ধ। (শব্দরত্ন°) ২ গর্তবিকারজন  
পুঙ্খভেদ। বধা—

“মাতুর্গ্যবারপ্রতিধেন বক্রী তাত্ত্বীদৌর্লভ্যাতরা পিতুচ্চ।”

(ত্রি) ৩ বক্রতাবিশিষ্ট।

“লগ্নেশো যদি বক্রী তাত্ পুংসঃ কার্ণেবু বক্রতা।

লগ্নেশেহতং গতে মর্ত্যো হুঃখাদিহাধিশংযুক্তঃ।”

কলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বক্রী কোন গ্রহ,  
স্থিতি-রাশি হইতে রাস্তান্তরে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহ  
অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বক্র  
বা অতিবক্র কুলাদি পক্ষ গ্রহেই হইয়া থাকে।

বক্রিম্ (ত্রি) বক্র-ভাবে ক্রিমচ্ বধা বক্র-ইম। বক্র, কুটিল,  
অসরল।

বক্রিমন্ (পুং) বক্র-ইমনিচ্। বক্রতা, কোটিল্য, শঠতা।

বক্রী (দেশজ) বক্রী। ছাগী।

বক্রীকরণ (স্ত্রী) বাঁকান। কোন সরল বস্তুকে বক্র বা অয়িযোগে  
বাঁকাইয়া কেলা।

বক্রীকৃত (ত্রি) অবক্রী বক্রীকৃতঃ অন্তততভাবে চিঃ। ১ বক্র।  
যাহার বক্রতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

বক্রীভাব (ত্রি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবন্ধকতা।

বক্রীভূ (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবন্ধনাবৃত্ত। ৩ অসরলচিত্ত।

বক্রোত্তর (ত্রি) বাহা বক্র সহে অর্থাৎ সরল।

“বক্রোত্তরাগ্রৈরলকৈঃ” (স্ব ১৬।৬৬)

বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্তমান প্রধান সহর মিউন্সিপালিটি হইতে  
৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান।

হরিশ্চন্দ্র পরমপার তাঁতিপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই  
অধীকোশ দক্ষিণে “বক্রেশ্বর” নামের দ্বারে উক্ত প্রাচীন তীর্থ-  
ভূমির প্রসারদেশে দাঁড় পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্তি  
অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও “বক্রেশ্বর” শ্রোতবতীর দক্ষিণে এখনও  
৩০০ শিবমন্দির ও বহু উচ্চ প্রজ্বলন তীর্থবাড়ীর নদয় সম আকর্ষণ  
করিয়া থাকে। প্রাচীন বক্রেশ্বর শ্রোতের নামানুসারে আজও  
এই স্থান “ভূম বক্রেশ্বর” নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

গৌড়দেশের বংশ বক্রেশ্বর শৈববিভাগের একটি প্রধান ও

প্রাচীন তীর্থ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে ক্রমেই যে এই হুপ্রাচীন কেন্দ্র হ্রদ বনবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রয়ো উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বক্রেশ্বর কেন্দ্রের পূর্ব পরিচয় ও মহিমা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বনবাসীর এই তীর্থপরিচয় সবিশেষ জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য হইতে এই তীর্থের পরিচয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল,—

“গৌড়দেশে মহৎ কেন্দ্রং বক্রেশ্বরভূগদতম্।

যস্মান্মরণশোনাশি মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎবাৎ।”

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ কেন্দ্র আছে, যাহার নাম মরণমাত্র মানব সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই বক্রেশ্বরের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এ সম্বন্ধে দেখা যায়—

“পুরা কৃতযুগে বিপ্রা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।

প্রথমে নাম তত্ত্বাসীৎ সূত্রতো নাম পূজবঃ ॥

পুরা দেবসভায়ান্ত নৃত্যমাসীদ্যনোহরম্।

গম্ভীরবধরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যোৎসর্গাৎসমুতে ॥

তত্র দেবান্ড গচ্ছকী মুনিরঃ সিদ্ধচারণাঃ।

সমাক্ষ্মুঃ পরং ব্রহ্মৈ কমলারাঃ স্বরসরম্ ॥

তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ।

অগ্রে দম্ভান্নোমশার পাঠার্থ্যাচমনীরকম্ ॥

লোমশক মহাত্মানং দৃষ্ট্ৱা চ তগবান্ মুনিম্।

সূত্রতো ন শশাপেক্ষং ভূপোভক্তভানুনিঃ ॥

মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রভঙ্গমমুনিঃ।

অষ্টাবক্রাভিধেয়কং ততঃ প্রাপ বিজ্ঞাতমঃ ॥

দেবপ্রথা। সমাগতা কেন্দ্রেহস্মিন্ হৃদয়ং তপঃ।

চকার বিপুলং বিপ্রাঃ সর্বলোকপ্রতাপনম্ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি কেবলানুপিবত্তথা।

পর্শশকন্ততচ্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিঃ ॥

তাবৎ কালং তদা বায়ুর্ভক্যামাসীজিতেন্দ্রিয়ঃ।

এবমেব তপশ্চক্রে স মুনিঃ সাংঘাতান্বান্ ॥...

নাতপ্তত্ত্বং প্রবোধেত মুনিং বক্রেশ্বরীরিণম্।

ত্রিকুণ্ডং বিজ্ঞতে তত্র পাবকাসার এব চ ॥

দক্ষিণাধিপার্শ্বপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ।

তস্মাৎ পারাৎ ক্ষুদ্রভিজলং স্বর্ণপ্রদায়কম্ ॥

অগ্নিভয়ং হি পাতালে অন্তর্ধ্যো তু ভিত্তিতি।

ভোগবত্যা জলং তত্র বিজ্ঞে নিবসক্ৰমেৎ ॥

হাটকাখ্য মহাশ্রেয়ং হ্রস্ববর্জিত মল্লক ॥

তত্তশোভকং ব্যতি বহু চ্যবিত্রয়ং ধূম ॥

তদালিঙ্গ্য তত্শোভকং তেজস পাবকেন চ ॥

নিপত্য বেতগঙ্গারামুকতোঃ বহেরী ॥

কেচিভোগবতীং প্রাঙ্গণ্যক কেচিচ্চিরে।

কেচিৎ শ্রেষ্ঠত নারা তাত বেতগঙ্গাং বদন্তি বৈ ॥

পাতালেণ বটকৈব দ্বাভ্য চৈব নদীধরম্।

ব্রহ্মবোনিং ব্রহ্মশিলাং দ্বাপরিষা মহানদীম্ ॥

একাত্মেন শিবং দ্বাভ্য প্রারামে দক্ষিণাং দিশং।

বক্রেশ্বরস্ত পাত্শাতো ভাগে পাপপ্রমোচনে ॥

ধম্মদ্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপমোচনী।

তামাক্রম্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে বনজাতদ্বয়ং ॥

ধম্মশতপ্রমাণা বৈ বাহেৎ পাপহরা ততঃ।

তস্তাঃ সন্দর্শনে নাপি অতিরিক্তাং কলাং লভেৎ ॥

সর্পাকারঃ মহৎকেন্দ্রং পুণ্যং পাপহরং শুভম্।

তত্র তিষ্ঠেদ্বাহাদেবত্রৈলোক্যভাগহেতবে ॥

তমুদ্ভিত্ত তপস্তপে স চ বক্রো মহাতপাঃ।

তং মুনিং হুপ্রসন্নোহিভূৎ স স্বয়ং পার্শ্বতীপতিঃ ॥”

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথমে নাম ছিল সূত্রত।

ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্যের আশ্রয়ীভূত লম্বীর স্বরসের দেবসভায় মনোহর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গচ্ছক, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই কমলার স্বরসের দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় অমরপতি শচীনাথ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে সর্বপ্রথমে পাণ্ড, অর্ঘ্য ও আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহা দেখিয়া ভগবান সূত্রত তপোভক্তয়ে অভিসম্পাত না করিলেও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধহেতু তাঁহার অষ্টাবক্র বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাঁহার অষ্টাবক্র নাম হয়; এইরূপে বক্রাক হইয়া মুনিবর এই কেন্দ্রে আসিয়া হৃদয় তপতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপত্যার সর্বলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল। তিনি দশ হাজার বর্ষ কেবল জলমাত্র পান করিয়া, তৎপরে দশ হাজার বর্ষ কেবল মাত্র গাছের পাতা খাইয়া, তৎপরে উক্ত সংখ্যক বর্ষ বায়ু ভক্ষণ করিয়া জিতেজ্রিয় মুনিবর কঠোর তপশ্চর্যা করিলেন। বক্রেশ্বরী মুনির নিকট পাবকাকার তিনটা কুণ্ড বিদ্যমান হইল, তাহাই দক্ষিণাধি, পার্শ্বপত্যাদি ও আহবনীয়াধি। সেই অগ্নিভয় অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই জরজিৎ জল স্বর্ণপ্রদায়ক, তথায় ভোগবতীর জলপ্রবাহিত যাহার মৃত্যুকে হ্রস্বক সেই হাটক নামক মহাদেবকেও বক্রেশ্বরী অর্চনা করিলেন। তাহার উদ্ভাজিত হইতে জল পিয়া তিনটা অগ্নিকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পাবক সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উষ্ণতয়া বেতগঙ্গা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকেই কেব ভোগবতী, কেহ বা বেতের নামানুসারে বেতগঙ্গা বলিয়া থাকে। এখানে পাতালেণ, অক্ষরবট ও নদীকেন্দ্র নাম, পরে ব্রহ্মবোনি ও ব্রহ্ম-



শিলার দান এবং নদীতে একাংশে শিবকে দান করাইরা দক্ষিণদিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাৎভাগে তিন ধনু নূরে পাশহারিধী বৈতরণীতে দান ও তাহা দর্শন করিলেও অতিরিক্তের কল হয়। এই পাশহর কেন্দ্র সর্গাকার। ত্রৈলোক্য জ্ঞাপ করিবার জন্ত মহাদেব এখানে অবস্থান করেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই মহাতপা বক্র তপস্তা করিয়াছিলেন। বরং পার্বতীপতি শ্রুতির প্রতি অতি প্রেম হইয়াছিলেন। ( বক্রশ্রুতি আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। ) তাঁহার প্রভাবে অষ্টাবক্র অতীষ্ট লাভ করেন।

এই ক্ষেত্রের কোথায় কোন তীর্থ আছে এবং সেই সেই স্থলে কিরূপ পূজা দি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীর্থপরিক্রমার এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

‘এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিককূণদি তীর্থক্রমে যাত্রা করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়া কৌরকর্ণ, দান ও শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পঞ্চ তীর্থ বিধানে এইরূপে যাত্রী পরিক্রমা করিবে। প্রথমে দানকূণে দান করিয়া কুশোদক ছিটাইয়া সঞ্চয় করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে’—

ও মহাকারিক্সিংজাতো মহাপাতকনাশন।

কারকুণ্ড হরাত্তং বং বরদা ব্রহ্মতং কৃতম্।

শিবত মূর্ত্তরে দেব কারোহায় হরায় চ।

পবিত্রবৃন্তরে তুভাং নমঃ পাশান্তকার চ।

জয়জয়কৃতং পাশঃ পোষণে নমঃ প্রত্যো।

সংসারার্ধমগত কর্ণধারব্রহ্মকৃত।

এই দানকূণের পূর্বে সিদ্ধসেবিত সর্গপাপনাশক ভৈরবকূণ আছে। অনন্তর তীর্থযাত্রী ভক্তিপূর্বক এই ভৈরবকূণে

গমন করিবে। ভৈরবকূণের জলস্পর্শ করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে’—

অনেকজন্মসংকটং নানাব্যাদিসু বৎকৃতম্।

পাতকং বাতু মে নানং ভৈরবানুস্মিতবশাৎ।

ভৈরবকূণের পূর্বে সর্গপাপনাশক মহাপূণ্যপ্রদ অগ্নিকূণ আছে। পরে যাত্রী কুশসংকূণ অগ্নিকূণের জল দ্বারা অভিষেক করিয়া ভক্তিপূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

ও মহানুস্মিতরূপোহসি সর্গপাপপ্রণাশন।

ব্রহ্মারিস্পর্শনাৎ বাতু মম পাপশমনকৃতঃ।

হময়ে সর্গকুর্জনাশককরসি পাশক।

অনন্তর মনস্তত্ত্ব সর্গলোককলীযম।

অগ্নিকূণের পূর্বে জীবকূণ ( অপর নাম অব্যতকূণ ), সর্গপাপনাশন ও সর্গরোগনিবারণ অগ্নিকূণ হইতে এই জীবকূণে আসিয়া সর্গপাপনিবারণ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবে,—

ও যাদা ব্রহ্মীযেনোক্ষ বাসব্রহ্মীযং ব্রহ্মজিতম্।

বাসব্রহ্মি মনস্তত্ত্বং সর্গলোককলীযম।

হর হৃদাশিষ্যং হি অব্যতং যঃ পিবায়াহং।

করং মে দ্রুতিং বাতু দ্রুতিং দেহি সদাশ্রুত।

জীবকূণের দক্ষিণে সর্গসৌভাগ্যপ্রদ সৌভাগ্য নামক কূণ আছে। সর্গপাপনিবারণ ও সর্গসৌভাগ্যলাভের জন্ত যাত্রী এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সৌভাগ্যকূণে দান করিবে’—

ও সৌভাগ্যাত্মসি মনস্তত্ত্ব সৌভাগ্যমুপাশ্রুত।

সর্গসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ুঃ জন্ম ভবনি।

পার্বতীশ্বেদসংযুক্ত মহেশানন্দমুদ্রতঃ।

ব্রহ্মারিস্পর্শতোহস্মাকং সৌভাগ্যং চান্ত সর্বদা। \* \*

- ( ১ ) “অগ্নিন্ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণে ক্রমবোধতঃ।  
 দানকূণাদিতীর্থানাং যাত্রাং কুর্ধ্যাদিচক্ষণঃ।  
 মরো বক্রেশ্বরং কেন্দ্রং পশ্য যাদা নতিং ততিঃ।  
 কৌরং কৃত্ব। হরং বৃষ্টী। কুর্ধ্যাদীর্ঘোপাসনম্।  
 পঞ্চতীর্থবিধানতঃ পুণ্ড্র মূর্ত্তিপূজাঃ।  
 পঞ্চতীর্থবিধানেন কর্তব্যং তীর্থব্রহ্মতম্।  
 হতো গামো চ একালা বনোদ্যাক্ষরকর্মণিঃ।  
 কেন্দ্রোপবাসনাচর্য্য ভিত্তিপ্রদেশসরিতৌ।  
 প্রজ্ঞান্য দ্রুতবীণক রাত্রৌ লগ্নপরাং চরৎ।  
 দ্বৈতকর্মাদিত্যবা নৃত্যেঃ ত্রীভাকৌতুকমহলৈঃ।  
 অপরহসি সংপ্রাপ্তে কেন্দ্রে পরমব্রহ্মতে।  
 প্রবক্ষ্যে দানকূণতঃ যাত্রিণাং প্রদানকরং।  
 যাদা সংকল্পার্থ্য্য মহেশানেন তো দিহাঃ। \* \* \*

- ( ২ ) যাদা বর্ত্তোদকেনাপি সর্গপাপঃ প্রমুচ্যতে।  
 দানকূণতঃ পূর্বে তু ভাগে সিদ্ধিমিবেদিতঃ।  
 অতি তদ্বৈতবং কৃতং সর্গপাপপ্রণাশনম্।  
 ততো গচ্ছেন্নরো ভক্ত্যা কৃতং ভৈরবসংজ্ঞিতম্।  
 পৃথীয। তন্ময়ং ভক্ত্যা ব্রহ্মসেতুহরীরয়েৎ। \* \*
- ( ৩ ) অগ্নিকূণং মহাপূণ্যং সর্গপাপপ্রণাশনম্।  
 অতি ভৈরবকূণতঃ পূর্বেইদং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।  
 ততোহসিদ্ধিকূণং দর্শনং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।  
 অভিষেকং প্রকৃত্ব তিষ্ঠেদানেন ভক্তিভঃ। \* \*
- ( ৪ ) অগ্নিকূণতঃ পূর্বে তু জীবকূণং ব্রহ্মীযম্।  
 সর্গপাপনাশঃ চান্তি সর্গরোগনিবারণম্।  
 জীবকূণং ততো গচ্ছেন্নরো ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।  
 দানং কুর্ধ্যাৎ প্রজ্ঞান্য নিম্নোপবাসনকৃতম্। \* \*
- ( ৫ ) সৌভাগ্যসংজ্ঞিতং কূণং অতি তদ্বৈতবং।  
 দক্ষিণে জীবকূণতঃ সর্গসৌভাগ্যলাভকম্।

অরিকুণ্ডের দক্ষিণে পাণসোড়ী বৈতরণী, ইহার জলপার্শ্বে  
পাণসড়ট হইতে মানব সুভিলাভ করে। এখানে এইরূপ  
যত্রপাঠ করিয়া মান করিতে হয়,—

ঐ বনকারে মহাধারে তত্তা বৈতরণী নদী।  
সো বং নদী মহাকারা এগীর ভরণিষ্ঠব।  
হাং তরিকারি তত্তাহং এগীর ভরণিষ্ঠব।  
পরিহারি নদো বেধি সর্গপাণং এগার।  
নদা জীর্ণিদি হে তত্তা বং এগীর জরণিষ্ঠব।  
পূর্বকারে তরিকারি তত্তা বৈতরণী নদী।

এই ক্ষেত্রে অরিকুণ্ডের দক্ষিণে পাণহর্য নামে এক সর্গ-  
পাণহর্য সরিৎ আছে। বৈতরণী পার হইয়া এখানে আসিয়া  
এইরূপ যত্র পাঠ করিয়া মান করিতে হয়,—

ওঁ ত্রিকুণ্ডপিত্তে মেধি হরাত্তিকৈকারণিৎ।  
নদা পাণহর্যসি বং নদ পাণহর্য জব।  
জবকোত্তিসহস্রং বং পাণং সমুপাধিতম্।  
তরানদিয়া। বাং পাধি হরতত্তারায়ণিৎ।

তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিবে। জীবকুণ্ডের ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ড  
প্রতিষ্ঠিত, এই কুণ্ড মানবের ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্গপাণ-  
নাশক। ব্রহ্মকুণ্ডে মান করিয়া এই যত্র উচ্চারণ করিবে—

ওঁ ব্রহ্ম চতুর্ভোংসি বং সর্গসংবৈত পুজিতঃ।  
মেধাবাং জনকঃ শ্রীমন্ সর্গপাণকর হুৎ।  
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্গপাণহারায় চ।  
ব্রহ্মবিষ্ণুশম্বায় তুভ্যং সিত্যং নমো নমঃ।  
ব্রহ্মরূপ মহাসেব জগদ্রিতাংকারকঃ।  
বৎসজনা তুভ্যং পাণং তত্তরানায় সেবনাং।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বভাগে যেতগদা নামে সর্গপাণনাশক একটা  
কুণ্ড আছে। যেতগদার আসিয়া মান ও এই যত্রটী পাঠ  
করিতে হয়—

- তত্তা সৌভাগ্যকুণ্ডেংপি নমঃ মানঃ সমাচরণং।  
সর্গপাণকিন্দার্মাং সর্গসৌভাগ্যকুণ্ডেং। ০ ০
- (০) দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ডবৈতরণী পাণসোড়ী।  
ভানাক্রিয়া নদা তুভ্যং সর্গপাণনাশকং। ০ ০
- (১) জম্বিন্ কৈল্যসরং নদে কালা পাণহর্য সরিৎ।  
সর্গপাণহর্য জম্বি কৈল্যকুণ্ডেং দক্ষিণে।  
জম্বি পাণহর্য নদাং সর্গপাণনাশকং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং বৈতরণী ব্রহ্মপাণনাশকং। ০ ০
- (২) জীবকুণ্ডা কৈল্যসরং ব্রহ্মকুণ্ডেং প্রতিষ্ঠিত।  
তুভ্যমুজিৎ এগং ব্রহ্মপাণনাশকং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং তত্তা বাবা বাক্যসেতুসরিত্তেং। ০ ০
- (৩) বেতগদাং শিবায় হুৎ সর্গপাণনাশকং।  
সখি তত্তা ব্রহ্মকুণ্ডেং পূর্বভাগে বিজোড়নাং।

ওঁ বেতগদাং শিবায় হুৎ ব্রহ্মকুণ্ডেং সর্গপাণনাশকং।  
তুভ্যমুজিৎ এগং ব্রহ্মপাণনাশকং।  
নদাং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মপাণনাশকং।  
জম্বি পাণহর্য সরিৎ ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মপাণনাশকং।  
বেতগদাং ব্রহ্মকুণ্ডেং সর্গপাণনাশকং।  
ব্রহ্মকোটিভুতং পাণং হর ব্রহ্মপাণনাশকং।  
ব্রহ্মপাণনাশকো বাপি ব্রহ্মপাণনাশকং।  
ওঁ সর্গং হর মে মেধি বেতগদাং নমো নমঃ।

যেতগদার উত্তরে পুত্র, ঐশ্বর্য ও ব্রহ্মপ্রদ অক্ষর নামে এক  
বট আছে। এই বট বৃক্ষ প্রদক্ষিণপূর্বক তাঁহাকে শিবভাবে  
তক্তি চিত্তে এই যন্ত্রে পূজা করিবে—

ওঁ হরিবরত বৃক্ষে হরপুজিত্যকার।  
করতুং ব্রহ্মপাণনাশকং হর।

বট বৃক্ষের নিকটে মাধব দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন  
করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হয়। তাঁহার পূজামন্ত্র এই—

ওঁ শ্রীমাধব সেবনং ধর্মকার্মার্থমোক্ষং।  
সর্বোত্তম জগদ্ব্যম দেবদেব নমোহম্ব তে।

মাধবের নিকট বহু দেবতা সমুপস্থিত, গন্ধপুশাদি দ্বারা  
তাহাদেরও পূজা করিতে হয়। তৎপরে কামধেনুক পূজা  
করিবে। যেতগদার দক্ষিণে যেতগদার জলের নিকট ব্রহ্মপাণ  
ধর্ম অবস্থিত, গন্ধপুশাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে চতুর্বেদ  
পাঠের ফল হয়।<sup>১২</sup> যন্ত্র এই—

ওঁ তুভ্যমিহুৎপাণনাশকায় ব্রহ্মপাণনাশকং।  
ধর্মায় বলপাণনাশকায় নমো নমঃ।

- যেতগদাং তত্তা নদেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মপাণনাশকং।  
তত্তা মানঃ নমঃ তুভ্যমুজিৎ ব্রহ্মকুণ্ডেং। ০ ০
- (১০) ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।
- (১১) ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।
- (১২) ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।  
ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং ব্রহ্মকুণ্ডেং।

স্বকে আশীষক করিয়া পরে বক্রেশ্বরকে স্মরণ করিলে ।  
পাঠ অর্থাৎ দ্বারা অভিষেক করিয়া স্বাক্ষর পূর্ণ করিলে । স্ব  
স্মৃতির পক্ষে যে বক্রেশ্বরকে অবস্থিত ।<sup>১০</sup> তাঁহার মন্ত—

ও পার্শ্বভীতাক্ষে নৈল তত্ত্বাপনায়ন ।

বক্রেশ্বর মন্তব্যঃ পরমাত্মনিবেশ ।

অষ্টাবক্রান্তেশ্বর পরমাত্মনিবেশ ।

পৌরীশ সর্গভীষাশ্রম পালনোপায়ক ।

সংসারকালভীত ভগভীত ভগবত ।

বিদ্যাপাশ মন্তব্যঃ মন্তব্যঃ মন্তব্যঃ ।

মন্তব্যঃ জিনেত্রঃ ত্রিশূলপাশে মন্তব্যঃ ।

এই অষ্টাবক্র-নির্মিত পরম মন্তব্যঃ পূর্ণ শিবক্রেত্র যে  
প্রণাম করে বা মন্ত্রণ করে, সর্গপাশ হইতে তাহার মুক্তি হয় ।<sup>১১</sup>

পূর্বে যে সকল কুণ্ডের উল্লেখ করা হইল, কিন্তু এ সকল  
কুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটনাছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বিবৃত  
হইয়াছে । বাহ্যিক ভাবে তাহা আর লিখিত হইল না ।

বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে একটা ঐতিহাসিক কথাই ইঙ্গিত আছে—

“বেতরাঙ্গা মহানাসীং সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সত্যবক্তা মহোদারঃ সত্যবান্ দানতৎপরঃ ॥

রাজা কৃতকুণ্ড চাসীং শিবপাদার্চনে রতঃ ।

মল্লকোটকং নাম পুংস তত প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

নিত্যং বক্রেশ্বরাদ্যা ভূক্তেহসৌ বেতপার্শ্বিকঃ ।

আস্মাতি নিত্যং স রাজা পল্লবোজ্ঞানমাত্রকম্ ।

পুনরেষ গৃহং বাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ ।

তমেবাসৌ বরং প্রাদাদিবক্রেশো ভক্তবৎসলঃ ।

শক্রম্ জহি দুঃখার্থান্ অশ্রুণ্যো তব সর্বদা ॥

সেবদ্বিজগ্রেঃ দত্তা ভূক্ত, রাজ্যমকটকম্ ।

অন্ত তে বিপুল্য কীর্তিরায়মান ধনবান্ তব ।

সর্বৈবর্ঘ্যসমাত্মক ভবনং তেহম সর্বদা ।

ইতি বক্রেশ্বরচরনং শ্রদ্ধা যোক্তো মরাধিগঃ ।

তুষ্টিং প্রাপ্তো ভূতা ভক্তিভূক্তেন চেষ্টসা ॥

(১০) ভক্তো কৃতকুণ্ডাশ্রিতঃ সত্যবক্তাশ্রিতঃ ।

কৃতকুণ্ডাশ্রিতঃ পুণ্ড্রকো বক্রেশ্বরঃ ।

কৌশল্যকো নৈক কৃতকুণ্ড ভূ পশিমে ।

পশুপাদাধিকৃতঃ বক্রেশ্বরঃ পশুপদঃ ॥

(১১) অসেন বিপিনা বহু পশুপদেবঃ শিবঃ ।

সৌম্য সর্গেশ্বরঃ কৃতকুণ্ডে শ্রুতঃ শোকঃ শিবঃ ।

ইহং কৌশল্যকো বক্রেশ্বরঃ পুণ্ড্রকো বক্রেশ্বরঃ ।

কঃ শ্রুতঃ কৌশল্যকো বক্রেশ্বরঃ পুণ্ড্রকো বক্রেশ্বরঃ ॥

(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে ১১ম অধ্যায়ঃ)

ভক্তঃ কৌশল্যকো ভগবান্ প্রেমকো পরমেশ্বরঃ ।

উদাত্ত চ ভগঃ শ্রেষ্ঠঃ সূচকঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

বক্রঃ বক্রঃ রাজেশ্বরঃ যতে মনসি বর্ততে ।

ভক্তেভ্যঃ তে প্রব্রাহ্মণি সত্যং সত্যং ব্রাহ্মণ্যং ।

রাজোদাত্তঃ ।

যদি তেহম্ভঃপ্রমো যেষ ময়ি কুতোহতি হে প্রমো

প্রব্রাহ্মণ্য তবা ময়ং যো বরো কিতরায় বৈ ।

সমীপে তব দেবেশঃ কৌশল্যকো ভক্তিভূক্তিহে ।

সংভবিষ্যতি যস্মৈ প্রেমকঃ সুরসত্তমঃ ।

তব সান্নিধ্যমতে চ যেষি মে ক্রিপূর্য্যাকম্ ।

ইতি ক্রমা মহাশোক-উদাত্ত কুপসত্তমঃ ।

শ্রীশিব উবাচ ।

বক্রেশ্বরঃ নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ ব্রাহ্মণ্যে বক্রেশ্বরঃ ।

ন লোভঃ প্রেমবো ব্রাহ্মণ্যঃ রাজঃ প্রব্রাহ্মণ্যঃ ।

পুণ্ড্র বেতমহারাজঃ মৎসরীপে তু জাহ্নবী ।

নামাতীর্থেন সংপ্রাপ্তো রাজঃ ময় মিত্যনঃ ।

অভ্যরম্য ভবেয়াঃ বেতগর্ভেতি বিক্রতা ।

ভবিষ্যতি ত্রিলোকেশ্বরিণ্য খ্যাতো নৃপতিসত্তমঃ ।

অন্তকালে ময় পদং প্রযাতসি ম সংশয়ঃ ।

তব যে চরিতং সর্গঃ প্রোচ্যতি ভূবি চরিতম্ ।

সং কৃতং পরমং ভোক্তাং পঠিষ্যতি চ বে ময়াঃ ।

বর্গভাষ্যে ভবিষ্যতি ন বাততি ব্রাহ্মণ্যঃ ।

বেতগজাভলে রাজা মৎসরীপে চ বে ময়াঃ ।

পিণ্ডং দাত্তি তেবা বৈ পরাপ্রাচীনঃ ভবেৎ ॥” (২ অধ্যায়ঃ)

সত্যবান্, সত্যপদাশ্রিত, বীর্ঘবান্, জিতেন্দ্রিয় ও দান্যু বেত  
নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শিবপাদার্চনরত ও মল্লকোট  
নামক নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ  
৫ যোজন পথ আসিয়া বক্রেশ্বরকে পূজা করিয়া কিসিয়া করে  
গিয়া আহাঙ্গানি করিতেন। তাঁহাকে ভক্তবৎসল ভগবান্  
বক্রেশ্বর এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি শক্রপণের দুঃখার্থ ও  
সর্বদা অশ্রুণ্য (বা অশ্রুণ্যে অশ্রুণ্যক) হও; সেবদ্বিজের প্রিয়  
বহু দান করিয়া অকটকে রাজ্যভোগ কর। তোমার রাজত্বের  
সর্বৈবর্ঘ্যসমাত্মক হউক, তুমি বিপুল ধনবান্, আহুমান, ও  
কীর্তিবান্ হও। বক্রেশ্বরকে বলন তুমি বেত নরপতি ভক্তি-  
ভূক্ত চিত্তে প্রণত হইয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের ক্ষমতা ব্রাহ্মণ্য  
করিলেন। ভগবান্ বক্রেশ্বর এসময় হইয়া কহিলেন, রাজেশ্বর।  
তোমার বাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমার বর বিজ্ঞেহি।  
রাজা কহিলেন, যদি কুতোহতি বক্রঃ হইয়া থাকে, তবে  
হইউ বর দিল। এই সুপুণ্ড্রকো তোমার শিরসে আমার

প্রাণান্ত হইলেও আমার নাম কেন থাকে এই প্রশ্ন বর চাই, এবং তোমার নিকটই কেন আমার অন্তিম কাল শেষ হয়, এই বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ! তুমি বস্ত্র, বেহেতু তোমার ঈদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে; তোমার অন্ত বর লইতে লোভও হইল না। মহারাজ যেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, আমার জানাৰ্হ বাহাতে নানা তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে যেতগঙ্গা নামে খ্যাত হইবে ও তুমিও অন্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। তোমার চরিত্র যে শুনিবে ও তোমার ত্তোত্র যে পাঠ করিবে, তাহার স্বর্গলাভ হইবে, তাহাকে আর বদালয়ে বাইতে হইবে না। আমার নিকট এই যেতগঙ্গাজলে স্নান করিয়া যে পিতৃ দান করিবে, তাহার গরা ভ্রাতৃের সমান কল হইবে।’

উক্ত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নানা উচ্চ-প্রশংসাপ্রাপ্ত এই নিতৃত্ব হান বহু ঋষি তপস্বীর প্রিয় নিকে-তন বলিয়া গণ্য হইলেও যেত নামে কোন হিন্দু রাজার যত্নেই এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এখনও নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার কুণ্ডরূপী উচ্চ প্রশংসাসমূহের জল প্রকৃতই নানা রোগনাশক।

বক্রোক্তি (ত্রী) বক্রা কুটীলা উক্তি:। ১ কাকৃক্তি। ষাথ-উক্তি।

“অথ বৃন্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিতি: পঠৈ:।

ব্রাহ্মণনাহ যৎকিঞ্চিৎ স্নোৎসর্গতঃ নিৰ্দ্ধনৈ:॥

তৎকিঞ্চিদাতা ন নরেন বিভাজ্যং বধাক্রমম্।

ন বাহুং ন চ তৎকীর্যং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥”

( কামদেহকরতরুণত ব্রহ্মপুরাণ )

২ কুটীলোক্তি। বাকা কথা।

“বাকী ব্যাকরণে ক্রিয়ার বিহীন ধূতি: প্রবিষ্ট: সত্যম্

জরুরমতি: সত্যং পটুবহুভববক্রোক্তিতি:।

ব্রীত: সন্ন পুহাসমেতি গণকো গোলানভিজ্ঞত্বা

জ্যোতির্জিৎসবদি প্রাগলভ্যগণক: প্রঃপ্রঃকোক্তিতি:॥”

( সিদ্ধান্তশিরোমণি-গোলাধ্যায় )

বক্রা অর্থান্তরগ্রহণেন কুটীলা উক্তি:। শব্দালঙ্কার বিশেষ।

কাব্যানিতে স্নেহবাক্যপ্রয়োগ বা ব্যঙ্গোক্তিকে বক্রোক্তি বলা যায়। সাহিত্যকর্ণণের ১০ম পরিচ্ছেদে ইহার বিবরণ এইরূপ দ্রষ্টব্য—

“অন্ততঃস্বার্থকং বাক্যমন্তথা বোজয়েৎ যবি।

অন্তঃস্নেহেন কাক্স বা সা বক্রোক্তিভক্তো বিধাঃ”

( সাহিত্যকর্ণণ ১০।৩৪১ প )

সাধারণতঃ বক্রোক্তিতে দুইটি অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

উহার একটি স্নেহার্থক ও অপরটি কাক্স অর্থবাচক। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—

“কে বৃদ্ধঃ স্থল এব সস্ত্রিতি বরঃ প্রোদো বিশেষাপ্রঃ

কিং ত্রুতে বিহগঃ স বা কনিপতির্ভ্রাত্তি তুলো হরিঃ।

বামা বৃদ্ধমহো বিভবরসিকঃ কীদৃক্ স্নোদো বর্ততে

যেনান্নাত্ত বিবেকশূন্যমনসঃ পুংস্তেব যোবিঃ ত্রমঃ ॥”

‘কে বৃদ্ধ’ তোমরা কে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিল, আমরা জলে মহি, সস্ত্রিতি স্নেহই আছি। এখানে ‘কে’ টীকে কিস্কন্ধের প্রথমা বিভক্তির বহুবচন-নিশ্পন্ন গ্রহণ না করিয়া জলবাচক কং শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিশ্পন্ন ‘কে’ পদ গ্রহণ করিয়া উত্তর সাধিত হওয়ার বক্রোক্তি ঘটয়াছে। প্রত্যুত্তরে—‘প্রোদো-বিশেষাপ্রঃ’ পদে জিজ্ঞাস্ত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ স্থলে ‘বি’ পক্ষী ও ‘শেব’ অনন্ত ( নাগ ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই উত্তর হইরাছিল; বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।—তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে হরি শরন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শব্দে পক্ষী ও শেব শব্দে সর্প অর্থ গৃহীত হওয়ার বক্রোক্তি হইয়াছে।’

দ্বিতীয়ার্ধে—আহা! তবে কি তোমরা বামা, অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, (বামা শব্দের একটি অর্থ প্রতিকূলবাহী)। কারণ আমরা এক অর্থে প্রায় করিতেছি, তোমরা অন্ত অর্থে গ্রহণ করিতেছ! উত্তরবাহী বামাশব্দের প্রতিকূলবাহী অর্থ গ্রহণ না করিয়া বামাশব্দে সাধারণতঃ ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিল,—ওহে প্রোতারণাপটু, তোমার কিরূপ কামনা হইতেছে, যে কামনোদিত হওয়ার বিবেকশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার নারীভ্রাত্তি উপস্থিত! এ স্থানে বামাশব্দের দুইটি অর্থ ১ম ত্রী—২য় প্রতিকূলবাহী। প্রত্যকূল প্রতিকূলবাহী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরদাতা ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহাই বক্রোক্তি। এই অর্থ স্নেহের যোগ হেতু ইহা সত্য স্নেহ বলিয়া কথিত। অন্তপক্ষে ইহা অজ্ঞ।

“কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে।

কৃতাপসঃ পরিতাপাৎ তত্তাপোক্তো ন দূরতে ॥”

কোকিল কলরব পরিপূর্ণ আশ্রয়কূল বিকলিত মনোহর বসন্ত কালে কৃতাপসরাজ কান্ডকে ভাগ করিয়া কানিনীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছে না, বস্ত্রতঃ ব্যথিত হইতেছে। এখানে নিবেদার্থে সন্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে কাক্স অর্থাৎ কনি-বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও সংঘটিত হইতেছে।

বক্রোলক ( পুং ) একটি সজ্জার। ( কব্যানির্ঘণ্টা ৭৩।১৮ )

২ সজ্জার একটি নগর। ( কব্যানির্ঘণ্টা ১০।৩ )

বাক্যভিত্তিক (স্ত্রী) বাক্যভিত্তিক ইতি, ঠাং। বাক্যভিত্তিক  
হি-ওঠত বাক্যভিত্তিক জায়তে অভ্যন্তরীণবাক্য। বাক্য ভিত্তিক  
বাক্য। ততঃ বাক্যে কন, টাণি অত ইত্যং। ১ অতঃপরবাক্য,  
বাক্যভিত্তিক। পর্যায়—বাক্য। (চর্যাবাস)

বক (ত্রি) ভিত্তিকগামী। ইত্যন্তঃ পরিভ্রমণশীল। নভাবির ভায়  
বকগতিবিশিষ্ট। “প্রাগুবা নভোহীন বকঃ ক্রমা” (বক্ ৪।১২।৭)

‘বক ন সেনা ইব ধ্বজা কুলান্য ধ্বজিকা’ (সারণ)

বকন (ত্রি) গুণবক্তা। তোতা।

“বেদী বকরী যন্ত নৃণীঃ” (বক্ ৩।২২।৫) ‘বেদী বেণো  
যাগানিলকণং কর্ণং। তদ্বতী বকরী গুণান্য বকরী’ (সারণ)

বকরী (স্ত্রী) গুণবক্তা। (বক্ ১।১৪।৩)

বকস (পুং) বৈত্তকোক্ত মন্তবিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার  
বকস ও বকস পাঠ পাওয়া যায়। [বকস দেখ।]

বক্, রোষ, কোপ, সংঘাত। ত্। পরং রোষে অকং সংহতো  
সকং সেটু। বকতি। ববক, ববক্ষি, ববকুঃ, ববকে,  
ববক্ষিরে।

বক্শঃ [স্] (স্ত্রী) উচ্যতেহনেতি। বচ্ (পচিবচিভ্যায়  
স্‌ট্‌ চ। উণ্ ৪।২।২) ইতি অহন স্‌ট্‌ বক্শেরহন ইতি  
সমানার্থঃ ধাতুপ্রদীপ্ত। ১ অকবিশেষ। কঠোর অধোভাগে  
হনয়োপরিহ য়ে দেহাংশভাগ তাহা বক্ বলিয়া পরিচিত।  
ইহাকে চলিত কথায় বুক বলে। পর্যায় ক্রোড়, ভূজান্তর,  
উরঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বক্ষণ, গণপীঠক ও বক্ষুল।

গুরুপুত্রাণে বক্শের স্তম্ভাত্ত লক্ষণ লিখিত আছে।  
সমবক্ষোবিশিষ্ট অন্নবান্ পীনবক্ষোবাক্তি বীর ও শক্তিশালী এবং  
বিষমবক্ নিঃস্র ও শত্রুহারা নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।

“অন্নবান্ সমবক্সাঃ ত্রাং পীনবক্ষোবাক্তিরজিতঃ।

বক্ষোভিক্সির্বর্মিনঃ যঃ শত্রোং নিধনস্তথা ॥”

(গুরুপুত্রাণ ৬০ অঃ)

(পুং) বহতীতি বক্শঃ বহিহাধাঃ বাক্শসি। উণ্  
৪।২২০) ইতি অহন, স্‌ট্‌ চ। অন্নবান্। (উজ্জলদত্ত)

বক্শ (ত্রি) শক্তিশালী, বলবান। (স্ত্রী) বক্শ্যানেতি।  
বক্শোবসংহত্যোঃ লুট্‌। ১ বক্। (শক্) ২ বাহক।

“ক্রিয়ান্ বক্শানি বজ্রঃ” (বক্ ৩।২০।৬)

‘বক্শানি বাহকানি তোহ্রাণি ক্রিয়ান্ করবায়।’ (সারণ)

৩ অহি। (বক্ ৪।১২।৫) দ্বিগ্য টাণ্। বক্শা।

বক্শা (স্ত্রী) ১ নবী। (বক্ ৪।১২।১০) ২ নবীশর্ভ। (বক্ ১০।২৩।১০)  
৩ উরয়।

“স বঃ প্রোজা জনরং বক্শাভ্য” (অধ্বর্ষ ১।৪।১৪)

বক্শি (ত্রি) শক্তিবাত। “ইহো বাক্ত বক্শিঃ” (বক্ ১।২২।৪)

বক্শী (স্ত্রী) বক্শ দ্বিগ্য টাণ্। ১ শক্তিবাতী। ২ আনন্দ-  
বহিনী।

“সদ্যন্তী নয়তুঃ সিদ্ধান্তবিত্তমহো নদীরবসা বক্শীঃ”

(বক্ ১০।৬৪।২)

বক্শেন্দ্রা (স্ত্রী) অহি মধ্যে স্থাপিত। (বক্ ৪।১২।৫)

‘বকো দ্বিজঃ’ (সারণ)

বক্শ (পুং) ১ কলাধার। ২ বুদ্ধিপ্রকাশ।

“স্বর্ঘ্যেব বক্শো জ্যোতিরেবাশ্চ” (বক্ ৭।৩৭।৮)

৩ বাহক। বহমীর শরীর। “অনুসেন বৃহতা বক্শেনোপ” (বক্ ৪।১২।১)

বৃহতা প্রকৃতেন বক্শেন বোহবোন স্বপরিগ্রহণোপ। বখা

বক্শেনোক্তলক্ষণেন কলাবিবাহকেন ত্রোত্রোপ’ (সারণ)

বক্শ (পুং স্ত্রী) ১ ক্রমরোপরিহ নেহভাস। ২ ক্রম। [বক্শঃ দেখ।]

বক্শঃসংমর্দিনী (স্ত্রী) বক্শি সমর্দিত ইতি সং-বৃ-মর্দিনী।  
স্ত্রী, পত্নী।

বক্শঃস্থল (স্ত্রী) ১ বক্। ২ জয়।

বক্শস্তোষাত (পুং) বক্শঃ তটঃ বক্শস্তটঃ তেহু জাযাতঃ বক্শঃ।  
স্থলোপরি দুট্যাযাত।

বক্শী (স্ত্রী) অধিশিখা।

“তা অত সন্ধ্যা ন তিষ্ঠাঃ স্পর্শিতা বক্শো বক্শেহাঃ”

(বক্ ৪।১২।৫) ‘হবির্হস্তীতি বক্শো জালাঃ’ (সারণ)

বক্শ, সন্ধ্যাশিখা ইক্ (Oxus) নদী। বক্শ বা বক্শ,  
পাঠও দেখা যায়। [বক্শঃ দেখ।]

বক্শোদ্রী (পুং) বিধামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব)

বক্শোজ (স্ত্রী) বক্শি জায়তে ইতি জন-ভ। ১ জন।

“মধ্যত প্রবিধানমতি লখনং বক্শোজোমদন্তাঃ

নৃনং বাত্মনয়ক্ সোমলভিকা সোত্রোজং ধাবতি।

কন্দর্পঃ পরিশীক্য স্তম্ভমনোমারাজ্যভিত্তং কপাৎ

অজানীং পরশ্মদং বিধতে নিলুষ্ঠনং হৃদয়ঃ ॥”

(সাহিত্যদর্প ৩ পরি)

বক্শোমগুলিম্ (পুং) কৃত্যকালীন হস্তবিশ্রামভেদ।

বক্শোরহ (পুং) বক্শি রোহতীতি রহ-কঃ। স্তম। (ত্রিকা)

“বা শাক্তবক্শি পীঠবক্শোরহোত্রোপেজগর্ভম্।

নিশ্চোত্রোপেজ পোতঃ বক্শোরহীতিবক্শোরহঃ ॥”

(আর্য্যসংগতী ৪৪৬)

বক্শোমপ (ত্রি) ভবিষ্যৎ বক্শীং বিবর। বচ্-ধাতোঃ ক্রমান-  
প্রত্যয়েন নিশ্পন্নঃ। বখা, অত্র বক্শোমপসং বক্শোমপা  
প্রাণ্যেব অক্শীক্য। (ভিষ্যদিত্য)

২ বাচ, বক্শ। ৩ বক্শোমপ।

বক্শোমপ (স্ত্রী) ক্রমানের ক্রান্তি।

বধ, নৃপি, গজো। জ্বা' প'র' স'ক' সেট। লট বখতি।

লিট—ববাধ, ববধতু: বখিত। লুঙ অবাধীং।

বধ, ই নৃপি। জ্বা' প'র' স'ক' সেট; ইবিং। ই, বখাতে।  
নৃপি গজো। (দুর্গাধাস)

বগ, ই, খজো। জ্বা' প'র' অ'ক' সেট। ই বজাতে।

বখতিয়ার খিলিজী, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বকবিজ্ঞতা মুসলমান-  
সেনাপতি। [ মহম্মদ-ই বখতিয়ার দেখ। ]

বগড়ী, ( বকবীপ শব্দের অপভ্রংশ )—প্রাচীন গোড়রাজ্য ৫ ভাগে  
বিক্তক, তদ্বধো বগড়ী একটা বিভাগ। বরাহমিহিরের বৃহৎ  
সংহিতায় যে উপবজের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়া  
মনে হয়। দিখিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

“ভাগীরথ্য: পূর্বভাগে বিযোজনত: পরে।

পঞ্চবোজনপরিমিতো হুপবলো হি ভূমি।

উপবঙ্গে যশোরাদিশা: কাননসংযুতা:।

জাতব্যা নৃপশর্দূল বহলাস্ত্র নদীষু চ ॥”

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বভাগে পঞ্চ বোজন বিস্তৃত উপবক।  
যশোরাদি দেশ, কানন ও বহু নদী এই উপবজের অন্তর্গত।

সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথীর পূর্ব, পশ্চিম ও  
মাগরের উত্তরবর্তী বহীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন  
ভাগীরথীর পশ্চিম পার রাত ও পূর্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত।  
রাত ও বগড়ী বিভাগের বিশেষ এই যে রাত ভূভাগ শৈল ও  
কঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডালা ও উচ্চ সমতল, কিন্তু বগড়ী  
ভূভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল।  
বজার সহজে ভূবিদ্যা যায় এবং সর্বত্রই উর্বরা।

[ রাত ও বকবীপ দেখ ]

বগর, চম্পারগের অন্তর্গত একটা নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ্ড ৪২।১৪১)

বগলা, বগলামুখী (ত্রী) দশ মহাবিভার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

কিন্নরে এই দশবিধ শক্তিসুর্ভি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা  
দশমহাবিভা নামে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণাদি ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেও  
বগলামি দেবীর উৎপত্তি বিবরণ লুপ্ত হয়। [ দশ মহাবিভা দেখ ]

এই মহাদেবীর পূজামন্ত্র ও পূজামাহাত্ম্য তন্ত্রাদিতে কীর্তিত  
রহিয়াছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের  
হিতকর ও শত্রুহলের তন্তনকারী ব্রাহ্মজ্ঞরূপ। এই মন্ত্র সকলকে  
অস্তিত্ত করিতে পারা যায়। এমন কি, বায়ুরও গতিরোধ  
হইয়া থাকে।

“ব্রহ্মাজং সং প্রবক্ষ্যামি লভ্য: প্রত্যয়কারিণম্।

সাধকানাং হিতার্থায় তন্তনায় চ বৈশিষ্ট্যম্ ॥

বতা: বরনমাত্রেন পর্বনোহপি স্থিরায়েত।

প্রপঞ্চ হিরদ্যাকং তন্তনং বগলামুখীম্ ॥

তন্ত্রে সর্বহুষ্ঠানাং ততোবাচং মুখং পদম্।

স্তম্ভহেতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্ ॥

বুদ্ধিঃ নাশয় পশ্চাত্ত্ব জিহ্বামায়াং সমালিখ্যেৎ।

লিখেচ্চ পুনরোক্তারং বাহেতি পদমন্ততঃ ॥

ষট্‌ত্রিংশাক্ষরী বিভা সর্বসম্পৎকরী মতা ॥

হিরমায়াং হ্রীং। তথাচ।

বহ্নিবীনেস্ত্রম্মারাবুক্‌ হিরণ্য প্রাকীর্তিতা ॥

“ও হ্রীং বগলামুখি সর্বহুষ্ঠানাং বাচং মুখং তন্তরং জিহ্বাং  
কীলয় কীলয় বুদ্ধিঃ নাশয় হ্রীং ও বাহ। এই ষট্‌ত্রিংশদক্ষর  
মন্ত্র সাধককে সর্বসম্পৎ দান করে। হিরমায়া শব্দে হ্রীং বুঝিতে  
হইবে।

তন্ত্রান্তরে চতুঃত্রিংশদক্ষর অপর একটা মন্ত্রের এইরূপ বিবরণ  
লিখিত আছে যে,—

“বহ্নিবীনেস্ত্রম্মারাবুক্‌ ময়া বগলামুখি সর্বমুক্‌।

হুষ্ঠানাং বাচমিত্যুক্তম্। মুখং তন্তরং কাষ্ঠয়েৎ ॥

জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিঃ তৎ বিনাশয় পদং বদেৎ।

পুনরুক্ত্যং ততস্তারং বহ্নিভায়াবধিভবেৎ।

তারাদিকা চতুঃত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী ॥

“ও হ্রীং বগলামুখি সর্বহুষ্ঠানাং বাচং মুখং তন্তরং জিহ্বাং  
কীলয় বুদ্ধিঃ বিনাশয় হ্রীং ও বাহ।”

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পূজাপ্রণালী এইরূপ—প্রথমে সামান্য পূজা-  
পদ্ধতির নিয়মামুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কাৰ্য্য সমাপন  
করিয়া অঘ্যাদি ভাস করিবে। যথা—মস্তকে নারদধ্বজে নমঃ।  
মুখে তুষ্টপূ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বগলামুখ্যে দেবতায়ৈ নমঃ।  
গুহে হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই  
মন্ত্রের অঘি নারদ, তুষ্টপূ ছন্দঃ, দেবতা বগলামুখী, বীজ হ্রীং  
ও শক্তি বাহা।

“নারদোহস্ত অঘিঃ মুক্তিং তুষ্টপূ ছন্দশ্চ তদ্ব্যুৎ।

ত্রীঃ বগলামুখীদেবীঃ হৃদয়ে স্থিতসেততঃ।

হ্রীং বীজং গুহ্যেনেতু বাহা শক্তিত পাদয়োঃ ॥”

অতঃপর অঙ্গস্তাস, করস্তাস করিতে হইবে। যথা—ও হ্রীং  
অনুষ্ঠাত্যায় নমঃ। বগলামুখি তর্কনীভ্যায় বাহা। সর্বহুষ্ঠানাং  
মধ্যমাত্যায় ববটু। বাচং মুখং তন্তরং অনামিকাভ্যায় হ্রীং। জিহ্বা  
কীলয় কনিষ্ঠাভ্যায় বোবটু। বুদ্ধিঃ নাশয় হ্রীং ও বাহা করতল  
পৃষ্ঠাভ্যায় কটু। এবং জয়দ্বিধু।

দ্বিব্যতন্ত্র মতে উক্ত মন্ত্রের চট্ট, পাঁচ, সাত ও অষ্টবর্ষ বৎসর  
করাহুগিতে ভাস করিয়া অবশিষ্টবর্ষ সকল করতলে ভাস করিবে।  
এই নিয়মে করস্তাস সমাপন করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে  
জয়দ্বিধি বদন ভাস করিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ

পূর্বক 'আয়তব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাঠকা পূজয়ামি নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মূলাধারাদি স্থানে ভাস করা আবশ্যিক।

"বৃথবাপেতু সপ্তাহি শেবার্ণিক মনুভবৈঃ।

করণাধাহ তলমোঃ কয়াক্তাসমাচরেৎ ॥"

ততো মূলাস্তে আয়তব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী শ্রীপাঠকা পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলাধারে। মূলাস্তে বিভাতব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাঠকা পূজয়ামি ইতি নিরসি। বগলামুখী শ্রীপাঠকা পূজয়ামি ইতি সর্গক্ষে।"

অনন্তর মন্ত্রবর্ণ ভাস করিতে হয়। সাধক যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলি বীর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তৃত করিবেন; অর্থাৎ মস্তকে ও নমঃ, কপালে জ্যৈঃ নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বা নমঃ, বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মৃং নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে ষিং নমঃ, বামগণ্ডে সং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় রং নমঃ, বামনাসিকায় জং নমঃ। উত্তরগুঠে হ্রাং নমঃ, অধরগুঠে নাং নমঃ, মুখে বাং নমঃ, দক্ষিণকণ্ঠে চং নমঃ, দক্ষিণকূর্ণে মৃং নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে ষং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে ত্বং নমঃ, শ্রগলে ত্বং নমঃ, দক্ষিণত্বনে রং নমঃ, বামত্বনে জিং নমঃ, হৃদয়ে হ্রাং নমঃ, নাভিতে কাং নমঃ, কটদেশে লাং নমঃ, শুষ্কবেশে গং নমঃ, বামকণ্ঠে কাং নমঃ, বামকূর্ণে লাং নমঃ, বামমণিবন্ধে রং নমঃ, বামহস্তাঙ্গুলিমূলে বৃং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে ঙ্গি নমঃ, দক্ষিণ জাহুতে নাং নমঃ, দক্ষিণগুণ্ডকে ষং নমঃ, দক্ষিণ পদাঙ্গুলিমূলে রং নমঃ, বামোক্তে ওঁ নমঃ, বাম-জাহুতে জ্যৈঃ নমঃ, বাম-গুণ্ডকে ষাং নমঃ এবং বাম পদাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ।

শরীরে মন্ত্রবর্ণ ভাস সমাপ্ত হইলে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"মধ্যে স্থধাক্ষিমণিমণ্ডপরত্নবেদী

সিংহাসনোপরিগতা পরিপীতবর্ণা।

পীতাশ্বরাভরণমালবিভূষিতাজী

দেবীঃ স্মরামি হৃদমুদগরবৈরিজিহ্বাং।

জিহ্বাগ্রমদার করেণ দেবীঃ

বামেন শব্দং পরিপীড়য়তীম্।

গম্যভিষাভেন চ দক্ষিণেন

পীতাশ্বরাঢ্যাং শিবুজাং নমামি ॥"

এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া বাহ পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমেই অর্ঘ্য স্থাপন আবশ্যিক। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত চতুর্ভুজ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণচতুর্ভুজ ও পূর্বাদি দিকে সজ্জকনচর্চিত পুষ্প ও তণুল দ্বারা "সৌ গগনতরে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গজমল বা ময় দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবে। তৎপরে তিনবার পুনরায় মূল-

মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বড়কৃত্যস করিবে। তাহার পর ধেতুমুদ্রা ও বোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা বীর শরীর ও পূজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে।

বগলামুখী দেবীর পূজার বস্তু অঙ্কিত করিবার নিয়ম—

"জ্যৈঃ বড়মঃ বৃত্তমটলপদমুদ্রাপ্রতিম্।"

প্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহির্ভাগে বটকোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত ও অটল পদ অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার বহির্দেশে পুনরায় তুপুর অঙ্কিত করিয়া বস্তু প্রোক্ষিত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "ওঁ আধারশক্তি কমলাসনার নমঃ এবং শক্তিপদ্ম-সনার নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পূমর্কার ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্বক "ওঁ জয়রায় নমঃ" ইত্যাদি পূর্ববৎ প্রক্রিয়ার বড়কৃত্যস করিতে হয়। বড়কৃত্যস সমাপ্ত হইলে পুরোভাগে বড়কৃত্যে মণ্ডলের পূজা এবং মূলমন্ত্রে অভিমুখিত করিয়া ধেতুমুদ্রা ও বোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক "ওঁ আয়তবায় বাহা, বিভাববায় বাহা, শিবববায় বাহা" মন্ত্রে তিনবার তিনবিধ জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অষ্ট ও তর্জনী-যোগে মূলাস্তে 'সাক্ষাবরণাং বগলামুখী তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধক যথাসম্ভব উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবেন। তখন যন্ত্রস্থ বটকোণের পূর্বদিকে ওঁ মৃতগায়ৈ নমঃ, অরিকোণে ওঁ ভগসপিণ্যৈ নমঃ, ঈশানে ওঁ ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভগসিতায়ৈ নমঃ, নৈঋতে ওঁ ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভগমালিঙ্গৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া অটলপদে ত্রাক্ষী প্রসূতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পত্রায়ে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরা-জিতায়ৈ নমঃ ওঁ তন্ত্রিত্যৈ নমঃ ওঁ জন্তিত্যৈ নমঃ, ওঁ মোহিত্যৈ নমঃ ওঁ আকর্ষিত্যৈ নমঃ, মন্ত্রে যথোক্ত ক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর দ্বারদেশে ওঁ ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বহি-র্ভাগে ইন্দ্রাদি দশবিধ পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে দুপাদি দান ও যথাসম্ভব মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবীকে ত্রিশূলমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে এবং তিনবার পূজাঙ্গল দিয়া দেবীকে ধেতুমুদ্রা ও বোনিমুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর ভৈরবকে বলি প্রদানপূর্বক বিসর্জনাগি কাণ্ড সমাপন করিবে। তদনন্তর ত্রাক্ষ্যাবরণী সংযতচিত্ত ও ধ্যানের সাধক পূর্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক হরিদ্রাগ্রৈশ্বিনীর্ষিত মালা লইয়া একলক্ষ জপে বগলামুখী দেবীর পূজা করণ এবং প্রতিদিন প্রিয়দু কুসুম অথবা অল্প কোন পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া চোম করিবেন।

পূর্বক বগলামুখী দেবীর যে বিত্তীয় মন্ত্রের বিবরণ উল্লিখিত



হটরাছে, তাহার জাসাদি পূজা প্রণালী সকলই পূর্ববৎ, কেবল  
পান বৃত্ত। পান যথা—

“গভীরাক মনোমত্তাং বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।

চতুর্ভুজাং হ্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্।

মুদগারঃ দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাক বজ্রকম্।

পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপরোধরাম্।

চেমকুণ্ডলভূষাক পীতচন্দ্রাঙ্গিনেধরাম্।

পীতভীষণভূষাক রক্তলিংহাসনে স্থিতাম্।”

পূর্বেই উক্ত হটরাছে যে, এই দেবীর পূজার বাক্তন্তন, বুদ্ধি-  
নাশ ও শত্রুকরাদি ঘটয়া থাকে। কিরূপে এই দেবীমন্ত্র প্রয়োগ  
করিলে এই সকল আধিভৌতিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে,  
তাঁহাই নিয়ে বিবৃত হইতেছে।

দশ সহস্রবার মন্ত্রজপ করিয়া নিশাকালে হরিদ্রা ও হরিতালের  
সহিত লবণ হোম করিলে চুই ব্যক্তির বাক্তন্তন ও বুদ্ধি বিপর্যয়  
ঘটে এবং ইহা দ্বারা শত্রুসৈন্যকে স্তম্ভন করিতে পারা যায়।  
ওত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপুশ্পের হোম শুভ্রক কার্যবিশেষে  
ফলপ্রদ। কার্যসাধনার্থ প্রথমে একটি যন্ত্র প্রস্তুত করা আব-  
শ্যক। তৎপরে বৃত্তনার্থ হোমাদি পূজাই বিধি।

যন্ত্র অঙ্কনপ্রণালী—

ঔকারমোঃ সমুখ্যে রাক্ষসঃ শিরসো লিখেৎ।

মধ্যগং নাম সাধ্যত তদ্বাহে চাকরত্রয়ম্।

বীজং ত্রিতীয়বর্গত তৃতীয়ং বিদ্যুভূষিতম্।

চতুর্দশব্রোণেশং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্। ( ত্রৌ )

ঠকারেণ সমাবেষ্টা চতুষ্কোণপুটে বতিঃ।

তৎকোণেরখাসংসংকৈঃ পৃথৈর্কজ্জাষ্টকং লিখেৎ।

ত্রিশূল মধ্যেরখায়াঃ পৃথবীবিজ্ঞানি পার্শ্বমোঃ। ( লং )

অষ্টবলি চ কোণেনু তদ্বিহির্গগলাং লিখেৎ।

পৃথিব্যন্তরিতং বাহু মাতৃকাপরিমণ্ডলম্।

ম্যাবেষ্টা চাষ্টধা পঞ্চাৎ তদ্বাহে স্থিরমায়রা।

নিরুখ্যাকুশবীজেন নাদসংমিলিতাঙ্গিণা।

লিখেৎ পূর্ববলাচেষ্টা পঞ্চাচ্চ বগলামুখীম্।”

অর্থাৎ ঐচ্ছাধঃক্রমে মধু সংযুক্ত করিয়া ঔকারময় অঙ্কিত  
করিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং  
উভয় পার্শ্বে ত্রৌ এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঠকার  
পাশা বেঠনপূর্বক তাহার বহির্দেশে চতুষ্কোণ দ্বারা পুটিত করিবে,  
ঐ চতুষ্কোণদ্বয়ের অন্তর্কোণে অষ্টবল্লভ ত্রিশূল এবং সেই ত্রিশূলের  
মধ্যেরখার পার্শ্বদ্বয়ে লং বীজ আঁকিয়া রাখিবে। তাহার বহি-  
ভাগে ও ফলী কলসাত্তিৎ সর্বদ্রষ্টানং রাজং মুখং বৃত্তয় জিহ্বাং  
কীলয় কীলয় বুদ্ধিঃ নাশয় ফলী ও বাহা। এই যন্ত্র কৃত্যকারে

লিখিবে। তৎপরে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া মাতৃকা বর্ণ দ্বারা  
মণ্ডল করিবে। তদনন্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীজ দ্বারা  
আটবার বেঠন করিয়া ক্রোং এই বীজ দ্বারা একবার বেঠনপূর্বক  
পুনর্বার বগলামুখী মন্ত্রে আটবার বেঠন করিবে।

মাতৃকালকে অথবা পাষণপটে অথবা হরিদ্রা, ধূতুর ও হরি-  
তাল দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করাই প্রশস্ত। দেবতন্তন ও শত্রুগণের  
মুখস্তম্ভনার্থ উক্ত যন্ত্র লিখিয়া গাঢ় আক্রমণ করিবে। হরিদ্রাদি  
পূর্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ভূর্কপরে যন্ত্র আঁকিয়া সেই যন্ত্রে কুন্তকার-  
চক্রের মূর্তিকানির্দ্রিত বৃষ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বগলামুখী  
আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। ঐ বৃষের নাসিকান্তে  
পীতবর্ণ রজু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপহার  
দ্বারা স্নায় গৃহে পূজা করিলে চুইটির মুখস্তম্ভন হয়।

বগলামুখীমন্ত্রোক্ত।

“চলৎ কনককুণ্ডলোন্নসিতচাক্রগণ্ডস্থলীং

লসৎ কনকচম্পকজ্যতিমন্দিমুখিধানিনাম্।

গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং

ময়ানি বগলামুখীং বিমুখসম্মনঃস্তম্ভিনীম্॥১

পীষ্মোদধিমধ্যাকর বিলসৎ রক্তোৎপলে মণ্ডপে

যৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রোতাসনাধ্যাসিনীম্।

বর্ণাভাং করণীভিতারিরসনাং ভ্রাম্যাকদাঘিত্রতাং

ইৎ ধ্যায়তি যান্তি তন্ত সহসা সদ্যোহথ সর্বাধনঃ ॥২

দেবি ত্বচ্চরণাঙ্ঘ্র্যাকর্চনরূতে যঃ পীতপুষ্পাজলিং

ভক্তা বামকরে বিধায় চ মহৎ মন্ত্রী মনোজ্ঞাকরম্।

পীঠাধ্যানপরাহেৎ কুন্তকবশাবীজং মদেৎ পার্থিবং

তন্ত্রামিত্রমুখত বাচি চয়য়ে জাড়াং ভবেৎ তৎকণাৎ ॥৩

বাদী মুকতি রক্ততি ক্রিতিপতির্কৈবলানরঃ পীতিতি

ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনেঃ স্তম্ভনতি ক্ষিপ্তাচরণঃ খণ্ডতি।

গব্বী খরুতি সর্বাভিচ্ছদতি তদ্ব্যগ্রণামহিতঃ

ত্রীনিতো বগলামুখী প্রতিদিশং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলেনে স্তোত্রং পবিত্রক তে,

যন্তঃ বাদিনিবদ্রিগং ত্রিভুগতাং জৈত্রক চিত্রং হু তে।

মাতঃ ত্রিবগলেতি নাম লগ্নিতং বজ্রাতি জ্যোতীষ্মুখে

তন্মামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বারিনাম্ ॥৪

হটবৃত্তনমুগ্রবিয়শমনং দারিদ্র্যবিজ্ঞাবণং

ভূতদৃশমনং বল্লভপৃশাঃ চেতৎ সমাকর্ষণম্।

সৌভাগ্যৈকনিকৈতনং মম কৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং

কুতোদ্যাক্ষারগণবিস্তৃত পুরভোদ্যাক্ষরীং বহুঃ ॥৫

অন্তর্ভুজং মে বিপক্ষকলং জিহ্বাং চলাং কীলয়

ক্রোধীং বৃত্তয় নাশয়তি ধিবাংস্ত্রোং গতিং তন্তয়।

শ্রীমন্তর্জয় দেবি তীর্থগঙ্গা গোরাধি পীঠাধরে  
বিশ্রোব বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণকরে ॥  
মাতর্ভরবি জয়কালি বিজয়ে বারাহি বিখ্যাত্রে  
শ্রীবিভে সমরে মহেশি বগলে কামেশি রাধে রয়ে ।  
মাতর্জি ত্রিপুরে পরাংপরভরে স্বর্গাপবর্ণপ্রদে  
হাসোহহং শরণগতঃ করুণা বিশেষরি ত্রাহি মাং ॥৮  
সংরস্তে চৌরসন্তে প্রহরণসমরে বন্ধনে ব্যাহিষধ্যে  
বিদ্ধাবাদে বিবাসে প্রকুপিতনৃপতো দিব্যকালে নিশায়াং ।  
বন্তে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসমরে নির্জনে বা বনে বা  
গজকুন্তিলংকিতকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াৎ পুংসঃ ॥৯  
নিত্যং ত্রোত্রমিবং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠতাদিমাং  
পুত্রা যজ্ঞমিব তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে ।  
রাজানো হরয়ো মদাঙ্ককরণঃ সর্পাযুগেগ্রাধিকা-  
তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিংহরঃ ॥১০  
তং বিভ্রা পরমা ত্রিলোকজননী বিরোচনং ছেদিনী  
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসমোহসন্দারিনী ।  
তত্তোৎসারণকারিণী পশুমনঃসমোহসন্দারিনী  
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিনিত্রো যথা ॥১১  
বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সর্বসোভাগ্যমায়ুঃ  
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্যমিচ্ছিঃ ।  
মানং ভোগে বশ্মমারোগ্যসৌখ্যং  
প্রাপ্তং তত্তত্বভূতলেহমিন্ নরেন ॥১২  
গং কৃতং জপসমাংসং গদিতং পরমেশরি ।  
চষ্টানং নিগ্রহার্থং তদুগ্ধং নমোহস্ত তে ॥১৩  
ব্রহ্মত্রিমিত্তি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু চরং ভম্ ।  
গুরুভক্ত্যং দাতব্যং ন দেয়ং বত কতচিৎ ॥১৪  
পীতাধরাং দ্বিত্বজ্ঞাং ত্রিনেত্রাং গাত্রকোচ্ছলাম্ ।  
শিলামূলপরহস্তাক্ স্নরোতাং বগলামুখীম্ ॥১৫  
প্রাতে ও মধ্যাহ্নকালে এই তত্ত্বপাঠ করিলে কার্যসিদ্ধি হইয়া  
থাকে । ( রুদ্রবামল )  
বগদোগ্রা, বাক্সালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর ।  
জন সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার ।  
বগয়-ম, নিম্নত্রেজের তানাসেরিম বিভাগের খোন্ড জেলার  
অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম বগয়-ম নদীকূলে অবস্থিত । ঐ নদীর  
উত্তর তীরস্থ উপকণ্ঠভাগ তব-ত-নো নামে পরিচিত । এখানে  
ব্রহ্মদেশীর চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে ।  
বগল, দক্ষিণত্রেজের তানাসেরিম বিভাগের আমর্হাট জেলার  
অন্তর্গত একটি উপবিভাগ । ইহার পূর্বসীমায় তৌল-ম পর্বত-  
মালা এবং পশ্চিমে বজাপসাগর । ভূপ্রমাণ প্রায় ২৮ মাইল ।

এই উক্ত পার্বত্যভূমি বনমালা-সমৃদ্ধ—মধ্যে মধ্যে খাঁড়-  
ক্ষেত্র ও গণ্ডগ্রাম বিরাজিত । হাল্লাবার প্রভৃতির উচ্চত্ব  
পর্বতশিখরসমূহ সেই প্রাকৃতিক গাভীরা তেল করিয়া উন্নত  
মস্তকে ঐশ্বরিক মহিমা বিকাশ করিতেছে । বাত্যান্ধোলিত  
জলরাশির বাতপ্রতিবাতে সমুদ্রোপকূলে অসংখ্য খাঁড়ি গঠিত  
হইয়াছে ; উহা প্রশস্ত হওয়ার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকার  
দেখীয় নৌকা-চালনার অল্পসংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে ।  
বগবাড়ী, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সোরাট  
প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য । এখন দুই অংশে বিভক্ত  
হইয়া পড়িয়াছে । ঐ সামন্তবংশধর এক্ষণে গাইকোবাড়কে  
১০৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯ টাকা বার্ষিক খাজানা  
দিয়া থাকেন । বগবাড়ী গ্রাম ৩ বর্গমাইল বিস্তৃত ।  
বগাসড়া, বোখাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত  
একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । এখন ছয় জন অংশীদারে বিভক্ত  
হইয়াছে । বর্তমান অধিবাসিগণ জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪০  
টাকা এবং বড়োদার গাইকোবাড়কে ২৫৫০ টাকা বার্ষিক কর  
দিয়া থাকেন । বার্ষিক রাজস্ব ১০ হাজার টাকা ।  
২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষা° ২১° ২২' উঃ এবং  
দ্রাঘি° ৭১° ৩২' পূঃ । সুরাট হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমে কাঠিয়া-  
বাড় প্রারোমীপের মধ্যবর্তী গীর নামক উক্ত ভূমির সমীপ  
দেশে অবস্থিত ।  
বগাসপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটি  
নগর ।  
বগাহ (পুং) অব-গাহ ভাবে খণ্ড । অলোপঃ । অবগাহ ।  
'বটী ভাণ্ডিরোপমবাণোপসর্গরোঃ' ভাণ্ডির দুনি অব ও  
অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন । (মুদ্রবোধটী ভরত)  
'পূর্ণাপদো ভোরনিধী বগাহ । (কুমার ১১১) ।  
বগী (পায়ত) ১ তরবারি । (দেশজ) ২ রেশমী হুজবিশেষ ।  
বগীলক । ভোজ্যপাত্রভেদ । (ইংরাজী) ৩ অবধানভেদ ।  
বগুলা, বাক্সালার নদীরা জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম ।  
কলিকাতা হইতে ৫৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত । এখানে ইষ্টারন  
বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটি প্রধান ষ্টেশন আছে । নদীয়ার  
সদর কলকাতা ও নবাবী বাইবার জন্ত এখান হইতে ১১ মাইল  
বিস্তৃত পাকা রাস্তা আছে ।  
বগেপল্লী (বগেনহল্লী), মহিষুর রাজ্যের কোলাবা জেলার  
কম্পা তালুকের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম । অক্ষা°  
১৩°৪৭'১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০'৩১" পূঃ । এখানে বিচার  
সদর স্থাপিত আছে ।  
বগেসর, (বকসর), মুন্ড-প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটি

নগর। সরস্ব ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪২'২০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৭'৩৫ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আলমোরা হইতে ২৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। নগরটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে ভূট্টা জাতির একটি মেলা হয়। ঐ স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গজাত দ্রব্যসমূহের বিনিময় হইয়া থাকে।

প্রবাদ, মোগল সম্রাট তৈমুর প্রথমে বগসর উপত্যকাভূমে একটি মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই মোগল জাতির বাদের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র পার্শ্বতা বেনিয়াগণ বাণিজ্য কাণ্ডে লিপ্ত রহিয়াছে।

বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে ইহা মহারাণা সোহান সিংহের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। বগু (পুং) বক্তৃতা ইতি। বচ (বচেনীচ। উপ্ ৩।৩৩) ইতি হুঃ গচ্চাষ্টাদেশঃ। ১ বক্তা, বাগ্মী, কথক। ২ বাবদুক। ৩ পশাদির চীৎকার। ৪ ভেকরব।

“গবামানমাথুর্গংসিনীনাং মণুকানাং বয়রগ্রাসমেতি।”

(ঋক্ ৭।১০।৩২)

‘মণুকানাং বগুঃ শব্দঃ সমেতি সঙ্গচ্ছতে’ (সায়ণ)

বগ্‌লা (দেশজ) ধলি।

বগ্নন (ত্রি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্তুতিবাক্য। (ঋক্ ১০।৩২।২) “বগ্ননান্‌ বচনেন স্তুত্যা” (সায়ণ)

বগ্নমু (পুং) শব্দ। (ঋক্ ২।৩।৫)

বগ্‌, ই ও, গতি নিন্দা গতায়ন্ত আক্ষেপার্থ। ভা° আত্ম° সক° (জবাথে), অক° চ সেট্। ই বজ্যতে। ও বজ্যতে। টীকা-কার চূর্ণাদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বজ্যতে পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লিট্‌ বজ্যে। লুঙ্‌ অর্বাষট্‌।

বঘা (স্ত্রী) পতঙ্গবিশেষ। শলভ বা তৎসং অহিতাচরণশীল জীবভেদ।

“তর্দাপতে বঘাপতে তুইজন্তা আপুগোত মে। (অথর্ব° ৬।৫।৩)

‘হে তর্দাপতে তদান্যং হিংসকানাং আধুনাং স্বামিন্‌ হে বঘাপতে। অবয়বস্তি অববায়ন্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। অব-পূর্বাৎ হন্তে: “ডোভজাপি লুস্ততে” ইতি উপ্রত্যয়ঃ। বষ্ট ভাণ্ডরিরলোপম্” ইতি অববাক্য আনিলোপঃ। পূর্বোদরাদি-হাৎ বহম্‌। বঘানাং পতঙ্গাধীনাং অধিপতে তুইজন্তাঃ তীক্ষ্ণ-দন্তা বৃহৎ’ (সায়ণ)

বঘাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি পার্শ্বতীয় সামন্তরাজ্য। সিমলা শৈলাবাসের পার্শ্বদেশে অবস্থিত এবং অঞ্চলা বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূমি-পরিমাণ ৩৬ বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১৭৮টি গ্রাম আছে। রাজ্যের মধ্যস্থ অক্ষা° ৩০°৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭' পূঃ।

এখানকার সর্দার রাণা দলীপ সিংহ (১৮৮৫) রাজপুত-বংশীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে বার্ষিক ২০০০ টাকা কর দিতেন; কিন্তু কালকা ও সিমলার মধ্যবর্তী কসোলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিত্ত ইংরাজ-গবর্নেন্ট তাঁহার নিকট হইতে স্থান লওয়ার রাজস্ব হইতে ১৩৯ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঘল-রাজের জায় এখানকার সর্দারগণও ইংরাজ-গবর্নেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ।

[ বাঘল দেখ ]

বঘার (বঘিয়াড়), সিদ্ধনদের একটি শাখা। কর্ণাটী জেলার ঠাঠা নগরের দক্ষিণে অক্ষা° ২৪°৪৮' উঃ সিদ্ধগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবন্তী ছিল। হালোরা বন্দরের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এই নদীপথেই তৎকালে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রোপকূলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালুকার চর গতিত হওয়ায় সিদ্ধর গতি পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই নদীবন্দ্র ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুনা ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকা-যোগে গমনাগমন করা যায়।

বঘেল, রাজপুত জাতির একটি শাখা। আদি সোলাঙ্কী বা চৌলুক্য শ্রেণি হইতে এই শাখা সমুৎপত্ত। রেবাপতি মহারাজ রঘুরাজ সিংহ রচিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,—তাহা হইতে জানা যায়, প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে স্নান করিবার জন্ত গুজরাতে যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কী দেব গুজরাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজা অগ্ররূপ ছিলেন, তিনি কবীরের নিকট পুত্রের জন্ত প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্বাদে সোলাঙ্কী-রাজের দুইটা পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে একটীর আকার ব্যাঘ্রের মত ছিল। এই ব্যাঘ্রাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাঘ্রদেব। রাজপুত্রোহিতগণ সেই চরিত্রক পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্ত অনুমতি করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমারকে ফিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং এই কুমারের নামে স্বতন্ত্র থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দেশ করিয়া দিলেন। দেব-বিভূষনার ব্যাঘ্রদেবেরও পুত্র হইল না, অবশেষে কবীরের

অনুগ্রহে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। ব্যাঘ্রদেবের নামানুসারেই তাঁহার বংশপরম্পরা “বঘেল” বা “বঘেল” নামে খ্যাত হইল।

ব্যাঘ্রদেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। পিতামহের আদেশে তিনি বহু সৈন্তসামন্ত লইয়া দিঘিজরে বাহির হইলেন। নর্মদা-কূলে আসিয়া তিনি গোড়দেশ অধিকার করিলেন। এখানে জুড়িয়া খোরার বৈশরাঙ্গপুতকন্টার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার বংশধর করগসিংহ ও কেশরীসিংহ দিঘিজর উপসঙ্গে নানা স্থান জয় করিয়া মুসলমান নবাবের অধিকারভুক্ত গোরখপুর দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের পর মজার সিংহ, সারঙ্গ দেব ও ভীমল দেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন। ভীমলের পুত্র ব্রহ্মদেব গহরবাড় রাজপুতগণের সহিত সন্মিলিত হন। তাঁহার পরবর্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। প্রবাদ, তাঁহার লক্ষ অশ্বারোহী ছিল।

বীরসিংহ মুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্ত প্রয়াগ-ভীর্ষ উদ্ধার করেন। সে সংবাদ পাইয়া বাদশাহ সসৈন্তে চিত্র-কূটে বীরসিংহের সমুখীন হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার প্রজাগণের শান্তিভঙ্গ করিতে তোমার ভয় হইল না। বীরসিংহ উত্তরে জানাইলেন, ক্ষত্রিয়ের নিজাধিকার থাকা চাই। চুষ্টের নমন শিষ্টের পাগনই ক্ষত্রিয়ধর্ম। বাদশাহ তাঁহার বীরত্ব মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র বীরভানুকে “রাজা” উপাধি দান করেন। বাদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ ১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বাহাগাড়ে গিয়া বাস করেন। দক্ষিণে তমসা পর্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হইয়াছিল। তিনি অস্তিমকালে পুত্রহন্তে রাজ্যভার দিয়া প্রয়াগে গিয়া জীবন বিসর্জন করেন। বীরভানু কচ্ছবহ-রাজকন্টার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রব্রতধবিদ কনিংহাম সাহেবের মতে ১৮০ হইতে ৩৮৩ সংবৎ পর্যন্ত বঘেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন। তৎপরে কলচুরি, চম্বেল, চাহমান, সেঙ্গর ও অবশেষে গোড়গণ ঐ স্থান দখল করিয়া বসে।

ক্ষুরথাবাদেব বঘেলেরা বলেন যে, মাধোগড়ে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের বাস ছিল। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাঁহারা এসেই আসিয়া বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি চন্দ্রশাল বৃটীশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহাদের বাস হেতুই রেবারাজ্য “বঘেল” বা “বঘেলখণ্ড” নামে খ্যাত হয়।

যমুনার দক্ষিণে বঘেলেরা পরিহার ও গহরবাড় রাজপুত্রের ধরে কড়া দিয়া থাকে এবং বৈশ্য, গৌতম ও গহরবাড়ের কড়া লইয়া থাকে।

আলাহাবাদ অঞ্চলের বঘেলেরা অভ্যন্ত অবাধ্য ও চুষ্টধর্মান্বিত বর্গের পরিচিত। সুবিধা পাইলে দস্যবৃত্তি করিতে বিরত হয় না।

বঘেলখণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। বঘেল জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বঘেলখণ্ড নামে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে এই সামন্তরাজ্যপুঞ্জ বঘেল-খণ্ড-এজেন্সী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজপ্ৰতিনিধি বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেন্ট, এবং রেবারাজ্যের পরিদর্শক পলিটিকাল এজেন্টরূপে এখানকার শাসনকার্য্য নিরীক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ পলিটিকাল এজেন্ট সাতনা বা রেবারগরে অবস্থিতি করেন।

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্বে ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও মণ্ডলা জেলা এবং পশ্চিমে জব্বলপুর ও বুন্দেল-খণ্ডের সামন্তরাজ্যসমূহ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগ বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির কীর্তিনিকেতন বলিয়া এই স্থান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংশ্রবে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলাপ্রভাব থরু হইল। ইংরাজগবর্নমেন্ট তাহাদের পরম্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া ভবিষ্যৎ শক্তিসংগ্রহের পথ অবরোধের চেষ্টা পান। তত্ক্ষণেই উক্ত বর্ষে বঘেলখণ্ড ভূভাগ লইয়া বর্ত্তমান এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়।

[ বুন্দেলখণ্ড ও বুন্দেলা দেখ ]

এই সমগ্র দেশভাগের ভূপরিমাণ ১১০২৩ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত ৪৮১ নগর ও ৫৮০২৮টি গ্রাম বিস্তারিত। রেবা, নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য লইয়া এষ্ট এজেন্সী গঠিত হইয়াছে। [ তত্ত্ব শব্দ দেখ। ]

ঐ সকল সামন্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজ্যকেই ইংরাজরাজ সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ-গবর্নমেন্টের সনদ লাভে অসুগৃহীত। এখানকার সামন্তগণ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য জন্ত কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন না।

বন্ধ কোট্যা। বক্রীভাব ভূ° আর্দ্র। লট° বক্রতে, লিট° বক্রে। বক্রিতা। লুৎ° অবক্রিষ্ট।

বন্ধ (পং) বক্রতীতি বন্ধ-অচ্। ১ নদীবক্র, চলিত কথায় নদীর বাক বা টেক বলে।

• যে বঘেলা জাতির নাম হইতে এই প্রদেশের নাম করণ হইয়াছে। তাহারা শিশোদীয় রাজপুতগণের একতম শাখা। উজ্জয়িনী প্রদেশ হইতে পুরাতনবুধে আসিয়া বাস করিয়াছে, সম্রাট অকবর শাহ এই বীর জাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। [ বঘেল দেখ। ]

বঙ্কটক (পুং) পরমতত্ত্বদ। (কথাসরিৎসাং ৪৮।৪২)

বঙ্কর (পুং) নদীর বাক।

বঙ্কসেন (পুং) অগতিবৃক্ষ। বঙ্কবৃক্ষ।

বঙ্ক। (স্ত্রী) বঙ্ক-টাপ। বঙ্কগ্রস্তাগ। পল্যয়ন। চলিত পালান।

‘বঙ্কঃ পর্যাপ্তাগে নদীপাত্রে চ ভুজুয়ে’ (মেদিনী)

‘পর্যাপ্তাগ্রস্তাগঃ’ ইতিপ্রতিকাণ্ডশেষঃ।

বঙ্কালকাচারী, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যেভদ্র।

বঙ্কাল। (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরং ৩.৪৮০) বাকালার  
প্রাচীন রাজধানী।

বঙ্কিণী (স্ত্রী) কোলনাসিকা নামক ভূপভেদ। (হারাবলী)

বঙ্কিম (স্ত্রী) বঙ্ক-ইমনিচ। ১ বঙ্ক। ২ ঈবৎ বাক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের প্রতিভাশালী অদ্বিতীয়  
ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল কবি এবং একজন প্রধান দার্শনিক।  
১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, নৈহাট্টে জন্মের পার্শ্ববর্তী কাঁটালপাড়ার  
গ্রামে সাহিত্যরসী বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। (কোণ্ট্রিঅফিসারের  
শকাব্দ ১৭৬০।২।১২।৩২।৫০ তাঁহার জন্মকাল।)

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা বামবচন্দ্র লর্ড হার্ভিঞ্জের শাসনকালে  
ডিপুটি-কমিশনার ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র—ভ্রামাচরণ, সঞ্জীব-  
চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয়  
পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিনেই তাঁহার  
বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল! কাঁটালপাড়ার পাঠশালায় তাঁহার প্রথম  
শিক্ষা। তাঁহার বয়স অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তাঁহার  
পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কমিশনার। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রকে  
কাছে রাখিয়া দেখাপড়া দেখান, এই তাঁহার বরাবর ইচ্ছা  
ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে দিলেন। এ  
সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও  
অসাধারণ। প্রতিবর্ষে ছুইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উন্নীতেন,  
অথচ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার  
কাঁধি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদীতটের দূতাবলী—জুজু,  
বিরলভদ্র, সিকতাভূমির নির্জন স্বভাব-সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে  
চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাঁহার অপূর্ণ কপালকুণ্ডলার দূতাবলীতে  
সেই আলোখোর ছায়া দৃষ্টান্তভাবে পতিত হইয়া তাহা পয়ম  
জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বামবচন্দ্র ২৪ পরগণার বদলি হইলেন।  
বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে হুগলীকলেজে প্রবেশ করিলেন। কলেজেও  
তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী  
বিস্মিত হইলেন। তিনি কেবল পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া  
তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কলেজের পুস্তকালয়ে দিয়া সর্বদাই

তিনি ভাল ভাল পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। হুগলীকলেজ  
হইতে তিনি সিনিয়র-ক্লাসসিপ্ পরীক্ষার বিশেষ প্রসংসার  
সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের  
নিকট চারিবেৎসর কাল সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কলেজে  
পাঠকালে তাঁহার প্রাশংসা সকল অধ্যাপকের মুখেই শুনা  
বাইত। সাহিত্য বলিয়া নহে, অল্পশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ  
ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায়  
আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন।  
এই সময় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ. পরীক্ষা  
প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২০ বর্ষ। তিনি  
আইন পড়িতে পড়িতেই বি.এ. পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ  
প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি.এ। বি.এ. উপাধি তখন এ  
দেশে এমন অপূর্ণ সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বঙ্কিমবাবুকে  
দেখিবার জন্য বহু ক্রোশ পর্যটন করিয়া লোকজন আসিত,  
এবং বঙ্কিমবাবু শিক্ষিতমণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল “বি.এ. বঙ্কিম” বলিয়া  
সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বি.এ. পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট  
হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া পাঠাইলেন।  
কাজেই তাঁহার আইন পাশ দেওয়া হইল না।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার বরাবর অনুরাগ ছিল। পরের জিনিষ  
হইতে যে ঘরের জিনিষ ভাল, এ কথা তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিত-  
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। উচ্চ রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াও  
তিনি মাতৃভাষার সেবাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া  
গণ্য করিয়াছিলেন।

বালককাল হইতে তাঁহার বক্তব্যায় প্রতি অনুরাগ লক্ষিত  
হয়। তিনি ঈশ্বরগুণের কবিতামালা আনন্দের সহিত পাঠ  
করিতেন। এরোদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি “মানস ও ললিত”  
নামধের কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বরগুণ তাঁহার কবিতা শুনিয়া  
বড়ই প্রীতিলভ করেন এবং প্রত্যেকের প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে  
উৎসাহিত করেন। সেই দিন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুণের  
শিষ্য হইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বিব্র-  
চিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হইল। বনিও ইংরাজী  
আদর্শ লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু  
তাঁহার এই প্রথম উদ্ভবই তিনি বক্তব্যায় উপর অসাধারণ  
আধিপত্য ও চরিত্রচিত্রণে অপূর্ণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন,  
উপন্যাস দিখিয়া কাহারও ভাবেরে এরূপ সাক্ষ্যলাভ ঘটে

১৩/১০

তৎপূর্বে তিনি Indian field নামক পত্রিকার রাজমোহনের স্ত্রী" (Rajmohan wife) নামে একখানি উপজ্ঞাস লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া বাওয়ার তাহার ইংরাজী উপজ্ঞাসখানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

পূর্বেই পরিচয় দিয়াছি যে, ইংরাজীভাষার বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় জেনেরল এপসির ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টি লাহেবেব সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে সান্নিধ্য চলিয়াছিল, তাহাতে তাহার ইংরাজী লেখা পড়িয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টি লাহেবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, "এতদিন পরে বাঙ্গালায় একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছি।"

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্নমেন্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাকে সে পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।



বঙ্কিমবাবুর প্রতিমূর্তি।

জগদীশচন্দ্র বসুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুগলিনী বাহির হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল! বঙ্গীয় লেখকগণের রুচিও পরিবর্তিত হইল। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্গদর্শনের মর্যাদা আদর হইয়াছিল, এরূপ কোন সাময়িক পত্রের সমাদর দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র আত্ম-কালকল্প প্রেত অনেক লেখকেই লিখিবার রীতি শিখাইয়া ছিলেন এবং নিজেও বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ ও উপজ্ঞাস লিখিয়া

সাহিত্যজগতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বাহারা বঙ্গভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা-বোধ করিতেন, বটতলার পুঁথি দেখিয়া বাহারা নাসাহুকুন করিতেন, ইংরাজীভাষার লিখিত পুস্তকই বাহাদের একমাত্র বেদস্বরূপ ছিল, বিদেশীর অতুলকরণকেই বাহারা জীবনের একমাত্র কৃতকৃতার্থতার কারণ বলিয়া গণ্য করিতেন—সেই পরম উচ্চত প্রাজ্ঞমানী নবাবকে বঙ্কিমবাবুই বঙ্গভারতীর মন্দিরে উপস্থিত করিয়া তত্ত্বরণে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে বাধ্য করেন, তদবধি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীই বঙ্গভাষার সেবকগণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্য মাতৃভাষা-চর্চাকরে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই জগতই তিনি "বঙ্গভাষার সন্ন্যাসী" পদধাৰী। তিনি বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন :—

১২৭৯ সালে বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রিয়া; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়; ১২৮১ সালে রজনী; ১২৮০-৮১ ও ৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ, ১২৮৭ সালে যুচীরামগুড়ের জীবনচরিত, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে কিয়দংশ বাহির হইয়া শেষে পুস্তকাকারে সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে তাহার জ্যেষ্ঠ সঙ্গী বচস্পতি সম্পাদক হন। সঙ্গী বচস্পতির মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উত্তিয়া যায়।

য এক বর্ষ পরে সাধারণী-সম্পাদক ত্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় নবজীবন প্রকাশিত হয়। নবজীবনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আনন্দমঠের শেষে এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্মযোগের স্বরূপাত করেন, সীতারামে তাহার পরিণতি।

বঙ্গের শেষ গৌরবরবি সীতারামের প্রকৃত জ্বালালতা তাহার তুলিকায় একটু ভিন্নরূপে চিত্রিত হইলেও, তাহার জীবনে যে সন্ন্যাসিনী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রচার" নামক এক মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই মাসিক পত্র খানি যে বঙ্কিমবাবুর সম্পূর্ণ পরামর্শানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচারে তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও গীতামর্থ এবং নবজীবনে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহার নবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধারণের চিত্তগোচর করিয়াছিলেন।

ডেপুটীকার্য্যে ও যুগলগবর্নমেন্টের নিকট সীতারাম বিশেষ স্নেহাতি ছিল। যথাকালে তিনি পেনশন গ্রহণ করিয়া অবসর

অঙ্গো বঙ্গ: কলিঙ্গত পুণ্ড্র: সুব্রত তে সুতা: ।

ত্রেবাং দেশা: সমাখ্যাতা: স্বনামপ্রসিদ্ধা ভূবি ॥

অঙ্গভাঙ্গো ভবেদেঙ্গে বঙ্গো বঙ্গত চ স্তত: ॥

কলিঙ্গবিবরন্ডেব কলিঙ্গত চ স স্তত: ॥

পুণ্ড্রত পুণ্ড্রা: প্রখ্যাতা: সুব্রা সুব্রত চ স্তত: ।

এবং বঙ্গে: পুরা বংশ: প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিঃ ।”

( ভারত ১১০৪৪৭-৪১ )

এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা জনপদের প্রতিষ্ঠা হয় ।

[ বঙ্গদেশ শব্দে পুরাতত্ত্ব দেখ ]

২ কাপাস । ( মেসিরা ) ৩ বাস্তাঙ্ক ।

বঙ্গজ ( স্ত্রী ) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জায়তে ইতি জন-ড ।

১ লিঙ্গ্য । ( দ্বি ) ২ বঙ্গদেশ ভাত । ৩ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ, যৈষ্ঠ প্রকৃতি জাতির শ্রেণীবিভাগভেদ । ইহা দক্ষিণ-রাষ্ট্রের শ্রেণীর অঙ্গতম শাখা বলিয়া পরিচিত । ঐ শাখা বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করায় বঙ্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

৪ পিতল ।

বঙ্গজীবন ( স্ত্রী ) রোপ্য ।

বঙ্গদেশ ( পুং ) স্বনামপ্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ । ভারতের উত্তর পূর্বাংশে হিমালয় পাদ হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত । বঙ্গভূমি, বঙ্গরাজ্য, বাংলা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত । ভারত-বর্ষের পূর্বাংশের প্রাকৃতিক পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীপ্রবাহিত ‘ব’ দ্বীপাংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত । বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের বাণিজ্যখ্যাতি স্তম্ভর আরব ও চীন-সাম্রাজ্য পণ্যস্থ বাপু ছিল এবং এতদেশবাসীর জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং শিরাদি বিভিন্নবিষয়ী কলাবিজ্ঞান প্রণয় পোষ্য চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল । বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায় সমুদ্রপথে আসিয়া এখানকার সুবর্ণগ্রামাদি বন্দর হইতে এতদেশ-জাত বস্তুর দ্রব্য লইয়া যাইতেন । সেই সময় হইতেই বাঙ্গালার গৌরব দিগন্ত বিস্তৃত হয় । বঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত সমুদ্রভাগ ও দেশের নামে বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গবাসী ও তদবধি বাঙ্গালী নামে বিদিত হইয়াছিল । ভারতবাসী অজ্ঞাত জাতি হইতে এই বাঙ্গালী জাতির বিভাগের বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও সমাদর দান করিয়াছে ।

মহামহিষ্ণু ।

এই বিশাল বাঙ্গালা রাজ্য মহাভারতীয় যুগে কিরণ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার সঠিক কোন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই । তৎকালে বঙ্গরাজ্য কেবল অঙ্গ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জনপদ বলিয়া উক্ত ছিল । তৎপরবর্তী কালে বখন বঙ্গবাসী জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া তাত্ত্বিক আলোকলাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাহার

তত্ত্বের মহিমাবিজ্ঞার এক প্রভাব-প্রচার প্রসঙ্গেই বাঙ্গালার সৈধ্য ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লন: তাই আমরা শক্তিসঙ্গমত্তরে বাঙ্গালার একটা সীমানিকর্ষণে দেখিতে পাই । [ বঙ্গ দেখ । ]

তবকাৎ-ই-নাসিরি নক্ষি মুসলমান ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় শেষ নরপতি মহারাজ লক্ষণ সেনকে পরাজয়পূর্বক মহম্মদ-ই-বখতিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন । তাহার আগমন লক্ষণাবতী, বেহার, বঙ্গ ও কামরূপজনপদবাসিগণ মহাভীত হইয়াছিলেন ।\* মার্কো পোলো ( ১২৯৮ খৃ: ) লিখিয়াছেন, ১২১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা বিজিত হয় নাই । বঙ্গ উক্ত জনপদ চতুর্দিকের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল ।† উক্ত দুইটা বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমান সমাগমের পূর্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল । মার্কোপোলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন । রসিদউদ্দীন বলেন, আবুলমাসিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দিল্লীশরের অধীন হয় । ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ইবন বতুতা বঙ্গালা ( বাঙ্গালা ) রাজ্যের ও তথাকার ধাতু-প্রাচুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি আরও বলেন যে, ধোয়াসানবাসী এতৎপ্রদেশকে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-পরিপূর্ণ নগর বলিত ।‡ সুপ্রসিদ্ধ কবি হাকিজের ( ১৩৫০ খৃ: ) কবিতায় বাঙ্গালার উল্লেখ দেখা যায় ।§ ভাঙ্কো দা-গামা ১৪৯৮ খৃ: বাঙ্গালার মুসলমানপ্রাধাত্য এবং এখানকার কাপাস ও রেশমী-বস্ত্র, রোপ্য প্রভৃতির বাণিজ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, সুবাতাসে ৪০ দিনে কলিকট হইতে বাঙ্গালার আসা যায় ॥ এতদ্বিল ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লিওনার্দো ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বার্বেনা ও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্কোসা বাঙ্গালা রাজ্যের ও তৎদেশবাসীর বাণিজ্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান । আবুল কল্লজকৃত আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে বাঙ্গালা শব্দের একটা ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিখিত হইত । বঙ্গের পূর্বতন হিন্দুরাজগণ পর্তুগীজপালনস্থ নিম্নলিখিত মৃত্তিকার বাধ বা আল দিতেন । বাঙ্গালার বহুতানে উক্ত রাজস্ববর্ণের \* বিনিমিত্ত ঐরূপ বহুশত আল বিত্তমান দেখিয়া আলমুক্‌ বঙ্গ অর্থে ‘বঙ্গাল’ নামকরণ হইয়াছে । সত্রাট্‌ অরকজেব বাঙ্গালার

\* Tabakat-i-Nasiri Ellot. ii, 507.

† Marco Polo Bk. ii, ch. 55.

‡ Ibn Batuta, iv. 210.

§ পদক শিবক্‌ শাহ্‌ হাফ্‌ তুজিদ্‌-ই-হিন্দ ।

জিন্‌ ৭৭ ই-পারসী কিব্‌ বা আল মিরবদ্‌ । ( হাকিজ )

¶ Roteiro de Vasco Gama 2nd. ed. p 110.



সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া দর্শনের সহিত বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই স্থান সকল জাতির পক্ষে বর্ণ ভূমির ১৬ই খৃষ্টাব্দে ওভিটন লিখিয়াছেন যে, বাক্সালা নামক শারাকানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বাক্সালার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে বিস্তৃত।

[ বিস্তৃত বিবরণ পুরাতত্ত্বাংশে দ্রষ্টব্য। ]

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহুবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। অতীত পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। লুই বার্থেমা এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সমীপবর্তী বাক্সালা নামে একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।† প্রাচীন মানচিত্রে তাহার স্থান নির্দেশ রহিয়াছে।‡ অধিক সম্ভব, বার্থেমা বাক্সালার পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবার উপকূলে থাকিয়াই, আরবীর বণিকদিগের প্রথাগুরুত্ব হইয়া দেশের নামানুসারে বাক্সালার প্রধান নগরের নাম বাক্সালা লিখিয়া যান; কিন্তু ঐ বাক্সালা নগরের কোন নিদর্শন বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, পণ্ডিতগণ বাক্সালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া তাহার দক্ষিণ উপকূলস্থিত একটি গণ্ডগ্রামকে বাক্সালীর বাসভূমি জানিয়া চট্টগ্রামকেই বাক্সাল-নগর নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।§

সীমা ও বিভাগ।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বহীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদেশের নিম্নতম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্তমান বাক্সালা গঠিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম-বিভাগ বাক্সালার অঙ্গভূত করিয়া স্বতন্ত্র শাসনাধীন করা হয়, তদবধি খাস-বাক্সালা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজবিক্রিত বাক্সালার সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা° ১৯°১৮' হইতে ২৮°১৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° হইতে ৯৭° পূঃ মধ্য। শেষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে

১৬ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গকে আসামের সামিল করিয়া একজন ফির হোটলাটের অধীনে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। শাসন-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজ-গবর্নেন্ট ভারতবর্ষে যে হায়দরাবাদ বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তদ্বৎ বাক্সালা সর্ব্ব বৃহৎ। নদী, হ্রদ, শাখ, জলাভিযান বনমালা ও পার্বত্য ভূখণ্ড বামে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও মুনাসিক প্রায় ৮ কোটি।

ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও জেটান রাজ্য, পূর্বে আসাম এবং চীন ও উত্তর-ব্রহ্মের সীমান্তবর্তী অসাবিকৃত পার্বত্য কন-ভাগ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, বঙ্গোপসাগর ও মধ্য প্রদেশ; পশ্চিমে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধিত্যকা ভূমি। এই অধিত্যকা ভূমিই বাক্সালা ও ব্রহ্ম প্রদেশের সীমান্ত রেখারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বাক্সালা বরাবর এক জন হোটলাটের শাসনাধীনে ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে দুই জন হোটলাটের অধীন হইয়াছে।

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাজের বহীপকেই সঙ্কুত নামানুসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজধানী লক্ষণাবতীর নামানুসারে এই প্রদেশকে লক্ষণাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষণাবতী-ধ্বংসের পর যখন রাজপাট ঢাকা ও নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়, তখনও নিম্নবঙ্গ বাক্সালা বলিয়া পরিগণিত থাকে। তৎপরে মুসলমানগণ পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বাক্সালার সীমা বৃদ্ধি করেন। দিল্লীর অধীনস্থ আফগান শাসন-কর্ত্তারা এবং তৎপরবর্ত্তী স্বাধীন আফগান মুন্তিবর্গের রাজ্য-শেষে মোগলসম্রাট অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ বাক্সালা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজা চৌদরমন্দের জয়ীপের পর রাজ্য আদায়ের সুবিধার জন্ত বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি সুবা গঠিত হয় এবং সেই সুবেগুলি হইতে আবার জেলা, সরকার ও পরগণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সুবে বাক্সালা শাসনের জন্ত দিল্লীধরের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা নবাব বাক্সালার থাকতেন। এই শেখোক্তা নবাব বংশপরম্পরায় মুর্শিদাবাদের নবাব করিয়া পরিচিত। একজন নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদের রাজ্য আদায়ের সুবিধা না হওয়ার, তাহার অধীনে বেহার, উড়িষ্যা ও ঢাকার এক একজন নায়েব-নাজির (Deputy Governor) রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

[ মুসলমান ইতিহাসাংশে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ]

ইংরাজবিকার বাক্সালার সন্নিবেশ ধর্ম্মে প্রকৃত বঙ্গনামের অনেক বিপর্য্য সাধিত হইয়াছে। উড়িষ্যার উপকূলস্থিত বাল-

\* Stavorinus, Vol I. p. 291n.

† Varthema লিখিয়াছেন, ‘আমি Banghella নগর পরিদর্শন করিয়াছি।’ (Varthema 210) কিন্তু তিনি যে কালিকট ও কোটন ভিন্ন স্থানকে বোধোপদেশ করেন নাই, তাহা দাঁদিয়া ডি ওটার লেখনীতে নিবৃত্ত হইয়াছে। (Colloquies. f. 30)

‡ A chart of 1748 in Dalrymple Collection.

§ “Arracan.....is bounded on the North West by the kingdom of Bengala, some Authors making Chatigam to be its first Frontier City; but Teizaira, and generally the Portugues, writers, reckon that as a City of BENGALA; and not only so, but place the City of Bengala itself..... more South than Chatigam. The I confess a late French geographer has put Bengala in his catalogue of imaginary Cities.” Orington, (1690) 554.

বর হইতে বেহারের মধ্যবর্তী পাতনা পর্যন্ত স্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বতগুলি কুঠি ছিল, তাহা উক্ত কোম্পানীর দপ্তরে 'Bengal E-stablishment' করিয়া বর্ণিত দেখা যায়। ক্রান্তিস কাণ্ডেজ চট্টগ্রামের সুদূর পূর্ব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা পয়েন্ট (Palmyra Point) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা-প্রবাহিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। পার্কাসের (Purchas) মতে, এই উপকূলভাগ প্রায় ৬০০ মাইল।

বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ নবীমালা ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ, পার্শ্বভূমিতে, উহা মধ্যপ্রদেশের অধিন্যতা হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক রাখিয়াছে। উড়িষ্যা বিভাগ মহানদী ও অন্তর্গত কতকগুলি নদীর বরাপে সমাচ্ছন্ন। ঐ নদীগুলি প্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করব পার্শ্বত্যা রাজ্য (Tributary Hill State) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসিয়াছে। উড়িষ্যার সন্দ্রোপকূল হইতে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের সাগর-সীমা এবং উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ পদ্মবাচ্য। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বরাপ-ভূমি বলিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নদীবয়ের ও তাহার শাখা প্রশাখার প্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেহার বিভাগ খাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উহা গঙ্গার উক্ত উপত্যকা লইয়া গঠিত। বৃহৎপ্রদেশ ও বেহারের সীমার গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্শ্বত্যা ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়া পরিগণিত।

পূর্বাংশের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার সীমা কোর, সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্শ্ববর্তী রাজত্ববর্গের আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিল্লীর কর্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত হইলেও আরাকান ও ব্রহ্মবাসিগণ বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন অপসৃত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুলতানকেও ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া নিষায়িত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্নেন্ট বিশেষ দৃষ্টিভার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী "ভারতসম্রাজ্ঞী" পদে অভিষিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অঙ্গুর হইয়া উঠিল। ভোটানবৃদ্ধ ও মণিপুরবৃদ্ধাবলানে বাঙ্গালার সীমা পরিবর্তিত হইল। ইংরাজগবর্নেন্ট বাঙ্গালাকে প্রেসিডেন্সীভুক্ত করিয়া লইলেন।

ইংরাজাধিকৃত এই বাঙ্গালা রাজ্য ক্রমে একটা প্রেসিডেন্সী-রূপে বিস্তৃত হইল। উক্ত রাজ্য ও ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অববাহিকা প্রদেশ বলিয়া নহে, শিল্পক্ষেত্রের সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার হিমালয় পৃষ্ঠস্থ শাখা প্রশাখাব্যাপ্তস্থান লইয়া প্রকৃতগণ্যে এই বিভাগ গঠিত। মোট কথায়, বিকশিতশালার উত্তর দিকবর্তী প্রায় সমগ্র আর্ধ্যাবৃত্ত ভূমি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুনা কেবল ঐতিহাসিকতাই বিস্তারিত আছে, কলে তদ্বারা শাসনসম্পন্ন কোন কার্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। ইংরাজরাজের ভারতীয় সেনাদলের সামরিক বিভাগে Commanders-in-chief for Bengal, Madras ও Bombay নামে আজও সেই বিভাগের শাসক রহিয়াছে। যে পাঁচটা স্বহৃৎ প্রদেশ মাত্র লইয়া 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটা প্রদেশেই এখন নির্দিষ্ট বিভিন্ন শাসনকর্তার অধীন; কিন্তু সকলের উপর ভারতরাজপ্রতিনিধি কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী স্বতন্ত্র গবর্নরের দ্বারা শাসিত; কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ বৃহৎপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীর ও আসাম স্বতন্ত্র শাসনকর্তার অধীন হইয়াছে। বস্তুতঃ ছোটলাটের অধীন সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্সী পদ্মবাচ্য হইয়া রহিয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল সেন্সাল রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এইরূপ একটা বিভাগ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

প্রদেশের নাম		ভূগর্ভস্থ হাইল
১	লেক ন্যান্ট গবর্নরসিপ্	অব বেঙ্গল ১৯৩১৯৮
২	ঐ ঐ	বৃহৎপ্রদেশ ১১২২২২
৩	ঐ ঐ	পঞ্জাব ১৬২৪৪১
৪	চিক কমিসনরসিপ্	আসাম ৪৬০৪১
৫	কমিশনরসিপ্	আজমীর ১৭১১

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী এই ঐতিহাসিক বিভাগ, সংঘটিত হইবার বহুপরে অর্থাৎ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে একটা স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর জন্মভূমি, বাতা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা লইয়া প্রাধান্যতঃ গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীর দপ্তরে নিম্ন বঙ্গ (Lower Bengal) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃষ্ট।

উপরোক্ত সীমা-সন্নিবিষ্ট বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষ কোন অঙ্গুরই ঘটে নাই। দক্ষিণে তরঙ্গ-সকল বঙ্গোপসাগর উত্তরে উড়িষ্যালার সাগর-সৈকত বিস্তৃত

করিতেছে। উত্তরে হিমাচলশিখর ক্রমোচ্চ শৃঙ্গমালায় সমা-  
রোহিত হইয়া যেন একটি অভিন্নব দৃশ্যটি উন্মোচিত করিয়া  
দিতেছে। সেই তুবারমণ্ডিত শিখরশিরে অরুণকিরণ  
প্রতিফলিত হইয়া তুবারধবল পর্কতসাহু একটি জ্যোতির্ময়  
হৈমন্তপে পর্যাবসিত হইয়াছে। দিবাভাগে কখন তাহা  
স্বধাকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া দিগন্ত আলোকে পূর্ণ করি-  
তেছে, কখন বা গাঢ় কুজ্জটিকার সমাচ্ছাদিত থাকিয়া অপূর্ণ  
মেঘমালায় স্তায় নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পর্কত-  
গাত্র বিদ্যোত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতবিন্দুসমূহ প্রথর গতিতে  
সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের সংযোগে  
পুষ্টকলেশ্বর হইয়া এক একটি প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে প্রবাহিত  
হইতেছে। উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপাদনিঃসৃত গঙ্গা ও  
ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান প্রবাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা  
বা খাল মাত্র। [ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দেখ। ]

এই নদীমালাই বাল্যলার শোভা ও শত-সমৃদ্ধির একমাত্র  
কারণ। হিমালয়পৃষ্ঠ, অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চস্থানসমূহ বিদ্যোত  
করিয়া এই নদীমালা নিরবঙ্গের নিরভূমিতে একটি নৃপুত্র আনিয়া  
সঞ্চর করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্বরতাশক্তি এতাদৃশ অধিক  
যে, যে স্থলে ঐরূপ স্তর লক্ষিত হয়, তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন  
প্রকার শত উপর হইয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর  
উপত্যকা ষণ্ড এবং নিরবঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদী-  
জালে সমাচ্ছন্ন হওয়ার শতক্ষেত্রসমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা  
ঘটিয়াছে। কখন কখন ঐ নদী সকল বজ্রবিভাঙিত হইয়া  
উত্তর তীরবর্তী গ্রামসমূহ জলময় করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠ  
এক প্রকার পলি পড়ে। ঐ পলিও শস্তোৎপাদনের বিশেষ  
উপযোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল  
প্রকৃতিতে জল আনিয়া চাষবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উক্ত  
ভূমিতে কৃষ বা পুষ্করিণাগুলি খনন দ্বারাও কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়।  
এই সকল কৃষিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গরী, গণ্ডগ্রাম, নগর বা  
বাণিজ্যপ্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সরিধানের নগর-  
বাসিগণের বহুব্রয়োপিত শুল্কোজ্ঞান, অথবা ফলবৃদ্ধিকারি  
পরিশোধিত উপবনসমূহ ও তদ্ব্যবস্থার অট্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য্য  
বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গাধি নদীতীরবর্তী গ্রাম বা নগরসমূহ,  
বিশেষতঃ দানের ঘাটে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ-  
বাসীর ধর্মপ্রাণভায় ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচর প্রদান করিতেছে।  
গ্রাম-মধ্য বা পার্শ্ব এই সকল অট্টালিকা বা মন্দির ভ্রামল গ্রামা  
বৈভিক্রমের একপ্রভা ভঙ্গ করিয়া বিতেছে। কোথাও কোথাও  
ভয়মন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি বিদ্যত হইয়া জলপূর্ণ তৃণ-  
রাশিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্তিনিবর্ন

প্রয়ত্তবিশেষ আলোচনার যিনি। পার্শ্বতা ঘনমালায়। ঐ  
সকল তৃণোপরি গঠিত জলদে জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যের বিশেষ  
বিকাশ না থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় হিংস্র জীবের বাস  
ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাশির অনুরেও ভিন্ন দৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
গ্রাম বিস্তারিত আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাল্যলার বিভিন্ন নদী-  
বর্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এতই  
বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূবার সম্মিত হইয়া  
দর্শকের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে।

এই বাল্যলা প্রদেশে যতগুলি নদী বা শাখা নদী দেখা যায়,  
তদ্ব্যযো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। বর্ষা, শোণ, গণ্ডক, কুলী,  
তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙ্গী-সঙ্গমে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত),  
দামোদর, রূপনারায়ণ ও মহানদী প্রভৃতি অপর কর্তী নদী অণেকা-  
কৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন  
অনেকগুলি শাখা নদী, অথবা নদীর অংশ বিশেষ বিভিন্ন নামে  
পরিচিত আছে। যথা—অজয়, আলাখালী, অমানং, অধার-  
মাণিক, আড়িগাল-খা, আড়পাঙ্গালী, আঠারবাঁকা, আড়াই  
(আহেরী), গুরগা, বহুদোনা, বাগ্‌লা, বাগদেবী খাল, বাঘখালী,  
বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈতরণী, বজ্রেশ্বর, বজ্রা, বলবীরা,  
বলেশ্বর বা হরিঘাটা, বানর, বনাস, বঙ্গদুর্নী, বঙ্গালী, বাণগঙ্গা,  
বাল্লারা, বাঁকা, বড়কেনী, বরাকর, বড়কুলিয়া, বড়াল, বড়ানাই,  
বারাঙ্গিয়া, বর্গার, বরুদা, বাটী, বরা, বেঙ্গা, বেণী, বেতনা বা বুধ-  
হাটা, ভদ্রা বা হরিহর, ভৈরব, ভাগবী, ভোলা, ভোলাদী, ভোলা,  
ভুরঙ্গী, বিভাধরী, বিজয়গঙ্গা, বিজাই, বিলুয়া, বিষখালী, ব্রাহ্মণী,  
বুড়া ধলী, বড়তিস্তা, বুড়ামন্ডেশ্বর, বড়বলক, বুড়ীগওক, বুড়ীগঙ্গা,  
বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইমা, চলানী, চলনা, চাঁদখালী, চেকনাই,  
চোপা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিঙ্গা, চুণী, ডাকা-  
তিয়া, দাঁক, দুর্গাবতী, দাউল, দমা, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী,  
ধলকিশোর বা দারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনাজি, ধনোতী,  
ধাপা, ধর্গা, ধর্দী, ঢাউল, ধোবা বা কাওনদী, ধেরেম, ধুবুয়া,  
ডিমড়া, দুধকুমার, দুধুয়া, ঢলাই, গর্তেশ্বরী, গদাধর, গলঘলিয়া,  
গণ্ডকী, গণ্ডার, গঙ্গানী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়ুট,  
ঘাঘর, গাজীখালী, ঘোড়াখালি, গুগুদী, গোমতী, গুমানী,  
গুয়াবুয়া, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হলদা, হলদী, হাঁচা-কাটাখাল,  
হালুয়া, হালী, হনু, হারোয়া, হারাবতী, হরগাংর, হাড়ভাঙ্গা,  
হবোরা, হাতিয়া, ইব, ইচামতী, ইজরী, জয়গাল, জলধক্কা,  
যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, রূপকণিয়া, বরাহী, বিকিয়া, বিনাই,  
মৌবনেশ্বরী, কপোতাক, কালাকুলী, কালাই, কালানদী,  
করতোয়া, কালীগঙ্গা, কালীগঙ্গী, কালীহুও, কালিকী, কাল-  
জানী, কংলা, কাগানদী, কাকী, কাংসা, কড়াই, কার্কাডা,

কাঁকশিয়ালী, কালা, কাঁসবান, কাপাই, করুরী, উত্তর ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালজ, কাশী, কল্লুখাখড়ী, কটকী, কটনা, কয়া, কোলো, কিউল, খয়রাবাদ, খানবানলী, খারী, খড়িয়া, খরখাই, খণ্ডয়া, খাটসা, খোলপেটুয়া, খুঁদিয়া, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল, কোহেরা, কোইনা, কুইয়া, কুহুট, কুলটাগাজ, কুমারী, কুপুর, কুশভদ্রা, কোশিকী বা কুশী, লাক্‌হাওয়াই, লক্ষ্মীয়া, লক্ষ্মীদোনা, লালবক্যা, লীলাজন, ছোট রণজিৎ, ছোট বলান, লোক, লোরান, মাদারি, মাতামুড়ি, মহোন, মহানন্দা, মাইপাড়া, মান, ময়, মরা হিরণ, মেঘনা, মরানলী, মরা-তিত্তা, মর্তাতা বা কাজানলী, মরচ্চাপ-গাজ, মলান, মাতাভালা বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা রায়মাতলা, ময়ুরাকী, মেটী, মেনিখালী, মোহনী, মুর্চর, মুন্ডনাই, মুরহর, মুড়িখালী, নাগর, নক্টি, নন্দাকুজা, নারদ, নরশিলা, নর্তী, নেয়র, নীলকুমার, নুননদী, নুনা, পয়া, পাইকা, পণার, পকান, পাঁচপাড়া, পাণ্ডাই, পাজালী, পর্দাপ, পসর, পাটকি, পাতরো, পটুয়াখালী, কল্ল, ফেবী, ফুলপুর, পিয়ালী, নীতাহ, শিখরাগঞ্জ, প্রাচী, পুণপুণ, পূর্ণভবা (পূনর্ভবা), রায়চাক, রার-মা, রামমান বা রমান, রামরায়কা, রাম্‌ওঙ্গ, রংগুন, রণজিৎ, রাসো, রাগনা, রড়ুয়া, রেহর, রৌলী, রূপ-নারায়ণ, রূপসা, সালন্দী, শালী, শালিগ্রামী, (গণ্ডকাংশ), সন্দীপ, সজয়, সাকোশ, সরস্বতী, সগুয়া, সাতখড়িয়া, সোরা, শাহবাজপুর, শিয়ালভাঙ্গা, শিয়ালমারী, শিবসা, শিখরগা, শিলা, সিংহরগ, সিঙ্গিয়া, সিংহীমারী, শোভনালী, সোণাই, সোণাখালী, শঙ্কুয়া, শ্রী, স্বর্ণরগা, শুলক, শূরা, তলাবা, তালেশ্বর, তামলানলী, তপন, তেরলো, তিলেয়া, তিলাই, তিলগুয়া, তিতাস, তুলসী-গঙ্গা, তুগীন্দী প্রভৃতি।

উপরোক্ত নদী বা তাহার শাখাসমূহ এবং তাহাদের সংযুক্ত খালগুলি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত থাকায় কৃষিকেন্দ্রাদিতে জলদানের যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে, নোকাযোগে পণ্যাদ্যা গিয়া যাত্রাচারিতরও সেইরূপ সুবিধা আছে। হুংখের বিষয়, প্রাকৃতিক পরিবর্তন নদীর গতি ভিন্নদিকে চালিত হওয়ার অনেক নদীর প্রাচীন পাত প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ খাতগুলিতে বর্ষাক্ত বাতীত অল্প সময় অতি সামান্যই জল থাকে। এরূপ খাতগুলি মরাতিত্তা, বড়ীগঙ্গা প্রভৃতি নামে পরিচিত। অপর কতকগুলিতে স্থানে স্থানে আদৌ জল থাকে না। ইহার উপর, নানান্যানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার নদীবক্ষে সেতু নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে কোন কোন নদীর বেগ ধর্ম হইয়া পলিভাত চর দ্বারা উহার পরিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। অনেক মরা নদী খরাট করিয়া তহপরি শৌহবদ্য বিস্তারিত

হইয়াছে। আবার রাজস্বের হাৰাণ ও বাণিজ্যের বিস্তারকর গবর্মেণ্ট বাহাদুর স্থানে স্থানে নতুন খাল কাটিয়া একদেশবাসীর মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া অপর প্রকার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্বতন অনেক নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া এখন শস্তক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। তাম্র-বানী জলকটে হাহাকার করিতেছে। বারিপাতরূপ জগদীশ্বরের অনুকম্পা বাতীত তথাকার প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কোথাও বা লক্‌গেট, বাধ প্রভৃতির দ্বারা দেশবাসীর বিধান হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রস্থ বাঙ্গালার নদীর বাহলা থাকিতেও এখন জলাভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষ ও অনাকটে প্রজাবর্গ প্রণীড়িত।

নদী বাতীত স্থানে স্থানে কূপতড়াগাদি হইতে স্থানীয় জলাভাব বিদূরিত হইতেছে। সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানান্যানে পার্শ্বাভ্যন্তরীণ ক্রমোচ্চ-নিম্ন ভূমিতে বাধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা বাতীত এই বাধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকারী। উড়িয়ার চিলকাহর বাতীত বাঙ্গালার আর সেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হ্রদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণাক্ত থাকায় সাধারণের নিকট ততদূর আদরবীর্য নহে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ বিস্তৃত “বান ভূমি” গবর্মেণ্টের তালিকার “Salt lake” বলিয়া উক্ত আছে।

মুকের, রাজগুহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম প্রভৃতি নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উষ্ণ জলপূর্ণ প্রস্তবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই তীর্থক্ষেত্ররূপে বিদিত হইয়া আসিতেছে। আকাশ-গঙ্গা, লবণাখ্যা, মোতিঝরণা, ঝরিকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, হৃদয়কুণ্ড প্রভৃতি নামে ঐ সকল প্রস্তবণতীর্থ বিদিত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। প্রস্তবণগুলি যে প্রাচীনযুগের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব-অধ্যয়নে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

চতুর্থ।

ভূতত্ত্ববিদগণ বিশেষ গুরুত্বা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন যে, মিহিবান্ধর অবিকারিত নদী হইতেছিল। কালবশে সমুদ্র-স্তর বতই পচ্চাতে হইয়া গিয়াছে, ততই নিম্নবল চররূপে অভ্যর্থিত হইয়া জনসমাজের বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভনিহিত শব্দক মৎস্যাদির প্রস্তুতীকৃত অস্থি এবং নদীভূত বস্তুসমূহ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মহাভারতের বনপর্বে ১:৩ অধ্যায় বৃষ্টিবীরের তীর্থবান্ধাবিবরণে

কৌশিকী তীরের কিছু দূরে পঞ্চশত নদীমুখ গঙ্গাসাগরসন্মম এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিকবিশ্ব থাকার বেশ বুঝা যায় যে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাষ্ট্রের কিয়দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌশিকীর বর্তমান নাম কুশী। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী হরিশাল প্রভৃতি গ্রামের নিকট কৌশিকীর প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাঙ্গদূত মেগেস্থেনিস পাটনায় ৩০০ মাইল দূরে গঙ্গাসাগর-সন্মমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন \*। এই বিবরণগুলি যে প্রাপ্তক ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আজকাল বঙ্গের আমরা নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে সন্ধীপ প্রভৃতি চরজাত বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্তী নদী সকলের মোহানার পলি পড়িয়া চর হইতে ক্রমে বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই কারণে অনেক স্থানের নাম-শেবে ‘বীপ’ ‘দিয়া’ ও ‘চর’ শব্দ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রবীপ, নববীপ, অগ্রবীপ, গুচ্চর, বকচর, কাঁটাদিয়া, রূপদিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ ঐরূপেই পলিজ চর হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

তৎকালীন লোকসমাজের প্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উপবন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সেই চরাভিধান অপসৃত হয় নাই। চন্দ্রদহ, বড়দহ, শিবদহ প্রভৃতি বঙ্গের নদীগর্ভ হইতে কালে সৌধমালা-মণ্ডিত সুরমা নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীস্রোতে সমানীত বাসুকণাও মোহানাহ সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়া চরভূমির উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে সাগরতীর্থবাত্রিগণ সমবেত হইয়া স্নানাদি করেন, কিছুকাল পরে উহা সমুদ্রগর্ভ তেন করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে নগরে পরিণত হইয়া যাইবে।

কেননা নদীর সাগরসন্মম স্থলে বাহরা, মানপুরা প্রভৃতি বীপ বাহা ৭০৮০ বর্ষ পূর্বে কেবল তাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও কোয়ারের সময় ডুবিয়া বাইত, বাহা তখন সম্পূর্ণ বাহার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নালীরচর, কালকন্ডর নামে আরও দুইটা ক্ষুদ্র বীপ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও উহা জলদগ্ধ জলাজরি ছিল, এখন তথায় বহু লোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাণাবাহা নামক কয়েকটা বীপ, কুড়িমুখুড়ি চর, খোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বীপ গত ৬০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে

লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অভ্যন্তর দক্ষিণভাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উদ্ভিত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইয়া থাকে এবং নূতন জল কাটাইয়া আবাস ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নদীস্রোতঃ-চালিত বাসুকণা নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের উৎপত্তি ঘটায়, এ কথা সর্ববাসিগম্যত। এই বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য বহন করিয়া সমুদ্রতটে চালিয়া দিতেছে, তাহা গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ গত হইল, কএকজন অভিজ্ঞ যুরোপীয় পণ্ডিত গাজীপুরে বসিয়া মানা উপায়প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসন্মম স্থলে ১৭০৬২৪০০০০ মণ মাটি বহন করিয়া চালিয়া দিতেছেন। কিন্তু গাজীপুরের দক্ষিণে বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, হুন্দর-বনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী এবং তাহার পর উত্তরপূর্ব-কোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও কত মাটি বাহিয়া আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

উপরোক্ত মৃত্তিকাতরঙ্গের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, নিম্নে বিভাগ নির্দেশ সহকারে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া তালীরখীর উৎপত্তিস্থান ছাপগাটা পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপগাটা হইতে তালীরখীর পশ্চিমদ্বার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, মোটামোট প্রায় এক প্রকৃতির মাটি দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টান্তে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ট হয়; কিন্তু মূল দৃষ্টান্তে উহা প্রায় একই প্রকার। ইহার সর্বত্রই সমান কঁকর ও পাথর পূর্ণ, অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি বিভ্রম। বিদ্য ও পূর্বমাটি পর্বতশ্রেণীর মাটির প্রকৃতির সহিত ইহার অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ এক বিষয়ে উভয়ই সমান—কঁকর ও পাথর পূর্ণ পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে কঁকর বা পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, (যেমন বর্তমান জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ,) সেখানে মাটি এত কঠিন যে তাহাকেও পাথরের অস্বচ্ছতাবহা বলিয়া কখন কখন বাইতে পারে এবং তাহার প্রকৃতিও এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোথায়ও তদনুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই ভূভাগের মাটি বহু হুগলীভার হইতে নির্মিত, হুতরাং সোজা কথায় ইহাকে পাকা মাটি বলা বাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, এক সময়ে সমুদ্র

\* Megasthenes Fragments, vi.

পৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথবা আরও পূর্বে, গঙ্গাসাগর সমন্বয় রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় অদ্বীত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উক্ত প্রদেশ হইতে পদ্মার উত্তর তট পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার—সর্বত্রই হিমালয়ের গাত্রবিধোত বালুকাময় বিস্তৃত। তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকামিশ্রিত মো-আঁশ মাটি জমিয়া ঐ মৃত্তিকাকে চাষ আবাদাদি কার্যের উপযোগী করিয়াছে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-মোত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই স্বল্পপরিমাণে জনসিক্ত ও আর্দ্র রহিয়াছে। ঐ মৃত্তিকার বালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল প্রদেশে কৃপ ধনন ব্যতীত, অল্প উপায় নাই। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বাশী ভাঙ্গিয়া গর্ত বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীর্ঘিকা খনন করা যাইতে পারে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সমুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়-পাদদেশে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্মিত হওয়ার “ইওসিন” যুগে, হিমালয়ের ভূদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। কেবল তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ইওসিনের পর মিওসিন, পিওসিন এবং তাহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর-নির্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন স্তরেই প্রথম মল্লভাস্করীর চিক প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিকগুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। উপর মিওসিন হইতেই কেবল মানবীর অস্তিত্বের স্পষ্ট চিক প্রাপ্ত হওয়া ধর্য বলিয়া উহাকে মানবীর যুগের আরম্ভকাল বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিভ্রমণ বালী আজিও প্রত্যক্ষদৃষ্ট্য পরিণত না হইয়া যে নিষ্কাশন পতিত রহিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বর্তমান বালুকাময় হিমালয়ের গাত্রবিধোত প্রস্তরবস্তুরা জির আর কিছুই নহে—এক হিমালয়ের ঢালু-প্রদেশ তার প্রস্তর-

প্রথম অববাহিকা ভূমি, সুতরাং বালী জমিবার পক্ষে অল্পবিধা কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিরাংশের জমি ভদ্রপেক্ষা কিছু আধুনিক হইলেও, অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকায় যে পরিমাণে সূক্ষতা দেখা যায়, ঐ পুরাতন জমির কোন অংশে সেদুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। এই ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহিক্রিয়া নিরন্তর সম্পাদিত হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ; তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, ঐ সকল ভূভাগ জমিবার বহুকাল পূর্বে ঐ শুশীকৃত অসীম বালুকাময় ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতট হইতে নগরমালা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে তমোলুকের নিকটবর্তী স্থানসমূহ। নৈসর্গিক কারণ বিশেষে সমুদ্র সরিয়া গেলে, বেরূপ প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমুদ্র অস্তর্হিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে বালিয়াড়ী বলা হয়), তাহাই ঐ সকল নবোদিত স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু। এই সকল স্তূপ কোথাও খণ্ড খণ্ড পর্বতাকারে বিদ্যমান আছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটবর্তী বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র, কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পর্বতাকারে পরিণত। এই সকল পর্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তূপ পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীরের নিকট যে পর্বতমালা আছে, তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে আরের অভাববিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি একা পরিণতি কতকংশ উক্ত প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড় হইতে ঘটয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব সীমার দক্ষিণ হইতে উত্তরযুগে যে পর্বতমালা প্রবাহিত হইয়া হিমালয়ে

\* ইওসিন যুগে যে সামর-জল হিমালয়ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রৈতা-যুগে লঙ্কাপ্রদেশের পর, তাহা ভাষ্যভিত্তিক নিম্নে হিমালয় পৃষ্ঠ ভাগ করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কাস্থানে সরিয়া যায়। লঙ্কাবাসীরা বিস্তৃত ভূপৃষ্ঠ ও ঐ সময়ে প্রাকৃতিক নিম্নে জলপ্রবাহে হানাতারিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কদম্ব ও দীপাবলী পুনর্নির্মিত করে। অতীতকালে এই লঙ্কা বর্তমান। অধুনান বহু ভাঙা-বোঁকা হয়ে নিম্নবর্তন উপপত্তি।



সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্বত হইতে এই বালিয়াড়ীনির্মিত পর্বতমালায় প্রকৃতি সম্পূর্ণ বতর। সে সকল পর্বতমালা বহুযুগ পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ বোত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কাল তথা হইতে সরিয়া গিয়া এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকল উত্থত করিয়াছে। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুশরিমাণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে।

চতুর্থ বিভাগ।—এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্বত্র পষলময়, কোন কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার এবং উত্তরে মালদাহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে অতি স্পষ্টরূপে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্যন্ত পাথর ও কঁকর-মুক্ত কঠিন রাস্তা ও এঁটেল মাটি এবং ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত ভূমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলার দোআঁস পলিমুক্ত মাটি বা কেবল রাজমহল ও মালদাহের পার বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথীর বাপ্ত দুই পারের মাটির তুলনা করিলে, তত্ত্বের প্রকৃতিগত ভেদ সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। যে পর্যন্ত নদীর ক্রিমার মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই গাঙ্গেয় বর্ষীয় ভূভাগই চতুর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদীসমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকার সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বর্ষাপের সমস্ত ভূমিভাগই নির্মিত হইয়াছে। একান্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগেই পলি মাটি সকল অতি অধিকৃতভাবে বর্তমান দেখা যায়। ফলতঃ এই পলি মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত ভূমির উর্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকার তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই ভূমিতে বহুবার কসল হইয়া থাকে এবং ভূমি পতিত থাকিলেও বত শীঘ্র জললে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না।

পূর্ব কথিত ভূমিসমূহের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় ভূমি সর্ব-পেক্ষা নীরল; বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের

ভূমির জায়, কোন কালেই ঘন জলপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাবির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় ভূমির উর্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় ভূমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থ বিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার জাগিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্মাণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক। এই প্রকার মাটি নির্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাঙ্গ লক্ষিত হয়। ভাটার সময় সমুদ্রের ঢালু ভূমিতে যে প্রকার তরবে তরবে দ্রাব্য রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন দৈর্ঘ্যগিক কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল তরবে তরবে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল ভূমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বায়ুকারাণি তুলীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর গুটিলাত করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিকা-প্রকার নির্মাণ করিবার প্রকরণ অল্পবিধ।

বাঙ্গালার দক্ষিণে চরিল পয়গা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং স্বনামধন্য অবস্থা মনোযোগপূর্বক পরিদর্শন করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভূমিনির্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিমাদ্বারা নদীর সঙ্গ-স্থল সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে ধানিকটা পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট করিয়া জমাট বাঁধে না বা একেবারে সেইভাবে উঁচু হইয়া উঠে না।

নদীপ্রবাহ সন্তোষিত ঐরূপ মৃত্তিকারানি সমুদ্রগর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে মোহনাবিহিত সমুদ্রে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণ-ক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ, অতি অল্প পরিসরযুক্ত স্থানসমূহকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ-ভূখণ্ড নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটা অদ্বিতীয় লম্বা আকার



প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইরা জাগিয়া উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রজলের স্রোত-বেগ আর তাহার গাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইরা উঠিলে, এই সকল গভীর রেখাই, তখন বর্ষাপ মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদ্ভূত ভূমিভাগ উহারের জলক্রিয়া দ্বারা পুনর্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতার প্রাবল্য হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্মিত হইলে, একরূপ চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনার ও আরতনে সামান্য এবং তদ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মুহূর্ত্তাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাও বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না।

গাঙ্গেয় বর্ষাপ এষ্টরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রত্যাপে চলিতেছে। নিতাই মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইরা উঠিতেছে। উপরোক্ত ভূগঠনপ্রক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা-নির্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। ঐ সকল জমির স্রোতবেগে তখন তাহারের উপর নদী ও খালের যে খাত-রেখা পড়িতে দেখা যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি সুন্দরভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। কালে এ সকল নদীনালাও বিস্তারিত হইয়া সময়ে শুষ্কগর্ভ হইয়া সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সৌভ্যের পূর্ব-দক্ষিণের সমুদ্রভাগও এইরূপে ভরাটপ্রাপ্ত ভূমি-খণ্ডের উদয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ সেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্তমান সুন্দরবনের দ্বার অসংখ্য নদী বা খাল পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মূল-প্রবাহই সর্বাঙ্গেকা প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মূলপ্রবাহ আজিও হুঙ্কার পন্নায় আকারে ভটভূমি বিদূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

কলডঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার যখন সমুদ্রগর্ভে প্রথম বর্ষাপ সমুদ্রিত হয়, তখন গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত

হইয়াছিল এই কারণে চিরন্তন কাল হইতে লোকে গঙ্গার সাধারণ-সঙ্গমকে ‘গঙ্গাসাধনসঙ্গম’ বলিয়া অভিহিত করে। পদ্মা বা মেঘনা সম্ভবতঃ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল, পরে নদীগর্ভে পর্য্য-বসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে দেখা যায় যে, বর্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ভেলপাত ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বকে নৌকা বা জাহাজ বোঙ্গে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তান্নিশিথিতে আনীত হইত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীর খানে প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে ঐ সকল বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গার দ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া ডাকিত। পেরিপ্লুসে গাঙ্গেয় বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে সেই অর্থেই গঙ্গার নির্দেশবদ্ধ হুঁচিৎ হইয়াছে। পেরিপ্লুস হইতে প্রাপ্ত হইবার আনুসঙ্গিক আরও এই ছুইটি প্রমাণ হইতে এই শেবোক্ত অসুমানই ঠিক বলিয়া অবধারণিত করা যায়;—গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় বাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই সামুদ্রিক পোত ব্যবহৃত হইত। এতদ্বিত্ত গঙ্গার মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ “থুসে” নামক একটা প্রকাণ্ড বীপ ছিল। হুতরাং গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্তে বহুবিষ্মত সমুদ্রখাড়ী বিভ্রম্যমান না থাকিলে পেরিপ্লুসের এ ছুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না।

ভাগীরথীর পূর্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বর্ষাপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্মিত ও জলরেখা ছাড়াইরা মস্তকোত্তলন করিলে বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতার, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খান পরিভাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বনপূর্বক, ভাগীরথীর পূর্বকূলের আরও উত্তরপূর্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে পদ্মার গতি কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলায় মাধারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালাঙে নিয় দিয়া বাইরা কীর্তিনাথার দিয়া দিশিরাছে, তথায় ১০৮০ বৎসর পূর্বে পদ্মার মূল খাত ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৯১৭ কোশ উত্তরে। যে ক্ষুদ্র নদী কুয়ার নামে

করিনপুর জেলার সর্বত্র ব্যাপ্ত, আনুমানিক ১২৫ বৎসর পূর্বে, তাহার অনেকাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পদ্মা এখন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গানের বরীপের অবস্থা এখন এইরূপই ছিল; তখনকার দেশবিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীম-পরিজ্ঞাতক হিউএন্ সিরাস কাম্বিনগড়ের পরেই পৌণ্ডবর্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ক্রাহেকগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থান কাম্বিনগড় বলিয়া অনুমিত হয়। তথায় পূর্বভোপরি তেলিগাড় নামক একটা প্রাচীন কেল্লা, অনেক স্তম্ভ ও স্তম্ভের গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং অনেক তরু দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহা হউক, এই কাম্বিনগড় ও কুশী নদীর পূর্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিমা, মালবহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ডবর্ধন রাজ্য। পৌণ্ডবর্ধনের পূর্বে এক ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন প্রাক্কোত্তি বা কামরূপ রাজ্য।

হিউএন্ সিরাস লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্ সিরাসের অভিপ্রায়। বর্তমান ঢাকা, পাবনা, প্রভৃতি জেলা বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পদ্মার বর্তমান খালের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত থাকে। পদ্মা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্তমান স্থানে সরিয়া বাওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গানের বরীপের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের সমতট রাজ্যের আরতন পদ্মার প্রসরণশীল গতিয় দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন?—এ কালের বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সমস্ত ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দ্বারা পদ্মা প্রবাহিত হওয়ার, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক, সমতটের দক্ষিণ-ভূভাগ যে সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিক ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিসাতিদি বিবিধ অনাধিকারিত নিবাস ছিল।

পূর্বোক্ত কাম্বিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এক ভাগীরথীর পশ্চিম তট বাহির প্রাচীন কামরাজ্য। উহা দক্ষিণে মেদিনীপুরের

সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। রামারণ, মহাতাহত ও পুরাণাদিতে যে বহু নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন এক সময়ে রাঢ় ও কর্ণস্বর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। উহার দক্ষিণভাগস্থিত বর্তমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তর-ভূভাগ কর্ণস্বর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গোড়-নগর গোড়ার প্রাচীন পৌণ্ডবর্ধনেরই অন্তর্গত ছিল; পরে গোড়নগরের সমৃদ্ধি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন কি, বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গোড়দেশ ও গোড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমানাধিকারে লক্ষ্মণাবতীরও প্রসিদ্ধি ঘটে। গোড় নাম প্রবল হওয়ার, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম গুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলাও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্তমান তমলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাতারতের বনপর্কে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চদশ নদীসমবিত গঙ্গাসাগরে ত্রীর্থমানাদি করিয়া, সমুদ্রের ধার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। [ তাম্রলিপ্তি দেখ। ]

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সৰ্ব্বত্র বাহা লিখিত হইল, তাহার আত্মপূর্ণিক ইতিহাস বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সবিতার আলোচিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ ব্রান্‌কোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বাসুকা-কর্দমমিশ্রিত জীবদেহ ও উদ্ভিদাদিভাঙে পলিঙ্গ স্তরবিশেষ (Loam) রূপান্তরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি জন্ম হয়। ক্রমে তদুপরি নদীজলবিশোধে বাসুকাৰুণ্য সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণা ও যশোর-জেলায় নানাস্থানের পুষ্করী এখনকালে ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাত্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার শিবাবহের নিকটে একটা পুষ্করী এখনকালে তিনি ভূপৃষ্ঠের পর বধ্যক্রমে 'কাইন্‌ সাও' লোম, হু ক্রে ও পিট লেয়ার (Peat layer) বা অপরিণত পাথুরে কয়লার সামান্য স্তর দেখিতে পান। নিরবধির স্থানবিশেষে এই পিট লেয়ার বা ককর্ণ করলান্তর ২০' হইতে ৩০' কিট পর্যন্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট আছে। এই ককর্ণস্তরের অব্যবহিত পরে প্রায় ১১ কিট পর্যন্ত বাসুকামিশ্রিত কর্দমস্তর (Sand clay), তাহার পর ১৫ কিট পর্যন্ত পুনরায় হু ক্রে নামক স্তর। খোবোক্ত হুইটী স্তরে তিনি অনাথ্য উন্নতিশিরঃ স্থানীয় গায়েছ, গুড়ি,

বাসাবন মূলত বৃক্ষাদির বহু ও শব্দ শব্দক শ্রেণীর বহুবিধ জীবাবিহি নিহিত সেবিয়া ছিলেন। তাহাতে বেশ অল্পমান হয় যে, এক সময়ে শিবাবহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশঃ উহা আগিয়া উঠিয়াছে এবং ঐ স্তম্ভরী গুঁড়িগুলি স্তম্ভরবনের বিস্তৃতির সাক্ষাদান করিতেছে।

কিছুকাল পূর্বে, কলিকাতা কোর্ট উইলিয়ম হার্গে ৪৮১ ফিট গভীর একটি কূপ কাটা হয়। ভূগর্ভ হইতে যথাক্রমে ঐ কূপগর্ভ হইতে বালুকা, কদম, পিট ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। ভূগর্ভ হইতে ৩৫০ ফিট নিরে প্রথমে কঙ্কণের পৃষ্ঠাংশ, তদনন্তর ৩৮০ ফিট নিরে স্মিট জলজীবী শব্দক আতির মৃত্যু-স্তর এবং তাহার পর ক্ষুদ্র বনমালায় নিদর্শন (a bed of decayed wood) লক্ষ্যভূত হয়। ঐ বৃক্ষাবয়বদি নিরীক্ষণ করিলে উপলব্ধি হয় যে, বর্তমান ভূগর্ভ হইতে ৩৮০ ফিট নিরে অবস্থিত ভূগর্ভস্তরটী বহুদিন পূর্বে নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু ঐ ভূগর্ভ বর্তমান স্তম্ভরবনের সমতল প্রান্তরের জায় যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে অবশ্যই উহা সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়াই সম্ভব। এরূপ স্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে ঐ বৃক্ষাদি প্রাচীন বঙ্গপৃষ্ঠ পরিমোচিত করিয়াছিল, কালে উহা ভূমিকম্পাদি কোন নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর নদীস্রোতে এই প্রভূত মৃৎপিণ্ড তত্তপরি সঞ্চিত হইয়া বর্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে; অথবা সেই সময়ে ঐ স্থান ক্রমশঃ চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উঠে উঠিয়াছিল।

ভূগর্ভর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া করলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙ্গালার এই করলার খনির অভাব নাই। রাণীগঞ্জের করলার খনি বিশেষ বিখ্যাত। এখন বরাকর ও বাঁকুড়া জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে করলার খাদ কাটিয়া করলা উত্তোলিত হইতেছে। এই সুবিধৃত খাদ দৃষ্টে অল্পমান হয় যে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত একটি নিবিড় বন বিস্তারিত ছিল। [ করলা ও প্রস্তর শব্দ দেখ ]

করলা ভিন্ন ভূগর্ভে লোহ ও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীরভূমে কারখানা করিয়া লোহা গালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে দেশীয় প্রথায় লোহা গালাই হইয়া থাকে। [ লোহ দেখ ]

পূর্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য একটি বিস্তৃত কারখানা ছিল। গবর্নমেন্ট বিলাতী লবণ-বাণিজ্যের হিতার্থে দেশীয় লবণ প্রস্তুত প্রথা রহিত করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীয় বিবি অস্থানারে দেশীয় সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। [ লবণ দেখ ]

বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য কোন পর্বত নাই। উত্তরে একমাত্র হিমাচলপৃষ্ঠ দার্জিলিং শৃঙ্গভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাট বাহ্যুর তথায় রাজকাধ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন ঐ স্থান ও তৎপাদমূল্য কাঁসীও নগর স্বাভাব্যরূপে পরিগণিত। এতদ্বি পশ্চিমাংশে বাঁকুড়া হইতে ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে গওশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পর্বতগুলি বিদ্যাপাদ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, আয়েরগিরির উদগারিত গলিত আব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্বতশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পর্বতের এক একটি অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। খশিয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি পর্বতমালা এখন আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পর্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত আছে। [ পর্বত ও প্রস্তর দেখ ]

#### উৎপন্ন ভাষা ও অধিবাসী।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা প্রদেশ ব্রিটিশরাজের শাসন-ব্যবহার সুবিধা-কল্পে ৪৭টা জেলায় বিভক্ত ছিল। ঐ জেলাগুলির মধ্যে বরিশাল ( বাধরগঞ্জ ), ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মুন্সিংগপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধাতু উৎপন্ন হয়। বাকীপুর বা পাটনা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুন্সের, সারগ, সাঁওতাল পরগণা, নবীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ধাতু অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গোষ্ঠ্য জন্মে। ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব-কথিত ২৪ পরগণা, নবীয়া ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে পাট, তামাক, শুট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া তথাকার নানা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতদ্বি বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিশূরা, বগুড়া, গয়া, পূর্ণিমা, হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা, বালেশ্বর, কটক, দার্জিলিং, যশোর, মানডুম, পুরী, চম্পারণ্য ( চম্পারণ ), সিংহভূম, ক্রিত, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত চাষ আছে। বর্তমান কালে হাবড়া উপবিভাগে মেজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হওয়ার উহা একটি সদর জেলারূপে পরিগণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটি জেলা বলিয়া পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সদর তত্ত্ব স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত। বিশেষ বিবরণ জেলায় ইতিহাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [ তত্ত্ব শব্দ দেখ ]

এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে অনেকগুলি নগর আছে, ঐ নগরগুলি প্রধানতঃ তথাকার

বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ গুরুত্ব ও ধনজনপূর্ণ, নিম্নে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল—

নগরের নাম	লোক	নগরের নাম	লোকসংখ্যা
কলিকাতা সহরভলী, ভবানী-	বর্ধমান		৩৪ হাজার
পুর কালীঘাট একত্র ৮ লক্ষ	মেদিনীপুর		৩৩৭ "
পাটনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার	হুগলী ও চুঁচুড়া		৩১ "
হাবড়া ১ " ৫ "	আগরপাড়া		৩০৭ "
ঢাকা ৮০ "	বরাননগর		৩০ "
গয়া ৭৭ "	শান্তিপুর		২৯৭ "
ভাগলপুর ৬৯ "	কৃষ্ণনগর		২৭৭ "
দরভাঙ্গা ৬৬ "	শ্রীরামপুর		২৫৭ "
মুন্সের ৫৬ "	হাজীপুর		২৫ "
ছাপরা ৫২ "	বহরমপুর		২৩৭ "
বেহার ৪৯ "	পুরী		২২ "
আরা ৪৩ "	নৈহাটা		২১৭ "
কটক ৪৩ "	বেতিয়া		২১ "
মুন্সেরপুর ৪২৭ "	সিরাজগঞ্জ		২১ "
মুর্শিদাবাদ ৩৯৭ "	চট্টগ্রাম		২১ "
দানাপুর ৩৮ "	বালেশ্বর		২০ "

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় নিয়মামুসারে বঙ্গরাজ্যকে বিধিত করিয়া উহার কতকংশ লইয়া আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও রাজশাহী জেলা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভাগে সংযুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু মধ্যপ্রদেশ হইতে লম্বলপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীভুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হইবে। এই ৭ কোটির মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বেকার। এই কারণেই যে দেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ৪০ কোটি লোকের মধ্যে শিশু বালিকা ও রমণীগণ গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬০ হাজার লোক গৃহকর্মাদি ব্যতীত অপর কোন কার্যেই করে না। অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষিকার্যের সহযোগিতা করে এবং ভদ্রবশিষ্ট কলকারখানার ও গৃহস্থের বাটীতে কার্যে লিপ্ত থাকে। কতকগুলি বা বাঁশের কাজে, ডাকের গহনা ও জরি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্যে বা তদনুরূপ সামান্য শ্রমিকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বেকার। ইহাদের

মধ্যে বালক ও যুৱকের সংখ্যাই অধিক। প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার লোক কৃষি ও ভূসম্পত্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কলকারখানার ও বিভিন্ন শ্রমিকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অল্পমান ১০ লক্ষ বাণিজ্যিকার্যে লিপ্ত। ভদ্রপেক্ষা কিছু কম দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার লোক গণমন্ডলের যেতনভোগী কন্সটারী।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি লইয়া বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্রকৃত বঙ্গবাসীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদামুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম বা সামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল :—

হিন্দু—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র, বৈদ্য, বাতন, বেগিয়া, গোয়াল, আহীরা, লক্ষ্যপ, কৈবর্ত, জেলে, তিওর, পোদ, তেলী, কদু, গুঁড়ী, কুমার, কামার, গোঁড়, ডাঙ্গুদী, কোএরী, কুম্ভী ইত্যাদি এবং অন্যান্য—সাঁওতাল, কোল, ওরাওন, মুণ্ডা, ভূইয়া, জুমি, খরবার, কোচ ইত্যাদি। অর্ধহিন্দু—চণ্ডাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাগুদী, বাওরী, চামার, মুচী, দোসাধ, মুসাহর, পালী প্রভৃতি। \* এই সকল ও বঙ্গবাসী অজ্ঞাত জাতির বিবরণ অল্পতর প্রবৃত্ত হইয়াছে। [ ততৎ লক্ষ দেখ। ]

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কৃষিকার্যেই এখানকার অধিবাসি-বর্গের প্রধান উপজীবিকা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট প্রধান, তন্নিম্ন এখানকার কৃষকগণ আবশ্যক মত তৈলকর বীজ, ছোলা, কলাই প্রভৃতি নানা শস্যের চাষ করিয়া থাকে। আমন, আউস, বোরো এবং উরী বা জাড়া (জলা) ধান বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শস্য সমরাস্তরে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাট বা কোষ্ঠার চাষ এখন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলের চাষ উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গের নীল-কুটীমাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কএকটা স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে। হিমালয়-পাদমূলস্থ দার্জিলিং জেলাসমূহে চা ও সিনকোনা এবং ভাগলপুর ও বেহার অঞ্চলের নানাস্থানে অর্ধকেনের চাষ আছে।

বর্ধমান অবস্থা।

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির অন্তর্গত ও ক্রমশঃ মল্ল হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রপটে প্রতি-কলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজি অন্নদায় লালারিত। মহাত্মারতীর যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব নিগন্তে রাষ্ট্র হইয়াছিল। বাণীন বাঙ্গালী রাজগণ দোঁড়িও প্রোতপে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন। সূর্যবংশ, পাণবংশ ও সেনবংশীয়

নরপতিগণের বীরকগৌরব শিলালিপিতে ও প্রাচীন কুলগ্রন্থে বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদাশ্রিত হইবার পরও বারহুঁরার অকুল প্রতাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপাবিত্য, কংসনারায়ণ, সীতারাম প্রভৃতির বীরক-কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিবরণ কে না অবগত আছেন? বৌদ্ধ মনের কথা নহে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে জানকীরাণ, বোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা বাঙ্গালার রক্তক্ষেত্রে সমলবলে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। তৎপরে ঊনবিংশ শতাব্দির লেকটেন্যান্ট কানুঘোষও সে বীরক প্রতাবের অক্ষুণ্ণ রশ্মি বহন করিয়াছিলেন—আজিও শ্রীমান জরেশচন্দ্র দ্বিৱাস ব্রজিল রাজ্যে বাঙ্গালীর বীরক ভাতি উদ্ভাসিত করিতেছেন। কিন্তু হুংখের বিবরণ, ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে ও রাজকণ্ডবিধির নিরমবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাত্রও বেন নাই।

হুংখপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশগুলি আর সেরূপ রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন। দরিদ্রতাদোষে তাঁহারাও সকলে এখন নিভেজ ও নিশ্চত। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে উপাধিতারমাত্র বহন করিয়াই সঙ্কষ্ট। কোন কোন রাজবংশ ধ্বংসলাভে অভিভূত হওয়ার গবর্মেন্টের অধীন থাকিয়া বৃত্তিমাত্রের উপভোগী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ধমান-রাজ, বিষ্ণুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চল-ভাকরের রাজধর, ধরভাঙ্গাপতি, খুদিরাজ, বশোররাজ, কোচবিহার-রাজ, নদীয়ারাজ, নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও উদয়পুরের নরপতিবংশ এক্ষণে বল, বীৰ্য ও সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্বির আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তাঁহারা রাজা-হুংখ লাভ ভিন্ন, কখনও স্বাধীনতা লাভের আশা করেন নাই। বরং রাজা হুংখলাভের এক বীর বিবরণসমূহ পরিচুপ্তি-কামনার নিরন্তর অবিবেচকের দ্বারা দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ত-শোষণ করিতেছেন। অর্থকরনিবন্ধন প্রজার বাহুবল অপ-মোহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব ঘটতেছে। ধনহারা প্রজাগণ এইরূপে অন্ন বিনা মারা বাইতেছে। তাহার উপর ভসবান্ কষ্টের উপর কষ্ট দিতে-ছেন, দীনহীন বীর হুংখক্রমে হৃৎকির পর হৃৎকির আসিয়া দেখা দিতেছে, অনাড়ম্বর হেতু জলাভাবে অজ্ঞাতাব ঘটনা প্রজার সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

৩৪।

এই সকল অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট ও বৈদিক খৃষ্টান এবং আদিব অনাচার-কর্তৃসেবী দুই হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্মাবলম্বী হইলেও তাহার সম্প্রদায়-

বিশেষে বিভিন্ন। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বৈষ্ণব হিন্দু শ্রেণীভাগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, কবীরপন্থী প্রভৃতি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের মধ্যেও সেইরূপ সিয়া ও সুন্নী ব্যতীত ওহাবী, ফরাজী প্রভৃতি পৃথক মত বিদ্যমান আছে। আবার খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট ও প্রোটেষ্ট্যান্ট সমাজ ব্যতীত মেথডিস্ট চার্চেল, ওয়েসলিয়ান মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুটারন মিসন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনাচার সম্প্রদায়ের ধর্মমত স্থানভেদে পৃথক পৃথক।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মপ্রভেদের প্রবল বক্তা এক সময়ে বাঙ্গালার অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজ-গণের অধিকারে বৌদ্ধধর্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঙ্গালার বিরাজ করিয়াছিল, আজিও তারিক উপাসনার তাহার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। বৈদিক উপাসনাপদ্ধতি তৎকালে একবারেই বঙ্গ-রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হয়। তাই মহারাজ আদিশুর কনোজ হইতে পঞ্চ সারিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙ্গালার বেদমার্গ প্রশস্ত রাখিতে চেষ্টা করত হন। তাঁহার পরবর্তী সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণও হিন্দুধর্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের কৌলীজ-মর্যাদা এই ব্রহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের অবশ্যক বল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালার জৈনধর্মের বিস্তার ঘটয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীর্তি পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীর্তির বিবরণ বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

অন্তঃপর সেনবংশের অধঃপতনে বাঙ্গালার মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর অভ্যুদয় হয়। সেই সঙ্গে বঙ্গবাসীগণও ইসলাম-ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালার অনেক মুসলমান সাধু, কবির পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল পীরস্থানে আজিও মেলা হয় এবং হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক তথায় বাইরা ভক্তিপূর্বক পূজা দিয়া থাকে। বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) পূজা প্রবর্তিত হইয়াছে। [ মুসলমান শব্দ দেখ। ]

বাঙ্গালার মুসলমানরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দির শেষ সময়ে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবাবীপাশায়ে খ্রীষ্টচন্দ্র মহা-প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত হুসতান হুসেনশাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি বীর বৈকুণ্ঠ প্রচার করেন। তাঁহার তিরোধানের পর, বৈকুণ্ঠের উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। তাঁহার সম্ভাবনিক ও পরবর্তী বৈকুণ্ঠ কবিগণ

ধর্ম প্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা এই রচনা এক কাহারও কাহারও বালা অহবান করিয়া জনসাধারণের নিকট ভাসবতাদি প্রোক্ত বৈষ্ণবধর্মের বিশদ মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া গান। তাহাদের সেই জ্বলন্ত পদলহরী পাঠ ও গান করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীচৈতন্যের পদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপসনাডন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকর্ণপুর, নরোত্তম দাস, বাহুবোব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শিষ্টাশ্রিত, অরবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরাজের জ্ঞানপাথা অতাপিও বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। [শ্রীচৈতন্য ও অপর্যাপ্ত কবির নাম দেখ।]

বৈষ্ণব-ধর্মগ্রন্থের শাখা প্রশাখারূপে কর্ত্তভজা, গুরুসত্য, সতী-মা, হরিবোলা, রাতভিকারী এবং উৎকলের সংকুলী, অনন্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্মমত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দির প্রারম্ভকালে রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মমত প্রচার করেন। তাহা হইতেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতি। তৎপরে তাঁহার প্রবর্তিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান (ব্রাহ্ম) মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গান। [রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহাত্মা রামমোহন বে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে সতীদাহাদি নিষারণরূপ হিন্দুধর্ম মত বিরুদ্ধ যোঁরতর সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন লইয়া হিন্দু অধিবাসিবর্গকে বিব্রত করিয়া তুলিতে ছিলেন, আর সেই সময়েই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে হাজী সরিৎ উল্লা করাজী নামক সংস্কৃত ইসলাম ধর্মমত প্রবর্তন দ্বারা সুন্নী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন \*। [ফরাজী দেখ।]

### বঙ্গের পুরাতন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত। এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা পশ্চিমে বেহারের সীমা হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমা এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উদ্ভিয়ার সীমা পর্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বকালে-এরূপ ছিল না। কখন ইহার আরতন বৃত্তি হইয়াছে, কখন বা নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটা ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

\* Bhattacharya's Oases and Sects of Bengal এবং অন্যান্য বঙ্গদেশের বঙ্গদেশ পরিচয় গ্রন্থ

বৈদিক কালের বঙ্গ।

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটা কত প্রাচীন? এবং 'বঙ্গ' বলিলে কেন হান বুঝায়? অগতের অসি-গ্রহ অঙ্ক-সংহিতার অনার্যনিবাস 'কীকট' (পরবর্তী নাম মগধ), অথবের ঐতরের ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র' এবং অর্ধক-সংহিতার 'অঙ্ক' দেশের উল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ' নাম নাই। আমরা অথবের ঐতরের আরণ্যকে (২।১।১) সর্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাই। বলা—

"ইমাঃ প্রজাপতিশ্চো অভ্যার মাংস্তানীমানি বরাংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যাক্ষমাক্ষিতো বিবিশ ইতি"।\*

'বঙ্গাঃ' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসীগণ, 'বগধাঃ' অর্থাৎ মগধবাসীগণ এবং 'চেরপালাঃ' অর্থাৎ চেরজনপদবাসীগণ। এই ত্রিবিধ প্রজাই কি চূর্ণলতা কি চুরাহার ও কি বহু অপত্যতার কাক, চটক ও পায়াবতাদি সঙ্গ।

বাস্তবিক বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনার্যজাতিসিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বঙ্গাবগধের বাক্স অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দভীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অমুভবী হইয়াছেন।

কেবল ঐতরের আরণ্যক বলিয়া নহে, অঙ্কসংহিতার কীকট বা মগধ অনার্যনিবাস বলিয়া নিশ্চিত। ঐতরের ব্রাহ্মণেও 'পুণ্ড্রাঃ' বা পুণ্ড্রজনপদবাসী 'দন্যনাং চুরিষ্ঠা'

(১) অঙ্ক সংহিতা ৩।৩।১০। (২) ঐতরের ব্রাহ্মণ ৭।১।৮। (৩) অর্ধক-সংহিতা ৪।২।১০।

(৪) এখানে ভাষ্যকার 'বঙ্গাঃ বনগতা বৃক্ষাঃ' 'অবগধাঃ ত্রীহিবদায়া ওবধঃ' 'চেরপালাঃ উরঃপালাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্যকার আনন্দভীর্থ 'বরাংসি' অর্থে পিশাচ, 'বঙ্গাবগধাঃ' অর্থে বাক্স এবং 'চেরপালাঃ' অর্থে অহর নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার ও টীকাকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার বেধায়ে বৃক্ষ, কবচ ও সর্প অর্থ করিলেন, তাহারই টীকাকার সেই দ্বয়ে পিশাচ, বাক্স ও অহর অর্থ বীকার করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ দেখিয়া অধ্যাপক মোকমুলর লিখিয়াছেন—"Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Ohra &c." (Sacred Books of the East, Vol I. p.202f.) অধ্যাপক সত্যরত সামান্যী মহাপণ্ড ও তাঁহার তরীসীকার এইরূপ বাধ্য করিয়াছেন—

"অনন্তরোক্ত বঙ্গ 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপালাঃ' ইত্যন্ত ব্যাখ্যানার্থে কটকরন্য নিম্নোক্তকরন্য; অপি 'বঙ্গাঃ' বঙ্গদেশীঃ 'বগধাঃ' বগধা, 'চেরপালাঃ' চেরনাক্ষম-পদবাসিনঃ। তাত্রিবিধা এষ প্রজাঃ 'বরাংসি' কাকচটকপায়াবতাদিঃকুলুঃ। চূর্ণলতেন চূর্ণলতঃ। ইহাঙ্গদেশতাপি বগধাং পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গদৌর্য্যোঃ কলিঙ্গকুলু যোবোবোবো চেরপালা ইতি।" (পৃঃ ১০০)

ঐতরের আরণ্যকের উক্ত অর্থের সৌভাগ্য অর্থ সর্পীস বলিয়া গ্রহণ করিয়া।



অর্থাৎ দহাদিগের জনক বলিয়া চিহ্নিত এবং অথর্বসংহিতায় অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনাধ্যোচিত শ্রদ্ধাবোধ দেখা যায়। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্তমান বেহার হইতে বাঙ্গলা পর্যন্ত ভূভাগে অনাধ্যোচিত বা আধ্যোচিত জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনাধ্যোচিত প্রভাব হেতুই ঐ সকল স্থানে আধ্যোচিত বাস করা সুবিধাজনক বা নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বোধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণ-কারীকে পুনর্ব্রতন বা সর্কপুষ্ঠা ইষ্ট করিতে হইত।

মহাসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নির্জন বনমধ্যে দুই একজন অগ্নিঋষির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থানে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মহাসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন আধ্যোক্তন যাইতে পারিবে না,—তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে ঋজাতিকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।\*

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ \* বিখামিঞের সন্তান বলিয়া নির্দিষ্ট।\* অথচ মহাসংহিতায় পৌণ্ড্রকগণের বুঘল বা শূদ্রজ গোত্রের কথা আছে। (১০।১৪) ইহাতে মনে হইবে যে যখন বিখামিঞের বংশধরগণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন এদেশে অপর আধ্যোক্তন ত্রৈবর্গিকের বাস ছিল না, একারণ ব্রাহ্মণ অভাবে তাঁহাদের সংস্কার লোপের সহিত তাঁহারা বুঘল ও এখান-কার অনাধ্যোক্তদের সংস্রবে দহাদি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

[ দহাদি ও বুঘল দেখ। ]

কোন সময়ে বঙ্গদেশে আধ্যোক্তন প্রতীক্ষিত হইল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে শূদ্রপাত ও মহাভারতীয় যুগে আধ্যোক্তন প্রতীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় অমর্ত্যরজা নামে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগজ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।\* শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু পূর্বকালে মিথিলার বিদেঘ মাথব কর্তৃক আধ্যোক্তন বিস্তৃত হইয়াছিল।\* বর্তমান জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্বসীমা পর্যন্ত প্রাচীন ‘প্রাগজ্যোতিষ’

দেশ বিস্তৃত ছিল, প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্তমান গোহাটী) উক্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী। এখন কথা হইতেছে যে, মিথিলা (বর্তমান দরভাঙ্গা) ও আসামে আধ্যোক্তন বিস্তৃত হইল, অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্র আধ্যোক্তন স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর? মহাভারতে কর্ণপর্কে (৪৪অঃ) লিখিত আছে, “পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চৈদি দেশীয় মহাক্ষারা সকলেই শাখত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন”।\* এই মহাভারতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্বকই পৌণ্ড্র অর্থাৎ এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম ও আধ্যোক্তন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র পুরুষ অধন্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।\*

মহাভারতের আদিপর্কে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, “ভুলোক পরশুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে অনেক ক্ষত্রিয়-পত্নী বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্র পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাভারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

‘ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গন্ধার্নন করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য ঋষিকে অহরহোধ্য করেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষী

(৪) “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গবু সৌরাষ্ট্রমগধবু চ।

তীর্থযাত্রাঃ বিদ্যা গচ্ছন্ত পুনঃসংস্কারমর্হতি।” (মহু)

(৬) রামায়ণের ৭ম ও ৮ম পুস্তকের বাস আছে। [ পুণ্ড্র দেখ ]

(৭) “এতৎপুণ্ড্রা পুণ্ড্রাঃ মগধাঃ পুলিন্দাঃ সুতিলা ইতুঃস্বতঃ।

অথবা অন্ধ্রিত, বৈখানসিঃ বহুলাঃ কুবিটাঃ।” (৭।১৮)

(৮) রামায়ণ ১।৩০ সর্গ।

(৯) বঙ্গের আত্মীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৬০ পৃষ্ঠা।

(১০) “কোললাঃ কাম্পৌত্তাণ্ডিক কালিঙ্গা দ্বাপথ্যথা

চৈবরক্ত মহাভাঙ্গা ধর্ম্ম জাদন্তি শাখতঃ।” (কর্ণপর্ক ৪৪।১৪)

(১১) “মহাবোধী স তু বলিষ্ঠবুধ নৃপতিঃ পুরাঃ।

পুত্রোৎপাদনায় গন্ধর্ব্বপুত্রানুভূতিঃ।

অঙ্গঃ এতৎপুণ্ড্রাঃ অঙ্গঃ বঙ্গঃ অঙ্গঃ অঙ্গঃ চ।

পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গঃ তথা বালেশ্বরঃ অঙ্গঃ অঙ্গঃ চ।

বালেশ্বরঃ ব্রাহ্মণ্যৈকম্ভুক্ত বংশকরাঃ কুবিঃ।”

(হরিবংশ ৩।১০০-১০১)



গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও হুঙ্গ। তাঁহাদের নামানুসারে এক একটা দেশ বিখ্যাত।<sup>১৭</sup>

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। একজ্ঞ তাঁহার পত্নী স্বদেশকার গর্ভে মহাতেজস্বী মুনিবর দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ কৈবল্য তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাশ্রম্য বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অতিবিক্ত করিয়া যোগমার্গ আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়)

উক্ত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙ্গবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুর্ভূজ সমাজ গঠিত হয়।<sup>১৮</sup>

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরোক্ত অথর্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের অমুস্বর্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে আর্ষাভ্যাতা বিস্তারের পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ড্রের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি যে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামানুসারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ড্র অধিপতি মহাবল বাহুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র ‘পৌণ্ড্রক’ নামেই পরিচিত আছেন।

বলিপুত্র অঙ্গের বর্ষ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাদি দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগুর। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাদি চম্পের প্রপৌত্র-পৌত্র বৃহন্নলায় বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। হরিবংশে তিনি ‘ব্রহ্মকৃত্রোত্তর’<sup>১৯</sup> বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বিজয়ের প্রপৌত্রপুত্র অধিরথ স্তত্বৃতি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে নিষিত হইয়াছিলেন। স্তত্ব অধিরথ কর্তৃক প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্তৃক সকলে স্তত্বপুত্র বলিত।<sup>২০</sup>

(১২) “অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গ পুণ্ড্র হুঙ্গস্ত তে হতাঃ।

ভেবাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভূবি।”

(মহাভারত আদি ১০৪৫০)

(১৩) “বলে চাত্রতিমহাং বৈ ধর্মভদ্রাধর্মবনম্।

চতুরো দিরতানু বর্ণাংজ্ঞক স্থাপরিতেতি হ।” (হরিবংশ ৩১৩৮)

(১৪) “ব্রহ্মকৃত্রোত্তরঃ সত্যঃ বিজয়োনাং বিজয়ঃ।” (হরিবংশ ৩১৫৭)

এখানে ‘ব্রহ্মকৃত্রোত্তর’ শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,—‘গাতি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বীণাধি দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ।”

(১৫) হরিবংশ ৩১ অধ্যায়ে পূর্বাঙ্গের বংশাবলি ও অঙ্গের বিবরণ প্রদত্ত।

যাহা হউক, হরিবংশের বিবরণে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্বে হইতেই (বর্তমান সময়ের পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্বকালে) অঙ্গবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটয়াছিল। এমন কি, এখানকার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্মফলে ব্রাহ্মণ্য পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সার্বিক যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, মানী ও মহাবীরের লীলাভূমী হইয়াছিল। এই কারণে যোগাশ্রম ধর্ম্মমত্রে ও মনুসংহিতায় যে স্থান আর্ষাভ্যাসের অমুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গদেশ ‘বজ্রিঃ গিরিশোভিতঃ সত্যতঃ বিজয়সেবিতঃ’ পুণ্যস্থান বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।<sup>২১</sup>

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বঙ্গকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভীমের পূর্বে দিথিয়ার উপলক্ষে সভাপর্কে লিখিত আছে,—

“ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও হুঙ্গ প্রভৃতিদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিব্রজ উপনীত হইলেন এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্বনায়ুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শক্রনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পর্ত্তবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর পাণ্ডববীর মোদাগিরিহই অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। তৎপরে ভীম পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাদি পিতৃবান্দেব ও কোশিকীকচ্ছনিবাশী রাজা মহোজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে নিষ্কৃত করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্কটাদিপতি, স্তূদ্ধাদিপতি, ও সাগরবাদী সকল স্বেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন।”<sup>২২</sup>

(১৬) “এতে কলিঙ্গাঃ কোত্তেরা বয় বৈতরণী নদী।

যত্রাধজত ধর্ম্মোহপি দেবাহরণমেতা বৈ।

ঋষিভিঃ সমুপায়ুক্তঃ বজ্রিঃ গিরিশোভিতম্।

উত্তরঃ তীরমেতচ্চি সত্যতঃ বিজয়সেবিতম্।” (সদৃশর্ক ১১৪১০-৪)

(১৭) “সত্যতঃ হুঙ্গাঃ প্র কাংকঃ বপকানভিবিধীবান্।

বিজিত্য যুধি কোত্তেরো মাগধানভাবালী ১১৩

উক্ত বিষয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাত্মার তের টক্কাংশ রচনাকালে বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি মগধ (বর্তমান বেহার), কর্ণের রাজ্য অঙ্গ (বর্তমান ভাগলপুর জেলা), মোহাগিরি (বর্তমান বুকের), পুণ্ড্র (বর্তমান মালদহ হইতে রক্তা পর্যন্ত), কোশিকীকঙ্ক (বর্তমান হুগলী জেলা), বঙ্গ (বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বাংশ), হুঙ্গা (রাঢ়), প্রহর, তাল্লিশি (বর্তমান তমলুক জেলা), কর্ণট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃত ও ভিন্ন-প্রদেশে বিভিন্ন রাজ্যের অধিকারে বিভক্ত ছিল। নিম্নবর্ণের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভস্থায়ী ছিল। নদীয়া, বশোর, করিমপুর, বরিশাল, ধুলনা, চক্কাশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।

খৃষ্টিজের রাজত্বের যজ্ঞের পর পুণ্ড্রাধিপ বাহুবল্লভের অতিশয় প্রেত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, কত্রিয়ার বীর পৌণ্ড্রক বাহুবল্লভ বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। যহ নরপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদ-পতি অম্বিতীর বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগ-জ্যোতিষপতি ভগবন্তের পিতা নরক তাঁহার বন্দু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকে নিধন করিলে পৌণ্ড্রক বাহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভ্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য

বিস্তারের সহিত কৃষ্ণবেশিতাও বহুতর বর্ধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেরই তাঁহার অমূল্য ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকের তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্রক বাহুবল্লভের তাহা অসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি সর্বসমক্ষেই প্রায় বলিতেন যে, “সেই গোপনজন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাহুবল্লভ নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শম্ভু, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বুঝা গরু করিয়া থাকে। আমার নিশিত সন্দর্শন, আমার সহস্রাধ মহাশয় চক্র, আমার শাঙ্গ নামক মহারবসম্পন্ন মহাধনু, কোমোদকী নামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গরু খর্ক করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধনু, শম্ভু, শাঙ্গ, খল্লা ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব। হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শম্ভু চক্র গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধাতু দণ্ড করিব।”<sup>১১</sup>

উক্ত বিষয় হইতে মনে হইবে যে পৌণ্ড্রক বাহুবল্লভ আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অধিকারকৃত বাঙ্গালী সামন্ত ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভগবান বাহুবল্লভ কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, পুণ্ড্রাধিপ কৃষ্ণদেবী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও কত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্তিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভূতপূর্ব বীর্যদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, বধন নরকহস্তা শ্রীকৃষ্ণের দিগন্তবিস্তারিত বশোগাথা পুণ্ড্রাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অশ্ব হস্তী ও প্রায় অর্কুদ পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশ্যে বাহুর বাত্মা করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণকারের লেখনীতেও স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত বাদবীর ধরাশায়ী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌণ্ড্রকের অস্ত্রে নিশ্চ, সারণ, কৃতবর্মা, উগ্রসেন, উকব, অকুর, সাত্যকি প্রকৃতি মহাবীরগণ আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গবীরকে পরাজয় করিতে কোন বাদবীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে বধন সাত্যকীর সহিত যোড়তর যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিভাত পরিত্রাণ, সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ড্রাধিপ সমুখে আত-তাবীকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। বেবকীন্দন পুণ্ড্রাধিপের শক্তি মিরীকণ করিয়া

নরক হস্তাধিক বিজিতা পুশিগতীন।

তেরেব সহিত: সর্কসিগিরকমুপাত্রবং ১১৭

জারাসন্ধিঃ সাঙ্ঘরিখা করে ৫ বিবেক হ।

তেরেব সহিত: সর্ক: কর্ণকত্রয়বনী ১১৮

স কম্পরির মণীং বসেন চতুরজিগ।

দুহুধে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ: সর্বেদামিত্রবাতিনা ১১৯

স কর্ণ: দুধি মির্জিতা যশে কৃষা ৫ ভাত্ত।

জ্যোতিষো বনবান্ রাজ: পর্কভবানিন: ১২০

অথ মোহাগিরৌ চৈব রাজান: বনবতরম্।

পাণ্ডবো বাহুবীর্ঘ্যে নিজবান্ মহাযুধে ১২১

ভক্ত: পুণ্ড্রাধিপ: শ্রীঃ বাজবলং মহাবলম্।

কৌশিকীকঙ্কনিসরং রাজানক মহৌজসম্ ১২২

উভৌ বলভূভৌ বীর্যভূভৌ ত্রৈপরাক্রমৌ।

মির্জিতাজ্যৌ মহারাজ বদরাকমুপাত্রবং ১২৩

সমুদ্রসেনঃ মির্জিতা স্রেনসেনক পার্শ্ববিন্।

ভারলিগুত রাজানং কর্ণটাবিপাতিং জ্ঞা ১২৪

জ্ঞানানাবিপাতিবং যে ৫ সাধববানিন:।

সর্কস্রৈক্যপাতৈক বিজিতো ভরতবর্ত: ১২৫ (সভাপর্ক ৩০ অ:)

(১০) কৃষ্ণকে কেহ কেহ বেদিকীপুর জেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু মহাত্মার তের টক্কাংশের মতে “হুঙ্গা: রাঢ়া:।”

(১১) হরিবংশ ভবিতপ: ১১ অ:।

সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, “এই পৌণ্ড্রকের কি আশ্চর্য বীৰ্য্য ! কি হুসহ বৈৰ্য্য !” বাহা হটক অতিশ্রুত বহুবীরকে নিপাতিত করাও শ্রীকৃষ্ণের সহজসাধ্য হয় নাই। চুই বাহুদেবে বহুকণ রণক্রীড়া চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব সহস্রঅসংখ্যক নিশিত চক্রদ্বারা বদ্ধাধিপকে নিপাতিত করিলেন। সেইদিন বাদ্যলীর অপূর্ণ সাহস ও অসাধারণ বীরব-কাহিনী পৃথ্যুচুনি স্বাক্ষর করিষ্ঠ হইয়াছিল। সেই বীর ও বাঘ বুদ্ধে মহাবীর একলব্যও বদ্ধাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন, মহাতারতে তাহার উল্লেখ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু বীর্য্য ক্রিয়গণের মধ্যে বহু পূৰ্ণ হইতেই এরূপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাঁহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পূৰ্ণপুরুষগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিকাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূৰ্ণপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজের প্রবর্তক।<sup>১০</sup>

কর্ণপুৰ্ণে মহাতারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র-মগধাদি দেশের মহাতার্য্য পুরাতন শাস্ত্র ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। সেই শাস্ত্র ধর্ম্ম কি? তাহা ঔপনিষদ ধর্ম্ম—তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা ছানোগোপনিষদে পাইরাছি যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্রিয়ের নিজস্ব, ক্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা ও ঔদ্ধার-তত্ত্ব লাভ করেন।<sup>১১</sup> উন্নত ক্রিয়সমাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আবৃত্ত্যতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা অন্তর্যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণ্যবিকেরও শিখাইতেন।<sup>১২</sup> বলিতে কি অধ্যাত্ম-বিদ্যার অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়া-ছেন।<sup>১৩</sup> মিথিলার অধ্যাত্মবিদ্যার নৃত্যপাত, মগধে বিহুতি এবং অঙ্গবঙ্গে পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রভাষা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডের আদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার পারলক্ষ্যী স্বীকৃতিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেন।<sup>১৪</sup> তাঁহারা ঔপনিষদ হইতে এই

শিক্ষা পাইরাছেন এবং পরবর্ত্তীকালে ক্রিয়াজ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার বঙ্গপদে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আধ্যাত্ম হইতে ক্রিয়প্রাধান্ত বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূৰ্ণাঙ্গর ক্রিয়প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় নাই। পূৰ্ণভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বঙ্গ ক্রিয়প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনশ্রেণে দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তিত।<sup>১৫</sup> ইহা যে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়-সংঘর্ষের ফল এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে যে বোধিতব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ হইরাছে।<sup>১৬</sup> অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অজিরা, তরদাজ, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি মন্ত্রভট্টা ঋষিগণ ও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন।<sup>১৭</sup> পূৰ্ণ ভারতে ক্রিয়প্রাধান্তের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে বঙ্গপ সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেমত মনে করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অপর শাখা, ঔপনিষদ-ধর্ম্মসমূহ। তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাংঘিক ও ব্রহ্মবিদ্য ব্রাহ্মণের সম্মান<sup>১৮</sup> ও সাংঘিক শ্রেষ্ঠতা<sup>১৯</sup> প্রতিপাদিত হইরাছে। তাই আমরা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্বেদ<sup>২০</sup> ও সকল প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাহ্মণশাস্ত্র এবং

(২৫) জিনসংহিতা, ও আচার্য্যদ্বয়ের প্রকৃতি জৈন এবং মহাবঙ্গ, অষ্টক-মুক্ত প্রকৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ প্রভৃতি।

(২৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদ-৩।২।৭ “জয়ন” এবং দৌত্তর্য্যধর্ম্মসূত্রে ৩।২।৭ “সামগ্যক” ভিক্রুত্বের এসক রহিয়াছে। বুদ্ধের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার্য্যদ্বয়ের জয়নের লক্ষণ দেখ। এছাড়া আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে ২।৩।১০ ও দৌত্তর্য্যধর্ম্মসূত্রে (৩।১১-১২) বঙ্গপ ভিক্রুত্বের কর্ম্মব্যাপ্তি হইরাছে, তাহার সহিত জৈন-বৌদ্ধশাস্ত্রের এসক ধর্ম্মের ভিক্রুত্বের পার্থক্য নাই।

(২৭) মহাবঙ্গ, ৩।৩৫।২ প্রভৃতি।

(২৮) ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ।

(২৯) মহাবঙ্গ, বুদ্ধ বলিয়াছেন, “সকল বঙ্গ মধ্যে অধিবঙ্গ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাংঘিক মন্ত্র প্রধান।” (মহাবঙ্গ, ৩।৩৫।৩)

(৩০) Jacobi's Kalpantra (Sacred Books of the East, Vol. xxii. p. 221)

(২০) হরিবংশ ৩১ অধ্যায় বিহুত বিবরণ প্রভৃতি।

(২১) ছানোগোপনিষদ ১।২।১৩, ১।২।১৭।

(২২) ছানোগোপনিষদ ১।২।১৩, কৌষীতকী উপনিষদ ২।৫।

(২৩) কৌষীতকী উপনিষদ ১।২-৩।

(২৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।২।১০।

হইরাছিল। এই সময়ে সগথাধিপ অজাতশত্রুর পুত্র উদারী গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ মতে, বীর মোক্ষের ৩০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারিবর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জম্বুদ্বীপী মোক্ষলাভ করেন।\*

প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কলকপুত্র শকটালের প্রাত্যুগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ১ম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র হুলভয়।

হুলভয়ের কিছু পূর্বে জৈনধর্মের শেষ প্রত্যক্ষবলী তত্ত্ববাহর অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ হইরা-ছিল। তাঁহার কান্তপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটা শাখার সৃষ্টি,—এই চারি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্ধনীয়া ও দ্বাদশী কর্কটীয়া।\*\* এই শাখা চতুর্ভুজের নাম হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) কোটিবর্ষ (বর্তমান বিনাঙ্গপুর জেলার বেগুতোট পরগণা), পুণ্ড্রবর্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্কট (সম্ভবতঃ মানস্কু জেলার) অর্থাৎ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্বে-তন কালে বর্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনধর্মের প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধিভাগ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার। চাপকোর কোশলে নন্দকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইরাছিলেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বমতে—বীরমোক্ষের ১৪৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক।

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যচার এক প্রকার বিলুপ্ত, সর্বত্রই জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বরং চন্দ্রগুপ্ত তত্ত্ববাহর শিষ্য গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে জৈনধর্মের প্রসার আহুত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাট হইরাছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অর্থচান সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্তগণের চৌর্য্য সবল ভারতে পরিগৃহীত হইরাছিল।

জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র ভারত হইতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব অতিশয় বর্ধ হইয়া পড়িল। কত্রিয়-রাজগণের চৌর্য্য এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইরাছিল বলিয়া কত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল, তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন যে আর কত্রিয় নাই, কত্রিয়কণ নিবুল হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি ‘বৃষল’ বলিয়া লালিত হইলেন। ৩১৬ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিম্বলারের রাজ্যসমাপ্তি এবং অশোকের অভ্যুদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তের অপত্য বলিঙ্গ ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (Sundrakoptas) নামেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত।

[ ভারতবর্ষ শত ৩৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য ]

ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শূদ্র বলিয়া চিত্রিত হইলেও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি কত্রিয় এবং বিস্তৃত কত্রিয়াচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে তিনি কতকটা ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভোজনশালার শত শত পশুবধ হইত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে ‘মাকগানভানের সীমা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইরা-ছিল। সুদূর যুরোপ ও আফ্রিকার বৌদ্ধধর্মপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ ধ্বন-রাজগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইরাছিলেন। [ প্রিয়দর্শী দেখ। ]

অশোকের সময়ে তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের ভার বঙ্গের নানাস্থানে অশোকের ধর্ম্মাঙ্গশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। অশোকের সময় বঙ্গভূমে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২০১৮ বর্ষ কত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৬৮ বর্ষ কার্বহ অধিকার, অতঃপর সুসলমান অধিকার চলিয়াছিল।\*\* পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বলি-পুত্র অজ বঙ্গাধি হইতে এখানে কত্রিয়বিকারের দূরপাত। তাহা বহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে বা পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্বেকার কথা। অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগ অবর্তিত হইবার পূর্বেই এরূপে কত্রিয়বিকার প্রচলিত হইরাছিল।\* এখন আবুল-

(৪০) পরিশিষ্ট পর্ব ৪১৩১।

(৪১) জৈনকল্পসূত্র দ্রষ্টব্য।

\* মূল “বলিবর্ধনীয়া” আছে। ‘করকিরা পাঠই নাই। মহাভারত “করকি” নামই আছে। (সত্যপর্ব ২১২৪)

(৪২) Col. H. B. Jarrett's Ain-i-Akhbari. Vol I p. 148-149.

(৪৩) কল্পের জাতীয় ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ ৫০-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কল্লের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট অশোকের পূর্বেই এখানে কার্য অধিকার ব্যক্তিরা ছিল এবং সেই পুরাকালীন কারত্বরাজগণ তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপ-গণেরই মতামুখী ছিলেন।

অশোকের পর তৎপোত্র সম্রাট দশরথ জৈনধর্ম্মাভ্রুত হইয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আত্মবিক্রমের সম্মানার্থ বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌর্য্যকবীর পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম সম্ভত, শালিশূর, সোমশর্মা, শতধবা ও বৃহদ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌর্য্য-প্রভাব অনেকটা থর্ব্ব হইয়াছিল। অশোক যে সুবিজ্ঞান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বান, তাঁহার পরলোকগমনের সহিত সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক-দুর্য্যে শাসন-ভূমিকাধার জন্ত রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সুযোগ-ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌর্য্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার কীণালোকও পাই নাই।

অশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৭৫-২৭৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [ প্রিয়দর্শী দেখ ] অবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, অশোকের পর ১০০ বর্ষ মৌর্য্যধিকার চলিয়াছিল।

উদয়গিরির হাবীশুদ্ধার ১৬৪ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের অস্থূহ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্রুরাজ খারবেল তাঁহার ১২৭ রাজ্যাব্দে (অর্থাৎ ১৬৩ মৌর্য্যাব্দে) গঙ্গাতীরে দিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি তাঁহার অধরে মথুরার পলায়ন করেন। ১০ পূর্বেই লিখিয়াছি যে বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়, ঐ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। এরূপ হলে ২০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। তিনি অপর বর্ষে বিদেহী না হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে জৈনাচারই প্রবল হইয়াছিল। বক্রাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাহের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে কুশ্বকত্রিরগণ তাঁহাকে ঋণে সাহায্য করিয়াছিলেন। খারবেল ভিক্রুরাজ যে

মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌর্য্যপতি বৃহদ্রথ। ভিক্রুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিলে বৃহদ্রথও পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

বৃহদ্রথের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। বাগতটের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্তবল পরিদর্শন করাটবার চলনার চুই পুন্মিত্র নিজ স্বামী মৌর্য্য বৃহদ্রথকে শিখিয়া কেলিয়াছিলেন।† এইরূপে সেনাপতি পুন্মিত্র মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রী কারারুদ্ধ হইলেন। পুন্মিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে উদ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মণাভ্রুত।

পুন্মিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণপুরোহিতের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে এসে একে পুন্মিত্র খিদিয়ায় প্রিয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই। বলা—‘অতি, যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুন্মিত্র বৈদিশ্য আত্মীয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে রেখে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, নিমিত্ত হও, আমি রাজহর যজ্ঞ লীলিত হইয়া নিবর্তনীয় ও নিরর্গল অব হাতিয়া দিয়াছি, আমার আদেশ শতরাজপুত্র পরিবৃত্ত হইয়া স্ত্রীমান্ বহুমিত্র অধরে রক্তরূপে নিহত। সেই অব সিদ্ধুর দক্ষিণ কুলে উপস্থিত হইলে অখা-রোহী বনসৈন্ত ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উত্তর পক্ষীয় সৈন্তে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাবীর্যবান্ বহুমিত্র তাহাদিককে পরাজয় করিয়া সেই অধরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। সদরপৌত্র অগ্নিমিত্র যেমন অব ফিরিয়া আনিয়া যজ্ঞ সমাধা করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধদিকে লইয়া যজ্ঞ সেবার্ধ অগমন কর।’

অশ্বমেধসম্পন্ন করিয়া পুন্মিত্র ভারতের সম্রাট হইয়া-ছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্বভারতে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হন। এই পুন্মিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি মিনিক্স (Menander) মধ্যমিকা ও সাক্ষেত জয় করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাঁহাকে

† “অতিজ্ঞানদুর্ব্বলক বলদর্শনব্যপদেশলিপিতদেবসৈন্তঃ

সেনানীরদার্থ্যো মৌর্য্য বৃহদ্রথঃ পিপেথ পুন্মিত্রঃ খামিন্হ।” (হর্ষচরিত)

‡ “অতি যজ্ঞশরণং সেনাপতিঃ পুন্মিত্রো বৈদিশ্যং পুত্রমাত্মন্যনুগমিত্রং রেহং পরিব্রাজ্যাত্মন্যনুগমিত্রং। যিগতিমন্ত। গোৱসৌ রাজবক্রাণীকৃতেন রাজ রাজপুত্রশতপরিবৃত্তং বহুমিত্রং গোপ্তারদানিত্ত বৎসরায় নিবর্তনীয়ো নিরর্গল-স্তরমো বিসজ্জিতঃ। স সিতোহ/ক্ষিপে নোথসি চরত্বানীকেন বধনেব প্রাথিতঃ। তত উভয়োঃ সেনারাজ্যদানাসীং সাক্ষেতঃ।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বহুমিত্রেন ধখিয়া।

এসক গ্রন্থমাণো যে খালিরাভো নিবর্তিতঃঃ...

সোহচরিতমাত্রাংসজ্ঞেব সদরপৌত্রঃ প্রত্যাক্ষিতার্থো যজ্ঞো। তদ্বিধাধী-কালদীনাং বিপত্ত্যেবোভেদা ভবতা বহুজ্ঞেন সহ অসেবসামান্যকর্ম্মমিত্র।” (মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক)

\* Actes du Sixieme congres Orient. tome iii. pp. 174-7.

কিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্বে বঙ্গের অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। অনেক মনে করেন যে, তৎকালে বঙ্গের অশোককীর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ মতে পুৰাণমতই অশোকের কীর্তিলোপের কারণ। বাহা হউক, বঙ্গ আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে বুদ্ধ মৃত্যুর মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরকে ক'ণিক দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছিল। সেই বুদ্ধবংশের কালে অভিন্ন কালে শিবদেবের হাতে অগ্নিমিত্র হিন্দুরা হইলেন। বুদ্ধবংশকারীরা অগ্নিমিত্রের কনিষ্ঠ সুলোচকে রাজ্য করিলেন। কিন্তু ওক সুলোচের ভাগ্যও বৈশ্বামিত্র রাজ্যভোগ ঘটিল না। মহাবীর বহুমিত্র অগ্নিনি পেরেই পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্মপ্রচার করিবার জন্যই মহাবীর বহুমিত্র দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ বিপ্র আনাইয়া তাহাদিগকে রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুমিত্র ও তৎপরবর্তী অন্তক, পুলিন্দক, বোম্বল, বহুমিত্র, ভাগবত ও শেখরমি প্রকৃতি ওক রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভূক্ত ছিলেন। এই বংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ আর ৬৪ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজ্যভোগ করেন।

শেখরমি অভিলম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বহুদেব সিংহাসন অধিকার করেন। বহুদেব হইতেই কাথ বা কাথাসন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা। বহুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও হুশারী কাথ বংশীয় এই ৪ জন নৃপতি ৪৪ বর্ষ রাজ্য (আর ২০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত) পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ওক ও কাথদিগকে শাক্যবংশী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সময়ে কেবল পূর্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাকরাত্র এবং পৌরাণিকগণেরও অভিন্ন অত্মাখান হইয়াছিল।

ওক ও কাথদিগের আধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে শকজাতির আত্মর। [ ভারতবর্ষ শবে শক বিবরণ প্রভৃৎ। ] বহুমিত্ররাজ্যের রাজ্যপুত্রবৃত্ত বৈদিকবিপ্রগণ যৎস, উপমহা, কোত্তিত, গর্গ, হারিত, পৌত্তন, শাতিয়া, ভরখাজ, বৌদিক, কাত্তপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্ত, সারথি ও পরাশর এই ১৪টা গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসন্তান বকের নামান্বানে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহারাও কোন বৌদ্ধপ্রভাবের অধীন জলবাহুত্বের কিছুকাল পরে অনেকটা বৈদিকপ্রচারপ্রবর্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে বকের দ্বারা বানে বনে প্রদেশে বৈদিক, বৈদিক প্রকৃতি জাতির আধিপত্য হইতে দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের অল্প রাজগণের হাতে কাথবংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর পশ্চিমভারতে শকজাতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আত্মগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখানকার রাজধানী তাহাদের বাসগোবাসী হয় নাই। তাহারা এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। বাহা হউক, তৎকালে পূর্বভারতে ব্রাহ্মণীয় আচার কতকটা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধিগণের দ্বারা সাধনচেষ্টার রাজ্য মধ্যে অস্বাভাবিক হইল। তাহারা হইল; তাহারা হইল অল্প, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক এক বর্ষ ধীন নরপতির শাসনাধীন হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শকাধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাক্যবংশী কাথব্রাহ্মণদিগের ধর্মোপদেশে শাক্যরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রভূক্ত ও প্রজারাজ হইয়া পড়িলেন। প্রজাগণও তাহাদের অমরত্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাহাদিগকে বৈদিক বর্ষ পাইতে হয় নাই। শকদিগের ওতনিন আসিয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে শকাধিপ কনিষ্ঠ ভারত সত্রাট হইলেন। সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্রাট মহারাজ কনিষ্ঠের যে তত্ত্ব লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, যে পূর্বভারতও কনিষ্ঠের শাসনভুক্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও তাহার শিলালিপিসমূহ তাহার বৌদ্ধধর্মপ্রচারগ বোষণা করিতেছে। তাহার দ্বারা বারাণসীর ভার অল্প, বঙ্গ ও কলিঙ্গও মহাবান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজ কনিষ্ঠের পুরুষপরে (বর্তমান পেশাবরে) রাজধানী ছিল। তিনি এই সুদূর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কাশ্যব, সারকন্দ, খোতন প্রকৃতি মধ্য এশিয়ায় সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে বক্ষিণে বিজ্ঞানি এবং পূর্বে অল্প-বঙ্গ-কলিঙ্গে পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'বর্ষগিটকসম্রাট-নিধান'নামক বৌদ্ধগ্রন্থমতে মহারাজ কনিষ্ঠ পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার রাজ্যকে জয় করিয়া বৌদ্ধধর্মের অঙ্গবোধকে লইয়া যান। সম্রাট সারনাথ হইতে তথাকার সমস্ত ভূমির ১০ হাত ভূমিকা নিয়ে সত্রাট কনিষ্ঠের শিলালিপি ও কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে বারাণসী-প্রদেশে মহারাজ কনিষ্ঠের অধীন ধরপাল নামক এক (শক) কল্পের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ স্মৃতিমত খনিত ও উল্লিখিত হইলে সারনাথের ভারতপ্রাচীন কনিষ্ঠকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আবার জানিতে পারিব, পূর্বভারতে তাহার অধীনে কোন কল্প (Satrap) আধিপত্য করিতেছিলেন।



কনিকের প্রভাবেই শক, ধবন, পারল ও ভারতীয় ভাস্কর-শিল্পের সমীকরণ হয়। সম্রাট অশোকের সময় কেবল ভারত বলিয়া নহে, হুণের মধ্যএশিয়া ও যুরোপখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইলেও বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পূজার আবশ্যকতাও কেহ জ্ঞানকর করেন নাই। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে, শাক্যগণগণই ভারতে দেবপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রচার করেন। এই প্রথার অনুবর্তী হইয়া মহাবান মত প্রচারের সহিত শাক্যপতি বুদ্ধের লীলাবিবরণী নানা প্রতিমা গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল অশূর ভাস্করশিল্পের নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের বিরলৈপুণ্যদর্শনে ভারতীয় শিল্পগণ সত্যজগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

কনিক যে মহাবান মত প্রচার করিয়া বান, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব।

মহারাজ কনিকের পর তৎপুত্র হবিষ বা হক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পেশাবর হইতে পূর্বে বঙ্গ পর্যন্ত তাঁহার অধিকারভূক্ত ছিল। নানাহান হইতে তাঁহার যে সকল শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও সময়ে পূর্বভারত শাসন করিবার জন্য পাটলিপুত্রে তাঁহার অধীনে একজন কত্রপ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হবিষের পুত্র শকাধিপ বহুব্রহ্ম বা বাহুব্রহ্ম। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সূত্রার শিব, ত্রিশূল ও নন্দিস্তম্ভ অঙ্কিত থাকার তাঁহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। কনিক যে সুবিশীর্ণ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া বান, বহুব্রহ্মের সময় তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্মাস্তর গ্রহণে তাঁহার অধীন দূরদেশবাসী কত্রপগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উচ্ছিন্ননীপতি রুদ্রদাম প্রধান। তিনি অল্পকাল মধ্যেই অবন্তী, অনূপ, নীলুপ, আনন্ত, সুরাষ্ট্র, বঙ্গ, তরুকাহ, নিম্ব, সৌবীর, কুহুর, অপরাভ, নিবাধ প্রভৃতি জন পদ অধিকার করিয়া মহাকত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্রের কত্রপও তদনুবর্তী হইয়াছিলেন। এই রাজপ্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। অঙ্গ-বঙ্গের সামন্তরাজগণও স্বাধীনতা অক্ষত করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারসিক শাসনকণ বহুকোডলন করিতে

থাকেন। বলিতে কি, বহুব্রহ্মের মৃত্যুর সহিত উচ্ছিন্নভারতীয় শাক্যসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল এবং আভীর, গর্জিতর, লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানাহান অধিকার করিয়া ক্রম ক্রমে রাজ্যের সৃষ্টি করিল, কত্রপনাম উত্তরভারত হইতে বিলুপ্ত হইল।

খ্রীষ্ট ২য় শতাব্দির শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করেন। হুঃখের বিবরণ, তাহাদের ইতিহাস লিচ্ছবিগণ উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্বভারতের নানা স্থানে কর্তৃত্বস্থাপনে প্রয়াসী সামন্তগণের দ্বারা অন্তর্বিদ্বেহ উপস্থিত হয়, ক্ষমতার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া হুণর কথোজ (বর্তমান কথোজিয়া), অঙ্গবীণ (অঙ্গ) ও যবদীপে গমন করেন এবং নবজিত কথোজ প্রভৃতি স্থানে শৈব ও ব্রাহ্মকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; বহুশত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীর্তি বিস্তারিত রহিয়াছে।

খ্রীষ্ট ৩য় শতাব্দি মধ্যভাগে বৈষ্ণব বা হৈহয়বংশে প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্ছিন্ননীর অঙ্গপ-নিগকে পরাজয় করিয়া চেমি বা কলচুরি নামে প্রবর্তন করেন। তাহার অনুসরণে হৈহয়গণ অঙ্গবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের উদ্বেগ ব্যর্থ হয়। খ্রীষ্ট ৩য় শতাব্দির শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র বটোৎকচ নামে হইলেন সামন্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া উঠেন। বটোৎকচের পুত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজ-কন্ডা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আর্ঘ্যাবন্তের সম্রাট হইয়া পঙ্কি-ছিলেন। তাঁহার সময়ে পুন্ড্রাধিপ চন্দ্রবর্মী বঙ্গদেশ জয় করেন। বাহুব্রহ্ম হুঃখনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মীর শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্দ্রবর্মী, রুদ্রদেব, সন্তিল, মাগদধ, গণপতিনাগ, নন্দী, বলবর্মী প্রভৃতি আর্ঘ্যাবন্তের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এছাড়া অচ্যুত ও দাঁগলেনের ধ্বংস-সাধন, এবং কোশলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকাশ্যপতি ব্যাসরাজ, কেরলপতি মণ্ডরাজ, পিটপুয়াধিপ মহেন্দ্র, কোট্টারপতি দামিকত, এরণ্ডপতির দমন, কাকীর বিজুগোপ, অবিভক্তের লীলাসাজ, বেজির হতিবর্মী, পলকের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রপতি কুবেল, কুহলপুয়াধিপ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাশ্বের নরপতিগণকে পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিল। দৈবপুত্র, শাহী, শাহাফাশাহী, শক, বৃকড, এবং সিংহল ও অপর দীপবাসিনগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিমে আকগানভান হইতে পূর্বে কামরূপ চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত তাঁহার



অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সমভট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার আত্মীয় বহনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্ধস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিপতি গুপ্তসম্রাটগণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের যত্নে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্মমত প্রচারিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের নানা-স্থানে গুপ্তরাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কারস্থ-সামন্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্তৃত্বগণে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্বেই দেখাটাইছি, অতি পূর্ক-কাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণের দ্বারা অধিকার করিয়াছিল। মধ্য যুগ ও কাঞ্চ্যবংশের যত্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের কচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ কনিকের সময় ক্রিয়াকাণ্ডবল ও বহু দেবদেবীপূজামূলক মহাযান মত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল। লুতরায় গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মপ্রচারে বর ও আগ্রহ থাকিলেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত গোড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণতন্ত্র গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণের মতিগতি কির্যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধ-প্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। মহাযান মতের রূপান্তর তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম-জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাপ্ত হওয়ার গুপ্ত নৃপালগণ নিষ্ঠাবান শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তাত্ত্বিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন কোন গুপ্তরাজ গোড়া তাত্ত্বিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রার তাত্ত্বিক দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্য কালেই গোড়বঙ্গে তাত্ত্বিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই সৌদী তাত্ত্বিকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তাত্ত্বিকগণের প্রভাবে বৈদিকত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তাত্ত্বিক প্রভাব কেবল গোড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্তী আনাম ও কম্বোজ রাজ্যে এবং দক্ষিণে বব্বীপ, সুমাত্রা ও সিংহলে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কম্বোজ ও বব্বীপ হইতে নির্জন বন মধ্যে যে মকল গ্রাটান তাত্ত্বিক দেবদেবীমূর্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল শিল্প মধ্যে গোড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্ত মূর্তির অভাব

নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্তিতে গোড়ীয় বা বঙ্গীয় আদর্শ রহিয়াছে। বর্তমান বীরভাতির আদর্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গোড়-বঙ্গের তাত্ত্বিক প্রভাবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তাত্ত্বিকতার দীক্ষিত হইয়া এবং বঙ্গীয় তাত্ত্বিক আচার্যকে গুরুস্বরূপে বরণ করিয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য বোধিধর্ম তমলুক হইয়া সমুদ্র পথে কাটনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন-সম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্মের “কাব্যায়” ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে “প্রজ্ঞাপারমিতাভ্রমহুত্র” ও “উজ্জী-বিজয়ধারণী” নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থের জাপানের প্রসিদ্ধ ‘হোরিউজি’ মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।\* আজও জাপানের সিকোন বা তাত্ত্বিকগণ যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় পূর্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

গুপ্তসম্রাটগণ সকলেই দেবপ্রাক্ষণতন্ত্র, শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা বিশেষ বৌদ্ধ বিধেয়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক কা-হিয়ান গুপ্ত-রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে অশোকের অম্বরচূড়ি প্রভৃত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজ-ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ত হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সজ্ঞাচার্য ও মঠ দেখিয়া-ছিলেন। এই সকল সজ্ঞাচার্যে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য অব-স্থিত করিতেন। তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধভ্রাতা-ভ্রাতারী প্রধান আচার্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন।\* ভ্রমণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য আগমন করিতেন। এখানে কা-হিয়ান বুদ্ধদেবের রথ-যাত্রা মহোৎসব উজ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিন বর্ষকাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ মকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে চম্পার আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীর্তি বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩৭৭-৩৭৮ সঙ্গ্রহোপকূলবর্তী তাত্ত্বিকগণ নগরে আসিয়াও তিনি ২৪টা সজ্ঞাচার্য ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য সন্মিলন করেন। এখানেও চীনপরিব্রাজক দুই বর্ষকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধতত্ত্ব মকল করেন ও বৌদ্ধ বেবমূর্তি আঁকিয়া লয়েন। তিনি হিন্দুধর্মকে স্থায়

চকে দেখিডেন, সেজন্য ঐ সকল স্থানের হিন্দুকীর্তিসমূহ লিপি-বদ্ধ করা আবশ্যিক মনে করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায় রাকামাটী) ও তরিকটবর্তী প্রাচীন ইষ্টকম্পূর্ণ মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজ-গণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাসিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাসিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তরাজগণ কে কোন সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্দ্র-গুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি এক জন যোৱতর বৌদ্ধ-বিষেবী ছিলেন। তিনি বোধগয়্যার বোধিচক্র সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রহশাস্তি ও পৌষ্টিক কৰ্ম্মাদি সম্পাদনের জন্ত বহু শাকবীণী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গোড়ে বাস করাইয়াছিলেন।† প্রায় ৩০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হর্ষের স্ত্রী জ্যোতী ভ্রাতা কনোজপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন সৈন্তে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্য-ধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্ত এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি, তৎকালে এ দেশে বেদবিৎ কণ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাহইতে হইরাছিল।

হর্ষবর্দ্ধন আর্ঘ্যাবর্তের সম্রাট হইলে গোড়রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইরাছিল। এ সময়ে গোড়বঙ্গ হিরণ্যকর্ত্ত (যুজের), চম্পা (ভাগলপুর জেলা), কজুবির, পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলা), সমতট (পূর্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তম্রকুমারী ও মেঘিনীপুর জেলার অধিকাংশ), এবং কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান রাঢ়ভাগ) এই কয়টি ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্সিয়ং ঐ সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভারাম, মঠ ও সেবামন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণ-সুবর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ধনবাঞ্ছা পরিপূর্ণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনতা ও নানা কলকলাশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ এবং তাম্রলিপ্তে বাসিন্দাসমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইরাছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধন-সাম্রাজ্য হ্রি বিচ্ছিন্ন হইলে বগবে গুপ্তকবীর আদিভাসেন প্রবল হইয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে সৌর ছিলেন এক

তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব ভারতে অনেকেই সৌর সভ্যবলী হইরা-ছিল। ইহারই কিছু কাল পরে তগবৎবংশীয় ভাঙ্করবংশীয় বংশধর কামরূপপতি হর্ষদেব গোড়, উত্তর, কলিক ও কোশল জয় করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের প্রভাশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্তরাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কামরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। ইহারই অত্যন্ত কালে পরে মগধে আধিপত্য লইয়া গুপ্ত ও মোখরি-বংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কামরূপপতি ললিতাদিত্য গোড় আক্রমণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গোড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদ-লাভাশায় কামরূপে গমন করেন। কামরূপপতি গোড়পতিকে বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অগ্রগৃহে তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহস্তা দ্বারা তাঁহার বধ সাধন করিলেন। তৎকালে গোড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাবাগ্য ছিল। কএক জন রাজভক্ত বীর কামরূপ রাজ্যে এই দুষ্কার্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সন্ন্যাসীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরাভিমুখে এক দিন সহসা অগ্রসর হইল। ললিতাদিত্য শুধন সেখানে ছিলেন না। গোড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্বেই মন্দিরের কবচ বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গোড়বীরগণ রামদ্বারীর মন্দিরকেই ত্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস করিল ও দেবমূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কেলিল। অল্পকাল মধ্যেই সাগরতরঙ্গের মত কামরূপ সৈন্ত আসিয়া পড়িল। দুইদিনের গোড়বীরগণের সহিত তাহাদের যোৱতর যুদ্ধ বাধিল।

রাজভক্ত গোড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। ধস্ত বাকালীর রাজভক্তি! ধস্ত সাহস! কামরূপের ঐতিহাসিক কলহণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভাঙ্করবংশীয়ঃ সনকুহলীকৃত।

বামিত্তিকরসামন্তা বহা চেরঃ বহুতরা ১০০১

অব্যাপি বৃজতে শূন্তঃ রামদ্বারিম্প্রাপনং।

ব্রাহ্মণঃ গোড়বীরগণঃ সবাৎ বনসা পুনঃ।" (রাজতরঙ্গিণী ৪:৩০৪)

অর্থাৎ তাহাদের কথিরধারার অসামান্য বামিত্তিক আরও উজ্জলীকৃত হইয়া বহুতরা বহা হইরাছিল। অত্যাধি রামদ্বারীর গৌরবাপ্য মন্দির শূন্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ গোড়বীরগণের বশোদায়ি দোষণ করিতেছে।

কামরূপপতির গোড় আক্রমণ ও গোড়পতির কামরূপে গমন হেতু গোড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে

† কুমার দ্বারীর ইতিহাস ৭য় ভাগ (ব্রাহ্মণকণ্ঠ) ১৭৭ অধ্যায় ২৫৫।

সামন্তব্রাহ্মণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ে বৈদিকব্রাহ্মণ প্রধান। বঙ্গবংশের বিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাঁহার নাম খড়্গোদয়, \* এবং পূর্ববঙ্গে বিনি প্রথম মন্তকোত্তম করেন, তাঁহার নাম কবিশূর।† উক্ত উত্তর নৃপতির শাসন বহু বিস্তৃত হইরাছিল বলিয়া মনে হয় না। খড়্গোদয় সম্রাট ( কর্তমান ঢাকা জেলার ) এবং কবিশূর উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খড়্গোদয়ের পুত্র জাতখড়্গ এবং জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ। দেবখড়্গের তত্ত্বশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইরাছিল এবং বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের অভ্যুদয়।

দেবখড়্গের সময়েই উত্তররাঢ়ে বা কর্ণজ্বর্ণে আদিশূরের অভ্যুদয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম অরুণ, তিনি পূর্বোক্ত কবিশূরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যন্ত কাল মধ্যে পৌত্র বর্দ্ধন জর করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও ৬৪৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার রাজধানীর গৌরবসম্বন্ধি কাম্বীর ঐতিহাসিক কলহণ উচ্চল ভাবায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্বে কাঞ্চকুজপতি ( বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ) যশোবর্ধদেব গোড় আক্রমণ করেন। এখানকার গোড়পতি তাঁহার হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাক্পতির গোড়বধ কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্ধদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইরাছে।

[ যশোবর্ধদেব দেখ। ]

ব্রাহ্মণতন্ত্র মহারাজ অরুণশূর গোড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তখন কাঞ্চকুজেই মহারাজ যশোবর্ধদেবের আশ্রয়ে প্রধান সাম্রিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন, এ কারণ আদিশূর তাঁহার নিকটই ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। গোড়দেশ বৌদ্ধবিস্রাবিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজপতি সাম্রিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে আদিশূর কৌশল করিয়া কএক জন বীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে সাম্রিক ব্রাহ্মণ আনাহঁতে পঠাইলেন। গোত্রাধিপতি

কবির আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সাম্রিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্নে গোড় বৈদিকীভার অচুতানের রূপপাত হইতে থাকে। পৌত্র বর্দ্ধনের সমুদ্রি কালেই কাম্বীরপতি কায়স্থবীর মলিতাধিতোর পৌত্র মহারাজ জরাদিত্য নামাশ্রয় জর করিয়া ছয়বেশে পৌত্র বর্দ্ধনগণের উপস্থিত হন। রাজধানীর সমুদ্রির্দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইরাছিলেন। সে সময়ে পৌত্র বর্দ্ধনের নিকটে নিঃস্বের উৎপাত ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছয়বেশী জরাদিত্য একটা সিংহবধ করেন, এই সময়েই তাঁহার নামাশ্রিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত সিংহ ও কেয়ূর দর্শন করিয়া তাহা গোড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়ূর পাইয়া গোড়পতি জানিলেন যে কাম্বীরপতি মহাবীর জরাদিত্য ছয়বেশে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কাম্বীরপতিকে বাহির করিয়া ফেলিলেন! অরুণশূরের এক পরম-ভুলারী কভা ছিল, তাঁহার নাম কলাপদেবী। গোড়পতি পরম সমাদরে জরাদিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাহঁয়া মহাসমারোহে তাঁহার করে কলাপদেবীকে সম্ভ্রদান করিলেন। এইরূপে কাম্বীরের কারহরাজবংশের সহিত গোড়ের কারহরাজ অরুণশূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকার মধ্যে নানাবিধ নিরয়িক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণমাই প্রধান ছিলেন। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বর্তমান জেলায় সপ্তশত ঘর একত্র বাস করিতেন; যে স্থানে এই সপ্ত শত ঘর বাস করিতেন সেই স্থান “সপ্তশতিকা” নামে প্রসিদ্ধ হইরাছিল এবং এই স্থাননাম হইতে এই প্রেশির ব্রাহ্মণগণও পরবর্তী কালে “সপ্তশতী” নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলশিক্ষিকা মতে তাঁহারা ‘ক্ষিবেদ-বজ্রহিত’ অর্থাৎ পূজাচারী হইলেও সকলে কুলাচারী, আভিচারিক ক্রিয়ার চতুর, শাস্তিকার্যে পটু ও ভগবান ছিলেন। আদিশূরের অচ্যুতাহে নবাগত সাম্রিকব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রায়-শিষ্টাচারি দ্বারা পুনঃসংকৃত হইয়া হিন্দুধর্মভার দ্বিগুণিতর বলিয়া সম্মানিত হইরাছিলেন। নিরয়িক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিএগণ বৈদিকীভারপ্রবর্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার কারণ কি?

প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনার ব্রিহাহি যে, বৌদ্ধ-ভাস্ত্রিকতার প্রভাবে পৌদ্ধবধ হইতে এক ভাবে বৈদিকীভার বিদগুত হয়, এবং প্রজাসাধারণ পূজাচারী অথবা মূর বলিয়া গণ্য হইরাছিল। এইরূপ রাঢ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-

\* আসরকপুত্র হইতে অভিষিক্ত দেবখড়্গের তত্ত্বশাসন।

† বাচপতি শিবের সুহরান।

‡ কোন কোন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে ৬৪৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে সাম্রিক ব্রাহ্মণগণের আগমন লিখিত হইরাছে। আদিশূরের অভিযোজককেই সম্রাটঃ ব্রাহ্মণগণ কাল বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ ধরিয়া থাকিবেন। [ কলহণ জাতীর ইতিহাস (ব্রাহ্মণতন্ত্র) ১৭ ভাগ ১ মাংগ প্রবীণ ]

পনের বিশেষ অল্পরক্ত তত্ত্ব ছিল। তৎকালে গোড়দেশের প্রতি গওগ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অবিকাংশ কুলে সপ্ত-শতী ব্রাহ্মণেরাই এই সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই সকল আচার্য্যের বিনা অহমতিতে তাহারা কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ ছিল না। তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধতাত্ত্বিকদের আচ্ছন্ন ও বিবর সুখে কতকটা মিম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শাস্তিকার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ভক্তি করিত। আদিপুরের অত্যাচারে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট হের হইতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের অভ্যাসের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না; আজ তাঁহারা যেরূপ জন সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্ববৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিপুরও নবলজ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমান। রাজ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যিক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিপুর সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-দিগকে বহু শাসন গ্রাম দান দ্বারা সমানিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্ধনার সময়েই সপ্তশতীর গাজিমালায় উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিপুরের আহ্বানে রাজের বীরপুত্রগণকে লইয়া গোড়াধিপের ছত্রভলে উপনীত হইয়া-ছিলেন। ১৪ সেই আতীর অত্যাখান কালে, সেই অসাধ্য সংসাধনে কান্দীরপতি জরাদিত্য গোড়াধিপ আদিপুরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কল্পণও লিখিয়াছেন, মহারাজ জরাদিত্য গোড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া স্বত্তর আদিপুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। ঐ পাঁচ জন রাজার নাম জানা যায় না, ঐ পাঁচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্য-পর্কট, চম্পা, কজুবির, ভাদ্রলিপ্ত ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের রাজা হইবেন।

† এই সপ্তশতীক জনসংখ্যার বর্তমান হিসাব অনুসারে “সাতশইক”

সংখ্যা। [ অষ্টম আতীর ইতিহাস (ব্রাহ্মণকণ্ড) ১ম অধ্যায় ১৪৩৩ পৃষ্ঠা ]

কার্য্যবীর জরাদিত্য কল্যাণকামীকে লইয়া মসৈকে মিলিত হইয়া কান্দীর-মাজাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান। এ সময়ে মহারাজ কণোজধর্মেরেবের সূত্র্য ঘটনাছে, তৎপুত্র চক্রাধ্ব আমরাজ জৈনধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-ধর্মে ব্যথিত হইয়া অনেক শাসন ও সন্মান লাভের আশায় গোড়রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও কনোজ হইতে বহু বেদবিৎ সাধিক বিপ্রের আগমন ঘটয়াছিল এবং মহারাজ আদিপুর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীর বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্তশতীদিগকে পূত্রা-পবাব হইতে মুক্তিমান করিয়াছিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা, কাঞ্চকুজ প্রভৃতি স্থান হইতেও কার্য্যগণ আদিপুরের সত্যর আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের অত্যন্ত কাল পরেই আদিপুর জয়ন্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ সময়ে পুণ্ড-বর্ধনের সত্যর গোলমাল দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণকার্য্য উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে রাঢ়ের সুপ্রাচীন রাজধানী কর্ণস্বর্ণ পরিত্যক্ত ও জল্লাবৃত হইয়াছে;—তৎকালে কর্ণ-স্বর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিপুরের আত্মীয় আদিত্য-শুর রাজ্য করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মণকার্য্যগণ তাঁহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তররাঢ়বাসী হই-লেন এবং উত্তররাঢ়ে বাস হেতু সেই কার্য্যগণের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন।

যতদিন আদিপুর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গোড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবধান কালে পশ্চিমোত্তর গোড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জন সাধারণ একত্র হইয়া বণ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাঁহা দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধপ্রাধান্তস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল, কিন্তু মগধপতি গোপাল বরোহুত ও জানবুজ আদিপুরের প্রভাব থরু করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিপুর ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূপুর শৌণ্ড বর্ধনের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতি-কুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি

\* বাসিন্দার হইতে আবিষ্কৃত কর্ণপালের শিলালিপি। সূত্রের হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপির ভাষ্যসময় হইতে জানা যায় যে, কর্ণপাল রাজকুশলিত ঐকান্তের কন্যার সহিত পুত্রসংগে ব্রাহ্মণ, তাঁহারই পুত্র তাঁহার, এতদ্বি-পুত্র শিলালিপির জয়।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া বখেট বলস্কন্দ করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত প্রতাপ ও অধিপত্য অন্নদিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গোড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবল্লভ এবং উত্তরভারতে যশোবর্মণের চক্রাযুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত ধর্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।†

এইরূপে বলদ্রুপ হইয়া বোধভূপতি ধর্মপাল মহারাজ ভূমুরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভূমুর বৌদ্ধ অভয়ান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্মপালের নিকট পৌণ্ড বর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশুর গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূমুরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্মপাল ও তৎপরবর্তী পালরাজগণ এক প্রকার পূর্বসূর্যের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তান্ত্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্মপালের সকল কোশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাঢ়ের কমতাশালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আপনাদের স্মৃঢ় ও চূড়ান্ত আশ্রয়ে শূর-রাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূমুর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষাপূর্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পৌণ্ড বর্দ্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উক্ত সাময়িক বিপ্লবগণের সন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌণ্ড বর্দ্ধনের নিকটবর্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণশাসনে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। যে করজন সাময়িক বিপ্লবসময় ভূমুরের সহিত রাঢ়দেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তিলাগোত্র ভট্টনারায়ণ, কান্তপগোত্র বক্ষ, বাৎস্তগোত্র ছান্দ্র, তরবাকগোত্র শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগণে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, কাজিবিহারী নারায়ণের “ছন্দোগ-

পরিশিষ্টপ্রকাশ” ও ভ্রুবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।\* তাঁহাদের সদাচার, বিজ্ঞা, ব্রহ্মণ্য ও কর্মনিষ্ঠার রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গোড়পতি আদিশুর জয়ন্তের সময়ে তাঁহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাশাস্ত্ররূপেই হউক, আদিভাশুর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তররাঢ়ের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন হইয়াছিল।† আদিশুরের পুত্র ভূমুর পৌণ্ড বর্দ্ধন হারাইয়া জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। আদিশুরবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগণে সপ্তজনের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

“আদিশুরো ভূমুরশ্চ ক্ষিতিশুরোহবনীশুরঃ।

ধর্যশুরকশ্চাপি ধর্যশুরো রণশুরঃ ॥

এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ স্মৃতবর্ণিতাঃ।

বেদবাণীকশাকে তু নৃপোহভূচ্চাশুরকঃ।

বহুবর্ষাদিকৈ শাকে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥”

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

অর্থাৎ ১ম আদিশুর, তৎপুত্র ভূমুর, তৎপুত্র ক্ষিতিশুর, তৎপুত্র অবনীশুর, তৎপুত্র ধর্যশুর, তৎপুত্র ধর্যশুর এবং ধর্যশুরের পুত্র রণশুর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন।‡ ইহাদের মধ্যে আদিশুর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন এবং

\* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণগণ) ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ ও ৬ষ্ঠ অংশ ৫০-২৩ পৃষ্ঠা ত্রুটি।

† কুলানন্দ রচিত উত্তররাঢ়ীয় কাহ্নকাহ্নিকার লিখিত আছে—

“গোড়দেশে মহারাজা আদিভাশুর নাম।

পঞ্চায় সর্গে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।

আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন।

দেই সঙ্গে পঞ্চ পোত্র আইল শ্রীকরণ।

তন তন কুলধর কথা পুরাতন।

রাজার সভায় কার্য করে পঞ্চজন।

অতি বড় মহারাজ যুদ্ধে বৃহৎপতি।

পঞ্চজন্য নাম খুলিল পঞ্চ খেয়াতি ॥” ইত্যাদি।

‡ কেহ কেহ শূরবংশে প্রথমশূর প্রকৃতি কএকজন শূর নৃপতির নাম করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন ইতিহাসে বা কুলগণে প্রথমশূরের নাম নাই।

† ভাষ্যলম্ব হইতে আবিষ্কৃত বারাকপালের তান্ত্রশাসন ও প্রতাপক-চিত্র ত্রুটি।

বাহ্যিক শ্রবণের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, ষুটীর ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রবণের অভ্যাস এবং দক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল হইয়া ষুটীর ১১শ শতাব্দে রণশূন্যে সহিত শ্রবণ স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। দক্ষিণাত্য হইতে সপুণাগত সেনবংশ ক্রমে শ্র-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।†

দর্পণপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়-সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্মে বিশেষ অতুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাণ্ডিল্যাগোত্রজ দর্পণাধির কোশলে দেবপালের রাজ্য বহু বিঘ্নিত হইরাছিল। দেবপালের খুশ্মতাত বাক্পালের পুত্র জয়পাল বহু চেষ্টার পর উক্তর রাষ্ট্র অধিকার করেন এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। হুম্মোগপরিশিষ্টপ্রকাশে

( सत्यमेव जयते )

208



নারায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ পরিভোষ\* পক্ষ গ্রামপতি হইয়া বিজয় ও অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। তৎপুত্র ধর্ম, পৌত্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌত্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাধীন বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর-গ্রামগী উদ্যাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহা-দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।†

কেন জয়পাল উদ্যাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন? এই উদ্যাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন যে ‘সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উদ্যাপতির শিষ্য ও উপনিষ্যবর্ণে সঙ্গারী ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।’ সুতরাং বৃষ্টিতে হইবে যে উদ্যাপতি এক জন লাধারণ লোক ছিলেন না। একরূপ লোককে হস্তগত করার বোধ নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অস্বপ্নের।

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল খোড়-মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়রাজ-কচ্ছা লজ্জাদেবীর পানিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে নুপ্রসিক নারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত দর্ভণিগিরি পৌত্র ও কেশর মিশ্রের পুত্র রামগুপ্তব মিশ্র। ইনিই বদালে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল, তৎপরে গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য-সম্ভোগ করেন। এই মহীপালের সময় প্রসিক বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞানের অভ্যাস।

দ্বিবিজয়ী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নরপালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। নরপালের উৎসাহে ত্রীজ্ঞান সর্বত্র তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তৎপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তি) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গুঢ় সাধনায় অমুরক্ত হইয়াছিলেন।

নরপালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত, জ্ঞান, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,—রাজ্য লাভের অল্পকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল এবং শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল গোড়াধিপত্য লাভ করেন। ইহারই নামানুসারে পূর্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে বুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। গোপালের পর তাহার পিতৃব্য ও রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার তান্ত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি লব্ধন করিতেন। মদনপালের পর কোন্ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল পুথির শেষে ‘গোবিন্দপাল-দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে’ এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়।

[ পালরাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

\* ইনিই কোনরূপ হইতে আসিয়া উত্তররাঢ়বাসী হন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-গণের নিকট হইতে ভালবাটী প্রভৃতি ৪ খানি কুলস্থান লাভ করেন।

† “অবতি বহতি বেধামধয়ে সোমপীথী

সমজনি পরিতোষচ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।

অলভত স হি বিপ্রাজ্ঞাসনঃ ভালবাটীঃ

তদ্বিহ তজ্জতি পূজ্যবৃত্তা যেন রাঢ়াঃ।

তস্মাজুর্ধ্বং পিশাচং তথাচ বাপুলী।

হিঙ্কলধনাত্মিকমপরাং নিঃসৃতমনঃ কুলহানব্।

বাজেহং ভুবনরপাবনহেতুরেকঃ

জ্যোতে ক্ষিপ্তে সত্ততর্জির্দলীগ্রাসারঃ।

প্রাকপুত্রিতো বিধিধঃসবি ধর্মদামা

নামানুস্মৃত্তিতঃ পরিতোষবহ্নঃ।

তস্মাদভ্যয়ত সদারতনং গুণানিঃ

ভদ্রেশ্বরো মিথিল-কোবিল-বন্দনীরঃ।

মধ্যে লভ্যং ক্ষিতিমভ্যং প্রথমাভিধেয়ঃ

সেবাভিত্তিক-কলহঃ পল্লবোন্মূলায়ঃ।

তস্মাদ্ধর্মসাধন ইতি বিজ্ঞচক্রবর্তী

রাজপ্রতিগ্রহপরাম্ভ-মাসোৎসাহভূৎ।

পুণ্যানি কেবলমহাদিগম্যর্জান্ বঃ

শান্তিচিরাৎ সময়ঃ পয়সাবলুপঃ।

তস্মাদ্ভূমিত্যাকি ভূমিবলঃ শিষ্যোপনিষ্যত্রজ্ঞ-

বিবিন্দৌলিরতুহ্মাণতিমিত্তি প্রাভাকরগ্রামগীঃ।

স্মাপালাজয়পালতঃ স হি মহাজ্ঞাচ্চ প্রভূতঃ ধম-

দানঃ চার্ষিণ্যবীণার জয়ঃ প্রভৃৎ ১৭ পুণ্যান্ ১৭

(হালোপনির্দিষ্ট প্রকাশ)



নিম্নে পালরাজগণের রাজ্যকালনির্দেশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম	রাজ্যকাল
১। গোপাল	(মগধে) ৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অব্দ।
২। ধর্মপাল	(মগধ ও গোড়ের) ৭৮৫—৮৩০ "
৩। দেবপাল	" ৮৩০—৮৬৫ "
৪। শূরপাল ১ম	" ৮৬৫—৮৭৫ "
৫। বিগ্রহপাল ১ম	" ৮৭৫—৯০০ "
৬। নারায়ণপাল	" ৯০০—৯২৫ "
৭। রাজ্যপাল	" ৯২৫—৯৫০ "
৮। গোপাল ২য়	" ৯৫০—৯৭০ "
৯। বিগ্রহপাল ২য়	" ৯৭০—৯৮০ "
১০। মহীপাল ১ম	" ৯৮০—১০৩৬ "
১১। নরপাল	" ১০৩৬—১০৫৩ "
১২। বিগ্রহপাল ৩য়	" ১০৫৩—১০৬৮ "
১৩। মহীপাল ২য়	" ১০৬৮—১০৭৮ "
১৪। শূরপাল ২য়	" ১০৭৮—১০৯১ "
১৫। রামপাল (মগধ ও উত্তর গোড়ের)	১০৯১—১১০৩ "
১৬। কুমারপাল	" ১১০৩—১১১০ "
১৭। গোপাল ৩য়	" ১১১০—১১১৫ "
১৮। মদনপাল	" ১১১৫—১১৩০ "
১৯। মহেন্দ্রপাল	" ১১৩০—১১৪০ "
২০। গোবিন্দপাল	" ১১৪০—১১৬১ "

পূর্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পূর্ববঙ্গে খজ্ঞাবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, আদিশূরের অভ্যাসে এই খজ্ঞাবংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আদিশূরের পরলোক এক শূরবংশের প্রভাব-ছাদের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের আমুক্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অরায়াসে সমতট বা পূর্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন কোন রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। গোড়ের মূল পালবংশীয় রাজা-দিগেরই কোন শাখা পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ পরগণার মাধবপুরে বশপাল, তাওয়ারালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল এবং সাতারের নিকটবর্তী কাটাঝাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষ্ণু-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র অশ্র গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের অপূর্ববার্হাভাগ্য ও সন্ন্যাসের

গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্ববঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুবিরক্ত এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংশীয় ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "গোপীপাল" নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন। এই গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর ত্রিভূতানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন।

পূর্ববঙ্গে বর্ষবংশ।

জৈনপতি রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে পূর্ববঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্ষবংশের অভ্যুদয়। বর্ষবংশীয় কোন ভূপতি সর্ব প্রথম পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবর্ষদেব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তারশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে এই নরপালের কীর্তি ও গন্নিয় বিবৃত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসম্বৃত রাঘবেন্দ্র কবি-শেখর হরিবর্ষদেবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

“বাহার প্রচণ্ড ভূজঙ্গশালিত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ষিগণের যিনি শাস্তিহুৎ বিদূরিত করিয়াছিলেন, বাহার প্রভাবে সমস্ত রাজজবর্গের গর্জ ও গৌরব থর হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্রপতন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরিহর ব্রহ্মা নীতা রাম লক্ষণ হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব পতাকা পরিশোভিত, সুরভিহুসুমসমুদায়ের সৌন্দর্য্যে নন্দন-কাননে অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যাচ্ছন্দ মন্দির সকল এবং মন্ডাকিনীর জার স্বচ্ছ-তোয় কমলকল্লার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানাপাত্র ও অস্ত্রবিভায় বিলক্ষণ স্তম্ভক, অসাধারণ বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে শীঘ্র এবং পরকীর রাষ্ট্রের সর্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাশীধর বিষ্ণুধরের পরাবিন্দ ধর্শনে বাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; অঙ্গ, বদ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশে বাহার অদ্বুত কর্ম্মকাহিনী বিখ্যোবিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি

• “গোপীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।

ইহা গুণিতে যে লোক আনন্দিত।” (চৈতন্যভাগবত অধ্যায় ৩)

দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্ষদেবের জয় হউক।\*

কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্বে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটীও অত্যাুক্তি নহে। একাত্তরকানন বা ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভবদেব-ভট্টের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি, রাষ্ট্রী শ্রেণী সিদ্ধল গ্রামীণ অধ্বিতীয় পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিবর্ষদেবের একজন সচিব এবং ভবদেবের কুলপ্রশস্তি-রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।† অনন্ত বাসুদেবের স্থলর মন্দির ভবদেবেরই কীর্তি। তিনিও রাঢ়দেশে নানা পথ ও পাহনিবাস নির্মাণ করাইয়া সাধারণের সমুহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কীর্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বৃত্তিতে পারিতেছি যে, উৎকলে হরিবর্ষার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ভবদেব এখানে দেবকীর্তি রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের বর্তমান বিষ্ণুদেবের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমরা মহারাজ হরিবর্ষদেবের কীর্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্দ্রপত্তন বা নাগপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তৎপূর্বে বঙ্গ ও উত্তর রাঢ়ে বৌদ্ধ-

\* “ব্রহ্ম সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোক্তং ভূজদণ্ডসম্বন্ধিত-বিক্রালকরবালভর-প্রেক্ষিতলক্ষণাপথাগতাশেবরিপুরাজ্ঞজৈন-বৌদ্ধাদি-বিধর্ষ-শর্ষ-সম্বন্দন-খলৌকৃত-সকৌক্যপিত্ত-গর্জগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনভনেকদেববিজয়লক্ষ্যোদ্যমজয়শ্রীরেকাত্তরকাননপ্রতিষ্ঠাপিত-হরিহর-বিরজিতবৈদেহীরাবলম্বণ-হনুমদাষ্টটোত্তরশতাব্দুত-বৈজয়ন্তীবিভাসিতামঙ্গলক প্রস্থপ্রস্থনপটলসৌন্দর্যাদিভক্ত-নন্দন-কাননবৈভবপরমামোঘমরোচ্চানসমলভুতুত্বরপথসংস্পর্শি ভূম্বর-মন্দির-মক্ষাকিনী-বিমলকীলালকমলকঙ্কারেদীঘরশোণারবিম্ববৃন্দ-সংশোভিতহুবিশালসরোবরসংহতিঃ...বেশনিবাসনিখিলপাত্রান্নি-পূর্ণপরিজ্ঞানলঙ্ঘনভবৈচ্চক্য-বালভট্ট-উট্টাচার্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখ-বিদ্য-বিখ্যাত সন্তসচিব সাহচর্যনির্কৃষ্টিত-সম্যক্ বশরদাষ্টসর্গ-ব্যাপারো বারাগলীঘরবিষেবরপদারবিন্দসম্পর্শনার্ধসমুভয়জননী-বজ্রম্পেরিচারকৃতে প্রার্থিতপ্রশস্তবস্ত্রাঙ্গদুযুজ্যপ্রতিনিয়তসমীতি পরিসেবনসম্প্রাপ্তপদবন্দ্য বজ্রাকলিভাভেবজনপদবহুমতাবুত-কর্ম্য ধরাধ্রুতো ভূবেবভূরানাক্ষিতাশেবন্দ্য জয়ভাজির রাজাধি-রাজো দেব শ্রীহরিবর্ষা।” (রাঘবেজ কবিশেখর)

† স্বয়ং জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্য) ১ স্বয়ং ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি এইখানে।

প্রভাব এবং জৈন নরপতি বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল;—মহাবীর হরিবর্ষদেব সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্ষদেবের সপ্ত সচিবের মধ্যে যে বালভট্ট ও বাচস্পতির কথা লিখিয়াছেন, অনন্তবাসুদেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশস্তি হইতে ঐ দুই প্রধান সচিবের নাম বাহির হইয়াছে। বালভট্ট কুলপ্রশস্তিতে “বালবলভী ভূজদেব ভট্ট” নামে খ্যাত। পরম বৈষ্ণব মহারাজ হরিবর্ষদেব গোড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিগুচ্ছ বৈদিকচাচার প্রবর্তনের জন্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কবিদপুর জেলায় সামন্তসার হইতে আবিষ্কৃত হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদার্থবাচক ঋগ্বেদী বংস গোত্রজ রুক্ষধর ভট্টারককে (কবিদপুর জেলার অন্তর্গত) বেজণিসার প্রভৃতি গ্রাম দান করিয়া-ছিলেন।\* এইরূপে তিনি বৈদিক বিপ্রতিলক শুনক যশোধর মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করিয়া বৈদিকচাচার-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে সর্ক শাস্ত্রদর্শী মন্ত্রিবর ভবদেব ভট্ট রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিগুচ্ছ বৈদিকচাচার প্রবর্তন করিবার অভি-প্রায়ে “সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি” রচনা করেন। অত্যাপি সেই পদ্ধতি অজুসারেই রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেব ভট্ট যেমন এক জন অসাধারণ শীর্ষাসক ছিলেন, তাঁহার বহু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ এক জন সর্বদর্শনবিদ অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার বড়দর্শন টীকা ও ভারতচীনিষক সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অসূক্ষ্ম রত্ন। তাঁহার ভারতচীনিষকে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ “বব্বক বহু বৎসরে” অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (১৭৬ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অজুমান করেন। ইহার পর তিনি মিথিলায় রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তথায় বড়দর্শনের টীকা রচনা করেন। পালরাজগণের প্রভাবে মিথিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণভক্ত দক্ষিণরাঢ়ের সভায় আগমন করেন। জৈনধর্মাবলম্বী রাজেন্দ্র-চোলের আক্রমণে রণপুর রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বাচস্পতি মিশ্রও তীর্থবাস করিবার জন্ত উৎকল বাত্মা করেন। ঐ সময়ে হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয়। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-দর্শনে তাঁহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রি প্রদান করেন।

রাঘবেজ কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কান্তকুজে বনবাগস

\* স্বয়ং জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্য) ৩ এখানে হরিবর্ষদেবের তাম্র-শাসন দেখ।

ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গলাগতি প্রভৃতি বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ অমর্যুদি পরিভ্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। \* এই সময়ে গোতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে হরিবর্ষদেবের রাজধানীতে আগমন করেন।† তাঁহারা কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেব-ঘোষী সুলতান মাসুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৩৩ শকে কনোজজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে কনোজরাজা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বৈদিকবিপ্লবগণের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিপ্রভক্ত বঙ্গাধিপ হরিবর্ষদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরীক্ষণে বঙ্গদেশে বৈদিকচাচার প্রতাপালনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১৯ খৃষ্টাব্দেরও পূর্বে হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয় ঘটে। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হইলে এবং বিজ্ঞোতা বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হরিবর্ষদেব শিতা জ্যোতির্বর্ষদেব বঙ্গ অধিকার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৎপুত্র হরিবর্ষদেব রাঢ়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রায় ১০১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন মহারাজাধিপাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার ৪২ রাজ্যাক্ষিত তান্ত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

সেনরাজবংশ।

মহারাজ হরিবর্ষদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্দ্র হইতে পয়া পর্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়দেশ আক্রমণকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্তনকালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্তদেবের নাম শিলালিপি ও তান্ত্রশাসন হইতে বাহির হইয়াছে। মহারাজ হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয়কালে দক্ষিণাত্যরাজবংশীর সাবন্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে ভাগীরথীতীরে

তীর্থবাস করিতে থাকেন। তাঁহারই পুত্র হেমন্তসেন। ঐখর বৈদিকের আটান বৈদিককুলপঞ্জীর মতে, হেমন্ত ওরফে ত্রিভিক্রম প্রথমে বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।† রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী মতে, সামন্ত বা হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের পুরবংশীয় নৃপতির কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। পুররাজ নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা ঘটে, এই সময় হেমন্তসেন পুররাজ্য অধিকার করিয়া “প্রীধম” নাম গ্রহণপূর্বক ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।‡ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই অরাজকতা পুরবংশের রাজ্যহানির জন্য ঘটে নাই, কারণ রণপুরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্ষদেবের মৃত্যুতে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা ঘটে, এই সুযোগে হেমন্তসেন রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমস্তট বা পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ পাল রাজ্যাদিগের অধিকারে এবং দক্ষিণাংশ রাজা হরিবর্ষদেবের পুত্রের অধিকারে থাকে। হেমন্তসেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ণ সাহস ও তদ্বারা নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী মহাকাব্য উদ্যাপতিধরের উজ্জ্বল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালমহাপ্রতিগণের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ সঙ্ক করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নরপাল প্রায় ১০৬৫ শকে (১০৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিক্রমশিলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ীয়কুলপঞ্জী মতে হেমন্তসেন ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এদিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপঞ্জী মতে, হেমন্ত-ত্রিভিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র জামলবর্ষা বিক্রমপুর অধিকার করিয়া ১১৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যে অভিষিক্ত হন।¶ এক্ষণে স্থলে ১১৪ শকের পূর্বে হেমন্তপুত্র বিজয়সেনের রাজ্যলাভ, এবং তাঁহার ৩৪ বর্ষ পূর্বে হেমন্তসেনের অভিষেক হইয়াছিল, বলিতে হয়।

বিজয়সেন প্রায় ১১০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি মিথিলা হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত আপনাদি অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন। “বল্লালোদয়” নামক

\* “রাজ্যপ্রাণাৎ ধন্যবানবক লাবণ্যং বহুভাক্তর বিত্যাগ।

এতন্নি কৃতং ধনবর্জিতব্রহ্মপাণিরকার্ষিতঃ প্রায়শ্চ।”

(রাধেন্দ্র কথিতধর)

+ “প্রভোভ্যাব্যক্তং কিল রাজধানীমবন্তরঃ শ্রীহরিবর্ষদেবঃ।

বচস্পতিভক্ত সত্যপতিভক্তেবৈ রাজ্যে ভবনং বিবলং।

তমাশিষ্য ভূপতিং বর্ধিষিষ্য ভক্ত দ্বিতর্ধাভূবৈষিতোহসৌ।

মিথেন বাচস্পতিয়া সবেভ্য পরপরঃ কেমবধাব্যভাসে।”

বঙ্গের রাজ্যের ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাও) ৩৪ অংশ ৩৪/১ পৃষ্ঠা।

\* কর্তমান নাম কাশীপুরী।

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাও) ৩৪ অংশ ১৪ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাও) ৩৪ অংশ ১৪ পৃষ্ঠা ও ৩৪ অংশ ২০ পৃষ্ঠা।

‡ বোহার বর্তমান শিলাও নামক গ্রাম।

¶ “বেদব্রহ্মহ্মিতং স বহুব রজা পৌঢ় কথঃ শিখরসৈঃ পরিভূয় পুংসু।

পুরাধার্যভিমান্য বিজিতাভ্যরাজ্য শরৎ পুংসুঃ কতজিহ্বা বিজয়ত পুংসুঃ।”

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণভাও, ৩৪ অংশ ১০ পৃষ্ঠা।)

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থে আছে, মহারাজ বিজয়সেন অন্ন, বন, কলিক্সের অধীশ্বর হইয়া কুরঙ্গের আয়োজন করেন, এই সময়েও কান্তকূজ হইতে যজ্ঞে ত্রতী হইবার জন্য পঞ্চ বৈদিক বিপ্রের গুণাগমন হইয়াছিল। বিজ বাচস্পতির “বজ্র কুলজীসারসংগ্রহে”ও লিখিত আছে—

“নয়শ চোরানই শক পরিমাণে।

আইলেন বিজগণ রাজ সমিধানে ॥

পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোবানে।

সন্মান করিয়া ভূপ রাখিলা সর্সজনে ॥”

উক্ত কুলগ্রন্থের প্রমাণে ১১৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক বিশ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বজ্র কায়স্থ-প্রধান-দিগের বীজপুরুষগণের গৌড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক বিপ্র বিনা কারণে গৌড়-রাজসভায় আসেন নাই। বঙ্গালোদয়ের কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরঙ্গের সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক বিশ্রাগণ আহৃত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ১১৪ শকে বিজয়সেনের রাজ্যে অভিষেক ও কুরঙ্গের যজ্ঞ এবং ঐ সময়ে বিজয় কর্তৃক তৎপুত্র শ্রামলবর্মার যৌবরাজ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের “চাকুর” নামক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

“দীহার বংশের লোককে বঙ্গাল মর্যাদা।

নয়শ চোরানই শকে না ছিল একলা ॥”

অর্থাৎ ১১৪ শকে যে সকল কায়স্থ আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গালমর্যাদা ছিল না।

নানা কুলগ্রন্থে ১১৪ শক দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ অল্প বঙ্গীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজপদে অভিষেক, কুরঙ্গের যজ্ঞোপলক্ষে বৈদিক বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন এবং বিক্রমপুরের শ্রামলবর্মার যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রভৃতি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিজয়সেন বারেন্দ্রের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ তখনও বৌদ্ধ-পালরাজ্যদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল বৌদ্ধাধিকারে থাকায় বারেন্দ্রের সকল লোকই প্রায় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে “রাঢ়ী-বারেন্দ্রলোব-কারিকা” হইতে জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারী হইয়া উপবীতবর্জিত হইয়াছিলেন,—অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মাচরিত মহারাজ বিজয়সেনের অনুসরণে তাঁহার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন।\* বিজয়সেন ও তৎপুত্র

বঙ্গালসেনের সময়ে দক্ষিণ বারেন্দ্রের বিশ্রাগণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিলেও উত্তর-বারেন্দ্রে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বিশ্রাগণ উত্তর-বারেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধতাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বৈদিকাচার ও বেদচর্চা অনেকটা লোপ হইয়াছিল, তাহা হলায়ুধের ব্রাহ্মণ-সর্স্ব পাঠ করিলেও জানা যায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যজুর্বেদের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগকে বৈদিকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ “ব্রাহ্মণসর্স্ব” রচনা করেন।\*

রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মূর্খিদাবাদ জেলার উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্যন্ত সর্স্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণ-ভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশুর নামে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্রামলের প্রভাবে গৌড়মণ্ডলের উচ্চ জাতীয় জনসাধারণের হৃদয়ে আবার দেববিজ্ঞ-ভক্তি উদ্ভিক্ত হইতেছিল।

১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের কুরঙ্গের যজ্ঞের সপ্ত বর্ষ পরে শ্রামলবর্মার বিক্রমপুরে শাকুনসত্র উপলক্ষে পুনরায় কর্ণাবতী হইতে স্তনক, শোনক, শাঙিলা, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি গোত্রের বৈদিক বিশ্রাগণকে আনাইয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে প্রধান বলিয়া সম্মানিত।

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্রামলবর্মার তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয়কে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র বঙ্গালসেন ব্রাহ্মণসমাজের ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়ের তিন পুত্র—মল্ল, শ্রামল ও বঙ্গাল। মল্ল সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী কাশীপুরী নামক সামন্তরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রামল পিতার সহিত মিথিয়ারে নিযুক্ত হন। বিজয়ের গোড় বঙ্গের অধিরাজ্যে অভিষেককালে শ্রামল ও বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্ববর্তী বর্ধরাজ্যগণের দ্বারা তিনিও কর্ণোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

\* “কৃৎজবংশাধারনাসমর্থানাং বারেন্দ্রকবিজাতীনাং কাশুশাখিধাজসেনেরিনাং কর্ণাধীনাং...পার্শ্বকর্ষণোপকৃত্যব্যাখ্যা প্রটীকব্যা।”—

(হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্স্ব)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাও) ৩তম খণ্ড ২১-২৪ পৃষ্ঠার বিজয়পুত্র শ্রামলের “বর্ধা” উপাধি ধারণের কারণ ও ইতিহাস উল্লিখ্য।

\* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাও) ৩তম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠার বিজয়বিশ্রাগ উল্লিখ্য।

বিজয়ের দীর্ঘরাজকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও জামল হইলৈক পরিচয় করেন। এই কারণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার অপর পুত্র বল্লাল ১০৪১ শকে (১১১২ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে অধিবিষ্ট হইলেন। বিজয়সেন গোড়াধিপ পালরাজকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয়চিহ্ন স্বরূপ প্রহারেখরশিখার প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাঁহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সহিত জাগীরদার উত্তরতীরবর্তী অধিকাংশ জনপদ আবার পালবাংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই গোড় হইতে পালবাংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, মিথিলা বিজয়কালেই তাঁহার প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণ-সেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্তই তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন। গোড় হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত এক সময় সর্বত্র এই অক্ষ প্রচলিত ছিল, বল্লাল-সেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বৈদ্যনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। বল্লালও প্রথমে পৈতৃকধর্মে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু সমস্ত গোড়রাজ্য অধিকার ও গোড় নগরে রাজপাট স্থাপনের সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মাবলম্বী। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এক কালে ধর্ম করিতে সমর্থ হন নাই। পালরাজ্যের প্রসঙ্গে পূর্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ের পূর্বতন প্রভাবশালী সারস্বত (সম্ভ্রাস্ত) ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্ত ধর্মপালপ্রমুখ পালরাজ্যগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বত বিগ্রকে আনিয়া বরেন্দ্র-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পাল-রাজ্যগণের অহুকরণে ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের ধর্মোপদেশগুণে বৌদ্ধতন্ত্রে অগ্ররক্ত হইয়াছিলেন। বল্লাল এই-রূপ বরেন্দ্র সারস্বত বিগ্রবংশসমূহ অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক ব্যক্তির শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহার মতিগতিও কিরিল। তিনি প্রথমে তান্ত্রিক মতেই অগ্ররক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়া রমণী ও বৈশ্যাদি লইয়া ভৈরবী চক্রের অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; তজ্জন্ত তাঁহার পিতা ও পিতামহের সমস্বকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সম্ভ্রানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রজ্ঞর বৌদ্ধভাবে বল্লালের ক্রম অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্যকার বা ডোম-কন্ডার পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল। এমন কি, বৈদিক বিগ্রগণের বড়বয়ে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল এক-দিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে ঘোষণা করিয়া

কিছুদিনের জন্ত তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। ইহার পর তিনি হিন্দু জনসাধারণকে নিজ মতানুযায়ী করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ দেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল, সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্বাণ-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্বাণ-তন্ত্রকার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, “এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিবহীন সর্পের দ্বারা বীণ্যহীন। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত কার্যমাত্রই শীঘ্র ফলপ্রসূত।” মহারাজ বল্লালসেন তন্ত্রানুযায়ী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিগ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় ও অভিনব বরেন্দ্র কার্য-সমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক ধর্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়া বিগ্রসমাজ রাঢ়ীয়-বরেন্দ্রগণ অনেকে তাঁহাদের অধিপতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সেনবাংশের সম্প্র-কৃত বঙ্গ কার্য-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। যে যে সমাজ গোড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদেরকে লইয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন। তাহা হইতেই বল্লালসেনের অভিনব কৌণীজ-মধ্যমার স্রষ্টি। প্রথমে যাহারা তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কুলচাৰী ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় হৃদয় ছিলেন, তাহাদিগকেই গোড়াধিপ সর্ব প্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া বল্লালসেন পূজিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অল্পকাল মধ্যে গোড়বঙ্গে সর্বত্রই রাজা বল্লাল-সেনের উৎসাহে হিন্দুতান্ত্রিক মত প্রবর্তিত হইল, বৌদ্ধতান্ত্রিক-গণ সহজেই এখন হিন্দুতান্ত্রিকগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। রাজা বৌদ্ধধর্মী, তাঁহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে অতি যত্নের চক্ষে দেখেন; হস্তস্বাক্ষর রাজত্বেরই হউক, অথবা রাজার অনুগ্রহলাভাশায় হউক, প্রজা সাধারণ বৌদ্ধ মত পরি-চয় করিয়া হিন্দুতান্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহারা হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম না মানিয়া বৌদ্ধধর্মে আস্থা দেখাইতে লাগিল, তাহারা রাজ্যদেশে অতিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, বল্লালও তাঁহার পিতা পিতামহগণের দ্বারা প্রথমে শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার “নিঃশঙ্কস্বরগোড়েশ্বর” উপাধির মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমত্রে দীক্ষার পর তিনি বৌদ্ধ শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসীকে শক্তিমত্রে দীক্ষিত করিবার জন্ত তিনি কুলীন গুরু নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্ত তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে বহু-গ্রামও দান করিয়াছিলেন। আগমোক্ত প্রমাণস্বরূপও তিনি

কুলীন ভরু প্রভৃতি প্রচার করেন। ক্রমে বঙ্গাল-পুজিত কুলীনগণই পৌত্র-বংশের বিহীন পাণ্ডুলসাজের মন্ত্রণক হইয়া পড়িলেন। বঙ্গালসেন তাঁহাদের স্বাভাৱ্য ও পদব্যাধা অঙ্গুর রাখিবার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব কর্তব্য ও তাঁহাদের মধ্যে পরিবর্ত বধ্যাঙ্গা প্রচলন করিলেন।

কিন্তু ব্যোমুখি ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে গৌড়াধিপেরও বৈদিক ধর্মের উপর আস্থা বর্তিত হয়, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র কিছু পূর্বে রচিত “দানসাগর” পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পূর্বে তিনি শ্রীর পুত্র লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তৎ-এবধিত কুলবিধিগণন এবং সমরোপযোগী বৈদিকমিশ্রিত তাত্ত্বিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয়া যান।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোধন করেন। লক্ষ্মণসেনের পূর্বে হইতেই তাত্ত্বিক ধর্মে সঙ্গম অগ্রগতি ছিল না, তাঁহার শিষ্যরাহির মত তিনিও বৈদিক কর্তব্যস্থানে তৎপর এক বৈদিক বিদ্যা অঙ্গুর ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডপতি এবং তাঁহার প্রধান ধর্মাবিকারী (Chief-justice) হলান্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার যে করণানি তাত্ত্বগণন পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকবিশিষ্ট বৈদিকবিপ্র-গণের উদ্দেশ্যেই নিবদ্ধ, রাজ্যীয় বা ব্যোমুখিবিপ্রগণের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার কোন তাত্ত্বগণনই পাওয়া যায় নাই।

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষ্মণসেন পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই পিতৃপুজিত কুলীন-সিগকে সন্তান আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমীকরণ করিলেন এবং হলান্দ্র ও পণ্ডপতির সাহায্যে অতি প্রচুরভাবে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গ তাত্ত্বিকতার আচ্ছন্ন। সাধারণে তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রমাণ্য বলিয়া মনে করিতেন না। হুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্মাবিকারী পরম পণ্ডিত হলান্দ্র প্রতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তত্ত্বের সারসংগ্রহপুর্ক সেই সময়ের উপযোগী “মৎস্তসূক্ত” নামে এক মহাতত্ত্ব প্রচার করিলেন। হিন্দু সমাজের সনাতন রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তাত্ত্বিকগণ বিরোধী না হয়, বেন এই মহত্ত্বপ্রচারেই মৎস্তসূক্ত তত্ত্ব রচিত হইয়াছে। এভাবেই মৎস্তসূক্ততত্ত্ব বীরাচারীবিগের অভিন্নত তারাকর, একজটা, উগ্রভাৱা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজারূপ ও সন্ধ্যোভার, তৎপরে বৌদ্ধভাৱাধোষিত মহাচীনক্রম, তারার বীরদান ও সীলসারবতক্রম এবং কথো কথো কথের প্রশংসা করিয়া বেন বৌদ্ধভাৱাধোষিত তারার তত্ত্ব রচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পাঠ করিলে মৎস্তসূক্ত বেন বীরাচারী শ্রীর বস্ত দিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার সর্বক মৎস্তসূক্ত-

তত্ত্বকার হলান্দ্রের উদ্দেশ্য নহে। প্রতি, স্মৃতি ও পুরাণে যে সনাতনের বিধান আছে, পরবর্তী পটল হইতেই-সমাধি পর্যন্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বাহা সনাতার বলিয়া অস্তাবধি পালন করিতে-ছেন, বর্তমান শাস্ত্র, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অতুর্ভের আদিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদিতে মৎস্তসূক্তের অধিকাংশই ভূষিত হইয়াছে। মৎস্তসূক্তের ৩১পটল হইতে ৪১ পটল পর্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, মহাবির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যভক্ষ্য, চাতুর্বাণ্যের অবস্ত কর্তব্য ও প্রারম্ভিতাদি বাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলান্দ্র তাহারই বেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্তসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তার প্রকৃতি তাত্ত্বিক দেবদেবীর পূজা ও মাংস্যা-প্রচার করিয়া বীরাচারীবিগকে হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে মত মাংসাবির ব্যথষ্ট নিব্বা করিয়া তাহার অসাম্বিকতা ও প্রারম্ভিতাইতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধাবির ব্যথষ্ট নিব্বা করিতেও মৎস্তসূক্তকার পদ্ধতঃপদ হন নাই।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন একদিকে যেমন মৎস্তসূক্ততত্ত্ব প্রচার করাটয়া সাধারণ তাত্ত্বিকগণের কথারবন্ধনের উপায় করিলেন, অপরদিকে আবার ব্যোমুখ ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডপতি দ্বারা “সংস্কারপদ্ধতি” এবং রাজ্যীয় ও ব্যোমুখ বিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য “ব্রাহ্মণসর্বক” প্রচার করা হইলেন। এই সময়েই হলান্দ্রের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য “আদিকপদ্ধতি” প্রচার করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন কিরূপে যত্নে হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই স্বয়ংস্ব হইবে। বিশেষতঃ মৎস্তসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণসেন যে প্রশালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, আর সেই প্রশালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অরুণের কোমলকান্তপদাবলির মন্থ আশ্রয়নেই তিনি অনেক সময় আতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমে যে হলান্দ্র “শৈবসর্বক” লিখিয়া গৌড়সমাজের ঐতিহাসিক হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই “বৈষ্ণবসর্বক” লিখিতে হইল। তাগবতধর্মের গুঢ় রহস্ত সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহার বিপরীত হল উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি গোবীন্দ “পদ্মসূক্ত” পাঠ করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে কিশানিকার যোদ্ধা প্রজাবিত হইতেছিল,—একান্ত রাজপন রাজকিয়াদিনীসের বজ্রবিধানে

মুখরিত, নিম্নীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত পণ্ডিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উত্তানসমূহ নাগরদোশায় ঘৃণ্যমাণ। নাগরীগণের উন্মাদ কলনাদে বিভ্রাবিত এবং প্রণয়-লিপ্সু কামিনীগণের প্রেমমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উদ্ভাসিত—তাহারই ফলে গোড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল এবং তাহারই পরিণাম ফলে ১১২৯ খৃষ্টাব্দে নববীপ-রাজধানী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল।

তাত্ত্বিক বোদ্ধাচার-বিপ্রাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার জন্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের চরদৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারিল না। বল্লালসেনের সময় তিনটী রাজধানী ছিল। একটা উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত গোড় নামক প্রাচীন স্থানে, একটা নববীপে ও অপরটা পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণসেন মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অকস্মাৎ আক্রমণ-ভয়ে নববীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গোড়ে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্তগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইলেন না, কাজেই তিনি গোড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন। তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ সেন শাসন করিতেছিলেন। যেকপ ঘোরতর যুদ্ধে পতিত হইয়া বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণসেন নববীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা যড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতার তখনও পূর্ববঙ্গ উৎসর যায় নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নিকট উৎকোচ গ্রহণপূর্বক ভবিষ্যদ্বাণীর দোহাই দিয়া রটনা করেন যে, দীর্ঘশত্রু ও আজাহুলশিতকূজ মুসলমান শীঘ্রই আসিয়া নববীপ অধিকার করিবে। বৃদ্ধ নরপতি ও ব্রাহ্মণের এবং বিধি কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে নববীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ স্বার্থাঙ্ক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীর বীর-গণকে লইয়া মহাবীর বিশ্বরূপ মুসলমানের কদাচ কবল হইতে বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বরূপ নিজ তান্ত্রশাসনে “গর্গবদনার-প্রণয়-কালক্রম” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাহার সভায় গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রার প্রকৃত হইলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমারসেনের কদার-

নাথ তীর্থে এখনও তাহার নাম ও তাহার সহচর বন্দ্যবংশীর ব্রাহ্মণের নাম তান্ত্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, এখনও তথায় উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব সেনের হিমালয়যাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ববঙ্গে কিছুদিনের জন্ত নামে মাত্র রাজা হইলেন, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের হস্তেই প্রকৃত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাহার মৃত্যুর পর আশ্র ১২১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপ পূর্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষার ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্ত সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ-প্রবর্তিত তাত্ত্বিক নামধের প্রচুর বৈদিকচারেরই সমর্থন করিতেন, এবং বৈদিক বিশ্রোগকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান করিয়া বৈদিকপ্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময় হইতেই লক্ষ্মণসেন-সংস্কৃত রাষ্ট্র ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের স্থায় বৈদিক-সমাজে ও মিশ্র-বৈদিক-তাত্ত্বিকচার প্রবেশ করিতে-ছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ নদীয়া আক্রমণের ৬০ বৎসর পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধর পূর্ববঙ্গ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছেন। সেই স্বাধীন নৃপতিকেই আমরা বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অকবরীতে দেখা যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শুরসেন নামে একব্যক্তি রাজা হন। ইহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত আছে।

সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমানদেবী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া তৎপরবর্তী সদাসেন বা শুরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কুলগ্রহে দহুজমাধব বা দনোজা মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই দনোজা আইন অকবরীতে নোজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি-মিশ্রের কারিকা মতে, ইনি রাজা কেশবসেনের পুত্র। ময়মনসিংহ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তাত্ত্বিক মিশ্রাচারের স্বরূপাত হইয়া-ছিল, দনোজা মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশে স্বীকৃত না হইলেও এই সময় রাষ্ট্র ও বারেন্দ্রসমাজে তাত্ত্বিক ও বৈদিক এই উভয়বিধ আচারই প্রতিসম্যক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দনোজা সভার রাষ্ট্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ হয়, তিনি ধার্মিক ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কোলীন্ত-মর্যাদা দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ

• বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণভাণ্ড, ৩৪ অংশ, ২য় অধ্যায়ে বিবৃত বিষয় হইল।



কার্য হুসীনের পুত্রবধূর কন্যাকে বিবাহ করেন\* এবং বঙ্গ-কার্য-সমাজের সোপানগতি হন। তিনিই গৌড় হইতে প্রধান কার্য হুসীনের ও সুলতানগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন।

১২৮২ খ্রীস্টাব্দে বিল্লীর বঙ্গবন্ গৌড়াধিপ সুলতান মুহিম-উদ্দীনের বিরুদ্ধে আগমন করেন। তৎকালে দল্লত রায় জলপথে বিল্লীর দিকে সাহায্য করার পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সর্দারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গবনের বিল্লী-প্রবাসনের পর, এই সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অল্পকাল পরে দল্লতমাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় স্বজনসহ সমুদ্রের নিকটবর্তী চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করিলেন।

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাঁহার বংশধরগণ বহু কাল বাহীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দল্লতমাধবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র হারিবল্লভ দেব, তৎপরে তৎপুত্র জয়দেব বৎসক্রমে বাহীনভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য শাসন করেন। জয়দেবের পুত্র সন্তান না হওয়ার তাঁহার দৌহিত্র বলভদ্র বহুর পুত্র পরমানন্দ বহুর চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বহুবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের পুত্র সন্তান না হওয়ার তাঁহার ভাগিনের মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ উত্তরাধিকার লাভ করেন, তাঁহার বংশধরগণ অভ্যাপি বাঙ্গা চন্দ্রদ্বীপে বিভ্রম। তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য অন্তিমিত হইয়াছে, এখন আর রাজবংশের বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তবে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের সমাজপতি বলিয়া বঙ্গ কার্য-সমাজে আজও তাঁহারা বিশেষ সমানিত।

[ চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিবৃত বিবরণ ঐষ্টব্য। ]

বাঙ্গালার মুসলমান-প্রজাতি।

১২০১ অব্দের আদম-জুমারিতে সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা ২৫,৪২৫,৪১৬ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম বাঙ্গালার ১০৮৪৮২০; উত্তর ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০; মধ্যবঙ্গে ৩৭৭৩০২১; উত্তরবঙ্গে ৪৮৭৬৪০৮ ও পূর্ববঙ্গে ১১২২০৪২৭; একত্রিত উড়িষ্যা-প্রদেশে প্রায় লক্ষাবিধ মুসল-

\* পুত্রবধূর কন্যাদানক্রমে বঙ্গ কার্যকারিকার লিখিত আছে—

“সকল কার্যোবার পঞ্চাৎ তীব্রতরঃ চ।

বহুভায়ে বহুভায়ে বাহবার সিন্ধবতঃ চ।”

+ “বহুভায়ে বাহবার চন্দ্রদ্বীপপতি।

সেই হইল বঙ্গ কার্য গোপীপতিঃ।

যৌড় হইতে আনিয়া বঙ্গ কার্য হুসপতিঃ।

হুসানগণ আনাইয়া করাইয়া দিতিঃ।”

(জি. বাসুদেবের বঙ্গ-হুসী-সাহিত্য-প্রবন্ধ)

মানের বাস আছে এক কবীর দাঁতের অধীন কর্তৃক রাজ্যভুক্তিতে, অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্বত্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বেশীর সাধুস্বাক্ষরসমূহ আরও মুসলমানের বাস দেখা যায়। বাঙ্গালার দ্বীপ-বিশ্বভিত্তির মোট সংখ্যা ৪২৬২৮১০ জন এবং অল্পমানিক মোট মুসলমান ২৬ লক্ষ। সুতরাং এতদ্ব্যতিরিক্ত তুলনায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই উচ্চরাস্তার বেশী হইতেছে। হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে একজন মুসলমানাবিক্য কেন ঘটিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত অল্পসংখ্য জিন্ন তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই।

ভূবেবাঙ্গালার বর্তমান আদম-জুমারীর মোট ৭৮৪২০৪১০ জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা স্পষ্টতই তাহার এক-তৃতীয়াংশাধিক বলিয়া বোধ হয়। আহাঙ্গীর বাহশাহের সময়ে এই জনতার আধিক্য ঘটয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত একখানি বিবরণী প্রায়ে বিবৃত আছে। সে সময় মুসলমানধর্ম পূর্ব-বাঙ্গালার সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। একে মুসলমান রাজা, তার মুসলমান জমিদার ও জায়দারদার এবং পীর ও কবীরদিগের অতুল প্রভাব—এই সকল কারণে জনসাধারণ সহজেই যে মুসলমানধর্মের অঙ্গবর্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু গৌড়, হুসীদাবাব প্রভৃতি মুসলমান রাজধানীপরিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া বেশ ব্যাধি যায় যে, বাহবল অপেক্ষা অস্তিত কারণেও মুসলমান-ধর্মের পরিবৃদ্ধির সহায়তা ঘটয়াছে। যে সকল জেলার মুসলমান অধিক, সেখানকার মুসলমানেরা প্রায়ই (কবীন্দ্রী) এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্যানু ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহা দেখিয়া অসম্মান হয় যে, বহুকাল হইতে অনাথ জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববাঙ্গালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনাথবংশসমূহ বঙ্গিয়া তৎপ্রদেশেই সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ প্রেরিত হইয়া পাইয়াছিল। পঞ্চাশতাব্দে তাহারা অপেক্ষাকৃত সমাজ-সোপানে আরোহণ করিয়া সেকশ হীনাবস্থা পরিত্যাগ-পূর্বক মুসলমানাবিক্যের রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ হইতে উৎসাহ ও আশ্রয় প্রকাশ করিল, রাজ্যপ্রদেশে তাহারা ইসলামধর্মের প্রীকিত হইল, অথবা অধিক সম্ভব, অনেক সেই সময়ে সমাজ বা রাজসকালে সমাজান্তরে আশ্রয় ইচ্ছাপূর্বক ইসলামধর্মের প্রীক্যপ্রহণ করিয়া ইসলামধর্মের অঙ্গবর্তী হইল।

বিত্তীয়তঃ কবীরবংশ মুসলমানের আধিপত্য হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানজাতির প্রভাব বিস্তৃতি লভ্যবায় বলিয়া কল্পনা করা যায়। তাহার পূর্ববর্তী বাসিন্দাসমূহের অনেক মুসলমান বন্দি-প্রদেশে আনিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। মুসলমান-রাজত্বের

অভ্যাসের ফলে, রাজ্যগ্রহণের আশায়, অথবা কোন রূপ দ্বারে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইসলামধর্মে রীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসন্তান মুসলমানের গৃহবাশে আসিয়াই অথবা মুসলমান যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুধর্মোৎখাতি: পরিত্যাগপূর্বক রাজধর্মের বিমল স্বর্গীয় ইসলাম-আলোকে আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুদ্ধদৃষ্টি উন্মোচিত করিয়াছিলেন।

তাজ্-উল-মুরাশীর, তবকাৎ-ই-নাসিরী, তারিখ্-ই-আলফি, তারিখ্-ই-কিরিত্তা, অকবর-নামা, জবেদৎ-অল্-তারিখ্, জাহাঙ্গীর-নামা, শাহজহান-নামা, জবেদৎ-আলমগীর-নামা, মুরাশীর-আলমগীরী, তারিখ্-খাকি খাঁ, মুরাশীর-অল্-ওমরা, রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রভৃতি বিবিধ মুসলমান ইতিহাস পাঠ করিলে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব বিস্তারের বখেট আভাস পাওয়া যায়।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিরাবাসী মুসলমানজাতির প্রভাব বর্ণনাপ্রসঙ্গে সবজঙ্গীনের অভ্যুদয় ও ভারতাক্রমণ বিবৃত হইয়াছে। সবজঙ্গীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনী রাজধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পশ্চিম ভারতের নানাদ্বান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মাহমুদ মধ্যভারতের হুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিজয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ সময় হইতে সুলতান মাহমুদের বিখ্যাত সেনাপতি গৈরদ সালর মসআউদ গাজী উত্তর-ভারত আলোড়িত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ভর আতিকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারই প্রভাবে নানা স্থানে মুসলমান উপনিবেশ ও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

[ সবজঙ্গীন, মাহমুদ ও সালর মসআউদ দেখ। ]

মাহমুদের মৃত্যুর পর, ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ মসআউদ ১ম রাজা হন। মসআউদ-পুত্র যোহরদকে হীনবল দেখিয়া দিল্লীপতি আকগানরিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়া লন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে যোহরদের মৃত্যু ঘটিলে যথাক্রমে ২য় মসআউদ, আলী, রশিদ ও ফেরোজখান গজনীসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার্য্য ভারত অধিকারবিভাগে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেরোজের ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহিম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১০৭২-৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদান আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্দিশা রাজা হন। আর্দিশার অভ্যাসে প্রজাবর্ণ প্রীতিভিত্তি হইয়া উঠে। তাঁহার পুত্রতাত বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের মায়ার পলাইয়া খোরাসান-পতিত সাহায্য লাভ করেন। পরে তাঁহারই সহায়তায় বহরাম শাহ ত্রাকুশ্বর আর্দিশাকে নিহত করিয়া স্বয়ং গজনী ও লাহোরের অধিপতি হন। ঐ সময়ে যোহর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে

থাকে। বহরামের পরবর্তী পুত্র নাসক রাজবর প্রতিপত্তিশালী যোহররাজবংশের সমকক হইতে না পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বাঞ্চল লাহোর জনপদে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ যোহর সুলতান ২য় পুত্রকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া কিরোজ-কো নামক স্থানে আনয়ন পূর্বক তথায় তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি লাহোর জনপদ যোহর-বংশের অধিকারভুক্ত হয়।

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও অনেক বিধে মুসলমান-সংস্কারাগ্রহণ হইয়াছিলেন। বিধব্রী হইলেও হিন্দুসমাজে তাঁহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদূর নিম্নদীন ছিল না। কেন না গাঙ্গারানি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত বহুকাল হইতে ভারতবাসীর সংঘব চলিয়া আসিতেছিল। তখনও পাঠানজাতির ইসলামধর্মপ্রবীক্ষণ বেশী পুরাতন হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও তখন পূর্বতন ভারতীয় ধর্মসংস্কারের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিরোধভাব সমুদিত হয় নাই; সত্তবত: সেই কারণেই বোধ হয়, কদোজপতি জয়চন্দ্র বঙ্গাতির প্রতি দীর্ঘায়ুপ্রত্যাশ হইয়া বিশেষকৈ সাগরে আম-ত্রণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। [ মাহমুদ যোহরী ও জয়চন্দ্র দেখ। ]

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহরী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিয়া মাহমুদ যোহরী দিল্লী প্রাপ্ত পর্যন্ত মুসলমানরাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। মাহমুদ তাঁহার বিখ্যাত ক্রীতদাস এবং সেনাপতি কুতব্-উদ্দীন আইবককে বিজিত প্রদেশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। ঐই রাজপ্রতিনিধির আমোদেই মাহমুদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন।

[ কুতবউদ্দীন ও মাহমুদ ই-বখ্‌তিয়ার দেখ ]

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ: মুসলমানের বসতি বিস্তৃত হয়; কিন্তু হুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুসলমান উপনিবেশিকের সংখ্যা অতি অল্প। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রাপ্তিভিত্তি এবং রাজকর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান সাধুগণের বুদ্ধবর্ধীর প্রভাবে বিরুদ্ধ হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ অনেকে তৎকালে ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সময়ে সুদূর সুলতানবন বিভাগেও ইসলামধর্মপ্রচারার্থ লোকের চিত্তরজনকর মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২০৩ অব্দ হইতে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসন আরম্ভ; তদবধিই তাঁহারা এ দেশে বসতি করিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-কর্তৃক বাঙ্গালার "সেওয়ারী" প্রদেশের সময় পর্যন্ত প্রায় ৫৬২ বৎসর মুসলমানশাসন এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা রাজ্যের পশ্চিম অংশ হতচ্যুত হওয়ার বহুদিন পর পর্যন্তও হিন্দুরাজগণ পূর্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২০৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব হইতেই সোণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম ঘটয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও বসোরার আরব সওদাগরগণ ভারত-বর্ষ ও চীনের সহিত বহুল পরিমাণে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যে সকল দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তথায় এক একটা বাণিজ্যাবাস স্থির করিয়া যান। বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্ত হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অতি পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপন করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম জগতের সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি চলিত, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীে লিখিত হুই জন মুসলমান গরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁহারা “এ দেশকে রামি রাজ্যের দেশ বলিয়া” উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! আরও বলিয়াছেন—“তাঁহার অসংখ্য হস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পুষ্ক তুলার কাপড় (চাকাই মুসলিন?), অণ্ডরু চক্ষু, এক প্রকার চর্ম, গুড়ারের খড়্গ ইত্যাদি। এই সকলই কড়ি বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা।”

### মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

(প্রথম শাসনকাল।)

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী বোরের একজন অমাত্য ছিলেন। জুলতান গিয়াস্ উদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজ-নীতে আসেন। সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্জিদ হিসাম উদ্দীনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি জুলতান শাহাব্ উদ্দীনের একজন প্রসিদ্ধ সন্ত ছিলেন।

১১৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপূর্বক ১২০৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাঢ় ও বরেন্দ্র নামক প্রদেশ জয় করেন। “তবকৎ ই-নাসিরী” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষণাবতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লক্ষ্মণিয়ার রাজধানী। গঙ্গানদীর উত্তরকূলে ঐ রাজ্যের দুইটা বাহ আছে। পশ্চিম বাহকে রাঢ় বলে। লক্ষণাবতী নগরী এই অংশে অবস্থিত। পূর্ব বাহর নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রা, দেওকোট নামক নগরী এই বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত। নদীয়া এবং লক্ষণাবতী উভয় নগরই রাঢ় প্রদেশে বিভক্ত। ক্রিয়তার লিখিত আছে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার নদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লক্ষণাবতী ও অন্তান্ত রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। তাঁহার নামে পুংবা

পাঠ এবং মুদ্রা প্রচারিত হইল। যে সকল মুসলমান তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, বা পরে বাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বিজিত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহারা জায়গীরবন্দর অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গোড় বা লক্ষণাবতী নগরে বখতিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। [লক্ষণসেন দেখ।]

বরেন্দ্র এবং রাঢ় ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান শাসনাধীন হইলেও, প্রকৃত বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার পূর্বাংশ মহম্মদ তোগলক শাহের রাজত্বকালে মুসলমানকর্তৃক ১৩০০ খৃঃ অব্দে অধিকৃত হয়। গোড়, সপ্তগ্রাম এবং স্বর্ণগ্রাম নগর বা বন্দরে উক্ত সম্রাটের প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী হইতে আরম্ভ করিয়া কানর খাঁর শাসন সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎকালে দাস, খিলজী ও তোগলকবংশীয় দিল্লীস্বরগণ আপন আপন প্রতিনিধি দ্বারা বাঙ্গালা শাসন করিতেন। কিন্তু জুলতান ফখর উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দিল্লীর অধীনতা উন্মোচন করিয়া স্বাধীন হইল (১৩৪০ খৃঃ অব্দ)। তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের সমগ্র শাসনশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। যতদিন মা অকবর বাদশাহ দায়ুরকে পরাজিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গালা পাঠানজাতির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অপরিদীম অত্যাচারঅকুষ্ঠিত চিত্তে সজ্জ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কবিকাহিনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে।\*

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার স্বীয় অধিকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমি ও বগড়ীর কিয়দংশ লইয়া যে বিভাগ গঠিত হয়, মিনাজপুরের নিকটবর্তী দেবকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গোড় বা লক্ষণাবতী। রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে স্বাধিকৃত গোড়রাজ্যরক্ষার জন্য রঙ্গপুরে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া তিনি কামাতপুর-রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন; কিন্তু কামরূপ-সেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ার দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তথায় বলবন্দে ও চিন্তাজনিত জ্বরে অল্পদিনের মধ্যেই

তাহার মৃত্যু ঘটে (হি: ৬০২=১২০৫ খৃ: অং:)। তাহার শবদেহ বেহারে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল।

উক্ত খিলজী বীরের সঙ্গে অনেক আক্রমণ, যোগল ও ইরানীর প্রদেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাদল লইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও মগধের নানা স্থানে মুসলমান-শাসন বিস্তার করেন। তাহার আত্মীয় স্বজন ও আত্মীয়গণ যাহারা তাহার সহিত বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি জায়গীর দিয়া বাঙ্গালার বসাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-সিরান খিলজী বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু বখন তিনি শুনিলেন, বখশের শাসনকর্তা আলীমর্দান খাঁ তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাহার প্রতিহিংসা-বলি শতগুণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি সদলে বখশ অভিযুগে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দানকে বন্দী এবং বাবা ইম্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রাজধানী অভিযুগে যাত্রা করিলেন।

মহম্মদ সিরান লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া আসিলে মুসলমান সেনাধ্যক্ষেরা তথায় সমবেত হইয়া তাহাকে একবাক্যে সর্কপ্রধান মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। মহম্মদ সিরান আজ্ঞা উদ্দীন উপাধি সহ গোড়ের মননে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মুসলমান-সেনাপতিগণকে অধীনস্থ সেনাদলের পোষণার্থ জায়গীর দান করিলেন।

এদিকে রাজ্যাভিষেকের সুযোগে আলীমর্দান কোতোয়ালকে উৎকোচ-দানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং কারাবোধ হইতে উদ্ধৃত হন। পরে তথা হইতে গোপনে দিল্লীযাত্রা করিয়া সম্রাট কুতুব উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাজশক্তির অবমাননা হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তদন্তেই অযোধ্যার শাসনকর্তা কামার রুমিকে অবিলম্বে বাঙ্গালা অভিযুগে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কামার রুমি বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সামন্ত সর্দারদিগকে বশীভূত করিয়া মহম্মদ সিরানকে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহারে অভিযুগে পলাইয়া গেলেন। তথায় মুসলমান সর্দারগণ পরস্পরে আত্মকলহ উপস্থিত করিল। এক জন সর্দারের তরবারির আঘাতে গোড়েশ্বর মহম্মদ সিরান নিহত হইলেন। কামার রুমি অবশিষ্ট সর্দারদিগকে জমা করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

আলীমর্দান খিলজী বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খাঁর

হত্যাকারী বলিয়া সাধারণে নিশ্চিত হইলেও, তিনি বীর, সং-সাহসী ও কর্মকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দিল্লীশ্বর কুতুব সদলে গজদী-বিজয়ে যাত্রা করিতেছেন। আলীমর্দান ও সম্রাটের সহকারিত্তে তথায় যাইয়া বিশেষ কৌশল ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাহাকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে হিলাম উদ্দীন অবুজ প্রভৃতি খিলজীবংশীয় সামন্ত-সর্দারগণ নবীন প্রতিনিধি আলীমর্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদী-তীরে সমবেত হন। গোড়েশ্বর আলীমর্দান ঐ স্থানে সমাগত হইলে পরস্পরে মর্যাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভিযুগে যাত্রা করিলেন। এখানে কিছুদিন মননে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পুনরায় লক্ষণাবতী বা গোড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেহই তাহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিল না। তিনি নিরীক্ষণে বজ্র শাসনও পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

১২১০ খৃষ্টাব্দে বা ৬০৭ হিজরীর কুতুব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে আলীমর্দান খাঁ দিল্লী-রাজসরকারের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্বক স্বয়ং সুলতান আলা উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মননে আরোহণের পূর্বে মর্দানের দ্বয় প্রকৃত বীরপুরুষের ছায় ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজকীর দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজতন্ত্রে উপবেশনান্তর গর্ক মদে মত্ত হইয়া তাহার ঘোর চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর অত্যাচারী ও আত্মসত্তরী হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রত্যেক কার্যেই অনৈতিকতা ও অবিমুখ্যকারিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সম্রাট প্রজাবৃন্দ রাজকৃত একরূপ হঠকারিতা প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহারা উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া অবশেষে ১২১২ খৃষ্টাব্দে গোড়েশ্বরকে গোপনে হত্যা করিল।

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সর্দারবৃন্দ পূর্ববৎ সমবেত হইয়া গজোত্তরী জেলার সুপ্রসিদ্ধ সামন্ত হিলাম উদ্দীন অবুজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি ঘোর রাজ্যের কোন সম্রাট সর্দারবংশস্বত—অষ্টাবধেণে ভারতে আসিয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। ক্রমে বীর প্রভুর অশ্রুগ্রহে গজোত্তরী বিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহার বীরত্ব, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অপরাপর সর্দারগণ তাহার উপর প্রভাবান্বিত ছিল। মহম্মদ সিরানের রাজ্যকালে কামার রুমির সমক্ষে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করার রাজতন্ত্রের পুরস্কারস্বরূপ বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

হংস-ই-বখতিয়ারের মৃত্যুর পর খিলজীবংশীয় বে কয়েকজন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জুলতান গিয়াসউদ্দীনই সর্বাঙ্গতঃ বিখ্যাত। জুলতান হিলাল উদ্দীন অল্প গোড়ের মসনদে সম্রাট হইয়া গিয়াস উদ্দীন নাম ধারণ করেন। তাঁহার স্থাপিত কীর্তিমালা অজ্ঞাপি বঙ্গে তাঁহার বংশ ঘোষণা করিতেছে। তিনি গোড়নগরী নানা অট্টালিকার ও ধর্ম্মক্ষেত্রের স্রোতিভিত্তি করিয়াছিলেন। তখন লক্ষণাবতী বা গোড়-রাজধানী গঙ্গার দুই দিকে বিস্তৃত ছিল। বর্ষাঋতুতে জলময় স্থান দিয়া রাজধানী হইতে অস্ত্র যাতায়াতের অসুবিধা বুঝিয়া তিনি বীরভূমের অন্তর্গত নগর (লক্ষণনগর বা লখনৌর) নামক স্থান হইতে গোড় দিয়া দেবকোট পর্যন্ত একটা জালাল (মৃতিকাস্তূপ দ্বারা নির্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তুত করান। ইহাতে সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্মচারীদের বাঙ্গালার বিভিন্ন নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল।

মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কামরূপ, মিথিলা এবং গঙ্গাধরের (উড়িষ্যা) রাজ্যদিগকে কয় দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল মহাসমুদ্রের সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি দেশভিত্তিক নানা কার্যের অসুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞানোন্নতি করে তিনি শত শত পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের তারতম্য করিতেন না। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীখয়ের বিরোধী হইয়া তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজত্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। সম্রাট আল-তমাস তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ বাঙ্গালার সমাগত হইলে তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট প্রত্যাগত হইলে, তিনি বেহারের শাসনকর্তা মুলক আলা উদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পুনরায় দিল্লীখর জুলতান আলতামাসের অধীনতা অস্বীকার করেন, তাহাতে জুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র দাসির উদ্দীনকে তদ্বিষয়ে প্রেরণ করেন। গিয়াস উদ্দীন সময়ে পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খৃষ্টাব্দ)।

গিয়াসের মৃত্যুর পর লক্ষণাবতীর কতসর্বস্ব দিল্লীরাজধানীতে প্রেরণ করিয়া দাসির উদ্দীন বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্তা হন। ১২২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। জুলতান আলতামাস ৬২৭ হিজরায় স্বয়ং বাঙ্গালার উপনীত হইয়া বিদ্রোহবন্দনপূর্বক পূর্বকথিত মুলক আলা উদ্দীনকে গোড়সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলা উদ্দীন ৪ বৎসর এবং তৎপরে শৈব উদ্দীন তুর্ক ৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিলে পর বাগী-

লার মসনদে তুঘান খাঁ আরোহণ করেন। ৬৩৪ হিজরায় বিধ-প্রয়োগে শৈব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে (১২৩৭ খৃঃ)।

দাসির উদ্দীনের পর বর্ষার্থ পক্ষে তুঘান খাঁই বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নানা সন্তোষে ভূষিত ছিলেন। জুলতান আলতামাসের অগ্রগৃহে তিনি ৬৩০ হইতে ৬৩৪ হিঃ মধ্যে বর্ষাক্রমে বুদাউন, বেহার ও গোড়ের মসনদে সমধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলা উদ্দীন তুঘান খান উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীখরী জুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে উপচোকনাদিসহ একজন দূত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার পান। অতঃপর তিনি ত্রিহস্তপতিকৈ পশানত করিয়া কয় দিতে বাধ্য করেন এবং বহু ধনরত্ন লইয়া গোড় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

সম্রাট মসাদউদের রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল জানিয়া তিনি সেই রাজশক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক স্বয়ং স্বাধীন রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার করিয়া বীর রাজানীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খৃষ্টাব্দে)। তথায় বাসকালে ৬৪০ হিজরায় তবক-ই-নাসিরী প্রণেতা মিনহাজের সহিত জুলতানের সাক্ষাৎ হয়। জুলতান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালার আসেন।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকলপতি জুলতান তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া যাজপুর রাজ্য সীমান্তবর্তিত কতাসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িষ্যাবাসীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জুলতান লক্ষণাবতীতে সদলে ক্রিয়া আসেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উড়িষ্যাসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে (১২৪৪ খৃঃ, ৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনন্যভীমপুত্র মহাবীর নরসিংহদেব স্বয়ং এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। উড়িষ্যা সৈন্য গোড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখনৌর আলোড়িত এবং তথাকার সেনাপতি কসিম উদ্দীনকে বিপর্যস্ত করিলে উপায়ান্তর না দেখিয়া জুলতান দিল্লীখরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অবোধ্যার সুবাদায় তৈমুর খাঁ কিরাণ সদলে লক্ষণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া উৎকলসৈন্য লক্ষ্যব্যাহি লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিল। তৈমুর খাঁ জুলতান তুঘানকে হীনবল দেখিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সুযোগে উত্তরপক্ষীয় মুসলমানসেনার ঘোরতর বৃদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরপক্ষে একটা সন্ধি হয়। তাহাতে তৈমুর খান সৌফের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং জুলতান তুঘান বীর ধনরত্ন লইয়া দিল্লী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীখর স্বধাতিত

সম্মানমানের পর তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদার পদে নিয়োজিত করেন।

ডেইর খান্ সুলতান আলতমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার বীরত্বাদি সদৃশ্যে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্ত্ত্বপদ দান করেন। তদনন্তর তিনি বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়া দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, ৬৪৪ হিঃ গোড় নগরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। ঐ সন্নিভেই সুলতান তুঘান্ অযোধ্যানগরে দেহ রক্ষা করেন।

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কবংশীয় ক্রীতদাস শৈকউদ্দীন যুঘন তাঁত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্ব হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা ও যশের সহিত ৭ বৎসরকাল বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে ( ৬৫১ হিঃ ) গোড়নগরে জীবলীলা শেষ করেন, তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা গঙ্গবংশীয় নরসিংহদেব বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গোড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খাঁর প্রার্থনামুসারে ও দিল্লীশরের আদেশে অযোধ্যা হইতে সাহাবা আসিয়া উপনীত হইলে উৎকলসৈন্ত বশেষে প্রত্যাবর্তন করিল।

শৈক উদ্দীন যুঘন তাঁতের পর অযোধ্যার শাসনকর্ত্ত্ব ইখ্-তিয়ার উদ্দীন তুঘল খাঁ মূলক যজ্ঞবেগ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্ব হইয়া আসেন। তিনি বলদর্পিত উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দুইবার যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হয়, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রাজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দনরাজকে (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি মুবিস্ উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া খেত ছত্রডলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণকালে তিনি শত্রুহস্তে বন্দীকৃত ও নিহত হন ( ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ )।

৬৫৬ হিজিরার মালিক যজ্ঞবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে উপনীত হইলে, সম্রাট্ নাসির উদ্দীন মহম্মদের মন্ত্রিবর্গ জলাল উদ্দীন খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্ব নিয়োগ করিয়া তদদেশ অধিকারে প্রেরণ করেন।

জলাল বাঙ্গালার উপনীত হইলে তৎপাকার মুসলমান সামন্ত-গণ তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিল। অতঃপর সুলতান জলাল উদ্দীন বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষণাবতীতে শাসন-মুখলা স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গের বিদ্যেবী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে কড়ার শাসনকর্ত্ত্ব আর্সিলাল খাঁ গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন। জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, আর্সিলাল ভবীর সম্পত্তি ও হত্যাব্রথাদির কতকাংশ দিল্লী সর-

কারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়া গৌড়সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আলতমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইজা-উল্-মূলক তাজ্ উদ্দীন আর্সিলাল খাঁ সজর খারিজমী ১২৫৮ অব্দে কড়ার শাসনকর্ত্ত্ব হইয়া মালব ও কালিঙ্গর আক্রমণের আদেশ পান। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ষণাবতী অধিকার করেন। দুই বৎসরকাল গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

অতঃপর উৎপূজ্য মহম্মদ তাতার খাঁ বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি উদারচেতা, বীর ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। দিল্লীশর নাসির উদ্দীন ঐ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারতপ্রান্ত রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকার গোড়ের দিকে নরন কিরাইতে পারেন নাই। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনরশ্মি সুলক সম্রাট্ বলবনের হস্তে সমর্পিত হইলে, গোড়েশ্বর মহম্মদ দিল্লীশরের তৃপ্তিবিধান জন্য নানা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ সামন্তরূপে বাস করিয়া সুলতান তাতার খাঁ লক্ষণাবতীতে দেহত্যাগ করেন।

রাজসিংহাসন শূন্য জানিয়া সম্রাট্ বলবন্ খীর ক্রীতদাস ও প্রিয়পাত্র সুলতান মুবিস্ উদ্দীন তুঘলকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুঘল বীরত্ব দেখাইয়া উত্তরপূর্ব-বঙ্গের হিন্দু রাজাদিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসাত্তরে প্রকাশ, এই সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গোড়ের শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত হন, তুঘল নামক তাঁহার একজন নারেব ছিলেন। সম্রাট্ বলবন্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুঘল বিজোহী হন ও বঙ্গের শাসনকর্ত্ত্বা খীর প্রভুকে বন্দী করেন। তৎপরে বরং সুলতান মুবিস্ উদ্দীন নাম ধারণপূর্বক বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ( ১২৭৯ খৃষ্টাব্দ )।

রাজাসনে আমীন হইয়া মুবিস্ বাজনগর ( উৎকল )-রাজকে পরাজয় করিয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি গৌড়রাজহস্তডলে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীশর বলবন্ এই সংবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দুই হল সৈন্ত পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবকজিনকে আমীন খাঁ উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্ত্ত্বা করিয়া অযোধ্যাপথে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট্-বাহিনী বর্ষদ্বা অভিক্রম করিয়া গৌড়সিংহাসনে উপনীত হইলে তুঘলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবকজিন পরাজিত হন। সম্রাট্ অবকজিনের কাঁবির আদেশ দিয়া তুঘলকে নামক রত্নক



তুর্ক সেনাপতিকে দ্বিতীয়বার গোড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। এবারও দিল্লী-সৈন্তের পরাভব ঘটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট বলবন স্বয়ং পুত্র বহুরা খানকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তুঘল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক ত্রিপুরান্তিমুখে পলাইয়া যান। দিল্লীখর গোড়রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া হিহাম্ উদ্দীনকে গোড়ের শাসনকর্তা নিয়োজিত করিয়া সদলে ত্রিপুরান্তিমুখে আগ্রসর হইয়া সোণারগায়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, এখানকার স্বাধীন হিন্দুগণ দম্ভজরায় (সেনবংশীয় দনোজা মাধব) তাঁহার সাহায্যকরণপ্রার্থনায় নদীপথ রক্ষাভার গ্রহণ করেন। মালিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে বীরসেনাদল বিভক্ত করিয়া সম্রাট তাহারদিগকে বিদ্রোহীর অধেষণে নিয়োগ করিলেন। তুঘল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। অনন্তর বলবন বীর দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির উদ্দীন উপাধি দিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তুলাতান বহরা খান নাসির উদ্দীন গোড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি দিল্লীসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে তৎপুত্র কৈকোবাদ সর্বসম্মতিক্রমে সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং নাসির স্বয়ং গোড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ ক্রমে অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়সক্ত হইয়া পড়িলে নাসির উদ্দীন পুনঃ পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সফল ফলিল না, বরং কুম্ভীর প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় উদ্দীন হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্ত ঘর্ষা ও সর্বা নদীতীরে পরস্পরের নিকটবর্তী হইল। দুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে নাসির উদ্দীন সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়া স্বহস্তে পত্র লিখিলেন। মন্ত্রী পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুত্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, পিতা আসিয়া যথারীতি দুইবার কুণিষ করিলেন, তিনবার করিতে ঘাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে অভিবাদপূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি নীচে বসিলেন। পিতা পুত্র মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সন্তপদেশ দিয়া গোড়ে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ক্রিয়াকাল রাজ্যশাসন করিয়া মামবলীলা সংবরণ করিলেন (১২৯২ খৃষ্টাব্দে)।

এদিকে জলাল উদ্দীন খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন (১২৯০ খৃষ্টাব্দে)। জলাল উদ্দীন এবং তৎপরে জালা উদ্দীনের রাজত্বের প্রথমকালপর্যন্ত তুলাতান নাসির উদ্দীন

নির্ধিয়ে গোড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আলা উদ্দীন শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তিনি সম্রাটের ভয়ে খেচ্ছার গোড়সিংহাসন ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামন্তরাজরূপে গোড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে কৈকায়স এবং ফিরোজ শাহ নামক নাসির উদ্দীনের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে গোড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ শাহের সময়ে তৎপুত্র বাহাদুর খান সমবেত মুসলমানশক্তির সাহায্যে দম্ভজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্ববাঙ্গালার শাসনাধিকার লাভ করিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩১৭ বা ১৩১৮ খৃঃ অব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব্ উদ্দীন লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাহাদুর খাঁ শাহাব্ উদ্দীনকে গোড় হইতে তাড়াইয়া দেন।

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বল-দর্পিত বাহাদুর খান তাঁহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্বক বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ ও স্বনামে যুদ্ধাধ্বন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় সাধিত হয় এবং গিয়াস্ উদ্দীন তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত হন।

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাব্ উদ্দীন ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাট গিয়াস্ উদ্দীন তোগলকের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইহার পরে কি হইল জানা যায় না। সম্রাট ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া শাহাব্ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির উদ্দীনকে শাসনকর্ত্ত্ব প্রদান করেন এবং বাহাদুরকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান।

বাহাদুর শাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হইবা মাত্র সম্রাট নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ পরিত্যাগকালে বহরম খাঁকে সুবর্ণগ্রাম এবং আফ্রান খাঁকে ত্রিহতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীখর হন। নাসিরের মৃত্যুর পর, তিনি কারয় খাঁকে লক্ষণাবতীর ও আজম্ উল্ মুলককে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্ত্ব বহরম খাঁর মৃত্যু ঘটে। তোগলকের প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালার নানা রাজনৈতিক বিপ্লব স্ফুট হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার ক্ষেপাত হয়।

বহরম খাঁর মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কর্মচারী কখর উদ্দীন সুবর্ণগ্রামের মসনদে আরোহণপূর্বক আপনাকে স্বাধীন



রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করণাভিপ্রায়ে বিশেষ ব্যস্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কথক উকীনের এই অবিস্মৃতিকারিতার দণ্ডবিধানার্থ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা কাদর খাঁকে সমলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তদনুসারে কাদর খাঁ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎক্লম্ব হইয়া কাদর খাঁ মুসলমান সর্দারদিগকে এবং সেনাদলকে বিহার দিয়াছেন শুনিয়া কথক উকীন্ উৎসাহিত হইলেন। তিনি উৎকোচদানে বিপক্ষীর সেনাদলকে বশীভূত করিয়া লক্ষণাবতীর শাসনকর্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনন্তর তিনি সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে আসিয়া অতীকার মত রাজকোষের ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন ( ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ )।

এ পর্যন্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্তাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রভু স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গোড়রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাক্ষরপে সম্রাটের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফলও পাইয়া-ছিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকালে সমস্ত সময় অরাজকতার বিষময় বহিঃপ্রজলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিগ্রহে রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গেরও সর্বনাশ সাধিত হইত, আবার কখনও বা রক্তা-নির্ষণ প্রভৃতি ওতকর কার্যও মধ্যে মধ্যে অস্থগিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটীর নাম বাঙ্গালা রাখেন।\* তৎকালে লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্তিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমুদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্যন্ত উত্তর বিহার প্রদেশ গোড়ের শাসনকর্তাদিগের অধিকারে ছিল।

দ্বিতীয় অধীনস্থ বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্তৃবর্গ।

খঃ	বিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দ্বিতীয়
১১২২	৫০৫	মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার খিলজী (লক্ষণাবতী)	শাহাবুদ্দীন যোদী
১২০৫	৬০২	মহম্মদ সিরান খিলজী	কুতবুদ্দীন আইবক
১২০৮	৬০৫	আলী মর্দান খিলজী	ঐ
১২১১	৬০৮	মুলতান গিরাস উকীন্	আল্‌তমাস

\* পৃষ্ঠীয় একাংশ পতাবতীর রাজ্যে ফেলসেবের একখানি সিরিগাব বোদিত শিলালকে “বঙ্গাল দেশের” উল্লেখ দেখা যায়। [ পোড় সেব। ]

খঃ	বিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দ্বিতীয়
১২২৭	৬২৪	নাসির উকীন্ বিন্ আলতমাস	আলতমাস
১২২৯	৬২৭	আলাউদ্দীন জানি	ঐ
১২২৯	৬২৭	সৈক উকীন্ আইবক	ঐ
১২৩৩	৬৩১	তুঘানখান্	মুলতান রিজিয়া
১২৪৩	৬৪১	তাজি	আলাউদ্দীন মসৌদ
১২৪৪	৬৩২	তৈমুর খাঁ কিয়াণ্	ঐ
১২৪৪	৬৪২	মালিক যুজ্বেগ	ঐ
১২৪৬	৬৪৪	তুঘলখান্	ঐ
১২৪৬	৬৪৪	সৈক উকীন্	ঐ
১২৫৩	৬৫১	ইখ্‌তিয়ারউকীন্ মালিক যুজ্বেগ	ঐ
১২৫৭	৬৫৬	জলাউকীন্ মসৌদ	নাসিরউকীন্ মাকদুদ
১২৫৮	৬৫৭	ইজ্জ উকীন্ বলবন্	ঐ
১২৫৯	৬৫৮	আরশলান খান খারীজমী	ঐ
১২৬০	৬৫৯	আরশলান তাতার খান্	ঐ
১২৭৭	৬৭৬	তুঘল (মুইজউকীন্)	গিরাসউকীন্ বলবন্
১২৮২	৬৮১	নাসিরউকীন্ বখ্‌রা খাঁ	ঐ

( বলবনের পুত্র ) ঐ

১২৯১	৬৯১	রুকনউকীন্ কৈকাউস	মুইজউকীন্ কৈকোবাদ ফিরোজ শাহ খিলজী, আলাউদ্দীন খিলজী
১৩০২	৭০২	সামসউকীন্	ফিরোজ শাহ ঐ
১৩১৮	?	শাহাবউকীন্ বখ্‌রা শাহ মুবারক শাহ	
?	?	গিরাসউকীন্ বাহাউরশাহ	তোগলক শাহ
?	?	নাসিরউকীন্	মহম্মদ তোগলক
১৩২৫	৭২৫	কাদর খান্	ঐ

( দ্বিতীয় শাসনকাল )।

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় অনুচর কথক উকীন্ কাদর খাঁকে কোশলে নিহত করিয়া পূর্ব-বাঙ্গালায় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় চরুল-জ্বর ৩য় মহম্মদ দিল্লীসিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সম্রাট-হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়া এবং রাজপক্ষ হতবল জানিয়া মুলতান কথক উকীন্ বীর রাজ্যভুক্তি-মানসে মুখলিস খাঁকে লক্ষণাবতী আক্রমণে পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি মুতশাসন-কর্তা কাদর খাঁর অশিক্ষিত সেনাপতি আলী মুবারকের হস্তে পরাস্ত হইলেন। আলী মুবারক আপনার বিজয়বাস্তা জ্ঞাপন করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মনসব প্রার্থনা করেন। সম্রাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্বেই তিনি আলা উকীন্ নাম

এহণপূর্বক গোড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখনত্তর তিনি পূর্ববঙ্গে আসিয়া সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা কথর উদীনকে আক্রমণ করিলেন। কথর উদীন দ্বত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খৃঃ)।

তিনি কথর বংশের মাত্র রাজক্য করিয়া গতাত্ত হইলে, তৎপুত্র মুলঃকর গাজি শাহ পূর্ববঙ্গের (সুবর্ণগ্রাম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এমিকে পশ্চিম বাঙ্গালার আলিউদীন আলী শাহ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, গোড়সিংহাসিত পাণ্ডুরা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঐর্ষ্য দেখিয়া হাজি ইল্লাস্ বা ইলাস্ খাণ্ডা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই যুদ্ধে উত্তরে অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। সের্বাপরম্বশ ইল্লাস্ গোপনে তাঁহাকে নিহত করিয়া বৈরজালা শাস্তি করিলেন। আলী মুরারক এক বৎসর পাঁচ মাস কালমাত্র রাজক্য করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুরা ইল্লাসের হস্তগত হইল। তিনি ইল্লাস্ খাণ্ডা সামন্তউদীন ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মননে উপবিষ্ট হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সামন্তউদীন পূর্ববাঙ্গালা আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৩৫০ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে ত্রিপুরারাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর ও নজর দিতে বাধ্য হন। অনন্তর তিনি পশ্চিমে বাঙ্গালী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট তৃতীয় কিরোজ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সম্রাটের সহিত যুদ্ধে ইল্লাস্-পুত্র বন্দী হইলেন, পাণ্ডুরা অধিকৃত হইল। এই সময়ে সামন্তউদীন পাণ্ডুরা হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন যে, সহজে উহা হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রেস্থান করিলেন (১৩৫০ খৃষ্টাব্দে)। ইহার অত্যন্তকাল পরে বাঘশাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে বাঙ্গালারাজ্যের সীমা উত্তর-বিহারে গওক নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কএক বৎসর বিশেষ বলদর্শে রাজ্যশাসন করিয়া সামন্তউদীন ৭৬০ হিজিরায় গতাত্ত হন (১৩৫৮ খৃঃ)। তিনি স্বীয় কুলবলে সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপাট গোড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটবর্তী পাণ্ডুরা নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হাজীপুর নগর তিনি খনামে প্রতিষ্ঠা করেন। এমিন্দি আছে যে তিনি হিন্দুধর্মেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একডালার নিকট রাজা ভদ্রানী নামে এক সাধুর বাস ছিল। সম্রাট কিরোজকর্তৃক একডালা অবরোধকালে ঐ সাধুর মৃত্যু হয়। সাধুরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবিষয়ক মুলতান সামন্তউদীন কবিরবেশে তাঁহার সমাধি হলে উপনীত হইয়াছিলেন এক

সেই হস্তবেশেই সম্রাট-শিবিরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

সামন্তউদীনের মৃত্যুর পর ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র “সেকন্দর শাহ” উপাধি গ্রহণপূর্বক রাজা হন। এই সময়ে কিরোজ শাহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালী আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকন্দর পিতার অল্পবয়সী হইয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লন এবং এরূপ যুদ্ধ-কৌশল দেখান যে, সম্রাট কয়েকটা হস্তী ও ভিকিং উপঢৌকন লইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন (১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে)। সেকন্দর একটা প্রকাণ্ড যোদ্ধত্ব গুণে গরিব করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত “আমিনা-মসজিদ” নির্মাণ করেন, পাণ্ডুরার উহার ভগ্নাবশেষ অতাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের দুই মহিষী ছিল, একের গর্ভে গিয়াস্ উদীন, অপরের গর্ভে ১৩টা সন্তান জন্মে। গিয়াস্ উদীন বিনামাতার চক্ষে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসেন ও সেনাপাল সংগ্রহপূর্বক রাজবিশ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎকাল স্বাধীনভাবে রাজক্য করিবার পর তিনি সোণার-কোটে আসিয়া শিবির স্থাপনপূর্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে সেনাপালপাড়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৭৬৯ হিঃ = ১৩৬৭ খৃঃ)।

গিয়াস্ উদীন রাজা হইয়া চিরন্তন প্রথামত আশ্রয়কার্থে বৈমাত্রের জাতাধিগকে অধ করিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন নিষ্ঠুরাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি সচিচার দ্বারা সকল লোককে সম্বৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শয়র কবি, কবির মধ্যমা রক্ষার সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। পূর্ববাঙ্গালার রাজকালে তিনি পারসিক কবি হাকেমকে আনিয়া বাস করাইতে বিধিষতে চেষ্টা পান। কিন্তু উক্ত কবি আগমন করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ (১৩৭০ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন এক পরিশেষে উক্ত পৌত্রকে বিনাশ করিয়া তিনি যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাযে সন্দেহ নাই। গিয়াস্ এমিন্দি মুলতান সাধু ফুজ্জ উল আলমের সহপাঠী ছিলেন এক লখনৌর এমিন্দি সাধু হামিদ উদীনের নিকট তিনি পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

গিয়াসের মৃত্যুর পর, অমাত্যবর্গ তাঁহার পুত্র সৈক্ উদীনকে মুলতান উল্ সলাতিন উপাধিসহ বাঙ্গালার মননে অতিবিক্ত করেন। সৈক্ উদীন নির্বিরোধে ও শান্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে গতাত্ত হইলে, তাহার বক্ত পুত্র ২য় সামন্ত

উকীন্ হই বৎসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই সময়ে ভাউড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ (মতান্তরে রাজা কংশ) রাজদ্রোহী হইয়া বলসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে)। মুসলমান সর্দারগণ কেহই তৎকালে বঙ্গেশ্বরের সহায়তা করেন নাই। তৎকালে অপর করজন মুসলমান রাজার শাসনোন্মেষে দৃষ্টে অহুমান হর, মুসলমান সমাজেও রাজ্যাধিকার বিভ্রাটে বিশেষরূপে বিবদ উপস্থিত হইয়াছিল।

দিল্লীর প্রেরণের সামর্থ্যহীনতাই বঙ্গীয় রাজবিশেষের একমাত্র কারণ। ৮০১ হিজিরায় তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীর প্রেরণের হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, অম্বোধা, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, মুলতান, সমানা, বয়ানা, মহোবা প্রভৃতি স্থানের মুসলমান সর্দারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খাজা জহানকর্জুক বেহার অধিকারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দারগণও স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে দিনাজপুরপতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং ৭৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অপকৃপাতে রাজ্যশাসন করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর 'বয়াজিদ শাহ' নাম দৃষ্ট হয়। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র জিৎমর 'জলাল উকীন্ মহম্মদ শাহ' নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান হন এবং গোড়নগরে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। জলাল গোড় ও পাণ্ডুরায় অনেক সুরমা হস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করিতেন এবং অবশেষে হুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) নিহত হন। রাজা গণেশ পূর্ববঙ্গে নানা দেবমন্দির স্থাপন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে সে প্রভাব বাধা প্রাপ্ত হয়। গোড়নগরে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক কমিয়াছিল। উত্তরপূর্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের সুলতান খাজা জহান সন্ধ্যার বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও মধ্যে মধ্যে বঙ্গসীমান্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতেছিলেন।

জলাল উকীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফস শাহ বাঙ্গালার স্বস্বদে উপস্থিত হন (১৪০৯ খৃঃ)। এই সময়ে জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উত্তেজিত হইলে বঙ্গেশ্বর ঠৈকুরপুর শাহবংশের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া হিরাটে দূত

প্রেরণ করেন। তাহার রাজত্ব গোড়রাজধানীতে আধময় কালে জৌনপুরপতিকের খীর সম্রাটের বঙ্গবিজয়-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া বান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আফস ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে গতান্ব হন।

আফসের মৃত্যুর পর, মুসলমানেরা মুলতান সামল উকীনের বংশধর মাসির উকীন্ নামক একজনকে রাজা করেন। হিন্দু-রাজবংশের অভ্যুদয়ে মুসলমান সর্দারগণ রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাকরাবংশের হস্তে রাজ্য-মন্দি নিপতিত হওয়ার সর্দারগণ রাজসংসারের বলবৃদ্ধি কামনায় রাজসংক্ষেপে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহাদের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকিরোধে রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র বার্কক শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্মিত গোড়ের প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অচ্যুপি বিদ্যমান আছে।

নসির শাহের পুত্র বার্কক শাহ খীর রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবসী (আবিসিনীয় ক্রীতদাস) ও থোকা নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহস্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী হইয়া উঠে এবং রাজ্যসুগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করে। সুলতান বার্কক ১৪৭৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নিকিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গতান্ব হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ শাহ রাজা হন। রাজ্যসনে আসীন হইয়াই তিনি ছায়-বিচারের সুব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া বান। কাজী ও মুকতীগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরান্ব হইতেন।

১৮৭ হিজিরায় অপূত্রক মুহম্মদ গতান্ব হইলে মুসলমান ওমরাহগণ রাজবংশের সেকন্দর শাহ নামক একজন ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সেকন্দর রাজকর্ষ পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া তাহারাই হইয়া পড়ে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তবীর খুলতাত কতেশাহকে সিংহাসন অর্পণ করেন।

সুলতান কতেশাহ বিভাগি নামা লক্ষণে ভূষিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, হাবসী ও থোকাগণ পূর্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের অভ্যাচারে নীরব বঙ্গীয় প্রজাবর্গের ওষ্ঠাগতপ্রাণ। তিনি ইহার প্রতিবিধান জ্ঞত কএকজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মর্যাদার হ্রাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার সুলতানের পরম নজ হইয়া পড়ায়। তাহার রাজপুর-রক্ষী "পাইক"দিগকে প্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে রাজসংসার মধ্যে সুলতান কতেশাহকে বধ করিল।

রাজসরকারের প্রথমত সুলতান প্রভৃতি রাজসভাতে উপস্থিত হইতেন না দেখিয়া লতাহ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া

পড়িয়াছেন, এমন সময়ে সাধারণের বিষয় সমুৎপাদন করিয়া খোজা-সর্দার বারিক রাজপরিচ্ছেদে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খাঁ জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আওগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা রাজধানী রক্ষার্থে পাইকমাত্র নিযুক্ত রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দুসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দারও পূর্বে হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তুম্বীস্তাধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে সে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। খোজা বারিক সুলতান শাহজাদা উপাধি ধারণ করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজাদা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে; কিন্তু তাহা সাধারণের অভিমত হইল না। মালিক আওগল সুলতান-কর্তৃক স্বপদে নিয়োগাধিকার সত্ত্বেও তাঁহার বিরোধী হইয়া রাজ্যযোগে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক সহযোগী যুগ্মসৈন্য সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বর্ষে সৈক্ উদ্দীন ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বৈরূপ বীর ছিলেন, তদনুরূপ দয়াও তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা সত্ত্বে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে,— একসময়ে তিনি দরিদ্রদিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ডিকাদানার্থে মন্ত্রীরা প্রীতি আদেশ করেন। মন্ত্রিবর মনে ভাবিলেন, ‘লক্ষ টাকা নিতান্ত কম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থ তাঁহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা হইবে না; এই বুদ্ধি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সুলতানের বাইবার পথের ধারে রাখিয়া দিলেন। সুলতান তাহাতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের? উজীরপ্রবর তাহা ডিকার্থ দেয় বলিয়া অভিমান করিলেন। তাহাতে সুলতান বলিয়াছিলেন, “এই সামান্য মুদ্রা করজনকে দিবে। ইহার বিপুল পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও।”

ফিরোজ শাহ গোড়নগরে একটা সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও স্তম্ভ বাধা পুঙ্করিণী নিৰ্ম্মাণ করিয়া যান। এই কীৰ্ত্তিগুলি আজিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ভবলীলা সম্বরণ করিলে ওমরাহগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দীন মাক্কু শাহকে \* রাজা করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাবসী-

\* চারি মহম্মদ কাম্বাংহারীকৃত টিভিহাসে লিখিত আছে মাক্কু শাহ হাবসীজাতীয় ছিলেন না, তিনি পূর্বপুরুষ হুলতান কুতবশাহের পুত্র। তাঁহার মাতা সেনাপতি মালিক আওগলের পক্ষে সিংহাসন ভাগ করেন।

জাতীয় উজীর হাবেশ খাঁই রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। মন্ত্রিবরের অগ্রিম আচরণে বিরক্ত ও উদ্ভক্ত হইয়া অপরাপর হাবসীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই সময়ে সিদ্দিক বদর দেওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া সুলতানের বন্ধনদশা মুক্ত করিয়া দেন। মাক্কু শাহের রাজ্যকাল একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সিদ্দিক বদর সুলতানকে গোপনে বধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন।

সিদ্দিক বদর দেওয়ানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া মুজফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও যথেষ্টাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাসনে উপস্থাপন করেন নাই। তিনি প্রথমে তুর্কজাতীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীয় বিজাতীয় জালা নির্দোষিত করেন। তদনন্তর তিনি হিন্দুসামন্ত-রাজ ও জমিদারদিগকে নির্যস্ত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার কলুষময় জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলয় হয় নাই। তিনি সকল প্রকার অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উদ্ভক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মজাবাসী সৈয়দ হুসেন সরিফ মুসলমান ও হিন্দু সর্দারগণে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে সুলতানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে সুলতানের অধীনে ৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বকীয় সেনা ছিল। ৪ মাস গোড়নগরে অবরুদ্ধ থাকিয়া সুলতান মনে করিলেন যে, এই বৃহত্তী বাহিনী লইয়া তিনি অনায়াসেই বিজোহিদলকে বিপর্যস্ত করিতে পারিবেন। এই আশায় উৎকুল হইয়া তিনি দুর্গপ্রাকার পতিক্রমপূর্বক গোড়নগর-সমুখস্থ সুরহং ময়দানে যুদ্ধার্থে অবতীর্ণ হইলেন। যোঁরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিলেন (১৪৯৮ খৃঃ)। তাঁহার সঙ্গে গোড়-প্রাক্ষে ২৩ হাজার সেনা প্রাণ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিজোহিদলের নেতৃবর্গ বন্দীভাবে সুলতান মুজফর শাহের সমুখে আনীত হইলে তিনি বহুতে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন। নিজাম্ উদ্দীন বলেন, মন্ত্রিপ্ৰধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত বড়বস্ত্র করিয়া রাজিতে শয়্যাগৃহে তাঁহাকে নিহত করেন।

বিগত সার্বৈক শতাব্দী কালের মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্ম্মরক্ষাকল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে বৈরূপ নির্ঘাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অন্ত সময়ে আবার তাঁহারা সঙ্কট মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় স্বধর্ম্মপালনে সেইরূপই সামর্থ্যবান হইয়াছিলেন। চুঃক্ষেপে পর প্রথোদয়, অত্যাচারের ও অন্যায়ের পর সমাধির যেমন হর্ব্বজনক, মুসলমান রাজত্বগণের এই বিজাতীয় বিধেবির পর হিন্দুসামন্তের প্রতি সঙ্কল্প রূপাটাকা-পাত সেইরূপ কদরানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান

সর্দারগণের পরম্পর বিষেষ ও বাকালার মনন-লাভের আকাঙ্ক্ষা পরম্পরের জাতীয়তাকে শত্রুতার পরিণত করিয়াছিল। স্থলতান-গণের গুপ্তহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পক্ষান্তরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দারগণ বা তদধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিজ্ঞা-বিশারদ ও অর্থগুরু ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ধর্ম্মভীক বঙ্গবাসীর অর্থ-শোষণ করিয়া, অথবা কোশলপূর্ব্বক তাঁহাদের ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহানিনিবন্ধন উপস্থিত দরজিতা হিন্দুর অঙ্গভূষণ হইলেও জাতীয় চিরন্তন গৌরব বিজ্ঞাতৃষণ হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই; নবধীপের তাৎকালিক বিজ্ঞা-গৌরব জগতে অবিস্মৃত ছিল না। সেই বিজ্ঞাবলে হিন্দুগণ মুসলমান স্থলতানগণের পরামর্শ-দাতা বা মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশামিশিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অনেক সাময়িক বিব্রব সমুপস্থিত হইয়াছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও সে সময় বস্ততঃ পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের সুবিভূত শাস্ত্র সমাজের মন্ত্রগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে সমাজের নেতৃত্ব ও ধর্ম্মনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং এক্ষণ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে পারিলে রাজ্যশাসনের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, তাহা মুসলমান রাজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শত্রু মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সন্তাব ও প্রীতি স্থাপনের পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটয়াছিল। যতদিন দিল্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে পরম্পরে প্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্তু যখন বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গবাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩২ হিজ্রা সনে (১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল। এই বর্ষে কথন উদ্দীন মুজঃফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমাত্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-সাহায্যে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই লক্ষণাবতীতে শাম্শু উদ্দীনের প্রাধাত্য, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী-কর্ত্তৃক জলপথে কথন উদ্দীনকে আক্রমণপূর্ব্বক সুবর্ণগ্রাম অধিকার, শাম্শু উদ্দীন ইল্লাসকে শাসনোদ্দেশ্যে সম্রাট ফিরোজ শাহের বঙ্গে আগমন প্রভৃতি ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মেশামিশির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মুবারক বাহাদের আত্মকল্যাণ স্বাধীন হইলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জায়গীর দিয়া সন্মানিত করেন, কিন্তু এ সন্তাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি বঙ্গাভীর ওমরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। সেই কারণে অত্যন্ত কাল মধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের পূত্রপাত হইল। তাঁহারই অভ্যাসকালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্শু উদ্দীন ইল্লাস তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনায় সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিষেবের পরিচয় পাইবা মাত্র তিনি স্বদল বলে বাঙ্গালী নোসেনাগণের সাহায্যে মুবারককে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম দখল করিয়া লইলেন। তৎপূর্বেই দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ গিয়াসউদ্দীনকে দমন করিবার জন্ত সৈন্যে রাঢ়দেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, ও দিকে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক সম্রাট হিন্দু জমিদারবর্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইল্লাসের পক্ষ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যখন বঙ্গাধিপের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এক লক্ষ ৮০ হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করেন। বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়া শাম্শু উদ্দীন দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন; পশ্চিম বঙ্গ হইতে শাম্শু উদ্দীন যখন পূর্ব্ব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনিও কথন উদ্দীন মুবারকের ভ্রাতা তাঁহার পক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদানে সন্মানিত করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কুলগ্রহ প্রবান্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, চট্টবংশাবতঃশ কুলীনপ্রবর ডাকরপোত্র মহাধনী মনোহরের পুত্র জ্যোত্বধন “বঙ্গভূষণ” উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় হিন্দু জমিদার-বর্গকে পদাশ্রয় করার পুত্রিত্ববংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি “রাজজয়ী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অল্প জাতীয় বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ বাহাদের নিকট সাহায্য পাইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরবীর্য মহাধনী ও কবিকৃষ্ণ উপাধিধারী উদয়ন এবং তাঁহার মৃত্যুর, মাধব প্রভৃতি সপ্ত বীর-পুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দিল্লীশ্বর প্রত্যাগমন কালে রাঢ়ীয় বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্যাদাদানে সন্মানিত করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত রাঢ়ীয় কুলীনপ্রবর সুনন্দনপুত্র বিকর্ত্তন চট্ট “রাজা” উপাধি এবং মনোহর বঙ্গভূষণের পৌত্র শ্রীরাম “ধাম” উপাধি

লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্বিধি আরও অনেকে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রের অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরিমাণে মুসলমান রাজসংগ্রহ ঘটাইয়াছিল; তাঁহারা গৌড়াদেশের অতি নিকটেই বাস করিতেন; মুসলমান রাজসভার তাঁহাদের সর্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজাদিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তৎকাল রাষ্ট্রশ্রেণী অপেক্ষায় বারেন্দ্রশ্রেণী বেশী বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মুসলমান রাজসরকারে তাঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই ফলে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাটুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান অধিপতির সর্বস্বন কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্দ্রমজী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বহুপরিশ্রম হইলেও তাঁহার চাল চলন ও আদব কারবার যথেষ্ট মুসলমানী প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত হিন্দু হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে “বরাজিদ শাহ” এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে মুসলমান নৃপতিগণের অনুকরণে বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর সময়কালের সুপ্রসিদ্ধ চীফকার বৃহস্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট “রায়মুকুট” উপাধি এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম “বিবাস” উপাধি লাভ করেন।

যাহা হউক, এই সময় ও পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা দ্বারা আবদ্ধ হইতেছিল, মুসলমান নরপতিগণ হিন্দুর প্রতি অজ্ঞান বা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা হিন্দু সমাজকে আয়ত্তাবধানে আনিবার জন্য সমাজসেতা ব্রাহ্মণগণকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার স্থানীয় প্রভাব বিস্তারোদ্দেশ্যেই মন্ত্র, গণা ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। রাজসংগ্রহ ক্রমশঃই বিবন হইতে বিবন হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান সরকারে নিরন্তর গতিবিধি মিথস্ক্রম ব্রাহ্মণেরাও মুসলমানী আদবকারলা, চাল-চলন বা রীতি-নীতি অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নির্ভাবনা ব্রাহ্মণসন্তানও আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের এই ঘোষাধিশির ফলে রাজা গণেশ কর্তৃক

গৌড়েশ্বরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। \* উক্তর দলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতাগ্রন্থকর্তা রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্চিষ্ট ভাবুল গ্রহণে ও নিভীক সংশ্লিষ্টোবে পড়িয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইলেও হিন্দুসমাজ তৎকালে জাতীয় শক্তি হারায় নাই। গণেশবংশের গৌরবরাশি অন্তিমিত হইলে ১৪৪০ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার মসলমে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং বাঙ্গালার বিধবীর অত্যাচার-স্রোতঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই অত্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্কক শাহ, বৃহৎ শাহ, সেকন্দর শাহ ও কতেশাহ নামের করজান ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান শাস্ত্রময় শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। বার্ককশাহ রাজ্যশাসনের সুবিধার্থে হাফলী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে এবং যোগ্যতাসম্মানে অজ্ঞাত রাজকর্মে নিয়োগ করিয়া যে বিবনর বীজ ধ্বংস করিয়া যান, তাহাই অল্পবিত্ত হইয়া কালে হিন্দুসমাজের সর্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার অভিপ্রায়ে অতি অযত্নরূপে নির্ধাতন আরম্ভ করেন। উপর্যুপরি অত্যাচারে অনেক হিন্দু বংশ মুসলমানদোষসংশ্লিষ্ট হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কুল, জাতি ও মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে পলাইয়া যান। অনেকে মানসজয়মরকা করিতে না পারিয়া মুসলমানস্রোতে জাতিকুল বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীসমাজেরও তৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্তন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্কক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বৃহৎ শাহ গোড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার জ্ঞানপরতা ও দয়াদায়িত্বগুণে হিন্দু-প্রজা শান্তির মুখ দেখিতে পাইল। ১৪৯২ সালে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীর ঘটক, রাষ্ট্রীয় কুলীস ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেলনিরম প্রচারিত করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে বারেন্দ্র কুলশাত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাটুকী বারেন্দ্র কুলীসসমাজকে আটটা পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দক্ষিণ-বঙ্গে বৌদ্ধদের সমকালবর্তী পুরন্দর বহু দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কারকসমাজে পুণ্ড্র পৌত্রাদি ক্রমে সম্মান গর্ভায়ে

\* ইশাননাথকৃত অষ্টভাষ্যকালে লিখিত আছে যে, অষ্টভাষ্যচার্য পিতামহ মুনির বা নরসিংহ বাড়িয়ার সিদ্ধজ্যোতির ও আরও কথার সন্ধান।

\* বাহার অগ্রা খসে ধীনেন রাজা :

গৌড়ের বার্কক শাহি গৌড়ের হইন রাজা ( অষ্টভাষ্যকালে )



বিবাহ বিবাহ কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্র-  
দীপেও রাজা পরমানন্দ দ্বারা বঙ্গ কায়স্থগণের সামাজিক কুলচা-  
লকে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া বান। ইহারই কিছু পরে  
নববীপধামে প্রেম ও শান্তির পূর্ণ সূত্রী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবি-  
র্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ তখন হরিনামের  
প্রভাবে মাতোয়ারা হইয়া নগরে নগরে হরিনাম কীর্তন করিয়া  
শান্তি ও প্রেমের পীযুষধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। বৃন্দক শাহের  
পূর্ববর্তী কুলতানগণের অধিকারকালে রাজকর্ণচারিগণের  
অত্যাচার এবং তৎসাময়িক শাস্তিতাব জয়ানন্দের চৈতন্যমন্ডলে  
বিস্তৃত আছে।

তৎপূর্বে হাবসীবংশীয় শেখ কুলতান মুজিবর শাহের শাসন-  
কালে মুসলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ  
এই অমানুষিক অত্যাচারের প্ররোচন দর্শন করিয়াই নববীপের  
মনীষিমণ্ডলী নববীপ ছাড়িয়া নানা স্থানে পলায়ন করেন।  
প্রধান নৈসারিক বাহাদুর সার্কভোম এই সময়ে সপরিবারে  
উৎকল যাত্রা করেন।\*

বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানচর্চা ও  
গজাবাস উপলক্ষে নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নববীপে  
বাস করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ  
মিশ্রও সেই সময়ে হ্রীহৃত হইতে নববীপে আসিয়া নীলাদর  
মিশ্রের কন্যা শ্রী দেবীকে বিবাহ করিয়া নববীপবাসী হন।

শ্রীচৈতন্যদেব নববীপধামে বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রার্থনা  
দেখাইয়া ভারতবাসীকে মোহিত করেন। তজ্জের নিকট তিনি  
অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে প্রকট হইয়াছিলেন।  
শ্রীধর, গঙ্গাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীশ্রী অম্বৈতাচার্য্য প্রভৃ তাঁহার  
ধর্মকল্পের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিমাধা মুখখানি  
দেখিলে মহাপ্রভু পাগলের মত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

এ হেন মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে নববীপধামে আবির্ভূত হইয়া  
ও সেইরূপ জ্ঞানবস্তুর পরিচর দিয়া রত্ননাথ শিরোমণি ভারতবাসী  
অবিতীর্ণ প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই দ্বি-  
নিবন্ধকার মার্কটেশ্বর রত্ননন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই  
সময়ে নববীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালীনাথ বিজ্ঞানবাস,  
ও তৎপুত্র বিমলাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অসাধারণ বীশক্তিসম্পন্ন

পণ্ডিতমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়া বাক্যলার মুখোজ্জল করিয়া  
গিয়াছেন। অথের বিবরণ—মুসলমানের কঠোর শাসন ও  
অত্যাচার মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল।

[ নববীপ ও চৈতন্যচন্দ্র দেখ। ]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট  
মহালীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামগ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ ত্যাগ করিয়া  
প্রব্রাজ্যব্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈষ্ণবধর্মের পুন-  
রুজ্জীবন ও জন্মসমাজে তাহার প্রচার, তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য  
ছিল। তাঁহার পার্শ্ব ও ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই  
হুকবি ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনাসময়ে অনেক  
তৎকথার পরিচর দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে  
হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান মরশতিগণের রাজত্বকালে বাক্যলার  
সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের বখেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।  
হিন্দুগণ ধার্মিকপ্রবর কুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের  
রাজ্যকালে অথৈ বহুদলে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা  
করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। তৎপূর্বে ব্রাহ্মণবংশে  
অগ্রসিদ্ধ কবি বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এবং কায়স্থ-  
বংশে গুণরাজ খান প্রভৃভূত হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত  
অপর সকল পদকর্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক,  
অথবা তাঁহার পরবর্তী। পদকল্পন, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি,  
পদকল্পনতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদকর্তা-  
নিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানভক্ত অকবর  
আলী, কমরানী, নাসির, মাহমুদ, কবির, হাবীস, ফতন, লাল  
বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক, শেখ লাল ও সৈয়দ মৃত্যুঞ্জয়ার  
নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্বির জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম  
দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামী, রসময়ী, মাধবী নাগী প্রভৃতি  
সাময়িক বহু পুরুষ ও স্ত্রীকবিগণ তৎকালে প্রোভূত হইয়া  
বাক্যলা সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[ বাক্যলা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

এককথায় বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্য  
হইতে ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত মুসলমান-শাসনে  
বাক্যলার কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি  
সকল বিষয়েই একটা অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।  
উদয়নাচার্য্য, দেবীবর, পুরন্দর বহু ও পরমানন্দ দ্বারা সমাজবিধি  
সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্তর্ধান কাল  
পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য দেব মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দুধর্মের  
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভক্তিপ্রাধান বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবন ও  
শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীমৎ অম্বৈতাচার্য্য ও নিজানন্দ প্রভৃ  
মহাপ্রভুর সহযোগিতারূপে বৈষ্ণবসমাজে বিধের সমানভাষন

\* "অতঃপর নববীপে হইল রাজতম।

ব্রাহ্মণ ধরিতা রাজা জাতি এণ লর।

বিশারদত্ব সার্কভোম ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গদেশ উৎকলে দেখা হাড়ি মিল রাজা।

ভার আলা বিজ্ঞানচর্চা পতি গোড়বাসী।

বিশারদ বিদ্যা করিল কায়দারী" (জয়নন্দকৃত চৈঃ পঃ)



হন। শ্রীরূপ ও সনাতন বৈষ্ণবাচার্যগণের অগ্রণী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬—১৫১৪ খৃঃ), শৃঙ্গগ্রামবাসী কোটীপতি গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), এবং শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ মহাপ্রভুর পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উজ্জোগে বাদলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহাজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। চিন্তা-মণি-দীপ্তিপ্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া নবযৌবনে শ্রায়শাস্ত্রের প্রাধিক্ত্য স্থাপন করেন। মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিভূষের ব্যবস্থাসুসারে আজিও বাদলায় ধর্মকর্ম চলিতেছে। এই সময়ে বারাগসীধানে বারেন্দ্র-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর কুল্লুকভট্ট মহুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্থিতিশাস্ত্রের সমাধার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটীকা ও বৈষ্ণব-ভোষিণী নামী ভাগবতটীকা ভক্তিরসের ও সংস্কৃতসাহিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রঘুনন্দন ও কুল্লুক যে সময়ে স্থতিব্যবহার প্রতিষ্ঠা এবং রূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবধর্মের প্রাধিক্ত্যস্থাপন ও প্রচারকামনায় বঙ্গপরিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র ভক্তের সার সঙ্কলন করিয়া শক্তিপূজার সুব্যবস্থা করিলেন।

[ বিস্তৃত বিবরণ বাদলাভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধর্মস্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিম্নতই সামাজিক বাদাম্ববাদ লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি বা সর্দারগণের অত্যাচারিত ব্যক্তিই তৎকালে সমাজবাহ্য বলিয়া নিষ্পত্তি হইতেন। এই সামাজিক আন্দোলন সময় সময় রাজ্যের মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান সুলতানগণ জাতিবিচারের জন্য একটা স্বতন্ত্র ‘জাতিমালা-কাছারী’ নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। কুলগ্রহে লিখিত আছে, দেবীঘরের অভ্যুদয়ের পূর্বে দস্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই জাতিমালা কাছারির প্রধান বিচারপতি হন।<sup>\*</sup> তাঁহার সজ্জার রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৭মঃ সমীকরণ

হইয়াছিল। বাদলায় বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে (কুলগ্রহে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজসংগঠনে বঙ্গপরিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ঘটক দেবীর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ও রাষ্ট্রীয় কুলীন-সমাজে পরস্পরের বিবাহজনিত সংশ্রব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক একটা ‘মেল’ নির্দেশ করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে ‘দোষ-নির্গর’ ও ‘মেলবিধি’ নামে দুইখানি কুলগ্রহ রচনা করিয়া-ছিলেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ধ্বনানন্দমিশ্র কর্তৃক মহাবংশাবলী রচিত হয়। এতদ্বির এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।<sup>\*</sup>

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমান-রাজত্বের যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাবসী-বংশীয় রাজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়া সৈয়দ হুসেন আলা উদ্দীন সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন-প্রণেতা বলেন, ‘গোড়ের স্তম্ভখোদিত লিপিতে তাঁহার হুসেন শাহ নাম বিদ্যমান আছে। অল্পমান হয়, তাঁহার পিতা বা তৎপুত্র কোন পূর্বপুরুষ মক্কার সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা স্মরণ করিয়া তিনি ঐ নাম প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।’

তিনি পূর্ববর্তী সুলতানগণের শ্রায় হীন-জাতীয় ছিলেন না। ইসলামধর্মপ্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে তাঁহার জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যবশে বাদলায় উপনীত হন। গোড়পতি তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মস্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামন্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি ক্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে পাশবপ্রকৃতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাতিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সতর্কপে পড়িয়াই তিনি রাজবিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অন্তঃপর তিনি বাদলায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া-

\* মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে কাসিম খাতায়েন তৎপ্রসিদ্ধ ‘কুলকান্ত’ নামী জাতিমালা কাছারির লব্ধ হইয়াছিলেন।

\* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগে ঐ সকল গ্রন্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাঁহাদের মনোঃপ্রসন্নার্থ নির্দিষ্ট সময় মত পৌড়রাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। এই সময়ে গোড়নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু-প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপার উপস্থাপরি করদিন অবধি চলিতে লাগিল। সুলতান ইসলাম-খানের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর এই সর্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই দীনহীন প্রজার আর্ন্তনাদে তাঁহার ধর্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিবেকভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লুন্ড সর্দারবন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় এবং অজ্ঞাত মুসলমানগণ লোভের বশবর্তী হইয়া তখন রাজ্যদেশ লণ্ডন করিল। তাহাদের পরস্পারহরণপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্যু-প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ অভ্যাচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে স্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজ্য-জ্ঞার তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাচ্ছত হইল।

অতঃপর যখন আলাউদ্দীন দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্ত ও বেল্লীর পাইকগণই দেশে বাবতীয় রাজকীয় গোণযোগের একমাত্র কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্ভোগী হইলেন; তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে কর্তৃত্ব্যত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম-দক্ষিণ সীমার অন্ন নিষ্কর ভূমি দিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্যে নিয়োজিত করিলেন।\*

আলাউদ্দীন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হাবসী নির্কাসনরূপ এই দেশহিতকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও খোজাদিগের অভ্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করার তিনি সাধারণের পূজনীয় হইয়া পড়েন। অভ্যাচারব্রিষ্ট হিন্দু-গণের মলিন মুখ সন্মর্দন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব দয়ার উদ্বেক হয়, তদবধি তিনি অপত্যনির্কিশেবে ও বিশেষ জ্ঞার-পরতায় সহিত বজরাজ্য শাসন করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন না।

এই সময়ে তিনি একডালা জুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজ-

প্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাজ্যশাসন স্বকীয় বাবতীয় ব্যবস্থা আঁজা করিতেন। উক্ত কল্লীর ও সম্রাট সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্ণে নিযুক্ত করিয়া আপনায় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট বংশোদ্ভব হিন্দু-বিগকেও বধেই উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে রাজ্যভূমি দান করিতেন। নানা শাস্ত্রবিদ্যার ও বৈষ্ণবভূমি শ্রীকৃষ্ণ ও মনোহর তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উক্তিমুখ্য সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়া এবং বীর রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া সুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কামতাপুরে (কোচবিহারের) রাজ্য নীলাধরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে)। তৎপরে সেই অধিকৃত প্রদেশে হুসেন আপন পুত্রকে প্রাধিকার আঁসিয়াছিলেন, কিন্তু কোচবিহারে আক্রমণে বহু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্তমান কোচবিহার-রাজবংশের পূর্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

কামরূপ-বিজয়ে বার্ষমনোরথ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি বীর রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ়করণমানসে গণকনকীতীয় সীমান্তদেশে একটা সুবিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করান। অনন্তর রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রত্যেক জেলার সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশাফির খানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধুপুরুষদিগের ভরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দান। আজিও পাণ্ডুরায় কুতুব-উল আলমের আন্তানার ব্যাধি তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির আর হইতে নির্বাহিত হইতেছে।

সুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়া-ছিলেন। দিল্লীর সেকন্দর লোদি জোনপুর অধিকার করিলে তিনি রাজ্যচ্যুত সুলতানকে বধেই সম্রাট প্রদর্শন করেন এবং মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সম্রাট বেহার অধিকার করিয়াই সুলতানকে বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমায় আসিতে আসিতেই কার্যগতিকে উত্তর পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল; এতদ্বারা বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ নিবারিত হইল। উত্তর পক্ষে বন্ধন স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, ১৪২০ বা ১৪২১ অব্দে হুসেন শাহ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিয়, তেমনিই অপর লোকের প্রজ্ঞানন্দ ছিলেন। তাঁহার সময়ে ওমরাহগণ বন্দী কবিদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক

\* পরবর্তী সময়ে ইংরাজ পক্ষের রাজকার্যে অনুপযোগিতা নিরূপণ করিয়া ইহাদের ভূমিস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারণে ১৭০০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেদীপুর জেলার প্রজাবাসী পাইকবলেধরণ কএকবার বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল।

হিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদির কবি-ভণিতার ঐ সকল ওমরাহবর্ণের বদান্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

[ বাঙ্গালা ভাষাশে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তবীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে তিনি অনেক লক্ষণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অস্ত্রান্ত মুলগমান সুলতানদিগের ভায় ব্রাহ্মবর্গকে নিহত বা তাহাদের চক্ষু অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃপুত্র হুতি বিত্তন করিয়া দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতি সেহ দেখাইতে তিনি ক্রটি করেন নাই। মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীজয়কে বিব্রত দেখিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া তিনি সেই অবসরে বিবিলা, হাজিপুর, হুদের প্রভৃতি আগমার রাজ্যভূক্ত করিয়া লইলেন এবং ভক্ত্যঙ্কনে বখাজমে আপন পুত্র, জামাতা ও সেনাপতিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল-সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পশ্চিমবঙ্গের যুদ্ধে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ইব্রাহিমের স্রাতা মাক্ছু লোদী গোড়রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শত্রুর আশ্রয়প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, নসরৎ শাহ বহুমুলা উপচোকন দিয়া চুইবার মোগলপতির প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর স্রাতা মাক্ছু শাহ পুনরায় আকগান সর্দারহুদের সাহায্যে বীর পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট বাবর সমলে আগ্রা হইতে আসিয়া পঞ্চাভীরবর্ষী হিন্দবী নামক স্থানে উপনীত হন। যুদ্ধে মাক্ছুদের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম-পূর্বক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসম্রাটের ক্রোধোদগোষনা-দনার্থ বহুবহুতক সজ্জা করিয়া নিষ্ঠুরিত্যক্ত করিলেন।

ঐ সম্বন্ধে নসরৎ মাক্ছুকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া বীকৃত হইলেন এবং লড়াইও পায় কয়েককে উজ্জ্বল করিলেন না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৫৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের মৃত্যু হয়।

বাবর শাহের মৃত্যুসংবাদে আকগান সর্দারহুদ উৎফুল্ল হইলেন। দিল্লীর লোহানীয় পুত্র মাক্ছু বেহার অধিকার করিলেন। দিল্লীর ইব্রাহিমের স্রাতা মাক্ছু এই সুযোগে জৌনপুরের মোগল-শাসনকর্তা জুনিব বংশিকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশে বীর শাসনবিচারে ব্রতী হইলেন। নসরৎ শাহ পূর্ব অঙ্গীকৃত সকলই উল্লঙ্ঘন করিয়া জৌনপুর

অধিকারকার্যে মাক্ছুদের সহায়তা করিয়াছিলেন (১৫৩২-৩ খৃঃ)। এই সময়ে বাবরপুত্র হুমায়ুনকে হীনবল দেখিয়া তিনি দিল্লীবাসের চিরপক্ষ ওমরাহপতি সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।

অতঃপর কোন অভাবনীর কারণে সুলতান নসরতের চিত্ত-বৃত্তি পরিবর্তিত হইল। তিনি উদ্যোগের নিষ্ঠুরপ্রকৃতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। লক্ষ্যবতঃ উল্লীমান চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারপ্ররাসী হইয়াই তাহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইরাছিল। তাহার রাজত্বকালে বৈকবসম্প্রদায়কে বৈরুপ সিংহ সহ করিতে হইরাছিল, তাহা তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুধু হিন্দু বা বৈকব প্রজা বলিয়া নহে, তিনি বীর মুলগমান প্রজা, এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতন রাজকর্মচারীদের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে ক্ষুণ্ণিত হন নাই। এক্ষণ নিষ্ঠুরাচরণে ক্রমশঃই তাহার প্রজাগণ ও কর্মচারিসকল অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হতে মসজিদ মধ্যে তিনি নিহত হইলেন (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ঐ বৎসরেই মহাপ্রভুর লীলাদেহের অবসান হয়। সৌদামণের সুলতান নসরৎ শাহ যে সকল অট্টালিকা নির্মাণ করান, তন্মধ্যে সোণা মসজিদ ও কদম-রত্নল অতাপি বিদ্যমান আছে। সাহুনাপুরের হজরৎ মথলুমেয় সমাধিমন্দির তাহারই ব্যয়ে নির্মিত হইরাছিল।

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহগণ ৯৪০ হিজরায় তৎপুত্র কিরোজ শাহকে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন; কিন্তু এই বালক রাজার রাজ্যকাল তিন মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে, সুলতান আলাউদ্দীনের অন্ততম পুত্র মাক্ছু শাহ গোপনে তাহার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। স্রাতু-পুত্র নিহননরূপ কথাচারে লিপ্ত হওয়ার অনেকেই মাক্ছুদের আচরণে বিরক্ত হইল। হাজীপুরের শাসনকর্তা মথলু আলম প্রকান্তে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বেহারের তাৎ-কালিক রাজঅভিব্যক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সহিত সংমিলিত হইয়া যুদ্ধের প্রতিকারবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া মাক্ছু শাহ জীবিতই মথলুদের দণ্ড-বিধানার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধেরে শাসনকর্তা কুতব খান শেরকে পাতি দিয়ার জয় প্রেরিত হইলেন; স্রাতুগ-ক্রমে বীরী সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন। রাজ-সৈন্য জয় হইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধের এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে পুনরায় দুর্ভাগ্য প্রসক্ত হইতে আদেশ দিলেন।

এই সময় বেহার-রাজসুয়ার কবার বীর অভিভাবক শের-খানের কঠোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি আতের আশ্রয়

বঙ্গের শিবিরে পলাইয়া আইসেন এবং খীর অত্যাচারকে শের খাঁনের সহ্য ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে সেনাসংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিয়া বেহারদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এ দিকে বঙ্গীর সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। এক মাস অবরোধের পর সেনাপতি ইব্রাহিম সাহাবাখ হুসেন সেনাদল প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ সেনা আসিবার পূর্বেই শের এক মিল অকথাৎ দুর্গ রহা হইতে নিষ্কাশিত হইয়া তীক্ষ্ণবেগে বঙ্গীর সেনাকে আক্রমণ করিল। অত্যন্ত আক্রমণে বঙ্গীর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলা গোড় নগরে পলাইয়া আশ্রয় লইলেন (১৫৩৫-৩৬ খৃঃ)।

পর বৎসর ১৪৩ হিঃ, শের চুনার দুর্গ অধিকারপূর্বক সমগ্র বেহার প্রদেশে আপনায় শাসনমণ্ড স্থাপন করিলেন। তদন্তর তেলিয়াগড়ি ও পক্ষী-গড়ি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তিনি মুলতানের অধিবর্তী হইলেন এবং ক্রমশঃ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গোড়নগর খীর সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। কিন্তু অধিক কাল বঞ্চে থাকিতে সমর্থ না হওয়ার তিনি খাবাস খানের হস্তে সেনাপত্য প্রদানপূর্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাহৃত হইলেন। এই অবসরে নাসিরুদ্দীন শাহ মোগল-সম্রাট হুমায়ুন এবং পঞ্জাবাধিকৃত ভারতের প্রতিনিধি হুনো-দে হুনার সাহাবা লাভের চেষ্টা পান। চূর্তাগের বিবর, ঐ সহকারিত্ব আসিয়া সমুদ্রস্থিত হইবার পূর্বেই মগরবাসিগণ খাড়াভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (হিঃ ৯৪৩ = ১৫৩৭-৮ খৃঃ)। মুলতান নাসিরুদ্দীন এই সময়ে নোকারোহণপূর্বক গোড় হইতে হাবিপুরে পলাইয়া আইসেন।

বিপাক সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। মুলতান বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। যোরতর যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে মুলতানকে আহত দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকারী সম্রাট হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় লাভ করিল।

সম্রাট হুমায়ুন বঙ্গের দুর্দশার সন্নিবেশ চ্যবিত হইলেন এবং অধীকার সত্ত্ব চুনার দুর্গ-বিজয়ের পর বঙ্গাভিমানে উত্তোগ করিলেন। এই সময়ে শের খান তেলিয়াগড়ি ও পক্ষী-গড়ি সঙ্কট হ্রাস করিতে ব্যস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে মোগলসৈন্য সমাগত হইলে শেরপুত্র জলাল খান খীর পার্শ্ব-লগ্ননয় যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ক্রমেই মোগল সেনাপতি আহত হইলে মোগলসৈন্য পলায়ন করিল। তদপরে হুমায়ুন স্বয়ং যুদ্ধাভ্যাস করিলেন। কহলুদী নিকট মোগলসৈন্যী উপনীত হইলে নাসিরুদ্দীন, পার্শ্বলগ্ন তাঁহার পৃথকরক নিহত করিয়াছেন। এই হুমায়ুনের শোকসন্তপ্ত কন্যে নাসিরুদ্দীন প্রাপত্য

করেন (১৫৩৭-৩৮ খৃঃ)। তাঁহার রাজ্যকাল হইতেই একতরফে বাকালার খাধীন মগপতিবংশের অবলম্বন হইল।

হুমায়ুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান সীমান্ত হামি পরি-ত্যাগপূর্বক পৌড়নগরে শিকুরিধর্ম সন্নিবিষ্ট হইলেন। সম্রাট এই অবসরে শকরাগড়ি সঙ্কট অধিকারপূর্বক পৌড়-নগরাভিমুখে খীর বাহিনী প্রেরণ করিলেন। শের খাঁ মোগল-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ সংগ্রহ-পূর্বক পাল্লারদের অন্তর্গত বারনগ ও প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় অভয়কালের মধ্যে অত্যন্ত কোশলে হুগ্রাসিক রোহতাস দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

হুমায়ুন পৌড়নগর সন্নিবেশ উপনীত হইলে মগরবাসী সাহসে দ্বার উন্মুক্ত করিল। তাঁহার আদেশে রাজ্যের সকল কাজমায রাজনামেই খুৎবা পাঠ হইল। তিনি মগরের দায় ভারত্যাগ দ্বাখিলেন। তাঁহার নামে যে মুদ্রাঙ্কন হয়, তাহাতে মগরের মূল নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর মুলতান হুমায়ুন বিলাসমুখে নিমগ্ন হইলেন। তিনমাস ভোগমুখে রত থাকিয়াও তাঁহার আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হইল না, তিনি বঙ্গমণ্ডলবাসিন্দগণের মগর-গমনা বাসাদমাকুলের মৃত্যুগীতে সর্কল্য বিভোর হইয়া রহিলেন। পত্রদল এই অবসরে পুনরায় বলপূর্ণ করিয়া লইল। শের খান বলপূর্ণিত মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন।

অনতিকালপরেই গুপ্তচরমুখে শত্রুপক্ষীর উত্তোগ ও বড়ব-সংবাদ পাইয়া সম্রাট হুমায়ুনের সুখস্থিতি ভঙ্গ হইল। তিনি কতকটা যেন ভীত হইয়াই সেই বর্ষা ঋতুতে আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনার্থ তিনি ১৪৬ হিজিরায় জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাকালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহার আদেশে রাজ্যরক্ষার্থ তথায় ৫ হাজার মোগল অধারোহী রক্ষিত হইয়াছিল।

মোগল সৈন্য বাকালার জলবাহুপ্রাচীরে অবস্থান ছিল। তাঁহার নিরন্তর বাসিপাতে স্প্রিচিৎ ও ক্রমেই নামা মোগপ্রান্ত হইয়া মুহুর্যুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়েই সম্রাটের অন্তিম রাজ্য ক্রিয়াদী হইলেন। শের খাঁ কৌশলে রোহতাস দুর্গবিন্যয়ে সকল মনোরম হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার উত্তোগে হুজুর আকসমি সৈন্য পুনরায় কর্মনাশা তাঁর চৌসের প্রায় সর্বেক হইল। সম্রাট পলাতীয় উত্তরণপূর্বক তার অধিকার অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মোগল সেনা পার্শ্বাধিগত করিতে সাহসী হইল না, অথবা পলা পুনরুত্তরণপূর্বক প্রত্যাহৃত

৬ কোমরা হি বঙ্গা খলদ, শের খাঁ কৌমরা হি বঙ্গা খলদ।

চইতে পারিল না ; সুতরাং অস্ত্রপথে গমনের আশাও রহিল না। তখন সম্রাট্ বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠানশিবিরে দূত পাঠাইলেন। শের খাঁর ধর্মগুরু পবিত্র ধার্মিক দরবেশ খলিল মদাহ হইলেন। সন্ধিপত্রের স্থির হইল, সম্রাট্ শের খাঁকে বাঙ্গালা ও বিহার ছাড়িয়া দিবে। পক্ষান্তরে শের খাঁও কখন সম্রাটের পতিরোধ বা তাঁহার শত্রুকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। সন্ধির পর উত্তর শিবিরে আনন্দপ্রস্রোত প্রবাহিত হইল। মোগলগণ বাঙ্গালার আসিয়া নানা কষ্টের পর আজ আহলাদ-সাগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশঙ্কাই ভুলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ শত্রুর প্রতিজ্ঞাবাসা তুলেন নাই। যে দিন সম্রাট্ সমক্ষে সে কোরাণস্পর্শে শপথ করিল, সেই দিনে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই আফগানদল্য মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্ত দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল। সম্রাট্ প্রাণ লইয়া অশপটে আরোহণপূর্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ আট সহস্র মোগল সৈন্ত নবীত্রোতে তাসিয়া গেল (১৫৩৯ খৃঃ অঃ)।

হমায়ূনের পরাজয়ে বাঙ্গালার সুরবংশীর আকগানগণের প্রতিষ্ঠা হইল। তাঁহার অনুসারে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল। কোন্ হুজে শের খাঁ বেহার-রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইয়া কিরূপ প্রতিভাবলে বল ও বেহাৱের অধীশ্বর হইরাছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইরাছে।

তিনি রোহাঙ্গী সুরবংশীর আকগান। তাহার পিতার নাম হুসেন। তিনি খীর পুত্রের নাম করিল রাখেন। এই কারণে শের খাঁ রাজাসনে আসীন হইয়া করিমউদ্দীন শের শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য-কালে তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম কদমতুমি পরিত্যাগপূর্বক দিল্লী রাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করিয়া খীর সৌভাগ্যবশে প্ররাস পান।

বহলোল-পুত্র সিকন্দর লোদীর শাসন কালে জোনপুরের শাসনকর্তা সর্দার জরমল ইব্রাহিম-পুত্র হুসেনকে সঙ্গে আনেন। হুসেনের রণপাণ্ডিত্য ও সঙ্গুগাদি লক্ষ্য করিয়া জরমল তাঁহাকে সাসেরাম ও তাঁড়া জেলা জায়গীরস্বরূপ দান করেন। তাহার আর হইতে ৫ শত অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষা করিয়া হুসেন রাজার অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হন।

হমায়ূনের পাঠান জাতীর পতীর গর্ভে করিম ও নিজামের জন্ম হয়। পিতা পুত্রের বিজা নিকা দিবের বিশেষ বয়স লইভেন না বলিয়া করিম বেছাপ্রোবিত হইয়া জরমলের অধীনে সৈনিকরূতি অবলম্বন করেন। এই সামরিক নিকাফালে তিনি

রাজা জরমলের অনুগ্রহে নানাবিধার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি চারি বৎসর পরে হুসেন জোনপুরে আসিয়া পুত্রের বিভাবতার পরিচয় পাইলেন। তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে খীর সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহাতে তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুলেমানের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। বিমাতার পীড়নে পিতার মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি ইব্রাহিম বাদশাহের প্রসিদ্ধ ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন হন এবং খীর পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৩২ হিজিরার সম্রাট ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দিল্লীশরের অধীনস্থ সামন্তবর্গ স্ব স্ব প্রাধান্ত স্থাপন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। শেরও সে সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি দরিয়া লোহানীর পুত্র পার খাঁর সহিত বোগদান করিয়া বেহার অধিকার করিলেন। পার খাঁ সুলতান মাক্কুদ লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। এক দিন মাক্কুদের সহিত শের লীকারে বহির্গত হইয়া স্বহস্তে একটি বৃহদাকার ব্যান্ধ বধ করেন। সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সের আখ্যা দিরাছিলেন। পরে তিনি পাঠানবংশীর চুনায়পতি তাজিরের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া চুনায় চূর্ণ হস্তগত করেন।

শের মাক্কুদের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন ; এ কন্ত মাক্কুদের মৃত্যু হইলে যুঁহরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া শের বেহাৱের রাজপ্রতিনিধি হন। কিছুদিন পরে লোহানি সর্দারেরা শেরের বিনাশার্থ একটি ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, জলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণসহ বাঙ্গালার ১৫৩৫-৬ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া যান ও বরক্শের মাক্কুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপে শের বেহাৱের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। অনন্তর তিনি মাক্কুদ শাহকে গোড় হইতে তাড়াইয়া দেন, এক ছলে ভূলাইয়া ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজা বরক্শের নিকট হইতে চূর্তে “রোহিতাস্ চূর্ণ” অধিকার করিয়া সেখানে খীর পরিবার ও ধনরাশি নিরাপত্তে রাখিবার উপায় করেন।

রাজ্যচ্যুত মাক্কুদ শাহ বিল্লীখর হমায়ূনের খরণাপার হইলে, হমায়ূন বাঙ্গালা আক্রমণ ও গোড় নগর অধিকার করেন। শের পশ্চিমাভিমুখে বাইরা বাঘালসী হস্তগত এবং বাঙ্গালা হইতে হমায়ূনের প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ করিলেন। কখন হমায়ূন বিল্লীতে ফিরিয়া বাইবার চৌকী করিতেছেন, তখন গঙ্গা ও কর্মনাধার সঙ্গমস্থলের নিকটে শেরের সৈন্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া

তিনি মাস অবধি করিলেন। অকসেবে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শের অধীকার করিলেন যে, যদি হুমায়ুন তাঁহাকে বাঙ্গালা ও বেহারের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সত্ৰাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বোঙ্গলেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রাত্রিকালে শের তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। হুমায়ুন অতি কষ্টে গলা সত্তরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং অত্যন্ত সহচর সঙ্গে আগ্রার উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শের শা বাঙ্গালার শাসনকার্যের বন্দোবস্ত করিয়া ৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫০ হাজার পাঠান সৈন্ত লইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধবাজা করিলেন। কনোজের নিকট উত্তর পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে); হুমায়ুন পরাস্ত হইয়া পারস্তে প্রস্থান করিলেন। শের দিল্লীশ্বর হইলেন।

শের বখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তম করেন, তখন তিনি খিজির খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বান। খিজির খাঁ এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মাস্কুদ শাহের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে পূর্ব রাজবংশের অল্পমুখীত অনেক আকগান তাঁহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে স্পর্ধিত হইয়া খিজির খাঁর প্রভু শের খাঁর অধীনতা অমান্য করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ শের খাঁকে আর একবার বাঙ্গালার আসিতে হয়। তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের এক এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের সকলের কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে কাজী কজিলাং নামে একজন উচ্চতম কর্মচারী নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শেরের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ম ও পাপের সমশ্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসঘাতকতার খ্যাতি চলিত করিয়া ছিলেন, লোকহিতকর কার্যেও তাঁহার হতি ছিল। তিনি উৎপন্ন এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ছুনির বন্দোবস্ত করিয়া বান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর শাহের সমর একদেবে রাজ্য নির্ভারিত হয়। শের শাহ জুবর্ণগ্রাম হইতে সিদ্ধনর পর্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দ্বারা কুকুলান এক প্রয়োজনানুরূপ পাহনিবাস নির্মাণ ও কুপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের পটী করেন। তাঁহার রাজ্যে রক্তভের ছিল না। পথিক ও বণিক-গণ স্ব স্ব প্রস্তুত পথি মধ্যে স্নিকোপ করিয়া যজ্ঞকে নিজে বাহিত।

বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিগণ।

খৃঃ	হিঃ	নাম	সামরিক দিল্লীশ্বর
১৩৩৪	১৩১	কখু উদ্দীন সুবারক শাহ	মহম্মদ ভোগলক
১৩৪১	১৪২	আলা উদ্দীন আলি শাহ (গোড়)	ঐ
১৩৪৩	১৪৪	ইলিয়াস শাহ (গোড়)	ঐ
১৩৪৬	?	গাজি শাহ (পূর্ববঙ্গ)	ঐ
১৩৫২	?	ইলিয়াস শাহ (সর্ববঙ্গ)	কিরোজ শাহ
১৩৫৮	১৫৩	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৩৬৮	১৬৩	গিরাস উদ্দীন শাহ বিন্ সেকন্দর	ঐ
১৩৭৪	১৭৫	সৈক উদ্দীন বিন্ গিরাসউদ্দীন	মহম্মদ শাহ
১৩৮৪	১৮৫	হামজা মুলতান উল্-সলাতিন	নসির শাহ
?	?	শাহাব উদ্দীন বঙ্গাবিদ শাহ	মাস্কুদ শাহ
১৩৮৬	১৮৭	রাজা গণেশ	ঐ
১৩৯২	১৯৪	জলাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ বিন্ গম্ভা	খিজির খাঁ
১৪০২	১৯২	আবদুশাহ বিন্ জলাল	সুবারক শাহ
১৪২৭	১৩০	নাসির উদ্দীন মাস্কুদ শাহ	আলম শাহ
১৪৫৭	১৬২	বার্কক শাহ	বহলোল দৌলী
১৪৭৪	১৭২	মুহম্মদ শাহ বিন্ বার্কক	ঐ
১৪৮২	১৮৭	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৪৮২	১৮৭	ফতে শাহ	ঐ
১৪৯১	১৯৬	মুলতান শাহজাদা	ঐ
১৪৯২	১৯৭	সৈক উদ্দীন কিরোজ শাহ হাবলী	ঐ
১৪৯৪	১৯৯	নাসির উদ্দীন মাস্কুদ	সেকন্দর
১৪৯৫	২০০	মুহম্মদ শাহ হাবলী	ঐ
১৪৯৮	২০৩	আলা উদ্দীন সৈয়দ হুসেন শাহ	ঐ
১৫২১	২২৭	নসরত শাহ	ইব্রাহিম ও বাবর
১৫৩২	২৩৯	কিরোজ শাহ ৩য়	হুমায়ুন
১৫৩৪	২৪০	মাস্কুদ শাহ বিন্ হুসেন শাহ—ইনিই প্রকৃতপক্ষে শেষ স্বাধীন নরপতি।	
১৫৩৭	২৪৪	করিম উদ্দীন শের শাহ	ঐ
১৫৩৮	২৪৫	হুমায়ুন—ইনি গোড় বা জয়তাবাদে রাজপাট স্থাপন করেন।	
১৫৩৯	২৪৬	শেরশাহ (পুনরায়)	
১৫৪৫	২৫২	মহম্মদ খাঁ	

(তৃতীয় শাসনকাল।)

শের শাহ মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইলিয়াস শাহ (মতান্তরে সেলিম শাহ), মহম্মদ খাঁ যুদ্ধে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইলিয়াস মনবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার তনয়কে বিনাশ করিয়া তবীর জুলুম আবির্ভাব দিল্লীশ্বর



হইলেন (১৫৫৩ খৃঃ)। এই লোকের পাইরা মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কর্তৃকায়ন অধিকার করিয়া লইলেন। মহম্মদ খাঁ পুর খানানে মুজাফফ করে। কিবলজী আছে, তিনি বিশেষ ভ্রমশরতায় সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবৈধ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া পরবৎসর মহম্মদ আদিল খাঁর হিন্দুসেনাপতি হিন্দুকে বাঙ্গালার প্রেরণ করেন, হিন্দুর হাতে কুলঙ্গীর নিকটস্থ ছাপর-বাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খাঁ মুসলমান সর্দারদিগের অভিজ্ঞতায় বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিলেন। বাহাদুর শাহ সাদলে গোড়ো উপনীত হইয়া দেখিলেন, সর্দার শাহবাজ খাঁ দিল্লীর মহম্মদ আদিলের পক্ষ হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে নিহত করিয়া খাঁর শিশুশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরোহণ করিলেন। ১৬৩০ হিজিরায় মুন্সেরের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন (১৫৫৬)। অনন্তর কিছু-কাল রাজপরিবর্তননিবন্ধন বাঙ্গালার অরাজকতা ঘটিল। মুন্সেরের যুদ্ধের পর বাহাদুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি পুত্রনির্বির্দেশে কএকবৎসর প্রজা পালন করিয়া ১৬৮ হিজিরায় (১৫৬০-১ খৃষ্টাব্দে) গোড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

অপুত্রক অবস্থার বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা জলাল উদ্দীন বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১ হিজিরায় গোড়নগরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবকপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া গিরাস উদ্দীন বাঙ্গালার শাসনভার বহুতে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অরাজকতার ও অভ্যাতারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাঠানজাতীয় কিরাগীবংশীয় মুলমান এই সময়ে ইসলাম শাহ কর্তৃক বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাদুর শাহের বন্ধু ছিলেন। মুন্সের-যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন। জলাল উদ্দীন পুত্র গিরাসের অভ্যাতারে নিহত হইরাছে শুনিয়া তিনি খাঁর ভ্রাতা তাজ খানকে পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৫৬৪ অব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হয়, এবং মুলমান আদিল গৌড়ের অপরপারবর্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই সময়ে হুমায়ুন শাহের পুত্র মোগলকুলরাজ অকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে আপনার ক্রমতা বিস্তার করিতেছিলেন। মুলমান তাঁহার নিকটে উপহার প্রেরণ করেন, তাঁহার এই চকুরভার সম্রাট বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সম্রাটের সহিত তাঁহার সন্ধ্যা অল্প রহিল।

১৫৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে রোহতাস দুর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিষয় মুলমানের রাজত্ব-সময়ের প্রধান ঘটনা। সম্রাট অকবর শাহের আগমনে তিনি রোহতাস দুর্গের অবরোধ ত্যাগ করিয়া খাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি খাঁর বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রাঙ্) উৎকলে প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তৎক্ষণাৎ শেখ স্বাধীনরাজা মুহুম্মদকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং অনেক বেহমুর্তি তান্ত্রিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ভ্রান্ত ছিলেন; পরে বজীর মুসলমান রাজবংশীর কোন রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন; এবং হিন্দু দেবদেবীর শত্রু হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করেন ও অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। উড়িষ্যা ও কামরূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাম ভুলে নাই।

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ অব্দে মুলমানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বরাজিহ রাজা হন। আকগান সর্দারেরা বরাজিহের আচরণে উন্মত্ত হইয়া পর বৎসর তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা হাউহকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। হাউহ রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার ১৪০০০ পদাতিক, ৪০০০ অশারোহী, ২০০০ কামানাদি সস্ত্র এবং ৩,৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-মোকা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বিবৃত সেনাদল লইয়া তিনি সম্রাট অকবর শাহের সমকক্ষ হইতে পারেন ভাবিয়া তাঁহার দ্বন্দ্বের রাজ্যবিত্তারের বাসনা জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্বত্র খনানে খুঁতবা পড়িতে হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাজিপুর সন্নিহিত একটা মোগল দুর্গ বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। অকবর দাঁড়নের বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনাইখ খাঁ এবং রাজা তোডরমলকে পাঠাইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কএকদিন অমরোধের পর পাটনা অধিকৃত হইল এবং বাঙ্গালার মোগল-সৈন্ত প্রবেশ করিল, হাউহ নোকারোহে উড়িষ্যার পলায়ন করিলেন। পরে মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলবারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈন্তের একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ)। প্রথমে পাঠানবিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কেবল রাজা তোডরমলের অদৃষ্টগুণে মোগলবিগেরই জয়লাভ হইল। হাউহ সমরক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন; কিন্তু মোগল-সেনাপতিরা কটক পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি তাঁহা-দিগের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অহুগ্রহে সম্রাটের প্রতুস্বাধীন কটক রাজ্যের শাসনাধিকার লাভ করেন।

[ হাউহ খাঁ দেখ। ]

সেনাপতি মুনাইখ খাঁ, তাঁড়ানগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া



মুনায় গোড় রাজধানী করিলেন। তখন ষোল বর্ষকাল। সেই সমুদ্র-পরিবাস্ত মহানগরী বহুবল অসংকুল ও পতিত থাকার তথাকার জনবাহু ধারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে জনসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকার অনেকে ভূতিকাশ পরল করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল। সহসা হারীভর উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুনাইম খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কত সৈনিক ও কর্মচারী প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে বে বৎসর বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গোড় বিজয় প্রদেশে পরিণত হইল। [ গোড় দেখ। ]

মহম্মদের অধীন শাসনকর্তৃগণ।

ক্. নং:	বি:	মহম্মদ	সামরিক দিল্লীর
১৫৫৫	১৬২	খিজির খাঁ বাহাউর শাহ	শেরশাহ্
?	?	মহম্মদ হুয়	সলিম শাহ্
১৫৫৫	১৬২	বাহাউর শাহ্	মহম্মদ আমিলী
১৫৬১	১৬৮	জলাল উদ্দীন বিন্ মহম্মদ	ঐ
১৫৬৪	১৭১	হুসেমান কররানি	ঐ
১৫৭০	১৮১	বরাজিদ বিন্-হুসেমান	ঐ
১৫৭০	১৮১	দাউদ খাঁ বিন্ হুসেমান অকবর-সেনাপতি	হুসাইম খাঁ ইহাকে মোগলপদানত করেন।

( চতুর্থ শাসনকাল। )

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গোড়ের মহামারীতে মোগল-সর্দার মুনাইম খাঁ ভয়লীলা শেষ করিলে অন্ততম মোগল-সেনাপতি সারেম খাঁ কিছুকালের জন্য বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌঁছিলে তথা হইতে শাসনকর্তা নিয়োগ হইবার পূর্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ রাজ্যচ্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল। মোগল-সেনাপতি সারেম খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে হাজিপুরে ও পরে পাটনার বাইরা আশ্রয় লাভ করিলেন।

বধাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অকবর শাহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি পজাবের শাসনকর্তা হসেন কুলী খাঁ খান-জহানকে বাঙ্গালার শাসনকার্যে নিযুক্ত করিলেন। খাঁর সৈন্তসামন্ত সংগ্রহপূর্বক বাঙ্গালার আসিতে হসেন কুলীর বিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ প্রায় ৫০ হাজার অবারোহী পাঠান ও কলহত পক্ষাতিক সংগ্রহ করিয়া অকবর শাহের প্রতিকর্ষী হইল।

খান্ জহান্ সম্মুখে ভেলিরাগড়ের নিকট উপনীত হইয়াই লক্ষ্যে আকগান-সেনা দেখিতে পাইলেন ( ১৫৭৬ খৃঃ অঃ )। উভয় পক্ষে একটা যুদ্ধ হইয়া গেল। সফটরিত আকগান

সেনাকে সম্মুখে নির্মূল করিয়া মোগল-শাসনকর্তা ক্রোধঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আগমহলের ( রাজবহল ) নিকট দাউদ খাঁ স্বয়ং মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। আকগান ও মোঘলে যৌর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে মোগলের গোলাঘাতে অসংখ্য আকগান নিহত হইল। আকগান-সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা খুনিষ কদ্রাণী ও অন্যান্য অনেক সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন। রাজদ্রোহিতাপরাধে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল। খান্ জহান্ তাঁহার মৃত্যু দৃষ্টান্তে আগ্রায় অকবর শাহের সমক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজ্য লোপ পাইল।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হইয়া হসেন কুলী খাঁ খান্ জহান বাঙ্গালার মননধে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত যুদ্ধে লক্ষ সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি রাজ্য টোডরমলের তত্ত্বাবধানে সম্রাট সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে লুণ্ঠারিত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রেরিত সেনা-পতি মুজঃফর খাঁ রোহতাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। ১৬৬ হিজিরায় তাঁড়ার নিকট খান্ জহানের মৃত্যু হয়। এই অত্যন্ত কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুজঃফর খাঁ তরবুতি বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারিত্বপে রায় পান্ডবাস ও খীর আদম রাজস্ববিভাগের সহযোগী পরি-দর্শক, রিজ্‌বি খাঁ বক্সী এবং আবুল কতে প্রধান বিচারক হইয়া আসিলেন। সম্রাট সামরিক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য খীর এতিনিখি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি পাঠানদিগের জারগীর-আত্মসাৎকারী ও তাঁহার বৃত্তিতোগী কমতাসালী মোগল সর্দারদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে য য জারগীরের আদায়ের হিসাব চাহিলেন, তাহাতে সর্দারেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা ঐ সম্পত্তিতে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবধি বেহার পর্যন্ত পরিবাস্ত হইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মহম্মদাবুলীর অধীনে বিদ্রোহ-বল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভৃতিকে শমনসমনে প্রেরণ করিল। তৎপর তাহারা তাঁড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্তা মুজঃফরকে নিহত করিল ( ১৫৮০ খৃঃ ) এবং শৈক উদ্দীন হুসেন নামক একজন ওমরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া সম্বানিত করিল।

এই বিপদের দিনে, সম্রাট অকবর শাহ্ বহুসৈন্য এবং শাসন-কর্তা, জারগীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা টোডরমলকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তখন বাঙ্গালা ও বেহার বিদ্রোহি-শক্তসমূহ। বিদ্রোহি-দল বাঙ্গালার মোগলশাসিকার উৎসর করিতে বসুন্নি। কাজেই হিন্দুস্বাধীন হিন্দু পক্ষাবলম্বন করিলেন। টোডরমল হিন্দু জমিদারদিগকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের সমন্বয় করিয়া গিলেন। পরে তিনি মুন্সের ও ভাগলপুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বেহারে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। খাজাতাবে বিদ্রোহীদিগ বিশেষ কষ্টে পড়িল। এই সময়ে ককেশলান-বংশীয় পাঠান সর্দার বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে ভয়বানোত্তর হইয়া পড়ে।

এদিকে মহম্মদাবাদী সমলে বেহারে আসিলেন। ককেশলান সর্দার জেবাবাদী খাবাসপুর হইতে তাঁড়ার স্বদলে প্রত্যাগত হইলেন। আরচ, বাহাদুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। রাজা টোডরমল সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা সমলে হাজিপুরে আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং উজীর শাহ মনপুরের দুর্গাবহাদের কথা সম্রাটকে জানাইলেন। তদনুসারে সম্রাট আজিম খাঁ মীর্জাকোই নামক একজন ওমরাহকে বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে কাঁসী ও ঐরাগের শাসনকর্তা রাজদ্রোহী হইলে টোডরমল শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শাহবাজ খাঁ কাঁসী ও ঐরাগের বিদ্রোহ দমন করিয়া অবোধ্যার বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অবোধ্যার শাসনকর্তা মহম্মদ কেশ জুদি রাজ্যচ্যুত ও গণহিংসার বলী হন। তাহার মৃত্যুর সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শান্তি হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। মুসলমান সেনাপতি-দিগের সহিত হিন্দুসকল টোডরমলের মনের মিল না হওয়ার বড়ই বিভ্রাট ঘটতে লাগিল। আজিম খাঁ বেহারে আসিয়া সমুদায় অবস্থা অবগত হইলেন। তিনি বিদ্রোহিদলকে বশে আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আগ্রার সম্রাটের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন। তথায় স্থির হইল যে, রাজা টোডরমলের স্থানে আজিম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হউক। তদনুসারে তিনি খান আজিম নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা জয়লাভ হইয়া আসিলেন। রাজা টোডরমল বেহার হইতে প্রত্যাসন্ন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের একটা রাজবহিলাব প্রেরণ করেন। উহার নাম

“ওরাশিল তুমার কমা।” ইহাতে ককেশলান ১৮টা সন্নকারে ও ৬৮২ মহলে; বেহার প্রদেশ ৭টা সন্নকারে ও ২০০ পরগণার এবং উড়িষ্যা ৫টা সন্নকারে ও ১১টা পরগণার বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব ১০৬৮৫২৪৪ টাকা, বেহারের ৫৫৪৭২৮৪ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩৩০ টাকা বার্ষিক হয়।

[ টোডরমল দেখ। ]

খান আজিম মীর্জা কোকা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আসিরাই বিদ্রোহী জারগীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। মহম্মদ কানুলা খাঁর অধীনস্থ সেনাদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় তিচ্ছা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে একে একে সকল বিদ্রোহিনেতাওই মোগল সর্দারের হস্তগত হইল। ১২০ হিজিরার খান আজিম তাঁড়া নগরী অধিকার করিলেন। এতদিনে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শান্তি হইল।

মোগল জারগীরদারদিগের এই বিদ্রোহের সময়ে পাঠানদের আকগান কতলুখাঁর কর্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া সমুদায় উড়িষ্যার ও দামোদর নদ পর্যন্ত বাঙ্গালা অধিকার করিল। আজিমের আদেশে করিল উজীর বোধারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর হন। কতলু খাঁ পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সম্রাটের আদেশে খান আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আগ্রার আসিতে হয়; ততঃনা বাঙ্গালার বিদ্রোহাবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

আগ্রার উপনীত হইয়াই খান আজিমকে মোগল-সাম্রাজ্যের সৈন্যপত্যাগ্রহণ করিতে হইল; কাজেই সম্রাট অকবর শাহ শাহবাজ খাঁ কবেকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুসলমান সর্দারগণসহ বাঙ্গালার পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত শাহবাজ খোড়াঘাটে ককেশলানবংশীয় বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বিপর্যস্ত করিলেন। বিজয়ী মোগল সেনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ মোগলশাসিকারক্ষিত করিল।

এই সংবাদে কষ্টচিত হইয়া সম্রাট শাহবাজকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনভার স্বত্বে লইয়া শাহবাজ বড়ই বিভ্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ককেশলান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করা অথবা তাহাদের জারগীর বাজেয়াপ্ত করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্বিবাদে ভোগ করিতে আদেশ দিলেন। আকগান সর্দার কতলু খাঁর সহিত তাহার একটা সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশে রাজস্ব করিতে অধিকার দিলেন। কথা রহিল, পাঠানগণ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বাইবে, আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না।

শাহ-বাজের এই কার্য দিল্লী দরবারে অনুমোদিত হয় নাই, তাহার কারণকে উৎকোচগ্রাহী বিবেচনা করিয়া তৎপরে উজীর খাঁ হেরেবীকে নিযুক্ত করিলেন এবং শাহ-বাজকে আশ্রয় প্রত্যাহৃত হইতে আদেশ দিলেন। শাহ-বাজ রাজধানীতে উপনীত হইলে তিনি তিন বৎসরের জন্য কারাবদ্ধ হন।

উজীর খাঁ হেরেবী বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিয়া বেশী কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) তীর্থা নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌছিলে সম্রাট অকবর শাহ বেহার ও বাঙ্গালার শাসনভার রাজা মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া বীর উষ্মি চিত্তের শান্তি বিধান করিলেন, এই সময়ে মানসিংহ পেশাবার প্রদেখে আকগান আভির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি বঙ্গশাসনভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পাটনার সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ খাঁর প্রতি বঙ্গরাজ্যভার ভার অর্পিত হইল।

১২৭ হিজিরার (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) মানসিংহ পাটনার পদার্পণ করিয়া গুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূমালিকারী পূরণমল খেজুরিয়া এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজা মানসিংহ তাহার এই দুর্ব্যবহারের জন্য তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। হাজীপুরে রাজা পূরণমল মোগল-সম্রাটের বশতা বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাকিয়া সৈয়দ খাঁকে বীর সহকারিরূপে তাঁড়ার রাখিয়া দেন, এবং ঘোড়াবাটের মোগল-সেনাপতিগণের অর্থগৃহ্যতা উপশমনার্থ বীর পুত্র জগৎসিংহকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল-সদারগণ রাজ-সৈন্তের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অতঃপর রৌহতাসুন্দর-সংহারান্তে রাজা মানসিংহ ১২৮ হিজিরার উজ্জ্বলরাজ্য পুনরুদ্ধারের সক্ষম করেন। প্রথমে তিনি কুতকাধ্য হইতে পারেন নাই; তাহার পুত্র জগৎসিংহ এই যুদ্ধে পাঠানদিগের হস্তে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানেরা উজ্জ্বলরাজ্য শাসন-ভার প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে বীকার করে; কেবল রাজ পুণ্যতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্রে রাজা মানসিংহের অধিকারে থাকে। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথক্ষেত্রে লুট করে; তাহাকে রাজা মানসিংহ তাহারিগকে সুবর্ণরেখাতীরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া উজ্জ্বল প্রদেশ পুনর্ব্বার মোগলরাজ্যভুক্ত করেন। অনন্তর তিনি আগমহল নগরকে রাজমহল নামে অভিহিত করিয়া তথার রাজধানী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন।

১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কোচবেহার-রাজের ভদ্রিণীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে কলিঙ্গপ্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যের অধিনায়করূপে সঙ্গে বাইবার জন্ত সম্রাট তাহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে এজিদিবি রাখিয়া যান। কিন্তু অল্পকাল অগায়ে জগৎসিংহে সামকলীল সংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওলমান খানের অধীনে উজ্জ্বল এবং বাঙ্গালার কিয়ৎকাল জয় করে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মানসিংহ ত্বরিত বাঙ্গালার প্রত্যাগমন করেন এবং বর্ধমান ও মুর্শিগাবাদের মধ্যবর্তী সেরপুরনামক স্থানে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর মৃত্যুরূপে রাজকাব্য নির্বাহ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কথ্য পরিচয়ানুসারে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ করিলে সম্রাট তৎপরে আবুল মজিদ আসফ খাঁকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজকাব্য পরিদর্শন করিতে হয় নাই। কারণ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে অকবর শাহের মৃত্যু ঘটিলে তৎপরে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। অভ্যন্তরকাল পরেই তিনি মানসিংহকে বড়মহলকারী আনিয়া হানাতরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। তথাকার বিদ্রোহী আকগানদিগকে মোগল-পদামত রাখিবার জন্য সম্রাট তাহাকে অবিলম্বে বাঙ্গালার অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। আন্তরিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ এইবার বাঙ্গালার আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর মশোরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মুন্সরবন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। [ প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ ]

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং দ্বিতীয় কুতুব উদ্দীন কোকল-তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কুতুব উদ্দীন খাঁ কোকলতাস কোকাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃদান করার উদ্দেশ্যে কেবল আলী কুলী শের আকগানের হস্ত হইতে জগতের ললামভূতা মুন্সরী মেহের-উরিনাকে হস্তগত করা। কিন্তু বড়মহলে শের আকগান নিহত এবং তাহার প্রিয়তমা পত্নী জাহাঙ্গীরের অঙ্গগত হইরাছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্জল অকরে লিখিত আছে। [ জাহাঙ্গীর, মুজহান ও শের আকগান দেখ ]

শের আকগানের সহিত যুদ্ধে কুতুব খাঁ নিহত হইলে সম্রাট বড়ই মর্শপীড়িত হন এবং অবিলম্বে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ কাবুলীকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিবে বরণ করেন। ইনি কয়েক বারিষ ছিলেন, তবৎসর অন্ত্যায়েরই কোচরাণীকে উজ্জল করিয়া দিয়াছেন।

বাকালার ওভাণ্টে যে, তাঁহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় নাই। সর্বাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়া তিনি কালের করাল কবলে নিপতিত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১০৮৭ হিজিরার শেষ আলা উদ্দীন ইসলাম খাঁকে বাকালার মসজিদে এবং আফজল খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান রাজ-মহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্তন করিয়া উহার নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন।

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্তুগীজ দস্যুদিগের অত্যাচারে নিরবধি উৎসন্ন প্রায় হইতে থাকে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সিবাট্টিয়ান গজালে সম্বীপ অধিকার করেন। তথাকার মুসলমান সেনানায়ক ফতে খাঁ উপরাস্ত্র না দেখিয়া একটা ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লন।

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে। ইসলাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ সৈন্যধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়সকলগণ সম্রাটের বশত্যা স্বীকার করেন (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বিদ্রোহাবকাশে কুতুব নামে একজন রোহিলা আকগান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়া লয়। শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁ তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্তে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছয়বেলী খসরু পাটনা হইতে কয়েক কোশ দূরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পুনরায় পাটনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; শাসনকর্ত্তা উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন। পরিশেষে দূরস্থ গৃহছাড় হইতে নিষ্কপ্ত হইকের আঘাতে কুতবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [ পাটনা দেখ। ]

ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) তাহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ সম্রাটের আদেশে বাকলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গজালে বিধাসঘাতকতা দ্বারা আরাকান-রাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হতগত করিয়া আরাকানের উপকূলপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক গোয়ানগরীস্থ পর্তুগীজদিগকে আরাকান জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন; এবং সম্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

অন্তঃপর আরাকানের মগেরা বারংবার বাকালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া বাকলা উৎসন্ন করিতে থাকে। এই কারণে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদ-

চ্যুত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ কতে জব্ব্ব বাকলা ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬১৮ খৃঃ)।

ইব্রাহিমের সময়ে বাকালার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। আগ্রার রাজসভাসদস্যগুলীর নিকট ঢাকার সূচিকণ কাপড় এবং মাগধহের পটুবস্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর এক্সেন্টগণ পাটনার আসিয়া একটা কুঠী স্থাপন করেন (১৬২০ খৃষ্টাব্দে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাকলা-দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। সহসা (১৬২৩ খৃঃ) তাহার পরিবর্তন ঘটিল; শাহ জহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে দস্যুধারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়া বাকালার প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাকলা ও বেহারে প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া শাহ জহান সম্রাট-প্রেরিত সৈন্তের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, কিন্তু এই প্রদেশে অল্প শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল।

শাহ জহানের পরে, অরদীন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খৃঃ) মহব্বত খাঁ, তৎপুত্র বানুজাদ খাঁ, মকরম খাঁ ও ফিদাই খাঁ নামে যে কয়েক জন ক্রমে ক্রমে বাকালার শাসনকর্ত্তা হন, তাহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মকরম খাঁর রাজ্যশাসন সময়ে সম্রাট্ মীর্জা ক্রতম নামক এক ব্যক্তি বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অব্দে শাহ জহান সম্রাট্ হইয়া ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া খাঁয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁ জব্ব্বনিকে বাকালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদিগের সুরক্ষিত কুঠী ছিল। এ দেশে তাহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান যখন বাকালার ছিলেন, তখনও তিনি পর্তুগীজের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা একদশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করিত। ইহাতে বৈদেশিক পর্তুগীজজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ কাশিম খাঁর প্রতি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবাদার খাঁর পুত্র ইনারজুলাকে তদ্বিরুদ্ধে পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ)। সেই অবধি এদেশে পর্তুগীজদিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের চুঃখেদ দিন আরম্ভ হইল। রাজকর্ত্তৃপক্ষিগণ তথা হইতে হুগলিতে চলিয়া আসার ক্রমশঃই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কাশিম খাঁর পরে আখিম খান সুবাদার হন, তাঁহাকে দেশ-রক্ষার্থে অশক্ত দেখিয়া সম্রাট্ তৎপরে ইসলাম খাঁ মলয়দিকে নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ)। অরকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনতা পরিত্যাপপূর্ব্বক

মোগলসম্রাটের বশ্তাস্বীকার করিলেন। আসামবাসীরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮ খৃঃ); এবং ইসলাম খাঁ আসামে প্রবেশপূর্বক অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উজিরী শপ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই আগ্রা প্রতিগমন করিলেন। তখন সম্রাটের বিত্তীয় পুত্র শুলতান মহম্মদ জুজা বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন।

১৬৩৮ অব্দে ভোজপুরের রাজা বিজোহী হন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্ত শাহ জহান খীর প্রিয় সেনাপতি আবদুল্লা খাঁকে বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা খাইয়া ভোজপুরের দুর্গ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকট পাঠান।

জুজা শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের ভ্রাতৃপুত্র সায়েরতা খাঁ বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। জুজার আমলে বাঙ্গালার ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধনুল হয়।

জুজার রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। অকুবর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই সময়েরই উড়িষ্যা ১২টী সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়া উহার রাজস্ব ৫২,৬১,৫২৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতদ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া উহার ৮৫১৫৬৮৩ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

সম্রাট শাহ জহানের পীড়া হইলে জুজা সাম্রাজ্য-লোভে আগ্রা যাত্রা করেন; কিন্তু বারণসীর নিকটে দারার তনয় জুলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার প্রত্যাবৃত্ত হন (১৬৫৮ খৃঃ)।

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া মোগল-সিংহাসন হস্তগত করেন। অতঃপর এরাণের (আলাহাবাদের) নিকটে জুজার সহিত অরঙ্গজেবের একটা যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে জুজা ভ্রাতৃহন্তে পরাজিত হন (১৬৫৯ খৃঃ)। জুজা প্রথমে রাজমহলে ও তদনন্তর তাঁড়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুজা তাঁহার পশ্চাৎবর্তী হইলে তিনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। [ জুজা দেখ। ]

অনন্তর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ খীর জুজা নবাব মুজাজিম খাঁ খান খান সিপা সালার সুবাদার হইয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানী করিলেন। ১৬৬৭ অব্দে তিনি কোচবেহার জয় করেন; এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাহার সৈন্যগণ পীড়িত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঢাকার পৌছিয়া অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৪ খৃঃ)।

মীর জুজার পরে নূর জহানের ভ্রাতৃপুত্র সায়েরতা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শুলতান মহম্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে তিন বৎসর বাতীত সায়েরতা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন-নগরে, (১৬৭৩ খৃঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ার কুঠী স্থাপন করেন। আরাকানরাজ জুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ার সাহসী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিল; সায়েরতা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাভুক্ত করিলেন।

সায়েরতা খাঁ বেজার বন্দীসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ উপাধিসহ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শুলতান মহম্মদ আজিম বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের শেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

যোধপুর-রাজকুমার রাজা যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের রাজ্যাধিকার লইয়া সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে; এই গোলযোগে বিভ্রত সম্রাট খীর পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে নিকটে আনাইয়া রাজপুত সামন্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশে নবাব সায়েরতা খাঁ আমীর উলু ওমরা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আইসেন।

এবার সায়েরতা খাঁর অত্যাচারের মাত্রা বিপুল বাড়িয়া উঠে। তিনি জিজিয়া কর আদায়ের জন্ত হিন্দুর মন্দিরাদি দুর্গ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি খৃষ্টানের নিকট হইতেও বলপূর্বক জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মিঃ হেজেস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। ওক লইয়া

নবাবের সহিত কোম্পানীর বিবাদ বাধে। দু'একটা বৎসরের পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা হিজলী হইতে মুতাফুতীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর সমস্তেরা পুনরায় যুদ্ধে প্রস্তুত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজদিগকে নিরুদ্ধিত করেন। এই সময়ে ইংরাজসৈন্যকর্তৃক বালেশ্বর দখলিত হয়। ইংরাজদিগকে মোগল-সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য সারেক্তা খাঁ দিল্লী হইতে পরওয়ানা আনাইরা ছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাকালার শাসনকর্তৃক ত্যাগ করেন। [ সারেক্তা খাঁ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখ। ]

তদনন্তর ১৬৮৯ খৃঃ অঃ নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাকালার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট অরঙ্গজেবের নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অজুমতি আনাইরা দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজেরা মোগলদিগের করকথান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমানদিগকে জলপথে ভায়তবর্ষ হইতে মজার বাইতে দেন নাই। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে চার্লস স্বয়ংস্বলে প্রত্যাগমন করেন (১৬৯০ খৃঃ)। অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক গুরু দিতে হইবে না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ হুইবার ইংরাজদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন; ইব্রাহিম খাঁর অস্থগ্ৰহে তাহাদিগের কোন বিপদ ঘটে নাই।

১৬৯৬ খৃঃ অঃ শোভাসিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমিদার, বর্ধমানাধিপতি রাজা কুরুরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া রাজাকে নিহত ও চতুর্দশবর্ষী দেশ লুণ্ঠন করিলেন। হগলী তাহাদিগের হস্তগত হয়; চুচুড়ার ওলন্দাজেরা, চন্দননগরে কয়লাগিরা এবং কলিকাতার ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের অজুমতি পান। এই সুযোগে ইংরাজেরা “কোর্ট উইলিয়ম” চূর্ণ নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করেন।

ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম খাঁ হগলী পুনরধিকার করেন। শোভাসিংহ বর্ধমান রাজকুমারীর ধর্ষণ করিতে গিয়া তাহারই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের সময়ে সম্রাট অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উসমান বাকালার, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়া আগমন করেন। সুবাসারের পুত্র জব্বারখান খাঁ রাজবহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন (১৬৯৮ খৃঃ)। পর বৎসর বর্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম খাঁর বৃদ্ধা ঘটে এক তরী অস্ত্রচরমের মধ্যে কিলকণ নিহত এক কিলকণ বোম্বলনকর্তৃক হয়। আজিম উসমানের নিকট হইতে ইংরাজেরা মুতাফুতী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা

এই কয়েকটা বৌদ্ধ ক্রয় করিবার অজুমতি পান (১৬৯৮ খৃঃ)। এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিষিদ্ধ আর একটা ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নতুন এই দুই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া, কোম্পানিদের মিলিত হইল (১৭০৬ খৃঃ) এবং উভয়ের যোগে কোর্ট উইলিয়ম চূর্ণে ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক রক্ষিত হইল।

আজিম উসমানের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান বাকালার দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭০১ খৃঃ)। তিনি দরিদ্র ভ্রাক্ষণ-সন্তান ছিলেন। পরে পারস্যদেশের বণিক হাজি মুক্কা কর্তৃক ক্রীত ও মুসলমানধর্মে লীকিত হইলেন। ইহার পূর্বে অকবর শাহের সময় হইতে বাকালার দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আরব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশ-রক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্যের জন্য পত্রদ্বারা যখন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা দিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। বাদশাহের ইহাই আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্যে উভয়ে একমত হইয়া চলিবেন। নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনকর্তা বরূপ এক একজন কোজদার ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইলে তরীর পরামর্শানুসারে সম্রাট বাকালার জারগীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম পরিমাণ ভূমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবলবতী প্রদেশে জারগীররূপে প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অস্ত্রান্ত উপায়ে এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুর্শিদ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্যয়-বিষয়ে অভ্যস্ত সতর্ক হওয়াতে এবং বুদ্ধবল জারগীরদারদিগকে অস্ত্রান্ত করিতে, তিনি নাজিমের বিবৃদ্ধিতে পড়িলেন। আজিম উসমান একবার তাহাকে মারিয়া কেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকার রাজধানী রাখা সুবিধা নহে বুঝিয়া, মুক্কাবাবের দ্বীপ বালুঘান স্থির করিয়া আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ সম্রাটের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আজিম উসমানকে ভৎসনা করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বাকালার পরিত্যাপ করিয়া বেহার বাইবার আদেশ দিলেন। পর বৎসর মুর্শিদকুলি হকিমাবাদে বাইরা সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আরব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। তাহার কার্যক্ষমতা দেখিয়া বাদশাহ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাহাকে রাজালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী এক সহকারী নাজিমপদে নিযুক্ত করিলেন।



১৭০৭ খৃঃ অব্দে খীর পুত্র করুণসিরকে প্রতিনিধি রাবিরা আজিম উসমান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার অর্থ ও সৈন্তদলে পর বৎসর তাঁহার পিতা শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। করুণসিরর মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাকিতেন, তিনি মুরশিদ-কুলি খাঁর কোন কার্যে বাধা দিতেন না। হুতরাং ১৭০৬ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকৃতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের সমুদয় কার্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ আবু হুসাইন খান আলাহাবাদের এক সৈয়দ হুসেন আলী খান বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন।

১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়; আজিম উসমান বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এক করুণসিরর বাঙ্গালা পরিভাগ করিয়া দিল্লীতে যাইয়া সম্রাট হন। করুণসিরর বাদশাহ হইয়া মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী পদ প্রদান করেন (১৭১৩)। ১৭১৮ অব্দে মুরশিদ বেহার প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন।

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অল্প লোকের কাছে বৈরুপ বাগিচায় মাণ্ডল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও তরুণ মাণ্ডল চাহিলেন। ইংরাজেরা সম্রাট সমীপে দূত পাঠাইলেন। সম্রাট করুণসিরর তখন পীড়িত ছিলেন। ঐ দূতদলের মধ্যে ডাক্তার হামিটন সাহেবের সচিবসংসার স্মৃতি হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রার্থনামুযায়ী সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ দ্বারা দ্বিরীকৃত হইল যে, (১) ইংরাজ কোম্পানি বিনা মাণ্ডলে বাঙ্গালার বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাহার কলিকাতার নিকটবর্তী ৩৬ মোজা জম্ম করিতে পারিবেন; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে; (৪) যাহারা ইংরাজদিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্মচারিগণ তাহাদিগকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজেরা এই সনন্দ লইয়া আসিলে সুবাদার ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ জমিদারদিগকে ইংরাজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিবেদন করিলেন। কিন্তু অপর তিনটা সত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন বাধা দেন নাই। সনন্দ দ্বারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের যে নুতন হিসাব প্রস্তত করেন (১৭১২ খৃঃ), তদ্বারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮০ টাকা নির্ধারিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১০ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬০০ পরগণার বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদার জমিদারিগের নিকট এক জমিদারের প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা

আদায় করিতেন; রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য মুরশিদ জমিদারদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। তাহার বৈরুতের কথা কাহারও অবদিত নাই। রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদ কুলি খান এমন প্রতাপাবিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, আসাম, কোচবেহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইতেন। [মুরশিদ কুলি খাঁ দেখ।]

১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু সময় তিনি খীর দৌলত সরকারকে খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ উত্তরাধিকারী বলিয়া যান। ঐ সময়ে সরকারজ খাঁর পিতা নবাব মোতিম উল কলকাতা উল্লী মহম্মদ খান অজা উল্লী আফগ জঙ্গ বাহাদুর মুরশিদ-কুলি খান অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে গোপনে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনাধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অধিকার করেন এবং পুত্র সরকারজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে রাবিরা তাহার ক্ষোভ শান্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ খাঁকে বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তখনকার তিনি তৎপদে কথর উল্লী নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজস্ব বদ্ধ করা দোষে যে সকল জমিদার কারাক্ষত হইয়াছিলেন, দয়াপরবশত অজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া তাহার জঙ্গ দিল্লী হইতে 'রাও-রাও' উপাধি আনান। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আফগ ও আলিবর্দী খান নামক দুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়া অজা একট মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। তিনি ঐ সভার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। এই সকল কারণে নবাব অজা প্রথমে হিন্দুদিগের বিশেষ ভক্তিতাজন ছিলেন।

মুরশিদ কুলীর দৌলত প্রত্যাপে বাঙ্গালা লক্ষিত ছিল। তখন বাঙ্গালার সৈন্তসংখ্যা অনেক কম ছিল। অজা বাঙ্গালার সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করেন; এতদ্বিত্তি তিনি অত্যন্ত কাকজমকেও যত্ন ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খাঁর স্ত্রীর নিরানন্দপুত্র দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন। বৃথা আড়ম্বরপ্রিয়তার তাহার ঘর অভ্যস্ত বাড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবগার নামক কর সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবগার তাহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবর্দী ও খীর-কাশিমের শাসনকালে উহা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে। যখন কোম্পানি বাহাদুর হস্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃঃ), তখন বাঙ্গালার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও অধিক ছিল।



১৭১১ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্তা মন্সুর উদৌলা পদ-  
চ্যুত হইলে হুজা তুখারীর সুপ্রসন্ন হইল। তিনি আলিবর্দি  
খাঁকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দি যেতিয়া ঢাকাভাটী,  
ফুলবাড়ী ও কোলপুরের ক্রিয়াকর্মী ভূমিদারগণকে পরাজিত ও  
শাসিত করিয়া বেহারে শাস্তি স্থাপন করেন। ১৭৩২ অব্দে  
ঢাকার সেওয়ারীর হাবিবুজ্জামান নামে করিয়া তাহার মোশেনা-  
বাদ নাম রাখেন। অনন্তর সরকারী খাঁ ঢাকার শাসনকর্তৃপদে  
নিয়োজিত হন; কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন।  
তাঁহার সেওয়ারী কশোবস্ত তাঁর স্ত্রীকে রাজকাণ্ডে নিক্ষেপ  
করিয়া মকলের ঐতিহাসিক হন। তাঁহার আমলেও সায়েস্তা  
খাঁর সময়ের ভার পুনর্বার ঢাকার ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল  
(১৭৩৫ খৃঃ)। ইহার দুই বৎসর পরে মন্সুরের কোলবার  
হাজি আকবের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আকবর বিনোদপুর ও কোচবেহার  
আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ রাজাবিগের বহুকাল স্ক্রিপ্ত ধনরাশি  
হস্তগত করেন।

তাঁহার শাসনকালে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাঁজারে  
তাঁহাদের কুটী স্থাপিত ছিল। এই লক্ষণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য  
বৃদ্ধিতে কণ্ঠাধিত হইয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ তাঁহাদের  
বিরুদ্ধাচারা হইলেন। তাঁহাদের প্রয়োচনার নবাব হুজা উদ্দীন  
১৭৩০ খৃষ্টাব্দে লক্ষণবিশেষের কুটী অবরোধ করিলেন। অবশেষে  
নবাব সেনাপতি বীর আকবর বাঁকিবাজার হস্তগত করিয়া ঐ কুটী  
ধ্বংস করেন।

১৭৩২ খৃঃ অব্দে হুজা উদ্দীন মানবলীলা সংবরণ করেন।  
মৃত্যুকালে তিনি হাজি আকবর, অগণেশ ও আলমচাঁর এই  
কয়েকজনের পরামর্শ লইয়া বীর পুত্র আলা উদৌলা সরকারকে  
রাজকাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়া দান। কিন্তু সরকার  
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আকবর ও অগণেশকে  
অবমানিত করিলেন। তাহাতে তাঁহার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে  
আলিবর্দি খাঁর নিষিদ্ধ বাঙ্গাল, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী  
পদের নিরোধপত্র সংগ্রহের সঙ্কল্প করিতে ছিলেন। এই

• মনমোহন ঐতিহাসিকগণ লক্ষণ বণিকসম্প্রদায়ের বাঙ্গালার অবস্থিতি  
সম্বন্ধে একমত করেন। কেবল কয়েক জন, সুবাদার হুজা খাঁর শাসনকালেই  
লক্ষণ বণিকসম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ঐতিহাসিক অধি বসেন, ১৭২৮  
খৃষ্টাব্দে তাঁহার্য্য এ স্থান হইতে উড়িষ্যে হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেও কোম্পা-  
নীর বিপরীতে প্রথম ১ বৎসর মকল অষ্টে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষণ  
তাঁহাদের বাণিজ্যভারত বর্ষ হইতে প্রায় এক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মকল তাঁহাদের  
সেই অবস্থা মোতামিলি বাঙ্গাল হইতে নিষিদ্ধিত হইল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত  
কোম্পানী বংগ হইতে পড়ে এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংগ হইতে হয়।

মহাবোধিতা লাভ করিয়া আলিবর্দি খাঁসঙ্গে সরকারকে বিরুদ্ধে  
যুদ্ধাঙ্গ করিলেন। মুরশিদাবাদ পরিত্যক্ত গড়িয়া মাঝে মকল  
সরকার পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭৪০ খৃঃ) আলিবর্দি  
বাঙ্গালার সুবাদার পদে অবস্থিত হইলেন।

আলিবর্দি সুবাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপচৌকন  
গ্রহণান্তে রাজাশাসনের নতুন ব্যবস্থা করেন। তাঁহার  
তিন কন্যার সহিত তাঁহার জাত হাজি আকবের তিন পুত্রের  
বিবাহ হইয়াছিল। ঐ আমত্বের মধ্যে নিবাইল মকলকে তিনি  
ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দীনকে বেহারের শাসনভার প্রদান  
করিলেন। জৈন উদ্দিনের পুত্র শিরাজ উদ্দৌলকে তিনি অত্যন্ত  
ভাল বাসিতেন। এই কারণ ঐ বালককে তিনি সর্বদাই দস্তক-  
পুত্ররূপে পালন করিতেন; অতঃপর সরকার খাঁর ভগিনী-  
পতি উড়িষ্যার শাসনকর্তা মুরশিদ খাঁকে পরাজিত করিয়া তিনি  
বীর মধ্যম জামাতা সৈয়দ আকবরকে সে প্রদেশের শাসনভার  
অর্পণ করেন। কিন্তু আকবরের অসদাচরণে দিল্লী উৎকলে  
বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ খাঁর দল প্রবল হইয়া আকবরকে  
কারাবদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দি উড়িষ্যার গমন  
পূর্বক আশাতার উদ্যোগ সাধন করেন।

এই সময়ে ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চৌধুরী দাবী করিয়া মহারাজগণ  
বাঙ্গালার আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রদেশ  
অধিকার ও মুঠপাঠ করিয়া প্রজাতিগণকে অগণ্যমান্য কষ্ট  
প্রদান করে। তাহাবিগের অত্যাচারের কলিকাতাবাসিগণ  
নগররক্ষার্থে ‘মারহাটী খাত’ কাটিতে আরম্ভ করেন।

নবাব হুজা উল্লেখ, হিঙ্গল উদৌলা মহম্মদ আলিবর্দি খাঁ  
মহম্মদ জল বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্যার নিজের আমোদ-  
প্রমোদ তুলিয়া মহারাজ বীর বর্ক করিবার লক্ষ্যে মকল উত্তোষে  
ব্যাপৃত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাহাবিগকে কাটোয়ার  
নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৭৪২ খৃঃ)।  
অনন্তর তাহারা বারংবার একত্রে আক্রমণ করিয়া সুবাদারকে  
ব্যতিষ্ঠা করে; পরিশেষে আলিবর্দি তাহাবিগকে কটক প্রদেশ  
প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গালার চৌধুরগণ বৎসর বৎসর বার  
লক্ষ টাকা দিতে বীজিত হইয়া দণ্ড করেন (১৭৪১)। এই মহারাজ  
আক্রমণ রাজাবার ‘বর্গি হাজিরা’ বলিয়া খ্যাত।

বর্গি হাজিয়ার সময় প্রদেশে তিনবার ক্রিয়াকর্মী উপস্থিত  
হয়। প্রথম সেনাপতি হুজা খাঁ ক্রিয়াকর্মী হইয়া বেহারের  
শাসনকর্তা জৈন উদ্দীন কর্তৃক নিহত হন। অনন্তর শাসনের খাঁ  
বিদ্যাসম্মতকর্তা পূর্বক জৈন উদ্দীন ও তাঁহার পিতা হাজি  
আকবরকে নিহত করে। কিন্তু আলিবর্দি সহিত পাইয়া মকল  
তিনি বাঁকি মাঝে মকল হইতে পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪৩ খৃঃ)।

কৃত্রিম সিন্ধুস্রোতের স্থান সিরাজউদৌলা। মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা জানকীয়ার কর্তৃক কারাবদ্ধ হন (১৭৫০ খৃঃ)। এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দীর বিরাগ জন্মে নাই; বরং সিরাজ কিংস সত্বেই থাকেন তৎপ্রতি হৃদযাতনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কারণেই সিরাজ উর্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সমরে নিবাহিন মহম্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর বিনা অশ্রমে বিনাশ সাধিত হয়। [আলিবর্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ।]

১৭৫০ অব্দে আলিবর্দী বেহারের রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত করেন। এতদ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজস্ব ৯৫, ৬, ০৯৮ টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে আলিবর্দী নানবলীয়া সংশোধন করেন; তাহার পূর্বেই সিরাজ-উদৌলার পিতৃব্যকরের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আফজের পুত্র সওকত জঙ্গ আলিবর্দীর আদেশে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্ত্বক্য লাভ করেন।

আলিবর্দী খাঁ ইরাজমিসের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, একজন বাণিজ্য লইয়া তাঁহামিসের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, তাঁহামিসকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, “মহলের অগ্নি নির্মূল্য করাই কঠিন; জলে আঙন লাগিলে কে নিবাহিবে?” ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা তাঁহার সমরে স্রুখে বাণিজ্য চালাইয়া ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষে “টুপিওরালা” মিসের প্রাধাত্য স্থাপিত হইবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমদারেরা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন।

সিরাজ উদৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হস্তরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতামিবন্ধন শত্রুই লোকের অগ্নির হইয়া উঠিলেন। সকলে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গকে হুদাদার করিবার উদ্দেশে একটা বক্তব্য করিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সর্বসঙ্গে পূর্ণিয়ারদিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সনের গতি পরিবর্তিত হইল—তাঁহার ক্রোধ ইরাজমিসের বিরুদ্ধে ব্যক্তি হইল।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবরজের মনোভি হস্তগতকরণ-স্বয়ে ইরাজমিসের সহিত সন্ধির বিরোধ হয়। কলিমবাজারের কোম্পানির কুঠী হস্তগত করিবার পর সন্ধ্যাকাল কলিকাতার ইরাজমিস হুঁই অবিকার করে। পর্বর ড্রেক সন্ধ্যাে জগদগে আশিয়া কলকাতার দখলিলেন। কলিকাতার ইরাজমিসগণ কারাবদ্ধ থাকিলেন। [অকস্মিক হত্যা দেখ।]

কলিকাতা অবরোধ ও অবিকারের পর সিরাজ পুণ্য প্রজা করিলেন। সপক্ষে নবাব-সেনাপতি রাজা বেহলুলশাহের হস্তে শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অল্পপর জাইব, মীরজাফর, উমিটাব প্রভৃতির অবশেষে সিরাজকে রাজ্য-চ্যুত করিবার বক্তব্য হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন যুদ্ধে ইরাজমিস জয় হইলে নবাব হস্তবশে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া মীরগ-হস্তে প্রাণ হারান। [বিভক্ত বিবরণ সিরাজ ও জাইব খণ্ডে জীব]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইরাজমিসই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরজাশিম বা সজদ উদৌলা প্রভৃতি যে কয়েকজন নবাব বাঙ্গালার জগদগে অধিবিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ইরাজমিসেরই অধগ্রহ-কলে ব্যক্তি হইবে। বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার মোগল কর্ত্ত্ব অশ্রুত হইয়াছিল।

মোগল-সরকারের অধীনস্থ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বক্য :

খৃঃ অব্দ	খিঃ	নাম	নামের বিশেষণ
১৭৭৬	১৭৭৬	খাঁ জহান	জহান
১৭৭৯	১৭৭৯	মুজাফর খাঁ	জ
১৭৮০	১৭৮০	রাজা চৌধুর মল	জ
১৭৮২	১৭৮২	খান আজিম	জ
১৭৮৪	১৭৮৪	শাহ বাজ খাঁ	জ
১৭৮৬	১৭৮৬	রাজা মানসিংহ	জ
১৭৮৮	১৭৮৮	কুতব, উদ্দিন কোকলতাস	জাহানির
১৭৮৯	১৭৮৯	জাহানির কুলি	জ
১৭৯০	১৭৯০	সেখ ইসলাম খাঁ	জ
১৭৯১	১৭৯১	কালিম খাঁ	জ
১৭৯২	১৭৯২	ইব্রাহিম খাঁ	জ
১৭৯৩	১৭৯৩	শাহ জহান	জ
১৭৯৪	১৭৯৪	বাদশাহ খাঁ	জ
১৭৯৫	১৭৯৫	বকর খাঁ	জ
১৭৯৬	১৭৯৬	মির্জাই খাঁ	জ
১৭৯৭	১৭৯৭	কালিম খাঁ জঙ্গী	শাহ জহান
১৭৯৮	১৭৯৮	আজিম খাঁ	জ
১৭৯৯	১৭৯৯	ইসলাম খাঁ বঙ্গ	জ
১৮০০	১৮০০	জগদান জা	জ
১৮০১	১৮০১	মীর জুলা	অরঙ্গজেব
১৮০২	১৮০২	সারদা খাঁ	জ
১৮০৩	১৮০৩	মির্জাই খাঁ	জ
১৮০৪	১৮০৪	জগদান মহম্মদ আলিম	জ

ক্ৰঃ	বিঃ	নাম	সাময়িক দিৱস
১৬৮০	১০২০	সারোতা খাঁ	ঐ
১৬৮২	১০২২	ইব্রাহিম খাঁ ২য়	ঐ
১৬৮৭	১১০৮	আজিম উসমান	ঐ
১৭০৪	১১১৬	মুহাম্মদ মুজিব খাঁ	ঐ
১৭২৫	১১৩৯	মুজা উদ্দিন খাঁ	মহম্মদ শাহ্
১৭৩৯	১১৫১	আলা উদ্দৌলা সরকারজা খাঁ	ঐ
১৭৪০	১১৫২	আলিবর্দী খাঁ মহম্মদ জা	ঐ
১৭৮৬	১১৭০	সিরাজ উদ্দৌলা	আলমগীর
১১৫৭	১১৭১	মীর জাকর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬০	১১৭৪	ফারিম আলী খাঁ	শাহআলম্
১৭৬০	১১৭৭	মীর জাকর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬৫	১১৭৯	নজিমউদ্দৌলা	ঐ

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরী মাসে মীর জাকরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নজম্ উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকে বঙ্গরাজ্য-স্বত্বাভার সমর্পণ করেন। তিনি কেবলমাত্র নামে নবাব-নাঙ্গিমের পদাভিষিক্ত রহিলেন, বাক্যলার কোজবাহী ও বেওয়ারী বিচারের পরিদর্শনভার তাঁহার উপর স্তম্ভ থাকিল না ; তিনি বস্তুতঃই বিচারবিভাগের ব্যবস্থাপক ও সর্বময়কর্তৃ হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ এক জন বেওয়ারীর তত্ত্বাবধানে নিজামতের কার্য চলিতে লাগিল। অযোধ্যার উজীর মুজা উদ্দৌলার পরাতনের পর, ইংরাজ কোম্পানী আলাহাবাদ ও কাড়া প্রদেশ দিল্লীধরকে উপঢৌকন দিয়া তৎপরিবর্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার বেওয়ারী সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে নবাব-নাঙ্গিমের “নিজামত” স্বাক্ষর জন্ম বার্ষিক ৫৩৬১৩১ সিকা টাকা বৃত্তি ধার্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই পুত্রে মুর্শিদাবাদের নবাবধিগণকে ঐ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে ইংরাজের কুটনীতিতে উহা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাক্যলার প্রকৃত শাসন-কর্তা হইয়াছিলেন। নিজামত মসনদের উপসঙ্কেতগণী বাক্যলার পরবর্তী নবাব নাঙ্গিমগণের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—  
বৃত্তিভোগী বাক্যলার নবাববংশ।

১৭৬৫ নজম্ উদ্দৌলা—মীরজাকর আলীর পুত্র, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ওরা মে ৭ ইহার মৃত্যু ঘটে। ইনি দেওয়ান ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৫৩৬১৩১ সিকা টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

১৭৬৬ শৈব উদ্দৌলা—মীরজাকরের ২য় পুত্র ; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ মৃত্যু হয়। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তির হার কমিয়া ৪১৮৩১০১ সিকা টাকা ধার্য হইয়াছিল।

১৭৭০ মুবারক উদ্দৌলা—মীরজাকর ৩য় পুত্র ; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু। বৃত্তি ৩১৮১২২১ সিকা টাকা প্রাপ্ত হন। ইহারই অধিকারকালে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির টাকা কমাইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ রোশামুদা ধার্য হয়। সেই হার অভ্যাসিও চলিয়া আসিতেছে।

১৭৯৩ নাশির উল্ মুলক উজীর উদ্দৌলা দেলবার জজ—মুবারকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮১০ সৈয়দ জৈন্ উদ্দীন আলী খাঁ ওয়ক্কে আলী জাহ্—নাশির-উল্ মুলকের পুত্র।

১৮২১ সৈয়দ আব্দুল আলী খাঁ ওয়ক্কে বালা জাহ্—আলী জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ অক্টোবর মৃত্যু।

১৮২৫ সৈয়দ মুবারক আলী খাঁ ওয়ক্কে হুমায়ুন জাহ্—বালা জাহের পুত্র।

১৮৩৮ ফরিদুন্ জাহ্ সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ নসরৎ জজ—হুমায়ুন জাহের পুত্র। ইনি নানা কারণে ঞ্চকালে জড়িত হওয়ার ইলগৎ প্রবাসী হন।

এই সময়ে ইংরাজ-গবর্নেন্ট তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে বীকৃত হওয়ার, তিনি বার্ষিক লক্ষ টাকা শাসনহা ও ঞ্চগমুক্তির জন্ত ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর (মতান্তরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) চিরপোষিত নবাব নাঙ্গিম মর্যাদা ত্যাগ করিতে বীকৃত হইয়া বীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খাঁ সনদ দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে নবাব সর সৈয়দ হসন আলী খাঁ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে বীর শিক্ত নবাব-নাঙ্গিম পদত্যাগাঙ্গীকার সাব্যস্ত ও বীকার করিয়া সেক্রেটারী অব্ ট্রেটসের ইণ্ডেক্সার পক্ষে বীর অভিমত জ্ঞাপন করেন। উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১এ তারিখে সর্কৌসিল ভারতপ্রতিনিধি কর্তৃক ( by the Council of his Excellency the Viceroy and Governor General of India ) ১৮৯১ সালের ১৫ নং রাজবিধিতে ( Act XV. of 1891 ) তাহা বিবীকৃত ও পরিশূদ্ধীত হয়। এই মর্যাদা ত্যাগ করিয়া তিনি তৎপরিবর্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটা বংশাঙ্কনিক বার্ষিক বৃত্তি ঞ্চং মুশিবাব, কসিকাতা, বেদিনিপুর, ঢাকা, মালদহ, পূর্ণিমা, পাটনা, বনপুর, হুগলী, রাণসাহী, বীরভূমি ও নীওজাল-পরশবার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পাচপুত্র—আসক কাশর সৈয়দ

রাজিক্ আলী মীরজা, ইকান্দর কাদর সৈয়দ নাসির আলী মীরজা, আসক্ আলী মীরজা, সৈয়দ রাকুব আলী মীরজা ও মহব্বিন আলী মীরজা।

মোগলশাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

দিল্লীর মোগলসম্রাটগণের অধীন সুবাদারদিগের শাসনকাল হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্ত বিস্তার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, নিম্নে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা বিবৃত হইল।

দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হয় নাই। তদনন্তর বাঘা হইয়া তাহারা মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় পৃষ্ঠপুঞ্জেরা বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করে। দেশীয় জমিদার-দিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সম্পাদিত করিয়াছিল। সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বকালে পূর্বদেশে “বারুচুয়া”র প্রাচুর্য্য হয়; তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ছুঘণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রবীপের কন্দর্পরায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মণিক্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেমার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি, খিজিরপুরের ইশা খাঁ, সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদ-প্রতাপের চাঁদ গাজি প্রভৃতি নর জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জমিদারদিগের দেও-য়ানী ও কোজদারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র সৈন্য, গড় ও বিচারালয় ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকটে পাক্সনা আদায় করিতেন এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাঁহার সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাঁহাদিগের নিবৃত্তি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না। কখন কখন তাঁহারা বিদ্রোহেরও স্থচনা করিতেন এবং সুবাদারগণ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। [বারুচুয়া দেখ।]

সরফরাজ খাঁ ও সিরাজউদৌলা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর সকল সুবাদারই দিল্লীর বাদশাহকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সরফরাজ খাঁও মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর অমুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত আলীবর্দীকর্তৃক নিহত হন। নাসির শাহের আক্রমণে দিল্লীধরের ক্ষমতা অনেক ধ্বংস হয়। এই সময়ে বর্গির হাজীমার ও রাজকর্ণ-চারীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্দী খাঁর প্রকৃত অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এ কারণে কিঞ্চিৎ উপচৌকন ব্যতীত তিনি দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ উদৌলা এক বৎসর যাত্রা রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজসংক্রান্ত নানা-প্রকার

জটিল কার্যে ব্যাপৃত থাকায় মোগল-সম্রাটের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ ঘটে নাই। [সিরাজ উদৌলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে এদেশে পৃষ্ঠপুঞ্জদিগের প্রাচুর্য্য ঘটে। ১৬০২ খৃঃ অব্দ হইতেই তাঁহাদিগের প্রতাপ হ্রাস হইতে থাকে। তদনন্তর নিম্নের বাণিজ্য করিবার অমুমতি পাইয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ-দিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাঁহারা অর্থ ও ক্ষমতা বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদেশের সর্বস্বয় কর্তা হইয়া উঠেন। [ইংরাজ দেখ।]

মোগলদিগের শাসনকালে কেবলমাত্র রাজা টোডরমল ও রাজা মানসিংহ নামক দুই জন হিন্দুবীর বাঙ্গালার সুবাদার হন। তৎকালে রাজকীর উচ্চতম পদে ও অজান্তে প্রধান কর্ণেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান এবং আলমচাঁদ বাঙ্গালার সহকারী দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ ও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন সিরাজ উদৌলা সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা, রাজা রায়চন্দ্র দেওয়ান, \* রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্তা এবং রাজা রামরাম সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্তারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ভূতপূর্ব দেওয়ান জানকী রাম, রায় রায় চন্দ্র রায় ও রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাজেরই অবদিত নাই।

[তত্তৎকালে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্বাধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগলধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সেক্ষপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তৎকালে সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং ভাষ্যশাস্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা ও বিস্তার ঘটয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয় নাই; বরং সংস্কৃতালোচনার অবনতির সূত্রপাত হইতেছিল বলা যায়। চৈতন্যযুগের শেষ সময়ে বাঙ্গালা পররচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির পড়ামূল্য আরম্ভ হয়। উহার পরে ক্রমে কবি-কল্পের চণ্ডী, কাণাদাসের মহাভারত এবং শেবোক্ত সময়ে রামকৃষ্ণদেব পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নকামজল প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কবিকল্পগাণি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হইয়া পররচনা সন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা বিলক্ষণ উন্নতি ও পুষ্টলাভ করিয়াছিল। মৈনসিদ্ধিকদিগের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদ্যধর তর্কচর্চা, রঘুনাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ,

\* প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিহাস কোম্পানী ইহারই পর গ্রহণ করেন (১৭৬৫)।

এবং স্বার্থগণের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অগস্ত্য তর্কপণ্ডিত পূর্বাঙ্গস্বয়ংগের শেষ গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বদিও বিভালাচনা সবচেয়ে সুসময়ান শাসনকর্তৃগণের বিশেষ বস্তু ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মপণ্ডিতদিগের অর্থচিন্তা হ্রাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ‘অন্ধোত্তর’ ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সংকৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল বা চতুষ্পাঠীর ব্যয় বোগাইতেন। তাঁহারা শুণী লোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদীরার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থকপিভার এক্ষণ প্রতিপালকের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

### ইংরাজাভ্যাস।

বাঙ্গালার বাণিজ্যায়ত্তশাসনের আশায় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাস্ত্রাজ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্গোপসাগরে আগমন করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সর টমাস রো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কুপায় বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ কতে জঙ্গের শাসনকালে উক্ত কোম্পানী পাটনার বস্ত্রবিক্রয়ের জন্য কুঠী স্থাপন করেন। তদবধি ক্রমশঃই বাঙ্গালার অতি প্রয়োজন্যে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী রক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক রাজ্রোই অবগত আছেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠী সংস্থাপিত হয়। ১৬৪৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজহানের আত্মকুল্যে ও ডাঃ সার্কিন গেব্রিয়ল বাউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাজ-বনিকসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনাদের বাণিজ্যিক রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হন। কারণ ঐ সময়ে প্রতিকর্ষী ওলন্দাজ, দিল্লীর, কলারী, কর্ণাট প্রভৃতি বিভিন্ন বনিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া ইংরাজদিগকে আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় ইংরাজগণ আপনাদের বাণিজ্যকুঠী ব্যবস্থাবলিতে পরিচালিত করিবার জন্য এক এক জন একেই নিযুক্ত করেন।

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের আদেশে একেকের পরিবর্তে এক এক জন পদবর্তী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে অব চার্লস কলিকাতাবাসী হন। ১৬২২

খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানীর একজনী হানোভারিত হইয়াছিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে অরকজেব-পুঞ্জআজিম উলসান্ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎসম্বন্ধিত ভূখানি গ্রাম দান করিয়া তথাকার প্রজাবৃন্দের দোষ ভণ্ডের ভ্রামবিচার করিবার ক্ষমতা দেন। তাঁহারই আদেশে উক্ত বর্ষে কলিকাতার ‘ফোর্ট উইলিয়ম’ দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজগণের ড্রেকের বিন্দুশ আচরণে বিরক্ত হইয়া নবাব সিরাজ উদৌল্লা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও জয় করেন। পর বৎসর মাস্ত্রাজ হইতে আসিয়া কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা পুনরায় সুসময়ানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া ক্লাইব মীরজাফর আলী থাকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এখান হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের শুরুরাত। মীরজাফর ইংরাজের অতিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পরাভূত হওয়ার মীর কাসিম আলীকে বাঙ্গালার শাসনভার দেওয়া হয়, কাসিম আলী ইংরাজকেই হইলে তাঁহাকে পরচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম উদৌল্লাকে বাঙ্গালার মননে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাস হইতে নজম ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট ক্লাইবকে জার্মানীরূপে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন। এই দেওয়ানী সনন্দই বাঙ্গালার ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তদবধি ইংরাজগণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পুরোক্ত তালিকার অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালী নবাববংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ বাঙ্গালার একেই বৎসর।

নাম	কার্যগ্রহণকাল
মিঃ রালফ কার্টরাইট	১৬৩৩
" জইস	...
" ইরার্ড	...
কাণ্ডেন জন ক্রকভেন	১৬৫০
মিঃ জেমস ক্রিক্যান	...
" পল ওয়াশ্লেড গ্রেভ	১৬৫৩
" জর্জ পব্‌টন	১৬৫৩
" জোনাবান জেমিগ	১৬৫৮
" উইলিয়ম ড্রেক	১৬৬৩

নাম	কার্যগ্রহণ কাল
" শের ডিক্লেস	১৬৬২
" ওয়াণ্টার ক্রোওয়েল	১৬৭০
" মাথিয়ার্স ডিক্লেস	১৬৭৭
বাঙ্গালার গবর্ণরগণ।	
মি: উইলিয়ম হেজেস্	১৬৮২ জুলাই
" " গিকোর্ড	১৬৮৪ আগষ্ট
শ্র: এডওয়ার্ড লিটলটন	১৬৯৯ জুলাই
" চার্লস আয়ার	১৭০০ মে ২৬,
মি: জন বীয়ার্ড	১৭০১ জাম্বু ৭,
মি: আর্লটন ওয়েন্টভেন	১৭১০ জুলাই ২০,
" জন রাসেল	১৭১১ মার্চ ৪,
" রবার্ট হেজেস্	১৭১৩ ডিসে ৩,
" সামুএল ফিক্	১৭১৮ জাম্বু ১২,
" জন ডীন্	১৭২৩ " ১৭,
" হেনরী ব্রাকল্যাণ্ড	১৭২৬ " ৩০,
" এডওয়ার্ড টিকেনসন্	১৭২৮ সেপ্টে ১৭,
" জন ডীন্	১৭২৮ " ১৭,
মি: জন ষ্টাকহাউস্	১৭৩২ ফেব্রু ২৪,
" টমাস ব্রাউন্	১৭৩২ জাম্বু ২২,
" জন ফরেষ্টার	১৭৪৬ ফেব্রু ৪,
" উইলিয়ম বারওয়েল	১৭৪৮ এপ্রিল ১৮,
" এডাম ডুসন	১৭৪৯ জুলাই ১৭
" উইলিয়ম ক্টিকে (Fytche)	১৭৫২ " ৫,
" রোবার্ট ড্রেক্	১৭৫২ আগষ্ট ৮,
কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব	১৭৫৮ জুন ২৭,
জন জেড, হলওয়েল	১৭৬০ জাম্বু ২২,
মি: হেনরী ভানলীটার্ট	১৭৬০ জুলাই ২৭,
" জন পেন্ডার	১৭৬৪ ডিসে, ৩,
লর্ড ক্লাইব	১৭৬৫ মে ৩,
মি: হারি ভেরেল্টে	১৭৬৭ জাম্বু ২৭,
" জন কার্টিয়ার	১৭৬৯ ডিসে, ২৬,
মি: ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৭৭২ এপ্রিল ১৩,

হানরী ওয়ারেন্ হেষ্টিংস প্রথমে গবর্ণর ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টের বিধি অনুসারে রাজ্য ও বোম্বাই বাঙ্গালার শাসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্ণর-জেনারেল পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে গবর্ণর জেনারেলের বেতন বার্ষিক ২০ লক্ষ ও তাঁহার সভার চারজন সদস্যের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ টাকা ধার্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসাংশে ভারতের ইংরাজ

গবর্ণর-জেনারেলগণের শাসন-বিবরণী প্রস্তুত হওয়ার এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইউইণ্ডিয়ারকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড ক্লাইব কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহার বাণিজ্যহলে অর্থ-লালসাপন্ন হইয়া এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে অর্থ আর্থগ্রহণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাসিমের সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অর্থগুরুতা ও অত্যাচারমাত্রা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাসা নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রকাশীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইরাছিল। এই অত্যাচারের দিনে সিংহ প্রজাগণের উপর ক্রোধও প্রতিফল হইলেন। ১৭৬২-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার জীবন হুতিক দেখা দিল, বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহা "ছিন্নান্তরের মহান্তর" নামে খ্যাত।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থ কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকানী নামে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় কার্যকর হন। হেষ্টিংস রাজকোষ ও রাজকাখ্যালসমূহ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তিনি বিচারকার্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও কোজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কালেক্টরগণই দেওয়ানী আদালতের এবং কাজী বা মুক্তীরা কোজদারীর বিচারক হইলেন। আপীলের জন্য কলিকাতার "সদর দেওয়ানী আদালত" ও "সদর নিজামত আদালত" নামক দুইটা প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হইরাছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে "সদর নিজামত" মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায় এবং মহম্মদ রেজা খাঁ নামের নাজিম হইয়া তৎকালকার প্রধান বিচারপতি হন।

কোম্পানীর শ্রীযুক্তি দেখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদের শাসনাদেশে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস গবর্ণরজেনারেল হন এবং লর্ডক্লিভ গবর্ণরজেনারেলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের লণ্ডবিধানের জন্য ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাপণায় কলিকাতায় স্প্রীমকোর্ট স্থাপিত হইরাছিল। ডিরেক্টরদিগের অসহমতত্বসাথে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান শ্রুতি অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত হয়। এই নিষিদ্ধ হালহেতু সাহেব একখানি বাঙ্গলা ব্যবস্থাপ্রস্তাব লঙ্ঘন করেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইরাছিল। চার্লস উইলকিন্স ঐ স্থাপার অক্ষর খোদাই করেন। ইহাই বাঙ্গলা অক্ষরের প্রথম নমুনা। ১৭৮০

পৃষ্ঠাকে ২৯এ জাহুরারী কলিকাতায় প্রথম সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়।

হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের কাসী হয়। তাহার পর সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সদর উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক সভা স্থাপন করেন। উক্ত বর্ষে পালিয়ামেন্টের আদেশে 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' স্থাপিত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্ত দশখালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহার সময়ের প্রধান ঘটনা। ঐ বর্ষে ইংরাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়। মিঃ ফরেষ্টার তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস "কালেক্টরদিগের" হস্তে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুক্তি প্রভৃতির পরিবর্তে প্রতি জেলায় "জজ" নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের হস্তে দেওয়ানী ও কোজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ করেন। কোজদারী কার্যকালে মুসলমান ব্যবহাস্থসারেই বিচার কার্য নিৰ্বাহিত হইবে, এইজন্ত একজন মুসলমান কর্ণচারী জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জজদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার আপিল গুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা নগরে চারিটা "প্রভিসিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। ঐ প্রভিসিয়াল কোর্টের উপরে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্ত প্রতি জেলায় জজদিগের অধীনে এক এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুনসেফ নিযুক্ত হইলেন। স্থানে স্থানে এক একটা থানা স্থাপিত হইল এবং এক এক জন দারোগা প্রত্যেক থানার কর্তা হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কাইস অব ওয়েলেসলি বাঙ্গালার গবর্নর জেনারল হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজারের সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। উদযবি উচ্চা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে।

তাঁহার সময় পর্যন্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের কার্যভার লর্ডেসলি গবর্নর জেনারলের হস্তে জ্ঞাত ছিল। তাহাতে কার্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া ওয়েলেসলী ভিন্ন জন জজ নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে এপ্রিভনামা ও বহুবিভাবিশায়ক ফোলক একজন। ইংরাজ সিবিলায়ানদিগকে কেন্দ্রি তাবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেসলী কোর্ট উইলিয়ম কলেজ

স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যরূপে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয়; তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) ও লিপিমাল (১৮০২), রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, মুতাজর বিজ্ঞানকারের রাজাবলী, কেরি সাহেবের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিসনরি মাসমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর বাড়িতে থাকে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লড মিটো গবর্নর-জেনারল হন। তাঁহার শাসনসময়ের শেষভাগে ( ১৮১৩ খৃঃ ) পালিয়ামেন্ট প্রদত্ত সনদানুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া যায়, খৃষ্টান মিসনরীরা এ স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে অসু-মতি পান; সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। এতদ্বারা কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্ত সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ হয়।

লর্ড ময়রা বা মার্কাইস অব হেষ্টিংস ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গভর্নর জেনারল হইয়া বাঙ্গালার আইসেন। তাঁহার সময়ে নেপাল ও মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় দেশীয় সন্যাস ব্যক্তির যত্নে ও ব্যয়ে কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই উৎসাহে পাইয়া শ্রীরামপুরের মিসনরি-গণ "সমাচার-দর্পণ" নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। ( ২৩ মে ১৮১৮ খৃঃ )।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্স্ট গবর্নর জেনারল হইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন বিষয়ে সংস্কৃতভাষাবিৎ অধ্যাপকপ্রবর উইলসন সাহেব বিশেষ উত্তোষী হইয়াছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে যাইয়া দিল্লীর বাদশাহকে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের সম্রাট।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিন্গ গভর্নরজেনারল হন। তিনি সহযরণপ্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ মুন্সি প্রভৃতি এতদেশীয় অনেক জ্ঞানিক্ত ভ্রমসম্মান এই মহৎ কার্যে তাঁহার সহায়তা করিয়া ছিলেন। তখন একেশ ঠগ নামে একটা ডাকাইতের দল ছিল। তাহারা ভ্রমবেশে গমলাগমন করিত এবং সুযোগমতে সহযাত্রী-



বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বখানকর্য্য অপরূপ করিত। কর্ণেল ব্রীশানের কয়ে ঠগদিগের বোঁরায়া নিবারণিত হয়।

এই সময়ে এডবেলীর লোকবিশিষ্ট সংকৃত কিংবা ইংরাজী ভাষার শিক্ষা বেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে বোঁর আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন এবং এলিট লর্ড মেকলে ও টী বেলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন। গভর্ণর জেনারলের বিচারে ইংরাজীই জয় হয়। ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতার ‘মেডিকেল কলেজ’ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

লর্ড বেন্টিনের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্তন ঘটে—“প্রেসিডেন্সি কোর্ট গুলি” উঠিয়া যায় এবং “রেজিন্ট জমিদারী”—পদের সৃষ্টি হয়। “কালেক্টররা” কোজদারী মোকদমার বিচার ক্ষমতা পান এবং জেজরা বেওয়ানী ও হারবার মোকদমা করিবেন, ব্রি হয়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে “মুন্সেফী” এবং ১৮০৩ খৃঃ অব্দে “সদর আমিনী” পদের সৃষ্টি হয়। এ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকেই এই পদ পাইতেন। লর্ড বেন্টিন এডবেলীর নিমিত্ত “প্রধান সদর আমিনী” পদেরও সৃষ্টি করেন। এই পদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার বেওয়ানী মোকদমা করিতে অধিকারী হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে “ডেপুটী কলেজার” নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্মও এডবেলীর লোক পাইতেন।

লর্ড বেন্টিনের শাসনকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “প্রভাকর” নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ খৃঃ) এবং রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন (১৮২৯ খৃঃ)। ভারতবাসী হিন্দু ভ্রাতৃলোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলণ্ডে যান (১৮৩৪ খৃঃ) এবং তথায় তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন (১৮৩৩ খৃঃ)। রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

[ রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ দেখ। ]

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেন্টিন স্বদেশে রাজ্য করেন; এবং স্বতন্ত্র গভর্ণর জেনারল না আসা পর্য্যন্ত মেটকাফ সাহেব তৎ-কার্য্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে ও তাঁহারই যুগে ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুয়োব্দের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। মেকলে সাহেব এই বিষয়ে যথেষ্ট পৌরুষতা করিয়াছিলেন।

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড অক্লামণ্ড গবর্ণর

জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাহুলে ইংরাজবিশেষ বিশেষ হুকুমি ঘটে। বাঙ্গালার হুগলী কলেজ (১৮৩৬ খৃঃ) এবং ঢাকার কলেজ (১৮৪১ খৃঃ) স্থাপিত হয়।

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড এলেনবরোর শাসনকাল; তাঁহার আমলে কাহুলে ইংরাজেরা অধী হইয়া যান মানে কিরিয়া আসেন এবং নিযুক্ত কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। লর্ড এলেনবরো “ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট” পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শাসনকালে তৎকালীন পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৪৩ খৃঃ) এবং অক্ষরকুমার বসু এই পত্রিকার সম্পাদক হন।

[ বাঙ্গালাভাষা দেখ। ]

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হার্ভি সাহেব গবর্ণর জেনারল ছিলেন। তিনি শিখদিগের সহিত যুদ্ধে জরলাভ করেন। তাঁহার সময়ে “হার্ভি কুল” নামে কডকগুলি গবর্নেন্ট বাঙ্গালা বিভাগ ও ককনগর কলেজ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগের মহাপ্রভু এই সময়ে বেতালপকিষ্কতি প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খৃঃ)।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনারল হন। তাঁহার শাসনকালে পঞ্জাব, পেশ্বর, নাভার, নাগপুর, কীলি, অযোধ্যা ও বেয়ার কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ “প্রেসিডেন্সি কলেজ” পরিণত হইয়া যায়। অনেকগুলি গবর্নেন্ট আদর্শ বঙ্গবিভাগ এবং বাঙ্গালার গ্রীষ্মাতির বিচারিকার জন্ত কলিকাতার বেথুন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্লস উড প্রণীত ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের শিক্ষাবিধিগী অনুমতিলাপি আইনে এবং তদনুসারে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের” সূত্রপাত হয়। এই সনদে বিভাগের সম্বন্ধে গবর্নেন্টের “গ্রান্ট ইন এড” প্রথাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শিক্ষাবিবরক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিভাগ্য-পনের “ডাইরেক্টর,” “ইনস্পেক্টর” প্রকৃতি পদের সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডালহৌসীর যুগে এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবং তারের ব্যবস্থা স্থাপিত হয় (১৮৫২ খৃঃ অব্দ)। “পোর্টাল ডিপার্টমেন্ট” সংস্থাপিত হইয়া ডাকের সাত্তল কমিয়া যায়। ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লামেন্টে মহাসভা হইতে যে সনদ প্রাপ্ত হন, তদ্বারা বাঙ্গালার “লেকটেনাট গবর্ণর” নামে একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এডবেলিসিগপ বিলাতে যাইয়া “সিভিল সার্জিস” পরীক্ষা নিতে অনুমতি পান। সর ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম লেকটেনাট গবর্ণর হইয়া আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৫৬ অব্দে বিভাগ্যপন মহাপ্রভুর ষষ্ঠার বিধানবিবাহ কবছা বিধিক হয়।

\* লর্ড মেকলে একদে “লকমিন” নামক বিধি প্রণয়ন করার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিই “ভারতবর্ষীয় নব্যবিদ্যা” গ্রন্থ পাঠ্যসিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৫০ অব্দে লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরল হইয়া আসেন। লর্ড ক্যানিংএর সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে। এই রাজ্যবিগ্রহে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি সাধারণে ‘ক্রেমেন্সী ক্যানিং’ নামে পরিচিত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেখরী মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকর্ম্ম দিবেন (নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ)। লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে “ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি”, “দেওয়ানী” ও “ফৌজদারী কার্য্যবিধি” এবং “খাজনাসংক্রান্ত ১০ আইন” প্রচারিত এবং “করেন্সি নোট” প্রথম প্রচলিত হয়।

ক্যানিংএর পরে লর্ড এলগিন্ গবর্নরজেনেরল হন। তাঁহার শাসন সময়ে পূর্ববঙ্গালা ও মাদ্রাসা-রেলওয়ে খুলে এবং সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট মিলিত হইয়া “হাইকোর্ট” নাম ধারণ করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবার নিয়ম আছে।\*

দ্বই বৎসর (১৮৬২—৬৩ খৃঃ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড এলগিন্ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সর উইলিয়ম ডেনিসন্ কিছু দিন গবর্নর-জেনারল ছিলেন। অন্তর্য্য সর জন লরেন্স (১৮৬৪—৬২ খৃঃ অঃ) এবং লর্ড মেও (১৮৬২—৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্নর জেনারল হন। একজন নির্কাসিত মুসলমানের অস্বাভাব্যে আত্মমান বীপে লর্ড মেওর মৃত্যু হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২)।†

অনন্তর ৯ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সর জন ট্বেচি ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেশিয়র গবর্নর জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অব্দে ৩রা মে গবর্নর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া করপ্রাপীভিত্তি প্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দেন।

লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে যুবরাজ

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (বর্তমান ভারত-সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড) বঙ্গালায় গুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে মহারানী ভিক্টোরিয়া “এক্সেস্ অব ইণ্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন (১৮৭৬ খৃঃ)। ১৮৭৭ অব্দের জাহুয়ারিমাसे এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটে ও কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বাধে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দে তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড লিটন তৎপদে অভিযুক্ত হন।

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাভরণ ও অন্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ব্যবসায়িগণের উপর “লাইসেন্স ট্যাক্স” নামে কর সংস্থাপিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন ভারত পরিত্যাগ করিলে মার্কুইস্ অব্ রিপন ভারতের গবর্নর জেনারল হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্বার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হন।

রিপন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং “স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী” প্রবর্তিত করিয়া বঙ্গালায় বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন; এতদ্বির বিজ্ঞানশিক্ষাকে “এডুকেশন কমিশন” নিযুক্ত হয়। তাঁহার সময়েই জঙ্গ রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুকাল চিফ্ জুষ্টিসেরও কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে লর্ড ডকারিণের হস্তে ভারত-শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের কিছুদিন পরে বঙ্গালায় প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ব্রহ্মরাজ বিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তদ্রূপে অধিকার করা হয়। ১৮৮৬ অব্দের ১লা জাহুয়ারি হইতে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্য ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে ‘ইন্ডিয়ান ট্যাক্স’ কর পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ভারতরাজ্যরাজ্যেখরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে সর্বত্র মহাসমারোহে “জুবিলি” মহোৎসব সমাহিত হইয়াছিল।

লর্ড ডকারিণ দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিপ্রণে “পবলিক সার্ভিস কমিশন” নিযুক্ত করেন, কিন্তু উহার মত্বা অল্পসারে এখনও কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডকারিণের সময়ে সিকিম, তিব্বত ও পঞ্জাব সীমান্তস্থিত কুক পর্বতে যুদ্ধ হয়। ইনি ১৮৮৮ অব্দের ২০ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যালডাউনের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। লর্ড ল্যালডাউনের

\* সেই নিয়ম কলে লক্ষ্যবাহ পণ্ডিত, বারকামাখ মিত্র, অম্বুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সর জয়কান্ত মিত্র, চন্দ্রবাহু বোহা, ভকরাস কন্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ জাবীর আলি হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশ বহু করিরছেন।

† এই শোচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মর্গান সাহেব একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যাকাণ্ডী দুইজনই আত্মশাসন-বিবাদী।

সময়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কুবিরার সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দেশভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে অশুশ্রীলা অমুসারে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ না হওয়ার ভারত-গবৰ্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তদুপলক্ষে প্রেরিত ইংরাজ কর্মচারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ-সৈন্য মণিপুর আধিকারপূর্বক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে অপরাধিগণের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় (১৮২১ খৃঃ)। যুবরাজ টাকেকজিৎ ইংরাজরাজের বিচারে প্রাণ হারান। [মণিপুর দেখ]

লর্ড এলগিন্ ২৪এ জামুয়ারি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে “ভারতমণ্ড জুবিলি” উৎসব মহাসমারোহে নিম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এলগিন্ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জন অব কেডলষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে মিউনিসিপালিটি ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক কার্যের সংস্থার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জামুয়ারি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয়। এই সময়ে বাকালারও বিশেষ ধুমধাম হইয়াছিল। তাঁহার অবকাশ সময়ে মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড আম্পথিল কার্য্য করেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা আসাম প্রদেশের সহিত যোগ করিয়া বঙ্গরাজ্যকে বিখণ্ডিত করেন। ইহাতে বাকালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারতের উত্তরপূর্বসীমান্ত রক্ষা এবং বঙ্গ ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী বনাকীর্ণ পার্বত্যপ্রদেশে ইংরাজ-শাসনপ্রতিষ্ঠাই এই জটিল তত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য।

এই সময়ে সাময়িক বিভাগের সংস্থার লইয়া জঙ্গী লাট লর্ড কিচনার বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তিনি ভারত-সচিবের নিকট কর্তৃত্বাগ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র সাধারণে গৃহীত ও অমু-মোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডাবধি ৭ম এডওয়ার্ডের অমৃত্যুমুসারে তিনি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভিনন্দন দিবার জন্ত ভারতে থাকিতে বাধ্য হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। ১৭ই তারিখে লর্ড মিল্টো ভারতে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে ভারত-সম্রাজ্যের কার্য্যভার দিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড-বাত্ম্য করেন।

লর্ড মিল্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাকালার আসেন। কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমনে বহুঐ আনন্দোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা ময়দানে তাঁহার “অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ” একটা

দরবার আহূত হয়। এই সময়ে ছোটলাট বাহাদুরের বেলভেডিরার প্রাসাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্নীকে বরণ করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রত্যাবে বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। বঙ্গবাসী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিকৃষ্ণিগের বাণিজ্য পথ রোধ করিতে বাকালার “বন্দেমৌলী” বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বন্দেমৌলী বাণিজ্যরক্ষার জন্ত বঙ্গমাতার পাদপদ্মে শরণ লন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্তারিত “বন্দে মাতরম্” মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় ব্রত উদ্‌ঘাপনে যত্নবান্ হন। এই “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রে অচিরে একটা বিদ্রোহের আশঙ্কা জানিয়া ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা চারি দিকেই “বন্দে মাতরম্” শ্রোত প্রতিনিবোধ করিবার জন্ত সাকুলার জারি করিলেন। দরিদ্র বাকালীপ্রজার উপর রাজপুরুষদিগের হস্তে অমিষ্টর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। বরিশালেই মাত্রা কিছু অধিক দাঁড়াইল। তথাকার রাজকর্মচারি-গণের মন্তক “বন্দে মাতরম্” ধ্বনিতে বিবৃণিত হইল। তাঁহারা বাকালীর ঔক্যত্ব নমনের জন্ত তথায় গোঁরা সেনাদল রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কনফারেন্সের সময় রাজা-প্রজাবিবেকের চূড়ান্ত হইয়া গেল। বঙ্গের বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রেক্ষাপে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রজামহলে আরও অশান্তি অমুভূত হইতে লাগিল, তখন রাজ্যে শান্তিবিধানের জন্ত পূর্ববঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাকালার এই সময়ে “বন্দেমৌলী আন্দোলন” পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল।

বাকালার কোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের গবর্নরগণ।

নাম	কাঁথারজ	পদত্যাগ
ওরিয়েন হেষ্টিংস	১৭৭৪ অক্টো ২০,	১৭৮৫ ফেব্রু ১,
সদ্র জন মাককার্শন	১৭৮৫ ফেব্রু ৮,	১৭৮৬ সেপ্টেম্বর ১২,
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৭৮৬ সেপ্টেম্বর ১২	১৭৯৩ অক্টো ১০,
সদ্র জন সোর	১৭৯৩ অক্টো ২৮,	১৭৯৮ মার্চ ১২,
সদ্র আলফ্রেড ক্লার্ক	১৭৯৮ মার্চ ১৭,	১৭৯৮ মে ১৭,
মারকুইস্ ওয়েলসলি	১৭৯৮ মে ১৮,	১৮০৫ জুলা ৩০
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৮০৫ ৩০ জুলাই	
সদ্র জর্জ বার্নো	১৮০৫ অক্টো ২০,	১৮০৭ জুলা ৩১
লর্ড মিল্টো	১৮০৭ জুলাই ৩১,	১৮১৩ অক্টো ৪,
মারকুইস অব হেষ্টিংস	১৮১৩ অক্টো ৪,	১৮২০ জুলা ২,
মিঃ জন আদম	১৮২০ জুলা ১৩,	১৮২৩ আগ ১,
লর্ড আমহার্ট	১৮২৩ আগ ১,	১৮২৮ মার্চ ১০,
মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি	১৮২৮ মার্চ ১৩,	১৮২৮ জুলা ৪,

## ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন	১৮৪৮ জুলাই ৪	১৮৩৫ মার্চ ২০
সর চার্লস বেন্টিন	১৮৩৫ মার্চ ২০	১৮৩০ মার্চ ৪
লর্ড অকল্যান্ড	১৮৩০ মার্চ ৪	১৮৪২ ফেব্রু ২৮
লর্ড এলেনবরো	১৮৪২ ফেব্রু ২৮	১৮৪৪ জুলাই ২৩
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪ জুলাই ২৩	১৮৪৮ জুলাই ২২
ম্যাকনাল্ড অফ ডালহৌসী	১৮৪৮ জুলাই ২২	১৮৫০ ফেব্রু ২২
আর্মস্ট্রং ক্যানিং	১৮৫০ ফেব্রু ২২	

## ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ও তাইসর।

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮ নভে ১	১৮৬২ মার্চ ১২,
এলগিন	১৮৬২ মার্চ ১২,	
সর রবার্ট নেপিয়ার	১৮৬৩ নভে ২১,	১৮৬৩ ডি ২,
সর উইলিয়ম ডেনিসন	১৮৬৩ ডিসে ২,	১৮৬৪ জুলাই ১২,
সর জন লরেন্স	১৮৬৪ জুলাই ১২,	১৮৬৯ জুলাই ১২,
লর্ড বেও	১৮৬৯ জুলাই ১২,	
সর জন ট্রাভি	১৮৭২ ফেব্রু ২,	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,
লর্ড নেপিয়ার	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,	১৮৭২ মে ৩,
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২ মে ৩,	১৮৭৬ এপ্রিল ১২
লর্ড লিটন	১৮৭৬ এপ্রিল ১২,	১৮৮০ জুন ৮
রিগন	১৮৮০ জুন ৮,	১৮৮৪ ডিসে ১৩
ডাকরিন	১৮৮৪ ডিসে ১৩,	১৮৮৮ ডিসে ২৭
লালডাউন	১৮৮৮ ডিসে ১০	১৮৯৪ জুলাই ২৭,
এলগিন	১৮৯৪ জুলাই ২৭,	১৮৯৯ জুলাই ৬
লর্ড কার্জন	১৮৯৯ জুলাই ৬,	১৯০৫ ডিসে ১৮
লর্ড মিল্টো	১৯০৫ ডিসে ১৮	

## হোট মার্চের শাসন।

হেলিও সাহেবের পরে সর জন শিটার প্রান্ট (১৮৫৯—৬২), সর সিলি বীডন (১৮৬২—৬৭), সর উইলিয়ম গ্রে (১৮৬৭—৭১) ও সর জর্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১—৭৪) সাহেব বৎসরে বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্নর হইরাছিলেন। প্রান্ট সাহেবের সময়ে মীলকর ইংরাজবিশেষ অত্যাচার নিবারণিত হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যার হুজুর্ক হইরা অনেক লোক মারা যায়, পাটনার কলেজ সংস্থাপিত হয় এবং ৬তমের ছুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালায় উচ্চতর কার্যে গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬০—৬৪ খৃঃ অব্দে নবীরা ও বর্ডমান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অফ প্রাইমারি হইরা অনেক লোক মারা যায়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রাজধানীতে এক ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে প্রকৃতির প্রধান প্রধান মন্ডরে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে মিলি মেম্বারি করিবার জন্য আইন বিধিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ও নকসালে মেম্বারি আফিস স্থাপিত হইল।

কাষলের সময়ে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) সর্বপ্রথম বাঙ্গালার জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই স্বাভাবিকতা ও পুনঃসংস্কার এবং খাল প্রকৃতি খনন জন্ত “পাবকর” স্থাপিত হয়। এই কার্যের সুবিধার জন্ত তিনি “সব্ ডিপুটি” ও “কানুনগো” পদ স্থাপিত করেন। ঐ সময় হইতেই স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইরাছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শাসনভার বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের হস্ত হইতে একজন চিক কমিশনারের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্যন্ত সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্নর ছিলেন। তাঁহার আমলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত অনেকগুলি মহকুমা সংস্থাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্তিত হইরাছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নামজারি আইন প্রচলিত হইরা সকলের জমি-সম্বন্ধীয় স্বত্ব নিশ্চিত হয়। এই বৎসরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে প্রথম নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হয়। সর আসাদী ইডেনের সময়ে (১৮৮৬—৮২) বেহারের আদালতে ও সরকারী কার্যে পারদার পরিবর্তে “কারেবী” তথা প্রচলিত হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিলাতে না বাইরা বাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগণ সিভিল সার্কিসে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ম প্রচলিত হয়। ঐ সময়ে কয়েকজন ‘ট্রাচুটারি সিভিলসার্কিস’ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরাছিলেন। এই সময়ে অনেক ডাকঘর সংস্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ অব্দে ডাকের ‘মনিজার্ড’ ও ‘পোস্টকার্ড’ প্রচলিত হয়। ১৮৮১ অব্দে দ্বিতীয়-বার বাঙ্গালার জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। বাঙ্গালার খোলাভাটা সংস্থাপিত হওয়ার এই সময়ে বাঙ্গালার অরূপানের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পরে সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব (১৮৮২-৮৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্নর হন। তিনি ‘এগ্রিকালচারেল’ বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং নকসালে মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত করেন। ১৮৮০-৮৪ অব্দে কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (International Exhibition) দ্বিতীয় মহাশোলা খোলা হয়। এই সময়ে বঙ্গীয় প্রজাব্যবস্থার আইন বিধিত হইরাছিল। অনেক স্থানে নতুন রেলওয়ে এক অনেক ডাক ও টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে বেঙ্গল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কতিপয় বেনারী কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইরা “সোশ্যাল কংগ্রেস” বা জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। টেম্পল সাহেবের

আমলে কেরানী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয়, কিন্তু অত্যাধিক তদন্তসারে কোন কার্যই হয় নাই। উড়িয়া “কোষ্ট ক্যানাল” নামক খাল তাঁহার সময়ে কাটা ও খোলা হয়। অতঃপর সর হুয়ার্ট কলভিন্ বেলি বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হন (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চার্লস্ ইলিয়ট ডিসেম্বর মাসে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার নেশনেল কন-গ্রেসের বক্তৃতা অধিবেশন হয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সর চার্লস্ ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় তার এন্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইয়াছিলেন (জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে)। ১৮৮৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সর আলেকজান্ডার মেকেঞ্জী বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হন, তিনি মিউনিসিপাল বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া যান। তাঁহার পীড়ার অবকাশে মহামান্য চার্লস্ সিসিল টিভেন্স সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইয়াছেন। তদনন্তর উদ্ভরণ সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল অনুমোদন করিয়া তাহা কার্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার ‘প্রেস’ পীড়া দেখা যায়। ঐ প্রেসের সময় তিনি নিজ জীবনের মায়্যা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেস নিপীড়িত পন্নীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদারতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তিতে অনেক লোক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দেন। তাঁহার পর বর্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাদুর বিতক্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া ধীর পথে বিবেকে রাজনৈতিকমার্গ অনুসরণ করিতেছেন।

বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নরগণ

সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে	১৮৫৪ এপ্রিল ২৮,
জন শি, গ্রান্ট	১৮৫৯ মে ১,
সেলি বিডন K. C. S. I.	১৮৬২ এপ্রিল ২৪,
উলিয়ম গ্রে	১৮৬৭ ২৪,
জর্জ কার্বেল	১৮৭১ মার্চ ১,
রিচার্ড টেম্পল Bart.	১৮৭৪ এপ্রিল ২,
মাননীয় আসলী ইডেন C. S. I. C.L.E.,	১৮৭৭ জানুয়ারী ৮,
সর হুয়ার্ট সি, বেলী K.C.S.I, C.L.E.	১৮৭৯ জুলাই ১৫

(মাননীয় আসলী ইডেনের বিশেষ কার্যের অবসরে অস্থায়ীভাবে কার্য করেন)

- অগাঠাস্ রিভাস টম্পসন C.S.I, C.L.E., ১৮৮২ এপ্রিল ২৪,
- বি: এচ, এ, ফকুরেল L.C.S, C.L.E., ১৮৮৫ আগষ্ট ১১,

(রিভাস টম্পসনের ছুটির অবকাশে অস্থায়ীভাবে কার্য করেন)

- সর হুয়ার্ট সি, বেলী ১৮৮৭ এপ্রিল ২,
- চার্লস্ আলফ্রেড্ এলিয়ট K.C.S.I, ১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭,
- আন্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল K.C.S.I. ১৮৯৩ মে ৩০,
- (উক্ত বর্ষের ৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত এলিয়টের ছুটির সময় কার্য করেন)

মাননীয় সর আলেকজান্ডার মেকেঞ্জী K.C.S.I, ১৮৯৫ ডিসে, ১৮  
মাননীয় চার্লস্ সি, টিভেন্স C.S.I, (আলেকজান্ডার মেকেঞ্জীর অবকাশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্য চালান)

- মাননীয় সর জন উদ্ভরণ I.C.S, K.C.S.I, ১৮৯৮ এপ্রিল ৭,
- জে, এ, বোডিলোন V.D. I.C.S, C.S.I, ১৯০২

নভেম্বর ২২ এক্টি

- সর এ, এচ, এল ফ্রেজার M.A, I.C.S, K.C.S.I,
- ১৯০৩ নভেম্বর ২, (তাঁহার অবকাশে ১৯০৬
- খৃঃ জুন, মাননীয় এল, ফ্রেজার কার্য করেন।
- পূর্ববর্ত ও আগামের লেপ্টেনান্ট গবর্নর।

মাননীয় সর, জে, বি, ফুলার I.C.S, K.C.S.I, C.I.E, ১৯০৫ অক্টোবর  
ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুলি কুপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে। সহমরণ বা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচারী জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে; তেমনই নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাষ্পীয় পোতাযোগে গমনাগমনের ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত প্রেরণের সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার পোষ্ট বা ডাক এবং টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হওয়ার অতি অল্প সময় মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। বিদ্যাচর্চা দ্বারা লোকের অনেক মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে, বঙ্গবাসীর চক্ষু হুটিয়াছে; মুদ্রায়ন্ত্রের স্বাধীনতা পাওয়ার তাহার রাজপুরুষদিগকে অনেক কথা শুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে।

ইংরাজেরা এদেশে নীল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও এখানকার কৃষিক উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। এই নীলের চাষ বুটীর ১৮শ শতাব্দীতে এখানে আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে ধীনধীন প্রজাবর্গ বাদনের অর্ধের লোভে আগনার সর্বস্ব হারাইয়া ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান

বিকাইতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ-কিরণ জমাদারিক অত্যাচারে বাকালার প্রজাবর্গকে নিরস্ত্রিত করে, তাহা নীলদর্পণ-পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নীলের চাব একদিন পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিকদিগের একটা না একটা কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধংসাবশেষ আদিও বাকালার সেই অতীত হুঃখবৃত্তি জ্ঞাপন করিতেছে।

যে সকল গ্রামে নীলকুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই ঐ কুঠীর সেওয়ান বা দারোগা হইতেন। তাহারায় ইংরাজসম্পর্কে আসিয়া অনেকাংশে ইংরাজের ভায় কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়েন। তাহাদের ভায় ক্ষুদ্র ভূমিকারীর অত্যাচারেও বাকালার প্রজাগণ সশঙ্কিত হইয়াছিল।

বণিকবশে ইংরাজবণিক বাকালার প্রবেশ করেন। বাকালার উর্বর ও শস্তপূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই গাঙ্গেয় বর্ষীপ ভাগ নদীজালে সমাকীর্ণ হওয়ায় তাহার সহজেই বাকালার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে এক্রপ গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় এবং তদ্রূপ ভাগ শস্তসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ার চতুর ইংরাজগণ সে সকল স্থান বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। নৌকাপথেই তখনকার পণ্যপ্রবাহনের একমাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই ইংরাজগণ তথাকার অধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্বক মিশিতে পারেন নাই। বাকালার তাহাদের সে সুবিধা ঘটিয়াছিল।

নীল বাকালার ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পয্যাপ্ত উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যপ্রবাহনের বিশেষ সুবিধা দেখিয়া ইংরাজবণিকগণ নীলকরবশে বাকালার উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখনও নদীয়া ও যশোর জেলার অনেক উপনিবেশই ইংরাজ জমিদারী দ্বারা করিয়া তাহার উপসর্গ ভোগ করিতেছেন।

পূর্বকালে নীলের লাদন উপলক্ষেই ইংরাজের সহিত বঙ্গবাসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সূত্রে এবং বাণিজ্য ব্যাপদেশে তাহার বাকালার নবায় লরকারের অনেক হিন্দুকর্মচারীর সহিত মিত্রতা করিয়া লন। এমন কি, সেই ব্যবসারী ইংরাজ বণিকদিগের অদারিকতায় স্থানীয় অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার ও রাজার সহিত তাহাদের সন্মত ঘটে, কেই স্বেচ্ছানেশ্বর তাহার তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে থাকেন। নিরাজকে রাজহত্য করিবার বড় বড় বন্দ ইংরাজ বণিকের কর্ণে যায়, তখন তাহার উদ্বেগ হইয়া সেই আন্দো-

লনে যোগদান করেন। বাকালার প্রজা বা জমিদারেরা তখন ইংরাজকে বিবর্ত কর্ত্তর ভায় বিবেচনা করিতেন। অন্তান্ত যুরোপীয় বণিকের ভায় তাহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। এই বিবর্ত-বলেই বড়বড়কারীরা গোপনে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাজবণিক বাকালার অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শাসনে এদেশে তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের চুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ এদেশীয় লোককে উচ্চতম রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন নাই; বরং ম্যাক্‌গেটরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বস্ত্র-ব্যবসার প্রেরণ দিতে এখানকার বস্ত্রব্যবসারীদিগের বিলক্ষণ হুর্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তাহাদিগের অশুভকরণে বাকালার শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড লরেন্স, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্নে সুরাপানের শ্রোত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে এতদেশবাসীরা, “সিবিল সার্কিসে” প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়ায় হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইতে পারিয়াছেন এবং এইরূপে তাহার কিয়ৎপরিমাণে অন্তান্ত উচ্চপদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে। ম্যাক্‌গেটরের বস্ত্র-ব্যবসার প্রতিবন্ধী হইয়া এখানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনসময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ভায় ছিলেন; ইংরাজ-রাজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা লর পাই-রাছে। তাহাদিগের আর পূর্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্ত, গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে নিরুপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। এ প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মে রাজস্ব দেওয়া তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য-ব্যবসারী লোকের হাতে বাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যে বহু জমিদার বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন। নদীয়া, নাটোর প্রভৃতি রাজবংশে এইরূপ হুর্দশা ঘটিয়াছিল।

ইংরাজদিগের সময়ে বাকালার চিরশান্তি বিরাজমান করিয়াছে; একত্র সমাজসংস্কার ও ভাবার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে সকলে অকসর পাইয়াছেন। রাজা রাক্ষসোদন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় বিধবাবিধবা প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের



পথ খুলিয়াছেন। কৈবর্তের গুপ্ত, অক্ষরকুমার দত্ত, কৈবর্তের  
বিভাগসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বীনবন্ধু মিত্র, বক্ষিচন্দ্র  
চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বক্ষ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা  
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলম্ব উন্নতি হইয়াছে। কবি-  
ওয়াল, পাঁচালীওয়াল, কীর্তনওয়াল, এবং যাত্রাওয়ালদিগের  
গীতেও বাঙ্গালা ভাষার মধুরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীর রসাল-  
সমূহেও ইংরাজী অক্ষরগণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে।  
ইংরাজদিগের আমলেই বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের বহুল  
প্রচার আরম্ভ। ফরেস্টার সাহেবের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিধিব্যবহারের  
বাঙ্গালা অনুবাদের পূর্বে আরও অনেক গদ্যপুঁথির পরিচয়  
পাওয়া গিয়াছে। [ বাঙ্গালা ভাষা দেখ। ]

খৃষ্টান মিশনারিদিগের যত্নে কৃতিবাসের রামায়ণ ও কাশীলাসের  
মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাঁহারা ইংরাজী সংবাদপত্র  
ছাপাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার  
কয়েকটা কলেজ ও স্থানে স্থানে অল্প প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত  
হওয়ার এতদ্বিনীত লোকের বিভাগশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে।  
কেরী, মাস্‌ম্যান ও ডক সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি-  
গণ সহজে জুলিবে ন। তাঁহাদের যত্নে ও উত্তেজনে বাঙ্গালার  
ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাফলে ক্রমে  
এখানে হিন্দু পেট্রিষ্ট, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস,  
ইণ্ডিয়ান মিরর, ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার  
প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সজীবনী, বঙ্গবাসী, বহুমতী,  
হিতবাদী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমৃদ্ধি কাহারও অবিদিত নাই।  
যে আশায় পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও জর্মণ  
বণিকগণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে  
বাঙ্গালার কিরূপ বলবৎ ছিল, তাহা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-  
লেখক অগ্নির উজ্জ্বলিত স্পষ্টতর প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি  
বলেন, ভারতবর্ষের অস্ত্রান্ত্র এদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য  
বহুবিস্তীর্ণ ছিল। তখন এখান হইতে সমুদ্র কার্ণাণ ও পট্টবস্ত্র  
দিগ্গীতে রপ্তানী হইত। এতদ্বিধি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের  
অস্ত্রান্ত্র অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসবস্ত্র, চিনি,  
অহিকেন, শস্ত প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই  
ইরোপীয়দিগের প্রধান ব্যবসারের স্থান ছিল। এই বাণিজ্য-  
ক্ষেত্রে ইংরাজভাষি অধিবাসিনের পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রয়  
করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য  
উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত বহিঃভাষি ইংরাজভাষির উন্নতির মূল  
এবং সেই যোগাযোগই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ। তখন  
এদেশে সর্বর রাজ্য বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দূরে গমন

করিলে এমন কোন গ্রাম পাওয়া হইত না, যেখানে প্রত্যেক  
পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বহুবিস্তীর্ণ কাপড় বিক্রয় করিত। অপর  
বাণিজ্যপ্রযুক্তিতে সমস্ত বাহ্য হইত, বহুবিস্তীর্ণ সস্ত্র এদেশের  
তত্ত্বাবহ-সমিতি সস্ত্র জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু  
এখন আর পূর্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা  
দূরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় বার না। এখন  
ম্যাকেটরের প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় সে বাণিজ্য-গৌরব  
অন্তর্মিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে তাঁদের কাপড় ব্যতীত  
মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে  
এবং বোম্বাই এদেশে এখন অতি অল্প পরিমাণেই কলে মোটা  
কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যশোহরজেলার প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়,  
পরে উহা ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই  
রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া  
পড়ে। কয়েক বৎসর হইতে নদীরা, হুগলী, বর্ডমান, মেদিনীপুর  
প্রভৃতি জেলার “সকারী জন্মে” অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।  
ইন্দুরেজা ও বোম্বাই প্রেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্বনাশ  
করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নদী, খাল প্রভৃতি  
ক্রমে পলি মাটি দ্বারা ভরাট হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়  
পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাজ্য নির্মিত হওয়ার জল নির্গমের  
বাধা জন্মিয়া এই জরের উৎপত্তি ঘটতেছে। বর্ষা ঋতুতে  
নিম্নবঙ্গের গুললতাদি পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন  
হয়। ঐ অস্বস্তিকর বায়ুসেবনে রক্ত দূষিত করিয়া ম্যালেরিয়া  
রোগ উৎপাদন করে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত  
বৎসর পূর্বে যে মহামারীতে গোড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল,  
তাহাও এইরূপ এক প্রকার অর।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটা ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ষ উপস্থিত  
হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ  
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল;  
এবং ঝড়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি চকিৎ পরগণার  
দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মৃত্যু, জীবজন্তু ও লোকালয়  
বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা বাঙ্গালার ১২৭০  
সালের আশ্বিন মাসে ঘটে বলিয়া আখিনে বড় নামে খ্যাত।  
তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে কার্তিকে বড় হয়। ১২৭৬  
সালেও একটা বড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের শতক  
নুতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে  
এদেশে একটা বহুবিধাৎসহকৃত ভীষণ ঝটিকাবর্ষ উপস্থিত  
হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি উত্থিত হইয়া দেবদ্বার-  
চূড়া ও অন্যান্য স্থান ব্যতীত বাধরণ প্রদেশের অনেকাংশ



নিমজ্জিত করিয়াছিল। উক্ত দুইটানার প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ এ অক্টোবর যে ঝটিকাবর্ষ ঘটে, তাহা সর্বাঙ্গেরা স্মরণীয়। তাহাতে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের জল বাধারগত, সোরাখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু, এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে।

বাকালার আদম-সংখ্যা।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাকালার প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তদনন্তর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বৎসরক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা গণনা উদ্দেশে বাকালার গ্রাম, নগর, জেলা ও বিভাগের সীমা ও তত্ত্ববিভাগবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু, পার্শ্বত্যা অসভ্যজাতি, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবরণীতে বর্তমান বাকালার কোন্ কোন্ জাতি—কি কি ব্যবসায় লিপ্ত, তাহার কোথায় কিরূপভাবে কোন্ কোন্ জায়গায় বাণিজ্য চালাইতেছে; প্রজাগণ কৃষিকার্যের কিরূপ উন্নতি সাধন করিতেছে; কোথায় কত নদী, কত খাল, কত রাস্তা ও কত মাঠ কিরূপভাবে বিস্তৃত থাকিয়া দেশবাসীর হিত-সাধন করিতেছে, তাহা ইংরাজ গবর্নমেন্টের এই মানবসংখ্যা-বিবরণ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়। এক কথায় ইহাতে বাকালার ঐতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা বাণিজ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

প্রথম দুইবারের মানব গণনার ইংরাজ গবর্নমেন্ট কতদূর রুতকার্য হইয়াছিলেন, তাহা ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে বিবৃত আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা গণনার ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে ৫ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহু ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট যে এতাদৃশ মহৎকেন্দ্র সমাধা করিয়া সকল মনোরম হইয়াছেন, ইহা পরম আশ্চর্যের বিষয়; অধিকন্তু চুখের বিষয় এই যে, এরূপ ব্যয়বাহ্যসাথেও সংবাদপত্রাদিগের অজ্ঞাতদোষে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপূর্ণ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে নৌকগণনা কার্য নিশ্চয় হয়; সুতরাং উহা বর্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিক্ষেপের পূর্বেই সাধিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যাহা দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্বতন

বাকালার সীমা ধরিয়া গণনা হইয়াছিল। সংখ্যা-গণনার সুবিধার জন্য ঐ সময়ে বাকালার ৮টা স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয়; যথা,—

১ পশ্চিম-বাকালার—বর্তমান বিভাগ।

২ মধ্য-বাকালার—প্রেসিডেন্সী বিভাগ, খুলনা বাদে।

৩ উত্তর-বঙ্গ—রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহার ও সিকিম।

৪ পূর্ব-বঙ্গ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা।

৫ উত্তর-বেহার—মুন্সেফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া।

৬ দক্ষিণ-বেহার—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুন্সেফরপুর।

৭ উড়িষ্যা—উড়িষ্যা বিভাগ, অঙ্গুল বাদে।

৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা—ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল পরগণা, অঙ্গুল, উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর।

এই ৮টা বিভাগ প্রকৃতিকর্তৃক যেন পরস্পরে বিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউরী, কোড়া, মাল, কৈবর্ত, সাঁওতাল, আগুরী, শুক্লী, সঙ্গোপ, কায়স্থ ও রাঢ় প্রভৃতি অসভ্য ও হিন্দুশ্রমশ্রিত অর্ধ সভ্য-জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈজ্ঞ এবং নাপিত, সূত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রাঢ়দেশী বলিয়া গৌরব করে এবং স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গ বা বারেন্দ্রবাসী লোকের সহিত আপন প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করে।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্বে মধুমতীর মধ্য-বর্তী গাঙ্গেয় বর্ষা-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলনা জেলা এই নদী সীমাবদ্ধ হইলেও উহার নিরাংশ এখনও পলি দ্বারা গঠিত হওয়ার উহাকে পূর্ববঙ্গের সীমা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র পোদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত ও বাগদী জাতির প্রাধান্য দেখা যায়।

পদ্মার উত্তর হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত পর্যন্ত উত্তর বঙ্গ বলিয়া গৃহীত। মুস্তিকার প্রকৃতি নির্দেশে উত্তর-বঙ্গের সহিত অনেক সোসাদৃশ্য থাকারবর্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর-বঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্শ্বত্যা ভোটিয়া এবং লীকিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ব-বঙ্গে নমঃশূত্র বা চণ্ডাল, কোচ, গারো, টিপরা, কুকী ও মণ প্রভৃতি পার্শ্বত্যা অসভ্য ও অর্ধসভ্যজাতি এবং লীকিত মুসলমান, এইরূপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাভিাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্শ্বত্যা অনার্য জাতিরই বহুল বাস দেখা যায়।

এই আটটা বিভাগের বর্তমান ভূপরিমাণ ও লোকসংখ্যা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

আংশিকবিভাগ	কুশরিমাণ	লোকসংখ্যা
পশ্চিম বাঙ্গালা	১৩৯৪৯	৮২৪০০৭৬
মধ্য "	২২৪৯	৭৭৩৯২৮৫
উত্তর "	২৩৩৮০	১০০০৫১৭৭
পূর্ব "	৩২৭৭৬	১৬২৫৮০৮৭
দক্ষিণ বেহার	১৫০৮২	৭৭১৬৪১৮
উত্তর "	২১৭৪৬	১৩৮৩১১২০
উড়িষ্যা "	৮১৬০	৪১৫৯২৩৯
ছোটনাগপুর অধিত্যকা	৬৪৫৫৫	২৮৫১৩০৮
মোট	১৮২১৩৭	৭৮৪৯৩৪১০

এই সংখ্যা গণনার সুন্দর-বনবিভাগের পরিমাণ ও লোক সংখ্যা গ্রহীত হয় নাই।

এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালার যে সকল বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে, শ্রেণীগত বা বংশগত বিভিন্নতা অসুসারে তাহারা বৃত্তর বৃত্তর জাতীয় আখ্যায় পরিচিত। এই সকল মূলজাতির এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রশাখাসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস গভর্মেন্টের উপরোক্ত গণনা বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট আছে; বাহ্যভায়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়াগত বিভিন্ন জাতি বা তাহার অঙ্গিক ও প্রধান শ্রেণীর বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গন (পুং) বঙ্গভীতি বগি-লু। বার্তাকু। চলিত বেগুন। বঙ্গভাষা (স্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা। ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিচিত।

[ বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

বঙ্গমল (পুং-স্ত্রী) সীস ধাতু। (বৈজ্ঞানিক)

বঙ্গবাড়ী, উত্তরবঙ্গের একটি গওগ্রাম।

বঙ্গলা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হলায়ুধ)

বঙ্গশুল্ক (স্ত্রী) বঙ্গপ্রদেশে রক্ততাম্রাত্মক জারতে জন-ড। কাংস্ত ধাতু, রাং ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তুত হয়; এই জন্ত ইহার নাম বঙ্গশুল্ক। (হেম)

বঙ্গসেন (পুং) বঙ্গবৃক্ষ। "বঙ্গসেনবগতিক্রঃ শুকনাপো মুনিক্রমঃ" (ত্রিকা) বার্থে কনু। বঙ্গসেনক—বঙ্গবৃক্ষ। ২ রক্ত বঙ্গবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বঙ্গসেন, ১ ধাতুরূপ বা আখ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা। ২ চিকিৎসা-সারসংগ্রহ ও বঙ্গসেন নামক বৈজ্ঞানিকচরিতা। ইহার পিতার নাম গনধর। কাজিকা নগরে ইহার বাস ছিল।

বঙ্গাধিকশ্রমণ, অতীচরিত্রপ্রণেতা।

বঙ্গারি (পুং) বঙ্গত রক্তধাতোররিঃ জন্ত বঙ্গধাতোজারিকবাৎ তথাক। হরিতাল। (হেম)

বঙ্গাল (পুং) তৈরব রাগের পুত্র।

"বঙ্গালঃ পক্ষমঃ বর্ষো মধুরো হর্ষকতথা।

যেখাখ্যো মাধবঃ সিন্ধুর্ভৈরবপুত্রোঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥"

ইহার ধ্যান—

"কক্ষানিবেশিতকরুণবরতপশী,

ভাষন্তি শূলপরিমণ্ডিতবামহতঃ।

ভস্মোজ্জ্বলো নিবিড়বক্ষটাকলাপো

বঙ্গাল ইত্যভিহিতস্তরুণার্জবঃ ॥

বাড়বো দেববলাশো গৃহাংশজাসমধমঃ।

প্রহর্ষে বিনিবোক্তব্যঃ প্রোক্তোহয়ঃ মুনিনা বরং ॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

বঙ্গালিকা (স্ত্রী) তৈরবরাগের রাগিণী, বঙ্গালী।

বঙ্গালী (স্ত্রী) তৈরবরাগের রাগিণী।

"ভৈরবী কোশিকী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।

বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো তৈরবভেদে বরতাঃ ॥" (সঙ্গীতভানো)

ইহার স্তুতি—

"মনোজসুতাগুণভূমিতাঙ্গী শুকং দধানা ধরীধরহা।

প্রাঃ শুঃ কুমারী কমলীমূর্তির্কালিকেরং তচিসামগীতা ॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

এই রাগিণী ঔড়ব এবং গৃহাংশ-জাস ও বঙ্ক-ভাগিনী, ইহা 'ক' 'ধ' হীন, এবং ইহার প্রথমে মুচ্চনা এবং এই রাগিণী পূর্ণ।

"বঙ্গালী ঔড়বা জেরা গৃহাংশজাসবঙ্কজতাক্।

ঋধহীনা চ বিজেরা মুচ্চনা প্রথমা মতা।

পূর্ণা বা মধরোপেতা কলিনাথেন তাবিতা ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

বঙ্গাবলেহ, প্রেমহরোগে অবলেহবিশেষ। বঙ্গতন্ত্র দুই রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে শুড় ও গন্ধক ২ তোলা সেবন করিবে বা শুড়ুটীর বহু ও চিনি দিয়া সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রেমহরোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্সারস)

বঙ্গাষ্টক, প্রেমহরোগে ব্যবহার্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, দৌহ, রূপা, খর্পর, অন্ন ও তাম্র প্রত্যেক সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রক্ত একত্র মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ শীতল হইলে পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অল্পপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিশতি প্রকার প্রেমহ, আমলোহ, বিমূঢ়িকা, বিষম জর, জ্বর, অর্শ, মুত্রাভীসার প্রভৃতি রোগ বিমুক্ত হয়।

বঙ্গপুরম্, যাত্রাজ প্রেসিডেন্সীর কুলা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বাগটীলা হইতে ১৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার বনভরার-মন্দিরের গুরুত্ব-জ্ঞে ও অগস্ত্যের  
স্বামীর মন্দিরগায়ে হুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। প্রথম  
খানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররাজ সর্বাধির রায়ের শাসনকালে  
উৎকীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর কব্জ  
করিয়াছিল। শেষোক্ত খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাজার শাসন-  
সময়ে উৎকীর্ণ। উহাতে নৃসিং-রাজ্যদেব চোড় মহারাজের  
দান-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩০)

বঙ্গায় (ত্রি) বঙ্গ-গহাদিত্যন্ত। পা ৪।২।১৩৮ ইতি ছ।  
বঙ্গদেশোক্ত, বঙ্গদেশ সন্ধ্যায়।

বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগিণী দেখ।]

বঙ্গদ (পুং) অম্বরভেদ, ইন্দ্র এই অম্বরকে হনন করেন।

“অঃ শতা বঙ্গদন্তাভিনং” (ঋক ১।৫।৩৮)

‘বঙ্গদন্ত এতৎসংজ্ঞকতানুরক্ত’ (সারণ)

বঙ্গেশ্বর (পুং) বঙ্গ: তদামকদেশস্ত ঐশ্বর: অধিপতি:।  
বালাসার রাজা।

বঙ্গেশ্বররাস (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ বঙ্গেশ্বর ও  
বৃহৎকেশ্বরভেদে বিবিধ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারাতম ৮ তোলা,  
বনভঙ্গ ৮ তোলা, গন্ধক, তাম্রভঙ্গ, প্রত্যেকে ৩২ তোলা,  
আকন্দ ছুদের সহিত মর্দনপূর্বক মৃদা বদ্ধ করিয়া ভূষর যন্ত্রে  
পাক করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ  
ঘূতের সহিত লেহন করিয়া পুনঃবার রস বা কাথ অর্দ্ধ তোলা  
ও গোমূত্র বা হরিদ্রায় রসসহ পান করিবে। এই ঔষধসেবনে  
শুষ্কোদর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। (রসেন্দ্রসারসং উদ্বীরাগোপাধি)

অন্তর্বিধ—রসসিদ্ধর ও বঙ্গ সমভাগ মর্দন করিয়া দুই মাষা  
পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয়।

বৃহৎকেশ্বর—প্রস্তুতপ্রণালী—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যোষ্য,  
কপূর, অত্র, প্রত্যেকে ২ তোলা; স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকে দুই মাষা,  
কেণ্ডুরের রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত  
করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
দোষের বলাবল অজস্রারে ছাগীহৃত, গোহৃত বা দধি অল্পপানে  
সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সাধ্যসাধ্য বিংশতি  
প্রকার প্রমেহ, মূত্রকল্ক, পাণ্ডু, ধাতুহ্র অর, হলীমক,  
বাত, গ্রহণী, আমোষ, কল্মাধি, অরুচি, বহুমূত্র, মুত্রমেহ ও  
মূত্রাতিসার প্রভৃতি রোগ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে কাষ্ঠি,  
বল, বর্ণ, ওজ ও তত্ত্ব বৃদ্ধি হয়। (রসেন্দ্রসারসং প্রমেহরোগাধি)

বচ্, বাক্য, সন্ধেপ, পরিচয়, উক্তি। অর্থাৎ পরস্পর বিক্  
অনিষ্ট। লট্ বক্তি। বকি, বচি। লিট্ উচ্যাৎ। লুট্  
অবচ্, উচ্যৎ, উচন্। লিট্ উবাচ, উচুঃ, উবচি, উবচ্।

লুট্ বক্ত। লট্ বকতি। লুট্ অবোচৎ। সম্ বিবকতি।  
বচ্ চুম্বাদিঃ পরস্মৈঃ সক্ সেট্। লট্ বাচরতি। লুট্ অধী-  
বচৎ। বচ ভাদিঃ পরস্মৈঃ সক্ অনিট্। লট্ বচতি।  
“ন বচতাপ্রিয়ং বচঃ” (হলায়ুধ) প্র + বচ = প্রকথন। প্রতি +  
বচ = প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অস্তি, অস্ত বিস্তৃতি হয় না।  
“বচেরন্ত্যন্তশ্চুড়ি শ্রোত্রোগো নাভিধীরতে।

অরতেনাভি পক্ষ্ম্যা উত্তমঃ পুরুষঃ কচিৎ ॥” (হর্গাদাস)

বচ্ (দেশজ) বনাম প্রসিদ্ধ বসিদ্ জবাবিশেষ। ইহা কটু  
আম্বাদ এবং কাশী ছর্দির বিশেষ উপকারী। দেখিতে অনেকটা  
গুটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই গুড় মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া  
মুখে রাখিলে কাসির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈদ্যকোক্ত-  
ঔষধাদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [বচ দেখ।]

বচ (পুং) বক্তৃতি বচ্-অচ্। ১ কীরপকী। ২ টিরাপাখী। (মেদিনী)  
৩ হৃদা। ৪ কারণ।

বচঃক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ। বাক্যের ক্রম, বাক্যপ্রণালী।

বচক্র (পুং) বক্তৃতি বচ্ (নৃবচিভ্যোহিত্যজাণ্ডক্ চৎ। উপ্  
৩৮১) ইতি অচ্চ। ১ ভ্রাঙ্গণ। ২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্বর্ণিত  
ব্যক্তিভেদ। (ত্রি) ৩ বাবক।

বচ্গোষ্ঠি, রাজপুত্র জাতির একটা কিংবদন্তী আছে—সাহাবু  
উদ্দীন খোরি কর্তৃক দিল্লীর পথারায়ের পরাক্রমের পর তাঁহার  
ভ্রাতা চাহর দেবের বংশধর কংস রায় ও বরিয়ার সিংহের  
অধীনে কতকগুলি চোহান শুল্লগড় পরিত্যাগ করিয়া  
১২৪৮ খৃষ্টাব্দে সুলতানপুর জেলার জবাবন নামক স্থানে  
আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাঁহারা  
চোহান নামের পরিবর্তে ‘বৎগোষ্ঠী’ নাম গ্রহণ করেন।  
পরবর্তিকালে বৎগোষ্ঠী হইতে অপভ্রংশে ‘বচ্গোষ্ঠি’ হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত চাহর  
দেবের প্রপৌত্র রাণা সন্তত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল।  
তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর  
পুত্রগণ অদৃষ্ট পরীকার জন্ম বিভিন্নদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে  
বরিয়ার সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে বাইয়া আলাউদ্দীন  
খোদীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা  
তথা হইতে তরকাতির বিরুদ্ধে বুদার্থ অগ্রসর হইয়া অযোধ্যায়  
আসিয়া বাস করেন। বরিয়ার সিংহ জবাবনে আসিয়া বাস-  
স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্তী কোট বিলখার নামক  
স্থানের সামন্তরাজ ও বিলখারিয়া বীক্ষিতবিগের সর্দার রামদেবের  
অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামন্তরাজের  
প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্ডার পানিগ্রহণপূর্বক রাজপুত্র বলপূর্ণ  
পাছ্কে নিহত করিয়া তথাকার রাজা হন।

এক সময়ে অবোধা প্রদেশে এই বচনগোষ্ঠি রাজপুত্রবিশেষ প্রাধান্য বিহীন ছিল। উগাও-রাজবংশেতিহাস পাঠে জানা যায় যে, অবোধার প্রধানতম রাজা তিলকচাঁদের সময় পর্যন্ত বচনগোষ্ঠিরা তথাকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মান্যই ছিলেন। কিন্তু রাজার অভিষেককালে তাঁহার তাহার কপালে তিলক দান করিয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাঁহার রাজমর্যাদা সার্থক হইত। কুরাঁদের রাজা এবং হসনপুর-বজ্জার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিগণিত।

হসনপুর বজ্জার সর্দার বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া খানজাদা নামে পরিচিত হইলেও বনোদার রাজস্ববর্গকে রাজতীকাননের অধিকারী। আরোয়ের সোসবংশী সর্দারগণ, রামপুরের বিঘেনগণ, অমেঠার বজল-গোত্রিরা এবং তিলেই-বানী কানাইপুরিরাগণ ইহাদের নিকট রাজতীকা না লইলে স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারেন না।

মুলতানপুরের বংশ-গোত্রীরা বিলখারিয়া, তবাইয়া, চলোয়িয়া, কঠবাঈ, ডালে মুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কছা গ্রহণ করে এবং তিলকচাঁদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, হর্যবংশী, গোতম, বিঘেন ও বজল-গোত্রিদিগকে কছা দেয়। জোনপুরের বচনগোত্রিরা রঘুবংশী, বাই, মৌগৎধাধ, নিকুন্ত, ধনমন্ত, গোতম, গহরবাড়, পণবার, চলেল, শোনক ও দৃগবংশীদিগের কছা লয় এবং কলহন, সর্গেত, গোতম, হর্যবংশী, রাজবাড়, বিঘেন, কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাঘেল, বাঈ প্রভৃতিকে কছা দেয়।

বচণ্ডী (স্ত্রী) ১ সারিকা। ২ বর্ষি। ৩ শব্দভেদ। (শব্দরত্নাং)। মেদিনীতে ইহার পাঠান্তর বচণ্ডা ও বরণ্ডা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বচন (স্ত্রী) উচ্যতেহনেনেতি শ্লেননাশকস্বাস্ত তথাঃ, বচ-ন্যট্। ১ শুষ্ক। (শব্দচম্পিকা) ২ বাক্য। পর্যায়—ইরা, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, ভাবা, বাণী, সারনা, গিরা, গির, গিরাংদেবী, গীদেবী, ভারতেশ্বরী, বাচ, বাচা, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, ভাবিত, উক্তি, ব্যাহার, লপিত, বচন। (শব্দরত্নাং)।

বৈদিকপর্যায়—ধারা, ইলা, গোঃ, গোয়ী, গাঙ্করী, গভীরা, গভীরা, মস্ত্রা, মস্ত্রাজনী, বাণী, বাণী, বাণী, বাণ, পবি, ভারতী, ধমনি, নালী, মেনা, মেলি, হর্য, সরস্বতী, নিবিং, বাহা, বহু, উপবি, বাহু, কাহুং, জিহবা, ঘোষ, বর, শব্দ, বন, স্বক, হোতা, গীঃ, গাধা, গণ, ধেনা, ঘাঃ, বিপা, নম্রা, কশা, দিবশা, নোঃ, অক্ষর, বহী, জলিত, শচী, বাক, অহুঃপু, ধেনু, বলু, গল্‌দা, সর, স্বপনী, বেকুয়া। (ফেনিষট্) ৩ ব্যাকরণগত সাংখ্যার্থক হপ্‌তিত্‌, বরুণ, বধা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

বচনকর (ত্রি) বচন, বচনে অবস্থিত।

বচনকারিন্ (ত্রি) ১ বাক্যানুসারে কার্যকারী, আত্মকর্তা।

বচনগোচর (ত্রি) বচনে গোচর। বাক্যানুসারে গোচর, প্রত্যক্ষীভূত। “অমরগণেশারামশি লকলকশলমিরসনামি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাশি তবত্” (ভাগ ৫।৩।১২)

বচনগ্রাহিন্ (ত্রি) বচনং গৃহ্ণাতীতি গ্রহ-ণিনি। বচনে হিত, বচন অনুসারে কার্যকারী।

বচনপটু (ত্রি) বচনে পটুঃ। বাকপটু, বাকবিশল।

বচনবিরোধ (ত্রি) প্রমাণবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্য।

বচনবিরুদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বচনমাত্র (ত্রি) খালি কথা, যে কথার মৌলিক বচন দ্বারা প্রমাণিত নহে। ভিত্তিহীন বাক্য।

বচনব্যক্তি (ত্রি) মৌলিক কথা।

বচনশত (ত্রি) বহু বাক্য। চলিত কথায় “লক্ষ কথা” বলে।

বচনসহায় (ত্রি) কথা কহিবার সাথী। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া যায়।

বচনানুগ (ত্রি) বচনং অনুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, যিনি বচন অনুসারে চলেন। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ২।১।৫৫)

বচনাবৎ (ত্রি) ১ বাক্যকুল। ২ স্বভাব। ৩ প্রশংসাবাক্য-কথনশীল। ৪ অব্যক্ত শব্দকারী। “হস্তায়বাদিশব্দবৎ”। (সায়ণ)

বচনীকৃত (ত্রি) তিরস্কৃত, লাঞ্চিত।

বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়র্। ১ কথনীয়। (স্ত্রী) ২ নিশ্চা।

“মদনেন বিনাকৃত্য রতিঃ কণমায়া তিল জীবিতেতি মে।

বচনীয়মিহ ব্যবহিতং রমণ স্বামম্ব্যমি বচপি ॥”

(কুমার ৫।২১)

‘ইতি বচনীয়ং নিশ্চা’ (মল্লিনাথ)

বচনীয়তা (স্ত্রী) বচনীয়তা ভাবঃ তল্-টাপ্। লোকাপবাদ।

‘জনপ্রবাসঃ কোলীনং বিগানং বচনীয়তা।’ (হেম)

‘স্বাধীনা বচনীয়তাশি হি বরং বক্তা ন সেবাজলি-

বাণীং ছেব নরেন্দ্রসৌমিকবধে পূর্বে কৃতো দ্রৌণিনা ॥”

(বৃহৎকটিক ৩ অঃ)

বচনেস্থিত (ত্রি) বচনে তিষ্ঠতি স্থেতি স্থা-ক্ত। (তৎপুরুষে কৃতি বহুলা। পা ৩।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অনুক্ত। যিনি বচনে অবস্থিত, যিনি বচনানুসারে অবস্থান করেন। পর্যায়—বচনস্থ, বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, আশ্রয়। (অমরতীকাকার তত্ত্বত) কাহার কাহারও মতে বস্ত্র ও প্রেমে এই দুইটী শব্দ একপর্যায়ক।

বচনোপক্রম (পুং) বচনত উপক্রমঃ। বাক্যারম্ভ, পর্যায়-উপভাস, বাধ্যত্ব। (অমর)

বচর (পুং) অবান্তরে চরুতীতি অব-চর-অচ্, অন্নোপঃ।

১ কুট্ট। ২ শঠ। (মেদিনী)

বচলু (পুং) শব্দ।

‘পুংসি মন্তঃ স্পৃগশ্চ বচলুঃ গলুস্তথা।

ভরগুশ্চ শরগুঃ তামসিত্রে স্থণিরিত্যপি ॥’ (শব্দমালা)

বচস্ (স্ত্রী) উচ্যতে ইতি বচ্ (সর্গধাতুতোহন্বন। উণ্ ৪।১৮২)

ইতি অন্বন। বাক্য।

‘ইতি প্রগল্ভঃ পুরুষাধিরাজো যুগাধিরাজস্ত বচো নিশম্য।

প্রত্যাহতাত্তো গিরিশপ্রত্যাবাদাংস্তবজ্ঞাং শিথিলীচকার ॥’

(রঘু ২।৪১)

বচসাংপতি (পুং) বচসাং বাচাং পতিঃ বচসা অলুক্। বৃহস্পতি।

‘জীবোহমিরা স্তরগুরুবচসাং পতীজ্যো’ (দীপিকা)

বচস্কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, বচসঃ করঃ। বচনে হিত, বচনাঙ্গসারে কার্যকারী।

বচস্ত (ত্রি) বচনযোগ্য। প্রশংসনীয়। বিখ্যাত।

বচস্তা (স্ত্রী) জ্ঞতির ইচ্ছা। ‘সোমবত্যা বচস্তয়া’ (ঋক্ ১০।১১৩৮)

‘বচস্তয়া স্ততীজয়া।’ (সারণ)

বচস্ত্যা (ত্রি) জ্ঞতিকার, জ্ঞাতভিলাষী। ‘সহবীরঃ বচস্তবে’

(ঋক্ ১০।৪০।১৩) ‘বচস্তবে জ্ঞতিকাম্যে’ (সারণ)

বচা (স্ত্রী) বাচরতীতি বচ্-ণিচ্, অচ্, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ, যথ। অন্তর্ভাবি-গাথ্যং বচোহচ্। ঔষধবিশেষ। (Acorus calamus) চলিত বচ্; হিন্দী—বচ, বোরবচ; তৈলঙ্গ, বড়জ, নলবস, বখে—বেথংড়ে; তামিল—বশবু। ইংরাজী—Oris-root। সংস্কৃত পর্যায়—উগ্রগন্ধা, বড়গ্রহা, গোলোমী, শতপর্কিকা, তীক্ষা, জটীলা, মল্লয়া, বিজয়া, উগ্রা, রকোমী, বচা, লোমশা, ভজা। গুণ—অতিতীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রহিশোক, বাত-জ্বর ও অভিসাররোগনাশক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশমতে—বচ, খুরাসানী বচ ও মহাভরীবচ এই তিন প্রকার। বচের পর্যায়—উগ্রগন্ধা, বড়গ্রহা, গোলোমী, শতপর্কিকা, কুদ্রপতী, মল্লয়া, জটীলা, উগ্রা ও লোমশা। গুণ—উগ্রগন্ধ, কটুত্বিত্তরল, উষ্ণবীৰ্য, বমিজনক, অম্লিত্বিকারক, মলমূত্রশোধক এবং বিবক, আত্মান, মূল, অপমার, কফ, উন্মাদ, জ্বরদোষ, ক্রমি ও বায়ুনাশক।

খুরাসানী বচ—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ বলে, এই বচ গুরুবর্ষ, ইহার অপসর নাম হৈমবতী। এই বচ পূর্কোক্ত গুণবৃত্ত, বিশেষ বায়ুনাশের পক্ষে ইহা সর্গশ্রেষ্ঠ।

মহাভরী বচ—পশ্চিমদেশে কুশিজন নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকে জগদ্ধাও বলে। গুণ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ ও কাসনাশক, স্রবপ্রসাদক, ক্রিজনক এবং ক্রম, কঠ ও

মুখশোধক। ইহা তিন্ন মূলগ্রহবিশিষ্ট অপর আর এক প্রকার মৃগজি বচ আছে, এই বচ পূর্কোক্ত বচ অপেক্ষা হীন-গুণবিশিষ্ট।

ভোপচিনিকে বীপান্তর-বচ বলে। অস্ত্র বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম বীপান্তর। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নীপ্তিকারক ও মলমূত্রশোধক, বিবক, আত্মান, মূল, বাত-ব্যাধি, অপমার, উন্মাদ ও শরীরবেদনানাশক। বিশেষতঃ কিরনরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্রঃ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল ছদ্ম বা দ্বুতের সহিত সেবন করিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সময়ে এক পল বচ ছদ্মের সহিত সেবনে দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

‘অস্তির্বা পরমাজোন মাসমেকস্ত সেবিতা।

বচা কুর্য্যন্নয়ঃ প্রাক্ত্ন প্রতিধারণসংযুতম্ ॥

চন্দ্রসূর্যগ্রহে পীড়্য পলমেকং পয়োহস্থিতম্।

বচায়ন্তংকণং কুর্য্যন্নয়া প্রজ্ঞাযিতং পরম্ ॥’

(গরুড়পুং ১২৮ অ°)

২ সারিকা পক্ষী।

বচাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বচাদিচূর্ণ, গুল্মরোগনাশক ঔষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী বচ, হরীতকী, হিলু, সৈন্ধব লবণ, অল্পবেতস, ববকার ও যমানী একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অন্নকাল মধ্যে গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বচার্চ (পুং) ১ সূর্যোপাসকমাত্র। ২ পারসীজাতি।

বচামিবর্গ (পুং) বৈভোক্ত গুণবিশিষ্ট। (বাতটস্ ৩৫)

বচাত্তম্নত (স্ত্রী) গওমালা রোগাধিকারে ত্তম্নত্ববিশেষ। (রস র°)

বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যার্থ শ্রৌ° ৩।৭।২৪) ২ নাম, অভিধান।

বচোগ্রহ (পুং) গৃহতীতি গ্রহ-অচ্, বচনাং গ্রহঃ। কর্ণ।

ইহার পাঠান্তর বচোগ্রহ।

বচোযুক্ত (ত্রি) বাক্যমাত্র।

‘আ বচোযুক্তা ইত্যো বজী’ (ঋক্ ১।৭।২)

‘বচোযুক্তা বচনমাত্রেণ’ (সারণ)

বচোবিদ্ (ত্রি) বচস্-বিদ্-কিপ্। ত্তিলকর্ণবাক্যের বেদিতা।

‘বহা বর্জ্যমো বচোবিদঃ’ (ঋক্ ১।২১।১১)

‘বচোবিদঃ ত্তিলকর্ণানাং বচসাং বেদিতারঃ’ (সারণ)

বচ্ছিকবালা, বালালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান।

বচ্ছিয়, নিবন্ধসারপ্রণেতা।

বজ্র, গতি। ত্বাৰি পরমৈ সৰ্গ সেট। লট বজ্রতি। লোট  
বজ্রহু। লিট বজ্রাহ, ববজ্রহুঃ। লুট বজ্রতি। লুট বজ্রতিতি।  
লুঙ অবজীং, অবজীং। বজ—১ সংস্করণ। ২ গতি।  
চুরাৰি পরমৈ সৰ্গ সেট। লট বজ্রয়তি। লুঙ অবীকজং।  
বজ্র (পুং স্ত্রী) বজ্রতীতি বজ্র-গতো (বজ্রজ্ঞাপ্রবজ্ররিপ্রোতি।  
উণ্ ২।২৮) ইতি রন্থপ্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ইজের অন্ত-  
বিশেষ, চলিত বজ্র। পর্যায়—জ্বালামিনী, কুলিশ, তিত্তর, পবি,  
শতকোটি, স্বক, শব, বজ্রোদি, অশনি, কুলীশ, তিবির, ভিঙ্ক,  
স্বকস, শব, সব, অশনী, বজ্রাশনি, জজ্ঞারি, ত্রিশাশুধ, শতধার,  
শতায়, আপোত্র, অক্ষক, গিরিকণ্টক, গৌ, অপ্রোখ, মেঘভূতি,  
গিরিজর, জাৰবি, দন্ত, ভিত্ত, অবজ্র। (ত্রিকা) বৈদিকপর্যায়—  
বিদ্যাহ, নেমি, হেতি, নম, পবি, স্বক, বৃক, বধ, বজ্র,  
অর্ক, কুংস, কুলিশ, তুজ, তিগ্ম, মেনি, স্বধিতি, সায়ক,  
পরশু। (বেদনিং ২।২০)

বজ্রের উৎপত্তিবিষয়ে পুরাণানুসারে নানা মত দেখিতে  
পাওয়া যায়। মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা রবিকে  
ক্রমিয়ায় ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক করিয়াছিলেন, এই  
সহস্র কিরণায়ক পৃথকৃত সূর্য্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল  
এবং ইজের বজ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

“তথৈতাক্রুঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃতা দিবাকরম্।

পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকময়ং ॥

ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্ত বজ্রমিদ্রস্ত চাধিকম্।

বৈতাদানবসংহর্ষণং সহস্রকিরণাঙ্ঘকম্ ॥

রূপক প্রতিমাক্রুৎ ভট্টা পাদাদৃতে মহৎ।

ন শশাঞ্চ তদ্রষ্টুং পাদরূপং রবে: পুনঃ ॥”

(মৎস্তপুং ১১ অ°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র নৈমিত্ত্যাতার  
জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত  
রাখিয়া উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক  
মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ঐ মাংসপেশী গ্রহণ  
করিয়া মর্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ ঐ মাংসপেশী  
অতিশয় কঠিন এবং উর্দ্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে;  
পরে ঐ মাংসপেশী হইতে শতপর্কা কুলিশ উৎপন্ন হয়।

“প্রবিশ্ত জঠরং ততো দৈত্যমাতুঃ পুরন্দরঃ।

দদর্শোদ্ধিমুখং বাসং কটিস্তত্করং মহৎ ॥

ততস্তবাস্তেৎথ দৃশ্যে পেশীং মাংসস্ত বাসবঃ।

ওদ্ধকটিকসঙ্ঘাশং করাত্যাং জগৃহেৎথ তাম্ ॥

ততঃ কোপসমাত্যাতো মাংসপেশীং শতক্লুতঃ।

করাত্যামর্দ্যামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ ॥

উর্ধ্বোদার্কক ববুধে তথোদার্কক ববুধে তথা।

শতপর্কা চ কুলিশঃ সজাতো মাংসপেশিতঃ ॥”

(বামনপুং ৬৮ অ°)

ভাগবতে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র বৃজাসুর-বধের জন্য দ্বীচি-  
মুনির অস্থিধারা বিশ্বকর্মাকে বজ্রনির্মাণ করিতে আদেশ  
করেন। বিশ্বকর্মা ইজের আদেশে দ্বীচিমুনির অস্থি দ্বারা  
বজ্র প্রস্তুত করেন। ইন্দ্র এই বজ্রদ্বারা বৃজাসুরকে বধ  
করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৬।১০—১১ অ°) [ভাষ্কতি দেখ।]

আহিকতবে লিখিত আছে যে, যখন ভদ্রানক বজ্রনির্মাণ  
হয়, সেই সময় পূর্ক বা উত্তরমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার  
স্মরণ করিলে বজ্রতর বিদ্রুত হয়।

“প্রচণ্ডপবনাতো মেঘেযু তনিতেষু যঃ।

ত্রিঃ পঠেৎজমিনীয়োহস্মি প্রাযুধো বাপ্যুদযুধঃ।

ততঃ মাত্ত্বতরং যোরং বিদ্রাতীয়োঃবসীদতি ॥”

(আহিকতবধৃত ব্রহ্মপুং)

অতিরিক্ত মহাপাতক না হইলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় না।  
নারিকেলাদি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্রপাত হইতে দেখা যায়। বজ্র-  
পাতনের পর সেই গাছ মরিয়া যায়। অনেক সময় বজ্রাঘাতে  
মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মৃতিকায় পুতিয়া রাখিলে ষাঁচতে  
দেখা গিয়াছে। ইষ্টকনির্মিত গৃহে বজ্রপাত হইলে সেই স্থান  
চূর্ণ হইয়া যায়।

ইংরাজীতে বজ্রকে Thunder-bolt বলে। ইহা মেঘ-  
বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে জন্ম বিদ্যুতের সহিত উৎপন্ন হয়। ঐ  
ঘর্ষণের শব্দ উখিত হইলে তাহা বজ্রের ডাক বলিয়া কথিত।  
প্রবাদ আছে, গোবরগাঙ্গার বা কদলী বৃক্ষে বজ্র নিপতিত হইলে  
আর উপরে উঠিতে পারে না। অনেকে বলেন, বজ্র দেখিতে  
লোহশলাকার ছায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [বিদ্যাহ দেখ।]

২ রত্নবিশেষ, হীরক। পর্যায়—ইন্দ্রাবুধ, হীর, তিত্তর,  
কুলিশ, পবি, অভেনা, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, হটকোণ,  
বহুধার, শতকোটি। গুণ—বজ্রসোপেত, সর্বরোগাপহারক,  
সকলপাপনাশক, সৌখ্যকর, দেহশার্ভ্যকারক ও রসায়ন। (রাজনিং)  
[বিশেষ বিবরণ হীরক শব্দে দেখ।]

৩ বালক। ৪ খাত্রী। (মেদিনী) ৫ কাজিক। (ধর্মনি)  
৬ বজ্রপুন্ড। (শব্দরত্না) ৭ লোহবিশেষ, এই বজ্রলোহ  
অনেক প্রকার, যথা—নীলগণ্ডি, অরুণাত, দোরক, নাগকেশর,  
তিত্তিরাল, বর্ণবজ্র, শৈবালবজ্র, শোণবজ্র, রোহিণী, কাফোল,  
প্রদ্বিবজ্রক, মদনাখ্য। এই লোহের নামানুসারে চিহ্ন সকল  
থাকে। ৮ অত্রবিশেষ। তাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিবরণ  
এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ইহা বখন কুম্ভারগণকে নিহত করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করেন, তখন ঐ বজ্র হইতে অগ্নিতুলিৰ্গত হইয়া তরানক শব্দে সহিত পৰ্ব্বতশিখরে পতিত হয়। যে যে পৰ্ব্বত-শিখরে ঐ অগ্নিকণা নিপতিত হইয়াছিল, তথায় অগ্নের উৎপত্তি হয়। বজ্র হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বজ্র হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ, কজ্জির, বৈষ্ণব ও শূদ্রভেদে চারিভাতি। ব্রাহ্মণভাতির অস্ত্র গুরুবর্ণ, কজ্জির—রক্তবর্ণ, বৈষ্ণব—নীলবর্ণ, এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। যেতবর্ণ রোগ্য সংস্কারবিষয়ে, রক্তবর্ণ অস্ত্র মসারসে, নীলবর্ণ অস্ত্র স্বপ্নসংস্কারবিষয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্র পক্ষ্মরোগে প্রশস্ত।

পিনাক, দর্দূর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অস্ত্র। ইহার মধ্যে বজ্র নামক অস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজ্রের দ্বার হিরণ্যে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অস্ত্র অস্ত্র সকল অস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্যাসা অরাদিরোগ প্রশমিত হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। অস্ত্রশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত অস্ত্রই গুণকায়ক।

শোধিতের গুণ—কষার, মধুরস, শীতবীৰ্য, আয়ুৰ্জ, ধাতু-বর্দ্ধক এবং ত্রিষোণ, ত্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্রীহা, উমর, গ্রন্থি, বিষ ও কুমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক, বীৰ্যবর্দ্ধক, অত্যন্ত কোমলতাজনক, পরমায়ু-বর্দ্ধক, পুত্রজনক, সিংহ সৃষ্ণ বিক্রমজনক, অকালমৃত্যুনাশক, এবং প্রত্যহ একশত স্ত্রী রমণ করিবার শক্তিজনক।

অশোধিতের গুণ—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং কুষ্ঠ, ক্রম, পাণ্ডু, শোথ, ক্ষুধাত ও পার্শ্বগত বেদনা এবং শরীরের গুরুতা উৎপাদক। (ভাবপ্র.) [অস্ত্রশব্দ দেখ]

৯ কোকিলাক্ষয়ক। ১০ যেতকুশ। (রাজনি.) ১১ সেহু-বৃক্ষ। (ভাবপ্র.) ১২ ত্রীকটকের প্রপৌত্র, কক্ষিণী গর্ভজাত প্রত্নারের পুত্র। (গরুড়পু. ১৪৪ অঃ, ভাগবত ১০।১০ অ০)

১৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।১১-১২)

১৪ বিকটাদি সপ্তবিংশতিবোলের অন্তর্গত পঞ্চম যোগ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্রবোলের আদি ৯ বৎ নিম্নলিখিত, অর্থাৎ এই নয় বৎ বায়ুদি কোন গুণ কর্তৃক কল্পিত নাই।

১৫ তাকাদো পক্ষ বিকটে সপ্ত শূল চ নাড়িকাঃ।

পঞ্চদ্বারাতরোঃ বট চ নব বর্ষণবজ্রোঃ।

বৈষ্ণবভ্যাতীপাতো চ সমস্তো পরিবৃক্ষয়েৎ ॥ (জ্যোতিষ)

যদি কোন দানক এই বোলে প্রদর্শন করে, তাহা হইলে দানক গুণী, গুণগ্রাহী, কলানু, জেনবী, রত্ন ও বজ্রাদি পরীক্ষক এবং পক্ষ্মনাশক হইয়া থাকে।

“গুণী গুণগ্রাহী কলানু বহোলাঃ পক্ষ্মনাশকাদিগণকঃ ॥”

বজ্রাতিধানে যদি তেৎ প্রত্যহো কল্পোক্ষঃ ত্রিগুণকামিনীনাং ॥

(কোম্মিগ্রহীপ)

১৬ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিকিৎসাবিশেষ।

বজ্রক (স্ত্রী) বজ্রসংস্কার কন্। বজ্রকর। (রাজনি.) ২ সর্কতোভ্রতচক্রের অন্তর্গত সূর্য্যভোগ্য নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রাস্ত্রক উপগ্রহবিশেষ।

“সূর্য্যভোগ্য পঞ্চম খিষ্টাং জ্যেষ্ঠং বিদ্যাম্বাতিধম্।

শুভকষ্টমগং প্রোক্তং সপ্তপাতং চতুর্দশ ॥

কেতুমষ্টাদশং প্রোক্তমুদা ত্রাদেকবিংশতিঃ।

সাবিশেষিতং কণা ত্রয়োবিংশক বজ্রকম্।

নিখাতক চতুর্বিংশমুদা অষ্টাবুপগ্রহাঃ ॥” (জ্যোতিষ)

বজ্রকক্ষার (পুং স্ত্রী) বজ্রকর। (বৈষ্ণবনিং)

বজ্রকঙ্কট (পুং) বজ্রঃ কঙ্কটো দেহাবরণমন্ত। হনুমান্।

বজ্রকণ্টক (পুং) বজ্রত কণ্টকমিব তথারকত্বাৎ। সুহীমক।

(ভট্টাচার্য) ২ কোকিলাক্ষয়ক, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনিং)

বজ্রকণ্ঠশাল্মলী (স্ত্রী) নরকভেদ। ভাগবতের মতে অষ্টাবিশতি নরকের মধ্যে এই নরক জ্যেষ্ঠতম। যে সকল পাপী সর্কান্তি-গামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে।

“যদ্বিহ বৈ সর্কান্তিগমন্তমুদ্য নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টক-শাল্মলীমারোপ্য নিরুধ্বিষ ॥” (ভাগবত ৫।২৬।২১)

বজ্রকন্দ (পুং) বজ্রাকারঃ কন্দোহস্ত। বজ্রকর্ণ, চলিত সক্র-কন্দ আলু। (রত্নমাং) ২ তালবৃক্ষের শিরোমন্ডা, তালের মাতি। ৩ বনশূর, বুনো ওল। (বৈষ্ণবনিং)

বজ্রকপাটমৎ (ত্রি) বৃদ্ধ দারবৃক্ষ।

বজ্রকপালিন (পুং) বজ্রকপালোহস্তাতীতি ইনি। বুদ্ধবিশ্বব, পর্যায়—হেরণ, হেরক, চক্রসম্বর, দেব, নিগুণীশ, শশিশেখর, বজ্রটাক। (হের)

বজ্রকর্ণ (পুং) বজ্রকন্দ, চলিত সক্রকন্দ আলু। (রত্নমাং)

বজ্রকাজিক (স্ত্রী) ত্রীমোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রমত্ত-প্রণালী—কাজি ১ সেহ, কন্ধার্থ পিপুল মূল, পিপুল, গুঁঠ, বদানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, হারুহরিদ্রা, বিটলম্ব, সচল লবণ এই সকল দ্রব্য নিমিত্ত এক পল, পাকার্থ জল ৪ সেহ, শেষ কাথ ১ সেহ, দধা নিরয়ে পাক করিবে। ইহা কক সহিত পের। ইহা সেবন করিলে ত্রীবিধের অগ্নিবৃদ্ধি ও আমশূল, এবং কক নষ্ট হইয়া বল বীৰ্য ও ভলম্ব বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং)

বজ্রকায়ক (পুং) নবী নামক গম্ভ্র্য। (বৈষ্ণবনিং)

বজ্রকালিকা (স্ত্রী) বজ্রোপলক্ষিতা কালিকা। ১ মাহাদেবী। ২ শাক্যহুনির মাতা।



বঙ্গকালী (স্ত্রী) ১ জিনশক্তিভেদ। ২ বিশ্ববৈদ্যুতিকভেদ।  
বঙ্গকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহার প্রত্যঙ্গ ও কাঁট  
কাটিয়া পর্ত করে। বঙ্গকীটে যে শিলা কাটিয়া ছিন্ন করে;  
তাহাই সচল গজকীলিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। [ বঙ্গবংশি বৈশ্য। ]

বঙ্গকীল (পুং) বঙ্গ।

বঙ্গকুকি (স্ত্রী) পর্ততত্ত্বভেদ।

বঙ্গকুট (পুং) ১ বঙ্গের পর্তত। "সবঙ্গকুটাকনিপাতবেগবিশিষ্ট-  
কুকি: স্তনয়নুদান্।" (ভাগবত ৩.১৩।২৮) ২ পর্ততভেদ।  
(ভাগবত ৫।২০।৪) ৩ হিমালয়শিখরস্থিত প্রাচীন নগর।

বঙ্গকৃচ্ছ (পুং) প্রারম্ভিকবিশেষ।

বঙ্গকেতু (পুং) অশ্বভেদ, নরকরাজ। (মার্কণ্ডেয়পুং ২১।২২)

বঙ্গকার (স্ত্রী) বঙ্গসংজ্ঞক কার্য। কারবিশেষ। পর্যায়—  
বহুক, কারপ্রের্ত, বিদারক, লার, চন্দনার, ধূমোখ, ধূমজাকক।  
গুণ—অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কারক, রোচন; শুষ্ক, উদরশীড়া, বিষ্টভ  
ও প্রদানশক।

২ প্রীহরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রোক্ত প্রণালী—  
সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব লবণ, কাচ লবণ, ববকার, সৌবর্জল লবণ,  
সোহাগা, ও সাতিকার, সমভাগ চূর্ণ, আকন্দ হৃৎ ও সীজ দুই  
তিন দিন ভাবনা দিয়া একটা তামার পাত্রে বন্ধ করিয়া লেপ  
দিবে, পরে উহা পুটপাক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু,  
ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চূর্ণমিশ্রিত করিয়া কারের  
অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে  
স্থির করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে  
উষ্ণ জল অল্পপান, রেয়ার আধিক্য থাকিলে শুভ, শিতের  
আধিক্যে গোমুত্র এবং ত্রিদোষহৃৎ হইলে কীজি অল্পপানের  
সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার  
উদরী, শুষ্ক, শূল, অরিমান্দা, অজীর্ণ ও প্রীহাদি রোগ আত  
প্রশমিত হয়। (রসেসারসং প্রীহরোগাধি°)

বঙ্গগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বঙ্গগড়, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা গিরিহর্গ।

বঙ্গগুণ্ডুলু, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসং°)

বঙ্গগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীটভেদ। (বৈভকনি°)

বঙ্গঘাত (পুং) বঙ্গপাত।

বঙ্গঘোষ (ত্রি) বঙ্গগতনের বড়বড় শব্দ। জীমুতবঙ্গ।

বঙ্গচর্ম্মন (পুং) বঙ্গক চর্ম্মত চর্ম্ম বস্ত্র। খল্লা, পশুক, পতঙ্গ।

বঙ্গচূক্ষু (পুং) গুহ্রপক্ষী। (বৈভকনি°)

বঙ্গচিহ্ন (স্ত্রী) বঙ্গাঙ্কিত বা বঙ্গের ভায় দাঁশ।

বঙ্গজিহ (পুং) বঙ্গ জরতি তত আঘাত লবনোদেতি, জি-  
কিপ, তুঙ্গগদম্ভ। গরুড়। (হেম)

বঙ্গজল (পুং) বিদ্যুৎ। সৌরাদিনী।

বঙ্গজালা (স্ত্রী) বস্ত্র জালা। ১ কুস্মিণি। (হসাহস)

"বঙ্গজালাভরমঃ শাশলশাত্তরালকং।" (মৎস্যপুং ১২১।১৪)

২ বিরোচনের পৌরী।

বঙ্গটক শাস্ত্রী, ভবানন্দীচরণ ও বঙ্গটকীর ভায়ব্রহ্মপ্রণেতা।

বঙ্গটাক (পুং) বঙ্গেশ বঙ্গকপালেন টাকতে প্রকাশতে ইতি  
টাক-ক। বঙ্গকপালি নামক বৃক্ষ। (ত্রিকা°)

বঙ্গডাকিনী, বৌদ্ধভাস্করগণের উপাত্ত ডাকিনী মূর্তিভেদ।  
নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পূজা প্রচলিত আছে, তথায়  
অষ্ট বিধ ডাকিনী বৃষ্ট হয়; যথা—বেতবর্ণা লাতা, পীতবর্ণা মালা,  
রক্তবর্ণা শীতা, ভ্রামবর্ণা মৃত্যু, তরুণা পুশহতা পুশা, পীতবর্ণা  
মুগহতা মুশা, রক্তবর্ণা শীপহতা শীপা এবং গন্ধহতা হরিংবর্ণা  
গন্ধা। এই অষ্ট বঙ্গডাকিনীকে অনেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর  
বলিয়া মনে করেন।

বঙ্গগণা (স্ত্রী) রসমীভেদ। (পা° ৪।১।৫৮)

বঙ্গতর (পুং) গাখন্দীর মসলাবিশেষ।

বঙ্গতীর্থ, তীর্থভেদ। বঙ্গতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিতার পরিচয়  
আছে।

বঙ্গতুণ্ড (পুং) বস্ত্র বঙ্গতুল্য কঠিনং তুণ্ডং বস্ত্র। ১ গরুড়।

২ গণেশ। (ত্রিকা°) ৩ গৃহ। ৪ মশক। (রাজনি°)

৪ মূহীযুক, সীলগাহ। (ত্রি) ৫ বস্ত্রতুণ্ডধর। (ভাগবত ৫।২৬।৩৫)

বঙ্গতুল্য (পুং) বস্ত্রেশ তুলাঃ। বঙ্গলম্ব।

বঙ্গদংষ্ট্র (পুং) বস্ত্র ইব দংষ্ট্রা বস্ত্র। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ দাকস  
(সাময়গ ৫।৭২।৬) ৩ অশ্বভেদ। (ভাগবত ৮।১০।২০°)  
(ত্রি) ৪ বস্ত্রের ভায় দংষ্ট্রাবৃত্ত। ৫ সহ্যপ্রিণতি একজন  
রাজা। (সহ্য° ৩৩।১০২°)

বঙ্গদক্ষিণ (ত্রি) বঙ্গঃ দক্ষিণে দক্ষিণহতে বস্ত্র। দক্ষিণ হতে

যারা বঙ্গবৃত্ত। "অবস্তবো বৃষগং বঙ্গদক্ষিণং" (অক° ১।১০।১১°)

'বঙ্গদক্ষিণং বঙ্গবৃত্তেন দক্ষিণহতোপেতেন' (সায়ণ)

বঙ্গদন্ধু (ত্রি) বঙ্গাধি যারা দন্ধ। চিকিৎসাসারে বঙ্গদন্ধের  
ভাপজালানিবারণবিষয়ক একটা বিধি আছে।

বঙ্গদণ্ড (ত্রি) হীরকশোভিত বস্ত্র। (দেবীপুরাণ)

বঙ্গদণ্ডক (স্ত্রী) শুভভেদ।

বঙ্গদন্ত (পুং) ১ ভগবত্তের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বৌদ্ধ-  
প্রেক্ষারভেদ। (হুবিরা° ১।৩২°)

বঙ্গদন্ত (পুং) বসুধি কঠিনা দন্তা বস্ত্র। ১ শূকর। ২ মুদিক।

বঙ্গদন্তা, নদীভেদ। (বিবিধর° ১০।১)

বঙ্গদশন (পুং) কল্পবিদ্য কঠিনং দশদশত। ১ শূকর।  
(হেম) ২ কল্পদন্ত।

বজ্রদাম, কচ্ছপাতকংশীর একজন রাজা, লক্ষণের পুত্র। ইনি গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাঙ্গি অধিকার করিয়াছিলেন।

বজ্রদৃঢ়নেত্র (পুং) বজ্ররাজভেদ।

বজ্রদেশ (পুং) জনপদভেদ।

বজ্রদেহ (ত্রি) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ। ২ বলরাম।

বজ্রক্রো (পুং) বজ্রব্যাকো ক্রমঃ। বৃহীযুক। (অমর)

বজ্রক্রম (পুং) বজ্রব্যাকো ক্রমঃ। বৃহীযুক, সীতগাছ।

‘সেহওঃ সিংহতুওঃ ভাষ্যী বজ্রক্রমোহপি চ।’ (ভাবপ্রা.)

বজ্রক্রমকেশরবজ্র (পুং) গন্ধর্বরাজভেদ।

বজ্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। বজ্রস্ত ধরঃ। ১ ইন্দ্র।

(হলায়ুধ) ২ বৌদ্ধভাবিশেষ। (ত্রিকা) ৩ বল্লালপুরাধিপতি রাজবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮।৪৪০)

বজ্রধর, বৌদ্ধতত্ত্ব বর্ণিত আবিবৃদ্ধভেদ। তিব্বতীয় বৌদ্ধতত্ত্ব মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহ্যপতি, সকল তথাগতের প্রধান মন্ত্রী, অমাদি, অনন্ত ও বজ্রস্ব। অপদেবতাগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া শপথ করে যে বুদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে কখন তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা।

কোন কোন বৌদ্ধতত্ত্বমতে বজ্রস্ব ও বজ্রস্ব দুই জন ভিন্ন। বজ্রধর্মই আদিদেব, তিনি সম্যক্ সমাধিতে নির্যত অবস্থিত, বজ্রস্ব দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ধ্যানী বুদ্ধের সহিত মায়াবী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, বজ্রধর্মের সহিত বজ্রস্বের সেইরূপ সম্পর্ক।

বজ্রধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পত্নীভেদ।

বজ্রনথ (ত্রি) নৃসিংহ। (তৈত্তিরীয় আ. ১০।১।৬)

বজ্রনগর (স্ত্রী) দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভপ্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (হরিব.)

বজ্রনাভ (ত্রি) ১ কন্দারুচর মাতৃভেদ। ২ দানবরাজভেদ।

৩ রাজা উকথের পুত্র। ৪ উন্নাতের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র।

৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ।

বজ্রনাভীয় (ত্রি) বজ্রনাভ নামক দানবসম্বন্ধীয়।

বজ্রনারাচ (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ। “এতত্ত্ব বজ্রনারাচং পট্টোদ্ধিত-মিথং জগৎ।” (লোকপ্রা. ৪০।১)

বজ্রনির্বোধ (পুং) বজ্রত নির্বোধঃ। বজ্রজনিত শব্দ। (হলায়ুধ)

বজ্রনিষ্পেষ (পুং) বজ্রাণ্য নিষ্পেষঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ। বজ্রনির্বোধ।

মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ। বজ্রনির্বোধ। পর্যায়—ক্ষুর্জধ্ব।

বজ্রপঙ্কজ (পুং) ১ দুর্গাতোজভেদ। ২ সছাত্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহা. ৩১।১৬) ৩ দানবভেদ।

বজ্রপত্রিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Asperagus Racemosa)।

বজ্রপানি (পুং) বজ্র পানো বস্তু। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা) ২ ব্রাহ্মণ।

“বজ্রপানির্ব্রাহ্মণঃ ভাং কত্রং বজ্রবধং বৃতম্।

বৈশ্ণা বৈ দানবভ্রাশ্চ কর্ণবজ্রা বকীরসঃ।” (ভারত ১।১৭।৪১)

৩ বৌদ্ধ মতে, দেববোনিভেদ। ৪ ধ্যানী বোধিসত্ত্বভেদ।

নেপাল, ভোট, সিকিম ও ভোটানে এখনও বজ্রপানির দ্বিকুজ-ভীষণমূর্তি পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিমেন-কেন্-ফ্রেঙ্গ নামক ভোটগ্রামে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বুদ্ধ মেরু-শিখরে সমবেত হইলেন। কিন্তু সে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত আকৃত হইবে, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য সকলে সন্নিহিত! তৎকালে অমুরেরা মানবকাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়া সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল; এখন অমৃত বিতরণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্যোগ। বুদ্ধগণ মেরু দ্বারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি ভাসিয়া উঠিল! বজ্রপানির উপর সেই অমৃতরক্ষাতার অর্পিত হইল। ঘটনাক্রমে রাহ বোধিসত্ত্বগণের গুপ্তকাণ্ড জানিতে পারিল এবং বজ্রপানির অসাক্ষাতে কুন্ত নিঃশেষ করিয়া অমৃত পান করিয়া পলাইল। বজ্রপানি পরে অমৃতাপহরণ জানিতে পারিয়া রাহকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। প্রথমে সূর্যালোকে গেলেন। সূর্য্য রাহর তরে প্রকৃত সংবাদ না দিয়া এক জনকে বাইতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বলিলেন। তথা হইতে বজ্রপানি চন্দ্রলোকে আসিলেন। চন্দ্র সমস্ত বলিয়া দিলেন। অবিলম্বে বজ্রপানি রাহকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বজ্রাঘাতে রাহর শরীর দ্বিখণ্ডিত হইল, তাহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিম্নাংশ এককালে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃতপ্রভাবে তাহার প্রাণ রহিল। তৎপরে বোধিসত্ত্বগণ সমবেত হইলেন। রাহর প্রভাবে মহানর্ধকর হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সৃষ্টি-নাশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্ত্বগণের পরামর্শে বজ্রপানি সেই মূত্র পান করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিলেন। তখন বজ্রপানির অমৃতগণ স্নানরূপে বোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের উপর রাহর জাতক্রোধ থাকিল। কেবল বজ্রপানির কৌশলে একবারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বজ্রপানি যখন রাহকে আক্রমণ করেন, তখন রাহর কৃত হইতে অমৃত ক্ষতি হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে খানে বুধানে পড়িল, সেই খানে নানা ভেদক উৎপন্ন হইল। ভোটদেশে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বজ্রপানিমূর্তি আছে, তাহাদের দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বামহস্তে ঘণ্টা পাশ প্রভৃতি এবং কটিদেশে দুগুমালা।

বজ্রপানিহ (স্ত্রী) বজ্রপাণেভ্যঃ হ। বজ্রপানির ভাব, বা ধর্ম।

বজ্রপাত (পুং) বজ্রস্ত পাতঃ পতনং। বজ্রপতন।

বজ্রপাষণ (স্ত্রী) হৃদ পাষণ, চলিত কুলধ্বি। (বৈদ্যকনি.)

বঙ্গপুত্র (স্রী) বঙ্গপুত্র। বঙ্গপুত্র। (বৈদ্যনিঃ ১৭১৩৩)  
 বঙ্গপুত্র (স্রী) বঙ্গপুত্র। বঙ্গপুত্র। (অন্ন) ১ পত-  
 পুত্র, তপস্বী। ব্রিহাৎ চাপ। বঙ্গপুত্র—বঙ্গপুত্র, তপস্বী।  
 বঙ্গপ্রভ (পুং) বিজ্ঞানভেদ।  
 বঙ্গপ্রভাব (পুং) বঙ্গবঙ্গভেদ।  
 বঙ্গপ্রভাবিনী (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ।  
 বঙ্গপ্রায় (বি) বঙ্গের ভায় কঠিন।  
 বঙ্গবান্ধ (পুং) ১ ইজ। (বক ১১৩৬৫৮) ২ রজ। ৩ অরি।  
 ৪ উড়িয়ার একজন রাজা।  
 বঙ্গবীজক (পুং) বঙ্গবীজ কঠিন বীজক কন। মতাকরক।  
 বঙ্গভূমি (স্রী) নগরভেদ।  
 বঙ্গভূমিরজস (স্রী) বৈজ্ঞানিক মণি। (বৈদ্যনিঃ)  
 বঙ্গভূমি (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ।  
 বঙ্গভূমি (স্রী) বঙ্গের ভূমি বিশেষ, শুভাঙ্গ। ৩৭—কটু, উষ্ণ,  
 বাস, বিজ্ঞা, কপ্প, কর্ণরোগ, বাতজন, পীনস প্রভৃতি  
 রোগনাশক। (বৈদ্যনিঃ)  
 বঙ্গভূম (বি) বঙ্গ বিজ্ঞান-ভূ-কি-পুত্র ৫। ইজ।  
 (বক ১১৩০০১২)  
 বঙ্গভৈরব, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাত্ত এক ভীমকার বিকট  
 ভৈরবমূর্তি। ভোটদেশে ইহাই সম্রাটক শিবমূর্তি বলিয়া পূজিত।  
 ইহার বহুমুখ ও বহুভূত। সর্ব নিয় মূখী মহিবমুখাকার।  
 হস্তে নানা প্রহরণ। পদতলে বৌদ্ধমূর্তি বৈদ্য অসংখ্য পাকও  
 নিপতিত।  
 বঙ্গমণি (পুং) হীরক।  
 বঙ্গময় (বি) বঙ্গ-বঙ্গপে ময়ট। বঙ্গবঙ্গপ, বঙ্গভূম।  
 ব্রিহাৎ ভীপ।  
 বঙ্গমিত্র (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১১৬)  
 বঙ্গমুকুট (পুং) রাজা প্রতাপ-মুকুটের পুত্র।  
 বঙ্গমুষ্টি (বি) ১ ইজ। (রামায়ণ ৬।৭২।২২) (পুং)  
 ২ রাজসভেদ। (রামা ৫।১৮।১৪) ৩ আরণ্য পূর্ণকন,  
 পূর্ণকন কন্যভেদ। (বৈদ্যনিঃ)  
 বঙ্গমুলী (স্রী) বঙ্গবীজ কঠিন মূল বঙ্গা। মাপপূর্ণী। (রাজনিঃ)  
 বঙ্গমূল্য (স্রী) অমূল্য বস।  
 বঙ্গবোণ, কলিত বোজিলাক বোণবিশেষ।  
 বঙ্গবোণিনী (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ। ২ জাকাজেলার অন্তর্গত  
 এনিক প্রাণ। প্রাচীন বাজালাপ্রাণ বঙ্গবোণিনী নামে খ্যাত।  
 বঙ্গবন্ধ (পুং) বঙ্গবীজ বন্ধ বস। কঠিন।  
 “বঙ্গবান্ধব কণ্ড ভাং কণ্ড বঙ্গবন্ধ বস”।  
 (ভগবত ১।১৩৫।৫১)

বঙ্গবন্ধ (পুং) বঙ্গবীজ বন্ধ বস। ১ পুত্র। ২ বঙ্গবন্ধ বস।  
 বঙ্গবান্ধ (স্রী) নগরভেদ।  
 বঙ্গবান্ধ (বি) বঙ্গের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট।  
 বঙ্গবান্ধ (স্রী) বঙ্গবীজ কঠিন। [ বৈদ্যনিঃ বৈদ্য ]  
 বঙ্গবান্ধ (পুং) গাখনির মনলাভেদ। অগ্নি ভিন্দুক, অগ্নি  
 কপিথ, পাখলীপুল, পল্লবীর বীজ, ধ্বন-বঙ্গ ও বস, ব্রোণ  
 পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া উহার অষ্টভাগাংশের কাথ প্রস্তুত  
 করিবে; পরে মাঝাইয়া তাহাতে শ্রীবাস-করল, শুণ্ডগুণ, তজ্জাক,  
 কুশুক, মূল্য, অকনী ও বিব প্রভৃতি দ্রব্যের কক সংযোগ করিলে  
 বঙ্গবান্ধ প্রস্তুত হয়।  
 এই বঙ্গবান্ধ উত্তম করিয়া প্রাণাধ, হর্ষা, বলভী, লিঙ্গ,  
 প্রভিহা, কুজ ও কুপে বিলেপন করিলে, তজ্জাক সাহায্যে  
 বর্ষাকাল দ্বারী হয়। শাকা, কুশুক, শুণ্ডগুণ, গৃহবন, কপিথ,  
 বিববীজ, নাগবল্লব, ভিন্দুক, মলকল, মধুক, মজিষ্ঠা,  
 সর্ষপ ও আমলকের কক মিশাইলে দ্বিতীয় প্রকার কক প্রস্তুত  
 হইয়া থাকে। গো, মহিষ ও হাংগের মূত্র, পদ্বতরোম, মহিবের  
 চর্ক, গব্যমূত্র এবং লিঘ ও কপিথরসে কক করিয়া মিশাইলে  
 বঙ্গবান্ধ নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (বৃহৎসংহিতা ৫৭ অঃ)  
 সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বঙ্গবন্ধ কঠিন হইয়া উঠে  
 বা তবৎ পৃষ্ঠদেশের থাকে, তাহাকে বঙ্গবান্ধ বলা বাইতে পারে।  
 “বঙ্গবান্ধ কুজ পাণ্ড বঙ্গবান্ধো ভবিষ্যতি।” (ভীষ্মভবিষ্যি)  
 বঙ্গবান্ধ (বি) বঙ্গবান্ধেরা সম্বন্ধ।  
 বঙ্গবান্ধ (স্রী) ১ কান্তবান্ধ। বৈদ্যনিঃ ২ চূষক।  
 বঙ্গবটকমুগু (স্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
 গোমুত্রে শোধিত মগুচূর্ণ ৬ পল, পাখার গোমুত্র ৬ সের,  
 পাক শেষ হয় হয় একপ সন্মানে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ একপ  
 করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাঝ  
 পরিমাণ বটক প্রস্তুত করিতে হয়। অল্পপান তত্ত্ব। একপ  
 দ্রব্য—পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, দেবদারু, জিকলা,  
 বিড়ক, মূতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এই মগুচূর্ণ সেবন  
 করিলে পাণ্ড, অর্প, গ্রহণী, উরুভক্ত, কনি, প্রাণ প্রভৃতি রোগ  
 আত প্রপদিত হয়। (ভৈষজ্যসংগ্রহ পাণ্ডুরোগাধিঃ)  
 বঙ্গবটী (স্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পাণ্ড, চিতা,  
 মরিচ, প্রত্যেক এক ভাগ, পদ্ম ২ ভাগ, কাঠফুলের রসে  
 একদিন মর্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, কহড়া, শুঠ, পিপুল,  
 মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৭ বার করিয়া ভস্মাভি  
 বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অল্পপান এবং ঔষধের দ্বারা  
 বোমের বলাবল অল্পপানে বির করিলে। এই ঔষধসংগ্রহে শুঠ ও  
 পাণ্ডা রোগ প্রশমিত হয়। (রসেসংগ্রহ কুষ্ঠরোগাধিঃ)

বঙ্গবধ (পুং) ১ বঙ্গপতন দ্বারা বৃত্ত। ২ গুণকায়ভেদ।  
(Cross multiplication) \*

বঙ্গবরচন্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজভেদ।

বঙ্গবর্ষন, একজন প্রাচীন কবি।

বঙ্গবল্লী (স্ত্রী) বঙ্গমিব কঠিনা বল্লী। অহিসংহারকলতা।

চলিত হাড়কোড়া বা হাড়তাল লতা। (হারাবলী)

বঙ্গবাটল (বেশজ) অতিশয় দৃঢ়।

বঙ্গবারক (ত্রি) বঙ্গনিবারণকারী, যাহাদের নাম করিলে বঙ্গভর নিশাশিত হয়। জৈমিনি, স্তম্ভ, বৈশম্পায়ন, পুলহ ও পুলহ এই পাঁচ জন ঋষির নাম করিলে বঙ্গপাতভর হয়, এইজন্য এই পাঁচ জন বঙ্গবারক বলিয়া অভিহিত।

\*জৈমিনিস্ত স্তম্ভস্ত বৈশম্পায়ন এব চ।

পুলহাঃ পুলহশ্চৈব পঠেতে বঙ্গবারকাঃ। (পুরাণ)

বঙ্গবারাহী (স্ত্রী) মায়াদেবী। পর্যায়—মারিচী, ত্রিসুখা, বঙ্গ-কালিকা, বিষ্ণুটা, গৌরী, পাতীয়াখা। (ত্রিকা০)

বঙ্গবাহনিকা, বঙ্গবাহিকা (স্ত্রী) বজ্রেশ্বরী বিদ্যা।

(লিঙ্গপুং ২৫১অঃ) [বজ্রেশ্বরী বিদ্যা দেখ]

বঙ্গবিদ্রাবিণী (স্ত্রী) বোধ দেবীভেদ।

বঙ্গবিষ্ণু (পুং) গজ্জের পুত্রভেদ।

বঙ্গবিহত (ত্রি) বঙ্গপাত দ্বারা আহত।

বঙ্গবীজক (পুং) বহুকনাম লতাভেদ।

বঙ্গবীর (পুং) মহাকাল নামক মূর্তিভেদ।

বঙ্গবৃক্ষ (পুং) বঙ্গনিবারকো বৃক্ষঃ। সেহও বৃক্ষ, সীজ গাছ।

বঙ্গবেগ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ বিভাধরভেদ।

বঙ্গশল্য (পুং) বঙ্গমিব কঠিন শল্য গাংলোম শলাকা যন্ত।  
শল্যক নামা জন্ত, চলিত সজার। (রাজনি°)

বঙ্গশাখা (স্ত্রী) বঙ্গেশ্বরী প্রবর্তিত জৈনধর্মসম্প্রদায়ভেদ।

বঙ্গশিষ্য (পুং) কৃষ্ণর পুত্রভেদ।

বঙ্গশৃঙ্খলা (স্ত্রী) বঙ্গবৎ শৃঙ্খল যন্তাঃ। জৈনমতে, বোড়শ বিভাদেবীর একতম। (হেম)

বঙ্গশৃঙ্খলিকা (স্ত্রী) বঙ্গাধি। চলিত কুলেখাড়া, হিন্দী—তালমাখনা, কলিঙ্গ—কোকিত্তা, বম্বে - বিখরা।

বঙ্গসংঘাত (পুং) ১ বঙ্গদগ্ধ কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্ব)  
৩ গাথনির মসলা বিশেষ। অষ্টভাগ সীসক, বিভাগ কান্ত ও একভাগ রীতিকা যোগে “বঙ্গসংঘাত” নামক কঠিন মিশ্রধাতু উপর হইয়া থাকে।

বঙ্গসংহত (পুং) বৃদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

বঙ্গসব (পুং) ধানী বৃদ্ধভেদ। [বঙ্গধর দেখ।]

বঙ্গসহাযিকা (স্ত্রী) ধানী-বৃদ্ধের পত্নী।

বঙ্গসমাধি (পুং) বৌদ্ধমতে = চিত্তের যোগসমাধি বিশেষ।

বঙ্গসমুৎকর্ণ (ত্রি) ১ হীরকখোদিত। ২ কঠিন বস্তুরা উৎখাত।

বঙ্গসিংহ (ত্রি) ১ একজন হিন্দুরাজ।

বঙ্গসার (ত্রি) বঙ্গবৎ সারঃ। ১ বঙ্গ সনান সার, বজ্রের তুল্য সারযুক্ত। ২ হীরক।

বঙ্গসারময় (ত্রি) বঙ্গসারস্বরূপে সমৃদ্ধ। বঙ্গসারসদৃশ।  
হীরকনির্মিত।

বঙ্গসূচিটো (স্ত্রী) ১ হীরক নির্মিত সূচি। ২ শঙ্করাদির্বা বিরচিত উপনিষদভেদ।

বঙ্গসূর্য্য (পুং) অতিসারবহাৎ বঙ্গমিব তেজস্বিহাৎ সূর্য্য ইব।  
বৃদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা°)

বঙ্গসেন (পুং) ১ শ্রাবতিপুরীর একজন রাজা। ২ আচার্য্যভেদ।

বঙ্গস্থান (স্ত্রী) নগরভেদ।

বঙ্গস্থামিন্ (পুং) জৈন সপ্তদশ পুর্নীর একতম। (হবিরা° ১৩)

বঙ্গহস্ত (ত্রি) বজ্র হস্তে যন্ত। বঙ্গপাদি, ইন্দ্র। (ভৃক ১৭৩।১০)

এই অর্থে অগ্নি, মরুদগণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। স্ত্রিয়াং

টাপ্ বঙ্গহস্তা—২ সমিধভেদ। ৩ বৌদ্ধদেবীভেদ।

বঙ্গহস্ত দেব, গঙ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্গের  
অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।  
তাঁহার পিতার নাম কামার্ব ও মাতা বিনয়মহাদেবী।

বঙ্গহুণ (স্ত্রী) নগরভেদ।

বজ্রা (স্ত্রী) বজ্রতি গজ্জতীতি বজ্র গতো রক্ত টাপ্। ১ মৃদু-  
বৃক্ষ। ২ গড়ুচী। (মেদিনী°) ৩ চূর্ণ।

“বজ্রাহুণকরী দেবী বজ্রা তেনোশগীরতে।” (দেবীপুঃ ৪৫ অ°)

বজ্রাংশু (পুং) ত্রীকুঙ্কের পুত্রভেদ।

বজ্রাকর (পুং) হীরকখনি।

বজ্রাকৃতি (ত্রি) বজ্রের দ্বার আকৃতিবিশিষ্ট। চিকা+বা  
কৃশের দ্বার আকৃতি। পূর্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বর্ণ  
সংজ্ঞায় যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, তাহা বজ্রাকৃতি বলিয়া কথিত।

বজ্রাধ্য (স্ত্রী) বজ্র আধ্যা যন্ত। ১ বঙ্গপাখা, ফুলখড়ি।

(পুং) ২ সেহও বৃক্ষ। (স্তম্ভত চি° ৯ অ°) ৩ বঙ্গশকার্য।

বজ্রাঘাত (পুং) ১ বঙ্গপাত। ২ আকস্মিক দৃষ্টিনা বা বিপদ।

বজ্রাক্রিত (ত্রি) বঙ্গচিক্চিক্চ।

বজ্রাক্রুশী (স্ত্রী) তত্রাক্রুশেবী বিশেষ।

বজ্রাজ (পুং) বঙ্গমিব অঙ্গ যন্ত। ১ সর্প। (রাজনি°)  
ইহার পাঠান্তর ‘বজ্রাক’। (ত্রি) ২ বঙ্গতুল্য অঙ্গবিশিষ্ট, যাহার  
অঙ্গ বজ্রের দ্বার কঠিন। অর্থে কনু। বজ্রাজক।

বজ্রাজী (স্ত্রী) বজ্রাক-স্ত্রী। ১ গবেধুকা। (শব্দচ°)

২ অহিসংহারী, হাড়তাল লতা। (ভাবপ্র°)

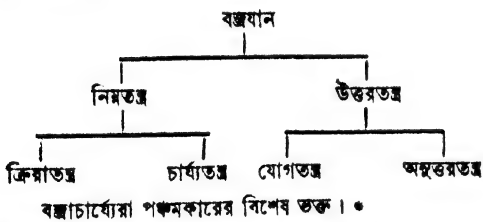
বজ্রাচার্য্য, নেপালের বৌদ্ধতাত্ত্বিক আচার্য্য বা গুরু। তিব্বতে এই বজ্রাচার্য্যই এখন লামা নামে খ্যাত। [ লামা দেখ ]।

বঙ্গদেশের তাত্ত্বিক হিন্দুসমাজে মন্ত্রগুরু বা আচার্য্যের যে স্থান, নেপালে বৌদ্ধসমাজে বজ্রাচার্য্য সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পূজার পাত্র। নেপালের মুণ্ডিতকেশ 'বাড়া' নামক বৌদ্ধ আচার্য্যগণ হুইভাগে বিভক্ত—ভিক্ ও বজ্রাচার্য্য। বাহারা সংসারত্যাগী ও বাহুচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ভিক্ এবং বাহারা গৃহস্থ ও অল্পস্বত্বচর্য্য পালন করেন, তাঁহারা বজ্রাচার্য্য।

বজ্রাচার্য্য গৃহস্থ, স্তত্রাং জী পুত্র লইয়া বিহারে বাস করেন বটে, কিন্তু ইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধসমাজের কার্য্য-করী মন্ত্রণাভাতা, এবং প্রধান মন্ত্রগুরু। এক একটা বিহার এক একজন বজ্রাচার্য্যের অধীন। নেপালের বহুসংখ্যক বিহার আছে, স্তত্রাং বহুসংখ্যক বজ্রাচার্য্যও দেখা যায়। নেপালের কি বাড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত মস্তকে বজ্রাচার্য্যের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে বাধ্য।

[ নেপাল দেখ ]

নেপালের সাধারণ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধগণ বজ্রধারণ করিতে পারেন না, যিনি এই বজ্রধারণে অধিকারী তিনিই বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজ্রাচার্য্যেরা 'গুডাক্' বা 'গুডাল' নামেও খ্যাত। বজ্রাচার্য্যের অমুঠের বা প্রবর্তিত মতই বজ্রযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌদ্ধগণ এক্ষণে বজ্রযান মতাবলম্বী যোর তাত্ত্বিক। এক্ষণে বজ্রযান নিয়োক্তরূপে বিভক্ত :—



বজ্রান্দিত্য (পুং) কাম্বারের একজন রাজা।

বজ্রাভি (পুং) বজ্রত হীরকস্ত আভা ইব আভা বস্ত। > হৃদ-পাষণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হীরকতুল্যানীপ্তিবিধিষ্ট।

বজ্রাভ্যাস (পুং) গুলকভেদ (Cross multiplication)

বজ্রান্দ্রজা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রানুধ (ত্রি) বজ্রং আনুধো বস্ত। > ইজ্র। (ভাগ° ৩।১১।১০) ২ একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রাশনি (পুং) বজ্র। (ত্রিকা°)

বজ্রাসন (স্ত্রী) > বোমের আসনভেদ। ২ বুদ্ধের আসনভেদ।

বজ্রাহিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কোকিলীক বৃক্ষ। (রাজনি°)

বজ্রাহিত (ত্রি) বজ্রাঘাত দ্বারা মৃত।

বজ্রাহিকা (স্ত্রী) কপিকঙ্ক, চলিত আলকুন্দী। (বৈভকনি°)

বজ্রাহু (স্ত্রী) তগরশাহু। (বৈভকনি°)

বজ্রিক্রিৎ (পুং) > ইজ্রবিজয়ী। ২ গরুড়।

বজ্রিন্ (পুং) বজ্রোহিত্যভেতি বজ্র (অত ইনি ঠনো। পা ৪।২।১১৭) ইতি ইনি। বজ্রধারী ইজ্র। ২ বৃদ্ধ বা জৈনসাধু। (ত্রি) ৩ বজ্রবিশিষ্ট। ৪ ইটকাত্তেদ।

বজ্রিণী (স্ত্রী) দেবীমুণ্ডিতভেদ। (সহা° ৩৩।১০২)

বজ্রিবস্ (ত্রি) বজ্রধারী। (অক° ১।২২।১১৪)

বজ্রী (স্ত্রী) বজ্র সৌরাদিবাং জীব্। সুবী ভেদ। (ভাবপ্র°)

বজ্রেশ্বর (পুং) নেপালস্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধমিশ্রিত তাত্ত্বিকচার বিভ্রমণ আছে।

বজ্রেশ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রেশ্বরী বিজ্ঞা, গুণবিভ্যভেদ। ইহার অপর নাম বজ্র-বাহনিকা বিজ্ঞা। যথাবিধি বজ্র নির্মাণপূর্ব্বক এই বিজ্ঞা দ্বারা অভিব্যেক করিবে এবং কাকন দ্বারা তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে কোন জিভেশ্বর ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ জপ করিয়া বজ্রকুণ্ডে দ্যুতাদি দ্বারা তদঙ্গাংশ হোম করিবে। ইহা দ্বারা বজ্র সর্গ শত্রুজয়কারী হইয়া থাকে। এইরূপে জপ দ্বারা পুত্রঃ বজ্র নৃপতিগণ রক্ষা করিবেন।

গুরাকালে ইজ্রের উপকারার্থ ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট হইতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইজ্র বিশ্বরূপের উপদিষ্ট বিজ্ঞা দ্বারা সোমরস গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বরূপকে নিহত করেন। তদ-নন্তর ইজ্র সোমযোগে হতঃ হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজা-পতি ষ্টী তাঁহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইজ্র বলপূর্ব্বক সোমরস পান করিলে, প্রজাপতি 'ইজ্রশত্রু বুদ্ধি হউক' বলিয়া বজ্রে আহুতি প্রদান করিলেন। তাহাতে কালাগ্নিসদৃশ বৃক্ষ নামে অন্তর প্রাহুত হইল। অনন্তর সেই অন্তরবর ইজ্রের পশ্চাদ্ভাবিত হইলে ভরবিহবল ইজ্র ব্রহ্মার পরগণার হইলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দম তুমি এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিব্যেক বজ্র ত্যাগ কর, এখনই তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্রের প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ও কটু অহি ইত্যাদি মন্ত্র। এই ব্রাহ্মীবিজ্ঞা সর্গশত্রুজয়কারিণী। ইহা দ্বারা বশীকরণ, বিবেচ, উচ্চাটন তন্তন, মোহন, তাড়ন, উৎসাহন, ছেদন, মারণ প্রতিবন্ধন, সেনাওস্তন প্রভৃতি সকল কর্মই গাথত্রী দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

“সারাহি বরদে দেবী” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আরাধন-পূর্বক পূজাপাশি বাহ্যার্থ এবং বস্ত্রাদি ক্রিয়াকরত ‘ব্রাহ্মণ-তোহত্যাহুজাতা গচ্ছ দেবী যথা হুৎং’ মন্ত্র দ্বারা দেবীকে বিসর্জন করিবে। তার পর বস্ত্রাহরণপূর্বক হোম করিবে। এই বিজ্ঞা দ্বারা সকল প্রকার কার্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্ত্রাধী জাতিপুশ দ্বারা অবুতজর হোম করিবে। হুতকরবীর দ্বারা হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাজলক পুশ দ্বারা হোম করিলে বিবেচ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু দ্বারা শুভন, তিলহোমে মোহন, খর, গজ বা উষ্ট্র রথিরে ত্যাগন, কুশহোমে পট্টন, মোহীবীজে মারণ ও উচ্চাটন, পান পঙ্ক দ্বারা কন্দন এবং মনঃশিলা হোমে সৈন্তভজন হয়। এতদ্বিধ হুতহোমে সিদ্ধি, ব্রহ্ম হোমে বিজ্ঞি, তিলহোমে যোগ নান, পদ্ম হোমে ধন, মধুকপুশ হোমে কাঙ্ক্ষি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধিহী দ্বারা অবুতজর হোম করিলে সকল প্রকার জরাদি সারিত হয়।

( লিপ্যং ২।৫১-৫২ অঃ )

বজ্রেশ্বরী ( জী ) বাকনীভের।

বজ্র বজ্র, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গওগ্রাম। এই স্থান এখন বাণিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাতা হইতে নিরন্তর মালগাড় রপ্তানীর জন্য রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে প্রায় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে নবাবসৈন্দের সহিত ইংরাজদিগের একটি যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্ত জর্গ অধিকার করে। [ ক্রাইব দেখ। ]

বক, গমন। জ্বাৰি পদার্থে সৰ্ব স্টে। লট্ বকতি। লোট বকত্। সিট্ বক। লুট্ বকিতা। লুট্ অবকীৎ অবকিষ্টাৎ অবকিষ্টঃ। সন্ বিবকিষতে। বট্ বকীষ্যতে। লট্ লুট্ বকীষ্যতি। পিচ্ বকতি, লুট্ অববকৎ। বট্ প্রেলভন। চুরাদি আভ্যাসে। লট্ বকতে।

বক্‌ক ( পুং ) বকতে প্রত্যয়রূপে বক-পিচ্-বট্-লুট্-১ শৃঙ্গ। ( অমর ) ২ গৃহবজ। ( জি ) ৩ বল, বৃত্ত।

“পুণ্ড্র বক্‌কান্য স্কলকলাদ্বয়সারসতি কটিলম্।”

( কলমিলাস ১২২ )

৩ চোর।

বক্‌ক ( পুং ) বকতি প্রত্যয়রূপে বক ( বট্-পদার্থ )। উণ্ ৩।১১৩ ইতি অথ। ১ বৃত্ত। ২ বকসা। ৩ কোকিল।

বক্‌ক ( জী ) বক-ভাবে বট্। ১ প্রত্যয়। ( হেম ) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, লোকের দিকট প্রত্যয়িত হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিবে না।

“বকনকপদমাক বুদ্ধিমান স প্রকাশয়েৎ।” ( চণ্ডিকা স্তো )

বকিত ( জি ) বকতে বকি বক-পিচ্-ক। বকনাবিশিষ্ট,

প্রত্যয়িত, পর্যায় বিশেষণ। ( হেম ) “বিধিনাংনএব বকিত-কবীনং বসু দেহিনাং হুৎং।” ( কুসারল ৪।১০ )

বকনভা ( জী ) বকনভ ভাবঃ ভল-টাপ্। বকনের ভাব বা ধর্ম। বকনবৎ ( জি ) বকন অন্ত্যর্থে বকুণ্ মত ব। বকনবিশিষ্ট, প্রত্যয়িত।

বকনা ( জী ) বক-পিচ্-বট্-টাপ্। প্রত্যয়ণ।

“তে কান্তঃ সুনরো বিদ্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবত্ত পুরম্।

বর্ণাভিগমি হুৎং বকনাদি বসেনিরে।” ( কুসারল ৬।৪৭ )

বকনীষ ( জি ) বক-অনীষ। প্রত্যয়ণীয়।

“শত্রোঁধিগাতবীর্ষ্যত বকনীষত বিক্রমৈঃ।” ( রামায়ণ ৬।৮১৫ )

বক্‌ক ( জি ) বক-পিচ্-বট্। বকক, প্রত্যয়ক।

বক্‌কিতব্য ( জি ) বক-পিচ্-তব্য। বক্‌কার বোগ্য, প্রত্যয়ণীয় বোগ্য।

“আশাবতঃ প্রদমতাক লোকো কিমর্ধিনাং বকরিতব্যম্ভিত” ( হিতোপদেশ )

বকিন্ ( জি ) বকনাকারী।

বক্ক ( জি ) বকতি প্রত্যয়রূপে বক-উক্। প্রত্যয়ণ-নীল। পর্যায়—বৃত্ত, বক্ক। ( শব্দরত্ন )

বক্ক ( জি ) বক্‌ক গ্যৎ ( বক্কর্গতো )। পা ৭।৩।৬৪ ইতি ন হুক। গমনীয়, গমনযোগ্য।

বক্কনাচল, পর্বতভেদ। ( শিব ট ১৩।১৮ )

বক্কনা ( জী ) নদীবিশেষ।

বক্কল ( পুং ) বক্কলীতি বজ্র পতৌ বাহুলভ্যং উল্‌ট, হুম্‌চ। ১ তিনিশব্দক। ২ অশোকবৃক্ষ। ৩ হৃদয়বৃক্ষ। ( শব্দরত্ন ) ৪ পকিবিশেষ। ( হলায়ুধ ) ৫ বেতসবৃক্ষ। ( ভাবপ্র )

বক্কলক ( পুং ) ১ বৃক্ষভেদ। ২ শক্তিভেদ।

বক্কলক্রম ( পুং ) বক্কলো ক্রমঃ। অশোকবৃক্ষ। বক্কল-শব্দার্থ।

বক্কলপ্রিয় ( পুং ) বক্কল-প্রিয়ঃ, বক্কলঃ প্রিয়ভেদে কর্মধারয়ো বা। বেতসবৃক্ষ।

“বিহুলো বেতস্য নীভো দানীকো বক্কলপ্রিয়ঃ।” ( রত্নমালা )

বক্কল ( জী ) বক্কল-টাপ্। অতিশয় দুঃখজনী গাভী, হৃদয়লগ্ন।

( হেম ) ২ নদীভিষব। ( কামদপু ১৩৩ ) মৎস্তপুরাণে

লিখিত আছে যে, এই নদী মহাপ্রাণি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

“গোদাবরী তীর্থস্বামী কৃষ্ণকেশী চ বক্কল।”

বক্কলপদমভ্যাস স্কলপাদিসিদ্ধিলাভঃ। ( বসুভট্ট ৩।৩৩ )

বক্কলাবতী ( জী ) বক্কলপর্বত হইতে বহির্গত নদীভিষব।

বট্, বটন। জ্বাৰি পদার্থে বক্‌ক দেবী। নদী বক্কিত।

লোট্ বটু। সিট্ বট। লুট্ বকিত। লুট্

বটীৎ, অবকীৎ। বট-ভেদ। জ্বাৰি পদার্থে সৰ্ব স্টে।

এই বাতু ইমিং, বট বট। লট বটতি। বট বটন, বিভাজন চুরাদি পক্ষে তাদি পঠয়ে সক সেট। এই বাতুও ইমিং। লট বটয়তি পক্ষে বটতি। “বটতি হাটক বহাং প্রাণ্য বিপ্রাঃ পরম্পরম্।” (হলায়ুধ) এই বাতুর চুরাদি প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না, কেবল গণেই চুরাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ‘অহং চুরাদৌ কৈশ্চিন্ন পঠাতে ইতি দুর্গসিংহাদয়ঃ’ (দুর্গাধান) বট বটন, ২ ভাগ। অদন্ত চুরাদি পঠয়ে সক সেট। লট বটয়তি। লুঙ্ অবিবটৎ।

বট (পুং) বটতি বেষ্টয়তি মূলেন বৃক্ষান্তরমিতি বট-পচাদ্যচ। স্বনামখ্যাত হারা বৃক্ষ, বটগাছ (Ficus Bengalensis syn. Ficus Indica)। স্থানীয় নাম, হিন্দী—বর, বড়, বগট। মহারাষ্ট্র—বট। কনিজ—আল। তৈলঙ্গ—মরিচেট্টু, মারি, পেড়ি মরি; উৎকল—বোর। বাংলা—বড়, বট, কোল—বোট; লেপচা—কালি; মলয়ালম—পেরম্ব, পেরলিঙ্গ; গোড়—বরেলী; উত্তর-পশ্চিম—বোরা, কুহু; নেপাল—বোরম্ব; পহু—বাগাং, হাজারা—কগুবাড়ী, কগাড়ী—আলব, আলধ, আল; ব্রহ্ম—পিড-ডোম; শিলাপুর—মহাঙ্গল; ইংরাজী—Banyan tree। সংস্কৃত পর্যায়—ভাগ্রোধ, বহুপাং, বৃক্ষনাথ, বমশ্রয়, রক্তফল, শুলী, কর্কক, এব, কীরী, বৈশ্রবণ্যবাল, ভাভীর, ভটাল, যোহিণ, অবরোহী, বিটপী, বনরুহ, মণ্ডলী, মহাছায়, ভূমী, যকাবাস, বকতক, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ, বহুপাদ, বনম্পতি।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ উঠিয়া থাকে এবং শাখাপ্রশাখার বিস্তৃত হইয়া বহুবৃক্ষাবাসী হয়। ঐ বটজারা শীতল, আতপতাপপ্রতি পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী। কর্ণেল সাইকস নার্সারী নদী-বৃক্ষ ই একটা জুর বীশে বহুহং বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণ ‘কবীর বট’ নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে উহাকে Nearchus বর্ণিত সেই হুগ্রাটী বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। পুণার (Gas Vol. xviii) অল্প উপত্যকার অন্তর্গত বোত্রাসে একটা বহুহং বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০ হাজার লোক বহুহং রসিতে পারিত, বৃক্ষের পরিধি প্রায় ২ হাজার ফিট এবং উপর হইতে বতগুলি সুদীর্ঘ বা শিকড় (air-roots) নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০ টি বোটা ভড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং অর্ধশত প্রায় ৩ হাজার সর শিকড় ভূতিকা দলের হইয়া দিয়াছে, ঐ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাজার লোক অনাহারে লুপ্তিঃ থাকিতে পারিত। নার্সারী ভীষণ বড়ার ঐ বীশের একাংশ খসিয়া গুড়ার, পাছটীও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এতদ্বিধা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিবপুর গ্রামস্থ রয়ল বোটা-রিসেল পার্কেসে এক বোখাই প্রবেশের লাভ্যারা উভানে ঐরূপ হুইটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর ডেবকা-উভানের রক্ষক ডাঃ কিং বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষটি ১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খৃঃ বর্ষের বৃক্ষের উপর উহার জন্ম। উহার ২৩২ টি শিকড় ভড়িরূপে ভূতিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং উহার মূলভড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিট। পর সমাচ্ছাদিত শাখা-প্রশাখার ইহার ছায়ায় পরিধি ৮৫৭ ফিট। এখনও এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে এবং আরও বাড়িতে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লাভ্যার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া মিঃ ওয়ার্থার লিখিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতার বৃক্ষ হইতে অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহা উত্তরদক্ষিণে ৫০৫ ফিট ও পূর্ব পশ্চিমে ৪৪২ ফিট।

বট ও অম্ব (F. religiosa) বহুবৃক্ষাবাসী স্থানে হারা বিস্তার করে বলিয়া পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য। এই কারণে অনেকে পথের ধারে বা পুকুরদীর তীরে পক্ষবটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। পজাবে ইহা পথিককে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। এক বিকে ইহার উপকারিতা বেরণ, অপর নিকে উহা তেমনই অপকারক। পক্ষীরা বটকল খাইয়া যদি গৃহস্থান বা মন্দিরোপরি বিটা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বিটাহিত বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অতিরিক্ত মধ্যেই সেওয়াল মধ্যে শিকড় বিস্তার করিয়া কেলে। তখন সেওয়াল ভাঙ্গিয়া শিকড় সমেত গাছ উঠাইয়া না কেলিলে দিতার নাই। অহবেলা করিলে গাছ শীতল হইয়া উঠিয়া গৃহ ধ্বংস করিয়া কেলে। হিন্দুগণ পাণ-স্পর্শের তরে বট বা অম্ব নষ্ট করিতে চাহে না। নবম্র জীবন্ত বৃক্ষ সন্মূলে উঠাইয়া স্থানান্তরে পুতিয়া রাখে।

দক্ষিণভারতের রক্তগিরি জেলার বটবৃক্ষের উপর কর নির্দিষ্ট আছে, কারণ বাহুড়েরা সাধারণতঃ Calophyllum inophyllum বৃক্ষের কলয় বীজ বিটা সহ তদুপরে ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ বীজে তৈল হয়। অনেক বটগাছে লাকাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বটের আটার তাহার সিকি মাত্রা সর্বপ তৈল নিশাইয়া আল বিশে এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়, ঐ আটার পানী দ্বারা আটা-কাঠির দ্বারা পাখা ঘরিয়া থাকে। আসামীয়া ইহা হইতে এক প্রকার কাপল প্রস্তুত করিত। লখিমপুর এবং মাজাজের বেরী জেলার এখনও ঐ কাপল হয়। অনেকে স্থিরি জাইল (fibre) দ্বারা বড় করে, কিন্তু তাহা বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

হৃদবৎ বটের আটা বেদনা-নাশক। বাতক বেদনাদ্বারা ঐ আটার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার ঘর্শে। পানের তলা কাটিয়া



গেলে অথবা দীপ্ত কনকনানি হইলে সেই কণ্ড দুইদে বা দত্ত  
বাঞ্ছিতে আটা লাগাইয়া দিলে দাঁতনার উপশম হয়। ইহার  
হাসের কাথ বলকর, বহুব্রহ্মের ইহা বিশেষ উপকারক।  
বীজের গুণ শীতল ও বস্ত। কটি বটপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত  
করিয়া কোড়ার উপর দিলে পুষ্টিসের কার্য করে। গণেশিয়া  
রোগে ইহার শিকড়দ্বারা বিশেষ উপকারী। উহা সাপসার  
কার্য করে।

কটি শাখার কাথ রক্তোৎকর্ষণশক, তুরির কটি আগা-  
গুলি বমননিবারক, শুক কটের আটা ও কল বগদোব (Sperma  
torrhæa), গ্রেমের (gonorrhæa)-সাশক ও কামোদীপক,  
কটি মুড়ি ও দুগগুলি ধারকত্ব বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাস-  
যোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাচা কল দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের  
জ্বালায় খায়, হুতী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে।  
ইহার কাঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সরু শুক  
ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র।

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক প্রেশীর  
বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আটা রবারের দ্বারা গুণকৃত।

[ রবার দেখ। ]

গুণ—কষার, মধুর, শিথির, কক, পিত্তজ্বরপহা, দাহ, তৃষ্ণা,  
মেহ, ব্রণ ও পোকনাশক। ( রাজনি. ) ভাবপ্রকাশ মতে—

“বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী ককপিভ্রণপহঃ।

বর্ণো বিসর্গদায়কঃ কষারো যোনিদোষহঃ” ( ভাবপ্র. )

শীতল, গুরু, গ্রাহক, কক, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর,  
বিসর্গ ও দাহনাশক, কষার ও যোনিদোষ-নিবারক।

বৃক্ষের মধ্যে বট ও অম্বা এই দুইটা বৃক্ষ পৃথকীয় এবং  
বটবৃক্ষ স্বয়ং ক্রান্তবর্ণ।

“কথং কষাথবটো গোত্রাক্ষলমো ক্রভো।

সর্কোভোহপি তরুভ্যভো কথং পূজ্যভমো ক্রভোঃ।

অম্বাথরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।

ক্রান্তরূপো বটভবৎ পলাশো ব্রহ্মরূপকঃ।

দর্শনস্পর্শসেবাত তে বৈ পাশহরাঃ বৃতাঃ।

হঃপাশদ্ব্যাবিহ্রীতান্য বিলাসকারিণৌ ক্রবন্।”

( পাদ্যোক্তব. ১৩০ অ. )

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাশ বিমূর্তিত এবং  
হঃপাশ আশ্রয় ও ব্যাধি প্রকৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই  
কণ্ড এই বৃক্ষ অভিশর পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপন করিলে  
অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাষী পুণ্য মাসে এই বৃক্ষ জল-  
সেচ করিলে পাশ কনক ও নানাবিধ জ্বা সঞ্চিত লাভ হইয়া

থাকে। এই বৃক্ষ হারাবৃক্ষ, ইহার দ্বারা অতি সুশীতল,  
এই বৃক্ষ সুশীতকাল জীবিত থাকে।

২ কপর্দি, কড়ি। ( সেমিনী ) ৩ গোলা। ৪ গুল্মবিশেষ,  
চলিত বড়া। ৫ সাম্য। ( মেঘ )

( ক্রী ) ৬ ব্রহ্মবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক বোড়শ বন।  
এই বোড়শ বট বথা—১ সঙ্কেত বট, ২ ভাতীর বট, ৩ দ্যাবক  
বট, ৪ পুন্ডারবট, ৫ বন্দীবট, ৬ জীবট, ৭ জটাজুটবট,  
৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্থবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট,  
১২ ফেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ ক্রান্তবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট,  
১৬ সারিধরাখ্যবট। এই বোড়শ বটবন। • ( ত্রি ) বটভীতি  
বট-অচ্। ৭ গুণ।

বটক ( গুং ) বট এবং বার্ধক্য। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া।  
গুণ—বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকশ্রেণ্যভেদে প্রণালী ও গুণাদির বিবরণ  
লিখিত আছে,—দ্যাবকশাখের দাইল ভিজাইয়া উহাকে  
উত্তমরূপে শেবন করিতে হয়; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া  
বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মুহু অগ্নির  
উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। গুণ—বলকারক,  
শরীরের উপচরকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রক্তিকারক;  
বিশেষতঃ অর্দিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণ-  
দ্বির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত বোলে নিক্ষেপ করিবে,  
পরে ঐ বটক উক্ত বোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা  
গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, রক্তিকারক, শুক, বিবক্ষনাশক, বিদাহী,  
কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক।  
ইহা রায়ভার ( দধি ও লবণ মিশ্রিত হস্ত অলানু খণ্ডাদির )  
সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, তিন তিন প্রকার বটক প্রস্তুত করা  
যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী তিন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটা নুতন পায়ে কঁচু তৈল সেপন করিয়া  
নির্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে। পরে তদাধো রাই সরিষা,  
জীরা, লবণ, হিং, তঁত, ও হরিদ্রা এই কএকটা দ্রব্যের চূর্ণ  
এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রে রাখিয়া মুহু বন্ধ করিয়া তিন দিন  
রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অন্নরসাদি হয়।  
ইহাকে কাঞ্জীবটক কহে। এই বটক রক্তিকারক, বায়ুনাশক,  
কফকারক এবং মূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং মেহরোগের  
পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অরিকাবটক—তেঁতুল দলে ভিজাইয়া চটকাইতে হইবে,  
পরে কঁচল দেখা বাইবে যে, তেঁতুলের শক্ত দলে মিশ্রিত

ইহা হইলে, তখন বটকগুলি অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ভাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অগ্নিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্বোক্ত কাজীবটকের দ্বার গুণযুক্ত।

উক্তবটক—যুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্তের সহিত পাক করিলে সংহার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—ভূষরহিত মাষকলারের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে গুচ হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্বোক্ত বটকের দ্বার গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুম্ভাণ্ডবটক—কুম্ভায় উত্তমরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়।

ইহা মাষবটকের দ্বার গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু।

মূল্যবটক—যুগের বড়া পূর্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মূত্রের দ্বার গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চলিত বড়ি।

“বটিকা অণু কথান্তে তন্মামগুটিকা বটী।

মৌসকো বটিকা পিণ্ডী শুভ্রাবস্তিত্তথোচ্যতে ॥” (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

‘দশ গুস্তান্ত মাষঃ স্তাৎ শাণো মাষচতুষ্টিম্।

দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোণতোলকে ত্র্যংশত সং ॥’ (শব্দমালা)

বটকগীকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ শব্দ।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈয়াকনি°)

বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগর্ভ, বেতাখর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) বেতার্কক, বেতাব্যুই। (বৈয়াকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

“কৃপোদকঃ বটচ্ছায়া ভ্রামা স্ত্রী ইষ্টকালঃ।

শীতকালে ভবেহংকঃ গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥” (উত্তট)

বটজটা (স্ত্রী) বটজ জটা। বট গুলা, বটের সুরি।

বটতীর্থনাথ (স্ত্রী) শুক্লরাতের ওষধগুলোর অন্তর্গত একটা তীর্থ। এখন বরেন্দ্র নামে খাত। (প্রভাস খ° ৮০।১।৫)

কলপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মহাশ্যে এই তীর্থের সবিতার বিবরণ আছে।

বটবীপ (স্ত্রী) বীপভেদ। (শব্দর সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেক বনবীপের স্বাক্ষরানী বাতাবিরাকে বটবীপ বলিয়া থাকেন।

[ বনবীপ দেখ। ]

বটপত্র (পুং) বটভ্রম পত্র বহু। নিত্যার্কক, বেতপত্র বহু কুলনী। (স্বাক্ষর°) (স্ত্রী) ২ বটের পাতা। ‘বার্বে কন্। বটপত্রক।

বটপত্রী (স্ত্রী) বটভ্রম পত্রমত্যাঃ ত্রিপুরাবালী পূর্ণবৃক্ষ। ২ বৃক্ষময়িকা। (স্বাক্ষর°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটভ্রম পত্র বহুঃ গৌরাদিবাহুঃ তীব্র। পাৰ্শ্ব-ভেদবিশেষ, চলিত বহু পাখর কুটি। পর্যায়—ইন্দ্রাবতী, গোধাবতী, ইন্দ্রাবতী, ভ্রামা, খটাদনামিকা। গুণ—শীতল, কৃষ্ণমেহনাশক, বলদারক এবং ত্রিবিধোষক। (স্বাক্ষর°)

বটযক্ষীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুটু, ২ বটের পাতা। ২ বেট। ৩ পট। ৪ চৌর। ৫ চকল। (শব্দরত্ন°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-বিনিঃ। ১ বক্ষ। যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে।

(স্ত্রী) ২ বটবৃক্ষবালী। ত্রিরাং তীব্র।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটা তীর্থ।

(উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রক্ষু বড়ি। (অমরটীকার রামানন্দ)

বটাকর (স্ত্রী) রক্ষু, বড়ি।

“কজ্জারিভ্যাং সত্যমরীং ধর্মহেয়্যবটাকরকাম্ ॥” (ভারত ১২।৩২।৩২)

এই শব্দ পুংলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

“বটাকরকমঃ পাশনমৎ গুস্তন্ত বৃহসি।

মহু ময়ুজশর্দূল তস্মিন পুঙ্কে ভবেশ্বরং ॥” (ভার° ৬৬৮।৭।৪০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটা মহাতীর্থ। কাবেরীর পার্শ্বে কুজালময়ের অর্দ্ধ বোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ ব্রহ্ম।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

“নাক্ চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্ত হারকঃ ॥” (শব্দমালা)

বটান্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধবিশেষ। ইহাতে বট ও অম্বথ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন তাহে পুত্রিতা পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্বধাতুভ্য ইন্। উপ° ৩।১।৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

‘উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটিক্কেহিকা দেবী ॥’ (হাস্যাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সম্ভ্রান্তহটকার্য। আমরা বনবালী

বটি। (শব্দরত্ন°)

বটিকা (স্ত্রী) বটিকের বার্বে কন্-টাপ। বটী, চলিত বড়ি, পর্যায়—নিভনী। (শব্দরত্ন°)

“বটিকা অথ কথ্যতে তন্নামা বটিকা বটী।

সোদকো ভটিকা পিণ্ডী শুভ্রাবজিতখোচ্যতে ॥

সেহবৎ সাধ্যতে বহৌ শুভো বা শৰ্করাধবা।

শুগ্ধ শুসুৰী কিপেভ্য চূর্ণং তরিত্বিতা বটী ॥” (ভাবপ্র০)

২ বাজেনোপবোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। (ভাবপ্র০)

বটিস (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।

“ওরে তুই কে বটিস রে কে বটিস্।”

বটী (ত্ৰী) বট-অন্ত, গোরাবিখাৎ ত্ৰীৰ্। ১ বটিকা। (ভাবপ্র০)

২ বৃকবিশেষ। পর্যায়—মহাবট, বক্রবৃক, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, তুলসী, কীরকাতা। জগ—কষা, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, লাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, হাস, নিব ও তর্দিনাশক (রাকনি০) (ত্রি) তরস্ক।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিক্যাক। উপ ১১২) ইতি উ।

১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।

“বালকো মাণবো বালঃ কিংখোরো বটুরিত্যপি।” (শকরস্মা০)

৪ কুটুমট বৃক চলিত খোশাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-স্বার্থে সংজ্ঞায় ঙ্গ। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী।

৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।

“ভৈরবাত্মেব বেতালো বটুকা নারিকাপগাঃ।

শাক্তাঃ শৈবো বৈষ্ণবাস্ত সৌরা গাণপত্যদয়ঃ ॥”

(মহানির্বাণতঃ ২১২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদহ্রাসের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের তোত্রাকে এইজন্য আপহৃদ্যরতোত্র কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও ত্র্যাদির বিবরণ বাণত হইয়াছে—

“উক্তরেবটুক ভৈরব আপহৃদ্যরণং তথা

কুরুবয়ং পুনর্ভৈরবং বটুসাক্তং সমুচ্চরেৎ।

একবিশত্যাকরাষ্ট্রা নক্তিকলঙ্কো মহামন্ত্রঃ ॥” (তন্ত্রসার)

“হ্রীং বটুকার আপহৃদ্যারণার কুরু কুরু বটুকার ঐং হ্রীং” এই একবিশত্যাকর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ বিমুক্তি হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সারাদ পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠস্থাপ, কল্যাণভাস ও মুক্তিভাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাধিক, রাজসিক ও ভাসসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাধিক ধ্যান—

“যদে বালং কটিকসংকং কুললোভাসিভক্তং

দ্বিযাকৈর্নৈবদধিময়ৈঃ কিঞ্চিন্দুপুয়াতৈঃ।

দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং

হস্তোভাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদন্তৌ দধানম্ ॥”

রাজসধ্যান—

“উষ্যতাকরসরিতঃ ত্রিময়নং রক্তানুরাগজকং

মেঘরাজং বরদং কপালমন্তরং শূলং দধানং করৈঃ।

নীলগ্রাবদুহারভূষণশতং শীতানুচুড়োজ্জ্বলং

বন্ধু কারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥”

তামসধ্যান—

“ধ্যারয়ীলাত্ৰিকাক্তং শশিশকলধরং সুভ্রমালং মহেশং

বিধজং পিঙ্গলাকং ভদ্রকমণ্ডলিণং বজ্রশূলভয়ানি।

নাগং দক্টং কপালং করদহসিক্রৌর্বিক্রিতং ভীমবাক্তং

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঞ্চিন্দুপুয়াচ্যম্ ॥”

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা বোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাক ভৈরব, রক্ত ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উদ্ভাস, কপালী, ভীষণ ও সাংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে বড়লাদি পূজা করিয়া পূর্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, মাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জপ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পূজাচরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংক রুত, মধু শর্করাধিত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধাত্তের অন্ন বা পায়স, দ্বত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্বস্বলক্ষণসম্পন্ন একটী ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শক্রগণের সৈন্তগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শক্রর নামোল্লেখ করিয়া নিরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।

“শক্রপাক্ত কথিঃ পশিতক্কে দিনে দিনে।

তক্ষয় স্বগঠৈঃ শাক্তং নারায়ণসমখিতঃ ॥”

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত ক্ষত্রর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। অন্যান্যরোগ, শ্রুতভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকভৈরবের ভবপ্রবেশ বা পাঠ করিলে অরাদি রোগ ও শত্রুভয় প্রশমিত হয়।

২ বারাগলীহ দেবমুখিবিশেষ।

বটুকরণ (ক্লী) বটো: করণ। উপনয়ন। (ত্রিকা.)

বটুরিন্ (ত্রি) ১ পদযারা বেঠনলীল। ২ সর্বব্যাপ্তিবৎ। “হিহি বটুরিণা পদা” (শব্দ ১।৩৩২) ‘বটুরিণা পদা বেঠনলীলেন’ (সারণ)

বটে (দেশজ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে।

‘এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে’ (বিভাসচন্দ্র)

বটের (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Perdix olivacea)।

বটেস্বর (ক্লী) কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাজতরং ১।১২৪)

বটেস্বরমাছায়ে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পূজাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (স্বাস্থ্য নাগরথ.)

বটেস্বর, মদ্রাপ্রকাশ নামক মদ্রাপ্রকাশ-টীকাগ্রন্থে। ইনি গৌরীশ্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি।

বটোদকা (স্ত্রী) পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ।

“তত্র চন্দ্রস্যা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা।

তৎপুণ্যসলিলৈনিত্যমুভয়স্নানো মুক্তনঃ”

(ভাগবত ৪।২৮।৩৫)

বট্টকেরাচার্য্য (পুং) আচারহুত্রগ্রন্থে। বহুমনসী ইহার টীকা রচনা করেন।

বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ২ ধাতুবিশেষ।

বট্কারা (দেশজ) দ্রব্যাদির ভৌলমাপক পরিমাণভেদ, বাট্কারা।

বট্কারিয়া (দেশজ) তামাসাকারী।

বট্কেরা (দেশজ) তামাসা, ঠাট্টা, বিক্রপ।

বট্খারা (দেশজ) ১ ওজনমান। ২ ধর্মাকার মন্তব্য। বাটুল।

বঠ, হোলা, সামর্থ্য। ভূমি। পরস্মৈ. সক. সেট্। লট্ বঠতি। লুঙ্ অবঠৎ। বঠি—বঠ ধাতু একচর্য্য, অসহায়গমন, একাকী গমন। ভূমি। আত্মনে. সক. সেট্। লট্ বঠতে। লিট্ বঠে। লুট্ বঠিতা। লুঙ্ অবঠিষ্ট। এই ধাতু ইদং বলিয়া দুর্মাণম হইয়াছে।

বঠর (পুং) বস্ত্রীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্. ৫।৩২) ইতি অরপ্রত্যয়শ্চান্তাদেশঃ। ১ মূর্খ। ২ অশ্রু। ৩ শব্দকার। ৪ বক্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা.) (ত্রি) ৫ শঠ। ৬ মন্দ।

বড়, বড়ি-বড় ধাতু। ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। ২ বিভাগ। চুরাদি. পরস্মৈ. সক. সেট্; ভূমিপক্ষে লট্ বঙতে, লিট্ ববঙে। লুট্ বঙিতা। লুঙ্ অবঙিষ্ট। চুরাদি-পক্ষে লট্ বঙতি, লুঙ্ অববঙৎ।

বড়্ (দেশজ) বট শব্দের অপভ্রংশ।

বড় (দেশজ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

বড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ ও নগর। [ বড় দেখ ]

বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, হাইকোর্ট (High court)।

বড়কটুলই, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার অন্তর্গত একটা নগর।

বড় কড়ি (দেশজ) ১ গুল্মবিশেষ। (Sida graveolens) ২ বৃহদাকার সামুদ্রিক কড়ি। ৩ গৃহের ছাদে দিবার জড় বৃহৎ কাঠ খণ্ড।

বড় কড়েল (দেশজ) বৃকভেদ (Momordica muricata)।

বড়করবীর (দেশজ) বৃকভেদ (Nerium odorum)।

বড় কানুড় (দেশজ) বৃকভেদ (Crotium toxicarium)।

বড় কুদ (দেশজ) গুল্মবৃকভেদ (Jasminum arborescens)।

বড় কুকুরছিটকী (দেশজ) গুল্মভেদ (Ixora undulata)

বড় কুক্শিম (দেশজ) বৃকভেদ (Coryza lacera)।

বড়কু-বলিয়ুর, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিরেবলী জেলার অন্তর্গত একটা নগর। নান্দুগেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

অক্ষা. ৮°২৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩২' পূঃ। ইহা একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বড় কেশতি (দেশজ) বৃকভেদ (Ageratum aquaticum)।

বড় কেশুরীয়া (দেশজ) কেশুর গাছ (Scirpus grossus)।

বড়খীকুই (দেশজ) বৃকভেদ (Euphorbia hirta)।

বড়গাঁও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে। স্থানটা নিতান্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ-মধ্যস্থার

হাসকারী একটা ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য মহারাষ্ট্রকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ রাওকে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই লালনা ভোগ করেন।

বড়গাছ (দেশজ) ১ বৃহৎ বৃক্ষ। (Croton oblongifolium) ২ বটবৃক্ষ।

বড়গুজর, ছত্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহার অযোধ্যাপতি ত্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই জাতি এক সময়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ছিল। কালে কল্পবাহগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদবধি বড়গুজরের অধিপতিরা আসিয়া বাস করে। সম্রাট অকবর শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। তখন তাহারা বুর্জা, দিরাই, পহাওয়ার জাতি স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া সামন্তরূপে পরিগণিত ছিল।

তাহাদের মধ্যে কংশাপুত্র কিংবদন্তী এই যে, মচেরী প্রদেশের দেবতী-রাজ্যের রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ স্বীয় আত্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া পিতৃমণ্ডলের নিকটস্থ বেরিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। কোএল নগরে তিনি দোঙ্গ-জাতীয়া এক রাজপুত-কস্তার পানি-গ্রহণ করিয়া দোঙ্গরাজপুতগণের প্রীতিভাজন হন। তদনন্তর তিনি দোঙ্গদিগের সাহায্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া বুলন্দসহরের পূর্বাংশে গজাকুলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অধিকার করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি বুলন্দসহর জেলার পহান্সর নিকটবর্তী চৌন্দেরা নগরে স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপের জড় ও রাণু নন্দই পুত্র ছিল। জড় রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাণু চৌন্দেরার রাজপাট স্থাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি শালন করিয়াছিলেন।

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, রাঠোরপতি নয়নপালের পৌত্র ভরত বড়গুজর-সর্দার রুঙ্গসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার করিয়া লন। বংশতালিকাখিত নয়নপাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীে বিদ্যমান ছিলেন।

কাতিহার এবং অম্বুপসহরের বড়গুজরেরা অষ্টাপিও আপনাদের কুলধর্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অষ্টাঙ্গ স্থানের, বিশেষতঃ মুজঃফরনগরের বড়গুজরেরা আলা-উদ্দীন খিলজীর রাজ্যকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহারা রাজপুতকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর উপাধি পরিত্যাগ করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলী খাঁ, ঠাকুর মর্দন আলী খাঁ প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। অনেকে মুসলমান হইলেও হিন্দুর হোলিপর্কে মস্তাদি পান সহ-কারে বিশেষ আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে; এই প্রথার কিন্তু ক্রমশঃ হ্রাস ঘটিতেছে। বিবাহের সময় ইহারা গৃহস্থারে একটা কাহার রমণীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিয়া থাকে। প্রবাদ—কোন কাহারিণ চাকরাণীর নিমেষ অমুসারে তাহাদের কোন পূর্বপুরুষ মেবাতীদিগকে ধ্বংসমুখে পতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও তাহারা কাহার রমণীকে এইরূপে সম্মান করিয়া থাকে।

মুজঃফরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আলাবার রাজ্যের দক্ষিণস্থ দোবন্দেখর নামক স্থান হইতে সর্দার কুমারসেনের সহিত এখানে আসিয়াছে। এখনও তাহারা উক্ত কুমারসেনের পূর্বপুরুষ “বাবা মেঘার” স্মরণার্থে উৎসব করিয়া থাকে। তাহারা প্রধানতঃ গহলোত, ডট্ট, ভোমর, চৌহান, কাতিহার, চাণবার ও পণ্ডির রাজপুতকে কড়া ঘের এবং গহলোত,

বাছল, পণ্ডির, চৌহান, বাজি, জঙ্গার প্রভৃতি জেগীর কড়া গ্রহণ করে।

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহিস্বর-রাজ্যের বঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ১৩°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫২' পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আদুর ব্যবসা লিপ্সায়তগণ এক চোটিয়া করিয়াছে।

বড়গোখুরী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Kyllingia umbellata)।

বড়চকমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Quercus squamosa)।

বড়চনা (দেশজ) চণকভেদ (Cicer aristinum)।

বড় চুয়া (দেশজ) ইন্দুরভেদ (Mus decumanus)।

বড়চুলী (দেশজ) জলজ বৃক্ষভেদ (Menyanthes Indica)।

বড়ছুঁচা (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus Iria)।

বড়জালগাঁথী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Panicum setigerum)।

বড়টগর (দেশজ) গুপ্তবৃক্ষভেদ (Tabernaemontana coronaria)।

বড়ডানকুনা (দেশজ) মৃণ্ডভেদ (Clupea vittata)।

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত-প্রদেশের বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কড়ি জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ-মাইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, তাহার জল দ্বিবাং লবণাক্ত হওয়ায় পানের অমুযোগী হইয়াছে। প্রায় ৮০ হইতে ১০০ ফিট গভীর কূপ-খনন না করিলে স্রমিষ্ট জল পাওয়ার আশা করা যায় না।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে ৪৮০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সূর্য্য-বংশীয় কোন রাজা ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্বক এই স্থানে আগমন করেন এবং পরমারবংশীয় কোন রাজকুমারের নিকট হইতে এই স্থান ভ্রম করিয়া তথায় বড়-নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নাগরগোত্রীয় রাজ-গণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। এই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণগণ নাগর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আনন্দপুরে ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাধান্য ছিল। [ দেবনাগর দেখ। ]

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীে এই নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হইতে এখানে বড়োদা-রাজ্যের আশ্রিত বীনোজ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছে। তাহারা কবাচারী ও দ্রষ্টাপ্রকৃতিক, ঐ ব্রাহ্মণ-দিগের অভ্যাচার ও উপভোগের পরিচয় পাইয়া বোম্বাই গবর্নেন্ট সর্দারী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদা মহারাজের

অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত বর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহারা দহ্ম্যবৃত্তি ভ্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্য বা অপর কাজকর্মে লিপ্ত হইয়া ইংরাজরাজ্যে শান্ত হইয়াছে।

বড়নির্বিবি (দেশজ) গুল্মভেদ (Scirpus glomeratus)।

বড়নোনিয়া (দেশজ) বৃকভেদ (Portulaca pilosa)।

বড়নোকো (দেশজ) ১ বৃহৎ নোকো। ২ অলজ গুল্মভেদ (Pouteria vaginalis)।

বড়ন্দ (দেশজ) তৃণভেদ (Panicum uliginosum)।

বড়পটুকা (স্ত্রী) মৎস্তভেদ (Tetodon fornicatus)।

বড়পটোল (দেশজ) পটোল জাতীয় লতাভেদ (Trichosanthes dioica)।

বড়পত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষিভেদ। (Merops Philippensis)।

বড়পাখী-মেলপাখী, মাত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার হুজালী তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

বড়পানীমরিচ (দেশজ) বৃকভেদ (Polygonum pilosum)।

বড়পিনিটী (দেশজ) তৃণভেদ (Poa Chinensis)।

বড়ফটিকা (দেশজ) বৃকভেদ (Melastoma Malabathrica)।

বড়বটের (দেশজ) পক্ষিভেদ (Perdix olivacea)।

বড়বড়্যা (দেশজ) বহুভাবী। বাচাল।

বড়ভী (স্ত্রী) বড়তে আরুহতেহত্রেতি বড় বাহলকাৎ অতিচ, কৃদিকারাদিতি ভীষ্। গৃহ-চূড়া, চলিত মুন্নি। পর্যায়—গোপানসী, চন্দ্রশালিকা, কুটাগর। (ত্রিকাঃ)

‘চন্দ্রশালা চ বড়ভী স্ত্রীভ্যাং প্রাসাদমুন্ধিন।’ (শ্রীধর)

বড়ভি, বড়ভী, বলতি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ হইয়া থাকে। তৃণনির্মিত গৃহের পাঁড় প্রকৃতি এবং ছাদের উপরিভাগে নির্মিত যে গৃহ, তাহাই চন্দ্রশালা (চিলের ঘর)।

বড়র (বরুড়), দাক্ষিণাত্যবাসী নিরুষ্ঠ জাতিবিশেষ। ইহারা জাতকন্দীদি অনেক বিষয়ে হিন্দুপদ্ধতির অনুকরণ বটে, কিন্তু শূকর, ইন্দুর প্রভৃতি ঋণিত মাংসও ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গাড়ীবড়র, জাতীবড়র ও মাটীবড়র নামে করণী থাক আছে। স্ব স্ব শ্রেণীর বৃত্তি অনুসারে ইহারা এইরূপ সামাজিক আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহারা রসমা, জনাই, সাতভাই ও ব্যোঝাবার পূজা দেয়। বিবাহের পর মাক্টিপূজা দিবার বিধি আছে।

বড়ুবা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ, ডলয়োরৈক্যাং লভ ডব্ব। ১ বোটকী। ২ বড়বারপথারিনী নৃগ্যগী। (ভাগবত ৮।১৭৮) ৩ অরিনী নন্দ্র। ৪ নারীবিশেষ। ৫ দাসী। ৬ বাহুদেবের স্নানমধ্যগতা পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩)

৭ বড়বাঘি। ৮ নারীবিশেষ। (ভারত ৩২২।২৪)

৯ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮২।৮) [পর্বর্গে বড়বা শব্দ দেখে।]

বড়বাকুত (পুং) বড়বরা দাক্ত কৃত্তঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

‘ভক্তদাসাদ্ বিজ্ঞেরতথৈব বড়বাকুতঃ।’ (নারদ)

‘বড়বা দাসী তন্মোতাদাকীকৃতদাক্তঃ’ (দারকমসংগ্রহ)

কোন কোন স্থানে ইহার ‘বড়বাকুত’ ও ‘বড়বাকুত’ এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাঘি (পুং) বড়বারাঃ সমুদ্রস্থিতারাঃ বোটকাঃ মুখস্কাহমিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বানল।

বড়বান্ (বাধ্, বান, বর্জমান) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তর একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল। বোম্বে বড়োলা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদ্বারা বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

এখানকার সর্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাজকোটের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা-সমাপন করিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৮৩২২ টাকা কর দিতে হয়। তাহার আলাবংশীয় রাজপুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। রাজ্যের সেনাসংখ্যা ৫ শত।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বোম্বে বড়োলা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটি ষ্টেশন আছে। অক্ষা° ২২°৪২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪’৩০’’ পূঃ। নগরের দক্ষিণে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ। পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগরটা সুরক্ষিত। এখানে চূত, তুলা, নানারকম শস্ত ও দেশী সাবানের বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাতরগণ শিল্পবিজ্ঞান সম্যক উন্নত। তাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত রেলপথের এখানে মিলন হওয়ার স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

৩ কাঠিয়াবাড় এক্সপ্রেসীর ইংরাজবাস। বর্জমান রাজ্যের মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত। এখান হইতে রেলপথ দ্বারা বোম্বাই ও আন্ধ্রাবাদ এবং তাব-নগর ও রাজকোট বাওয়া যায়। পূর্বে বড়বান নগর হইতে বার্ষিক ২২৫০ টাকা খাজনার এইস্থান ও ২৫০ টাকা খাজনার হুধরাজ গিরাসিরায় অধিকৃত স্থান জফা লইয়া এই রাজ-নগর (Civil Station) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে

বেল, কল, ধর্মশালা, ঔষধাগার ও ঘটিকাভূত (Clock-tower) প্রভৃতি শোভিত স্থানের স্থানীয় অট্টালিকা আছে। গিরাসিয়ার ভূমিদানের অজ্ঞ ইংরাজরাজ তাঁহার সম্মান সম্ভতিদ্বিগকে রাজ-কুমার কলেজে পাঠের অধিকার মিয়াছেন।

**বড়বানল (পুং)** বড়বায়া: অনল:। বড়বায়া। পর্যায়—সলিলেকন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাণিজ্যসন্ধ্যা, তৃণধুক, কাষ্ঠধুক, ঔরু, বাড়ব। (অমর) ২ লঙ্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্তশি) ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসসংগ্রহসং)

**বড়বামুখ (পুং)** বড়বায়া: ঘোটক্য মুখমাত্রয়তেনাত্যস্ত অর্শ-আদিহাচ। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ।

৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫)

৪ কুর্কের দক্ষিণকৃষ্ণ জলপদবিশেষ।

৫ বটিকৌষধ বিশেষ। (রসসংগ্রহসং)

**বড়বাবস্ত্র (স্ত্রী)** বড়বামুখ, বড়বানল।

**বড়বাস্ত্র (পুং)** বড়বায়া: ঘোটকরূপায়া: ষষ্টীস্থত্যা: সংজ্ঞায়া: স্ত্রুত:। অধিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত, অধিনীকুমার হইল।

**বড়বাস্ত্র (পুং)** বড়বয়া দাস্তা হত:। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। বড়বা শব্দে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে অরুণ্ট হইয়া এই দাসীকে বিবাহ করিয়া তৎগৃহে দাসরূপে অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাস্ত্র কহে। (মিতাক্ষরা)

**বড়বিন্ (ত্রি)** বড়বাস্ত্র বা তৎসদৃশী।

**বড়া (স্ত্রী)** বড়-অচ্-টাণ্। বটক, চলিত বড়া।

‘কদলেনাথবা তালৈয কুং যতাপুলং পিডং।

পিণ্ডং চূর্ণং বটো বড়া’ ইতি (শব্দচং)

বড়া স্ত্রীয়া হ্রস্ব। তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের গুড়া মিশাইয়া তৈল বা ঘূতে ভাজিয়া লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া প্রভৃতি খাদ্য অতি সুস্বাদ।

**বড়িকা (স্ত্রী)** বটিকা।

**বড়িশ (স্ত্রী)** বলিনো মৎস্তান্ ভৃতি নাশয়তি শো-ক, লত্ভ ডঙ্ক।

১ মৎস্তধারণার্থ বক্র লোহকটকবিশেষ। চলিত বড়শী, পর্যায়—মৎস্তবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মৎস্তবেধনী, বলিসী, বলিস, বরিশা, বলিশি, মৎস্তভেদন। (জটায়ু)

২ আয়ুর্কোষোক্ত বড়িশাকার বেধনযন্ত্রবিশেষ।

**বড়ী (দেশজ)** ১ ঔষধের বটিকা। ২ খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পাকা চালকুমড়া উত্তররূপে কুরিয়া তাহা বাটিয়া লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ত্রিকুরা বাটিয়া উহা একত্র মিশ্রিত

করিয়া উত্তমরূপে ফেনাইয়া বড়ী দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় স্বাদু। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মুলার বড়ী প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

**বড়োসক (স্ত্রী)** প্রাচীন স্থানভেদ।

**বড়ু বড়ু (দেশজ)** অব্যক্ত শব্দ। পক্ষে নিমজ্জনকালে যে অব্যক্ত শব্দ উচ্চিত হয়।

**বড়ু (ত্রি)** বড়তে ইতি বড় বহুলমাত্রাপীতি বক্। বৃহৎ। চলিত বড়। (অমর)

**বণ, শব্দ।** ভূদি’ পরস্মৈ’ সক’ সেট্। লট্ বণতি। লিট্ বণাণ। লুট্ বণিতা। লুঙ্ অবণীৎ, অবণীৎ। গিচ্ বাণয়তি। লুঙ্ অববণৎ, অববণৎ।

**বণিক্ (পুং)** ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাাত্র। যাহারা বাণিজ্যব্যুত্তিয়ারা জীবিকার্জন করে। বাঙ্গালায় গন্ধবণিক্, স্বর্ণবণিক্ কাংস্ত-বণিক্ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে শ্রেষ্ঠী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্বিন্ন ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক্ জাতির বিবরণ বৈশ্ব শব্দে এবং বণিক্জাতির শব্দবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।

[ বৈশ্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ]

**বণিক্কর্মন্ (স্ত্রী)** বণিজ্ঞাং কৰ্ম্ম। বণিক্দিগের ক্রয়বিক্রয়াদি-রূপ কার্য।

**বণিক্ক্রিয়া (স্ত্রী)** বণিজ্ঞাং ক্রিয়া। বণিক্দিগের কার্য। (বৃহৎসং ৬৯২০)

**বণিক্পথ (পুং)** বণিজ্ঞাং পথ:। বণিক্দিগের পথ। নিগম। বিপণি। বাণিজ্য। (জটায়ু)

“অচৌরাভূতধা ভূমিধা রাত্রৌ বণিক্পথা:।” (রাজতরং ৬।৭)

**বণিক্ভ্রত (স্ত্রী)** বণিকের কার্য। ব্যবসায়। বণিগ্ভূতি।

**বণিক্সার্থ (পুং)** বণিক্সমূহ। “বিক্কাবর্শবর্জিতা মায়রা জীবলোকোহয় যথা বণিক্সার্থোহর্থপরঃ” (ভাগবত ১৫।১৪।১)

**বণিগ্জ্ঞান (পুং)** বণিক্জাতি।

**বণিগ্জু (পুং)** বণিজ্ঞ: পণ্যজীবন্ত বহুধর্মদম্বাৎ। নীল-বৃক্ষ। (শব্দচং)

**বণিগ্গ্বেহ (পুং)** বহতীতি বহ-অচ্ বণিজ্ঞাং বহ:। উট্ট। (শব্দচং)

**বণিগ্ভাব (পুং)** বণিজ্ঞো ভাব:। বাণিজ্য, বণিক্দিগের ধর্ম। পর্যায়—সত্যানুত, বণিক্পথ, বাণিজ্য, বণিজ্য। (শব্দরত্নাং)

**বণিগ্ভূতি (স্ত্রী)** বণিজ্ঞাং ভূতি:। বণিক্দিগের ভূতি, বাণিজ্য, বণিক্দিগের জীবিকা।

**বণিগ্ভাগ (পুং)** বণিজ্ঞাং মার্গ:। বাণিজ্য, বিপণি, বণিক্পথ।

**বণিজ্ (পুং)** পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ-



(পেশাদারিত্ব বং: উণ্ ১১৩০) ইতি ইজি পত চ বং: জন্ম-  
বিক্রয়কর্তা, বাণিজ্যকারক। পঠ্যার—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম,  
বণিজ, পণ্যাজীব, আপনিক, জন্মবিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ,  
বাণিজ, বাণিজ্যিক, জারিক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার।  
(শব্দরত্না) ২ বৈজ্ঞ। (রাজনি) বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি,  
এইজন্য ইহাদিগকে বণিজ্ কহে। ৩ করণবিশেষ, বব-বালব  
প্রভৃতি করণের মধ্যে বটকরণ। (বৃহৎসং ১১।৭)

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ্ স্বার্থে অণ্, অভিধানাৎ ন বৃত্তিঃ।  
১ বণিক্। ২ বব প্রভৃতি করণের মধ্যে বটকরণ। এই করণে  
বাণিজ্যারম্ভ করিলে শুভ হইয়া থাকে। অল্প শুভকর্মে এই  
করণ নিষিদ্ধ। বণিজকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে  
বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ, গুণবান্ এবং বণিকৃগণের দ্বারা তাহার অভিলাষ  
সিদ্ধি হইয়া থাকে।

“প্রাজঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্ গুণজ্ঞো বণিকৃজনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্তাৎ।  
যন্ত প্রযতৌ বণিজ্যভিধানং ভাণ্ডপ্রধানং দ্রবিশং হি তন্ত ॥”

(কোষ্ঠীগ্রন্থীপ)

বণিজক (পুং) বণিক্। ব্যবসায়ী।

বণিজ্য (স্ত্রী) বণিজ্যো ভাবঃ কর্ণ বা বণিজ্ (দূতবণিগভাণ্ডাৎ।  
পা ৫।১।২২) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ। বাণিজ্য, স্ত্রিয়াং  
টাপ্। বণিজ্য।

বণ্ট, বিভাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্, বণ্টয়তি,  
বণ্টাপয়তি। লুঙ, অববটং।

বণ্ট (পুং) বণ্টাতে ইতি বণ্ট-বঞ্। ১ ভাগ। ২ দাত্রমুষ্টি।  
(হেম) বণ্ট-অচ্। ৩ অকৃতোষাহ, অবিবাহিত। (শব্দমালা)

বণ্টক (পুং) বণ্ট এব স্বার্থে কন্। ১ ভাগ। (অমর) বণ্ট-  
বুল্। (ত্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগকর্তা।

বণ্টন (স্ত্রী) বণ্ট-লুট্। বিভাগ।

বণ্টনীয় (ত্রি) বণ্ট-অনীয়ন্। বণ্টনের যোগ্য, বিভাগের যোগ্য।

বণ্টিত (ত্রি) বণ্ট-ইতচ্। কৃতবিভাগ, যাহা ভাগ করিয়া  
বেণ্ডা হইয়াছে।

বণ্টাল (পুং) ১ পুরযুদ্ধ। ২ নৌকা। ৩ ধ্বনি। (মেঘিনী)  
কোন কোন স্থানে ‘বণ্টাল’ এইরূপ পাঠও বিধিতে পাওয়া যায়।

বণ্ট (পুং) বণ্টতে ইতি বণ্ট-অচ্। ১ অকৃতোষাহ, অবিবাহিত।  
২ ধ্বজ। ৩ কৃত্যযুদ্ধ। (মেঘিনী)

বণ্টর (পুং) ১ বণিকারক্। ২ কুকুরের লাল্। ৩ করীর  
কোব। ৪ তালপল্লব। ৪ পরোধর। (মেঘিনী)

বণ্টাল (পুং) [বণ্টাল বেষ]

বণ্ড (পুং) বনতে ইতি বন সত্ত্বতৌ (চমভাণ্ডঃ ভঃ। উণ্  
১।১১০) ইতি ভ। ১ অনাবৃতক্রেত্। পঠ্যার—হুত্বা,

বিনয়ক, শিপিবিহী। (হেম) বাড়া। (ত্রি) ২ হস্তাবিবর্তিত।  
লাজলাবিসংহিত, চলিত বেড়ী। (মেঘিনী) ৩ কবচক।  
স্ত্রিয়াং টাপ্। অসতী স্ত্রী। পুংস্তলী।

বং (অব্যয়) বাতীতি বা উতি। ১ সাধ্য। পঠ্যার—বা, বধা,  
তথা, এব, এবং। (অমর)

বত্ত (অব্যয়) ১ খেব। ২ অল্পকম্পা।

“ক বত্ত হরিণকানাং জীবিতকান্তিলোপঃ

ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারঃ শরাত্তে।” (শব্দরত্না ১ অ০)

৩ সত্তোষ। ৪ বিনয়। ৫ আমন্ত্রণ। (অমর)

বত্তংস (পুং) অবজ্ঞসরতি অবজ্ঞস্তত্তেহেনেন বা ইতি অব-তসি  
অচ্, বঞ্ বা অবজ্ঞানোপঃ। কর্ণপূর, কর্ণকৃষণ, কাণের গহনা।  
২ শেখর, শিরোভূষণ।

“চলিত-দৃগক্ষণ-চঞ্চল-মৌলিকণোলবিলাকবত্তংসং।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসঃ স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥”

(গীতগোবিন্দ ২।২)

বতক্ (আরবী) হালী।

বতপু (পুং) বনতীতি-বন (অণ্ডন্ কৃৎস্‌বৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮)  
ইত্যত্র বনতেতৎকারান্তদেশঃ। ১ মুনিতেন। (উণাদিকোষ)

বতরীধু (আরবী) মাসের অমুক দিন।

বতায়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা।

বতুই (দেশজ) পাকিভেদ।

বতু (পুং) ১ দেবনদী। ২ সত্যবাক্। ৩ পদা। ৪ অক্ষিরোগ।

বতৌকা (স্ত্রী) অবগতঃ ভৌকং অপত্যং যত্নাঃ, অবজ্ঞানোপঃ।  
অবতৌকা, যে গাভীর গর্ভগ্রাব হইয়াছে।

বত্রিশ (দেশজ) বাত্রিশং, ৩২ সংখ্যা।

বৎস (পুং) বনতীতি বন (বৃত্‌ বদি-হনি-কমিকবিতাঃ সঃ। উণ্  
৩।৬২) ইতি স। ১ বর্ষ। ২ গোশিশু, চলিত বাছুর। পঠ্যার—  
শক্‌ৎকরি, তর্পক, দোড়া, দোষক, দোষ, রৌহিণের, বাছুরের,  
তদ্বত। সত্তোজাত বৎসের পঠ্যার—তর্পক, তর্পত, তদ্বত, কচ।  
(জটায়র) ৩ পুত্রাবি, চলিত বাছা।

“ন বৎস নৃপতেবিক্যাং ভবানারোচ্‌ মরীতি।

ম নৃহীতো ময়া বৎ বৎ কুকাবশি নৃপাঙ্গল ॥”

(ভাগবত ৪।৮।১১)

৪ দিবোদাসের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।৫) ৫ দেশভেদ।

“অতি বৎস ইতি খ্যাতো দেশো দর্পোপশান্তরে।

বর্গত নিমিত্তো বাজা প্রতীমল ইব কিটৌ ॥” (কথাসরিৎসং ৯।৪)

৬ কংসের অমুচর বৎসাসুর, এই অমুর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক  
সিহত হয়। (ভাগবত ১০।৮০) ৭ ইন্দ্রবধ। (চন্দ্রকান্ত)

(স্ত্রী) ৮ বসল্। (অমর) ৯ মুনিসিবেশ। (শিঙ্গু ৭।৫০)

বংস, ১ কুমারসম্ভবটীকারচরিতা। ২ চরকাধার্য্যুত্ৰপ্রণেতা।  
হেমাজি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বংসক (ক্ৰী) বংস-সংজ্ঞায় ইবার্ণে বা কন্। ১ পুংকাসীস।  
(রাজনিং) ২ বংসশকার্য। (পুং) বংস-কন্। ৩ কুটজ।  
(অমর) ৪ ইন্দ্রবব। ৫ নিগুণ্ডী, নিসিন্দা। (বৈজ্ঞকনিং)

বংসকণ্ডড়িকা, ঔষধভেদ। (চিকিৎসা)

বংসকণ্টক (পুং) পর্ণটক, ক্ষেতপাণ্ডা।

বংসকমল (ক্ৰী) ইন্দ্রবব। (চরক হৃং ৪ অং)

বংসকবীজ (ক্ৰী) বংসকন্ত বীজ। ইন্দ্রবব।

“বোমং বংসকবীজক নিষত্বনিষমার্কবম্।

চিক্রকং মোহিনীং পাঠাং দার্কীমতিবিবাং সমাম্ ॥” (চক্রপাণিসং)

বংসকামা (ক্ৰী) বংসং কামরতে ইতি কন্-অচ্-টাপ্।

বংসান্ডিলাবিণী গাভী। পর্যায়—বংসলা। (রাজনিং)

২ পুংসিকামা ক্ৰী, যে ক্ৰী সন্তান কামনা করে।

বংসগুরু (পুং) পুত্রের আচার্য।

বংসগুরুকর্তীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

বংসতন্ত্রী (ক্ৰী) বংসস্ত তন্ত্রী। বংসবন্ধন রজ্জু, চলিত বাছুর-  
বাধা দড়ি।

বংসতর (পুং) প্রথম বয়সের বংস (বংসোক্ষাধ্বর্ষভেভ্যশ্চেতি।

পা ৫৩৯১) ইতি টরচ্। প্রাপ্তদমনকাল গোশিত, চলিত

দোয়ানে বাছুর। পর্যায়—দম্বা, চূর্ণাস্ত, গড়ি। (রাজনিং)

বংসতরী (ক্ৰী) বংসতর-তীপ্। তিনবংসর বয়সের ক্ৰীগবী,

বৃষোৎসর্গে বৃষপত্নীরূপে কল্পিতা ত্রিহায়ণী গাভী। বৃষোৎসর্গ

করিতে হইলে চারিটা বংসতরীর সহিত একটা বৃষ উৎসর্গ

করিতে হয়। এই বংসতরী উত্তমরূপে অলঙ্কারাদি দ্বারা

সজ্জিত করিয়া দিতে হয়। তিনবংসরের কমে বংসতরী হয় না।

“ত্রিহায়ণীভির্ধজ্জাভিঃ সুরূপাভিঃ সুশোভিতঃ।

সর্কোপকরণোপেতঃ সর্কশতচয়ো মহান্।

উৎশ্রষ্টব্যো বিধানেন প্রতিস্থতিনির্ধর্নাং ॥” (শুদ্রিতঃ)

বংসত্ব (ক্ৰী) বংসসা ভাবঃ ত্ব। বংসের ভাব বা ধর্ম।

বংসদত্ত (পুং) গোশিতের দত্তের জ্ঞান তীরভেদ।

বংসদামন, পুরসেনবংশীর রাজভেদ। ইহার পিতার নাম দেব-  
রাজ ও মাতা যাজ্ঞিকা দেবী।

বংসনপাং (পুং) বক্রর বংশধর। (শতপথব্রাং ১৪৫৫১২২)

বংসনভ (পুং) বংসান্ নভাতি হিনস্তীতি নভ হিংসার্য্যঃ

(কর্ণধাণ্। পা ২৩১১) ইত্যণ্। বিষবৃক্ষবিশেষ, (Aconitum

ferox)। স্বাধরবিষভেদ, কন্দবিষ; চলিত—কাঠবিষ বা

মিঠেবিষ; হিন্দী—মিঠা; বহে—বচনাগ; তামিল—বসনবী।

সংস্কৃত পর্যায়—অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মারণ, নাগ,

স্তোকক, প্রাণহারক, স্বাবরাণি। গুণ—অতিমধুর, উষ্ণ, বাত,  
কক, কঠিনীড়া ও সন্নিপাতনাশক, শিত্ত ও সন্তাপবর্জক। (রাজনিং)  
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

“সিদ্ধবারসৃক্ষপ্রভো বংসনাত্মাকৃত্তিত্তা।

যং পার্থেন তরোয়ুর্জির্বংসনাত্তঃ স ভাবিতঃ ॥” (ভাবপ্রং)

বংসনাত্মা বিষের আকৃতি গোবৎসের জ্ঞান এবং বৃক্ষের  
পত্র সিদ্ধবার (নিসিন্দা) পত্রের জ্ঞান হইয়া থাকে। যে স্থলে  
বংসনাত্ত বিষের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বর্জিত  
হয় না। এই বিষ শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ  
করিতে হয়।

শোধনপ্রণালী—বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে  
ঐ বিষ তিন দিন গোমুত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে  
উহার ছাল তুলিয়া রোদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত-  
সর্বপের তৈল দ্বারা আর্দ্রীকৃত বস্ত্রখণ্ডে তিন দিন বাঁধিয়া রাখিলে  
বিষ শোধিত হয়।

গুণ—এই বিষ প্রাণনাশক, স্বাবারী ও বিকাশিশুণ্ণযুক্ত।

অগ্নিশুণ্ণবহুল, বায়ু ও কফনাশক, যোগবাহী এবং মত্ততাজনক;  
কিন্তু বিবেচনার সহিত যথাযথযুক্ত হলে প্রয়োজিত হইলে প্রাণ  
রক্ষার কারণ হয়। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, বাতহ, কফপহারক  
ও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং)

বংসনাত্ত শব্দের ক্ৰীবাগ্নেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে।

“চত্বারি বংসনাত্তানি মুক্তকে ধৌ প্রকীর্ত্তিতে।

ঐষাত্তজো বংসনাতে পীতবিগুণ্মনেত্রতা ॥”

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অং)

২ সম্বাদ্রিবির্ণিত রাজভেদ। (সম্বা° ২৭৫৭)

বংসপ (পুং) ১ বংসপালক। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

“পরীতো বংসপৈর্বংসাংস্কারয়ন্ ব্যহরষিভুঃ।

যমুনোপবনে কুজদ্বিজসমুজ্জিতাঙ্গিপে ॥” (ভাগবত ২২২৭)

৩ দানবভেদ। (অথর্ক ৮৩১১)

বংসপতি (পুং) রাজভেদ, বংসরাজ। (বাসবদত্তা)

বংসপত্ন (ক্ৰী) বংসরাজস্ত পত্নং। তারতবর্ষের উত্তরস্থ  
দেশবিশেষ, পর্যায়—কোশাখী। (হেম)

বংসপাল (পুং) বংসান্ পালয়তীতি বংস-পালি-অণ্। শ্রীকৃষ্ণ

ও বলদেব, বৃন্দাবনে গোবৎস পালন করিয়াছিলেন, এই জন্য

ইহারা বংসপাল নামে খ্যাত হইরাছিলেন।

“এবং ব্রজোকস্যাং শ্রীতিং যজ্ঞন্তো বালচেষ্টিতৈঃ।

কলবাঠ্যোঃ স্বকালেন বংসপালো বহুবভুঃ ॥”

(ভাগবত ১০।১১।৩৬)

(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমাত্র। (হরিবং ৩৭।২৪)  
বৎসপ্রচেতস্ (ত্রি) পূজাবিবরে প্রকটন। “ভোতরি প্রকট-  
জানঃ” (ঋক্ ৮।৮।৭ সায়ণ)

বৎসপ্ৰী (পুং) রাজভেদ, ভল্লননের পুত্র, অপর নাম বৎসপ্ৰীতি।  
ইনি ঋগ্বেদের ৯।৬৮ ও ১০।৪৫, ৪৬ হৃক্তের মন্ত্রগ্রন্থী ঋষি।

“ভল্লননহৃতস্ত বৎসপ্ৰীতির্ভল্লননাং ১” (ভাগবত ৯।২।২৩)

বৎসপ্ৰীতি (পুং) ১ বৎসপ্ৰীতি, রাজভেদ। (ত্রি) বৎসপ্ৰীতি:  
প্ৰীতিঃ। ২ বৎসের প্রীতি ভালবাসা।

বৎসবন্ধা (স্ত্রী) বন্ধবৎসা। বৎসাকাক্ষী গাভী।

বৎসবালক (পুং) বহুমেবের ভ্রাতা।

বৎসভক্ষক (পুং) বৎসপুত্র ভক্ষকঃ। ঈহামৃগ, হাঁড়োল,  
গোবাধা, ইহার্য গোবৎস ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাদিগকে বৎস-  
ভক্ষক কহে।

বৎসভূমি (স্ত্রী) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত  
বন ২৫।৩৮) ২ বৎসরাজের পুত্র। (হরিবংশ)

বৎসমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বৎসমুখ (পুং) গোশিশুর স্থায় মুখবিশিষ্ট।

বৎসর (পুং) বসন্তাশ্বিন্ অয়নক্সমাসপক্ষবারাদয় ইতি, বস  
নিবাসে (বসেচ্। উণ্ ৩।৭১) ইতি সরন্, (সং) আর্কধাতুকে।  
পা ৭।৪।৪৯) ইতি সন্ত তঃ। দ্বাদশমাসায়ক বা অয়নদ্বয়াক  
কাল, ১২ মাসে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সমষ্টিতে এক  
বৎসর হয়। পর্যায়—সংবৎসর, অজ, হায়ন, শরৎ, সমা,  
শরদা, বর্ষ, বরষ, সংবৎ। (শব্দরত্না)

মলমাসতবে লিখিত আছে যে, সৌর, সাবন, নাকত্র ও  
চান্দ্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; স্তবরাং সৌর, সাবন, নাকত্র  
ও চান্দ্রভেদে মাসও চারি প্রকার। ইহার মধ্যে দ্বাদশ সৌর  
মাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর,  
কিন্তু মলমাস স্থলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে।

“চান্দ্রবৎসরোহপি দ্বাদশমাসৈর্ভবতি, মলমাসপাতে তু  
ত্রয়োদশমাসৈর্ভবতি। তথাচ ঋতিঃ—দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ,  
কচিং ত্রয়োদশমাসাঃ সংবৎসরঃ” (মলমাসতবে)

দ্বাদশ নাকত্র মাসে এক নাকত্র বৎসর হয় এবং দ্বাদশ সাবন  
মাসে এক সাবন বৎসর হইয়া থাকে। সূর্য্য বতদিন এক  
রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। সূর্য্যের  
রাশিতে অবস্থান জ্ঞাত মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস  
কহে। সাল, শকাব্দা প্রভৃতি সৌরমাসানুসারেই গণনা  
হইয়া থাকে।

তিথিবর্তিত মাসকে চান্দ্রমাস কহে। চান্দ্রমাস মুখ্য ও গোণ-  
ভেদে বিবিধ। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর হইয়া থাকে।

২৭টা নাকত্রে এক নাকত্র মাস, ইহার দ্বাদশ নাকত্রে মাসে এক  
নাকত্র বৎসর হইয়া থাকে। সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও  
বিবিধ। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ অহোরাত্রে  
যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস—যেমন ১০ই আশ্বিন হইতে  
৯ই কার্তিক পর্য্যন্ত ৩০ অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে  
কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক  
চান্দ্রসাবন মাস, ইহার দ্বাদশ মাসে এক সাবনবৎসর হয়।

[ বিশেষ বিবরণ মাস, মলমাস ও বহিঃসংবৎসর শব্দে দেখ ]

সৌরবৎসর প্রভাবাদি ৬০টা নামে বিভক্ত বলিয়া বহিঃসংবৎসর  
নামে অভিহিত।

২৬বৈশ্য পুত্র। (ভাগবত ৪।১০।১) ও মুনিভেদ। (লিঙ্গপু ৩।৩৫১)

বৎসরাজ (পুং) বৎসদিগের নরপতি।

বৎসরাজ, ১ নির্ণয়বীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হাত-  
চূড়ামণিগ্রন্থনপ্রণেতা। ৩ বারাগসীদর্পণ ও তাহার টীকাপ্রণেতা।  
রামাশ্রমের শিষ্য ও রাঘব ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি  
উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

বৎসরাজ, ১ চাহমানকণীষ একজন রাজা। ২ চৌলুক্যবংশীয়  
লাটদেশাধিপতি। ৩ ককরেক্টার মহারাজক উপাধিদারী একজন  
সামন্ত। ৪ মহোদয়রাজভেদ। ৫ চন্দ্রনরায়ণ কীর্তিবর্মান প্রধান  
মন্ত্রী। ৬ সিন্ধুরাজ পুত্রভেদ। ইহার অপর নাম লোহভূদেব।  
ইনি কনোজপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বৎসরাজদেব, একজন প্রাচীন কবি।

বৎসরাদি (পুং) বৎসরের আদি। মার্গশীর্ষ, অগ্রহায়ণ।

বৎসরাস্তক (পুং) বৎসরত্ব অস্ত্রে কার্যতি শোভতে ইতি কৈ-  
ক, যথা বৎসরত্বাস্তো নাশো যস্মাৎ। ফাল্গুন মাস। (রাজনি°)  
বৎসল (ত্রি) বৎসে পুত্রাদিসেহপাত্রে কামোহস্তাত্তীতি বৎস  
(বৎসাংসাত্ত্য্য কামবলে। পা ৫।২।৯৮) ইতি লট্। ১ দেহ-  
যুক্ত। পর্যায়—মিথু। (অমর)

“জ্ঞানং গুহ্যতমং বহুং সাক্ষাৎ ভাগবতোদিতম্।

অম্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥” (ভাগবত ১।৫।৩০)

বৎসং লাতি গৃহ্যাত্তীতি লা-ক। ২ বৎসকামুক।

(পুং) ৩ শৃঙ্গারাদি দশবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধারণতঃ  
রস ৯টা স্বীকৃত হইয়াছে। দশটা রস স্বীকার করিলে  
বৎসল দশম রস হয়। ইহার লক্ষণ—

“ক্ষুৎ ইং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসঃ বিদ্বঃ।

হারী বৎসলতা দেহঃ পুত্রোত্তালম্বনং মতম্ ॥

উদ্দীপনানি তচ্ছেষ্টী বিভাশোভ্যোদয়দয়ঃ।

আলিঙ্গনাসংস্পর্শশিরস্ স্পর্শনশীলম্ ॥

পুলকানন্দবাপাতা অমুতাবাঃ প্রকীর্ণিতাঃ।

সকালিগোহনিষ্টপতা হৰ্ণগৰ্ভায়া মতাঃ ।

পদ্যপৰ্বতবিবৰ্ণো বৈবজ্য জ্যোতিষ্যকঃ ॥ (সাহিত্যদ' ৩২৪১)

যে স্থলে বৰ্ণনার অতিশয় চমৎকারিতা হয়, তথায় বৎসলয়স হইয়া থাকে। এই রসের স্থায়িত্বের বৎসলতা বা মেহ; পুত্রাদি ইহার আলম্বন; পুত্রাদির চেষ্টা, বিজ্ঞা, শৌৰ্য ও দয়াবি উল্লীপন-তাৰ; পুত্রাদিকে আনিব, তাহাদিগের অঙ্গসংস্পৰ্শ, শিরশ্চুম্বন, মৰ্শন, পুলক, আনন্দ ও আশাদি ইহার অলম্বন; অনিষ্টপতা, হৰ্ণ ও গৰ্ভাদি সকালিতাব; ইহার বর্ণ পদ্যকোষের জ্ঞান এক ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকমতা। উদাহরণ—

“বদাহ ধাতা প্রথমেবিতঃ যতো দযৌ তদীয়মবলম্ব্য চাতুলীম্ ।

অক্লুত মদ্রঃ শ্রুণিপাতশিক্কা পিতৃমুখং তেন ভুতান সোহর্জকঃ ॥

(সাহিত্যদ' ধৃত রত্নব' ) [ রদশব্দ দেখ ]

বৎসলতা ( স্ত্রী ) বৎসলতা ভাবঃ তল, টাপ্ । বাৎসল্য, বৎসলত্ব, বৎসলের ভাব বা ধর্ম ।

বৎসলা ( স্ত্রী ) বৎসল-টাপ্ বা বৎসং লাভি লা-ক-টাপ্ । বৎসকামা গো ।

“সাহং গৌরিব সিংহেন বিরংসা বৎসলা কৃত ।

কৈকেয়া পুরুষয্যত্র বালবৎসেব গোৰ্জলাং ॥”

( রামায়ণ ২।৪২।৮১ )

বৎসবৎ ( ত্রি ) বৎস অন্ত্যার্থে মতুপ্ মত্ব বঃ । বৎসযুক্ত । ত্রিরাং ভীপ্ । বৎসযুক্তা গাভী ।

“সমেতা গাবোহধো-বৎসান্ বৎসবতোহপিপারয় ।”

( ভাগবত ১০।১৩।৩১ )

বৎসবরদাচার্য্য, প্রেণরণারিজাতপ্রণেতা ।

বৎসবিন্দ ( পুং ) ঞ্জিভেদে । ( প্রেবরাদ্যায় )

বৎসবুদ্ধ ( পুং ) রাজভেদ ।

“উল্কিরঃ হৃতত্তত বৎসবুদ্ধো ভবিততি ।” ( ভাগ' ৯।১২।৯ )

বৎসবৃহ ( পুং ) বৎসের পুত্র । ( বিষ্ণুপুরাণ )

বৎসশাল ( ত্রি ) গোবাল ঘরে জাত ।

বৎসশালা ( স্ত্রী ) গোবাল ঘর ।

বৎসস্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ । মাধবাচার্য্য কালমাধবীর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ।

বৎসা ( স্ত্রী ) বৎস-টাপ্ । বৎসা । ( রাজনি' )

বৎসাকী ( স্ত্রী ) বৎসজাতীক গাত্রচিহ্ন যতঃ, বচ্, সমাসাত্তঃ, ত্রিরাং ভীপ্ । ১ গোড়ুবা । ( জটায়ব )

বৎসাকীব ( ত্রি ) গোবৎস পালনকারী জীবিকানির্ভাহকারী । ২ পিজল ঞ্জি ।

বৎসানন ( পুং ) অতীন্দ্ৰি অদ-ল্য, বৎসান্য অদ-ল্য ভককঃ । বৃক, গোবোবা । ( রাজনি' )

বৎসাননী ( স্ত্রী ) বৎসনয়ভতে প্রিয়মমিতি, অদ-ল্যট, ভীপ্ । ঞ্জটী । ( অমর )

বৎসার ( পুং ) কাভপের পুত্রভেদ ।

বৎসানুর ( পুং ) অনুরভেদ, এই অনুর মধুরাপতি কংসের অনুর ছিল । বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বধন গোচারণ করিতেন, তখন এই অনুর বৎসরূপে তথায় অবস্থান করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অমল চেষ্টার ঘুরিয়া বেড়াইত, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া এই অনুরকে বধ করেন । ( ভাগবত ১০ম স্কন্ধ )

বৎসিন্ ( ত্রি ) ১ বৎসযুক্ত । ২ পুত্রসম্বিত । ৩ শ্রীকৃষ্ণ ।

বৎসিমন্ ( ত্রি ) বাল্যাবস্থা । যৌবন ।

বৎসীয় ( ত্রি ) বৎস ( ভট্টম হিতং পা ৫।১।৫ ) ইতি হিতার্থে ছ । বৎসদিগের হিতকারী । ( গোড়ুক )

বৎসেশ্বর ( পুং ) ১ রাজভেদ । ( রত্নাবলী ) ২ বৈদ্যাকরণভেদ । ৩ চিকিৎসাসাগরপ্রণেতা ।

বৎস্ত ( ত্রি ) বৎসসম্বন্ধীয় ।

বৎসর ( পুং ) বৈদ্যাকরণ পৌরসাদির মতে বৎসর শব্দের রূপান্তর । ( পাণিনি ৮।৪।৮ বার্তিক )

বদ, কখন, উক্তি । ভাদিৎ পরস্মৈ৷ সকৎ সেট্ । লট্ বদতি । লিট্ ববাদ, উদভূঃ, বদমিধ । লুট্ বদিতা । লৃট্ বদিষ্যতি । লুঙ্ অবাদীৎ অবাদিষ্ঠাৎ, অবাদিষুঃ । সন্ বিবদিষতি । বঙ্ বাবঙতে । বঙলুঙ্ বাবঙ্তি । পিচ্ বাবঙতি-তে । লুঙ্ অবীবদৎ-ত । গিঙত বদধাকু বাদনার্হ ।

বোপদেবের মতে, সন্দেহ-বচন ও কখন । দীপ্তি, সাক্ষন, জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাহ ও প্রার্থনা অর্থ বুঝাইলে বদ ধাতুর আত্মনেপদ হইয়া থাকে ।

অঘ+বদ=অঘবদ, সমৃদ্ধকখন । অণ+বদ=অণবদ, অকীৰ্ত্তি । অতি+বদ+অভিবাচন, প্রণাম । প্রত্যতি+বদ=প্রত্যতিবাচন, প্রতিদম্ভকার । পরি+বদ=পরিবদ, নিন্দা । প্র+বদ=প্রবাদ, জনস্রুতি । প্রতি+বদ=প্রতিবাদ । সম্+বদ=সংবাদ । বিসম্+বদ=বিসংবাদ । বি+বদ=বিবাদ, কলহ ।

বদ ( ত্রি ) বদতি বক্তৃতি বদ-পচাভট্ । বক্তা । ( অমর )

বদক ( ত্রি ) বাক্যকখনকার । বক্তা ।

বদন ( স্ত্রী ) বদন্ত্যনেতি বদ-করণ লুট্ । ১ মুখ, আনন ।

“বদনবিনীতমসৌ বৃহদীহরোঁরসংকপোলতকঃ ।

চুবননিবেদিকতো বদনঃ শিববাতি পাণ্ডিত্যম্ ॥”

( আদ্যাস্তপতী ২৭৩ )

২ অগ্রভাগ ।

“দীপ্যতানি দ্ব্যবদনানি দীপ্যত্ববদনানি” ( মুক্ত ১।৭ )

বদ-ভাবে লুট্। ৩ কখন।

বদনদস্তুর (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।১২)

বদনরোগ (পুং) বদনস্ত রোগঃ। মুখরোগ।

বদনশ্রামিকা (স্ত্রী) বদনস্ত শ্রামিকা, ৬তৎ। বদনকালিমা।

চলিত কথায় মেছতা বলে।

বদনাময় (পুং) বদনস্ত আময়ঃ। বদনরোগ।

বদনাম্বতা (স্ত্রী) বদনস্ত অম্বতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে মুখ সৰ্কদা অম্ববৎ হয়। (ভাবপ্র°)

বদনাসব (পুং) বদনস্ত আসবঃ। অধরমধু। (ভূরিপ্র°)

বদন্তি[?] (স্ত্রী) বদ (বেদন্ত। উণ্ ৩।৫০) ইত্যঙ্কল-দন্তোক্ত্য মিচ্, কুদিকারাদিত্তি বা ঙীষ্। ১ কথ্য। বদ-ধাতু লট্ অস্তি করিলেও বদন্তি হয়, এই 'বদন্তি' ক্রিয়াপদ। বদ ধাতু শত্ প্রত্যয় করিয়া ঙীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয়ে বদন্তী পদ হইয়া থাকে।

"যং বদন্তি তমোভূতা মূৰ্খা ধৰ্ম্মমতদ্ভিদঃ।" (মমু ১২।১১৫)

বদন্তিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।৪৫)

বদন্ত্য (ত্রি) বদাত্য। (অমরটীকা-সারস্বতীরী)

বদল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুইজন স্বাধিকারিমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ২৫০ টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকো-বাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদল্ (আরবী) বিনিময়।

বদলাবদলী (দেশজ) পরস্পরে একের বিনিময়ে অপরটি গ্রহণ।

অদলবদল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হান্নারপ্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। রাজস্ব ২০০ হাজারটাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ২৪৬ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়।

বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের মহীকান্দা বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর, ইমর হইতে ছয় কোশ উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে বদলী নগর একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল।

বদাগরা, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটি নগর, অক্ষা° ১১°৩৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭' ১৫" পূঃ। ইহা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোরনুর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানকার দুর্গটি কোলিক্টিরি (টীরকল) রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের

কোন রাজা এই দুর্গ কোদন্তনাড় রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন, অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়, টিপু ইহাকে বাণিজ্য-কেন্দ্র আবারেই প্রধান রাজকাৰ্য্যালয়রূপে পরিণত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই দুর্গ কাড়িয়া লইয়া পুর্কোন্ত কোদন্তনাড় রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উহা তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামভবনে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নগর বাণিজ্যপ্রধান।

বদান্ত্য (ত্রি) বদতি সর্কেত্য এব দান্ত্যমীতি মনোহরবাক্য-মিতি বদ (বদেদান্ত্যঃ। উণ্ ৩।১০৪) ইতি আত্ম। বহপ্রদ, যিনি বহুধন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা।

"গতো বদান্ত্যস্তরমিত্যং মে

মাতুং পরীষাদনবাবতারঃ॥" (রঘু ৫।২৪)

২ বলগুবাক্য। (অমর) ৩ স্তন্যমখ্যাত ঋষিবিশেষ।

"নিবেষ্টু কামস্ত পরা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।

ঋষেরথ বদান্ত্যস্ত বত্রে কচ্ছাং মহাশ্বানঃ॥" (ভারত ১৩।১২।১১)

বদাম্ (স্ত্রী) ফলবিশেষ, চলিত বাদাম। পর্যায়—স্কল, বাত-বৈরী, নেত্রোপম। ইহার গুণ—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, গুরু ও শুক্রবর্ধক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে মধুর, বলকারক, উষ্ণ, কন্দনাশক ও রক্তপিত্তরোগনাশক।

বদাল (পুং) বদ-ঘঞার্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্য্যায়োক্তীতি বদ-অল-অচ্। মৎস্তবিশেষ, চলিত বোয়াল মাছ। এই মৎস্ত হব্যকব্যো ব্যবহার করা যাইতে পারে। পর্য্যায়—পাঠীন। (ত্রিকা°)

"পাঠীনরোহিতাবাচ্ছো নিযুক্তো হব্যকব্যায়োঃ।" (মমু)

বদালক (পুং) বদাল এব স্বার্থে কন্। পাঠীন মৎস্ত। (ভূরিপ্র°)

বদাব্দ (ত্রি) অত্যন্ত বদতীতি বদ-অচ্, (চরিত্রলীতি। পা ৩।১২৩৪) ইত্যন্ত বার্ষিকোক্ত্য নিপাতিতং। বক্তা।

বদাবদিন্ (ত্রি) অত্যন্ত কথনশীল। বহুভাবী।

বদি (অব্য) ১ বহুল দিন শব্দের অপপ্রয়োগ। ২ হিন্দী পঞ্জিকায় কৃষ্ণপক্ষকে বদি বলে, যেমন বৈশাখ বদি।

বদিতব্য (ত্রি) বদ-ভব্য। কথনযোগ্য, বক্তব্য।

বদিত্ব (ত্রি) বদ-ভূচ্। বক্তা।

"অপূতাই বাচঃ বদিতারঃ" (ঐত্ ৩ ব্রা° ৭।২৭)

বদিবাস, প্রাচীন জনপদভেদ।

বদুবহরী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Limodorum or Geodorum bicolor)

বদুবো (পারসী) পুতিগন্ধ।

বদুহাল্ (পারসী) দুহবহা।

বধ (পুং) হননমিতি হন-অপ্ বধাদেশঃ। প্রাণবিরোগজনক ব্যাপার বিশেষ। পর্য্যায়—প্রমাপণ, নিব্বিহণ, নিরাকরণ, নিশারণ,

প্রধাসন, পরাসন, নিম্নন, মিহিন্দন, নির্ধাসন, সংজ্ঞপন, নিগ্রহন, অপাসন, নিতুর্জন, মিহিনন, কণ, পরিবর্জন, নির্ধাপণ, বিশসন, মারণ, প্রতিঘাতন, উষাসন, প্রমথন, জ্ঞখন, উজ্জাসন, আলক, শিঙ্গ, বিধন, বাত, উগ্ৰহ, হিংসা, বাতন, বিদারণ, পিঙ্গক, পাত, পরিষ, পরিঘাতন, কদন, নিধারণ, সমাঘাত, নির্গজ্জন, মারি, মারী, উৎপাত, মারক, মরক, মার, সংঘাত। (শকরত্না°)

কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হয় না থাকে। কিন্তু আত্মত্যাগী শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না।

“নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন।”

(গীতার ১২৬ টীকার স্বামী)

পারিত্যায়িক বধ—

“বপনং ত্রিবিধানং দেশান্নির্ধাপনং তথা।

এষ হি ব্রহ্মবধুনাং বধো নাহোহন্তি দৈহিকঃ ॥”

(ভারত সৌপ্তিকপ°)

ব্রাহ্মণদিগের মন্তকমুণ্ডন, সমস্তধনগ্রহণ এবং দেশ হইতে নির্ধাসন করিয়া দিলে, তাহাতেই তাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে পারিত্যায়িক বধ কহে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তিকে বধ করিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদ এবং স্বর্গচোর, সুরাপানী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী এবং আত্মঘাতী এই সকল ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাপ হয় না এবং এই বধও পুণ্যপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“একস্ত যত্র নিধনে প্রযুক্তে চুষ্টকারিণঃ।

বহুনাং ভবতি ক্ষেমঃ তস্ত পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥

রুক্মন্তেরী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতরগঃ।

আত্মানং যাত্রেয়বস্ত তস্ত পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥”

(কালিকাপু° ২০ অ°)

একের জন্ত বহুকে বধ করিতে নাই, কিন্তু বহুলোকের শাস্তির জন্ত একজনকে বধ করা বাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না।

“নৈকস্তার্থে বহুং হস্তানিহতি শাস্ত্রেণ নিশ্চয়ঃ।

একং হস্তানুবহুনাং হি ন পাপী তেন জারতে ॥”

(বামনপু° ৪৫ অ°)

বধ এবং বধন পূর্বকর্মেয় বস্ত, অর্থাৎ পূর্বকর্ম্মানুসারেই বধ ও বধন হইয়া থাকে।

“ন কচিদ্ধাত্ত কেনাপি বধ্যতে হস্তক্ষেপি বা।

বধ্যবাক্যে পূর্বকর্ম্মবস্তো নুপতিনন্দন ॥” (বামনপু° ৬২ অ°)

যদিতে বৈধহিংস্রা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে,

যজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি করা হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ-হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হইয়া থাকে। যজ্ঞার্থে যে বধ তাহা অবধ।

“যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ যজ্ঞার্থে পশুঘাতনঃ।

অতর্থাৎ বাতরিয়ামি তন্মাদবজ্ঞে বধোহবধঃ ॥” (যুতি)

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য দুই হইবে, বধজন্ত যে পাপ তাহা হইবে এবং বজ্ঞের পূর্ণভাজন্ত যে পুণ্য তাহাও হইবে; অতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে। যজ্ঞপূর্ণ হওয়ার স্বর্গভোগ এবং পশুবধজন্ত পাপভোগ অবশ্যজ্ঞাবধী। তবে যজ্ঞে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ কম, অতরাং অনেক সুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র কষ্টভোগ করা তত দুঃখজনক নহে। [বিশেষ বিবরণ হিংসা শব্দে দেখ]

অজ্ঞানতঃ গো প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে বধজন্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্যস্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বধক (পুং) হস্তীতি হনু-কুন (হনো বধক। উণ° ২।৩৬) ইতি বধাদেশঃ। ১ বধকর্তা, বধকারী। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি। ৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দহ্য-বৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ছলে ভুলাইয়া অসহায় পথিক অথবা তীর্থযাত্রীদিগকে বধ করে বলিয়া ইহারা বধক নামে পরিচিত; কিন্তু জাতিগত সাদৃশ্যে বাওয়ারিয়া ও বহেলীয়া-দিগের অনুরূপ। সুখ ইহাদের মধ্যে রাজপুতদিগেরই অধিক্য দৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে অনেক ধর্ম্মপ্রভু মুসলমানও ইহাদের দল-ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলার এই দহ্যদিগের বাস আছে। ইংরাজশাসনে ইহারা এক্ষণে অনেকটা শাস্ত্যভাব দারণ করিয়াছে। ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক অথবা বৈরাগীর বেশে তীর্থযাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবশ্যকমত তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদিগের তীর্থকার্য সম্পন্ন করে। এই অবসরে ইহারা দক্ষিণ ও প্রণামীরূপে বলপূর্বক অর্থ আদায় করিবার চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে যাত্রীদিগকে ধৃত্বা সংযুক্ত এসাদ সেবন করাইয়া তাহাদিগের বধ্যসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়।

কালীয়াত ইহাদের প্রধান উপাভ্যাস সেবতা। ইহারা মেবী পূজার ছাগ বলি দেয়, ছাগমাংস ব্যতীত শূগাল, খেকশিয়াল ও গোখাদি সরীসৃপমাংস ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, শূগালমাংস ভক্ষণ করিলে শীতকালের রাক্ষসে বিচরণ

কালে শৈত্য স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা স্বাক্ষরনিষেধের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গোপনে মত্ত প্রস্তুত করিয়া পান করে। ডাকাতী করিতে যাইবার পূর্বে ইহারা কাশীমাতার পূজা করে, এবং লুণ্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক বালিকাকে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

বধকর্মান্ (স্ত্রী) বধ এব কৰ্ম্ম। প্রাণবিয়োগকলক-ব্যাপার, বাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্ম্ম কহে। ইহার বৈদিক পর্যায়—দভ্রোতি, শ্রুতি, ধরতি, ধূরতি, বৃগতি, বৃদ্ধতি, কৃদ্ধতি, কৃষ্ণতি, শ্রুতি, নভতে, অর্দয়তি, ভৃগতি, মেহয়তি, যাত-য়তি, ক্ষুরতি, ক্ষুরতি, নিপবন্ত, অবতিরতি, বিয়াত, আতিরং, তলিষ্ঠং, আখণ্ডল, জগতি, রম্যতি, শৃগতি, শ্মাতি, কৃগল্হি, তাল্হি, নিতোশতে, নিবহয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি।

(বেদনি° ২।১১)

বধকর্ম্মাধিকারিন্ (পুং) জ্ঞানাদ। স্বাক্ষরযুক্ত প্রাণহন্ত।

বধকাম্য। (স্ত্রী) বধকামনা। (মহু ৪।১৬৫)

বধজীবিন্ (ত্রি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি জীব-গিনি। যাহারা প্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অর্জন করে, বাতুক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।১৬৪)

বধত্রে (স্ত্রী) বধাতেহনেনেতি বধ (অমি-নক্ষি-যজিবধি-পতি-ভ্যোহয়ন্। উণ্ ৩।১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অত্র। (উজ্জল) ২ নাশ হইতে জ্ঞাপকস্বী।

বধদণ্ড (পুং) বধ এব দণ্ডঃ। বধরূপ দণ্ড, প্রাণনাশদণ্ড।

(মহু ৮।১২২)

বধনির্গেফ (পুং) নরহত্যাভজিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বধভূমি (স্ত্রী) বধস্ত ভূমিঃ। বধ্যস্থান, যে স্থলে প্রাণবধ হয়।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্ত বা স্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধ্যস্থল, চলিত মশান। পর্যায়—আবাত, প্রাবাত, বধ্যস্থান, আবাতন। (হারাণব°)

বধস্ত্র (ত্রি) ১ নাশকারী অস্ত্র। ২ ইন্দ্রের বজ্র।

বধস্ত্র (ত্রি) ক্রয়কারী অস্ত্রধারী। 'প্রহারেন প্রস্ত্রবণশীলঃ' (সায়ণ)

বধ্য (অব্য) বধ্যা শব্দার্থ।

বধ্যজ্ঞক (স্ত্রী) বধ্যঃ বন্ধনমেবাজ্ঞং যন্ত, তন্তঃ কন্। কারাবেশ, কারাগার। (ত্রিকা°)

বধ্যর্হি (ত্রি) বধ্যং অর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধ্য, হননযোগ্য।

"বধ্যর্হি সূবর্ণশতং দ্বয়ং দাপ্যন্ত পুরুষঃ।" (বৃহস্পতি)

বধ্যিত্রে (স্ত্রী) বধ্য (অশিত্রাদিত্র্য ইত্যোত্রো। উণ্ ৪।১৭২) ইতি ইজ্। বধ্যত্ব। (উজ্জল)

বধিন্ (ত্রি) প্রাণবিয়োগকলক-ব্যাপারো বধ্যঃ সনিপাত্তব-নিজ-শিত-নিপাত্তকহে নাত্যন্তেতি বধ-ইনি। বধকর্তা, বধকারী,

বধপ্রবোধক, অহবন্তা, অহব্রাহ্মক ও নিমিত্তক এই পঞ্চজন বধের পাপভাগী হইয়া থাকে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বধীপুত্র, বিজ্ঞপার্শ্ব একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ° ৮।৬৫১)

বধু (স্ত্রী) বধু।

বধুকা (স্ত্রী) ১ পুত্রবধু। ২ নববরগীতা পত্নী। ৩ রমণীমাত্র।

বধুটী (স্ত্রী) বধুটী। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিধবিত্তা বা অবিবাহিতা কন্যা।

বধু (স্ত্রী) বয়স্কি প্রোয়া বধু-উ-নলোপশ্চ, যথা—বহতি সংসার-ভারং উহতে তত্ত্বাদিত্তিরিতি বা বহ (বাহেদশ্চ। উণ্ ১।৮৫)

ইতি উ ধশ্চান্বাশেষঃ। ১ মারী। ২ বৃদ্ধা। ৩ নবোঢ়া।

৪ ভাৰ্য্যা। (মেঘিনী) ৫ শারিবোধি। ৬ শটী। ৭ পূজা। (অমর)

বধুকাল (পুং) বালিকার বিবাহযোগ্য কাল।

বধুগৃহপ্রবেশ (পুং) বিরাগমন। কন্যার স্বামীগৃহে আগমন-কালীন শাস্ত্রীয় অচুচানবিশেষ।

বধুজন (পুং) বধুরেব জনঃ। ঘোষিৎ। (ত্রিকা°)

"কিত্তিঅভিটোহপি মুখারবিন্দে

বধুজনশ্চম্রমধশ্চকার।" (মাঘ ৩।৫২)

বধুচশয়ন (স্ত্রী) বধুটীনাং শয়নমিব, পৃষোদরাদিকারতাকারঃ। গবাক্ষ, জানালা।

"বাতায়নং গবাক্ষঃ ত্রাৎ বধুচশয়নং তথা।" (ত্রিকা°)

বধুটী (স্ত্রী) অন্নবয়স্কা বধুঃ অন্নার্থে টি, পক্ষে ভীষ, যথা বধু 'বয়স্ত চরম্ ইতি বাচ্য' (পা ৪।১।২০) ইত্যন্ত বার্তিকোক্তা।

ভীপ্। ১ পুত্রভাৰ্য্যা। ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অন্নাবধু।

"নূতনজলধরকচয়ে গোণবধুটীকুলচৌরায়।

তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীকহস্ত বীজায়॥" (ভাষ্যপরি°)

বধুদর্শ (ত্রি) বধুদর্শন। পুত্রবধুর মুখসদর্শন।

বধুপাথ (পুং) বধুর কণ্ঠবা।

বধুমৎ (ত্রি) ১ পত্নীযুক্ত। ২ লাগামযুক্ত পশুসদৃশিত। ৩ জল-শৃঙ্গ স্থানের উপযোগী গ্রীপশৃঙ্গযুক্ত। সাজ দিবার উপযুক্ত (পত্)।

বধুযু (ত্রি) ১ যে পত্নীকে ভালবাসে। ২ বিবাহেচ্ছু। ৩ স্বীকামী।

বধুবস্ত্র (স্ত্রী) বিবাহকালে কন্যার পরিধেয় বস্ত্র।

বধুসরা (ত্রি) নদীভেদ। ভৃগুপত্নী পুলোমায় অশ্রুজলে এই নদী উৎপত্ত হইয়াছিল।

বধৈয়িন্ (ত্রি) হননেচ্ছু।

বধোদর্ক (ত্রি) মরণকারী। বধকর।

বধোদ্যত (ত্রি) বধ্য উদ্যতঃ। বধের নিমিত্ত উদ্যত, অপরকে বধ করিবার জন্য উদ্যত। পর্যায়—লরু, জাততারা। (অমর)

বধোপায় (পুং) বধ্য উপায়ঃ। বধের উপায়।

"হত্যাভিপ্রবোধোপায়ৈকবেদজনকরৈশ্চ পঃ।" (মহু ৯।২৪৮)



বন্ধ (ক্ৰী) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)

বধ্য (ত্রি) বধমহতীতি বধ-বৎ। বধার্হ, বধের উপযুক্ত।  
পর্যায়—দীর্ঘছেদ। (অমর)

“গোত্রাক্ষণং বৃদ্ধমথপি স্তূতং বাসঃ শ্ববন্ধুঃ ললনাং স্তূতষ্টাম্,  
কৃতাপরাধানপি নৈব বধ্যাদাচার্যমুখ্যা শুরবন্তধৈব।”

(বামনপুং ৫৫ অ°)

বধ্যস্ব (ত্রি) বধ্যং হস্তি হন-ক। বধ্য-স্বাতক, যিনি বধ্য  
ব্যক্তিকে হনন করেন।

বধ্যতা (ক্ৰী) বধ্যত ভাবঃ তল-টাপ। বধ্যত, বধ্যের ভাব বা  
ধর্ম। বধ, হনন।

বধ্যপটহ (পুং) বধকালে যে ঢাকা নিনাদিত হয়।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং বন্ধনস্থানং কারাগারঃ পালয়তীতি বধ্য-  
পাল-অণ্। কারাগৃহ-রক্ষক।

“স্বাধী বিক্রয়রূপবধ্যপালঃ কেশরিবিক্রয়ী।

তত্তলোহে তু পচ্যন্তে ঘণ্ট ভক্তং পরিত্যজ্যেৎ॥”

(বিক্রপুর্বাণ ২৬১১)

বধ্যভূ (ক্ৰী) বধ্যভূ ভূঃ। বধ্যভূমি, বধ্যস্থান, যে স্থলে বধ হয়।  
বধমঞ্চ।

বধ্যমালা (ক্ৰী) বধকালে অপরাধীর গলে যে মালা অর্পণ  
করা যায়।

বধ্যশিলা (ক্ৰী) যে প্রস্তরে প্রাণিহত্যা করা হয়।

বধ্যস্থান (ক্ৰী) বধ্যস্ত স্থানং। বধ্যস্থান।

বধ্যা (ক্ৰী) বধ্যযোগ্য। বধ।

বধ্ব (ক্ৰী) বধ্যতেহনেনেতি বন্ধ (সর্গধাতুভূত্। উণ্  
৪।১৫৮) ইতি ভূন্। সীসক। (অমর)

বধ্বক (পুং) সীসক।

বধ্রি (ত্রি) ছিন্নমূক, চলিত খানী।

বধ্রিকা (পুং) খোজা বা ছিন্নমূক পুরুষ। (পাং ১।২।৫৫ বার্তিকত)

বধ্রিমৎ (ত্রি) ছিন্নমূকশালী। যে ক্রীলোকের স্বামী ধ্বজভক্ত-  
রোগগ্রস্ত অথবা রমণাক্ষম রূপ রমণী বধ্রিমতী পদবাচ্য।

বধ্রিবাচ্ (ত্রি) ১ জলক। ২ বা বায়ব্যাৱী।

বধ্যস্ব (পুং) ১ আকাল করা ঘোটক। ২ বধ্যস্বের বংশপরম্পরা।  
শেবোক্ত অর্থে ইহার প্রয়োগ বহুবচনান্ত।

বন, ১ সংজ্ঞিত, সেবা। ২ শব্দ। ভূদিং পরস্মৈঃ সক° সেট্।

লট্ বনতি। লিট্ ববনে। লুট্ অববানীৎ। বন—১ ব্যাপ্তি।

৩ হিংসা। এই অর্থে ভূদিং পরস্মৈঃ। গিট্ বনয়তি।

লুট্ অববনৎ। বহু বন ধাতু—প্রার্থনা। তনাদিঃ আয়ানে-

বিক° সেট্। লিট্ বহ্নতে। লিট্ ববনে। লুট্ বনিতা।

লুট্ অববনিট্।

বন (ক্ৰী ক্ৰী) বনতীতি বন-অচ্ বা বহ্নতে সেব্যতে ইতি  
বন-ৎ; (পুংসি সংজ্ঞায়ঃ বঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১৮)  
১ বহুব্রুজসম্বিত স্থান।

“পরস্ত্রিয়ং বোহতিবদেৎ তীর্থেহরণে বনেহপি বা।

নদীনাং বাপি সন্তেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ।” (মহু ৮।৩৫৬)

বন-ক্ৰীয়ে ভীপ্। পুষ্পধা, যথা,—

“কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধা

ধীরা বহস্তি রতিথেদহরাঃ সমীরাঃ।

কেলীবনীয়মপি বজ্রলকুণ্ঠমধু-

দূরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য” (সাহিত্যদ°)

পর্যায়—অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দব,  
অটবি, ভীরুক, বাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিস্ত,  
কান্তার।

গৃহে কিংবা গৃহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে,  
তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ত্রীকুঞ্জস্বর্গে এইরূপ উক্ত  
হইয়াছে। যথা—আবাস স্থলের মধ্যে স্তম্ভের তুলসী বৃক্ষ স্থাপন  
করা কর্তব্য। উহাতে হরিভক্তি, পুণ্য ও ধন পুত্র লাভ হইয়া  
থাকে। এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দর্শনে স্বর্গদানের ফল  
লাভ হয়। এতদ্বিন্ন গৃহের পূর্বে ও দক্ষিণে মালতী, যুথিকা,  
কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং  
অপরাজিতা এই সকল স্তম্ভের স্তম্ভের পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন প্রস্তুত  
করা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর।

বরাহপুরাণে মধুরাশ্ব দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।  
যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যকবন, বহুলবন, ভদ্রবন,  
ধাদিরবন, মহাবন, দোহজ ধবলবন, বিম্ববন, ভাণ্ডীরবন ও  
বৃন্দাবন।

[ এই সকল পুণ্য বন দর্শন, বিহরণ ও তথায় জ্ঞান জন্ম  
ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ মধুরাশ্ব শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বনবিশেষে মৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের  
অরণ্যোবরপ্রাশংসায় বলা হইয়াছে,—সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ,  
পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, উপলবৃত, জম্বুদ্বীপ ও হিমবাস প্রভৃতি নয়ট  
বনে বা অরণ্যে যাহার প্রাণ বিরোগ হয়, সে ব্রহ্মলোকে উপনীত  
হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ,  
গজবৃষ, সিংহাদি হিংস্রজন্তু, জম্বুপ্রণী, গুহ, কাক, কপোত  
প্রভৃতি পক্ষী এবং তিল, ভল্ল ও দাবারি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন।

উদ্ভাটন সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিষয় যথা—সরগি, সর্ষকপুষ্পাবৃত্ত  
ভল্ল, লতা, শিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাসী  
ও পাখিমালা প্রভৃতি।

উক্তানে সরণি: সর্বকলপুলভাক্রমাঃ।

শিকারিকৈবিকঃসাত্তাঃ ক্রীড়াবাণ্যকগহিতিঃ। (বৈকল্পিকতা)

২ জল। "বনযুতে নমুতেরস্বরে শিরঃ" (স্ব ২১২২)

৩ আলর। ৪ চমসাত্তা বক্তপাত্র ভেদ। "অধ্বাধ্যঃ কৰ্ত্তা  
ক্রীটমর্মে বনে নিপুতঃ বন উন্নয়নঃ।" (স্ব ২১৩১২) 'বনে  
সম্ভজনীয়ে বন উন্নয়ক নিপুতঃপারনেন শোভিতঃ সোমস্বরধন-  
বুদ্ধঃ নয়ত। বহা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপুতঃ বন্যপবিত্রণ  
শোভিতঃ সোমঃ বনে চমসে উন্নয়নঃ।' (সারণ)

৬ প্রত্যবধ। (হেমচন্দ্র) বন বণ সম্ভক্তো তাদি° পরমৈ°  
বন্যতে সেবাতে শীতাদিবারণার, বহা বনতি হিংসার্থঃ বক্ততে  
হিংস্রতেহনেন তমঃ অথবা বহু যাচনে তনাদি আশ্বনে° বক্ততে  
বাচ্যতে বৃষ্টপ্রদানায়, কিংবা বন শব্দে ছু° শব্দ বক্ততে শব্দ্যতে  
স্তবুতে স্তোত্রভিরিতি পুংসি সংজ্ঞায়ঃ বন-ব। ৭ রশ্মি।  
(নিবন্ধ ১৫৮) (পুং) ৮ শব্দচাচ্যোঃ শিবা বিশেষের উপাধি।

যে সন্ন্যাসী আশাশাশ বিমুক্ত হইয়া হ্রম্য নির্যয়ের নিকট  
বনে বাস করেন, তাঁহাকে বন বলা যায়।

"হ্রম্যো নির্যয়ে দেশে বনে বাসঃ কৰোতি যঃ।

আশাশাশবিনির্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥"

(প্রাগভোষিণী অব্যুতপ্রকরণ)

৯ তবক। ১০ কুহুম।

বনআচু (দেশজ) বুদ্ধভল।

বনআদা (দেশজ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা।

বনগুড়া (দেশজ) গুড়ভাভেদ।

বনকচু (পুং) কচুভেদ, বুনো কচু, ইহা যানকচু হইতে ভিন্ন  
জাতি। এই কচুর শাক খাওয়া হাইতে পারে, কিন্তু কচু  
খাওয়া যায় না।

বনকণা (স্ত্রী) বনপিল্লী। (বৈভকনি°)

বনকগুল (পুং) মধুর শুরণ, উত্তম গুল। (বৈভকনি°)

বনকদলী (স্ত্রী) বনোত্তবা কদলী। কাঠকদলী, বুনোকলা।

বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ। বনশুরণ, বুনো গুল।

বেতশূর্য। ধরশীকর্ম। (রাজনি°)

বনকপীবৎ (পুং) পুংলহের পুত্রভেদ।

বনকরিন্ (পুং) বনহতী।

বনকক্কাটা (স্ত্রী) আরণ্যকক্কাটা, বনকাঁকড়া। (রসেশ্বসার°)

বনককোট (পুং) আরণ্যকক্কাটা, চলিত কাঁকড়াল।

বনকণিকা (স্ত্রী) সম্বীকৃক। (বৈভকনি°)

বনকাম (ত্রি) বনভ্রমণেচ্ছ।

বনকাপীগী (স্ত্রী) বনোত্তবা কাপীগী। বনোত্তব কাপীস।

পর্দায়—বিপদী, ভায়বাহী, বনোত্তবা। (সরমালা)

বনকুঁচ (দেশজ) কুচভেদ, বুনোকুঁচ।

বনকুঁচুট (পুং) বন-ভাস্কর, বুনো কুঁচুট।

বনকুঞ্জর (পুং) হতিভেদ, বুনো হাতী।

বনকোকিলক (স্ত্রী) হন্দোভেদ। এই হন্দের প্রতিরূপে  
১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার শব্দ, বট এবং চতুর্ধ  
অক্ষরে বতি। এই হন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১,  
১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু, এতদ্বিধ বর্ণ শুদ্ধ। এই হন্দঃ  
কোকিলক নামেও প্রসিদ্ধ।

ইহার উদাহরণ—

"নন্দকপেধকং মধুরভাবমোদকং

মধুনন্দাগমে সরলকেন্দিকল্পসিতম্।

অতিসলিলভ্রাতঃ সবিহ্বতা বনকোকিলকং

নহু কলরামি তং সখি! সলা ক্রমি নন্দহৃতম্॥" (হন্দোম°)

ইহার লক্ষণ—

"হম-বতু-সাগরৈবতিযুক্তং যদি কোকিলকং" (হন্দোমস্ত্রী)

বনকুণ্ডলিন্ (পুং) বনশুরণ, বুনো গুল। (বৈভকনি°)

বনকেন্দ্রাগী (স্ত্রী) যেতনিওঁড়ী, যেতনিসিদ্ধা। (বৈভকনি°)

বনকোদ্রব (পুং) বনজ কোদ্রবধাত, বুনো কুদোধান। (ভাবপ্র°)

বনকোলি (স্ত্রী) বনোত্তবা কোলিঃ। বনজ বদরী, বুনো ফুল।

পর্দায়—কর্কশিকা, কলকর্কশা।

বনক্রফ (ত্রি) ১ সোমপাত্রেয় বৃক্ষলোপন। ২ বিভিন্ন কাঠ  
কাঠপাত্রে স্থাপিত। 'কাঠেব পাত্রেবু বিপ্রকীরণ বহা উৎকানা-  
মর্ষকং' (স্ব ২১০৮৭ সাধারণ)

বনক্রীড়া (স্ত্রী) বনে ক্রীড়া। বনকেলি, বনে যে খেলা করা  
যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে।

বনখণ্ড (স্ত্রী) বনবিশেষ। একটা বন।

বনগ (ত্রি) বনং গচ্ছতি গম-ড। বনগামী।

বনগজ (পুং) বনোত্তবঃ গজঃ। বনহতী।

বনগব (পুং) বনগো, গবর।

বনগল্প (দেশজ) গবর।

বনগহন (স্ত্রী) গভীর বন।

বনগুপ্ত (পুং) গুপ্তচর।

বনগুপ্ত্য (পুং) বনজাত গুপ্ত।

বনগো (স্ত্রী) বনত গোঁঃ। গবর। (রাজনি°)

বনগোচর (পুং) বনং গোচরো দেশো বত। ১ ব্যাঘ। বনং জলং।  
গোচরো নিবাসস্থানং বত। ২ নারায়ণ। (ভাগ ২।১৮৮৮তীকার শালী)  
(ত্রি) ৩ জলচর।

"কুন্তমকা বরতোহকপজিরা

জহাস চাহো বনগোচরো কৃপঃ।" (ভাগ ৩।১৮১২)

৪ কাননবিহারী। (ময় ৮২৫২)

বনযোশী (স্ত্রী) অরণ্যযোশী

বনকল্প (স্ত্রী) শরীরের অংশবিশেষ। সারণাচার্যের মতে,  
“বনং উদকং ক্রিয়তে বিকল্পতে বেন” এই অর্থে জলকারী  
যেখানি বৃক্ষ।

বনচন্দন (স্ত্রী) বনজাত চন্দনঃ। ১ অশুর। ২ দেবদারু। (বিষ্ণু)

বনচন্দ্রিকা (স্ত্রী) বনে চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব। মল্লিকা। (রাজনি°)

বনচন্দ্রক (পুং) বনজাতচন্দ্রকঃ। বনজ চন্দ্রকপুষ্পক।  
পর্যায়—বনশীপ, হেমাহব, স্নগুমার। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত  
ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্ধক, ত্রণরোপণ ও বয়ঃতত্ত্বকারক।

বনচর (ত্রি) বনে চরতীতি বন-চর-ট। ১ কচচারী, বনেচর।  
২ শরত নামক অষ্টপদী বনজন্তু বিশেষ।

বনচর্যা (স্ত্রী) ১ বনচারী। ২ বনবাসী।

বনচারিন (ত্রি) বনে চরতীতি চর-গিনি। বনে বিচরণকারী,  
বনেচর।

বনচাঁড়াল (দেশজ) হৃদযন্তেদ (Hedysarum gyrans)।

বনচাঁদড় (দেশজ) বৃকভেদ (Flagellaria Indica)।  
অপর নাম বনচাত্র।

বনচালিতা (দেশজ) বৃকভেদ।

বনছাগ (পুং) বনস্ত ছাগঃ। অরণ্যছাগ। পর্যায়—এড়ক,  
শিঙাবাহক। (ত্রিকা°) বনে ছাগ ইব। ২ শূকর। (শব্দমালা°)

বনছিন্দু (ত্রি) বনকর্তনকারী মাত্র। (পুং) কাঠুরিয়া।

বনচ্ছেদ (পুং) কাঠকর্তন।

বনজ (স্ত্রী) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ অম্বুজ।

“দীর্ঘেবদী নিরমিতাঃ পটমণ্ডলেষু

নিভ্রাং বিহার বনজাক। বনায়ুসেভাঃ।

বক্রোন্নগা মলিনরক্তি পুরোগতানি

লেখানি সৈবশিলাশকলানি বাহাঃ ॥” (ময় ৫১৭০)

(ত্রি) ২ বনজাত, বনোত্তবমাত্র, বনে যাহা উৎপন্ন হয়।

(পুং) ৩ সূতক। (মেদিনী°) ৪ গজ। (বিষ্ণু) ৫ বনশূরণ,

বুনোওল। ৬ তুণ্ডকুল। (রাজনি°) ৭ বনবীজপুংক, বুনো

লেবু। ৮ বনভিলক। ৯ বনকুলখ। (বৈজ্ঞানিক°)

বনজতাত্রচূড় (পুং) বনকুলট, বুনো কুলড়া।

বনজমূর্ছজা (স্ত্রী) ককটশৃঙ্গী। চলিত কাকড়া শৃঙ্গী। (বৈজ্ঞানিক°)  
পুস্তকান্তরে ‘বনমূর্ছজা’ পাঠও দেখা যায়।

বনজলপাই (দেশজ) বৃকভেদ।

বনজরক্তিকা (স্ত্রী) হৃদযন্তেবদী। (বৈজ্ঞানিক°)

বনজা (স্ত্রী) বনে জায়তে ইতি জন-ড দ্বিত্বা টাপ। ১ মূল-  
পদী। ২ অরণ্যকার্শনী। ৩ নিভৃতী, চলিত নিসিন্দা।

৪ খেতকটকারী। ৫ বনতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত  
বনপুঁই। ৭ অশগন্ধা। ৮ গন্ধপত্রা। ৯ মিজেরা, চলিত  
মউরি। ১০ ঐল। (রাজনি°)

বনজার, ভারতবাসী পণ্যজীবী-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা  
দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই  
এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আরিয়ান  
(Iudica, xi.) এই জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দশকুমার-  
চরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিভেদ-  
বিদগণ বাণিজ্য বা বাণিজ্যকার হইতে অপভ্রংশে বণিকার বা  
বনজার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ট, সাইব  
পারসী “বীরজার” অর্থাৎ ধাতুবাহী অর্থ হইতে এইরূপ নাম-  
করণ করিয়া গিয়া থাকেন। তিনি এই শব্দনিদর্শন হইতে  
ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংসর্গের সূচনা  
সীমাংসা করিয়া দান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীচীন  
বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি বলেন, হিন্দি বন-জালনা বা  
বনবারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব “বনজার” শব্দের বৃৎপত্তি  
সিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই জাতির নামোৎপত্তিপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ  
সিদ্ধান্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই  
যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ  
নাই। ঐতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে। দাক্ষিণাত্য-  
বাসী বনজারগণের মধ্যে মাথুরিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটি  
শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাদিগকে বর্গশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ  
ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।  
মাথুরিয়া শ্রেণী মাথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ  
স্থাপন করিয়াছে। অধিক সম্ভব, রাজপুত চারণগণ তীর্থযাত্রা  
উদ্দেশ্যে এবং লবাণেরা লবাণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া  
উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সর্বত্র কন্ডার অভাবে অসবর্ণ কন্ডার  
পাণিগ্রহণ করিয়া মূল জাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহারা  
সকলেই শিখগুরু নানককে ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দিল্লীর  
সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য-বিজয়প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে  
রাজ্যবেশে রসদ লইয়া বনজারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত  
হয়। এইরূপে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিকন্দর বাদশাহের  
চোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদিগের উপনিবেশ ঘটে।  
চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহারা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি  
আসফজাহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। ঐ সময়ে  
তাহাদের স্বগ্রন্থ তলী ও জলী নামক দুই এখানে আসে।  
আসফজাহ তাহাদের কার্যক্রমিতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে

স্বর্ণাকরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইরূপ লিপি আছে :—

‘রজন কা পানি, ছান্নর কা ঘাস।

দিন কা তিন খুন বু’রাক্।

আউর জহান আসক্ জান্ কি বোড়ে

বাহন ভলি বজী কা বএল।’

ঐ ভবী বংশধরগণের নিকট অভিমানি এই ছাড়া পত্র আছে। হায়দরাবাদের নিজাম তাহা দেখিয়া তাহাদের খেলাত দিয়াছিলেন।

ইহার। যাহা বিচার বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। চুত তাম্রাইবার জন্ত ইহার। দানা মস্ত আবৃত্তি করিয়া থাকে। জর, বাতব্যাদি ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ ইহার। ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী ধরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে, ইহার। তাহাকে বন মধ্যে লইয়া মরিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ইহার। সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। বালাজী, মহাকালী (মরিয়াই), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভুথিয়া ও সতীমুর্তি ইহাদের প্রধান উপাস্ত, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি ছোট খাট ঠাকুরও ইহার। ভক্তিসহকারে পূজা করে। বস্ত্র-কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহার। স্ব স্ব উপনিবেশের পার্শ্বস্থ মিঠু ভুথিয়ার মন্দিরে গমন করে। দস্যুতায় লিপ্ত হইবার পূর্বসন্ধ্যা ভিন্ন ঐ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে ইহার। দস্যুপতি মিঠুর পূজা দিয়া একটা সতীমুর্তি আনয়ন করে এবং একটা ঘূতের প্রাণীপ আলিয়া বর্তিকালকে শুভাগুত নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যদি ঐ বর্তিকায় শুভ লক্ষণ প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ইহার। সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সমুখস্থ পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক অতীষ্ট পথে যাত্রা করে। লুণ্ঠনকালে ইহার। কোন কথা কহে না, ইহাদের সংস্কার, যদি কেহ ভুলিয়া পথিমধ্যে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রায় শুভ হইবে না জানিয়া ইহার। পুনরায় মিঠু-ভুথিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় এবং পুনরায় প্রাণীপালকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া লুণ্ঠনে বহির্গত হইয়া থাকে। পথে হাঁচি পড়িলেও ইহার। কার্যে বির ঘটিবে মনে করে।

কাহারও পীড়া হইলে ইহার। বালাজীর নামে উৎসর্গীকৃত হটাদিয়া (হট্ট-জাট) নামক বৃষের পূজা দিয়া থাকে। এই বৃষের উপর কেহ কখন কোনরূপ বোকা চাপায় না, বরং লাল কাপড় ও কড়ির গহনা পরাইয়া সজ্জিত রাখে। ইহার। জর নানককে ধর্মজগতের একমাত্র কর্তা বলিয়া জ্ঞান করে এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্বাধারস্থ স্বীকার করিয়া থাকে।

বৃক্ষপ্রদেশবাসী বনজারদিগের মধ্যে চোহান, বহরপ, গৌড়, বাঘ, পশবার, রাঠোর ও তুর্খার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। বহরপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোপাধিগুলিই ইহাদের রাজপুত জাতিভেদের পরিচায়ক। কিংবদন্তী এই যে, ইহার। একসময়ে অরোধ্যা ও হিমালয় সমিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বরেন্দ্রী হইতে জজবার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পাঠানসর্দার রজল খাঁ বরাইচ জেলার নানপাড়া পরগণা হইতে এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকাদ্বার হকিম মেহেন্দী সিকৌলী পরগণা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খেবী জেলার জাঙ্গে রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বনজার-দিগের নিকট হইতে খররাগড় প্রাপ্ত হন। শাহরানপুর জেলার দেওবান্দ নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

হার্দ্দোই জেলার গোণামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী বনজারের। বলে যে, তাহার। মুসলমান সাধু সৈয়দ সালাবের বংশধর, আবার মাজাজবাসী বনজারগণের মুখে শুনা যায় যে, তাহার। রামায়ুচর বানরপতি স্ত্রীভেদে বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বনজার কোন একটা বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞা নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি বা বংশের ব্যক্তিগণ স্থানান্তরে প্রবাসী হইয়া ইহাদের বৃত্তি অবলম্বন করায় বনজার নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ দস্যুবৃত্তি বা শস্যবান্ধিয়া হেতু বনজার শ্রেণীভুক্ত হইলেও বর্তমান জাতীয় পেশা অনুসারে মুজকরনগরবাসী বনজারদিগের মধ্যে এইরূপে ধানকুটা, লবাণ, নন্দবংশী, জাট, ভুথিয়া ওয়াল, কোট-বার, গোড়, কোড়া ও মুজহর প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

পশ্চিম প্রদেশের বনজারগণ সাধারণতঃ পাঁচটা বিভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে তুর্কিয়া বা মুসলমান শ্রেণীতে ৩৬টা গোত্র প্রচলিত আছে, যথা—তোমর, চোহান, গহলোত, দিলবারী, আলবী, কনোঠী, বুড়কী, তুর্কি, শেখ, নাখমীর, অমবান, বদন, চকিরাহ, বহারারী, পবড়, কণিকে, খাড়ে, চন্দোল, তেলী, চরকা, ধলগিয়া, ধানকিকা, গজী, তিতুর, হিন্দিয়া, রাহ, মরোথিয়া, খাখর, কড়েরা, বহলীম, ভাট্ট, বখারী, বরগজা, আলিয়া ও থিলদী। ইহার। স্নোত্তম ধীর অধীন মুলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং তৎপরে বিলাসপুর ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

বৈদ-বনজারগণ জাটদের হইতে আসিয়াছে। ইহাদের সর্দারের নাম জুলা। কলোই, তওয়ার, হতার, কপাহী, দেগুদি, কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহলীম নামে ১১টা গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। লবাণ (লবণবাহী) বনজারগণ আপনাদিগকে গোড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে

এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের সময়ে রণজঙ্গল হইতে দক্ষিণাভ্যাসিরা প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যে ১১টা গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই কৃষিকারী।

মুকেরী বনজারগণ মনে যে, মক্কার তাহাদের এক নারকের ভাতা (পিবির) ছিল। তথা হইতে এই বংশ খাবর নগরে আসিয়া বাস করিলে তাহারা সাধারণতঃ মক্কাই বা মুকেরী নামে পরিচিত হয়। এই কথা সমর্থনের জন্য তাহারা অত্যন্ত উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছে। সে বাহাই হউক, তাহাদের জুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা উক্ত উক্ত জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের মধ্যে নিরাক্ষর বংশাধ্য প্রচলিত দেখা যায়, যথা—অম্বহান্, মোগল, মোখর, চৌহান, নিমলী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চ-তকিয়া চৌহান, তাম্হর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, বোড়ী, বোড়ীবাল, বজারোয়া, কাক্কা ও বহলীম।

বহরগণ বনজারগণ সাধারণতঃ হিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। মুসলমান শ্রেণীর জায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থ-অমচারী নহে। ইহাদের মধ্যে রাতোর, চৌহান, পণবার, তোজর ও তুর্কিয়া নামে কয়টা বংশবিভাগ দেখা যায়। এই সকল বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। রাতোর বংশের মধ্যে মুহারী, বাহকী, মূর্হাবৎ ও পণোত নামে চারিটা থাক আছে, তন্মধ্যে মুহারীতে ৫২টা, বাহকীতে ২৭টা, মূর্হাবতে ৬৬টা এবং পণোতে ২৩টা গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহান-বিশের মধ্যে ৪২ টা গোত্র বিস্তারিত, ইহারা মৈনপুরী হইতে এসেছে আসিয়াছে। তুর্কিয়াগণ গোড়াক্ষণের সন্তান। চিতোর রাজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫২টা গোত্র প্রচলিত। পণবারগণ নিম্নবাসী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র আছে।

এই বহরগণ বনজারগণ অজ্ঞাত জাতির জায় সগোত্রে বিবাহ দের না। মাট জাতির কস্তাগ্রহণ করে বটে, কিন্তু আপনাদের কস্তা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা নায়ক বনজারগণ এই জাতিভুক্ত হইলেও সামাজিকতার সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা অধিক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই সংখ্যা অধিক। গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনাদিগকে লনাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের আদিবাস ছিল বলিয়া জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। সম্রাজ্য ইহাদের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিবাহ-বিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন্ অবিবাহিতা বালিকা অপর পুরুষের সহিত অর্থাৎ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শিতাকে একটা জাতীয় ভোজ দিতে হয় এবং কস্তাকে সভ্য-

নারায়ণের কথা উদাহরণ পণ্ডিত করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের সময় বরের পিতার হাতে কস্তার পিতার "ভিলকদান" স্বরূপ কিছু টাকা দিবার বিধি আছে, পক্ষান্তরে বিচারে সকলেই ব্যক্তিচরিত্র পক্ষকে ভাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ বিবাহ নাই বলিয়া এই রবনী আর বজাতি-সমাজে পরি-গীতা হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ মংকার তাহারা বখাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে। শবদেহ লাহ ও অপৌচাত্যে শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করে। সর্করিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল কার্যে ইহাদের বাক্যকতা করিয়া থাকে।

বিবাহকালে ইহারা উপর্যুপরি ৪টা করিয়া সাত থাক বড় সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে ছটা মূল ও একটা জলের কলস রাখিয়া দেয়। ইহার সমুখে মৃত্তিকালিপি স্থানে চৌকা কাটিয়া পুরোহিত হোম করে। তদনন্তর সেই নববম্পতী বাইট ছড়া ধারণা সেই মুখের চারিদিকে সাতপাক ঘুরে। পরে তাহারা একহানে আসিয়া বসিলে কস্তার পিতা বরের পা পূজা করে এবং কস্তা সম্প্রদানের বোতুক স্বরূপ ২টা বা ৪টা টাকা দেয়। ইহাই বড় বরের বিবাহ। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কস্তাকে বরের গৃহে লইয়া 'ধরোনা' মতে বিবাহ দেওয়া হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মণভোজ হইয়া থাকে।

বনজীর (পুং) বনোত্তরো জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, চলিত বনজীরে। ইহার পর্যায়—বৃহৎপালী, বৃহৎপত্র, অরণ্য-জীর, কণ। গুণ—কটু, শীতল ও ত্রণনাশক। পাণ্ডে—কটু, কষি, দীপন, বীর্ণজরহর ও রূচ।

বনজীবিন্ (পুং) কাঠেরিয়া। যাহারা বন হইতে কাঠসংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

বনভগ্নুলী (স্ত্রী) তপুসীভেদ। (Amblegina polygonoides) ২ বনভগ্নুলী শাক।

বনভঙ্গ (পুং) অর্জুনবৃক্ষ। (বৈতকনি)

বনভিত্ত (পুং স্ত্রী) বনের বনোত্তরো মধ্যে ভিত্ত, ভিত্তা বা। হরীতকী।

বনভিত্তা (স্ত্রী) খেতবুলা বা গ্রীষ্ম নাম লতাভেদ।

বনভিত্তিকা (স্ত্রী) বনভিত্তা-কন্। টাপি অভ ইক্ষু। ১ পাঠা, চলিত আকনাবি। [ইহার গুণাবির বিবরণ পাঠ্যার্থে লিখিত।] ২ উৎপাদক। ইহার গুণ—ভিত্ত ও শীতল এবং কটু ও ককপিত্তর। (চরক) ২৩ অঃ)

বনভ্রুপুষ্ক (পুং) ১ অরিশভ্রুপ। ২ ইক্ষুশাকী। (বৈতকনি)

বনভু (স্ত্রী) ১ অরিশাকারী। ২ ভোতা বা পুষ্ক। 'বনভঃ বনভঃ সন্তকারঃ বন্য বনোত্তরো বন্য পশুভঃ ভোতারঃ।'

(কন্ ২৪৫ নম্বর)

‘বনশলাগু’ শব্দ ‘বনশাঃ’ অর্থাৎ অতীষ্ট বনোপহার-  
দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান টীকাঙ্করণ ‘বনশ’  
শব্দে শ্রেণী ইচ্ছাবৃত্ত এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

বনশ (পুং) বনঃ জগৎ দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি)  
২ বনশাক্ত-মাত্র।

বনশমন (পুং) বনজাতো দমনঃ। অরণ্যদমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)  
চলিত বনশনা।

বনশারক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনশাহ (পুং) শাবদহন। অগ্নিযোগে বনপ্রজলন।

বনশীপ (পুং) বনশ দীপ ইব। বনচন্দ্রক।

বনশীপশক্তি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বনশূর্গা (স্ত্রী) ১ তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তি। পূর্ববঙ্গে বনশূর্গাপূজা  
বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পূজা প্রায়ই  
কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উন্মুক্ত চত্বরে সমাহিত  
হয়। মানসিক করিয়াও অনেক এই পূজা দেন।

২ তন্নামক তরুভেদ। ৩ উপনিষদভেদ।

বনশেবতা (স্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (উত্তরচরিত ২)

বনশ্রু (পুং) চারবৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত শিয়াল গাছ।

বনশ্রম (পুং) ১ অর্জুনবৃক্ষ। ২ কাঠাওক। (বৈজ্ঞানিক°)

বনশ্রীপ (পুং) বনহস্তী।

বনধারা (স্ত্রী) বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্তী পথ।

বনধিত্তি (স্ত্রী) ১ ছেতব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য (কুঠারাদি অস্ত্র)।

২ মেঘমালা। “বিদ্যা বনধিত্তিরপত্ন্যাংহুরো অধ্বরে পরিরোধনা  
গোঃ” (শ্লক ১১২১১৭) ‘বনধিত্তিবনে ছেতব্যো বৃক্ষসমূহে  
নিধাতব্য, \* \* \* যথা বনমুদ্রকমত্যাং বীরত ইতি বনধিত্তি-  
র্মেঘমালা।’ (সারণ)

বনধেবু (পুং) অরণ্যজাত গো। গবর, চলিত বুনো গরু।

বনন (স্ত্রী) ১ ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা। ত্রিরাং টাপ্।

বনন শিশ্র, তর্কসংগ্রহটিপ্পণপ্রণেতা।

বননিত্য (পুং) রৌদ্রাখের পুত্রভেদ।

বননীয় (ত্রি) বাহনীয়।

বনশ্রুৎ (ত্রি) উদকবিশিষ্ট। “পাথঃ স্রমেকং বনিত্তিবনশ্রুৎ।”  
(শ্লক ১০১২১১৫) ‘বনশ্রুতি উদকবতি’ (সারণ)

২ সম্ভবত্যা ধন। (শ্লক ৭৮১১৩)

বনশ (পুং) ১ বনবালী। ২ কাঠুরিয়া। ৩ বনরক্ষক।

বনশরঙ্গ (পুং) বনশ শব্দ।

বনশরঙ্গ (স্ত্রী) মহাত্মারভের তৃতীয় অংশ। এই অংশে বৃষ্টিরাশি  
পঞ্চাশতের কার্যকরনে অবস্থিত বিবরণ বিবৃত আছে।

বনশলাগু (পুং) বনজাত পলাগু (Urginea Indica, syn.

Scilla Indica.) indian squill. বনশিরাগ। হিন্দী—  
জলা শিরাগ। ডেল—নকবুলিগড। মোঘে—শাপকালা।

বনশল্লব (পুং) বনশিব নিবিড়ঃ পল্লবো বস্ত। শোভারূপ বৃক্ষ  
চলিত সজিমাগাছ।

বনশাংগুল (পুং) বনে পাংগুলঃ পাণ্ডিতঃ। ব্যাধ। (শব্দরত্না°)

বনশাদিপ (পুং) বনজবৃক্ষ।

বনশার্শ (পুং) বনের পার্শ্বস্থিত স্থান। বনসদীপ।

বনশাল (পুং) বনরক্ষক।

বনশিল্পী (স্ত্রী) বনোত্তরা শিল্পী। চলিত বনশিল্প, ছোট  
শিল্প। মরাঠী—রাশশিল্প, কনাড়ী—কাশিশিল্পী।

সংস্কৃত পর্যায়—হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্রশিল্পী, বনকণা। ইহার গুণ—  
কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও রুচ্য। এই বনশিল্প কাঁচা অবস্থায়  
গুণযুক্ত, শুষ্ক হইলে গুণ কমিয়া যায়।

“আমা ভবেদুগাঢ্যাত গুণাঃ স্বরূপাঃ স্বতাঃ” (রাজনি°)

বনশীত (পুং) ভূমিজাত গুণগুণ। ১ কণগুণগুণ।

বনশূঙ্গা (স্ত্রী) বনশিব নিবিড়ঃ শূঙ্গা বস্তাঃ, টাপ্। শতশূঙ্গা,  
শতশা। (রাজনি°)

বনশূঙ্গাময় (ত্রি) বনশূঙ্গাসম্বল।

বনশূঙ্গোৎসব (পুং) আশ্ববৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক°)

বনশূতিক (স্ত্রী) অরণ্যশূতিক, চলিত বনশূই। ইহার  
গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচ্য।

বনশূরক (পুং) বনজাতঃ শূরকঃ বীজশূরকঃ। বনবীজ-  
শূরক। (রাজনি°) পাঠান্তর—‘বনশূর’।

বনশূর (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

বনশ্রু (ত্রি) জলচারী। বনশ্রু। [ বনশ্রু দেখ। ]

বনশ্রবণ (পুং) বনগমন। কোন সেবমূর্তি গঠনান্তিলাবে  
বনজ বৃক্ষ (দারু) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ।

বনশ্রু (স্ত্রী) ১ অধিত্যকাবিত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বাসপ্রস্থ।

বনশ্রুয়িন্ (ত্রি) বনগমনকারী।

বনশ্রিয় (স্ত্রী) বনশূ বনজাতেশু মধ্যে শ্রিয়ঃ। ১ বৃক্ষ। (রাজনি°)  
(পুং) ২ কোকিল।

“অগ্নি বনশ্রিয় বিবৃত্য এষ কিং

বলিকুলো বিবসো ভবতাদুন।

বনশ্রিয়ের কুলস্থিত বিভ্রা,

মশততন্ত্রণো ধরণো ভব।” (উদ্ভট)

৩ বিকীভক বৃক্ষ। ৪ শব্দী, চলিত শব্দী। ৫ শব্দরত্ন।

বনফল (স্ত্রী) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা বাইতে নিষ্ট।

বনফুল (স্ত্রী) শূঙ্গাবৃক্ষভেদ। ইহার মালা গাঁথিলে বনদর  
দেখায়। উক্ত বনফুলের মালা পরিয়া “বনমালা” হইয়াছিলেন।

বনবর্কটী (শেখ) বর্কটীভেদ।

বনবর্কর (পুং) কৃষ্ণাঙ্গক, কৃষ্ণপদ কুঙ্গ তুলসী। (রাজনি°)

বনবর্করিকা (স্ত্রী) বনজাত অর্জক জাতীয় পত্রশাক, চলিত বনবাঘুই তুলসী। মরাঠী—আজবলা মেহ। কণাঙ্কী—ভুগড়ি আজরা। ইহার গুণ—ভুগড়, উষ্ণ, কটু, বমির, পিণাচ ও কৃত্রিম এবং ত্রাণ-সত্ত্বপণ। (রাজনি°)

বনবরাহ (শেখ) শূকরভাতিবিশেষ (The wild Hog)। ইহাদের ভেতের পার্শ্বদেশ দিরা গজদন্তদূষণ দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্ত দ্বারা তাহারা জোড়ের সময় শত্রুকে আঘাত করিয়া তাহার মেহ ক্ষতবিকত করিয়া দেয়। আর্ধ্যশাস্ত্রে এই মাংস পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে অনেকে ইহার মাংস খাইতে ব্যবস্থা দিরা থাকেন। [বরাহ দেখ।]

বনবহিণ (পুং) বজ্র ময়ূর।

বনবাছক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (Felis caracal) ইংরাজিতে Tiger cat বলে। ইহারায় জাতীয় এবং বেথিতে অনেকটা

—বহিষের মত; সাধারণতঃ বাঘ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারায় মেঘ-  
—শাবক, হাঁস প্রভৃতি মারিয়া খায়। কিন্তু মাছই বেশি পছন্দ করে  
সরিষা খায়। [বিড়াল শব্দ বিবৃত্ত বিবরণ দেখ।]

বনবীজ (পুং) বনজ বনোত্তরা বা বীজো বীজপুরুষঃ। বনবীজ-  
পুরুষ, বনমাতুল। (রাজনি°)

বনবীজক (পুং) বনবীজ-স্বার্থে কসু। বনবীজপুরুষ। (রাজনি°)  
বনবীজপুরুষ (পুং) বনোত্তরো বীজপুরুষঃ। আরণ্যজাত  
বীজপুরুষ। পর্যায়—বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অত্যঙ্গা, গজাঙ্গা,  
বনোত্তরা, দেবভূজী, পীড়া, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলদিকা, পচনী,  
মহাকলা। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, কটুপ্রভ, এবং বাত,  
আমোদক, কুশি, কক ও বাসনাশক। (রাজনি°)

বনভট্টিকা (স্ত্রী) বনে ভজ্য ভজ্যঃ ভট্টাপি অত ইৎ। ভজবলা।

বনভুজ (পুং) বনং ভুজ্যে ইতি বন-ভুজ-ক্টিপ্। ভবভোষণ।

বনভু (স্ত্রী) বনময় স্থান।

বনভুষণা (স্ত্রী) কোকিলা। (বৈজ্ঞানিক°)

বনভোজন (শেখ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে বা  
কোন বাগান বাগীতে নিজেদের রাখিয়া বাড়িয়া আমোদ-  
উৎসবের সহিত যে খাওয়া খাওয়া করে, তাহার নাম বন-  
ভোজন। পরস্পর টান দিরা খাও ভ্রাণ্যাদি কিনিয়া আনিয়া কোন  
বাগীতে রাখিয়া খাওয়ার নামও বনভোজন। ইহা দেশ-  
ভেদের প্রথা। ইংরাজিতে ইহাকে Pic-nic বলে। আমাদের  
দেশেও বনভোজন দীর্ঘকাল হইয়া আসিতেছে। বনভোজন—  
পুণ্য-বচন-প্রদোষ এবং বনভোজন-বিধি এই পাঠ করিলে

উহার বিশেষ জানিতে পারা যায়। কলিকাতার নিকট আজ  
কাল ওলাবিবির পূজা দিরা এই শ্রমে বনভোজন প্রচলিত হই-  
রাছে। তথায় ভোজনাদি সমাপনের পর সায়ংকালে গৃহপ্রত্যাগত  
ব্যক্তি গৃহকর্ত্তীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “বনে কেন আলো?”  
গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন “গিগিরি গেছেন বনভোজনে  
ছেলেপিলে আছে ভালো।” গৃহকর্ত্তৃপণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনার  
ওলাউঠা দেবীর পূজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপস্থ  
বনাগত স্থানে বীর ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন।

বনমউল (শেখ) বৃক্ষভেদ।

বনমঞ্জরী (স্ত্রী) বননিগুণ্ডী। (বৈজ্ঞানিক°)

বনমন্ত্রিকা (স্ত্রী) বনস্ত মন্ত্রিকা। দংশ। চলিত ডাঁশ।

বনমন্ত্রিচ (শেখ) বৃক্ষবিশেষ।

বনমল্লিকা (স্ত্রী) ১ বনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি। ২ সেওতি  
ফুলের গাছ।

বনমল্লী (স্ত্রী) বনোত্তরা মল্লী, বনজাত মল্লিকা। (শব্দরত্ন°)

বনমানুষ (শেখ) ১ বনজাত মানুষ। ২ বনবাসী।

৩ বনামপ্রসিদ্ধ তত্ত্বপারী চতুশ্চর জীববিশেষ, অনেকাংশে  
গরিলা বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা বনপুচ্ছ বানরের মত; কিন্তু  
বানরের জায় পুচ্ছচিহ্ন বা গণ্ডহুলা নাই। যুরোপীয় প্রাণি-  
তত্ত্ববিদগণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি অস্থি  
এবং দস্তাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মহাব্যক্তির সঙ্গে ঐ সকলের  
ব্যাখ্য সাবুত্ত নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই  
জাতীয় পণ্ডগুলি চতুশ্চর বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসন  
লাভ করিতে পারে। মহুয়ের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদের  
পদাঙ্গুষ্ঠ ও পদাঙ্গপ্রাণ লম্বা ও কোমল বলিয়া নির্দেশ করা  
হইতে পারে। পদাঙ্গগুলি পরস্পর পৃথক পৃথক। আরও  
ইহাদের কবালের সহিত নরকবালের তুলনা করিলে দেখা  
যায় যে, মহুয়গোপকা ইহাদের হস্ত ও পদের আঙুলি দুই, জাহ  
হইতে পাদঙ্গি এবং জাহ হইতে জহাসঙ্গি ধরাকার, মণিবন্ধ  
হইতে কহুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জরাঙ্গুলি নিয়মিতকৈ অধিক  
বিস্তৃত, কটির অস্থি সর অখচ লম্বা; কয়েটি চেন্টা ও মুখের  
ধিক বিস্তৃত। দন্ত = কর্কট  $\frac{1}{2}$ ; শৌবন (Canine)  $\frac{1}{2}$ ; দিমুলী  
 $\frac{1}{2}$ ; কর্কণ  $\frac{1}{2}$  = মোট ৩২টি। মোট কথায়, দেহোদ্ধভাগের  
গঠন বয়িয়া বলিতে গেলে শিম্পাঞ্জীর সহিত মানব কবালের  
অধিক সাবুত্ত আছে এক উভয়দেহ কীলকাক্রান্ত কয়েটি  
পার্শ্বাঙ্গি (Sphenoid with the parietal bones), হৃদয়  
পঞ্জরাঙ্গি, কব্ধাঙ্গির বিস্তৃতি (Scapula in its greater bro-  
adth) ও অধোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে গুরু-উটনকেই  
মানবের অতি নিকট সাবুত্তসম্পন্ন বলিতে হইবে। এইরূপ



অসিংহান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে ওরঙ্গ, শিম্পাঞ্জী ও গিলে নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ওরঙ্গ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমাহুয নামে পরিচিত।

মলয় দ্বীপের ভাষায় 'ওরঙ্গ-উটান' শব্দে বনমাহুয বুঝায়। এইরূপ ভাষাকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও ও হুমাদ্রাষ্ট্রবাসিগণ বিপদচ্যারী এবং শাখা-মৃগের ভায় হস্তপদ-ব্যবহারকারী মনুষ্যাকার এই বস্ত্র পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরে ইংরাজ-ব্রহ্মকারীদিগের অগ্রগৃহে এই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জজাত জীব দেশীয় ভাষায় orang-outang শব্দে পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ লিনিয়াস ইহাদিগকে Simia শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহার Pithecus জাতিগত Chimpanzees একটা শাখা মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বানরশ্রেণীর জীবসম্বন্ধ (Simiadae) আকৃতি-প্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অনুসারে বৈরূপ বিশিষ্ট থাকে বিভক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত হইল। ঐ তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদূর পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

#### বানরজাতি (Simiadae)

Siminae	Hylobatinae	Colobinae	Papioninae
	উল্লুক (Gibbon)	(হনুমান্)	(নীলবানর)

শিম্পাঞ্জী (আফ্রিকা) গরিলা (আফ্রিকা) বনমাহুয (Troglodytes nigr) (Tr. gorilla) (Simia satyrus)

[ বিস্তৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ। ]

এই বানর জাতির মধ্যে S. Satyrus শ্রেণীর বনমাহুয নামক পশুগুলি দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের মুখাগ্র (muzzle) বিস্তৃত ও হৃচ্চগ্র এবং মূলদেশে কিছু গোল, কপাল পশ্চাদিকে চেপ্টা, উর্দ্ধ অক্ষিপুটাহি (Supraciliary ridges) হ্রস্ব, কিন্তু করোটির উত্তর পার্শ্বাংশে অগ্রপশ্চাদমুখী বাণ-সেবনীরঙ্গ (Sagittal and lamboidal crests) অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। মুখকোণ ৩০°; হৃদকোষ ক্ষুদ্র, উত্তর পার্শ্বে বালিশটা পত্তরাহি। বুকাহি দুই ভাগে বিভক্ত (Sternum in double alternate row), হস্তদ্বয় গুলফগ্রহিবিলাসী, পা লম্বা ও সরু, অনেক সময় নখ থাকে না; দ্বিতীয়বার দন্তোদগমের সময় হস্ত ও তাহার আভ্যন্তরিক অঙ্গ সংযত হইয়া যায়। ইহার প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। হুমাদ্রা ও বর্ণিও দ্বীপে ইহাদের বাস আছে।

জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন, জীবজাতির পশু শ্রেণীর মধ্যে গরিলা

নামক পশু প্রথম স্থান অধিকারে সমর্থ। শিম্পাঞ্জী ঠিক তাহার নিরাসনে অধিকৃত এবং ওরঙ্গ-উটান তৃতীয় স্থানের অধিকারী। কারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরঙ্গগণ সর্বাধিক দীর্ঘাকার এবং সর্বতোভাবে মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের বক্ষ, বাহ ও হস্তের গঠন মনুষ্যের ভায় তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট। বাহুবেগ ও যেমন পরস্পরে আকৃতির তেজাত্মক দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ মুখাকৃতির ইতর বিশেষ আছে। ওরঙ্গের মধ্যে বাহারী বেশী বুদ্ধিমান, তাহার অনায়াসেই মুখের ভাবে ও হাযভাবে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত ক্ষরমিহিত ভাবগুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমাহুয মনুষ্যজাতির বচাবজাত হর্বক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিও প্রকাশ করিতে পারে।



ওরঙ্গ উটান্।

ইহার ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিখ্যাত সমতল প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তথায় ইহার মধ্যমাকার বৃক্ষের ৪০ ফিট উচ্চ লুকা অথবা বৃক্ষিকা হইতে ৫৫ ফিট উচ্চে তেজাকড়া ডালের উপর গায়ে পাক্য ও ভাঙ্গা ডাল

লইয়া এক খানি কুড়ে বস প্রস্তুত করে। বনখানির ব্যাস ২ ফিট। ইহারা গাছের ডালগুলি চেঁচাই বুনান করার একো ও লম্বাভাবে লম্বায়। বন মধ্যে রাত্রি ঘাপন করিতে হইলে মাছবকে কুঠার বা ছুঁরীর অভাবে বৃক্ষশাখা বিরা বেল্লপ “ছংরি” প্রস্তুত করিয়া সুখে শরন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদ্বৎরূপ ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কটি ও কোমল পাতা বিছাইয়া সেই কোমল শয়্যার ইহারা চিং হইয়া শুইয়া থাকে। নিজাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় শাখা ধরিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্যন্ত এই পরগুলি শুকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততদিন তাহারা স্বচ্ছন্দে তৎপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখাগুলি পল্লববিচ্যুত হইলে সহজেই অসুখদারক হইয়া থাকে।

বৌর্বিও-বীপবাসী ওরঙ্গগণ অত্যন্ত বিবাদশল। বনমধ্যে ফল ফল খাইতে বাইরা কোন সামান্য কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাপন শৌবন নস্ত দ্বারা পরস্পরে কামড়াকামড়ি করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। ঐ শৌবন-নস্ত তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপ। বিরোধের সময় তাহারা শত্রুর হাত বা মাথা টানিয়া লইয়া হাডের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওঠঘর কামড়াইয়া লয়। যদি কখন কোন মনুষ্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের বাসার সন্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের তাড়াইয়া দিবার অস্ত্র বৃক্ষের শাখা ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহাদের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তিগণ কাছে গাছ ভাঙিয়া তাহাদের বাসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা হস্তী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রসর হয়। সময় সময় তাহারা বনমধ্যগামী অসহায় পখিকদিগকে অথবা সিংহদিগকে উপরোক্ত রূপ শস্ত্রে পরিত্রুত হইয়া আক্রমণ করে। কুত্তিরার ও কাপ্তেন পাইনের বর্ণনা জানা যায় যে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রে বালিকদিগকে হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

শিকারাবদ্ধ শিম্পানীর অসুখকরণপ্রিয়তা ও অসুস্থির পরিচর পাইয়া ডাঃ টেল কলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিষয়প্রদ। তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজাই সূতন পর লক্ষন করা যাউতে পারে। তাহারা সহজেই বসিভূত হয়, এমন কি, যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহার পাশে বসিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি নিরস্তর তাহাদের আলাভন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া সরিয়া যায়। কুরোশীর প্রথায় তাহারাও ক্রমশঃ করিয়া আনন্দ ভোজন করিয়া থাকে। তাহাদের গাত্র-চর্ম লোমবহুল হইলেও, তাহারা শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতে ভালবাসে না। শীতপ্রধান স্থানোপক্ষে তাহারা কদল কড়া-

ইয়া সুখে পড়িয়া থাকে। রাগিয়া উঠিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চিংকার করে এবং অসমিষ্ট ধাবার পাইলে তাহারা “হাম, হাম” শব্দ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।



শিম্পানী।

শরাবক হইতে সর্ব জেমস্ ব্রুক কলিকাতায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির বাছঘরে ৭টা বীর্ষাকার বনমানুষের কদল পাঠাইয়া দেন। মিঃ ব্লাইন্ড উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ৫টা বিভিন্ন থাক নির্দেশ করিয়াছেন,—১) Pithecus Brookei বা মিয়াস্ রবি; ২) P. Satyrus বা মিয়াস্ পাম্পান; ৩) P. Curtus বা মিয়াস্ ছাপিন; ৪) P. morio বা মিয়াস্ কলর এবং P. Owenii, ঐ সকল বিভিন্ন থাকের বনমানুষ ভারতীয় বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। সুমাত্রার উত্তরাংশে P. morio এবং দক্ষিণাংশে P. Owenii জাতির বাস দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদ হার্ডার ঐ বীপে Simia Satyrus ও B. morio নামের দুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকার গিবুন নদীতীরপ্রদেশবাসী T. gorilla ও T. nigra থাকের শিম্পানী ও গরিলা জাতির বিস্তৃত বিবরণ হানান্তরে দেই। [ বাসর দেখ।

বনমাল (ত্রি) ১ মাল। (পুং) ২ কুক বা বিকু। ৩ প্রাগ-  
জ্যোতিষের ভঙ্গনত্ববাহী একজন রাজা। [প্রাগজ্যোতিষ দেখ।]

বনমালদেব, শিলাদিপি বর্ণিত একজন রাজা।

বনমালা (স্ত্রী) বনোত্তরা পুষ্প-রচিতা মালা, মধ্যপদলোমী।  
শ্রীকঙ্কর মালা, যে মালা সকল গুড়ের সকল রকম কুহুম সমূহে  
স্থাপিত, তাহা পর্যন্ত লবিত এবং মধ্যস্থল স্থলাকার কদম্বযুক্ত,  
তাহারই নাম বনমালা।

‘আজারুলখিনি মালা সর্গত কুহুমোচ্ছল।

মধ্যে স্থলকদম্বাচা বনমালেতি কীর্তিতা ॥’ (শব্দমালা)

২ বনপুষ্পরচিত সাধারণ মালা।

“প্রথিতমোলিরসে বনমালায়া

তরুণাশসবর্ণতমুচ্ছবঃ ॥” (রত্ন ৯৫১)

৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টা অক্ষর। তন্মধ্যে  
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তদ্বিধ বর্ণ  
গুরু। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩ ও ১৬ বর্ণ  
লঘু এবং ৯, ১২, ১৪ ও ১৫ গুরু।

বনমালাধর (ত্রি) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ছন্দোভেদ।

বনরাসিক (স্ত্রী) ১ আফোডা। চলিত হাপরমালী। ২ বনমলিকা,  
চলিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

বনমালিদাস, বনমালা নামক গ্রন্থগ্রণেতা।

বনমালিন্ (পুং) বনমালা অত্যন্তেতি ইনি। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (অমর)  
২ নারায়ণ। (প্রহ্লাদবিজয় ও অন্ত)

বনমালিন্, ১ অদ্বৈতসিদ্ধিখণ্ডনপ্রণেতা। ২ চণ্ডমারুত ও  
মারুতখণ্ডনরচিতা। ৩ দ্রব্যবোধন-বিধানপ্রণেতা। ৪ প্রায়-  
শ্চিত্তসার-কৌমুদী-রচিতা। ৫ ভক্তিরসাকর-প্রণেতা। ৬ ভগবদ্-  
গীতার এক টীকাকার। ৭ সুভাবলী নামক বেদান্ত গ্রন্থ-  
রচিতা। ৮ বেদান্তলীপ ও ক্ষুটচন্দ্রিকা নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-  
প্রণেতা। ৯ একজন প্রাচীন কবি।

বনমালিন্ভট্ট, একজন গীতগোবিন্দ-টীকাকার।

বনমালিনী (স্ত্রী) ১ বারকাপুত্রী। (ত্রিকা°) ২ বারাহী। (রাজনি°)

বনমালি-মিশ্র, বৈরাগ্যরূপভূষণ-মতোদ্বিজিনী ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব-  
বিবেক নামক গ্রন্থ-রচিতা। ইনি কোণ্ড ভট্টের ছাত্র।

২ সারস্বতী নামক জ্যোতিঃগ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালী মিশ্র, ব্রহ্মানন্দীর পুত্র ও বনমালিমিশ্রীর নামক  
বেদান্ত-রচিতা।

বনমালাশা (স্ত্রী) শাখা।

বনমুচ (পুং) বনং জলাং মুক্তীতি মুচ্-কিপ্। ১ মেঘ।  
(শব্দরত্ন°) (ত্রি) ২ জলবর্ণকাকিমাত্র। (রত্ন ৯২২)

বনমুগ (শেষ) কলারভেদ। [বনমুগ দেখ।]

বনমুদগ (পুং) বনোত্তরাং মুদগাঃ। মুকুটক, চলিত বনমুগ।  
(রাজনি°) পর্যায় বরক, নিগুরন, স্থলীনক, খড়ী। (হেম)  
[ইহার অন্ত পর্যায় ও গুণ মুকুট ও মুকুট শব্দে দ্রষ্টব্য।] বথা—

“বনমুদগ-কলার-মুকুট-মহরমদলাচণক-সতীন-ত্রিপুটকহরোচ্চকী  
প্রকৃতরো বৈদলাঃ ॥” (অত্রত ১৪৬) ত্রিমা টাপ্। (স্ত্রী)  
২ মুদগপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি°)

বনমুত (পুং) বনং জলাং মুক্তং বহুং যেন, বনং মুক্তীতি বা।  
মেঘ। অমরটীকার ভরত জীমূত শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া-  
ছেন, তদনুসারে এই বনমুত শব্দেরও ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইল।

বনমুর্জজা (স্ত্রী) বনত মুক্তি জায়তে ইতি জন্-ড। ১ বনবীজ-  
পূরক। ২ ককটপুষ্কী, চলিত কাকড়া পুষ্কী। (রাজনি°)

বনমূল (শেষ) ভগ্নভেদ।

বনমূলফল (স্ত্রী) বনজাত কন্দ ও ফল।

বনমুগ (পুং) হরিণবিশেষ।

বনমেখী (শেষ) বৃক্ষভেদ। (Trifolium Indicum)

বনমেথিকা (স্ত্রী) আরণ্যমেথিকা, চলিত বনমেতি।

বনমোচা (স্ত্রী) বনোত্তরা মোচা, কাঠ কদলী। চলিত বন-  
কদলী গাছ। (রাজনি°)

বনযমানী (স্ত্রী) বনামখ্যাত ইষ কুশ। (Linguisticum  
diffusum) চলিত বনযমান। উৎকলী নাম—বিলযমানী।

বনয়িতৃ (ত্রি) হারয়িতা।

বনযুগ্ম (শেষ) বৃথিকাত্তদ।

বনযোজনি (শেষ) বনানীভেদ।

বনর (পুং) বানর-পৃষোদরানিবাং আকার ইষঃ। বানর।

বনরক্ষক (ত্রি) যে বন, উপবন বা উত্তান রক্ষা করে।

বনরস্তা (স্ত্রী) কাঠকদলী।

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিম্বর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত  
একটা গণগ্রাম। অক্ষা° ১৩°১৪' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭৮°১১' ৩১" পূঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইরাসল  
দেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটি মেলা হয়। ঐ মেলায়  
আহুমানিক এক লক্ষ গবাদি পশু বিক্রীত হইয়া থাকে।

বনরহন (শেষ) লগ্নভেদ।

বনরাই (শেষ) সর্ষভভেদ।

বনরাজ (পুং) বনত বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্-টচ্ (রাজা-  
হঃসিদ্ধান্তট্। পা ৫।৪।৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি,  
বনের মালিক। ৩ অশ্বত্থক বৃক্ষ, চলিত আমুটা। মরাঠী—  
আংগলি। (বৈজ্ঞানিক°)

বনরাজ্ (পুং) বটবৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক°)

বনরাজি (স্ত্রী) ১ বনকোষী বনমুগ। ২ বনকদলী পত্র।

“করীষ সিজপুতৈঃ পত্রোদ্যুতঃ

তুচিবাগারে বনরাজিপল্লবঃ ।” ( রত্ন ২।৪ )

৩ বহুদেবের দাসীভেদ ।

বনরাজ্য ( স্ত্রী ) জনপদভেদ ।

বনরাষ্ট্র[ক] ( পুং ) জাতিবিশেষ । ( দার্কণপুং ৫৮।৪২ )

[ বনবাসী দেখ । ]

বনরুহ ( স্ত্রী ) পদ্ম । “নিগরিকরে নীলকুন্তলে-

বনরুহাননং বিভ্রদ্যতম্ ।” ( ভাগবত ১০।৩১।১২ )

বনপু ( ত্রি ) বনগামী । ( ঋক ১।১৪৫।৫ )

বনজ ( পুং ) শূলীতৃক্ষ ।

বনজি ( স্ত্রী ) বনের সমৃদ্ধি, বনসম্পদ ।

বনর্ষদ ( ত্রি ) বেদোক্ত বনবিহরণকারিমাাত্র । ২ বনবাহী বায়ু ।

“বনর্ষদো বায়বো ন সোমো ।” ( ঋক ১০।৪৫।৭ )

‘বনর্ষদো বনেষু সীদন্তঃ সংহিতায়ান্ হান্দস্যং রুত্বং’ ( সারণ )

বনলক্ষ্মী ( স্ত্রী ) বনত লক্ষী শোভা । ১ কদলী বৃক্ষ । ২ বনের শোভা সৌন্দর্য ।

বনলজ ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । ( *Jussiaea exultata* )

বনলতা ( স্ত্রী ) বনজাত লতা, বরী ।

“বনলতাস্তবব আশ্বনি বিকুং ব্যজরত্যা ইব পুশকলাচ্যাঃ ।”

( ভাগবত ১০।৩৫।১২ )

বনলবঙ্গ ( দেশজ ) লবঙ্গভেদ । ( *Ludwigia parviflora* )

বনলেখা ( স্ত্রী ) বনানীং লেখা ও তৎ । বনশ্রেণী, বনরাজি ।

“বনবগবনলেখা শ্রামমধ্যাতিরাতিঃ ।” ( মাঘ ৪।৪৪ )

বনবর্করিকা ( স্ত্রী ) বনজাতা বর্করিকা । অরণ্যজাত বর্করী ।

চলিত বনবাবুই । পর্যায়—সুগন্ধি, সুগ্রন্থক, দোষাক্রমী,

বিবর, সুমুখ, হৃদয়প্রক, নিম্নালু, শোকহারী, সুবক্তৃ । ইহার

গুণ—উষ্ণ, সুগন্ধি, পিষ্টাচ, বাস্তি ও ভূতর এবং ত্রাণসত্ত্বপ-

কারী । ( রাজনি )

বনবন্ধি ( পুং ) বনত বনোত্তমো বা বন্ধিঃ । দাবানল । ( হেম )

“কণারত্নপ্রভাকালজটিলং বনবন্ধিনা ।” ( কথাসরিৎ ৫৬।৩৪৩ )

বনবাত ( পুং ) বনবায়ু, বনানিল ।

বনবাতায় ( পুং ) বাতামভেদ । চলিত বনবায়াম ।

বনবাস ( পুং ) বনে বসতি । বনে বাস, বনে অবস্থান । ২ মধুক-

বৃক্ষ । চলিত, মউল পাঁই । ( বৈভকনি ) বনে বাসো বস ।

( ত্রি ) ৩ বনবাসী । “তত্ৰজির্জনবাসবদ্রুতিঃ” ( শতুত্তলা )

বনবাসক ( পুং ) ১ শাম্বলীকন্দ । ( রাজনি ) ২ প্রাচীন

নগরভেদ । বনবাস কাঞ্চনরাজপণের রাজধানী । [ কাঞ্চ দেখ ]

বনবাসিন ( পুং ) বনে বাসরতি পশুভেদেতি বাসি-ন্যু । খটপ,

চলিত খাটাপি । ( ত্রি ) ২ বনে বাস করান ।

বনবাসিন্ ( পুং ) বনে বাসরতি স্তরতীকল্পতি ইতি বাসি-পিনি ।

১ ঋষত নামক ঔষধ । ২ মূচ্ছকবৃক্ষ । ৩ বারাহীকন্দ । ৪ শাম্বলী-

কন্দ । ৫ নীলমহিবকন্দ । ( রাজনি ) ৬ দ্রোণকাঞ্চ ।

৭ বীপান্তরথ ঋক্ণীতৃক্ষ । ( বৈভকনি ) বনে বসতিতি বন-পিনি ।

( ত্রি ) ৮ বনবাসকারী, যে ব্যক্তি বনে বাস করে ।

“তাপসেযেব বিপ্রোষু ব্যতিকং ভৈক্ষমাচরেন্ ।

গৃহমেধিষু চান্যোষু বিজ্ঞেযু বনবাসিষু ।” ( মনু ৬।২৩ )

বনবাসী, দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা নদীর বরনাশাখার তীরবর্তী

একটা প্রাচীন নগর । ভৌগোলিক টেলিগ্রাফ Banawasei নামে

ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । [ কাঞ্চ দেখ । ]

বনবাস্ত, জনপদভেদ । দাক্ষিণাত্যের বনবাসী রাজ্য ।

বনবিড়াল ( পুং ) বনমার্ক্যার । ( বৈভকনি )

বনবিরোধিন্ ( ত্রি ) ১ বনশত্রু । ( পুং ) ২ বর্ষাঋতু । নিম্নাধের

পরবর্তী কাল ।

বনবিলাসিনী ( স্ত্রী ) শম্পুপুশী লতা । ( রাজনি )

বনবোজ ( পুং ) বনবীজপূরক । চলিত টাবা লেবু ।

বনবোজপূরক ( পুং ) বনজাত মাতুলপূরক । চলিত বুনো লেবু

গাহ, টাবা । মরাঠী—বনমাহলিঙ্গ, কনাড়ী—কামাধবল ।

ইহার গুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, কচা, বাতর, অন্নদোষ ও ক্রমি-

নাশক, কফর, এবং শাসয় । ( রাজনি )

বনবৃন্তাকী ( স্ত্রী ) বনত বৃন্তাকী বার্তাকী । বৃহতী । ( রাজনি )

বনত্রীহি ( পুং ) বনত ত্রীহিঃ । দেবধাত্ত, নীবার । চলিত,

উড়িধান । ( হেম )

বনশণ ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ ।

বনশিগ্র ( দেশজ ) শিমভেদ ।

বনশুল্ক ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ ।

বনশিখিকা ( স্ত্রী ) অরণ্যশিখী । ( ভৈষজ্যর শিরোরোগতি )

বনশুকরী ( স্ত্রী ) বনত শুকরী বয়মশযাং মংললবাচ । ১ কপি-

কজু । ( রাজনি ) ২ আরণ্য-বরাহী ।

বনশূরগ ( পুং ) বনজাতঃ শূরগঃ । বনোত্তমবোজ, ; চলিত বুনো

ওল । পর্যায়—সিতশূরগ, বজ্র, বনকন্দ, অরণ্যশূরগ, বনজ,

শেতশূরগ, বনকতুল । ইহার গুণ—কচা, কটু, উষ্ণ, ক্রমি,

গুণ, ও শূল্যবিষের এবং সর্প-অকটিনাশক । ( রাজনি )

বনশূকটি ( পুং ) বনত শূকটি ইব, কটকাবৃত্তাং । গোমুর ।

ইহার পর্যায়—সুরক, ত্রিকট, বাহুকটক, গোকটক, গোমুরক,

বনশূকটি, পলদ্বা, বকট্টা ও ইকুগন্ধিকা । ( ভাবপ্র ১ম ভাগ )

বনশূকটি স্বার্থে কনু । গোমুরক । ( রাজনি )

বনশোভন ( স্ত্রী ) বনে জল শোভনতীতি শুভ-পিতৃ-ন্যু । পদ্ম ।

( শব্দ ) ( ত্রি ) ২ বনের শোভাকারকমাত্র ।

বনশ্বন (পুং) বনে বা ষা কুহুরঃ। ১ গজদাক্ষায়, চলিত  
গজগাহুল। ২ বক্ষক, শৃগাল। ৩ ব্যায়। (মেদিনী)

বনয[ধ]শু (পুং) পদ্মবন। ত্রিরাং ভীপ্।

বনযদ্ (ত্রি) ১ বনবাসী। ২ কৃত্র। (পারগু ৩১৫)

[ বনযদ্ দেখ। ]

বনস্ (স্ত্রী) বননীর ভেজ ও ধন। “আরাহি বনসা সহ গাং।”  
(শক ১০১৭২১২) ‘বনসা বননীরেন ভেজসা ধমেন সার্ক’ (সারণ)

বনস (ত্রি) ১ ইচ্ছা। ২ আনুসক্তি। ৩ বন।

বনসক্কট (পুং) বনে সৰুটো বাহলাং বস্ত্র। মহর, চলিত  
মহরী। (শকচ°)

বনসদ্ (ত্রি) ১ বনবাসী। (পুং) বনবহি, দাবাগ্নি। “বনং  
বৃক্ষসমুহস্তত্র দাবাগ্নিরূপেন সীদতীতি বনসৎ।” (ভৃকবজ্ ১৭১৭২)

বনসমূহ (পুং) বনানাং সমূহঃ। ১ অরণ্যসংহতি। পর্যায়—  
বজ্রা, বাজ্রা। ২ জলসমূহ।

বনসংপ্রবেশ (পুং) দারুণ দেবমূর্তিনির্দীপার্থ কাঠসংগ্রহের  
জন্ত বনপ্রবেশ।

\* বনসরোজিনী (স্ত্রী) বনস্য সরোজিনী পদ্মিনী শোভাকরয়াং।

\* বনকার্পাসী। (শকরত্না°)

বনসাহস্রা (স্ত্রী) বস্ত্র উপোদকী লতা।

বনস্তম্ভ (পুং) গদের পুত্রভেদ।

বনস্থ (পুং) বনে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ মৃগ। (শকচ°) ২ বানপ্রস্থ।  
গৃহস্থদিগের দ্বিগুণ, ব্রহ্মচারীদিগের ত্রিগুণ এবং বানপ্রস্থবতি-  
গণের চতুর্গুণ শৌচ হইয়া থাকে।

“এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।

ত্রিগুণং স্যাবনস্থানাং বতীনাং চতুর্গুণম্॥” (মহু ৫১২৭)

(ত্রি) ৩ বনবাসিমাত্র।

“প্রবৃন্তচক্রে নুপতির্বনস্থান্,

গজান্ গঠৈঃ শ্বরিব বীৰ্য্যলীপ্তান্।” (হরিব° ১৫২১২১)

বনস্থলী (স্ত্রী) বনভূমি, অরণ্যদেশ।

“বনস্থলীমর্থরপত্রমোক্ষাঃ” (কুমার ৩২২)

বনস্থ্য (স্ত্রী) বনে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, টাপ্। অর্থবৃক্ষ।

বনস্থান (স্ত্রী) জনপদভেদ।

বনশ্বেহফলা (স্ত্রী) হৃষ্যবৃহতী, চলিত ক্ষুদ্রব্যাহুড়। (বৈজ্ঞকনি°)

বনস্পতি (পুং) বনস্য পতিঃ। পারবরাদিকাং হুট্। ১ পুন্স-  
হীন কলবান্ বৃক্ষ।

“অপুন্স্যাঃ কলবস্তো যে তে বনস্পত্যঃ স্বতাঃ।” (মহু ১১৪৭)

২ বৃক্ষমাত্র।

“কথং হু শাখাভির্ভেরন্ হিরমূলে বনস্পত্যৌ।”

(মহাভারত ১১৪০১২৬)

৩ স্থালীবৃক্ষ। (রাজনি°) ইহার পর্যায়—

“মল্লীযুকোহর্থভেদঃ প্রয়োহো গজপাৰণঃ।

“স্থালীবৃক্ষঃ ক্রতরঃ কীরী চ ত্র্যবনস্পতিঃ॥” (ভাবপ্র° ১১১)

৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫১২০১২১) ৫ হৃদয়মূর্টর

পুত্রভেদ। ৬ বটবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

বনস্পতিকায় (পুং) জাগতিক বৃক্ষসম্বৎ।

বনস্পতিসত্ত্ব (পুং) একাভেদ।

বনস্ত্রজ্জ (স্ত্রী) বনপুস্পোত্তবা বা সন্। বনমালা।

“স্নেহোবধাবোবধিলোমনত বনস্ত্রজো বেগুস্ত্রজাভি পাক্ণে॥”

(ভাগবত ৩৮১২৫)

বনহবন্দি (পুং) মগরভেদ।

বনহরি (পুং) সিংহ।

বনহরিজ্জা (স্ত্রী) বনোত্তবা হরিজ্জা। (Curcuma aromatica,

Curcuma Zedoaria) অরণ্যজ হরিজ্জা, বনহলুদ। হিন্দী—

জলীহলুদ। মহারাষ্ট্র—সালী। কোড়ণ—অভিবিপকা, অরিনিন।

তৈলজ—কতুরি পতপু, অতিবিপতপু। বর্ষে—বনহলুদ, কচোরা।

তামিল—কতুরি মজল। সংস্কৃত পর্যায়—শোলী, শোলিকা,

বনারিট। গুণ—কটু, কটিকর, তিক্ত, বীণন ও সৌল্য।

বনহলুদি (দেশজ) বনহরিজ্জা।

বনহাস (পুং) বনত হাস ইব প্রকাশকয়াং। ১ কাশতৃণ।

(ত্রিকা°) ২ কুন্দপুশ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

বনহাসক (পুং) বনহাস বার্থে কন্। কাশতৃণ। (রাজনি°)

বনহুগলী, কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটা প্রসিদ্ধ গুণগ্রাম।

বনহুতঞ্জিন (পুং) বনোত্তবঃ হুতাপনঃ। বনাদি।

বনা (আরবী) ১ প্রোত্ত। যাহা প্রোত্ত হইয়াছে। ২ বিকৃত  
অন্ন।

বনাধু (পুং) বনত্যাধুঃ। ১ শশক, ধরগোব। (ত্রিকা°)

বনাধুক (পুং) মূল, মৃগ। (ত্রিকা°)

বনাগ্নি (পুং) বনজাত অগ্নি, বনোত্তব অগ্নি।

বনাচার্য্য, চব্রাতরুপহোরা নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রণেতা।

বনাজ্জ (পুং) কনক জজঃ। বনহাগ। বনহাগল, পর্যায়

ইড়িক, শিঙাবাহক, পৃষ্ঠপুদ। (হেম)

বনাটন (স্ত্রী) বনে অটনং। বনভ্রমণ।

বনাটু (পুং) বর্কণা, নীলমক্ষিকা। (শকচ°)

বনাং (হিন্দী) পাত্রব্রতভেদ, এই বস্ত্র পশমে প্রোত্ত হয়। উপা-  
নির্ধিত বুলবস্ত্র।

বনাতী (দেশজ) বনাত নির্ধিত।

বনান (দেশজ) ১ নির্দীপ, গঠন।

বনাস্ত (পুং) বনত অবঃ। ১ কলপ্রোত্ত। ২ বনভূমি, বনপ্রদেশ।

বন্যস্তর (স্ত্রী) অস্তর বন্য। অপর বন, অস্তবন।

বন্যস্তরাল (স্ত্রী) বন্যপার্থ।

বন্যাপগ (স্ত্রী) বনোত্তর নদী। এই নদ আর্য, আর্যপ্রয়োগ  
বলিয়া আকার হইয়া বন্যাপগা হাদে বন্যাপগন্য হইয়াছে।

“মহার্ণবঃ সমাসাত্ত বন্যাপগ শতং যথা।” (রামায়ণ ৭।১২।১৬)

‘বন্য জলা তৎপূর্ণা নদীশতং আবৌ হুযঃ’ (টাকা)

বন্যজিনী (স্ত্রী) জলপদ্ম।

বন্যজিনীয়া (ত্রি) বন্যজিনীকারী।

বন্যমল (পুং) বন্য আশ্রয় আশ্রয় ইব। কুপশাকফল।

‘(Carisma carandus)’

বন্যম্বিকা (স্ত্রী) বন্যকণ্ডা শক্তিস্থিতিভেদ।

বন্যাত্ম (পুং) বন্যত আত্ম ইব। কোশাত্ম। (রাজনি°)

বন্যায় (দেশজ) বন্যতা, মেলানেশ। বেসন, শোকটা বেশ  
বসিয়ে নিলে।

বন্যায়ু (পুং) ১ দেশবিশেষ। বন্যায়ু জাতির বাসভূমি।

‘গয়া গরুড় বন্যায়ুবন্যায়ুর্ভূতঃ।’ (শব্দরত্ন°)

২ দানববিশেষ। (ভারত ১৬৫।৩০) ৩ পুরুরবার পুত্রভেদ।

৪ বন্যায়ু জাতি।

বন্যায়ুজ (পুং) বন্যায়ু দেশে জায়তে জন-ড। বন্যায়ু-দেশোত্তর  
খোটিক। এই শব্দের রূপান্তর বন্যায়ুজ। (শব্দরত্ন°)

বন্যায়ুপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (তথ্যত্রয় ৩৮।১৭)

বন্যায়ুড়ি (স্ত্রী) বন্যজাতা অরিষ্টেব। বনহারিণী। (রাজনি°)

বন্যার্জক (পুং) বন্যত আর্জক ইব নিয়তপুণ্যচারিত্যং তথাং।  
পুশ্যজীবী, মালাকার। (জটায়ব°)

বন্যার্জক (পুং) বনোত্তর আর্জকঃ। বন আশ্র।

বন্যার্জকা (স্ত্রী) বন্যার্জক।

বন্যালক্ক (স্ত্রী) গৈরিক, গৈরিমাটী। (বৈয়াকনি°)

বন্যালয় (পুং) বন মধ্যেস্থিত বাসগৃহ।

বন্যালয়জীবিন্ (পুং) বনজাত প্রাণী বাসী জীবিকানির্ভাহকারী।

বন্যালিকা (স্ত্রী) বন্য অলক্তি ভূষতি অল-বুল-টাপ্ টাপি-  
অত ইক্। হস্তিগুপ্তী লতা, চলিত হাতিকড়ী। (হার্যাবলী°)

বন্যালী (স্ত্রী) বন্যজাতি, বন্যপ্রাণী।

বন্যপ্রম (পুং) বন্যের আশ্রয়ঃ। বনরূপ আশ্রয়।

বন্যপ্রমিন্ (ত্রি) বন্যপ্রম অত্যর্থে ইনি। বিনি বন্যপ্রম  
করিয়াছেন, বন্যপ্রম-শরীরবলী।

বন্যপ্রম (পুং) বন্যের আশ্রয়ঃ বন্য। প্রম কাচ। (জটায়ব°)

(ত্রি) ২ অরণ্যপ্রাণী, বিনি বন্য আশ্রয় করিয়াছেন।

‘শীঘ্রিত্যধিপো লোকবসি কুল বন্যপ্রমঃ।’

(মার্কপু° ১০।৪৩)

বন্যপ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ২ বন-  
প্রহাচারী।

বন্যহির (পুং) বন্যত আহিরঃ। পুংকর। (ত্রিকা°)

বনি (পুং) বন (বনি কবি অজি অসি বসি সনি ধনি গ্রহি  
বলিত্যক। উপ্ ৪।১৩২) ইতি ই। ১ অগ্নি। (উজ্জল°)

বনিকা (স্ত্রী) কুলবন।

বনিকাবাস (পুং) ১ উপবনমধ্যস্থ কুল। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ।

বনিত (ত্রি) বন-ক। ১ বাচিত। ২ সেবিত। (মৈনিনী°)

বনিতা (স্ত্রী) বন-ক-টাপ্। ১ প্রিয়া, অল্পবস্ত্রা তথ্যা।

২ স্ত্রী সামান্য। (মৈনিনী°) ৩ বড়করাশ্রয় ছন্দোভেদ। ইহার

১, ২, ৪, ৫ বর্ণ লঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু।

বনিতাধিব্ (পুং) স্ত্রীষেবী।

বনিতাভোগিন্ (পুং) ১ সর্বব্যং ক্রুরা স্ত্রী। ২ নাগকণ্ডা।

বনিতামুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৬৮।৩০)

(স্ত্রী) ২ স্ত্রী-মুখমণ্ডল।

‘নলিনী মলিনী দিবসাত্যরে

পশিকলাবিকলা অগ্ণ্যাকরে।

ইতি বিধিবিধেবনিতামুখং

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।’ (উজ্জল°)

বনিতাবিলাস (পুং) ১ স্ত্রীলোকের ভোগেচ্ছা। ২ স্ত্রীসভোগেচ্ছা।

বনিতাস (স্ত্রী) প্রাচীন বংশভেদ।

বনিত্ (ত্রি) ১ বাচক। ২ অধিকারী।

বনিন্ (পুং) বন্য আশ্রয়নোক্তভেদে বন-ইনি। বনপ্রহ।

‘বনী বর্ষাত্ত ভ্রাম্যকৈরাণ্যং ক্রমৈঃ পুরাতনৈর্বা।’ (প্রাচ্যচিন্তা°)

বনিন (স্ত্রী) বনজাত পলাশাদি। ‘ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি বক্তিয়া’

(ঋক্ ১০।৬৩।৮) ‘বনিনানি বনেভবান্ পলাশাদীন’ (সারণ°)

(ত্রি) ২ বারিধানকারী। ৩ জলদাতা। ৪ বনবাসী।

৫ বনোত্তর। ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পূজা বা ভক্তিকারী।

বনিয়াদ্ (পারসী) ভিত্তি।

বনিয়াদী (পারসী) উৎকৃষ্ট ভিত্তিযুক্ত। বাহার কুল লং, লং, লং,  
পুরাতন বড়মহল, পুরাতন গৃহস্থ। বখা—বনিয়াদী ঘর।

বনিষ্ঠ (ত্রি) বাতুলতম, অতিশয় ভাতা। ‘বহুভেদবরতে বনিষ্ঠঃ’

(ঋক্ ৭।১৩।১) ‘বনিষ্ঠঃ বাতুলকো ভবতি’ (সারণ°)

বনিষ্ঠ (পুং) বন্য প্রাণীভেদ পতঙ্গ অত্রবিশেষ। হবিষ্য। (সারণ°)

বনিষ্ঠ (পুং) অপাণ। (উপ্ ৪।২)

বনী (স্ত্রী) বন। (অমরটীকাকারত°)

‘কেলিবনীমণি বন্যকুলমধ্যঃ’ (সাহিত্য° ২ প°)

বনীক (ত্রি) বাচক। (অমরটীকা সারণ°)

বনীক (ত্রি) বনি বাচনবিষয়ীভূত কাচ-ভক্তা ধূলু। বাচক।



বনীয়স্ (ত্রি) বনঃঈবম্। অতিশয় বাচক।

“অন্তথা তেহব্যাক্ত্যাকৈরননং কথং সূণ্যং।

নিতরায় ত্রিযথাগানায় কসিচ্ছত বনীয়সঃ” (ভাগবত ১।১২।৩৬)

‘বনয়িতা বাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্’ (হাসী)

বনীবিন্ (ত্রি) বননবিপ্লিষ্ট, বননযুক্ত। “বনীবাণো যম কৃতাস ইত্ৰং” (ঋক্ ১০।৪৭।৭) ‘বনীবাণো যমবধ্তঃ’ (সারণ)

বনীবাহন (ক্ৰী) একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন। ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্তন।

বমু (পুং) হিংসা। “বাতৌ বমুং বা বে” (ঋক্ ১০।৭৪।১) ‘বমুং হিংসাং’ (সারণ)

বমুই (দেশজ) ভগিনীপতি। বোনাই।

বমুয়া (দেশজ) বনসম্বন্ধীয়। বুনো।

বমুম্ (ত্রি) হিংসক। “বমুযোহব্যাক্ত মমং” (ঋক্ ১০।২৬।১)

‘বমুঃ বমু হিংসায়্যং হিংসকত্’ (সারণ) ২ সংতক্ত। “অগ্রে বমুঃ স্তামঃ” (ঋক্ ১।১৫.০।৩) ‘বমুঃ সংতক্তারঃ’ (সারণ)

বনে-কিংশুক (পুং) বনে কিংশুক ইব। অবাচিত্ত প্রাপ্ত। আশা নাই এরূপ ভ্রম্যপ্রাপ্তি।

বনে-কুদ্রা (ক্ৰী) বনে কুদ্রা অলুক সমাসঃ। কহর। (রত্নমালা)

বনে-চর (ত্রি) বনে চরতীতি চর ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য-লুক। অরণ্যচরী।

“বনেচরাণ্য বনিতাস্থানাং দরীণহোৎসঙ্গনিবন্ধতাসঃ।

ভবতি যত্রৌষধয়ো রজজ্ঞামতৈলপুরাঃ সুবতপ্রদীপাঃ”

(কুমারসম্ভব ১ সঃ)

বনেজ্য (ক্ৰী) ৪ অরণ্যে জায়মান। “বসতির্বনেজাঃ অরণ্যে জায়মানঃ” (ঋক্ ৬।৩৩।৩ সারণ)

বনেজা (পুং) বনে ইজ্যঃ। ১ বহুরসাল, আম্রযুক্ত। (রাজনি) ২ পপটক, ক্ষেৎপাপড়া। (বৈজ্ঞকনি°)

বনেভবা (ক্ৰী) শাকবিশেষ, লোনীশাক। (বৈজ্ঞকনি°)

বনেবিল্বক (পুং) বনে বিল্ব বৃক্ষের ছায়, বাহা অবাচিত্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বনেষু (পুং) রৌদ্রাশ্বেষ পুত্রভেদ। (ভাগবত ২।২.০।৫)

বনেরাজ (ক্ৰী) বনে রাজতে রাজ-কিপ, অলুক সমাসঃ। দাবা-নলরূপে অরণ্যে বিরাজমান। “তেজিষ্ঠা যত্নায়তির্বনেরাট্” (ঋক্ ৬।১২।৩) ‘বনেরাট্ দাবরূপেণারণ্যে রাজমাণা’ (সারণ)

বনেরুহা (ক্ৰী) ত্রিপলী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্যায়মুক্তা°)

বনেশয় (ত্রি) বনবাসী।

বনেষাট্ (ত্রি) বনে কাঠের অতিভরিতা। “বিবর্তনির্বনেষাট্” (ঋক্ ১০।৩১।২০) ‘বনেষাট্ বনেকাঠানাং অতিভরিতা’ (সারণ)

বনেসর্জ (পুং) বনে সর্জ ইব। অসন বৃক্ষ। (রত্নমালা)

বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ।

বনোৎসাহ (পুং) গভীর।

বনোৎসর্গ, দেববানির, পুষ্করিণী, উপবনাদি উৎসর্গরূপ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া বিশেষ।

বনোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। কু-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার অধিকাংশই এখন ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১১৫০ টাকা কর দিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম।

বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ। ২ বনমধ্যস্থ নির্দিষ্ট স্থান।

বনোৎসব (পুং) আত্মযুক্ত। (বৈজ্ঞকনি°)

বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভবো যত। ১ বহুতিল। (রাজনি)

২ বনমাতৃসুত, চলিত টাৰা লেবু। ৩ শৃগালকোষী, শেরাহুল।

(পর্যায়মুক্তা°) ৪ বনশূরণ। (বৈজ্ঞকনি°) ৫ বনবীজপুষ্ক।

দ্বিযাং টাপ্ = বনোদ্ভবা। ৬ বনকার্পাসী। ৭ কাঠমল্লিকা।

৮ মূলপর্নী, মুগানি। (রাজনি°)

বনোপপ্লব (ক্ৰী) ১ বনমহন। ২ দাবানল।

বনোর্ব্বা (ক্ৰী) বনসমীপস্থ স্থান।

বনোকস্ (পুং) বনমেষ ওকো গৃহং যত। ১ বানর। (ত্রি)

২ বনবাসী, অরণ্যবাসী।

“ধর্শোহরিঃ কস্তপঃ শক্ভো যুনয়ো বে বনোকসঃ।

চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সত্যরকঃ” (ভাগবত ৪।১২।১)

(ক্ৰী) ৩ অজমোমা, রাঁধুনি। ৪ শুকশিখী, চলিত আলকুণ্ডী।

বনোঘ (পুং) ১ বনসমূহ। (বৃহৎসং ২৪।২০) ২ তাম্রভেদ

পশ্চিমদিক্স্থ একটি পর্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ।

বনোযধ (ক্ৰী) ভেবলাদি।

বস্তি (হিন্দী) বনাৎ, পশমী শীতবস্ত্রভেদ।

বস্তি (ত্রি) বন-সংভকৌ তৃচ্। সংতক্ত। “মারো বস্তারো

বৃহতঃ” (ঋক্ ৩।৩০।১৮) ‘বস্তারঃ সংতক্তারঃ’ (সারণ)

বামনহলী (বামনহলী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সোয়াট-প্রান্তস্থ একটি প্রাচীন নগর। কুনাগড় হইতে ৪৮ কোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৮’৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২’

১৫’’ পূঃ। স্থানীয় প্রবাদ, তগবান্ নারায়ণ বামনরূপে এই

নগরে অবতীর্ণ হইরাছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে পরে এই

স্থান বামনহলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা

বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনার অনেকে দেব-

হলী বা দেবলী বলিয়াও থাকে। এখানে লৌহ ও তাম্রপাত্র-

নিৰ্ম্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।

বন্দ্য, অভিযান, বন্ধন, প্রণাম,। ভাষি° আশ্বনে° বন্ধ° নেট°।

কাট° বন্ধতে। লিট° বন্ধে। লুঙ° অবন্ধিট°।



বন্দক (ত্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-বুল। বন্দনাকারী। ভক্তিপাঠক।  
বন্দক। (ত্রি) বন্দক-টাপ। বন্দা, চলিত পরগাছা।

‘বন্দাকা শেখরী সেবায় করা চ বন্দকেস্ততে।’ (হৃদয়)

বন্দধ (পুং) বন্দতে ত্রোতি বন্দধে, তুরতে ইতি বা অধ (বন্দ-  
শীতুপিক্রমবিবচিৎসীবিপ্রাপিত্যোহং)। ১ ভোতা। ২ ভত্য।  
সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বন্ধি বাতুর অর্থ প্রত্যয়ে এই শব্দ নিম্পন্ন।

বন্দন (স্ত্রী) বন্দতেহেনেতি বন্দ-করণে ল্যুট্। ১ বন্দন।  
(শব্দচ) বন্দভাবে ল্যুট্। ২ প্রণাম। ইহা বোধশ প্রকার  
ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ।

হরিত্তিকিবিলাসে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার  
মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভক্তি। তত্ কতক বন্দনক্ষেত্রে জন্ম  
ভগবানে ১৬ প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।

‘আভ্যন্ত বৈকব প্রোক্তং শম্ভচক্রাকনং হরেঃ।

ধারণকার্জপুণ্ড্রাণ্য তস্মদ্রাণ্য পরিগ্রহঃ।

অর্চনক জপো ধ্যানং জমায়স্বরণং তথা।

কীর্তনং শ্রবণকৈব বন্দনং পাবনসেবনং।

তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতোভজনং।

তদীদানাক সংসেবা বান্ধবীভতনিষ্ঠা।

তুলনীরোপণং বিকোর্ষে বদেবত শার্ঙ্গিনঃ।

ভক্তিঃ বোধশখা প্রোক্তা ভববন্ধবিনুক্তরে।”

(হরিত্তিকিবি. ১১ বি.)

দেবপূজার বোধশোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে  
বোধশ উপচারে পূজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়।

‘আসনং শ্রাগতং পাণ্ডমধ্যমাচমনীয়কম্।

মধুপর্কচমনস্নান-বসনাত্তরণানি চ।

গজপুশ্পে ধূপধীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।” (আহিকতব)

হরিত্তিকিবিলাসে বন্দনের বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,  
ভগবানের ভক্তিপাঠ করিয়া বন্দন করিতে হয়। বন্দনের সময়  
বাহুগুল দ্বারা ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত  
করিয়া “হে ঈশ। তুমি আমার আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ত্রুণ ও  
আপনার আশ্রিত, আমাকে পরিজ্ঞান করুন” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা  
বন্দন করিবে।

‘শিরোমংপাদয়োঃ কৃচ্ছা বাহুভ্যাক পদম্পর্শম্।

প্রপন্নং পাহি মারীশ তীক্ষ্ণ বৃকুপ্রহার্যবাং।” (হরিত্তিকি. ৮ বি.)

ইহা জিন্ন বাহুগুল, চরণদ্বয়, বক্ষঃ, শিরোদেশ, নৃষ্টি, মন  
ও বচন অষ্টাধ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। বাহুগুল,  
বাহুগুল, শিরোদেশ, বচন ও নৃষ্টি এই পঞ্চাধ দ্বারাও বন্দন  
করা যায়। এই বন্দন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রণাম। একমাত্র  
বন্দন দ্বারা মন বিভক্ত হইয়া হরিকৈ লাভ করিতে পারে।

বন্দনকালে কতসংখ্যক মূলিকা তাহার বেহে সংগ্ৰহ হয়, ততশত  
মন্তর তাহার বর্ণে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসংখ্য পাপ  
করিয়া অজ্ঞানে মৃত্যু থাকে, সেই ভক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্বক  
হরিকে বন্দন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বর্ণে বাস  
করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্দন পাপনাশক ও স্বর্গজনক।  
দেবপ্রতিমা দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানতা  
বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়া থাকে।

(হরিত্তিকিবি. ৮ বি.) [প্রণাম ও নমস্কার শব্দ দেখ]

৩ বিবিশিবে। ৪ অম্বর। ৫ রাক্ষসবিশিবে। (শব্দ ৭।৫১।২)

বন্দন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা গিরিহর্গ ও তৎ-  
পাদস্থিত গওগ্রাম।

বন্দনমালা (স্ত্রী) বন্দনার্থং মালা ক্রম সা। ১ তোরণ।  
(হলায়ুধ) বন্দনার্থং মালা। ২ রত্নাত্ত-চতুর্ভুজবৈষ্ণব আভ্র-  
পত্রচিত্র মালা। চারিটা কলাগাছ পুতির আভ্রপত্র দ্বারা যে  
মালা রচনা করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে।

‘কুর্ধ্যামন্দনমালাং যো রত্নাত্তস্তৈঃ শ্রুণোতনৈঃ।

চূতবৃক্ষোক্তবৈঃ পট্টেকাগরে চক্রপাণিনঃ।

মৃগানি পত্রাংখ্যানাং বর্ণে তত্তোৎসবো ভবেৎ।

পূজ্যতে বাসবাভৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্ সুরোত্তমঃ।”

(হরিত্তিকিবিলাস ১৩ বি.)

বন্দনমালিকা (স্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্ টাপ, ইচ্ছা।  
বহির্ঘরোপরি শুভলা মালা।

‘তোরণোচ্চে তু মাল্যং নাম বন্দনমালিকা।’ (হেম)

বন্দনশ্রুৎ (ত্রি) বদি অভিবাদনস্ততোঃ। ইদিশ্বারম্—ভাবে  
ল্যুট্ তেবাং প্রোতা। শ্রু শ্রবণে ক্রিপি ভূগাগমঃ। ভূতির  
প্রোতা। “হরীষন্দনশ্রবা কৃষি” (শব্দ ৫৫।১৭)

‘বন্দনশ্রং বন্দনান্য ভূতীনাং প্রোতাঃ’ (শারণ)

বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ- (বন্দি-বন্দি-বিদিত্যচ্যেতি বাচ্য। পাণ্ডা ১০৭)  
ইত্যন্ত ব্যক্তিকোক্ত্য হৃৎ, টাপ। ১ ভক্তি। শ্রুগার—সমীচী।  
(ত্রিকা) ২ বন্দন, প্রণাম। ৩ হোম ভবদ্বারা তিলক,  
হোমের ফোটা।

‘ঐশাভামাহরতম্ ক্রচ্চা বাধ ক্রবৎ বৈ।

বন্দনাং কারয়েতেন শিরঃকর্মাংগক্বে চ।

কন্তপতেতি মদ্রেন বদ্যাক্রমবোধতঃ।” (ভিষিতব)

কবিগণ প্রহারভে নির্বিঘ্নে প্রেহের পরিলম্পিতকামনার  
বেদতার বন্দনা করিয়া থাকেন।

বন্দনী (স্ত্রী) বন্দ-ল্যুট্-স্ত্রীপ। ১ নতি, ভক্তি। ২ কীবাছু।  
৩ কটা। ৪ বাচনকর্ম। (মেঘিনী) ৫ সোমোচ্চা। ৬ বৈভবকনি-  
৬ চিহ্নবিশেষ।

বন্দনীয় (ক্রি) বনি-অনীয়। ভবনীয়, বন্দ্য, বন্ধিতব্য, সমস্ত, ভবন যোগ্য। (পুং) ২ পীড়করাজ। (রাভনিং)

বন্দনীয় (ক্রি) বন্দনীয়-চাপ। পূজনীয়। ২ গোবোচনা। (ত্রিকা)

বন্দর (পারসী) সমুদ্রে প্রকৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য করিবার স্থান, সমুদ্রকূলে প্রধান নগর, যেখানে বন্দর থাকে, তথ্যর জাহাজাদি রাখিবার স্থান থাকে। (A port)

বন্দা (ক্রি) বন্দতে অপর্যুকমিতি বনি-অচ-টাপ। বৃক্ষপরি বৃক্ষ, চলিত বাঁহ, বা পরগাছা। (Epidendrum tessellatum) পর্যায়—বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরহা, জীবন্তিকা, বন্দাকা, শেখরী, সেবা, বন্দকা, বন্দক, নীলবলী, বন্দাকী, পরবাসিকা, বন্দিনী, পুজিঙ্গী, বন্দা, পরপুঠা, পরাশ্রয়। (শব্দচং) ২ লতাবিশেষ, তিক্তকী। পর্যায় পানপক্কা, শিখরী, তরুরোহিণী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরহা, কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরুণা, তরুরহা, তরুণা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভূজ, ভ্রামা, উপরী। গুণ—তিক্ত, শিরিষ, কক, পিত্ত ও প্রমদানক, হৃদয়, কষায়, রসায়ন। (ভাবপ্রং)

বন্দাক (পুং) বৃক্ষপরিবৃক্ষ, পরগাছা। [ বন্দা দেখ। ]

বন্দাকা (ক্রি) বন্দা। (ভরতভূত ইভ)

বন্দাকী (ক্রি) বন্দা। (শব্দরত্নং)

বন্দাকর (ত্রি) বন্দতে তৌতি অভিবাদরতীতি বন্দ (শ্রবদ্যোয়ারঃ। পা ৩২।১২) ইতি আক। বন্দনশীল। পর্যায় অভিবাদক, অভিবাদয়িতা। (শব্দরত্নং) (ক্রি) ২ তৌত। (বক ৪।৪৩২) ৩ বন্দাক, পরগাছা। (বৈভকনিং)

বন্দী (ক্রি) বন্দতে তৌতি নৃপারিকঃ বহুভ্যর্থমিতি বনি (সর্বধাতুত্বা ইন। উণ ৩।১১৭) ইতি ইন। আকৃষ্ট মনুষ্য গবাদি, চলিত করেদী, পর্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিকা। (শব্দরত্নং) ২ গ্রহ। (ভাগ ৩।১২২) (পুং) ৩ ভূতিপাঠক, বাহারা রাজা প্রকৃতির ভব পাঠ করিয়া থাকে।

বন্দীগ্রাহ (পুং) বন্দিমিব গৃহস্থঃ গৃহাভীতি গ্রহ-ক। অর্য্যাবুধ দেবতাগারগ্রহক, চলিত ডাকাইত। ইহারা গৃহস্থকে বন্দির ভায় রুদ্ধ করিয়া তাহাদের বধাসর্ব্ব্ব নষ্টন করিয়া থাকে। মিতাকরার লিখিত আছে, রাজা ইহাদিগকে শূল আরোপ করিবেন।

“বন্দীগ্রাহাত্মা বাজি-কুজরাপাক হারিণঃ।

অসহ্যাতিনৈব শূলানারোপয়ন্তান্।”

(মিতাকরা বাবহারার্থ্য)

বন্দীচৌর (পুং) বন্দিমিব বিধার চৌরঃ অপহরকঃ গৃহস্থ বন্দিমিব কৃদ্ধা সমস্তব্যাগামপহারকদ্বায়ত তথ্যক। বন্দীগ্রাহ, পর্যায়—চাল, বন্দীকার। (ত্রিকা)

বন্ধিতব্য (ক্রি) বন্ধ-তব্য। বন্ধনর্হি, বন্ধনার উপবৃত্ত।

বন্ধিত্ব (ক্রি) বন্ধ-ত্ব। বন্ধক, বন্ধবাকারী।

বন্ধিত্বেশ, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ ইহাই রাজপুতনার অন্তর্গত বন্ধিরাজ্য। (ভাগীধং ৪৭ অং)

বন্ধিন (পুং) বন্দতে তৌতি নৃপারিকিতি বনি তৌতি পিঙ্গি। রাজ্যদির রাজ্যাদিতে বীর্ঘ্যাদি ভূতিকারক। পর্যায় ভূতিপাঠক, মাগধ, মগধ। প্রতিবাদে কল্পবোধ্যাদি দ্বারা রাজ্যাদিগের ভূতিপাঠ করাই ইহাদের ভূতি। ব্রাহ্মণের পুর্বে কত্রিগের উন্নয়ন এই ভূতির উৎপত্তি ইহায়ে।

“কত্রিরাধিগ্রহস্তায়াং হুতো ভবতি ভূতিভঃ।” (মহু ১০ অং)

প্রাকৃতভবে লিখিত আছে যে, প্রাক্তের পর ইহাদিগকে বধা-পক্তি দান করিতে হয়, ইহাদিগকে বধি কিছু দান না করা হয়, তাহা হইলে প্রাক্ত মিতল হইয়া থাকে। আবার শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রাক্তের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অন্তকালে লিখিত আছে, প্রাক্তোত্তরকালে বন্দীদিগকে বধা-পক্তি দান করিবে, ইহার বীমাংসা এইরূপ যে, প্রাক্তের পুর্বে ভোজ্যাদি ইহাদিগের ভক্ত উৎসর্গ করিয়া প্রাক্তের পর ঐ উৎসর্গীকৃত ভোজ্য ইহাদিগকে দান করিবে।

“বন্ধিত্যচৈববর্ধিত্যোহস্তাধিত্যচ্যায়বর্ধিতঃ।

বদি তত্র ন দত্তাং বিকলং পক্তিতো ভবেৎ॥

“বন্ধিনো বীর্ঘ্যতোভারঃ। অর্ধিতঃ সন্ বদি এত্যাংসং ন দত্তাং তদা প্রাক্ত বিকলং ভবেমিতি।”

‘হুতাঃ পৌরাদিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশলংসকাঃ।

বন্ধিনঃশলংসকাঃ প্রোক্তাবশূশোক্তাঃ।’

ইত্যুক্তেঃ, ইথক প্রাক্তোত্তরদাননিষেধাৎ প্রাক্তে বন্ধি-প্রকৃতভ্যো দানাকরণে নিষাদ্রবণাচ্চ প্রাক্তাৎ পুর্বে তদর্থং ভোজ্যাদিকং উৎসর্জ্যেৎ” (প্রাক্তত্ব) ২ কৃত্য।

“ওমিত্যাদেশমাদার্য্য নত্যা তং সুরবন্ধিনঃ।” (ভাগ ১১।৪।১৫)

‘সুরবন্ধিনো দেবতৃত্যঃ’ (বামী)

বন্দিনীক (ক্রি) দাকারণীর নামান্তর।

বন্দিপাঠ (পুং) তট কবিগণের গীত বা বংশকীর্তিবর্ণন।

বন্দিমিত্র, বালচিকিৎসারচরিতা।

বন্দিবাস (বন্দিবাস), মাত্রোজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ বা ডালুক। ভূপরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। এই স্থান শতশালী নদে। সমস্তল প্রান্তরে পরিব্যাপ্ত হইলেও তথাকার অধিকাংশ ভূমিকা বাসুকা ও কতর মিশ্রিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা ককবর্ণের ভূমিকাখণ্ড দেখা যায়; কিন্তু উহা কায় মিশ্রিত থাকায় শতোৎপাদনের উপযোগী হয় না। এই উপবিভাগে দুইএকটি গুপ্তশৈলও উন্মুক্ত লিখনে দর্শ্যমান আছে।

২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং বন্দীবাস উপবিভাগের বিচার সদর। অক্ষা° ১২°৩০'২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৮'৪০" পূঃ। এই স্থানের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। বিগত কণাটক যুদ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটয়াছিল। আর্কাটের নবাববংশের আত্মীয় এক জন মুসলমান সামন্ত বন্দীবাস-দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দীবাস আক্রমণ করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন অল্ডারকোম নগর দখল করিয়াও দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। তৎকালে ঐ দুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য পুনঃ পুনঃ ইংরাজ-নিগড়ে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোনসোন ভীমবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন, বটে, কিন্তু দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রত্যায়ুক্ত হইলেন। এই সময়ে দুর্গস্থ ফরাসী সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকুট স্রযোগ বৃষ্টিয়া সেই অবসরে দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসিগণ কিছু দিন অস্বরণের পর, ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করে। ফরাসীর মণগ্রাস হস্তচ্যুত দেখিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই সেনাপতি লালী সদলে দুর্গ সমুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দিবস মধ্যেই বৃষ্টি ও হাজার মরাঠা সেনাসহ সেই রণপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন। ফরাসী সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল; নিরুপায় বৃষ্টিয়া সর আয়ারকুট একদিন দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্বক সশস্ত্র ও সদলবলে সমুখে উপনীত হইলেন। দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীরা পরাজিত হইল। বৃষ্টি ইংরাজ করে বন্দী হইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের ভারতে আর কোথাও এরূপ যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৩ বৎসর কাল লেপ্টেন্যান্ট ফ্রিট বিশেষ কোশলের সহিত মহিসুরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়দারের আক্রমণকালে আয়ারকুটও দুইটা যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্বক শত্রুদলকে বিদূরিত করেন।

বন্দী (স্ত্রী) বলি 'ক্লিকারাদজিনঃ' ইতি ভৌ। বন্দী, জুতিপাঠক।

"গোপ্তার ভূরসৈন্তানাং বঃ পুরহৃত্য গোত্রভিঃ।

প্রত্যানেঘ্যতি শক্রভ্যো বন্দীমিব জরপ্রিয়ম্ ॥" (কুমার ২।৪২)

বন্দীক (পুং) ইজ্জ।

বন্দীকায় (পুং) বন্দীবৎ গৃহস্থ করোত্তীতি কৃ-অণ্। বন্দীগ্রাহ, ডাকাইত। পর্যায়—মাচল, প্রেসকটোর, চিল্লাত। (ত্রিকা.)

বন্দীকৃত (ত্রি) কারাবদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ কর্তৃক যুদ্ধ।

বন্দীপাল (পুং) কারাবন্দী (Jailor)।

বন্দুক (তেলগু) আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দোবস্ত (পারসী) কোন একটা বিষয় বা কার্যের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া।

বন্দ্য (ত্রি) বন্দ্যতে তুয়তে ইতি বন্দি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, জুত্যা, বন্দনের যোগ্য।

"অশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণেক্ষা কৃপাং কুরু।" (সাহিত্যদ.)

দ্বিগাং টাপ্। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা। ২ গোরোচনা।

বন্দ্যাত্ম (স্ত্রী) বন্দ্যাত্ম ভাবঃ তল-টাপ্। বন্দ্যাত্ম, বন্দ্যের ভাব বা ধর্ম, বন্ধন।

বন্দু (ত্রি) বন্দতে ভোতি দেবদানী পূজাকালে ইতি বন্দি-বক্। পূজক। (উজ্জল)

বন্ধুর (স্ত্রী) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষদ্রয়। ২ সারথির বসিবার স্থান। সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—'নীড় বন্ধনাধারভূতম্, উন্নতানতরূপবন্ধনকাঠম্, বেষ্টিতং সারথ্যে স্থানম্ যথা সারথ্যাশ্রয়নাম্।' [ পবর্গে দেখ ]

বন্ধুরাস্থ (ত্রি) রথাসনে উপবিষ্ট। রথারূঢ়।

বন্ধুরায়ু (ত্রি) বন্ধুরয়ুজ্ 'বন্ধুরাযুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাঠো বন্ধুরং তস্থান্।' (ঋক্ ৪।৪৪।১ সায়ণ)

বন্ধুরেষ্টা (ত্রি) রথোপবিষ্ট (ইজ্জ)। (ঋক্ ৩।৪৩।১)

বন্ম, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য, তিনখানি গওগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গ-মাইল। এখানকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১১, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক ৩৭১৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন।

বন্ধ্য (ত্রি) বনে ভব, বন-যৎ। ১ বনোদ্ভূত, যাহা বনে উৎপন্ন হয়। "হৈয়দবীনমাদায় বোবরুকাহুপস্থিতান্

নামধেয়ানি পূজক্ণো বস্তানাং মার্গশাখিনাম্ ॥" (রঘু ১।৪৫)

(স্ত্রী) ২ ভৃচ্। (রাজনি.) ৩ কুটমট।

"কুটমটং পরং বস্তং মুস্তাভক পদীলবৎ।" (বৈজয়করত্না)

(পুং) ৩ বনশূণ, বুনো ওল। ৩ বারাহীকন্দ। ৫ দেব-

নল। (রাজনি.) ৬ ক্ষীরবিদারী। (বৈজয়করত্না) ৭ শম্ব।

৮ লতাশাল।

বন্ধ্যজা (স্ত্রী) বনোপোদকী, বনপুই। (বৈজয়কনি.)

বন্ধ্যজীরক (স্ত্রী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা। (বৈজয়কনি.)

বন্ধ্যদমন (পুং) বনজ দমনকুপ, বনদনা। মহারাষ্ট্র—রাগদবণা, কলিদ—কাদবণা। শুণ—বীর্ঘভক্তক, বলপ্রদ ও আম-দোষনাশক।

বন্ধ্যদীপ (পুং) বনভতী।

বন্ধ্যধাতু (স্ত্রী) নীবার, উদ্ভিধান। (পর্যায়ত্ন.)

বপুর্কমা (পুং) বনজাত পক্ষী। বাহার্য বহুকে বনে বিহার করে। পিঙ্গরাবধ পালিতপক্ষীর বিপরীত।

বপুর্ক (পুং) অর্থবৃক্ষ। (বৈজ্ঞানিক) ২ বুনো গাছ।

বপুর্ক (স্ত্রী) বস্ত্রোপজীবিকা। অরণ্যবাসীর জীবনোপায়।

বপুর্কহরী (স্ত্রী) পীতখিটা, পীতখাঁটা। (রাজনিং)

বপু (স্ত্রী) বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সংহতিঃ বন (পাশাবিভোঃ যঃ। পা ৪।২।৪২) ইতি য-টাপ্। ১ বনসমূহ, বনসংহতি। (মেদিনী) ২ বৃক্ষপর্ণী। ৩ গোপালকর্কট। ৪ গুণ্ডা। ৫ মিশ্রা। ৬ ভদ্রমুক্তা। ৭ গুরুপত্রা। ৮ অর্থ-গচ্ছা। (বৈজ্ঞানিক) ইহার পাঠান্তর কোন স্থলে বপা দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ জলপ্রবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান আসিয়া চারিদিকে জলপ্রাবিত হইলে বপা হয়।

বপুর্কশন (ত্রি) বপুর্কশাণী।

বপুর্কশ্রম (পুং) বন্যশ্রম।

বপুর্কভর (ত্রি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভা।

বপুর্কোপাদকী (স্ত্রী) বপু বনোদ্ভব উপাদকী। লতাবিশেষ, বনপুঁই। পর্যায়—বনজা, বনসাম্বর। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বোচন। (রাজনিং)

বপ (পুং) বনতি ভাগমহতি বনসংভক্তো (ঋজ্ঞোজ্ঞাবপ্রতি। উণ্ ২।২৮) ইতি বন প্রত্যয়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জল)

বপ, ১ ক্ষেত্রে বীজবিকরণ, ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান, বপন। ২ গর্ভা-ধান, নিবেক। ৩ ছেদন, মুণ্ডন। ভূদিং উভং সকং অনিট। লট্ বপতি-তে। লিট্ উবাপ, উপতুঃ, উপপিথ, উপপথ। উপে। লুট্ বপ্তা। লুট্ বপ্ততি-তে। আলীদিঙ্ উপাণ্য, বপসীষ্ট। লুঙ্ অবাপসীৎ, অবাপ্তাং অবাপসুঃ। অবপ্ত, অবপসাতাং অবপসত। সন্ বিবপসতি-তে। বঙ্ বাবপ্যতে। বঙলুক বাবপ্তি। ণিচ্ স্বাপয়তি। লুঙ্ অবীবপৎ।

নি+বপ=নিবাপ, পিহৃদিগের উদ্দেশে দান। নিম্+বপ=দান, উৎসর্গ। প্র+বপ=দান, প্রক্ষেপ। প্রেতি+বপ=বিজ্ঞাস।

বপ (পুং) বপ-ব। ১ কেশমুণ্ডন। ২ বীজবপন।

বপন (স্ত্রী) বপ-ভাবে লুট্। ১ কেশমুণ্ডন, মাথা মুড়ান।

“শূদ্রাণাং মাসিকং কার্যং বপনং স্ত্রীরবস্তিনাং।” (মহু ৫।১৪০)

শূদ্রেরা একমাস অন্তর মস্তক মুণ্ডন করিবে। ২ বীজাধান।

ভূমিক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে জ্যোতিষোক্ত দিন দেখিয়া করিতে হয়, অদিনে বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হয় না, এইজন্য উত্তম দিনে বপন করিতে হয়।

“হলপ্রবাহবদবীজবপনস্ত বিধিঃ স্মৃতঃ।

চিহ্নায়াঞ্চভূতে কেন্দ্রে স্থিরবস্তুজোষরে।” (জ্যোতিঃসারসং)

পূর্বকলনী, পূর্বাভা, পূর্বভাঙ্গা, কলিকা, ভয়নী, অম্বো ও আভা ভিন্ন নক্ষত্রে; চতুর্থা, নবমী, চতুর্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্তা তিথিতে; শুভগ্রহ কেন্দ্রে হইলে; স্থিরলয়ে বা জম্বলার ও মিথুন, তুলা, কন্যা, মৃত্ত ও ধনুর্ভয়ের পূর্বভাগে বীজবপন করিলে শুভ হয়। বথানিয়মে হলচালনা করিয়া বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হইয়া থাকে।

বপনী (স্ত্রী) উপাতে মস্তকাদিকমস্তামিতি বপ-অধিকরণে লুট্, ঙীপ্। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকার্য হইয়া থাকে। ২ তত্ত্বাবধানশালা, তাঁতঘর। ৩ মাকু।

বপনীয় (ত্রি) বপ-অনীয়। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের উপযুক্ত। ২ নিবেকযোগ্য।

“আয়ুরিয্যতা কন্যচিং ন পরজামায়্য বপনীয়ঃ”

(মহু ৯।৪১ টাকার কুহক)

আয়ুধামী ব্যক্তি কখনও পরস্মীতে বীজ বপন করিবেন না।

বপক (পুং) কেশরাজ, চলিত কেশভেদে। কোথাও কতক্কে বলে।

বপা (স্ত্রী) উপাতেহত্বোতি বপ্ তিভ্যভঙ, টাপ্। ১ ছিন্ন, রম্ব।

“অথ বপ্যীবপা হুবিয়া ব্যাধে নিহিতা ভবতি” (শতব্রাহ্ম ৩।৩।৩৫)

২ মেদোদাহৃত, চর্কি।

বপাটিকা (স্ত্রী) অবপাটিকা। (হুক্তত চিৎ ২০ অং)

বপাবৎ (ত্রি) বপা-অন্তার্থে মতুপ্ মত বঃ। প্রবৃদ্ধ, দৃষ্টপুট।

“বিপ্রা বপাবস্তং নাগ্নিনা তপস্তঃ” (ঋক্ ৫।৪৩৭)

‘বপাবস্তং প্রবৃদ্ধং পণ্ড’ (সারণ) ২ মেদোবিশিষ্ট।

বপাবহ (স্ত্রী) মেদহান রূপ কোষ্ঠাঙ্গ। (চরকহং ৭ অং)

বপিল (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ইলচ্। পিতা, জনক। (উজ্জল)

বপুন (পুং) বপ-উনচ্ বা বপুন পৃষোদরাদিভ্যাং যন্ত পঃ। দেবতা। (শব্দরত্নাং)

বপুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি।

বপুর্ধর (ত্রি) ধরতীতি ধ-অচ্, বপুসো ধরঃ। দেহধারী।

বপুর্ষা (স্ত্রী) হবুর্ষা। (ভাবপ্রং)

বপুর্কমা (স্ত্রী) ১ পদ্মচারিণী লতা। (জটাম্বর) ২ রূপ। (ঋক্ ৩।২।১৫)

৩ কাশীরাজের কন্যা, পরীক্ষিতনর জনমেজয়ের সহিত

ইহার বিবাহ হয়। হরিকণ্ঠে লিখিত আছে, রাজা

জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবহনন করেন,

বপুর্কমা এই হত অশ্বের সখীপে উপবিষ্টা ছিলেন। তৎকালে

দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্বাঙ্গস্বামী দেখিয়া তাহাকে

কামনা করেন। ইহা শুধন অবশরীয়ে প্রবেশ করিয়া

বপুর্কমার সখিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখিয়া

ঋত্বিকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই ইহা হরকিঙ্কর

কথা প্রকাশ করেন। তখন রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে

অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্দ্র। তুমি বেরূপ ছন্দ করিয়াছ, এই ছন্দের কলে অভাববি কেহ আর অধমেধ যজ্ঞে তোমার অর্চনা করিবে না এবং ঋত্বিকদিগের অমনোযোগে ইহা ঘটরাছে বুঝিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিখাবসু নামে গন্ধর্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন! আপনি ত্রিশত অধমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রকলোপের আশঙ্কা করিয়া রজা নামক অশ্বরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রজাই কাশীরাজহুহিতা রূপে অগ্নগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই রজা নামী অশ্বর। ইন্দ্র এই ছলে আপনার কার্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না, ইহার কালই একমাত্র কারণ। ঋত্বিকদিগকে অবমাননা করায় আপনার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে দোষ হইবে না। বিখাবসুর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। (হরিবং ১২২-১২৬ অং)

বপুস্মাং (ত্রি) বপুঃ প্রশস্তার্থে মতুপ। ১ প্রশস্তশরীরী, উত্তম-শরীরবিশিষ্ট। ২ (পুং) শাল্যলীহোপপতি।

বপুয্য (ত্রি) বপুঃ-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর।

“বপুর্বপুয্য সচতাস্মিনঃ” (ঋক্ ১।১৮৩।২)

‘বপুয্য বপুযি হিতা’ (সায়ণ)

বপুস্ (স্ত্রী) উপাত্তে নেহান্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কন্দাণ্য-ত্রৈতি বপু (অস্তি-পূ-বপি-বজীতি। উণ্ ২।১১৮) ইতি উসি।

১ শরীর, দেহ। “একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং

নবং বয়ঃ কাস্তস্মিনং বপুশ্চ।” (ঋক্ ২।৪৭)

২ প্রশস্তাকৃতি। (মেদিনী) ৩ অংশ।

“অষ্টানং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।” (মহু ৫।২৬)

‘বপুস্তোজোহংগঃ’ (মেধাতিথি) (স্ত্রী) ৩ স্নানমধ্যাতা

দক্ষকন্যা। ইনি ধর্মরাজের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫০।২১)

বপুঃপ্রকর্ষ (ত্রি) শারীরিক সৌন্দর্য।

বপুঃশ্রব (পুং) বপুঃ শরীরাং শ্রবঃ ক্ষরণং যজ্ঞঃ শরীরস্থিত রসধাতু। (রাজনিং)

বপুঃস্নাং (অব্যং) শরীরাকারে।

বপোদয় (ত্রি) পীষোদয়, ভূড়ি। “ভূবিগ্রীষো বপোদয়ঃ” (ঋক্ ৮।১৭।৮) ‘বপোদয়ঃ পীষোদয়ঃ’ (সায়ণ)

বপ্তব্য (ত্রি) বপ-ভব্য। বপনীয়, বপনযোগ্য। পরস্পরিতে বীজ বপন করিতে নাই।

“যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।” (মহু ৯।৪২)

বপ্ত (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-কৃচ্। ১ জনক, পিতা।

২ কবি। ৩ নাপিত। “বপ্তেব শব্দং বপসি” (ঋক্ ১।১৪২।৪)

‘বপ্তা নাপিতো বপতি’ (সায়ণ) (ত্রি) ৪ বাপক। ৫ কর্ষক।

“যথেরিণে বীজমুপ্তা। ন বপ্তা। লভতে ফলং।

তথা নৃচে হবির্দ্বিদ্ধা ন দাতা লভতে ফলং।” (মহু ৩।৪২)

বপ্ত (পুং) ১ বাপ। ২ পুত্র দেবগুরুজন প্রভৃতি। ৩ মেবারের রাগাদিগের পূর্বপুরুষ।

বপ্তাটদেবী (স্ত্রী) রাজমহিবীভেদ।

বপ্তিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা।

বপ্তীহ (পুং) চাতক (Cooculus Melanoleucus)।

বপ্যট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা।

বপ্যনীল (পুং) জনপদভেদ।

বপ্ত (পুং স্ত্রী) উপাত্তেহত্রৈতি বপ- (কৃষিবপিত্যাং ক্। উণ্ ২।২৭) ইতি রন্। ১ ভূগুণ ও নগরাদির প্রাপ্তিস্থ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাস্তূপ প্রকার উপরিবন্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্থ-শাস্ত্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা বপ্ত নির্মাণ করিবে এবং তত্ত্বপরি প্রাকার সন্নিবেশ হইবে। ইহার পর্যায়,—চয়, মৃত্তিকাস্তূপ। (শব্দরত্নাং) প্রাকারের আধার স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকাস্তূপের নামই বপ্ত। যথা—

“মহোত্তানং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্।

প্রাকার-গৃহলম্বাধামিত্রস্যোবামরাবতীম্।” (বিষ্ণুপুঃ ২২ অঃ)

বপতি বীজমত্রৈতি। ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ। ইহার পর্যায়—ক্ষেদার, ক্ষেত্র, নিচুট, বনজ, বাজিকা, গাটীর। (জটায়ুর) বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—ওজ্র বর্ষাধিপ হইলে, শৈলোপম জলজাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্ত বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী নানা নূতন শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে।

“শালীক্ষুমত্যপি ধরা ধরণী ধরাত-

ধারাদরোজ্জ্বলিতপঃপরিপূর্ণবপ্রা।” (বৃহৎসং ১৬।১৭)

৩ রেণু। ৪ তট। “বপ্রান্ত্রখলিভববর্তনং পরোভিঃ” (কিরাত ৭।১১) ৫ পর্কতসাহ। “নানা-ব্রজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈঃ ছন্দেবন্তঃ সাধুবপ্রান্ত্রয়েবু”। (কিরাত ৫।৩৬) বপ-রন্ (কৃষি-বপিত্যাং রন্। উণ্ ২।২৬) ৬ সীলক। (হেম)

“সীলং বপ্তকং বপ্রকং যোগেষ্টিং নাগনামকম্।” (ভাবপ্রং পুং প্র)

বপতি বীজমিতি বপ-রন্। ৭ পিতা। (মেদিনী) ৮ প্রাকার।

৯ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসার উপনিষত্তি)। ১০ ছাপিয়ুগের চতুর্দশ বিভাগের ব্যাসভেদ। ১১ চতুর্দশ ময়ূর পুত্রভেদ।

বপ্তক (পুং) গোলবৃত্তির পরিধি।



বমনী (ত্ৰী) বমন-ত্ৰীপ্। জলোকা। (রাজনি০)

[ বিবৃত্ত বিবরণ জলোকা শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বমনকল্প (পুং) বমননিমিত্ত বমনাদি নানাবিধ যোগ-বোজন বিধি। তন্মধ্যে এই বমনকল্পই প্রথম। (সুশ্রুত, স্থ. ৪৩ অ°)

বমনদ্রব্য (ত্ৰী) উর্দ্ধভূতকৃত্তি অগ্নি ও বায়ুগুণাধিক বাস্তবিকর দ্রব্য, বমিকারক বস্তু। বমিকর দ্রব্য যথা—ময়নাকল, কুড়চি ফল, দেহাতাড়া, পুশ, তিৎলাউ ফল, ঘোবা ফল, খেতঘোবা, খেতসর্ষপ, বিড়ল, শিপুল, করঞ্জ, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, খেতকাঞ্চন, নিম, অম্বগন্ধা, বেতস, বাছুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, বচ, রাখালশশা এবং খেতরাখালশশা প্রভৃতি। (সুশ্রুতস্থ. ৩৯ অ°)

বমনবিধি (পুং) বমনক্রিয়া। বমনক্রিয়ার কাল—পূর্বাঙ্ক। বিচক্ষণ চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও বর্ষাকালেই রোগীকে রেচন এবং বমন করাইবেন।

“শরৎগ্রীষ্মবসন্তে চ প্রাবৃট্ কালে চ দেহিনাম্।

বমনং রেচনং চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥” (ভাবপ্র০)

যে রোগী ককাক্রান্ত, বলহীন, হিকারোগাগমি দ্বারা নিপীড়িত ও বীরচিত্ত, তাদৃশ রোগীকেই বমন করাইবে।

“বলবন্তঃ কফযাণ্ডং ছন্নাসাদি-নিপীড়িতঃ।

তথা বমনসাম্মলং ধীরপিভক্ত বাময়েৎ ॥” (ভাবপ্র°)

বিষদোষ, স্তম্ভরোগ, অগ্নিমান্দ্য, স্লীপদ, অর্কুদ, কুদোগ, কুষ্ঠ, বিসর্গ, মহাজীর্ণ, বিদারিকা, অপচী, কাস, খাস, পীনস, রুচি, অপমার, জরোন্মাদ, রক্তাতিসার, নাসা তালু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণশ্রাব, অধিজিহ্বক, গলগণ্ডী, অতিসার, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও অরুচি; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন।\*

বমন-নিষেধ-বিষয়—কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্ত, দৌর্গন্ধ বিবজ্জনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। বমনের গুণ,—বমনে শ্লেষ শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বমন করাইবে না। যথা—চক্ষুরোগী, উর্দ্ধবাত, গুশ্মাদির, গ্রীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শ্রমাস্ত, স্থূল, ক্ষতক্ষীণ, ক্লেশ, অভিবৃদ্ধ, মুদ্রাতুর, কেবল বাতরোগী, স্বরো-পঘাতী, অধ্যয়নরত, দুঃখী, দুঃকোষ্ঠ, তৃষ্ণাক্ত, বালক, উজ্জীত, পিত্ত, ক্রুদিত, নিরুজ্জ ও গর্ভিণী প্রভৃতি। অবশ্য বমনে রোগ

সকল ক্লান্ত হইয়া উঠে, অথবা একেবারে অসাদ্য হইয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে বমি করাইবে না। (১)

অতি বমনে তৃষ্ণা, হিকা, উলসার, সংজ্ঞাহিত্য, জিক্বানিঃসরণ, চক্ষুর্যাবৃতি, হৃদ্যসংহতি, রক্তচ্ছর্দি ও কণ্ঠগীড়া প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

[ বমনকল্পীয় অত্যন্ত বিধি ব্যবহার বিষয় বাড়ট করস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ]

বমনব্যাপণ (ত্ৰী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আত্মনাদি বিকার।

[ বিবৃত্ত বিবরণ সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ]

বমনীয়া (ত্ৰী) বমনতীতি বমণার্থবিবক্ষ্যামভিধানাৎ কর্তার অনীয়র-স্থিরাং টাপ্। ১ মল্লিকা। (রাজনি০) ২ (ত্রি) বমন-যোগ্য, বমনার্থ।

বমাল্ (পারদী) নষ্টদ্রব্য বা বস্তুবিশেষ সহিত।

বমি (ত্ৰী) বমনমিতি-বম (সর্ষধাতুভা ইন্। উণ ৪।১১৩) ইতি ইন্। বমন, ছর্দন, প্রস্রাবিকা, রোগভেদ, বমিরোগ। এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ আছে—অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন, অধিক লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, কুমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কক উৎক্লিষ্ট হইয়া বমনরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত, এবং সর্কালে উদ্ববণ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই বমনরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তজ। এই রোগের পূর্বরূপ বমি উপস্থিত হইবার পূর্বে হ্রাস, অর্থাৎ বমনোদ্যেগ, উলসারাবরোধক মুখ-প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হয় এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অত্যন্ত বিষেব হইয়া থাকে।

বমির সামান্য লক্ষণ—যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গপীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত হইয়া মুখকে পরিপূরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছর্দি বা বমিরোগ কহে।

(১) “ঐ বাময়েৎ ভৈমিরিকোৎ বাত-জ্বোদ-গ্রীহক্রিমি-জ্ঞমার্জান্।

স্থূলক্ষতক্ষীণকৃপাতিবৃদ্ধমুদ্রাতুরান্ কেবলবাতরোগান্।

অরোপঘাতাধ্যয়নরতঃ দুঃখীঃ দুঃকোষ্ঠাঃ তৃষ্ণাক্তাঃ।

উর্দ্ধাপ্রসিক্তমুখিতা নিরুজ্জগর্ভাণ্যভিসিদ্ধিহিতাঃ।

অবযথবমনং রোগাঃ ক্লান্তাঃ বা বাতি দেহিনাঃ।

অসাদ্যভাঃ বা গচ্ছতি খেতং বাঘাত্যতঃ কৃত্যঃ।

এতৎপ্যজীর্ণঘাতিতা বাঘা যে চ ক্লিষ্টাঃ।

অতীতচাষককালে চ শ্যামধূকান্ ॥” (সুশ্রুত)

\* “বিষদোষে স্তম্ভরোগে বমনংগ্রীহপিত্তক্লেশৈঃ।

দুঃকোষ্ঠে কুষ্ঠক্লেশে মহাজীর্ণজন্মৈঃ চ।

বিদারিকাপ্রসার-বাপচীমমুদ্রিত্ব।

অপমারে অরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিঃ।

নাশাত্যবোষ্টপাকৈর্ কর্ণশ্রাবৈঃ বিজিহ্বকৈঃ।

গলগণ্ডাঘাতীসারে পিত্তশ্লেষ্মদোষে তথা।

এতৎপাণ্ডুরো চৈব বমনং কারয়েৎ ভিষক্ ॥” (ভাবপ্র°)



বাতজ লক্ষণ—বাতজ বমনে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোথ, মস্তক ও নতিস্থলে শূলবেদনার দ্বারা বেদনা, কাস, বয়ভেদ, অঙ্গে হৃদীবেদন বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগ, প্রবল উলসার, ও অতিশয় শব্দের সহিত কেন-মিশ্রিত বিচ্ছিন্ন (খামিরা খামিরা) পাতলা ও কবায় রসবিশিষ্ট বস্ত্র বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ বমনরোগে মুচ্ছা, পিপাসা, মুখশোথ, মস্তক, তালু ও চক্ষুরে সম্ভাব, অন্ধকার দর্শন, এবং পীড়, হরিৎ, বা ধূস্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, ও বমন সময়ে কষ্টদেহে জ্বালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, কফদ্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, মেহের শুষ্কতা, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও ষেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় বস্ত্রা হইয়া থাকে।

সারিপাত্তজ লক্ষণ—সারিপাত্তজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছা এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা লোহিত বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

আগন্তজ বমন—কুৎসিত দ্রব্য ভোজনে ও কোনরূপ রূপ-জনক বস্তুর আশ্রয় বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, অথবা স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কুমিরোগ বা আমরসের জন্ত যে বমি হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তজ বমি কহে। এই বমনরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কুমিজন্ত বমনরোগে অভ্যন্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কুমিজ হস্ত্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। আগন্তজ বমনের কারণ পাঁচটা বলিয়া ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা—অসাম্যজ, কুমিজ, আমজ, বীতংসজ ও দৌর্ভজ। এই আগন্তজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অমু-সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে।

এই রোগের উপদ্রব—কাস, তক্ষক শ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিকা, বিকৃতচিন্তা, হস্ত্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ।

বমনরোগের সাধ্যসাধ্যতা—বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু, মল, স্ত্র, শ্বেদ ও জলবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উৰ্দ্ধগত হয় এবং তজ্জন্ত যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ণ সঞ্চিত পিত্ত, কফ বা বায়ু দ্বিগত শ্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি যদি মলসূত্রের দ্বারা গতযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন-রোগাক্রান্তরোগী তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিকাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্রীণ হইয়া যায়, এবং সর্বদা রক্তপুয়াদি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা

বমিতে যদি মধুরগন্ধের দ্বারা আত্ম দোষিতে পাণ্ডুরা বায়ু, কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিকা, তৃষ্ণা, ক্রম, হস্ত্রোগ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ অনাধ্য। এই সকল লক্ষণ তির অপর সকল প্রকার বমনের চিকিৎসা করিলে আত্ম প্রতীকার হয়।

চিকিৎসা—সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইয়া উপস্থিত হয়, এই জন্ত বমনরোগে সর্বপ্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াই কর্তব্য। তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন (বমন বিরোচন) ঔষধ সেবন করান বিধেয়। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, কেবল বাতজ বমনরোগে লঙ্ঘন অকর্তব্য। বাতজ বমিরোগে তৃষ্ণা জলযুক্ত হৃৎ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রুতমিশ্রিত সুগ বা আমলকীর সুব পান করিতে দেওয়া উচিত। গুলক, ত্রিফলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও পোলতা এই সকলের কাথ, মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ বমিরোগ ভাল হয়। হরী-তকীচূর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দোষকে অধোগামী অর্থাৎ বিরোচিত করে, এ কারণ শীত্ৰই বমি নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুক্লী চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত কিংবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্তমুস্তক ও শুক্লীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে শ্রেষ্ঠজ বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী, ধৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জলমিশ্রিত করিয়া বস্ত্র-দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে উহা পান করিলে ত্রিদোষজ বমিরোগ নিবারিত হয়। গুলক দ্বারা হিম (শীতকবায়) প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃষ্ণসাধ্য ত্রিদোষজ বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। বেলচাল, গুলকের কাথ ও কৈবর্ত পাণ্ডার কাথ মধু সহযোগে পান করিলে সারিপাত্তিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের আঁটি ও বিষের কাথ মধু ও চিনি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে ঐচূর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উদাজন্ত বমি, অতীসার ও পিপাসা নষ্ট হয়।

অম্বথবৃক্ষের ছাল শুকাইয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিদ্রঃসাধ্য বমিরোগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের আটির শাঁস, ধৈ, প্রিয়দ্রু, সূতক, রক্তচন্দন ও পিল্লী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়।

বীতংস বমি লক্ষণগ্রাহী, ত্রযা হারা, লোহকজ বমি অভি-  
লবিত কল হারা, 'ও আমল বমি লক্ষণ হারা' নিবারণ করিতে  
হয়। উপসার আধিক্যের সহিত বমি হইলে মূর্খা, ধনে,  
মুতক, বটমধু ও রসাক্ষরচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে  
লেহন অথবা সৌরভল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি ও মরিচচূর্ণ  
সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সন্ধ্যা বমি নিবারিত হয়।

( জাবত্র • বমিরোগাধি • মুস্ত )

ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়াকটি ভিজাজল, অথবা বরকজল  
বমন নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে  
বমনরোগ আঁতু নিবারিত হয়। রাজিতে গুলক ভিজাইয়া রাখিয়া  
প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার  
বমি নিবারিত হয়। ক্ষেতপাণ্ডা, বিষমূল বা গুলকের কাথ  
মধুর সহিত বা মূর্খা মূলের কাথ চাউল খোয়া জলের সহিত  
সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। বটমধু  
ও রক্তচন্দন চূর্ণের সহিত উত্তমরূপে শেবণ ও আলোড়ন করিয়া  
পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা  
ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিঙ্গুলচূর্ণ, ও মরিচচূর্ণ মধুর  
সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও  
নিবারিত হয়। ডেলাপোকায় বিষ্ঠা ৩৫ টা দানা জলে  
ভিজাইয়া ঐ জল একটু একটু খাইলে অতিপ্রবল বমিও তৎ-  
ক্ষণে প্রশমিত হয়।

বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা একত্র  
কিঞ্চিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয়া যায়। ভাজা  
মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খইচূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চিৎ  
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার,  
তৃকা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা ভিন্ন এলাইচচূর্ণ, রসেজ,  
বৃষধ্বজরস ও পদ্মকান্তস্থত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

( ভৈষজ্যরত্ন • বমিরোগাধি • )

এই রোগের পথ্যাপথ্য।—বমি হইলেই আমাশয়ের উৎক্লেপ  
হয়, এই জন্ত প্রথমে লক্ষন দেওয়া উচিত। বমনবেগ নিরস্ত  
হইলে লণ্ডপাক, বায়ুর অন্ত্রলোমক ও কচিকর আহারাদি ক্রমশঃ  
দেওয়া আবশ্যক। বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার  
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাজাভূগের কাথের সহিত খৈ চূর্ণ,  
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। এইরূপ  
আহার দিলে বমন, ভেদ, জ্বর, দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া  
থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সম্ভবত সকল ত্রযা আহার  
এবং জরাদি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাসমত জানাদি করিতে  
পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ  
আত্মাণ এবং মনের প্রশান্ততা এইগুলি এই রোগে বিশেষ উপ-

কারী। যে সকল কারণে তৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল  
কারণ ও রোজাদির আতপ সেবন প্রকৃতি বমনরোগে বিশেষ  
অনিষ্টকারক।

ল্লরোগ ও অল্পপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার  
হয়। ঐ সকল রোগে যে সকল বোগ সেবন করাইয়া বমন  
করাইতে হয়, তাহা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

যমতি উদ্ভগিরতি ধুমাদিকমিতি 'ইক কৃত্তাদিত্যঃ' ইতি ইক্।

২ অমি। (যেনিনী) ৩ ধৃষ্ট। (শব্দরত্নাং)

বমিত (ত্রি) বম্-স্ত। বাস্ত। বমনযুক্ত। কৃতবমন। পীড়িত।

"বমিতং লভ্যয়েৎ প্রাক্তো লভ্যিতং ন তু বাময়েৎ।

বমনে ক্লেশবাহন্যাৎ হস্তান্নজ্বনকর্ষিতং।" (উভট)

২ বমনকৃত বাস্ত।

বমিতব্য (ত্রি) বমনের উপযুক্ত। বমনোদ্রেককারী।

বমিন্ (ত্রি) ১ বমনকারী। ২ পীড়িত।

বমী (দেশজ) উদরস্থ জ্বরের উদ্ভগমন। বমন।

বম্বোটিয়া (দেশজ) ১ জলদস্যু। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর  
সমুদ্রোপকূলে খর্কাকার মুসলমান জলদস্যুগণ পণ্যবাহী নৌকা-  
চালনের ভাগ করিয়া বণিকদিগের নিকট আসে এবং সুবিধা  
পাইলে তাহাদের বণ্যসর্কস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অনেকে  
অভ্যুমান করেন, 'বম্বো' (জনপদ) ও বেটিয়া (খর্কাকার)  
বা বম্বোবাসী অর্থ হইতে এই দস্যু সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।  
কিন্তু তাহারা যেরূপ নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে,  
ইংরাজীতে তাহা Bum-boat নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব  
এই 'বম্বোট' শব্দ হইতেই জলদস্যু সম্প্রদায়ের বম্বোটে  
মাম হইয়াছে।

২ বর্তমান সময়ে লক্ষ্যসম্পন্ন দৃঢ়কায় পুরুষকেও বম্বোটে  
বসিরা সন্ধানন করে। ও যে সকল কর্মচারী ক্ষুদ্র  
নৌকার আরোহণ করিয়া সমুদ্রমুখে আসিয়া বৈদেশিক বণিক-  
দিগের জাহাজ ধরিয়া এজেন্টের হাতে বা থালাশবোঝাই  
সমিতির নিকট আসিয়া দেয়, তাহারাও বম্বোট নামে খ্যাত।

বস্ত (পুং) বস্ত, বাঁশ। (শব্দরত্নাং)

বস্তারব (পুং) বস্তারব (পবাদি)।

বস্ত্যাগ (স্ত্রী) জনপদভেদ।

বস্ত্র (পুং) ১ উপজিহ্বা। (বৃক্ ৮।১১।২১) বস্ত্র ত্রিযাং ভীপ্।

২ উপজিহ্বিকা। "বস্ত্রীতি: পুত্রমুগ্ধো মদানঃ।" (বৃক্ ৪।১১।১২)

"বস্ত্রীভিকৃপজিহ্বিকাতি:" (সারণ)

(পুং) এক জন বৈদিক ঋষি=রত্ন বৈথানশ, ইনি ঋগ্বেদের

১০।১২ পৃক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বস্ত্রীকুট (স্ত্রী) বস্ত্রীক।

বস্ত্রক (পুং) হস্তকাণ্ডীয় শিল্পীশিকা।

বয়, গতি। ভূমি-স্বাক্ষর-সক-সেট। লুট বয়তে। লোট বয়তাং। লুট বয়িতে লুট বয়তে। লুট বয়িতা।

বয় (পুং) তত্ত্ববায়। বয়বয়নকারী। ত্রিমাং ত্রীপ। বয়ী ত্রী তত্ত্ববায়।

বয়ৎ (ত্রি) বয়নকার্য।

বয়ত (পুং) বয়ন-বর্ণিত ব্যক্তিত্ব। (বৃক্ ৭।৩৫২)

বয়ন (স্ত্রী) বস্ত্রাদির সূত্রগ্রহণরূপ কার্যবিশেষ।

বয়নবিজ্ঞা, উর্গা বা কার্পাসাদি সূত্রজাত বস্ত্রনির্মাণরূপ শিল্প-বিজ্ঞাবিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে Art of weaving বলিয়া থাকে। কিরূপে কত পরিমাণ তুলা লইয়া কত বিভিন্ন নম্বরের মোটা ও সরু সূতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই সূতাগুলি টানা দিয়া দিয়া নরাজে গুটাইতে হয়; তদনন্তর নরাজ তাঁতে সংযোজিত করিয়া তাহার সূতার খেইগুলি প্রথমে ছুইটা ঝাপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্যে দিয়া চালাইয়া দিতে হয়; তৎপরে বথানিয়মে তাঁতবস্ত্র সূত্রাদিসহ সুসংযত করিয়া, তত্ত্ববায় বা বস্ত্রবয়নকারী কিরূপেই বা যাহু নামক যন্ত্রাংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদায় বাহ্যতে লিখিতে বা বৃক্ষিতে পারা যায়, তাহাকে বস্ত্রবয়নবিজ্ঞা বলে।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগৎবাসী সভ্যজাতিগণ প্রথমে বুদ্ধি-প্রভাবে হস্তচালিত এ দেশীয় তাঁতের অমুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠিত একপ্রকার নৌহস্ত্রময় তাঁতের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল কালে এককালে সূতা প্রস্তুত হইতে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত এতৎ শিল্পসংক্রান্ত বাবতীর কার্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্ত্রচালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সূতা (Yarn) নির্মাণ, সূতা রঞ্জ (Dyeing) ও বস্ত্রবয়ন সকল প্রকার কার্যই শিক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালনা এক তাহার শিকা প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের (বৃক্ ১।৪৬।১১) প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তৎকালে বস্ত্রবয়নকৌশল সুচারুরূপে অবগত ছিলেন। বৃক্‌সংহিতায় ১।১৪০।১, ১।১৪২।১, ২।১৪।৩, ২।১৪।৬, ২।২৬।১ প্রভৃতি বস্ত্র আলোচনা করিলে বোধী ও রক্তবাহনের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার কল্পনাময় হয়। এই বস্ত্র সাধারণতঃ গুরুত্ব ও কলাপকর (বৃক্ ৩।৩৫২) এবং উজ্জ্বল-বর্ণোচিত ও আবস্তকীয় (বৃক্ ১।১৩৪।৪, ৫।২১।৫)। ইহা তৎকালে সাধারণ বনবস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল (বৃক্ ৩।৪৭।৩)। যাতা যত্র পূত্রাদির পরিবেশ বাল নির্মাণ করিতেন—“বস্ত্রা পূত্রায় সাত্ত্বো বদন্তি।” (বৃক্ ৫।৪৭।৬); উহার

সূত্রগুলি পদস্পর্শ নিষিদ্ধ হইত। অবশ্যকসময়ে ৫।১৩, ১।৪২।২, ২।১৪২।১, ১।৪২।৪ মন্ত্রে বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্তির কাত্যায়ন শ্রোতসূত্র (১।৪।১২০), আবল্যায়ন বৃহৎসূত্র (১।৪।১২২), গোতিলগৃহ (৩।২।১০২), এবং পারদ্বয়গৃহ (৩।১০) সূত্রে বস্ত্রের আবস্তকতা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোবীতকীর্ণাক্ষণে (২।২২) কুরুবর্ণ বস্ত্রের প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, তখনকার কবিগণ উক্তের কুরুদি বর্ণ দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা যে রক্তবর্ণপ্রণালী অবলম্বিত ছিলেন এই মত হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগে সানান-কর্ণরঞ্জিত বস্ত্রধারণের প্রচলিত প্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই ব্রহ্মাবনবিহারী কলমালী স্বীয় গ্রামভট্ট পীতবসনে সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। দেবদেবী-গণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিহৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রে ব্রাহ্মণদিগকে কোণেরবস্ত্র (রামায়ণ ২।৩২।১৬) ধান করিয়া-ছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষ্মণের শুভবসনস্বর পরিচয়গুরুক টীর ধারণ করিবার কথা আছে। আবার ২।৫২।৮২ স্লোকে সীতা কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র ও অন্নপ্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ ও উর্গাদি নানা ভ্রব্যজাত বস্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাত্মারতে বিভিন্ন রাজগণের বেশভূষা ও যৌগবীর বস্ত্রধারণ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট বস্ত্রপার্থক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধিপতি দশরথ স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ চতুর্দিকে লইয়া জনকগৃহ হইতে বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বজনবর্ণ বিবিধ কাম্যবস্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তখন কোশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্তান্ত রাজপত্নীরা কোম্যবাস পরিধান করিয়া পুত্রবধূ রাজকুমারী চতুর্দয়ের সহিত মঙ্গল আলাপনপূর্বক তাঁহাদের সমভিব্যাহারে দেবদ্বারে পূজা দিতে গমন করেন। এই সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামায়ণীয় যুগে শুক্ল, কাশ্যায়রঞ্জিত বস্ত্র এবং শুভকার্য্যে কোম্যবাসের প্রচলন ঘটিয়াছিল।

তৎপরে মহুরচিত বৃত্তিগ্রন্থের ৩।৫২, ১।২১১ ও ১।১১৮-১ স্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই পরিবেশে বাস তখনও সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল এবং বস্ত্রধারণকারী বধনশ্রেণী দৃষ্টিতে হইতেন (৮।২২১ স্লো:)। উক্ত গ্রন্থে অন্তান্ত সম্পত্তির ভ্রাতৃ বস্ত্র বিভাগেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

যদি কেহ উর্গাশিল্পি অথবা কার্পাসিকসূত্র অপহরণ করে, তাহা হইলে সে তত্ত্বজ্ঞেয়োর বধাসূত্রের দ্বিগুণ দ্রিতে বাধ্য (মহু ৮।১০২৬)। তত্ত্ববায় যদি বস্ত্রবয়নার্থ কোন ব্যক্তির

নিকট ১০ পল পরিমিত হস্তগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে তত্তমওমিশ্রণের দ্বারা ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডদ্বারা সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

“তত্ত্বায়ো নপপলং নভ্যাদেকপলাধিকম্।

অভ্যোহস্তথা বস্ত্রমানো দাপ্যো দাদপকং দমম্ ॥” (মহু ৮।৩৯৭)

উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে যে সকল প্রমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই বর্তমান প্রমাণ বস্ত্রের অনুরূপ ছিল।

তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। তাঁহারা জলপ্রকালন দ্বারা কার্পাসবস্ত্র এবং কারজমুস্তিকা দ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিকৃত করিয়া লইতেন :—

“অস্তিত্ত প্রোকণং পৌচং বহুনাং ধাত্বাসসাম্।

প্রকালনেননন্দনানামিতি শৌচং বিধীয়তে ॥

চেলবং কণ্ঠাণাং গুচ্ছিবদলানাং তথৈব চ।

শাকমূলকলানাং ধাত্ববং গুচ্ছিবদ্যতে ॥

কৌষেয়বিক্রান্তৈঃ কুতপানান্যবিক্রান্তৈঃ।

ঐকলৈরংগপটানং কোমানং গৌরসর্বপৈঃ ॥

কৌমবং শব্দশূন্যং অস্থিদন্তময়ং চ।

গুচ্ছিবিক্রান্তি কার্যা গোমুত্রেনোদকেন বা ॥”

(মহুসংহিতা ৫।১১৮-১২১)

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদগুণাদি হীনজাতীয়ের মৃতচেল পরিধানের বিধি আছে; কিন্তু অস্ত্রের পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথা—রজককর্তৃক ভ্রমক্রমেপ্রাপ্ত পরবাসও গ্রহণ করিতে নাই। মহুসংহিতার উহার নিষেধ-বচন বিধিবদ্ধ আছে,—

“শাস্ত্রলী ফলকে ম্লকে সেনিভ্যাপ্রেককঃ শনৈঃ।

ন চ বাসাসি বাসোভিনির্হরৈরং চ বাসবেং ॥” ৮।৩৯৬ শ্লোক

তৎকালে কুহুস্তাদি দ্বারা রক্তরঞ্জিত শাপকোমাজিনাদি নির্মিত বস্ত্র • বিক্রম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ ছিল (মহু ১০।৮৭)।

এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিকযুগ হইতে বৃত্তিযুগ পর্যন্ত ভারতীয় আর্দ্যসমাজে বয়নবস্ত্র ও বয়নবিভার

প্রচুত প্রচলন ছিল। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্নবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্তু দ্রুগ্ধের বিবরণ তাহার কোন নির্দশন নাই।

\* যদি জগতের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি জগতের সর্বপ্রাচীন তাঁতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশরসমাজের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। তথাকার মামি-গম্বরের মধ্যে (Mummy pits of Egypt) অমূল্যমান করিলে আজিও শব্দাচ্ছাদিত বস্ত্রের (মফাচ্ছাদন কাপড়) প্রচুত নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে। মিশরের এই লিনেন বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়া তথাকার লোকে সমাধির উহাকে শবদেহের অভ্যন্তর-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার প্রত্নরসিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে পুরোহিতদিগকে তাঁহাদের চিরপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়া হইত। তথাকার উচ্চপ্রেমীর সম্ভ্রান্তলোকেরা কার্পাস ও পশমী বাস, পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বস্ত্রই অঙ্গে ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা লাগে বলিয়া তথাকার পুরোহিত সম্প্রদায় লিনেনবস্ত্রেরই বিশেষ পক্ষ-পাতী ছিলেন।

হিফ্রাজিতির ধর্মযাজক ও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট লিনেন বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে তাঁহাদের যে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক, কেন না, প্রাচীন হিফ্র বা আসীরীয়দিগের মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষস্থান প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের British museum নামক জাহ্নবরে প্রাচীন যন্ত্র লিনেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার হুতা ১ পাউণ্ড ও ওজনে প্রায় ১০০ হান্ড (Hank) এবং ১ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে টানার (warp) ১৪০ খাই ও পোড়নে (woof) ৬৪ খাই হুতা বিস্তারন রহিয়াছে।

থেবিস্ নগরে ও অভ্যন্তরস্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাঁতের যে সকল নক্সা বিদ্যমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল ভারতীয় তাঁতেরই অনুরূপ, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, মিশর-দেশীয় তাঁত খাড়া-ভাবে পাড়া (vertical), আর ভারতীয় তাঁত পাটোভাবে পাড়া (Horizontal)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের বিবাস, অরণ্যভীত কাল হইতে ভারতীয় আর্দ্যগণ যে প্রাচীর বস্ত্রবয়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরন্তন প্রাচীনকাল তাঁত ক্রমে পারদ হইয়া প্রাচীনকালে যুরোপে প্রবেশ লাভ

\* কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—“No trace of linen cloth made from flax is to be found in Manu or in any other earlier works of the Hindus, and it is probable that flax has never been made from the linseed plant for the manufacture of yarn for weaving.” কিন্তু মহুসংহিতার ১০।৮৭ শ্লোকের “সর্বক কাতকং রক্তং শাপং কোমাবিক্রান্তি চ” ভাষ্য পাঠ করিলে সেকথা মনে হয় না, বরং ভারতবাসী আর্দ্যদিগকে সকল প্রকার লস ও মোটা বস্ত্রে পরদ্রুতি হৃৎক বলিয়াই বিবেচনা করা যায়।

করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ভারতীয়-পুস্তিক-বইকলো (Mont-fanoon) কর্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাঁতের চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উহার সহিত ভারতীয় তাঁতের বৈধি সোসানুত আছে, তবে দু এক স্থানে সামান্য পরিবর্তনও দৃষ্টগোচর হয়। চীন জাতির রেশমী বস্ত্র-বুনাত সন্মুখ বস্ত্র এবং চীনজাতির স্বকপাল-কল্পিত, ইহাতে বস্ত্রপরিপাটা অনেক অধিক। সম্ভবতঃ এই তাঁতের অনুকরণে বর্তমান হাওদুম সকল গঠিত হইয়াছে। আরিষ্টটলে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমক-নিগের সুখসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে চীন হইতে রেশম ও তাঁত যুরোপে নীত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পূর্বে যুরোপে রেশমের আর ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় না।

বয়নবস্ত্র।

বস্ত্রবুনান শিল্পিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈর্যশীলতা, হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবশ্যিক। সহস্রাধিক সূত্র সূতা লইয়া তাহার প্রত্যেক সূতাটী বখানিরমে প্রস্তুত এবং পৃথকভাবে বখানানে সন্নিবেশিত করা আবশ্যিক। কোন অংশ ভোড়া ভাড়া দিয়া ভাড়াভাড়া করা অসহিষ্ণুতার ফল ও অত্যধিক বিলম্বের কারণ।

আমাদের দেশে হিন্দু তাঁতি এবং মুসলমান জোলা আছে, এখনও ইহার ১ ইঞ্চি চওড়া এক ফুট লম্বা চুল্লির মধ্যে ধরে একরূপ সূত্র সূতার প্রমাণ চারদিক বুনিতে পারে। ম্যাক্কেটের বস্ত্রবয়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে এই নিম্ননিপুণতা অপসৃত হইল—ম্যাক্কেটের গুণাগমনেই এই বয়নশিল্পের বিপর্যয় ঘটিল এবং অস্বাভাবিক জোলা ও তাঁতির অন্ন হ্রাস হইল। হুল-বুদ্ধি তাঁতিরা লাভের আশায় সূত্র সূতার আশ্রয় লইল এক সূত্র-বুদ্ধি তাঁতিরা মোটা সূতার কাজ আরম্ভ করিল। কলে “অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,” আর “জোলায় গারে গিম্টি তাঁতির পরনে নেংটি।” এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উত্তর জাতির জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও কাপড় বুনানি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই জোলা ও হিন্দু তাঁতি পরস্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। নিয়ে উত্তর পক্ষের বয়নোপযোগী বস্ত্রের পরিচয় প্রস্তুত হইতেছে।

১ তাঁত (Loom)—তাঁত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তাঁত বহু-পূর্বে হইতে প্রত্যক্ষ চলিয়া আসিতেছে; তাকে হাতের তাঁত বা বাঙ্গালা তাঁত বলে, উহা তাল কাঠে প্রস্তুত এবং স্থলী-কালহারী; এমন কি, তাহা পুরুষ পর্যন্ত একই তাঁতে কাজ

চলিতেছে একরূপ পন্থা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালানিয়া অপর হাতে বসিতে হয়; ১০০০ বৈ চওড়া কাপড় ইহাতে বুনান অসম্ভব, তবে এই তাঁতের দ্বারা ইচ্ছামিত মোটা সূত্র সব রকম বুনানি করা যাইতে পারে, ইহাতে সূতা খুব কম ছিঁড়ে এবং বেশী সূত্র বুনানির কাজ হয়, হাওদুমের দ্বারা সেসকল হওয়া সম্ভব, তবে বাঙ্গালা তাঁতের দ্বারা কাজ বেশী দ্রুত হয় না, একজন মূঢ়ক তাঁতি এই তাঁতে প্রতি মিনিটে ৩১।৩১ বার মাকু চালানিতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু ঠাড়াইবার জন্য ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালানিতে সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান ভায়ে চালান ঘটে না, তজ্জন্ম মাকু অনেক সময় পড়িয়া বাইবার সম্ভাবনা।

ফলের তাঁত (Fly shuttle loom)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাঁত প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী নহে, কেবল বাঙ্গালা তাঁতের অভিনব সংস্করণ (Improvement) মাত্র। মূলতঃ তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। তাল সেসকল বা শাল কাঠ দিয়া উক্ত দুই প্রকার তাঁতই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কাঠটি বেশ মজবুত ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যিক; মজুত কিছুদিন পরে উহা বাঁকিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা। ইহার অনেক অল্প প্রত্যক্ষ আছে, কোন একটা অংশ বাঁকিয়া গেলেই কার্য অচল হইয়া পড়ে। তাঁতের অল্প প্রত্যক্ষগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল,—

দক্তি (Lay)—যাহার উপর দিয়া মাকু বাতারাও করে সেই কাঠখানি ও তাহার উত্তর পার্শ্ব বাকু দুইটি একত্র দক্তি নামে খ্যাত, বাঙ্গালা তাঁতে বাকুবিহীন এই কাঠটি দক্তি নামে পরিচিত ছিল, বিলাতী তাঁতে তাহাই উন্নত (Improved) আকারে এই রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ২ খানি কাঠ আছে, উপরের খানির সহিত নীচের খানি অতি মৃদু ভাবে সংযোজিত। যখন মাকু অনবরত বাতারাও করিতে করিতে কাঠের উপরিভাগটা ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল (uneven) হইয়া আইসে, তখন সামান্য ব্যয়ে কাঠখানি বদলাইয়া লইলে আবার সেই তাঁত ঠিক নুনের ভায় কাজ করে। সেসকলের অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই কাঠখানিকে “রেল” (Shuttle race) বলে, উহার উপর দিয়া মাকুর ঢাকা চলে বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই দক্তিখানির নির্মাণচাকুরীর উপরই অধিক পরিমাণে সমস্ত বস্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠখানি ২১ কি ০ ইঞ্চি পরিমিত, নিরূপণ সমতল, উপরিভাগ উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের

দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উঁচু হইলে অপর প্রান্ত আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (Slope) ঠিক হিসাব মত হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ বেশী (Abrupt) হইলে মাকু উলটিয়া পড়ে বা সানার সহিত বেশী ঝুঁকিয়া চলিতে থাকার সানার সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং কাঁপ (বুনবার সময় পা দিয়া চাপিয়া মাকু চলিবার দ্বারা করা) বেশী জোড়ে চাপিতে হয়; তজ্জন্ত “ব” এর হুতা এবং টানার হুতা বেশী কাটিবার সম্ভব। আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়িবার কথা এবং কাঁপে হুতা ভাল টান হয় না। এই রেলটির ঢালুদিকে একটি জুলি কাটা (Groove) আছে, সেটা সানার বসাইবার স্থান। সেটা ঠিক সরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া আবশ্যিক। সানার বসাইতে বেশী তেড়া বা ঢিল না হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টিপানি বেশ সোজা এবং পর্যাপ্ত-যুক্ত হওয়া নিত্য দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দৃষ্টিকে কোলের দিকে টানিয়া “প’ড়েনের” হুতা চাপিয়া লইতে হয়। ইহা বেকিয়া গেলে কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোটের ছিট বা বিছানার চাষ ইত্যাদি মোটা কাপড়ের জন্য এই দৃষ্টিপানি একটু মোটা রকম ও শাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর সরু কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অর্থাৎ সেগুণের হইলেই সুবিধা।

বাক্স (Shuttle box)—পূর্ক-বর্ণিত রেলের দুই পার্শ্বে খাচার মত দুইটা ঘেরা স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বলে। মাকুটা এক বাক্স হইতে চালিত হইয়া অপর বাক্সে যাইয়া দাঁড়ায়। ঐ বাক্স ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মাকুর অধরূপ চওড়া। কলের তাঁতে এই নুতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সটা মাকুর গতিকে নিয়ন্ত্রিত (Regulate) করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি জুলি-কাটা (Groove) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি কাঠের টুকরা (wooden block) বসান আছে, ঐ টুকরাকে “মেড়া” (Picker) বলে। একটি লোহার শিক ঐ মেড়ার উপরাংশ ভেদ করিয়া একদিকে বাক্সের মুড়ার কাছে ও অপর দিকে পাখার সংলগ্ন একটি ছকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক প্রান্ত জুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকার বেশ খাড়া হইয়া বসিয়া থাকে। মেড়াটির বাহিরের দিকে দুইট ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত তাঁত খুলাইবার জন্য দড়ির যোগাযোগ আছে, মেড়া ঐ বাক্সের একেবারে প্রান্তভাগে এবং মাকুটা সম্পূর্ণ বাক্সের মধ্যে থাকে। ছাওল ধরিয়া টানিলেই মেড়ার টান পড়ে, এবং মেড়াটা শিকের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। তখন সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মাকু ছুড়িতে থাকে, কিন্তু

বাক্সটি মাকুর দুই পার্শ্বে বেসিয়া থাকে বলিয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হয়। বাক্স বেশী চওড়া হইলে মাকু লাকাইয়া উঠে এবং রেল চওড়া হইলে পড়িয়া যায়। মেড়ার সহিত দড়িটাও বেশ হিসাব করিয়া বাঁধ দরকার, যেন উহার টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাঁট না হইয়া আসিতে পারে এবং আঘাতটি বেন বেশ জোরের সহিত ঝুঁড়াবে লাগে। শাল কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্য কাঠ হইলে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক তাঁতে চামড়ার মেড়া দেখা যায়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

মুট-কাট (Top-batten)—ইহা একখানি ২” বা ২½” দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ; ইহার উপরিভাগ অল্প বৃত্তাকার, নিম্নভাগ চেন্দা এবং তাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টির রেলের জুলির অধরূপ ঝুঁ ও সরু জুলি (Groove) আছে। ঐ কাঠখানি রেলের সমান্তরাল করিয়া তাঁতের উভয় পার্শ্বস্থিত কোল পাখার সহিত এরূপ খাঁচ করিয়া বসাইতে হইবে যে, ইচ্ছা-মত মুটকাঠ উপরে তোলা বা খোলা যায়। এট উপর ও নীচের জুলি দুইটির মধ্যে সানার বসিবে। এই দুইটি জুলি ঠিক সরল এবং সানার অধরূপ সরু না হইলে সানার লাগান দ্রুত হয় এবং “প’ড়েনের” হুতার ভাল বা লাগে না। সরু বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা বুনানিতে শাল কাঠের ভারী রকম-মুট-কাঠ ভাল।

পাখা (Side-bar)—কোন কোন তাঁতে দুই পার্শ্বে ৪’ বা ৫” ইঞ্চি চওড়া দুইখানি তক্তা লাগান থাকে; কুটিরায় যে প্রকার তাঁতে বস্ত্রবয়ন হয় তাহার প্রথমে দুই পার্শ্বে দুইখানি ২ বা ৩½” চওড়া এবং আবার তাহার দুই পাশে দুইখানি ১” ইঞ্চি সরু পাখা থাকে। ঐরূপ বেশী লম্বা তাঁতে ৪ খানি পাখা দিলে বেশী মজবুত হয়; এই পাখা দুইখানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া মুট-কাঠ বসান থাকে। জুলি এক দিকে ৪ বা ৫ ইঞ্চি ও অন্যদিকে ৭ বা ৮ ইঞ্চি। মুট-কাঠটা সানার পরাইবার সময় বাহির করা দরকার, সে জন্য যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মুট কাঠটির সেই মাথা উপর দিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, তৎপরে অপর মুখ বাহির করা আবশ্যিক। কুটিরায় তাঁতের পাখাগুলি অন্য তাঁতের পাখা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসার্ধ বড় হওয়ার দৃষ্টি দিয়া বা দিবার সময় কম জোরে আসিয়া বা লাগে বলির টানার হুতার বেশী জোর লাগে না এবং পড়েনের হুতাও বেশ সহজে ঝুঁড়াবে চাপিয়া যায়।

মাথা-কাঠ (Top-bar)—তাঁতের উপরস্থিত একখানি লম্বা কাঠ; ইহা পাখাগুলিকে ধরিয়া থাকে। এখানি তাঁতের দৃষ্টির ঠিক সমান্তরাল থাকার সম্বন্ধ বহুত একটা সম-চতুর্ভুজ



আকারে পরিণত হইয়াছে। এই মাথাকাঠ হস্তি অপেক্ষা দুই দিককে কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের দুইপাশে দুইটা সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত স্থাপিত থাকে।

ফ্রেম (Frame)—তাঁতের মাশ লইয়া ফ্রেমটা প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁতের মাথাকাঠটা যত লম্বা হইবেক, ফ্রেমটাও তত লম্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে 'বাতা' (কাঠ) দিয়া আঁটিয়া খুঁটা করতীর উপরে এড়া দিকে ২টা পৃথক ছড় (Bar) লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে নামাইবার জন্য খুঁটার পার্শ্বদিকে জুলি কাটা আবশ্যক। উপরের ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ইচ্ছামত তাঁত নামান বা উঠান বাইতে পারে।

মাকু (Shuttle)—বাঁকাল বা বেশী তাঁতে যে মাকু ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা পিত্তল নির্মিত। কলের তাঁতে কাঠ ও লৌহনির্মিত মাকুর ব্যবহার আছে। তবে কোন কোন ছাণ্ডলুম (Chatterton's Handloom) সম্পূর্ণ লৌহ-নির্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাঁতের মাকু কিছু বেশী লম্বা-চওড়া। উভয় প্রান্তে লোহার টেস লাগান ১৪১৫ ইঞ্চি লম্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া পরিচিত। তাহার অগ্রভাগ কলার মোচার মত সূচাল (pointed) এবং ক্রমে মোটা হইয়া কাঠের সঙ্গে একরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, কোড়া স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আঁশ দেখা যায় না। প্রান্তস্থিত সূচাগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্দ্রের সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকে। মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের দুই পাশে  $\frac{1}{4}$  কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়া ফেলে, ঐ ফাঁকের বামদিকে একটা লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে একটা সরু ছিদ্র (Eye) থাকে। ঐ ছিদ্রটির মধ্যে একটা লৌহ চুক্তি দিতে হয়। চুক্তিটির পরিবর্তে কাঁচের মতি দিলে ভাল হয়। প'ড়েনের সূতার নলী বা খালীর গোড়ায়ও পেঁচ কাটা থাকে। সূতা-ভরা-নলী মাকুর পেঁচে আঁটিয়া সূতার এক প্রান্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন লৌহ-চুক্তির মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। মাকুর নীচের দিকে দুই পাশে দুইখানি লোহার ঢাকা দুইটা ফুর দ্বারা লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ হয় না। ঢাকার ফুটা ঢিল করিয়া দিলে বা একটু তৈল দিয়া লইলে ঢাকা ভালরূপ ঘুরিতে থাকে। সরু কাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরু মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা ভাল নহে। তেতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁকপুস্ত কাঠের মাকুই প্রযুক্ত। মাকুর পেঁচের সহিত প'ড়েনে নলীর সূতা

লাগান থাকে, তাহা সময় সময় ছুটরা যায় ও ফুট হিঁকিয়া পড়ে। এই কারণে ইঞ্জিএর মাকু ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজের সময় মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পাশে তৈল দিতে হয়।

হাতল (Handle)—সেগুন কাঠে প্রস্তুত একটা ছোট দণ্ড। উহা হাত দিয়া ধরিতে হয়। ইহার সহিত তাঁতের সমস্ত দড়ি এবং বেড়ার দড়ির যোগ থাকে। ইহা ধমিয়া টানিলেই বেড়া বাতারাতে করে। এই হাতলটা বেশী মোটা বা ভারী হওয়া ভাল নহে, কেন না এই হাতলের ভারেও বাস্তবের মধ্য হইতে মাকু বাহির হইতে পারে।

তারাকুং—ফ্রেমের উপরে তাঁতের মাথাকাঠের সমান্তরাল আর একটা কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের 'এডোকাঠের' (Cross bar) সঙ্গে আঁটি থাকে। ইহাকে "লক"ও বলে।

হাত খিল বা খিল কাটি—ইহা এক ফুট বা লওয়া ফুট সরু একখানি কাঠখণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিদ্রের মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটা দড়ি লাগান থাকে। কাপড় জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়া ফ্রেমের সহিত একটা কাঁশি দিয়া রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও ঐরূপ একটা কাঁশি দিয়া মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এট কাঠটিকে খিল বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত 'Toothed wheel' লাগান থাকিলে এই কাঠের আবশ্যক হয় না।

পাশা বা পাদল (Treadles)—ফ্রেমের নিম্নে লম্বা কাঠের মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়। "ব" এর বেগনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাঁধা থাকে। আবশ্যকমত এক একখানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়।

নরাজ (Beams or Rollers)—প্রত্যেক তাঁতে দুইটা করিয়া নরাজ থাকে। একটা কোল-নরাজ আর একটা বাহির নরাজ। ইহাকে গুটি এবং পাটিও বলে। নরাজ সেগুন কাঠের ভাল, শালের হইলে আরও স্থায়ী হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারী হয়। কেহ কেহ দেবদারু, ছাতিম প্রভৃতি কাঠের করেন, কিন্তু তাহা সহজে ফাটিয়া বা বাঁকিয়া অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে। নরাজ প্রায়ই সকলেই কুঁদাইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীরামপুর অঞ্চলে চোপলা নরাজও চলিত আছে। বাহা হটক, একরূপ চোরস (Plane) হওয়া আবশ্যক যে, কোনরূপ উঁচু নীচ বা তেড়া বাঁকা না থাকে, তাহা হইলে সূতা খোঁচ হইয়া কুঁদানির সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ফ্রেমটি যত বড় লম্বা হইবে, নরাজও তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার দুই মাথার দুইটা গলা করিয়া ফ্রেমের খুঁটার মধ্যে বসতক প্রবেশ করাইয়া বাহাতে স্বন্দররূপে আঁটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ



তাহাতে বুনানির সময় নরাজ ডাখিনে বা বায়ে সরির কাপড় ভেঙা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁতে বস্ত্র প্রবেশ করিয়া কাপড় বুনানি হইবে, নরাজের মধ্য দিয়া ততদূর পর্যন্ত আঁধ ইকি চওড়া একটি লম্বা জুনি থাকিবে। নরাজের মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া তথায় একটি চক্রাকার দাগ দিয়া লওয়া ভাল। সেইরূপ ৪২", ৪৩", ৪৪", ৪৫" ইকি স্থানেও দাগ দিয়া বিভিন্ন রং দ্বারা সজিত করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে ১" বা ১½" ইকি কাঠি বাইতে পারে, এইরূপ দুইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দাঁতওয়ালা চাকা (Toothed wheel) লাগাইয়া তাহার উপরে একটি ছেনী আঁটিয়া লয়েন।

কোল-নরাজ (Cloth Beam)—এইটি কারিকরের ঠিক কোলের দিকে থাকে বলিয়া ইহার নাম কোল-নরাজ। ইহার নিম্ন দিয়া পা চালাইতে হয়। তাঁত ক্রেমে খুলাইতে হইলে চেয়ারে বসিয়া যে স্থানে খুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাঁত বসাইলেও বসিবার স্থানের ঐরূপ একটুকু উপরে বসাইয়া লইতে হইবে। সে: জন্ত ক্রেমের নরাজে একবারে না আঁটিয়া চামড়ার দল বা কিতা দিয়া খুলাইয়া রাখা কর্তব্য। কোল নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে সূতা টান করিয়া লইতে হয়, পরে যেমন বুনানি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ দিল দিয়া সূতা ছাড়িতে হয়।

বাহির-নরাজ (Warp Beam)—এই নরাজে টানার সূতা জড়ান থাকে। ইহা ক্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার সূতা বেশ টান্ টান্ থাকে। তাঁত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ হঠাৎ ও যথাস্থানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়া আবশ্যিক।

ওসারি বা মতি (Stretcher)—কাপড় বুনিবার সময় ছই নরাজের দ্বারা যেমন সূতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান রাখিতে হয়, সেইরূপ যে আংশ বুন হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান থাকা আবশ্যিক; সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে দুইখানি বাঁধারির সৰু কাবারি ধক্কের মত করিয়া লাগাইতে হয়। ঐ কাবারি দুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্ বা সৰু লোহ বাঁধিয়া লইয়া তাহাই পাড়ের কাছে বিধিরা বিতে হয়। কাবারি দুইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে সূতা দিয়া বাঁধা থাকা দরকার; যেহেতু ইচ্ছামত ধক্ককে বেশী ভোর বাঁধির ভোর দেওয়া যায়। কাপড়ের ওসার রাখে বলিয়া ইহার নাম "ওসারি"।

বেলনা বা তলপসর—শাল বা সেগুন আখবা অস্ত্র কাঠের ১ বা ১½ ইকি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাঠের দণ্ড।

তাহাতে ছিদ্র করা বা বাঁচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে "ব"এর আঁশের শরের সহিত ও নিম্ন দিকে পাদলের সহিত দড়ি দ্বারা সংযোজিত থাকে।

কাঁপ (Healds)—ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার সূতা চলিয়া সানার ছিদ্র পার হইয়া যায়। সূতার সূতার একরূপ শিকলের মত আঁকড়া থাকে, তাহাকে "ব" বলে। ঐরূপ "ব" চারি পংক্তি এবং 'ব' এর উপরে নীচে ও মধ্যস্থানে একএকটি শর (Heald Shaft) সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাচনির সহিত সূতা দিয়া এবং নীচের শর বেলনার সহিত আবদ্ধ থাকে। পাদলের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব'ও উঠা নামা করে, ইহাকে "কাঁপ তোলা" বলে। কাঁপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটি কাঁক হয় তাহাই মাকু চলিবার পথ। পায়ে এই কাঁপ তোলায় সঙ্গে সঙ্গে হাতল টানিবার একটি ভাল আছে। সেইটী অভ্যস্ত লইলে দ্রুত কাপড় বুনিবার আর ব্যাঘাত হয় না।

সানা বা নাছ (Reed)—বাঁশের সরু খিল বা শরের সরু কাঠি দ্বারা এই সানা তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে ঠিক চিরুণীর মত। ইহার খিল এবং কাঁক সমান ভাবে থাকে। যে সকল মুসলমান কেবল এই সানা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "নাছি" বলে। বাঁশের বা শরের উপরিভাগটি খুব পাতলা করিয়া চাঁচিয়া ২" বা ২½" ইকি লম্বা সৰু সলা করিয়া বাঁধিয়া যায়। ইহার উপর ও নীচে অতি পাতলা বাঁশের বেতী আছে, তাহা সূতার মধ্যে থাকায় দেখা যায় না; তাহাতেই সানা শক্ত থাকে। বাঁশের অপেক্ষা শরের সানা ভাল; খুব পাকা বাঁশের সানা হইলে তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কাঁচা বাঁশের হইলে তাহার খিল বাঁকিয়া বাইতে পারে। পামছা ইত্যাদিতে ৬০০।৭০০ সানা এবং ৪০ নং সূতার ১০৫০ বা ১১০০ সানার ব্যবহৃত হয়। ৪০" ইকি দৈর্ঘ্যের মধ্যে বস্ত্র কাটি থাকে, তাহাই সানার সংখ্যা ধরা হয়। কাপড় বুনানির সময়ে বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়া গেলে সানার তেল দিয়া লইতে হয়। তাহাতে সানা মজবুদ হয় এবং সূতাও ভাল চলে। বহি দিক্তির রেল অপেক্ষা সানা ছোট হয়, তবে সানা মধ্যভাগে বসাইয়া ছই পার্শ্বে মোটা কাগজ দিয়া সানার সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভাল না হইলে মাকু পড়িয়া যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে মাকু সেই কাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কোন স্থানে ২।১টি খিল জালিয়া গেলে পাশের যে স্থানটা কাপড়ের বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২।১টি খিল খসাইয়া ঐ ভর খিল বসাইতে হয়। সানা হঠাৎ না তালিয়া গেলে ২ বা ২½ বৎসর চলে।

নাচনি (Lever)—সেতল কার্ভের ৫ কি ৬ ইঞ্চি দূরত্ব। ইহার মধ্যভাগে একটি ছিদ্র এবং উত্তর প্রান্তে দুইটা খাঁজ কাটা থাকে। মধ্যভাগের ছিদ্র মধ্যে সরু দড়ি বা হুতা দিয়া উপরে তারাকৃত্তে যে কড়া আছে, তাহার সহিত বাধিতে হয়; আর দুই পাশে যে ২টা খাঁজ কাটা আছে “ব” এর শর (Herald shaft) পেঁচাইয়া হুতা আনিয়া ঐ খাঁচের সহিত বাধাইয়া দিতে হয়। নাচনি কাপড়ের বহর বিবেচনার ৩.৪ বা ৫টা করিয়া ভিত্তে হয়। যে করটা মিলে “ব”র বেশ টান থাকে, তাহাই দেওয়া আবশ্যিক; কিন্তু টেরছা ছিট বা শিহানার চাশর বুনিতে ৮ পাটি “ব” লাগে; তাহাতে ৬টা কি ৯টা নাচনির আবশ্যিক। সময়ে সময়ে নাচনি না লাগাইয়া ছোট ছোট ধনুক উপরের তারাকৃত্তের সঙ্গে বাধিয়া লইলে এরূপ কাজ চলে, ঐ ধনুকগুলি স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট (Elastic) হওয়ার পাদল ছাড়িয়া মিলেই “ব” আপনি আবার উঠিয়া আইসে।

নাচনির পাটি—আড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্তা। ইহার দুই প্রান্তে ২টা ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া নাচনির দড়ি পেঁচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বাধিতে হয়। যদি “ব” উঠান বা নামান আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়া নীচে বা উপর দিকে টান দিতে হইবে। তদনুরূপ ইহাতে বিশেষ কোণে দড়ি লাগাইতে হয়। সেজন্য এই দড়িকে “ধাঁপা”র দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি না দিয়া সোজাছুরি নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও এরূপ ছোট বড় করিতে পারা যায়।

মোচা—একটা সোজার সরু হুতা; অগ্রভাগে বড়দাঁর জার আঁকড়া আছে, কোন হুতা ছিড়িয়া গেলে ইহার সাহায্যে ছিন্ন-হুতা “ব” এর অথবা সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। মোজা বুনবার কাঁটা লইয়া অথবা বাঁশের চটায় খাঁজ কাটিয়া কাজ চলে।

শর বা ডালি (Shaft)—বাঁশের বা সুপারির ১ ইঞ্চি দলের ছড়ি, ইহা সুগোল করিয়া টাঁচিতে হয় এবং বক্র থাকিলে অগ্নির উত্তাপে সোজা করিয়া লইতে হয়।

শির ডালি—অতি সরু ও পাতলা বাঁশের শর। উল্লিখিত শরের উপরেও “ব” হুতার মোচড়ার মধ্যে, কাঁপের উপরে একটি ও নীচে একটি থাকে। ইহাতে মোচড়াগুলি আঁটা থাকে।

জো-শর (Lase maker)—ইহাও বাঁশের পাতলা ছড়ির মত, এইরূপ তিনটা জো শর কাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে এবং কাপড়ের জো ঠিক রাখে। কাপড় বেমন কুলা হইতে থাকে, তেমনই এই কাঁঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি তক্তা বাঁশের হইলেই সুবিধা।

উল্লিখিত করক প্রকারের শর উত্তরপা টাঁচিয়া শিরীয় কাপড় দ্বারা এরূপ পালিশ করিয়া লওয়া আবশ্যিক, যেন কোন রূপে হুতার আঁশ না উঠে।

জলটো কোলপুত বা “ব” পাটি—সেতল কার্ভের ৬ ইঞ্চি দূরত্ব ও ৬ ইঞ্চি পরিমিত একখান টুকরা কাঠ। ইহার চোহারা কতকটা “ব” এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিমিত। সরু দিকে একটি ছিদ্র আছে; কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা। “ব” বাঁধিবার সময় ইহার আবশ্যিক।

চরকি (Swift)—ছোট একখানা বাঁশ কি সুপারির কাবারিকে একটি ধুরার (axle) মত করিয়া এবং তাহার দুইদিকে গাড়ীর চাকার পাটির জায় পাতলা কাবারির পাটি লাগাইয়া হুতা দিয়া উত্তর দিকের পাটিগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়; পরে উহা একটি বাঁশের চুম্বির মধ্যে বসাইয়া লইলেই চরকিতে পরিণত হয়। চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্যিক। সেই দিকে হুতা পরাইয়া মোটা দিকে চাপিয়া চাপিয়া মিলে হুতা বেশ আঁট হইয়া থাকে। হুতার টানে সহজে ঘুরে, এরূপ হালকা চরকি হওয়া আবশ্যিক।

চরকি ছোট বড় দুই ভিন্ন রকমের হয়; প্রথম রকম বাঁধা (vertical) চরকি; সেগুলি একটি কাঠির উপরে বসান থাকে। দ্বিতীয় রকম গাড়ী-চরকি (horizontal); ধুরা সমেত গাড়ীর দুই চাকা দুইটা খুঁটিতে স্থাপাইয়া রাখিলে যেমন হয়, এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোটা হাত-চরকি (Conical), এগুলি ছোট এবং মোচার মত ক্রমে হুতাল, এই চরকিতে ছোট কাঁদের হুতা পরাইবার বেশ সুবিধা। মোলারা টান দিবার সময় এই চরকি ব্যবহার করে; চতুর্থ—বাঁধা-হাত-চরকি—ইহার গঠন প্রথম প্রকারের জায়, কেবল সরু কাঁদের হুতার জন্যই ইহার ব্যবহার। ইহা এরূপ হালকা যে সামান্য বায়ুবেগে ঘুরে, সেজন্য ইহাকে “বাওরা” চরকি বলে।

নাটা বা নাটাই (Reel)—ইহা অনেকটা বুদ্ধি উজানো নাটাইএর জায়, তবে ইহার মাকধান সরু নহে।—পোড়া মোটা, ক্রমে আগার দিক্ অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত নিশিরাছে। ইহাও ছোট বড় দুই রকম। হুতা পেঁচাইবার জন্য বাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর হুতা বলাসের (sizing) সময় বাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও লম্বা অর্থাৎ তাহাতে ৪৫ হানে গুথক্ গুথক্ করিয়া হুতা নাটান হইতে পারে। নাটাইএর পাটিগুলি বেশ পালিশযুক্ত অথচ মজবুত হয়। বেশী পাতলা হইলে হুতা জড়াইতে জড়াইতে মাকধানে সরু হইয়া যায়, তখন হুতা বাহির করা যায় না।

দুয়ী কাঠ—নাটাই বুলাইবার ছোট ২' x ৩' ইঞ্চি টুকরা

তক্তা ; ইহার মধ্যে দোয়াতের মত একটা গর্ত কাটা আছে ।  
নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয় ।

টেকো—একটা সরু লোহার শিক । ইহার একদিকে জুর  
জুর পেচ আছে এবং অন্তর্দিক হুচের জুর সরু । পেচওয়ালা  
মুখের সঙ্গে পেচের খালি অর্থাৎ প'ড়েনের ছোট নলী ( Pirn )  
ও হুচাল দিকে বড় নলী ( Bobbin ) পরাইয়া হুতা জড়ান  
হইয়া থাকে । চরকার চক্রের সম্মুখ দণ্ডের সহিত ইহা  
লাগাইতে হয় ।

চরকা ( Spinning wheel )—স্বনামগ্রসিক “চক্রাকার”  
বস্তুবিশেষ । একখানি কাঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটা জুলি  
কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাট লইয়া দুইখানি  
চাকা প্রস্তুত পূর্বক আর একটা কাঠের ধুরার ( axle ) সহিত  
তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তেপরি পাটি,  
বেত, হুতা বা সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে ।  
ধুরাটি দুইটা খুটার ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ও ঐ ধুরার  
এক প্রান্তে একটা হাতল লাগাইয়া দিবে । তৎপরে এই  
চক্রের সম্মুখেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট একটা  
কাঠের খুঁটা পুতিবে । একটা হুতা বা ফিতা ( মাল বলে )  
চরকার চক্র বেড়িয়া এই হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে  
জড়াইয়া রাখিয়া হাতল দিয়া চরকা ঘুরাইলে এই টেকো ঘুরিতে  
থাকে । চরকা যত বড় হইবে, টেকো তত শীঘ্র ঘুরিবে ।

টানার নলী ( Bobbin )—এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা,  
দুই পার্শ্বে গাড়ীর চাকার জায় এবং মধ্যভাগে সরু । টেকোয়  
লাগাইবার জন্য ইহার মধ্য দিয়া লম্বা-ভাবে ছিদ্র থাকে । নলী  
সেগুণ বা অল্প কাঠের হয় । টানার হুতা পেচাইতেই  
ইহার ব্যবহার । বাঁশের কলি দিয়াও কারিকরেরা নলী  
করিয়া থাকে ।

খালি বা প'ড়েনের নলী ( Pirn )—ইহা নরম রকমের  
বাজে কাঠে প্রস্তুত । ইহার গোড়া মোটা এবং ক্রমে সরু  
হইয়া অগ্রভাগ হুচাল ; গোড়ায় জুপের জুর পেচ আছে,  
টেকোর পেচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের হুতা জড়াইতে  
হয় । টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে ।

টানা-কল ( Bobbin Frame )—সেগুণ কাঠের আলনার  
জায় খাড়া বা পারসার বোনের মত একটা ছত্রী বা একটা  
ফ্রেম । ৩" বা ৪" ইঞ্চি অন্তর লম্বাভাবে ( Lengthwise )  
এক একখান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়া ২½ ইঞ্চি  
অন্তর খুব সরু লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে । টানার  
নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয় । ইচ্ছামত এই ফ্রেমটি  
ছোট বা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে । কিন্তু বড়

হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানিয়া ঘুরিয়া  
বেড়ান কঠিন । কেহ বড় টানা জল ব্যবহার করিতে চায়  
না । সচরাচর প্রায় ১০৫টা নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত  
হয় । তাহাতে ৩ ফুট প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে  
পারে । ইহার মাঝখানে দুই পাশে ধরিবার দুইটা হাতল আছে ।

বার বা চালি ( Lease-taker )—ইহা সেলেটের জায় এক  
ফুট পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাঁথা, ঐ সরু  
লম্বা অনেকগুলি কাবারি চিকের মত ফাঁক রাখিয়া সাজাইয়া  
লইয়া তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাঁথা হয় । সমস্ত কাবারিগুলির  
মধ্যস্থানে হুতা ছিদ্র থাকে । টানা দিবার সময় বার খানি  
দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জালা বা ঝাঁপ হইতে থাকে ।

টানাহাটা শর—কিছু মোটা রকম বাঁশের দণ্ড । অনান  
১৩টা বা ১৭টা টানা দিবার কালে আবশ্যক । এই শরগুলি একটু  
মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা মাটিতে খাড়া ভাবে পুতিয়া  
রাখিতে হয় ।

হল্কি—একখান ককির অগ্রভাগ চিরিয়া তাহার মধ্যে  
কাঁচের ছোট একটু কড়া লাগাইতে হয় । ঐ কড়ার মধ্যে হুতা  
পুতিয়া টানা দিতে হয় ।

মুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি—সরু সরল বংশদণ্ড তিনহাত  
পরিমাণ লম্বা । ইহা উত্তমরূপ চাঁচিয়া লইতে হয় । টানার পরে  
নরাজে জড়াইবার সময় এবং সানা ভরার সময় ইহা আবশ্যক ।

ঝাড়ন—সরু সরু ছোট কাঠি । নরাজে জড়াইবার সময়  
ইহা দ্বারা টানার হুতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয় ।

টানা-পেচা ডালি—একটি মোটা রকম সুপারির বা বাঁশের  
শর । টানা জড়াইবার সময় আবশ্যক, ইহা নরাজের ছিদ্র মধ্যে  
প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয় ।

সাতাশি বা চিয়ড়—বাঁশের ১½ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি পাতলা  
কাবারি । তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে  
দুইটা ছিদ্র থাকে । ঐ ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়,  
তাহাতে কাবারি দুইখানি খাড়া হইয়া থাকে । “ব” বাধার সময়  
ইহা আবশ্যক । মোটা পরকেও চিয়ড় বলে ।

ফুল্কি—বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তুত করিতে  
হয় । জোলায়া ইহা দ্বারা মাড় এবং জল দেয় । তাসনের  
সময় ইহার প্রয়োজন । কিন্তু তাঁতিরা বড় ব্যবহার করেন না ।

মাজন বা ত্রাস—এই ত্রাস দেড় হাত পরিমিত লম্বা ; “হির”  
নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়, তদ্বারা এই  
ত্রাস তৈয়ার হয় । মোটা হুতার কাঁচ করিতে জোলায়া প্রায়ই  
এই ত্রাস দ্বারা মাড় দেয়, ইহাকে তালন করা বলে । তাঁতিরা  
আদৌ ইহা স্পর্শ করেন না ।

এতদ্বির ছুরি, কাঁচি, খুঁটা, যুগুর, বড়ি, হাতব্রাস, মাজন-ফিতা, গজ, কোমাল, দা, বাশ প্রভৃতি আবশ্যক।

বয়ন-প্রক্রিয়া

বয়ন বুনারির প্রথম সোপান হ'ত-প্রস্তুত (Preparation of the yarn)। সর্বপ্রথমে হুতাকে বয়নোপযোগী করিয়া লইতে হয়। পাড়গারে এই হুতা প্রস্তুত ব্যাপারটা প্রায়ই কারিকরদের মেয়েরা করে। তাহার হুতা প্রস্তুত করিয়া একেবারে তাঁতে চড়াইবার উপযোগী করিয়া দিলে কারিকরেরা কাপড় বুনিতে থাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে ঐ সময়ের মধ্যে স্রীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়া দেয়।

পূর্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের স্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণকুমারীর কাটা-হুতা আজিও বিবাহাদি শুভকার্যে চলিয়া থাকে। কবচাদি ধারণেও কুমারীর “ব” হুতা না হইলে চলে না। সেই চরকা কাটার জন্ত তাঁহার হুতার সৰু মোটা হিসাবে গারিপ্রমিক পাঠ্যেতেন। এক কেট হুতার মজুরী ১০ আনা পর্যন্ত ছিল। তৎকালে চরকার জন্ত এদেশে অন্নবস্ত্রের হুৎথ ছিল না। সকলেই বালাবহা হইতে চরকা কাটিয়া কিছু না কিছু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও চরকার প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটা কিংবদন্তী শুনা যায়—

“চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।

চরকার হোলতে আমার দরজায় বাধা হাতি।”

লোকপরিম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ‘সে কালে চরকা কেটে হুতা করে তাঁতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মজুরি নিয়ে যে কাপড় বুন দিত, তাহা পুরা এক বৎসরেও ছিঁড়িত না।’ ইহার কারণ এই যে, তখনকার চরকা কাটা হুতা রীতিমত পাকান হইত, তাহা সহজে ছিঁড়িত না, হুতরং বুনারিও সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বস্ত্রব্যয় অনেক কম পড়িত। চরকা বন্ধ হইয়া যাওয়ার আমাদের দেশে বিশেষ কতি হইয়াছে; কলের হুতা নিত্যন্ত আলগা, হুতরং তাহাকে বয়নোপযোগী করিতে অনেক মজুরী পড়ে, হুতাকে শক্ত, সূচিকণ এবং শৃঙ্খলযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে হুতা থাকে, তাহাকে ‘টানার হুতা’ (warp) এবং ঐ টানার হুতাকে ছই ভাগ করিয়া কতক হুতার উপর দিয়া ও কতক হুতার নীচে দিয়া মাকুর সাহায্যে যে হুতা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে “পড়েনের হুতা” (weft thread) বলে।

টানার হুতা (warp) প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। টানার হুতা বেশ মাল্ বা “ভাতান বলান”

চাই; পড়েনের হুতা (weft thread) পরিপাটী করিতে কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ কতি হয় না, কিন্তু টানার হুতার খাঁটনি খুব বেশী, তাহা বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং বখাখানে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক।

হুতা-ভাল (Unfastening)—হুতা কিনিবার সময় হুতার বেশী গুটা বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। প্রতি মোড়ার ২০ ফুড়ি শিকলি হুতা থাকে। ছই শিকলি করিয়া হুতা গৃথক করিবে। ছই হাঁটুর উপর বাধাইয়া শিকলি ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাকেই হুতা-ভাল বলে।

হুতা ভিজান (Wetting)—একটা গামলা বা বালতির মধ্যে পরিষ্কার জলে হুতা ভিজাইয়া রাখিবে। টানার হুতা এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। প্রত্যহই জল বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের হুতা এক দিনের বেশী জলে রাখার দরকার হয় না। হুতা ভিজাইলে মজবুৎ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া খুব বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা উচিত নহে। রসিন হুতা বেশী ভিজাইতে হয় না।

নাটা-করা (Winding the reels)—চতুর্থদিনে হুতার জল নিঃড়াইয়া তাহার মধ্যস্থ অল্প হুতার বাধা ফেটি (skein) গুলি পরস্পরে খসাইয়া লইবে। পরে একট চরকিতে পরাইয়া চরকিটা ১১½ হাত দূরে বসাইবে। চরকির হুতাগুলি তখন ছই হাতে চিঝিরা কেট-(skein) গুলি পর পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক খেট বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একট মাত্র লইয়া নাটার এক পাতিতে (কাবারী দণ্ডে) জড়াইয়া লইবে এবং অপর খেট-গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি ঘুরিবার সময় হুতার হুতায় জড়াইবার সম্ভাবনা। তৎপরে “গুরগী কাঠের” মধ্যস্থিত দোয়াতের ছায় গাঠের মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটী রাখিয়া এবং নাটার গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই-দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বামদিক হইতে দক্ষিণে ও অন্ত্যস্ত অঙ্গুল দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে। তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর দ্বারা হুতাটী সহজ ভাবে চিপিয়া ধরিবে। তাহাতে হুতার সহিত কোনরূপ জঞ্জাল বা গিয়া যাইতে পারে না।

মোচড়া (Piecing)—হুতা মাঝে মাঝে ছিঁড়িলে গিরা দেওয়া বাতীত এই উপায়ে ঝড়িয়া লইতে হয়। ছইটী হুতার অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ হাতের ঐ ঐ অঙ্গুলি দ্বারা উপর মুখে চাপিয়া পাক দিয়া সেই পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া দক্ষিণের হুতার সহিত মিলাইয়া নীচদিকে একটু চাপিয়া একটা মোচড়া দিতে হইবে।

ইহাতে হুতার কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ এক্সপ জুড়িয়া হইলে যে, অত্ হান হিঁড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না। মোড়কা ভালরূপ দেওয়া না হইলে বজবজকালে অনেক জুগিতে হয়।

এই মোড়কা দেওয়ার মধ্যেও তাঁতি এক জোলাদের তেল আছে। উহাদের পরস্পরের বিপরীত প্রণালী। উপরে জোলা-দের মোড়কার কথা লিখিত হইয়াছে। হিন্দু তাঁতির বাম হস্তের বুঝাগুলি ও তর্জনীর মধ্যে দুই হুতার অগ্রভাগ লইয়া কীটনিক পাক দিয়া ঐ সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে জুড়িয়া দেয়। সৰ্ব্ব হুতার তাঁতিদের মোড়কা ভাল, আর মোটা হুতার জোলা-দের জোড়া দেওয়াই সুবিধাজনক।

হুতা তাতান ও বলান (Sizing) — মোটা হুতার ভাতের মণ্ড অথবা চিঁড়া ও খয়ের মিশ্রিত মণ্ড এক সৰু হুতার খৈয়ের মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাথ্রে মাড় লইয়া প্রথমে হুতার কেটা বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার গৃষ্ঠে উত্তমরূপে মাড় মাখাইয়া লয়। পরে ঐ হুতা মাড়ের মধ্যে এক্সপ ভাবে চটুকাইতে হইবে যে, সমস্ত হুতার গারে ভালরূপ মাড় লাগে অথচ হুতা বিশুদ্ধ না হয়। তদনন্তর ছোট চরকির সাহায্যে ঐ হুতার কেটা লাগাইয়া বড় নাটা দ্বারা পূর্ববৎ নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে “তাতান” বলে এবং মাড় দিবার পর হুতা নাটাই করিলে হুতার দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহার নাম “বলান”।

ওকান (Drying) — নাটাকরা হইলে ঐ নাটাই রোজে দিয়া হুতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পূর্ব প্রকারে হুতা খুলিয়া একটা চটায় বা বাঁশের উপর শুছাইয়া রাখিবে। এই সকল কার্যে বস্ত শূন্য রাখা বাইবে, ততই জটিলতা কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রোজে হুতা শুকাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপে হুতা শুকাইয়া লওয়া বাইতে পারে। বেনী বাদলার সময় কারিকরেরা গ্রাম হুতার মাড় দেয় না।

নলীভরা (Winding the bobbins) — হুতা শুকাইয়া গেলে হুতার কেটা বাম হস্তের বুঝাগুলি দ্বারা ঢাপিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ক্রমে মোড়কাইয়া বেশ উন্টাইয়া দিবে, এইরূপ করিলে হুতার মাড়ের আটা ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওরা চরকিতে ঐ কেটা পরাইবে। যেখানে হুতার খেই জড়াইয়া রাখা আছে, তাহা ছিড়িয়া লইয়া একটা খেই টানার নলীর (Bobbin) গারে একটু জড়াইয়া ঐ নলী টেকোর সৰু হুতাল দিকে আঁটয়া, ডানহাতে চরকার পাক দিতে থাকিবে এক

বাম হস্তের দুই জুড়ি দ্বারা খেই খেই ধরিয়া সমস্ত নলীর গারে হুতা জড়াইবে। নেন নলী বেশ আঁট হয় অথচ সহজে হুতা খুলিয়া আইসে। নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং দুই দিকে সৰু করিয়া হুতা জড়াইলে ভাল হয়। টানার ক্রমের মধ্যে পরস্পর বাধিয়া না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে হুতা জড়ান উচিত। পিঁড়নের হুতা ও থালিতে (Pirn) এক্সপ প্রকারে চরকার সাহায্যে জড়াইতে হয়, তবে থালি টেকোর পেঁচ-বুজ যুগের সহিত আটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করাইতে পারা যায় এইরূপ মোটা করিয়া হুতা জড়াইবে।

টানার ক্রম-সাজান ও বার-গাঁথা — বস্ত জোড়া কাপড় একেবারে আরম্ভ করা হইলে তাহার আবশ্যক মত নলী (Bobbin) পাকান হইলে টানাকলের মধ্যস্থিত শিকে ঐ নলগুলি পরাইবে; তৎপরে প্রত্যেক নলীর হুতার খেই বাঁহর করিয়া একটা বারের দুই শলাকার মধ্যস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া টানিয়া লইবে; এইরূপে বস্ত নলী থাকিবে, অর্দ্ধেক বারের ছিদ্র মধ্যে এবং অর্দ্ধেক সলার ফাঁক দিয়া হুতার খেইগুলি প্রবেশ করাইয়া একত্র করিয়া একটা গিরা দিয়া বাঁধিতে হয়।

টানা হাটা (Warping) — চলিত কথায় টানা কাড়াও বলে। তাঁতিরা গ্রাম এক সঙ্গে ৪ জোড়া হইতে ১২ জোড়া পর্যন্ত টানা দিয়া থাকে। বস্ত হাত কাপড় হইবে বা তাহা ১১/২ হাত বেশী লম্বা টানা দেওয়া উচিত। টানা চক্রাকারে বা চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০ × ৫ হাত স্থানে ৪০ হাত লম্বা টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে দুই প্রান্তে ৩ বা ৫ হাত লম্বা ২টা খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বা ৭ ইঞ্চি দূরে বামভাগে ২টা এবং ডানদিকে ৩টা শর পুতিবে, পরে ২ ১/২ বা ৩ হাত দূরে দূরে এক এক লাইনে ২টা করিয়া শর পুতিবে। তখন টানার কল (Bobbin frame) এবং বার আনিবে, হুতার খেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা খুলিয়া প্রথম খুঁটার বাঁধিবে এবং বারখানি ডান হাতে ধরিয়া সরাইলেই যেমন একটি জো বা জালা (Lease) হইবে, অমনি বাম হাত দিয়া তাহার এক প্রান্ত হুতা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রান্ত হুতা ১ম শরের বাহির ও ২য় শরের মধ্য দিয়া ঢালাইয়া দিবে। এই নিয়মে সমস্ত খুরাইয়া ১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। কলত: অর্দ্ধেক হুতা প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্দ্ধেক হুতা তাহার ভিতর দিকে থাকিবে। কিন্তু খুঁটা দুটিকে একরূপে না পেঁচাইয়া কেবল খুঁটার বাহির দিকেই সব হুতা ঘুরিয়া বাইবে।

যে দিকে ২টা শর সেই দিকে টানা আরম্ভ এবং যে দিকে ৩টা শর, সেই দিকে টানা শেষ করিতে হইবে। কাপড়ের বহর

বেঙ্গল হইবে এবং বেঙ্গল ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, সেইরূপ সানা লাগিবে। হুতম্য সেই হিসাব করিয়া জমির ও কোল পাড়ের এবং পাড়ের হুতার সংখ্যা ঠিক করিবে। বহরের হিসাব করিবার সময়ও ২ ইঞ্চি বেশী ধরিয়া লইতে হয়, কারণ কুনানির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুতা গণনা করিয়া প্রতি একশত হুতা গোছ করিয়া বাধিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক ভাবে দেওয়া কর্তব্য, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাকে কচিও বলে) দোহর (ছই হার বা খেই একত্র) হুতা বিতে হয়, অর্থাৎ ছই খেই এক সঙ্গে এক নাটার জড়াইয়া সেই দোহর হুতা একটা “বাওয়া” চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে একটি “হলকি” লইবে, চরকি হইতে দোহর হুতার খেই বাহির করিয়া হলকির আঙার মধ্য দিয়া ১ম খুঁটার বাধিয়া লইতে হয়। পরে হলকির সাহায্যে ঐ হুতা একটা শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া লইবে। এক দিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে শরগুলি ক্রমে ক্রমে উলটিয়া পুতিয়া লইবে এবং অপর দিকের কাজও উক্তরূপে সম্পন্ন করিবে।

অন্তথা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলার টানা শেষ করিবে, পরে অল্প দিকের পাড় ইত্যাদির টানা দিলে আর শর ঘুরাইতে হয় না। আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ার কাজ অনেক সহজ এবং শর সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ ছই জোড়া কাপড়ের টানা দিতেই বেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা শরের পরিবর্তে সরু জো শর পুরিয়া এবং প্রথম খুঁটা পেঁচাইয়া যে হুতা আছে, সেই হুতা কাটিয়া লইয়া যে দিকে ২টা শর আছে, সেই দিক হইতে সাবধানে হুতা জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া বাইবে। যেখানে ৩টা শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ ১৬ হাত হুতা বাহিরে রাখিয়া সেই হুতাগুলি বিস্তার করত উপরে ও নীচে ছইখানি “চিরড়” দিয়া আরো একটু জড়াইয়া লইবে এবং দড়ি দ্বারা চিরড়ের সহিত শকগুলি বাধিয়া লইবে। যে ৩টা জো বাহিরে রহিল, তাহাও ঐ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া যেখানে যেমন শর আছে, সেই ভাবেই পেঁচ দিয়া রাখিবে, যেন পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টা জো রাখিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু কোন কারণে মধ্য হইতে হুতা কাটা পড়িলেও অস্থবিধা হইবে না বলিয়া তাঁতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে।

সানা গাঁথা—উল্লিখিত প্রকারে টানা পেঁচা ও বাধা হইয়া গেলে চালের বাতায় বা ঐরূপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান হুতা বাধিয়া যে দিকে ৩টা শর আছে, সেই দিক ঘুরাইয়া দিবে।

তখন এক প্রান্ত হইতে ২০।২৫টা হুতা একত্র করিয়া খুঁটি বাধিয়া বাইবে এবং ঐ খুঁটির মধ্যে একটা পালাবাড়ী ঢালাইয়া দিলেই হুতাগুলি বেশ কঁক কঁক হইয়া থাকিবে। তৎপর কাপড়ের বহর বিবেচনায় সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক করিয়া পালাবাড়ীর সহিত সামান্য আটকাইয়া লইবে। এক প্রান্ত হইতে খুঁটি ঘুরিয়া জো শরের নিকট হইতে বাহিরা এক জোড়া (জিতর বাহিরের) হুতা সানার একধরে প্রবেশ করাইবে। এই সময়ে দুইজন লোকের আবশ্যক। একজন হুতার জোড়া সানার কঁকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক হইতে মের্চকা বা কাটা দিয়া হুতা সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; এইরূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সানা গাঁথিয়া যাইতে চইবে। যেমন গাঁথা হইয়া বাইবে, অমনই ২০।৩০টা হুতা একত্র পাক দিয়া মোড়াইয়া রাখিবে। কলেও (milla) সানা গাঁথিতে ঐরূপ ২ জন লোক লাগে, তাহারিগকে Reacher in এবং Drawer in বলে। জোলায় নিয়মে সানাতার সহজ, কারণ উহার হুতার মুড়া কাটে না, এক সঙ্গে জোড়া থাকে বলিয়া একজনেই সানা গাঁথিতে পারে।

নরাজে জড়ান (Beaming)—ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত সম্পাদন করা আবশ্যক। সানা গাঁথা হইলে হুতার প্রান্তগুলি খুঁটি বাধিয়া বাহির নরাজের ও সানার মধ্যস্থল ঠিক মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটা সরু শর দিয়া বাহির নরাজের কুলির মধ্যে ঐ শরটা বসাইয়া দিবে এবং একজন টানার অপর প্রান্ত মধ্যে একটা পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্ টান্ করিয়া রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটা টানা-পেঁচা-ভাঙ্গি দিয়া একজনে ঘুরাইবে, আর একজন বথানানে হুতা স্থাপিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া বাইবে, মধ্য মধ্য হুতা ঢিল বা টান না পড়ে, তৎক্ষণত সরু জোশর এক একটা জড়ানের সময় দিবে, অথবা স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়া বাহাতে টানার হুতা উচ্চ নীচ না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। জোলায়া টানার যে প্রান্তে সানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজের হুতা জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অল্প প্রান্তে লইয়া যায়। ইহাতে বথানানে হুতা স্থাপন করার বেশ সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁতিরা যে প্রান্তে সানা গাঁথে, তাহার বিপরীত দিক হইতে নরাজে জড়াইতে থাকে।

“ব” বাধা প্রণালী—নরাজে হুতা জড়ান হইলে নরাজটির ছই দিক ছইট খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়া বাধিতে হয় এবং তাহার অপর প্রান্তে যে মুড়া-বাড়ি আছে, তাহার উত্তর পার্শ্বে ছইখানা ১।১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া ঐরূপভাবে আবদ্ধ করা উচিত যে, তাহাতে যেন হুতাগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টান



পড়ে। পূর্বোক্তপ্রতি প্রান্তস্থিত ৩টি কোম্পরের দ্বারা ২টি “জো” (Lous) হয়, উক্ত “জো”এর মধ্য দিয়াই “ব” বাধিতে হয়। প্রথমতঃ সমুখের “জো”র ভিত্তর ১ থানা “চিরড়” পরাইয়া পাৰ্শ্ব গজিতে উহা কিরাইলেই স্তূতাগুলি কাঁক হইয়া বাইবে। ১টি হাত-চরকিতে “ব” বাধিবার হতা পরাইয়া এই চরকিট ১২ বা ২ হাত দূরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর হতার অগ্রভাগ একটা লম্বা শরের দ্বারা বাধিয়া “জো”র ভিত্তর দিয়া বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করাইয়া অপর দিক দিয়া বাহির করিয়া লইবে। গুলটের সৰু দিকের দ্বিগুণ ৩ বা ৪ হাত লম্বা এক পাই স্কেট্টা হতা বাধিবে। ডান হাত দিয়া সমুখের “জো”-এর ভিত্তরের “ব” বাধা হতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে চিরড়ের উপরের এক এক পাছা টানার হতা পেটাইয়া উঠে। “ব” হতা উঠাইয়া গুলটের উপরিব শির ডালির নীচ দিয়া দূরাইয়া এই শির-ডালির সহিত একটি পেচ আঁটিয়া হতাগাছাকে গুলটের নীচ দিয়া সমুখের দিকে আনিবেই একটি হতার “ব” বাধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া চিরড়ের উপরের সম্পূর্ণ হতার “ব” বাধিবে। একপাটি “ব” বাধা শেষ হইলেই গুলটের সৰু পাৰ্শ্বলম্ব হতাগাছা একটি মোটা শরের সহিত বাধিয়া শিরের নীচ দিয়া “ব”র ভিত্তর পুরিবে। “ব”র মধ্যে শর পরান হইলে শরের উত্তর প্রান্ত শিরডালির সহিত দুইটি গাইট দিবে, তৎপরে উল্লিখিত ভাবে অপর “জো”র ভিত্তর উক্ত “চিরড়” থানাকে পরাইলে নীচের “জো”র হতা উপরে উল্লিখিত এবং ঐরূপে এই হতাগুলিরও “ব” বাধিতে হইবে। এইরূপে একদিকের দুই পাটি “ব” বাধা শেষ হইয়া গেলে নরাজ উ-টাইয়া অপর পৃষ্ঠের “ব” বাধিবে, এই “ব” বাধিবার সময় হতা এমন ভাবে “জো”র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, সেই হতাগাছা যেন পূর্ব বাধা “ব”র মধ্য দিয়া যায়। একাধিক টানার হতা বাহাতে এক “ব”র মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাতে চড়ান (Looming the yarn.)—“ব” বাধা সমাধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমস্ত হতা ও “ব” ইত্যাদি তাতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহির নরাজটী বখাবধরূপে খুলাইয়া দুঠকাঠ উঠাইয়া সানানী হস্তির জ্বলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; তৎনন্তর কোল নরাজের জ্বলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; পরে কোল নরাজের জ্বলির মধ্যে একটা শর পুরিয়া তাহার সহিত বিত্তীর যে একটা শর টানার হতার মধ্যে পুকেই প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক সমান্তরাল করিয়া একটু দূরে সরু বড়ি বা সূতা দিয়া বাধিয়া লইবে। এরূপ করিলে অকার্য্য শোড়ার কাপড় বেশী দঠ

হইবে না। তখন “ব” জোত উপরে নাচনির সহিত এক নীচে কোলনার সহিত বাধিবে; তৎপরে বেলা পালনের সহিত বাধিয়া লইবে।

ডাসন-করা (Sizing and Brushing)—টানা শেষ হইলে শর সমেত টানা উঠাইয়া দুই প্রান্তে দুইটি পালাবাড়ি পরাইয়া প্রত্যেক পালাবাড়ির দুই সুড়ার দড়ি বাধিয়া সেই ২টি দড়ি কিছু দূরে আনিয়া একটা জিহুজের দ্বারা করিয়া একসঙ্গে গিয়া দিবে এবং টানা কোমর পর্যন্ত উক্ত থাকে, এরূপভাবে দুই প্রান্তে দুইটি মজবুদ খুঁটার সহিত বাধিবে। তৎপরে শর ও পালাবাড়ির উপর হতা বিস্তার করিয়া মাঝমে (Brush) মাড় মাখাইয়া হতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে জুলুকি দিয়া ও হতার মাড় মাখাইয়া লইবে। হতার মধ্যস্থিত শরগুলি দুই হাতে ধরিয়া কাঁক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবে, ইহাকে “উজানো ভাটানো” বলে। উক্ত প্রকারে ৫৭ বার ত্রাস করিলে হতা পরিমার্জিত এবং মাড়মাখানো শেষ হয়। মধ্যে মধ্যে শরগুলি উলটাইয়া টানার অপর পিঠেও ঐরূপে ত্রাস করিবে। হতার মাড় বসিলে ঐরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়া লইবে এবং হতা বিছাইয়া দিয়া পুনরায় ২১৩ বার ত্রাস টানিয়া একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ত্রাসে তৈল মাখাইয়া “তেলমাখন” করিবে, ইহাতে হতা বেশ সুচিকণ এবং বিচ্ছিন্ন হইবে। এইরূপে মাজন দিতে দিতে হতা লম্বা হয়, হুডমার মধ্যে মধ্যে প্রান্তস্থিত খুঁটা সংলগ্ন দড়ি টানিয়া দিতে হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও জোলাবের এই প্রণালীটি (বিশেষতঃ মোটা হতার কাজে) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে “ভাতান কলানের” কার্য্য সমাধা হয়। প্রাতঃকালেই ডাসন করিতে হয়, বেশী রোজ বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না।

জাঁত-খাটান (Setting the loom)—এ কার্য্যটী বেশ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যিক, কিন্তু চুঃখের বিষয় অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী। তৈয়্যারি ক্রেমে জাঁত খুলানো বড় শ্রম নহে। জাঁতের বৈধিয়ার অল্পরূপ ফ্রেম লম্বা হইবে এবং প্রান্তে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উক্ত প্রাচুরিয়ায় ৩ ভাগ করিয়া ২ ভাগ বাহির নরাজের দিকে ছাড়িয়া জাঁত খানি ক্রেমের পাৰ্শ্বস্থিত একটা কাঠের (cross bar) উপর খুলাইবে এক না সন্নিহা যায়, এইজন্য ঐ কাঠে খাঁজ কাটিয়া তাহাতে জাঁতের লোকা বসাইয়া দিবে। বসিবার স্থানের ৪” বা ৫” ইঞ্চি উপরে কোল-নরাজ ক্রেমের লম্বা খুলাইবে। বাহির নরাজ উহা অপেক্ষা ৩” বা ৪” ইঞ্চি নীচে নামাইয়া খুলাইবে। তখন হস্তির জ্বলির মধ্যে সানানী পরাইয়া সানার উচ্চতার দ্বারা সহিত কোল নরাজ সমান্তরাল করা উচিত, তৎনন্তর



আবশ্যক মত উক্ত এডো কাঠখানি উঠাইরা বা নানাইরা লইতে হইবেক। তৎপরে তারাকুতের সহিত দড়ি দিয়া নাচনির পাটি ও নাচনি খুলাইরা তাহার সহিত "ব" জোত একপে ধরিবে যে, সানার মাঝড় এবং "ব" এর কেওড়া (বাহার মধ্য দিয়া টানার নুতা থাকে) বেন সমান্তরাল থাকে। কাঁপের নীচে যে ক্ষর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেলনা এবং বেলনার সহিত পাদল ধরিবে। এখন হিসাব করিয়া দড়ি গুলি এমন করিয়া বাঁধা আবশ্যক যে সহজে হাতল ধরিয়া টানা যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে। প্রথমে ৫১৬ হাত লম্বা ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাকুতের উপরে কোন একটি উচ্চস্থানে ধরিবে, দুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি ছাড়িয়া তথায় ২১৩ নং দড়ি লম্বাভাবে খুলাইরা নাও এবং ১নং দড়ির প্রান্ত দুইটি দক্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এডোকাঠের সঙ্গে ঢিল করিয়া ধরিবে। হাতলের মাথায় যে ৩টি ছিদ্র আছে ৪নং সরু একগাছি দড়ি হাতলে ধানিক জড়াইয়া (ইচ্ছামত উচ্চ নীচ রাখিবার জন্য) এই দড়ির দুই প্রান্ত উক্ত দুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একহাত আন্দাজ বাহির করিয়া লম্বাভাবে প্রেলমিত ২১৩ নং দড়ির (১নং দড়ির সন্ধিরূপের অন্তরান সওয়া হাত নীচে) সহিত ধরিবে, তৎপরে মেড়া দুই বাজের শেষ প্রান্তে সরাইয়া দিয়া ২১৩নং দড়ির মুক্তা মেড়ার ছিদ্র মধ্যে খুলাইরা ধরিবে, ৩ ও ৪নং দড়ির সন্ধিরূপ হইতে মেড়ার বন্ধনস্থান ন্যূনাধিক দেখে হাত হইবে।

ফ্রেম এবং তাঁতের উচ্চতা ও বৈধর্ম্য উপর এই মাপ নির্ভর করে, মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য ঐরূপ মাপ দেওয়া হইল। ফলতঃ দুই পাখের একসেট রজ্জু সমুদ্রে বাইরা অপর সেট রজ্জুর সহিত মিলিবে।

বাঁপের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাও ঠিক কাঠের ফ্রেমের মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ খুলাইবার জন্য পৃথক ছোট খুঁটি আবশ্যক এবং মাটিতে গর্ত করিয়া বসিতে হইলে পাদল গর্তের মধ্যে বসাইরা লইতে হয়। মেজের চেয়ারে বসার জায় পা গর্ত মধ্যে খুলাইরা বসিয়া কাজ করিতে হয়। জোলালা নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ধরিয়া তাহাই বেলনার সহিত ধরিয়া পাদলের কাজ করে।

বয়সবিভা।

কাঁপড় খুনিবার জন্য তাঁতে বসিবার সময় ওগারি, মাকু, মেচকা, ছুরী, হাতভার, জল প্রভৃতি বিনিস আবশ্যক। কাজের সময় সে গুলি একেবারে হস্তের কাছে লইয়া বসিবে। তৎপরে প্রথমে পাদল টিপিয়া কাঁপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, দৃষ্টিখানি কোলের দিকে টানিয়া তাহা বখানিরমে খুলা

হইয়াছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিবে, যদি কোন মোহ থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। জোশের কয়টিক পরস্পর একটি সাক দড়ি দিয়া আটকাইরা তাহাতে সামান্য একটা ভার খুলাইরা দিবে।

বর্তমান প্রচলিত বেশী খুলাইনাটল তাঁতের সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং বয়সকোশল জানিলে দৃষ্টি, শাড়ী, রেপার, টুইল, তোরাগে, কামাল, হিট, মশারি প্রভৃতি সকল রকম খুলাইর কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও জন্মের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ঐরামপুর ও কুষ্টিয়ার তাঁতে হাত ও পাদের সঞ্চালন আবশ্যক। কার্যে বিশেষ পটুতা থাকিলে খুলাই ভাল হয়। প্রথমে দুঠকাঠ কাঁপের দিকে বামহস্তে ঠেলিয়া একটা পাদল টিপিয়া কাঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে Shedding motion বলে; তৎপরে ডানহাতের বুড়ামুঠি হাতলের মাথার উপর দিয়া দুঠার মধ্যে হাতলট ধরিয়া, নিরমিকে একটু তেরুয়া করিয়া টানিলেই মেড়ার টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে Pick-ing motion বলে। তদনন্তর সে কাঁপ ছাড়িয়া পূর্বকথিত প্রণালীতে অল্প কাঁপ উঠাইরা দুঠকাঠ কোলের দিকে টানিয়া পড়েনের নুতার দা দিবে, ইহাকে Beating up motion বলে। এইরূপে ভাল ঠিক রাখিরা যত শীঘ্র এই এট টান চালাইতে পারিবে, তত শব্দর কাপড় খুলাই হইবে। প্রতি মিনিটে যে বার দ্বারা ১২০ বার মাকু চালান যায়, সেই বয়সই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সেই কারিকরকে হুনিপুণ কারিকর বলা যায়।

বেশী তাঁতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ বার মাকু চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাঝারি রকম কারিকরেরা ৭০-৭৫ বারও চালাইতে পারে। কিন্তু কেবল টানিলেই যে কাজ শিক্ষা হইল তাহা নহে, তাহার মাঝাও ঠিক হওয়া চাই। পাদলে হঠাৎ বেশী জোর দিয়া চালিলে টানার নুতা ছিঁড়িবে, পাদলে আবার জোর কম হইলে ভালরূপ কাঁপ না উঠায় মাকু চলিবার সময় নুতা ছিঁড়িরা বাইবে বা নলিফোড় হইবে, অথবা মাকু নুতার মধ্য হইতে পলিরা পড়িবে। ডান পাদল টিপিয়া ডান দিকের এবং বাম পাদল টিপিয়া বামদিকের মাকু ছাড়িবে। এইরূপ করিতে করিতে পদসঞ্চালনের সঙ্গে হস্তসঞ্চালনও অভ্যস্ত হইয়া ঠিক কলের মত হইয়া বাইবে। হাতল ধরিয়া টানিবার সময়ও পূর্ব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে মাকু বাজের প্রান্তে বাইরা আবার কিরিয়া আইসে এবং পড়েনের নুতা ঢিল পড়িয়া যায়, তৎক্ষণাত হাত দিয়া ঐ নুতা টানিয়া না দিলে পাড় খুঁপি উঠা হয়। সেজন্য সময় হাতে একটা জোরে টান দেওয়া বরকর যে, মাকুটা এক বার হইতে ঠিক অপর

বালের প্রান্তে বাইরা পৌছে। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাজার হিলাব আছে। বস্ত্রবিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টানিতে হয় অর্থাৎ যদি সৰু হুতার কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভি-প্রায় না থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্যক, আর যদি ছিট, রেপার প্রভৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ টানা দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর করে। ৭৮ ইঞ্চি বোনা হইলেই বাহির নরাজ ঢিল দিয়া কোল নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে “ব” ইত্যাদিও সরাইয়া লইতে হইবে। মুঠকাঠ টানিলে যদি দক্ষিণ পড়েনের হুতাং না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ বেশী জড়ান হইরাছে, হুতরাং আবশ্যক মত কোল নরাজ ঢিল করিয়া দিবে বা তাঁতখানি কোলের দিকে সরাইয়া লইবে। কোল নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্বে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ ভিজাইয়া কড়ি বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাঁতিয়া ভালরূপ মাজিয়া থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মন্থণ এবং জমাট হয়।

মানুষ যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক দক্ষিণের উপর ও যে দিকে ছিদ্র (Eye) আছে, তাহা কারিকরের কোলের দিকে রাখিয়া মানুষ মধ্যে থালি (Piru) লাগাইয়া পূর্নকথিতরূপে বুনিতে থাকিবে। টানার হুতা কতকগুলি একর কুঁটি বাধা থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের হুতা টানার হুতার ঠিক সমকোণে তাহা বসান যায় না। ২১৩ ইঞ্চি বুন হইলে পর ছিলে দিয়া সীতিমত কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিবে। ৪” বা ৫” ইঞ্চি বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্তু তাহাতে যেন বেশী জোরে না লাগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার হুতা মাঝেমাঝে ছিড়িবে, কিন্তু যেমন ছিঁড়িবে তেমনই সেই হুতাটি “ব”র মধ্য হইতে বাহির করিয়া জোশরের উপর উল্টাইয়া রাখিবে; নচেৎ পাশের অঙ্গ হুতার সঙ্গে জড়াইয়া ঝাঁপ উঠিবার বিপদ ঘটাইবে, এরূপ কতক-টুকু বুনিবার পর ছিল হুতাটি মেচকার সাহায্যে “ব” এবং সানার মধ্য দিয়া আনিয়া বখাখানে জড়িয়া দিবে, এ বিষয় আলক্ত করিলে কাপড় বুন ভাল হইবে না। যদি বেশী হুতা ছিঁড়ে, তবে যে রক্ত ঐরূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।

চেক, ছিট বা রেপার বুনিতে যে যে রক্তের হুতার দরকার, তাহা ভিজাইয়া নলী করিয়া পৃথক পৃথক মানুষ মধ্যে পুরিয়া লওয়াই সুবিধা, যখন যে রক্তের হুতার দরকার হইবে, তখন সেই মাকুটি ব্যবহার করিবে।

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে হুতার জমি বুনানি হয়, পাড়ে সেই হুতার ২টি বা ৩টি একত্র

করিয়া একটি সানার পুরিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ সেগুলিতে বেশী চাপ পড়ে; হুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়া ঠিক করিতে হয়।

মাড়প্রকরণ—(size) আমাদের দেশে মোটা হুতার সাধারণতঃ ভাতের মণ্ড এবং সৰু হুতার খইএর এবং মাঝারি হুতার চিড়া ও খইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়া গাঢ় মণ্ড করিবে, পরে ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু চুণের জল ও তেঁতুল মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। টাটকা খই থালার (Late) বা পাথরে চটুকাইয়া লইলে একটু আটা মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে।

বর্তমান সময়ে আলু, কচু, বালি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ এরূপ না হয় যে, হুতার হুতার জোড়া লাগে, সেজন্য উহাতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, জোলারা ভাতের মাড় দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক দিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ১/৮ সের চাউল, ১/২ সের সাগুদানী, জিজিলী তেল অভাবে বাদাম তৈল ১/২ সের এবং ১৬ গ্যালন জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হয়। অবশ্য প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া নামাইবার পূর্বে তৈল দেওয়া উচিত।

রং করা—(Dyeing) হুতার রং করার ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। রেশম বা পশমে পাকা রং ফলান সহজ, কিন্তু কাপাসের হুতার পাকা রং করা অতি কঠিন, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ও অনেক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আমাদের দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হরিয়াদি রক্তের হুতা ছোপান হইতেছে। ঐ রঙগুলি বিলাতী রঙ অপেক্ষা অনেক ধারাপ। নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিয়াটি ও লুণ কাঠ আবশ্যক। বর্তমান সময়ে একেশ্বর হুতার রঙ বেশ পাকা হই-রাছে। তবে রক্তের রূপার অঙ্গ রঙ প্রায়ই কানে জলিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

হুতা—(Yarn) তাঁতি জোলারা বলে “চরকা উঠিয়া দিয়া কাপড় বুনিবার সুখ উঠিয়া গিয়াছে।” বাস্তবিকই চরকার হুতা ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার কলে পাকান হুতা নিতান্ত আলগা, হুতরাং মাড় ইত্যাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা কাজ করা জিজিষ্টপার নাই। যদি সে বিষয়ে একটু ক্রটি ঘটে, তাহা হইলে কঠোর এককোষ। আমাদের দেশে পুনরায় চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দূর হইবে না।

এক বাতিল হুতার ওজন ৫ পাউন্ড। এখানে বোঝে, নাপপুর, কলকাতা, মহিষর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাতের চরকার ও দেশী কলে হুতা হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিতেছে। দেশীকলে ৩০।৪০ নং অপেক্ষা নরু হুতা কমিতেছে না। নবর বস্ত্র উর্দ্ধ হইবে, হুতাও তত নরু হইবে। প্রতি বাতিলে নিকি বোড়া হুতা এবং প্রতি মোড়ার কুড়ি ছড়ি (Skein অর্থাৎ ১২০ গজ) হুতা থাকে।

১৬ নং হুতার উত্তম গাধা, বাতান ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ২০ নং হইতে ২২ নং হুতার মেপার, ছিট, বিছানার চার ইত্যাদি এবং ৩০ হইতে ৫০ নং হুতার বেশ সাধারণ পরিবার কাপড় হইতে পারে। ৬০ নং হইতে ২০ বা ততোধিক নং পর্যন্ত হুতার নরু ধুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উর্দ্ধ মধ্যের হুতার ধুতি করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব নরু হুতার উত্তম উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ২০ নং পর্যন্ত প্রচলিত কুইসাতেলে বেশ বুনা যায়।

তাঁতগৃহ এবং জল-বায়ুর ক্রিয়া (Weaving shed and atmospheric influence)।—নিয়বদের জল হাওয়া বস্ত্রবরন কার্যের বিশেষ অঙ্গুল হইলেও হুতার ধাত নরম রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল সময়ে ভালরূপ বুনি হয় না। দেশীভায়ে যে হুতা লাগান হয়, তাহা মাড় দেওয়া থাকে; হুতরাং গরম পড়িলে তাহা পটপটু হিড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাঁত ঘরেই অল্পবিত্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে হুতা নরম রাখিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কারখানাসমূহের মধ্যে বায়ু মধ্যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিবার জন্য মিলগুলিতে Humidifiers প্রকৃতি নানা বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশীর গরীব কারিকরেরা এই কার্য অতি সহজে ও উত্তমরূপে নির্বাহ করে। তাহারা ঘরের মধ্যে গর্ত করিয়া তাঁতখানি গর্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া লয় এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া সেপিয়া দেয়। আলো রাখিবার সামান্য পথ রাখিয়া ঘরটী বেশ আঁটরা রাখে, ইহাতে ভূতিকা মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুখিত হইয়া উপরিস্থিত টানার হুতাকে বেশ নরম রাখে এবং বাহিরের গরম বায়ু আসিতে না পারার সুব্যবস্থা বায়ু বেশ নীতল থাকে। বাষ্পপূর্ণ বায়ু শুকনায় অপেক্ষা পাতলা। ওমা দান, ঢাকাই মসলির ভূতিকা-পর্দা কুটির দ্বারা প্রস্তুত হইত।

মেকেন্টারের বরনবিভাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Mr. William Thomson F. C. S. পরীক্ষা দ্বারা হির করিয়াছেন যে, ১০০ ডোলা হুতার মধ্যে কখন ৮ ডোলা জলীয় বাষ্প

থাকিলে, তখনই উহা বস্ত্রবরনের পক্ষে সর্বোৎকর্ষ উপযুক্ত হইবে।

উল্লিখিত কারণে চেরারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ সুবিধা-জনক নহে। এরূপ প্রক্রিয়ার কাজ করিতে হইলে পরমের দিনে তাঁতের ফ্রেমের দীর্ঘ তৎপরিমাণ ভেঙ্গে অল্প দূর করিয়া কখন করিয়া জাহাজে ১ ইঞ্চি আন্দাজ জল ভরিয়া রাখিলে এক তাঁতের তিন নিক কাপড় তিলাইয়া লকাইয়া দিলে হুতার ধাত নরম হইয়া যাইতে পারে। উক্ত বায়ুর সম্পর্কে টানার হুতা অত্যন্ত চক্কা হইয়া থাকিলে তিলাইয়া তাহা নরম করা উচিত নহে, জাহাজে মাড় দুইয়া বাইরা উহা একেবারে বস্ত্রের অব্যবস্থা হইয়া পড়ে।

নব্যাকৃত তাঁত ও জাহাজ।

বর্তমান সময়ে “বদৌলী আন্দোলনে” বদৌলী ব্যবহারের প্রেরণা বর্ধিত হওয়ার দেশী বালালা তাঁতের মধ্যে উন্নতি সাধিত হইতেছে। অনেক বৈদেশিক তাঁতের অনুকরণে দেশীর তাঁতসংক্রান্ত কোম কোম বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে এককালে ৬টা বা ১২টা নাটাইয়ে হুতা লকাইবার জন্য বর্তমান আবিষ্কৃত তারিণীয়া; এককালে ৬টা, ১২টা বা ২৪টা টানার নলীতে (Bobbin) চরকার সাধ্যায়ে একজনে হুতা লকাইবার জন্য সরলবস্ত্র (ইহার দ্বারা পড়নের নলীতেও হুতা লকান যায়) এবং সাধু মিত্রীপ্রবর্তিত টানা দেওয়ার বস্ত্রের কল উল্লেখযোগ্য।

হুতাচক্র বা New spinning wheel—ইহা ঠিক সেলাইয়ের কলের মত চেরারে বসিয়া পা দিয়া পাশল টিপিতে হয়। তুলা হইতে একেবারে ২টা হুতাও প্রস্তুত করা হইতে পারে।

আজ পর্যন্ত যতগুলি নূতন তাঁত—(Improved Handloom) উদ্ভাবিত হইয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল,—

১। জাপানী তাঁত—(Japanese Handloom)—বিলাতী তাঁত অপেক্ষা জাপানী তাঁত বিশেষ কার্যকারী। তবে কারখানার কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা কাজ চালানিবার উপযুক্ত নহে।

২। হাটারদলি তাঁত—(Hattersly Domestic Handloom) দেখিতে শুনিতে এবং মনস্তত্ত্ব হিসাবে হাটারদলি তাঁত খুব ভাল এবং আনন্দজনক ইহার দামও সস্তা করিয়া ১২০ টাকা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ব্যয়িক অংশ ততদূর সহজ নহে, হঠাৎ বিপদাইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাজও বন্ধ থাকে। ইহাতে দৈনিক ৮ বটা কাজ করিলে ৪৫ গজ ৪৪ ইঞ্চি বস্ত্রের ৫ ধান কাপড় হয় বুনা যায়। ইহা পরিচালনা করা শক্তিশালী

লোকের ব্যবহার। কেহই তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। এজন্য যোগে চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৩। লাহোরের উন্নত তাঁত—(Lahore Improved Handloom) ইহার নির্মাণকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী।

বিভিন্ন প্রকার বৈশেষিক তাঁতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—

৪। Jacquard Looms of reed space ৪২" = ইহাতে টেবিল ঢাকার জন্ত নানারূপ কাপড় বুন্য হয়।

৫। Drop Box Looms ৪৫" with ১ shuttle = ঢেক, ড্রিল, ডুরিয়া, সাড়ী প্রভৃতি বুন্য হয়।

৬। Drill mations Looms ৬০" with ১ shuttle = ড্রিল ও জিন্কাপড় প্রভৃতি বুন্য চলে।

৭। Doby Looms ৪৪" with ১ shuttle = পাড়ে অক্ষর ও ফুল বুন্যর জন্ত।

৮। Dhuty Looms ৪৪" with ১ shuttle = খুতি ও সাড়ী কাপড় বুন্য হয়।

৯। Calico cloth Looms ৪৪" with ১ shuttle = কেরিকা-কাপড় প্রভৃতির জন্ত।

১০। Plain Looms ৪২" with ১ shuttle = রুমাল, তোরাণে প্রভৃতি বুন্য হয়।

১১। Drill mation ৪২" with ১ shuttle = ইহাতে কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুন্য যায়।

একখানি দেশী তাঁতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত ভাবে কাজ চালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহার একটা আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

ব্যয়—দেশী ক্লাইস্টেল তাঁত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪০/- এবং অতিরিক্ত সানা মাঝু ও হুতা ইত্যাদি ১০/- মোট = ৫০/- টাকা।

আয়—১ জোড়া ৪০ নং খুতি প্রস্তুত করিতে ৩ মোড়া হুতা লাগে, প্রতি মোড়া ১০/- আনা হিঃ = ১০/- রাড় ইত্যাদি—১/-, রঙীন হুতার জন্ত অতিরিক্ত—১/-, প্রতি জোড়ার যোগান খরচা—১/- মোট = ১১০/-।

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পর্যন্ত কাপড় বুনানি হয়। নূনকমে ৪ জোড়া হুতার বর্তমান নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের বাড়ীতে হুতা দিলে মোড়া প্রতি ১০-১২৫ খরচে হুতা পাট হয়। তদভাবে ৪৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালকও পাওয়া যায়। তবুও আমরা এখানে ৭১০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিল্যাম। প্রতি জোড়া ২/- টাকা (আমাদের এখানে ২১০ বিক্রয় হইত) বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ১০/- আনা অর্থাৎ মাসিক

১১০ বা ১২/- টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খানা প্রমাণ রেশমের প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনখান রেশমের প্রস্তুত করিতে ৪ মোড়া হুতা লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ৪০ আনা হিসাবে—২/-। হুতার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ—১০/-; ৭ জোড়া রেশমের এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে ৫ দিন লাগে, সে হিসাবে—১০ মোট = ২১০/১০। প্রতি জোড়া রেশমের ২১০ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭১০/-, তাহা হইলে দৈনিক ১২০ পরমা অর্থাৎ মাসিক ৩৬০/- আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে বস্ত্র ও রেশমের বুনানির গড় পড়তা ধরিলে মাসিক ২২৪/- হইতে ২৬/- টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম পাড়াইবে। এতদ্বিন্ন রেশমের ৩৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া হুঃহু কারিকরেরা ঐরূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

শির ও বাগিচা।

মহাদি কথিত দেশীয় তাঁতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিপ্রমসাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বস্ত্রশিল্প পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর অধ্যবসারে ও অমাহুবিিক পরিপ্রমসে এবং অসাধারণ হস্তকৌশলে বহুকাল হইতে যে সকল স্থল, স্থল্লর ও বহুমূল্য বস্ত্র জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আসবাবরূপে তাঁত বিরাজিত আছে। তথাকার রমণীগণ যেন বৈদিকযাগ্যসূত্রী হইয়াই আপনাদের স্বামি-পুত্রের ও স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্ত কাপাস ও রেশমী জামার কাপড়, রুমাল ও উড়ানি প্রভৃতি বুনরা থাকে, কিন্তু হুঃখের বিষয় সেগুলি ততদূর পরিকার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকটা মোটা রকমের। চীন ও জাপানে আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেষ আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আজিও কাপাস, লণ, রেশম ও পশমের যে সকল বস্ত্রশিল্পনিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং তাহার শিরচাতুর্ঘ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে ফলে এক অপূর্ণ আনন্দ সমুদিত হইয়া থাকে। হুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির অহুকম্পায় এখন স্থল্লর শিল্প ভারত হইতে অন্তর্হিতপ্রায়। রাষ্ট্রের 'বপিসমিতির প্রবরসাধ্য খুতি ও সাটার বাগিচা

রকা করিতে ধীরে ধীরে এদেশের ভক্তবাহু জাতির চিরশোষিত বস্ত্রবাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এখন হত্যাধাস ভক্তবাহুসুল আর সেরূপ উত্তম কার্য করিতে পারে না। প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপস্থত, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই প্রাচীন শিল্প-কীর্ত্তি বজায় রাখিতে যত্নবান আছেন, তাহারাও বৈদেশিক বস্ত্রের তুলনায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া বন্য ব্যবসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ণা-শেকা বস্ত্রশিল্পে অনেক দৈন্ত্যতা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এই শ্রীহীন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে।

বারাণসীর সুবিখ্যাত জরির কিতা, সোণা বা রূপার তক্তদ্বারা প্রস্তুত গুলবাহার সাতী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুল-নীয় কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতুর্যের পদ্মাকাঠা জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সূত্রের উপর জরির ফুলদিয়া বুন হইয়া থাকে। বুনুঁপুর, মহিপুর, আর্কট, দিল্লী ও অরজাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তক্ত-শিল্পের যথেষ্ট আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মহাদি-লিখিত সেই সুপ্রাচীনযুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবাসী সকল বর্ণের রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও উপরিউক্ত স্থানসমূহে রমণীগণ চরকা কাটিয়া সৰু হুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে ভারতে ইংলণ্ডাদি নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ার দেশীয় চরকা-দ্বারা হুতা প্রস্তুত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটয়াছে, কিন্তু এখনও যে যে স্থলে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হয়, ততৎস্থানে প্রচুত পরিমাণে চরকার প্রচলন আছে।

বাক্সালার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী তাঁতে রেশমী গরল বস্ত্র এবং মানচুম জেলার রঘুনাথপুরে এখনও গুটী হইতে চরকার হুতা কাটিয়া তদর-বস্ত্র বুন হইতেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটী হইতে হুতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়নকার্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে।

এখন মাঝেটোরের কলে নির্মিত কার্পাস সূত্রের প্রচুত আমদানী হওয়ার বাক্সালার রমণীগণ চরকা কাটা বন্ধ করিয়াছেন। বিলাতী হুতা দরে সস্তা ও অনারসলতা, এজন্য দেশীয় সত্যবৃন্দ আর স্বকূলকামিনীকুলকে হুতা কাটার কষ্ট সহ করিতে দেন না, বস্ত্রতঃ সেই বিলাসিতার প্রভাবে বাক্সালার আজ চির দৈন্ত্য আসিয়া সমুপস্থিত! বঙ্গবাসীকে অধঃপতন-বাসের জন্ত আজ পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও দোখীন বাক্সালীগণ কূলকামিনীদিগকে চরকা কাটার কষ্ট

হইতে অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিনাসের অভাব ঘটাইয়াছেন। ভক্তবাহুসুল স্বার্থহানি দেখিয়া জাতীয় ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাও বৃথা পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বদেশবিরোধী বিদেশভক্ত বাক্সালীগণের অল্পগ্রহলাভের প্রত্যাশা রাখে না, তাই যেনে এককাল পরে বস্ত্রবয়নশিল্পের একরূপ অধঃপতন ঘটয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্বে যে শিল্পের জন্ত সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাক্সালার চির আকাঙ্ক্ষিত যে বস্ত্রের জন্ত লালসারিত হইত, সে বস্ত্র আজ বাক্সালা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে এবং তাহারই অনু-করণে ইংরাজ-বণিক-সমিতির অল্পগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার ডুরিয়া, বলমল, অম্বানি, ব্রুইস, আর্ডি প্রভৃতি দোখীন জন-মনোলোভা হুস্তবস্ত্ররাশি বাক্সালার প্রেরিত হইয়া বঙ্গবাসীর সুখোচ্ছল করিতেছে।

ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন বস্ত্রের কথা মনে হইলে— বাক্সালার সেই গৌরবকীর্ত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, একদিন বাক্সালার তাঁতিকুল বস্ত্রবয়নশিল্পের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্য্যটক রালফ্ কিচ্ সুবর্ণগ্রামে আসিয়া এখানকার কার্পাস-বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রচুত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনকার বঙ্গরাজধানী ঢাকা সহরে যে হুস্ত কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা “ঢাকাই মসলিন” নামে পরিচিত। উহা প্রকৃত মোগল নগরজাত মসলিন বস্ত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। এখনও যুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অল্প-কৃত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইতেছে। প্রকৃত ঢাকাই মসলিন মহার্ঘ ছিল, ধনী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে পাইত না। গুনা বার তুরকের স্থলতান ঢাকাই মসলিনের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন।

ঢাকার হুস্ত মসলিনের হুতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুণি আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই প্রাচীন বস্ত্রের হুস্ততা ও তদানীন্তন কারিগরগণের কার্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। মিঃ টেলর গিথিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ যত্নে চরকা কাটিয়া যে হুস্ততম হুতা প্রস্তুত করিত, তাহাতে ৭১০ ছটাক ওজনের এককেট হুতা লম্বাভাবে ছড়াইয়া গেলে ১৫০ মাইল ছাড়াইয়া বাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্প-প্রধান স্থানে হুতা কাটিলে কার্পাসের আঁশ নরম হওয়ার শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাঁতিরা প্রাতে হর্যোদয়ের পূর্বে তাহা সারিয়া লয়। বহন বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হয়, তখন তাহারা চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য করে। তাহাতে বায়ু জলশিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে

প্রত্যেক ফাল হইতে ১টা বা ১০টা পর্যন্ত ডাছারা বাধারী হুতা কাটে। বৈকালে ৩ বা ৪টার সময় হইতে দুখাতের অর্ধ বটা পূর্ণ পর্যন্ত হুতা কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াটসন ঢাকাই, করানী ও ইনিস্ ফলিন্ হুতার অধীক্ষণযোগ্যে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যুরোপে বহু প্রকার হুত হুতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মসলিনের হুতার ব্যাস অনেক কম এবং যুরোপীয় হুতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই হুতার আঁশ (filaments) অনেক পরিমাণ কম দেখা যায়; কিন্তু ঢাকাই হুতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments or fibres) যুরোপে প্রস্তুত হুতার তুল্য অপেক্ষা অনেক বড়। এই হই কারণেই ঢাকার হুতা হুততার ও দৃঢ়তার অভাৱ সকল বেশীর হুতাকে পরাস্ত করিয়াছে। আরও বিশেষকথের মধ্যে এই যে তুলার আঁশ মোটা হওয়ার এক হুতা চরকার কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চি হুতার পাক বেশী হয়।\* এখনও করানডালা (চন্দন নগর), সিমলা (কলিকাতা), বগুড়া, কেশোর, শান্তিপুর, কলমে, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস-বস্ত্র-ব্রনের বিস্তৃত আড়ত আছে। বারানসী ধামে রেশমী হুতা ও কার্পাস হুতার উপর যেমন জরির ফুলদার বা গুলবাহার সাটা প্রস্তুত হয়, অধুনা ঢাকার সহরেও একমাত্র হুত কার্পাস বস্ত্রের উপর ও বিভিন্ন বর্ণের নীলাধারী উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

এতদ্বিধা হাত্মাক ও বোবাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে বস্ত্রব্রনের বিস্তৃত কারবার আছে। শুজরাট, আক্কাবাব, জুরাট ও তরোটে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে লাল ও কালা হুতার একপ্রকার হুতর ছিট প্রস্তুত হয়, তাহাতে নানা শৌর্যগিক চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। পুণা, রেওলা, নাসিক ও ধারবাড় নানারূপ রঙিন হুতার সাড়ী প্রস্তুত হয়, মহারাষ্ট্র-রমণীগণের উহা বড়ই আশ্রয়ের জিনিষ। নকৈর, মুটকল, ধনবরম, অমরচিন্তা ও আর্পিতে এখনও ঢাকার অনুরূপ মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারানসী সাটা বা ধুতি, কিংবাব প্রভৃতি বস্ত্রের জার বস্ত্রমূহ শৈঠান, বৃহানপুর, নারায়ণগেট, ধনবরম, রেওলা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। কান্দীর, নূরপুর, লুখিয়ানা, অন্তঃ সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুনা হয়। রঙ্গপুর,

ভাগলপুর, বারানসী, আগ্রা, লাহোর, বরেন্দী, কতেগড়, লাহোর, মুলতান, হিন্দার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী কার্পেট প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কার্পাস কার্পেটগুলি আকৃতি ও বস্ত্রপ্রক্রিয়া ভেদে, গালিচা ও হলিচা (Cotton pile carpet) নামে খ্যাত। পশমী ওঁরা উক্ত হইলে গালিচা (Woolen pile carpet) বলা যায়। মহলিগটমের ছিট, পালমপোর ও কার্পেট এবং গোদাবরী 'ব'দীপহিত মাধম-পলম্ নামক স্থানজাত মাডাপালম্ আজকাল "বুটাল শুভল" রূপে ভারতে আমদানী হইতেছে। মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা হয় না। ইংরাজ-বণিকগণ ঐ বস্ত্র একটোঁরা করিবার জন্য তথায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে সেই মাডাপালম্ বস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন। চঃখের বিষয়, তাঁহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই বস্ত্রবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে।

এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বরনশিল্পের বৎখট সমাদর আছে। স্থান বিশেষে উক্ত কার্পেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট গালিচা, কোথাও কার্পাস রেশমাদি বিনির্মিত হুতবাস, কোথাও পশমজ শাল কবল এবং কোথাও জরি, সলমা প্রভৃতির পাড় বোনা হইতেছে। বর্তমান (১৯০৬ খৃঃ) বৎসরী আমোলনে উক্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি বিচিয়ার সম্ভাবনা। নিম্নে উৎপন্ন-বস্ত্রাদি ও তাহার স্থান ও বিভাগের নাম নির্দেশ করা গেল।

আজমীট, আলই, আলিগড়, আলাহাবাদ, আলবার, অঝালা, অন্তঃসর, অনন্তপুর, অঝগাও, আকিট, আদোনি, আগ্রা, আক্কাবাব, আর্গি, আরা, আসাম, আরকাবাব, আক্কাগড়, বগদ, বহাবরী, বরাইচ, বজলুর, বাঁকুড়া, বঙ্গ, বারাবাকী, বরাহনগর, বরাড়, বরুমান, বরেন্দী, বহরমপুর (মাত্রাক, বহরমপুর (মুর্শিাবাদ), বড়োদা, বসাহর, বতি, বতলা, বজার, বেলগাম, বেলারী, বারানসী, ভাটুয়া, ভাগলপুর, ভাওরা, বহাবলপুর, ভেরা, বিকানের, বীরভূম, বিকুপুর, বগুড়া, বোবাই, তরোচ, বুলন্দসহর, বৃহানপুর, কলিকাতা, কালিকট, কাষে, কাপপুর, চবা, চম্পারণ্য, ঢাকা, ঢাকেরী, ছত্রিশগড়, চিলকপং, কাকনাড়া, কাকীপুর, কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দিল্লী, দিল্লী, দেয়া গাজী বা, দেয়া ইসমাইল বা, ধরবাড়, দিল্লীজপুর, দীন নগর, গোগাছি, এলিমবড়, ইলোরা, বরুণাবাদ, কিয়োজপুর, গোদাবরী, রাজবহেরী, গোলকজা, গুহর, গুঠেরা, গুজ বান্ধালা, গুজরাট, গুলবানী, গুলবানপুর, গোরাগির, গরী, হারবরাবাদ (কালিকাতা), হারবরাবাদ (সিদ্ধ), হাধামকুড, হর্দী, হসন-আকল, হাজারা, হিন্দার, হোসকাবাদ, হাবড়া, হিন্দারপুর, ইকলা, ইকোরা, ইন্দুর, আজমগেট, জব্বাপুর, জাকরগজ, জাহানাবাদ, জাহানাবাদ, জব্বাপুর, জালপুর্, জালকর,

\* "These causes—combined with the ascertained result that the number of twists in each of length in the Dacca yarn amounts to 110-1 and 80-7, while in the British it was only 68-8 and 56-6—not only account for the superior fineness, but also for the durability of the Dacca over the European fabric." Balfour's Cycle. India.



জমলমহুগু, কল, ঝাঁসী, খিলাম, বোধপুর, খেড়া, কালাদিগি, কালাহতী, কলমী, কনোজ, কাণ্ডা, কয়টী, কয়ালী, কণাল, কর্ণাল, কান্দীর, শ্রীনগর, কনুয়, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কুকা, কোহাট, কোটা, কোট, কামালিরা, কুস্তখোনম, লাহোর, ললিতপুর, লোহারডাঙ্গা, লাখনৌ, লুধিয়ানা, মাস্তাজ, মথুরা, মলবার, মালদহ, মালগাম, মানভূম, মণিপুর, মহলীপটম, মো (আজমগড়), মো (ঝাঁসী), মেদেরপাক, মীরট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, মোরাদাবাদ, মল্লারী, মন্সসোর, মথুরা, মুজ্জকরগড়, মুজ্জকর নগর, মহিশ্বর, নাভা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নূরপুর, উজ্জী, পাণবা, পালমকোট, পাতিয়ালা, পাটনা, পোনী, পেশাবর, পুশা, প্রতাপগড়, পুরী, রায়চুড়, রামপুর বোয়ালিরা, রামপুর (বুস্তপ্রদেশ), রকপুর, রংলাম, রক্তগিরি, রাবলপিন্ডি, রেবানগু, রেবা, রোহতক (পঞ্জাব), সালেম, সবলপুর, সম্বর (কান্দীর), সাদনের, শান্তিপুর, সারণ, শারঙ্গপুর, সাতকীরা, সাবস্তবাড়ী, শিওনী, শাহপুর (পঞ্জাব), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুর, শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা (পঞ্জাব), সিংহভূম, সীরা (পঞ্জাব), সীতামাড়ী, স্থলতানপুর (পঞ্জাব), সুরাট, তাজোর, ঠানা, তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপপিলিয়ম, তোড়গড়, টাটরা বসিরহাট, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিচীনপল্লী, উজ্জয়িনী, রক্তবাড়ী (মাস্তাজ), বিশাখপাটম, বৃন্দাবন, বাল্লাজ (মাস্তাজ), বেওলা, বরঙ্গল যেরোবনা, জেলগণ্ডল।

এই সকল স্থানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাদী এক জরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রভৃতি বুনা হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পশমী শাল ও কবল প্রস্তুত হয়। নিম্নে বয়নশিল্পে সমুৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল—

ধরি, সতরঞ্জী, গালিচা, হলিচা, দোপাটী, সরবতী, মলমল, আদি, তরন্দম, তুরিয়া, শোগতি, আত্রাবান, সব্রাম, মসলিন, গড়া, একহুতি, দোহুতি, চারখানা, হুসি, লুঙ্গী, বেশ, কোকতি, ফোটা, মাগনা, নিম্জা, গব্‌রুণ (লুধিয়ানা), গাজি, থাক, বড়কাপড়, খনিয়া কাপড়, ছেলেক, গামছা ও পরিদিয়া কাপড় (আলাম) এক পাটো, তামিয়েন, থিন্দৈজ (মণিপুর) প্রভৃতি কার্পাসবস্ত্র।

রেশমী বস্ত্রের মধ্যে এড়ি, মুগা, তসর ও গরদের হুতি, সাদী, চাদর, পীতাম্বর, মসরু, সর্জি, দোপাটী, গুলবদন, ক্রমাল, ওড়না, হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, বেশ, মেথলা, এড়া, বড়কাপড়, হুকাঠিয়া, রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমিনা বস্ত্রের মধ্যে রামপুর ও কান্দীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোরান, একতার, মলিবা, লুঙ্গী প্রভৃতি।

কার্পাস এবং রেশম বা পশমাদি মিশ্রিত বস্ত্র—গর্জহুতি

(বাঁকড়া ও মানভূম), আসমানি (বাঁকড়া), বাকতা (ভাগলপুর), মেথলি (রকপুর), আজিজ, উল্লা বা আজিজি (ঢাকা), সেরাজা (ঢাকা), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, মহলি কীটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-হাসম, লাল কদমকুলী, সাদা কদমকুলী, কাল পাটাদার, লাল পাটাদার, সর্কার, সেরাজা, সাদা বড় কদমকুলি, সেকেন কারদার, লাল কারদার, কালা মহলিকাটা, কোকনী মসরু, জুজখানি, ইলাইছা, লুঙ্গী, চক্ৰকলা, দোপাটী, হুসি ইত্যাদি।

ছিটের কাপড়—গজি, গাড়া, খোতিজোড়া, ফর্দ, রেজাই, লিহাক, পালদপোর, বুদ্ধি, বঙ্গ-সুখ, আজিম, কয়স, সামি-রানা, ছিট জরদা, ভোবক, ছিট-কান্দি, ছিট-বুটদার, খেরদা, নাখনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়, গোলবুটি, অকোছা, শালু, চুনরি, আত্রা, কলমদার, ধূপছায়া, ময়ুরকটি, বেঙনি, মোজলপুর চাদতারা, পাচপাত, হুতিফুল, নরুগনই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, ফুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতাম্বর ইত্যাদি।

শোণা বা রূপার তার (তন্ত) প্রস্তুত করিয়া জরির ফিতা, গোটা, কিনারা, আঁচলা, কালাবতুন, সুখ বা হুনেহরী, রূপালী, ধানক, লাচকা, পাট্রী, বাঁকড়া, পাটা, গধ্বী, গদ্বাযমুনা, কিরণ, পাইরক, সল্‌মা, কারচকন, কারচোব, হুতি বা সাদীর পাড়, হাঁসিরা, তাস, লম্বো, ফিট, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, বেলদার, বুটদার, শীকারগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, চাদতারা, চসমফুল, মোহরবুটি, কামদানী, জামদানী, কেরোলা, ভোড়াদার, টেরছা, জালছার, পান্নাহাজার, তুরিয়া, গৌলা, শাবুগী, চিকনদাজী, কশিদা, কাপান, মুগা-চারখানা-কাশিদা, কাটাকনি-কাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই পেষাক্ত বস্ত্রগুলির পাড় রেশম জরি ও কার্পাসসহযোগে বুনা হয়।

হুটার সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, ক্রমালে, জীলোকদিগের অঙ্গরাখার এবং বালকদিগের পরিধেয় বাসে চিকনের কাজ হইতেছে। রেশম ও কার্পাসমিশ্রণে হুজনী প্রস্তুত হয়, রমণীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর হুচের কাজ করে। কান্দীর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, নূরপুর, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরে শাল ও শালের পাড় বোনা হয়। কান্দীরী তাঁতে বুনা শাল—ভিলিবালা, ভিলিকার, কাশিকার ও বিনোট এবং হুচে বুনাগুলি অমলিকার বলিয়া খ্যাত। ফুলকারী উজনিতে কার্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের পাড় দেওয়া থাকে। মোটাহতার কার্পেট গুলি গালিচা, হলিচা সতরক প্রভৃতি নামে খ্যাত। পশমেও গালিচা (Carpet), কবল প্রভৃতি বুনা হইতেছে।

মাছুর, শ্রীতলপাটী ও খস্‌খসের পরদা এবং পাটের চট, থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উচ্ছাদিগকে বয়ন-



শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যাক না। কেননা, উহাতে স্থলতা ও শিল্পচাতুর্যের সেরূপ পরিচয় নাই। অথুনা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, মাজারাজ, বেলোর, ত্রিপুরারী প্রভৃতি তারতের নানা স্থানে মাছের বনা হইয়া থাকে। এই মাছের কাটা ও বালালা ভেদে দুই প্রকার। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে বেতের চাল চাচিয়া অতি স্থল ও শিল্পযুক্ত শীতলপাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [ তত্তৎশব্দ দেখ। ]

বয়নাড়ু, মাজারাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা পার্বত্য উপবিভাগ। [ বৈনাড়ু দেখ। ]

বয়লপাড়, মাজারাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাপ ৮৩১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটা নগর। বয়লপাড় তালুকের বিচার-সদর। এই নগর সদনপন্নী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

বয়স (পুং) ১ পক্ষী। (স্ত্রী) ২ জীবনকাল।

বয়সিন্ (ত্রি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক।

বয়স্ক (ত্রি) বয়সযুক্ত। অভিনববয়স্ক = নবযৌবনসম্পন্ন।

বয়স্কুৎ (ত্রি) আত্মপ্রদ। পরমায়ুত্বিকর। (শব্দ ১৩৯১০)

বয়ঃক্রম (পুং) ক্রমিক বয়সকাল।

বয়স্হ (ত্রি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্হ-ক। ১ প্রাপ্তবয়স্ক।

২ যুবা, যুবক। "পিত্রা পুত্রো বয়স্হোহপি সত্যং বাচ্য এব তু ॥"

বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে 'ড' প্রত্যয়েণ 'বয়স্হ' পদ নিষ্পন্ন হয় এবং বিকল্পে বিসর্গ-লোপে 'বয়স্হ' এবং 'বয়স্হ' বিবিধ পদই হইবে। বালাদি, পক্ষী ও মাত্রা যৌবন এই তিন অর্থেই এখানে বয়স্ শব্দের ব্যবহার। ৩ সমবয়স্ক ব্যক্তি।

বয়স্হা (স্ত্রী) বয়সে যৌবনে তিষ্ঠতানয়েতি বয়স্হ-ক-এর্থে কঃ।

নিপাতনে বিকল্পে বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী। ২ হরীতকী।

৩ সোমবরুণী। ৪ শুভ্রুচী। ৫ সুলেলা। ৬ কাকোলী।

৭ আলী। ৮ শাল্মলি। ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ অভয়পর্ণী।

"বচা বয়স্হা গোলোমী হরিভালঃ মনঃশিলা।

কুন্তং সঙ্করসশ্চৈব তৈলার্ধে বর্ণ উচ্যতে ॥" (ব্রহ্মত উ° ৩২)

১১ মংজাকী। ১২ যুভী। (রাজনি°)

বয়স্ফোড়া, মুখত্রণবিশেষ। বয়স্কালে গণ্ডদেশে উল্লসিত হয়।

বয়স্হান (স্ত্রী) যৌবন।

বয়স্হাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা।

বয়স্হা (পুং) বয়স তুল্যঃ বয়স (নৌবয়োধর্ষেতি। পা ৪।৪।২১)

ইতি বৎ। ১ সমানবয়স্ক, একবয়সী। পর্যায়—মিথ, সমবয়স্ক।

"বহু বোবিত্তি লাক্ষারূপসি বয়স্কেন দ্বিত উপহসিতে।

তৎকালকলিতলজা পিওনরতি সখীম্ সৌভাগ্যম্ ॥" (আর্যাসং ৪০৩)

বয়স্হা (স্ত্রী) বয়স-টাপ্। ১ সখী। (অমর) ২ ইষ্টকা।

"একস্মিন বিশেষত্ববিশিষ্টত্বাৎ একচত্বারিংশদ্বিতীয়া স্তিতিঃ" (শত-ত্রি° ১০।৪।৩।১৫) 'বয়স্হা সংজ্ঞকা ইষ্টকা উপধর্ষাতি' (মহীধর)

বয়স্হাক (পুং) বয়স্ক। সমবয়স্ক মিত্র।

বয়স্হাহ (স্ত্রী) বয়স্কত্ব ভাবঃ হ। বয়স্কত্ব ভাব বা ধর্ম।

বয়স্হাভাব (পুং) বয়স্কত্ব ভাবঃ। সখ্য ভাব, বন্ধুত্ব ভাব।

বয়স্হৎ (ত্রি) অয়স্ক। "বয়স্হঃ স্ত্রীম্ রথো বয়স্হতঃ" (শব্দ ২।২।৪।১৫) 'বয়স্হতোহয়স্কুত্ব' (সারণ)

বয়ঃসন্ধি (পুং) বয়সঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। যৌবনের প্রাক্কাল।

"যৌবনের চারিভেদ শুনি বিবরণ।

আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥

তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।

তার পরে বৃদ্ধভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥" (ভারতচ° বসমজরী)

বয়ঃসম (ত্রি) বয়সা সমঃ। সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক। (রামা° ৭।৪।২৯)

বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা। "মূর্দ্ধনি বয়া ইব কুরুহ" (শব্দ ৬।৭।৬)

'বয়া ইব শাখা ইব' (সারণ) ২ বয়স্। (শব্দ ১।৩।৬৫ ১৫)

বয়া (পারসী) জাহাজ বাহিব্যার নৌবস্ত্রবিশেষ (Buoy)।

বয়াকিন্ (ত্রি) শাখাবিশিষ্ট। "তরুভিঃ স্রুতে গৃভং বয়াকিনঃ" (শব্দ ৫।৪।৪।৫) 'বয়াকিনঃ বয়াঃ শাখা বয়াক। লতাঃ তদ্বৎ সোমঃ' (সারণ)

বয়াটে (দেশজ) উচ্ছৃঙ্খল (যুবক)।

বয়াড়া (দেশজ) শ্রমানপ্রসিক্ত বশিষ্ঠদ্রব্য বিশেষ। বিভীতক।

বয়াদা (দেশজ) বাওয়া ডিঘ। যে ডিঘ পুং গুরু ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে।

বয়ান্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। (বদনশব্দজ) ২ মুখ।

বয়াব্ (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ।

বয়াল্ (দেশজ) ১ ভারবাহী বলদ। যে যুব লাক্ষল বা গাড়ী টানে।

বয়িম্ (ত্রি) বয়সাদি। (শব্দ ৮।১২।৬৭)

বয়ুন (স্ত্রী) বীজতে গম্যতে প্রাপ্যতে বিষয়া অনেনেতি অজ গতো (অজি যমি শীট্ ভ্যশ্চ। উণ° ৩।৬।১) সচ কিং। অজ্ঞে-বীভাবঃ। ১ জ্ঞান।

"হস্তাগ্রাঙ্ঘে রচরাত বিধিং পীঠকোদুখলাট্-

ক্ষিত্রং হস্তনিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেবু তদ্বিং ॥" (ভাগবত ১০।৮)

"শিক্যভাণ্ডেবু অন্তর্নিহিতবয়ুনো বয়ুনঃ জ্ঞানং" (স্বামী)

২ দেবভাগ্য। (উজ্জল) (পুং) ৩ ধিগ্যা গর্ভজাত কৃশা-ধের পুত্র। (ভাগ° ৩।৬।২০)

বয়ুনবৎ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রকাশবিশিষ্ট। "স্বর্গোণ বয়ুনবজ-কার" (শব্দ ৬।২।১৩) 'বয়ুনবৎ প্রকাশবৎ' (সারণ)

বয়ুনশশ্ (অব্য°) বয়ুন-চশশ্। জ্ঞানক্রম, জ্ঞানাহরুপ।

“অধ্বরং হোতব্বিশ্বনো যজ্জ” ( শ্লক ৩।৫২।১২ )

“বিশ্বনো জ্ঞানক্রমেণ” ( সাংগ )

বিশ্বনাভি ( ত্রি ) বিশ্বনাং বেতি বি-কিপ্। প্রজ্ঞাবেত্তা, জ্ঞান-  
বিশিষ্ট। “হোত্বা দধে বিশ্বনাভি” ( শ্লক ৫।৮২।১ ) “বিশ্বনাভি

বিশ্বনমিত প্রজ্ঞানাম তত্ত্বমজ্ঞানবিষয়প্রজ্ঞাবেত্তা” ( সাংগ )

বয়েদ্ ( আরবী ) ১ শাস্ত্রব্যাক্য। ২ রোগের চারি চরণ।

বয়োগত ( স্ত্রী ) বয়সে গত। বয়োহানি, বৃদ্ধ।

“বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ।” ( উভট )

বয়োজু ( ত্রি ) বলবৃদ্ধিকরণ।

বয়োহতিগ ( ত্রি ) বৃদ্ধপ্রাপ্ত।

বয়োধস্ ( পুং ) বয়ো যৌবনং দ্ব্যর্থীতি বয়স্ ধা অসি, ( বয়সি  
ধাঞঃ উণ্ ৪।১২৮ ) স চ ডিৎ। ১ যুবা। ২ অন্ন। “বয়োধ-  
সাধীতেনাধীতং জিহ্ব” ( বাজসনেয়স্ ১৪।৭ ) “বয়োধসা

বয়ো দ্ব্যর্থীতি পুংসাতি বয়োধা অন্নঃ” ( মহীধর ) ( ত্রি )  
৩ আয়ুর্ধাতা। “অগ্নিমিত্রং বয়োধসং” ( বাজসনেয়স্ ১৮।২৪ )

• ‘আয়ুর্ধাতি বয়োধাত্মাযুধো দাতারং ধারিতারং বা’ ( মহীধর )

বয়োধা ( ত্রি ) ১ বলধাতা। ২ অন্নধাতা। ( সাংগ ) ৩ যুবা।  
৪ শক্তি। বল, সামর্থ্য।

বয়োহধিক ( ত্রি ) বয়স অধিকঃ। বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃপ্রবীণ।

“সত্ৰীবালবয়োহধিকা” ( রামায়ণ ২।৪৭।১০ )

বয়োধেয় ( স্ত্রী ) ১ অন্নদান। “কং নঃ সোম সূকৃতুর্বয়োধেয়স্য  
জাগৃহি” ( শ্লক ১০।২৫।৮ ) “বয়োধেয়স্য অন্নদানায়” ( সাংগ ) ২ শক্তি।

বয়োনাধ ( ত্রি ) ১ প্রাণ। “সকৃদেবৈর্বয়োনাধৈরয়সে স্বা”  
( বাজসনেয় ১৪।৭ ) “বয়ো বাল্যাদি নষ্টতি বয়সি তে বয়োনাধাঃ  
প্রাণাঃ” ( মহীধর )

বয়োবয়ঃশয় ( ত্রি ) ঋতুপ্রবাপূর্ণ স্থানে বাস।

বয়োবহু ( স্ত্রী ) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা।

বয়োবিধ ( ত্রি ) পক্ষীপ্রকৃতিসম্বন্ধীয়।

বয়োবুদ্ধ ( ত্রি ) বার্ষিক্যপ্রাপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ।

বয়োবৃদ্ধ ( ত্রি ) বলবৃদ্ধনকারী ( প্রাতঃ ও সায়ংকালীন মন্ত্র )।

বয়োহানি ( স্ত্রী ) যৌবনহ্রাস। বৃদ্ধ।

বয়্য ( ত্রি ) বয়্য কুলোৎপন্ন তুর্কীতি রাজা। “তুর্কীতিং বয়্য  
শতক্রতো” ( শ্লক ১।৫৪।৬ ) ‘বয়্য বয়্যকুলজং তুর্কীতিনামানং  
রাজানং’ ( সাংগ )

বয়োবঙ্গ ( স্ত্রী ) বয়সা বঙ্গমিব। সীসক। ( রাজনি )

বয়, ১ বরণ। ২ বারণ। অদন্ত চরাণি পরমৈ সন্ক সেট্।

বারমতি। বোপদেবের মতে এই ধাতু পরম্পরী, কিন্তু  
মতান্তরে এই ধাতু উভরপদী দেখা যায়। আয়নেপদেয়  
প্রয়োগ—বারয়তে।

বয় ( স্ত্রী ) ত্রিযুগে ইতি বৃ কণ্ণি অণ্। ১ কুতুম। ২ মনাক-  
প্রিয়। প্রেট ষ্

“বয়ং প্রাণাত্মাভ্যাং ম চ শিশুবিদ্যাপ্রতিভা-  
বয়ং মোহন কাৰীং ন চ বচনমুক্তং বনমুক্তং।

বয়ং স্ত্রীবাং ভাব্যাং ন চ পরকল্যাণভিগমনং

বয়ং তিক্কাশিকং ন চ পরধনানং হি হরণম্।” ( বামনপু ৪৬ অ )

৩ কু, দাক্‌চিনি। ৪ বালক। ৫ আত্মক, আশা। ( রাজনি )

৬ সৈন্যব লষণ। ৭ ভুগুণ ভূণ। ( বৈভকনি ) বৃ-অণ্ ( পুং )

৮ বরণ। পর্যায়—বৃত্তি। ৯ বিবেচন। প্রার্থনাবিশেষ।

( ভরত ) ১০ দেবতার নিকট বৃত্ত, দেব লক্ষণ হইতে বাচিত।

“তপোভিরিহ্যতে বস্তু দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।” ( ভরত )

১২ জামাতা। “প্রমুদিতবরণকম্বোজতন্তুং” ( রঘু ৬।৮৬ )

১৩ বিভূগ, বিটু। ( মেদিনী ) ১৪ ভুগুণ্ডু। ১৫ পতি। ( হেম )

১৬ নিগ্রহ। “ন বো বরায় মরুতামিষ স্বনঃ সেনেব দৃষ্টা

দিব্যা যথার্থনিঃ।” ( শ্লক ১।১৪৩।৫ ) ‘বোহম্মির্জরায় বরণায়

নিগ্রহায় শস্তো ন তবতি।’ ( সাংগ ) ( ত্রি ) ১৭ শ্রেষ্ঠ। ( অমর )

“রাজাসনং রাজজ্যেষ্ঠঃ বরাধা বরণব্যগাঃ।

যত পুণ্যানি তত্ত্বৈতে মৰৈষতঃ শাসা পুয়ক।” ( বিষ্ণুপু ১।১১।১৮ )

১৮ পিয়াল বৃক্ষ। ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২০ বিকল্পত বৃক্ষ।

২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। ( বৈভকনি )

বয়, পর্যন্তভেদ। ( ত্রিবিদ্যসম্মত ৩২।৫ ) সম্ভবতঃ ইহাই বেচারের  
অন্তর্গত বরাবয় শৈল।

বয়ম্ ( অব্যয় ) মনাক্‌প্রিয়। শ্রেয়স্কর, উদ্বোধনকর।

‘মনাগিটে বয়ং স্ত্রীবাং কেচিদাহতুদবয়ম্।’ ( মেদিনী )

বয়ংবরা ( স্ত্রী ) বয়ং বৃণোতীতি বৃ-অ-মুচ। ১ চক্রপণী,  
চলিত চাকুলিয়া। ( শকট )

বয়ক ( স্ত্রী ) ত্রিযুগেত্বেন ইতি বৃ-অণ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্।

১ পোতাচ্ছাদন। ( হারাবলী ) ২ ধৌত বা অধৌত সাধারণ

বস্ত্র। ( শব্দরত্ন ) ত্রিযুগে লোকৈরিতি বৃ-অণ্, ততঃ কন্।

( পুং ) ৩ বসনময়, চলিত যুগানী। ( হেম ) ৪ লপটক,

চলিত ক্ষেপাপড়া। ( রাজনি ) ৫ প্রিয়জ্ঞ নামক ভূগধাতুভেদ,

চলিত চীনাধান, কাশীধাম। ইহার পর্যায়—হুলকজু, বৃক্ষ ও

হুলপ্রিয়জ্ঞ। ইহার ভূগ—মধুস, রাক, কবার ও বাতপিত্তকর।

( রাজনি ) ( স্ত্রী ) ৬ হুজবদী কল। ( ময় ব ৬ ) বয় স্বার্থে

কন্। ( পুং ) ৭ প্রার্থনাবিশেষ।

“স বয়ে তুরগং ততঃ প্রথমং বজ্রকরণম্।

দ্বিতীয়ং বরকং বয়ে পিতৃণাং পাবনোচ্ছয়া।” ( মহাত্মা ৩।১০।৭৫ )

বয়কৎ ( আরবী ) আশীর্বাদ। সৌভাগ্য। দেবপ্রদ।

বয়কন্দাজ ( পারসী ) বস্তুক্ষারী সৈন্য।

বরুঙ্গার ( পারসী ) ১ বিগ্রাম। ২ দাড়া।  
 বরকল্যাণ ( পুং ) রাজভেদ।  
 বরকন্দা ( স্ত্রী ) কীরীষ বৃক্ষ। ( পং বৃং )  
 বরকার্ত্তিক। ( স্ত্রী ) ১ বৃক্ষভেদ। ২ রাটিকা।  
 বরকীর্ত্তি ( স্ত্রী ) পক্ষতন্ত্রক ব্যক্তিবিশেষ।  
 বরক্রতু ( পুং ) বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ক্রতবো বস্ত্র শতাবধিহিত্যং  
 তথাহঃ। যথা বরাঃ ক্রতুর্ঘন্যাং শতক্রতুঘাং তথাহঃ। ইক্র। (হেম)  
 বরকোদ্রব ( পুং ) কোবিদারবৃক্ষ। ( রাজনিং )  
 বরখাস্ত ( পারসী ) কর্ণে ভবাব।  
 বরখেলার ( পারসী ) বিপরীতে।  
 বরখেলারী ( পারসী ) বিপরীত ভাব।  
 বরগ ( স্ত্রী ) নগরভেদ।  
 বরগা ( দেশজ ) গৃহচ্ছাদন কাঠখণ্ড, ছইটী কড়ির উপরে এড়া  
 ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠখণ্ড দেওয়া এবং তত্পরি টালি  
 লগানো যায়।  
 বরগী ( দেশজ ) মহারাষ্ট্রবস্ত্র। [পর্বণে বগী ও মহারাষ্ট্র দেখ।]  
 বরবন্টিকা ( স্ত্রী ) বৃক্ষভেদ। বরবটী নামেও পরিচিত।  
 বরঙ্গল, দক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন  
 নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত।  
 অক্ষা° ১৭°৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪০' পূঃ। এই নগর  
 নিজামের শাসনাধীন। ইহার পশ্চিমোপকণ্ঠে করিমাবাদ  
 ( ৪৫৬৫ জনসংখ্যা ) এবং এক মাইল উত্তর পশ্চিমে মংবারা  
 ( ৮৮১৫ জনসংখ্যা ) নগর আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির  
 পরিচয় দিতেছে।  
 প্রাচীন তেলিঙ্গ রাজ্যের অধিবাসীরা হিন্দু নরপতিগণের  
 সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইয়াছিল। দুঃখের  
 বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া  
 যায় না। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ  
 করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বহুক্ষতি  
 বীকার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। এই সময়  
 হইতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্গলের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত  
 হওয়া যায়। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মালিক কাছুর বরঙ্গল দ্রুগ অবরোধ  
 পূর্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর  
 বিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সিরাসউদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে  
 মুসলমানগণ পুনরায় বরঙ্গল অধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক-  
 শিন নিষ্কিরোধে রাজ্যশাসন করিতে পারে নাই; কারণ বহুদ্র  
 তোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার  
 করিয়া লয়।

অতঃপর দক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত

হইলে এতদুত্তর জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর সংঘর্ষ  
 উপস্থিত হয়। তাহাতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজ কৃতরাজ্য  
 পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন পাঠাইলে পুনরায় উভয় পক্ষে  
 যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোণ্ডা রাজ্য  
 হারাইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্র বনিভাবে বাঙ্গালীরাজ  
 সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিন্দুরাজ্যের অবশিষ্ট  
 বাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হস্তগত  
 করিয়া কুলী কৃতবশাহ কৃতবশাহী বংশের প্রতীষ্ঠা করেন।  
 গোলকোণ্ডার তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে  
 এখনও অনেক হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত  
 হইয়া থাকে। [ সাতবাহন বংশ ও গোলকোণ্ডা দেখ। ]

বরঙ্গাণ্ডন ( বরগাও ), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ  
 জেলার অন্তর্গত একটি নগর। ভূষাবল উপবিভাগের সদর  
 হইতে ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এইস্থানের বাণিজ্য-  
 সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভূষাবলে বিভাগীয় সদর স্থাপিত হওয়ার  
 এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে  
 সিন্ধেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে সমর্পণ করেন। ইহার পূর্বে  
 এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও পেশবাদিগের অধিকারে  
 ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য  
 নষ্ট হয় নাই।

বরচন্দন ( স্ত্রী ) বরং শ্রেষ্ঠ চন্দন। ১ কালীয় চন্দন। ২ দেবদারু।  
 বরজ ( স্ত্রী ) জোষ্ঠ। ( পা ৬৩।১৬, বয়েজ পাঠও দেখা যায়  
 বরজ ( দেশজ ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাষ হয়। একটি  
 ক্ষেত্রের চারিদিক বাধারি ও পাখাটী দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার  
 উপরে ছাদের জায় পাখাটীর আচ্ছাদন বাধিয়া যে গৃহাকার  
 পর্ণক্ষেত্র রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।  
 ২ ব্রজবুলিতে “ব্রজ” শব্দ অপভ্রংশে ‘বরজ’ লিখিত হইয়া থাকে।  
 বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ( ভবিষ্যতব্রহ্মখণ্ড ৩।৪৭-১৫৪ )  
 বরজামুক ( পুং ) অবিভেদ।  
 বরজীবন ( পুং ) সত্ত্বর জাতিবিশেষ। ১ ব্রাহ্মণের ঔরসে  
 সূত্রার গর্ভজাত। ২ গোপ ও তত্ত্বাবায়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি।  
 বরজ ( অব্য ) সংস্কৃত বরং—চ যোগে নিম্পন্ন। ইহাপেক্ষা ভাল।  
 বরট ( স্ত্রী ) ত্রিযতে ইতি বৃ-অট্, ( শকাতিভ্যোহট্ )। উপ-  
 ৪।৮১ ) ১ কুন্দপুশ। ( শকরত্নাং ) বরতি সেবতে সরোবর-  
 মিতি কৃষ্ণ-সেবায়াঃ অট্। ( পুং ) ২ হংস। ( মেদিনী )  
 ও বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলতা। ইহার পর্যায়—গঙ্ঘোলী,  
 বরটা, গঙ্ঘোলি, বরলা, বরলী, কুজা, কুয়া, কুজবর্ষণ। ( রাজনিং )  
 বরটক ( পুং ) কুন্ডবীজ। [ বরট দেখ। ]  
 বরটা ( স্ত্রী ) বরট-টাণ্। ১ হংসী।

“মদেকপুত্রো জননী জরাতুরা

নবপ্রসূতির্বরতা তপস্বিনী।” (নৈষধ ১।১৩৫)

২ কুন্তবীজ। ইহার গুণ—

“বরটা মধুরা মিষ্টা রক্তপিত্তকফাপহা।

কবায়ী শীতলা গুণবী স্তন্যদুগ্ধানিলাপহা॥” (ভাবপ্রঃপূঃপ্রঃ)

৩ বরলা, অগ্নিপ্রকৃতি কীটভেদ, চলিত বোলতা। ৪ বঙ্গ।

বরটী (স্ত্রী) বরট-জাতো ভীষ্ম। ১ হংসী। (মেদিনীঃ)

২ গন্ধোদী। (ত্রিকাঃ)

“স্বস্তুগোক্তিগ-বরটীশতপদীশুকবলভিকাশৃঙ্গী-

ভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিষাঃ।” (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩ অঃ)

বরটিকা (স্ত্রী) কুন্তবীজ। পর্যায়—বরটা। ইহার গুণ—

মধুর, মিষ্ট, গুরু, অম্লতা ও বায়ুহর। (ভাবপ্রঃ)

বরণ (স্ত্রী) বৃ-ভাবে লুট। ১ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্যে

নিয়োজন। যাহাকে কোন মঙ্গল কার্যে নিয়োগ করা যাইতেছে,

তৎপ্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাহার সম্মানরূপ

তদীয় সর্বাঙ্গের সঞ্চর্চনা। ২ কল্যাবিবাহে বর-বরণের রীতি।

• “ন চ বিপ্রেষদীকারো বিহতে বরণং প্রতি।

স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়গামিতীয়ঃ প্রথিতাঃ শ্রুতিঃ॥” (মহাভাঃ ১।১৯০।৭)

হোমসাধ্য যে কোন বিহিত কাম্বেই হোম আরম্ভ করিবার

পূর্বে যজ্ঞমান আপন শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখাইবার জন্য

আচার্য প্রভৃতিকে স্বয়ং বরণ করিয়া দিবেন। আচার্য প্রভৃতি

বরণায় ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধাদি দ্বারা স্ত্রীতি বিধান করিয়া কৰ্ম-

করণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দানবাচন, অগারম্ভ, বরণ

ও ব্রত প্রভৃতি হলে যজ্ঞমান-কর্তৃত্বই বুঝিতে হইবে। বরণ-

কালীন যজ্ঞমানকে পূর্বমুখ এবং আচার্য প্রভৃতিকে উত্তরমুখ

হইয়া বসিতে হইবে।

“সৰ্গঃ প্রাথুখে দাতা গৃহীতা চ উদযুগঃ।” (শ্রুতি)

কাতায়ন বরণবিধি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

প্রথমে যজ্ঞমান আসন আনিয়া বসিবেন,—“সাদু ভবানু আস্তা-

মর্জয়িষ্যামো ভবন্তং।” বরণীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন, “সাদ্বহমাসে’

হরিশর্মা বলেন—“অর্জয়িষ্যামো ভবন্তং” এই কথার পর “অর্জয়’

এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য। (সংস্কারতত্ত্ব)

যে কৰ্মে বরণ করিতে হইবে, তাহাতে নিয়োক্তরূপ সঙ্কল্প

করিয়া বস্ত্র ও উপবীতাদি দিতে হইবে।

যাহাকে বরণ করিতে হইবে তাহার দক্ষিণ জাম্ম স্পর্শ করিয়া

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ অমুককৰ্ম্মকরণায়

ঐতিব্রহ্মপুশ্পমালাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বুধে” এবং ঋত্বিক্,

“বৃতোহস্মি” বলিবেন। পরে যজ্ঞমান বলিবেন—“বধাবিহিতং

অমুক কৰ্ম্ম কুরু।” ঋত্বিক্ ‘বধাঙ্গানং করবানি’ এই কথা বলিবেন।

এইরূপে ঋত্বিক্ বরিত হইয়া তাহার সঙ্কল্পিত কৰ্ম্ম আরম্ভ

করিবেন। যজ্ঞমান নিজে কৰ্ম্ম করিতে না পারিলে পুরোহিত

প্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত ঐ পূজাদি কৰ্ম্মে

ব্রতী হইয়া কার্য সমাধা করিবেন। বিবাহেও জামাতাকে

প্রথমে বরণ করিয়া পরে কল্যাসপ্রদান করিতে হয়। বিবাহে

বরণ হলে বর ও কল্যার উর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম উল্লেখ

করিয়া বরণ করিতে হয়।

“বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ।

বাক্যং ত্রৈপুরুষিকং কার্য্যং ত্রিষাণ্ডিবিবক্ষিতং॥” (উদাহতত্বঃ)

বিবাহে বরণবাক্য এইরূপ হইবে। সংপ্রদাতা বরের দক্ষিণ

জাম্ম স্পর্শ করিয়া—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে

পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রঃ

অমুকপ্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ প্রোক্তো অমুকগোত্রঃ অমুক-

প্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ

অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেব-

শর্মাণঃ বরঃ; অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ

প্রোক্তো অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রীঃ

অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রঃ

অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবীঃ কল্যাঃ দাতুমৈভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য

বরন্তেন ভবন্তমহং বুধে” বলিবেন। পরে জামাতা ‘বৃতোহস্মি’

বলিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়া দিলে তবে তাহার কার্য্যে অধি-

কার হয়, এইজন্য ব্রতাদিতে পুরোহিতাদিকে বরণ করিতে হয়।

প্রতিনিধি বা উপযুক্ত ব্যক্তিনিয়োগের নামই বরণ। যেনন

রাজপদে বরণ। এই জন্য মাস্তুলিক কার্য্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির

সম্মানার্থ কতকগুলি মাস্তুলিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সঞ্চর্চনা করা

হইয়া থাকে। যে পাঠে ঐ মাস্তুলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত

থাকে, তাহাকে বরণডালা বলে।

২ বেটন। ৩ পূজার্কনাদি। (পুং) ৪ প্রাকার। ৫ বরণবৃক্ষ।

(অমর) ৬ উট্ট। ৭ সংক্রম, চলিত সাঁকী। (হলায়ুধ)

বরণক (ত্রি) বরণকারী। আচ্ছাদন।

বরণডালা (দেশজ) মাস্তুলিক দ্রব্যপূর্ণ একখানি পিত্তলের

পাখা বা বংশধণ্ডনির্মিত গোলাকার ডালা। কুলকামিনীগণ সে

পাখে খুরি রাখিয়া তাহাতে নিয়োক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন।

পুরোহিত তাহার একটা একটা তুলিয়া বরকে বরণ করেন।

স্ত্রী-আচারের সময়ে সধবা কামিনীগণও কএকখানি এরূপ পাখ

বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইয়া মাথায় লইয়া বরের চারিদিকে ঘুরিয়া

বেড়ায় এবং নির্মল্লন করে।

বরগড়ালার জ্বায়া :—মহী (মৃত্তিকা), বেতচন্দন, শিলা (গুড়ি), ধাতু, দুর্গা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, যক্ষিক, সিন্দূর, শম্ব, কঙ্কাল, হরিত্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, বেতসর্ষপ, দর্পণ, সূত্র, চামর, দীপ, লৌহ।

বরগমলা (স্ত্রী) বরণার যা মালা। বরণপ্রজ্ঞ, বরণসময়ে যে পুষ্পমালাদি দেওয়া যায়।

বরণগঙ্গী (স্ত্রী) বারণঙ্গী। (শব্দরত্না) \*

বরণপ্রজ্ঞ (স্ত্রী) বরণমালা। (রাজতরং ১৬১)

বরণা, পঞ্জাবদেশেইয়া একটি নদী। (পা ৪২৮২) প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকগণ ইহাকে Aornos নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। ইহা এখন বরণস নামে খ্যাত।

বরণা (স্ত্রী) বরণ-টাণ্। নদীবিশেষ। (শব্দরত্না) এই নদী বারণঙ্গীর উত্তর সীমা এবং অতিশয় পুণ্য নদী। এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিমূর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুর দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পাদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গত হইয়াছে, এই জন্য এই ছই নদীই পুণ্যবর্ত্তিনী ও পাপনাশিনী। এই ছই নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থান বারণঙ্গী নামে খ্যাত। ইহার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে আর নাই। (বামনপু"৯ অ")

২ ভুবরী। (নকুল ১৩অ") চলিত অড়হর কলাই।

বরণীয় (ত্রি) বৃ-অনীয়। বরণের যোগ্য, যাহাকে বরণ করা যায়, বরণ্য। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রেষ্ঠ।

বরণু (পুং) বৃগোষ্ঠীতি বৃ (অণু কৃৎসৃ বৃঞঃ। উণ্ ১১২৮) হাঁত অণু। ১ অণুরবেদি, চলিত বারাণ্ডা। ২ সমুহ। ৩ মুখরোগভেদ, চলিত বরসকোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ-সূত্র, গঠিত।

বরণুক (পুং) বরণ স্বার্থে সংজ্ঞায় বা কন্। ১ মাতঙ্গবেদি, হাতীর হাওদা। ২ মুখ্যমান গজঘরের মধ্যবর্ত্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। ৩ যোজনকটক, চলিত বরসকোড়া। (মেদিনী) ৪ বর্জুল, গোল। (ত্রি) ৫ বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কুপণ। (শব্দরত্না) ৮ বরণশব্দার্থ।

বরণু (স্ত্রী) বরণ-টাণ্। ১ সারিকা। ২ বস্তি। ৩ শব্দভেদ।

বরণালু (পুং) বরণ ও ব আনুরজ। এরণ্ড বৃক্ষ, কন্দশাক-বিশেষ। (ত্রিকা")

বরতরফ্ (পারসী) কার্য হইতে অব্যবহেওয়া।

বরতরফী (পারসী) যাহাকে বরতরফ্ করা হইয়াছে, যাহাকে অব্যবহেওয়া হইয়াছে।

বরতনু (ত্রি) ১ সূন্দরী স্ত্রী। ২ হনোভেদ। ইহার প্রত্যেক

চরণে ১২টা অক্ষর থাকে, উদাহরণে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ লঘু, তদ্বিত্ত বর্ণ গুরু।

বরতনু (পুং) একজন প্রাচীন ঋষি। "কৌৎসঃ প্রপেদে বরতনু-শিষ্যঃ" (রঘু) বহু বচনে বরতনুর বংশধর বুঝায়।

বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠত্বিত্তিত্তনুসো যন্ত। ১ কূটজ বৃক্ষ, ফুড়ি গাছ। ২ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি") ৩ পপটক, ক্ষেত পাপড়া। ৪ বোহিতক বৃক্ষ, রমনা গাছ। (পর্যায়মুক্তা") বরতিক্তিকা (স্ত্রী) বরতিক্ত স্বার্থে কন্ টাণ্ অত ইৎ। ১ পাঠা, আকনাদি। 'বরতিক্তিকা' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বরতোয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (শব্দরত্না) ১৫৪)

বরৎকরী (স্ত্রী) রেণুকা নামক গজদ্বয়া। (শব্দচ")

বরত্রা (স্ত্রী) ত্রিযতেহনেতি বৃ (বৃঞশিৎ। উণ্ ৩১০৭) ইতি অত্রন্ টাপ। হস্তিকক্ষ-রজ্জ্ব, করিবন্ধন, চলিত কাচদড়ী। পর্যায়—চুষা, কক্ষা, কক্ষ। ২ চর্ম্মরজ্জ্ব। (অক ১০৬০৮)

বরত্চ (পুং) বরা হিতকরী স্ত্রী যন্ত। ১ নিম্ববৃক্ষ। (রত্নমালা)

বরদ (ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোহ্লুপসর্গেতি। পা ৩২১৩) ইতি ক। ১ অভীষ্টদাতা, পর্যায়—সমর্দ্ধক, বাহিতার্থদ। "বরদং তং বরং বত্রে সাহায্যং ক্রিয়তাং মম।" (ভারত ১২২১৭) ২ প্রসন্ন, যিনি অভিলষিত বরপ্রদান করেন।

বরদ, বিদ্যাপার্ষস্থিত শোণনরতীরবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রাম।

(ভবিষ্যত্ৰক্ষণ" ৮৩৭)

২ বজ্রের একটি প্রাচীন বিভাগ। (ভবিষ্যত্ৰক্ষণ" ১০১৩)

বরদ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, তোস্তীর-মণ্ডলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম ত্রিনিবাস। ইনি অনঙ্গ-জীবন নামে একখানি ভাগ রচনা করেন।

বরদকবি, কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

বরদক্ষিণা (স্ত্রী) ১ বিবাহকালে কস্তার পিতা বরকে যে যৌতুক বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্ত্র উদ্ধারের যে বৃথা খরচ পত্র হয়, তাহাকে বরদক্ষিণা বলা যায়।

বরদচতুর্থী (স্ত্রী) বরদা চতুর্থী। দ্বাধ মাসের গুরুচতুর্থী।

বরদন্ত (ত্রি) ১ বর বা অমুগ্রহরূপে প্রাপ্ত।

বরদদেশিকার্চা, ১ কাঞ্চীবাসী স্মরণের পুত্র, ইনি 'বসন্ত-তিলক' নামে একখানি ভাগ রচনা করেন।

২ একজন দার্শনিক। ইনি তত্ত্বর ও বেদান্তকারিকাবলী নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদনাথ, তত্ত্বরচন্দ্রকর্ণসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ইহার পুত্র ঐ গ্রন্থের উপর রত্নরত্নচন্দ্রকর্ণ নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বরদনায়কসূরি, দাক্ষিণাত্যের একজন এসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি তত্ত্বনিরূপণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদমূর্ত্তি, বাঙ্গালাদেশে সঙ্কল্পনির্ণয় নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদযোগ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। (ভবিষ্য-  
ত্রন্থা ১৮।২২) বর্তমান নাম বজ্রযোগিনী। [বজ্রযোগিনী দেখ।]

বরদরাজ, ১ একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক। ইনি তর্ককারিকা,  
তাত্ত্বিকরকা এবং সারসংগ্রহ নামে তাত্ত্বিকরকার টাকা রচনা  
করেন।

২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইহার পিতার নাম হর্গাতনয়।  
পাণিনি-বাকরণ আশ্রয় করিয়া ইনি শীর্ষাংশপদমঞ্জরী, মধ্যশিদ্ধান্ত-  
কোমুদী, লঘুকোমুদী এবং সারসিদ্ধান্তকোমুদী বা সারকোমুদী নামে  
সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বামনাচার্যের পুত্র ও  
অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যক-  
ভাষ্য, নিধানসূত্রবৃত্তি, প্রতিহারসূত্রবৃত্তি, মশককল্পসূত্রভাষ্য এবং  
বরদরাজদীক্ষিতীয় নামক শ্রোতগ্রন্থরচয়িতা।

৪ একজন মীমাংসক, রঙ্গরাজের পুত্র, দেবরাজের পৌত্র  
এবং সূর্যদর্শনাচার্যের শিষ্য, মীমাংসানরবিবেকদীপিকা প্রণেতা।

৫ একজন নৈয়ায়িক, রামদেবমিশ্রের পুত্র, হরিনাসের  
ভার্যুসুমাঞ্জলীটীকার একজন টিপ্পণীকার।

৬ শিবসূত্রবাস্তিকরচয়িতা।

৭ ব্যবহারকাণ্ড বা ব্যবহারনির্ণয় প্রণেতা।

৮ বাগপ্রারম্ভিকব্যাক্যকার।

৯ আনন্দভীর্থ রচিত মহাভারততাত্ত্ব্যনির্ণয়ের মঙ্গ-  
স্থবোধিনী নামে টীকাকার।

১০ ভাবামঞ্জরী ও প্রামাণ্যপদার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ ভ্রাতৃদীপিকা প্রণেতা।

১২ তত্ত্বনির্ণয় নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টীকাকার।

১৪ পুরুষসংস্করণ জনৈক ভাষ্যকার।

১৫ কবিজ্ঞানবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ আচার্য, নামমাতৃকানিঘট্ট রচয়িতা।

বরদরাজ চোলপণ্ডিত, বিবেকতিলক নামধের রামায়ণের  
জনৈক টীকাকার।

বরদরাজভট্ট, সানান্তপদমঞ্জরী নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীয় নীতিসারের টীকাকার।

বরদরাজী (ত্রি) বরদরাজলিপি।

বরদর্শিনী (ত্রি) যেখানে স্থলকণা বা স্থলরী। (রামায়ণ  
২।৫৫.২) কেহ বরদর্শিনী এই পাঠ অহুমান করেন।

বরদবিষ্ণুসূরি, জৈন স্মৃতিভেদ।

বরদা (ত্রি) বরদ-টীপ। ১ কড়া। (মেঘিনী) ২ আঘাত্য-  
ডক্তা। ৩ অধগচ্ছ। (ভাবপ্র) ৩ অতীষ্টকলদাত্রী। ৪ এসর-  
চিকুচক হস্তাদি বিভ্রান্তরূপ মুদ্রাবিশেষ। ৫ স্তবর্জনা, চলিত  
হড়হড়ে। ৬ বারাদীকল। (বৈদ্যকনি)

বরদা, হিমশাদবিনিঃসৃত নদীভেদ। (হিমবৎ ৮০ ৪।৬৯) এখানে  
অষ্টাদশভূজা জলীমূর্ত্তি বিরাজিত। (হিমঃ ৪১।৩২-৪৪)

বরদা (ত্রি) শক্তি-মূর্ত্তিভেদ।

বরদাচতুর্থী (ত্রি) বরদাখ্যা চতুর্থী। মাঘ মাসের ওরাদাচতুর্থী।  
মাঘ মাসের ওরাদাচতুর্থীর দিন গৌরীপূজা করিতে হয়, এই দিন  
গৌরীপূজা করিলে তিনি বরদাধিনী হইয়া থাকেন, এইজন্য এই  
চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপূজা করিলে  
সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পূজা  
করিয়া পক্ষমীতে সরস্বতীপূজা করিতে হয়।

“চতুর্থী বরদা নাম তত্ভাং গৌরী স্পৃহিতা।

সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পক্ষম্যাং শ্রীরাপি শ্রিয়ঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বরদাচার্য, কয়েকজন বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যথা—

১ অনঙ্গব্রহ্মবিজ্ঞাবিলাস ও অখ্যলভাগ নামে ভাগরচয়িতা।

২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার।

৩ অভয়প্রদান ও অভয়প্রদানসার-প্রণেতা।

৪ উৎপ্রেক্ষামঞ্জরী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

৫ কাষ্টালীর্থগুণমণ্ডনকার।

৬ পরতত্ত্বনির্ণয়কার।

৭ কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

৮ প্রেমেরমালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

৯ ভগবদ্ভানুমুক্তাবলীকার।

১০ মঙ্গলময়ুরমালা নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ যতিরোধবিজয় বা বেদান্তবিলাসনাট্যকার।

১২ বিরোধপরিহারকার।

১৩ ব্যাকরণলব্ধবৃত্তি প্রণেতা।

১৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদভাষ্যকার।

১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচয়িতা।

বরদাত্ত (পুং) দদাতীতি দাতু, বরদাত্ত দাতুঃ। বৃদ্ধবিশেষ,  
শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী কুঁইসহ, পর্যায় ভূমিসহ, দাদদাত্ত,  
ধরদ্বন্দ্ব। গুণ—শিথিল ও রক্তপিত্তপ্রদান। (ভাবপ্র)

বরদাত্ত (ত্রি) দাতু, বরদাত্ত দাতা। অতীষ্ট কলপ্রদাত্তা,  
যিনি বর দেন। ত্রিরাং ভীষ। বরদাত্তী

বরদাধীশ যজ্ঞন, একজন এসিদ্ধ স্মার্ত্ত বেদটাধীশের পুত্র। ইনি  
প্রয়োগবৃত্তি ও প্রারম্ভিকপ্রবীণিকা রচনা করেন।

বরদান (ক্ৰী) বরস্ত দানং। অভিলষিত বিষয়-প্রদান।  
 বরদানময় (ত্রি) বরদান স্বরূপে ময়ট। বরদান স্বরূপ।  
 বরদানিক (ত্রি) বরদানসম্বন্ধীয়।  
 বরদাভূমি, জনপদভেদ। (ভবিষ্যতস্মৃতি ৬।২৭)  
 বরদাযোগিনী, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। এখানে গোড়াধিপ  
 রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী) বর্তমান নাম বঙ্গযোগিনী।  
 বরদারু (পারসী) ১ বেহারা। (ত্রি) ২ ধারণকারী।  
 বরদারী (পারসী) বেহারার কার্য।  
 বরদারু (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (Tectona Grandis)  
 (ত্রি) শ্রেষ্ঠদারু। অশ্বখ বটাদি সুবৃহৎ বৃক্ষ।  
 বরদারুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়।  
 বরদাশ্বস্ (ত্রি) বরদ।  
 বরদাস্ত (পারসী) সম্ব, সহিষ্ণুতা।  
 বরদেব, একজন রাঠোর রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা। ইনি কামধ্বজ  
 উপাধিধারী জৈনাদেশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। ইনি  
 খ্রীষ্ম জ্যোতিষাত্মক বারাগমী ও ৮৪টা নগরের আধিপত্য  
 প্রাপ্ত হইলেও তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র  
 রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাবক কামধ্বজ  
 নামে খ্যাত।  
 বরদ্রুম (পুং) বৃহদাকার বৃক্ষভেদ। অগুরুভেদ। (Agallochum)  
 বরধর্ম (পুং) শ্রেষ্ঠকার্য।  
 বরধন্যকুং (ত্রি) অপরের মঙ্গলজনক কার্য্যকারী।  
 বরনারী (স্ত্রী) মন্দরী স্ত্রী।  
 বরনিশ্চয় (ত্রি) পতিনির্দোষ।  
 বরন্দা (দেশজ) তৃণবিশেষ। সম্ভবতঃ বালাগু ঘাস, যাহাতে  
 মাছের প্রস্তুত হয়।  
 বরপক্ষ (পুং) বরযাত্রা।  
 বরপাত্র (দেশজ) বর।  
 বরপাত্রী (ক্ৰী) তত্ত্বোক্ত দেবীভেদ।  
 বরপাক্ষীয় (ত্রি) বরের সম্পর্কীয় বা বরযাত্রাসম্বন্ধীয়।  
 বরপণ্ডিত, কথাকোষক নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।  
 বরপর্ণাখ্য (পুং) বরাণি পর্ণাশ্রয়, বরপর্ণতি আখ্যা যত।  
 কীরককুকী বৃক্ষ। চলিত কীরকডার। (রত্নমাং)  
 বরপীত[ক] (পুং) হরিতাল।  
 বরপুত্র (পুং) যিনি দেবতার অমুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।  
 যেমন কালিনাস সরস্বতীর বরপুত্র।  
 বরপোত (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক। (নৈষকটুপ্রকাশ)  
 বরপ্রদ (ত্রি) বরং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর  
 প্রদান করেন। ত্রিমাং টাপু=বরপ্রদা—লোপানুদ্রা।

বরপ্রদান (ক্ৰী) বরস্ত প্রদানং। বরদান, বর দেওয়া।  
 বরপ্রভ (ত্রি) ১ অতি প্রভাবিশিষ্ট। বোধিসত্ত্বভেদ।  
 বরপ্রস্থান (ক্ৰী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুম্বসহ  
 বরের কছালায়ে আগমন।  
 বরক্ (পারসী) তুষার। জল জমিয়া শ্বেতবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের  
 স্থায় হইলে তাহাকে বরফ কহে। [পবর্গে দেখ।]  
 বরফল (পুং) বরং ফলমন্ত। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (ক্ৰী)  
 ২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল।  
 বরবাহুলীক (ক্ৰী) কুছুম। জাফরান।  
 বরযাত্রা (স্ত্রী) বরস্ত যাত্রা। বিবাহ করিতে বরের কছাগৃহে গমন।  
 পৃথিবীস্থ ক সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির  
 ভিতরই বরযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি  
 সকল জাতির সমান নহে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের  
 সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উৎসব ও আমোদের রীতি নীতি  
 এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলট পালট  
 হইতেছে। এই পরিবর্তন শুধু যে উচ্চ সম্প্রদায়ের  
 ভিতর ঘটিতেছে তাহা নয়; উচ্চ সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব  
 আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিম্ন সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা,  
 চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে। এরূপ  
 পরিবর্তনের প্রথা কালের হিসাবে ভাসিয়া সকল জাতিকেই  
 জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে। তবে কথা  
 এই, বাহিরের চাল-চলনাদির পরিবর্তন-পরিমার্জন কিছু কিছু  
 হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন  
 ধর্মোচ্ছল কর্মক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই।  
 বাঙ্গলার সর্ববর্গের হিন্দু—বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দু-  
 গণের মধ্যে এই বরযাত্রা স্থানভেদে কচিং কোথাও কিকিৎ  
 পরিবর্তিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মাত্রালিক  
 ধর্মকর্মগুলি প্রায় সর্বত্রই সমান।  
 যাত্রা করিবার পূর্বে অবস্থানস্থানে বরের সাজ-সজ্জা হয়।  
 কোন কোন বর হয় ত কীরট-কুণ্ডল-ককুকাদি-মণ্ডিত হইয়া  
 যাত্রা করেন এবং কাহাকেও বা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত  
 হইয়া যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীর ত কথাই নাই, বর দরিদ্র  
 হইলেও বরযাত্রা ব্যাপারটীতে সর্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না  
 কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিও ভারী  
 শওরভবনে প্রথমগমনে সম্ভবমত স্ব স্ব সম্পদ ও সমৃদ্ধ-  
 ভাবেরই পরিচয় দেয়।  
 বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে যাত্রা করে। যাত্রা করিবার  
 পূর্বে বরের ললাটকলক চন্দন-চর্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ  
 বরের ললাটে শ্বেত চন্দন লেপিয়া দেন এবং বরের বিষবিনাশের



জন্ম তাহার চন্দ্রনাক্ষিত লগ্নটি মধ্যে 'হুগী' বা 'হরি' প্রভৃতি 'ভগ-বৎ' নাম লিখিয়া রাখেন। যাত্রাকালে একটা দধি-মধু-স্নানিত সফলপত্রব পূর্ণকুন্ত বরের সমুখে রাখা হয়। বর তাহার দিকে তাকাইয়া 'হুগী গণেশ মাধব' প্রভৃতি ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করে। এই সময় শুক পুরোহিত কিংবা অস্ত্র কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'দেহুর্ভবৎসপ্রযুক্তা' প্রভৃতি ব্রাহ্মণমূল স্তব পাঠ করেন, বর যাত্রা করিয়া অগ্রে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতা প্রভৃতি অস্ত্রান্ত্র নমস্তবর্গকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত ব্যক্তিগণ বরকে আশীর্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণ হলুধ্বনি ও পঞ্চধ্বনি করেন। অনেক স্থানে দেখা যায়, রমণীগণ পাঁচ সাত জনে মিলিয়া এই সময় মঙ্গলিক সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পূর্ণকুন্তের পার্শ্বে একখানি বরণ-ডালা থাকে। এই বরণ ডালার স্বস্তিক, সিন্দূর, ধাত্ত, দুর্কা, প্রদীপ প্রভৃতি বহু মঙ্গলিক দ্রব্য সজ্জিত রাখিতে হয়। বর যাত্রা করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী গুহু দিয়া তাহার হাত ধুয়াইয়া দেন।

দেশভেদে প্রচলিত কলার মাঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী জাতি দর্পণাদি বামহস্তে লইয়া বর বর হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জাতি কুটুম্ব আত্মীয় অন্ত-রঙ্গ প্রভৃতিও চলিতে থাকেন। অবস্থান্তরে ও চলাচলের সুবিধাবিশেষে বর বান, নৌকা, পানী, বা অশ্বে গমন করেন। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের বর, পথের স্তম্ভ ও স্রবোগে হইলে প্রায়ই হস্তী, চতুর্দোল বা মূল্যবান অশ্বখানে যাত্রা করিয়া থাকেন।

রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। বিনি ধনী অথচ সহরবাসী, তাঁহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাণ্ডবিকই দেবিবার যোগ্য। বাহার ধন আছে, তিনি অস্ত্র বাধে যত ব্যয় করুন আর নাই করুন, বর-যাত্রাব্যাপারে ঘরের গৃহিণী বা অস্ত্র পরিজনদের খাতিরে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রায়ই মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায়। খেত, পীত, নীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চম্ভাতপ-রাজিত রোপা বা পিত্তল দণ্ডমণ্ডিত বহু বাহক-বাহিত কালর-রলমলীকৃত স্তম্ভর চতুর্দলের লোহিত মধ্যমূল-সজ্জিত বেদিকার চড়িয়া কিরীট-কুণ্ডল কঙ্কু পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে থাকেন। ছুই পার্শ্বে ছুইটা স্ত্রী বেশধারী বালক চারদ্বয় লইয়া তাঁহাকে বাতাস করে, অস্ত্রান্ত্র বরযাত্রিকগণ অবস্থাহুসারে পরিকার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা করিয়া বরের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিহিল বাঁধিয়া চলেন, নানা রঙ-বেরঙের রেশম নাই হয়। নানা চক্কর বেশী বিদেশী বাজনা বাজে, কোথাও বা হরেরক রকম বাজী পুড়ে। আশাশোচী নইয়া কোথাও বা ঢোল ডুরোয়াল ধরিয়া বিবিধ পাগড়ী-বাঁধা

বহু সজ্জিত অহুচর সহচর কাতারে কাতারে বাজনার তালে তালে পা কেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অশ্ব, কাগজের নৌকা ও শুষ্কপরি বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃতি কত কি দৃশ্য-বেরং সং চলিতে থাকে। অগণিত আলোক-সজ্জার দর্শকের চকু বলসিয়া যায়। এরূপ মিহিল দেখিবার জন্ম সান্তার দুই ধারে দলে দলে লোক জমিয়া যায়।

বর যখন সদলবলে কস্তাকর্তার বাড়ী গিয়া পৌছেন, তখন কস্তাকর্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সন্মানে মিষ্ট আহ্বানে গৃহে লইয়া যান।

বাল্যার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্রাদি মধ্যে অবস্থাহুসারে চলাচলের স্তম্ভ স্রবোগে বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপই। তবে বাহাদের অর্থহুসার তেমন নাই, তাঁহারা সমারোহের তাগ অনেকটা কমাইয়া দেন।

ভারতের, শুধু ভারতের বলি কেন—পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমুদ্র অসমুদ্র বাবতীর জাতিরই বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপ অন্ন-বিস্তার আমোদ উৎসব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। [ বিবাহ দেখ। ]

বরযাত্রিন (ত্রি) বরযাত্রা-অন্তর্থে ইনি। বাহার বরের অহু-গমন করে। বরের সহিত বাহার বর, তাহারিগকে বরযাত্রী বলে। বরযিত্ত (পুং) বর-গিহ-তৃচ্। ১ তত্ত্বা, স্বামী, প্রণয়ী।

২ বরণকারিতা।

বরযিত্তব্য (ত্রি) বর-গিহ-তব্য। বরণের যোগ্য। (হেম) বরযু (পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিতেষ। (ভারত উদ্যোগপর্ক) বরযুবতি (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টা করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১,৪,৬,৮,৯, ও ১৬ অক্ষর শুক, তত্ত্ব বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

“ভো নরনা নগো চ যত্নাং বরযুবতিরিৎ” (ছন্দোম’)

২ রূপবোবনসম্পন্ন স্ত্রী।

বরযোগ্য (ত্রি) ১ বর, আশীর্বাদ বা উপহার পাইবার যোগ্য। ২ বরণীয়।

বরযোনি (পুং) কেসর। (নিমন্তু প্রকা°)

বররুচি (পুং) বরা চর্চিত। একজন প্রাচীন বৈরাগ্য ও প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার অপর নাম পুনর্কর। (ত্রিকা°) অষ্টাধ্যায়ীভূতি, একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিমন্তু, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষর-ত্ৰিধান, ত্রৈক্যনিমন্তু, কারকচক্রকারিকা, দণ্ডগণকারিকা, পদ্ম-কৌমুদী, প্রদ্যোগবিবেক, প্রদ্যোগবিবেকসংগ্রহ, প্রোক্ত-প্রকাশ, হুদহর (পুণ্ডহর), বোগপতক, সাক্ষরকাব্য, সাক্ষরীতি, লিঙ্গ-বিশেষবিধি, লিঙ্গভূতি, লিঙ্গাহ্বাসন, বররুচিকাব্যাকাব্য, বাহ-

হরলী, বার্তিক, শব্দলক্ষণ, স্রুতবোধ ও সমাসপটল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু বস্তুতঃই তিনি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা নিয়ে নানা সন্দেহ আছে। অনেকে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচারের জন্য বররুচির নামে প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও অন্তের রচিত অনেকগ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। একমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাকৃত-প্রকাশ এবং বাকাপদীয় আদি বররুচির রচনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ভোজপ্রবন্ধে তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, বররুচির অপরাধ নাম কাব্যায়ন। তিনি বৈদ্যাকরণ পাণিনির সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণ অথবা তাঁহার নামে প্রচারিত বা তৎকর্তৃক প্রকাশিত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিহৃত্রের বৃত্তি ও বার্তিকাদি নানা ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখিয়া পাণ্ডিত্যমাত্র তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সোমদেবের পুত্র কাব্যায়ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পাণিনির হৃত্র ও বার্তিক আলোচনা করিলে হৃত্রকার ও বার্তিককারকে কখনই এক সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না, বরং হৃত্রের বহু শতবর্ষ পরে বার্তিক রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। [ পাণিনি দেখ। ]

বার্তিক ও প্রাকৃতপ্রকাশকারকেও আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। প্রাকৃত-প্রকাশে বররুচির অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া মনে হয় যে প্রাকৃত ও পালীভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাক্ষণকালে তাহার ভূমিকায় অধ্যাপক টি. বি. কাউয়েল লিখিয়াছেন, বররুচি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর লোক ছিলেন। গারেট সাহেবের মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দে এবং চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্বে বিজয়মান ছিলেন। অভিধানকার হেমচন্দ্রবিরচিত হুবিবাবলীচরিতে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় বালা ১ম নন্দের রাজত্বকালে মগধের অন্তর্গত পাটলীপুত্র নগরে বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে নন্দবংশের আবির্ভাবকাল। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস যে বররুচি মহাশয় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এ সম্বন্ধে তাহারঃ জ্যোতির্বিদ্যাদর্শনের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

“ধনুস্তরিঃ কপণকামরসিংহ-শু-

বেতালভট্ট-বটকর্ণ-কালিদাসাঃ।

প্যাতে বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সত্যায়ঃ

রত্নানি বৈ বররুচির্নৈব বিক্রমস্ত” (নবরত্ন)

কিন্তু উক্ত নবরত্ন যে এক সময়ের লোক নহেন, শ্লোকটি কবিকল্পনামাত্র তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। [ বরাহমিহির দেখ। ]

নন্দবংশের উপাখ্যানে বররুচির অপরাধের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। [ নন্দ দেখ। ]

২ শিব।

বররুচির্তীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (স্কান্দে নাগরথং ১২৫ অঃ)

বররূপ (ত্রি) হৃন্দর রূপবিশিষ্ট। (পুং) বৃদ্ধভেদ।

বরল (পুং স্ত্রী) বৃণাতীতি বৃ-অলচ্। বরট। চলিত বোলতা।

‘বিদ্যম্বলী ভূঙ্গরোলো বরলম্বলমটপদঃ।’ (শব্দমাণ্ড)

বরলক (পুং) বরঃ উৎকর্ষো লকঃ পুশ্বেয়ু যেন। ১ চম্পকবৃক্ষ।

(ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) বরেন লকঃ। ২ বরপ্রাপ্ত, যিনি বর দ্বারা লাভ করিয়াছেন। ৩ রক্তকাক্ষন। ২ নাগকেশর চম্পক।

বরলা (স্ত্রী) বরল-টাপ্। ১ হংসী। (মেদিনী) ২ বরটা।

বরলী (স্ত্রী) বরল-ভীষ্। বরটা। (জটায়ু) চলিত বোলতা।

বরবৎসলা (স্ত্রী) বরে জামাতরি বৎসলা। শব্দভাষ্য, শাণ্ডী। (শব্দমালা)

বরবরাহ (পুং) অসভা। বর্কর বা কুক্ষিত কেশযুক্ত বহু মনুষ্য। ভাষাবিভাগ অসুস্থান করেন, এই শব্দ হইতে গ্রাক Barbaros, রোমক Barbarus ও ইংরাজী Barbarian শব্দেব উৎপত্তি হইয়াছে,

বরবর্ণ (পুং) ১ অবর্ণ। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ।

বরবর্ণিনী (ত্রি) হৃন্দর বর্ণশালী।

বরবর্ণিনী (স্ত্রী) বরঃ শ্রেষ্ঠো বর্ণঃ প্রশস্তঃ পীতাদির্বাভ্যস্তা ইতি বরবর্ণ-ইনি-ভীপ্। ১ অত্যাভ্যস্তা স্ত্রী, পণ্ডিত্য—বরারোহা, মন্ত-কামিনী, উত্তমা, মন্তকাশিনী। (ভারত)

“রত্নভূতা চ কথোক্ত বান্দ্যে বরবর্ণিনী।

ভবিষ্যৎ জানতা পূর্বে ময়া গোপিতবিক্রিতা ॥” (বিষ্ণুপুঃ ১।১৫।৭)

২ লাক্ষা। ৩ হরিত্রা। ৪ রোচনা। ৫ ফলিনী, প্রিয়দ্রু।

৬ সাধ্বী স্ত্রী। ৭ গৌরী, ভগবতী।

“ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোহস্ত তে।

চণ্ডি চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি বরবর্ণিনী ॥” (ভারত ৩।২২।২১)

৮ লক্ষ্মী। ৯ সরস্বতী। (শব্দরত্নাণ্ড)

বরবারণ (পুং) ১ জাঙ্গল জীববিশেষ। ২ হৃন্দর হস্তী।

বরবাসি (পুং) জাতিবিশেষ।

বরবাল্লীক (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ কুসুম, কুসুম। (অমরটীকা)

বরবৃত্ত (ত্রি) বর বা আশাধারীরূপে প্রাপ্ত।

বরবৃদ্ধ (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠো বৃদ্ধঃ। পুরাতন। শিব। (ত্রিকাণ্ড)

বরশাঠ, স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। (ভবিষ্যত্ৰংখ ৮।১৫৩)

বরশিখ (পুং) অল্পবৃত্তভেদ। ইঙ্গ ইহাকে সপরিবারে নিহত করেন। “যেনাবধীর্বরশিখ শেখঃ” (ঋক্ ৩।২।১৪)

‘বরশিখত বরশিখো নাম কচ্চিদমুরঃ’ (সায়ণ)

বরশীত (স্রী) হুচ, দারুচিনি। (বৈজ্ঞানিক।)

বরশ্রেণী (স্রী) ব্রহ্মমূর্খ। লঘুমোরবেল। (বৈজ্ঞানিক।)

বরস্ (স্রী) ১ তেজঃ। “পর্য্যুক্রবরাংসি” (শব্দ ৬৬২।১)  
‘বরাংসি তেজাংসি’ (সায়ণ)

বরসদ্ (ত্রি) আদিত্য, স্বর্ঘ্য। “বৃষদবরসদৃশস্যবোমসদজা”  
(শব্দ ৪৪০।৫)

‘বরসদ্ বরে বরগীয়ে মণ্ডলে সীদতীতি বরসদাদিত্যঃ’ (সায়ণ)

বরসান (পুং) বৃ (হৃদশশানচক্ষুজ্যাম্। উণ্ ২।৮৬) ইতি  
শানচ্। দারিক। (উজ্জল)

বরসন্দরী (স্রী) ১ সন্দরী স্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি  
চরণে ১৪টী অক্ষর। ১,৫,৯,১৩,১৪ বর্ণ গুরু ও তদ্বিত্ত লঘু।

বরস্বরত (ত্রি) স্বরতক্রিয়াভিজ্ঞ। উচ্ছৃঙ্খল।

বরসেন (পুং) গিরিসঙ্কটভেদ।

বরস্ত্রী (স্রী) সন্দরী নারী।

বরস্ত্রা (স্রী) বরগীরা, বরণের যোগ্য। “বরস্ত্রা বামাত্রিগৃহ বে”  
(শব্দ ৫।৭৩২) ‘বরস্ত্রা বরণীয়া’ (সায়ণ)

বরস্ত্রজ্ (স্রী) কথাকর্ষক বরের গলার যে মালা দেওয়া হয়।

বরহক (স্রী) জনপদভেদ।

বরহি, পার্শ্বতা জ্ঞাতিবিশেষ।

বরা (স্রী) বৃ-অচ্-টাপ্। ১ ফলদ্রিক। (মেদিনী) ২ রেণুকা-  
নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দ ৮০) ৩ শুভ্রুচী। ৪ মেদা। ৫ ব্রাহ্মী।  
৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পাঠা। ৮ হরিত্রা। (রাজনি) ৯ শ্রেষ্ঠা। ১০ শণ-  
পুল্পী। ১১ বাতিঙ্গন, বেণুগ। ১২ ওড়পুল্প, জবাকুল। ১৩ বক্ষা-  
ককেটেকী। ১৪ মথ। ১৫ ষোঁতাপরাজিতা। ১৬ সোমরাজি।  
(বৈজ্ঞানিক।) ১৭ শতমূলী, ব্রাহ্মীশাক। (রাজনি।)

বরাক (পুং) বৃগীতে তজ্জল ইতি (জরজিক্কুটপুটপুটঃ বাকন্।  
পা ৫২।১৫৫) ইতি বাকন্। ১ শিব। (মেদিনী) ২ যুদ্ধ। (হেম)  
(ত্রি) ৩ শোচনীয়। ৪ অবর।

“নাথ শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা

সেবো স্বস্ত পদস্ত দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।

যং কক্ষিৎপুরুষাধমং কতিপরগ্রামেশমম্বার্যদং

সেবায়ৈ মুগরামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥” (ব্রহ্মস্মালা ১৭)

৫ পপটক, ক্ষেত্ পাণ্ডা। (বৈজ্ঞানিক।)

বরাকপুর, একটা প্রাচীন গ্রাম।

বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাছা বিভাগের অন্তর্গত  
একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানে ঠাকুর  
উপাধিধারী সামন্তরাজ রায়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত।  
জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা  
নাই। রাজস্ব ১৫০০ টাকা।

বরাজ্ (স্রী) বরমলান্য। ১ মন্তক। ২ শুষ্ক। (অমর)  
৩ শুভ্রক। ৪ ঘোনি। (ত্রিকা) ৫ শ্রেষ্ঠাবরব। ৬ চোচ।

“ভৃগুপত্রক বরাজ্ ভাদ্রভূজকোচং তথোৎকটং।” (ভাবপ্র।)

৭ উপহৃ। ৮ কল্লুট। (বৈজ্ঞানিক।) ৯ পাঠা, আকনাদি।

১০ হরিত্রা। ১১ মেদা। (রাজনি।) (পুং) বরাণি

ভুলানি অকানি যন্ত। ১২ হস্তী। (ত্রিকা) ১৩ বিকুর  
সহস্রনামের অন্তর্গত নামভেদ।

“সুবর্ণবর্ণো হেমালো বরাজ্শন্দনাস্রী।” (বিকুর সহস্রনাম)

১৪ তিন শত চক্ৰিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ।

বরাজ্জক (স্রী) বরমঙ্গমত কপ্। ১ শুভ্রক। দারুচিনি। (অমর)  
(ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠাবরযুক্ত।

বরাজ্জদল (স্রী) প্রিয়ভূপত্র। (চমক চি. ৩ অ.)

বরাজ্জন (স্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা স্রী। অতিপ্রশস্তাভ্যুক্তা  
স্রী, সর্কালসন্দরী স্রী।

“শিরঃ স পুংসং চরণৌ সুপুঞ্জিতৌ বরাজ্জনাসেবনমরভোজনম্।

অনয়শাযিষমপর্কমৈথুনং চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানরস্তি যট্॥”

(লক্ষ্মীচরিত্র)

বরাজ্জরূপোপেত (ত্রি) অঙ্গান্য রূপাণি অঙ্গরূপাণি বরাণি  
অঙ্গরূপাণি তৈরূপেতঃ। শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, স্নান। পর্য্যায়সিঃহসংহতন।

বরাজ্জিন্ (ত্রি) বরাজ্জমত্যাভেতি বরাজ্জ-ইনি। ১ শ্রেষ্ঠাভ্যুক্ত,  
বরাজ্জবিশিষ্ট। (পুং) ২ অন্নবেতস। ৩ গজ। দ্বিযাং স্রীয্।  
বরাজ্জিনী।

বরাজ্জী (স্রী) বরমঙ্গমস্তবরবয়া যত্নাঃ। ১ হরিত্রা। ২ নাগদন্তী,  
বড়দন্তী। ৩ মজ্জিষ্ঠা। (রাজনি।)

বরাজ্জীবিন্ (পুং) জ্যোতির্বিদ্। গণক।

বরাজ্জা (স্রী) উৎকৃষ্ট যুত। মাখন জাগান যুত।

বরাট (পুং) বরমঙ্গমটীতি অট কর্ণাণি অণ্। ১ কপদক,  
কড়ি। (রাজনি) শ্রেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার।  
পাতবর্ণ গেটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষা ওজনের  
মধ্য এবং তিন মাষা ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্য গণ্য। বৈজ্ঞক  
মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংজ্ঞায় অভিহিত।

“পীতাভা গ্রহিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘরূপা বরাটিকা।

সাদ্বিনিক্তভাবা শ্রেষ্ঠা নিম্নভাবা চ মধ্যমা।

পাদোনিক্তভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ণিতা ॥” (রসজ্ঞানাং)

বরাট বা কড়ির শোধনপ্রণালী যথা—কড়ি এক প্রেহর  
কাল কাঁজিতে ঘেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারান্তর—  
মাটিতে গঠ খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া কুব পুরিয়া মধ্যে বাড়ির মুখা  
রাখিয়া পালকানামক যন্ত্রে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিলে কড়িভগ্ন  
বা বিকৃত হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্করোগহর। অগ্রমতে

আমলকী জবীর কিংবা অন্ত কোন অরুসে কড়ি ভিজাইয়া উহা পীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইরা খুঁইরা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই কড়ি শোধন হইয়া যাইবে। \* শোধিত কড়ির ভগ্ন—পরিণাম-পুল, ক্ষর ও গ্রহণীনাশক। কটু, তিক্ত, অগ্নিগীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত ও কফ-হর।

২ রজ্জ্ব। (ত্রিকা.) ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটক (পুং স্ত্রী) বরাট বার্থে কন্। ১ কর্দক, চলিত কড়ি। লীলাবতীতে বরাটকের সংখ্যাভেদে এইরূপ নামনির্দেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক কড়ি কড়ির নাম কাকিনী, চারি কাকিনীতে একপণ, বোল পণে এক ত্রয়া এবং বোল ত্রয়েয় নাম নিক।

“বরাটকাণাং দশকংহরং যং,

সা কাকিনী তাম্শ পণশ্চতস্রঃ।

তে বোড়শ ত্রয়া ইথাবাগম্যা,

ত্রয়োতথা বোড়শতিশ্চ নিকঃ॥” (লীলাবতী)

প্রারম্ভিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, বোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হয়।

“অনীতিভিবরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।

তৈঃ বোড়শৈঃ পুরাণ ভাব্যতং সপ্ততিশ্চ তৈঃ॥” (প্রারম্ভিকত)

দক্ষিণার বরাটক দিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণেতরে দান ও দক্ষিণাধীন বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, তাই এক কড়ি বা এক পণ কড়ি অথবা একটা কল বা একটা পুশ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে।

“হস্তমশ্রোত্রিরং দানং হতো বজ্রবদক্ষিণঃ।

তন্মাত্রং পণং কাকিনীং বা কলং পুশ্পমথাপি বা।

এদমাত্রং দক্ষিণাং বজ্রে তন্মাত্রং স লক্ষণো তথৈব॥” (ভক্তিতত্ত্ব)

(পুং) ২ রজ্জ্ব। ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটকরজ্জ্ব (পুং) বরাটক ইব রজ্জো বস্র। ১ নাগকেশর বৃক্ষ।

বরাটকবিষ (স্ত্রী) বরাটক নামক বৃক্ষসারমিথাস বিব।

(হৃদ্রত কন্ ২ অঃ)

\* “বরাটী কাকিকৈঃ স্ত্রিয়া বাযাজ্জুভিবধায়েদ্যং।”

বভাভজ—

তুসর্গে চ সন্মত্তে পুজলীং হাপ্যংগে দ্বয়ীঃ।

তুয়েণ পুরংগে ভত্যাঃ কিকিল্লংগাঃ ভিববজ্জঃ।

বরাটৈঃ পুজিতাঃ বুধাঃ ভজ্যন্তে বিসিদ্ধোদয়ে।

কারীবাধিঃ ভজ্যে কল্যাণং পাদিকাঃ বস্তুভুতবদ্।

অনেন স্নিগ্ধেত সুকং বরাটৈঃ সর্করোদগজিঃ।

অভক্তঃ—বরাটঃ ভজ্যে চমেষ্টী জবীরাগাঃ জসেন বা।

অভেবাধিঃ চারাবাঃ বাবং পীতঃ স পম্ভতি।

পশিণায়াধিবৃদ্ধং করম্ভ গ্রহণীনাশক।

কটু। গীপক। তিক্ত। বুধা। বাতকফাপহা।” (রসকলস-ভারবহারঃ অঃ)

বরাটিকা (স্ত্রী) বরাট-বার্ধে কন্। ততটাপ, অত ইষক।

১ কর্দক। (ভরত)

“বহুকম্মণিবরাটিকাণনাটং কর্দকটোংকরঃ।” (সৈবধ ২৮৮)

২ তৃচ্ছবাটিকা।

“প্রয়াগে সূত্র্যতে যেন তত গজা বরাটিকা।” (উদ্ভট)

৩ দাগেবরবৃক্ষ।

বরাটকী (স্ত্রী) বরাটক সম্বন্ধীয়। (প্রবরাখ্যার)

বরাটী (দেশজ) রাগিণীভেদ।

বরাড়ী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাস ও রাগিণী দেখ।]

বরাণ (পুং) ত্রিষতে ইতি বৃ-বৃচ, পূর্বোদরাদিত্যগ্রন্থক দীর্ঘ।

১ ইন্দ্র। (ত্রিকা.) ২ বরুণবৃক্ষ। (শব্দরত্না.)

বরাণস (স্ত্রী) বরণ ও অসিসম্বন্ধীয় (কানী)। (পা ৪২৮)

বরাণসী (স্ত্রী) পূর্বোদরাদিত্যগ্রন্থক আকার হুয়। কানী, বারাগনী। ‘কানী বরাণসী বারাগনী শিবপুত্রী চ সা’ (হেম)

[বারাগনী বা কানী দেখ।]

বরাং (পারসী) দরকার, প্রয়োজন। (দেশজ) ২ অদৃষ্ট।

৩ নিজ দেয় অংশ বরা না দিয়া অপরের নিকট হইতে পাওয়াই-বার অলীকার। যেন সে অর্থকের কাছে বরাং দিয়াছে।

বরাভী (পারসী) দরকারী ও প্রয়োজনীয়।

বরাভুট (স্ত্রী) বোড়ভেদ।

বরাদন (স্ত্রী) বরৈ রাজভিরভতে ইতি অদ্য ল্যাট্। রাজানন।

বরান্ন (স্ত্রী) বরং অন্নং। তজ্জিতধাত্ত, বিদলকৃত শ্রেষ্ঠান্ন।

শরীধান উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহার দাইল করিতে হয়, পরে উহা জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুস্বাদু হইলে তাহাকে বরান্ন কহে।

“শরীধান্তত কুষ্ঠত দালিক্কা সুস্বাদুয়াং।

পক্ষেদ্যকে সুস্বাদা সা বরান্নমিতি চক্রেতে।

কুক্ষেতে মলসংভক্তং সতুং কুক্ষেতে জরান্।” (ত্রব্যভা.)

বরাননা (স্ত্রী) বরং আননং বতঃ। সুন্দরী স্ত্রী।

বরাভিদ (পুং) অন্নবেতস। (রাজনি.)

বরাবর (পারসী) ১ সোজাহজি। ২ দকাশে। ৩ চিরকাল।

৪ সমতল। ৫ মন্থন।

বরাবর, বোহার আমোদের অন্তর্গত একটা গণ্ড শৈলাশ্রেণী। গরং জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিবরো-পরি এক প্রাচীন শব্দির বিস্তার। তাহাতে সিদ্ধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাস বিনাকপুদের গ্রীককবিবেদী অম্বররাজ এখানে এই শৈবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে পর্বতপাদস্থ ‘পাভল’ নামে একটা বিখ্যাত জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের মধ্যে কপোতগার, জলমা, সোমসকবি ও বিদ্যামিত্র

মানে চারিটার স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। শুভামধ্যস্থ পালি অক্ষরে লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উহার সর্ব প্রাচীনতা খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দে এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিকতা ২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অদূরে পাতাল-গঙ্গা ও নাগার্জুনী নামে জলধারা, তৎসন্নিকটে গোপী, বাপীর ও বাসিন্দী নামক অপর তিনটা গুহা। এই তিনটা গুহাই খ্রিষ্ট পূর্ব ৩য় শতাব্দে অশোক-গোত্র দশরথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপী গুহার সম্রাট অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। [ পূর্ববর্গে বরাবর দেখ। ]

বরানন্দ (পারসী) হোবারোপ। নালিশ।

বরান্ন (পুং) প্রেষ্ঠোহ্মোহ্ম, রত্ন লক্ষ্যং। করমর্দ। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর করান্ন।

বরান্নক (স্ত্রী) বরং প্রেষ্ঠং ধনিনম্ গচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-ধূল্। হীরক। বরান্নকক, বিদ্যাপর্যন্তপাঠস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম।

(ভবিষ্যত্বক্ষণ ৮।৪০)

বরান্নগি (পুং) মাতা।

“দদর্শ রাবণস্তত্র গৌরবেজ্রবরান্নগিন্” (রামা ৭।২০।২২)

“গৌরবেজ্রো মহারবস্তস্ত সাক্ষাৎ মাতরম্” (তট্টীকা)

বরান্নোহ (পুং) হস্তিনঃ উচ্চত্বাৎ আরতপৃষ্ঠত্যাচ্চ বরঃ আরোহো যজ্ঞ। ১ হস্ত্যান্নোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। ২ বিষ্ণু। (বিষ্ণু) ৩ পক্ষিবিশেষ। (বৈজ্ঞকনিং)

বরান্নোহা (স্ত্রী) বরঃ আরোহো নিভবো যস্তাঃ। উত্তমা স্ত্রী, সূন্দরী স্ত্রী।

“যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরানিকী তথা।

ন হ্যন্ততি বরান্নোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।”

(মহানির্ঝারণত ৪।৪৭)

২ কাট। (হেম) ৩ সোমেশ্বর স্থিত দ্বাধারিণী মূর্তিতেদ।

বরান্নিন্ (ত্রি) আশীর্বাদাকাজকী। কৈলিত বস্ত্রলাভেচ্ছ।

বরান্নি [বরান্ন] (পারসী) নিত্য বা অবধারিত ব্যবস্থা। কোন বিষয়ে কত টাকা বা দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার স্থিরতা।

বরান্নিক (স্ত্রী) একভাগ সুহ্ম, একভাগ চন্দন ও একভাগ জল একত্র করিলে বরান্নিক হয়।

“চন্দনং সুহ্মং বারিষ্মমেতদ্বরান্নিকম্।” (রাকনিং)

বরান্নি (ত্রি) বরান্নানের উপকৃত। মহাস্থা। প্রেষ্ঠ, সম্মানার্থ।

বরান্ন (পুং স্ত্রী) ১ লবল। (বৈজ্ঞকনিং) স্বার্থে কন্।

বরান্নক = বরান্নপাখ্য।

বরান্নি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ বরাড়ী রাগিণী।

বরান্নিকা (স্ত্রী) বরা-আলিকা সখী জরানির্ভক্তা। ১ দুর্গা।

বরান্নি (পুং) হুল্লব, মোটা কাপড়। পর্যায়—হুল্লপাটক, বরানি,

হুল্লপাটিকা, হুল্লপাটক। (শব্দরত্নাং) জটায়ব এইশব্দ স্ত্রী-লিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বরান্নান (স্ত্রী) বরান্নের দুর্গার অস্ত্রতে কিপ্যতে দীরতে ইতি বাবৎ, আস-শ্যুট্। ১ ঔড়-পুন্। (শব্দমালা) বরং প্রেষ্ঠ-মানসং। ২ উত্তম আসন, প্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন। (পুং) বরাং স্বীয়াং নারীং অস্ত্রতি ত্যজতীতি অস-শ্যু। ৩ বিষ্ণু। বরান্ননি জনান্ অস্ত্রতি দুরীকরোতি। ৪ দারপাল। (বিষ্ণু)

বরান্নান, একটি প্রাচীন নগর, দুর্জয় পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে কোডক নামক মহাশৈল ও কোডক নগর বিস্তারিত। (কালিকা-পুং ৭।১৬১)

বরান্নি (পুং) বরৈঃ প্রেষ্ঠঃ অস্ত্রতে কিপ্যতে ইতি অস-ইন্। হুল্লপাটক, মোটা কাপড়। বরোহসির্ভত। ২ বজ্রধর। (ধরনি)

বরান্নী (স্ত্রী) মানবাস, মলিনবস্ত্র। (শব্দমালা)

বরাহ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ মানভেদ। ৩ পর্বতভেদ। ৪ মুক্তা। (মেদিনী) ৫ শিশুমার। ৬ বরাহীকল। (রাকনিং) ৭ অষ্টাদশ দীপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দীপবিশেষ।

“গন্ধর্বো বরুণঃ সৌম্যো বরাহঃ কক্ষ এব চ।

সুযুগ্মচ কসেকচ্চ নাগো জ্ঞানরকস্তথা॥

চন্দ্রেন্দ্রমলয়াঃ শম্ব্যবাককগততিমান্।

তাস্মাকুচ্চ কুমারী চ তত্র দীপা দশাষ্টভিঃ॥” (শব্দমালা)

৮ কক্ষপিত্তীর। (বৈজ্ঞকরত্নং)

বরাহ (অবতার), বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—এলরপন্নোথিলে পৃথিবী নিমগ্ন হইলে বান্ধব মনু ত্র্যম্বক নিকট আসিয়া স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ত্র্যম্বক নিভান্ত চিন্তাকুল হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে ভগবান্ ত্র্যম্বক নাসারক হইতে অদৃষ্ট প্রমাণ একটি বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহপোত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাখাদের দ্বারা অতিদ্রুত হইল। তখন ত্র্যম্বকি দেবগণ ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য এলরপন্নোথিলে প্রবেশ-পূর্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে রসাতলে বাইরা তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি এলর-কালে শয়নেচ্ছ হইয়া সর্বস্বীবাধার ঐ ধরাকে আপনার গর্ভের দ্বার করিলেন। অনন্তর অগ্নেশ্বর নিজ বস্ত্র দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া কণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে দেবগণ

স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মৈত্য়াজ হিরণ্যাককে  
জলমধ্যে বধ করেন। [ হিরণ্যাক দেখ ]

( ভাগবত ৩।১৩-২০ অ০ )

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব  
ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথেষ্ট বিচরণ করিতে  
লাগিলেন, ধরা তাঁহার ভার কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া  
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব বরাহরূপী বিষ্ণুকে  
বলিয়াছিলেন, দেব! আপনি যে জন্তু বরাহদেহে ধারণ করিয়া-  
ছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে  
অসমর্থ। হইয়া বিনীর্ণ হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহশরীর  
ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী  
পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধন্বিনী পৃথিবী আপ-  
নার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে  
যাহার উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবদেবী অশুরভাবাপন্ন  
হইবে। রক্তশলাসঙ্গমে তুট অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহদেহ  
ত্যাগ করুন।

বরাহদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিয়া-  
ছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যামুসারে আমি এই বরাহ  
দেহ ত্যাগ করিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্ত আশ্রয়  
বরাহদেহে ধারণ করিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই  
অস্থিত হইলেন। বরাহদেব অস্থিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে  
প্রস্থান করিলেন।

বরাহদেব সেইস্থান হইতে যাইয়া শোকালোক পর্কতে বরাহ-  
রূপী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।  
বরাহরূপী বিষ্ণু পৃথিবীর সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃপ্তি-  
লাভ করিলেন না। তদনন্তর বরাহদেবের বীথ্যে পৃথিবীর গর্ভে  
মহাবলশালী সুরভূত, কনক ও ঘোর নামে তিনটা পুত্র জন্মিল।  
বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া নানারূপ ক্রীড়া  
করিতে লাগিলেন। সেই ভাবে পৃথিবীর মধ্যদেশ নম্র হইয়া  
পড়িল। অনন্তদেব কুর্ককে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী  
বরাহদেবের বহনব্যথার গুণমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন।  
এইরূপে পুত্র-পরিবৃত্ত বরাহদেবের ভাবে পৃথিবীতে নানাবিধ  
উৎপাত হইতে লাগিল, স্ত্রীমরুর শূন্য সকল ভগ্ন, মানসাদি  
সর্বাবর আবিল ও কল্লক্রম ভগ্ন হইল।

অনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র ও দেবযোনি  
সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে  
লাগিলেন। ভগবান্ দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,  
তোমরা যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ,  
আমা দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শাস্তি হইবে, তাহা শির

করিয়া বল। দেবগণ কহিলেন, বরাহের ক্রীড়া হেতু পৃথিবী  
দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ  
করিতে পারিতেছে না। শুষ্ক অলাবু ফলের উপর আঘাত  
করিলে তাহা ব্রেক্স ভগ্ন হইয়া যায়, বরাহের ক্রুরের আঘাতে  
পৃথিবীও সেই প্রকার বিনীর্ণ হইতেছেন। আপনি সৃষ্টিহিতের  
জন্ত আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ সংহার করুন।

তখন জনাৰ্দ্দন দেবগণের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেবকে  
বলিলেন, জগতের দুঃখের কারণস্বরূপ এই বরাহদেহ আমি  
ত্যাগ করিব, কিন্তু সুখাসক্ত এই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ  
করিতে সমর্থ হইব না। অতএব ব্রহ্মন! তুমি মহাদেবকে  
নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাদেবকে ও আগ্যায়িত করুন।  
রক্তশলাসঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি  
স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের আদেশে  
বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তেজ  
আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সব্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের  
সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।  
ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার  
করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর মহাদেব  
উর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণসম্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ  
করিলেন। তখন বরাহ ও শরভে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।  
পরে শরভরূপী মহাদেব কর্তৃক বরাহদেব যুদ্ধে নিহত এবং  
তৎপরে তাহার মহাবলশালী পুত্র পৌঞ্জগণও শরভের দারুণ  
আঘাতে বিনষ্ট হন।

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে  
যজ্ঞ সকল প্রাভূত হইল। শরভকর্তৃক বরাহদেহ বিদারিত  
হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই  
দেহকে গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং বিষ্ণু স্তম্ভশন-  
চক্র দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই  
বরাহদেবের ভ্রমর ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম  
নামক বজ্ররূপে পরিণত হইল। কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে  
কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোমবজ্র, চক্ষু ও ভ্রমরের  
সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম বজ্র, জিহ্বাবল্লী সন্ধিভাগ বৃক্কস্তোম  
এবং বৃহৎস্তোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং  
বৈরাজ বজ্র হইল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি  
প্রাণিহিংসাকর যে সকল বজ্র আছে, হিংসাপ্রবর্তক সেই সকল  
বজ্র চরণসন্ধি হইতে; রাজস্বয়, বাজপের এবং গ্রহযজ্ঞ সকল  
পৃষ্ঠসন্ধি হইতে; প্রতিকা, উৎসর্গ, দান, শ্রদ্ধা এবং সাবিদ্রী প্রভৃতি  
বজ্র হৃদয়সন্ধি হইতে; উপনয়নাদি সংস্কারক বজ্র এবং প্রারম্ভিক-

বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেটুসন্ধি হইতে; রাক্ষসযজ্ঞ, সপ্নযজ্ঞ প্রভৃতি সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষশাপ প্রভৃতি যজ্ঞ কুর হইতে; মারুষ্টি, পরমেষ্টি, গীপতি, ভোগজ এবং অগ্নিবোম যজ্ঞ লাক্ষ্মীসন্ধি হইতে; তীর্থপ্রয়োগ, মাস, সঙ্করণ, আর্ক এবং আধর্ষণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে; ঋচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বযজ্ঞ জাহ্নবদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। অত্য়াপিও এই সকল যজ্ঞ প্রজ্ঞা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছে।

বরাহের শ্রোত্র হইতে অক্ষ, নাসিকা হইতে অ্রব, গ্রীবা হইতে প্রাকবংশ (হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ), কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ভ, দন্ত হইতে বৃপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ হইতে অধ্বর্যু ও হোতা, মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশ, মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী, এবং মেটু হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। বরাহের আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপে সর্বভগ্নং আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বরাহদেবের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া বরাহদেবের স্মৃত্ত, কনক ও ঘোর নামক মৃত পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়া স্মৃত্তাদির দেহত্বয়কে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাশ্রিত উৎপত্তি হইল। কেশব কনকের শরীর মুখবায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গার্হপত্য অগ্নি, ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপর্শনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আবহনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহপুত্র হইতে গজীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। (কালিকাপু. ১২—২২ অ.)

বরাহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—বরাহমূর্ত্তির মুখের বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হস্তদেশ সপ্তাঙ্গুল, শৃঙ্গদ্বি-অঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সার্ক এককলা, নাসিকাবিবর তিনবব, নেত্রদ্বয় যবহীন, মুখ ঈষদ্রাস্ত-বিরাজিত, কর্ণবৃগল রক্ত-দ্বয়বিশিষ্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, এবং উচ্চতা দুইকলা হইবে। গ্রীবাদেশ অষ্টাঙ্গুল, উচ্চতা নেত্র-পরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নুসিংহ দেবের স্থায় হইবে। শেখ নাগ নৃ-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ বাহু দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার বামভাগে শঙ্খ ও পদ্ম, দক্ষিণভাগে গদা ও চক্র। এইরূপ বরাহ-

দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে তববক্ষন দূর হয় এবং ইহলোকে নানা সুখ সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

“বক্তং কলাষ্টকার্যমং শ্রোত্রমন্ত্র দ্বিগোলকং।

হনু সপ্তাঙ্গুলে তন্ত শৃঙ্গদ্বি-অঙ্গুলে মতে ॥

সপ্তাঙ্গুলং মুখং শ্রোত্রং বদনৌ সার্ককলৌ বিজ।

নাসারন্ধ্রং ভবেদ্রেকং যবহীনেহক্ষণী মতে ॥

কিঞ্চিৎক্রেমিতে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে।

চতুঃকলাঃ কর্ণমধ্যং তদর্ধেন তদ্বিত্তিতং।

বসুন্ধলা ভবেদ্রীবা নেত্রেকং চোমতা তু সা।

শেখং নুসিংহবৎ কার্যং বরাহতু কু বিগ্রহম্ ॥

শেখাধিবিশুতং পাদং বাহনৌ ধারয়ন্ত ধরাং।

শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে কু দক্ষিণে ॥

এবং নরবরাহকৃতা যঃ স্থাপয়েরমঃ।

ভবোদধিসমুদারং রাজ্যকৃ হতকণ্টকং ॥”(হরিভক্তিবি. ১৮বি)

বরাহ (পুং) বরান্ আহতি বর-হন-ড। পণ্ডবিশেষ, চলিত বরা, পর্যায়—শূকর, ঘুটি, কোল, গোত্রী, কিরি, কিটি, নংটী, ঘোনী, শুকরোমা, ক্রোড়, ভুদার, কির, মুতাদ, মুখলাঙ্গুল, মূলনাসিক, দস্তাযুধ, বক্রবক্ত, দীর্ঘতর, আধনিক, ভুক্তিং, বহুতু। (শব্দরত্না.) ইহার মাংসগুণ—বৃষ, বাতঙ্গ, বলবর্জন, বহুমুত্রকারক এবং ক্লমক। বস্ত্রবরাহমাংসগুণ—মেদ, বল ও বীৰ্যবর্দ্ধক। (রাজনি.)

ইহার মাংস বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে নাই। শাস্ত্রে পঞ্চদশ জন্তর মাংস ভক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চদশীর মধ্যে হইলেও গ্রাম্যবরাহ ভোজন নিষিদ্ধ। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিষ্ণুর পূজা করিতে নাই, যদি কেহ বরাহমাংস ভক্ষণ করে, তবে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়া ৭৭ বৎসর, ক্রমিকরূপে ৭ বৎসর, মুষিকরূপে ১৪ বৎসর, শাকস-রূপে ১২ বৎসর, শল্করূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যাধরূপে ৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে বরাহমাংস ভোজনের পাপ বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞানতঃ বরাহমাংস ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম ৫ দিন গোময় ভোজন, পরে ৭ দিন তণ্ডুলকণ্ডভোজন, তৎপরে ৭ দিন কেশল জলপান, তদনন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন দিন শক্ত-ভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে ৭ দিন জলপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংবত ও ঋতুভিঙ্গন হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদূরিত হয়। এইরূপ



প্ররচিত্ত করিয়া পাপ নষ্ট হইলে তখন আবার বিষ্ণুপূজার অধিকার জন্মে। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে বরাহমাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। •

বস্তববরাহ-মাংসভোজন প্রাচ্যধর্মিতে বিহিত আছে। প্রাচ্য বস্তববরাহমাংস দ্বারা ত্র্যম্বক ভোজন করান বাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না। কিন্তু বিষ্ণুপাসক কখনও এই মাংস ভোজন করিবেন না।

“বস্তববরাহমাংস প্রাচ্যধর্মো বিহিতঃ। যথা অন্নস্তীত্যন্নবুভো হারীতঃ। মহারণ্যবাসিনশ্চ বরাহমাংসেভেতি। এবঞ্চ বিবসন্তে অগ্রোমশুকরাংশ্চেতি, বশিষ্ঠোক্তং বেতাংকৈতরা স্তম্বহিতঃ। করতলন্ত—প্রাচ্যে নিযুক্তানি বৃক্কতয়েতি, বিষ্ণুপাসকস্ত সর্কথা নিষেধঃ। যথা বারাহে ভগবদ্বাক্য—

“ভুক্ত্য বরাহমাংসন্ত বস্ত মানুষসংগতি।

বরাহো নশ বর্ষাণি ভূষা বৈ চরতো যনে ॥ (একাদশীতন্ত্র)

“ঐশ্বর্যোরথবারাহ-নশৈশ্বর্যসৈবধাক্ষর্য।

মাসবৃদ্ধাভিতৃপ্যন্তি দন্তেনেহ পিতারহঃ ॥”

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

এই শ্রেণীর ভক্তপারী পশুগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদগণ Nuidae নামক পশুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্ত ও

• “ভুক্ত্য বরাহমাংসন্ত যো বৈ মানুষসংগতি।

পতন্য তন্ত বক্যামি তথা তবতি হুসরি।

বরাহো নশ বর্ষাণি ভূষা বৈ চরতো যনে।

যাযোভূষা মহাযোগে সমাঃ সন্ত চ সপুত্রিঃ।

কুমিভূষা সমাঃ সন্ত তিষ্ঠতে ভক্ত পুঙ্গবঃ।

অযোক্তেহুদ্বিকো ভূষা বর্ষাণ্যক চতুর্দশ।

একোদশিষবর্ষাণি বাহুগানন্ত জায়তে।

সরস্বতীর্ষাণি জায়তে তবনে বর্ষে।

বাস্তব্রিগেদেতিবর্ষাণি জায়তে পিণ্ডিতাননঃ।

এব সংসারিতাজহা বারাহামিবভককঃ।

অন্ত প্ররচিত্তঃ

ভরতি যানবা যেম তির্ধ্যাক্ সংসারাদপরাং।

দোময়েম বিনঃ পক কথাহারেন সন্ত বৈ।

পালীকন্ত জতো ভুক্ত্য তিষ্ঠেৎ সপুত্রিনঃ তন্তঃ।

অকামলকন্য সন্ত পত্নীকিত তথা জয়ঃ।

ভিসতকো বিবাহু সন্ত সন্ত পদ্যাপতককঃ।

পত্রোভুক্ত্য বিনঃ সন্ত কারয়েজ্জিহবাননঃ।

নাত্তনাত্তপরাঃ কৃষা অবকারতিবর্ষিতাঃ।

দিসংজ্ঞকোদশপদ্যপজয়েত কৃতবিন্দয়ঃ।

এমুক্তঃ সর্কপাপেভ্যঃ সংজ্ঞো বিসতকরঃ।

কৃষা কু সনকর্ষাণি যম লোকারি গচ্ছতি ॥”

(বরাহপুং বরাহমাংসভক্ষণপ্ররচিত্ত)

পালিতভেদে এই বরাহ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—বন-বরাহ (Sus Indicus) ইংরাজীতে পুং (wild bear) ও গ্রী (swine) ভেদে গৃহীত হইয়াছে। শূকরজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারী জীব। সাধারণতঃ বস্ত বা পালিত গ্রীবরাহগুলিই শূকর (pig) নামে অভিহিত। এই শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দন্তোদগম হয় না। ইহারা চতুষ্পদ, চারি পায় চারিটা খুঁই আছে। বস্ত পুং বরাহগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া গজদন্ত সূত্র, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র, দন্ত নির্গম হইয়া থাকে। দন্তবিহীন বরাহগুলিই প্রধানতঃ শূকরপদার্থ।

ভারতের নানান্যানে এবং যুরোপে যে সকল বরাহ দেখা যায়, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় ধীপপুঞ্জস্থ শূকরগুলি অনেক ক্ষুদ্র। বস্তবরাহগুলি প্রায়ই দিবাভাগে বনান্তরাল প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ ভ্রমস্বাক্ষর হইয়া আসিলে তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্দ্রে পরিত্যগ করিয়া বহির্গত হয় এবং নিকটবর্তী পল্লীর শতপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত শস্ত দ্বারা উদর পূরণ করে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই মাট ঘেঁষে চসিয়া কেলে, তাহাতে বহুসংখ্যক চারা গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রচুর শস্ত উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে স্থানে বরাহেরা মুক্তিকা খনন করিয়া মানকচু, ধামআলু প্রভৃতি কল উত্তোলনশুরূপে ভক্ষণ করে। যেখানে এই সকল উদ্ভিদাধির অভাব ঘটে এবং তাহারা বেচ্ছার কন্দমুলাদি আহার করিতে পায় না, তখন তাহারা মৃত উদ্ভিদাধি পশুমাংসও উদরসাৎ করে। ক্ষুধার নিত্যন্ত পীড়িত হইলে তাহারা নিকটবর্তী গ্রামে বাইরা গ্রামবাসীর নিকট আবেদন হইতে খীর আহাৰ্য্য বাছিয়া ধার। মানববীরাতেও তাহাদের বিলক্ষণ রুচি দেখা যায়।

এসিয়ার নানান্যানে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্তবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহাদের মধ্যে ৭টা শাখা বিভাগ করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন যে, ভারতীয় বস্তবরাহের একটি শাখা বাহা অথুনা যুরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে বাহার অল্পরূপ বরাহ-জাতি বিচরমান আছে, তাহা যুরোপীয় সমাজে ‘চাইনীজ ব্রীড’ (Chinese breed) নামে কথিত। বিভিন্ন শাখাভুক্ত হইলেও এই শূকরজাতি বেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করা গেল—

বিভিন্নদেশীয় নাম,—আরব ও পারস্য—খানজির, খানজর; সন্তত ও বাঙ্গালা—বরাহ; কশ্মির—হতি, নিকা, জেবাডি, বিসেমার—Sras; তুর্কী—Varkeon, swijn; ফরাসী—

Verrat, Cochon, Pourceau ; জার্মান Eber, Schwein ; গোড়—পন্ধি ; গ্রীক—Choiros, হিন্দি—সুয়ার, জঙ্গলীপোর, ইতালী ও পর্তুগাল—Verro, Porco ; লাতিন Sus Porcus, মলয়—ববি, ববি-আলস, ববি উটান ; মহারাষ্ট্র ছকর, কুম্—Svinza, স্পেন Verraco, Puerco, সুইডেন Svin ; তেলগু আদাবি-কোকু, পণ্ডি ; ওয়েলস—Hweh Hweh, হিব্রু—হাজির ছজির ; শিঙ্গাপুর—বলুর।

এসিয়ার নানা স্থানে এবং ভারত সমীপবর্তী স্থানে যে বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, এই ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Sus Indicus বা S. scrofa ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ—জঙ্গলী বরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্তু তন্ন-বন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় বরাহের মস্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিত ল চেপ্টা, কিন্তু যুরোপীয় বরাহগুলির উহা কুণ্ডলবৎ। ভারতীয় বরাহের কাণ ছোট ও চুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং দ্রুত-গমনশীল ; জঙ্গলদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থলোদর। এই ছই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিধে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নানা স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহাৰ্য্যবশে বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাসিগণ দস্তাঘাতে আহত হইবার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং বহু লোক একত্র হইয়া বরাহ মারিতে উত্তত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছাদিত ভূমে যাইয়া কুকুর সাহায্যে বরাহ শীকার করে ; কিন্তু যুরোপীয় শীকারীরা প্রধানতঃ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বড়সাহস্তে শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Pig-sticking বলে।

প্রাণিতত্ত্ববিদগণের ধারণা এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে যুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার শূকরগুলির উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর শূকরগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চের উর্দ্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চ পর্যন্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে সকল শূকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন ও স্যামরাজ্য-জাত শাবকাদি হইতে উৎপন্ন ; আন্দালুসিয়া, হাঙ্গেরিয়া, তুরস্ক, সুইজল ও এবং দক্ষিণপূর্ব যুরোপে বিস্তারিত শূকরগুলি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

বাঙ্গালার অপর এক শ্রেণীর শূকর (S. Bengalensis)

আছে। পূর্বোক্ত শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শাখার গঠন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শূকর-গুলি S. Andamensis এবং মলয়-প্রাদেশীপ ও তৎ-সমীপবর্তী স্থান-জাত শূকর S. Malayensis নামে খ্যাত। যবদ্বীপের স্থানে স্থানে S. verrucosus শ্রেণীর শূকর আছে। উহাদের গণ্ডমের পার্শ্ব মাংসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দীর্ঘ, মুখরূপিত দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয় ; কিন্তু অপরাপর বরাহশ্রেণীর অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীত। সিংহল, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপের S. barbatus শ্রেণীর শূকর S. Indicus শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্নিও দ্বীপজাত বরাহের করোটার সাদৃশ্য এবং অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্লাইথ S. Zeylanensis নামে আরও একটি শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহ S. Papuensis নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় শূকর (Poreula sylvania) আছে, দেশীয় লোকে উহাদিগকে ছোট শূকর বা সানো বেনেল বলে। উহারা বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের পুং শূকরগুলি প্রধানতঃ দলরক্ষা করিয়া থাকে। Guinea-pig নামে আরও একটি অতিকুদ্র শূকর জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সাধারণতঃ মুক্তিকাগর্ভে বা তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রে বাস করে এবং তৃণপল্লবাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

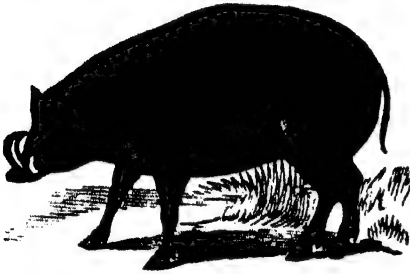
জাপান ও ফর্মোজা দ্বীপ Sus leucomystax নামে আরও একশ্রেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বিন্ন জাপানে আরও এক প্রকার বিকৃতমুখ ও দীর্ঘ-শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর আছে। প্রাণিতত্ত্ব-বিদগণ উহাদিগকে S. pliciceps শাখাভুক্ত করিয়াছেন। উহাদের গাভ্রিচর্ম লম্বমান গভীর ও কুণ্ডিত। ইংরাজীতে ইহাদিগকে musked pig বলে। আফ্রিকায় Muskcd Boar এর অভাব নাই। যুরোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষা ইহাদের গণ্ডমি প্রবর্তিত, শোবন-দন্ত-স্থালীর অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবর্তিত ও উন্নত ; এই কারণে ইহাদের উভয় দিকের হনুদেশ (maxillary bone) ও দন্তমুলাস্থির মধ্যে একটি খাল (Canal) হইয়া পড়িয়াছে। তন্মুখ উহার শেষভাগে মাংসের গুটি (Tubercle) সমুৎপাদিত দেখা যায়। পার্শ্ব গণ্ডমের ক্ষীত এবং নাসিকান্তি সমুন্নত না হওয়ার ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও জীতিপ্রদ হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ F. Cuvier বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা Babirusa নামে আর একটি বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মলয় ভাষার 'ববি' শব্দে বরাহ ও 'কসা' শব্দে হরিণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রেণীকে একটি যাবাক্ষি নাম দিয়াছেন।

ভারতীয় *Sus scrofa* হইতে এই শ্রেণীর অনেক বিধের পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে উক্ত শ্রেণীভেদের দস্তখার লিখিত হইল :—

*S. scrofa* :—কর্তক ৩, শৌন  $\frac{1}{2}$ ; চৰ্ণ  $\frac{1}{2}$  = ৪৪টী, কিন্তু *Babirussa* পক্ষে—কর্তক  $\frac{1}{2}$ ; শৌন  $\frac{1}{2}$ ; চৰ্ণ  $\frac{1}{2}$  = ৩২টী।

মালাকালীপের কোন কোন অংশে, বৌদ্ধবীপে এবং সিলে-বিস্ ও টাৰ্ণেট বীপে *B. alifurus* শাখার বরাহ দেখা যায়। ইহাদের দেহ হুলকার, কিন্তু পদ চতুর্ভুজ অপেক্ষাকৃত সরু। গাত্র প্রায় লোমশূন্য ও ধূসরবর্ণ। ইহাদের উপরের বৃহৎস্তম্বলি মুখচর্শ্বের উপরে উঠিয়া নাসাকলকাহির উপর বৃত্তাকারে নত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পর্শ করিয়াছে। উতার নিম্নে আরও দুইটি ক্ষুদ্রাকার দন্ত আছে। গ্রীবারাহ্মিগের দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কোন কোনটার আদৌ নাই। নিম্নে এই জাতীয় একটি পুং-বরাহের চিত্র প্রদত্ত হইল—



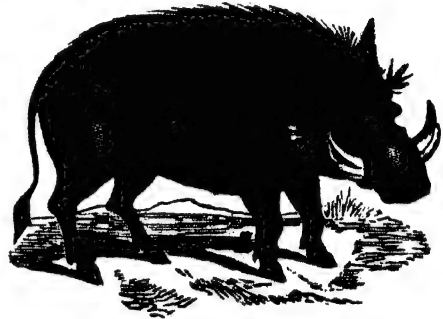
ভারতীয় বাপ-পুঞ্জবাসীদিগের বিশ্বাস, এই বরাহশ্রেণী ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও বরাহের যোগে উৎপন্ন। তাহারা এবং বীপবাসী বৈদেশিক বণিকবৃন্দ সাঙ্ক্যাদে ইহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহা অতি সুবাস। ইহার ক্ষুদ্রাকার দস্তখার শব্দকে আক্রমণ-পূর্বক আহত করিতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় সমস্ত বরাহের জ্ঞান ততদূর হৃদয় নহে। ইহাদের বীর্ধাকার দন্তগুলি বিশেষ কার্যকারী নহে। বনন তাহারা সবগে নিবিড় বনে প্রবেশ করে, তখন ঐ দন্ত কেবল লতা গুল সরাইয়া তাহাদের চক্ষুকে রক্ষা করে মাত্র।

*Phacochoerus* ও *Æliani P. Æthiopicus* নামে রুক্ষবর্ণ ভীষণদন্ত ও হুলমুখী দুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণী বীর্ধাকার ও ভীষণমুখ। ইংরাজিতে এই শ্রেণীকে Wart-hog বলে। ইহাদের দন্ত-পণ্ডিত বস্ত্র, তবে ওষ্ঠপ্রান্তরে দুইটি করিয়া যে বীর্ধ দন্ত আছে, তাহা পার্শ্বভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্তক-বস্ত্র ২টি ত্রি-পল (triquetrous), কিন্তু নীচে দুইটি ছোট ছোট

ও সরল। বীর্ধদন্ত সরল ও ভীষণ উপরমুখী, কিন্তু অজ্ঞাত সকল প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা। গণ্ডকর মাংসল এবং হুল পিণ্ডবৎ (Wart), পুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং পদব্রত ভারতীয় বস্ত্র-বরাহের জ্ঞান দৃঢ়কার। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও বীর্ধ লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের দস্তখার—

কর্তক  $\frac{1}{2}$  বা  $\frac{1}{3}$ ; শৌন  $\frac{1}{2}$ ; চৰ্ণ  $\frac{1}{2}$  = ৩ বা ২৪।

কুভিয়ার বলেন, কেপরাভো (Cape Colony) যে ওয়াট হগ দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিম্ন হস্তে ৩টি করিয়া চৰ্ণ-দন্ত আছে; কিন্তু *P. Æliani* শাখার উপরের চৰ্ণ দন্ত ৪টি। ইহা ভিন্ন *P. Æliani* ও Cape Wart hogএ অজ্ঞাত বিধের অনেক প্রভেদ আছে। নিম্নে আফ্রিকার হুলমুখ বরাহের (*P. Æliani*) চিত্র প্রদত্ত হইল—



দক্ষিণ আমেরিকার আর্কাঙ্কাস হইতে ব্রেজিল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পৃচ্ছবীহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শূকর (Dicotyles) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যেগুলির গলদেশে সাদা দাগ আছে, সেগুলি *D. torquatus* এবং যেগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত বেত বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি *D. labiatus* নামে খ্যাত। ইংরাজিতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্ডগুলি the Coloured Pecoary এবং শেষোক্ত শ্রেণী The white lipped Pecoary বলিয়া পরিচিত। মেক্সিকো এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া বীপপুঞ্জে যে শূকর-শ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার অনেক বিধের ভারতীয় *Sus* শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পদ-তল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য প্রভেদ আছে। ইহাদের করতাহি (Metacarpus) ও প্রবাহি (Metatarsus) পরস্পরে সংলগ্ন।

দস্তপণ্ডিত—কর্তক  $\frac{1}{2}$ , শৌন  $\frac{1}{2}$ , চৰ্ণ  $\frac{1}{2}$  = ৩৮। এই শ্রেণীর পশুর পাহার (loins) উপরে একটা সন্ধি প্রাি আছে, তাহা হইতে নিম্নতই এক প্রকার হৃদয়বৎ রস নির্গত হইয়া থাকে।

*D. torquatus* ও *D. labiatus* শাখার শূকরেরা একত

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কখন কখন এক একটা দলে সহস্রাধিক বরাহও দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত সেনাবলের ভায় তাহার। যুদ্ধে বিজিত স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে অগ্রসর হয়। যদি সমুদ্রে তাহার। নদী পার, তাহা হইলে তীরে আসিয়াই তাহার। থামিয়া পড়ে। অন্তঃপর কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করিয়া পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লক্ষপ্রধান-পূর্বক নদীসত্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে যদি শত্রুক্ষেত্রাদি নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার। সমুদ্রে ক্ষেত্রজাত শত্রুদি নষ্ট করিয়া ভূস্বামীকে ক্রটিগ্রস্ত করে। আর যদি পথে কোন অস্বাভাবিক দৃষ্ট দেখিয়া তাহার। ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে তাহার। বেশ দীরতর সহিত ঐ বিসদৃশ বস্তুটা দর্শনের জন্য ভয়বিহ্বলভাবে দ্রুত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়ের কোন কারণ না দেখিলে তাহার। অবিলম্বে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যদি কোন শীকারী ঐ সময়ে তাহাদের সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার। তাহাকে সদলে বেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়া ফেলে।

D. labiatus সাধারণতঃ ৩ হইতে ৩০ ফিট লম্বা ও প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের হয়, কিন্তু D. torquatus ৩০ ফিটের বেশী লম্বা ও ৫০ পাউণ্ডের অধিক ভারি হয় না। রিজেন্ট পার্কের রাজকীয় পশুরক্ষিণা উদ্যানে Choireopotamus Africanus নামে আর এক প্রকার বরাহ রাখা হইয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে অগতে বরাহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক ধরায় তৃতীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধর্মীত্বকে উদ্ধার কথা পুর্কেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাকে রূপক বলিয়া বরাহকে জগতের তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেও অপ্রাসঙ্গিক হয় না। [ পৃথিবী দেখ। ]

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপঞ্জর-সংস্থিত জীবসেহান্দিমুহুরে মধ্যে মাইওসিন্ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে এবং প্লিওসিন্ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে বরাহের অস্তিত্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীকসিগের পুরাতত্ত্বেও টাইকোন দেবের পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একখানি গ্রন্থে ৪২০০ বৎসর পূর্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মহাসাহিত্যের বরাহ-মাংসের বিবিসিবেধ বিবিধ হইয়াছে। মহাভারতে করাহাকারে রথক্ষেত্রে নৈলসজ্জার কথা পাওয়া যায়। শুক-রাতের (কল্যাণের) সৌম্যাব্দাংশের রাজপন রাজচিক্‌বরণ বরাহ-লাহন ব্যবহার করিতেন। এই কণের প্রচলিত স্বর্ণদ্বারাতেও

বরাহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকার তাহা বরাহমুদ্রা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

ভারতে রাজপুতবীরগণ বাসন্তীমহোৎসবে দ্রুত হইয়া বস্ত্র-বরাহের যুগ্মায় লিপ্ত হইতেন। ঐ দিন জীবনের মারা ফুস্ক করিয়া তাহার। বরাহ-নীকারে বনে প্রবেশ করিতেন। ঐ দিন বরাহ শাকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই মিশ্র হুটিবে, তাহাদের এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনার জগন্মাতা উমাবেবী তাহাদের প্রতি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ তাহার। মনে করিতেন। রাজপুত জাতির আহেরিয়া উৎসবেও গোবীর সমক্ষে বরাহবলি দিবার রীতি আছে।

বসন্তকালে বরাহ-নীকার শকজাতির একটি চিরপ্রথা। কলনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে “ক্রিয়া” দেবীর মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তদেববাসিগণ ঐ দিবস মরু ও নানাস্থলার প্রস্তুত বরাহ অন্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐরূপ করাসী দেশেও বর্ষান্তরের প্রথম দিন “Cochelin”-দগ্ধ সেবনের প্রথা বিদ্যমান। হেরোসোতাসের বিবরণীতে মিসরবাসীকর্ক মরুদগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দগ্ধ শূকরাকৃতি-ভক্ষণের উল্লেখ আছে।

বরাহ, একজন অভিধানগ্রণেতা। ইনি শব্দের সমসাময়িক ছিলেন।

বরাহক (পুং) ১ হীরক, চলিত হীরে। ২ শিশুমার, শুভক। বরাহকন্দ (পুং) বরাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ। বরাহী, বরাহীকন্দ, চলিত চামর আলু। বর্ষে অকলে ইহার নাম ভুস্করকন্দ।

বরাহকর্ণ (পুং) ১ বক্ষভেদ। ২ বাণভেদ।

বরাহকর্ণিকা (স্ত্রী) যুদ্ধাত্তেদ।

বরাহকর্ণী (স্ত্রী) অমগন্ধা (Physalis flexuosa)।

বরাহকল্প, কল্পভেদ, এই করে ভগবান্ বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন।

বরাহকবচ, ধারণীর মন্ত্রোপধিশেষ। কল্পপুরাণে ইহা লিখিত আছে।

বরাহকান্তা (স্ত্রী) বরাহত কান্তা প্রিয়া। বরাহীক।

বরাহকালিন্ (পুং) দ্ব্যর্থমপি পুষ্পক, চলিত দ্ব্যর্থমপি ফুলের গাছ। পর্যায়—দ্ব্যর্থবর্তী। (হারাবলী)

বরাহকালী (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়ুড়িয়া (বৈভকনিং)

বরাহক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহেণ ক্রান্তা অতিপ্রিয়দাৎ। ১ কৃপ-বিশেষ। (শব্দমাং) পর্যায়—লক্ষ্মণ, মরুদা, লজ্জাকরিকা, বরাহনামা, বদরা, শুকরী, তিত্তগন্ধিকা, নমস্কারী, গণ্ডকারী, ধারিণী, লক্ষ্মণা, অঙ্গলিকারিকা, কৃত্তাক্সি, গণ্ডকারী, সমীক্ষা। ২ বরাহী, চলিত চামরালু। (বহুত্ব)

বরাহগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটা গণগ্রাম।

বরাহতীর্থ, তীর্থভেদ। (কৃষ্ণপং)

বরাহদংষ্ট্র (পং) কুঙ্গরোগবিশেষ, চলিত বরাহদন্ত। (মাধবনিং)  
দ্বিরাং টাপ্।

বরাহদন্ত, বণিকভেদ। (কথাসরিংসা° ৩৭।১০০)

বরাহদং (জী) বরাহদন্ত।

বরাহদন্ত (ত্রি) বরাহদন্তবিশিষ্ট। (পং) বরাহের দাঁত।

বরাহদেব স্বামিন, গৃহস্বত্বব্যাপ্য-রচয়িতা।

বরাহদ্বাদশী (জী) মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বরাহরূপী বিষ্ণুর  
শ্রীতর্থে আচরণীয় কৃত্যভেদ।

বরাহদ্বীপ (জী) দ্বীপভেদ। [ বরাহ দেখ। ]

বরাহনগর, বঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। কলিকাতা রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক মাইল দূরে গঙ্গানদীর বামকূলে অবস্থিত। এই স্থান পূর্বে বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাঁচি দ্বিতীয় বাণিজ্য পূর্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। পূর্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটা কুঠী ছিল। হুঁচুড়ায় আদিবার সময় ওলন্দাজ সপ্তদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া থাকিত।

এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। ঐ সময়ের একখানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ ওলন্দাজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়া এই স্থানের বরাহনগর নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, বিষ্ণুর বরাহ মুক্তি হইতে এই স্থান দেব নামে কীর্ণিত হয়। আবার অনেকে বলেন যে, এখানে একজন দম্পত্য সর্দার ছিল, সে বরাহ অবতারের উদ্দেশ্যে এই নগর স্থাপন করে। যাছাউক, বরাহ-নগর স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া এখানে ভাগবতাচার্যকে অহুগ্রহ করিয়াছিলেন। আজও বরাহনগরে ভাগবতাচার্যের পাট আছে। [ভাগবতাচার্য দেখ।]

এখানকার ওলন্দাজ কীর্তি-নিদর্শন স্বরূপ এখনও অনেক চিত্রিত টালির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্নেন্ট এই স্থান ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ওলন্দাজদিগের আগমনের পূর্বে এখানে একটা পর্ন্ত গীজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজাধীনে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইয়াছে, উহা 'নর্থমুর্বর্কান মিউনিসিপালিটি অব কালকাটা' নামে পরিচিত। এখানে গঙ্গাতীরে অনেক ধনী ও বণিকের বাগানবাড়ী আছে। কএকখানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাসৈক্য-

ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আলমবাজারের রেডীর তৈলের কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বোর্শিও কোম্পানীর চটের কল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। পূজাপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এখানে অবস্থান করিতেন।

বরাহনাম্ন (পং) বরাহত্ব নামেব নাম যন্ত। বারাহীকন্দ।

বরাহনির্মূহ (পং) বরাহমাংসরস। (চরক হৃত্রয়্য।)

বরাহপণ্ডিত, প্রয়োগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িতা।

বরাহপত্নী (জী) অশ্বগন্ধা। (রাজনিং)

বরাহপিত্ত (জী) শূকরপিত্ত। ইহার শোধনপ্রণালী—শূকর-পিত্ত শুকাইয়া লইয়া পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই বিগত হয়। মৎস্তাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ।

[ মৎস্তপিত্ত দেখ। ]

বরাহপুরাণ (জী) বরাহপ্রাক্ত একখানি মহাপুরাণ।

[ পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ]

বরাহভূম (বরাহভূমি), মানভূম জেলার অন্তর্গত একটা গণ-গ্রাম ও পুলিশ থানা। এই নামে এখানে একটা পরগণাও আছে।

বরাহমাংস (জী) শূকরমাংস, বস্ত্র ও গ্রাম্যভেদে দুই প্রকার। বস্ত্র বরাহ মাংসের গুণ—গুরু, বাতহর, বৃষ্য এবং বল ও শ্বেদ-কর। গ্রাম্য বরাহ মাংস—গুরু, মেদ, বল ও বীর্ঘবর্দ্ধক।

“বরাহমাংস গুরুবাতহাবি বৃষ্য বলশ্বেদকং বনোৎস্ম।

তথা গুরু গ্রামবরাহমাংস তনোতি মেদোবলবীর্ঘবৃদ্ধিম্ ॥”

(রাজনিং)

বরাহমিহির, ভারতে যত জ্যোতির্বিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্বপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এসম্বন্ধে অনেকেই জ্যোতির্বিদ্যভরণের এই শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“যশস্বরিজগৎকামরসিংহশঙ্কু-বেতালভট্টগটকর্ণকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো বৃষভে: সভাস্তা: রত্নানি বৈ বরকচিনব বিক্রমজ্ঞঃ”

অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রণেতা কবি কালিদাস উক্ত জ্যোতির্বিদ্যভরণের রচয়িতা, সূত্রাং তিনি বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণস্থলে অনেকে জ্যোতির্বিদ্যাভরণ হইতে এই শ্লোকটাও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“বটৈ: সিদ্ধমর্দনান্বরভূতৈ: (৩০৬৮) ধীতে কলৌ সংমিতে

মাসে মাঘবসন্তিতে চ বিহিতে ব্রহ্মক্রিয়োগক্রমঃ”

উক্ত শ্লোকদ্বয়সারে ৩০৬৮ গণ্ড কল্যানে বা ২৪ বিক্রম-সংবতে জ্যোতির্বিদ্যভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে জ্যোতির্বিদ্যভরণের মধ্যেই—

“শাক্য পরাজয়বিপ্লবানিতো হস্তো দ্যাক বতঃকরনামাখ্যোঃ হুঃ।”

ইত্যাদি হলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এবং “মহা বরাহমিহিরাদি-  
মতৈঃ” ইত্যাদি এসক থাকায় জ্যোতির্বিদ্যাতন্ত্রণকে খৃঃ পূর্ব প্রথম  
শতাব্দীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অমূল্যসারে বরাহমিহিরকে  
নবরত্নের একটা রত্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আবার কেহ কেহ ব্রহ্মগুপ্টাঙ্কার পৃথুবামীর দোহাই  
দিয়া এই বচনটা বলিয়া থাকেন—

“নব্যধিকপঞ্চমশতাব্দ্যাং বরাহমিহিরাচার্যো দিগ্গ পতঃ।”

৫০২ শকে বরাহমিহিরাচার্য্য স্বর্ণগমন করেন। সংস্কৃত  
জ্যোতিষ ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জর্জ পণ্ডিত বেবের(Weber)  
আমরাজের দোহাই দিয়া উক্ত ৫০২ শক গ্রহণ করিয়াছেন।  
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথুবামী বা আমরাজের  
টাকার ঐরূপ কোন কথার আভাস নাই।

আবার হুমজরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র-  
জ্যোতির্বিদ এই বচনটা পাঠ করিয়া থাকেন,—

“যদি ঐনুপদ্যাহমুৎসবকে বাতে দিবেদাধর-

ত্রৈমানাক্ষমিতে ত্রেনহদি জয়ে বর্ষে বসন্তমিকে।”

“চৈত্রে যেতমসে শুভে বহতিথাবাসিত্যার্যাসাধু-

বেদো নৈপুণ্য বরাহমিহিরে/ বিদ্রো রবেদাধিঃ।”

অর্থাৎ ৩০৪২ খ্রিষ্টাব্দের অর্ধ বা ২ বিক্রমসংবতে চৈত্র  
মাসে আদিত্যদাসের ওরসে সূর্যের আশ্রীর্ষাদে বেদাধিনিপুণ  
বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। হুঃখের বিষয়, এই স্লোকটাও  
কোন প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থে না থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে।\*

সুতরাং দেখা যাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ  
পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাদ্বায়ে  
লিখিত আছে—

“আদিত্যাস্তমরতনবাপাখোঃ কাপিথকে সবিস্তরুণব্রহ্মসারঃ।

আবহুতো মুনিব্রতান্ত্রলোকা সমাগ্ হোয়াঃ বরাহমিহিরো কচিরাং চকার।”

উক্ত স্লোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস,  
তিনি অবন্তীবাসী। কাপিথ নামক স্থানে তিনি সূর্য্যদেবকে  
প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করিয়াছেন। পক্ষিসিদ্ধান্তিকার রোমক-  
সিদ্ধান্তের অর্হর্গণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

“সম্ভাষিব্রহ্মসংখ্যা শককালমপাত চৈত্রগুহ্যাদৌ।

অর্জাতমিতে ভানৌ বনপুরে ভৌমধিমধ্যঃ।”

উক্ত স্লোক অনুসারে, ৪২৭ শকে চৈত্র গুরু প্রতিপদ মঙ্গলবার  
পাণ্ডবা বাইতেছে। নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতির্বিদ্যাপ অর্হর্গণ  
স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ হলে আমরা বরাহমিহিরকেও  
ঐ সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

এরূপে বরাহমিহির ও থানা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত  
আছে। কেহ কেহ থানাকে বরাহমিহিরের কচ্ছা, কেহ বা পত্নী,  
কেহ বা পুত্রবধূ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ সকল অসম্ভব বা  
প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে  
করি না।

বরাহমিহির তৎপূর্ববর্তী পাঁচখানি সিদ্ধান্তের আশ্রয় করিয়া  
পক্ষিসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। ঐ পক্ষিসিদ্ধান্তের নাম—

“পৌলিন-রোমক-বাসিষ্ট-সৌর-পৈতামহ পক্ষিসিদ্ধান্তঃ।”

পৌলিন, রোমক, বাসিষ্ট, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি  
সিদ্ধান্ত।

বাসিষ্ট ও পৈতামহ এই দুইখানি সিদ্ধান্ত আলোচনা  
করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ খৃঃ পূর্ব ১৩শ শতাব্দীর  
সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পৌলিন ও রোমক এই  
দুইখানির নাম দেখিয়া অনেক মনে করেন বরাহমিহির প্রাচীন  
পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌলিনসিদ্ধান্তে বনমপুর বা আলেক্সান্দ্রিয়া হইতে দেশান্তর  
গৃহীত হইয়াছে। এমিকে আবার রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যা-  
নির্ণয়ার্থ বনমপুরের মধ্যাহ্ন ঘরা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরুনী লিখিয়াছেন, পৌলিন  
সিদ্ধান্ত যুনানীর পৌলসের রচনা। তদনুসারে কেহ কেহ মনে  
করেন যে, গ্রীকভাষায় Paulus Alexandrinusএর যে জ্যোতি-  
গ্রন্থ আছে, পৌলিনসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ; কিন্তু  
যাহারা উক্ত গ্রীকগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন যে  
গ্রীকগ্রন্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিন  
সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টাকাকার পৃথুবক  
ও ভট্টোৎপল পৌলিনসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি স্লোক উদ্ধৃত  
করিয়াছেন, ঐ সকল স্লোকের সহিত পক্ষিসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত  
পৌলিনসিদ্ধান্তের কোনরূপ ঐক্য নাই। সৌর ও আর্ঘ্যভট-  
সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে।

রোমকসিদ্ধান্ত নাম গুনিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়া-  
ছেন যে, আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টলেমীর মূল  
গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল।  
কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না।  
লাট, বাসিষ্ট, বিজয়নন্দী ও আর্ঘ্যভট এই চারিজনদের গণনা  
ভিত্তি করিয়া ঐবেণ রোমকসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল  
ও অল্‌বেকুনীও তাহাই বলিয়াছেন।

(১) “বনভারতা ভাষ্যে সত্যসত্য্যজ্ঞানাসংস্কৃতঃ।

যায়াপ্যাঃ ত্রিবিভক্তিঃ সাধবমভয় বস্মাসি।” (পক্ষিসিদ্ধান্তিকার পৌলিন)

\* নবর বাসকুবীকিত রচিত “জানকীর জ্যোতিষাষ্ট্র” গ্রন্থে।

বরাহমিহির যে ৫ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌর বা খর্যাসিদ্ধান্ত লম্বালাচনা করিয়া জ্যোতির্বিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তখানি শকাব্দারস্তের সময় সঞ্চলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে পোলিশ এবং পোলিশের পূর্বে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্ প্রায় ১৫০ বর্ষ পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাঁহার পরিদর্শনকাল লইয়া টলেমি প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুপূর্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের গ্রন্থ দেখিয়া সঞ্চলিত হইয়াছে এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না।

এই মাত্র বলিতে পারি যে, বরাহমিহির যবনাচার্য্যগণের মতও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা বাতীত তিনি বৃহৎসংহিতা, বৃহস্পত্যতক, লঘুজাতক প্রভৃতি বহু জ্যোতির্গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্বিল্পি আরুড়জাতক, কালচক্র, ক্রিয়াতৈরবচক্রিকা, জাতক-কলানিধি, জাতকসরঙ্গী, জাতকসার বা লঘুজাতক, দৈবজ্ঞবল্লভা, প্রমুদচক্রিকা, বৃহৎচরিত্র, বৃহৎখাতা, ময়ূরচক্রিকা, মুহূর্ত্তগ্রন্থ, যোগবাণী, যোগার্ণব, বটকলিকা, সারাবলী ও বরাহমিহিরীয় নামক কএক খানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

বরাহমিহির, একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি সম্রাট অকবর শাহের সমসাময়িক।

বরাহমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ। [ মুক্তাশব্দ দেখ। ]

বরাহমূল (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ। এখানে বরাহরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। [ কাশ্মীর দেখ। ]

বরাহযু (ত্রি) বরাহ-ইচ্ছুক, শূকরাভিলাষী কুকুর। “বরাহযু-বিশ্বানিহন্ত উখরঃ।” (শুক ১০।৮৬।৪) “বরাহযুব্রাহ্মিচ্ছন্থা”

বরাহবৎ (অব্য) বরাহসদৃশ বা তদনুরূপে।

বরাহবপুস্ব (স্ত্রী) বরাহের দেহ (ত্রি) বরাহদেহধারী।

বরাহশশ্মন, জ্যোতির্বিদগণের নাম।

বরাহশিখী (স্ত্রী) শূকরভোজ্য শিখী।

বরাহশিলা, হিমালয়শিখরস্থ একটা পবিত্র স্থান।

বরাহশৃঙ্গ (পুং) শিব।

বরাহশৈল (পুং) পর্বতভেদ।

বরাহসংহিতা (স্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতির্গ্রন্থভেদ, বৃহৎসংহিতা। ২ শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণাবনলীলাজ্ঞাপক একখানি গ্রন্থ।

বরাহস্বামিন্ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

বরাহাস্ত্রী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রস্ত্রী। (বৈজ্ঞানিক।)

বরাহাঙ্গি (পুং) বরাহ পর্বত।

বরাহাবতার (পুং) বিষ্ণুর অবতারভেদ। [ বরাহ দেখ। ]

বরাহাশ্ব (পুং) মৈত্ৰ্যবিশেষ।

বরাহিকা (স্ত্রী) কপিকঙ্ক। (রাজনিঃ)

বরাহী (স্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাত্যজ্যেতি বরাহ-অচ্ গোয়া-দিশ্বাৎ জীব্। ১ ভজ্যমুক্তা। ২ শূকরকঙ্ক। ৩ অশ্বগজা। ৪ কৃষ্ণচটকা। (বৈজ্ঞানিক।)

বরাহু (পুং) ১ প্রধান শত্রুর হাতক, ২ উত্তম বৃষ্ট্যদকহস্তা।

“অয়োদ্যন্তান্ বিধাবতো বরাহুন্।” (শুক ১।৮।৫)

‘বরস্ত উৎকৃষ্টস্ত শত্রোর্হস্ততুন্।’ (সারণ) ৩ হবির্ভক্ষয়িতা।

বরিক, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

বরিত্ত (ত্রি) ১ আচ্ছাদনকারী। ২ পছন্দকারী।

বরিন্ (পুং স্ত্রী) বিশ্বেদেবদির অন্তর্গত দেবতাভেদ। (ভারতঃ)

বরিয়ন্ (ত্রি) ১ বিবৃত্তি, ব্যাপ্তি, পরিধি। (শুক ১।৫৫।১)

২ বরতম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মহাব্যুত, বরিত্ত।

বরিয়ান (বারিয়া), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর স্তম্ভরাত প্রদেশের রেবাকাছা বিভাগের অন্তর্গত মিট্রাজা। অক্ষা. ২২°২১’ হইতে ২২°৫৮’ উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৩°৪১’ হইতে ৭৪°১৮’ পূঃ মধ্য। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত পঞ্চমহল বিভাগ, উত্তরে সঞ্জেলী ও সুঁত নামক সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট উদয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৮১৩ বর্গমাইল। এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পূর্বভাগ পর্বত-ময় এবং রক্ষিকপুর, ছাধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদখিলা, শাগতাল ও রাজগড় নামক ৭টা উপবিভাগে ইহা বিভক্ত, এই সকল উপবিভাগ ও পূর্বকথিত পর্বতের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলগূত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবায়ুর অস্বাস্থ্য-করতানিবন্ধন এই স্থান নানা রোগের আকর হইয়াছে। বন-ভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাষবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর শস্যই প্রধান।

এখানকার সর্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজসূত। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাকর্তৃক তাঁহারা দাক্ষিণাতিমুখে বিতাড়িত হইয়া চম্পানের ভূগ্ন অধিকার করেন। এখানে তাঁহারা প্রায় সাক্ষিণতাকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে গুজরপতি মহম্মদ বৈগাড়া কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজ্যের বনান্তরাল প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে একটা বংশ ছোট উদয়পুরে এবং অপরটা বরিয়ান রাজপাট স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধেরাজের বিরুদ্ধে সহায়তা করার এখানকার সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অজুগ্ৰহ এবং ইংরাজ গবর্নেন্ট বরিয়াতীল সেনানায়ক রক্ষার জন্য সর্দারকে মাসিক ১৮৮০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামন্তরাজ দেবগড় বরিয়ান মহারাজ বলিয়া পরিচিত।



বর্তমান সামন্তরাজ ইংরাজ গবর্নেন্টকে বার্ষিক ২৩৩০ টাকা কর দিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে রাজাদের অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাস্তৃচক ১০৮ তোপ পাইয়া থাকেন। পলিটিকাল এজেন্টের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। রাজার বায়ে ১৫টা বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং গুজরাত হইতে মালব পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। বড়োদা রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা. ২২°৪৪ উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৩° ৫৬' ৩০" পূঃ।

বরিয়ু, মার্ত্তাবানবাসী একজন বণিক, প্রকৃত নাম মগছ। শ্রাম-রাজ্যের অধুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন অমাত্য হইয়া উঠেন। রাজা কার্যাবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে, তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্তা করিয়া যান, এই সময়ে তিনি শ্রামরাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া মার্ত্তাবানে পলাইয়া আসেন এবং তথাকার শাসনকর্তা আলোইন্যাকে বিনাশ করিয়া মার্ত্তাবানের শাসনকর্তা হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ তাঁহার পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি রাজা বরিয়ু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি রাজ্য জয় করিয়া রাজকন্তার পাণিগ্রহণপূর্বক আপনার শাসন-শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সেনা সাহায্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু অচিরে উত্তর রাজ্য বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্ত্তাবান নগরে “ময়থিরেনমা” পাগোদা স্থাপন করিয়া যান।

বরিবস্ (ত্রি) ১ অন্তরীক। “এবচ্ছন্দঃ বরিবচ্ছন্দঃ” (বাজসনৈয় স. ১৫।৪) ‘বরিবঃ প্রভামঙলেন ব্রিত ইতি বরিবোহস্তরিকম্’ (মহীধর) ২ ধন। “স্বা ধেবেভ্যো বরিবচ্চকর্ষ” (ঋক্ ১।৫২।৫) ‘বরিবোহস্তরৈরপঙ্কতং ধনং’ (সারণ) ৩ পূজা, গুজরা।

বরিবস্কৃৎ (ত্রি) ধনকর্তা। “এব ইহো বরিবস্কৃৎ” (ঋক্ ৮।১৬।৬) ‘বরিবস্কৃৎ ধনস্ত কর্তা’ (সারণ)

বরিবস্তা (স্ত্রী) বরিবসঃ পূজায়াঃ করণম্, বরিবস্-ক্যচ্। (নমোবরিবস্চিঞঃ ক্যচ্। পা ৩।১।১৬।) ততঃ অঃ, ততঃপা. গুজরা। “হবে বধঃ বরিবস্তা গুণানো” (ঋক্ ১।১৮।১২)

বরিবস্তিত (ত্রি) বরিবস্তা সজ্ঞাতা অন্ত তারকান্ধিতাচ্। অথবা বরিবস্ত-স্ত, (ক্যত বিভাষা। পা ৬।৪।৫০) পক্ষে হলোপা-

ভাবঃ। উপাসিত, বাহাকে উপাসনা, গুজরা বা সেবাকরা হইয়াছে। (অমর)

বরিবোধ (ত্রি) বরিবঃ ধনং দধাতীতি বরিবন্-দা-ক। ধন-দাতা। (শুদ্রযজুঃ ১।৭।১৪)

বরিবোধা (ত্রি) ধনদাতা। “ঋতীবানং বরিবোধামতি প্রয়ঃ।” (ঋক্ ১।১১।১১) ‘বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো ধনস্ত দাতারম্।’ (সারণ)

বরিবোধিদ্ (ত্রি) ধনলভ্যতা, যিনি ধন লাভ করাইয়া বা পাওয়াইয়া দেন। ‘বিদ্, লাভে, অস্মাদভ্যবিত্ত্যর্থ্যাৎ কিপ্’ ইনি (ঋক্ ১।১০।৭।১ তাত্যে সারণ)

বরিশী (স্ত্রী) বড়িশী। (শকরত্না.)

বরিষ (স্ত্রী) বৃ-সঃ বাহলক্যং ইট্। বৎসর। (শকরত্না.) ‘বর্ষঃ ভাদ্রবরিবোহপি চ’ (উজ্জলদত্তধৃত)

বরিষা (স্ত্রী) বৃ-সঃ বহুবচনাৎ ইট্। বর্ষা। (হিরপকো.)

বরিষাপ্রিয় (পুং) বরিষা বর্ষা প্রিয়া যন্ত। চাতকপক্ষী। (শকরত্না.)

বরিষিতে (দেশজ) বর্ষণ করিতে, বৃষ্টি করিতে, ছড়াইয়া দিতে।

বরিষ্ঠ (স্ত্রী) অতিশয়েন বরমিতি বর-ইট্। তান্ত্র, তামা।

“রক্তং বরিষ্ঠং স্নেহাখ্যং তান্ত্রং শুভমুভূষম্।” (বৈভকরমাল্য) ২ হরিচ। (মেদিনী)

বরিষ্ঠ (ত্রি) অরমেধামতিশয়েন বর উরুর্বা ইট্। প্রিয়-হিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম।

“হৃদা অরিক্খপ্পৃথ আততায়িনো

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠঃ।” (ভাগবত ১।১০।১)

২ উরুতম। (ঋক্ ৪।৫৬।১) ৩ বৎস। (অজয়) ব-ইট্, পুং। ৪ তিত্তিরিপক্ষী। ৫ নাগরজ বা নায়ক বৃক্ষ। চলিত নারাজ লেবু গাছ। (রাজনি.) ৬ চাক্ষু ময়ূর পুত্র।

“বরিষ্ঠো নাম ভগবান্ চাক্ষুষ মনোঃ স্তুতঃ।”

(ভারত ১৩।২৮।২০)

৭ ধর্ম্ম-সাবর্ণি মনস্তরের জনৈক ঋষি।

“হবিষ্যংচ বরিষ্ঠঞ্চ ঋতিব্রতথাক্ষণিঃ।

নিশ্চরশ্চানবশ্চৈব রিষ্ঠিষ্ঠান্তো মহাসনিঃ।”

সপ্তর্ষয়োহন্তরে তস্মিন্নরিদেবশ্চ সপ্তমঃ।” (মার্ক পু. ২।৪।১২)

৮ দৈত্যবিশেষ।

“বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ ভূতলোম্মখনোবিভুঃ।

জপ্রসাদঃ কিরীটী চ হৃটীবজ্জৈ। মহাহরঃ।” (হরিব. ১৩২।১৩)

বরিষ্ঠা (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হৃদহৃৎ। (রাজনি.) ২ হরিজ্ঞা।

(বৈদ্যকনি.) ৩ গুপ্তভেদ (Polasina Icosandra)

বরিষ্ঠক (ত্রি) বরতম। শ্রেষ্ঠ, গরীয়ান্।

বরিত্তাশ্রম (পুং) বানকিশ্রম।

বরহিষ্ঠ (স্রী) উশীর। ২ বালক, চলিত বালা।

(সুশ্রুত চিকিৎসা ১৮ অং.)

বরহিষ্ঠমূল (স্রী) উশীর মূল। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ১৮ অং.)

বরী (স্রী) বৃণোত্তীতি বৃ-পচাচ্য গোরাধিবাং জীব। শতাবরী (অমর)  
২ বৃণপত্রী। (ত্রিকাং) ৩ লঘুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী।

(বৈভকনিং) ৫ বাজীকামাধিসন্দীপনরস।

বরীতৃ (ত্রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক।

বরীতাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত)

বরীদাস (পুং) গন্ধর্ব নারদের পিতা।

বরীধরা (স্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি  
অক্ষর এক ১, ২, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

৩য় চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু এবং তদ্বিত্ত বর্ণ গুরু।

বরীমন্ (ত্রি) পরিধি, বিস্তৃতি। [ বরীমন্ দেখ ]

বরী[য়স্]য়ান্ (ত্রি) অরমনরোরতিশয়েন উরুবরো বা ঈরয়ান্।

প্রিয়দ্বিরেতি বরাদেশঃ। ১ শ্রেষ্ঠ। “বরীয়ানেষ তে প্রভঃ কৃতো  
লোকহিতো নৃপ।” (ভাগবত ২।১।১) ২ বরিষ্ঠ। ৩ অতি যুবা।

(মেদিনী) (পুং) ৪ বিষ্ণুদ্বি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত  
অষ্টাদশ যোগ। এই যোগে জন্মিলে মানব দয়াসু, দাতা, স্নানর,  
স্ববেশ, সংকল্পকারী, মধুরস্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয়।

“দাতা দয়াসুঃ স্তুতরাং স্তবেষঃ,

সংকল্পকর্তা মধুরস্বভাবঃ।

নমো বলীয়ান্ ধনবান্ জনাত্যো

যোগো বরীয়ান্ যদি কল্পকালে।” (কোষ্ঠীপ্রং.)

৫ পুলহের পুত্র। (ভাগবত ৪০।১।৩৪) ত্রিরাং জীব।

বরীয়সী শতমূলী। (রাজনিং.)

বরীবর্দ (পুং) বরীবর্দ। (অমরটীকা রমানাথ)

বরীবৃত্ত (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আবর্তন।

বরীমু (পুং) কামদেব। (ত্রিকাং.)

বরু (পুং) ১ রাজা। ২ সকলের বরণীয়।

(শব্দ ৮।২৩।২৮ সাংগ)

বরুড় (পুং) কুখ্যাতভেদ, বরুড়, চীনাধান। (সুশ্রুত ২০।৪ অং.)

বরুট (পুং) স্নেহজাতি-বিশেষ, বরুড়।

“পুলিন্দা নহলা নিষ্ট্যাঃ পবরা বরুটা ভটাঃ।

মালা ভিল্লাঃ কিরাডাশ সর্বেহপি স্নেহজাতয়ঃ।” (হেম)

বরুড় (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। পরাশরপঞ্চতিমতে কৈবর্তের  
কভাগভেদে এবং শৌণ্ডিকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

“কৈবর্তকভ কভারায় শৌণ্ডিকাবেষ শৌচিকঃ।

শৌচিকাং শৌণ্ডিকাজাত্যে নটো বরুড় এব চ।”

এই জাতি অজ্ঞান মধ্যে গণ্য।

“রজকচর্ককারুচ নটো বরুড় এব চ।

কৈবর্তমেদভিরাশ্চ সঠৈপ্তে চাত্যাবাঃ স্বতাঃ॥” (প্রারচিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি এই জাতির ক্রীণমন করে এবং  
ইহাদের অন্তভোজন বা ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা  
হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্বক করিলে ঐ সকল  
জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্বক পাপানুষ্ঠানে প্রারচিত্ত  
করিলে পাপের শাস্তি হইয়া থাকে।

“এতেবাস্ত ত্রিযো গচ্ছা ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ।

পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাতঃ সাম্যত গচ্ছতি॥” (প্রারচিত্ততত্ত্ব)

বরুণ (পুং) বৃণোতি সর্কং ত্রিযতে অজৈরিতি বা ব্রু-উনন,

(কুমাধিত্য উনন। উপ্ ৩।৫৩) ১ দেবতাবিশেষ, অদিতির

গর্ভে কল্পণ হইতে উৎপন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,

চর্বাণী নামী পরীর গর্ভে ভৃগু ও বাম্প্রীক নামে ইহার দুই

পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক-পাল এবং জলের অধিপতি

বলিয়া পূজিত। পর্যায়—প্রচেতসু, পানিন্, বাদশাস্পতি,

অন্নতি, বাসঃপতি, অপাল্পতি, জম্বুক, মেঘনাথ, জলেশ্বর, পরঞ্জয়,

দৈত্যদেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুণ্ডলিন্,

রাম, সুখাস। (ভট্টাধর)

জলাশয়োঃসর্গ প্রভৃতি অচুঠানে বরুণদেবের পূজা করিতে

হয়। হরশার্বঙ্গকরায়ে ইহার পূজা পদ্ধতি বিধিবিদ্য হইয়াছে।

পূজাকালে মূর্তি নির্মাণ প্রয়োজন। স্তম্ভ স্তম্ভ রত্নরাজি দিয়া

বরুণমূর্তি নির্মাণ করিয়া লইতে হয়। ইহার দুই ভুজ, ইনি

হংসপৃষ্ঠে আসীন। ইহার দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহস্তে

নাগপাশ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইহার পুত্র

পুত্র। ইনি নানা নন্দনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজন্তু

দ্বারা পরিবৃত্ত। জলাশয়ের তীরে বা প্রান্তভাগে বরুণদেবের

এইরূপ মূর্তি নির্মাণ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠান্তে অর্চনা

করিবে। (১) ইহার ধ্যান যথা—

“প্রসন্নবদনঃ সৌম্যঃ হিমকুলেন্দুসরিতম্।

সর্কাতরগঙ্গাসংযুক্তঃ সর্কলজগলকিতম্॥

(১) “অথ বাধ্যাক্তঃ সুহৃৎ পশ্চরত্মারিবিধিতম্।

যিভুজঃ হংসপৃষ্ঠঃ দক্ষিণেভ্যস্তরভবম্।

বামেন বামপাশস্ত বায়বজ্যঃ হতোদধিম্।

নলিলাঃ বামভাগোঃ কায়রত্নবাহুশাস্পতিঃ।

বামে ভু কায়রত্নঃ দ্বিঃ দক্ষিণে পুত্রক ভবম্।

বামেনব্রীড়ির্ভাগোক্তিঃ সত্বৈঃ পরিবারিতম্।

ভূমিকঃ কলমঃ বেদ্যঃ প্রতিষ্ঠাবিধিবার্হরম্।” (হরশার্বঙ্গকরায়ে)

কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ শ্রীগয়ন্তমবহিতম্ ।  
 লবণ্যামৃতধারাবিত্তপৰ্যন্তমিবা প্রজাঃ ।  
 রাজহংসসমাক্রান্তং পাশবাগ্রকরং শুভম্ ।  
 পুরুষদৈর্গণৈঃ সর্কৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥  
 গোষ্ঠ্যা কাস্ত্যা চাহুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্ ।  
 নারৈর্গোদৈর্গণৈঃ ব্রাহ্মণ্যমিবা চাপরং ॥  
 সৃষ্টিসংহারকর্তারঃ নারায়ণমিবা পরম্ ॥  
 এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে ।  
 বরুণের মন্ত্র—ওঁ বৌ ।

“অষ্টাবিংশতিবীজেন চতুর্দশবরেন চ ।

অর্ধেকদ্বন্দ্বযুক্তেন প্রণবোদীপিতেন চ ॥” (হরশীর্ষপঞ্চরাত্র)

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিবোধমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয় । অঙ্গুষ্ঠ ও মূর্টি অন্তর্গত করিলেই নিবোধ-  
 মুদ্রা হইয়া থাকে । পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সান্নিধ্য করিয়া  
 গজ, পুষ্প, ধূপ, নীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হয় ।

“প্রতিমায়ঃ স্থিতিং কৃত্বা প্রণবেন নিবোধয়েৎ ।

পূজয়েদগজপুষ্পাদৌঃ সান্নিধ্যং পাশমুদ্রয়া ॥” (হরশীর্ষ)

বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা—

“বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিয়গাধিপম্ ।

পাশহস্তো মহাবাহুস্তথৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” (জম্বীশরোৎসর্গতত্ব)

মেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বরুণার্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে  
 স্তুতি হয় । অনাবৃষ্টির কারণ বরুণার্চনা করিতে হইলে তখন  
 স্বতন্ত্র ধ্যান আছে । সেই ধ্যানে বরুণের রূপ চিত্তা করিয়া  
 তাঁহাকে নমস্কার করিবে ।

“পুরুষাবর্তকৈর্মৈবৈঃ প্রাবরন্তঃ বহুক্রাম্ ।

বিভ্রাগর্জ্জিতসন্নদ্ধং তোয়াস্মানং নমাম্যহম্ ॥

যন্ত কেশেষ্ণু জীমূতো নদ্যঃ সর্কাকসচ্চিহ্ন ।

কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বরন্তমৈ তোয়াস্মানে নমঃ ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা-  
 পূর্বক মূল মন্ত্র জপ করিবে । জপের পূর্বে বিনিয়োগ করিয়া  
 লইতে হয় । যথা—“প্রজাপতিশ্চ বিষ্ণুশ্চৈব বরুণো দেবতা  
 এতাবদ্রাষ্ট্রমভিষাপ্য স্তুত্বার্থং জপে বিনিয়োগঃ ।” মন্ত্র গুরু-  
 মুখ হইতেই জানিয়া লইতে হয় । সেই মন্ত্র যথা—

“ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরুরো মরুতাপশুশতীঃ

গজ্জ বশাপমির্দ্ভা দিবঃ গজ্জত তেনো বৃষ্টিমাবহ ॥”

এই মন্ত্র সহস্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে । মন্ত্রান্তর  
 যথা—কূর্ট লগ্নী ও মারাবীজ, ( হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ), এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র  
 যদি নাতি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি  
 দূর হয়, এক সন্ধ্যা সন্ধ্যা মেশে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে । মন্ত্র জপের

সাখ্যা অষ্ট সহস্র, কিন্তু তাহার চতুর্গুণ, অর্থাৎ বত্রিশ  
 হাজার জপ করিতে হইবে । তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই  
 জপের সমাপ্তি ।

“নাভিমাত্রঃ জলে দ্বিবা অপেদ্র্যত্রঃ প্রসন্নধীঃ ।

বহুসহস্রং অপেদ্র্যত্রঃ ত্রিদিনং ব্যাপ্য যতন্তঃ ॥” অথবা—

“বটসহস্রং অপেরিত্রাং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ধ বম্ ।” (বটকর্ম্মদীপিকা)

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও  
 ব্যবস্থা করেন । একাক্ষর মন্ত্র ‘বং’ ।

মন্ত্র বলিরাছেন,—মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দণ্ড করা  
 হইবে, সাধুচরিত্র রাজা তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না । কেন না  
 লোভে পড়িয়া তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাতকীর দোষেই  
 তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় । এই জন্ত জলে প্রবেশ করিয়া রাজা  
 সেই দণ্ডদ্বারা লজ্জা ধন বরুণকে অথবা সন্তুষ্টি-সম্পন্ন শাস্ত্রজ  
 ব্রাহ্মণকে দান করিবেন । কারণ, বরুণ দণ্ডকর্তা, তিনি রাজা-  
 দিগেরও দণ্ডধর । আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ব্ব জগ-  
 তেরই প্রভু ।\* (মন্ত্র ৯ অঃ)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণদেবের উপা-  
 সনা প্রচলিত আছে । ঋগ্বেদে তিনি রাজা, বিষ্ণু বল, বিমান-  
 চারী, বেগবান্ ও পরাক্রমশালী বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন । উক্ত  
 রাজা বরুণ স্বর্গের ক্রমাঘরে গমনার্থ পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন  
 মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন । তিনি মূলগ্রহিত অন্তরীক্ষে  
 থাকিয়া বননীর তেজঃপুঞ্জ উর্ধ্বে ধারণ করেন, সেই রশ্মিপুঞ্জ  
 অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল উর্ধ্বে, তদ্বারা তিনি জীবের মরণ  
 রোধ করেন ।- তাঁহার শত সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ  
 তিনি ওষধিপতি । তিনি নিষ্পত্তিকে পরাভূত করিয়া মনুষ্য-  
 দিগের দূরিত নাশ করিতে সমর্থ । তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ-  
 কারী, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয় ; তিনি  
 বিদ্বান্ ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাতা এবং তাঁহার  
 কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত । ‘হে বরুণ ! নমস্কার করিয়া তোমার  
 ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হবা দানদ্বারা তোমার ক্রোধ  
 অপনোদন করি । হে অম্বর ! হে প্রচেতঃ ! হে রাজন্ !  
 আমাদেরিগের জন্ত এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ  
 শিথিল কর । হে বরুণ ! আমার উপরের পাশ উপর দিরা, নীচের

\* “সাদনীত যুগঃ সাধুরূপাভিক্রোদো ধনম্ ।

আদানান্ত ভ্রমোভ্যন্তেন সোবেণ লিপ্যতে ।

জপুঃ প্রবেত তং দণ্ডং বরুণারোপণায়ৈৎ ।

শ্রতব্রূতোপপরে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ ।

ইশো দণ্ডত বরুণো রাজান দণ্ডযত্নো হি সঃ ।

ইশঃ সর্ব্বত জগতো ব্রাহ্মণো বেষপারিগঃ ॥” (মন্ত্র ৯ অঃ)

পাশ নীচে দিয়া এবং মধ্যের পাশ মধ্য দিয়া খুলিয়া দাও।  
তৎপরে হে অদ্বিতীয়! আমরা তোমার ব্রতধ্বংস না করিয়া  
পাপরহিত হইয়া থাকিব।' (ঋক ১২৪৬—১৫)

এইরূপে বেশ বৃথা যায় যে, বরুণ দিকপতি বা লোকপাল,  
তিনি বমের জায় পাপপুণ্যের বিচার বা নিগ্রহকর্তা। তিনি  
দনাদিকারী (ঋক ১১২৩৪) এবং ধৃতব্রত। (ঋক ২১১৪)  
ঋকসংহিতায় ১১৬১১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র-  
জলের সহিত আগমন করিতেছেন। ৭৮৭১৬ মন্ত্রে তৎকর্তৃক  
সমুদ্রকে হাপনের কথা আছে। তাঁহার ভিতর তিন প্রকার  
ঢালোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থার  
ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্যর দোনার  
জায় বীণীর কণ্ঠ স্বর্গকে নির্ধাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর  
জায় ষেতবর্ণ, গৌর মুগের জায় বলবান, উমকের নির্ধাতা ও  
সমস্ত সংপর্কার্থের রাজা। ৫৪৭৭ মন্ত্রে তিনি স্বর্গকর্তৃক স্তূত  
হইয়াছেন। ঋকসংহিতায় ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ হুক্তে ময়-  
নিচরে বরুণ দেবতার নানা স্তুতি আছে।

এতদ্বির উক্ত সংহিতায় ১১৫৬৪, ২১২৭১০, ২১২৮২,  
৪১১৫, ৪৪১১১-২, ১০১২১০, ১০১৩২৪ স্থলে বরুণ সর্ক-  
শ্রেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান এবং স্রোতবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া গৃহীত  
হইয়াছেন। অথর্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া কীর্তিত।  
“সোমো ভগ ইব বামেবু দেবেবু বরুণো বধা।” (অথর্ব ৬২১২)

ঋকসংহিতায় ৮৪১ ও ৮৪২ হুক্তে বরুণদেবের স্তুতি  
আছে। “৫৮৫ হুক্তের মন্ত্রানুসারে অধিষ্ঠা বরুণ দেবতার এই-  
রূপ স্তব করিয়াছেন, ‘তিনি নিখিল ভুবনের অধিপতি ও  
গুণিপাতদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক ও স্বর্গকে আদ্র করেন।’ এই  
থকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্কশক্তিমান  
পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়া  
বরুণে আরোপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋবিগণ প্রকৃতির বিস্ময়-  
কর কার্যপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্দ্রাদিদেবের স্বাতন্ত্র্য  
কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা সেই কার্যপরম্পরার একা  
উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব ধ্বংসে অজুড়ব করেন।  
‘মিনি স্বর্গদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫৮৫৫), তিনিই  
নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহা  
সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫৮৫৬),’ আবার তিনিই মনুষ্যের পাপ  
বিনাশ ও অপরাধ ধ্বংস করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গের আন্ত-  
রণার্থ এবং বৃক সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত  
করিয়াছেন, তিনি অগ্নগণের বল, ধৌগগণকে চুড় ও ধ্বংসে  
সংকল্প দান করিয়া থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে স্বর্গ  
ও পর্কতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।’ ইত্যাদি স্তুতি দেখিয়া

অসম্মান হয় যে, ধর্মপরাগণ বৈদিক ঋবিগণ বরুণ ও ঈশ্বরকে  
এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই একত্ব হেতুই ১১-৩৬-১৩৭ হুক্তে পরুক্ষেপ ঋষি, ১১৫১-  
১৫২ হুক্তে দীর্ঘতমা ঋষি এবং ঋগ্বেদের ৭৬৩-৬৬ হুক্তে বশিষ্ঠ  
ঋষিকর্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের\* স্তুতিময় গীত হইয়াছে।  
তাঁহারা নামপার্থক্যে অগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা-  
দনকর্তা হইলেও মূলে এক মহান ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন,  
তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা ঋকসংহিতায় ১১৫৬৪  
মন্ত্রে বিষ্ণু ও বরুণ এবং অশ্বিনয়কে একত্র সথাবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে  
মিলিত দেখিতে পাই। শাম্বায়ন শ্রোতসূত্রে (২১২০৪)  
ঐরূপ বিষ্ণু-বরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্ণিত হইয়াছে।  
গোভিল ৩৬১২ হুক্তে বমবরুণের একযোগত্ব এবং শাম্বায়ন-  
ব্রাহ্মণ ১৮১০ ও কাত্যায়ন শ্রোতসূত্রে (১০৮২৭) অগ্নি  
বরুণের একাধারত্ব নির্দেশিত আছে। “ঋক ৪১১২ মন্ত্রে অগ্নি-  
বরুণের সখিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আরোপিত।”

অথর্ববেদের “ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হজ্ঞাস্তা বরুণঃ  
সংবিদানঃ।” (অথর্ব ৩৪৬) মন্ত্রে ইন্দ্র ও বরুণের একমতিত্ব  
স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বাজসন্যের-সংহিতায় ইন্দ্র ও  
বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাঁহারা দেবগণের সম্রাট, স্তূতরাং  
সেই ইন্দ্রাবরুণ মিত্রাবরুণের জায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর  
কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাঁহাকে মিত্র,  
অগ্নি, ইন্দ্র, বম বা বায়ুর সহিত ঐশ্বর্য সম্পাদন করিতে  
দেখিয়া তাঁহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে,  
এই মাত্র বলা বাইতে পারে।

ঋগ্বেদের ১১২৬-১৩৬ হুক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাঁহা-  
দের পরম্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাঁহাদের  
একত্বই নিশ্চায়িত হইয়া থাকে। ঋক ১১৩৬১-৭ মন্ত্রে আছে  
যে “আমি স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং কদ্রকে  
নমস্কার করি। ইহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও সুখদায়ী।  
ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা ও ভগকে স্তব কর। \* \* \* আমরা ইন্দ্রকে  
প্রাপ্ত হইয়াছি, \* \* \* ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের  
সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান হইয়া যেন সেই সুখভোগ করি।”  
১১৫৩ হুক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১১৩৩ হুক্তে ইন্দ্র ও বরুণের

\* অথর্ববেদ ৩৪৬ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রেম আছে।

+ “স ত্রাচরং বরুণম্ আ ববুং অজ্ঞা হৃদী দজ্ঞবনসঃ স্রোতঃ দজ্ঞবনসঃ।

ব্রতানামদ্বিত্যাং চর্চনীকৃতঃ সানানং চর্চনীকৃতঃ।

সখে সখারমভ্যাং ববুংস্বাতঃ ন চক্রং সখোংস্বাতঃ বম্ স্রোতঃ।

অগ্নে ব্রূকীকঃ বরুণে সত্য বিদ্যাঃ সখ্যং বিশ্বভাসুঃ। [ ঋক ৪১১৬-৩ ]

সংস্কৃত্য সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামণ্ডলীর একত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার—গুরু যজুর্-কর্ষেদের ৮।৩৭ মন্ত্রে “ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্ বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষং চক্রতুরগ্ন এতম্।” পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে হয়। উহার ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন;—“তৌ দেবৌ ইন্দ্রবরুণৌ তে তব এতং সোমমগ্রে প্রথমং ভক্ষং চক্রতুঃ। তৌ কো ইন্দ্রো বরুণশ্চ চকারৌ সমুচ্চরে, কিন্তু ইন্দ্রঃ সম্রাট্ পরমৈশ্বর্যযুক্তঃ বাজ্রপেয়যাজীভার্থঃ। কিংভূতো বরুণঃ রাজা রাজহুয়যাজী রাজা বৈ রাজহুয়েনেধু। ভবতি সম্রাড্ বাজ্রপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।”

ঋকসংহিতার ১।১৩৬২ মন্ত্রে উষাকর্তৃক বরুণের গৃহ আলোকীকরণের কথা আছে। গুরুযজুর্কর্ষেদের “পশ্ত্যাহ চক্রে বরুণঃ সধস্থমপাড্ শিশুমার্ত্তমাস্বস্থঃ” (১০।৭) মন্ত্রপাঠে বুঝিতে পারি যে, সমুদ্র বা জলগর্ভই বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাঁহার নিবাসস্থান। ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন—“যা এবন্ধিধা আপশ্ত্যাহ অন্তর্মধ্যে বরুণৌ দেবঃ সধস্থং সহস্থানং চক্রে কৃতবান্ সহ স্থীরতে যস্মিন্ তং সধস্থং। কিন্তুতো বরুণঃ অপাং শিশুঃ বালক অপাং বা এষ শিশুর্ভবতি যে রাজহুয়েন যজত ইতি শ্রুতেঃ কিন্তুতাস্বপ্ন পশ্ত্যাহ। পশ্ত্যমিতি গৃহনামহ পঠিতম্। গৃহ-রূপাহ সর্বেষামাধারস্থ্যং তথা মাতৃতমাহ অতিশয়েন জগ-নির্মাাত্রীষু।”

উক্ত সংহিতার ৬।২২ মন্ত্রে বরুণের পাশসমমিত স্থানের ভয়ভীত মানবের স্তুতিপ্রার্থনার কথা আছে;—“ধামো ধামো রাজান্ততো বরুণ নো মুক। যদাহরয়া ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুক।” আবার গুরুযজুঃ ২।৩৯ মন্ত্রের “বৃহ-স্পতির্বাচমিক্রো জ্যোষ্ঠায় রুদ্রঃ পশুভ্যঃ মিত্রঃ সত্যো বরুণৌ ধর্ম-পতীনাম্।” এখানে মন্ত্রাংশে বরুণকে ধর্মপতি বলা হইয়াছে। উহার ভাষ্যে মহীধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, “ধর্মপতীনাং ধর্মেশ্বরানাং ধর্মশীলানামাধিপত্যেষ্ঠাঃ স্রবতাং। সবিত্রাদয়োহষ্টৌ দেব সূহবিবাং দেবতাষ্ঠাং নানাধিপত্যানি বদন্তি বা কাথ্যঃ।” উহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (২।৪০) বরুণাদি দেবতা কর্তৃক রাজা-দিগকে মহতী ক্ষত্রপদবীতে নিয়োগের প্রার্থনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।২।২।৭ মন্ত্রের “ক্ষত্রত রাজা বরুণোহধি-রাজঃ” পদে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। ১।

১০ অর্ধেদের অনেক স্থলে বরুণকে একত্ব বা একত্রি বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ক্ষত্রি অর্থে বলবান, ওষম ক্ষত্রি নামে অস্ত্র ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহার্য বলের বর্ণনায় এই কারণ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যুগে ক্ষত্রি (বলশালী) রাজাদিগের বর্ণনায়ের সঙ্গে সঙ্গে বরুণকেও ক্ষত্রিদের রাজা-দিগের অধিপতি বর্ণনাতা ও রক্ষাকর্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋকসংহিতার ১।৩৬২ মন্ত্রে—

অধর্কবেদের ১।১০।১ মন্ত্রে বরুণ বীপ্রিশালী ও বজ্রাঘাতগ-শীল বলা হইয়াছে। অনূতাদি ভাষণহেতু তাঁহার কোপে পড়িলে লোকে অচিরে জলোদরাদি রোগার্গ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা বা বরুণবিষয়ক স্ততিরূপ হবির্ঘারা বা অতি তীক্ষ্ণ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তাঁহার অঙ্গগ্রহে রোগোদয়োচন ও লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (১।২৪) পাঠ করিলে জানা যায় যে, জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিকপালরূপে অমরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, আধিকাগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্নির হইয়া দেবতাদের তীতি অপনোদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের (৭।১৪-১৫) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের আদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপস্জা করেন। তাঁহার আরাধনার তপ্ত হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপস্যার পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি বয় প্রার্থনা কর। তাহাতে রাজা পুত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঐশ্বর্য হস্ত করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশব্দ চিত্তে সেই পুত্রকে বজ্রীর পত্নরূপে আমার প্রীত্যর্থ বলি দিবে। রাজা স্বীকৃত হইলে তাঁহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজাও বারং-বার অল্পবোধ, মিলন ও মানা আপত্তি দেখাইয়া পুত্রের প্রাণ-রক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে রোহিত দশম বর্ষে উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন আপনকার পুত্র বজ্রীর পত্ন হইবার যোগ্য হইয়াছে। রাজা তাঁহাকে সমাবর্ত্তনের পর দরবেশ বস্ত্রের বাননা জানাইয়া বিদায় হিলেন এক পুত্রকে সন্তীপে ডাকিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! বে তোমাকে আমার দিয়াছেন, আমি বজ্রীর পত্নরূপে নিহত করিয়া তাঁহার করে তোমার সমর্পণ করিব। পিতার একবিধ বাক্যশ্রবণে পুত্র “না জা” বলিয়া স্বীয় শব্দক যত্নে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। যথাসময়ে বরুণ দেব রাজসকাশে আসিয়া ‘মহা-রাজ বজ্র করুন’ বলিয়া দণ্ডারমান হইলেন। রাজা ভয়ন দেবতাকে আত্মল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরুণের শাপে রাজা জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

পিতার এই রোগের ব্যাপার অবগত হইয়া রোহিত বনদেশ ছাড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাহাকে

“জানাজানামহ ততস্য গোপা সিদ্ধপতী ক্ষত্রিা বাতসর্কীক।”

মন্ত্রে বরুণকে সিদ্ধপতি ও ক্ষত্রি বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ অস্ত্ররূপ।

+ “ব্রহ্ম দেবানামসুরো বি রাজতি বশা বি সত্য বরুণস্য রাজঃ।

ভক্তশ্চরি ব্রহ্মণা পাসদানং উগ্রস্য বজ্রোদধিঃ নরাসি।” অধর্ক ১।১০।১।

দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি সূঁচ, রাজসংসারের দুঃখপরাষ্ঠী কেন ভোগ করিতে বাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরস্তর ভ্রমণ করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার সুখোদয় হইবে।

‘এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণরূপে বৎসরান্তে ষষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত রাজ-পুত্রকে গৃহস্থান্তর বচনে নিবেদন করিয়া যান। এই বৎসরে রাজ-পুত্র সুখবলপুত্র অজীপুত্র ঋষির আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে ঋষিঃশ্রেষ্ঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি বীর পুত্রের এক জন বারী আমার পশুরূপে যজ্ঞে বলি হওয়ার পথরোধ করুন। তাহাতে ঋষি তাঁহাকে গুনঃশেফ নামে মধ্যম পুত্রটিকে দান করেন। রাজকুমার ঋষিকে শত গাভীদানপূর্বক ব্রাহ্মণকুমার গুনঃশেফকে লইয়া পিতৃসকালে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্যা-হত লাভ করিব। তদনন্তর রাজা যজ্ঞে ব্রতী হইলে/বরুণ স্বয়ং রাজপুত্রের অভিষেক করিয়া দিয়াছিলেন :—

“স পিতরনৈতোবাচ ততঃ সন্ত্যাহমনেনান্নান্ন নিহ্রাণা ইতি স বরুণ রাজানবুপসান্নান্নেন বা যজ্ঞা ইতি তথেনি ক্রয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ কজির্যিহিতি বরুণ উবাচ তন্না এতৎ রাজস্বয়ং যজ্ঞক্কুর প্রোবাচ তমেতমভিষেকনীয়ে পুরুষং পশুমনেতে।”

( ৭।১৫ )

বরুণ বলিলেন, কজির পশু হওয়া আপেক্ষা ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পশু হওয়া ভাল, তখন যজ্ঞারম্ভ হইল। বিধিসিদ্ধি হোতা, জমদগ্নি অধ্বন্য, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়ান্ উল্লাসতা হইলেন। গুনঃশেফ যখন বুঝিলেন যে, তিনি পশুরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন তিনি যথাক্রমে প্রজাপতি ( ঋক্ ১।২৪।১ ) অগ্নি ( ঋক্ ১।২৪।২ ) সবিতা ( ঋক্ ১।২৪।৩-৫ ) ও তদনন্তর বরুণের ( ঋক্ ১।২৪।৬-১৫, ১।২৪।১-২১ ) স্তুতি করিয়াছিলেন।

‘দেবীভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ১৪—১৭ অধ্যায়েও এই ঘটনা বিস্তৃত ভাবেও প্রকারান্তরে লিখিত আছে।

[ গুনঃশেফ ও বিধামিত্র শব্দ দেখ। ]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।১।৪।৮, ১।৪।১০।৬ এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের ১২।৮।৩।১০ ও ১৩।৫।৪।৫ হলে বরুণ দেবের পূজা বিহিত হইয়াছে।

এই উপাখ্যানদ্বারা বরুণকে প্রজাপ্রদ, প্রজাপালক ও প্রজা-পহারক দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাজ্যে স্থিতি করিয়া থাকেন। “তদয়ং রাজা বরুণতথা স স্বায়ম্ভুঃ স উপশমেহি।

( অথর্ব ৩।৪।৫ )

আবার অম্ব সংহিতায় তিনি রাজাদিগের হওরীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ( মনু ২।৪৫ )

‘বেদে বরুণকে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। তিনি জলদেবতা বলিয়া কথিত। যখন সমস্ত তমো-রাশি-সমাচ্ছন্ন ও প্রহৃষ্টের স্রাব ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় মহাভূতাদির বিকাশ হইতে থাকে। আদিত্যে অণু সৃষ্ট হইয়া-ছিল অর্থাৎ জলই ঈশ্বরত্বের আদি বিকাশ; সুতরাং জলাধি-পতি বরুণকে ঈশ্বর এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া কল্পনা করা কিছু অসম্ভবনহে।

মহাভারতের উত্তোণ ও শল্যপর্কে তিনি উদকপতিরূপে বর্ণিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্বলোক পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণঃ প্রভুঃ।” ( ভারত স্ত্রীপর্ক )

ভাগবতে বরুণদেব কাশ্যপস্বামী আদিত্যের পুত্ররূপে কীর্ণিত হইয়াছেন,—

“অথাংতঃ স্রয়তাং বংশো যোহদিত্যেরনুপূর্বশঃ।

বত্র নারায়ণো দেব স্বাংশেনাবতরম্ভিভুঃ ॥

বিবস্বানর্যামা পূবা ক্ষৌণ্ড সবিতা ভগঃ।

ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শত্রু উরুক্রমঃ ॥”

( ভাবত ৬।৬।৩৮—৩৯ )

হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঋকসংহিতার ১০।৭২।৮ মন্ত্রে অদিত্যের আট পুত্রের সঙ্গকথা আছে।\* অদিত্য আটটার মধ্যে মর্ত্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটিকে লইয়া স্বর্গগমন করিলেন। ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য এবং ২।১২।১৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধাতা, অর্যামা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান এই অষ্ট আদিত্যের কথা আছে; কিন্তু মহাভারত + ও বিষ্ণু :

\* “অষ্টো পুত্রাঃ পুত্রা নিত্রাস্রোহমিত্যেতম্ভিঃ বোহদিত্যেতম্ভঃ পরিশরীরা-জাতা। উৎপরাঃ। অদিত্যেতম্ভোঃ পুত্রা অধ্বন্যব্রাহ্মণে পরিশপিতাঃ। তথা হি তামসূক্রিয়ান্যো মিত্রক বর্ষপক ধাতা চার্যামা চার্ষিক ভর্গক বিধ্বা-ন্যদিত্যেতম্ভিঃ। \* \* \* [ তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৬।৩১ ]। ( সায়ণভাষ্য )

—এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।৩৩ উক্ত ঋক মন্ত্রের একই বিবরণ প্রদ হইয়াছে।

৮ + ধাতার্যামা ৫ মিত্রক বরুণোহসো ভগতথা।

ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূবা ৫ বর্ষা ৫ সতিতা ভগা।

পর্জন্মাত্যেব বিষ্ণুঃ আদিত্যু যাবন সূতাঃ।

( ভারত আদিপর্ক ১।৪।১৫ এবং ১২। ৩ )

৯ তস্মৈ বিষ্ণুঃ শতক জজ্ঞাতে পুত্রেরম্ভিঃ।

বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।

অংশো ভগপর্জন্মাত্যো আদিত্যো যাবন সূতাঃ। ( বিষ্ণু- ১।৩৪।১০ )

প্রভৃতি পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। পশুপত-  
ব্রাহ্মণের ১১৩৭৩-এ বরুণ নামের দ্ব্যর্থকে দ্বাদশ আদিত্য  
বলা হইয়াছে। শব্দসংহিতার ২১২৭১ মন্ত্রে দক্ষ অদিত্যের  
পুত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। মিরক্কে (১২২০) দ্বাদশ লিখিয়া-  
ছেন,—“অদিত্যের এক অজারত দক্ষ অদিত্য: পশু” অর্থাৎ  
দক্ষ হইতেই অদিত্য উৎপত্তি। আবার শব্দ ৩৫০১২ মন্ত্রে  
দ্ব্যর্থকে দক্ষ হইতে সন্তত বলা হইতেছে। সুতরাং এরূপ বলে  
কোন মীমাংসা করা যায় না। তবে ঐ উক্ত মন্ত্রের ১ম মন্ত্রে  
লিখিত আছে, ‘হে দেবগণ! আমি স্নাতকের নিমিত্ত  
তোত্র সহকারে অদিত্য, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, অর্যমা, ভগ ও  
সমুদ্র রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।’ এই সকল  
আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই  
মনে হয়।

মহাসংহিতার বরুণ অদিত্যের তেজঃসম্পন্ন ঋ এবং পাশবন্ত  
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাশবন্ত ব্যক্তি পাশবংশমনার্থ  
বারুণ ব্রতচরণে করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের  
দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পূজা এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে  
দাঁড়াইয়া জপ ও হোম করিতে হয়।

“সলিলবিকারে কুণ্ড্যাং পূজাং বরুণস্ত বারুণমষ্টৈঃ।”

(বৃহৎসং ৪৬৫১)

হরিবংশের ৪৫ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ  
লিখিত আছে :—

“চতুর্ভিঃ সাগরৈর্গুপ্তো লেখিত্ত্বিচ্চ পদগৈঃ।

শব্দমুক্তাদ্রশ্যধরো বিব্রতোয়ময়ঃ বপুঃ।

কালপাশস্ত সংগৃহ্য হরৈঃ শনিকরোপমৈঃ।

বাহীরিতজলোদ্ধারৈঃ কুর্কন্ লীলা সহস্রশঃ॥

পাণ্ডুরোদ্ধতবসনঃ প্রবালকচিত্রাধরঃ।

মণিশ্রমোত্তমবপুর্হারোত্তমবিভূষিতঃ॥

বরুণঃ পাশভূষাং দেবানীকস্ত তদ্বিবান্।

যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ॥” (হরিবংশ ৪৫ঃ ১২১৫)

তিনি হংসাকৃৎ এবং পাশবন্ত। (বৃহৎসং ৪৬৫১) তাঁহার

এই পাশবন্ত কাল বা বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১১৭১২)  
এই অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষীয়  
নিরুপভিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে (১২২৪)  
তাঁহা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে। রামায়ণেও বরুণের যুদ্ধ-  
কৌশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

“পাশবন্তো বিপাশস্ত রূপে বরুণ এব চ।

ভগ্নঃ প্রোভতঃ সহসা মরা স্মৃতে জ্ঞানাপত্তিঃ॥”

(রামায়ণ ৫৪৪১২)

অথেষে বিষ্ণু ও বরুণের সম্বন্ধ বা অভেদত্বের যে আভাস  
প্রদত্ত হইয়াছে, গীতার তাহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়।  
স্বয়ং ভগবানই বলিতেছেন :—

“অনন্তশ্চামি নাগানাং বরুণো বাহনামহম্।

পিতৃণামর্যমা চান্ধি যমঃ সংযমতামহম্॥” (গীতা ১০১২২)

আবার মহাতারতে কৃষ্ণ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে।  
শ্রীকৃষ্ণ জলজন্তুসমাকীর্ণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলাত্তর্গত  
বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

“এবিত্ত মকরাবাসং বাহোভিরতিসম্বৃতম্।

জিগায় বরুণং সংখ্যো সলিলাত্তর্গতং পুরা।”

(তারত দ্রোণপর্ক ১১ অঃ)

ভাগবতে এই কৃষ্ণবরুণবিষয়ের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত  
হইয়াছে। একদা নন্দ একাদশীতে নিবাহারী থাকিয়া জনার্দ্দ-  
নের অভ্যর্কনা করেন এবং দ্বাদশী তিথিতে আত্মরী বেলার  
দ্বানার্থ কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলে জলময় হইয়া বরুণভৃত্য  
কর্তৃক বরুণালয়ে নীত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণকর্তৃক পিতাকে  
অপহৃত শুনিয়া বরুণসমীপে গমনপূর্বক পিতাকে উদ্ধার করেন।  
বরুণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পাশবন্দনা করিয়াছিলেন—

“অন্ত মে নিভৃতো দেহোহৈন্দ্র্যবার্হেদ্বিগতঃ প্রোভোঃ।

বৎপাদভাজোভগবদ্রূপাণুঃ পারমধ্বনঃ॥” (ভাগবত ১০১২৮১৫)

ভৃগুপুরাণের সছাদিত্যগুণতর্গত বরুণপুরী-মাহাত্ম্যে লিখিত  
আছে,—

একদা শৌনক সূতকে বরুণপুরের মাহাত্ম্য-বিবৃতি জিজ্ঞাসা  
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নানা রত্নজ্যোতির্ময়ী মনোরমা  
বরুণের একটা পুরী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাসী লোক  
সকল ধর্মপরায়ণ ও বোধাত্মক। তত্রৈ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম  
বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে দেবতা  
ও পিতৃগণ সান্ত্বিত্য পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায়  
উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জগাদিগ বরুণ!  
তুমি তোমার ভবন সর্বশ আমার একটা ভবন নির্মাণ কর,  
এই ভবন নানারত্নবিভূষিত ও সদা সুনিগণ সেবনীয় হইবে।  
বরুণদেব পরমরামের এই কথা শুনিয়া বীর ভবন নির্মাণ  
করিয়া ঐ পুর পরমরামকে নিবেদন করেন। তখন পরমরাম  
ঐ নানারত্নাদি খচিত ভবন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে,  
এই ভবন অমাব্যধি বরুণপুর নামে খ্যাত হইবে এবং পরম-  
রাম এই পুরের অধিপতি থাকিবেন। একদা মহামুনে ভৃগুরাম



নবমী তিথিতে সৰ্বলোক একত্র হইয়া সপ্তদিনব্যাপী রানের মহোৎসব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাঈশ্বর্য তথায় উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। বরুণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য কর্তৃক পীড়িত হইলে পরন্তরায় তাহারের ত্ববে কুঠ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার জ্ঞানবাহু বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমাদের দৈত্যপীড়না বিমুক্ত হইবে। আমি দৈত্যদানব নাশের জন্য বরুণ নির্মিত পুরীতে মহামার্যকে স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার পরশাগত হও, তাহা হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিশ্রাম পরন্তরায়ের আদেশানুসারে মহালসা নামে মহামার্যের পরশাগত হইয়া তাঁহার ত্বব ও পূজাদি করিতে লাগিলেন। মহামার্য ব্রাহ্মণদিগের ত্ববে সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে বিশ্রামগণ! তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি। এইরূপে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দিল্লি তিনি ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামার্য দৈত্যের সহিত যোদ্ধার যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মস্তক কর্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। তখন দৈত্যভয় বিমুক্ত হইল, দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধৰ্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্ঝিরে রাম-মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের ওক্ল বস্তী তিথিতে কামনা করিয়া ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া যে সকল ব্যক্তি ত্রিভুবনের দেবী মহামার্যকে পূজা করে, দেবী তাহাদিগের অতিলাভ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

(কল্পপু. সহস্রাবধি বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১-২ অঃ)

যে অন্তরীক দেখিয়া বৈদিকযুগের আৰ্য্যদিগের অন্তরে ভয়রের অভিযুক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই বরুণদেব বলিয়া বর্ণিত। সেই অন্তরীকপ্রখ্যাত দেবতাদিগের রাজা বরুণের সহিত গ্রীকপুরাণোক্ত উরেনাসের অনেক সোসাদৃশ্য দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে যোগ্য কর্তৃক যেমন বরুণের পঞ্চভূতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; সেইরূপ গ্রীসের পুরাতন জিউস কর্তৃক উরেনাসের পঞ্চভূতি বিবৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষ্টিদাতা এবং জলসংহিহারী, উরেনাসও সেই সেই কার্যের অধিপতি। কিন্তু বস্তুতঃই যেনা ও অম্বিনী এবং আর ও বরুণের সহিত অত্যন্ত বিবয়ে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। বরং জলাধিকারিণি নেপচুনের সহিত বরুণের বিশেষ মিল আছে। [নেপচুন দেখ।]

ও স্বনামখ্যাত বৃকবিশেষ। পর্যায়—বরুণ, সেতু, ভিক্ত-শাক, কুমারক, অম্বরী, সেতুক, বরাণ, শিখিমণ্ডন, বেতবৃক,

বেতক্রম, লাধুবৃক, তমাল, মারুতাপহ। ইহার গুণ—তটু, উষ্ণ, মস্তকোষ ও শীতীবাভহর, মিষ্ট, লীপন, এবং বিস্মি-দ্রোগ্য। (রাজনি.) তাবপ্রকাশ মতে—

“বরুণঃ পিতৃলো ভেদী রেদক্ক্ষ্মাশ্রমারতান্।

নিহন্তি গুণবাতাশ্র-কুমাংসোচ্চোহরিণীপনঃ।

কবারো মধুরতিক্তঃ কটুকো রসকো গুরুঃ॥” (তাবপ্র.)

রাজবল্লভমতে ইহার গুণ,—বাযু ও শূলহর, তেজক, উষ্ণ, ও অম্বরীনাশক। বরুণের পুষ্পগুণ—পিত্ত ও আমবাতহর। (রাজবল্লভ) ও জল (যেমিনী)। ৪ মূৰ্য্য। (বিধ)

“ধাতামিত্রোহর্যমা শক্রো বরুণক্লেশ এব চ।

ভগোবিববান্ পূৰ্বা চ সবিতা দশমন্তথা॥” (মহাতা ১১৩৫:১৫)

৫ মুনিগর্ভজাত কল্পপণ্ডিত-বিশেষ। (ভারত ১৬৫:১০)

বরুণক (পুং) বরুণবৃক (Oratova Roxburghii)

বরুণগুড়, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার ১০৬)

বরুণগৃহীত (ত্রি) ১ বরুণ কর্তৃক আক্রান্ত। ২ উন্নয়ী প্রভৃতি যোগগ্রন্থ।

বরুণগ্রন্থ (ত্রি) বরুণগ্রন্থ। জলনিময়।

বরুণগ্রহ (পুং) অশ্বের তরামক দুই গ্রহ বিশেষ। অথ এই গ্রহাবিষ্ট হইলে তালু, জিহ্বা, নেত্র, বৃণ ও মেহ, কৃকবর্ণ গাত্রের গুরুতা ও বেদ নির্গম হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

“তালুজিহ্বে চ নেত্রে চ বৃষণে মেহে মেব চ।

গ্রাবং রূপক বস্ত তালুগাত্রগোরবমেব চ।

ভক্ত বেদপরীতত বৃদ্ধিমান্ বরুণগ্রহেঃ।

কৃতং দোষং মহাধোরং শুদ্ধাক্ত বিনির্দ্দেশে ॥”

(জরদন্ত ৫৭ অধ্যায়)

বরুণগ্রাম, একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যতব্রহ্ম ৫৭:২৫২)

বরুণগ্রাহ (পুং) বরুণ কর্তৃক আক্রমণ বা বন্ধন।

(তৈত্তিরীয়সং ৬৬:৫:৪)

বরুণমুতমু, অম্বরীর একটা ঔষধ। মূত ৪ সের, কাথার্থ কুটিত বরুণহাল ১২১০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কর্কার্য বরুণ-মূলের হাল, কদলীমূল, নিম্ব মূলের হাল, কুমারি পক্ষত্বণের মূল, গুলক, শিলাজতু, কাঁকড় বীজ, হুর্লা, তিলদালের কার, পলাশ কার, দুইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। মূল-বিষেচনা করিয়া মাজা দ্বির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক্ত দ্বির দাত সেকরী। ইহাতে অম্বরী, শর্করা ও মূত্রকৃষ্ণ নিবারিত হয়।

বরুণতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, বর্ষটননের পূর্বদিকে অরিনান্দ পর্বত। তাহার সমুখভাগে কংসকর পর্বতভট্টে বরুণকুণ্ড নামক পবিত্র সরোবর। এখানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। কংসকর

পূর্বতে বরুণদেবের পূজা দিয়া বরুণকুণ্ডে স্নান করিলে বহুত  
বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। য হইতে পক্ষমবর্ণ বাক্যে অজুয়ার  
যোগ করিলে বরুণবীজ হইয়া থাকে। ঐ বীজমন্ত্রে বরুণদেবের  
পূজা কর্তব্য। (কালিকা ৭২।১০-১১)

বরুণজ (স্রী) বরুণের তাব বা ধর্ম।

বরুণদত্ত (পুং) পানিনিবর্ণিত ব্যক্তিত্বের। (পা ৫।৩।৮৪)

বরুণদেব (ত্রি) বরুণ বাহার দেবতা। (পুং) ২ শতভিষা নক্ষত্র।  
(বৃহৎসং ৩২।২০) ও বরুণ দেবতা।

বরুণদৈবত (ত্রি) শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ১০।২)

বরুণগ্রহ (ত্রি) ১ বরুণকে প্রবক্তা বা লোভপ্রদর্শনকারী।  
২ বরুণকর্তৃক হিংশিত। 'বরুণেন হিংশিতঃ'। (ঋক ৭।৬০।১২ সারণ)

বরুণপাশ (পুং) ১ বরুণের অস্ত্র। ২ নক্ষত্র, হালার।

বরুণপুরুষ (পুং) বরুণের ভূতা। (আখং গৃহ ১।১।৫)

বরুণপ্রবাস (পুং) আবাচী বা প্রাবণী পূর্ণিমার বরুণের উদ্দেশে  
আচরণীয় বিতীর্ণ কৃত্যভেদ। জলনিমগ্ন বা গ্রাহনকত্রাদির  
হস্তরূপ বরুণপাশ হইতে পরিব্রাজ্য লাভের জন্য এই ব্রতচরণ  
করিতে হয়। ঐ পর্বদিনে বরুণের প্রীত্যর্থে ঘৃণচূর্ণ ভক্ষণ  
• করিতে হয়।

বরুণপ্রশিষ্ট (ত্রি) বরুণ কর্তৃক শাসিত বা পরিচালিত।

বরুণপ্রস্থ, বরুণপ্রস্থের পশ্চিমস্থ নগরভেদ। (ত'ত্রুক্ষৎ ৫৭।১১৪)

বরুণভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ লোভ্যতর্কিন।

বরুণমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বরুণমিত্র (পুং) গোষ্ঠিলাভেদ।

বরুণমেনি (স্রী) বরুণের ক্রোধ। (তৈত্তিরীয় সং ৫।১।৫।৩)

বরুণরাজ্য (ত্রি) বরুণ যেখানে রাজরূপে অধিষ্ঠিত।  
(তৈত্তিরীয়সং ৩।৫।৮।১)

বরুণলোক (পুং) ১ লোকভেদ। (কৌশিকীউপং ১।৫)  
কাশীখণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের  
অধিকার স্থান বা জল। (তর্কসংগ্রহ ৭)

বরুণলক্ষ্মণ (পুং) মেবাহুর যুদ্ধে মেবপক্ষীয় সেনাপতিভেদ।

বরুণশেবস্ (ত্রি) ১ বরুণের অপত্য। (ঋক ৫।৬৫।৫ সারণ)  
২ ব্রাহ্মণ্যকারী পুত্রাদি বিশিষ্ট। 'বরুণাঃ পুত্রাঃ শেবাঃ' (সারণ)

বরুণপ্রোক্ত (স্রী) প্রোক্তভাভেদ।

বরুণসব (পুং) বরুণের অজিতপ্রোত বজ্র। "যো রাজস্বঃ স  
বরুণসবঃ" (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৭।৬।১)

বরুণসেন, নিলাগিণি বর্ণিত রাজভেদ।

বরুণসেনা [ সেনিকা ] (স্রী) রাজকন্ত্যভেদ। (কথাসরিৎসং ৪।৪০)

বরুণপ্রোক্তস্ (পুং) পর্বতভেদ। (ভারত বনপর্ব)  
বরুণপ্রোক্তস্ পাঠও দেখা যায়।

বরুণাক্ষর (পুং) ১ বরুণের বংশধর। ২ অগস্ত্যধিবির  
গোত্রাপত্য।

বরুণাক্ষর (স্রী) বরুণত জনক আত্মজা। তদ্রূপব্যাং।  
বাক্যনিবৃত্ত, এই মত সমুদ্র মহনকালে উভূত হইয়াছিল।

বরুণানিকোষ, বরুণহাল, ত'ঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা,  
জল ৪০ সের, শেব ৮০ পোরা, প্রোক্ষোপার্ধ ঘবকার ২ মাষা,  
পুরাতন শুক্ল ২ মাষা। এই কাথ পান করিলে বহুকালের বাদুজ  
অশ্রীর শাস্তি হয়।

বৃহৎবরুণাদি—বরুণহাল, ত'ঠ, গোক্ষুর বীজ, ভালমূলী,  
কুলখকলাই, কুলাদিকুলপকমূল মিলিত ২ তোলা, জল ৪০  
সের, শেব ৮০ পোরা, প্রোক্ষোপার্ধ চিনি ২ মাষা, ঘবকার  
২ মাষা। ইহাতে অশ্রী, বৃহৎকুহু, বতিমূল ও লিকমূল  
নির্মারিত হয়।

বরুণহালের কাথ বা কচের সহিত পুরাতন শুক্ল এবং সজিনা  
মূলের উৎকর্ষ সেবন করিলে অশ্রী ও তক্ষনিত বহুপা  
নির্মারিত হয়।

বরুণাদিগণ (পুং) ব্রহ্মগণভেদ, ব্রহ্মতে এই গণে নিয়োক্ত ব্রহ্ম  
নির্দিষ্ট হইয়াছে—বরুণবৃক্ষ, নীলমিষ্টা, শিশু, মধুশিশু (লাল  
সজিনা), জয়ন্তী, মেঘশ্রী, পুতিকা, নাটাকরজ, মোরাটা,  
অগ্নিমহু, বিন্টা, লালকাঁটি, আকন্দ, হসির, চিতা, শতমূলী,  
বিব, অজশ্রী, দর্ভ, বৃহতী, কটিকারী। এই বরুণাদিগণ কফ  
ও য়েদোনাশক এবং শিরঃশূল, গুণ্ড ও আত্যাতিরিক বিজি-  
নাশক। (সুশ্রুত পুং ৩৮ অ°)

বরুণাদি (পুং) পর্বতভেদ।

বরুণানী (স্রী) বরুণত পত্নী বরুণ (ইন্দ্রবরুণভবতি। পা  
৪।১।৪২) ইতি ভীষ, আত্মগাগমন্ত। বরুণপত্নী। (লটাদয়)

বরুণাপুর, সহ্যাদ্রিপর্বতস্থ একটা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। (সহ্যাদ্রিখণ্ড  
বরুণাপুরমাহাত্ম্য) [ বরুণ দেখ। ]

বরুণালয় (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবাস (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবি (স্রী) শব্দী।

বরুণিক (পুং) বরুণরক্তের সংক্ষিপ্ত নাম। বরুণির ও বরুণিন্  
পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বরুণেশ (ত্রি) শতভিষানক্ষত্র, বরুণ বাহার অধিপতি।

বরুণেশ্বরতীর্থ (স্রী) তীর্থভেদ।

বরুণোদ (স্রী) সাগর।

বরুণোপনিবস্ (স্রী) উপনিবস্ভেদ।

বরুণোপপুরাণ, একখানি উপপুরাণ। কৃষ্ণপুরাণে এবং রেবা-  
মাহাত্ম্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বরুণ্য (ত্রি) বরুণ-সম্বন্ধ, বরুণ হইতে উৎপন্ন।

“মুকুন্দ মা নপথ্যাদি বরুণ্যায়ত।” (শব্দ ১০১৭।১৬)

‘বরুণ্যঃ বরুণসম্বন্ধঃ’ (সারণ)

বরুদ্র (ক্ৰী) বৃণোতি আবৃণোত্যানেনেতি বৃ-উজ (আশির্ভা-  
দিভ্য ইত্যোক্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) উত্তরীয় বজ্র। (সিদ্ধান্ত-  
কৌণ্ড উপাং ১০০)

বরুদ্রী, নামমাত্র অন্তর্গত নবীভেদ। (তবিষ্য ব্রহ্মণ ১৬৪০)

বরুদ্র (পুং) বরুদ্র। সংস্কৃত। (সংস্কৃতি সাং উপাং)

বরুদ্র, স্থানভেদ। পুরাণে ‘উরব’ নামে খ্যাত।

বরুত্ (ত্রি) রক্ষিতা, রক্ষক। “এতান্নহৃদিসি ত্যজসো বরুতা।”

(শব্দ ১।১৬২।১) ‘বরুতা বরিতা রক্ষিতাসি।’ (সারণ)

বরুথ (ক্ৰী) ত্রিযতে পরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উথন্ (জু বৃঞ-  
মুথন্। উণ্ ২।৬।) ১ তনুগ্রাণ। (হেম) ২ চর্ম। (মেদিনী)

৩ গৃহ। (শব্দ ১।৫৮।৬) গৃহার্থক বরুথশব্দের ‘ব’ বর্ণীয় বকায়

বলিয়া গণ্য। (নিষষ্ট) ৪ সৈন্ত। “বৃক্ষ বরুথমতিপত্তি-

রথাধোদধিঃ।” (ভাগবত ৯।১০।২০)। ত্রিযতে বরোহেনেনেতি

বৃঞ-বরণে উথন্। (পুং) ৫ শব্দভুক্ত অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা

পাইবার জন্য রথসম্মাহের দ্বার আবরণ প্রকৃতি ব্যবহৃত।

ইহার পর্যায়—রথশুশ্রি, রথসংরুতি। (জটায়ব)

“উরগবল্লভবর্জিতং বরুথং বর্ণবরুত্।” (রামায়ণ ৬।৫৭।২৬)

৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১।৭১।১১)

বরুথশাস্ (অব্যয়) সম্বন্ধঃ, বহু সংখ্যক।

“পদ্ম প্রসাদী রত্নবাহুবোহিতোহ-

পালঙ্কতাঃ কান্তসখা বরুথশঃ।” (ভাগবত ৪।৩।১১)

বরুথাদিপি (পুং) বরুথানাং সৈন্তানামদিপি, রক্ষিতা। সেনাপতি।

বরুথাদিপতি (পুং) সেনানী, সেনানায়ক।

“কচ্ছিৎ বরুথাদিপতির্বহুনাং

প্রহ্মায়ে আনুত্বে লুখমক্ বীর।” (ভাগবত ৩।১২।৭)

বরুথিম্ (পুং) বরুথঃ অস্ত্রাভ্যুতি বরুথ—ইন্। গজোপরিষ

গজাকার কাঠ বা রথশুশ্রিযুক্ত। (শব্দ ১।৬।৩৫) ২ বরু-

থার্থক বস্ত্রমাত্রযুক্ত। দ্বিবিধা উপা, বরুথিনী। ৩ সেনা।

“চিরিক্তকৃৎপত্তা বরুথিনী সত্ত্বা ইব নবীরয়াঃ শুভীন্।”

(শব্দ ১।১।৫৮)

বরুথ্য (ত্রি) ১ বরুথী, সম্ভজনীয়। ২ পরিধিবন্ধে পরিবৃত্ত।

“ব্রাতা শিবে ভবা বরুথ্য।” (শব্দ ৫।২৪।১) ‘বরুথো বরুথীয়া,

সম্ভজনীয়ঃ। যথা বরুথঃ পরিধিবৃত্তঃ।’ (সারণ) ৩ গৃহার্হ,

গৃহযোগ্য। (শব্দ ৫।৪৬।৫) ৪ শীতবাত্তপমিষায়ক। (শব্দ

৩।৬৭।২) ৫ গৃহোচ্চিৎ ধন। (শব্দ ৮।৪৭।৩)

বরোটা (দেশজ) কৃণ্ডভেদ (Cyperus verticillatus)।

বরোণ (পুং) বোলতা। বরোণ।

বরোণা (ক্ৰী) বরোণ্য শব্দের অপভ্রংশ।

বরোণ্য (পুং) ত্রিযতে দৌকৈরিতি বৃ-এণাঃ, (বৃঞ এণাঃ। উণ্

৩।৮।) (ত্রি) ১ প্রধান। “সম্ভরণো নাকসদ্যঃ বরোণ্যঃ।”

(ভট্ট ১।৪) ২ বরুণীয়া। (মল্লিনাথ) “সংস্কারপুত্রেণ বরু

বরোণ্যঃ, বহুং লুখগ্রাহনিবন্ধনেন।” (কুমার ৭।২০) (পুং)

৩ পিতৃগণের অন্ততম। “বরো বরোণ্যো বরদো পুষ্টিপুষ্টিবদ্য”

(মার্কণ্ডেয়পু ৯।৬।৪৫) ৪ ভৃগুপুত্রভেদ। (মহাভা ১।৩।৮৫।১২২)

৫ মহাদেব। “বরো বরাহো বরদো বরোণ্যঃ হুমহাননঃ।”

(মহাভারত ১।৩।৭।১৩৬)

৬ কুছুম। (রাজনি ০) (ক্ৰী) ৭ সকলের উপাত্ত ও

জ্ঞেয়স্বরূপে সম্ভজনীয়। (শব্দ ৩।৬।১০)

বরোণ্যক্রতু (ত্রি) বরুণীয়া প্রজ্ঞাযুক্ত হোতা। (শব্দ ৮।৪৩।১২)

বরোন্দ্র (পুং) ১ রাজা। ২ সামন্তরাজ। ৩ ইন্দ্র। ৪ বাল্লালা

দেশের উত্তরস্থ একটা বিভাগ। বরোন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। দেশ-

বলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরোন্দ্রভূমির রাজ-

ধানী ছিল। [ বঙ্গদেশ ও বারেন্দ্র দেখ। ]

বরোন্দ্রগতি, পয়তন্ত্রপ্রকাশিকা নামী বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা।

বরোন্দ্রী (ক্ৰী) গোড়দেশ। (ত্রিকা ০) বরোন্দ্রভূমি।

বরোয় (পুং) হৃদ্য। ‘বরোয় বরুণীয়াঃ হৃদ্যায়াঃ সম্বন্ধিনঃ

বরোয়চিত্তবাঃ বা। হৃদ্যমিনার্থঃ।’ (শব্দ ১।০।৮৫।১১-ভাষ্যে সারণ)

বরোয় (দেশজ) বীশের লম্বা বাঁধারী।

বরোয় (ত্রি) প্রণয়প্রার্থী। বিবাহার্থ কল্পার বাচ্ঞাকারী।

বরোশ (ত্রি) সর্কেষণ, বরদানকর্তা ভগবান্।

“বরং বরং ভজ্যতে বরোশ ষ্টিতিবাহিতম্।” (ভাগবত ২।২।২১)

বরোশ্বর (ত্রি) শিব।

বরোট (ক্ৰী) বরাণি প্রেষ্ঠানি উটানি দলানি অন্ত। মরুবক। (শব্দ ১।০।৮৫।১১-ভাষ্যে সারণ)

বরোটপল (ক্ৰী) খেত রক্তপদ্ম। (বৈজ্ঞানিক ০)

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তস্থ একটা সামন্ত-

রাজ্য। এখানকার সামন্তরাজের রাজত্ব ২১ হাজার। তদ্ব্যত্যা

তিনি জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদা-

পতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বরোদ, গোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র

সামন্ত রাজ্য। এখন দুই অংশে বিভক্ত। এখানকার অধি-

কারীরা বড়োদার পাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর

দিয়া থাকেন।

বরোরু (পুং) বরুঃ উল্ল, কর্ণবা। ১ শ্রেষ্ঠ উল্ল, বাহার

আহর উপরিভাগ মুখর ও মূলকণ। “বিরদকরপ্রতিমৈবরো-

রুতিঃ।” (বৃহৎসং ৬।৮।৪) বরুঃ উল্লভুক্তি বহুব্রীহি। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ

উকশালী। “কো বিকশণ্ণ বজ্রগতঃ করোর মানানগলঃ দুর্কচনা-  
হকরোত্তিরঃ।” (ভাগবত ৪।২।২৪)

বরোল (পং জী) বৃ-ওলচ্। ১ বরট। ২ বরুলোল। (ত্রিকা.)  
চলিত ভীমরুল।

বরোহশাধিন্ (পং) প্রকবৃক, পাকুড়গাছ। (রাজনি.)

বরোযধী (জী) ১ আদিভাঙতা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ২ ব্রাহ্মী-  
শাক। (বৈজ্ঞানিক.)

বর্কণা (জী) তরুণ ছাগী। (সুশ্রুত টি. ১ অঃ)

বর্কর (পং) বৃকতে গৃহতে ইতি বৃক-আবানে বহলবচনাৎ  
অর। (উজ্জল ৩।৩১) ১ বৃবপ্ত। (অমর) ২ মেবশাবক।  
(ভরত) ৩ পরিহাস। আমোদপ্রমোদ।

“কান্তঃ কেলিকচিযু বা সঙ্ঘবরতাদৃকপতিঃ কাতরে।

কিমো বর্করককরৈঃ প্রিয়রতৈরাক্রমা বিক্রীরতে।” (অমরশতক ৭)  
৪ ছাগ। (মেদিনী)

বর্করকর্কর (ত্রি) নানা রকমের।

বর্করট (পং) বর্কর পরিহাস অটতি গচ্ছতীতি অট-অচ্।  
১ কটাক। ২ তরুণ তপনপ্রভা। ৩ কামিনীর পরোধরপার্শ্ব  
কান্ত কর্তৃক প্রবৃত্ত নশকৃত। (মেদিনী)

বর্করীকুণ্ড (কী) কালী সরোবরভেদ। ইহা একটা পুণ্যতীর্থ  
বলিরা পরিগণিত। [ কালী দেখ। ]

বর্কট (পং) গজাল, কাটা, পিন্, খিল, অর্গল।

বর্করীতীর্থ, তীর্থভেদ। (কুমারিকা ১০৭।১।৭)

বর্গ (পং) বৃকতে ইতি বুজি-বর্জনে বৃঞ্। সমাভীয়সম্ভ।

“ব্রতায় তেনামুচরণে ধেনো-

ভ্রমেষি শেবোহপ্যমুয্যিবর্গঃ।” (রঘু ২।৪)

২ সমানধর্মী প্রাণী বা অপ্রাণিগোপলকিত বৃন্দ বা সমূহ।

যথা—কবর্গ। ক্ব ব্ব প্রভৃতির বিজাতীয় থাকিলেও উহা-  
দিগের স্থানসাম্য আছে। কাকরণ যতে বর্গ পাচটি, যথা—  
কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ। কবর্গ বলিলে ক, খ,  
গ, ঘ, ঙ; চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; এইরূপ টবর্গ বলিলে  
ট হইতে ‘ণ’ পর্যন্ত, তবর্গ বলিলে ‘ত’ হইতে ‘ন’ পর্যন্ত এবং  
পবর্গ বলিলে ‘প’ হইতে ‘ম’ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। ক চ ট ত  
প প্রভৃতি পক পক পাচ পাচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা।  
“কচটপাঃ পক বর্গাঃ” “তে বর্গাঃ পক পক পক” ইত্যাদি।

অভিধানে এই সমষ্ট বা সমার্থে বর্ণপাভালাদি বর্গ, নানার্থ  
বর্গ, ভূমিকসোবধি বর্গ, অবার বর্গ, ব্রহ্ম বর্গ, ক্রব্রিট্ পুত্রাদি  
বর্গেরও উল্লেখ দেখা যায়। (অমর ৩৬৯-৩৭৫ অ.)

চলিত ভ্যোজিক-লিখিত আছে, অবর্ণের অধিপতি হৃদ্য,  
কবর্গের অধিপতি মল্ল, চবর্গের ওজ, টকবর্গের বৃধ, তবর্গের

বৃহস্পতি, পবর্গের খনি, ব ও শবর্গের অধিপতি চক্ৰ। ইহার  
দ্বারা পণ্য করিলে নামাধি জানা যায়।

৩ গ্রহ পরিচ্ছেদ। কোন গ্রহ বা কোন গ্রহপ্রবাহের  
দ্বারে দ্বারে যে একটা ছেদ দেওয়া হয়, সেই ছেদ, উজ্জ্বল,  
ক অথ প্রভৃতির নামান্তর বর্গ।

“সর্গো বর্গ পরিচ্ছেদোদ্যোভাভ্যায়ানুগ্রহাঃ।

উজ্জ্বলঃ পরিবর্ত্ত পটলঃ কাণ্ডবর্গাঃ।

স্থানং প্রকরণং পর্য্যটিকক গ্রহনয়ঃ।” (ত্রিকা-শে)

৪ আত্মকোষক গণ। ৫ (জী) অঙ্গসরোবিন্দব।

এই অঙ্গসরা মুনিশাপে গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাপুনন্দন অর্জুন  
হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [ বিহৃত বিবরণ মহাত্মারতে ১।১২৭  
অঃ দ্রষ্টব্য। ]

৬ সমান অক্ষরের পূরণ। পর্য্যটিক—ভ্রুতি। বর্গ করণস্থ  
ছুইটা বৃত্ত বা সমান রাশির গুণকল। লীলাবতীতে ইহার বিবরণ  
লিখিত হইয়াছে—

“সমযিহাতঃ কৃতিকচাতুহথ স্বাপ্যোহস্ত্যবর্গো দ্বিগুণ্যস্তানিয়ঃ।

স্বাপ্যপবিষ্টাক তথাপরেহস্তাত্যক্ত্যায়ুংসার্থ্য পুনশ্চ রাশিঃ।

বগুদয়স্বাভিহতিযিনিরী তৎখণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা।

ইটোনযুগ্রাশিবধঃকৃতি তাদিষ্ট বর্গেণ সমযিতো বাঃ” (লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশ্য বা মন্তব্য নিম্নোক্ত বিধিবারা স্পষ্টীকৃত  
হইয়াছে—

“সথে নবানাক চতুর্দশানাং

ত্রিহি ত্রিহিনস্ত শতত্রয়স্ত।

পকোত্তরস্তাপ্যযুক্ত বর্গং

জানাসি চেষ্টবর্গবিধানমার্যম্”

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ৯, ১৪, ২২৭ ও ১০০০৫ রাশির  
বর্গকল নির্ণয় করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াধারা  
৮১, ১২৬, ৮৮২০৯ ও ১০০১০০০২৫ রাশি পাওয়া যায়, অথবা  
অন্ত প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার খণ্ড ৪ ও ৫ লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারের  
অঙ্ককল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিধরের গুণকল ২০।

উহার যিনিরী ৪০। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গকলসমষ্টি—

$৪ \times ৪ = ১৬$ ;  $৫ \times ৫ = ২৫$ ;  $১৬ + ২৫ = ৪১$ ; সুতরাং

$৪০ + ৪১$  যোগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ বর্গমূলের  
বর্গকল। এইরূপে ১৪ এর খণ্ড ৬ ও ৮, ইহাদের গুণকল ৪৮ যিনিরা  
২৬। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গকলের সমষ্টি  $৩৬ + ৬৪ =$   
 $১০০$ । উহাদের যোগে  $২৬ + ১০০ = ১২৬$ ; অথবা  $১০ ও ৪ =$   
 $১৪$  রাশির খণ্ড যিনিরা এরূপ প্রথার অঙ্ক করিলে ঐ কলই  
সিদ্ধ হইবে।

অন্ত উপায়—২২৭ রাশিকে তিন দ্বারা উন্ন করিয়া যে

পৃথক্যে রাশি লক্ষ হয়, তাহাকে ২৯৪ × ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্কতাক্ত ৩ সংখ্যার বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাওয়া যায়। এইরূপ প্রথায় সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণয় হইতে পারে।

বর্গকশ্মানু (ক্ৰী) গণিতোক্ত বর্গফলনির্ণয়ক অঙ্কপ্রক্রিয়া-সমাধানকাণ্ড।

বর্গচর (পুং) পঠীনমন্ত্র, চলিত চিতল মাছ। (বৈয়াকনিং)

বর্গঘন (ক্ৰী) কোন বর্গরাশির ঘনফল।

বর্গবিনম্বাত (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশির পঞ্চম বর্গপাত (Fifth power)।

বর্গণ (ক্ৰী) গুণন (Multiplication)।

বর্গপদ (ক্ৰী) বর্গ (Square root)।

বর্গপাল (পুং) দলরক্ষক। যাত্ৰীদিগের নায়ক।

বর্গপ্রকৃতি (ক্ৰী) গণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ (an affected square in arithmetic)।

বর্গপ্রথম (পুং) কাদি বর্গের প্রথম বর্গ।

বর্গপ্রশংসিন (ত্রি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী।

বর্গফল, কোন একটি রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়।

বর্গমূল (ক্ৰী) বর্গস্ত সমানান্তরত্ব মূলং আত্মকঃ। পূরিত সমান অঙ্কধরের আত্মক। বর্গমূলে করণসূত্র বৃত্ত হইয়া থাকে।

লালাবতীতে বর্গমূলের বিবরণ এইরূপ আছে—

“তাক্তান্ধ্যায়িমাং কৃতিং দ্বিগুণয়েন্নুং সমে তদ্বৃত্তে

তাক্তুল্লকৃতিং তদাত্তবিষমারকং দ্বিনিয়ং ত্র্যসং।

পঙ্কত্যাং পঙ্কতিকৃতে সমেস্তাবিষমাং তাক্তাপ্তবর্গং ফলং

পঙ্কত্যাং তদ্বিগুণং ত্র্যসংদিত মুহঃ পঙ্কতেদলং ত্র্যং পদম ॥”

(লালাবতী)

ইহার উদ্দেশ্য যথা—

“মূলং চতুর্গুণক তথা নবানাং

পূর্কং কৃতানাং সখে কৃতীনাম্।

পৃথক্ পৃথক্ বর্গপদানি বিদ্ধি

বৃক্কৈর্বিবৃক্কিণি তেহত্র জাতা ॥”

রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, বর্গমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪; কিন্তু ৪ রাশির বর্গমূল ২।

ইংরাজীতে ইহাকে Square root বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সংখ্যাকেই তাহার বর্গের বর্গমূল কথা যায়। যে সকল সংখ্যার বর্গমূল কোন অখণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশের ঠিক সমান তাহাদিগকে পূর্ণবর্গ বলে; কিন্তু যে সকল অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশের

সর্গদক্ষিণস্থ অঙ্ক ২, বা ৩, বা ৭, বা ৮, তাহা পূর্ণবর্গ নহে। ৪০০ এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু ছইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে সেই সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

একক স্থানীয় অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে প্রত্যেক দ্বিতীয় স্থানীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন কর। তাহা হইলে উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ততগুলি অঙ্ক বা সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ২ অঙ্কবিশিষ্ট এবং ১৫৬২৫ রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ৩টা অঙ্ক বিশিষ্ট। উদাহরণ যথা—

১৫৬২৫	১২৫	যে অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপিত হয়,
২২ ) ৫৬		তাহা এবং তাহার বাম ভাগের
	৪৪	অঙ্কটা লইয়া একটি অংশ হয়।
২৪৫ ) ১২২৫		এস্থলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটি
	১২২৫	অংশ। প্রথমে এমন একটি গরিষ্ঠ

সংখ্যা নির্ণয় কর যাহার বর্গ প্রথম অংশের অনধিক। সেই সংখ্যাই বর্গমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে ঐ সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটা নামাও। ইহাতে নূতন ভাজ্য (৫৬) পাওয়া গেল। এখন লক্ষ মূল্যাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্কক ঐ ভাজকদ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটি বা ছইটা সংখ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহা পূর্ক লক্ষ মূল্যাংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাজকের দক্ষিণে রাখ, এখন নূতন ভাজক ২২কে শেষ লক্ষ মূল্য ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে বিয়োগ কর। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নূতন ভাজ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লক্ষ মূল্যাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া (২৪) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে যে অংশ হয় (১২২) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লক্ষ মূল্যাংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) রাখিয়া পুনরায় ভাগফল ৫ দিয়া ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। সেই গুণফল ভাজকের সহিত হরণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫ এর বর্গমূল ১২৫।

ভাগদ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়া যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ভাগদ্বারা বর্গমূলের কোন অংশ

নির্ণয়কালে যদি ভাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখা যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহা হইলে পূর্ব লব্ধ মূল্যাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটা শূন্য বসাইয়া পরবর্তী অংশ নামাইয়া লইবে এবং পূর্ব প্রক্রিয়ায় অঙ্ক নিষ্পন্ন করিবে। বর্গমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক অপেক্ষা বৃহত্তর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যে কোনও পূর্ববর্গ-সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদকে পরিণত করা যায়, তাহার বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

$$V_{৮১০০} = V_{2^2 \times 5^2 \times 3^2 \times 7^2} = 2 \times 5 \times 3 \times 7 = ২১০$$

দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণ প্রক্রিয়া অখণ্ড সংখ্যার স্থায় বিন্দু স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্যিক মত বাম ও দক্ষিণদিকের প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অখণ্ডাংশ হইতে মূলের যে অঙ্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পড়িবে। যে অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশ পূর্ণ বর্গ নহে, তাহার বর্গমূল একটা অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হইবে। এরূপ স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণীত হইতে পারে। আবশ্যিক মত শূন্য যোগ করিয়া বর্গমূল নির্ণয়কালে দশমিক অঙ্ক-সংখ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়।

বর্গমূলঘন, বর্গঘন (কৌ) সজাতীয়াক্রমের যাতঃ ঘনঃ। সজাতীয় অঙ্কত্রয়ের পরস্পর গুণফল অথবা কোন একটা রাশির বর্গফলের সহিত সেই রাশি দ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মূলরাশির ঘনফল (Cubic root) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ স্বতন্ত্র। ইহার করণস্থত্র ত্রিভূতাস্বক। তদ্যথা—

“সমত্রিষাতশ্চ ঘনঃ প্রদিশিঃ

স্থাপ্যো ঘনোহস্ত্যন্ত ততোহস্ত্যবর্গঃ।

আদিত্রিনিয়ন্তত আদিবর্গ

দ্র্যাস্ত্যাহতোহ্যাদিঘনশ্চ সর্কে ॥

স্থানান্তরঘেন যুতা ঘনঃ স্থাৎ

প্রকল্প্য তৎ ষণ্ডযুগং ততোহস্ত্যাম্।

এবং মুহূর্ত্তবর্গঘনপ্রসিদ্ধা

বাছ্যাক্ষতো বা বিধিরেবকার্য্যঃ ॥

ষণ্ডাভ্যাস বা হতো রাশিঃত্রিঃ ষণ্ডঘনৈক্যাক্যক্।

বর্গমূলঘনদ্বয়ো বর্গাংশেবনো ভবেৎ ॥” ইহার উদ্দেশক—

“নবঘনং ত্রিঘনস্ত ঘনং তথা

কথং পঞ্চঘনস্ত ঘনঞ্চ মে।

ঘনপঞ্চক ততোহপি ঘনাৎ সখে

যদি ঘনোহস্তি ঘনা ভবতো মতিঃ ॥”

৯, ২৭, ১২৫ এই তিনটা রাশির যথাক্রমে গুণনদ্বারা

ঘনফল ৭২৯, ১৯৬৮৩ ও ১৯৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির ৪ ও ৫ ষণ্ড ধরিয়া কসিলে অষ্ট উপায়ে উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৯ এবং ৪ ও ৫ রাশি, ঐ রাশিত্রয়ের পরস্পর গুণফল ১৮০। তাহার ত্রিনিয় বা তিনগুণ ৫৪০। ষণ্ড রাশিত্রয়ের এক একটর ঘনসমষ্টি =  $৪ \times ৪ \times ৪ = ৬৪$ ,  $৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$ ;  $৬৪ + ১২৫ = ১৮৯$ । লব্ধ রাশি দুইটির যোগফল  $৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯$ । ইহাই ৯ রাশির বর্গঘন। অথবা ২৭ রাশির ষণ্ড ২০ ও ৭। ইহাদের পরস্পর গুণফল ও ত্রিনিয় সংখ্যা  $২৭ \times ২০ \times ৭ = ৩৭৮০ \times ৩ = ১১৩৪০$ ; ষণ্ড রাশিত্রয়ের ঘনফল সমষ্টি— $২০ \times ২০ \times ২০ = ৮০০০ + ৭ \times ৭ \times ৭ = ৩৪৩ = ৮৩৪৩$  এই জাতঘন সমষ্টি ও পূর্কোক্তরাশির যোগফল  $১১৩৪০ + ৮৩৪৩ = ১৯৬৮৩$ ।

অথবা ৪ রাশি—ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের স্বয় অর্থাৎ পরস্পরের গুণফলের ৪ গুণ = ৬৪ বর্গরাশির ঘনফল হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ রাশি—ইহার মূল ৩ ও ঘন ২৭। ইহার বর্গ—৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ  $৩ \times ২৭ \times ৯ = ৭২৯$ । এতদ্বারা বুঝা যায় যে যাহা বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবর্গ =  $৩ \times ৩ \times ৩ = ২৭ \times ২৭ = ৭২৯$ । ঘনমূল নিষ্পাদনার্থ করণস্থত্র ত্রিভূতও আছে—

“আস্তং ঘনস্থানমথায়নে যে

পুনস্তথাস্ত্যাদিঘনতো বিশোধ্যাম্।

ঘনপৃথক্স্থং পরমন্ত কৃদ্বা

ত্রিঘ্যা তদাস্তং বিভাজেৎ ফলস্ত ॥

পঙ্কত্যাং স্ত্যেসত্ত্বক্ৰতিমস্ত্যনিমী

ত্রিঘীং তজ্যোস্তৎপ্রথমাৎ ফলস্ত।

ঘনং তদাত্মাদিঘনমূলমেবং

পঙ্কক্রির্ভবেদেবমতঃ পুনশ্চ ॥” (লীলাবতী)

[ ঘন ও ঘনমূল শব্দ দেখ। ]

বর্গবর্গ (পুং) বর্গের বর্গফল (Biquadratic number)

বর্গশিস্ (অব্য) দলে দলে।

বর্গস্থি (দ্বি) দল মধ্যস্থ। স্বয়ংলাভরক্।

বর্গা, (বর্গাহ, বর্গাহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি-বিশেষ। রাজপুতগৃহে দাস্তবৃত্তিধারা জীবিকাকর্জন করা তাহাদের প্রধান ব্যবসা। এই শ্রেণীর সমীপগত গৃহস্থপরিবারে, বিশেষতঃ রাজপুত-সদরি গৃহে রাজকুমারদিগের দাসীরূপে বাস করে এবং স্তনদ্রব্য দিয়া তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে কোনোজ্ঞে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাজপুতগণের সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা-স্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা গোমাল আদীরগণের হুটুখ বলিয়া পরিচিত।

তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র-বিভাগ না থাকার শিওরোব ঘটবার সম্ভাবনা। এই কারণে তাহারা কএক পুরুষ বাদ দিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণ কুটুম্বিতা-বৃত্তি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে আর পুত্র কন্তার বিবাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। অধিক বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসব তিন দিন মাত্র থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধ্যস্থলে শিল পাতিয়া চাল গুড়ান হয় এবং ত্রাশ্র আসিয়া সৌরী পূজা করিয়া যায়। ঐ দিন স্বজাতির বা জ্ঞাতিকুটুম্বের তোজ হয়। দ্বিতীয় রাইন্ দিন—ঐ দিনে মাতৃপূজা ও আত্মদৈবিক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে তোজ। তৃতীয় দিন বরাত—ঐ দিন মহাসমারোহে বর কন্তার পূজাসমুখে মণ্ডলে বাদ্য করিয়া থাকে।

বর আসিয়া উপস্থিত হইলে বখালগে বর ও কন্তাকে লইয়া মাঁড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া বসায়। জ্বর পর কন্তার পিতা আসিয়া বরের পদে হস্ত দিয়া কন্তা সম্মুখানের অধরোধ জানায় এবং দানের বক্ষিপাশ্রয় জামাতার হস্তে একটা কল দেয়। তদনন্তর উভয়ের বস্ত্রের খুট লইয়া “গাঁটছড়া” বাধিয়া দেওয়া হয় এবং বর ও কন্তা মাঁড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘুরিয়া আইসে। ইহার পর কন্তার পিতা বরের কপালে হরিত্রা ও চাউল চেকাইয়া দেয় এবং জামাতা ও কন্তাকে লইয়া কোহাবারে (বাসরথরে) লইয়া যায়। এখানে গৃহস্থিত অপরাপর রমণীরা উপস্থিত হইয়া হস্ত পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া দুইটা প্রজ্জলিত বস্তিকার আলোকশিখা পরস্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের অভিন্নহৃদয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বা বেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাস্ত। অনেকে কৃষিকাৰ্য্যও করিয়া থাকে।

বর্গীইঞা, রাজপুত জাতির একটা শাখা। গাজিপুরে ইহাদের বাস। ইহারা আপনাদিগকে মৈনপুরী জেলাবাসী চৌহান জাতির অন্ততম শাখা বলিয়া মনে করে।

বর্গীলা, বুলন্দশহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটা শাখা। ইহারা আপনাদের চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা আপনাদিগকে গোড়ুয়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে বৃক্ষপাল ও তটীপালের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। বংশতিহাসে একাংশ, উক্ত ব্রাহ্মণ ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ ঘোরী রাজা পৃথ্বীনারকে আক্রমণ করিলে, ইহারা দিল্লীর সেনার অধিনায়ক হইয়া রণক্ষেত্রে বৃদ্ধ করেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে এই শাখার অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

বর্জিন (ত্রি) হলভূত। কোন পক্ষের অন্তর্গত।

বর্গী, মধুরায় সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ। দাসবৃত্তি, কৃষি অথবা বনে পশু শিকার করিয়া ইহারা জীবিকাার্জন করিয়া থাকে।

বর্গী (দেশজ) মহারাষ্ট্রবাসী। [ পর্বর্গে দেখ। ]

বর্গীগ (ত্রি) হলভূত। সমশ্রেণীভূত। বংশগত।

বর্গীয় (ত্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। যেমন বর্গীয়, চবর্গীয় ইত্যাদি।

বর্গোত্তম (ত্রি) বর্গের উত্তমঃ। রাশিদিগের শ্রেষ্ঠ অংশ।

গ্রহগণ বর্গোত্তমে থাকিলে শুভকল প্রদান করিয়া থাকে। চররাশি অর্থাৎ মেঘ, ককট, তুলা ও মকর রাশির প্রথম অংশ বর্গোত্তম, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে শুভকলদ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির) পঞ্চমাংশ; স্থায়ক রাশির (মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশির) নবমাংশ বর্গোত্তম।

“চরাগাং প্রথমে চাংশে স্থিরাগাং পঞ্চমে তথা।

নবমে স্থায়কানাং বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

ইহা ত্রি রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গোত্তম কহে।

রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকেও বর্গোত্তম কহা যায়।

“স্বনবাংশস্ত রাশীনাং বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

বর্গ্য (ত্রি) কর্ণসম্বন্ধীয়। (পুং) সত্তার সভ্য। সহযোগী।

বর্জ, বীণ্ডি। ভাদ্রি° আশ্বিনে° অক° সেট। লট বর্জতে। লুঙ° অবর্জিষ্ট।

বর্জ্জ (ত্রি) ১ ধাতুভেদ। ২ বেস্তা।

বর্জ্জস্ (ক্লী) বর্জতে ইতি বর্জ (সর্গধাতুভ্যোহনুং। উণ্ ৪।৮৮) ইতি অন্বয়ঃ। ১ রূপ। ২ বিষ্ঠা। (সুত্রত উত্তর ৩৪ অ°)

৩ তেজঃ (মেদিনী) ৪ অন্ন। “অরাতীর্বর্জোথা যজ্ঞ-

বাহস্ত” (থক্ ১।৬৩২১) ‘বর্জোথাঃ অন্নং ধেহি’ (সায়ণ)

(পুং) ৫ চক্রপুত্র। (মেদিনী)।

“রোহিণ্যমভববর্জা বর্জবী যেন চক্রমাঃ।” (অম্বিপু°সতীদেহত্যাগ°)

বর্জ্জক্ (পুং ক্লী) বর্জস্ স্বার্থে কন্। ১ বিষ্ঠা। (অমর)

২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩২।১১২)

বর্জ্জস্ত (ত্রি) বর্জসে হিত্য যৎ। তেজোবর্জক, তেজোবিবরে হিতকর। “আবুহ্যং বর্জ্জস্তং ব্রাহ্মণ্যোবসোহিন্দু” (ঋক্ ৩৪।৫০)

‘বর্জ্জস্তং বর্জসে তেজসে হিত্যৎ’ (মহীধর)

বর্জ্জযৎ (ত্রি) ১ জীবশক্তি সম্পন্ন। বলসম্পন্ন। ২ সমুজ্জল, দীপ্তিশালী।

বর্জ্জিন্ (পুং) বর্জোহাতীতি বর্জস্ (অস্বারান্নসেতি।

পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। ১ চক্রী° (অম্বিপু°) (ত্রি) ২ তেজবী।

বর্জিন্ (পুং) ধাতুদর্শিত অন্তর্যতেন। ইজ ইহাকে সংবনে



নিহত করেন। ( শব্দ ২।১৪।৬ )। আবার ঋষেদের অঙ্গস্থলে ( ৭।১২।৫ ) বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

বর্জ্জো গ্রহ (পুং) মলরোধ। গুণদেবের সঙ্কোচন।

বর্জ্জোদা [ ধা ] ( ত্রি ) শক্তিধর। বলদানকারী।

বর্জ্জক ( ত্রি ) বর্জ্জরীতি বৃদ্ধ-বুল। বর্জ্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জ্জন ( স্ত্রী ) বৃদ্ধ-লুট। ১ ত্যাগ। ২ হিংসা। ৩ মারণ।

বর্জ্জনীয় ( ত্রি ) বৃদ্ধ-অনীয়। বর্জনযোগ্য, ত্যক্তব্য। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়।

“রাজার নর্তকান্নক তক্তোহন্নকরুকারিণঃ।

গণান্ন গণিকান্নক বত্তান্নকৈব বর্জ্জয়েৎ॥” ( কুশপু উপবি°১৬অ° )

রাজার অন্ন, নর্তকের অন্ন, সূতারের অন্ন, কুমারের অন্ন, গণান্ন, গণিকার অন্ন এবং বৃষলের অন্ন বর্জ্জনীয়।

মহাসংহিতায় লিপিত আছে—উদয় বা অস্ত অবস্থায় সূর্যদর্শন বর্জ্জনীয়। রাহগ্রস্ত সূর্য, জল প্রতিবিম্বিত সূর্য এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্যকে দর্শন করিতে নাই। বৎস-

- বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং জলে আপনাব প্রতিবিম্ব দর্শন বর্জ্জনীয়। কামোন্মত্ত হইলেও রজ্জোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে গমন বা রজ্জ্বলা স্ত্রীভোজন করিতেছে, এমন সময় ভাৰ্য্যাকে অবলোকন; হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাস্থে অসংযত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়ে ভাৰ্য্যাকে অবলোকন; নেত্রদ্বয়ে কচ্ছল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে বা সন্তান প্রসব করিতেছে, এমন সময়ে ভাৰ্য্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্নভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান; বর্জ্জনীয় পথে, ভ্রমের উপর, গোচারগস্থলে, ফাল-করিত ভূমিতে, জলে, অগ্নিতে, শ্মশানস্থ চিতায়, পর্বতে, জীর্ণমন্দিরে, কুমিরূত মৃত্তিকারশির উপর যে সকল গর্ভে প্রাণিদিগের বাস, এই সকল স্থলে মল মূত্র ত্যাগ বর্জ্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া, বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য, জল ও গো এই সকলের সমুখ অবলোকন করিতে করিতে মলমূত্রত্যাগ করিতে নাই। মূত্র দ্বারা ফুঁ দিয়া অগ্নিপ্রজ্জ্বলন, পত্নীকে উলঙ্গ দর্শন, ও অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ বর্জ্জনীয়। অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয্যার অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ। বাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে, এইরূপ কর্ষ করিতে নাই। সন্ধ্যাবেলার ভোজন, ভ্রমণ এবং শয়ন করিতে নাই। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না, অমেধ্য-লিপ্ত অর্থাৎ বিটামুদ্রাদিলিপ্ত বস্ত্রাদি স্নান, বাসশূন্যস্থে একাকী শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিজা হইতে প্রবেশিত করণ, রজ্জ্বলা স্ত্রীর সহিত সন্তাষণ ও অনিমিত্ত হইয়া বজ্রস্থলে গমন বর্জ্জন করিবে।

গাভী বধন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ করিতে নাই, কিংবা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্মিক লোকের বাস তথায় বাস নিষিদ্ধ। যে স্থানের লোক সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিযুক্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ। দূরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্বতে বাস, শূন্যবস্ত্রী জন-পদে বাস, ও দেববহির্ভূত পাবণগণ কর্তৃক আক্রান্তদেশে বাস বর্জ্জনীয়। যে সকল পথারের মেহমরসারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন বর্জ্জন করিবে। যাহাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোম ফল নাই, তাদৃশ কর্ষ নিষিদ্ধ। অঞ্জলি দ্বারা জল পান, ও উল্লর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। অয়েজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবে না।

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত বা বাজিত বাদন করিবে না। বাহর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আফেট ধ্বনি, দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ, বা অমুরাগভবে গর্দভাদির ছায় চীৎকার করিতে নাই। কান্তপাত্রে পদধাবন, ভ্রমপাত্রে ভোজন বা যে পাত্রে ভোজন করিলে মনোভাব অপ্ৰশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন বর্জ্জনীয়। অস্ত্রের ব্যবহৃত চর্মপাত্ৰকা, বস্ত্র, উপবীত, মালা, ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে নাই। অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, ভয়শূন্য, উৎপাতিতনয়ন, বিদীর্ণক্লর, বা বাহার বাল্যমুচি ছিন্ন হইয়াছে এমন অথ প্রকৃতি চড়িয়া গমন করিতে নাই।

প্রথমোদিত সূর্য্যতাপ, চিতাধূম এবং ভগ্ন আসন বর্জ্জন করিবে। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন, কিংবা দস্ত-দ্বারা নখ কর্তন করিতে নাই। মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অকারণ মর্দন, নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ ও নিফলকর্ম, এবং ভবিষ্যতে যে কর্মে অসুখো-দয় হইবে তাদৃশ কর্ম বর্জ্জন করিবে। কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় কোন নিষেধ সহকারে পণবন্ধনাদি দ্বারা কোন কথাই কহিবে না। কণ্ঠস্থমালা উত্তরীয়ের বহির্দেশে ধারণ, গোকর পৃষ্ঠে আরোহণ, প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে দ্বারাদি ভিন্ন অস্ত্রস্থান দিয়া প্রবেশ, রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনা-গমন, ব্যবহৃত চর্মপাত্ৰকা হস্তে লইয়া গমন, শয্যায় বসিয়া ভোজন, হস্ততলে প্রহৃত অন্ন লইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন, আসনে ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া ভোজন, রাত্রে তিল বা তিলদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যভোজন, নগ্নাবস্থায় শয়ন, ও উজ্জ্বলস্থে কোন স্থানে গমন, এই সকল বর্জ্জন করিবে।

পতিত, চণ্ডাল, পুষ্ক, মূখ, ধনাধিনয়ে গর্ভিত ও রজ্জ্বকাদি নীচ জাতি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণ কিছুকালের জন্তও এক ছায়াতে উপবেশন করিবেন না।

বর্জনীয় অন্ন—মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিবৃত্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। বেশবীটাদিযুক্ত অন্ন, বা ইচ্ছাবীন পদম্পষ্ট অন্ন, রূপবাতী কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ক্রতুমতী নারী কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন, পক্ষিগণ কর্তৃক অবলীড় অন্ন, কুকুর কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন, গাভী যে অন্নের আশ্রণ লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ যে দূষিত আছ আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ভিত্তি-মাদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্তকের জ্ঞাত যে অন্নরাশি উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, বহুজন মিলিত মঠবাসী-দিগের অন্ন, বেজার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জনীয়। ইহা ভিন্ন চৌর, গীতবাতোপজীবী, তক্ষণ-বৃত্ত্যুপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী এই সকল ব্যক্তির অন্ন, রূপণের অন্ন, মহাপাতকী, স্ত্রী, ব্যক্তি-চারিণী স্ত্রী ও কপট ধর্মচারীর অন্ন বর্জন করিবে। পর্যুষিত অন্ন, শূদ্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, দুগাধি পণ্ডিত্য ব্যাধের অন্ন, ক্রুরব্যক্তির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর কর্মকারীর অন্ন, অশোচার, এই সকল অন্ন বরপূর্বক বর্জন করিবে। পতিপুত্রবিহীন অধীরা স্ত্রীর অন্ন, খেবকারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যে অন্নের উপর হাঁচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাস করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধন-লোভে বজ্রকল বিক্রয় করে, ইহাদের অন্ন, নটবৃত্ত্যুপজীবীর অন্ন, যে বস্ত্রাদি সীদন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে, কর্মকার, নিষাদ, রোগোপজীবী, স্বর্ণকার, বেণু-বিদ্যারক, লোহবিজ্ঞানী, কুকুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, বস্ত্রধারক, বস্ত্রাদির রঙকারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জনীয়। যাহার স্ত্রীর উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ করে, যে ব্যক্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং বাজার অন্ন বর্জন করিবে। (মহু ৪১৫ অঃ)

বর্জয়িতব্য (ত্রি) বৃজ-শিচ্-তব্য। বর্জনীয়, বর্জনের যোগ্য।

বর্জয়িত্ব (জি) বৃজ-শিচ্-তৃচ। বর্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জিত (ত্রি) বৃজ-ক্ত। ত্যক্ত।

“অবজ্ঞাতকামবৃত্তং সরোবং বিশ্বদাশিতং।

গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংকারবর্জিতম্” (কর্মপুং ১৬ অঃ)

বর্জিন্ (ত্রি) ত্যাজ্য। ত্যাগকারী।

বর্জ্য (জি) বৃজ-ণ্যৎ। বর্জনীয়, বর্জনযোগ্য।

বর্ণ, ১ বর্ণন। ২ প্রেরণ। ৩ রাস। চুরাশি° পরন্তে° সক° সেট। লট° বর্ণয়তি। লুঙ° অববর্ণৎ। এই ধাতু অকৃত চুরাদি।

বর্ণ (স্ত্রী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-অচ্। কুত্বম্। (হেম)

বর্ণ (পুং) ত্রিষদন্তে (ইতি বৃ কৃ বৃজ-বিত্রণপটনবিশিষ্টো গিৎ। উৎ ৩১০) স চ গিৎ। ১ জাতি।

জাতি চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র। এই

চারি বর্ণ বা চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বৈশেষিক আছে যে, যখন ভগবান্ পুরুষরূপে দৃষ্টবিত্তারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার দেহ হইতে চারিটা বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে কত্রি, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

“ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমালীং বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত যবৈশ্তঃ পত্যাং শূদ্রো অজান্তঃ” (শুক ১০।১০।২)

শাস্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্মকর্ম নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কত্রিাদি বর্ণচতুষ্টয়কে শাস্ত্রানুসারে আপন আপন ধর্ম-কর্মামুসারেই চলিতে হয়।

ভগবান্ মহু বর্ণচতুষ্টয়ের এইরূপ পৃথক পৃথক কর্ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ধর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, বাজ্ঞন, দান ও প্রতিগ্রহ। কত্রির কর্ম—প্রজারক্ষা, দান, বজ্রাহু-ষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্মাত্মিক অনাসক্তি। বৈশ্যের ধর্ম—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি এবং কৃষিকর্ম। শূদ্রের ধর্ম—অহ্মসাহীন হইয়া উক্ত বর্ণত্রয়ের গুত্রব্য।

“সর্ষস্তাত্ত কু ধর্ম্য গুণ্যার্থং স মহাজ্ঞাতিঃ।

মুখবাহুকপাঙ্গানাং পৃথক্ কর্মণ্যাকরয়ৎ ॥

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং বাজ্ঞনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকরয়ৎ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিচ্ছ্যাধ্যয়নমেব চ।

বিষয়েষ প্রসক্তিষ্ঠ কত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥

পশুনাং রক্ষণং দানমিচ্ছ্যাধ্যয়নমেব চ।

বাণিকপথং কুসীদকং বৈশ্যন্ত কৃষিমেব চ ॥

একমেব তু শূদ্রন্ত প্রভুঃ কর্ম সমাশ্রিতঃ ॥

এতেষামেব বর্ণানাং গুত্রব্যামনুস্ময়া ॥” (মহু ১৮৭-২১)

ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের আশ্রম চারিটা। যথা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। উপ-নয়নের পর জিতেজির হইয়া গুরুগৃহে বাস ও সাক্ষেব অধ্যয়ন করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্যপ্রম। বৈশ্যাদয়ন সমাপনের পর দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্মচারণ-পূর্বসর গৃহস্থ হইতে হয়। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য। তৎপরে পুত্রোৎপাদনের পর বনে বাস, অকৃতপচা কলামি তক্ষণ ও ভীষয়ের আরাধনা, ইহাই হইল বানপ্রস্থপ্রম। তৎপরে গৃহামি সর্ববস্ত্র পরিভ্যাগপূর্বক দৃষ্টিত মন্তকে গৈরিক কৌশীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া তিকাহুতি অবলম্বন, নির্জন প্রদেশে বা ভীষাদিতে বাস এবং একমাত্র পরকেবরের আরাধনা। ইহারই নাম—সন্ন্যাস আশ্রম।

[ এই আশ্রম চারিটর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিখিবদ্ধ হইল। ঐ সকলের বিস্তৃত বিবরণ তৎপরে প্রদত্ত হইবে। ]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ—কৃত্রিম ও বৈষ্ণব। ইহাদিগের পক্ষে শেখোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া প্রথমেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বান-প্রস্থ এই তিনটি আশ্রমই প্রশস্ত। এতদ্বিধ শূদ্রের পক্ষে শুধু গৃহস্থপ্রমই নির্দিষ্ট। অল্প কোন আশ্রমে শূদ্রের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের—সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম। তন্মধ্যে যিনি কিছু উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক শৈব, তুর্গা প্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, সূর্য্যোপাসক সৌর এবং গণেশোপাসক গাণপত্য নামে খ্যাত। ইহা পৌরাণিক মত।

চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দান করিবেন, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের অর্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণকে নিত্যোদ্যমী হইতে হইবে ও অগ্নিপরিশ্রম করিতে হইবে। জীবিকার জন্য যাজ্ঞান ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জন করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই গ্রাহ্যত: প্রতিগ্রহ লইবেন। ব্রাহ্মণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা অনিষ্টোচরণ করিবেন না। সর্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। পরকীয় প্রস্তুত কিংবা রক্ত উভয় বস্তুতেই ব্রাহ্মণ তুল্যজ্ঞান হইবেন। ঋতুকালে পত্নীগমন করিবেন। \*

ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাसे তৎপর হইবেন। এই সময় তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে। তখন শৌচ ও আচারবান্ হইয়া গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং নিরমস্ হইয়া পবিত্র বৃত্তিতে বেদ গ্রহণ করিবেন। উক্তয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা এবং গুরুকে অভিবাদন করিতে হইবে। গুরু দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, গমন করিলে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, নিম্নাসনে উপবেশন করিবে। কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়া অনশুচিত্তে বেদপাঠ করিবে। তাঁহার অমুজ্ঞা লইয়া ভিক্ষা ভক্ষণ করিবে। অগ্রে আচার্য্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন করিবে। গুরুগৃহে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয়

সমস্ত বস্তু প্রতিদিন প্রতিপ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া আনিবেন। তৎপরে যখন অবস্ত্র অধ্যোক্তব্য বেদ অধ্যয়ন শেষ হইবে, তখন গুরুর অমুজ্ঞা লইয়া ও বধাশক্তি গুরুবক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিবেন। পরে বধাবিধি দ্বারপরিশ্রম ও স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত যাবতীয় গৃহস্থেচিত্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। নিবাস দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে, অর্থদানে অতিথিদিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে অপত্যোৎপাদনে প্রজাপতিকে, বলিকর্মে ভূতবর্গকে এবং বাৎসল্য প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আগ্নায়িত করিবেন। পুরুষ য য কর্ম্মাক্ষিত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি ভিক্ষাজাতী, কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য ধর্মেই ইহাদিগের সকলেরই প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বপ্রধান।

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, তীর্থদান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন কার্য্যের জন্য সমস্ত বস্তু প্রার্থন করিয়া থাকেন। বাহাদিগের কোন গৃহসংস্থা নাই, বাহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেখানে সায়াংকাল, সেই থানেই বাহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ বাহারা সায়াং-গৃহ, তাহাদিগের গৃহস্থপ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাহাদিগের মূল। তাহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাবণাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে আগ্নায়িত করিবেন। কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া বাইবার সময় নিজ রক্ততির বিনিময়ে গৃহস্থের স্বকৃতি লইয়া চলিয়া যান। অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিতাপ, উপবাস ও পাক্ষ্য প্রভৃতি গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ গুলি পরিত্যাগ করিবেন। যে গৃহস্থ বিপ্র এই ভাবে স্বেচ্ছাক্রমে গৃহধর্ম পালন করেন, তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি চরমে পরম স্থান লাভ করেন।

গৃহস্থপ্রমী ব্রাহ্মণের যখন বয়ঃপরগতি ঘটিবে, গৃহধর্ম বধাবিধি প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি যখন কৃতকার্য হইবেন, তখন পুত্রদিগের উপর ভার্য্যারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবেন। এই আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। এখানে আসিয়া তাঁহাকে কেশ, শ্রম্ভ ও জটাধারী হইতে হইবে। ফল মূল ও পত্র তাহার আহার হইবে। ভূতলে শয়ন করিবেন। মুনিত্রতগ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করা-ইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বারা আপনার পরিধান ও উত্তরীয় করিয়া লইবেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে তিন বেলা ভান করিবেন। খেবার্চনা, হোম, জ্যোতিষগণের অর্চনা, ভিক্ষা ও ভূতবর্গকে বলিদান, এই সকল কাজ বানপ্রস্থপ্রমীর প্রশস্ত। বনবাসী হইয়া বনজাত যেহ পদার্থেই নিজ গাত্ৰাত্মজ সমাধা করি-

\* "বানং নব্যাব্যবহেদবান্ বৈজ্ঞে: বাধ্যতঃপরঃ।

নিত্যোদ্যমী ভবেদগ্নিঃ কুধ্যাক্ষাগ্নিপরিগ্রহঃ।

বৃদ্ধার্থঃ বাজ্ঞেভ্যোনভানবাগ্যাপদেষথা।

কুধ্যগ্নিঃ প্রতিগ্রহঃ লগ্নঃ গুরুবার্য্যারতো বিজ্ঞঃ।

সর্বলোকহিতং কুধ্যায়াহিতং কতচিত্তিবিজ্ঞঃ।

বভাবভিগমঃ পর্য্যায় পততে চাত্ত পার্থিবঃ।" ( বিষ্ণু- ৩৮ অঃ )

বেন। তপস্তা করিতে করিতে ক্রমে শীতগ্রীষ্মাদিসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যিক। যে বানপ্রস্থাপ্রমী নিয়মরত হইয়া উক্তরূপে যথাবিধি আপন আশ্রমধর্ম পালন করেন, তিনি অদ্বিগ্ন দোষরাশি দৃঢ় করিয়া সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া গমন।

তাহার পর চতুর্থাপ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। ইহা যতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাৎস্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, মিত্র, কলত্র ও সমস্ত ব্রহ্ম সম্পদের সাক্ষাৎ মমতা বা মেহ আসক্তি ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে ত্রৈবর্ষিক-কেই সর্কারন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সর্কারন্তে ত্রিাদিবৎ মৈত্রী স্থাপন করিবে। বাক্য, মন ও কর্মদ্বারা অরায়ু ও অণুজ প্রভৃতি কোন প্রাণীকেই কখন কোনরূপ দোহাচরণ করিবে না। সর্ক সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পর্যন্ত বাস করিবে। পুরে পঞ্চরাত্র পর্যন্ত বাস করিবে। তত্ত্বিন্ন নিজ প্রীতি অল্পসারে ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহস্থের গৃহের পাকান্ন ও পাকধুম নির্দোষ হইয়া যাইবে, গৃহস্থের ও আহাৰ্য্যার্থ শেষ হইবে, তখন ভিক্ষু বা যতি যথাকালে প্রাণধ্যাননির্দোষের জন্ত উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্ভাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া নিষ্কম ও নিষ্কৃৎ ভাবে সর্কর পরিত্রমণ করিবেন। কোন হিংস্র জীব জন্ত হইতেই তাহার কোন ভয় থাকিবে না। কারণ মুনীরা সর্কপ্রাণীকেই অভয় দিয়া চলেন, তাহারও কখন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উপস্থাপন হয় না। যে বিপ্র তৈলেকোপগত হবিষ্যারা অগ্নিহোত্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া মুখে শরীরামি বহন করেন, তিনি অগ্নিচারীদিগের সালোকা প্রাপ্ত হন। এইরূপে তচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত যোজ্যপ্রম ধর্ম পালন করেন, অনিচ্ছন প্রশান্ত জ্যোতির জায় তিনি একলোক লাভ করিয়া থাকেন। (বিষ্ণুপুঃ ২য় অঃ ৮২ অঃ)

কত্রিরের ধর্মসম্বন্ধে বিষ্ণুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কত্রির ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন করিবেন। পত্র ধারণ করিয়া মহীরক্ষাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই কত্রিরের প্রধান কার্য। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যে শাস্তিস্থাপনাদি ব্যাপারেই তাহাকে কৃতকার্য হইতে হইবে। ক্ষুণ্ডের শাসন ও শিষ্টের পালন কত্রিরেরই ধর্ম। কত্রির রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। কত্রির রাজ্যকে সর্কবর্ণের সংহারক হইতে হইবে। কত্রির এইরূপে শাসনসত্ত্ব স্বধর্ম পালন করিয়া চরমে পরম পদের অধিকারী হইতে পারেন।

বৈশ্যের ধর্ম কর্ম সম্বন্ধে উক্ত আছে, পণ্ডপালন, বাণিজ্য, ও কৃষি-কর্ম এই তিনটি বৈশ্যের ধর্ম-সম্বত জীবিকা। সৃষ্টিকর্তা এইরূপ জীবিকাই বৈশ্যকে নির্ণীত করিয়াছিলেন। বৈশ্য

অধ্যয়ন, নিতা নৈমিত্তিকাক্ষি কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ এবং দানধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। বৈশ্যের কর্ম বিজ্ঞান সংগ্রহে সম্পন্ন হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়জাত ধন বা কার্যকার্যজাত ধন দ্বারা তিনি দান ক্রিয়া সমাধা করিবেন। \*

কত্রির এবং বৈশ্য এই বর্ণদ্বয়ের মোটামুটি গার্হস্থ্য জীবনের জীবিকাধর্ম ঐক্যপূর্ণ। তবে আশ্রমান্তর পরিগ্রহে যথাসাধ্য তৎতৎ আশ্রমধর্মই পালন করিতে হয়।

শূদ্রও দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষ প্রভৃতির অর্চনা করিবে।

“দানঞ্চ দধ্যাৎ শূদ্রোহপি পাকযজ্ঞৈর্জ্ঞেদপি।

পিত্রাদিকঞ্চ সর্গং বৈ শূদ্রঃ কুর্বীত তেন চ ॥” (বিষ্ণুপুঃ)

কি ব্রাহ্মণ, কি কত্রির, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণেরই ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মীয়বর্ণের পরিপালন করা কর্তব্য। সকলেই যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া ঋতুকালে স্ব স্ব শ্রীতে অভিগমন করিবেন। সর্ক প্রাণীর প্রতিই দয়া থাকা চাই, তিতিক্ষা থাকা চাই। কোন বর্ণই অভিমানী বা গর্ভাক্ষ হইবেন না। সত্য-শৌচ, অনায়াস মঙ্গলচেষ্টা, প্রিয়ভাষণ, সর্কর মৈত্রবন্ধনস্পৃহা এবং অকারণ্য ও অনসূয়া এই সকল সর্কবর্ণেরই সাধারণ গুণ।

“ভৃত্যাদিভরণার্থ্য সর্কৈবাক্ষ পরিগ্রহঃ।

ঋতুকালভিগমনং স্বভাবেষু মহীপতে ॥

দয়া সমন্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা।

সত্যং শৌচমনায়াসা মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা।

মৈত্রী স্পৃহা তথা তদ্বদাকর্ণ্যং নরেশ্বর।

অনসূয়া চ সামাত্রা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥” (বিষ্ণুপুঃ)

\* “দানানি বদ্যানিচ্ছাতো বিজেতাঃ কত্রিযোহপি হি।

যজ্ঞেচ্চ বিহিতধর্মজৈরবীরীত চ পার্থিবে।

পত্ন্যজীবো মহীরক্ষাপ্রবরা তন্ত জীবিকা।

ভগ্যাপি প্রথমে কল্পে পুত্রীপরিপালনম্।

ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।

তবন্তি দৃপতেরংশা যতো ধর্মাদিকর্মণাম্।

ক্ষুণ্ণানাং শাসনাজ্ঞা শিষ্টীমাং পরিপালনাম্।

প্রাযোক্ত্যভিতমাতৃ লোকান্ বর্ণসংহারকো বৃণঃ।

পাতপাল্যে বাণিজ্যক কৃষিক সমুজ্জেষথ।

বৈশ্যায় জীবিকাঃ ব্রহ্মা ধনো লোকপিতামহঃ।

ভগ্যাপাধ্যয়নং বজ্রো দানধর্মস্ত নরোত্তমঃ।

নিত্যনৈমিত্তিকারীদানানুষ্ঠানক কর্মণাম্।

বিজ্ঞানিসংগ্রহঃ কর্ম ভাষণার্থং তেন পোষকম্।

ক্রয়বিক্রয়জৈবাপি ধর্মৈঃ কাক্ষ্যন্তে নরা ॥”

বাদক বদ্যাৎ \* \* \* (ইত্যাদি)

(বিষ্ণুপুঃ ৩ অঃ ৮—৯ অঃ)

আপৎকালে ব্রাহ্মণ কত্রিয় বা বৈশ্ববৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন এবং কত্রিয়েরও বৈশ্ববৃত্তি লইবার বাধা নাই। তবে ঐ উভয় বর্ণ কোন কালেই শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। এই যে ব্রাহ্মণ কত্রিয়বৃত্তি লইবেন, কি কত্রিয় বৈশ্ববৃত্তি লইবেন। কি ইহারা কখন শূদ্রবৃত্তি লইবেন না, ইহা শুধু একান্ত আপৎ-কালেরই বিধি। পারতপক্ষে উভয় বর্ণের উহা ত্যাগ করাই কর্তব্য। সহসা কেহই এই কর্তব্যসম্বন্ধে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।\*

বর্ণগণের আপকর্ষ সম্বন্ধে মহাত্মারতের শাস্তিপক্ষে বিস্তৃত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের মতে সর্বাগ্রে এক তেজোময় দিবা পদ্ম সৃষ্টি হইল। সেই পদ্ম হইতে ব্রাহ্মা জন্মিলেন। ব্রাহ্মা হইতে মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজা সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাপতি ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণ আত্ম-তেজে অগ্নি ও সূর্য্যবৎ উদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, ধর্ম, তপঃ, ব্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌচ প্রভৃতি ব্রাহ্মা হইতে সৃষ্ট হইল। এই সকল সৃষ্টির পর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মৈত্য়, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণসৃষ্টি হইল। তদন্থেই ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, কত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্বের পীত এবং শূদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ।

মাক্ষাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন—আজ্ঞা, যদি শ্বেতপীতাদি বর্ণের পার্থক্যই ব্রাহ্মণ কত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়া থাকে, তবে ত সকল বর্ণেরই বর্ণসম্বন্ধ দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্রুধা প্রভৃতির আদিপাত্য ত সর্বত্র। শূদ্র পুরীষাদি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রভু, দেহ-ক্ষয় সকলেরই অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বা কি? আর এক কথা—জগতে স্থাবর জঙ্গম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও নানা প্রকার; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন! বর্ণসমূহের কোনই বিশেষত্ব নাই। এই সমগ্র জগৎই ব্রহ্মময়। ব্রাহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মসৃষ্ট সকলেই এক ব্রাহ্মণ, তবে কর্ম্ম-দ্বারা এক এক সমুদায় ও এক এক বর্ণ অখ্যায় অভিহিত। যে সকল ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, যাহার

তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্রোধন, শিরলাহস ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই কত্রিয় হইয়াছিলেন। যাহারা ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হইয়া তাহা হারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পশুপালনে আসক্ত হইলেন, স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাদের বেহ পীতবর্ণ ছিল, তাহারাই বৈশ্বজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আর যাহারা হিংসা ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, শৌচাচার ত্যাগ করিলেন, এবং অত্যন্ত লুক্করভাব হইয়া উঠিলেন, তাহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তাহারাই বিজ হইলেও তাহারাই শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া ছিলেন।

এইরূপে কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। চারিবর্ণের জন্মই বেদবাণী বিহিত ছিল, শোভে ও অজ্ঞানে পড়িয়া অনেকে সে ব্রাহ্মী বাণী হারাইয়াছিলেন। যাহারা ধর্ম্মতত্ত্বে একান্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া সে ব্রাহ্মীবাণী ভুলেন নাই এবং যাহারা বেদাবলম্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ত্রুত-নিয়ম ও শৌচ সদাচারাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্রহ্মসৃষ্ট দেবপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ।

নারদ মাক্ষাতার প্রশ্নের উত্তরে চতুর্বিবর্ণের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেন, যথা—যিনি জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কারে সংযুক্ত, শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচারে রত থাকিয়া যজ্ঞন বাজনাদি ঘটকর্মে অবস্থিত, যিনি নিত্য গুরুশ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যরত, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। সত্য, দান, আনুশংগ, অদ্রোহ, রূপা, যুগা ও তপস্যা এই কয়টা যাহার কাছে নিত্য বিজ্ঞান, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

যিনি বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া নিয়ত কত্রিয়োচিত কর্ম্ম আচরণ করেন, যিনি দান ব্যতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে কত্রিয় বলা যায়। যিনি পরিত্রস্তাবে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া পশুপালন ও ক্রিয়াকর্মে রত, তাহারই নাম বৈশ্ব।

যাহার কোন খাড়াখাড়া বিচার নাই, সর্বাঙ্গ অপবিত্র অবস্থায় যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্বাহ করে, তাদৃশ বেদবর্জিত, সদাচারহীন ব্যক্তিই শূদ্রনামে খ্যাত। (মহাত্মা ও পদ্মপুং স্বর্গখণ্ড)

চতুর্বিবর্ণের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা মণ্ডারি স্মৃতিসংহিতায় এবং শুদ্ধি প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুর্বিবর্ণের ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বাহ্যাত্মক সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ-পুরাণ ৫২ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসা উপাখ্যান, কুর্ঙ্গ-পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫, ২৬ ও ২৭ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অধ্যায়, এবং গরুড়পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদেয়।

বর্ণ (পুং) > গজচক্রবল, চলিত হাতীর খুল। পর্ধ্যায়—

\* “কত্র্যে কর্ম্ম বিজগোক্তং বৈশ্বকর্ম্ম তথাশদি।

রাজতন্য চ শ্বেতজাতং শৌভ্রং কর্ম্ম ন চৈতরোঃ।

সামর্থ্যে সতি ভক্ত্যাজানুভ্যাসনি পার্থিব।

তদেবাশদি কর্ম্মখং ন কুর্ধ্যাৎ কর্ম্মলভ্যম্।” (বিহুপুং)

প্রবেশী, আন্তরণ, পরিতোম (পুং) কুপ, কুখা (অমর) প্রবেগি, পরিতোম (স্ত্রী) কুখ। (ভরত) ২ গুণাদি, চলিত বহু।

এই বর্ণ বা রঙ বহু প্রকার, যথা—শ্বেত, পাণ্ডু, ধূসর, রক্ত, পীত, হরিত, রক্ত, শোণ, অরুণ, পাটল, শ্রাব, ধূম, শিকল এবং কর্কর (অমর)। সুখবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ বাসকের বর্ণ হয়।

৩ যশ। ৪ শুণ। ৫ স্ততি। (মেদিনী) ৬ বর্ণ। ৭ ব্রত। বর্ণাতে ভিত্তিতে তিতি বর্ণ-ঘঞ্ (পুং স্ত্রী) ৮ ভেদ। ৯ গীতক্রম। ১০ চিত্র। ১১ ভাববিশেষ। ১২ অক্ষয়গ। (হেম) বর্ণাতে ভিত্তিতে অনেনতি বর্ণ-ঘঞ্। ১৩ রূপ। বর্ণয়তি বর্ণ-অচ্। ১৪ অক্ষর। বর্ণাতে রজ্যতে তিতি বর্ণ-ঘঞ্। ১৫ বিলেপন। (মেদিনী)

বর্ণ দুই প্রকার—ধাতাত্মক এবং অক্ষরাত্মক। দেহিগণের মূলাধারে একটা নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীটা সর্পের ছাত্র কুণ্ডলী-ভূত। উহা সর্পদা মূলাধার মধ্যে কুণ্ডলাকারে থাকে বলিয়া উহার নাম কুণ্ডলী। কুণ্ডলী চন্দ্র স্বর্বাণ্ড অনলরূপিণী, দ্বিচত্রা-রিশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ ভূতলিপিময়শালিনী এবং পক্ষাশ্বর্ণময়ী অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণব্রূপিণী। ঐ কুণ্ডলী সকল বর্ণে পরম্পর মিলিত হইয়া মনুষ্য জগৎ প্রকাশ করে। এই কুণ্ডলী শব্দ ৭ শকার্থের প্রতীকী এবং ত্রিপুঙ্কর অর্থাৎ জোষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ-ভেদে তীর্থত্রয় ও উদাত্ত অন্তদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকাশক। তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলী পরম দেবতা নামে অভিহিত।\*

বক্তৃ ও শ্রোত্রপথ অপরিহার্য থাকে, তাই ঐ কুণ্ডলী যখন অম্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অক্ষট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উঠত হয়, তখন মূলাধারে গিয়া ধ্বনিত হয় এবং স্বল্প নাড়ী ও বার বার ঐ ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে এই ভাবেই বিম্পষ্ট ও অম্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে।

পূর্বে যে তন্ত্রোক্ত পরদেবতা কুণ্ডলীর কথা কহিয়াছি, তিনি দ্বিচত্রারিশদ্বর্ণে মিলিত হইয়া এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার হইতে সকার পর্যন্ত দ্বিচত্রারিশদাত্মক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। এই দ্বিচত্রারিশদাত্মক বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুণ্ডলিনী সর্ক-শক্তিময়ী ও শব্দব্রূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমালা প্রসব করেন, তাহা এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী হইতে

শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি। ধ্বনি হইতে নাদ। নাদ হইতে নিরোধিকা। নিরোধিকা হইতে অর্ধেন্দু, অর্ধেন্দু হইতে বিন্দু; বিন্দু হইতে ক্রমে অজ্ঞাত সমস্ত। সমস্ত অক্ষর উৎপত্তি স্বত্বকেই পরম্পরা এইরূপ। (১)

চিহ্নকৃতি সবসম্বলিত হইয়া শব্দপদবাচ্য হয়। তিনি আবার ঐ সবসম্বলিত অবস্থায় আকাশস্থ হইয়া রজোগুণে অমু-বিক্ত হইলে ধ্বনি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বনি অক্ষর অবস্থায় তমোগুণে অমুবিবিক্ত হইয়া নাদশব্দবাচ্য হয়। ঐ অব্যাক্ত-বস্থা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শব্দে অভিহিত। ঐ নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্ধেন্দু শব্দে অভিধেয়। অলঙ্কারকৌস্তভ ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পর্যাপ্ত, পশুস্তী, মধ্যমা এবং বৈথরী, অবস্থানভেদে বর্ণের এই কয়েকটা সংজ্ঞাসম্বলিত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মূলাধার হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পর্যাপ্ত বলে। পরে যখন ঐ বর্ণ নাদরূপে মূলাধার হইতে উঠিয়া ক্রমে হৃদয়গত হয়, তখন তাহা পশুস্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে বৃদ্ধি বা সঙ্কলের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা মধ্যমা এবং তাৎপর্য যখন বৃদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কঠিন হইয়া মুখস্থার্য অভি-ব্যক্ত হয়, তখন তাহা বৈথরী। এই বৈথরী অবস্থাপন্ন নাদ হইতেই পবন প্রেরিত হইয়া বর্ণসমূহ বাহিরে সকলের গোচরী-ভূত হয়। পর্যাপ্ত ও পশুস্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ হয়, আন্তর পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। (২)

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তিস্থান আটটা। যথা—হৃদয়, শির, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠময় এবং তালু\*। ইহার মধ্যে অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ, ও বিসর্গ (ঃ) এই কয়েকটা বর্ণের উচ্চা-রণস্থান কণ্ঠ। ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ষ, শ, এই কয়টা বর্ণের উচ্চারণ-স্থান তালু; ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, য, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান মুচ্ছ।

\* কুণ্ডলীভূতসর্পাধারমন্ত্রমুখোদ্বী।

ত্রিধামজ্ঞানী দেবী শব্দব্রূপিণী।

দ্বিচত্রারিশদাত্মক পক্ষাশ্বর্ণরূপিণী।

গিতা সর্কগাত্রের কুণ্ডলী পরদেবতা।

বিদ্যামানবৃত্তা সা কৃতে মন্ত্রময় জগৎ।

একধা গুণিতা শক্তি সর্কবিষপ্রযুক্তী।

ত্রিপুঙ্করঃ স্বরান্ দেবী ব্রহ্মাণীনাং ত্রয়ঃ ত্রয়ঃ। (সারস্বতিলক)

(১) “দ্বিচত্রারিশদা মূলে ভূতিকা বিশ্বনাথিকা।

সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রূপময়ী বিতুঃ।

শক্তিভূতিকা ধ্বনিতম্বারাদিত্যগ্নিরোধিকা।

ভক্তোহর্ধেন্দুভূতিকা বিন্দুভূতমাদলীং পর্যাপ্তঃ।” (সারস্বতিলক)

“মূলাধারঃ প্রথমমুখিতো যন্ত তত্রঃ পর্যাপ্তঃ।

পশ্চাৎ পশুস্ত্যধঃ কবরোণা বৃদ্ধিভূতঃ মধ্যমাধ্যঃ।

বক্তৃ বৈথর্যধঃ কলদিবোরম্যভূতঃ হৃদয়া-

বহুভূতম্বারভূতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসম্বঃ।” (অলঙ্কারকৌস্তভ)

\* “অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুচ্চারণস্থানানি।

জিহ্বাহূলকঃ হৃদ্যাকঃ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ।” (শিক্ষানুসং)

১, ২, ত, থ, ধ, ধ, ন, ল, স ইহাদিগের উচ্চারণস্থান দস্ত। উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম, আর উপস্থানীয় ইহাদিগের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। 'ব' দস্ত ও ওষ্ঠ; 'ঐ ঐ, কণ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল।

“অবর্ণ-কবর্ণ-হ-বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠাঃ। ইবর্ণ চবর্ণ-যশা-তালব্যাঃ। ঋবর্ণ-টবর্ণ-রযাঃ মুর্চ্ছাঃ। ৯বর্ণ-তবর্ণ-লসাদস্ত্যাঃ। উবর্ণ-পবর্ণোপস্থানীয়া ওষ্ঠাঃ। বো দন্তোষ্ঠাঃ। এ ঐ কণ্ঠতালব্যো। ও ঔ কণ্ঠোষ্ঠো। জিহ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলম্।”

( শিক্ষাসূত্র )

প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পঞ্চাশৎবর্ণ বা অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—বর্ণসমূহ সর্দার-সঞ্চালিত হইয়া সূক্ষ্মা নাড়ীর রক্ত মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। শরে কণ্ঠাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। উক্ত উন্নয়ন বায়ু উন্নত স্বর উৎপাদন করে। ঐ বায়ু নীচগত হইয়া অচুদান্ত এবং তির্য্যগ্ভাবে গিয়া স্বরিত স্বরের উৎপাদক হয়। এইরূপে একাক্ষি, এক, দ্বি ও ত্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের সৃষ্টি। উচ্চারা ব্যঞ্জন ইষ, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞায় অভিহিত।\*

[ বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

বর্ণক ( স্ত্রী ) বর্ণরত্নীতি বর্ণ-ধূল। ১ হরিতাল। ( রসমাণ০ ) ২ গাত্রাভুলেপনযোগ্য পিষ্ট বা ষ্টুট ব্রহ্মাঙ্ক দ্রব্য। ৩ চন্দন। ( শঙ্করভাণ্ড০ ) ( পুং ) ৪ বিলেপন। বর্ণয়তি নৃত্যাদীন বিস্তারয়তি। ৫ চারণ। ( মেদিনী ) ৬ মণ্ডল। ( পুং স্ত্রী ) বর্ণ্যতে রজ্যতে-হনেনেতি, বর্ণ-লঞ, স্বার্থে কন্। ৭ তিলুল হরিতাল কাচ নীলিকাদি। ( অমরভরত )

“কন্তাং নিম্ভতি লুপ্ততি কঃ স্রফলকন্ত বর্ণকঃ মুধঃ।

কো ভবতি রত্নকণ্ঠকমমৃতে কন্তাকুরিচুদেতি ॥” ( আখ্যাস ” ১৮৯ )

বর্ণক ( পুং স্ত্রী ) ১ ময়। ( লিঙ্গ ৭২৩ ) ২ মুখোস, অভিনেতৃ-বর্ণের পরিচ্ছদ। ৩ বিলেপনদ্রব্য।

বর্ণকণ্ঠ ( স্ত্রী ) তুখ, ( বৈজ্ঞানিক ) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া।

\* “সর্দারিতঃ সমঃস্বেন সূক্ষ্মরক্ত নির্গতাঃ।

ব্যক্তিঃ প্রয়াতি বদনে কণ্ঠঃসিদ্ধানবষ্টিতাঃ।

উচ্চৈরুন্নয়নো বায়ুহনাতঃ কুরুতে স্বরম্।

নীচৈর্গতোহন্নয়নাতঃ বহিঃস্বৈ তির্য্যগাশতঃ।

অধৈকবিজ্ঞিসংখ্যাদিহি জ্যোতির্লিপিঃ ক্রমাৎ।

সব্যঞ্জনবর্ণবীর্ষ্য তদন্তো ভবতি তাঃ ॥” ( পঞ্চসার ৩ পটল )

বর্ণকণ্ঠক ( পুং ) ১ চিত্রকরের তুলিকাধাতু। ২ হৃদ্যোক্তক।

বর্ণকময় ( ত্রি ) বিচিত্র বর্ণমণ্ডিত।

বর্ণকবি ( পুং ) কুবেদগুহ। ( ত্রিকা০ )

বর্ণকিত ( ত্রি ) বর্ণবিশিষ্ট। ( পা ৫২৩৩ তাঁরকানিগণ )

বর্ণকুপিকা ( স্ত্রী ) বর্ণান্য কুপিকেষ। মৎস্তাধার। মাছের পাত।

“মলীধানী মসিমণিমেলাদ্ববর্ণকুপিকা।” ( ত্রিকা০ )

বর্ণকুৎ ( ত্রি ) বর্ণদানকারী।

বর্ণক্রম ( পুং ) ১ রঙের পর্য্যায়। ২ উচ্চনীচতাভেদে জাতি-পরম্পরা। ৩ অক্ষরশ্রেণী।

বর্ণগন্ত ( ত্রি ) ১ বর্ণসম্বন্ধীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত।

বর্ণচারক ( ত্রি ) বর্ণান নীলাবীন চারয়তি বিস্তারয়তি চর-ণিচ, ধূল। চিত্রকার। ( শঙ্করভাণ্ড০ )

বর্ণচোরা ( দেশজ ) প্রকৃত বর্ণের অপলাপ। “বর্ণচোরা আম।”

বর্ণজ ( ত্রি ) বর্ণ্যৎ জায়তে ইতি জন-ড। জাতি। বর্ণোদ্ভব।

বর্ণজ্যোষ্ঠ ( পুং ) বর্ণেষু চতুর্ষু মধ্যে জ্যোষ্ঠঃ প্রথমোৎপন্নঃ শুণোৎ-কৃষ্টজ্যোষ্ঠ। ১ ব্রাহ্মণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রথমে দ্রষ্ট হইয়াছেন। [ ব্রাহ্মণ দেখে। ]

( ত্রি ) বর্ণেন জ্যোতিষোক্তপারিভাষিকবর্ণেন জ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ।

স্ববর্ণাপেক্ষা উত্তমবর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ।

বিবাহে বর্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যোষ্ঠা নাবীকে বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

“শ্রীনকরুট-বৃষ্টিকবিপ্রোঃ সিংহতুলাধঃকত্রিরা উক্তাঃ।

কুন্তনবদরমেঘবিশঃ স্মার্ককরবৃহতী কথিতা বরজাতিঃ ॥

বর্ণজ্যোষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ বঃ পুমান্।

তদ্যোধিবাহে মৃত্যুঃ জাৎ বধ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥” ( জ্যোতিষতত্ত্ব )

[ মেলক শব্দ দেখে। ]

বর্ণতলু ( স্ত্রী ) সরস্বতী দেবীর উদ্দেশক মন্ত্রবিশেষ।

বর্ণতা ( স্ত্রী ) বর্ণ-তল-টাপ। বর্ণের ভাব বা ধর্ম।

বর্ণতাল ( পুং ) রাজভেদ।

বর্ণতুলি ( স্ত্রী ) বর্ণান্য তুলিবিব। লেখনী। ( শঙ্করভাণ্ড০ )

বর্ণতুলিকা ( স্ত্রী ) বর্ণান্য তুলিকেষ। লেখনী। ( হারাবলী )

বর্ণতুলী ( স্ত্রী ) বর্ণান্য তুলীব। লেখনী। ( ত্রিকা০ )

বর্ণত্ব ( স্ত্রী ) বর্ণত্ব ভাবঃ স্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম।

বর্ণদ ( স্ত্রী ) বর্ণ দদাতীতি দা ( আভোহৃৎপদসর্গে কঃ। পা ৩২৩৩ )

ইতি ক। ১ কালীদক। ( ত্রি ) ২ বর্ণদাতা।

বর্ণদাতৃ ( ত্রি ) বর্ণত্ব দাতা। বর্ণদায়ক।

বর্ণদাত্রী ( স্ত্রী ) বর্ণ দদাতীতি দা-তৃচ, ত্রিয়াং ভীষ্। হরিত্রা।

বর্ণদূত ( পুং ) বর্ণ এব দূতা কত্র। লিপি। পর্য্যায়—লেখ, বাচিক, হারক, বন্তিভূষ। ( ত্রিকা০ )



বর্ণদূষক (ত্রি) বর্ণান্ দূষয়তীতি দূষ-ণুল্। বর্ণসমূহের দোষোৎপাদক। জাতিপ্রাণকর।

“বহু ক্ষেত্রে পরিধ্বংসা জারিতে বর্ণদূষকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ উদ্রাট্টং ক্ষিপ্রেমেব বিনশতি॥” (মহু ১০।৬১)

বর্ণদেশনা (ত্রি) শব্দশিক্ষা।

বর্ণদ্বয়ময় (ত্রি) দুইটা পদাংশসম্বলিত।

বর্ণধর্ম (পুং স্ত্রী) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম ধর্মঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কর্তব্য কর্ম।

বর্ণশব্দে উক্ত চারি বর্ণের বর্ণাকর্তব্য কর্ম ও ধর্মের বিধিনিষেধাদি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিষয়ে বর্ণবিশেষের আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজধর্ম ও আপদ্রব্যাদি বর্ণাশ্রমধর্ম শব্দে বর্ণাসংক্ষেপে বিবৃত হইল। এতদ্বির অল্পলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি বিভিন্নজাতির মহাত্ম্যবর্ণিত ধর্মবিধান নিয়ে বিবৃত হইতেছে :—

তীয় কহিলেন, পূর্বকালে প্রজাপতি বজ্রের নিমিত্ত চতুর্ধর্ষের কর্ণ-সমুদয় এবং কেবল বর্ণচতুষ্টয় দ্বিত্ব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের চারি ভাষা, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকথা ও ক্ষত্রিয়কথাতে যে পুত্র জন্মে, তিনি ব্রাহ্মণের আত্মা বা ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যকথা ও শূদ্রকথার মাতৃজাতীয় পুত্রগণ ক্রমাগত পূর্কোক্ত উভয় হইতে হীনরূপে প্রসূত হয়। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ শবহান দশান-তুলা, শূদ্র অপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শূদ্র-পুত্রকে পারশব কহিয়া থাকেন। সেই পুত্র স্বকীয় কুলের গুরুবক হইবে এবং নিরত নিজ চরিত্র পরিত্যাগ করিবে না। সে সমস্ত উপায় অবধারণ করিয়া নিজ কুলের উপকরণ সমাকরণে উদ্ধার করিবে; পারশব ব্রাহ্মণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট কনিষ্ঠের দ্বারা ব্যবহার ও গুজ্জবা করিবে এবং দানপরায়ণ হইবে। ক্ষত্রিয়ের ভাষাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যতে ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্রা ভাষাতে হীনবর্ণ উগ্র নামক শূদ্র জাতি জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্যের দুই ভাষা, দুই পত্নীতেই উহার বৈশ্য পুত্র জন্মে। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভাষা, তাহাতে শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট অধম পুত্র যদি ব্রাহ্মণ-দারাদি প্রধর্ষণ করে, তবে চাতুর্ধর্ম্য-বিগহিত চণ্ডালাদি বাহুবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে চতুর্ধর্মের বহির্ভূত ভূপতিগণের ভূতিকারক হৃত-জাতীয় সন্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে অন্তঃপুর-রক্ষণ-কার্যকারী সংস্কারসম্মত বৈদেহ-জাতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণীতে অতি উগ্রবস্তাব বধাই চৌরাদির নিরঞ্জন প্রভৃতি কার্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভাগে বসতিকারী

চণ্ডাল-পুত্র উৎপাদন করে; এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জাতি সকল কুলপাশেন। ইহারাই বর্ণসঙ্করজাত। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ব্যতিক্রমে মন্তোপজাতী নিষাদ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর বৈশ্যতে প্রামাণ্যধর্মবিশিষ্ট পুত্র জন্মে, তাহাকে আয়োগব বলা যায়; স্বধনজীবী তক্ষা ব্রাহ্মণগণের অগ্রতিগ্রাহ। অশ্বত, পারশব, উগ্র, হৃত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব, ইহার সন্ধানি ও অনন্তর যোনিতে অর্থাৎ ব্যবহিত নীচ যোনিতে সদৃশবর্ণ ও মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি ভাষাধারে স্বজাতীয় সন্তান সন্তুত হয়, স্বজাতির আনন্দার্থ্য বশতঃ প্রধানাঙ্গসারে বাহুবর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারিও সন্ধানিতে সদৃশ বর্ণ উৎপাদন করে, আর পরস্পরের পত্নীতে বিগহিত পুত্রসমুদয়ের জন্ম দান করিয়া থাকে। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রূপ চতুর্ধর্মের বহির্ভূত হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের সৃষ্টি হয়, হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বর্ণ প্রসূত হইয়া থাকে। অগম্যাগমন নিবন্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ধর্মের বহির্ভূত বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরজী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন-কার্য্যাজ্ঞ এবং তাহাদিগের দিব্য অঙ্গরাগঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা সন্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। মাগধ-বিশেষ কর্তৃক সৈরজ-যোনিতে বাণ্ডবাবজজীবী আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। মাগধীতে বৈদেহ-কর্তৃক মত্কর মৈরয়ক নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। নিষাদজাতি মদগুর অর্থাৎ মদগু নামক মন্তোপজাতী ও নোকোপজাতী দাস-সন্তান প্রসব করে, আর চণ্ডাল স্বপাক নামে বিখ্যাত মৃতপ অর্থাৎ দশানাদি-কারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মাগধী বাণ্ডরোপজাতী ক্রুর পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদিগের কার্য্য মাংসবিক্রম ও মাংস-সংস্কার। এই কার্য্য হইতেই উহাদের দুই জনের মাংস ও বাছকর নাম হইয়াছে; অপর দুই জন ক্ষৌদ্র ও সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইরূপ মাগধজাতির বৃত্তিচতুষ্টয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। আয়োগবীতে পাপিত, বৈদেহ হইতে মাংসোপ-জীবী ক্রুর, নিষাদ হইতে খরযানগামী মদ্রনাভ এবং চণ্ডাল হইতে খরাষগজ-ভোজী পুষ্কলজাতি জন্মে, ইহার মৃতের বস্ত্র ঢাকে এবং ভিন্ন ভাষানে স্তোজন করিয়া থাকে; আয়োগবীতে এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষাদীতে বৈদেহ হইতে ক্ষুদ্র, অন্ধ ও আরণ্যপণ্ড-হিংসোপজাতী কোমার-নামক চর্মকার এই পুত্রদ্বয় প্রসূত হয়, ইহারি জ্ঞানের বহির্ভাগে বসতি করিয়া

থাকে। নিবাহীতে চর্মকার হইতে কারাবর ও চাণ্ডাল হইতে বেগুবাবহারোশজীবী পাণ্ডুসোপাক জাতি আছে। বৈদেহীতে নিবাহ-কর্তৃক আহিওক নামক পুত্র প্রসূত হয়। চণ্ডাল হইতে সোপাকে চাণ্ডালসম-ব্যবহার-বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিবাহী চণ্ডাল হইতে বাহুবর্ণের বহিষ্কৃত অশ্বান-বাসী অন্ত্যাবশ্যী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাতৃ-ব্যতিক্রম-বশতঃ এই সমুদয় সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রকৃতভাবেই থাকুক অথবা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বর্ণ ধারাই ইহাদিগকে জানা যায়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম বিহিত হইয়াছে, অপরাপর ধর্মহীন জাতিভেদের মধ্যে কাহারও ধর্মের নিয়ম অথবা ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় হইতে অমূল্যম-জাত ছয় এবং বিলোমজাত ছয়, এই দ্বাদশবিধ সর্কার বর্ণ হইতে ষট্‌শষ্ট অমূল্যমজাত এবং ষট্‌শষ্ট প্রতিলোমজাত; এতদ্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহা-দিগের অমূল্যম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনন্ত ভেদ হইয়া উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাপ্তক পঞ্চশ ভেদের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, একত্র সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় নাই। বর্ণক্রমের অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথুনি-ভাবপ্রাপ্ত, বজ্র ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত বাহু বর্ণসঙ্কর-জাতি সকল বর্ণক্রমে কর্ম্মানুসারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুশ্চ, অশ্বান, শৈল ও অন্ত্যাবশ্য বনস্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হইয়া বাস ও নিরত কৃষ্ণবর্ণ লোহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জন করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ ব্যবসায়ের প্রস্তুত করিতে থাকিবে। ইহারা গো ব্রাহ্মণ সকলের সাহায্য করিবে, সংশয় নাই। আনুশক্ত, দম্বা, সত্যাবাক্য, ক্ষমা এবং শরীর দ্বারা বিপন্নগণের পরিব্রাজকরণ বাহুবর্ণসমূহের সিক্তির কারণ; হে নরবর! সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান মানব উপদেশানুসারে পরিকীর্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়া পুত্রোৎপাদন করিবে; যেহেতু জল-মধ্যে তরণেচ্ছ মানবকে প্রান্তর যেমন অবসর করে, তদ্রূপ নিতান্ত হীনবোনিজাত-তনয় বংশকে অবসর করিয়া থাকে। ইহালোকে রমণীগণ বিবাহ অথবা অবিবাহ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিতান্ত কুপাথে লইয়া যায়। নারীগণের স্বভাবই দোষের আকর, অতএব বিপণ্ডিত ব্যক্তি সকল প্রেমদাগে অতিশয় প্রসক্ত হন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পাপবোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জানিয়া আর্থগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আর্থরূপ অথচ উৎপত্তি বশতঃ অনাথ্য ব্যক্তিকে আমবা কি প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, অনাথ্যগণের পৃথক পৃথক ভাব ও চেষ্টা-সম্বিত মানবকে সঙ্করবোনিজ জানিবে, আর সঙ্করচিত্ত কর্তৃক দ্বারা যোনিগুণত বিজ্ঞাত হইবে। ইহালোকে অনাথ্যজা, অনাচার, ক্রুরতা ও নিষ্ক্রিয়ান্বিত কনুযবোনিজ পুরুষই প্রকাশ হইয়া থাকে। সর্কারজাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা মাতা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন রাখিতে পারে না। তিথ্যক্যবোনিজাত ব্যায় প্রকৃতি যেমন বিচিত্র বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সঙ্গ হইয়া আছে, তদ্রূপ পুরুষ বীর বোনি প্রাপ্ত হয়। বংশম্রোতসংস্করণ হইলে বাহার বোনিসঙ্কর হয়, সেই মানব যে ব্যক্তির ঔরসে আছে, তাহার অন্ন অথবা বহুচরিত্র অবশ্যই আশ্রয় করে। আর্থরূপে কৃত্রিমপথে বিচরণশীল ব্যক্তি শোভন বর্ণ বা নিকট বর্ণ, ইহার নিষ্কর-বিষয়ে তাহার স্বভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সুবর্ণ যেমন বাহুতঃ কঠিন হইয়াও কার্যকালে বৃহৎ হয় এবং চূর্ণর্ণ অর্থাৎ রজত যেমন নির্যত বৃহৎ থাকিয়া কার্যকালে কঠিন হইয়া উঠে, তদ্রূপ ও চূর্ণজাত পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তদ্রূপ। বিবিধকর্ম্মরত বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার করিয়া অন্তর্ধারণে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দ্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবলতা বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্ত হইলেও শরীরাসক্ত স্বত্বের জ্যেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও অবয়ব অনুসারে যাহা তুল্য হয়, তাহাই প্রমুখিত হইয়া থাকে, অল্প স্বল্প উৎপন্ন হইয়া মাত্র, শরৎকালের মেঘের জ্বর, লীন হইয়া যায়। বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদাচার-বিহীন হয়, তবে তাহাকে সন্মান করিবে না, আর পুত্র যদি সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ হয়, তবে তাহাকে সন্মান করিবে। মহত্ব শুভাশুভ কর্ম্ম, স্থপীলতা, সক্রিয়তা ও কুল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সমস্ত সর্কার ও ইতর বোনির মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিতে নাই, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনিতা পরিভ্যাগ করিবেন।\* (ভারত অমূল্যসন ৪৮ অঃ)

\* "ভীষ্ম উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যে কর্ম্মণি চাতুর্বর্ণ্যক কেবলম্।

অন্যত্র ন হি বন্ধার্ণে পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞাপতিঃ।

ভাষ্যান্ততঃ। বিপ্রত্ব দ্বারোদ্বা প্রজ্ঞাপতিঃ।

আনুপূর্য্যাদ্যোর্বো বাহুবর্ণতো অমৃততঃ।

পন্ন শবাহব্রাহ্মণভৈব পুত্রঃ সূত্রাপুত্রং পারশ্বং তদাহঃ।

ওক্তকঃ বত কুলত স তাং ব্যাচরিত্ব নিত্যমথো স জ্ঞাতঃ।

সর্কারপাদাঞ্চ সর্কার্য্য সন্মুখেরে বত কুলস্য উত্তম্।

জ্যেষ্ঠো বীর্য্যানপি সো বিজ্ঞত ওক্তব্রাহ্মণ্যাকপদারণঃ তাং।

ବର୍ଷନ (କ୍ଳୀ) ବର୍ଷଭର୍ତ୍ତେ ବିଜାୟେ ଶୁଭନାମୋ ନ୍ୟୁତ । ୧ ଶବନ ।

“ইংগ নিশায়া নমসোযনুতঃ স্বনীতা-

सूत्रान्तरं कृष्णगवर्णनखाद्यस्तथा ॥ १॥ ( भाग १०।१४।३० )

বর্ণনাশ (পুং) বর্ণস্ত নাশঃ ৬৩৭। বর্ণের নাশ।

“বর্ণাশ্রমো যবেদ্রাস্তো সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ।

বোদ্ধশাস্তো বিকারঃ স্তাধ্বনাশঃ পুরোধরে ॥” (উদ্যাপতিধর)

বর্ণনীয় (ত্রি) বর্ণ কল্পি অনীরয়। বর্ণ্য, বর্ণিতবা, বর্ণনার যোগ্য। ২ স্তবাহ।

“এতস্তে আদিরাজস্ত মনোচ্চরিতমভূতম্।

বাণ্ডং বর্ণনীয়স্ত তদপত্যোদয়ঃ শৃণু ॥” (ভাগবত ১২২।৩৭)

বর্ণপত্র (পুং) মল্লপ কাঠকলকবিশেষ। যাহার উপর বিভিন্ন রঙে রাখিয়া চিত্রকর রঙ-ফলায়।

বর্ণপাত (পুং) বর্ণস্ত পাতঃ। উচ্চারণকালে শব্দান্তর্গত বর্ণ-বিশেষের পতন বা উচ্চারণগ্রাহিত্য।

বর্ণপাত্রে (স্ত্রী) বর্ণস্ত পাত্রঃ। চিত্রকারের রঙ-রাখিবার পাত্র, যে আধারে নীলী প্রভৃতি রঙ থাকে।

‘মল্লিকা বর্ণপাত্রঃ স্তাং তুলিকা লেখ্যকৃতিকা।’ (শব্দমালা)

বর্ণপুস্তক [ ক ] (পুং) বর্ণবস্তি পুস্তাপি বস্ত কপ্। রাজতরুণী পুস্তবৃক্। (রাজনিং)

• বর্ণপুস্তাপা (স্ত্রী) বর্ণবস্তি পুস্তাপি বস্তাঃ স্ত্রী। উটুকাতী পুস্তবৃক্। (রাজনিং)

বর্ণপ্রকর্ষ (পুং) বর্ণের আতিশয্য, ওজ্বলোর আধিক্য।

বর্ণপ্রসাদন (স্ত্রী) বর্ণস্ত প্রসাদনং যমাং। অণুরূঢ়ন। (রাজনিং)

বর্ণবিপর্যয় (পুং) বর্ণের বিপর্যয়। যেমন—হিংস ধাতু হইতে অক্ষরবিপর্যয় হইয়া সিংহ হইয়াছে।

“বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়স্ত দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদর্থান্ধিতপয়েন যোগগতভ্রূচ্যতে পক্ষবিধং নিরুদ্ভং ॥”

(কাত্তরটীকার হর্গসিংহ)

কুলে শ্রোতসি সংকল্পে বস্য স্যাহবোদিসম্ভবঃ।

সংজ্ঞেভ্যো ব তচ্ছীলং নরোহরমথবা বহু।

আধারূপসম্যচারণ চরুভং কৃতক পথি।

হবর্ণনস্ত বর্ণঃ বা স্বশীলং শান্তি নিদ্রয়ে।

সান্যাকুস্তবু ভুতবু সান্যাকুস্তবু ভুতবু।

অনুবৃত্তসং লোক হস্তিঃ ন বিজ্ঞাতে।

শরীরসিহ সন্ধান ন কস্য পরিক্রমতে।

কোষ্ঠমধ্যবরং লবং জ্বল্যসং প্রোদ্যতে।

জ্যাম্বাদমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।

অপি পুত্রং চ ধর্মজং সন্তুভবতিপূজয়েৎ।

আদ্যানবাধ্যতি হি কণ্ঠনির্নরঃ স্ত্রীলগ্নাঙ্গিকুলৈঃ শুভাশুভৈঃ।

এনটমপ্যস্ত কুলং ভবা বরঃ পুং প্রোবাং কুলতে বকর্ভতঃ।

যোহিবেভাহ সর্গীর সর্গীরিক্তরাহ চ।

কম্বালাং ন অক্ষরবৃন্দাঃ পরিবর্জয়েৎ ॥” (কনুপদম ৮৫ অঃ)

বর্ণভেদ (পুং) বর্ণস্ত ভেদঃ। বর্ণের ভেদ, ব্রাহ্মণদি বর্ণের ভিন্নতা। ২ রঙের ভেদ।

বর্ণভেদিনি (স্ত্রী) লভ্যকিণেব।

বর্ণয়ন্ত (ত্রি) বর্ণয়িসিঙ।

বর্ণমাত্র (স্ত্রী) বর্ণস্ত মাত্রেব ককারাত্মকরগ্রন্থাৎ। ১ লেখনী।

বর্ণমাত্রকা (স্ত্রী) বর্ণানাং বর্ণমালানাং মাত্রকেব। সরস্বতী।

বর্ণমাত্রা (স্ত্রী) বর্ণস্ত মাত্রা। ককারাদি বর্ণের দ্বন্দ্বীর্বাধি মাত্রা।

বর্ণমালা (স্ত্রী) বর্ণানাং মালা। ১ জাতিমালা, বর্ণশ্রেণী।

২ অক্ষরশ্রেণী। সংস্কৃতে বর্ণমালা ৫০টী, অপবিবরে বর্ণমালা

৫১টী। উত্তরে ৫১টী বর্ণমালার নির্দেশ ও তাহার অপের বিধান

আছে। ইংরাজী বর্ণমালা ২৬টী, ফরাসী ২০টী, আরবীয় ২৮টী,

পারসীয় ৩১টী, তুর্কী ৩০টী, হিব্রু ২২, রবী ৪১, গ্রীক ২৪,

লাটিন ২১, ডচ ২৬, স্প্যানীশ ২৭, ইতালীয় ২০, তাতার ২০২,

ব্রহ্ম ১১, চীনদেশে বর্ণমালা লক্ষাঙ্ক, এই লক্ষের সংখ্যা প্রায়

৮০০০ হাজার। [ বর্ণলিপি দেখ। ]

বর্ণয়িতবা (ত্রি) বর্ণীয়, বর্ণায়োগ্য।

বর্ণরাশি (পুং) বর্ণসমূহ, বর্ণমালা।

বর্ণরেখা (স্ত্রী) বর্ণা লিখ্যন্তেন্নরতি লিখ-করণে যজ্ঞ-রলান্নো-রৈকাং। কঠিনী, বন্ধি। (ত্রিকাং)

বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (Alphabetic writing)।

সভ্যজাতি য য তাহার মনোভাব ও অরপ্রকাশ করিবার

জন্ত যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমরা

সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি। জগতে সভ্যজাতির

সংখ্যাও বহু বেশী, তাহাদের ভাষাদের মধ্যে অক্ষরের প্রকার-

ভেদও তত বেশী। সভ্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার পুষ্টি।

ভাবাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলেও

সর্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহা

আমাদের প্রথম আলোচ্য।

বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই

স্বীকার করিতেছেন যে, ঐতিহাসিক সভ্যতাই জগতের সর্বপ্রথম

সভ্যতা। ভারতীয় আধিপত্য সেই বৈদিক সভ্যতাদের বংশধর।

দেখা যাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না

এবং ভারতীয় বর্ণলিপির কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল।

পাক্কাভ্য নভ।

মোকম্বলগ্রন্থ পাঠ্যাজ পণ্ডিতগণের কথা এই, খৃষ্টপূর্ব

৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে লিপি বা লেখনপদ্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত

ছিল, অথচ তাহার সহজাতিক বর্ণ পূর্বে যেসব যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও

হুজুতাপ প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র ঋগ্বেদের ১০টী মণ্ডলের

মধ্যে ১০৫৮০টি ঋক এবং প্রায় ১৫৩৮২৬টি শব্দ পাওয়া যায়। বর্ণন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি ঋক বিগুহ ও সংপূর্ণ চন্দ্রাবলি কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহা কেবল যুক্তি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। মোক্ষমূলর বলেন, একথা শুনিতে বিশ্বয়জনক বটে, কিন্তু বিশ্বয়ের কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিরূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তাহা আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষে লিখিত চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণিত শিল্পশিক্ষার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইৎসিং ভারতীয় বালক-দিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন—‘প্রথমে শিশু ৪৯টি অক্ষর শিখে, তৎপরে ৬ষ্ঠ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১০০০ বৃত্তাক্ষর বা আক্ষরলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের দ্বাত্রিশৎ অক্ষরাত্মক ( বা অষ্টুইশ্ হকের ) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস করা হয়। পরে আট বৎসরে তাহারা পাণিনিব্যাকরণ শিখা করে; ইহাতে ১০০০ শ্লোক আছে, লিখিতে ৮ মাস সময় লাগে। তৎপরে দ্বাদ্ধাঠা ও ৩টি খিল লিখিতে আরম্ভ করে। দশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে খিল পাঠ শেষ হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সক্রমকালে পাণিনির সূত্রভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করে, ৫ বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। সূত্রভাষ্য পাঠকালে একদণ্ড আলস্ত করিলে চলিবে না। দিব্যরাত্ৰ মুখস্থ করিতে হইবে। এই সূত্রভাষ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে সম্যক অধিকার জন্মে না।’ এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, ‘এরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া হুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ কঠিন করিতে পারে।’ তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, ‘তাহারা তাঁহাদের চারিবেকে অভিশর তক্তিশ্রদ্ধা করেন, ঐ চারি বেদে প্রায় লক্ষ শ্লোক আছে। বেদচতুষ্টয় কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আয়ত্ত করিতে পারেন। আমি স্বচক্ষে এরূপ লোক দেখিয়াছি।’ ইৎসিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন বৈদিকযুগে শিক্ষারীতি অতি সুপ্রণালীবদ্ধ থাকিলেও তৎকালে পুস্তক, প্রহ, চর্চা, পত্র, কলম, লিপি বা মণির কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতবাসী এই সকলের নাম পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। তাহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে সমুদায়ই অতিমাত্র সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।\*

তবে কোন সময়ে ভারতে বর্ণলিপির উৎপত্তি হইল? ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্য্যন্ত ভারতে বৃত্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্বপ্রাচীন। হুই প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে—এক প্রকার লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি স্পষ্টতঃ অরমীয় (Aramaean) বা সেমিটিক বর্ণলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার লিপি বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লেখা। এই লিপি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথানিয়মে সেমিটিক বর্ণলিপি হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং বৌদ্ধাচার্যগণের হস্তে ভারতের বাহিরে বহু দূরদেশে যে সকল লিপি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত হইয়াছিল।† এইরূপে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে যুক্তি দ্বারা ও অক্ষর-বিস্তার দেখিয়া ভারতীয় বর্ণলিপিকে বিদেশীয় লিপিজাত বলিতে চান, তাহা নূতন কথা নহে। তাহার বহু পূর্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ উইলিয়াম জোন্স ভারতীয় লিপির সেমিটিক উদ্ভবের আভাস দিয়া যান।

তৎপরে কপ্প, লেপ্সিয়াস, বেবের, বেনকী, হুইটনি, পট, বেস্টারগার্ড, নর্স, লেনরমন্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির সেমিটিক-মূলতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন কিলিক বর্ণলিপি হইতে এবং ডিকের মতে প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরীয় কীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে। টেলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন প্রকার সেবীয় (Sabian) লিপি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ার অবশেষে তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান, হাদ্রাম, অরমা, নেবা অথবা অন্ত কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এদিকে অধ্যাপক ডোন্সন, টমাস, কানিংহাম প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে ভারত বীর বর্ণমালায় কল্প কোন দেশের নিকট গৃহীত নহেন। ডোন্সন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—‘ভারত-বাসী আপনাদিই যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাহাভবের হুম্মাতিহুম্ম-বিষয়ে হিন্দুগণ সত্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা

\* Max Müller, India, what can it teach us, p. 207-216.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 206.

লক্ষ্যাত্মক বর্ণরূপ অপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর-ভাবের বর্ণরূপ স্বল্প পার্থক্য আনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহারা অক্ষরাত্মক চিহ্নগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্তসাধারণ। প্রকৃতভাবে কানিংহাম বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্র-লিপির স্থায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন খননবস্ত্র হইতে অশোকলিপির খ, ঘব হইতে অন্তঃস্থ ঘ, দন্ত হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণা হইতে ব, লাজল হইতে ল, হস্ত হইতে হ, শ্রবণস্ত্র হইতে শ। ইত্যাদি।

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত বাবিলনের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য চলিয়াছিল। কিনিক আতিই সর্বপ্রথম ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

উভয় পক্ষের মতামত আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার বৃহল্লর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রকাশ করেন— কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসমীচীন। দক্ষিণাভ্যে ডটপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার পর্যবেক্ষণ করিলে কখনই চিত্রলিপির সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে না। বৃহল্লর নিজস্ব মত প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশ করেন,—

খৃষ্টপূর্ব ৮২০ অব্দে উৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম সেমিটিক অক্ষরের ধ্বজাস্বক (Phonetic) লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ব্রাহ্মীলিপির বহু অক্ষরের অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই দুইটা আবার দক্ষিণ মেসো-পোটামিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের হে এবং তউ এই দুই কিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে। এইরূপে শ এবং ব এই অক্ষরও খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অরমীয় অক্ষর হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক ও লিপিশাস্ত্রীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে যে সকল অরমীয় লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন অরমীয় লিপির অল্পরূপে আধুনিক স, ব, শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ৮২০ ও ৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধদিগের বাবেকজাতক পাঠে জানা যায় যে, বাবেক (Babylon) হইতে ভারতে বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমভারতে তরুণ

(ভবোচ) ও হুর্ণাদক (হুণা) নামক হান সমুদ্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বোধায়ন ও গৌতমধর্মসূত্রেও বাজীর উপর শুক আচারের ব্যবস্থা দেখা যায়। স্বত্বদেও সমুদ্র-বাজার উল্লেখ আছে। সিরীয় বণিকগণ বহু পূর্বকাল হইতেই পারস্তোপসাগর দিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। এইরূপে খৃষ্টাব্দের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ বর্ষ হইতে চলিল ফিনিকীয় (Phoenician) বণিকদিগের যাত্রা। ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত-স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্ট লাভ করিয়া খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী সর্বাঙ্গতন্ত্র ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

ডাক্তার বৃহল্লর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই একেণে পাশ্চাত্য প্রকৃতবাবিৎ ও ঐতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, যে যে প্রমাণ ও বৃত্তিবলে প্রসিদ্ধ জর্জনপণ্ডিত কিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার স্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ কিনিক বর্ণমালা এত অসম্পূর্ণ ও এত অল্পসংখ্যক যে, তদ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের উচ্চারণপ্রক্রিয়া বা লিখনপ্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ব্রাহ্মী লিপির তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উভয় প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টা বর্ণমালার মধ্যে ৩৫ একটীর সামঞ্জস্য দেখিয়া সকলগুলিকে ফিনিক-বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে আমাদের বৃত্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

বৈদিক বর্ণমালার উৎপত্তিকাল।

অতীত ইতিহাস বোষণা করিতেছে যে বহু সহস্র বর্ষ, এমন কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব হইতেই আর্যসভ্যতার সুবীজ অঙ্কুরিত হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মতকোত্তোলন করে নাই, যখন সমুদ্র আল্পশেল একটা নাড়ুচ্চ পর্বতরূপে উঠিতেছিল, যখন বর্তমান এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টির আধার ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যা আমাদেরকে জানাইয়া দিতেছে, সেই সুদূর অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর কন্ডনাতে হইতে পূর্বে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত আর্য্যভাতির 'প্রোটোকল' বা আদি জগদ্বৃদ্ধি সুবিদ্যুত ছিল। আজ যে হান চির তুহারসর বলিয়া সুখী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এক উপায়ের কলমূলবৃদ্ধি উৎপাদনের সম্পূর্ণ অল্পযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর-মহাদেশই এক সময় আর্য্যবেবগণের নন্দনকানন বলিয়া গণ্য ছিল। যতদিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন তুহারসম্পাতে আর্য্য-

ভূমি স্বেদের (Arctic regions) প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও যুরোপের উত্তর মেরু শীতল গ্রীষ্ম এবং উষ্ণ শীত ঋতুসঞ্চিত অর্থাৎ চিরবসন্ত বিরাজিত সকল উপাদেয় ফল মূলের উদ্ভাবন স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০০ বর্ষেরও পূর্বকাল কথা।<sup>১</sup> তখন হইতেই বৈদিক আখ্যায়িকার মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যোগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

নানা সত্বে সম্পাদনকরিত ঋষিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন সমস্যা উদ্ভিত হইয়াছিল। [ বেদ দেখ ] অন্ধবিষয়া ব্যতীত সেই সকল সমস্যা-পূরণ সম্ভবপর নহে! অন্ধপাত ব্যতীত কঠিন গণনা সাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণবিজ্ঞান ব্যতীত কিরূপে অন্ধপাত করা যাইবে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর-বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কিরূপে লিপির সাহায্যে সেই সকল বর্ণ বা অন্ধপাত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যে সেই আদি বৈদিকযুগেই নানাবর্ণমালার বা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়। নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্দ সমুচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিমপ্রদেশের পূর্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন মোটামুটি স্বীকার করা যায় যে, বৈদিক বর্ণ-মালার বিকাশও সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখা বা প্রতি-শাখার বৈদিক পঠনপাঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই ‘স্বরতঃ’ ও ‘বর্ণতঃ’ পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং আদি বৈদিক মন্ত্রসমূহ কেবল যে স্বরানুশ্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্ট ছিল, তাহাও সকলে জানিতেন। অবশ্য এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই যে, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিমপ্রদেশের পূর্বে স্বেদ-নিবাসী বৈদিক দেববিগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা অধিকৃত আকারেই আখ্যায়িকার পৌছিয়াছিল এবং এখন যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই হিম-প্রদেশের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিম-প্রদেশের সময়ে বিষম ভূবায়নসমূহের তরলভাবে হইতে যে করজন আখ্যায়িকার রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিবিন্দুও নষ্ট নাই। তাহাদের কাশ্মীরের মেরু (Punir) ও সমুদ্র হিমালয় পাদদেশ অবস্থানকালে তাহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র সুনীয়াছিল, তাহাই ‘প্রতি’ বলিয়া বর্ণা হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র ও জলবায়ুর অবস্থান্তরে পরবর্তিকালে সেই প্রতির উচ্চারণের যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা নহে এবং

স্থানবিশেষে আখ্যায়িকার যে কেহ সেই আদি মন্ত্রগুলিও স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী করিয়া না লইয়াছিলেন, এমন নহে।

বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থে লিখিত আছে—

“পথ্য্য স্বত্বিকদীচীং দিশং প্রাজ্ঞানং। বাগ্ বৈ পথ্য্য স্বত্বিঃ। তস্মাদবীচ্যাং বিশি প্রাজ্ঞাততরা বাগ্জততে। উন্নকে উ এষ যন্তি বাচং শিক্তিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তন্ত বা গুশ্বন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।”

(শাখ্যায়নব্রাহ্মণ ৭৬)

অর্থাৎ পথ্য্যস্বত্ব উত্তর দিক্ জানেন। পথ্য্যস্বত্বই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ণিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেই দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে ‘তিনি বলিতেছেন’ এই বলিয়া তাঁহার (বেদবাণী) গুণিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এত স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ঐ উত্তরদিক্ কোথায়? সেই স্থান কন্দীরের উত্তরে মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরস্বতী নদী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের দ্বায় পারসিকদিগের বেদ বা আরিধর্মগ্রন্থ অবস্থাতেও ‘হরকুইতি’ বা সরস্বতী বাগ্জতপতির স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবন্তিক মতাবলম্বিগণ সারস্বত প্রদেশ ছাড়িয়া অনাখ্যায়িকামূল হ্রদর উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্মবিপ্রবহেতু আদি আবন্তিক বা বৈদিক বাক্ বা শ্রুতি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্থার এবং বেদে ভাষার ও উচ্চারণে এত পার্থক্য ঘটয়াছে। কিন্তু আখ্যায়িকাবাসী বৈদিক আখ্যায়িকান-গণ সারস্বতসংস্রব পরিভাষ্য না করার এবং উত্তরদিকের সেই প্রাচীন বাক্যধারা প্রতিভে সন্তোষ রক্ষা করিয়া আসায় ভারতীয় বেদ আজও প্রাচীনতা রক্ষার সমর্থ হইয়াছে। তাই আমাদের বেদ আজও “প্রতি” নাম বহন করিতেছে।

ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপির উৎপত্তি।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতি-বিদ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গুরুজ্যোতিষের লতপথব্রাহ্মণে এখন হইতে

১ শাখ্যায়ন-ব্রাহ্মণের ভাষাকার বিনায়ক অষ্ট লিখিয়াছেন,—

‘প্রজ্ঞাততরা বাগ্জততে কন্দীরে সরস্বতী কীর্ণতে।’

এইরূপে তিনি কন্দীরে সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত-পুরাণমতে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান বিশ্বনর (১২০১০), বর্ধমান নাম সরীসৃগ হ্রদ। এক সময়ে এই সরীসৃগ পর্বাঙ্গ কন্দীর দেশে বিস্তৃত ছিল। ইহা আখ্যায়িকার বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।



প্রায় ৫ হাজার বর্ষ পূর্বকাল জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে, স্তত্রাং শতপথব্রাহ্মণের কতকংশ যে ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শতপথব্রাহ্মণেরও বহুপূর্বে যজুঃসংহিতা এবং তাহার বহুপূর্বে ঋকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত বালগদাখর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বাসন্ত বিষ্ণুবর্ষন যুগনিরাসংক্রমিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ৪০০০ খৃঃ পূর্বকালে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং ঋকসংহিতার প্রাচীনতর জ্যোতিষাংশ গণনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ৬০০০ খৃঃ পূর্বকালে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিদ্ধ জন্মণ-জ্যোতিষী ও পুরাতত্ত্ববিদ জ্যাকোবি (Jacobi) বেদের জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ৩০০০ খৃষ্টপূর্বকালে বা এগুন হইতে প্রায় ৫০০০ বর্ষ পূর্বে ক্রব-নক্ষত্র আবর্তন করিয়াছিলেন। [ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

উক্ত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার জন্ত অজ্ঞাতঃ ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপিপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে, তবে বেদের অপর নাম ক্রতি হইল কেন? এবং বেদসংহিতায় বা প্রাচীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি বা লিপিবাক্য কোন প্রকার শব্দের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা কেন?

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আমি বাস ছাড়িয়া আধ্যাত্মসন্ধানগণ পূর্ব ক্রতি লইয়া দক্ষিণমুখে সরপস্ (পৌরাণিক বিলস ও বর্তমান সরীসৃগ) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্তী বৈদিক ও আধুনিক আধ্যাত্মিকতার নিকট, পরে “প্রজ্জ্বলন্” বা প্রাচীনবাসভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেদের অনেক মন্ত এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধ, শতঙ্গ, আপায়া, গজা ও সরস্বতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ ও সানন্দত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা ঋকসংহিতা হইতেই পাওয়া যায়। [ আগশব্দ দেখ। ] আধ্যাত্মসন্ধানগণ যে “ক্রতি” লইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ঋকসংহিতায় (১০।৭১।৪) আমরা এইরূপ মন্ত পাইতেছি—

“উত্তমঃ পশুন ন মম্বন বাচসুত ত শূন ন শূণোত্যনাম্।

উতো ক্রম তনবঃ বি সমে জায়েব পতা উপতী যবাসাঃ।”

উক্ত ঋকটীর তাৎপার্থ্য এই—কোন কোন লোক বাক্যকে দেখে অর্থ দেখে না। আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অর্থ শুনে না। অপর লোক শুনাইলেও বাক্য তাহার নিকট অর্থের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। কাময়মানা মম্বী শোভনবস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজ পতিকে যেক্ষণ দেখে সমর্পণ করে, বাক্য সকলও সেইরূপ (পূর্বোক্ত) বিবিধ লোক ব্যতীত অন্য এক প্রকার লোককেই নিজ মূর্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

উক্ত প্রমাণে মন্তের দর্শন, শ্রবণ ও মূর্তি পরিগ্রহ হইতে আমরা কি মনে করিতে পারি না যে অজ্ঞ, বিজ্ঞ ও মস্ত্রাসক্ত এই তিন প্রকার পাঠকই ছিল এবং এই সঙ্গে দর্শনের বিষয়ীভূত বর্ণলিপি, শ্রবণের বিষয়ীভূত ক্রতি ও মন্তমূর্তি বা মূর্তিবিশিষ্ট লিপি এই তিনেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোন অক্ষর বা চিহ্ন না থাকিলে বাক্যকে দর্শন করা যায় কিরূপে? সংহিতার অর্থ ব্রাহ্মণে অনেকটা বিশদীকৃত হইয়াছে। অথোদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৩।৪) আছে—

“তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মতাবদেতাং বিভঃ নাবক্ষরাণাম্ পথাগুরিতি নেত্যত্রবীন্ গায়ত্রী যথাবিত মেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মৈতাং তে দেবা অত্রবন্ যথাবিত মেব ন ইতি তন্মাত্রাপোতাই বিভাঃ ব্যাকথ্যাবিত মেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যাবত্ৰ্যাক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাত্তাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন মুক্তান্তঃ তাং গায়ত্র্যাবতীদাতপি মেহত্র্যাবিত সা তথোত্যত্রবীন্ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাক্ষরৈরুপসংহীত তথোত তা মূপ সমদধাদেততঃ তদগায়ত্রী মধ্যান্নিনে যক্ষতীয়-তোত্তরে প্রাতঃপদো যশ্চাতুরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যান্নিনঃ সবন মুদয়চ্ছন্” ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই অপর ছটাই ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমরা যে যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সেই অক্ষর কম্বটী আমাদের নিকট ফিরায়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন—না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন—তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেট ব্রহ্মাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যান্নিন সবন নির্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হইবে। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন—তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে আট অক্ষর দ্বারা বৃত্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে

আট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যমিন সবনে মক্ষতীয় শব্দের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অল্পচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। ত্রিষ্টুপ্ত একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যমিন সবন নির্বাহ করিলেন।

ঐতরের ব্রাহ্মণের অঙ্ক স্থলেও ( ১১১৫ ) দেখা যায়—

“অমৃষ্টভো বর্ণকামঃ কুবীত যরোণা অমৃষ্টভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি।”

যিনি বর্ণকামনা করেন, তিনি দুইটি অমৃষ্টভ ব্যবহার করিবেন। দুই অমৃষ্টভে ৬৪ অক্ষর আছে।

ঋকপ্রাতিশাখ্যের মতেও অমৃষ্টভে ৬৪ অক্ষর আছে,—

“দ্বাত্রিংশদক্ষরাষ্ট্রপ্ চত্বারোহষ্টাক্ষরাঃ সমাঃ।” (ঋকপ্রাঃ ১৬২৭)

অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টি অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টি অক্ষরে অমৃষ্টপ্ ছন্দঃ।

ঐতরের ব্রাহ্মণের অঙ্কস্থানেও “ভেভ্যোহভিত্তেভ্যন্তরেণ বর্ণা অভ্যন্তর অকারঃ উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকথা সমতবৎ তদেতৎ ওমিতি।” অর্থাৎ তাহার ভিতর তিনটি বর্ণ হইয়া থাকে—অকার, উকার ও মকার; এই তিনটি একত্র হইয়া তবে ‘ওম্’ হইয়া থাকে।

এইরূপ উক্তি দ্বারা অক্ষর শব্দের স্পষ্টই বর্ণবাচকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ঐতরের ব্রাহ্মণে ( ১১৪৪ )

“জ্যোতিতোতৈরেইবনং তৎ কামৈঃ সমধ্বজ্যতীতি দু পূর্বং পটলং”

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও উদ্ধৃত প্রমাণটি পাওয়া যায়। ( আশ্বলায়ন শ্রৌতঃ ৪।৬৩৩ )

এখানে ‘পূর্ব পটল’ গ্রন্থাংশবাচী, স্বতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতীত প্রাচীন কালেও গ্রন্থবিভাগ ছিল এবং চন্দ্রক প্রভৃতি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে ঐরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলেও কেবল পাশ্চাত্য যুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া নহে, এদেশীয় ইংরাজী অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, বৈদিক কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। এ কারণ বেদে লিখিবার উপকরণ বা লিপির কোন উল্লেখ নাই,—এমন কি কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আখ্যায়িক লিপির ব্যবহার জানিতেন। যাহারা সেই বহু সহস্রবর্ষ পূর্বে নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিকা দীকার দ্বাভাষের সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিল কি না সন্দেহ, তাহারা পণ্ডিতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না,—তাহারা নিরক্ষর (unlettered) ও লিপিজ্ঞানবর্জিত \* ছিলেন, এরূপ উক্তি কি প্রমাণবাক্য নহে ?

আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ ছিল এবং মন্ত্রস্মৃতিও অনেকের জানা ছিল। গুরুত্বকূর্ষদে ( ১৫১৪ )—“অক্ষরপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ পদপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ বিষ্টারপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ কুরোব্রজশ্চন্দঃ” এইরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। এখানে ভাষাকার মহীধর কুরোব্রজশ্চন্দ্রের অর্থ করিয়াছেন, “কুর বিলেখন-খননয়োঃ কুরতি বিলিখতি ব্যাপোতি সর্কমিতি” ‘ব্রাজতে দীপাত ইতি ব্রজঃ’ অর্থাৎ কুর অর্থে বিলেখন ও খনন। বিলেখন ও খনন দ্বারা অক্ষরবন্ধ যে ছন্দঃ ব্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, তাহাকে কুরব্রজশ্চন্দ্র বলে। এই কুরব্রজ শব্দ দ্বারা কি মনে হইতেছে না যে, এখন যেমন উড়িষ্যার খন্তী নামক কুরলপাকা আছে, বৈদিককালে সেইরূপ খুদিয়া লিখিবার উপযুক্ত কোন প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী দ্বারা ছন্দঃ লেখা হইত। এই লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আখ্যায়িক কোন প্রকার বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখাগুলিকে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতী শতাব্দীর পূর্ব গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। আমরা পূর্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, নিরুক্তের পূর্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন, কারণ নিরুক্তকার যাক পাণিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[ পাণিনি দেখ। ]

পাণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি যে বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার সময়ে যে বর্ণলিপি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার সময় “শিশুকন্দীয়” নামক বালবোধক পুস্তক প্রচলিত ছিল, সে কথাও পাণিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাণিনির পূর্বে বেদের প্রাতিশাখ্যের রচনা। এরূপ স্থলে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীরও পূর্বে প্রাতিশাখ্যের কাল ধরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোষপরিহারের জন্য প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি।

পাণিনি হ্রস্ব করিয়াছেন, “লোপোহবর্ননম্” অর্থাৎ কোন বর্ণের অবর্ননকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রাতিশাখাগুলিতেও বহু সূত্র দৃষ্ট হয় যথা—

“লোপ উঃস্বাত্তোঃ সকারত।” (অধ্বকপ্রাতিশাখ্য ২।১।১)—

( বাজসন্যেরপ্রাঃ ৪।১৫, তৈত্তিরীয়প্রাঃ ৪।১৪১ )

“অন্তহোমস্ লোপঃ।” ( অধ্বকপ্রাঃ ৩।৩২, = ঋকপ্রাতিঃ ৪।৫, বাজসন্যের প্রাতিঃ ৪।১, তৈত্তিরীয়প্রাতিঃ ১।৩২। )

যেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের স্বার্থকতা থাকে না। তার পর যেকের প্রয়োগ। ঋক, যজুঃ, অধ্বক

প্রকৃতি সকল প্রাতিশাখ্যেই যেকের নিরোগ ও যেকের পর  
বাক্যনের বিশ্ববিধান বর্ণিত আছে।

(ঋকপ্রাতি ১৫, বাজসনেয়প্রা ১।১০৪, অথর্বপ্রা ১।৫৮)

পুণ্যগ্রন্থ-প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্যাত্তেও এইরূপ লোপ, যেক ও  
অবগ্রহের কথা পাইতেছি।

বেদ যদি কেবল ক্রটিতে পর্য্যবসিত থাকিত, তাহা হইলে  
বেদে যেক, অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং বিশ্ব  
কোথায় হইবে; এরূপ নিয়ম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই আতি পূর্বকালে  
ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্বাদিম শাস্ত্রিক। যথা—  
“বাক্ বৈ পরাচী অব্যাক্তা অবদৎ। তে দেবা অত্রবন্ ইমা  
নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণেমহং চৈষ বায়াব  
চ সহ গৃহতা ইতি। তন্মাদৈব্রবায়বঃ সহাত। তামিস্রো  
মধ্যাতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তন্মাদিয়ং ব্যাক্ততা বাগুজ্ঞাতে  
তদেতদ্ব্যাকরণশ্চ ব্যাকরণম্।”\*

ভাবার্থ এইরূপ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে  
মেঘগজ্ঞানের জায় অথগুণাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে  
কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ  
প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে  
মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি  
স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি-  
প্রত্যয়নিশ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য।  
ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ  
হইতে আরও দুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।  
বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭।২) আছে—“একা চ দশ চ দশ চ  
শতঞ্চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাবৃতঞ্চ চাবৃতং চ নিযুক্তঞ্চ নিযুক্তঞ্চ  
প্রযুক্তং চার্কুদঞ্চ চার্কুদং চ সমুজ্জচ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ পরাধিঃ।”

পর্য্যর্ধ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল ক্রটির সাহায্য লইলে চলিবে  
না, অঙ্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। ঋকসংহিতায় (৪।৪০।২)  
দেখুন—

“নং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভাস্ত্রমসাবিধাদানুরঃ।

অত্রয়ন্তমমবিন্দনং নহন্তে অশকৃবন্।”

ভাবার্থ এই—অস্তুর রাহ নিজ ছায়ার দ্বারা সূর্য্যকে যে  
বিচ্ছ করে, সে বেদ অত্রিগণই জানিতেন, অস্ত্র ঋষিরা তাহা  
জানিতে সমর্থ হন নাই।

\* “অত্র পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপলিপি অব্যাক্ততা মেঘগজ্ঞিতবলপত-  
কারা অবিদিতপদযাক্যপ্রভেদেতি বাবৎ। তামিস্রো মধ্যাতোহবক্রম্য মিচ্ছির  
এতাবদিকং বাক্যং বাক্যো চৈতানি পলানি পরেব চৈতঃ প্রকৃতঃ এত চ  
প্রভায়া ইতোবসবক্রমঃ অবগতরা বাচোবিন্দনঃ কৃষেত্যানি” (ভাষ্য)

উক্ত ঋক্ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রয়গণই  
গ্রহণগণনার আদি গুরু। গ্রহবেধ যে মুখে মুখে হইতে পারে,  
তাহা আত্রয়ের হুঁদ্রি অগম্য।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বৈদিক যুগে যদি বর্ণলিপির বিহ-  
মানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুখে শুনিয়া মুখে  
মুখে বোদাভ্যাস করিবার নিয়ম রহিয়াছে কেন? এমন কি,  
খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে চীনপণ্ডিত ইংসিং ভায়তে আসিয়া স্বচক্ষে  
দর্শন করিয়া এরূপ বোদাভ্যাসের কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন?

ধর্মশাস্ত্র গুরু মুখে শুনিয়া শিষ্য কঠক করিবে, এইরূপই  
নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে;—ইংসিং-এর বিবরণ  
পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধসমাজেও এরূপ ধর্মগ্রন্থ  
গুরুমুখে শুনিয়া কঠক করিবার রীতি ছিল।\*

অধায়ন ও অধ্যাপনার পদ্ধতি এরূপ থাকিলেও বেদ লিপি-  
বদ্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিরুক্তকায়  
দ্বারা লিখিয়াছেন,—

“সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বহুবৃন্তেহবরোভোহসাক্ষাৎকৃত-  
ধর্ম্মত উপদেশেন মজ্জান সম্প্রাহঃ। উপদেশায় প্রায়স্তোহবরো বিশ্ব  
গ্রহণারমং গ্রহং সমাম্বাসিবুর্ভেদঞ্চ বোদাভ্যাসি চ।” (নিক্ক ১।২০)

বাহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার বা দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই  
সকল ঋষি, বাহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ  
ক্রতুধর্ম্মিগণকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই  
ক্রতুধর্ম্মিগণ আবার উপাধ্যায়রূপে উপদেশ দ্বারা ‘গ্রহতঃ’ ও  
‘অর্থতঃ’ মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাহার আবার অর্থ-  
গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেবীয়া খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই  
গ্রহ (নিযুক্ত), বেদ ও বোদা সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা  
সেই বেদ বোদা সঙ্কলিত হয়? তবিলে নিরুক্তকটাকার  
চর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

“সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমারাতবতঃ। তে একবিশতিধা  
বহুচ্যাম্। একশতশা আধর্য্যাবঃ সহস্রধা সামবেদং। নবধা  
আথর্কণং। বোদাভ্যাসি। তন্ম যথা। ব্যাকরণমষ্টধা নিরুক্তং  
চতুর্দশধা ইতোবদামি। এক সমাম্বাসিবুর্ভেদেন গ্রহণার্থং।  
কথং নাম তিরোভ্যন্তানি শাখান্তরাণি লবুনি তথং পৃষ্টীয়রেতে  
শক্তিহীন্য অদ্যাবুো বহুধা ইতোবদম্ব সমাম্বাসিবুর্ভিতি।”

সহজবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাহার বেদ  
সঙ্কলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহুখক্কুক্ত ঋগ্বেদ ২১টা শাখার,  
অধ্বয়ুর কার্য্য সম্বন্ধীয় বহুব্রহ্ম ১০১ শাখার, সামবেদ ১০০০  
শাখার, অথর্ববেদ ২১টা শাখার বিস্তৃত হয়। বোদাও এইরূপে  
ভাগ করা হইয়াছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিক্ক ১৪ ভাগ।

\* Max Muller's India, what can it teach us? p. 811.



“সি গাথলখলিখিতে শুণ অর্থবুদ্ধা

বা কল্প ইবুশ ভবেন মম ভাং বরোথাঃ।” (ললিতবিস্তর ১২ অঃ)

(শাক্যসিংহ বলেন) যে কল্প গাথলখ লিখিতে এবং গাথার অর্থগ্রহণে গুণবতী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।

উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সম্রাট-মহিলারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে যেখানে কল্প লিপিকুশলা না হইলে রাজকুমারের পত্নী হইবার যোগ্য হইতেন না, সে দেশে বর্ণলিপির চর্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই অনুমেয়। ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপিশাস্ত্রের (২) উল্লেখ থাকার স্পষ্ট জানা যাঠতেছে যে, সেই পুরাতন কালেও লিপিলিখা দিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নানা দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশাস্ত্র (Palaeography and Epigraphy) প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাল।

যে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য।

উক্ত ললিতবিস্তরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—

ব্রাহ্মী ১, ধরোত্তী ২, পুষ্করসারী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, মগধলিপি ৬, মাজ্জল্যলিপি ৭, ময়ূরলিপি ৮, অম্বুলীলিপি ৯, শকারিলিপি ১০, ব্রহ্মবল্লীলিপি ১১, ত্রাবিড়লিপি ১২, কিনারিলিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, অম্বুলোমলিপি ১৭, অর্দ্ধমল্ললিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাত্তলিপি ২০, চীনলিপি ২১, হুণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৩, পুন্ডলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, গজকর্ণলিপি ২৮, কিসরলিপি ২৯, মহোরগলিপি ৩০, অম্বরলিপি ৩১, গরুড়লিপি ৩২, যুগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বায়ুমক্সলিপি ৩৫, ভোমদেবলিপি ৩৬, অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তর-কুরুদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগোড়াদিলিপি ৩৯, পূর্ববিদেহলিপি ৪০, উৎকলপলিপি ৪১, নিকেলপলিপি ৪২, বিকেপলিপি ৪৩, প্রক্ষেপ-

(১) “শাস্ত্রাণি বানি প্রচরন্তি ৫ দেবলোকে

সংখ্যা লিপিক গণনাংশি চ খাত্তরঃ।

যে লিঙ্গযোগ পৃথু লৌকিক অগ্রমের-

তেষু শিক্তি পুত্রা বহকরকোষ্ঠঃ।

কিন্ত জনস্ত অম্বুবর্তনভাং করোতি

লিপিশালনাগজুঃ হ্রসিকিতলিঙ্গার্থঃ।” (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(২) “লোকোত্তরেণ চতুঃ সত্যপথ বিধিভো

হেতু প্রতীত্যনুলো বধ সম্ভবতি।

বধ চানিরোধক্কু সংভূতদীতিভাব-

ত্বম্নবিধিঃ কিম্বো লিপিশাস্ত্রমত্রে।” ই

লিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বঙ্গলিপি ৪৬, লেখপ্রজিলেখলিপি ৪৭, অম্বুজলিপি ৪৮, শাস্ত্রাবল্লীলিপি ৪৯, গণনাংশলিপি ৫০, উৎকলপলিপি ৫১, বিকেপলিপি ৫২, পাদলিখিতলিপি ৫৩, দিক্তরপদসঙ্ঘলিপি ৫৪, দশোত্তরপদসঙ্ঘলিপি ৫৫, অখ্যাহারিণীলিপি ৫৬, সর্করতসংগ্রহীলিপি ৫৭, বিভাছুলামলিপি ৫৮, বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, অধিতপত্তলিপি ৬০, ধরদীপ্রেক্ষলিপি ৬১, সর্কোবধিনিষাঙ্গলিপি ৬২, সর্কসারসংগ্রহী ৬৩ ও সর্কভূতকৃত-গ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি। (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিসমূহের নাম উদ্ধৃত হইল, সেই গ্রন্থখানি চূ-ক লন্ কর্তৃক ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়।। এরূপ হলে মূল গ্রন্থ সর্কর প্রচারিত এবং তৎপরে চীনদেশে নীত হইতে আর সময় লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় রাজস্রোতাস মিহ্রপ্রযুক্ত পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা কিন্তু তদনুসারে প্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সম্রাট অশোকের যত্নে যেমন বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোঙ্গলীয়, পূর্বে কছোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত ধর্মপ্রচার্যগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে লোক আসিয়া অশোকের সাম্রাজ্য মধ্যে নানাকার্য উপলক্ষে বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন,—এসময়ে ভারতে নানা বিদেশীয় সংস্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না।। ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই সুবর্ণযুগে এখানে যতপ্রকার লিপি প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ললিতবিস্তরকার সেই সমুদয় লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্রীমদেবীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, ৫৪৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং নির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃঃপূর্বাব্দে অশোকের সাম্রাজ্যভিষেককাল সম্পন্ন হয়। [ প্রিয়দর্শী শব্দে বিদ্যুত বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত থাক। কিছু বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গ্রীক নাবিক নিরার্থসের (Nearchus) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কার্পাসবন অথবা কাগজে অক্ষরযোজনা করিত। তাহার কিছুকাল পরে

\* Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha, Introduction.

+ শকাধিপ কনিষ্ঠের অধিকার উত্তরে খোতল, পশ্চিমে পারস্ত এবং পূর্বে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; তৎপূর্বে যে ললিতবিস্তর রচিত হয়, তাহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর চীন অনুবাদ হইতেই প্রমাণিত।

গ্রীকদূত মেগেস্টিনিস্ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসী ১০ টৈভিরাঙ্ক অন্তর শাখাপথ ও তদন্তর্গতী হাতের দূরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরকলক (mile-stone) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা স্রে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অন্ত্রশাসন এবং তঁহারও বহুপূর্বে কপিলবাস্তুর নিকটবর্তী পিপরাবা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাথরের উপর উৎকীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পিপরাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেও ভারতবর্ষে প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিত্রঞ্জে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসন্ধের রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে চিএ-লিপি ও কীলরূপা শিরলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্ত্তগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো-মহিষাদির গমনাগমনের পথ হওয়ায় সেই প্রাচীনতর লিপি অনেকটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কে বলিতে পারে, তাহা জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে?

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পূর্বে ভারতবাসী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ঐ ৬৪ লিপির মধ্যে কতকগুলি সম্রাট অশোকেরও বহুপূর্বে হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের সুপ্রাচীন “সমবায়সূত্র” নামক ৪র্থ অঙ্কে লিখিত আছে—

“বস্তী এণং অঠারসবিহ লেখ্ কবিহানে। বস্তী জবণালিয়া দবউরিয়া \* ধরোটিয়া পুঙ্খরসারিয়া † পহারাইয়া উত্তর-কুরিয়া অখ্ কুরপুখিয়া ভোমবইয়া ‡ বেকথেইয়া নিখ্কেইয়া § অংকলিবি গণিঘলিবি গন্ধবলিবি আদস্গলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিলিবি।”

ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখনপ্রক্রিয়ার নাম—ব্রাহ্মী ১, যবনানী ২, দণ্ডোত্তরিক ৩, খারোষ্ঠীকা ৪, পুঙ্খরসারিকা ৫, পার্শ্বতিকা ৬, উত্তরকুরুকা ৭, অক্ষরপুস্তিকা ৮, ভোমবহিকা ৯, বাকপিকা ১০, নিকোপিকা ১১, অঙ্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, গন্ধকলিপি ১৪, আদশকলিপি ১৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, ব্রাবীড়ী-লিপি ১৭ ও বোলিলী বা পোলিলা লিপি ( ? )।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পদবনা (প্রজ্ঞাপনা) সূত্রে উক্ত ১৮টা লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পৃথিতে সামান্ত পার্থক্যের মাত্র লক্ষিত হয়। প্রজ্ঞাপনাসূত্রের টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন—

“ব্রাহ্মী যবনানীত্যান্যো লিপিভেদান্ত সম্প্রদায়াদবশেষঃ”

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে উদ্ভব।

জৈনশাস্ত্র মতে জৈনান্সসমূহ মহাবীর স্বামীর সময়ের প্রথম প্রচারিত এবং বীরনির্দোষের ১৬৪ বর্ষ পরে ( ৩৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) পাটলিপুত্রের ত্রীসংঘ সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা যায় যে, সম্রাট অশোকের পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল।

যবনানী।

যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন-বীর আলেক্সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি প্রবর্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শব্দের উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য অধ্যাপক অষ্টাধ্যায়িসূত্রকার পাণিনিকেও ঐ সময়ের লোক বলিতে চান। কিন্তু পাণিনিসূত্রের বার্ষিককার ও মহাভাষ্যকার ‘যবনানী’ শব্দের লিপি \* অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দের উত্তরে ‘আগৃক্’ হয়, তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। যাহা হউক, যবনানী শব্দ আধুনিক সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন ( Ionian )-দিগের অভ্যুদয় অতি প্রাচীন। আমরা অন্তত দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূর্ব ১০ম শতাব্দীে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে যবনজাতির অভ্যুদয়। রামায়ণ মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাতির বিশেষ উল্লেখ আছে। যবনানী বলিলে বহু প্রাচীন কীলরূপা (Cuneiform) লিপিই বুঝাইত। [ যবন দেখ। ]

পুঙ্খরসারী।

সমবায়্যাক ও ললিতবিস্তরে যে “পুঙ্খরসারী” লিপির উল্লেখ আছে, তাহাও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুঙ্খর-সারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরকুরুকা ও সন্ধকলিপি প্রভৃতি।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে উত্তরকুরু ও উত্তরমত্রেয় উল্লেখ আছে।

\* ‘যবনালিপ্যা’—পাঠান্তর। † ‘দোবউরিয়া’—পাঠান্তর।

‡ ‘ভোমবহিকা’—পাঠান্তর।

§ ‘বেরণতিয়া’ ‘দিরাইয়া’ বা ‘বেণলিয়া নিইয়া’—পাঠান্তর

\* ‘যবনালিপ্যা’ ইতি বক্তব্য—বার্ষিক। ‘বোথো’ বোথো যবনানী। যবনালিপ্যা। যবনানী লিপিঃ—মহাভাষ্য ( ৪।১।৪৯। সূত্রে )

† ‘ইন্দ্রবজ্রপতবল্লবকরুড়হিমাশ্বব-যবনমাতুলমার্যাপানুক্’ পাঠাঃ ৪৯।

তথ্য বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঐতরের ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়। যুগে যুগে নির্ভারশের লভ্য যেমন জ্যোতিষের প্রয়োজন, সেইরূপ ওষধেরও জানা আবশ্যিক। [ওষধের দেখ।] এই লভ্য বর্ণলিপি ও গণিতলিপিও সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়াছিল। গন্ধারের প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গন্ধার-লিপি। গন্ধারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আখ্য-গণের সংস্রব। এখানকার লিপিও নিত্য আধুনিক নহে। খরোষ্ঠীলিপির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

#### মহেশ্বরলিপি।

পাণিনিহ্মে যে ১৪টা প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টা শিবস্বত্র বলিয়া বরকটি, পতঞ্জলি প্রকৃতি বৈয়াকরণের নিকট পরিচিত। এদেশে সর্কসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে মহেশ্বরই সর্কপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বেদান্তের অন্তর্গত শিক্ষাতেও দেখা যায় যে মহেশ্বরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। বাহা হউক, পাণিনির বহু পূর্বে যে শিবস্বত্রের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রাজক হুইংসিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রশিক্ষা করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সিদ্ধিরন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণমালাসম্বন্ধীয় যে মহেশ্বর রচিত "সিদ্ধান্ত" ৬ বর্ষের বালকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়া থাকে, ইহাতে ৪৯টা অক্ষর, তাহার সংযুক্তাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে বিভক্ত, ইহাতে সর্কগুণ ১০০০০ শব্দ এবং অন্তর্গত ছন্দের ৩০০ শ্লোক।' অধ্যাপক মোক্ষমূল্যের বিশ্বাস যে উহাই 'শিবস্বত্র'। (১) কিন্তু হুইংসিং পাণিনিরচিত ১০০০টা স্বরকেই শিবের প্রত্যাদিষ্ট স্বত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই শিবস্বত্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ মহেশ্বরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মহেশ্বরসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাহাদের ব্যবহৃত লিপিই মহেশ্বর লিপি।

#### আদর্শকলিপি।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আখ্যাবর্তের সীমাননির্দেশকালে লিখিয়াছেন,—“প্রাগাদর্শীং প্রত্যাকালকবনাং,” আদর্শের পূর্বে ও কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপাতের উত্তরে আখ্যাবর্ত অর্থাৎ আখ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। সম্ভব-সহিত্যের আখ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে সমুদ্রের পূর্বে পার হইতে আখ্যাবর্তের অবস্থান স্থির করিতে হয়। বিজুপুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম সীমা ববন (Ionia) নির্দেশ আছে। এরূপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর

বা তুরক রাজ্য হওয়ারই সম্ভব। তথাকার সুপ্রাচীন লিপিই সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিসমূহের লিপির উৎপত্তি হওয়ার সেই সুপ্রাচীন চিত্রলিপির “আদর্শলিপি” নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

#### ব্রাহ্মীলিপি।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা ম্যুরেল সাহেবের মতে ব্রাহ্মীলিপি অশোকের (ব্রাহ্মী) লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহাও সেই এক মূল লিপি বা সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। জাভিডের বট্টলেন্ড নামক প্রাচীন লিপির “ই” ও “উ” এই দুইটা স্বর “ব” ও “ব” হইতে সামান্যই পৃথক্, অথচ সেমিটিক লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে। ভারতের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বৃহল্লর বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ভট্ট-প্রোমু হইতে যে সুপ্রাচীন অশোক-কাকের লিপি বাহির হইয়াছে, উত্তরভারতীয় অশোকলিপি হইতে ইহার সামান্যই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির ‘আ’ উত্তরভারতীয় ‘অ’কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোক-লিপির ব্যঞ্জনের সহিত ‘আ’কারের চিহ্ন একটা সমান্তর রেখা, কিন্তু দক্ষিণভারতীয় লিপিতে ঐরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্তে ব্যঞ্জনের মাথার (।) এইরূপ একটা উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্বকাল হইতেই এই দুই লিপির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, কিনিজীর বনিকদিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। বাইবেলে সলোমনের ময়ূর ‘তুকি’ নামে পরিচিত, জাভিডে এখনও ময়ূরকে ‘তোকেই’ বলে। সুতরাং বাইবেলোক্ত ‘তুকি’ দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকরে কিনিজিগের বহু যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

জাভিডের সহিত কিনিজিগের বহু পূর্বকাল হইতে সংস্রব ঘটিলেও কিনিজিগি জাভিডেরা গ্রহণ করিয়াছেন, অল্পমান ভিন্ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব। রামায়ণের সময় হইতে জাভিডে বৈদিক আদ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবাসী হনুমান সর্কশাস্ত্রদণ্ডী বেদজ বলিয়াই বাণীকির রামায়ণে পরিকীর্ণিত হইয়াছেন, তিনি রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী লইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। এরূপস্থলে সলোমনের বহুপূর্বে যে দক্ষিণাশ্বের কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। জাভিডী সভ্যতা অতীত পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্য মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, জাভিডী সভ্যতার কিনিজ-

(১) Maxmuller's India, what can it teach us, p. 343.

(২) “আসুসুত্রং হু বৈ পূর্বীং আসুসুত্রং হু পশ্চিমং।

জরোথাস্ত্রঃ সিন্ধ্যা রাজ্যাকর্ষ্য বিব্রুখঃ।” (৭২২)



গণ আলোকিত হইয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এখানে দুই এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না।

ফিনিক্-(Phoenician)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জর্জণগণের নিকট ফেনিক বা ফনিক নামে পরিচিত। ফনিক্ জাতিকে আদি বণিক্জাতি বলা যাইতে পারে। ফনিক্ ও বণিক্ শব্দে উচ্চারণগত বেশী পার্থক্য নাই। সেমিটিক কে = প।

ঋগ্বেদের বহুস্থানে 'পনি' শব্দের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণচার্য্য 'পনি' শব্দের 'বণিক্' অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পানিনির উণাদিসূত্র অনুসারে 'পণ'ধাতু হইতে 'বণিক্' শব্দ নিশ্চয় হইয়াছে, অতরাং পণিক্ ও বণিক্ একই কথা। ঋগ্বেদে পণি-গণ গোতৃগণ-ব্যবসায়ী অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিক্রমেই পরিচিত। দুগ্ধ, ক্ষীর ও ঘৃতাদি পশুত করিবার উপযোগী তাঁহাদের 'চতুঃশৃঙ্গ' ও 'দশযজ্ঞ উৎস' (৬৪৪।২৪) নামক যজ্ঞ ছিল। অঙ্গিরা প্রকৃতি বেদোক্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাদের ঘোর শত্রু ছিলেন; সৰ্ব্বদাই তাঁহাদের গোদান কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রুত' ও 'অযজ্ঞ' বলিয়া ঋষিদিগের নিকট ছেয় ছিল। ঋকসংহিতা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে যে, বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে এখানকার লোক সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাও ঋকসংহিতা হইতে জানা যায়। পণিরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত (১।৩৩৩)। অনেকের বেশ টাকা কড়ি ছিল (৪২২।৭)। টাকাও ধার দিত। বৃদ্ধিমান বলিয়াও গণ্য ছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোটস্ লিখিয়াছেন, 'ফিনিক্গণই আদি বণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা পূর্ব্ব প্যারস্তোপসাগরকূলে বাস করিত'। কেহ কেহ একপংক্তি লিখিয়াছেন যে, আকগানিহানেই তাহাদের আদিবাস।\* ফিনিক্গণ 'কেদমস্' (Kedmus) বা প্রাচ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বভারতকে (মগধ) Prasii বা প্রাচ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্বাধিম বাস কীকট বা মগধ। ঋগ্বেদেও কীকটের গোপ্রাধান্ত বর্ণিত হইয়াছে†। গোই পণিগণের সর্ব্বস্বদান। বৈদিক যাজ্ঞিকগণের উৎপীড়নে ও আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিগা প্রথমে আকগানিহান, তথা হইতে প্যারস্তোপসাগরের উপকূল, তথা হইতে আরব এবং আরব হইতে তাহারা তাহাদের সোডাগ্যকেন্দ্র কিনিসিয়ায়

গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। তৎপরে সভ্যতার লীলাস্থলী মিশরপ্রান্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়।

এখন কথা হইতেছে, পণিক্-(ফনিক্) গণ যখন ভারত হইতেই যুরোপে গিয়াছে, তখন যুরোপীয় ফনিক হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের বিশ্বাস, সভ্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির উৎপত্তি ঘটনা থাকিবে। পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারা ইদ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহারা যজ্ঞবিদ্যেবী ছিল এবং স্থানভাষ্যের সহিত তাহাদের স্বভাবপরিবর্তন ঘটয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে তাহাদেরই কোন শাখা রাক্ষসরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বহুঃকল মূল দ্বারা উন্নয়পুষ্টি করিত বলিয়া "বানর" নামে প্রসিদ্ধলাভ করিয়া থাকিবে। অতি পূর্ব্বকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে গিয়া তথাকার চিত্রলিপি ভাস্কিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্ব সঙ্কেত লিপির (Hieratic) সূত্রপাত করেন। দক্ষিণভারতের সুপ্রাচীন বট্টলেস্তু লিপির 'অ', 'ই' প্রভৃতির রূপ সেই অতি প্রাচীন সঙ্কেত লিপির অনুরূপ, হইতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যের সংস্রব হুঁচিৎ হইতেছে।

বাণিজ্য কার্য্য নিরূপণের জন্ত সামান্য লেখা পড়ার দরকার। অতরাং পণিকদিগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহুসংখ্যক বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফনিক্-বর্ণমালায় অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। ধ্বনৌল্লিপিমালায় উৎপত্তিগ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা সমুদ্রপথে সুদূর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও ভারতে আর্য্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অল্পদিকে ধাবিত হইয়াছিল। এখানে অগস্ত্যাদি আর্য্যঋষিগণ দ্রাবিড়ী সমাজের সংস্কার করিয়া তাহাকে আর্য্যভাবাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন। তাই আজও অগস্ত্যঋষি দ্রাবিড়ে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ-প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত এবং দ্রাবিড়ীলিপিতে ব্রাহ্মীলিপির আদর্শে বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি।

অল্ বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণলিপির উদ্ভাবক। জৈনদিগের মতে, ঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার লিপি শিক্ষা দেন,\* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী। ভাগবতের মতে ঋষভদেব ভগবানের ৮ম অবতার। (১।৩।১০) তিনি লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু,

\* Pococke's India in Greece, p. 218.

† কিং তে বৃণ্ডি কীকটু গাঃ।" (ঋক ৩।৩৩।১০)

\* "অথ ঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাশ লিগয়ো দদিতঃ।"

(শ্রীমদভগবদ্গীতা চতুর্থোঃ অধ্যায়ঃ ১০।১০)

তিনি সকল ধর্মের মূল গুহ্য ব্রাহ্ম ধর্ম (বেদরহস্য) ব্রাহ্মণদর্শিত মার্গামুসারে শাখাদি উপায় অবলম্বনপূর্বক সাধারণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। (৫৮৬ অ:) ব্রাহ্মবর্গে ব্রাহ্মধর্মের সভায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। (৫৮১১৬-১৯) রাজর্ষি ভরত এই ঋষভ দেবের পুত্র। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। তিনি ব্রাহ্মধর্মের জপ করিতেন। (৫৮১১১)

মহাভারতে লিখিত আছে—

“ইতোতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।

বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বে শোভাস্বজ্ঞানত্যাং গতাঃ ॥”

(শাস্তিপূর্বক ১৮৮১৫)

ব্রাহ্মণ হইতেই বর্ণাস্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্মী ভাষা পূর্বকালে ব্রাহ্ম কণ্ঠক নিষ্টিত হইয়াছে।

উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, ব্রাহ্মী অর্থ বৈদিকী। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম-বিজ্ঞার জ্ঞান লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিরই বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মবিজ্ঞানশিকার উপযোগী ব্রাহ্মী লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জন্মই তিনি ৮ম অংশাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মবর্গে এই লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ব্রাহ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। বেদসঙ্কলনকালে বেদবাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও লিপিপ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মীলিপির ভারতীয় আর্ঘ্যগণের আদিলিপি, এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি।

ডাক্তার বুল্‌স্‌ অশোকলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারিলাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। তৎকালে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজধানী। এরূপ স্থলে তাঁহার অনুশাসনগুলিকে মাগধ-ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল অশোক-লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার বর্ণ ও শব্দসোজনা অবিকল একরূপ নহে। বেহারের বরাবরের গিরিলিপিতে ‘অনপিতম্’ আবার দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভলিপিতে ‘অনপয়সতি’ ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের স্তম্ভলিপিতে ‘আনাপিসতি’ পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় লিপিতে ‘এতারিসম্’ ও ‘অনথেষু’, কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে ‘এতারিসম্’ ও ‘অনথেষু’ এই বর্ণবিপর্যয় দেখা যায়। এ ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জন-হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রভেদ দেখা যায়। ইহাতে

সহজেই মনে হইবে যে, দেশভেদে যেমন ভাষার সামান্য ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, অশোকের পূর্বে তদনুসরণ এক প্রকার লিপি ছিল। বর্ণযোজনায় পার্থক্য, এরোগ ও রীতি অনুসারে এক ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

এখন পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কপিলবাস্ত (বর্তমান পিপরাবা) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই সর্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি খ্রীঃ ৪৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অর্থাৎ ২৩৫০ বর্ষের পূর্বতন। এই লিপির সহিত এখানকার অশোক-লিপির অনেক পার্থক্য নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে ব্রাহ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ববর্তী লিপি এ পর্য্যন্ত সাধারণ প্রচারিত না হওয়ার প্রকৃত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস যে, অশোকই প্রথম অনুশাসন প্রচারের বন্দোবস্ত করেন, তৎপূর্বে এরূপ অনুশাসনপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল না; এরূপ বিশ্বাসের মূল নাই। যতদিন পিপরাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন পুরাবিদগণের এরূপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা-দের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রকৃতি বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক ৮৪০০০ দণ্ড-রাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখন তন্মধ্যে ২৫১২৬টি মাত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ববর্তী কীর্তিগুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাণসীর পার্শ্বস্থ সারনাথের ১০ হাত মূর্তিকার নিম্ন হইতে বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি, অশোকাবদান ও কনিষ্কের লিপি বাহির হইয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিলে বহু নিম্ন ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে প্রাকৃতিক বিপর্য্যে লক্ষ লক্ষ সুপ্রাচীন ভারতীয় কীর্তি ভূগর্ভশায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যখন ৮৪ হাজার অশোককীর্তির মধ্যে মাত্র ২০১২৫টি পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপূর্বকাল কত লক্ষ লক্ষ কীর্তি বিলুপ্ত! সুতরাং পিপরাবার বৌদ্ধলিপির পূর্বতন কোন শিলালিপি এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আশংকা মনে করিব না যে, তৎপূর্বে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন ছিল না।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী। তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। [স্মৃতি লক্ষ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই রাজলেখ্য ও রাজানুশাসন-লিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্বাধি বাজবক্য\* নির্দেশ করিয়াছেন—

“নবা ভূমিঃ নিবন্ধ বা কৃতা লেখা তু কারয়েৎ।

আগামিত্তত্ত্বনুপতিপরিজ্ঞানীয় পার্ধিঃ ॥

পটে বা তাম্রপটে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।

অভিলেখ্যামনো বস্ত্রানাম্বনক মনীরপতিঃ ॥

এতিগ্রহপরিমাণ দানক্ষেত্ৰোপবর্ণনম্।

স্বহস্তকালসম্পন্ন শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥” (১৩৩৭১২)

রাজা ভূমিদান বা কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে তাহী তত্ত্ব নুপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখা করাইবেন। রাজা কার্ণাসাদি পটে বা তাম্রকলকে নিজ বংশীয় পিতৃপুরুষগণের ও প্রতিগৃহীতার নাম, এতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে তাহার নিজ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন করিয়া দিবেন।

গ্রীকলেখক নিরাখু'স্ খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দে যে কার্ণাসাদি লেখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা যাজবক্যোক্ত ‘পট’ বলিয়া মনে করিতে পারি।

অশোকলিপির পূর্বতন পিপ্‌রাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর পূর্ণাবয়বসম্পন্ন। এই লিপির পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন ঐরূপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন ব্রাহ্মী লিপিকেও আমরা ঐরূপ লিপি বা তাহার প্রাচীন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ক্রিষ্ট, স্থতি ও সুপ্রাচীন হিন্দু-রাজগণের অমুশাসন সেই ব্রাহ্মী লিপিতেই লিখিত হইত।

ক্ষেত্রে দর্শনযোগ্য মন্তুস্তি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে যেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (Hieroglyphics) ও তাহার সহিত লিপি (Hieratic characters) প্রচলিত ছিল, বৈদিক আখ্যাদিগের মধ্যেও সেইরূপ মন্তুস্তিরূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। পাপিরাস (Papyrus) নামক পত্রে যেমন মিসরীয় আদি সহিত লিপি অঙ্কিত হইত, বৈদিক কালেও সেইরূপ ভুক্তপত্রে অথবা ক্ষুদ্র ছায়া কোন পটে লিখিবার প্রথা ছিল।

\* এখন যে করখানি বর্ণলিপি প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে যাজবক্য-সংহিতার সহিত মানবধর্মসূত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য। এই কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রচলিত বর্ণলিপিগুলির মধ্যে যাজবক্য স্মৃতিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। সমুদ্র দ্বারা যে সকল স্রোত সামাগ্র ও মহাত্ম্যতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার অনেক স্রোত আমরা যাজবক্যস্মৃতিতে পাইরাছি। এতদ্ব্যতীত যাজবক্য বর্ণলিপিও বুদ্ধদেবের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

বেদান্তের অন্ততর শিক্ষাগ্রহে বর্ণিত আছে,—‘শব্দর মতে—

প্রাকৃত্তে এবং সংস্কৃত্তে বর্ণাক্রমে ত্রিবিধ ও চতুঃবিধ বর্ণ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটা, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণীয় বর্ণ পঁচিশটা, যাদি বর্ণ অর্থাৎ য ব ব র ল শ ব স হ এই আটটা এবং যম বা যুগ্মবর্ণ (?) চারিটা। এতদ্ভিন্ন অল্পস্বর, বিসর্গ, জিহ্বাসুলীয়, উপস্থানীয়, চ্চঃস্পৃষ্ট ৯কার এবং মৃত, এই সমষ্টি লইয়া চতুঃবিধ বর্ণ।

‘আত্মা বুদ্ধির সহিত মিলিয়া স্বচনরচনাবাসনার মনকে প্রেরণ করেন। তখন মন কারায়িক আহত করিতে থাকে। অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে। বায়ু ক্ষয়দেপে বহিয়া ধীরে ধীরে স্বর উৎপাদন করে। ঐ স্বর প্রোক্তমানের সাহচর্যে গায়ত্রী-চ্ছন্দে, মধ্যাক্ষে কঠোখিত মধ্যম জিহ্মতচ্ছন্দে এবং সারাক্ষে অত্যুক্ত দীর্ঘাঙ্গ জগতীচ্ছন্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উখিত হইয়া দীর্ঘদেপে অভিহত হয়, পরে তথা হইতে মুখে আসিয়া বর্ণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে থাকে। ঐ বর্ণসমষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা,—স্বর, কাল, স্থান, প্রেত ও অমুপ্রদান। বর্ণাভিজগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন।

‘স্বর ত্রিবিধ—উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত। অচ্ বা স্বর বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং ইন্দ্ৰ, দীর্ঘ ও মৃত ইহারাই কালতঃ নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গাকার, অমুদাত্ত হইতে ঋবত ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে বড়্জ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরের উদ্ভব।’

‘বর্ণ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটা, যথা—হৃদয়, কণ্ঠ, শির, জিহ্বাসূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। ‘ও’ ভাব, বিবৃতি, শ ব স, রেফ, জিহ্বাসূল ও উপস্থান, এই আটটা হইল উয় বর্ণের প্রসিদ্ধ গতি। ‘ও’ ভাবটা উচ্চারণাদি পদে সংহত দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ পদ স্বরান্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অপস্বর যে যে পদে উয়বর্ণের অভিযুক্তি, সেই সেই পদও তরুণ স্বরান্ত বলিয়াই বিজ্ঞের। হকার পক্ষ স্বরে ও অস্ত্যাহ বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহা ক্ষদ্রোৎপন্ন আর অমিলিতাবস্থার কঠোখিত বলিয়াই জানিতে হইবে।’\*

\* ত্রিবিধচতুঃবিধ বর্ণাঃ শব্দমতে নতাঃ।

প্রাকৃত্তে সংস্কৃত্তে চাপি স্বরঃ শ্রোত্র্যে বরজুবা।

যয়া বিশ্লেষিতরকন্ত স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ।

বায়রন্ত স্তব্ধা হস্তৌ চ্যাক্ত বসঃ স্তব্ধাঃ।

অল্পস্বরো বিসর্গক  $\times$  ক  $\times$  পৌ চাপি পরাক্রিতৌ।

মৃত্যুস্তেতি বিজ্ঞেরা ৯কারঃ মৃত এব চ।

আত্মা বুদ্ধা সবেত্যাধীনয়ো বুদ্ধত্বে বিবক্ষরা।

মনঃ কারায়িতাহতি স প্রেরয়তি মানসম্।

প্রথমতঃ ৬৩ বা ৬৪টা বর্ণ বেদ্যকে ছিন্ন হইলে বেদ্যে  
ভাঙ্গার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাবার অনেকগুলি অক্ষর  
পরিভ্যক্ত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে, বৃদ্ধবেব  
৪৫টা মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বধা—অ, আ ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।

ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।

প ফ ব ভ ম। ব র ব।

শ ষ স হ ঙ। (ললিতবিস্তর ১০ অধ্যায়)

আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালায় মধ্যে উক্তর ভারতে  
প্রচলিত ঋ ২২ এবং ঋক্ষিণাতো প্রচলিত ২২ ও ল মোট এই  
৫৫টা বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের পাখা মধ্যে  
২, ল ব্যতীত অপর চারিটা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

ললিতবিস্তরে অকারাদি অক্ষরান্ত উক্ত ৪৫টা অক্ষরমাতৃকা  
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০টা মাতৃকা ও ৪২টা ভূত-  
লিপি বলিয়া নির্দিষ্ট। বধা—

“কুণ্ডলী ভূতসর্পাণামঙ্গপ্রিয়মুপেয়ী।

ত্রিধামজ্ঞানী দেবী শঙ্করজ্ঞানপিতা ॥

শুণিতা সর্গগায়েত্র কুণ্ডলী পরমেশ্বরী।” (সারস্বতিলক)

“কিচকারিঃশ্রুতি ভূতলিপিময়ময়ী, পকাশনিত মাতৃকালিপিঃ।”

বাহ্যহটক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে যে

মাক্তত্ব রূপে চরম মনঃ জন্মতি স্বয়ং।

প্রাঃসবনযোগে তং হ্রস্বাগারমাত্রিভম্ ॥

কণ্ঠে মধ্যান্বিতং মধ্যমঃ ত্রৈলোক্যপুংগম্।

তাঃ তর্জীরসবনঃ শীঘ্রাঃ জাগতাপুংগম্ ॥

দোষীর্গো দৃষ্টিহিতো বক্তৃশাসন্য মাক্তত্বঃ।

বর্ণান্ জনকতে তেবাং বিভাগঃ পঞ্চাশতঃ।

স্বরভঃ কালতঃ স্থানং প্রবর্ত্তাপ্রবর্ত্তমতঃ।

ইতি বর্ণিনঃ প্রারম্ভিগুণঃ তদ্বিবেচনতঃ।

উদ্যক্তভাষ্যাক্ত স্বরিত্তক বরাহমতঃ।

ব্রহ্মো দীর্ঘঃ ধ্রুত ইতি কলতে নিরমা অপি।

উদ্যক্তে নিবারণকার্যবস্থায়া বধ্যতবৈবর্ত্তো।

বরিত্তপ্রভবা ক্রতে বক্তৃশাসন্যপঞ্চমঃ।

অষ্টো স্থানানি বর্ণান্বিতকণ্ঠঃ শিরস্তথা।

জিহ্বামূলক হস্তাক নাসিকাকোষ্ঠে চ তালু চ।

ওষ্ঠাক্তক বিবৃতিস্ত পঞ্চমঃ যেক এব চ।

জিহ্বামূলস্থানা চ পতিব্রটবিধোদয়ঃ।

বসোভাষ্যপ্রবর্ত্তান্বিতকণ্ঠাশিপাং পঞ্চমঃ।

বরাহমতঃ তাবদ্ব্য বিদ্যাব্যবর্ত্তকমুদয়ঃ।

হকারঃ পঞ্চবিঃ ক্রমবর্ত্তকমুদয়ঃ সংবৃত্তম্।

ওষ্ঠাক্তক জিহ্বামূলক হস্তাক নাসিকাকোষ্ঠে চ তালু চ। (পাদিনী শিকা)

প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা  
দেওয়া হইল। বধা বাহ, অশোকলিপি হইতেই ক্রমশঃ  
ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রজ্ঞাপনাত্মক নামক জৈনলিপিগের উপাধি লিখিত আছে—

“লিপিং অক্ষ মগহাএ তাবাএ তাসেন্তি জনন ব নং বস্তী বিগবতই।”

অর্থাৎ অক্ষমগহাএ তাবা বাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই  
ব্রাহ্মীলিপি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে অশোকের পূর্বে ব্রাহ্মী প্রকৃতি ১৮টা  
লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অঙ্গলিপি প্রকৃতির  
বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রভিত্তিক  
অপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য  
প্রকৃতবিশিষ্ট মগধাধি নামে প্রচারিত অশোকলিপিকেও ব্রাহ্মী-  
লিপি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে সম্বলিত জৈনধর্ম্মশাস্ত্র মল্লীহ্মে ৩৬  
প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। বধা—হংসলিপি ১, ভূত-  
লিপি ২, বক্ষলিপি ৩, মাক্সীলিপি ৪, উজ্জীলিপি ৫, বাঘনী-  
লিপি ৬, কুম্বীলিপি ৭, কীরীলিপি ৮, ব্রাহ্মীলিপি ৯, সৈক্য-  
লিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নড়ীলিপি ১২; নাগরীলিপি ১৩,  
পারলীলিপি ১৪, লাটলিপি ১৫, অনিষিতলিপি ১৬, চাগবী-  
লিপি ১৭, মোলদেবী ১৮। মল্লীহ্মের মতে এই ১৮টা লিপি  
ঋতসেবের দক্ষিণ হতে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অষ্ট ১৮ প্রকার  
লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বধা—লাটী ১৯, চৌকী ২০, তাহলী ২১,  
কাণ্ডী ২২, শুকরী ২৩, সোরদী ২৪, মরহতী ২৫, কোড়ী ২৬,  
খুরাসানী ২৭, মাগধী ২৮, সৈংহলী ২৯, হাড়ী ৩০, কীরী ৩১,  
হবীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মলী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহাবোধী ৩৬।  
মল্লীহ্মের রচনাকালে এই ৩৬ প্রকার লিপি ভারতে প্রচলিত  
ছিল। মল্লীহ্মের মতে দেশবিশেষের নামানুসারে ঐ সকল  
লিপি ও তাহার নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে শেখ-  
রুক্ষ ৬টা মূল প্রাকৃত ও ২৭টা অপভ্রংশ তাহার উল্লেখ করিয়া-  
ছেন। ঐ সকল প্রাকৃত তাহার স্থায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও  
প্রচলিত ছিল। শেখরুক্ষের প্রাকৃতচক্রিকা হইতে এইরূপ নাম  
পাই—মহারাত্রী ১, অবতী ২, সৌরসেনী ৩, অক্ষমগধী ৪, বাঙ্কীকী  
৫, মাগধী ৬, ব্রাচণ্ড ৭, লাট ৮, বৈদ্যতী ৯, উপমাগধী ১০, নাগধী  
১১, বার্করী ১২, আবতী ১৩, পাঞ্চাল ১৪, টাক ১৫, মালবী ১৬,  
কৈকর ১৭, গোড় ১৮, উত্ত ১৯, সৈং ২০, পাশ্চাত্য ২১,  
পাণ্ড ২২, কোড়ল ২৩, সৈংহল ২৪, কালিকা ২৫, প্রাচ্য ২৬,  
কর্ণাটী ২৭, কাণ্ড ২৮, ব্রাবিক ২৯, গোজর ৩০, আতীর ৩১,  
মধ্যবৈদ্যর ৩২ ও বৈড়াল ৩৩।

[ দেবনাগর শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দেখ। ]

\* ভারতবর্ষে এইরূপে নানা লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল লিপির ঠিক রূপ নির্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ-বংশের রাজত্বকালে কোন্ বংশের ব্যবহৃত লিপি কতদূর প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাউতেছে।

মাগধ ব্রাহ্মী বা মোঘালিপি।

মৌর্য-সম্রাট অশোক যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করিতেন, ১৪মালয়ের তুরাই হইতে সিংহল পর্যন্ত সেই লিপির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের এক পুত্র ও এক কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত মাগধ ব্রাহ্মীলিপিও গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দে উৎকীর্ণ অভয়গামিনীর শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। কেবল সিংহল বলি কেন, চীনসমুদ্রের তীরবর্তী ক্বেঞ্চাং ও অন্নম রাজ্য হইতেও ব্রাহ্মী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার ভট্টপ্রোলু হইতে যে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তব্রহ্মের সামান্য প্রভেদ ছাড়া অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপিকরের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল।

পিপ্ৰাবার খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লিপি ও তৎপরবর্তী খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ নানাবাটের আকুলিপি অর্থাৎ ঐ সময়ের আধাবর্ন্তের সমুদয় লিপি প্রায় একই রূপ,—ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ বর্ষ কাল একই লিপি সমভাবে চলিয়াছিল, পিপ্ৰাবার পূর্ণাববর লিপি হইতে মনে হইবে যে, তৎপূর্বেও অন্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে প্রায় ৩০০০ বর্ষ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাহ্মী-লিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর। বাগা হটক, আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, প্রাচীন লিঙ্গবিবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, চৈতন্যবংশ এবং শুঙ্গমিত্রবংশের রাজত্বকালে প্রায় এক প্রকার ব্রাহ্মী লিপিরই প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মী লিপির আকার সামান্য সামান্য পরিবর্তন হইতে থাকে; সেই ব্রাহ্মীলিপি ইতিহাসে শকালিপি নামে গণ্য হইবার যোগ্য। মথুরা, সুরাস্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে শকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য বা শকালিপির সংস্কার বলিয়াই মনে কার। নাসিকে কদম্ব, কুম্ভর ও জগন্নাথপেটে অন্ধ-ভূতা এবং কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে পল্লব রাজবংশের যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, শকলিপির অক্ষরের সহিত ঐ সকল লিপির সাদৃশ্য আছে। এই শকব্রাহ্মী লিপি হইতে কিরূপে বর্তমান

উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গোড়লিপি উৎপত্তি হইল, অপর পৃষ্ঠায় ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে।

দাক্ষিণাত্যলিপি।

বিক্র্যাদ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াবাড় পর্যন্ত যে লিপি প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পূর্বে যে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মী লিপির কথা লিখিয়াছি, তাহাই সমস্ত দাক্ষিণাত্য লিপির জননী।

কৃষ্ণা জেলার ভট্টপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মীর কথা পূর্বে জানাইয়াছি, আধাবর্ন্তে গুপ্ত ও তদনুবর্তী বিভিন্ন বংশের লিপির জায় দাক্ষিণাত্যেও সেই দ্রাবিড়ী লিপি হইতে তথাকার আন্ধ্র, শক, গুপ্ত, বলভী, গুজ্জর, বাকাটক, কদম্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গঙ্গ, রাষ্ট্রকূট, কাক-তীয়, বাণ, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত লিপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে।

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর শকস্বরূপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুম্ব, কর্ণের প্রভৃতি স্থান হইতে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর সাতবাহন-লিপি, কৃষ্ণা জেলার জগন্নাথপেট হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে উৎকীর্ণ অলঙ্কৃত ইক্ষাকুরাজ 'সিরিবারী পুরিসদন্তের' লিপি, কাঞ্চীপুর হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ পল্লবালিপি, সাকী ও মন্দসোর হইতে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাস্ট্র ও গুজরাত হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দে উৎকীর্ণ বলভী-রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ গুজ্জর-রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে উৎকীর্ণ বাকাটক রাজবংশের লিপি, নাসিক জেলার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কদম্বরাজবংশের লিপি, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রতীচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, কাঞ্চী ও তাহার নিকটবর্তী স্থান হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর পল্লবরাজবংশের লিপি, মাহিস্তর হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গঙ্গ ( দক্ষিণাংশ ) ও চেররাজবংশের লিপি, গুজরাত ও কর্ণাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটলিপি, কলিঙ্গের খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দে উৎকীর্ণ গঙ্গরাজবংশের লিপি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গালিপি হইতে বর্তমান উড়িয়া, চালুক্যালিপি হইতে বর্তমান তেলগ ও কণাড়ী এবং চের ও চোলালিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের লিপিগত প্রভেদে ডাক্তার বর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের লিপিমালাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ তেলগু কণাড়ী, ২ গ্রন্থতামিল, ৩ বট্টলেত্তু ও ৪ দক্ষিণীনাগরী। বৈদী, প্রাচ্য ও প্রতীচাচানুকা ও বাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর অন্তর্গত, এই সকল লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তেলগু ও কণাড়ী লিপির পুষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রন্থতামিলের অন্তর্গত অর্থাৎ এই দুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তামিল-গ্রন্থ ও তুঙ্গ-মলয়াল লিপির উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্বে বট্টলেত্তু নামক একপ্রকার খাঁটি দ্রাবিড়লিপির উৎপত্তি হইয়া অর দিন হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বট্টলেত্তু।

বট্টলেত্তু অর্থাৎ বর্ন্তুলিপি, এই লিপি গোল গোল হাতের মত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। কত পূর্বে এই লিপির উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব।

ডাক্তার বৃগেল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি হইতে সমুদ্ভূত নহে। অশোকলিপির সহিত ইহার ধাতাত্মক সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্বে এই লিপির দ্রাবিড়লিপি-রূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে, অশোকের মোঘলিপির জায় এই সুপ্রাচীন লিপিও সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। লেনরমণ বট্টলেত্তু ও সাসনীয় (পল্লবী) লিপি মিলাইয়া উভয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্য বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বট্টলেত্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মীদ্রাবিড়ী-লিপির প্রভাবে ক্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাচীনতম রূপ বাহির হইতেছে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টলেত্তুলিপি ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রাচীনকালে কাহারও নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই। মিসরে অতিপ্রাচীন সঙ্কেত (Hieratic) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত বট্টলেত্তুর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপ হলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রাবিড়বাসী পণিকদিগের বাণিজ্যালিপি সুদূর দিসরে প্রচারিত হইয়া সঙ্কেত-লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন যে সেই সঙ্কেতলিপির সিদোন, মোআব, অরাম, সেবায়, মোস্তান প্রভৃতি স্থানীয় ফিনিক বা সেমিটিক লিপির জননী। সুতরাং দ্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা সুপ্রাচীন বহু পান্ডিত্য-লিপির মূল বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দির প্রারম্ভে দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ সিরীয়-দ্বিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বট্টলেত্তু অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। এই সময়েরই অল্পকাল পরে (খৃষ্টীয় ৯ম

শতাব্দি) চোলরাজগণ মহারা অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বট্টলেত্তু বিরলপ্রচার হইল, অবশেষে খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দি জাতি হইতে এই লিপি একবারে উঠিয়া গেল। কেবল মলবার উপকূলে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুগণ এই লিপি ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বট্টলেত্তু অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেত্তু নাম ধারণ করে, হিন্দুরাজগণ দানপত্রে এই লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি-চের ও নিকটবর্তী দ্বীপবাসী মায়ালাগণ সে দিন পর্যন্ত বট্টলেত্তু অক্ষরেই লেখাপড়া করিত, সম্প্রতি ধর্ম্মের গোড়ামীতে তাহারা এই লিপি ছাড়িয়া আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে।

দক্ষিণী নাগরী।

দাক্ষিণাত্যে যে নাগরী লিপি প্রচলিত হয়, তাহা দক্ষিণী-নাগরী নামে প্রসিদ্ধ। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে অনুবীক্ষণী যে ‘সিদ্ধমাতৃকা’ লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এই সময়ে এই লিপি বারাগলী, মধ্যদেশ ও কান্দীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দি দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সমস্তই ১০ম শতাব্দীর পরবর্তী। কেবল মহাবলিপুত্রের শালবনকল্প নামক গ্রামের নিকটবর্তী অতিবর্ণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য-লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপির আদি দাক্ষিণাত্য-বাসীর জন্ত নহে, উত্তরভারতীয় তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বোধ হয়। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অভিযান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্চার লীলাভূমি বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইলে সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হইয়া পড়িল। এ সময়ের পর দাক্ষিণাত্যে যে সকল নাগরীলিপি (হলকন্নড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে লিপি-পদ্ধতির বিকৃতি ও অশোধগতিই দৃষ্ট হয়।

মরাঠার তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী প্রচলিত করেন, তাহা ‘বালবোধ’ নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

গ্রন্থলিপি।

দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহাই “গ্রন্থ” নামে পরিচিত। এই গ্রন্থলিপি আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জোরপ্রদেশের ব্রাহ্মণেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা চতুরঙ্গ এবং অরক্ক ও মাস্ত্রাজের নিকটবর্তী জৈনরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা বর্ন্তুলার ন্যায়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থই উক্ত গ্রন্থলিপিতে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে তুঙ্গ-মলয়ালম নামে আর একপ্রকার গ্রন্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত

আছে; এই লিপি কেবল সংস্কৃত লিখবার কালেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

গ্রন্থলিপি হইতে আবার গ্রন্থভাষিল ভিন্ন। গ্রন্থভাষিলের ব্যবহার রূক্ষ ও গোলাবরীর বর্ণীপাংশেই অধিকাংশ প্রচলিত।

ব্রাহ্মী হইতে জাত ভারতের বর্তমান লিপিসমূহ।

বর্তমান ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত লিপিগুলি প্রচলিত, বর্ণাক্রমে তাহাদের নাম লেখা হইল—

অরোরা (সিন্ধুপ্রদেশে), আসামী, উড়িয়া, ওঝা (বেহারের ব্রাহ্মণ মধ্যে), কণাড়ী, করাটী, কায়থী, গুজরাটী, গুরুমুখী (পঞ্জাবে লিখনিগের মধ্যে), গ্রন্থ (তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে), তামিল, তিব্বত, তুলু (মলবারে), তেলগু, থল (পঞ্জাবের দেওয়াজাতে), দোগরী (কাশ্মীরে), দেবনাগরী, নিমারী (মধ্যপ্রদেশে), নেপালী, পরাচী (ভেরার), পাহাড়ী (কুমাউন ও গড়বালে), বগিরা (শির্সা ও হিসারে), বাঙ্গালা, বহুলপুরী, বিশাতি, বড়িয়া, মণিপুরী, মলয়ালম্, মরাঠী, মারবাড়ী, মূলতানী, মৈথিলী, মোড়ী, মোরী (পঞ্জাবে), লামাবালী, লুতী (নিরালকোটে) সরাকী বা শ্রাবকী (পশ্চিমা বনিয়ার মধ্যে), সারিকা (পঞ্জাবের দেওয়াজাতে), সইলী (উত্তরপশ্চিমা ভূভাগদিগের মধ্যে), সিংহলী, শিকারপুরী, সিদ্ধি। এ ছাড়া ভারতের অস্থলীপসমূহে বর্মী, শ্রাম, লেয়স, কাবোজ, পেগুয়ান এবং যবদীপ ও ফিলিপাইনেও নানা প্রকার লিপি প্রচলিত আছে।

খরোষ্ঠী লিপি।

খরোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, খরোষ্ঠী লিপি ফিনিকিলিপির অরমীর শাখা হইতে বাহির হইয়াছে। পণ্ডিতবর বৃহল দেখাইয়াছেন—

অরমীর অলেক ও খরোষ্ঠীর অ পরস্পর অস্বরূপ, সকার্য নিলালিপি মিলাইলে দেখা যায়। এইরূপ অরমীর পেপিরির বেথ = খরোষ্ঠী ব; মেসার নিলাকলকের গিমেলের সহিত গ; মেসোপোটামিয়ার নিলালিপি ও অরমীর পেপিরির দলেথ = ন; তিমার অরমীর লিপির গোলাকার হে = হ, তিমার নিলালিপি ও সিসিলির সত্রপ-মুদ্রার বাও = ব, তিমালিপির জইন = জ; সকারা ও তিমা লিপির চেথ = ন; রোন্ = র; বাবিলোনীর কক্ = ক; লমেথ = ল; সকারালিপি ও বাবিলোনীর মোহরের মেম = ম; সকারা, তিমা, অস্থরীয় ও বাবিলোনীর নিলালিপির গুম্ = ন; নবতীর বর্ণালার সমেচ = স; সেমিটিক কে = প; সেমিটিক ওসরে = চ; সেরাপিয়ার অরমীর নিলালিপির কোক = খ; সকারালিপির রেব = র; প্রাচীন অস্থরীয় লিপির তউ = ঠ এবং সকারালিপির তউ = ট। এইরূপে বৃহল সাহেব খরোষ্ঠীলিপির ২০টা অক্ষরই যে ফিনিক বা

সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই খরোষ্ঠীলিপিকে কেহ বক্ত্রো-পালী (Bactro-Pali) বা ইতো পালী, কেহ বা গাঙ্কারী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমবারাক ও ললিতবিত্তরে গঙ্কার বা গাঙ্কারী লিপির পৃথক্ উল্লেখ থাকার এবং পালীলিপি ব্রাহ্মী হইতে বাহির হওয়ার খরোষ্ঠীকে একটা স্বতন্ত্র প্রাচীন লিপি বলিয়াই মনে করি। উত্তরপশ্চিমসীমান্তে শাহবাজগড়ী ও মানসেরা প্রকৃতি স্থানে সন্নাট্ অশোকের যে দক্ষিণ হইতে বামমুখী অর্থাৎ বিপর্যন্তলিপি বাহির হইয়াছে, তাহাই খরোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুকুশের উত্তরে এমন কি বালুখে (বক্ত্রো)ও এই লিপির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন গাঙ্কাররাজ্যে প্রচলিত থাকাতোই কনিংহাম্ 'গাঙ্কার-লিপি' নাম দিয়াছেন। কিন্তু বৃহল, রাপসোন প্রকৃতি ইসাখী পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ সকলেই খরোষ্ঠী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কনিংহামের ভ্রায় উহাকে "গাঙ্কার" বা ললিতবিত্তরোক্ত 'গঙ্কারলিপি' বলিতে প্রস্তুত। আখ্যাবর্তে ব্রাহ্মীলিপি হইতে যেমন মগধ, অজ, বঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় লিপিসমূহের পুষ্টি ঘটয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন খরোষ্ঠী হইতে গঙ্কারলিপি, কিন্নরলিপি, নয়দলিপি, শকারিলিপি, খাতলিপি, হুগলিপি, যকলিপি, অস্থর (Assyrian) লিপি, অর্ধমু লিপি (Cuneiform), উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র (North Median) প্রকৃতি সুপ্রাচীন লিপিসমূহ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। খরোষ্ঠীকে এত প্রাচীন লিপি বলিবার কারণ কি?

প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম্ লিখিয়াছেন,—পারসিকদিগের আদি-ধর্মগ্রন্থ অবস্তার মন্ত্র বা গাথাগুলি জরথুষ্ট্র (Zoroaster) কর্তৃক সঙ্কলিত। দারয়বুস্ত্র বিস্তাপের (Darius Hystaspes) সময় তাহাই প্রচলিত কোন লিপিতে লিখিত হইয়াছিল। সেই লিপি জরথুষ্ট্রের নামাঙ্কসারে 'খরোষ্ঠী' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে অর্থাৎ বিপর্যন্ত-ক্রমে লিখিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম্ দারয়বুস্ত্রের সময় খরোষ্ঠীর লিপি লিখিলেও তাহা আমরা ঠিক বলি না; কারণ লিপিতত্ত্ববিদ বৃহল নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, অরমীর পেপিরি হইতেও খরোষ্ঠীর কোন কোন বর্ণ প্রাচীন, তখন পারস্যপতি দারয়বুস্ত্রের সময় খৃষ্টাব্দের ছয় শতাব্দী পূর্বে খরোষ্ঠীর উৎপত্তি, তাহা কিরূপে বলিব?

আরও ঐতিহাসিক মন্তব্যী খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে লিখিয়া



গিয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র প্রচারিত জন্ম অবত্যা ১২০০০ গোচরে তাঁহারই উদ্ভাবিত বর্ণলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতীয় ভবিষ্যপুরাণ ও পারসিক আদিবর্ণ পুস্তক অবত্যা পাঠেও জানা যায় যে সৌরদিগের মধ্যে অগ্নিপূজাপ্রবর্তক জরথুষ্ট্র বা জরথুষ্ট্র 'মগ' 'মগুস্' বা 'মগুস্' নামে খ্যাত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোটাস্ লিখিয়াছেন যে, শাকবীপীরগণের মধ্যে আরিঅস্পা (Ariaspas) (আর্জিঅ) নামে বহুপূর্বকালে প্রবল হইয়া অস্পারীয়, মিবীয় প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণমতে ঋজিঅ নামে মিহিরগোত্রে একজন ঋষি ছিলেন।<sup>১</sup> তাঁহারই কস্তার গর্ভে জরথুষ্ট্রের (বা জরথুষ্ট্রের) জন্ম। তাঁহার জন্ম ঐক বৈধরূপে না হওয়ার তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ভবিষ্যপুরাণমতে 'অগ্নিজাত্য' এবং তাঁহার পিতৃকুল অজ্ঞাত থাকায় হেরোদোটাস্ তাঁহার বংশধরগণকে মাতৃকুল ধরিয়া আরিঅস্পা বা আর্জিঅ (অর্থাৎ ঋজিঅর গোত্রাণ্ডা) বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

লিখিয়ায় প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত জানথোন্ ৪৭০ খৃঃ পূর্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র ট্রয়কের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আরিষ্টটল ও ইউডোক্সাসের মতে, স্রেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুষ্ট্রের অভ্যুদয়। আবার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্ট্রিন ট্রয়কের ৫০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে বাবিলোনের ঐতিহাসিক বেরোসস্ দেখাইয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র একসময় বাবিলোনের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখানে ২১০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।<sup>২</sup> উক্ত নানা ঐতিহাসিকের প্রমাণাবলী হইতে বুঝিতেছি যে, জরথুষ্ট্র একাধিক ছিলেন। জরথুষ্ট্রের বংশধরগণ ও জরথুষ্ট্র নামে পরিচয় দিতেন। চারিহাজার বর্ষেরও বহুপূর্বে তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহাদের প্রভাবই শকদিগের আদি মিত্রধর্মের অধঃপতন ঘটে এবং অগ্নিপূজাই সর্বত্র প্রচলিত হয়। পূর্বেই আভাস দিয়াছি,

(১) "গোত্রঃ মিহিরমিত্যাহ তত্ত্ব তু ব্রাহ্মসুত্তম্।

ঋজিঅ নাম ধর্ম্মজা ঋষিরাশিঃ পুরানবঃ।" (ভবিষ্যপুঃ ১০২।৩৪)

(২) "যেযোকঃ বিধিবৃৎসজা যোগোহঃ লজিতত্ত্বাঃ।

জন্তাঃ সপঃ সন্তপঃসন্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।

জরথুষ্ট্র ইতি খ্যাতো বংশকীর্ত্তিবিবর্ধনঃ।

অগ্নিজাত্যা মগা যোজ্ঞা সোমজাত্যা বিজাতরঃ।" (ভবিষ্যপুঃ ১০২।৩৫-৩৬)

(৩) ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানা যায় যে শাকবীপে মগেরা আধিপত্য করিতেন—

"এত্ৰিভজতি কুর্ভিঃ তস্মিন্ বীপে মগাধিপাঃ।

বিদ্যাবন্তঃ কুলে ক্ষেত্রঃ শৌচাচারসম্বিতাঃ।" (১৪০ অঃ)

মগগণ বিপন্নীভাব্যে পাঠ করিতেন। ভবিষ্যপুরাণে<sup>৩</sup> লিখিত আছে—

"বিপন্নীভবেন বেমন মগা গায়ত্র্যাতো মগাঃ।.....

ঋষেদৌহিৎ বহুবৈদঃ সামবেদম্বধর্কগঃ।

ব্রাহ্মণোক্তাত্থা বেদা মগানামপি স্ত্রুতত্বাঃ।

ত এব বিপন্নীভাত্ত তেবাং বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (১৪০ অঃ)

ইহারা বিপন্নীভবনে বেদাধারন করেন বলিয়াই 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারিবেদ যেমন ব্রাহ্মণের, মগদিগেরও ইহার বিপন্নীভ চারিখানি বেদ আছে, তাহার নাম বিন, বিশ্বরদ (বা বিশ্ণুরদ), বিদ্যাস্ ও আদ্যিস্।

ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতের চারিবেদ যেমন বাম হইতে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মী-লিপিতে লিখিত হইত, শাকবীপীয় মগেরা তাঁহাদের আদি ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মীলিপির বিপন্নীভ ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে পাঠ করিত ও লিপি বদ্ধ করিত। এই পাঠবিপর্যায় হইতেই তাঁহাদের 'মগ' নাম হইয়াছে। এই 'মগ' নাম অবত্যা প্রাচীনামশ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণ স্থলে ৪১৫ হাজার বর্ষ পূর্বে যে 'বিপর্যায়' লিপি বা খরোজীর উৎপত্তি ঘটয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতর ঐতিহাসিকগণ ও এদেশীয় পৌরাণিকগণ প্রায় সকলেই আভাস দিয়া গিয়াছেন যে ৪১৫ হাজার বর্ষপূর্বে শাকবীপ হইতে বাবিলান, এমন কি মিসরের উপকূল পর্য্যন্ত মগাধিপগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের সহিত প্রাচীন খরোজী লিপিও যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই

(৪) ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ বলিয়া কেহ যেন আধুনিক মনে করিবেন না।

যেহাই হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণের 'ব্রাহ্মণর্ক' ভিন্ন অপরগুলি আধুনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ব্রাহ্মণর্ক তা প্রাচীন। যজুঃপুরাণ, বরাহপুরাণ ও নারদপুরাণে এই অংশের স্মৃতি উল্লেখ আছে। এমন কি আণ্ডভববর্ষস্মৃতি (৫১৪।৫-৬) এই ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। এই বর্ষস্মৃতিখানি অধ্যাপক বৃহস্পতির মতে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর। এই গ্রন্থে বৃহস্পতিবংশের নির্দেশ না থাকার আশ্রয় ইহা কে খৃঃ পূর্ব ৪৫ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি। তাহারও পূর্বে ভবিষ্যপুরাণের উৎপত্তি।

\* পূর্বতম গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্তমান খরোজীর পুরাভিধ্বংস ঘির করিয়াছেন যে বর্তমান ভারত, এশিয়ায় সখিয়া (সাইথেরিয়া, মক্কাবী, ফ্রিসিয়া), পোলত, জেরিসার কককাস, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবুর্গ, উইডেন, বরুডের প্রভৃতি জবদন লইয়া প্রাচীন ফ্রিসিয়া বা শাকবীপ বিস্তৃত ছিল। [ মঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ ৬-৭ পৃষ্ঠা উইং। ]

অসুরীয় (Assyria), বাবিলোন প্রভৃতি স্থানের লিপির সহিত খরোষ্ঠী লিপির সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে। [ভৌগোলিক ভ্রমণ দেখ।]

এখন আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি যে অসুরীয় শ্রেণীর ফনিকলিপি হইতে খরোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে নাই। বহুলিপিবিদ আইজাক্ টেলর তাহার “বর্ণমালা” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে নেকাদনেজার ও নেরিসিসারের ( ৫৬০ খৃঃ পূর্বাংশে ) ইষ্টকের উপরই অসুরীয় লিপির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।\* কিন্তু তাহারও পূর্বেকার বাবিলোনীয় লিপি হইতে খরোষ্ঠীর নিদর্শন বাহির হইয়াছে এবং তাহারও বহুপূর্বে যে এখানে জরথুষ্ট্র-বংশ আধিপত্য করিতেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল বাবিলোন বলিয়া নহে, অন্তত্বানেও খৃঃ পূর্বে ৭ম শতাব্দীর পূর্বে অসুরীয় লিপির পুষ্টিসাধন হয় নাই।†

প্রায় খৃঃপূর্বে ৭ম শতাব্দী ফনিকদিগের রাজশক্তি ও বাণিজ্য-প্রভাবের অবসান ঘটিলে ফিনিসিয়ার আদিবর্ণমালা হইতেই উত্তর সিরীয়ার অসুরীয়লিপি গঠন লাভ করিয়াছিল। আদি ফনিকলিপিও দুই প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সর্বপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্বে ১০ম শতাব্দীর শেষে অথবা ১১শ শতাব্দীর প্রথমে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।‡ প্রাচীন নিনেভে নগরীতে কীলরূপা শিরলিপির সহিত প্রাচীন ফনিকলিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। যাহা হউক, বেরোসাসের মত ধরিলেও আমরা দেখিতেছি যে, খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বর্ষেরও পূর্বে জরথুষ্ট্রের বংশধরগণ অসুরীয়রাজ্য করিতেছিলেন, সেই সুপ্রাচীনকালে ফনিকলিপির সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। মিসরপাতি আহমেশের চিত্রালিপিতে প্রায় ১৫৬২ খৃষ্ট পূর্বাংশে আমরা “ফেনেথ” নামে ফনিকদিগের উল্লেখ পাই। ঐ সময়ের পূর্বেই যে এখানে ফনিক সংশ্রব ঘটয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তখনও তাঁহাদের দ্বারা বিপণ্য বা দক্ষিণ হইতে বামমুখী লিপির স্রষ্টা হয় নাই। এই সময়ের পরগটে অঙ্কিত (Papyrus) সঙ্কেতলিপিতে (Hieratic) যে অক্ষরের আভাস পাই, তাহার একটী বর্ণ দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন বট্টেলেন্ডু অক্ষরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। ভারতীয় পণিকগণ খৃষ্ট-জন্মের বহুসহস্র বর্ষ পূর্বে যে মিসর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত, সেলোমনের ইতিহাস হইতেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পণিকদিগের বেহ কেহ মিসরে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার রেখা পাত করেন

এবং তাঁহাদের সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যের অতি প্রাচীন বট্টেলেন্ডু সঙ্কেতলিপির স্থান অধিকার করে। তৎপূর্বে মিসরে কেবল চিত্রালিপিরই প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়ীয় পণিকদিগের সহিত সঙ্কেতলিপি ইজিপ্টে প্রবেশ করিলে তাহাতেই পত্রপট (Papyrus) অঙ্কিত করিবার প্রথা চলিল। যাহারা বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফনিকগণ গিয়া দ্রাবিড়ে সেমিটিক সভ্যতার বীজ প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মিল নাই। তাহা হইলে মিসরে যেমন চিত্রাক্ষর প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যেও সেইরূপ চিত্রাক্ষরের কোন প্রকার সন্ধান পাইতাম। তাহা যখন নাই, অথচ দাক্ষিণাত্যের বট্টেলেন্ডুর অ, ই, প্রভৃতি কোন কোন বর্ণের সহিত মিসরের সঙ্কেতলিপির মিল পাইতেছি, অথচ সেই সময়ে চিত্রাক্ষরের অসম্ভাব ছিল না, তখন যে ভারতবাসী গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেই বরং মিসরবাসী সুবিধাজনক সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া থাকিবে, তাহা কিছু আশ্চর্যজনক নহে। এই সঙ্কেতলিপিরই ভিন্নরূপ নিদর্শন সুপ্রাচীন বাবিলোন ও অসুরীয় কীললিপিতে রহিয়াছে। কেবল মিসর বলিয়া নহে, বাণিজ্য ব্যাপদেশে ফনিকগণ জরথুষ্ট্র-গণের অধিকারভুক্ত রাজ্যে আসিয়া বিপণ্যলিপির ব্যবহার শিক্ষা করিয়া যুরোপে গিয়া প্রচার করিয়া থাকিবে, এই কারণেই সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট ফনিকরাই লিপিমালার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক তাঁহাদের অভ্যুদয়ের বহুপূর্বে বিপণ্য বা খরোষ্ঠীলিপির উৎপত্তি। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, ব্রাহ্মীলিপি যেমন ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত, প্রাচীন লিপিসমূহের জননী খরোষ্ঠীও সেইরূপ সকল বিপণ্য লিপির জননী। ফনিকগণ এই লিপি লইয়া গিয়া যুরোপে প্রথম প্রচার করিয়া ছিল বাণিয়াই গ্রীকদিগের নিকট ফনিকেরাই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যেমন মোআব ও সিনোনে ফনিকদিগের প্রচারিত লিপির কালবশে পরস্পরের রূপে অনেকটা পার্থক্য ঘটয়াছিল, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত উক্ত লিপিসমূহের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্থান ও কালবশে সেরীয় ও যোক্তানের সেমিটিক লিপি † মোআব, সিনোন ও অরমার লিপি হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত অপর স্থানের বিপণ্য লিপিরও পার্থক্য ঘটয়াছে। টেলর, বহুলর প্রভৃতি লিপিতত্ত্ববিদগণ এশিয়া মাইনর বা আরবের প্রাচীন লিপির

\* Taylor's Alphabets, Vol. I. p. 247.

† Taylor's Alphabets. Vol. I. p. 198.

‡ Taylor's Alphabets, Vol. I. p. 216

‡ ফনিকরাজ সমতিকাম হইতে সমতিক বা সেমিটিক নামের উৎপত্তি। হতরাঃ ফনিক ও সমতিক এক।

সহিত অশোকের বিপর্যস্ত লিপির সাদৃশ্যপানে বেক্স অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অনেকটা কষ্ট করিয়া মাত্র, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। \*

আর একটা কথা—প্রাচীন ফনিকলিপিসমূহে ২০টির অধিক বর্ণ মিলিবার উপায় নাই—সেই ২০টা বর্ণের নাম—অলেক, বেথ, গিমেল, দলেক, হে, বাও, জইন, চেথ, রোদ, কফ, লমেদ, মেম, মুন, সমেছ, ফে, ছ'মে, কোফ, রেথ, যিন, তও। এই ২০টা বর্ণের উচ্চারণ ধরিয়া যথাক্রমে অ, ব (বগীয়), গ, দ, হ, ব (অন্তঃহ), জ, চ, য, ক, ল, ম, ন, স, প, ছ, থ, র, ষ এবং ত বা ট এই বর্ণ বাহির হইতে পারে। কিন্তু ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমা হইতে আবিষ্কৃত অশোক, যবন, শক ও কুষণ-রাজগণের সময়ে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপিসমূহ একত্র করিলে তাহা হইতে আমরা ৩৯ বর্ণ দেখিতে পাই, যথা—

অ	ই	উ	এ	ও	অং
ক	খ	গ	ঘ		
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল	ব	শ	ষ
				স	হ

খরোষ্ঠী যে ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়, সেই অবস্থার স্তপ্রাচীন গাথা আলোচনা করিলে আ, ঈ, উ, ঐ, ঔ, এই ৫টা অধিক পাওয়া যায়। সুতরাং খরোষ্ঠীর ৪৩টা বর্ণের মধ্যে ফনিকেরা স্ব স্ব বাণিজ্যে ব্যবহারোপযোগী ২০টা অক্ষর মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ৪০টির অধিক বর্ণমালা থাকিলেও সাহিত্যিক হিসাবে না ধরিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণ ধরিলে এদেশে যেমন ৩০৩২টী অক্ষরের বেশী আবশ্যক নাই, স্বীকার করিতে হয়, [ বাঙ্গালা ভাষা দেখ ] অথচ যেমন বঙ্গলিপি ব্রাহ্মীলিপিরই সম্ভূতি, সেইরূপ আবশ্যিক ধর্মশাস্ত্রে ৪৪টা বর্ণের ব্যবহার থাকিলেও ফনিকসিগের ২০টির অধিক ব্যবহারে আসে নাট, অথচ ঐ ২০টা আদি খরোষ্ঠী লিপিরই সম্ভূতি।

এখন যুরোপীয়গণ যেভাবে স্ব স্ব দেশপ্রচলিত লিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাই আলোচ্য। যুরোপীয় লিপিতত্ত্ববিদগণ বর্ণলিপির সৃষ্টির পূর্বে এইরূপে সাক্ষ্যকলিপির উৎপত্তি স্বীকার করেন—

\* Taylor's Alphabets, Vol. I ও Indische Palaeographie von G. Buhler এই গ্রন্থে দেখা।

বর্ণলিপির পূর্ববর্তী সাক্ষ্যকলি।

প্রাচীন যুগের মনুষ্যপ্রকৃতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দৃশ্যমান হয় যে, মানবজাতির উন্নতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লিপিকাণ্ডের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারা কএকটা অভাবমোচনের জন্ত চিন্তা করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্যানুষ্ঠানের জন্ত, সময় বিশেষের নির্ধারণ জন্ত, অমুপস্থিত অথবা যাহার সহিত সহজে সাক্ষাৎকারের সুবিধা নাই এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাব বিশেষ জ্ঞাপন নিমিত্ত কতকগুলি সাক্ষ্যকলি চিত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেই আদিম যুগের আদি-বাসিবর্গ আপনাপন অস্ত্র, পশুাদি, স্ব স্ব পালিত গবাদি পশুকে পরস্পরের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট রাখিবার জন্ত অথবা স্বহস্তে নির্মিত মৃৎপাত্রাদি বা অপর কোন দ্রব্যের অপর সাধারণ হইতে পার্থক্যনির্দেশের জন্ত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। অত্য়াপিও ভূগর্ভনিহিত মৃৎপাত্রসমূহে এরূপ বিভিন্ন চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায় এবং তাহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল পাত্রাদি নির্মিত হইয়াছিল। এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃৎপাত্র তৎকালের জ্ঞান কুস্তকারের সাক্ষ্যকলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যাহা ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক সম্পত্তির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছিল, বর্তমান যুগে তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পরিণতি গ্রাপ্ত হইয়া “ট্রেড্ মার্ক” পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সকলেই জানে, আমাদের দেশের অজ্ঞ রমণীরা পরিধেয় বস্ত্র বা কমালাদিতে চিহ্নস্বরূপ তাহার কোণে গ্রহি দিয়া রক্তককে দিয়া থাকেন। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি বর্ণজ্ঞানবর্জিত জাতির মধ্যে এখনও ঐ প্রকরণকার্যে অর্থের সংখ্যা নিরূপণার্থ সূত্র বা রজ্জ্বখণ্ডে গ্রহি দেওয়া চলিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর গোপ-গণ হুত্ব ক্রমবিকাশের হিসাব রাখার চটায় দাগ কাটনা রাখে। ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যদি কখনও হিসাবের টাকা আদান প্রদান লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিচারক ঐ সকল দাগ দেখিয়া মোকদ্দমার সত্যাসত্য স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ এক সময়ে ঐ প্রকরণকার্যে গ্রহিচিহ্ন ব্যবহৃত হইত। হেরোদোটাসের (IV. 78) বিবরণীতে জানা যায় যে, শকাভিযান কালে দরায়ুস ইটোর নদী অতিক্রম করিয়া সেতুরক্ষক গ্রীক সেনাদলের হস্তে বহু গ্রহিযুক্ত একটা দীর্ঘ রজ্জ্ব রাখিয়া দেন এবং বলেন, ইহাতে যত গ্রহি আছে, ততদিন তোমরা এই সেতু রক্ষা করবে এবং প্রত্যহ এক একটা গ্রহি খুলিয়া ফেলিবে। যদি শেষ গ্রহি

খুলিবার দিনে রাজার প্রত্যাগমন না ঘটে, তাহা হইলে গ্রীকগণ সেতু তালিয়া চলিয়া বাইবে।

উহারই উন্নত প্রকরণ পেক রাজ্যের কুইপু রজুতে দৃষ্ট হয়। উহা প্রথমে সংখ্যাগণনাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পরে কালবশে ক্রমশঃ উহার উন্নতি সাধিত হয়। নির্দাতার কৌশলে তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনানিচর, রাজবিধিপ্রশস্তি প্রকৃতি সঙ্কেত প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তদ্বারা দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তৎকালে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে কুইপু'র ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক এক জন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তিনিই কুইপু পাঠের পর পুনরায় কুইপু'র সাহায্যে উত্তর বিধিয়া দিতেন। হুংখের বিষয়, কুইপু'র অপূর্ণ ব্যাখ্যাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্কেতিক প্রথা এক দিন চীন, তিব্বত এবং প্রাচীন ছুখওয়াসী আদিম জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল।\*

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কুইপু'র জ্ঞান কার্য্যসাধনকীল 'দৌত্যদণ্ড' বিভ্রমণ আছে। উহা একটা বৃক্ষ-শাখা মাত্র। পত্রলেখক গাত্রোপরি পূর্বে শাসুক দিয়া (এখন ছুরিকা সাহায্যে) কতকগুলি আঁচড় কাটিত। বর্তমান "সট-হাও" লেখার জ্ঞান ঐ আঁচড়গুলি দ্বারা ব্যাখ্যাত নহে। উহা ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব বৃত্তিপথাক্রমে করিবার নিদর্শনমাত্র। লেখক যখন ঐ আঁচড় টানিতে থাকেন, তখন নিকটে এক জন দূত বা পত্রবাহক দাঁড়াইয়া থাকে। যেমন একটা আঁচড় বৃক্ষডালে আঁকা হয়, অমনি লেখক পত্রবাহককে ঐরূপ অঙ্কনের অতিপ্রায় ও অর্থ জ্ঞাপন করিয়া দেন। এইরূপে ঐ দণ্ডের অঙ্কন সমাপ্ত হইলে পত্রবাহক দণ্ডটা হস্তে লইয়া পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট লইয়া আসিবে এবং যখন এক একটা আঁচড় লক্ষ্য করিয়া এক একটা ভাবের কথা জানায়। উপরোক্ত ধাঁপের ভিত্তিয়ারিয়া বিভাগের বিষয়ের নদীতীরবাসী বোটকো-বল্লুক জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথার পত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। শুধায় পত্রবাহক এক সর্দারের নিকট হইতে অঙ্কিত দৌত্যদণ্ড লইয়া অপরের হস্তে সমর্পণ করে এবং তাঁহাকে জনান্তিকে লইয়া গিয়া পত্রপ্রেরকের নাম জানাইয়া দেয় ও পত্র-মর্ম জ্ঞাপন করে। এই দৌত্যদণ্ডের অঙ্কিত আঁচড় বা লিপিগুলি যদি চুই ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে উভয়ের মনোভাবের অঙ্কিত আঁচড়গুলি বুঝিতে পারে।

কালে অল্পপরিমাণে ব্যক্তির পত্রমর্মজ্ঞাপনের অভাব অনুভূত হইল। কোন স্বতন্ত্র প্রথার সাধারণ পরম্পরের অতিপ্রায়-

গুলি পরম্পরের বৃত্তিপথে সমাক্রম করিবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত (mnemonics) অনুমোদিত করিয়া লইলেন। ইহাই বাস্তবিক বর্ণলিপির প্রাথমিক অবস্থা। ইহা হইতেই পরবর্তী সময়কাল লিপির আংশিক গঠন সংসাধিত হইয়াছিল।

স্বরণাতীত কালের মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ আমরা অব্যক্ত অর্থব্যঞ্জক ও মনোভিপ্রায়-জ্ঞাপক দুই প্রকার লিপির নিবর্ণন দেখিতে পাই। অঙ্কিত উহার একটা কঠিন প্রস্তর বা অস্থিখণ্ডে খোদিত দৃষ্ট বস্তুর চিত্র এবং দ্বিতীয়টা অঙ্কিত রেখাটী কলিত চিত্র মাত্র আছে। সেই পৌরাণিক যুগের (Prehistoric times) মনুষ্যসমাজ গুহাদি খোদিত করিয়া তাহার সমস্ত গাত্রে হরিণ, মহিষ ও তদ্রূপের পশাদির যে সকল প্রতিচ্ছবি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর বলিয়া গণ্য এবং M. Ed. Piette কর্তৃক আবিষ্কৃত এরিজন নদীকুলের সচিত্র প্রস্তরগুলি (L' Anthropologie Vol vii. pp. 344) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই চিত্রিত প্রস্তরকলক (marked pebble) Reindeer যুগের শেষ স্তর ও Neolithic যুগের প্রথম স্তরের মধ্যবর্তী কালে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করা হয়।

এই যুগের স্তর প্রায় ২ ফুট মোটা এবং লাল ও কৃষ্ণ-বর্ণ। ইহার মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ হরিণদন্ত (মাংসার জন্য), বিভিন্ন জীবদেহাদি প্রকৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে চিত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড বিরাজিত দেখা যায়, তাহা বর্ণমালাগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—১ সংখ্যাবোধক শ্রেণীযুক্ত কতকগুলি আঁচড় (Series of strokes) এবং ২ সূচিচিত্রিত চিত্রাবলী (graphic symbols)। ঐ সকল প্রস্তরলিপির অর্থ বাহাই হউক না কেন, উহা যে আকস্মিক সমুদ্ভূত নহে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার কোনটাতে বৃত্তিক, গুঁরা বা সর্প, কোন কোনটাতে বৃক্ষ, লতা, গুল ও নভাদির অস্পষ্ট আভাস, এবং তত্তির অধিকাংশ প্রস্তরেই বর্ণমালার চিহ্নসমূহ E, I, T, O, A, H, N, প্রকৃতি অক্ষরমালা উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহামতি পিক্টে উহার মধ্যে নানা প্রাচ্য দেশবাসী, কিনিবীর সাইওপ্রাস দেশ-বাসীর কতকগুলি বর্ণমালা ও পঞ্চাশ ' (Syllabaries) এবং মাস দে' জাতিদের প্রাচীন বর্ণলিপির নরী অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিতে পান। বর্ণমালার একাদৃশ্য অবস্থা দেখিয়া উহাকে কখনই বর্ণমালার আদি বা উৎপত্তি নিবর্ণন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, বরং উহাকে প্রাচীন কালের কোন ভৌতিক চিত্রনা বা জাতি বিশেষের নির্ভারিত সাঙ্কেতিক বিষয়বস্তুর নিবর্ণন বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এখনও

মধ্য আমেরিকার শরতশুভ্রা মধ্যে এক আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে জুয়া প্রভৃতি খেলার এক্স সাংকেতিক চিহ্ন প্রচলিত আছে।

প্রাচীন ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনপদ হইতে নব্যবিষ্কৃত আমেরিকা ভূখণ্ডে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রলিপি (Picture-writing) আদর্শ বিদ্যমান আছে। উহা মিসরীয় বা চীনদেশীয় চিত্রলিপি হইতে অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইজিপ্ত বা চীনের দ্বারা আমেরিকাবাসীর চিত্রলিপি বর্ণ বা শব্দবাক্য হয় নাই। চিত্রগুলি কেবল চিত্রেরই উদ্বোধক হইত।

চিত্রলিপি ব্যতীত আমেরিকাবাসিগণ সংখ্যাগণনার্থ এক প্রকার ছড়ি ব্যবহার করিত। উহার সাংকেতিক অংকগুলি গণনা করিয়া তাহারা যুদ্ধাভিযানের ব্যাপ্তিকাল, তত্ত্ব যুদ্ধে নিহত শত্রুর সংখ্যা ও তদনুরূপ পরিচরাদি ব্যক্ত করিতে পারে। এতদ্বিন্ন তাহাদের মধ্যে 'বস্পুম' নামক মালা ব্যবহার আছে। উহার সাদা দানাগুলি সন্ধি বা শাস্তি স্থাপনের উদ্বোধক এবং বেগুণে দানাগুলি যুদ্ধোদ্যোগ। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে লেনী লেনপে সন্দারগণ সন্ধি স্থাপনার্থ উইলিয়ম পেনকে বিভিন্ন বর্ণের যে মালা দান করে, তাহার মধ্যস্থলে সন্ধির উদ্বোধক দুইটা মধুমুষ্টি পরস্পরে হস্ত ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান ছিল। এইরূপ মেক্সিকোবাসীর ফাস চিহ্ন চৌর্য্য বা শাস্তি জ্ঞাপক এবং কালিফোর্নিয়ার পার্কস্‌চিহ্নে অশ্রুভারাক্রান্ত প্রতিকৃতিই শোকজ্ঞাপনার্থ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকাবাসী আদিম জাতির মধ্যে এই চিত্রলিপির প্রাচীনতম আদর্শ বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ণমালায় পরিণত হইতে পারে নাই। প্রাচীন ভূখণ্ডের অসুইরীয়, মিশর ও চীন রাজ্যে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলিপির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং উহা কালে শব্দ বা বর্ণমালায় প্রকৃষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ব জনপদবাসীর মনোভাব ও তদর্থজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত বা অধিকারী হয়।

চীনদেশেই সর্ব প্রথমে এই চিত্রলিপি হইতেই বর্ণ বা শব্দ লিপির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। তথাকার বর্তমান লিপির মৌলিকাবস্থার সহিত সামঞ্জস্য নির্ণয়্য সেই আদিম চিত্রলিপির নিদর্শন দৃষ্টি গোচর না হইলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশে বর্ণলিপি আনুমানিক ৮০০ হইতে ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। চীনদেশীয় প্রাচীন অভিজ্ঞানলিখিত শাব্দলিপি ও বর্তমান বর্ণ বা শব্দলিপির বৈষম্য দর্শন করিলে স্পষ্টই ইহার উন্নতি ও বিকাশ উপলব্ধি হইতে পারে। যখন তাহারা প্রস্তর বা তথৎ কঠিন পদার্থে লোহ-

শলাকা দ্বারা চিত্রলিপি অঙ্কিত করিত, তখন তাহারা গোলক-শিঙে সূর্য্য এবং অর্ধ চন্দ্রাকারে চন্দ্রকে বুঝাইত। পরে যখন কাগজ, রেশম ও তৎসদৃশ কোন কোন বস্তুর উপর বর্ণমালা বিস্তারের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা লৌহশলাকার পরিবর্তে তুলির দ্বারা কেবল লেখনী বা চিত্রতুলিকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই বাস্তবিক পক্ষে তুলির টানে বৈপ-রীত্য সাধিত হইয়া বর্ণগুলি বর্তমান ছায়ে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

চীন শব্দলিপি হইতে জাপানি গৃহীত হইলেও উহা অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া ভিন্নাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।\* এই জাতীয় লিপির ছাঁদ ভিন্ন জাপানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালায় লিপিও বিদ্যমান আছে। তথাকার বৌদ্ধধর্ম সঘনায় অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত ছাঁদে লিখিত।

মিসরীয় বর্ণলিপিতে প্রথমে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব প্রাচীন লিপি বলিয়া বিদিত। এখানে চিত্রলিপির (Hieroglyphics) এক সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল, তদনন্তর উৎকীর্ণ ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্যক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। চীনগণ যখন বস্তুর বিশেষকে চিত্রলিপির দ্বারা বুঝাইবার পরিবর্তে শব্দলিপির উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাহারা শব্দানুসারে প্রবাবিশেষের কতক চিহ্ন সামঞ্জস্য অবধারণ করিয়া লন। তাহাতে আদিম চিত্রলিপি লিপির আংশিক চিত্রের বিলয় ঘটে এবং মূলতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

ভাষাবিদগণ প্রাচীন ভূখণ্ডের এই তিনটি বিষ্কৃত চিত্রলিপির উৎপত্তিনির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে, এক সময়ে ইচ্ছা মধ্য এশিয়াখণ্ডবাসী জাতির মধ্যে বিদ্যুত ছিল। কেহ কেহ বলেন, চীনগণ বাবিলোন হইতে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে আসিয়া বর্তমান চীনসাম্রাজ্যে বাস করিয়াছে। আবার কাহাব ও কাহারও ধারণা, ইউফ্রেটিস্ প্রবাহিত উপত্যকাভূমে প্রথমে মিসরীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্য (হিন্দু)-দিগের দ্বারা ইউফ্রেটিস্ তীরবাসী জনশ্রোত সেমিটিক অভিজ্ঞানে লিপ্ত হইয়া রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে মিসর রাজ্যে আসিয়া প্রকৃত বিস্তার করিয়াছিল। এই মিসরীয়গণ প্রাচীন সোমালী জাতির অন্ত একটা শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

মিসরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহুকাল ব্যাপিয়া অসুইরীয় (অসুর)-গণের সহিত মিসরীয়-দিগের রাজনৈতিক সংঘর্ষ (যুদ্ধবিগ্রহ) চলিয়াছিল, সেই

\* See Taylor's The Alphabet, i, p. 34.

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই তাহার ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে উপনীত হয়। এবং তত্ক্ষণে আপনাদের জয়জয়ন্তির প্রচলিত চিত্রবর্ণমালা প্রচার করে। বাস্তবিক পক্ষে, এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপিপ্রথা (Hieratic writing) নীল নদের উপত্যকাদেশে সম্যক পৃষ্টি লাভ করে নাই; অথবা যে প্রাচীন চিত্রলিপি (Pictographic System) হইতে অনুরীয় ও তৎসমীপবর্তী স্থানের কীল-লিপি ক্রমশঃ পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপি উচ্চ বা নিম্ন ধারায় অনুসৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

চীনবাসীর স্থায় মিসরবাসিগণও একই উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রসূত হইয়া (চিত্রলিপি হইতে) বর্ণমালা নির্ধারণে অগ্রসর হন। তাঁহারাও বস্তুবিশেষের আকৃতি এবং বস্তুগত ভাব সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সেই চিত্রগুলির ছাঁট বাদ দিয়া এক একটা “বর্ণশব্দ” জুপ অক্ষর নির্ণয় করেন; পরে তাহা হইতেই এক প্রকার যুরোপের প্রচলিত ভাষাগুলি ধেরূপ আক্ষরিক, মিসরীয় ভাষা সে ভাবে কখনও আক্ষরিক হয় নাই। কারণ প্রাচীন মিসরবাসিগণ স্বভাবতঃই আত্মগৌরবরক্ষণশীল এবং চিত্রবিজ্ঞা-বিশারদ ছিলেন। তাঁহারা স্বকীয় এট শোভাবর্ধক ও সৌষ্টব-শালী চিত্রলিপিরই পক্ষপাতী হইয়া তৎপরিবর্তে বর্ণমালা চিহ্ন-ব্যবহারবাসনাকে বিলক্ষণ ক্রটির বিষয়ই জ্ঞান করিতেন।

সেই কারণেই তাহারা চীনবাসীর স্থায় বর্ণমালা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাহারা শব্দপরম্পরার সংযোগ লক্ষ্য করিয়া সেই শব্দে যে বস্তু, পশু, পক্ষী বা মনুষ্যের উদ্ভেদ্যতক শব্দকে বুঝায়, সেই বস্তুর দ্বারা তাহা লিপি অঙ্কন করিয়া যাইতেন। যেমন জল বুঝাইতে চিহ্নের দ্বারা তরঙ্গায়িত জলপৃষ্ঠ আঁকিত, তৃষ্ণা বুঝাইতে জলের চিহ্ন আঁকিয়া একটা গোবৎস ছুটিয়া জলের অভিমুখে যাইতেছে, দেখাইলেই চলিত। যুদ্ধ বুঝাইতে একহস্তে ঢাল ও অপরে বড়শা বা তরবারিযুক্ত বীরমুর্তি লিখিত। এই সকল চিত্রলিপির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধনির্দেশার্থ তাহারা কতকগুলি চিহ্নও ব্যবহার করেন। ডাক্তার আইজাক টেলার বলেন, সেই সকল অক্ষরমূলক (Alphabetic symbol) চিহ্ন হইতেই বস্তুমান ইংরাজী বর্ণমালায় বীজকীট প্রসূত ছিল, কালে তাহা প্রবৃদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই হাইরোমিফিক চিত্রাংশ হইতে কিরূপে মিসররাজ্যে হিরাতিক লিপির প্রচলন হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির ভিত্তি নিয়ে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:—ইংরাজী m বর্ণের উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ভাষাবিদগণ বলেন যে, প্রাচীন মিসরী-ভাষায় পেচকের নাম মূলক = উলুক। প্রথম চিত্রলিপি অনুসারে পেচক পক্ষী বা সেই বস্তুর ধারণা (as a

idiogram) বুঝাইতে পেচকপক্ষিচিত্রই অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে তাহা পেচক শব্দার্থের (Phonograms) বোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। শেবেক অর্থে তাহার শব্দরূপ পরিণতি ঘটে এবং শব্দানুসারে তাহাতে উ যুক্ত হইয়া mu পদ হয়। প্রাচীন হায়রোমিফিকের পেচকচিত্র প্রস্তরাক্ষরের পরিবর্তে যখন প্যাপি-রাস্ (Papyrus) পত্রে লিখিতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রতলিপির জন্ত সুস্পষ্ট পেচকাকৃত না লিখিয়া মোটামুটি উহার চারিপার্শ্বের রেখাই লিখিত হইত। পরে লেখার তারতম্যানুসারে ক্রমে আদি পেচকচিত্রের লোপ ঘটে এবং পদ ও পৃষ্ঠবিহীন পেচক রেখার স্থায় ইংরাজী হস্তলিখিত জেড্ বর্ণ বা সংস্কৃত “দ” বর্ণের অনুরূপ আকৃতিতে লিখিত হয়। ডেমোটিক লিপিতেও উহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া আইসে। আবার সেমিটিক বর্ণমালায় প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উক্ত অক্ষরগুলি মিসরীয় সঙ্কেতলিপি (Hieratic) হইতে যেন গৃহীত। মোআবাইট প্রস্তরফলকে সেমি-টিক অক্ষরে যে সুপ্রাচীন শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে m অক্ষর স্থলে “j” অক্ষর অঙ্কিত দেখা যায়। উহার সহিত মিসরীয় সঙ্কেতলিপির m বর্ণের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্তরায় মোআ-বাইট অক্ষর হইতে প্রাচীন গ্রীকের “μ” অক্ষরের উৎপত্তি করণা করা যায়। উহা হইতে পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন নিয়মে গ্রীকভাষায় M বা m অক্ষর উদ্ভূত। ইহার পরে গ্রীকলিপি ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই গ্রীকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া রোমকগণ বর্ণমালায় Roman capital M গ্রহণ করিয়াছিল। সেই রোমক অক্ষর হইতে সুছাঁদবিশিষ্ট ইংরাজী m অক্ষরের উৎপত্তি।

মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে ব্যঞ্জন ও অর্ধব্যঞ্জন বর্ণের প্রাধান্য থাকায় মিসরীয় ধাতুগুলি সাধারণতঃ তিনটি অক্ষরে গঠিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে চীনভাষার সহিত মিসরীভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। টেলেমিবাংশের অধিকার পর্যন্ত সুপ্রাচীন মিসর-রাজ্যে সঙ্কেতলিপিরই প্রচলন ছিল। পরে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও সহজলেখ গ্রীক বর্ণমালায় প্রচলন হওয়ায় উহা একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকেরদাদ নামক একজন সুইড্ মিসরীয় বর্ণমালায় উচ্চারের চৌর্য পান, ঐসময়ে গ্রোটকেও প্যারিস রাজ্যান্তর্গত কতকগুলি কীলফলকের পাঠোচ্চার করিয়া তাহার প্রথম উচ্চম সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে কাম্পোলিরোঁ ও টমাস ইয়াং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মিসর-ভাষা আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহারা অনেক গবেষণার পর, রোজেকটার প্রস্তরলিপির সাহায্যে প্রাচীনভাষা উচ্চারে পথ বিহৃত করিয়া যেন। গ্রোটকেও ও সর হেনরী রালফসন

৫১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দরায়ুস বিজ্ঞান কর্তৃক উৎকীর্ণ কীলকলকের পাঠোদ্ধার করিয়া কীলকলকপাঠের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন। কীললিপির পাঠোদ্ধার হইতে প্রকৃতপক্ষে পারসিকদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবস্তাশাস্ত্রপাঠেরও বিস্তর সুবিধা হয়। কারণ কীল-লিপির ভাষা ও অবস্তার ভাষা পরস্পরে বিশেষ নৈকট্যসম্বন্ধযুক্ত।

যখন প্রাচীন পারস্তলিপির পাঠোদ্ধার হয়, তখন স্থান ও বাবিলোনিয়ার সমান্তরাল তত্ত্বশ্রেণীর গাত্রোৎকীর্ণ লিপি পাঠের আশা হয়। পরবর্ত্তিকালে এসিয়া মাইনরের নানা স্থানে কীললিপি আবিষ্কৃত হওয়ার উক্ত ভাবালোচনার পথ অনেক সুগম হইয়াছে এবং নিনিভে ও বাবিলনের ধ্বংস্তু পুরাণির অভ্যন্তরনিহিত মুৎফলকসমূহের পাঠোদ্ধার হইয়া যুক্ত্রেটিস উপত্যকার ইতিবৃত্তকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। আকেদিয়ান ভাষায় কর্ণকে “পি” বলে। কীলাকার লিপিতে “পি” লিখিতে যে ভাবে কীলকগুলি (২) বিভক্ত হয় তাহার সহিত বাব্বলা প, হিব্রু “পি” ইংরাজি P এবং সংস্কৃত प এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

অসুরীয় ও বাবিলোনীয় হইতে এই কীলাকার লিপি বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে অপরাপর জাতির মধ্যে আর একটা ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহা কীললিপির উৎপাদক সুমারীয় জাতি বা তাহাদের বিজেতা সেমিতিক বাবিলোনীয় দিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে, এমন কি, ইজিয়ান সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষার বহুশত শিলাফলক বিস্তৃত আছে। ঐ ভাষা হিটাইট্ (Hittite) নামে কথিত। ইহার লিপিকোশল প্রথমাবস্থার চিত্রলিপি সম্ভূত হইলেও আক্ষরিক পরিণতিতে ইহা বাবিলোনীয় লিপি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক চেষ্টার পর, এই ভাষার ফলক-লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারকাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ম নির্দ্ধারিত হয় নাই।

প্রাচীনকালে পিলোপেনিজ্ হইতে একটা গ্রীক উপনিবেশ সাইপ্রাসদ্বীপে যাইয়া বাস করে, তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, তাহা অনেকাংশে আর্কেডিয় ভাষার অনুরূপ। সমগ্র গ্রীক জাতির মধ্যে এই শাখাই বর্ণমালায় লিখিতে জানিত না, তাহারা এসিয়া-বাসীর সংস্রবে পড়িয়া ধন্ডাশ্রমক বর্ণলিপির অমু-সরণ করে। বিখ্যাত পারস্তযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস দ্বীপ গ্রীকরাজের অধীন হইলে, গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ স্বজাতীয়ের সংস্রব লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা মূল গ্রীকদিগের অভ্যাস বর্ণলিপি গ্রহণ না করিয়া আপনাদের পূর্বতন শব্দলিপিই ব্যবহার করিতে থাকে।

সম্প্রতি ব্রুটন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষদিগের যত্নে সাইপ্রাস

দ্বীপের ধ্বংস্তু পুরাণির খননকাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভূগর্ভে অন্বেষণ করিতে করিতে তদ্ব্যবস্থায় হইতে খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী উৎকীর্ণ এক খানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ফলক খানিতে ডেমিটার ও পার্সিকোনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ব্যাণা-রাংশ গ্রীক বর্ণমালায় এবং তদ্রিয়ের ঘটনাবলী শব্দলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহার গ্রীক বর্ণমালার পাঠপ্রণালী বাম-দিকে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিতে হয় এবং শব্দলিপির প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ বর্ত্তমান আরবী বা পারস্যীয় ছায়া দক্ষিণ হইতে বাম দিকে। এই শব্দলিপিতে ঠোঁট স্বর-বর্ণের চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহার ব্রহ্ম বা দীর্ঘ স্বরের পাঠকা-নির্ণয়ের সুবিধা এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ও জিহ্বামূলীয় তালব্য বা অমু-নাসিকাদ্বির উচ্চারণনির্ণয়ের উপায় নাই।

পাশ্চাত্য বর্ণমালার উৎপত্তি।

গভীর গবেষণার সহিত সাইপ্রীয় বর্ণমালা আলোচনা করিতে করিতে স্বতঃই মনে বর্ণমালার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ আসিয়া সম্মিলিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, এই বর্ণমালা কিনিসিয়া ও গ্রীস হইতে প্রথমে ভূমধ্যসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে এবং পরে তথা হইতে দূরবর্ত্তী জনপদসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইমামুয়েল ডিক্কে Academie des Inscriptions সভায় লিপিতত্ত্বের যে আন্তিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি মিসরীয় হায়রোগ্লিফিক বা চিত্রলিপির অভিলম্ব বা কুৎসিত আকৃতি হইতেই ফণিক বর্ণমালার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণমালার সামঞ্জস্য সাধনকালে উভয় ভাষাগত কতকগুলির অপূর্ণ বৈষম্য অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Deecke ইমামুয়েল ডিক্কে মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তি-কালের বিস্তৃত অসুরীয় কীল-লিপি হইতে সেমেটিক বর্ণমালার উৎপত্তি এবং ফণিক ভাষাও সেই অসুরীয় বর্ণমালার নিকট স্বর্ণী; কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণা-ভাব। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ফণিক বর্ণমালা বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত যুগ অপেক্ষা আরও সহস্রাব্দিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্ণমালার ইতিহাসে একটা যুগান্তর সাধিত হইবে।

আবার মিসরের ধ্বংস্তু পুরাণি অন্বেষণ করিতে করিতে অধ্যাপক ব্রিগ্গস পিটি ১২০০ খৃষ্টাব্দে আবিডোস নগরের রাজসমাধিস্থিতে যে লিপি (Symbols like alphabetic character) উৎকীর্ণ দেখিতে পান, তাহা প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক ও চিত্রলিপির সংযোগে উৎপন্ন। মিসর রাজ্যের ইতিহাসোক্ত প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালেরও পূর্বে অথবা খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বৎসর হইতে ১২০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ঐ চিত্রলিপি অবাধে মিসররাজ্যে



প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দেরও পূর্ববর্গের উৎকীর্ণ ক্রীট বীণের শিলাফলকেও এই চিহ্নলিপির নিদর্শন আছে। ইহা ধারাও পরবর্তী মিশরী ভাষার বর্ণমালা হইতে ফণিকগণ কর্তৃক বর্ণলিপির পরিপুষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্বসিদ্ধান্তিত মীমাংসাও অপ্রতিপন্ন হইতেছে।

১২০০ খৃষ্টাব্দে ক্রীট বীণের ভূগর্ভে মিঃ ইভান্স যে সকল লিপিপূর্ণ মৃৎফলক পান, তাহার লিপিগুলি মিশরীয় চিত্রলিপির অনুরূপ। উহার ৮২টি চিত্রমধ্যে ৬টি মনুষ্য বা তাহাদের প্রতিকৃতি ১৭টি অস্ত্রাকৃতি, ৩৩ ও বাতশ্বর, গৃহ, গৃহাংশ বা রন্ধন পাত্রাদি; ৩টি সামুদ্রিক জীবচিত্র; ১৭টি পশু ও পক্ষী-মূর্তি; ৮টি বৃক্ষ ও গুল্মাদি, ৬টি গ্রহনক্ষত্রাদি, ১টি ভৌগোলিক চিত্র, ৪টি জ্যামিতমূলক চিহ্ন এবং ১২টি অপর চিহ্ন ছিল। এই ১২টি কি বর্ণ তাহা আজিও আবিষ্কৃত হয় না। নোসসের (Knossos) সুবিখ্যাত প্রাসাদের ধ্বংসস্থল হইতে প্রাপ্ত ফলক-খানি মাইকিনী বীণের আদিম অধিবাসীর উৎকীর্ণ বলিয়া সাধারণের ধারণা।

ইভান্স এই মৃৎফলক পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে, এখানকার অধিবাসিবর্গ মাইকিনীর বিজ্ঞত্বদের অধীন ছিল। মাইকিনীরগণ এখানে নবাগত হইলেও তাহাদের লিপিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম ছিল, কেন না এখনও আবিভাস হইতে প্রাপ্ত ফলকে মাইকিনীর লিপির যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা মিসরের প্রথম রাজবংশের পূর্ববর্তী সময়ের মৃৎপাত্রস্থ চিত্রলিপি অপেক্ষা প্রাচীন না হইলেও যে তাহার সমসাময়িক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লিপিপ্রথার বর্ণগুলি আক্ষরিক কি শাব্দিক তাহা আজিও স্থল্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

এক সময়ে এই বীণ হইতে সভ্যতাজ্যোত কারিয়া ও লাইসিয়ায় প্রবাহিত হয়। কারিয়াগণ ক্রীট হইতে এসিয়ায় উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, তাহাদের ভাষা বা লিপির সহিত কোমাস (Canaan)-বাসিদিগের লিপির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নোসসের ফলকপাঠে অনুমান হয় যে, কারিয় ও মাইকিনীরগণ পরস্পরে নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং কারিয় ও লাইসিয়গণও পরস্পরে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু গ্রন্থের বিষয় তাহাদের ভাষাগত সাদৃশ্য স্বতন্ত্র। উহা আদৌ ইন্দো-ইরানীয় কেন্দ্রসমূহ বলিয়াই ধারণা করা যায় না। পক্ষান্তরে ক্রীটীয় ভাষার উৎকীর্ণ ফলকাদিতে গ্রীক লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। উপরোক্ত ভাষাত্রেয় উৎকীর্ণ শিলাফলক গুলির মধ্যে একটাও খৃষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী নহে। এসিয়া-মাইনর (বিশেষতঃ লাইসিয়া)-বাসিগণের কথিত ভাষার সহিত গ্রীকভাষার অনেক দৃষ্টবৈষম্য লক্ষিত হয়। এতদ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে গ্রীক অক্ষর হইতে এই ভাষার বর্ণচিহ্ন অনেক স্বতন্ত্র। অনেকে এমনও অনুমান করেন যে, রোডস বীণের ডোরিয়া লিপির সহিত গ্রীক অক্ষর মিশ্রিত এই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে মোআবাইট প্রস্তরফলকের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে খৃষ্ট ৮২৫ অব্দের পূর্ববর্তী সময়ে উৎকীর্ণ বলা হইতে পারে। এই মোআব ভাষা বা তাহার বর্ণ-চিহ্ন আক্ষরিক পরিপুষ্টির কীতিতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইলেও, সমগ্র যুরোপের বর্ণচিহ্নের বিস্তারকর্তা ফণিক ভাষা হইতে পৃথক্। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস বীণে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত যে পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সিদোনিয়রাজ হিরামের ভৃত্য কর্তৃক বাগ্লেবেনোনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উহাতে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা ফণিকলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। কেহ কেহ উহাকে মোআবাইট ফলকের পূর্ববর্তী, কেহ বা পরবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে বর্ণালিপির উৎপত্তি, পরিণতি বা বিস্তার প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইল, তাহার কোনটা হইতে যে পাশ্চাত্য বর্ণ-লিপি গৃহীত হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধারণা ফণিক বর্ণমালাই যুরোপীয় সমগ্র বর্ণমালার আদি। অধ্যাপক পিটর গাইল লিখিয়াছেন :—“Whenever the Symbols originated, it was to the Phoenicians that the Western world owed its alphabet, as is clear (1) from the forms of the letter themselves; (2) from the names which the Greeks gave to them; (3) from the Greek tradition of their origin.”

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে থেরা বীণে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতবর Freiherr Hiller Von Gartringen উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার সহিত ফণিক বর্ণমালার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

যাহা হউক, এই ফণিক জাতীয় ফণিকসমিতির দ্বারা পশ্চিম যুরোপ খণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী প্রদেশে বর্ণমালার বিস্তারকরে মানবজাতির বিশেষ উন্নতি ও ঐতিহাসিক পরিণতি সাধিত হইয়াছিল। অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে এই ফণিক জাতি অতি প্রাচীন কালেই মিসর রাজ্যবাসীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তার করে। এই সময়ে তাহারা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা-ভূসারে মিসরীয় লিপিপ্রথা কতক পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছিল। এরূপ হলে ইহাই স্বীকার করা হইতে পারে যে, তাহারা স্বদেশে থাকিয়াই অটল চিত্রলিপি বর্জন করিতে

লিখিয়াছিল এবং অন্তান সঙ্কেত চিহ্ন আপনাদের বর্ণমালা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ফনিক সম্প্রদায় মিসরীয় সঙ্কেতলিপি ও তাহার উচ্চারিত স্বরাদি গ্রহণ করিয়াছিল কি না, অথবা তাহারা মিসরীয় সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া তাহাতে আপনাদের স্বর সংযোজন করিয়াছিল কি না তাহা সঠিক নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। তবে স্বীকার করিতে হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষেতিক ও তাহার অনুরূপ প্রাচীন শব্দই ফনিকদিগের উদ্ভাবিত হওয়াও বিচিহ্ন নহে। তবে এ কথাও ঠিক, ফনিক বর্ণমালার যে সকল নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে যে সকল মৌলিক বস্তুর চিত্র উদ্ভাটন করে, তত্ত্বভয়ের মধ্যে কোন শব্দ নাই। যেমন হিব্রু “আলেফ” এর সহিত ফনিক বর্ণমালার যে তুল্য আক্ষর, তাহার সহিত বৃষমূণ্ডের কাল্পনিক সাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয় হিব্রু অক্ষর “বেথ” এর সহিত একটা চতুরঙ্গ বাটার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বস্তুর বৃষমূণ্ডরূপিত ঐ ফনিক বর্ণটা তাড়া-তাড়ি লিখিতে হইলে বৃষমূণ্ডের পরিবর্তে অনেকটা ঈগল পক্ষীর ঠোঁটের স্থায় হইয়া আইসে এবং সেইরূপ দ্রুত প্রণালীতে বেথ অক্ষরটাও বাকের স্থায় বক্রগ্রীব হইয়া যায়। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ফনিকগণ চিহ্ন ও শব্দ বা স্বরমাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বর্ণের নামগ্রহণ করে নাই।

পরবর্তিকালে ফনিকদিগের দ্বারা ফনিক বর্ণমালার কতদূর পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, তাহা লিপিচিত্র এবং ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলেই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হইবে। উত্তর ইজিপ্টের আবুসিখেল নগরস্থ স্তূপস্থ প্রত্নমন্দিরসমূহের পাদমূলে সমতিকাসের বেতন-ভোগী গ্রীক, কোরিয়া ও ফনিকসেনাদল স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় আপনাপন নাম অঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার পরে, খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দে বাইব্রোসের ঠেলিতে, এসমাজারের প্রস্তব-নির্মিত শব্দধারে, কার্থেজের ধ্বংসস্থল মধ্যে এবং প্রাচীন সিডোন উপনিবেশে ঐ সকল লিপির যে সকল ফলক পাওয়া গিয়াছে, বাহু আকৃতিকে তাহা প্রায় একরূপ; কিন্তু সর্ব-বিষয়েই অতিসামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

এই সকল শিলা বা মৃৎফলকে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী আক্ষরিক লিপিচিহ্নাপেক্ষা সরু ও লম্বা; সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে ঐ লিপিপ্রণালী তখন শিলা-ফলকের পরিবর্তে বাগিচাকাষের উপযোগী হইয়া গিয়াছিল। কারণ বাগিচার ব্যস্ততার লেখা কিছু দ্রুত ও সরু হইয়াই পড়ে। পাথরে খুঁদার জন্য মোটা হাঁদের অক্ষর আবশ্যক।

যখন ফনিকবর্ণমালা পাশ্চাত্যভূখণ্ডে আপনাদের অঙ্গোদ্ধৃত

অক্ষরলিপির পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষভাসাধনে তৎপর ছিল, ঠিক সেই সময়েই প্রাচ্যজনপদসমূহে দ্রুমমাত্রোতে বর্ণমালা ও লিপি-প্রচার কার্য চলিতেছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, পূর্বখণ্ডে সেমিটিকজাতিই সর্বপ্রথমে কতকগুলি অসম-বর্ণীয় চিহ্ন লইয়া ভাষালিপির প্রতিষ্ঠা করে এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দূরদেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু উহা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা পূর্বাধার আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। মেসার কর্তৃক আরব দেশ হইতে আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির কোন কোনটির লিপি খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং যদি তাহা হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি ও প্রচার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব মীমাংসিত লিপিতত্ত্বের ভিত্তি আরও প্রাচীন যুগে আসিয়া পড়ে। তৎপরে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের প্রাচীন কয়টি সেমেটিক লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। হোজ-কিয়ার রাজ্য কালে মোআবাইট প্রান্তরে এবং সিলোমোরের গুরুবীর হুডল মধ্যে প্রাপ্ত হিব্রু-লিপি এবং বল সেবানোনের পাত্রস্থ লিপিতে ফনিক ছাঁদের সেমেটিক অক্ষরের লিপি বিদ্যমান আছে। এতদ্বির লাকিস ও অজাজ নগরে প্রাপ্ত মৃৎ-পাত্রাদিতে যে সকল হিব্রু-বর্ণ চিহ্ন এবং হিব্রু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও তদনুরূপ প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ফনিকদিগের দ্বারা এই হিব্রু চিহ্নগুলিও বিশেষ বক্রাকৃতি।

দ্বিতীয়াংশ নির্যাসনের পর ক্রমে ক্রমে অরমীয়লিপি অভ্যাস করিতে থাকে। তাহা হইতেই ক্রমে চতুর্দশ হিব্রু-বর্ণ-লিপির উৎপত্তি হয়। এক মাত্র সামারিটান জাতিই সেই প্রাচীন ও বক্রাকৃতি হিব্রু-লিপিই আশ্রয় করিয়াছিল, সেই কারণে তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃত হিব্রু বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে।

অরমীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত সিন্ধুজিলি নগরে পাওয়া গিয়াছে, উক্ত ফলকলিপি প্রায় ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই অরমীয় লিপির সহিত পূর্বোক্ত মোআবাইট প্রান্তরলিপির তেমন ইতর বিশেষ নাই। আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাপিরাস পত্রপটে যে সকল অরমীয় লিপি লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ অক্ষর-মালা খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে মিসরদেশে পারস্তরাজপ্রভাব অপ্রতিহত ছিল। এইরূপ বক্রাকৃতি বা জড়ানে অরমীয় লিপির সহিত অস্থরীয় কীল-ফলক পাথর চূষকাংশ লিখিত অরমীয় লিপির সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অরমীয় লিপি তাড়া-তাড়ি ও জড়ানে লিখিতে ক্রমে গোলভাব ধারণ করে, কারণ ফনিক লিপিতে অক্ষরের হলগুলি সাধারণতঃ সমান ছিল। অক্ষরের টান বা হলগুলি গোল হওয়ায় অরমীয় অক্ষর ক্রমে চতুর্ভুজ হিব্রু

অঙ্করে পরিণত এবং তাহা হইতেই ক্রমে Palmyra অলঙ্কৃত লিপির (Ornamental writing) বিকাশ ঘটয়াছে।

আরবলিপির নবতীরদিগের মধ্যে পূর্বে এই অরবীয় বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের অঙ্করের ছাঁদগুলি অল্প পরিবর্তনেই তাহা বর্তমান আরবী অঙ্করে রূপান্তরিত হইয়া যায়। উত্তরপূর্ব আরবদেশের তিমার মন্দিরসমূহে এই শ্রেণীর লিপি বিস্তৃত আছে। উহা খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দের পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপিতে প্রাচীন অরবীয় লিপির অনেক ছাঁদ বিস্তৃত দেখা যায়। তৎপরেবর্তী সময়ের অনেকগুলি নবতীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সময়ের তারতম্যানুসারে ঐ ফলকলিপিগুলির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটয়াছে। চাল'স ডোট, হবার ও ইউটিং প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষ গবেষণার সহিত ঐ ফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া সেই লিপিশিলাকার বর্ণসমূহের ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য একটা তালিকা উদ্ভূত করিয়াছেন। ঐ শিলাফলক প্রধানতঃ ৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার লিপিরূপায় অনুসরণ করিলে সহজেই বর্তমান আরবী লিপির বর্ণবিভাগ সমুদ্ভব করা যাইতে পারে।

আরব দেশে কিউফিক ও নসখ নামে দুই প্রকার বর্ণমালা ব্যবহার ছিল। শিলালিপি ও মুদ্রাসিতে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত লিপিই ব্যবহৃত, এই কারণে সাধারণ কার্যে তাহা অসুবিধাজনক বোধে পরিত্যক্ত এবং সাধারণ লিপিতে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধান ছাঁদের বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে। এই শেষোক্ত নসখ লিপিই বর্তমান আরবীলিপির জননী।

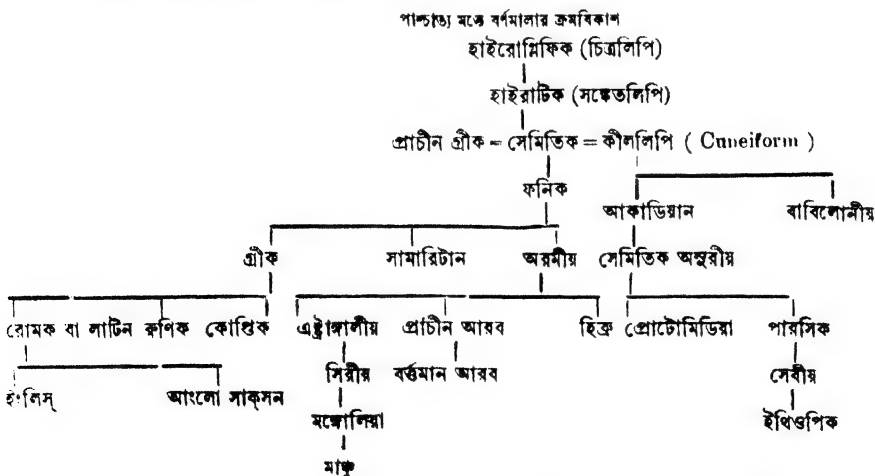
সিরিয়ার উত্তরবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে এষ্ট্রাকলিয়া নামে আর একপ্রকার অরবীয় লিপির প্রচলন আছে। নেষ্টো-

রীয় মিসমরীদল ঐ লিপি মধ্যএসিয়ায় লইয়া যায়, পরে তাহা ক্রমে তুর্কমানে হইতে মাকুরিয়া পর্য্যন্ত হুদীর্ঘ জনপদবাসীর লিপিরূপে পরিগণিত হয়।

উপরোক্ত লিপি ব্যতীত, আরবদেশের দক্ষিণস্থিত যেমন প্রদেশে আর এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। উহার বর্ণগুলি দক্ষিণ সেমিটিক, বা ইথিওপিয় লিপি নামে পরিচিত। ব্যাকরণ ও ব্যাক্যবিজ্ঞানের ক্রমনির্ণয় দ্বারা এই সকল দক্ষিণ সেমিটিক লিপিরও সেবীয় ও মাইনীয় নামে দুইটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অত্যন্ত শিলালিপির দ্বারা, এই সেবীয় লিপি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ বামদিকে লিখনের রীতি ছিল, কিন্তু কতকগুলি ইথিওপিক ফলকলিপিতে বাম হইতে ক্রমে দক্ষিণে লিখিয়া বা পড়িয়া যাইতে হয়। কোন সময়ে দক্ষিণ আরবে সেবীয় ও মাইনীয় লিপির প্রাচুর্য্য ছিল এবং কোন সময়েই বা চিরন্তন প্রসিদ্ধ দক্ষিণ হইতে বামে লিপি অঙ্কনরূপ সেমিটিক প্রথা বর্জন করিয়া তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ইথিওপিক প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই \*।

ভারতীয় খরোষ্ঠীলিপির দ্বারা, পারস্য, আরব, সেমিটিক, মাইপ্রিয় লাতিন, ফিনিক প্রভৃতি বাবতীয় পাশ্চাত্য ভাষাবহ লিপিপ্রণালী দক্ষিণ হইতে বামমুখী ছিল, খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দের উৎকীর্ণ ডিপিলনের স্মৃহৎ পাত্রোপরিহ প্রাচীন আটিক লিপি, কিউরীয় হইতে প্রাপ্ত সাইপ্রীয় ফলকলিপি ও তাহার নিম্নতর গ্রীক সমবর্ণগুলি এবং প্রিনেটের গোল্ড ফাইবিউলার উপরিহ প্রাচীন লাতিনলিপি প্রভৃতি দক্ষিণ হইতে বামমুখীলিপির নিদর্শন।

[ সংখ্যালিপি, স্বর, দেবনাগরী প্রভৃতি শব্দ দেখ। ]



\* লেপ্সিউস বলেন, এই ইথিওপিক বর্ণমালার অবিকাল প্রাচীন ভারতীয় লিপি হইতে পরিণত।

বর্ণলেখিকা (স্ত্রী) বর্ণলেখা বার্থে কন। টাপি অত ইত্য।  
কঠিনী। ১ খড়ি। ২ লেখনোপযোগী যুষ্টি।

বর্ণবৎ (ত্রি) বর্ণোহিত্যন্ত বর্ণ (রসাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।২৫) ইতি  
মতৃপ্ মন্ত বঃ। বর্ণবিশিষ্ট। ত্রিমাং ভীব্। বর্ণবতী হরিজা।  
(প্রটাধর)

বর্ণবর্দ্ধি, বর্ণবর্দ্ধিকা (স্ত্রী) লেখনী (Pen বা Pencil)।

বর্ণবাদিন্ (পুং) প্রশংসাকারী। স্ততিকারক।

বর্ণবিকার (পুং) বর্ণের বিকার। যেমন ঘোড়। বঘ্নল,  
দ স্থানে উ ও ব স্থানে ড ইহার পদ হইল = ঘোড়ল।

(কান্তরূপজিকায় ত্রিলোচনদাস)

বর্ণবিলাশিনী (স্ত্রী) হরিজা।

বর্ণবিলোড়ক (পুং) বর্ণন বিলোড়য়তীতি বি-লোড়ি-বুল।  
শ্লোকভেদে, যে ব্যক্তি অস্ত্রের লিখিত বিষয় চুরি করিয়া নিজের  
বলিয়া পরিচয় দেয়। ২ সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর।

বর্ণবৃত্ত (স্ত্রী) অমৃষ্টভ, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি সাধারণ শ্লোক, যাহাদের  
বর্ণ ধরিয়া ছন্দোগণনা করা হয়। [মাত্রাবৃত্ত দেখ।]

বর্ণব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বর্ণস্ত ব্যবস্থিতিঃ। চাতুর্বর্ণবিভাগ।

বর্ণশিক্ষা (স্ত্রী) বর্ণাভ্যাস।

বর্ণশ্রেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু শ্রেষ্ঠঃ। বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।  
চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান।

বর্ণস (ত্রি) বর্ণযুক্ত। (পা ৪।২।৮০ তৃণাদিগণ।)

বর্ণসংযোগ (পুং) সর্বণ বিবাহ।

বর্ণসংসর্গ (পুং) অসবর্ণ বিবাহ।

বর্ণসংহার (পুং) ১ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সর্ববর্ণের নাশ। ২ ব্রাহ্ম-  
ণাদি চারিবর্ণের একত্র সম্মিলনী।

বর্ণসঙ্কর (পুং) বর্ণতো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ বর্ণানাম বা সঙ্করো নিঃপণঃ  
যত্র। মিশ্রিতজাতি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অমুলোম বা প্রতিলোমে  
জাত জাতি।

গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অধর্মের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য  
হয়, তখন কুলললনাগণ দূষিত হয়। তাহারা দূষিত হইলে ঐ  
ললনাগণ হইতে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি থাকে। বর্ণসঙ্কর হইলে  
দেব ও পিতৃকার্য্য লোপ এবং কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়।  
সুতরাং তখন সকলের নরক হইয়া থাকে।

“অধর্ম্যভিভবাং কৃষ্ণ! প্রজ্যতি কুলত্রিয়ঃ।

স্ত্রীষু হৃষ্টাস্ত্র বাক্ষের! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।

সঙ্করো নরকারৈব কুলশ্রানো কুলশ্র ৮।

পতন্তি পিতরো হোমাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।

দোষৈরৈতে কুলশ্রানো বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসান্তস্তে জাতিধর্ম্যঃ কুলধর্ম্যশ্চ শাশ্বতাঃ।

উৎসান্তকুলধর্ম্যাপাং যদুবাণাং জনাধিন।

নরকে নিয়ন্তং বাসো তবতীত্যন্তঃশ্রমঃ।”

(ভগবদ্গীতা ১ অং)

ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটা বর্ণ, এই চারি  
বর্ণের অতিরিক্ত আর বর্ণ নাই। চারিবর্ণের অতিরিক্ত যে  
সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সঙ্কর জাতি।  
এই চারি বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে  
লিখিত আছে যে, ক্রীদিগকে অতি সামান্য দ্রুসঙ্গ হইতে  
যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, তাহা না করিলে সেই ক্রী পিতা ও  
মাতা এই উভয় কুলেরই সম্ভাব্যের কারণ হয়। পত্নীকে সর্ব্বতো-  
ভাবে রক্ষা করা সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কি চুরল, কি  
সবল, কি ক্রী, কি ব্রহ্ম, সকলেই নিজ নিজ ভাষা রক্ষা করিতে  
যত্নবান হইবে, এক ভাষাকে রক্ষা করিলেই ধর্ম ও কুল  
পবিত্র হয়।\*

ভাষা সুরক্ষিতা না হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিচার খটিয়া  
থাকে, তাহাতে বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর হইলে ধর্ম ও কুল  
নষ্ট হয়। ধর্ম ও কুল নষ্ট হইলে ঐহিক ও পারত্রিক কোন  
রূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য যাহাতে বর্ণসঙ্কর  
না হইতে পারে, এবং বর্ণসঙ্করের মূল কারণ যে ক্রী জাতি  
তাহাদিগকে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই  
শাস্ত্রের উপদেশ।

ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণজর যদি স্বধর্ম ত্যাগ করেন, তাহা  
হইলে তাহারাও বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন। মন্ত্রতে লিখিত  
আছে যে, অজ্ঞোক্ত ক্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ এবং উপনয়নাদি  
স্বধর্ম ত্যাগ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণজরের মধ্যে বর্ণসঙ্কর  
ঘটিয়া থাকে।

“ব্যক্তিচারেন বর্ণানামবেত্তাবেদনেন চ।

স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।” (মহু ১০।২৪)

\* “হৃন্মন্তোহপি এসম্ভোতাঃ ত্রিয়ারক্ষা কিলেবতঃ।

যরেহি কুলারো শোকদাবহেদুরক্ষিতাঃ।

ইমাং হি সর্ব্ববর্ণানাং পন্তস্তো ধর্ম্মমুত্তমব্।

বন্তস্তে যক্ষিতুং ভাষাং তর্জ্যারো ব্রহ্মণা অপি।

বাঃ প্রমুতিঃ চরিত্রক কুলশ্রানানমেব চ।

বক ধর্ম্মঃ প্রবেশেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।

\* \* \* \* \*

বান্দুং ভজতে হি ক্রী স্তবঃ স্ততে তপাধিবাং।

তস্মাৎ প্রমোদিত্যর্থাং ত্রিঙ্গ রক্ষণং প্রযতন্তঃ।

ন কতিংমোষিতঃ লভঃ প্রসঙ্গ পরিমুক্তিভুং।

এতৎপাশ্চাত্যৈপ্ত শক্যাতাঃ পরিমুক্তিভুং।” (মহু ১।১০)

‘ব্রাহ্মণ্যবিবর্ণনাং অস্ত্রোক্তব্রাহ্মণমেনে সগোত্রাত্তবিবাহা-  
বিবাহেনে উপনয়নরূপককর্তব্যগেন চ বর্ষসঙ্করো নাম জায়তে’  
(কুল্লুক)

শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়, দুই প্রকারে বর্ষসঙ্কর হইয়া থাকে,  
এক ব্রাহ্মিগের ব্যভিচার হইতে চারি বর্ষের অতিরিক্ত যে  
সকল জাতি তাহারা প্রথম বর্ষসঙ্কর আর ব্রাহ্মণাদি বর্ষত্রয় স্বধর্ম  
ভাগ দ্বারা দ্বিতীয় বর্ষসঙ্কর হইয়া থাকে।

চারিবর্ষ হইতে অমূল্যম ও প্রতিলোম ক্রমে বর্ষসঙ্কর  
জাতি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জাতি মধ্যে পরস্পর আসক্তিবশতঃ  
অমূল্যম ও প্রতিলোম ক্রমে এই বর্ষসঙ্কর জন্মে।

“সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমামূল্যলোমজাঃ।

অস্ত্রোক্তব্যভিচারশ্চ তান্ প্রেক্ষ্যাম্যশেষতঃ” (মহু ১০।২৫)

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ষ কর্তৃক পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান  
ব্রাহ্মণাদি বর্ষ হইয়া থাকে। ইহা তিন অসবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন  
সন্তান জনকের সমানবর্ণ হয় না, তাহাদের জাতাস্তর ঘটয়া  
পাকে। মর্যাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ষত্রয় কর্তৃক  
অমূল্যলোমক্রমে অনন্তরবর্ষজা পত্নীর গর্ভসমুত তনয়েরা মাতার  
হীন জাতি হইলেও পিতার সদৃশ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে  
এবং তাহারা যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষা এবং করণ এই তিন  
আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক একান্তরজ বা বৈশ্রাগর্ভসমুত সন্তান অঘট ও  
দ্বান্তরজ শূদ্রাগর্ভসমুত সন্তান নিষাদ বা পারশব এবং ক্ষত্রিয়কর্তৃক  
শূদ্রাগর্ভসমুত সন্তান উগ্র নামে অভিহিত। ক্ষত্রিয় কর্তৃক  
ব্রাহ্মণীগর্ভসমুত সন্তান হৃত, বৈশ্য কর্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভসমুত  
মাগধ এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসমুত সন্তান বৈদেহ নামে অভি-  
হিত। শূদ্র কর্তৃক বৈশ্রাগর্ভজ সন্তান আরোগব, ক্ষত্রিয়া-  
গর্ভজ ক্ষতা, ব্রাহ্মণীগর্ভজ চণ্ডাল। শূদ্র কর্তৃক প্রেতি-  
লোমক্রমে জাত এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কর্তৃক  
উগ্রকজাগর্ভসমুত তনয় আবৃত, অঘটকজাসমুত আভীর এবং  
আরোগব-কজাগর্ভজ ধিগ্ধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চণ্ডাল, হৃত, বৈদেহ, আরোগব, মাগধ এবং ক্ষতা এই  
চয়টি প্রতিলোমজ বর্ষসঙ্কর। চণ্ডালাদি বড়বিধ বর্ষসঙ্কর  
জাতির পরস্পর অমূল্যম বা প্রতিলোম ক্রমে পরস্পর জাতীয়া  
কল্যাণার্থে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা তৎপিতা মাতা  
অপেক্ষা সর্বতোভাবে হীন, নিকার ও সংক্রিয়াবহির্ভূত।  
শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা বেঙ্গল অপকৃষ্ট  
বাঁশের পবিপশিত, চণ্ডালাদি বড়বিধ সঙ্করকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি  
চারিবর্ষে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে  
হীন ও নিকার। আরোগবাণি বড়বিধ হীনজাতীয়েরা

পরস্পর মিত্রভাবে পরস্পর বর্ষজা পত্নীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন  
করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ। তাহারা জনকপেক্ষা আরও  
হীন। দম্ভাজাতি কর্তৃক আরোগব স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান সমুৎ-  
পাদিত হয়, তাহার নাম সৈরিন্দ্র, ইহার কেশরচনা দি কার্য-  
কুশল। ইহার যদিও প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্যোপ-  
জীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।  
বৈদেহক জাতি কর্তৃক আরোগবী স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়,  
তাহার নাম মৈত্রেয়। ইহার স্বভাবতঃ মধুরভাবী, প্রাতঃকালে  
ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করা ইহাদের কার্য।  
নিষাদ কর্তৃক আরোগবস্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম  
মার্গব বা দাশ। ইহার নৈনির্দ্রাণকর্মকুশল। আরোগবী  
স্ত্রীগর্ভে জনকভেদে সৈরিন্দ্র, মৈত্রেয় এবং মার্গব এই জাতিত্রয়  
জন্মগ্রহণ করে। নিষাদ কর্তৃক বৈদেহীগর্ভসমুত সন্তানের  
নাম কারাবর, ইহার চর্ম্মচ্ছেদকারী। বৈদেহজাতি কর্তৃক  
কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ ও নিষাদস্ত্রী হইতে মেদজাতি, চণ্ডাল  
হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণুবাবহারজীবী পাণ্ডুসোপাক, নিষাদ  
বৈদেহীতে আহিণ্ডিক ও চণ্ডাল হইতে পুন্সীস্ত্রীগর্ভে সোপাক  
জাতি জন্মগ্রহণ করে। এই সোপাক জাতি জন্মদের কার্য  
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। চণ্ডাল হইতে নিষাদীগর্ভ-  
সমুত যে সন্তান, তাহার অস্ত্রাবসায়ী (গম্বাপুত্র), অশানকার্য্য  
ইহাদের উপজীবিকা। এই সকল বর্ষসঙ্কর জাতি নিন্দনীয়  
এবং নিন্দ্যকর্ম্মকারী। (মহু ১০ অং ও কুল্লুকভট্ট)

বর্ষসঙ্করদোষ দ্বারা বহুতর শঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে,  
তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

“বর্ষসঙ্করদোষণ বহুশ্চ শঠজাতয়ঃ।

তাসাং নামানি সংখ্যাঞ্চ কো বা বক্তুং দ্বিজোত্তমঃ”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ ১ ব্রহ্মধঃ ১০ অং)

[ এই বর্ষসঙ্করের বিশেষ বিবরণ জাতি, সঙ্করজাতি ও তত্তৎ  
শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বর্ষসঙ্করিক (ত্রি) বর্ষসঙ্করসম্বন্ধীয়। অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা  
সঙ্করজাতির উৎপাদনকারী।

বর্ষসংঘাতি (পুং) বর্ষমালা।

বর্ষসংঘাত (পুং) বর্ষসমূহ।

বর্ষসমাস্রায় (পুং) অক্ষরমালা।

বর্ষসি (পুং) স্ত্রীপতি স্থলমিতি বৃদ্ধ আয়রণে (সানসিবনসি  
পর্ণসীতি। উপ্ ৪।১০৭) ইতি অসি ধাতোহুচ্ ৫। জল। (উজ্জল)

বর্ষস্মান (স্ত্রী) বর্ষ বা শকাব্দির উচ্চারণস্থান।

বর্ষস্বরোদয় (পুং) জ্যোতিষোক্ত শুভাত্তজ্ঞানের প্রকার বা  
নিয়মবিশেষ।

নয়শক্তিজন্যচর্যা-স্বরোদয়ত ব্রহ্মবাসলে উদ্ধৃত হইয়াছে, মাতৃকায় স্বরের সংখ্যা বোড়শ বলিয়া নির্দিষ্ট। এই বোড়শ স্বরের মধ্যে অক্ষর দুইটি—অং, অঃ। এই স্বর দুইটি ভাগ করিয়া লইতে হইবে। বোড়শ স্বরের চারিটি স্বর ক্রীষ, যথা—ঋ, ঌ, ২, ঐ। স্তবরাং এ চারিটি স্বরও ত্যাজ্য।

অবশিষ্ট দশটি স্বরের মধ্যে দুই দুইটি করিয়া পাঁচটি যুগ্ম হইবে। এই পঞ্চ যুগ্মের আদি পাঁচটি স্বর—অ, ই, উ, এ, ও। ইহারা হ্রস্বস্বর মধ্যে গণনীয়। স্তবরাং এই পাঁচটি স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্বনীয়।

এই স্বরোদয় হইতে লাভালাভ, সুখভোগ, জীবন-মরণ, জয়-পরাজয় ও সন্ধি এই সকল বিষয় বিমিত হওয়া যায়।

মাতৃকাবর্ণেই চরাচর পরিব্যাপ্ত, কিন্তু মাতৃকাবর্ণগুলি স্বর ভিন্ন উচ্চারণ করা অসম্ভব, স্তবরাং এই চরাচর নিখিলজগৎ স্বর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাই স্বরোদয় দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়।\*

অকারাদি পাঁচটি স্বর, ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতা বলিয়া কথিত। যথা—অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইরূপ ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞা, শান্তি ও শাস্তাতীতা এই পাঁচটি কলা এবং ঈজা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রদ্ধা ও মেধা এই পাঁচটি শক্তি নির্দিষ্ট আছে।

ঐ পঞ্চস্বর অকারাদিক্রমে চতুঃস্র, অর্ধচন্দ্র, ত্রিকোণ, বর্জ্বিন্দুয়ত, গোলাকার ও শুক্ল গোলাকার এই পঞ্চচক্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত; গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই বিষয়পঞ্চক এবং সম্মোহন, উদ্ভাসন, শোষণ, তাপন ও স্তম্বন এই পাঁচটি পঞ্চ বাণের বাণরূপে নির্ণীত।

“অকারাদি স্বরাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাত্মাঃ পঞ্চদেবতাঃ।

নিবৃত্তান্যঃ কলাঃ পঞ্চ ইচ্ছান্যঃ শক্তিপঞ্চকম্।

মায়াক্কাশ্চক্রেদান্দে ধরাত্তাং ভূতপঞ্চকম্।

গন্ধাত্মা বিষয়াস্তে চ কামবাণা ইতীরিতাঃ।” (স্বরোদয়)

\* “মাতৃকায়ঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ বোড়শসংখ্যকঃ।

তেষাঃ দ্বাবস্তিমৌ ত্যাক্ষৌ চোদ্যন্ত নপুংসক্যঃ।

শেখা দশ স্বরাস্তেয়ু তাদেকৈকো যিকৈ যিকৈ।

জেরা অন্তঃ স্বরান্যাস্ত হ্রস্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে।

লাকার্ণাত্তঃ হ্রস্বঃ হ্রস্বঃ ক্রীষিতঃ মরণ তথা।

জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্বঃ জেরঃ স্বরোদয়ে।

স্বরাহি মাতৃকোদ্যার মাতৃব্যাপ্তাং চরাচরম্।

তস্মাৎ স্বরোদয়ঃ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।”

(নয়শক্তিজন্যচর্যা-স্বরোদয়ত ব্রহ্মবাসলে)

অকারাদি পঞ্চস্বর আটভাগে বিভক্ত। যথা—মাত্রা, ভ্রূণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিতৃ এবং যোগস্বর।

যখন মাত্রাস্বর বলবান থাকে, তখন মন্ত্রসাধন, ব্রহ্মসাধন ও অস্ত্রান্ত্র অধোমুখ কার্য্য করিবে।\*

বর্ণস্বর প্রবল থাকিলে শুভাশুভ কর্ম করিবে, বর্ণস্বর সকল সময়ে বিশেষতঃ বুদ্ধকালে সিদ্ধিপ্রদ।\*

গ্রহস্বর বলবান থাকিলে মারণ, মোহন, ভক্তন, বিবেচন, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাহ, যুদ্ধ, গ্রাহার ও সংহার এই সমুদায় কার্য্য কর্তব্য।\*

জীবস্বর বলবান থাকিলে বন, অশঙ্কার, ভূষণ, বিচারভ, বিবাহ, যাত্রা ও পানাদি কার্য্য করিবে।\*

রাশিস্বর বলবান থাকিলে প্রাসাদ, হস্তা, উদ্যান, দেবতাহোপন, রাজ্যে অজিবক ও দীক্ষাকার্য্য করিবে।\*

নক্ষত্রস্বর বলবান হইলে শাস্তিক, পৌষ্টিক, গৃহাদিপ্রবেশ, বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা কার্য্য বিধেয়।\*

পিতৃস্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের দেশভঙ্গ, সেনাপতি ও মন্ত্রিনিয়োগ এই সকল কার্য্য করিবে।\*

আর যোগস্বর প্রবল হইলে জ্ঞানসম্ভব আগর অর্থাৎ অগ্নিমাধি অষ্টৈষ্যাপ্রাপ্তিবিষয়ক, শাস্তব ও শাস্ত্রের ইত্যাদি শারীরিক যোগ সাধন করিবে।\*

যে নাম ধরিয়া নিষ্প্রিত ব্যক্তিকে ডাকা যায়, যে নাম লইয়া ডাকিলে মানুষ গমন করে, সেই নামের আদ্যবর্ণে যে মাত্রা অর্থাৎ স্বর হইবে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রজনীকান্ত

(১) “সাধনঃ মন্ত্রসম্বন্ধে যত্রবাগক সর্বদা।

অধোমুখানি কাণ্যানি মাত্রাস্বরমলে ক্রুরা।”

(২) “বর্ণস্বরমলে সর্বং কর্তব্যক শুভাশুভম্।

সিদ্ধিঃ সর্বকাণ্যে বুদ্ধকালে বিশেষতঃ।”

(৩) “মারণঃ মোহনঃ ভক্তঃ বিবেচ্যেচ্চাটনে বলম্।

বিবাহঃ যিগ্রহঃ যাত্রাঃ কুণ্ডালগ্রহরোদয়ে।”

(৪) “গজাপানাদিকঃ সর্বং ব্রহ্মলঙ্কারভূষণম্।

বিদ্যারম্ভঃ বিবাহক কুণ্ডালীষস্বরোদয়ে।”

(৫) “প্রাসাদারম্ভাদি দেবতাহোপনানি চ।

রাজ্যাভিষেকেনঃ দীক্ষা কর্তব্যঃ রাশিক স্বরে।”

(৬) “শাস্তিকঃ পৌষ্টিককৈব প্রবেশে। বীজবাপনম্।

ক্রীষিবাহুত্বা মাত্রা কর্তব্য তস্বরোদয়ে।”

(৭) “শত্রুণাং দেশভঙ্গক ভূতদ্রুতক শেঠনম্।

সেনাধ্যক্ষত্বা মন্ত্রী কর্তব্য পিতৃকোদয়ে।”

(৮) “যোগেন সাধয়েৎযোগং দেহেহ জ্ঞানসম্ভবম্।

আগরঃ শাস্তবকৈব শাস্ত্রক কৃতীভরম্।” (স্বরোদয়)

• এই নামের আদ্য অক্ষর হইল 'র', এই 'র' বর্ণে অ-সংযুক্ত আছে। স্বতরাং মাত্রাশ্রয় হইবে 'অ'।

মাত্রাশ্রয়

অ	ই	উ	এ	ও
ক	কি	কু	কে	কো
খ	খি	খু	খে	খো
গ	গি	গু	গে	গো
ঘ	ঘি	ঘু	ঘে	ঘো
চ	চি	চু	চে	চো
ছ	ছি	ছু	ছে	ছো
জ	জি	জু	জে	জো
ঝ	ঝি	ঝু	ঝে	ঝো
ট	টি	টু	টে	টো

একণে বর্ণ প্রকৃতি অজ্ঞাত সপ্তস্বরের বিষয় বলা যাইতেছে।

অকারের নিম্নে ক ছ আদি যে ছয়টি বর্ণ আছে, তাহা অস্বরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিম্নে ছয়টি বর্ণ ই-স্বরের অন্তর্গত এবং উ-স্বরের নিম্নে ছয়টি বর্ণ উ-স্বরের অন্তর্গত, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের নিম্নে ছয় ছয়টি বর্ণ, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের অন্তর্গত হইবে।

উল্লিখিত বর্ণস্বরচক্রের নিম্ন যথা—

বর্ণস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
ক	খ	গ	ঘ	চ
ছ	জ	ঝ	ট	ঠ
ড	ঢ	ত	থ	দ
ধ	ন	প	ফ	ব
ভ	ম	য	র	ল
ব	শ	ষ	স	হ

৩ এ ৭ এই তিনটি অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 'ক'

অবধি 'হ' পর্যন্ত সমস্ত অক্ষর পঞ্চস্বরের নিম্নে তির্যক পঙ্ক্তি-ক্রমে বিভাজ্য করিবে। স্বরবর্ণের পঙ্ক্তি সময়ে সাতটি পঙ্ক্তি হইবে এবং সর্বসমেত পঁয়ত্রিশটি স্বরে পঁয়ত্রিশটি অক্ষর বিভাজ্য হইবে। (উপরের চক্র দ্রষ্টব্য।)

"কাদিহস্তান্ লিখেবর্ণান্ স্বরাধো ঙএনোচ্ছিতান্।

তির্যকপঙ্ক্তিক্রমেণৈব পঞ্চত্রিংশং প্রকোষ্ঠিকে ॥" (স্বরোদয়)

মহুয়ের নামের আদ্য বর্ণ বে স্বরের নিম্নে থাকিবে, সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণস্বর হইবে। \*

যেমন রসিকমোহন নামের আদ্যক্ষর 'র'। 'র' একারের পর্যায়ে আছে, স্বতরাং একার বর্ণস্বর হইতেছে।

ঙ এ ৭ এই তিন বর্ণ নামের আদিতে থাকে না, এই জ্ঞাত তাহা ত্যাগ করা হইল। যদি কোন নামের আদ্য বর্ণ 'ঙ' 'এ' অথবা '৭' হয়, তবে 'ঙ' এই বর্ণের পরিবর্তে 'গ', 'এ' এই বর্ণের পরিবর্তে 'জ' এবং '৭' এই বর্ণের পরিবর্তে 'ড' এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে।

যদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম-যামলের উক্তি অনুসারে ঐ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আদ্য বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিবে। †

একণে গ্রহস্বরের বিষয় বলা হইতেছে। অ স্বরে মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক; ই স্বরে কস্তা, মিথুন ও কর্কট; উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বৃষ; ও স্বরে মকর ও কুম্ভ; এই সকল রাশি-সম্বৃত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, তাহাকে সেই স্বরের নিম্নে স্থাপন করিবে।

গ্রহস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেঘ	কস্তা	ধনু	তুলা	মকর
সিংহ	মিথুন	মীন	বৃষ	কুম্ভ
বিহা	কর্কট			
বাল	কুমার	যুবা	বৃদ্ধ	মৃত
র মং	বু চং	বু	শু	শ

\* "সরনামাধিযো বর্ণো বহ্মাং স্বরাধিযোজিতঃ।

স স্বরভুক্ত বর্ণত বর্ণস্বর ইহোচ্যতে ॥" (স্বরোদয়)

† "নামোক্তা ঙ-এ-৭বর্ণা নামাধো সতি তে নহি।

চেতবন্তি তদা জ্ঞেয়া গজভ্যন্তে বহ্মাশ্রয়ঃ ॥

যদি নারি ভববর্ণাঃ সংযুক্তাক্ষরকণাঃ।

প্রাকৃতভাষিণো বর্ন ইতুয়ন্তা ব্রহ্মযামলে ॥



নামের আভ্যন্তরীণ হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সে স্বরকেই গ্রহস্বর বলা যায়। যেমন রসিকচন্দ্র, এই নামের আভ্যন্তরীণ 'র'। 'র' তুলা রাশি, ঐ তুলা রাশির অধিপতি শুক্র। শুক্র একার স্বরে পতিত, তাই রাশিস্বর হইল—'এ'।

একগুণ জীবস্বরের কথা বলা হইতেছে। 'অ' বর্ণের অক্ষর বোলাট। ক বর্ণাদি পঞ্চবর্ণে পাঁচ পাঁচটি করিয়া অক্ষর। ব বর্ণ ও শ বর্ণে চারি চারিটি করিয়া অক্ষর। প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাঙ্ক স্থির করিতে হইবে। যথা—

জীবস্বর চক্র

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ঌ	৐	৑
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ	ক	খ	গ	ঘ
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১	২	৩	৪
ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪
ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪
ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	*
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪

নামে বস্তুগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণসংস্থান সংখ্যা-ক্রমে অক্ষ সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্বর নিরূপণ করিবে। যেমন রসিক-মোহন এই নামে র ২ স ৩ ই ৩ ক ১ ম ৫ ও ১৩ হ ৪ ন ৫ ইহার ৩০। ইহা পাঁচ দ্বারা বিভক্ত করিলে শেষ ১; সুতরাং জীবস্বর অ—১। \*

অ-স্বরে বেবসিংহালিঙ্গি: কভাভুসককটি:।

ঊ-স্বরে চ ধর্ম্মানো এ-স্বরে চ তুলাভুসো।

ও-স্বরে বৃষভুজো চ রাশিভাভু গ্রহস্বর:।

বরাহ: বাপরেং খেটান্ রাগেরো বস্তু নামক:।" (স্বরোদয়)

• "বোভলাকরকোবর্গ: ত্রাং কবিবর্গ পঞ্চক:।

চতুর্কণো কণো বর্ণো সংখ্যা বর্ণে কীর্তিকা:।

নামো বর্ণা: বরা গ্রাহ্য বর্ণাং বর্ণসংখ্যা:।

পতিভা: পতিভক্ত: পঞ্চ জীবস্বর বিহ:।" (স্বরোদয়)

একগুণ রাশিস্বর নিরূপণ করা বাইতেছে,—

রাশিস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেঘ	মিথুন	কর্কট	বিহা	মকর
৩	৩	৬	৬	৩
বৃষ	কর্কট	তুলা	ধর্ম্ম	কুন্ত
মিথুন	সিংহ	বিহা	মকর	মীন
৬	৩	৬	৬	৩

অক্ষর স্বরে মেঘ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম বড়ংশ লক্ষিত হইবে। ই-স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট রাশি ও সিংহ রাশি লভ্য হইবে। উ-স্বরে কর্কট তুলা এবং বৃশ্চিকের তিন অংশ পাওয়া যাইবে। এ-স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ চার অংশ, ধর্ম্ম ও মকর রাশির প্রথম চার অংশ ধরিতে হইবে। ও-স্বরে মকরের অন্তিম তিন অংশ কুন্তরাশি ও মীন রাশি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যেমন রসিকচন্দ্র এই নামের আভ্যন্তরীণ অক্ষর 'র'। 'র' তুলা রাশির প্রথমংশে উ-স্বরে পতিত, তাই উ-স্বর রাশিস্বর হইতেছে ইহার সংখ্যা—৩। \*

একগুণ নক্ষত্র স্বরের কথা বলা হইতেছে,—

নক্ষত্রস্বর

অ	ই	উ	এ	ও
২৭	৭	১২	১৭	২২
১	৮	১৩	১৮	২৩
২	৯	১৪	১৯	২৪
৩	১০	১৫	২০	২৫
৪	১১	১৬	২১	২৬
৫				
৬				

অ-স্বরে রেবতী, অশ্বিনী, তরুণী, জ্যৈষ্ঠা, মৌলী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, এই সাতটা নক্ষত্র লক্ষিত হইবে। ই-স্বর প্রভৃতি

• "বেবদ্বাব্যকারে চ মিথুনাব্য: বড়ংশক:।

মিথুনাব্যকারে ইকারে সিংহকর্কট:।

কর্কট তুলা উকারে চ বৃশ্চিক জ্যৈষ্ঠাংশক:।

একারে বৃশ্চিকভাগা: বর্ষাভাগ মৃগশিরা:।

অংশাভাগে বৃষভাভাগ: কুন্তরীণো তরুণস্বর:।

এবং রাশিস্বর: মোক্ষো নবাবংশকসংখ্যা:।" (স্বরোদয়)

স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্বহ্ন হইতে পাঁচটা করিয়া নক্ষত্র ধণাক্রমে লভ্য হইবে। অর্থাৎ অ-স্বর ২৭।১২।৩৪।৫৬, ই-স্বর ৭।৮।৯।১০।১১। উ-স্বর ১২।১৩।১৪।১৫।১৬, ঐ-স্বরে ১৭।১৮।১৯।২০।২১, ও-স্বরে ২২।২৩।২৪।২৫।২৬।

শতপদচক্রায়া নামের আশ্রম অক্ষরে যে নক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র যে স্বরে পড়িবে, তাহাই নক্ষত্র স্বর, যেমন শতপদ চক্রায়া রসিকচক্র এই নামের আশ্রমের 'র' দ্বারা ১৪ চিত্রা নক্ষত্র হয়। চিত্রা নক্ষত্র উকার স্বরে পতিত, সুতরাং নক্ষত্র-স্বর উকার, সংখ্যা—৩।

পিতৃস্বরচক্র।

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা
বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ
জীব	জীব	জীব	জীব	বর্ণ
৫	৫	৫	৫	৫

মাত্রাস্বর, বর্ণস্বর ও জীবস্বর, এই সমুদায় সংখ্যা একত্র করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা পিতৃস্বর ঠিক হইবে। যেমন পূর্নোক্ত মাত্রাস্বর অ-১, বর্ণস্বর এ-৪, পূর্নোক্ত জীবস্বর অ-১ ইহার শেষ ৬, ইহা পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে শেষে ১ থাকে, সুতরাং পিতৃস্বর অ-১।

যোগস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মা	মা	মা	মা
বর্ণ	ব	ব	ব	ব
গ্রহ	গ্র	গ্র	গ্র	গ্র
জীব	জী	জী	জী	জী
রাশি	রা	রা	রা	রা
নক্ষ	ন	ন	ন	ন
পিতৃ	পি	পি	পি	পি
৫	৫	৫	৫	৫

নামের মাত্রা ও বর্ণ সমুদায় হইতে স্বর লইয়া তাহার সমষ্টি

করিবে, পরে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া বাহ্য থাকিবে, তাহাই যোগস্বর। যথা পূর্নোক্তিয়া অনুসারে মাত্রাস্বর ১, বর্ণস্বর ৪, গ্রহস্বর ৪, জীবস্বর ১, রাশিস্বর ১, এই সমস্ত একত্র যোগ করিলে ১৭ হয়, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে, অতএব যোগের ই-উহার সংখ্যা ২।

[ স্বরোদয় শব্দে দ্রষ্টব্য ]

বর্ণা (দ্রী) বর্ণাতে ভক্ষ্যতে ইতি বৃগু ভক্ষণে কক্ষণি ঘঞ। তত-  
ষ্টাপ্। আঢ়কী। (হেম)

বর্ণাঙ্কা (দ্রী) বর্ণা অঙ্ক্যন্তেন্নয়েতি অঙ্ক করণে ঘঞ, তত-  
ষ্টাপ্। লেখনী। (শম্বরঙ্গা)

বর্ণাট (পুং) বর্ণান্ অটতীতি অট-অচ্। ১ গায়ন। ২ চিত্রকর।  
৩ দ্রীকৃতজীবন। (মেদিনী)

বর্ণাত্মন (পুং) বর্ণঃ অক্ষরম্ আত্মা স্বরূপং যন্ত। শব্দ। (জটধর)

বর্ণাধিপ (পুং) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাধীনামধিপঃ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের অধিপতি গ্রহ। বৃহস্পতি ও গুরু ব্রাহ্মণের অধিপতি, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়ের অধিপতি, চন্দ্র বৈশ্য-  
দিগের, বুধ শূদ্রের এবং শনি অসভ্য জাতির অধিপতি।

“ব্রাহ্মণে গুরুবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভোমভার্যরৌ।

চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতিমন্মোহন্ত্যাজে জনে ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

বর্ণাশ্রম (দ্রী) অশ্রম বর্ণের ভাব। বর্ণের পরিবর্তন।

বর্ণাপেতে (ত্রি) বর্ণানপেতঃ। বর্ণহীন, সঙ্কর জাতি।

“বর্ণাপেতমবিজাতঃ নরঃ কলুষযোনিজম্।

আধ্যাক্ষণমিবানার্যঃ কক্ষণিঃ স্বৈবিভাবয়েৎ ॥” (মহু ১০।৫৭)

“বর্ণাপেতঃ বর্ণভাদপেতঃ মনুষ্যঃ সঙ্করজাতঃ” (কুল্লুক)

বর্ণাশ্রম (পুং) বর্ণানাং চাতুর্বর্ণানাং আশ্রমঃ। চাতুর্বর্ণাশ্রম,  
চারিবর্ণের আশ্রম।

বর্ণাশ্রমধর্ম (পুং) চারি বর্ণের আশ্রমধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ আশ্রমে অবস্থান করিয়া যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা ও যে কর্ম দ্বারা ঐহিক ও পার্শ্বত্বিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহাকে আশ্রম ধর্ম কহে। ইহা প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন প্রকার। মহাত্ম্যতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধিষ্টির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম কি? এবং চারি বর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম কি? কোন্ কোন্ বর্ণের কোন্ আশ্রমে অধিকার। ভীষ্মদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, চারি বর্ণের আশ্রমধর্মের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধপরিভ্যাগ, লভ্যবাক্যপ্ররোগ, সম্যক্ক্রমে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টা সর্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম।

ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম। শাস্ত্র

স্বভাব, জ্ঞানবান্, ব্রাহ্মণ যদি অসং কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সংপথে ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দ্বার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার কর্তব্য। ব্রাহ্মণ অথ কোন কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা হয়।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্রিয়ের প্রধান ধর্ম। যাচঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যবধে উত্তম হওয়া ও সমরাজ্ঞে বিক্রম প্রকাশ করা ক্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। দস্যবিনাশ ব্যতীত ক্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই ক্রিয়াদিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজা অথ কোন কার্য্য করুন, বা না করুন আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্রাদ্রধর্ম রক্ষা হয়।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সতপায অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্ধিগেবে পত্নপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম। এতদ্ব্যতীত অথ কোন কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধ্যায়ে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের স্রষ্টা করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বণীভূত হইতে পারেন এবং তদ্বিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্মকাৰ্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রকে ভরণ, পোষণ এবং চত্ব, বেটন, শয়ন, আসন, উপানংযুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করিবেন। এই সকল দ্রব্য শূদ্রের ধর্মলব্ধ ধন। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উক্ত হইবে, প্রভু তাহার সেই ধন গ্রহণ করিবেন।

যজ্ঞ নানাপ্রকার এবং তাহার ফলও বহুবিধ। ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার থাকিলেও মধ্যে অধিকার নাই। চারি বর্ণের সমুদায় যজ্ঞ মধ্যে সর্বাগ্রে প্রজায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। প্রজা মহদেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিক-দিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। চারি বর্ণের মধ্যে অতিশয় প্রজাসম্পন্ন হইলেই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার জন্মে। লোকে চৌধা প্রভৃতি পাপকাৰ্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে

পারে এবং মহর্বিগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ত্রিলোক মধ্যে যজ্ঞের ভূলা আর কিছুই নাই। অতএব বর্ণচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান হইয়া পরম ব্রহ্মস্বরূপে সাধ্যরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

লোকে বানপ্রস্থ, তৈক্ষ্য, গার্হস্থ ও ব্রাক্ষচর্য্য এই চারিটা আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রাক্ষচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। আয়াজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কারে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাক্ষচর্য্যগ্রহণ, অধ্যাধানাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে তিনি গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল পত্নীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক উচ্ছিন্ন হইয়া অনাস্রাসে ব্রাক্ষচর্য্য লীন হইতে পারেন। ব্রাক্ষচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে তৈক্ষ্য ধর্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি স্তব্ধঃস্ববহিত, নিকেতনবিহীন, যদৃচ্ছালক্ক্ষীণী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগকামনাশূন্য ও নির্ধিকারচিত্ত হইয়া পরিশেষে ব্রাক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

ক্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন। স্বধর্মনিরত ক্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও তৈক্ষ্যধর্মগ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়স্ক বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিতে পারে। ক্রিয় বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদপাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও প্রাকাদি দ্বারা পিতৃ-দিগের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া শেবাবস্থায় আশ্রমাস্তর অবলম্বন করিতে পারেন। ক্রিয় গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্রিয়াদি তিনবর্ণের কাম্যধর্ম, নিত্য-ধর্ম নহে।

মানবমণ্ডলীর মধ্যে এক ক্রিয়বর্ণই শ্রেষ্ঠতর ধর্মের সেবা করিয়া থাকেন। বেদে কথিত আছে যে, অজ্ঞ তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ম সমস্তই ক্রাদ্রধর্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে লীন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অজ্ঞাত ধর্মকে অন্নফলপ্রদ এবং ক্রিয়ধর্মকে আশ্রমের সারস্বত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, ক্রাদ্রধর্ম—সমুদয় ধর্মের সারস্বত। এক রাজধর্মের প্রভাবেই সমুদয় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। নওনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধর্ম এককালে নষ্ট হইয়া বাইত। চারি আশ্রমের ধর্ম, বৃত্তিধর্ম,

লোকাচারপ্রথা ও কার্য সম্বন্ধে এক ক্ষত্রিয়ধর্ম-প্রভাবে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

( ভারত শাস্ত্রিণ° বর্ণাশ্রমধর্ম ৬০-৭০ অ° )

ভগবান্ মহু এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সাংবেদীধারণ, অধ্যাপন, হজন, বাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই চারু কৰ্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। এই চারু কৰ্মের মধ্যে অধ্যাপন, বাজন এবং লংপ্রতিগ্রহ এই তিনটা ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। কিন্তু হজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটা ক্ষত্রিয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যাপন ও বাগ এই তিনটা কৰ্মই। ক্ষত্রিয়ার দ্বারা বৈশ্যের পক্ষেও বাজনাশি নিষিদ্ধ। প্রজাগণের স্বাক্ষর জন্ত অজ্ঞানধারণ ক্ষত্রিয়ার বৃত্তি, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা, এবং দান, বাগ ও অধ্যাপন উভয়েরই অবশ্যকৰ্ম্ম। স্বকৰ্ম্ম মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন প্রাপ্ত, ক্ষত্রিয়ার প্রজাপালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালন।

যদি এই সকল স্বকৰ্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ না হয়, তাহা হইলে নিরাক্ত আপদক্ষোভ বিধানমুসারে চারিবর্ণ জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন। যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি দ্বারা সুস্থ সংবর্ধনপূৰ্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রামনগরস্থানি ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকাকর্ষন করিবেন। কারণ ইহাই তাহার আসন্নবৃত্তি। নিজবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই উভয়বিধ কৰ্ম্মদ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্বাহ কঠিন হইবে, তখন তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ এক ক্ষত্রিয় ইহারা উভয়েই হিংসাবহুল গণাদি পশ্যাদীন কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সজ্ঞাননিমিত্ত। কারণ এতদুপলক্ষে হস্তকুশলাদি সকলনদ্বারা ভূমিহিত বহু প্রাণীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ার নিজবৃত্তির অসমর্থ এবং কৰ্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্ত্র বর্জন করিয়া বৈশ্যের বিক্রোভব্য বস্ত্রভাত বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন।

সর্বপ্রকার রস, তিল, প্রোত্তর, সিদ্ধার, লবণ, পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ। কুহুমাদি দ্বারা রক্তবর্ণ দ্রবনির্মিত সর্ববিধ বস্ত্র, পণ ও অঙ্গীতন্তর বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ না হইলেও মেঘলোম বিনির্মিত কণ্ঠ্যাদি এ সকল বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। জল, পত্র, বি, মাংস, সোমরস, সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, কীর, ধূসি, মন, কুড়, তৈল, মধু, শুড়, কুশ,

সর্বপ্রকার আরণ্যপশু, বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী, পশু, অখণ্ডিতধূস অঘাদি; এতদ্বিধ পক্ষী, নীল, মন্ড এবং লাক্ষা এই সকল বস্ত্র বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বয়ং কৰ্ম্মদ্বারা তিল উৎপাদন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বিক্রয়দ্বারা বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভপ্রত্যাশার বিলম্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভোজন, মর্দন এবং দানব্যতীত যদি কেহ তিলবিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত ক্রুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া কুহুমবিষ্ঠার নিম্ন হইয়া পাকে। ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিযামাত্রই পতিত হন, কিন্তু ক্রমাগত তিনদিন চুড় বিক্রয় করিলে শূদ্রপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মাংসাদি ভিন্ন অস্ত্র নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূৰ্ব্বক ক্রমাগত ৭ দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যপ্রাপ্ত হন। একরূপ রসদ্রব্যের বিনিময়ে অপর রসদ্রব্য লওয়া বাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। সিদ্ধান্তের বিনিময় আহারের সহিত এবং ধাতুর বিনিময়ে তিল লওয়া বাইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণ দিতে হয়।

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা অভিহিত হইল, ক্ষত্রিয়ও এইরূপ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন। স্বধর্ম্ম নিরুপ্ত হইলেও তাহার আচরণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। পরধর্ম্ম স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি কেহ আচরণ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বধর্ম্ম নিরুপ্ত হইলেও তাহা অমুচ্যে। পরকীয় ধর্ম্ম হ্রাস হইলেও লোকের অমুচ্যে নহে। যেহেতু জাত্যন্তরধর্ম্মদ্বারা জীবনধারণ করিলে মনুষ্য তৎকণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।

বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অনাচার পরিহারপূৰ্ব্বক দ্বিজপুত্রদ্বারা শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন। শূদ্র যদি নিজ বৃত্তি দ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তবে কাককরাদি কৰ্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিবে। যে কৰ্ম্মাচরণে দ্বিজপুত্রবা নির্বাহ হয়, এইরূপ বিবিধ কাককৰ্ম্ম ও শিরকৰ্ম্ম করিবে।

স্বপর্থাভ্যস্ত ব্রাহ্মণবৃত্ত্যভাবপ্রাপ্তি হইয়াও যদি ক্ষত্রিয় বা কৈতবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে এইরূপ বৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। বিপন্ন ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ জল ও অগ্নির দ্বারা পবিত্র। আপৎকালে ব্রাহ্মণের শিক্তি ব্যক্তির হাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহও পাপ হয় না। প্রাণাত্যর মন্তাবনার যদি ব্রাহ্মণ নীচজাতির অন্নও গ্রহণ করেন, তথাপি আকাশে যেরূপ পদ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাহার কোন পাপাশঙ্কা নাই।

বৃত্তিক্ত বর্ষ অতীত নিম্ন তনয়ের প্রাণসংহারে সমুত্তর হইয়াছিলেন, ভবাণি কুংপ্রতীকার ইহার উল্লেখ বলিয়া তিনি পাণে লিপ্ত হন নাই। বামদেব বর্ষি কুখার্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুতুম্বাংল ভোজনেচ্ছ হন, তাহাতে তিনি পাণলিপ্ত হন নাই, অতএব ব্রাহ্মণ আপং কালে অতিনিমিত্ত কর্ণের আচরণেও পাপভাজন হন না।

ব্রাহ্মণের নিমিত্তাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট। উপনয়নসংহারে সংকৃত্যাক্ষা ব্রাহ্মণদিগের যাজনও অধ্যাপন কর্তৃ নিত্য কর্তব্য, কিন্তু আপং-কালে নিকৃষ্ট জাতি বা শেবজন্মা শূত্র হইতেও প্রতিগ্রহ বিধেয়। ব্রাহ্মণের জপ ও হোম দ্বারা শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতির যাজনাধ্যাপনজনিত পাপ নষ্ট হয়। বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ উপপাতকী প্রকৃতির নিকট হইতে শিলোজবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন। কারণ অসং প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা উজ্জ্বলি আরও প্রশস্ত। ধনাভাবে অবসর ব্রাহ্মণ ধাত্ত বস্ত্রাদি, তান্ত্র ও কাংস্তাদি নির্মিত দ্রব্য কত্রিরের নিকট বাজ্রা করিবেন।

কৃষ্ট ভূমি অপেক্ষা অকৃষ্ট ভূমির শত প্রতিগ্রহ করা প্রশস্ত এবং গো, ছাগ, মেঘ, হিরণ্য, ধাত্ত ও সিদ্ধায় এই সকল দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ক পূর্ক দ্রব্যের প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। সকলেরই ৭ প্রকার ধনাগম ধর্মসম্পত্ত, যথা—দায় প্রাপ্ত ধন, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন, ক্রয় ও ধাত্তাদি বৃত্তি লব্ধধন, ক্রয় বাণিজ্যাদি কর্তব্যযোগে লব্ধ ধন এবং সংপ্রতিগ্রহ লব্ধ ধন। এই ৭ প্রকার উপায়ে ধনাগম উত্তম বলিয়া অভিহিত হইরাছে। বিত্তা, শিলকার্য, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, অন্ন প্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং যুদ্ধের জন্ত ধন-প্রয়োগ এই সকল জীবিকার হেতু। ব্রাহ্মণ বা কত্রিরের কবাচিং হন গ্রহণ করিয়া ঋণ দান কর্তব্য নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম-কর্তব্য অন্ন হুয়ে নিকৃষ্টকর্তব্যে ঋণ দান করিতে পারেন।

বিগ্রাসেবার জীবিকা না চলিলে শূত্র যদি বৃত্তান্তরাজিলায়ী হয়, তাহা হইলে কত্রির তাহার সেবা, ইহার অভাবে বৈশ্যের সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। বর্ণ ও জীবিকা লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূত্রের আরাধ্য। শূত্র ব্রাহ্মণসেবক এই বিশেষণ মাত্রই কৃত্যার্থতা লাভ করে। শূত্রের ব্রাহ্মণসেবা ভিন্ন আর যে কিছু কার্য তাহা নিম্নল। ব্রাহ্মণ শূত্রকৃত্যের পরিচর্যা, সামর্থ্য, কার্ণবৈশুপা এবং উহার পোষ্টবর্ণের পরিমাণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বেতন অবধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূত্রের তদকার্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ জীর্ণ বস্ত্র, পয়সার্থ জীর্ণবস্ত্রা এবং ধাত্তের পুলাক প্রদান করিবেন।

সত্যনাথি অপজন্ম তদ্বশে শূত্রের পাপ নাই। উপনয়নাদি সংহার এবং অরিহোত্রাদি ব্রহ্ম অধিকার নাই। কিন্তু পাক বজ্রাদি কার্য নিষিদ্ধ নহে। বর্ণাশ্রম শূত্র ধর্মেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণাদির অহুতের পক্ষ বলাবজ্রাদি মন্ত্র বর্জন করিয়া করিবেন। অহুত-শূত্র শূত্র ব্রহ্মণ শূত্রাত্মকোনে প্রবৃত্ত হয়, তদবস্থায় ইহলোকে মাত্ত এবং পরলোকে বর্ণনাভ করে। রাজা শূত্রে লব্ধ সুকর করিতে দিবেন না, কারণ শূত্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতে পারে। এই জন্ত শূত্রের অর্থসকর নিষেধী।

চারি বর্ণ এইরূপ বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন।

(মহু ১১ অ০)

বর্ণাশ্রমবৎ (ত্রি) বর্ণাশ্রম অন্ত্যর্থে মতুপ মত বঃ। বর্ণাশ্রম-বিশিষ্ট।

বর্ণাশ্রমিন্ (ত্রি) বর্ণাশ্রমঃ অন্ত্যর্থে ইনি। বর্ণাশ্রমধর্মযুক্ত।

(ভাগবত ৭।৪।১৪)

বর্ণাশ্রম, আসামের অন্তর্গত একটি নদী। (মেঘাবলী)

বর্ণার্থ (পুং) বর্ণমহীতীতি অর্হ-অণ। বৃন্দ। (রাজনিং)

বর্ণি (স্ত্রী) বর্ণ্যতে শূত্রে ইতি বর্ণ ভূতো ইন্। ১ বর্ণ। (পুং)

২ বলি। (বর্ণবলিচ্যাহরণ্যো। উণ্ ৪।২৩)

বর্ণিক (পুং) বর্ণা লেখ্যেণ সতি অর্জতে বর্ণ-ঠন্। ১ লেখক।

‘লেখকেহক্ষরপূর্কঃস্থানচর্যবীচ্যকঃ।

বণিকো লিপিকরশ্চাকরভাসে লিপিলিপিঃ ॥’ (হেম)

বর্ণিকা (স্ত্রী) বর্ণা অক্ষরানি লেখ্যেণ সত্যাত্মাঃ ইতি বর্ণ-ঠন্-টাপ্। ১ কঠিনী। বড়ি।

‘লেখন্ত্য কণিকাপি ত্রাং বক্তৃত্যমপি বর্ণিকা।’ (হারাবলী)

২ মসি। ৩ কাকনের উৎকর্ষ।

‘বর্ণকাকরগেহতী তু চন্দনে চ বিলপনে।

ধরোদীলাদিবু ত্রী ত্রাহুৎকর্ষে কাকনত চ ॥’ (মেদিনী)

বর্ণিন্ (পুং) বর্ণা অক্ষরানি লেখ্যেণ সত্যাত্মেতি বর্ণ-ইনি।

১ লেখক। বর্ণা নীলপীতাদয়ঃ লেখ্যেণ সত্যাত্মেতি।

২ চিত্রকর।

‘অদারকুশমুজানং পলাশমরবর্ণিনাম্।

বরসেন্দনদিষ্টানং কাকরত চ সক্ষান্ ॥’ (ভারত ১২।৬২।৫৭)

বর্ণ (বর্ণাশ্রমচারিণি। পা ৫।২।১০৪) ইতি ইনি।

৩ ব্রহ্মচারী।

‘বর্ণী স্যাৎ লেখকে চিত্রকরেহপি ব্রহ্মচারিণি’ (মেদিনী)

(ত্রি) ৪ বর্ণবিশিষ্ট। বর্ণোত্তরপদাত্ম (ধর্মশীলবর্ণাভাজ। পা

৫।২।১০২) ইতি ইনি। ৫ ব্রাহ্মণ।

‘ব্রাহ্মনাধ্যাপনে ততে বিত্তভাজ প্রতিগ্রহঃ।

বৃত্তিভরমিবং প্রাহুর্নদো ভোষ্টবর্দিনঃ ৪’ (কাসক ৭।২।১১)

বর্ণিনী ( স্ত্রী ) বর্ণিন-স্ত্রীপ্ । ১ বর্ণিতা । ২ বর্ণিতা । ( হেম )  
বর্ণিত ( ত্রি ) বর্ণ-ক্ত । ১ স্ত্রীযুক্ত, পর্ষায়—ক্লিষ্ট, শত্রু,  
পণায়িত, পনায়িত, প্রণত, পনিত, পণিত, গীর্ণ, অভিষ্টত,  
ক্লিষ্ট, স্তত, স্তত । ( জটাবর্ণ ) ২ বিস্তারিত ।

“চতুর্থমেতদ্বিপুলং বৈরাটং পর্ক বর্ণিতং ।” ( ভারত ১২।২০২ )  
৩ কথিত ।

“ব্রতন্তু স্তম্ভ ন ময়া দরিদ্রস্যাপি বর্ণিতং ।” ( কথাসং ১২।৩৬ )

বর্ণিল ( ত্রি ) বর্ণ-শোমাদি-পামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ । ( পা  
৫।২।১০০ ) ইতি প্রশস্তার্থে ইলচ্ । প্রশস্তবর্ণবিশিষ্ট, বর্ণগত ।

বর্ণ ( পুং ) বর্ণ-সংভকো ( অজিবীভ্যো নিচ । উণ্ ৩।৩৮ )  
ইতি-গু-সচ্-নিৎ । ১ নদবিশেষ । ২ আদিত্য । ৩ দেশবিশেষ ।

[ পবর্গে বন্ম দেখ । ]

বর্ণ্য ( স্ত্রী ) বর্ণ-ণ্যৎ । ১ কুজুম । ( ত্রি ) ২ বর্ণকর । ( পুং )  
৩ খেতাজক । বর্ণ্যগণ—রক্তচন্দন, পুরাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারসমূল,  
যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ভূইকুমড়া, চিনি ও দূর্লা । এই  
দশটা বর্ণ্যগণ । ( চরক সূত্র ৪ অং )

বর্ণ্য ( পুং ) গন্ধক । ( বৈয়াকনিং )

বর্তক ( স্ত্রী ) বর্ততে ইতি বৃত-গুল্ । ১ বর্তলোহ, চলিত বিনারি ।  
( হেম ) ( ত্রি ) ২ পূজক ।

“নিবেশ্য সেনাং ভরতঃ পত্যাং পাদবতাং বরঃ ।

অভিগন্তং স কাংকুংহমিয়েষ গুরুবর্তকঃ ॥” ( রামা ২।১০।৭।২ )

( পুং ) ৩ পক্ষিবিশেষ, চলিত ভারই পাখী ।

৪ অশ্বের কুর । ( অমর )

বর্তক ( স্ত্রী ) বর্তক-টাপ, ‘বর্তক’ শব্দনৌ প্রাচ্য’ ইতি  
বাটিকোক্ত্যা-ন-অত-ইত্বং । বর্তকপক্ষী । ( অমরটীকায় রায়মুক্তি )

বর্তকী ( স্ত্রী ) সপলা, সাতলা ।

বর্তজন্মন্ ( পুং ) বর্তনি আকাশপথে জন্ম যন্ত । মেঘ । ( শব্দমালা )

বর্ততীক্ষ্ণ ( স্ত্রী ) ব্রহ্মলোহ, বিদূরী । ( রাকনিং )

বর্তন ( স্ত্রী ) বর্ততেহনেতি বৃত-করণে লুট্ । ১ বৃত্তি,  
স্ত্রীবনোপায়, বেতন ।

“বিনা বর্তনমেবৈতে ন ত্যজন্তি মমাস্তিকং ।”

২ সাধারণ বর্তুল । ৩ তুলনাল । ৪ তুলুপীঠ । তুলার  
পাইজ । ৫ জীবন । ( মেদিনী )

“দেবতাপিতৃমর্ত্যানাংমতিখীনাঞ্চ বর্তনম্ ।

বৃত্তাবশিষ্টেনোয়েন পুংসপ্তস্ত গৃহং ব্রজ ॥” ( মার্কপু ৫০।৭১ )

পুং বর্ততে ইতি বৃত- ( অল্পদান্তেচ ৫ হলাদেঃ । পা ৩।২।৪৯ )

ইতি যুচ্ । ৫ বামন । ( মেদিনী ) ( ত্রি ) ৬ বর্তিষ্ণু ।

“এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মলোক্যবর্তনঃ ।

ত্ৰিগুণ্যনুপিতৃদেবানাং সত্ত্ববো যত্র কণ্ডিঃ ॥” ( ভাগ ৩.১১।২৬ )

( স্ত্রী ) ৭ পরিবর্তন । ৮ নিবৃত্তের বর্তনীকরণকর্ম ।

৯ শল্যকম্পনকর্ম । ( মুদ্রান্ত মুদ্রাহাং ৭ অং ) ১০ স্থিতি,

অবস্থিতি । ১১ নিয়োগ । ১২ বৃত্তিযুক্ত । ১৩ বর্তমান ।

১৪ স্থিতিশীল । ১৫ বায়স । ১৬ স্থাপন । ১৭ পেষণ ।

বর্তনি ( পুং ) ১ পূর্কদেশ । ( স্ত্রী ) বর্ততেহনেতি বৃত ( বৃত্তেচ ৫ ।

উণ্ ২।১০।৭ ) ইতি অনি । ২ পস্থা । ( উজ্জল )

বর্তনিন্ ( ত্রি ) পথিক ।

বর্তনী ( স্ত্রী ) বর্তনি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ত্রীষ্ । ১ পস্থা ।

২ পেষণ । ( শব্দরত্নাং )

বর্তনীয় ( ত্রি ) বর্তনযোগ্য ।

বর্তমান ( পুং ) বর্ততে ইতি বৃত-শানচ্ । প্রয়োগের অধি-

করিণীভূত কাল । পর্যায় অতন, অধুনাতন । ( রাজনিং )

ব্যাকরণ মতে আরম্ভের অসমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান । এই

বর্তমান প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য

এই চারি প্রকার ।

“প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ ।

নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্তমানশ্চতুর্বিধঃ ॥”

( মুদ্রাবোধটীকায় চূর্ণাদাস ) এই চারিপ্রকার বর্তমানের মধ্যে

সামীপ্য দ্বিবিধ ভূতসামীপ্য ও ভবিষ্যৎসামীপ্য । এই চারিপ্রকার

বর্তমানের উদাহরণ যথা ‘মাংসং ন খাদতি’ এই স্থলে আদিতে

প্রবৃত্ত যে মাংসভোজন তাহা নিবর্তিত করিতেছে, এইজন্ত ইহা

প্রবৃত্তোপরত বর্তমান । ‘ইহ কুমারাঃ ক্রীড়ন্তি’ এই স্থলে

কুমারগণের তদানীন্তন ক্রীড়নাব্যবহাও পূর্কে তাহারা ক্রীড়া

করিয়াছিল, এই বোধ হওয়ায় ইহা বৃত্তাবিরত বর্তমান । ‘পর্কতা-

স্তিষ্ঠন্তি’ এইস্থলে পর্কতদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎকালে অবস্থানের

সম্বন্ধবিবন্ধাহেতু বর্তমানত্ব থাকায় নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান ।

‘কদা আগতোহসি ইতি প্রশ্নে অধ্বশ্বেনাদেবর্তমানত্বাৎ

এষোহহং আগচ্ছামি ইতি আগতোহপি বদতি’ অর্থাৎ কখন

আসিয়াছ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আগতব্যক্তি এই আমি আসিলাম

এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে তাহার আগমনক্রিয়া হইয়া গেলেও

আগমন জন্ত পথশ্রমাদির বর্তমানতা থাকায় এইস্থলে ভূতসামীপ্য

বর্তমান হইয়াছে । ‘কদা গমিষ্যসি ইতি প্রশ্নে এষোহহং গচ্ছামি

ইতি গমনক্রিয়মাগন্ত্য মোহর্ষি বদতি’ কখন গমন করিবে এইরূপ

প্রশ্ন করিলে গমন করিতে উত্তত ব্যক্তি এখনই গমন করিতেছি

এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে গমনক্রিয়া আরম্ভ না হইলেও

ভবিষ্যতের সামীপ্য হেতু এইস্থলে ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্তমান

হইয়াছে । এই চারিপ্রকার বর্তমান । ভূত, ভবিষ্যৎ ও

বর্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ । প্রারম্ভ ও অসমাপ্তকালই বর্তমান,

উপস্থিত বা উপস্থিতের সমীপ বর্তমান । [ থাকু ও কালশব্দ দেখ ]

বর্তমান কালে নট বিভক্তি হয়। (ত্রি) ২ বিভ্রমান, উপস্থিত, বাহা চলিতেছে। ৩ সাক্ষাৎ। ৪ স্থিতিশীল। বর্তমানতা (স্ত্রী) বর্তমানস্ত ভাবঃ তন্-টাপ্। বর্তমানত্ব, বর্তমানের ভাব বা ধর্ম।

বর্তমানাফেপ (পুং) বর্তমান ঘটনার অঙ্গমতি বা অস্বীকার। বর্তরুক (পুং) বর্তো বর্তনং রাত্তি গুল্লাভীতি বা বাহুলক্য উক। ১ নদীভেদ। ২ কাকনীড়। ৩ জলাবট। (মেদিনী) ৪ দ্বারপাল। 'মস্ত্রী গ্রহিহরেহিমাভো হাঃস্থিতো বেষথায়কঃ।

সৌঃসাধিকো বর্তরুকো গজ্ঞাটো দণ্ডবাসিনি ॥' (ত্রিকা°)

বর্তলোহ (স্ত্রী) বর্ততে ইতি বৃত্ অচ, ততঃ কৰ্মধারয়ঃ। লোহবিশেষ, চলিত বিদ্রি লোহ। পর্যায়—বর্ত্তীক, বর্তক, লোহদঙ্কর, নীলক, নীললোহ, নীলজ, বর্তলোহক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শিরি, মধুর, কফ, দাহ ও পিত্তনাশক এবং পিত্ত-দাহপ্রশমক। (রাজনি°) এই লোহ শোধিত হইলে উক্ত গুণ হইয়া থাকে।

বর্তস্ (স্ত্রী) পদ্মপঙ্ক্তি। "ত্বাং পৃথিবী বর্তোভ্যাং বিদ্যত" (শুক্লযজু° ২৫।১) 'বর্তাঃ পঙ্ক্তিঃ তাভ্যাং' (মহীধর) বর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ততেহনয়েতি বৃত (হৃপিবি রুহি বৃতীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ দীপদশা, বাতি, শলতে।

"যথা প্রদীপো ব্যতবর্ত্তিমল্লং শিখাঃ সধূমা ভজতি হস্তশা যম্।" (ভাগ° ৫।১১৮)

২ ভেদজনিস্থাণ। ৩ নয়নাঙ্গন। ৪ লেখ। ৫ গাত্রাশ্র-লেপনী। ৬ দীপ। (মেদিনী)

গুরুপুত্রাণে লিখিত আছে যে কতকফল, শম্ব, সৈন্ধব, ত্র্যম্বণ, বচ, ফেন, রসাজন, মধু, বিড়ঙ্গ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি কাস, তিমির ও পটল রোগ নাশ করে।

"কতকশ ফলং শম্বং সৈন্ধবং ত্র্যম্বণং বচ।

ফেনো রসাজনং কৌশ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা।

এবাং বর্ত্তি হস্তি কাসং তিমিরং পটলং তথা ॥" (গুরুপু° ১২৮অ°)

ভাবপ্রকাশে রোপণী ও রেহনীবর্ত্তির বিষয় এইরূপ আছে—  
রোপণীবর্ত্তি—তিলপুষ্প ৮০টা, পিপুলদানা ৬০টা, জাতীফুল ৫০টা, এবং মরিচ ৩টা এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে, এই বর্ত্তি দ্বারা নয়নে অঙ্গন প্রয়োগ করিলে কাস, তিমির, অঙ্গন, গুরু ও মাংসবৃদ্ধি নষ্ট হয়। মাত্রা এক মটর কলায় পরিমাণ।

রেহনীবর্ত্তি—আমলকী বীজ ১ তোলা, বহেড়া বীজ ২ তোলা, ও হরীতকী বীজ ৩ তোলা এই কএকটা দ্রব্য জল দ্বারা পেষণ করিয়া মটর কলায় প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নয়নে অঙ্গন প্রয়োগ করিবে। এই বর্ত্তিতে অঙ্গপ্রাণ ও বাতরক্ত রক্ত পীড়া

প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° বিতীর ৬০) বর্ত্ততেহনয়েতি বৃত (বৃত্তেহনয়সি। উণ্ ৪।১৪০) ইতি ই। ১ যোগকৰ্ম্মত্রয়া।°

বর্ত্তিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, হিন্দী বটের পাখী। পর্যায় বার্তিক, বর্তী, গাজিকার। ইহার মাংসগুণ—নির্দোষ, বীৰ্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

বর্ত্তিকা (স্ত্রী) বর্তনি বর্ততে ইত্যচ্, বর্ত্ত বার্থে ক-টাপ্। বর্ত্তকী পক্ষী, চলিত ভারই। ইহার মাংসগুণ—মধুর, কক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। (রাজব°) ২ অজশূলী। (রাজনি°) বর্ত্তি বার্থে কন্ টাপ্। ৩ বর্ত্তি, বাতি, শলিতা বা শলিতা। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, বর্ত্তি পাঁচ প্রকার।

"পদ্মসূত্রতব দর্ভগর্ভসূত্রতবাতবা।

শালজা বাদরী বাপি কলকোবোভবাতবা।

বর্ত্তিকা দীপকতোযু সশা পক্ষিণা হুতা ॥" (কালিকাপু° ৭৮অ°)

পদ্মসূত্রতব, দর্ভগর্ভসূত্রতব, শালজ, বাদরী ও কলকোবোভব এই পক্ষিণ হুত্বারা দীপের বর্ত্তিকা করিতে হয়। এই বর্ত্তিকা দ্বারা দেবপূজার আরতী দিবার বিধি আছে। ৪ পিষ্টকবিশেষ। (চরকচি° ৮অ°)

বর্ত্তিতব্য (ত্রি) বৃত-তব্য। বর্ত্তনযোগ্য, হুতব্য, স্থিতিশীল।

বর্ত্তিত (ত্রি) বৃ-গিচ্-ক্ত। ১ সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ২ কৃতসম্পন্ন।

বর্ত্তিন্ (ত্রি) বৃত-ইন্। বর্ত্তনশীল, বর্ত্তিযু, বর্ত্তন। অবস্থান।

বর্ত্তির (পুং) কপিঞ্জল সদৃশ পক্ষী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্ত্তিযু (ত্রি) বর্ত্ততে ইতি বৃত (অলঙ্ক-নিরাকৃৎ-প্রজ্ঞানাৎ-পচোৎপত্তয়দকচ্যাপত্রবৃত্তসহচর ইচ্চু। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইচ্চু। ১ বর্ত্তনশীল, পর্যায় বর্ত্তন, বর্তী। (হেম)

"নিরাকরিক্ বর্ত্তিক্ বর্ত্তিক্ পরিতো রম্।

উৎপত্তিক্ সহিক্ চ চরতুঃ খরদৃশণৌ ॥" (ভট্ট ৫।১)

বর্ত্তিম্যাগ (ত্রি) বৃত্ত ভবিষ্যতি স্তমান প্রত্যয়ঃ। ভবিষ্যৎ-কালাদি, বর্ত্তমান আগভাবাশ্রয়। (রাজনি°)

"বৃত্তবর্ত্তিম্যাগানাং কথাস্থানাং নিদর্শকঃ।

সংক্ষিপ্তার্থত্ব বিজ্ঞের আদ্যবস্ত্ত দর্শিতঃ ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩০৮)

বর্ত্তিস্ (স্ত্রী) গৃহ। "ত্রিবর্ত্তিভাঃ চিরদ্রুতত" (ঋক্ ১।৩৪।৪)

'বর্ত্তিস্ বর্ত্ততেহত্রৈতি বর্ত্তি গৃহং' (শাষণ)

বর্ত্তী (স্ত্রী) বর্ত্তি-কৃদিকারাদিত্তি জীব। বর্ত্তি, শলিতা, শলিতা।

"আসীদভাধিকা চাত্ত্রীঃ শ্রিয়ঃ প্রমুহুততঃ।

নিবাণকালে দীপত বর্ত্তীমিব দিধকতঃ ॥" (ভারত ৪।১।২৩)

বর্ত্তীর (পুং) বটের পাখী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্ত্তুল (ত্রি) বর্ত্ততে ইতি বৃত্ত বাহুলক্যাদল্। গোলাকার বস্ত, পর্যায় নিস্তল, বৃত্ত, মণ্ডলারিত। (শম্বরদ্বা°) ২ সম্পূর্ণগর্ভবৃত্ত।

(স্ত্রী) ৩ গুজন। (রাজনি°) ৪ কলায় বিশেষ, বাটুল, মটর।



‘কলারস্ত্র জন্মো ভেদান্তিপুটো বর্জলোহটী।’ (শব্দমাং.)

• ৫ শুষ্কত্ব। ৬ উষ্ণকার। ৭ মণ্ডিতেন। (বৈভকনিং.)

বর্জল। (স্ত্রী) বর্জল-টাণ্। তর্কপাণী, টেকোর বাটুল।

বর্জলী (স্ত্রী) বর্জল-গোরাবিধাৎ স্ত্রী। ১ গজপিপলী। (রাজনিং.)

বস্মক (ত্রি) ১ বস্মযুক্ত। ২ নেত্রপল্লযুক্ত।

বস্মকর্দম্ব (পুং) নেত্রবস্মগত রোগবিশেষ। (সুশ্রুত উত্তর ৩৯°)

বস্মকন্দু (স্ত্রী) পথ বা রাস্তাপ্রস্তুত কার্য (Engineering)

বস্মদ (পুং) অথর্বভেদের শাখাভেদ।

বস্মনু (স্ত্রী) বর্জভেদেনানিন্ধি বেতি বৃত্ত-মনি। ১ পদ্ম, পথ,

রাস্তা, মার্গ। ২ আচার। (অমর) ৩ নেত্রজ্বর, চক্ষুর পাতা।

“সিতানিতক তন্মধ্যে নেত্রোন্মেষঃ হি যৎ।

প্রজ্ঞানেন ভবেদবস্ম চাক্ষিকুটমতঃ পরম্।” (অষ্টাং ২।২০.)

বস্মনি (স্ত্রী) বর্জভেদে ইতি বৃত্ত (বৃত্তেণ। উণ্ ২।১০৭) ইতি  
অনি-চকারাৎ যুগাগমোহপ্যভেতি কেচিৎ। ১ পদ্ম, মার্গ, পথ।

বস্মবন্ধ (পুং) নেত্রপল্লগত রোগ, চক্ষুর পাতায় এই রোগ হয়।

“কণ্ডুমান্নতোদেন বস্মশোফেন যো নরঃ।

ন সমং ছাদয়েদ্যক ভবেদবস্মঃ স বস্মনঃ।”

(সুশ্রুত উঃ ৩ অঃ) [ নেত্ররোগ দেখ ]

বস্মমাক্ষিক (পুং) স্বর্ণমাক্ষিক। (বৈভকনিং.)

বস্মরোগ (পুং) বস্মনো রোগঃ। নেত্রপল্লগত রোগ, চক্ষুর  
বস্মগত রোগ। পৃথক্ পৃথক্ দোষ সকল মিলিত হইয়া চক্ষুর  
বস্মকে আশ্রয় করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই বস্মরোগ  
২১ প্রকার, যথা—১ উৎসজ্বিনী, ২ কুস্তিকা, ৩ পোথকী,  
৪ বস্মকর, ৫ বস্মার্শ, ৬ শুষ্কার্শ, ৭ অজ্ঞানদৃশিকা, ৮ বহলবস্ম,  
৯ বস্মবন্ধ, ১০ ক্লিষ্টবস্ম, ১১ বস্মকর্দম্ব, ১২ শ্রাববস্ম,  
১৩ প্রক্লিষ্টবস্ম, ১৪ অক্লিষ্টবস্ম, ১৫ বাতহতবস্ম, ১৬ বস্মার্শুদ,  
১৭ নিমেষ, ১৮ শোণিতার্শ, ১৯ নগণ, ২০ বিষবস্ম, ও  
২১ কুক্ষন এই একবিংশতি প্রকার বস্মরোগ।

ইহাদের লক্ষণ—

ত্রিদোষের প্রেকোপহেতু বস্মমধ্যস্থল কণ্ডুযুক্ত, বাহিরে  
রক্তবর্ণ এবং অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে  
উৎসজ্বিনী কহে। যে নেত্ররোগে বস্মমধ্যে দাড়িমফলের জ্বায়  
ফলবিশেষবস্ম পীড়কা উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা ভিন্ন হইয়া  
স্রাব নির্গত হয় এবং পুনর্বার ক্ষীণ হইয়া উঠে, তাহাকে  
কুস্তিকা কহে।

কণ্ডু ও স্রাবযুক্ত, শুষ্ক ও বেদনাবিশিষ্ট রক্তসর্ষপের আকৃতি  
পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পোথকী কহে।

বস্মমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাপরিবৃত্ত কঠিন হুল ও ধরস্পর্শ  
পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বস্মকর্দম্ব কহে।

কাঁকড় বীজ সদৃশ স্নায়ু তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট অথচ অন্নবেদনা-  
যুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বস্মার্শ কহে। বস্মের  
অভ্যন্তরে দীর্ঘ অক্ষুরযুক্ত কর্কশ, অভ্যন্ত কঠিন, অথচ শুষ্ক  
মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে। বস্ম মধ্যে  
দাহ ও সূচিবিক্রবৎ বেদনায়ুক্ত, কোমল ও অন্নবেদনায়ুক্ত  
তাম্রবর্ণ স্নায়ু পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃশিকা কহে।

সমস্ত বস্মের উপর চর্মের জ্বায় বর্ণবিশিষ্ট ও কঠিন পীড়কা  
হইলে তাহাকে বহলবস্ম কহে। বস্মবন্ধরোগে বস্মদ্বয় কণ্ডু,  
শোথ ও অন্ন বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং রোগী বস্মদ্বারা  
অক্ষিগোলক সম্যক আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয়। বস্মদ্বয়  
অন্নবেদনায়ুক্ত ও তাম্রবর্ণ হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে  
ক্লিষ্টবস্ম কহে। ক্লিষ্টবস্মরোগে পিত্তাশ্রুযুক্ত হইয়া যখন রক্তকে  
বিদগ্ধ করে ও অন্ন অন্ন স্রাব নির্গত হইয়া আর্দ্রতাবাপন্ন হয়, তখন  
তাহাকে বস্মকর্দম্ব কহে। বস্মের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কণ্ডুযুক্ত  
শ্রাববর্ণ অন্ন বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্লিষ্টতাবাপন্ন শোথ হইলে শ্রাব-  
বস্ম; বহির্দেশে কিঞ্চিৎ বেদনায়ুক্ত শোথ হইয়া উহার উপাত্ত  
অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলে প্রক্লিষ্টবস্ম; বস্মদ্বয় পাকে না অথচ প্রক্ষালন  
না করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ দ্রোত  
করিলে পৃথক্ হয়, তাহাকে অক্লিষ্টবস্ম; যে নেত্ররোগে বেদনার  
সহিত হউক বা বেদনাবিহীন হউক, বস্মসন্ধিবিশিষ্ট প্রযুক্ত  
নিমেষ ও উন্মেষবহিত হয় এবং সন্ধ্যাকালে অশ্রুতাহেতু নেত্র  
মুদ্রিত হয় না, তাহাকে বাতহতবস্ম; বস্মের অভ্যন্তরে বিষম  
কিঞ্চিৎ বেদনায়ুক্ত স্রবৎ রক্তবর্ণ অথচ অপাকী গ্রন্থির জ্বায়  
হইলে তাহাকে বস্মার্শুদ; যে নেত্ররোগে বস্ম ও শুষ্কের সন্ধিস্থিত  
মিলন উন্মীলনকারী শিরাসমূহে কুপিত বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বস্ম-  
দ্বয়কে অত্যন্ত চালনা করে, তাহাকে নিমেষ; কুপিত রক্ত কর্তৃক  
বস্মমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে  
শোণিতার্শ কহে; (এই রোগে ছিন্ন হইলে পুনর্বার বদ্ধিত হয়।)  
বস্মের উপরিভাগে কঠিন, হুল কণ্ডুযুক্ত, পিচ্ছিল, অথচ অপাকী  
বদরী পরিমাণ গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে নগণ, যে নেত্ররোগে  
ত্রিদোষের প্রেকোপ হেতু বস্মের বহির্ভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া  
ঐ শোথের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং ঐ ছিদ্রদ্বারা  
জলের জ্বায় অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়, ইহাকে বিষবস্ম এবং  
বাতাশ্রি দোষদ্বয় কুপিত হইয়া যখন বস্মদ্বয়কে সঙ্কুচিত করে,  
তখন রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হয়, এই রোগকে কুক্ষন  
কহে। এই একবিংশতি প্রকার বস্মরোগ। (ভাবপ্রঃ নেত্র-  
রোগাধিঃ) [ নেত্ররোগ দেখ ]

২ অশ্রের নেত্রবস্মগত রোগ। (জয়দত্ত ৩০ অঃ)

বস্মবিবন্ধক (পুং) বস্মরোগবিশেষ। [ বস্মরোগ দেখ ]।

বজ্রশর্করা (ক্ৰী) বজ্ররোগবিশেষ।

বজ্রায়াস (পুং) পথক্লেণ, পথশ্রান্তি।

বজ্রাবরোধ (পুং) চক্ষুর বজ্রগতরোগভেদ। (হৃল্লত)

বর্জ (ত্রি) ১ নিবারণিতা। ২ প্রেরক। (সায়ণ)

বর্জ (ত্রি) ১ বারয়িতা। ২ রক্ষণশীল। (ক্ৰী) ৩ প্রণালিকা।

বৎস (পুং) চোয়ালের ভিতর মাড়ীর উপর ক্ষীতি।

বৎস্য (ত্রি) বৎসস্বকীয়।

বর্দ্ধ, ১ ছেদন। ২ পূরণ। চুরাদি। পরস্মৈ। সৰ্ব্বে। সেট্। লট্ বর্দ্ধয়তি। লুঙ্ অববর্দ্ধৎ।

বর্দ্ধ (ক্ৰী) বর্দ্ধয়তি পূরয়তি বর্দ্ধ-অচ্। ১ সীসক। (হেম)  
(পুং) বৃদ্ধ-অচ্। ২ ব্রাহ্মণবাটিকা। (জটায়র) ৩ পুষ্টি, পূরণ। ৪ ছেদ।

বর্দ্ধক (পুং) বর্দ্ধিতে ইতি বৃদ্ধ-কুল্। (ত্রি) ১ পূরক। ২ ছেদক।

বর্দ্ধকি (পুং) বর্দ্ধিতে ছিনতীতি বর্দ্ধ-অচ্, বর্দ্ধং কথ্যতীতি কথ  
হিংসায়্য বাহলকাং ডি। ষ্টা, হৃদধার, ছুতায়।

“কর্ণাস্তিকান্ শিরস্করান্ বর্দ্ধকীন পনকানপি।

গগকান্ শিরিনশ্চৈব তথৈব নটনক্কান্॥” (রামায়ণ ১১৩৭৭)

• বর্দ্ধকিন্ (পুং) বর্দ্ধকো বর্দ্ধোহন্তি অভ্যেতি বর্দ্ধক-ইনি।  
বর্গসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্যায়—ষ্টা, বর্দ্ধকি, তক্ষা, হৃদধার,  
রথকার, রথকর, কাঠতট্, কাঠতক্ষক। (শব্দরত্নাঃ)

“অরভঞ্জে বলভেনো নেম্যা নাশো বলভ বিজ্জয়ঃ।

অর্গকয়োহক্ভঞ্জে তথানিভঞ্জে চ বর্দ্ধকিনঃ॥” (বৃহৎসং ৪৩২২)

বর্তমান সময়ে বড়্হি, বর্হি, বর্ধি, বর্দ্ধিক বা বর্হি নামে  
পরিচিত। উত্তরপশ্চিমে ইহার আশ্রয়দায়ক বিধকর্ম্মার  
সন্তান বলিয়া মনে করে। এক্ষণে প্রকৃত বর্দ্ধকী জাতি দেখা  
যায় না। মধ্যবৃত্ত নানা শ্রেণীর লোক ছুতার বৃত্তি অবলম্বন  
করিয়া এই নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বেহারের বর্দ্ধকীরা ছয় থাকে বিভক্ত। তাহারা পরস্পরে  
আদান প্রদান করে না। কনোজিয়া কেবল কাঠের কাজ  
করে, আর মধ্যবর্হিরা লোহা ও কাঠ লইয়া জানালা দরজা  
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভাগলপুরে এই জাতির লোহার  
নামে একটি থাকের বাস আছে। উহার প্রকৃত লোহার  
হইতে পৃথক্। কামারকলা থাকের বর্দ্ধকিগণ কাঠের পুতুল  
নাচাইয়া বা খেলা দেখাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উত্তরপশ্চিমভারতের হিন্দুসুলতান বড়্হিদিগের মধ্যে অনেক  
শাখা আছে। তন্মধ্যে হিন্দু বিভাগে ৭২টা স্বতন্ত্র থাক আছে।  
ঐ সকলের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলি স্থানভেদে বিশেষ পরিচিত।  
শাহরাণপুরে—বন্দরীয়া, চোলা, মুলতানি, নাগর, তরলোইয়া;  
মুজফ্ফর নগরে ঢালবাল, শোটা; মীরাটে জজ্জার, বুলল-

সহর—জীল; আলীগড়—চোহান, মথুরা—বান্ধন, মোখলিয়া,  
আগ্রা—নাগর, জজ্জার ও উপরোক্ত; কুরুখাবার—পারিতিয়া,  
মৈনপুর—উমারিয়া; ইটা—অগবারিয়া, বারমাণিয়া, বিশারী,  
জলেশ্বরীয়া; বালিয়া—গোকুলবংশী; বস্তিভেলার—দক্ষিণাঙ্ক,  
সর্বরীয়া, সরমুপারী, গোড়া—কৈরাতী বা ধরাড়ী, লোহার  
বর্হি, কোকাশবংশী ও শোলা; বারাবাধী—জৈসধার; মীর্জাপুর  
—কোকাশবংশী, মগধিয়া বা মগধিয়া পুরবীয়া, উত্তরীয়া, ও  
কক্ৰী বা খাট দহমান, মথুরীয়া, লহোরী, কোকাশ ইত্যাদি।  
এতদ্বিন্ন মহর, টাঁক, ওঝা ও হামন বড়্হি ও চামার বড়্হি  
প্রভৃতি বিভাগ দৃষ্ট হয়। বারাসী বিভাগে জনাউধারী নামক  
একটি থাক আছে, তাহারা বজ্রপুত্র ধারণ করে। তাহারা  
মস্তমাস প্রভৃতি অখাদ্য ল্পণ করে না। ওঝা থাকেরাও বজ্রপুত্র  
ধারণ করিয়া থাকে।

সেতুবন্ধরামেশ্বর নামক বর্দ্ধকীরা কেবল কাঠের মেঘমূর্তি  
গড়িয়া বিক্রয় করে। জাতীয় ব্যবসারে উচ্চ স্থান অধিকার  
করিলেও ইহার ভিক্ষা করে বলিয়া সমাজে নীচ শ্রেণীরূপে  
গণ্য হইয়াছে। খাটীরা কেবল গাটীর ঢাকা গড়ে এবং মিল্লী-  
বালী কোকাশগণ টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।  
খাটী ও কোকাশেরা জলাচরণীয় নহে। টাঁক, উকাট, দিতান  
ও জজ্জাবেরা জজ্জার রাজপুত্রজাতির অন্ততম শাখা বলিয়া  
গণ্য। চুণিয়ারা, কুলর ও কুদৈরা প্রভৃতি পুরুতবালী বড়্হিরা  
ডোমজাতির অন্তর্ভুক্ত।

মগধিয়াদিগের মধ্যে ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বালিকার  
বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিকার  
৭ হইতে ১১ বৎসর এবং বালকের ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে  
বিবাহ হয়। মাতৃকুলে অথবা পিতৃকুলের বংশের পিতৃবাধা  
পর্যন্ত তাহারা বিবাহাদি করেনা। তাহার মধ্যে ধনীরা পক্ষে  
চারহোবা প্রথা, নিধনীর পক্ষে “দোলা” প্রথা এবং সাধারণতঃ  
“অদল বদল” ও সাগাই মতে বিবাহ হইতে দেখা যায়। বিধবা-  
বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাগণ দেবর ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে  
ষষ্ঠীয়বার পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। জীলোকের চরিত্র-  
দোষ ঘটিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। যদি সে এই  
সমাজদণ্ডের পর পুনরায় ধর্মপথে ও সন্মানে জীবন বহন  
করে, তাহা হইলে সে সমাজভুক্ত হইয়া আবার সাগাই মতে  
বিবাহ করিতে পারে। পুরুষদিগের কৃতপাপাদির প্রায়শ্চিত্ত  
ব্রাহ্মণভোজন অথবা অবোধাতীর্থে, গঙ্গার বা সরযুতে স্নান।

তাহারা বীরচরী শৈব। মন্ত ও মাস্তোজন ও ধারা  
গ্রহণ করে না। পাচলীর, মহাবীর, দেবী, হুলহাদেও, বিবিরাদেব,  
বিধকর্ম্ম প্রভৃতি দেবতার পূজায় তাহারা বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন-

পূর্বক পূজা করে। তাহার শবদেহ দাহান্তে ভস্ম বা অস্থি লটরা গজা বা কোন নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থানের উপর তাহার আধিন্যাসের মহালয়ার দিন জল দেয় এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সেই স্থলে চাউল ও চুড় দিয়া আধিন্যাসগকে কিছু খাদ্য দ্রব্যাদি দান করিয়া থাকে। বসন্ত বা বিহুটিকা রোগে হুত্ব ঘটিলে তাহার শবদেহ প্রোথিত করে অথবা নদীর জলে তাসাইয়া দেয়। স্ত্রিয় দেশে কোন আত্মীয় বা স্বজনের হুত্ব ঘটিলে তাহার কুশপুতলিকা দাহ করে।

বেহারের বড়হিরা জলাচরণীর। তাহার উগ্রমহারাজ, বন্দি, গোরাইয়া ও পাঁচপীর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে। গোয়াল, কোইরী, হজাম প্রভৃতির দ্বারা তাহার সমাজে তুল্য আসন পাইয়া থাকে। কাঠের কাষ্ঠ ব্যতীত তাহার চাম্বাসও করে।

বর্ধন (ত্রি) বর্ধয়তীতি বৃধ-নন্দ্যাদিষাৎ ল্য, বধা বর্ধতে তচ্ছীল ইতি বৃধ-পুঠৌ (অনুশাস্তেতচ্চেতি। পাণ্ড২।১৪৯) ইতি য্চ। ১ বর্ধিষ্ণু, বর্ধনশীল। ২ বর্ধি, উন্নতি। ৩ বাঢ়ান। ৪ পূরণ। ৫ ছেদন। ৬ বৃদ্ধিকারক।

বর্ধনকোট, (বর্ধনকুটা)—বগুড়া জেলার অন্তর্গত বগুড়া হইতে উত্তরে অক্ষা° ২৫°৮'২৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯°২৮' পূঃ, গোবিন্দ-গঞ্জের নিকট, করতোয়া নদীতীরে অবস্থিত। এক্ষণে রাজ-বাড়ী নামে খ্যাত। কাহারও মতে, এখানে এক সময়ে প্রাচীন পোণ্ড বর্ধনরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত ব্রহ্মবংশের মতে, বর্ধনকোট নিবৃত্তি দেশের অন্তর্গত। এক্ষণে প্রাচীন রাজ-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালেও বর্ধনকোটে এক বারেন্দ্র কায়স্থ রাজবংশ বিদ্যমান।

বর্ধনকুটার-রাজবংশ।

বর্ধনকুটা বহুকাল বারেন্দ্র কায়স্থের অধিকারে ছিল। এখানকার ঐতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আল-মান গোত্রীয় দেববংশে রাজেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি প্রবেশ হইয়া ইদ্রাকপুরের অন্তর্গত বহু ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসেন। কোম্পানীর আমলে গুডলাড সাহেব ইদ্রাকপুরের যে রাজ-বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এখানকার প্রথম রাজার নাম রাজেন্দ্র, তৎপরে বংশানুক্রমে রাজা ভগীরথ, রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গা দাস, রাজা রামহুলাল, রাজা গোপীন্দ্রমণ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা আর্ঘ্যাবর ও আর্ঘ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ রাজত্ব করেন। \* বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের ঢাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

“তৎপরে কহি এক ঘেব পরিশাটী।  
আর্ঘ্যাবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্ধনকুটী ॥  
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাকুরী।  
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী ॥  
যবে মানসিংহ রাজা বাজালাতে আইলা।  
নয় আনা সাত আনা ছুমি বণ্টন করিলা ॥  
ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষী প্রচুর হইল।  
হস্তী নিশা রাজটীকা পাতসা করিল ॥  
তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন।  
তত্ত পুত্র রঘুনাথ বড়ই সঙ্গুণ ॥  
মনোহর তত্ত হুত তত্ত পুত্র হরি।  
রাজা বিখ্যাত তত্ত হুত গিরিধারী।  
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈল।  
কুলীন সমাজ মাঝে মর্যাদা পাইল ॥  
নিরাবিল সিদ্ধ ঘরে হইল করণ।  
সেই অনুসারে দেব হইল চলন ॥”

বর্ধনকুটার নিকটবর্তী রামপুরের বাহাদুরের মন্দিরে এইরূপ ইটকথোদিত লিপি পাওয়া যায়—

“গুণাক্ষিশরচন্দ্রেণ যুতে শাক ভবচ্ছিদে।  
ভবাক্ষিতীতো ভগবান্ দর্শো শ্রীবিষ্ণুবে মঠম্ ॥”

অর্থাৎ সংসারসাগরভীত ভগবান্ ১৫২৩ শকে অর্থাৎ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ভবভরহরী শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই মঠ দান করেন। উক্ত প্রমাণ অনুসারে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আর্ঘ্যাবর মণ্ডলের অনুদয় স্বীকার করিতে হয়। মিঃ গুডলাড সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্ঘ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নামও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান সুবিধা মত তখনকার ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচ দিয়া নিজ নামে সম্পত্তি লিখাইয়া লইলেন। অল্প দিন পরেই রাজা তাহা জানিতে পারিলেন। তৎপরে উভয়ে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ পাইবে। এই সাত আনা দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

কিন্তু ঢাকুরের উক্তি পাঠ করিলে একটু গোলে পড়িতে হয়, আর্ঘ্যাবরের পূর্বে এই বংশ রাজ্যোপাধিতে ভূষিত ছিলেন কি না, সন্দেহের বিষয় হয়। আর্ঘ্যাবরের “মণ্ডল” উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, এই বংশ পূর্বে হইতেই সম্পত্তিশালী ছিলেন। তৎপুত্র ভগবান্ বর্ধনকুটার দেওয়ান ছিলেন কি না, সে বিষয় সন্দেহ আছে। দেওয়ান থাকিলে বারেন্দ্র ঢাকুরকার সে কথা লিখিতে

\* Mr. Goodlad's Account of Edrokpur, no. 12. p. 69.

ভুলিতেন না। তবে দেওয়ানী কথটা কিরূপে আসিল? দিনাজপুরের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দিনাজ-পুরপতি বিষ্ণুদত্ত হইতে বর্তমান মহারাজ গিরিজানাথ ১১শ পুরুষ। বর্তমান মহারাজের উচ্চতন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা রামনাথ নবাব মুর্শিদকুলীর সমসাময়িক। রামনাথের পিতা হরিরাম পূর্বতন দিনাজপুরপতি শ্রীমন্ত দত্তের কছার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরাম রায় ইদ্রাকপুর বা বর্ধনকুটারাজের দেওয়ান ছিলেন। এই হরিরামের পুত্র শুকদেব রায় মাতামহের উত্তরাধিকারস্বত্বে দিনাজপুররাজ্য লাভ করেন। [ দিনাজপুর শব্দ দেখে। ]

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শুকদেব রায় পরলোক গমন করেন। এক্ষণ স্থলে তাঁহার পিতা বর্ধনকুটার দেওয়ান হরিরাম রায় রাজ্য ভগবানের সমসাময়িক হইতেছেন। ইদ্রাকপুরের সাত আনা অংশ হরিরামের বংশ অধিকার করিয়া বলেন, এই করণেই বোধ হয় দেওয়ান কর্তৃক বর্ধনকুটার ১০ আনা গ্রহণের প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আখ্যাবয়ের পূর্বপুরুষগণ হুপ্রাচীন বর্ধনকুটার রাজবংশের আখ্যায় মণ্ডলাধিপ বা সামন্ত-রাজ বলিয়া গণ্য ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাদের বংশতালিকায় তাঁহারা রাজ্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

হুপ্রাচীন বর্ধনকুটা-রাজবংশের প্রতাপস্বর্ধ্য অন্তিমিত হইবার কালে তাঁহারই আখ্যায় আখ্যাবরমণ্ডল বর্ধনকুটা রাজবাটীর নিকট রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ধনকুটার পূর্বতন রাজ্য ভগবানের মৃত্যু হইলে আখ্যাবয়ের পুত্র ভগবান মুসলমান রাজসরকারে নিজ নাম পত্তন করিয়া বর্ধনকুটা রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। এ সময়ে পূর্বতন রাজমন্ত্রী হরিরাম রায় জীবিত ছিলেন, তিনি ভগবানের অছায় কার্যে যথেষ্ট বাধা দান করেন। এই বিবাদের সময় রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আসেন। তিনি উভয় পক্ষের গোলযোগ মিটাইয়া রাজ্য ভগবানকে ১১ আনা এবং দেওয়ান হরিরামকে ১০ আনা ভাগ করিয়া দিয়া যান। হরিরামের পুত্র রাজা শুকদেব রায়ের সময় ১০ আনা অংশ দিনাজপুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজ্য ভগবানের বচকীর্তি বর্ধনকুটা ও নিকটবর্তী রামপুর প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র কুমদানন্দন। কুমদানন্দন অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময় তৎপুত্র রঘুনাথ নবাবলক। মধুসিংহ নামে এক জমিদার তাঁহার জমিদারী ১০ আনা অংশ দপল করিয়া বলেন। এই সময় শাহজুজা বাঙ্গালার নবাব। রাজা রঘুনাথ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্ত বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। তদনুসারে ১১ই ফাল্গুন অরঙ্গজেব মধুসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্য রঘুনাথকে উপযুক্ত সনন্দ প্রদান করেন। শুভলাভ

সাহেব সেই সময় বর্ধনকুটার রাজবাটীতে দেখিয়া ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পুত্র মনোহরের সময়েও এই বংশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে কুণ্ডী, সেরপুর, পলাশী প্রভৃতি পরগণা বর্ধনকুটারাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজা মনোহর অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র হরিনাথ পৈতৃক অধিকার লাভ করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেব তাঁহার ১৭শ বর্ষে (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে) এক সময় দিয়া হরিনাথকে ইদ্রাকপুরের রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

রাজা হরিনাথের পুত্র শিবনাথ। শিবনাথের পুত্র গিরিধারী, তৎপুত্র শিবনাথ। এই শিবনাথের সহিত ইদ্রাকপুর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হয়। গিরিধারী উচ্চ বারেন্দ্র কুলীনকন্ডাব পাণিগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রকায়স্থ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন। শিবনাথের পুত্র গৌরীনাথ কোম্পানীর আমলের রাজ্য বলিয়া খ্যাত। এই সময় ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্গত ঢাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যে ইদ্রাকপুর, ইসলামপুর, আলীগঞ্জ, বাজিতপুর, বাহির ঘোড়াঘাট, গাউতনন, থলাশী, মুক্তাবপুর, বিন্দী, বেলঘাট, ভিয়েনকুণ্ড, সেরপুর, কানবালা, সেরপুর নওয়াবাদ প্রভৃতি পরগণা ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় বর্ধনকুটারাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া আসে; এই সময়ে ইদ্রাকপুর-রাজ্যের মধ্যে ৬৯টি পরগণা এবং তাহার ১৬০১২৬ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে ৬৯টি পরগণা ছিল, তাহাও একে একে নিলাম হইয়া অধিকাংশই পরহস্তগত হয়। এমন কি, অল্পদিন মধ্যেই ইদ্রাকপুর জমিদারীর নাম পর্যন্ত মানচিত্র হইতে উঠিয়া যায়।

গৌরীনাথের চোষ্ঠপুত্র রাজা গোহুলনাথ এবং মধ্যমপুত্র রাজা গৌরকিশোর, গৌরকিশোরের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার দত্তকপুত্রের নাম শ্রামকিশোর, এই শ্রামকিশোরের পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্তমান।

এক সময়ে সুবিশীর্ণ বর্ধনকুটারাজ্য বাহাদুরের অধিকারে ছিল, বাহাদুরকে লক্ষাধিক মুদ্রা রাজস্ব দিতে হইত, এখন তাঁহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়, ২০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয় না। বর্ধনগড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার অন্তর্গত একটা গিরিহর্গ। কোরোগী ও খটাঙ উপবিভাগের সীমার ব্যবস্থানে মহাদেব পৈলমালার একটা শাখায় উপর; সাতারা সহর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

খটাঙ বা পূর্বদিক দিয়া একটা কুঞ্জ দিয়া ঐ গড়ে উঠিতে হয়। ইহার পার্শ্ব দিয়া সাতারা-পুরন্দর রাজ্য গিয়াছে। এই রাজ্যের ছই শত গজ দূরে ছইটি প্রাচীন সরোবর আছে।

নবজিত রাজ্যের পূর্বসীমা দক্ষা করিবার জন্ত ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে

মহারাজকেশরী শিবাজী এই দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাদল সিদ্ধিয়ার ২৫০০ নৈশ লইয়া প্রতিনিধির হস্ত হইতে এই দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। এ সময় সিদ্ধিয়ার ভগিনী সর্গোবৎ ঘোড়পাড়ের দ্বীপে মধ্যাহ্নভার বেণী অত্যাচার ঘটতে পারে নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধ্যক্ষ বলবন্ত রাও বক্সি এখানে যেসাই তিরন্দার সহিত যুদ্ধ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কতেসিংহ-মানে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ও বহু অশ্ব লইয়া যান। তাহার নিকিপ্ত গোলকের চিহ্ন অব্যাপি দুর্গদ্বারের খিলানের উপর দৃষ্ট হয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বসন্তগড়ের যুদ্ধের পর বাপু গোথলের হস্তে দুর্গ সমর্পিত হয়, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্তৃত্ব চালাইয়া ছিলেন, তৎপরে পেশবা সেই ভার গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে এই দুর্গে দুর্গ ইংরাজবর্মেন্টের অধিকারভুক্ত হইল। এখন দুর্গের অবস্থা নিত্যন্ত মন্দ। অধিকাংশ ভবনই ধ্বংসাবশেষে পরিণত। যুক্তিকার্য্যশির মধ্যে এখনও দুইটা কামান পড়িয়া আছে।

২ লাভার জেলায় মহাদেব শৈলমালার পূর্বাংশে উন্নত একটা শাখা খটওয়ার মোল হইতে চন্দনবন্দন শৃঙ্গ পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত। সাধারণতঃ “বর্দ্ধনগড় মহিজ্জগড়” নামে পরিচিত। এই বিস্তৃত শৈলমালার উপর উত্তরে বর্দ্ধনগড়, কবাজের নিকট সদাশিবগড় এবং সদাশিবগড়ের ১২ মাইল দক্ষিণে মহিজ্জগড় অবস্থিত।

বর্দ্ধনসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

বর্দ্ধনিকা (স্ত্রী) যজ্ঞদির পবিত্র জল রাখিবার পাত্রভেদ, বদনা।

বর্দ্ধনী (স্ত্রী) ১ জলপাত্রবিশেষ। (মেদিনী) ২ সম্মান, খ্যাতি। (হেম) ৩ সনাল পাত্রবিশেষ, কমণ্ডলু বা বদনা।

‘অলুঃ স্ত্রী করুণীপারী বর্দ্ধনী চ ললিতিকা।’ (জটধর)

পতিষ্ঠাদি কার্য্যে এই বর্দ্ধনী পাত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে।

“প্রতিষ্ঠা যত্র দেবত্ব তদাখ্য কলসঃ স্তসেৎ।

ঐশাখ্যঃ পুণ্ড্রয়েদ্ব্যমো অস্ত্রৈগৈব চ বর্দ্ধনৌ”

কলসং বর্দ্ধনীকৈব গ্রহান্ বাস্তোম্পতিং তথা।

আসনে তানি সর্গাণি প্রপবাখ্যঃ জপেদগুরুঃ”

(গরুড়পুঃ ৪৮ অঃ)

বর্দ্ধনীয় (ত্রি) বর্দ্ধ-অনীয়ত্ব। বর্দ্ধনযোগ্য, বর্দ্ধনার্থ।

“জাত্যয়ো বর্দ্ধনীয়ান্তৈর্গ ইচ্ছত্যাখ্যনঃ শুভম্” (উদ্যোগপঃ)

বর্দ্ধমান (পুং) বর্দ্ধিতে ইতি বৃধ-বৃদ্ধৌ শানচ্। ১ এরগুবৃক্ষ।

(অমর) ২ পণ্ডিত্যেব। ৩ শর্য্য, শরা।

“তথা গাঃ কশিলা ঘোষ্ঠাঃ সুবৎসাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।

ংমশ্গৌ রূপাক্ষ্য দ্বা চক্রে প্রদক্ষিণম্”

অন্তিকান্ বর্দ্ধমানাশ্চ নন্দ্যাবর্তীশ্চ কাঞ্চনান্” (ভারং ৭।৮০।১২)

এই অর্থে এই শব্দ স্ত্রীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

“মথাসু তিলপূর্ণানি বর্দ্ধমানানি মানবঃ।

প্রদার পূজপশুমানিহ প্রোত্যা চ মোহতে” (ভারত ১৩।৬৪।১২)

৪ কিছু। (মেদিনী) ৫ জিনবিশেষ। পর্যায়—বীর, চরম-

তীর্থকৃৎ, মহাবীর, দেবার্য্য, জাতনন্দন। (হেম) [মহাবীর দেখ।]

৬ ধনীদিগের গৃহবিশেষ।

‘স্বস্তিকো বর্দ্ধমানশ্চ নন্দ্যাবর্তীদয়োঃপি চ।’ (হলায়ুধ)

বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে যে, এই গৃহের দ্বার দক্ষিণদিকে করিতে নাই।

“দ্বারালিন্দো হস্তগতঃ প্রদক্ষিণোহস্তঃ শুভস্ততশ্চাত্তঃ।

তথচ বর্দ্ধমানে দ্বারস্ত ন দক্ষিণং কার্য্যম্” (বৃহৎসংহিতা ৫।৩।৩০)

৭ স্বনামখ্যাত দেশ, বর্দ্ধমান প্রদেশ।

“প্রাচ্যায় মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গোড়রাত্কাঃ।

বর্দ্ধমানতাল্লিপ্তপ্রাগজ্যোতির্বোদয়াত্রয়ঃ” (জ্যোতিষতত্ত্বত কুর্শ্চ)

৮ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত কুলপর্কতবিশেষ। ভদ্রাশ্ববর্ষের ৭টি কুলপর্কত। তাহার মধ্যে বর্দ্ধমান সপ্তম কুলপর্কত।

“বিশালঃ কবলঃ রুক্ষো জয়ন্তো হরিপর্কতঃ।

বিশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্কতঃ” (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫।১।১২)

(ত্রি) ৮ বুদ্ধিবিশিষ্ট, বুদ্ধিশীল, বুদ্ধিযুক্ত।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটা বিভাগ, একজন কমিসনরের অধীনে পরিচালিত। অক্ষাঃ ২১°৩৫' হইতে ২৪°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৬°৩৫' হইতে ৮৬°৩২' ৪৫" পূর্বমধ্য। বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরসীমায় সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্বে নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা বা গঙ্গানদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বালেশ্বর জেলা এবং পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য এবং সিংহভূম ও মানভূম জেলা।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষাঃ ২২°৫৫' হইতে ২৩°৫৩' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৬°৫২' হইতে ৮৮°৩০' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ২৬২৭ বর্গমাইল। এই জেলার উত্তরে বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্বে ভাগীরথীতীরবর্তী নদীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমে মানভূম।

এই জেলার প্রায় সর্বত্রই সমতল, কেবল সাঁওতাল পরগণার সমীপবর্তী উত্তরপশ্চিম কোণাংশ ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্বত্য ঢালু ভূমিতে ও জঙ্গলে পূর্ণ। এই বনভাগে নেকড়ে, চিতা, ও অস্ত্রান্ত হিংস্রজন্তুর বাস আছে। অপরাপর স্থান শ্রামল বনজন্তুর পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তাল, আত্র, কদলী ও বাঁশবন

সম্রাট গুপ্তগণ খলি প্রকৃতির একীভাব বিদ্রুিত করিয়া জন-কোলাহলে সেই সেই গ্রামসমীপবর্তী স্থানসমূহে বতাবের সমৃদ্ধি বিরাজিত রাখিয়াছে। কোন কোন স্থান দিয়া খলিকিশোর বা দারিকেশ্বর নদ, দামোদর, অজয়, খারী, বাঁকা, খর বা বন্দগামী হইয়া ভাগীরথী সলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বরাকর নদী এই জেলায় উত্তরপশ্চিমাংশে দামোদর নদে আসিয়া পড়িয়াছে, এডেন খাল দামোদর ও বাঁকাকে সংযুক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে কাণা নদী প্রবাহিত।

এইরূপে নদীমালাসম্রাট হওয়ায় এবং বিত্তীর্ণ শ্রামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে তালবৃক্ষ পরিশোভিত দীর্ঘিকাসমূহ বিরাজিত থাকার এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা পটয়াছে। ঐ সকল নদীপথে কালনা, কাটোয়া, গাইহাট, ভাউসিংহ, মিল্লীপুর, উবণপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগরে বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। ঐ সকল বন্দরে লবণ বস্ত্র ও পাটের ব্যবসাই অধিক। রাণীগঞ্জ উপবিভাগে করলা, লৌহ, চূণপাথার প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। [রাণীগঞ্জ ও করলা দেখ।] পৌরাণিক।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত ব্রহ্মণ্ড নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

বর্দ্ধমান মণ্ডলের বিস্তার ২০ যোজন। এখানকার চারি-বর্ণের লোকই কৃষিক্ষমত। কলির ৪৪০০ বর্ষ গত হইলে (অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬ শত বর্ষ পূর্বে) দামোদরের সমীপে হেমসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবেন, তাহার সাত মহাল বাড়ী। এই হেমসিংহের পুত্র বীরসিংহ। ইনি নিজ বাহুবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণধ্বজ, বরদাভূমি, স্বরূপদেশ ও বীরদেশ নিজায়ত্ত করিবেন। এই বীরসিংহের চারি পুত্র ও বিধা নামে এক কন্যা হইবে। কন্যা পণ করিবে যে, যে তাহাকে বিদায় হারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। এ সংবাদ কাকিপুরে পৌছিলে কাকিপুরপতি গুণসিদ্ধর পুত্র হুন্দর বর্দ্ধমানে আসিবেন। তিনি দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে আশ্রয় লইবেন। কুটুম্বী মালিনীর সাহায্যে তপোবলে এক তুড়ঙ্গ করিয়া বিদ্যাকে হরণ করিবেন। কেবল কালাধেবীর প্রসাদে হুন্দর রক্ষা পাইবেন। গোড়াধির লোকেরা সেই বিদ্যাহুন্দর চরিত্র গান করিবে। • ব্রহ্মণ্ডের উদ্ধৃত কাহিনী

হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে হইতেই বর্দ্ধমান বিদ্যাহুন্দরের গান প্রচলিত ছিল। তখনও বর্দ্ধমান রাজবংশের অভ্যাস হয় নাই।

ব্রহ্মণ্ডের দ্বার প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ বিবিধক প্রকাশেও আমরা বিদ্যাহুন্দর ও বর্দ্ধমানের বিষয় এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আবৃত্তক মনে করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

“অজয়াক্ষিপে ভাবে শিলাবত্যাক্ত হুন্তরে।

গঙ্গার্যঃ পশ্চিমে পারে দারিকেশ্বরি পূর্বতঃ ॥ ৭৭০

অষ্টযোজনবিমিত্তো বোশো নদনবীযুতঃ।

কল্পযোজনবিমিত্তো দীর্ঘো চৈব মহীপতে ॥ ৭৭১

দামোদরসমীপে চ নদরাজ্যভূতঃ সুশ।

কত্রিগোত্রমথো চ হেমসিংহো ভবিষ্যতি ॥ ১০

হেমসিংহ-দুপতাপি সম্পত্তিরচলা বিজাঃ।

প্রতাপবান্ ধাৰ্মিকত নির্যো রণকর্ষণঃ ॥ ২৪

সর্বলক্ষণসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ।

কুলদীপো বীরসিংহো পুত্রোহুত ভবিষ্যতি ॥ ২৫

বীরসিংহস্যো রাজা ন ভাবী বর্দ্ধমানকে।

নিজবাহুবলেই বহুদেশান্ জয়িষ্যতি ॥ ২৬

তাম্রলিপ্তঃ কর্ণধ্বজঃ বরদাভূমিকঃ তথা।

স্বরূপদেশঃ বীরদেশঃ নিজায়ত্তঃ করিষ্যতি ॥ ২৭

বীরসিংহস্ত দুপতেঃ ধর্মপত্ন্যাং বিজোত্তমাঃ।

জজিরে চ বেদ পুত্রান্ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৮

কন্তকা হুন্দরো বিদ্যা জ্ঞেয়ঃ গুণবতী যুবা।

কাকিপুরস্ত দুপতিঃ গুণসিদ্ধপুত্রোহুতঃ ॥ ২৯

দুপসারঃ তস্ত পুত্রঃ হুন্দরো হি ভবিষ্যতি।

কালীভক্তঃ পতিভ্যো হি সর্বাধিপায়ঃ পারগঃ ॥ ৩০

বিদ্যাপণক বিদ্যার্যোঃ করিষ্যতি সহংবলঃ।

মা জেতুং বেন বিদ্যাভিঃ স মে তর্জা ভবিষ্যতি ॥ ৩১

তটস্থভেন সন্দেহপত্রঃ নীচা দুপাজ্ঞা।

নানাদেশঃ জাপদার্থঃ রাজ্যো যুতো গমিষ্যতি ॥ ৩২

বিদ্যাং জেতুং গমিষ্যতি বহবো দুপবালকাঃ।

পরাকৃত্যঃ পলায়ন্তে দেশাতু বর্দ্ধমানকঃ ॥ ৩৩

কাকিদেশে মহারাজো গুণসিদ্ধঃ প্রতাপমানঃ।

তস্ত পুত্রো হুন্দরঃ স্রষ্টা দুতদুর্ধ্বঃ গুপ্তঃ ॥ ৩৪

জবেনৈব ক্রতঃ বেলাৎ বর্দ্ধমানঃ গমিষ্যতি।

দামোদরতটোপান্তে মালাকারস্ত বৈ যুধে ॥ ৩৫

বসতিহুন্দরঃ শ্রীমান্ বিদ্যাশ্রান্তিমিত্তকঃ।

মালাকারস্ত গৃহীষ্টঃ বিধায় কুটুম্বীঃ যুবা।

বিদ্যাক পূর্ববার্গেণ হরিষ্যতি তপোবলাৎ ॥ ৩৬

কালীদেব্যোঃ প্রসাদেন ন মরিষ্যতি ভূসিপাৎ।

কলেঃ সাধুধিৎ চৈবঃ বিদ্যাহুন্দরোহিলাঃ ॥ ৩৭

গাত্তি লোকাঃ চাক্ষিঃ পৌড়মৌ দুবিসস্তমাঃ। (তারত ব্রহ্মণ্ড ৬ ‘৭’)

\* “বিশ্বেশ্বরোজনাৎ বর্দ্ধমানস্ত মণ্ডলম্।

লোকান্তর ভবিষ্যতি ভাগ্যবন্তো যুগধিকঃ ॥ ২

চন্দ্রাধ্বজসম্রাট চন্দ্রাধ্বজপতাপি চ।

কলেধ্বজাধিযুক্তি বর্দ্ধমানে তলা বিজাঃ ॥ ১৫

- সাধারণভূমিকণ্ড বর্দ্ধমানোহতি স্তম্ভরঃ ।  
 দামোদরনদী বর্দ্ধ বহতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২  
 মুণ্ডেশ্বরী বহুলা চ পূর্বে সরস্বতী বরা ।  
 প্রায়শো বহুলা নদ্যঃ সদা দক্ষিণা মতাঃ ॥ ৭৭৩  
 তুপধাত্তাদিত্তেদান্যঃ সপ্তদশ ভবন্তি চ ।  
 কার্ণালো রক্তশেতল পাটলশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪  
 পঞ্চভেদাশ্চৈকবন্ত জারন্তে বত্র নিত্যশঃ ।  
 সর্কেষাং বর্দ্ধনান্নিত্যং বর্দ্ধমানমতো বিদ্যুঃ ॥ ৭৭৫  
 বিকুপাদাযুজাতাক্কে দামোদরজলাধিঃ ।  
 বর্দ্ধমানমুদ্যাংশ্চ গায়ন্তি ভূবি মানবাঃ ॥ ৭৭৬ ...  
 অবোরভূমিপত্তর রাজস্কুলসম্ভবঃ ।  
 বর্দ্ধমানপ্রজাঃ সর্কাঃ শাসতি ধর্মবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮  
 কলেবেদসহস্রাণি গচ্ছন্তি যদা নৃপ ।  
 বীরসিংহরাজগেহে কোতুকং জাতমেব হি ॥ ৭৭৯  
 কাঞ্চিপুং মহারাজ গুণসিদ্ধমহীপতিঃ ।  
 তত্ত পুত্রঃ স্তম্ভরশ্চ বর্দ্ধমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০  
 বীরসিংহস্ত হৃদিতা বিদ্যা নারীতি শোভনা ।  
 নানাশাস্ত্রপারগা চ বিনোপনিবদ নৃপ ॥ ৭৮১  
 ভূমিার্গে স্তম্ভরশ্চ গচ্ছা তত্র বিবাহিতা ।  
 জিতা বিদ্যাং বিচারেষু সন্তোগঃ কৃতবান্ বরঃ ॥ ৭৮২  
 বিদ্যাস্তম্ভরবৃত্তান্তঃ চৌরপঞ্চাশদাখ্যকৈ ।  
 গ্রহে সমীচীনতয়া বর্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩  
 অবোরস্ত সূতঃ শ্রীমান্ চক্রাজ্ঞ মহীপতিঃ ।  
 বিসৃতির্গন্ত বহুলা গণেশাখ্য পুরাণকে ॥ ৭৮৪  
 হৃদ্যাংশোদ্ধবঃ শ্রীমান্ কান্তিচক্রে মহীপতিঃ ।  
 কুশবংশপ্রসূতশ্চ বর্দ্ধমানস্ত শাসকঃ ॥ ৭৮৫  
 কুশাসতিথিঃ পুত্রশ্চ স্ককজ্ঞায়ামজারিত ।  
 আভুরায়াক্ষ বীৰ্য্যাক্ষ ছতিখিণ্ড মহাবলঃ ।  
 পুণ্ডরীকো হি গ্রহণো হৃদ্যশ্চ নৃপশেখর ॥ ৭৮৬  
 উলূপ্যাং পুণ্ডরীকস্তাপ্যামোঘরতসঃ সদা ।  
 কেমধর্ম্য মহাবোপী জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭  
 রতিদাখ্য কেমধর্ম্যো বীৰ্য্যতো হি সুনবেরাৎ ।  
 দেবানীকো দেবধর্ম্যাজ্ঞোহর্থ বর্দ্ধমানকে ॥ ৭৮৮  
 দেবানীকস্ত বীৰ্য্যাক্ষ কুমার্যঃ সমজারত ।  
 পারিজাতোহতিকুশলো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৭৮৯  
 ঘট্টশৈলে নৃপোদ্ধৃতঃ চকচকীসরিতত্তটে ।  
 পারিজাতাৎ পরো নৈব পুরুষোহর্থ মহীপতিঃ ॥ ৭৯০  
 খজ্ঞাং পারিজাতাক্কে নাতুদঃ সমজারত ।  
 হিঙ্গালকাননে রাজাকুমার্যুকো হি নির্ভয়ঃ ॥ ৭৯১

নাতুদাং মারিষায়াঞ্চ অর্কপুত্রো হি দিকপতিঃ ।  
 দিকপতিং শ্রীমালীয়াঞ্চ শ্রেয়সামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২  
 স্তম্ভর্য্যামেকবীৰ্য্যৎ যৌ পুত্রৌ বালিনাং বরৌ ।  
 বজ্রনাতো রদকলির্দামনশ্চত্রমন্তকঃ ॥ ৭৯৩  
 গোবর্দ্ধনাখ্যদেশে চ জীমূতস্ত নদীতটে ।  
 বজ্রনাতস্ত বীৰ্য্যাক্ষ মেনকার্য্য মহীপতে ।  
 স্বগণো গগচূড়শ্চ জাতৌ যৌ চাতিশোভনৌ ॥ ৭৯৪  
 যমকরে নদীপার্শ্বে গগচূড়ো হি লুন্ধকঃ ।  
 বসতিং কৃতবান্ তেন পাটলগ্রামসন্নিধৌ ॥ ৭৯৫  
 মোদমত্যাঞ্চ স্বগণবীৰ্য্যাক্ষেব মহীপতে ।  
 বিভূতিশ্চ স্তম্ভতিশ্চ রামভূতিরজারত ॥ ৭৯৬  
 রামভূতিঃ কীকটস্ত রাজা পর্তবেষ্টিতে ।  
 দেশে জঙ্গলসমুত্তে নীচজাতিপ্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭  
 পালাসনগরে রাজা রামভূতিসমুৎ পুরা ।  
 কিরণো ভূমিকা যত্র প্রাপোতি চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৭৯৮  
 বিভূতিঃ গুক্রতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ । ...  
 কেরলে শতশৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্ স চ ।  
 রাজ্যং শূদ্রভূমিকার্য্যং ক্রতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮০০  
 দ্বিজকস্থা তুলসেখাগর্ভে পুষ্পাস্কুরো মহান্ ।  
 ততঃ কোমলপ্রকৃতির্হিটাশ্চ অধিব্রতঃ ॥ ৮০১  
 অগস্ত্যস্ত বরেন্গৈব একাত্রে বিপিনে স চ ।  
 রাজাচূৎ চোৎকলস্তান্তে জগন্নাথস্ত সন্নিধৌ ॥ ৮০২  
 গণ্ডকা জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাখ্যো হি স্তম্ভরঃ ।  
 পুষ্পাস্কুরস্ত বীৰ্য্যাক্ষ চন্দনোপবনে তদা ॥ ৮০৩  
 অবোরসংজ্ঞকস্ত চন্দনাত্তাজ্ঞোহভবৎ ।  
 চন্দনকাননে রাজাসীন্তু লাথো বিষয়ে ভিদি ॥ ৮০৪  
 দেশিকায়ামবোরাক্ষ করণোহতুলবিক্রমঃ ।  
 বর্দ্ধমানং পরিত্যজ্য গতো গ্রাম্য কলাপকম্ ॥ ৮০৫  
 পুঙ্করাননকক্লিষ্টশ্চ স্বরাজ্যে সিদ্ধবান্ নৃপ ।  
 সংক্ষেপাৎ বর্দ্ধমানস্ত ভূপালবর্ণনং কৃতম্ ॥ ৮০৬  
 সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোক্তমঃ ।  
 বর্দ্ধমানস্ততঃ ভূপ পুরাণে বিবৃতা প্রথা ॥ ৮০৭  
 পুঙ্করাননবংশীয়ঃ রাজাজ্ঞো বর্দ্ধমানকে ।  
 রাজা নিরন্তরঃ শ্রীমান্ মল্লাদেবীপুত্রনাৎ ॥ ৮০৮

( দিবিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলবিবরণ )

অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গজায় পশ্চিমে  
 এবং দারিকেশির পূর্বে একটি জতি স্তম্ভ সাধারণভোগ্য  
 ভূভাগ আছে। রাজন! এই ভূভাগের নাম বর্দ্ধমান। এই  
 বর্দ্ধমান দেশে নানা নদ নদী প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য একাদশ



বোজন এবং গ্রহ অষ্ট বোজন। এই দেশের মধ্যভাগ দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব দিকে যে সকল নদী আছে, তন্মধ্যে সুওখর, বকুলা, ও সরস্বতী এই তিনটি প্রধান। এতদ্ভিন্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহুতর নদী প্রবাহিত। ভূগভাঙ্গাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধাতু এদেশে উৎপন্ন হয়। রক্ত, স্বেত ও পাটলবর্ণ কাপাস এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের এখানে বার মাস চাষ হইয়া থাকে। ফল কথা, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বর্দ্ধন অর্থাৎ উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বর্দ্ধমান। দামোদর-জল বিকুর পাদপদ্ম হইতে সম্ভূত। সুতরাং দামোদর নদীর উভয় পার্শ্ববাসী বর্দ্ধমানের অধিবাসী মনুষ্যদিগকে বিভিন্ন দেশবাসী লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে।

অথোর নামধের জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্ম্মামুসারে বর্দ্ধমানবাসী প্রজাপুঞ্জকে শাসন করিতেন। হে রাজন! কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, এই বংশীয় রাজা বীরসিংহের গৃহে একটা বড় কোতুককর ঘটনা ঘটয়াছিল।

কাকিপুরে গুণসিদ্ধ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুন্দর। সুন্দর একসময়ে বর্দ্ধমানে আগমন করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের বিজ্ঞানামী এক পরমাসুন্দরী হুহিতা ছিল। বিজ্ঞা উপনিষৎশাস্ত্র ব্যতীত অজ্ঞাত সমস্ত শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুন্দর ভূ-বিবর দিয়া গিয়া রাজিকালে বিজ্ঞাকে বিবাহ করেন। বিজ্ঞা শাস্ত্রবিচারে সুন্দরের কাছে পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। হে নৃপবর! এই বিজ্ঞাসুন্দরের বৃত্তান্ত চৌরপঞ্চাশংগ্রহে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজা অবোরেয় পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রাঙ্গদ। ইনিও রাজা ছিলেন। গণেশপুরাণে এই রাজার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি কুশের বংশে উৎপন্ন। এই কান্তিচন্দ্র এক সময় বর্দ্ধমানে শাসন করেন।

কুশ হইতে সুকুমার গর্ভে অতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। অতিথি হইতে আব্দুরার গর্ভে মহাবল পুণ্ডরীকের জন্ম হয়। অমোঘবীৰ্য্য পুণ্ডরীক হইতে উলুপীর গর্ভে ক্ষেমধর্ম্ম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেমধর্ম্ম যোগীপুত্র ছিলেন। ইষ্টায়ায় কুল পবিত্র হইয়াছিল। ইনি এক মুনির নিকট বরলাভ করেন। এই বরপ্রভাবে তৎপত্নী রতিদার গর্ভে দেবধর্ম্ম নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবধর্ম্ম হইতে দেবানীক জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্টাদিগের সকলেরই জন্মভূমি বর্দ্ধমান।

দেবানীকের ঔরসে কুমার গর্ভে পারিজাত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইনি রাজকাৰ্য্যে বিচক্ষণ এবং যুদ্ধবিভার পরম পটু ছিলেন। ইনি ঘটশৈলস্থ চক্চকী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত হইতে পুরুষকারতৎপন্ন শ্রেষ্ঠ রাজা আর কেহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খুজ্নীর গর্ভে নাতুল নামে এক পুত্র হয়। নির্ভীকচিত্ত নাতুল হিন্দোল-কাননে বাস করিতেন। নাতুল হইতে মারিয়ার গর্ভে অর্কপুত্র এবং অর্কপুত্র হইতে প্রমীলার গর্ভে দিক্‌পতি উৎপন্ন হন। দিক্‌পতি হইতে সুদর্শার গর্ভে দুই বলবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, রত্নাকলি, বামন ও ছত্রমণ্ডক নামে চারিপুত্র জন্মে। গোবর্দ্ধননেশে জীমূতনদীর তটে বজ্রনাভের মেনকানামী পত্নীর গর্ভে স্বর্ণগ ও গণ্ণড় নামে দুই পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়। গণ্ণড় পাটলি গ্রামের নিকট যমকর নদীর পার্শ্বে বাসস্থাপন করেন। ইনি অতি লুক্ষণভাব ছিলেন। স্বর্ণগের ঔরসে মোদামতীর গর্ভে বিভূতি, সুভূতি ও রামভূতি নামে তিন পুত্র জন্মে। রামভূতি কীকটদেশে রাজপাট স্থাপন করেন। ঐ দেশ তখন পর্তুগীজ-পরিবেষ্টিত ও অজলাকারী ছিল। বহুসংখ্যক নীচজাতীয় প্রজা তাঁহার শাসনাধীন হইরাছিল। সুভূতি পলাসনগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজস্বস্থান চন্দ্রসূর্য্য-কিরণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বিভূতি অতি বলবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই কেরল ও শতদ্রু প্রদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যে বহুতর শূদ্রজাতীয় প্রজা বাস করিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে বিজয়ভা তুলসেধার গর্ভে পুষ্পাঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পাঙ্কুরের পুত্র হটাশ। ইনি বড় কোমলপ্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহার তপোহুতান ছিল। অগস্ত্য ইহাকে বর দেন। সেই বরপ্রভাবে ইনি উৎকলের অন্তর্গতীয়ার জগন্নাথক্ষেত্রের অনুরে একাত্তরকাননে রাজ্য হন। গণ্ণড়ী নামী পত্নীর গর্ভে চন্দনবনে, চন্দন নামে ইহার এক সুন্দর পুত্র জন্মে। চন্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম অবোরে। ইনি তুলাদেশের চন্দনকাননে রাজ্য করেন। অবোরে হইতে তৎপত্নী দেশিকার গর্ভে করণ জন্মগ্রহণ করেন। করণ অসাধারণ বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান পরিভ্রমণ করিয়া কলাপক গ্রামে গমন করেন। পুন্ডরান নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তৃতীয় রাজ্যে অতিবিক্ত হন। সংক্ষেপে বর্দ্ধমানাধিপতি ভূপালদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। অজ্ঞাত সাধারণ দেশের মধ্যে বর্দ্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। এখানকার ভূপালদিগের বিবরণ পুরাণে বর্ণিত আছে। পুন্ডরাননের বংশধর ভূপালগণই পরে মল্লাদেশীর অর্জুনার ফলে বর্দ্ধমানে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। (দিবাকরপ্রা°)

পুরাতত্ত্ব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। জৈনদিগের মতে, মহাবীর বা বর্দ্ধমানস্বামী রাঢ়দেশের যে অংশে অসভ্য জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানই পরে বর্দ্ধমান নামে খ্যাত হয়। এখন বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় নামে খ্যাত। এই জেলায় এক সময়ে অনেক সুপ্রাচীন রাজ-বংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বহু প্রাচীন কীর্তি নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সেরগড় পরগণার সিংহারণ নামে যে নদী আছে, এই নদীর তীরে সিংহপুর নামে একটি প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে সিংহবাহু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন, সিংহপুর নগর ধ্বংস হইলে এই স্থান সিংহারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই বর্তমান সিংহারণ নদীর নামকরণ হইয়াছে। এই জেলায় সাতশৈক্য পরগণা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। এই জেলায় তাঁহারা যে সকল গ্রাম লাভ করেন, সেই সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতীদিগের বিভিন্ন গাঞি বা উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। গোড়াধিপ আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়ের পূর্বে এখানে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণেরই আদিপত্য ছিল। নারায়ণের চন্দ্রোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে, কোন কোন রাতীর ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষ তাঁহাদেরই নিকট বহু কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন কোন রাতীর ব্রাহ্মণের গাঞি হইয়াছে। গোড়ে পালরাজগণের আদিপত্য বিস্মৃত হইলে আদিশূরবংশীয় শূরনরপতিগণ বহুকাল এই জেলায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও রাতীরশ্রেণির ব্রাহ্মণগণকে এই জেলায় বহু শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রাম হইতেই রাতীর ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণের বহুতর গাঞি নাম হইয়াছে।

পালরাজগণ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে উদ্যত ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়দেশে শূরনরপতিগণ এখানকার বৌদ্ধসমাজকে হস্তগত করিবার জন্য আবশ্যিক মত শৈব ও শাক্তধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। গোড়ে বৌদ্ধাধিকারকালে এখানকার ঢেকুর নামক স্থানে শোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ নামে একজন শাক্ত নৃপতি অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভ্রামরুপার গড়ট এক্ষণে সেনপাহাড়ী গড় নামে পরিচিত। ইহার ভ্রাতৃ প্রাচীন হুর্গ এ প্রদেশে আর নাই। গোড়েশ্বর তাঁহার নিকট কএক বার পরাভূত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধর্মের সেবক লাউসেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইছাই ঘোষের গড়ের ভগ্নাবশেষ আজও সেনপাহাড়ীতে পড়িয়া আছে।

এই জেলায় অন্তর্গত বর্তমান হুর্গতট পরগণার ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে একটি সম্ভ্রান্তিপালী নরপতি ছিল। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী

পর্যন্ত কার্যস্থ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখনকার পাণ্ডুয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজগণের সময়েই প্রসিদ্ধ ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিজয়সেন এখানে বিজয়পুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এখানে বহুদিন হইতেই মুসলমান সংগ্রহ হইয়াছিল। মেমারির উত্তরপশ্চিমে বহা বা শ্রীকৃষ্ণনগর নামক গ্রামে সৈয়দ জলাল উদ্দীন তাত্ত্বিকী কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ বা ১২৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত শ্রীকৃষ্ণনগরে জলাল উদ্দীনের নামানুসারে মাজাসা-ই-জলালিয়া নামে একটি মাজার প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় নানা স্থানে প্রাচীন চূর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ছুটিপুর পরগণায় মেমারি টেসনের দক্ষিণে কুলীনগ্রামের নিকট অনেক প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আজমতশাহী পরগণায় ভাটাকুল গ্রামের নিকট রামচন্দ্রগড় এবং অজয়নদের নিকট শেরগড় পরগণায় রাণীগঞ্জের উত্তরে আরও কএকটি গড় দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধমান সহরেই প্রসিদ্ধ বহরম সন্ধা নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান কবির গোরস্থান দৃষ্ট হয়, এই গোরস্থান ঠিক চূর্ণের মত। আগা হইতে সিংহলে যাত্রাকালে কবিবর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই প্রাণত্যাগ করেন। ঐ বর্ষে মুসলমান ইতিহাসে, বর্দ্ধমানের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজমহলে দাউদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে অকবরের সৈন্তগণ বর্দ্ধমানে আসিয়া দাউদের পরিবার-বর্গকে আক্রমণ করেন। তৎপরে দশ বর্ষ কাল দাউদের পুত্র কুতলু খান এই বর্দ্ধমানে মোগলবর্গকে খোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন। [ কুতলু খাঁ দেখ। ]

তাঁহার কবরের নিকট নূরজাহানের স্বামী সের আফগান ও বঙ্গের শাসনকর্তা কুতব উদ্দীনের সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। দিল্লীশ্বরের আদেশে কুতব উদ্দীন নূরজাহানকে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য সের আফগানের সহিত যুদ্ধ করেন। বর্দ্ধমান টেসনের দক্ষিণে স্বাধীনপুর নামক গ্রামে যেখানে উভয় বীর যুদ্ধ হইয়াছিল, আজও সকলেই সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা খুরম (পরে শাহজাহান) বর্দ্ধমান হুর্গ ও সহর জয় করিয়া দিল্লীর শাসনভুক্ত করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উসমান ১৬৯৭ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্দ্ধমানে একটি সুন্দর মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, আজও সেটি দেখিবার জিনিস।

বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান-রাজবংশ।

পঞ্জাব-প্রদেশান্তর্গত লাহোর নগরস্থ কোর্টল মহল্লা-নিবাসী সজম রায়, বর্দ্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সজম রায় শপরিবারে জগন্নাথ দর্শনোদ্দেশে

শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিয়া প্রত্যাগমনকালে, বর্ধমানের সন্নিকটে রাইপুর গ্রামে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করেন। এই স্থান হইতে শতাধি ক্রয় করিয়া, স্থানান্তরে বিক্রয় করাই তাঁহার ব্যবসার ছিল। ক্রমে তাঁহার ব্যবসার বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল।

সঙ্গম রায়ের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র বহুবাহারী রায়ও রাইপুরে অবস্থিতি করিয়া পিতার জায় ব্যবসা করিতে লাগিলেন এবং সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমেই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল।

বহুবাহারী রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে আসিয়া বর্ধমানে বাস করেন। তিনি এতদ্বন্দ্ব মধ্য একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন সময়ে দিল্লীখরের কতকগুলি সৈন্ত এই স্থানে আসিলে আবু রায় তাহাদিগের জন্ত যাবতীয় আহারীয় সামগ্রী ও গোশকটাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার উক্ত সৈন্তাধ্যক্ষের অনুগ্রহে, ১০৬৪ হিজরি ঠং ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে, রেকাবি বাজার, ইব্রাহিমপুর ও মোগলটুলার কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে উক্ত স্থানত্রয়ের বার্ষিক রাজস্ব ৫৩২ টাকা মাত্র দাখ্য ছিল। সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী বর্ধমান রাজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

আবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাবু রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ক্রমে তিনিও বর্ধমান পরগণার অন্তর্গত আরও কয়েকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ঘনশ্রাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্রাম-সাগর নামক সুবিশাল সরোবর ঘনশ্রাম রায়েরই অতুল কীর্তি।

ঘনশ্রাম রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১৬৯৪ খৃঃ (১১০৭ হিজরি) ২৩ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীখর অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের ৩৮ বর্ষে (জুলুস) তাঁহার নিকট হইতে চাকলে বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই ফরমাণে তিনি অনেকগুলি জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে সেনপাহাড়িগড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও উক্ত কৃষ্ণরাম রায়ের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের রাজত্বকালেও উক্ত দ্রুগ পূর্ণাবয়বে বর্তমান ছিল।

কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতকালে, বরদা ও চিত্রয়ার জমিদার শোভাসিংহ; বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপালসিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া প্রবল প্রতাপে মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান আক্রমণ করেন। শোভাসিংহ বর্ধমান আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সময়ে কৃষ্ণরাম রায় হত

হন, শোভাসিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্রী আক্রমণ করিলে, তদীয় পরিবারস্থ ১০ জন ত্রীলোক অহরণাণে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা শোভাসিংহের হস্তে ক্রান্ত হইলে, শোভাসিংহ তাঁহাকে স্বীয় অক্ষপাশিনী করিবার অভিপ্রায়ে, যখন বাহুবল মধ্য হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া পাণাচাব শোভাসিংহের উদর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার পাপময় জীবনের অবশান করিয়া দিলেন এবং সেই ছুরিকাঘাতে তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবনও বিসর্জন করিলেন।

কৃষ্ণরাম রায়ের শোভানীয মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অগংরাম রায়, পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১১১১ হিজরি এই জমাদিয়ল আউরল ও দিল্লীখরের ৪৩ বর্ষ রাজ্যকালে (জুলুস) অগংরাম রায় দিল্লীখর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে ৫০ মহল জমিদারী এবং জমিদার ও চৌধুরী উপাধি সম্বলিত এক খানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার দ্বীয় নাম প্রজ্ঞ-কিশোরী, তদীয় গর্ভে কাঞ্চিচন্দ্র ও মিত্রসেন নামে দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭০২ খৃঃ কৃষ্ণসাগর সরোবরে স্নান করিবার সময়ে জনৈক গুপ্তহত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়। তদবধি রাজপরিবারস্থ কেহই অপবিঘ-বোধে কৃষ্ণসাগরের জল পান বা তাহাতে স্নান করেন না। বর্ধমান-রাজবংশের যে সকল অতুল কীর্তি চতুর্দিক সমুজ্জল করিয়া আছে, তাহার আধিকাংশই কীর্তিমতী প্রজ্ঞকিশোরীর স্থাপন করেন। বর্ধমানের সাগরসম সুবিশাল কৃষ্ণসাগরই কৃষ্ণরাম রায়ের অতুলকীর্তি।

অগংরাম রায়ের শোভানীয মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কাঞ্চি-চন্দ্র পিতার পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, তদীয় ভ্রাতা মিত্রসেন মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১১১৫ হিজরি ২০এ সওয়াল ৪৮ জুলুস দিল্লীখর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে কাঞ্চিচন্দ্র পৈতৃকপদ ও সম্পত্তিপ্রাপ্তির ফরমাণ লাভ করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে, বরদা ও চিত্রয়ার জমিদার শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহকে পরাজয় করিয়া তদীয় জমিদারী অধিকার করেন। চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ, শোভাসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বর্ধমান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্তিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় জমিদারী চন্দ্রকোণা অধিকার করেন, পরে তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপাল-সিংহকেও বৃহৎ পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার কোন সম্পত্তি লইতে পারেন নাই, কেবল তাঁহার তত্ত্বাবধিখানি লইয়াছিলেন। ভূরহুট, রাবদা ও বেলগরের জমিদারদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন।

• কীৰ্ত্তিচন্দ্র দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১৫ রমজান ১৭ জুলাই তারিখে একখানি করমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে উক্ত বিজিত সম্পত্তি ও কতাহপুর পরগণার অধিকার প্রদত্ত হইরাছিল। কীৰ্ত্তিচন্দ্র অত্যন্ত সমর-কুশল ছিলেন, তিনি বঙ্গের নবাব বাহাদুরের অমুখ্যাত্মসারে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া কাঁটোরার নিকট হইতে চুর্দান্ত মরাঠাধিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কীৰ্ত্তিচন্দ্র বাদশাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও দেশমধ্যে তিনি মহারাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে কবিবর ঘনরাম তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন—

“অখিলে বাহার কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্তী,

কীৰ্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র-প্রধান।

চিতি তাঁর রাজেন্দ্রতি, কুরুপুর নিবসতি,

খিলা ঘনরাম রস গান ॥”

বঙ্গের নবাব বাহাদুরের নিকট কীৰ্ত্তিচন্দ্রের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল, একদা তাঁহার মাতা ঐক্কেরে গমনকালে, বঙ্গেশ্বর উড়িয়া-প্রদেশস্থ ফৌজদার ও যাবতীর কাঁড়িদারদিগকে তাঁহার বিশেষ রূপে ভয়বোধারণ করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করেন।

বর্ধমানের সরিকটস্থ কাঞ্চননগর নামক যে মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদের ধন্যবশেষ বর্তমান আছে, কীৰ্ত্তিমান কীৰ্ত্তিচন্দ্রই তাহা স্থাপন করেন। ১৭৪০ খৃঃ অঃ কীৰ্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার হস্তস্থিত অল্পপম তরবারখানি অগ্ৰাধি রাজধানীনাগরে পরমবশ্যে রক্ষিত আছে, উহাকে ‘কীৰ্ত্তিচন্দ্রের তেগা’ বলিয়া থাকে। কীৰ্ত্তিচন্দ্রের অনেকগুলি কীৰ্ত্তি অগ্ৰাধি বর্ধমান রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া আছে।

কীৰ্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চিত্রসেন রায় বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে পরগণা মণ্ডল ঘাট, আরসা, ব্রাহ্মণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে ১৫ সওদার ১২ জুলাই রাজা উপাধি-যুক্ত করমাণ ৪ পারচা খেলাত এবং এক জোড়া মুস্তা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে কীৰ্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

উক্ত বাদশাহের ২১শ বর্ষ রাজত্বকালে ২০ রমজান তারিখে ১৭৪০ খৃঃ চিত্রসেন রাজা উপাধিসহ চাকলে বর্ধমানের জমিদারী সনদ প্রাপ্ত হন। ১৭৪২ খৃঃ পুনরায় দিল্লীখরের নিকট হইতে ছত্র, আসকি, নাকারা ও আড়ানি খেলাত সহ, একখানি সনদ প্রাপ্ত হইলেন। এ সময়েও কীৰ্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন। এইরূপে রাজা চিত্রসেন সর্বসম্মত ১২ খানি করমাণ

ও সনদ প্রাপ্ত হইরাছিলেন। তিনি বার্ষিক ২২৭০৪৭২ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন।

তাঁহার দুই পত্নী, উভয়েই বন্ধ্যা ছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় কালনায় বর্তমান আছে। ইহার রাজত্বকালের অনেকগুলি কামান অগ্ৰাধি রাজবাটাতে বিত্তমান, তাহাতে পারসী অক্ষরে তাঁহার নাম খোদিত দৃষ্ট হয়।

রাজা চিত্রসেন রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় খুলতাত মিত্রসেনের পুত্র তিলকচন্দ্র বর্ধমান রাজ্যপ্রাপ্ত হন। সন ১১৪০ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে মহারাজ তিলকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৪৪ খৃঃ ২৪ জুলাই ২ জমাদিয়ার আউঙ্গল তারিখে দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে বর্ধমান প্রভৃতি জমিদারীর রাজা উপাধিসহ প্রথম সনদ পান। পরে আবুল নসরু মুজা উদ্দীন আহম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীর নিকট হইতে ৭ জুলাই ৭ রজব তারিখে পুনরায় একখানি করমাণ প্রাপ্ত হন। দিল্লীখর আলমগীর বাদশাহের নিকট হইতে তিনি ১ জুলাই ২৬ মহরম তারিখে একটি হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন।

দিল্লীখর শাহ আলম বাদশাহ ‘ফিদবী খাস’ উল্লেখ্যে তাঁহাকে একখানি পত্র এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে (৪ হাজার জাত ও ২ হাজার সওয়ার) চারিহাজারি জাত ও রাজা বাহাদুর খেতাবযুক্ত একখানি করমাণ দিয়াছিলেন। ফিদবী খাস অর্থে বাদশাহের খাসের কর্মচারী, এরূপ সম্মান রাজ্যের প্রধান কর্মচারী ভিন্ন অপর কেহই প্রাপ্ত হইতেন না, এবং বঙ্গদেশে অপর কোন চূপতিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইতেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল বাহাদুর ‘ফিদবী খাস’ শব্দ ব্যবহার করিতেন। ঐ সঙ্গে তিলকচন্দ্র নবাব ও কালরদার পালকীও প্রাপ্ত হইরাছিলেন। পুনরায় দিল্লীখরের নিকট (১৭৬৮ খৃঃ) ২ জুলাই ৪ঠা রমজান ৫ হাজার জাত ও হাজার সওয়ার (পঞ্চাহাজারি জাত), মহারাধিরাজ খেতাব, তোপ, নাকারা ও পতাকাপ্রাপ্তির করমাণ লাভ করেন।

১৭৫৫ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন গবর্নর মিঃ হেনরি রিসবেট দিল্লী সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাজ তিলকচন্দ্রকে একটা খেলাত ও একটা হস্তী প্রেরণ করেন। পলাসীর যুদ্ধ কালে তিলকচন্দ্র অশ্ব দিয়া ইংরাজদিগকে বধেট সাহায্য করিয়া ছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারিগণকে ৭৫২৫ টাকা মূল্যের খেলাত পাঠাইয়া ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিলকচন্দ্র সাহায্য করিলেও অল্প-

কাল পরেই কোম্পানী সেই উপকার বিস্মৃত হন; এমন কি অল্প-কাল পরেই সম্রাটগোলায় ইংরাজসৈন্যের সহিত রাজসৈন্তগণের একটা যুদ্ধ হয় এবং সেনাপাহাড়ী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর সৈন্তগণের সহিতও দুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ের রাজসরকারে ১৫ সহস্র সৈন্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে বর্ধমান একটা করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার মহারাজের নিজ আদালতই নিশ্চিন্ত হইত, দম্ভা ও তত্ত্ববিদগণকে মহারাজ স্বয়ংই দণ্ড প্রদান করিতেন। মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের অধীনে ১২টা গড় (চুর্গ) বর্তমান ছিল, এখনও ঐ সকল চুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। ১৭৬৭ খৃঃ রাজসরকারের বরাদ্দের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, উপরোক্ত ১২টা চুর্গে ২২৬ জন স্ত্রীদল সওয়ার এবং ১১১ জন মুশিক্ষিত পদাতিক সত্তত চুর্গ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে বহুতর দেশীয় পাইক ও পদাতিকও নিযুক্ত থাকিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত গোলযোগ মিটিবার পরই শেঠাবাজারের রাজা নবরুক্ষ বর্ধমানের সাজা-রাস হইয়া আসেন। ১৭৬৫ খৃঃ মহারাজ তিলকচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৪০২৪৮৯০৮০ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া যে দাখিলা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অজ্ঞাবহি রাজবাটীতে রক্ষিত আছে।

তিলকচন্দ্র বহুতর সংকীর্ষি এবং বিস্তার দেবদ্র ও ব্রহ্ম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল পর্যন্ত সর্বসমেত ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার বিঘা জমি কেবল ব্রহ্ম প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৫৭ সালে ইং ১৭৭০ খৃঃ তিলকচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পত্নী, তন্মধ্যে মহারানী বিমলকুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন, ইহার গর্ভে মহারাজ তেজচন্দ্রের জন্ম।

সন ১৭৭১ সাল ৬ই মাঘ (১৭৬৪ খৃঃ ১৭ই জ্যৈষ্ঠারীতে) তেজচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদীয় পিতার পরলোকগমনের পর ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎকালে নিতান্ত শৈশবাবস্থা হেতু তদীয় জননী অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহারানী বিমলকুমারীই তাঁহার অভিভাবিকা স্বরূপ সমুদয় রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৭৭১ খৃঃ তেজচন্দ্র বাহাদুর দিল্লীস্থ শাহজাহান বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তদীয় প্রদান সেনাপতির নিকট হইতে সন ১৮৮৪ খিজরা ১২ সওয়ার ১২ জুল, তারিখে পৈতৃক পদ অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর খেতাব, পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার, নাকারা, ভোণ প্রভৃতি রাখিবার কন্যাসম্বলিত ফরমান প্রাপ্ত হইলেন। তেজচন্দ্র সাবালক হইয়া অত্যন্ত বিলাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজকাৰ্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগ হেতু, অল্পকাল মধ্যেই অনেকগুলি জমিদারী বাকী থাকিবার প্রকাজ্ঞ নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, সেই

সকল জমিদারী খরিদ করিয়াই এতৎকালীয় বহু জমিদারবর্গের স্মৃতি হইয়াছে। ১৭২৩ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বার্ষিক ৪০১৫১০ টাকা রাজস্ব এবং ১২০৭২১ টাকা পুলবন্দি ধাৰ্য্য হয়। দশশালা বন্দোবস্তের পরেও মহারাজের কতকগুলি জমিদারি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, পরন্তু তৎপরেই সহসা তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ও সমুদয় জমিদারি পণ লইয়া পত্নী বন্দোবস্ত করিয়া এককালে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই বিপুল পণরানিই বর্ধমান-রাজধানীতে ভিত্তি; তদবধি একাল পর্যন্ত রাজ্যের যাবতীয় ব্যয়নির্বাহাতে সমস্ত উদ্ভূত অর্থই উক্ত ধনাগারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৯০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং মহারাজের হস্ত হইতে দেওয়ানি ও ফৌজদারী ক্ষমতা, জেলখানা, এবং ১৭৯৩ খৃঃ পুলিশ বিভাগ উঠিয়া লয়। তৎপূর্ব পর্যন্ত ঐ সকল ক্ষমতা তিনি ও তৎপূর্ব পুরুষগণ অনুরূপ ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর নয়টা দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারানী নানকী কুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন। সন ১১৯৮ সালে তাঁহার গর্ভে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, শেখাবস্থায় মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রকেই রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন স্থির করিয়া প্রতাপচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে যৌববারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মহারাজ প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কার্যক্ষম ছিলেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া ৮ম আটন প্রণয়ন করাইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া যান। সন ১২২৮ সালের পৌষ মাসে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কাটি মহারাজ প্রতাপচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই প্রতাপচন্দ্রকে লইয়াই জাল প্রতাপটানের স্মৃতি। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের পরলোকগমনে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ভ্রাতৃক পরাণচন্দ্র কপূরের পুত্র চুনিলাল বাবুকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহতাবচন্দ্র নামকরণ করেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহুতর কীর্তিতে বর্ধমান-রাজধানী সমৃদ্ধ রহিয়াছে। সন ১২৩৯ সালের ভাদ্রমাসে তেজচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

১৮২০ খৃঃ ১৭ নবেম্বর তারিখে মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃঃ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি তেজচন্দ্র বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তদীয় মহিষী মহারানী কমলকুমারী (পরাণচন্দ্র কপূরের ভগিনী) পুত্রের রাজ্যপাণি প্রাপ্তির জন্য তারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সমীপে একখানি পত্র প্রেরণ

করেন। অতিরিক্ত মধ্যাহ্নে তিনি (১৮৩৩ খৃঃ ৩০ আগষ্ট) গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে মহারাজাধিরাজ খেতাব ও খেলাত পাইলেন। তাঁহার নাবালকবয়স্ক তদীয় মাতা মহারানী কমলকুমারী ও পরাগচন্দ্র কপুর্নই তদীয় অভিভাবক স্বরূপ রাজকাৰ্য্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮২২ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহতাবচন্দ্র প্রথম দায় পরিগ্রহ করেন। তদীয় গর্ভে রাজকুমারী স্রীমতী ধনদেবী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় যে, কুমারীর জন্মের ৭ দিন পরেই মহারানী পরলোক গমন করেন, শৈশবে মাতৃহীন রাজকুমারী বিবাহের অত্যন্তকাল পরেই বিধবা হইলেন। সন ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে রাজকুমারী লালী অবনীনাথ মেহেরা বাক্যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ খৃঃ ২৪ জুন তারিখে মহতাবচন্দ্র বাহাদুর স্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহারানীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায় ১৮৬৬ খৃঃ ১২ মার্চ তারিখে মহারাজের শ্রীমতী ৮লালা বংশগোপাল চন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া কুমার আকতাব চন্দ্র মহতাব বাহাদুর নামকরণ করেন।

১৮৩৯ খৃঃ মহারাজ পুনরায় গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ বিবিধ প্রকারে গবর্নমেন্টের বিস্তর উপকার করেন। তৎকালে তিনি গবর্নমেন্ট হইতে ভূরি ভূবি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃঃ মহতাব চন্দ্র ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন, এতদ্ব্যতীত গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে উক্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য গবর্নমেন্ট হইতে প্রতি বৎসরে ১০ সহস্র টাকা দিবার নিয়ম আছে, মহারাজ তিন বৎসর উক্ত পদে সমাসীন থাকিয়া এক কালে ৩০ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত সমস্ত টাকাই তিনি আলিপুরস্থ পশুশালানির্মাণার্থে প্রদান করেন।

১৮৬৬ খৃঃ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় তারিখে মহারাজের অসাধারণ বদান্ততা দৃষ্টে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল সার জন লরেন্স বাহাদুর মহারাজকে অসংখ্য একখানি পত্র লিখিয়া বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ মহারাজ বংশোদ্ভূত মহামাতা সম্রাজ্ঞীর রাজচিহ্ন (Armour and supporters) ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৬৯ খৃঃ বর্ধমান প্রদেশে ভরদ্বার ম্যাপেরিয়ার মহারানীর প্রাহুর্ভাব হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের হস্তে

বর্ধমানপতি এককালে ৫০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট বিস্তর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৭০ খৃঃ মহামাতা সম্রাজ্ঞীপুত্র ডিউক অব এডিনবরা বর্ধমানস্থ রাজত্ববনে গভাগমন করিয়া বর্ধমানপতিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ তীর্থ হুজিৎকের সময় মহারাজ নিজ ব্যয়ে চুঁচুড়া, কালনা ও বর্ধমানের স্থানে স্থানে অন্নসত্র করিয়া অসংখ্য দীনহীনের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গের তৎকালীন লেক্টেনেন্ট গবর্নর সার জর্জ ক্যাথেল বাহাদুর স্বয়ং ঐ সকল অন্নসত্র দর্শন করিয়া বর্ধমানরাজের উৎকৃষ্ট বদান্ততার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অসংখ্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ মাস্তাজ প্রদেশে হুজিৎকের জন্য তিনি ১০ সহস্র টাকা প্রদান করেন।

১৮৭৭ খৃঃ দিল্লী দরবার হইতে বর্ধমানপতি His Highness খেতাব এবং আজীবন সম্মানস্বরূপ ১৩টা তোপ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ বর্ধমানপতি ভারতসম্রাজ্ঞীর একটা প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি কলিকাতার মিউজিয়ামে স্থাপন করেন।

বর্ধমান ও কালনার অধৈবতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহুতর দেশহিতকর কীর্তি স্থাপন করিয়া মহতাবচন্দ্র বাহাদুর এতদ্ব্যতীত জনগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তত্ত্বি তাঁহার নূতন ক্রীত বিশাল জমিদারী উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কেন্দ্রা কুজক ও মেদিনীপুর জেলায় সুজামুঠা পরগণায় ২টা অধৈবতনিক বিদ্যালয় ও ৫টা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সন ১২৬৫ সালে তিনি মহর্ষি বাস্কিকৃত মূল ও সরল ব্যাখ্যা সহ রামায়ণ এবং মহর্ষি বেদব্যাসকৃত মূল ও ব্যাখ্যাসহ মহাভারত মুদ্রিত করিয়া সাধারণ বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরক কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সন ১৮৭৯ খৃঃ ২৬এ অক্টোবর ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ভাপলপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজাধিরাজ আকতাব মহতাব বাহাদুর বর্ধমান রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; তৎকালে তিনি পূর্ণবয়স্ক না থাকায়, বর্ধমানরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হইবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের রাজকাৰ্য্যপ্রণালী এতই সুন্দর ও সুব্যবস্থার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল, তাঁহার নিকট সুশিক্ষিত তদীয় প্রাতুষ্পুত্র তৎকালীন দেওয়ান-ই-রাজ কম্বিহারী কপুর্ন সাহেব এরূপ যোগ্যতার সহিত রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন যে, বঙ্গের সার আদালি এডেন বাহাদুর, বর্ধমানরাজ্য অন্নকালের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন না করিয়া, বঙ্গের ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তৎক্ষণই রাখিবার অঙ্গমতি প্রদান করেন।

মহারাজ আক্ৰান্তব চন্দ্র বাহাদুর ও স্বরাজ্যকার্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজমন্ত্রী বনবিহারী কপূর সাহেবের উপর সৰ্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ আক্ৰান্তব বাহাদুর মহাসমারোহে গবর্ণমেন্টের নিকট খেলাতসহ রাজসনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি করেরকটা মহাকাঁড়ি স্থাপন করিয়া এদেশের মহৎ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খৃঃ দাখিলিজে যুরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে তিনি তাহার সাহায্যার্থ এককালে ১০ সহস্র ও বর্ধমান নগরে জলের কল প্রস্তুত করিবার জন্য বর্ধমান মিউনিসিপালিটিকে এককালে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর যে বিভাগের স্থাপন করেন, তাহাতে কেবলমাত্র এন্ট্রেন্স পর্যন্ত পাঠ হইত। আক্ৰান্তবচন্দ্র ঐ স্কুলটিকে ২য় শ্রেণী কলেজে উন্নীত করিয়া বিনা বেতনে এল, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ করিবার সুবিধা করিয়া দেন, এই কার্যে তাহার ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

তিনি বর্ধমান সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, পুস্তকালয়টি স্থাপন করিতে তাহার ৯ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই সকল সাধারণ হিতকর কার্য দৃষ্টে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি গবর্ণমেন্টের হস্তে এককালে ৫ সহস্র টাকা প্রদান করেন। মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের স্মরণার্থে বর্ধমান গবর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও চক্ষুঃ পীড়াগ্রস্থ রোগীদিগের বাসোপযোগী একটা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। তিনি তদীয় পিতৃদেবের পূণ্যতম কীর্তি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া সাধারণ বিতরণ করেন।

সন ১২৯১ সালের ১৩ চৈত্র তারিখে ২৪বৎসর বয়ঃক্রমকালে আক্ৰান্তবচন্দ্র মহতাব বাহাদুর অকালে পরলোক গমন করেন।

আক্ৰান্তবচন্দ্র মহতাব বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তদীয় নাবালিকা মহিষী মহারানী অধিরানী বেনদেবী দেবী বর্ধমানরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মহারাজ আক্ৰান্তবচন্দ্র বাহাদুরের উইলে মহারানীর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অন্তিমমতি থাকায়, তিনি রাজা বনবিহারী কপূর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিজনবিহারী (বিজয়চন্দ্র) কপূরকে ১৮৮৭ খৃঃ ৩১ জুলাই তারিখে বঙ্গেশ্বরের আদেশানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে তদীয় স্বামী শ্রীমতী মহারানী নারায়ণকুমারী দেবী, বহুতর আপত্তি করিয়া উচ্চতম আদালতে অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমাটী অবশেষে আপোলে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। দত্তকগ্রহণের

অত্যাধিকাল পরেই ১৮৮৮ খৃঃ ১৩ বে তারিখে মহারানী পরলোক গমন করেন।

১৮৮১ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখে মহারাজাবিরাজ বিজয়চন্দ্র মহতাব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। মহারানী বেনদেবীর মৃত্যুর পর মহারাজ বিজয়চন্দ্র নাবালক থাকায় কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীনে তদীয় জন্মদাতা পিতা, বর্ধমানরাজ্যের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত হইয়া ১৮৯২ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখে সাবালক হইয়া বর্ধমানরাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাজা বন বিহারী কপূর সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১ই নবেম্বর বর্ধমান জেলায় সোঁরাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মতে বর্ধমানরাজ্যের বহু বিষয়ে উন্নতি বর্তিয়াছে। তিনি ব্রীটশগবর্ণমেন্টের নিকট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জাভুয়ারী রাজা উপাধিলাভ করেন। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর সময় তিনি নিজ জাতির পদমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বরেন্দ্রীতে এক কব্জিরসভা আহ্বান করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানের স্বজাতিবৃন্দ তাহাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। তাহারই বৃত্তে ও অধ্যবসারে ব্রীটশ গবর্ণমেন্ট বর্ধমানরাজ্য ও তাহার স্বজাতিবৃন্দকে কব্জির বলিরা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

#### প্রাচীন স্থান

ব্রহ্মপুত্রের মতে বর্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা প্রধান—

খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জাহানাবাদ, মাদাপুর, শঙ্কর-সরিং পার্শ্বে গরিষ্ঠগ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (এখানে অভিরাম-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমহেশ্বর), দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিত্তাহান নবাবীপ (গোয়ালের জমিদান), মালাজোর, একলক্ষক, রাববঘাটিকা, অধিকা, বাসুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাপি, স্বরূপ, আকন, তট, স্বর্গটীক। বর্ধমানের দক্ষিণে পাঞ্চল (এখানে বিজয়ভিনন্দন রাজা হইবেন), কুমারবীথিকা, কুলকিশ্রী, কপল, লোহপুত্র, গোবর্দ্ধন, হাটক, শ্রীরামপুর, বেগুন, অগ্রবীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বজ্রিকবালা, কুশমান, গজচরি, জাবট, চন্দ্রলেখ। জঙ্গলের নিকট রসগ্রাম, এছাড়া ৮টা পত্তনের নাম বধা—বৈজ্ঞপুর (ভাগীরথীর পশ্চিমে ছই বোজন দূরে, (তিলির অধিকারে), পাটলি (গজার পার্শ্বে কায়স্থরাজের অধিকারে), শিলাবতী নদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট কব্জির অধিকারে চন্দ্রবাটী, বর্ধমানের পূর্বাংশে বৃত্তিকপত্তন, দামোদরের তীরে দ্বিবক্রাসরিংপার্শ্বে হাটক নগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিদ্যপত্তন,



বর্ধমানের ৩০ ক্রোশ দূরে শাম্ভুপতন, (এখানে কয়তোলাবদী-প্রবাহিত)। (৭ অধ্যায়)।

উক্ত গ্রামসমূহাদির নাম হইতে বোধ হইতেছে যে, বর্ধমান চণ্ডী, নদীরা ও পাবনা জেলার কতকাংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

বর্ধমান নগরে বর্ধমান জেলার জমাকীর্ণ নগরসমূহের মধ্যে বর্ধমান, কালনা, জামবাঙ্গার, রাণীগঞ্জ, জাহানাবাদ, বালী, কাটোয়া, লাইহাট এই ৮টা সহর প্রধান। এই ৮টির মধ্যে বর্ধমানে প্রায় ৪০ হাজার এবং লাইহাটে প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস। বর্ধমান গওগ্রামসমূহের মধ্যে খণ্ডঘোষ, ইন্দাল, সলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাকুরিয়া, মন্ডেশ্বর, ডাউসিংহ, ভগবতীপুর, মঙ্গলকোট, উকানপুর, বুলবুল, আউলগ্রাম, সোণামুখী, কসবা, দিগ্‌নগর, দানকর, কাকসা, নিয়ামতপুর, গোঘাট, কোতলপুর, বায়না ও সলিমপুর এই ২৪ খামি গ্রাম প্রধান। ঐ সকল গওগ্রামে বহু লোকের বাস।

উক্ত নগর গ্রামাদির মধ্যে কালনা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানে সহস্রাধিক বিপনী সুশোভিত। মুসলমান আমলেও এই স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। সে সময়ের কালনার পার্শ্ব দিগ্‌না গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কালনার আর বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকিলেও তথায় বহু সস্ত্রান্ত লোকের অচ্চাপি বাস আছে। বহু বিপণীমণ্ডিত নতুন কালনা বর্ধমানের মহারাজের যত্নে নির্মিত। রাণীগঞ্জের কলার খনি জগৎবিখ্যাত। [রাণীগঞ্জ দেখ।]

দারিকেশ্বরনদীর তীরে জাহানাবাদ, এখানে মহকুমা ও বহু সস্ত্রান্ত লোকের বাস আছে। বালিগ্রাম ও দারিকেশ্বরের তীরে, পূর্বে এই স্থান ব্রাহ্মণকায়স্থের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। ভাগী-দেবী ও অজয়ের সন্মত্বাহরে প্রসিদ্ধ কাটোয়া নগরী, এখানে বহু নদী বণিকের বাস। বহু পূর্বে হইতেই কাটোয়ার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নবাব আলীবর্দীর সময়ে মরাঠাদিগের উৎপাতে কাটোয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও কাটোয়া একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। [কাটোয়া দেখ।]

ভাগীবতীর তীরে লাইহাট অবস্থিত।—পূর্বে এই স্থানও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও এখানে নানা ব্যবসায়ীর বাস দেখা যায় ও বাণিজ্যের জন্ত প্রসিদ্ধ।

বর্ধমান জেলায় পতিত জমি নাই। সকল জমিতেই প্রায় চাষ হইয়া থাকে।

এখানে বহু পশুাদির মধ্যে রাণীগঞ্জের জলশে অসংখ্যক বাঘ, ভল্লক ও নেকড়ে দেখা যায়। বিষধর মর্শের অভাব নাই। পক্ষীর মধ্যে বহু কুহুট, পাতি হাঁস, ময়ূর, রাক্‌হাঁস, শ্রুত কপোত, তিত্তির ও বটের পাখী প্রায়ই দেখা যায়।

অধিবাসী ও অবস্থা।

এই জেলার শতকরা ৮০ জন হিন্দু, ১৮ জন মুসলমান, বাকী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালী ও সন্দগাপের সংখ্যাই অধিক। তৎপরে সংখ্যানুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বাউরি, গোয়াল, চামার, ডোম, বেথিয়া, কারস্থ, কৈবর্ত, তেলী, কলু, হাড়ী, তত্ত্বায়, কাম্বাকার, গুড়ি, নাপিত, চণ্ডাল, কুম্ভার, মোদক, ছুতার (বড়ই)। মুসলমানের মধ্যে সকলেই প্রায় সন্ন্যাসী, অল্পই শিয়া। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে না। তন্মধ্যে যুরোপীয় ও ইউরেনিয়ানদিগের সংখ্যাই বেশী, দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সার্বিক শতাধিক হইবে না।

পূর্বে বর্ধমান জেলায় বহু লোকের বাস ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্যালেরিয়া দেখা দেয়, সেই পর্যন্ত গ্যালেরিয়ার এখানকার লোকসংখ্যা বড়ই কমিয়া আসিতেছে। অল্প দিন হইতে সামান্য উন্নতি বোধ হইতেছে। মাঘ হইতে আষাঢ়ের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই জেলা বেশ স্বাস্থ্যকর থাকে, তৎপরে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে অরৈও প্রাচুর্য্য ঘটে। জল অধিকাংশ স্থলেই অর্ধি থাকে, জননিকাশেরও তেমন সুবিধা না থাকায় ঠাণ্ডার ও আহারের দোষে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়ে। কোন কোন বর্ষে আবার ভীষণাকার ধারণ করে। সাধারণের বিশ্বাস, যে রেলওয়ে বাধ হওয়া পর্যন্ত জল নिकासের অসুবিধা ঘটায়, বড় বড় নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, বজ্রা আসিয়া পূর্ব সঞ্চিত আবর্জনা সকল দৌত করিবার সুবিধা না থাকায়, ছোট ছোট নদী নানা শুষ্ক হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলে বিস্তৃত পানীয় জলের অভাব ঘটায় বর্ধমান জেলা একরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। তাই জেলার উন্নতিবিধানের জন্ত দামোদর হইতে এডেন খাল, বর্ধমান সহরে জলের কল ও অপরাপর স্থানে ভাল পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে।

রেলওয়ের সুবিধার জন্ত দামোদরের বাধ নির্মিত হইবার পূর্বে বর্ধমান জেলার নিরন্তর বজ্রা হইত। ১৭৭০, ১৮৩৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যে বজ্রা হইয়াছিল, তাহাতে বহু লোক ধনে প্রাণে মারা যায়। বাধ হওয়া পর্যন্ত বজ্রার প্রকোপ কমিয়াছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে হৃত্তিক দেখা দেয়। এ সময়ে মোটা চাউলের মণ ১১০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা হইয়াছিল।

বাণিজ্য।

এখানে দেশীয়গণের দ্বারা ধুতি, মাফী প্রভৃতি হইয়া নান্য স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ষোণা, রূপা ও পিত্তল কাঁসার জিনিষও এখানে যথেষ্ট তৈয়ারী হইতেছে। এখানকার জমি বেশ উর্বর, সেই জন্য একটুও গড়িয়া নাই। শস্তাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এখানকার খরচ কুলাইয়া উদ্ভূত থাকে। এখান

হইতে চাউল, তামাক, নানাপ্রকার কলার, গোম, সরিষা, পাট, চিনি, লবণ, দেশী ধুতি, তুলা প্রভৃতি অল্প স্থানে রপ্তানী হয় এবং এখানে বিলাতী কাপড়, বিলাতী জিনিস, লৌহ, লবণ, গরম মসলা, নারিকেল ও এরও তৈল আমদানী হইয়া থাকে।

এই জেলার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের যেমারি, শক্তিগড়, বর্দ্ধমান, কাহুলঙ্গন, মানকর, পানাগড়, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, সিরারসোল, নিম্ভা, আসনসোল, সীতারামপুর, বরাকর, শুস্করা ও ভেদিয়া প্রভৃতি ষ্টেশনেই অধিকাংশ আমদানী রপ্তানীর চালান হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জে বরগকোম্পানীর এক বৃহৎ কারখানা আছে, তাহাতে পাইপ, ইষ্টক ও নানা প্রকার সুদৃঢ় টালিখোলা প্রস্তুত হইতেছে।

এই জেলার ৪টি জেল ও ১৭টি থানা আছে। এতদ্ব্যতীত ৮টি থানা সদরের অধীন যথা—বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খণ্ডবোহ, রায়না, গাঙ্গুড়, সলিমাবাদ, বুদবুদ ও আউসগাম। ৩টি থানা রাণীগঞ্জের অধীন যথা—রাণীগঞ্জ, আসনসোল ও কক্সা। ৩টি থানা কাঁটোয়ার অধীন যথা—কাঁটোয়া, কেতুগাম ও মঙ্গলকোট এবং ৩টি থানা কালনার অধীন যথা—কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্ত্রেশ্বর। ঐ গুলি আবার ৭১টি পরগণায় বিভক্ত।

৩ উক্ত জেলার সদর মহকুমা, অক্ষা° ২২° ৫৭' ৩০" হইতে ২৩° ৩২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩২' ৪৫" হইতে ৮৮° ১৬' ৪৫" পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৪২ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১৪' ১০" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫০' ৫৫" পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে অনর্পকর জরে এই সহর উৎসন্নপ্রায়। এখন মহারাজের বায়ে জলের কল ও মিউনিসিপালিটির চেষ্টায় বর্দ্ধমান সহরের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে এখানে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনার সাহেব বাস করিতেন। এখানকার বর্দ্ধমান-মহারাজের স্মরণার্থে প্রাসাদ, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টোত্তরশত শিবমন্দির এবং পীরবহরমের মসজিদ দেখিবার জিনিস। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা খুরম্ (পরে শাহজাহান) বর্দ্ধমান অধিকার করেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহ বর্দ্ধমানাধিপতিকে নিহত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করেন। অবশেষে বর্দ্ধমান-রাজকুমারীর হস্তে তাহার আয়ু শেষ হয়; বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে পূর্বেই সে কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় ষ্টেশন আছে। এখানকার সীতাতোণ্ড ও মতিচূর প্রসিদ্ধ।

বর্দ্ধমান (মের বর্দ্ধমান), উত্তরভারতের কাম্বীর উপত্যকার পূর্বপার্শ্ববর্তী একটা স্থলীর্ণ উপত্যকা। একটা উচ্চত্ব পর্বত দ্বারা উক্ত উভয় উপত্যকা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। ইহা উত্তর-

দিক্গে প্রায় ৪০ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় সিকি মাইল। ইহার চতুঃসীমাস্থিত পর্বতমালি ভূবারাবৃত শিখরে দণ্ডায়মান। এই উচ্চত্ব পর্বতগুলি চারিদিকে বিচ্ছিন্ন থাকায় ইহার নিয়মিত শ্রমিকর স্পর্শ করিতে পায় না। বর্দ্ধমান নদী এই পর্বতমালা ভেদ করিয়া চতুঃভাগায় মিলিত হইয়াছে। এখানে কয়েকখানি গ্রামে অতি অল্পলোকেরই বাস আছে, তাহারা এখানকার কঠোর শীত সহ্য করিতে সমর্থ।

বর্দ্ধমান, স্বনামখ্যাত কএকজন গ্রন্থকর্তা। ১ কাত্তবিরত্ন-রচয়িতা। ২ ক্রিয়াগুপ্তক, সিদ্ধরাজলর্ণন ও গণরত্নমহোদধি-প্রণেতা। ইনি ১১৪০ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানির একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ হরি ইহার গুরু ছিলেন। ৩ নানাশাস্ত্রার্থনির্ণয়রচয়িতা। ৪ শ্রীক্ষ-প্রদীপপ্রণেতা। ৫ একজন পাটলি কবি। ৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, বরাহমিহির ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, ১ কিরণাবলীপ্রকাশ, খণ্ডনখণ্ডাঙ্কপ্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, জায়কুম্ভমঞ্জলিপ্রকাশ, জায়নিবন্ধপ্রকাশ, জায়পরিশিষ্টপ্রকাশ, জায়লীলাবতীপ্রকাশ এবং প্রেমময়তত্ত্ববোধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বরের পুত্র মধ্যো পরিগণিত।

২ এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি কবিশ্রেষ্ঠ ও মহাধর্ম-দ্বিরাজ ভবেন্দ্রের পুত্র; পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। গঙ্গাকৃত্যাবিবেক, দণ্ডবিবেক, ধর্মপ্রদীপ, পরিত্যাবিবেক, স্মৃতি-তত্ত্ববিবেক, স্মৃতিতত্ত্বমৃত, স্মৃতিতত্ত্বমৃতসারোদ্ধার ও স্মৃতিপরি-ভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। রঘুনন্দন, কমলাকর ও কেশব ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানক (বি) বর্দ্ধমান স্মার্ত সংজ্ঞার বা কন। ১ বর্দ্ধ-বিশিষ্ট। (পুং) ২ শর্যব। (অমর) ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। ৩ আয়ত্নিক, আয়ত্নি।

“নটনটকগন্ধকৈঃ পূর্ণকৈর্বর্দ্ধমানকৈঃ।

নিতোদ্যোগৈশ্চ ক্রীড়াতিষ্ঠান্যাপ্যহবিষিতাঃ ॥”

(ভারত ৭।৫৫।৪)

বর্দ্ধমানগণি, কুমারপ্রশস্তিকাব্যরচয়িতা। ইনি হেমচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

বর্দ্ধমানদ্বার (ক্ৰী) ১ বর্দ্ধমানের প্রবেশপথ। ২ হস্তিনাপুর-রাজ্যের প্রবেশদ্বার।

বর্দ্ধমানপুর (ক্ৰী) গ্রামবিশেষ। শুজরাতের একটি প্রধান নগর।

বর্দ্ধমানপুরীয় (ক্ৰী) বর্দ্ধমান নগর সন্নিবর্তী। তরগরজাত।

বর্দ্ধমানপতি (পুং) বর্দ্ধমানত পতিঃ। বর্দ্ধমানপুরের অধিপতি।

বর্দ্ধমাননতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বর্দ্ধমানমিশ্র, ইনি বর্দ্ধমানপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বর্দ্ধমানসটুক (স্ত্রী) সটুকভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঘন দধি মখন করিয়া তাহাতে সম্ভব মত শর্করা, মরিচ, গুঁঠ, পিপুল, জীরক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। পরে উত্তম রূপে ইহা হস্তদ্বারা আলোড়ন করিবে। তৎপরে পক দাড়িমরস উহাতে মিশাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে এই সটুক হয়। এই সটুক গুরু, অগ্নিদীপ্তিকর, বলকারী, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, মানি ও কৃকানাকশক।

“সাস্ত্রং দধি গৃহীত্ব তু কিঞ্চিদধু। চ মধুরং ।

শর্করা মরিচং গুঞ্জী পিপ্লবী জীৰ্ণচূর্ণকম্ ॥

নিকিপ্য চ বথায়োগ্যং হস্তেনালোড্য যত্নতঃ ।

বস্ত্রেণ গাণ্ডয়েতন্নিম্ন পক্ষাদিমবীজকম্ ॥

নিকিপ্য সিন্ধুমতন্ত্ৰ সটুকং বর্দ্ধমানকম্ ।

গুরুদীপ্তিকরং রুচ্যং বলদং তৃপ্তিকারকম্ ।

কফবাতক পিত্তক শ্রমং মানিঃ কৃকঃ ক্রয়েৎ ॥”

(বৈজ্ঞকনিঃ দ্রব্যগুণঃ)

বর্দ্ধমানসূরি, জৈনসুরভেদ। অন্তর্যম্ভের শিষ্য, ইনি ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন। কথাকাষ বা শরণদ্বাবলী এবং উপমতিভব-প্রপঞ্চনাম-সমুচ্চয় ১১৮৮ সংবতে রচনা করিয়া ছিলেন।

বর্দ্ধমানস্বামী, জৈন তীর্থঙ্করভেদ। [ মহাবীর দেখ। ]

বর্দ্ধমানেশ (পুং) বর্দ্ধমানস্ত্র জ্ঞপঃ। ১ বর্দ্ধমানপুরের রাজা।

২ শিবলিঙ্গ ও মন্দিরভেদ।

বর্দ্ধয়িতৃ (ত্রি) বর্দ্ধ-ণিচ-তৃচ্। বর্দ্ধনকারক।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনারের আবাসস্থ একটা জেলা। অক্ষা° ২০°১৮' হইতে ২১°২১' উঃ এবং ৭৮°৪০' হইতে ৭৯°-১৫' পূঃ মধ্য। এই জেলা ত্রিকোণাকৃতি, পাদমূলে চান্দা জেলা, পূর্বে নাগপুর এবং পশ্চিমে বর্দ্ধানদী প্রবাহিত থাকিয়া বেবার তটতে এইস্থান বিস্ত্রিয় রাখিয়াছে। ভূপরিমাণ ২৪০১ বর্গ-মাইল। বর্দ্ধা নগর এখানকার বিচার সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়। সাতপুরা পর্বত-মালার কএকটা শাখা উত্তরদিক্ হইতে এই জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রমোচ্চনিম্ন এবং উপলব্ধবিক্রিপ্ত ভূমিভাগে বিশেষ কোনরূপ বৃক্ষলতা বা শস্তাদি উৎপন্ন হয় না। গ্রীষ্মকালে পর্বতের ঢালু বেশে সামান্য মাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম জন্মিতে দেখা যায়। বর্ষাঋতুর পর এই সকল স্থান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষ্ণমণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন তথায় ধলে ধলে গোমহিষাদি আসিয়া বিচরণ করিয়া

থাকে। অষ্ট ও খান্দালী পরগণার পর্বতাংশ শাল ও সেওণ বৃক্ষ মণ্ডিত জঙ্গলে পূর্ণ। এই সকল পর্বতশাখার মধ্যবর্তী উপত্যকা ভূমি বিশেষ উর্বরা এবং শস্তসমৃদ্ধিশালী।

এই জেলার উত্তর বিভাগ হইতে ভলগাঁও, চিতৌলী, ধাম-কুণ্ড ও থানেগাঁও নামে কএকটা গিরিপথ নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে। এই সকল পর্বতমালার মধ্যে মালগাঁও, নন্দগাঁও ও জৈত্রগড় (২০৮৬ ফিট) শিখর সর্বোচ্চ। তাহারই মধ্য দিয়া আবার পর্বতগাত্রপ্রস্থত জলরাশির অববাহিকাবূমি। কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুল কুলনাদে সেই গিরিকন্দর ভেদ করিয়া পর্বতপার্শ্বস্থিত নিম্ন প্রদেশের সমতল প্রান্তরে প্রবাহিত হইয়া বর্দ্ধাসলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এই সকলের মধ্যে ধাম, বোর, অশোড়া ও বসা নামে কয়টা শাখা বর্দ্ধার কলেবর গুপ্তি করিতেছে। বৃহদাকার বৃক্ষের মধ্যে এখানে আম্র, তৈলুল, বট ও অম্বথ দেখা যায়। পূর্ববিভাগের বনদেশে সেরূপ দীর্ঘাকার বৃক্ষ নাই। হিঙ্গনঘাট ভহসীলে এবং গিরাড় নগর সমিহিত প্রদেশের ভূগর্ভস্থ স্তর মধ্যে হুমিৎ জলপ্রবাহ বিস্ত্রমান আছে।

বিগত ছয় শতাব্দী পূর্বে শেখ খাজা ফরিদ নামে একজন মুসলমান সাধু এখানকার পর্বতশিখরে আসিয়া বাস করেন। প্রমাণ, এক সময়ে কএকজন বণিক নারিকেল লইয়া এই স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছিল, তাহারা মুসলমান সাধুকে ভণ্ড মনে করিয়া তাহার প্রতি বিক্রম বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাতে সাধু ক্রুপিত হন এবং তাহার অভিলাষে সমস্ত নারিকেল পাথরে রূপান্তরিত হইয়া পর্বততুল্পে পরিণত হয়। এখনও এই পর্বতের শিখরদেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাধু বাস করিয়া থাকেন।

এখানে বিশেষ কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পর্বতাংশে যে কএক প্রকার পাথর পাওয়া যায়, তাহা গৃহনির্মাণ-কার্য্য ব্যতীত কোন উপকারেই আইসে না। কোন স্থানে চূণে পাথর পাওয়া যায়, তাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়। ক্লাগ্‌স্টোন ও ব্লাক্‌ব্যান্ড পাথরের অভাব নাই।

বনভাগে চিতা, হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ ও বস্ত্রশূণাল প্রভৃতি জন্তু প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। হরিণ, নীলগাই ও বুনোভেড়া পর্বতভাগে যথেষ্ট। পক্ষীর মধ্যে তিভির, টিট্ট, বটের, পার্শ্বত্য কপোত প্রভৃতি প্রধান। সকল প্রকার সর্প, শতপদী ও বৃহৎকায় বিছু বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, তবে মহাভারতের উক্তি এবং স্থানীয় প্রবাদ অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, এখানকার উত্তরপশ্চিমাংশ বিদর্ভরাজ ভীমকের শাসনাধীন ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভীমকনন্দিনী ক্রয়ঙ্গী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

দক্ষিণপূর্বাংশে গৌরীজাতির বাস ছিল। সূর্য্যবংশীর কবির-  
রাজ পবন পোষার, পল্লি ও পোহরা নামক স্থানে স্বীয় শাসন  
বিস্তার করিয়া ছিলেন। প্রবাদ, তাহার একখানি পরেশ পাথর  
ছিল। প্রজাগণ তাহাকে ধাক্কা না দিয়া লাকলের সৌহফলা  
দিত এবং তাহারই স্পর্শে ফলগুলি স্বর্ণে পরিণত হইত।

অরুণেবে সৈয়দ সালর কবীর নামে এক জন মুসলমান বাদ-  
কর তথায় আসিয়া উপনীত হয়। সেই ব্যক্তি রাজার শিরশ্ছেদ  
কৌশল অবগত হইয়া পোনার নগরে প্রবেশের পূর্বেই ঐশ্বর-  
জালিক বিভ্রাটপ্রভাবে স্বীয় মন্তক স্থানান্তরে রাখিয়া নগরে  
প্রবেশ করিল। রাজা কবীরের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং  
তাহার ভৌতিকবিজ্ঞা স্বীয় মায়ার অতীত জানিয়া লাক্ণার  
ভয়ে পোনার দুর্গের সমুখে সরীক ধামনদীর জলে প্রবেশ করেন।  
তদবধি সেই জলাবর্ত নানা ভৌতিক চিত্রের উৎপাদক  
হইয়াছে।

কিংবদন্তী আছে, এক সময়ে এক রাখাল এই স্থানে নদী-  
তীরে গোরু চরাইত। তাহার পাল মধ্যে একটা কৃষ্ণবর্ণ গাভী  
বিচরণ করিতে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ গোরুটা  
কাহার? বহু দিন হইতে ইহাকে চরাইয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু  
অজ্ঞাপিও তাহার জ্ঞাপারিশ্রমিক কিছু পাই না, অথবা গোরুটা  
কোন দিনও আপনাব স্বামীর কাছে যায় না। ইহা চিন্তা  
করিয়া সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই গাভীটার কাছে গেল এবং  
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার? গাভী সেই প্রশ্নের কোনরূপ  
উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে জল মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন  
স্বীয় প্রাণা মূল্যের আশায় বঞ্চিত ভাবিয়া রাখাল গাভীর পুচ্ছ  
ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং গাভীর সহিত জল মধ্যে  
নিমগ্ন হইল।

রাখাল জল মধ্যে আসিয়া দেখে যে, একটা সুন্দর দেব-  
মন্দির তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই মন্দির হইতে এক  
জন দিবাকার পুরুষ বহির্গত হইয়া তাহার নিকট আসিল এবং  
গোরুটা বন্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই রাখাল গাভীর স্বজা-  
নিকারীর নিকট গোচারণের মূল্য প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তি  
তাহাকে কতকগুলি ফলমূল অর্পণ করিল। তাহাতে সে বিরক্ত  
হইয়া পুনরায় গোপুচ্ছ ধারণপূর্বক উপরে আইসে। পর দিন  
সে বিশেষ অনিচ্ছাসহে একবার সেই ফলমূলদির প্রতি দৃষ্টি  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যাবিত হইল। সেই ফল মূলদি  
যেন কোন ঐশ্বরজালিক শক্তিপ্রভাবে স্ববর্ণে পরিণত হইয়াছে।  
এই পুষ্করিণীতে কেহ তুল উৎসর্গ করিলে সে পক্ষ অন্ন পাইত।  
পরে এক দিন কোন ব্যক্তি অন্নব্রাহ্মণপূর্ণ থালা প্রতর্পণ না  
করায় তদবধি আর সেরূপ প্রসাদ পাওয়া যায় না।

এরূপ অসংখ্য কিংবদন্তী ব্যতীত এখানকার বিশেষ কোন  
ইতিহাস নাই। মহাজনপদীয় তীক্ষ্ণ রাজার রাজত্বকাল  
পর এই স্থান ক্রমশঃ দক্ষিণাত্যের ক্ষিতির ভ্রমপথের রাজপথ  
কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই স্থানে বড় রাজপাট স্থাপিত হয়  
নাই, কিন্তু আশু প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাজবংশীয়েরা  
এখানে বেশ স্ব শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে  
সন্দেহ নাই।

দক্ষিণাত্যের বিভিন্ন মুসলমান-রাজবংশের পর, যখন মহা-  
রাত্রি শক্তি অত্যাধিক হয়, তখন এই স্থান যহারাত্রী অভিনয়ের  
নকল হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে এই স্থান নাগপুর জেলার  
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নাগপুরের সহিত এখানকার বিচার বিভাগীয়  
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পেশবারি দফতরালের উপরবে এখানকার  
আধবাসিবর্গ বিশেষ উদ্ভক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে এখান-  
কার প্রায় অত্যেক পরিবারে মৃত্যিকাশারা গঠিত দুর্গসমূহ স্থাপিত  
হয়। [ নাগপুর দেখ। ]

নাগপুর, চান্দা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার  
বাণিজ্য অবাধে চলিতেছে। হিন্দনঘাটের কার্পাস বাণিজ্যই  
প্রশস্ত। বন্ধান্তেলী ট্রেট রেলপথ এবং গেট ইণ্ডিয়ান পেনিন-  
সুলার রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া বাওয়ার আভ্যন্তরিক  
বাণিজ্যের ও পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা  
ঘটিয়াছে। সোণগাও ও হিন্দনঘাট নামক স্থানে প্রথমোক্ত  
রেলপথের চইটি এবং পালগাও, বন্ধা, দেগয়ির, পাওনাড় ও  
সিন্দী নামক স্থানে দ্বিতীয় লাইনের কয়টি ষ্টেশন এই জেলার  
অবস্থিত। তুলা ব্যতীত এখানে তিসি, চর্ম ও গোষ্ঠুমের বিকৃত  
বাবসা আছে।

২ উক্ত জেলার মধ্যস্থিত একটা তহসীল। ইহার ভূপরি-  
মাণ ৮০৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৫টা দেওয়ানী ও ১১টা  
দৌলদারী আদালত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২০° ৪৫'  
উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০' পূর্ব। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পালক-  
বাড়ী গ্রামের উপর এই সুরমা হস্ত্যপূর্ণ নগর স্থাপিত হয়।

বন্ধা, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। নাগপুর ও বেতুলের  
মধ্যবর্তী সাতপুরা পর্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। পরে নাগপুর,  
বন্ধা ও চান্দা জেলার সীমা দিয়া এবং বেরার ও নিজামরাজ্যকে  
বিচ্ছিন্ন করিয়া এই নদী মন্দ গতিতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে  
১২০ মাইল অগ্রসর হইয়া অক্ষা° ২০° ৬' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি°  
৭২° ১০' পূঃ বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। তখনস্তর চান্দার  
কিছু উত্তরে, প্রায় ২৫৫ মাইল আসিয়া ইহা বেণগঙ্গার সহিত  
মিলিত হইয়া পুইকলেবরে 'প্রাণহিতা' নাম ধারণ করিয়া

গোদাবরী জলে নিপতিত হইয়াছে। সকল সময়েই এই নদী হাঁটিয়া পায় হওয়া যায়। কিন্তু বস্তার কালে এক এক সময় টহার জল এতদূর নীত হইয়া উঠে যে, তাহার প্রবাহে অসংখ্য জীবজন্তু ভাসিয়া যায়। চান্দার অনুরবর্তী সোইত গ্রামে এই নদীবক্ষে একটা সুবিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ স্থানে নদীর জল ৮০ গজ প্রস্থ হইয়া একটা সুদীর্ঘ খাতমধ্যে পতিত হইতে থাকে। ঐ সময়ে জলোচ্ছ্বাসিত স্কেনরাশির অপূর্ণ সৌন্দর্য্য নয়নপথে নিপতিত হইয়া বড়ই মনোজ্ঞ দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। আশ্বিন মাসের শেষে এই প্রপাতের দৃশ্য সর্বাঙ্গেকা সুন্দর।

ফুলগাঁওর নিকটে এই নদীবক্ষে একটা লৌহসেতু স্থাপিত আছে। উহা ৬০ ফিট বিস্তৃত, ১৪টা লৌহ গার্ডার যোগে নদীবক্ষস্থ ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভোপরি রক্ষিত। বন্ধানদীপ্রবাহিত উপত্যাকাভূমিতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। নদীকূলে স্থানে স্থানে দেবমন্দির, সমাধিস্তম্ভ ও মুসলমান সাধুর কবর বিস্তৃত দেখা যায়। দেউলপাড়া নামক স্থানে পতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তিন সপ্তাহব্যাপী একটা মেলা বসে।

বন্ধাপুক (ত্রি) ১ নাড়ীচ্ছেদনকালীন ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদনকারী।  
২ উক্ত উৎসবে প্রদত্ত উপহারাদি।

বন্ধাপন (স্ত্রী) নাড়ীচ্ছেদন।

“অর্দ্ধরাত্রৌ বসোদ্ধারং পাতয়েদুণ্ডুসর্পিষা।

ততো বন্ধাপনং যষ্টিং নামাদেঃ করণং মম॥”

‘বন্ধাপনং নাড়ীচ্ছেদনং।’ (তিথিতত্ত্ব) ২ মহারাষ্ট্রদেশে

স্মৃতিধিতে পুরুষদিগের অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়াকে বন্ধাপন কহে।

“পূজয়েদ্রাত্রাপিতরৌ বালবন্ধাপনে সতি।”

‘বন্ধাপনং নাম প্রতিসংসারং জন্মদিনেযু পুরুষস্ত ক্রিয়মাণ-  
মভ্যঙ্গাদিকং মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধং।’ (স্বতাত্ত্বসাগর)

বন্ধিত (ত্রি) বৃধ-ক্ত। ১ প্রহৃত। ২ ছিন্ন। ৩ পূরিত। ৪ পূর্ণ।

“পানিভ্যাস্তৃপসংগৃহ স্বয়মরক্ত বন্ধিতম্।

বিপ্রাশ্বিকে পিতৃনৃ ধ্যায়ন শনকৈরুপনিষ্পেৎ ॥” (মহু ৩২২৪)

‘বন্ধিতং পূর্ণং’ (কুহ্লক) বৃধ-গিচ্-ক্ত। ৫ বৃদ্ধিপ্রাপিত।

“দৃষ্টবান্য়ান্ প্রচয়সমেক্ষা বৈণ্য আন্বন।

আন্বন বন্ধিতাশেষবান্য়সর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥” (ভাগবত ৪।২৫।২)

বন্ধিতৃ (ত্রি) বৃধ-তৃণ্। বন্ধক, বন্ধনকারী।

বন্ধিন্ (ত্রি) বন্ধনশীল।

বন্ধিযু (ত্রি) বন্ধতে ইতি বৃধ- অলঙ্কারিত। পা ৩।২।১৩৬

১ ত ইচ্চ। বন্ধনশীল, পর্যাণ বন্ধন। (অমর)

“নিয়াকরিষু বন্ধিযু বন্ধিযু পরিতো রণম্।

উৎপতিযু সহিযু চেরযুঃ থরযুণো ॥” (ভট্ট ৫।১)

বর্ধান্ (ত্রি) বৃদ্ধি সঞ্চায় বা বৃদ্ধিশীল। অস্ত্রবর্ধন শব্দযোগে  
ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অস্ত্রবৃদ্ধি রোগ (Hernia)।

বন্ধুরোগ (পুং) অস্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)।

বন্ধু (স্ত্রী) বন্ধতে দীর্ঘাভবতীতি বৃধ- বৃদ্ধিবিপিত্যং রন্।  
উণ্ ২।২৭ ইতি রন্। ১ চর্ম্ম। (উচ্ছল)

বন্ধিকা (স্ত্রী) ১ চর্ম্মপটী। চর্ম্মরজ্জ্বৎ কোমল স্ত্রী বা পুরুষ।

বন্ধী (স্ত্রী) বন্ধু গোয়ালিষাৎ ভীষ্। চর্ম্মরজ্জ্ব, চামড়ার দড়ী,  
চলিত বদী। পর্যাণ—বন্ধী, বরতী, বন্ধী। (ভরত)

বর্ষস্ (স্ত্রী) বৃগীতে সংপৃক্তং ভবতীতি বৃ- (বৃদ্ধিশীল্ভ্যাং  
স্বরপাক্ষরোঃ পুট্ চ। উণ্ ৪।২০০) ইতি অহুন পৃড়াগমশ্।

১ রূপ। (উচ্ছল) ২ স্তোত্র। “মহি বর্ষঃ করিক্রতঃ”  
(অক ১।১৪০।৫) ‘বর্ষঃ স্তোত্রং’ (সায়ণ)

বর্ফ, ১ গতি। ২ বধ। ভূদিং পরম্ ০ সক্ ০ সেট্। লট্  
বর্ফতি। লুট্ অবকাং।

বর্ফস্ (স্ত্রী) বর্ষস্। (উণ্ ২।২০০)

বর্ষক (পুং) ১ মহাভারতেভ্য জনপদভেদ, বর্তমান নাম বন্দা,  
ব্রহ্মদেশ। [ ব্রহ্মদেশ দেখ। ] ২ তক্ষনপদবাসী মাত্র।

বর্ষকণ্টক (পুং) পপটক, ক্ষেতপাণ্ডা। (রাজনিং)

বর্ষকবা (স্ত্রী) বর্ষ কথতীতি কথ-অচ্ টাপ্। সপ্তদা,  
চলিত ভাষায় চামরকবা।

বর্ষগ (পুং) নাগরজবৃক্ষ। (ত্রিকাং)

বর্ষম্ (স্ত্রী) বৃগোতি আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি বৃ-মনিন্। ১ তন্ত্রত,  
তন্ত্ররাজ, কবচ, সাজোয়া।

“অভাভূয়ত বাহানং চরতাং গাত্রশিষ্টিতঃ।

বর্ষম্ভিঃ পবনোচ্ছত রাজভাতালীবনধনিঃ ॥” (রঘু ৪।৫৬)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বর্ষপরিধানের রীতি  
প্রচলিত দেখা যায়। এই লৌহনির্মিত কবচ অঙ্গে ধারণ  
করিয়া আঘা বোদ্ধ বর্গ শত্রুর করাল রূপাণ হইতে আত্মরক্ষা  
করিতেন। অক্সাহিতায় ৬ মণ্ডলের ৭৫ শ্লোকে প্রথম মন্ত্রে  
লিখিত হইয়াছে;—সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন  
বর্ষ পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের জার  
রূপ হয় (হে রাজা)! তুমি অবিকলশরীরে জয় লাভ কর।

বর্ষের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।” আবার উক্ত  
শ্লোকে ১৮ মন্ত্রে “মর্ষগি তে বর্ষগা ছাদমামি” মন্ত্রাণ ধারা  
শ্লষ্টই বুঝা যায় যে, আর্ঘ্যগণ বর্ষদ্বারা মর্ষস্থানসমূহ আচ্ছাদন  
প্রথা অবগত ছিলেন। এতদ্বির অধেদের ৮।৪৭।৮, ১০।১০৭।৭  
এবং অথর্ববেদের ৮।৪।৭ ও ২।৫।২৬ মন্ত্রে বর্ষের কাঙ্ক্ষাকারিত্বের  
উল্লেখ আছে। রামায়ণ ৩৩ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের  
আদি, বন, বিরাট ও উত্তোপ পর্বে বর্ষপরিধানের যথেষ্ট

উপস্থিত দেখা যায়। এতদ্বিধা গ্রীষ্মকালীন, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ষের প্রচার ও প্রভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎকালে কিরূপ বর্ষনির্ণয় করিয়া ভারতীয় আর্থা যৌক্তিক যুদ্ধকালে স্ব স্ব শরীর আচ্ছাদন করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

প্রাচীন অস্ট্রেলীয়দিগের উৎকীর্ণ শিলাখণ্ডের যুদ্ধচিত্রে বর্ষায়ত বোধবৃক্ষের প্রতিকৃতি প্রথিত রহিয়াছে। ভারতের নানাস্থানের মন্দিরগাত্র প্রস্তরখণ্ডে ঐরূপ অনেক বর্ষপরিবৃত মূর্তি বিদ্যমান দেখা যায়। আরবীয়দিগের বিশ্বাস, ধর্মপ্রচারক দাউদ প্রথমে সাঁজোয়া (Coat of mail) প্রস্তুত ও প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমক যৌক্তিক সাঁজোয়ার সর্কদেহ আবৃত করিয়া যুদ্ধ করিত। তৎপরে ক্রমে অপব্যবহার জনপদবাসীর মধ্যে যুদ্ধকালে সাঁজোয়া পরিধানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পরে বধন কামান, বন্দুক প্রভৃতি আয়ের যুদ্ধে প্রচলিত হয়, সেই সঙ্গে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

২ গৃহ। (নিষিদ্ধ, ৩৪) (পুং) ও কত্রিয়ার উপাধি।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্র এবং কত্রি বর্ষান্ত নাম রাখিবেন।

“শাস্ত্রং ব্রাহ্মণস্তান্ত্র্যশাস্ত্রং কত্রিগুণ চ।

গুণ্যবাস্যকং নাম প্রাপ্তং বৈশ্বশ্রুতয়োঃ ॥” (শাতাতিপ)

৪ পূর্ণটক, ক্ষেতপাণ্ডা। (ভাবপ্রং)

বর্ষ্যবৎ (ত্রি) বর্ষ্য বিজ্ঞেয়ত্ব মত্ব, মন্তঃ ব। বর্ষ্যযুক্ত, বর্ষ্যবিশিষ্ট।

বর্ষ্যহর (ত্রি) হরতীতি হ্র-অচ্ হরঃ, বর্ষ্যগো হবঃ। বর্ষ্যহাবক, কবচহারী।

বর্ষ্য (পুং) মৎস্তবিশেষ, বানমাছ। ইহার গুণ—গুরু, বলকারক, কষায় ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজবং)

“বর্ষ্যমৎস্তো হরেন্নাতঃ পিত্তং কটিকরো লঘুঃ ॥” (ভাবপ্রং)

ভাবপ্রকাশমতে এই মৎস্ত লঘুপাক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

বর্ষ্যিক (ত্রি) বর্ষপরিবৃত। বর্ষ্যধারী।

বর্ষ্যিত (ত্রি) বর্ষ করোতীতি বর্ষ-গিচ্, ততঃ কর্মণি ক্ত, বর্ষ সজ্ঞাতমন্তেতি ইতচ্ বা। বর্ষ্যযুক্ত, পর্যায়—রুতসরাহ, সন্নক, সন্ধ, দংশিত, বৃদ্ধকষ্ট, উচ্চকষ্ট। (সুভূতি)

“বাজিনাং বর্ষ্যিতাকানাং জুহুত মম সারকাঃ।

অন্ত তিবা প্রবেক্ষ্যন্তি শরীরানি মরয়িতাঃ ॥”

(রামায়ণ ২:১১:১৫)

বর্ষ্যিন্ (পুং) নামের মৎস্তবিশেষ, বানমাছ। (রাজবং)

২ কবচধারী। বর্ষ্যযুক্ত।

বর্ষ্য (পুং) মৎস্তবিশেষ। চলিত বামিকবমাছ, ইহার গুণ—বাতনাশক, সিদ্ধ ও গ্রহদোষনাশক। (রাজবলত)

বর্ষ্য (ত্রি) বর্ষ্যতে প্রার্থ্যতে ইতি বর্ষ ঈকারাৎ (অচোৎ ৭। পা ৩:১:২৭) ইতি বর্ষ। ১. প্রধান।

“যথা ধর্মাদয়স্যাং মুনিবর্ষ্যাহুর্কীর্ষিতাঃ।

ন তথা বাহুদেবত মহিমা হুত্ববন্তিঃ ॥” (ভাগবত ৩:১:৫৭)

২ শ্রেষ্ঠ। (পুং) ও কামদেব। (মেদিনী)

বর্ষ্য (ত্রি) ব্রিহতে ইতি বৃ (অবতপগব্যার্থেতি। পা ৩:১:১০)

ইতি অপ্রতিষেধেৎ ৭। ১ পতিংবরা। ২ কস্তা (মুদ্রাবোধবাং)

৩ ভূজাচকী, চলিত টোঙর কলায়। (পণ্যায়মুক্তা) আচকী,

অড়হর। (রাজনি)

বর্ষ্যাজ্ঞন (ক্ৰী) রসাজ্ঞন। (বৈজ্ঞানিক)

বর্ষট (পুং) ঘনামখ্যাত কলারতন, (Dolichos catjang)

বর্ষট। এই লতা দেখিতে অনেকটা সিঁচি লতার জায়।

সীম প্রকার ভেদে নানা নামে পরিচিত এবং কিছু চওড়া হয়,

কিন্তু বর্ষটীর গুটি গুলি লম্বা অথচ সরু হইয়া থাকে। ইহা

বাঙ্গলাদেশে খাটতে উত্তম লাগে। পাকা বর্ষটি কলাই কলে

ভিজাইয়া তরকারীতে দিয়া বা কাঁচাই খাওয়া যায়। আলু ও

বর্ষটি একত্র সিদ্ধ করিয়া মসলাযোগে “বুড়ুনিরান” হয়। উহা

বাঙ্গারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

স্থানীয় নাম—বাঙ্গালা—বর্ষট, কণাড়ী—তড়গরি, কুল্লান

পারবত, গুজরাটী—ছোরা, হিন্দি—লেবে, বল্লর; সংস্কৃত—

লসান্ত, মলয়ালম্—মলেন্দী, শিলাপুর—লীলী, তামিল—করমণি,

তেলগু—দস্ত পেসলু, বোত্রা, বোবাণ্। D. Sinensis বা ভিন্ন

আর এক প্রকার বর্ষটির ভিন্নদেশীয় নাম—দাক্ষিণাত্য—ছোলী,

হিন্দী ও পারসী—লোবির, জালন্ধর—রাবন্, কাঙড়া—রাওলী,

মলয়ালম্—পল্ল; পঞ্জাব—ছোট হাড়কানা, সিমলা—রবলন্;

সিন্ধু—ঘোয়ো, শিলাপুর—বন্দুক মী, তামিল—আলা-চন্দালজ

আলসন্দা, করমণি ও বোবাণ্। যেহেতু, রুক্ষ ও ধূসর বর্ণভেদে

এই রাজমাষ বা বর্ষটির প্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে।

ইহার রাসায়নিক ব্যবস্থাস্থান—জলীয়ংশ—১২.৪৪,

যবক্ষারিক পদার্থ—২৪.০০, সার—৫২.০২, তৈল বা বসাবৎ

পদার্থ—১.৪১, খাতবাংশ (ছাই)—৩.১৩।

বর্ষগা (ক্ৰী) বরিতব্যাক্রমণেন বণতি লক্ষ্যতে ইতি বণ

শব্দে অচ্ টাপ্। নীলমক্ষিকা। (অমর) ‘নীলাকার মক্ষিকা

বর্ষগা মল্লিকাখা বামিত্যেক’ (তরত)

বর্ষর (ক্ৰী) বৃহতে বরয়তি নানা গুণানিতি বৃ (কৃ গৃ

শৃ বচিভ্যঃ বরচ্। উণ্ ২:১:২৩) ইতি বরচ্। ১ হিজুল।

২ পীতচন্দন। ৩ বোল। (রাজনি) বৃগোতি দোধানিতি

বৃ-বরচ্। ৪ পামর। ৫ নীচজাতিবিশেষ। ৬ কেশ, চলিত বাবরী-

কেশ। ৭ চক্ল। ৮ বেশবিশেষ। ৯ তদেধবাসী।

“কাথোজা বরদাষ্টব বর্বরা হর্ববর্ভনাঃ।”

( মার্ক্‌১৩৭° ৫৭।৩৮ )

১০ পঞ্জিকা। ১১ বৃকবিশেষ; চলিত কালবাবুই। পর্যায়—  
সুমুখ, গরর, কৃকবর্বরক, কৃকবর্ভ, গন্ধপত্র, পুতগন্ধ, সুবাহক।  
ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, অগন্ধ, বমন, বিসর্প, বিষ ও বগদোষ-  
নাশক। ( রাজনি° )

বর্বর, প্রোছ জাতিবিশেষ। এই জাতির বাসভূমি প্রাচীন  
গ্রন্থাদিতে বর্বর জনপদ নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে  
সেই স্থান কোথায় তাহা আজিও সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই।  
মহাভারত তীর্থপর্বে ২।৫০ অঃ, বামন ১৩।৩২, মার্ক্‌ ৫৭।৩৮,  
মৎস ১২০।৪০ অঃ প্রভৃতি স্থলে বর্বর জাতির উল্লেখ দেখা যায়।  
শেরিমাঙ্গে Barbarikon শব্দে এই জাতির পরিচয় আছে।  
পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিদ্ধনদের মধ্য মোহানার সমীপবর্তী  
স্থানকে এবং ভারতীয় কোন কোন গ্রন্থকর্তা মহারাষ্ট্রের  
অংশ বিশেষকে প্রাচীন বর্বর জনপদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া  
থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্বর জনপদে একটা স্বতন্ত্র অশ্বত্ম  
ভাষাও প্রচলিত ছিল। যথা—

“বর্বরাবস্ত্যাপাশাঃ টাকমালবকৈকরাঃ।” (প্রাকৃতচক্রিকা)

আমরা প্রাচীন রোমকজাতির ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারি  
যে, বর্বর (Barbarian) নামে একটা দুর্ভব জাতি রোম-  
সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেই বর্বর জাতির বাসভূমি  
সম্ভবতঃ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াখণ্ডে ছিল বলিয়া বিশ্বাস।  
গ্রীকগণ Barbaros শব্দে বৈদেশিক ব্যক্তি বা বস্তুই বুঝিতেন।  
যাহারা গ্রীকভাষা জানিত না, তাহাদিগকেও গ্রীসের লোকেরা  
বর্বর বলিত। গ্রীসবাসীর নিকট হইতে এইরূপ অর্থে রোম-  
কেরাও বৈদেশিককে বর্বর বলিতে শিক্ষা করে। সেই শব্দরূপ  
প্রভৃতি দুর্ভব প্রাচ্য জনপদবাসী যোদ্ধাজাতি পাশ্চাত্য রোমক-  
দিগের নিকট বর্বর নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। [রোম দেখ।]

গ্রীকের বৈদেশিক জ্ঞাপক Barbaros শব্দের দ্বারা বিভিন্ন  
জাতির মধ্যেও ঐরূপ একটা স্বতন্ত্র অভিধা প্রচলিত আছে। রিহদী  
দিগের Gentile শব্দে স্বক্কেমহীন ব্যক্তি মাত্রকেই এবং হিন্দু-  
দিগের মধ্যে ঐরূপ “প্রোছ” শব্দে বিজয়ব্রতী ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়।  
ঐরূপ কাকের শব্দও ইসলামধর্মের অধিবাসী ব্যক্তি মাত্রনির্দেশক।  
চীনবাসীরা কন্ বা ই শব্দে এবং ভোটজাতি গ্যা শব্দে বৈদে-  
শিককে অভিহিত করে। আরবগণের বিশ্বাস, বাণিজ্যপুত্রে যে  
সকল ভারতীয় বণিক আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, অথচ

আরবে বার নাই, কিছুতেই সেসকল লোকের ভাষাগত উচ্চারণ  
স্বার্থের সংশোধন হইতে পারে না, ঐরূপ ভারতবাসী অথবা  
উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত ক্রীতদাসদিগকে তাহারা বর্বরাং-উল্  
হুহু বলিত। গ্রীক “বস্বরোস” শব্দ সংস্কৃত “বরবরাহ” শব্দের  
অনুবৃত্ত বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা। বরবরাহ  
শব্দে কুকিতকেশ বস্ত্র বা পার্শ্বতীর অসভ্য অধিবাসী বা বিদেশ-  
বাসী বা ঐরূপ স্থানবাসী অসভ্য বর্বরদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।  
আরব ভিন্ন তরিকতবর্তী স্থানসমূহ আরবী মুসলমানের নিকট  
অল আজম্ নামে পরিচিত। তাহারা আরববাসী ভিন্ন অপর  
দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই “আজিমী” সংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়া  
থাকে।

আরববাসী, পারসিক অথবা মোগলগণ ভারতের প্রাচীন  
অধিবাসীদিগকে অবজ্ঞার “কালা আদমী” শব্দে অভিহিত  
করিত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বণিকসম্প্রদায় এবং ইংরাজপুঙ্খ-  
গণও ভারতের অধিবাসিবর্গকে “কালা আদমী” বলিয়া ঘৃণা  
করিতেছেন। সেইরূপ সুপ্রাচীন আৰ্য্যদিগের মধ্যেও বৈদিক-  
যুগে দাস, দম্বা বা শূদ্রপদে আৰ্য্য ও অনার্যের অর্থাৎ বিজ বা  
শূদ্রের স্বাতন্ত্র্য গৃহীত হইয়াছিল।

বর্বরক (ক্লী) বর্বর স্বার্থে কন্। চন্দনভেদ। পর্যায় বর্ক-  
রোখ, যেতবর্বরক, শীত, সুগন্ধি, পিত্তারি, সুরভি। ইহার গুণ  
শীতল, তিক্ত, কক, বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণ এবং বিশেষতঃ  
রক্তদোষনাশক। (রাজনি°)

বর্বরী (স্ত্রী) পুষ্পভেদ আকৃতিরস্ত্রায়া ইতি বর্বর-অচ্-টাণ্।  
১ পুষ্পভেদ। ২ শাকভেদ। (মেদিনী) বর্ক ইতি শব্দঃ  
রাতিতি রা-ক। ৩ মক্ষিকাভেদ। (শব্দরত্ন°)

বর্বরী (স্ত্রী) বর্বর টাণ্ পক্ষে বিষাৎ ভীষ্। ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষ-  
বিশেষ। ২ বাবুই। পর্যায়—কবরী, তুলী, খরপুশা, অজগন্ধিকা,  
অজগন্ধা, কবরা, খরপুলিকা। (ভাবপ্র°) ৩ মুনিভেদ।  
(লিঙ্গপু° ৭।৪৭)

বর্বরীক (পুং) বৃগুতে ইতি বৃঞ বরণে (শৃ বৃজাং যে কৃক্  
চাত্যাস্ত। উণ্ ৪।১২, ইতি কৈক্ দ্বিচেনং অভ্যাসস্ত কৃগা-  
গমশ্চ। ১ ব্রাহ্মণঘটিকা বৃক। ২ কুটিলকুন্তল। ৩ অজ-  
গন্ধিকা, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচ°) ৪ মহাকাল। (হেম)  
বর্বরী (স্ত্রী) বর্বরী। (শব্দচ°)

বর্বর, জাতিবিশেষ। বৈন্ রাজপুতদিগের একটা শাখা।  
হুণ্ডিরখেরা নামক স্থান হইতে ইহারা পশ্চাৎপূর্বে বরিয়ার  
সিংহ ও চাহদিংহের অধীনে কৈলাবাহ অঞ্চলে আসিয়া বাস  
করিয়াছেন। বরিয়ার সিংহের অধীনস্থ দল হইতে বর্বর শাখা  
এক চাহ হইতে চাহশাখার উৎপত্তি।



এবার আছে,—উত্তর স্রোতাই অকবর শাহের সময়ে দিল্লী সরকারে বন্দী হন। তাঁহার মুক্তিলাভের পর স্বদেশে মত ভ্রম হইতে দেবমূর্তি উঠাইয়া পশ্চিমরাষ্ট্র পরগণার অন্তর্গত চিতাবন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উত্তর শাখার লোকেরা ঐ মূর্তির পূজা করিয়া থাকে। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় ঠাকুর সর্দারদিগের দ্বারা অযোধ্যা হইতে আদিত্য হইবার পর তাহাদের সর্দার শিলাসী সিংহ বেগমগঞ্জের অন্তর্গত রামঘাটে

- আর একটা পবিত্র দেবতীর্থ স্থাপন করেন।

আর একটা আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, জয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুল্লী পাচন বা পাচানপুরে তাহাদের বাস ছিল। এখানে তাহাদের রাজা শালিহান রাজত্ব করিতেন। তথা হইতে তাহারা চিতাবনকারিয়া নামক স্থানে আসিয়া ভরজাভিকে তাড়াইয়া দেয় এবং কনোজরাজ-কস্তা পরিনীকে অপহরণ করিয়া দিল্লীরদিকে প্রত্যাগমন করে বলিয়া তাহারা পারিতোষিক স্বরূপ ১৬ কোশবাসী জায়গীর প্রাপ্ত হয়।

বর্ষারগণ শিশুকস্তা হইলে প্রাইই মারিয়া কেলে, যেহেতু ঐ কস্তার বিবাহে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা

- সাধারণতঃ পালবার, কজুবাহ, কৌশিক প্রভৃতির কস্তা গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্লিয়ার বর্ষারেরা উজ্জয়িনী, হৈহয়বংশী, নরবাণী, কিন্‌বার, নিকুন্ত, সেনাগার ও খাটাদিগের কস্তাগ্রহণ করে এবং হৈহয়বংশী, উজ্জয়িনী, নরবাণী, নিকুন্ত, কিন্‌বার; বিয়েন, বাদ্রি ও রত্নবংশাদিগকে কস্তাদান করিয়া থাকে।

আজমগড়ে তাহারা ছত্রি বা ভূঁইহার বলিয়া পরিগণিত। দিল্লীর নিকটবর্তী চের নগর হইতে আগত বলিয়া এই নামে পরিচিত হইয়াছে। সর্দার গোরক্ষদেও (১৩৩৬-১৪৫৫ খৃঃ) তাহাদিগকে আজমগড়ে আনয়ন করেন।

বর্কিন্ (বি) বৃ (বৃদ ভ্যাং বিন্। উণ্ ৪৫৩) ইতি বিন্। দম্বর। (উজ্জল)

বর্কব্ (পং) বৃ বাহুলকাৎ বুরচ্। বৃকবিশেষ, বাবলা গাছ। পথ্যায়—বৃগলাক, কটাসু, ভীককটক, গোশূদ, পংক্তিবীজ, লীধকট, কফাস্তক, দৃঢ়বীজ, অজন্তক। গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, কাল, আমরত, অতীসার, পিত্ত, দাহ ও অর্শরোগনাশক।

[ বাবলা দেখ। ]

বশ্মন্ (পং) জন্মভাষায় এই শব্দ ‘বরেশমন্’ লিখিত হইয়া থাকে। [ ভোজকত্রাঙ্ক দেখ ]

বর্ষ, বর্ষ, (বৃব্) ১ সেচন, বর্ষণ। ২ হিংসা। ৩ ক্রোধ। ৪ গর্ভগ্রহণ। ৫ ঐশ্বর্য। ভাদ্রি পুরমৈ সৰ্গ সেট্। বর্ষতি।

লিট্ বর্ষ। লুট্ অববর্ষ।

বর্ষ (পং ক্রী) ব্যাভে ইতি বৃষ সেচনে (অজিহো তরাধীনানুপ-

সংখ্যানম্) ইতি অচ্ অথবা ত্রিগুণে প্রার্থ্যতে ইতি কৃ-স (বৃ তৃ বহি হনি কনি কবিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩৬২) ১ ক্রী, জলবর্ষণ।

“বিদ্যাংতনিতবর্ষেণ মহোক্তানাক সংগ্ৰহে।

আকালিকমন্যায়মেতেষু মনুস্রবীণ ॥” (মহু ৪।১০৩)

২ জম্বুদ্বীপাংশ। ৩ জম্বুদ্বীপ। ৪ পৃথিবী সমস্ত দ্বীপের ভূবিভাগ।

শৌর্য্যশিক ভূ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, পৃথিবী সাতটা দ্বীপে বিভক্ত। উক্ত সপ্ত দ্বীপের নাম, যথা—জম্বু, প্রক, শাখালি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই সাতটা দ্বীপের মধ্যে আবার এক একটা দ্বীপেরও বিভাগ বিভিন্ন নামে বিভক্ত। সেই সেই নাম-দ্বয়ের বিভিন্ন ভূবিভাগের নামই বর্ষ। বর্ষসমূহের নাম, সংখ্যান-বিবরণ, পরিমাণ এবং তত্ত্বতা অধিবাসী প্রভৃতির বৃত্তান্ত ক্রমে পরে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, প্রিয়ত্রয়ের রথচক্রে সাতটা খাত হইয়াছিল, ঐ সপ্ত খাতই কালে সাতটি সমুদ্ররূপে পরিণত হয়। সেই সপ্তসাগর দ্বারাই পুরোনিখিত জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ বিরাচিত। উক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ পূর্ণ পূর্ণ দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা উত্তরোত্তর বিস্তৃত। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্র সমূহের বাহিরে চারি দিকে বিস্তৃত। যেমন সমুদ্রসমূহের বাহিরদিকে এক এক সমুদ্র। ঐ সমুদ্রসমূহের নাম—লবণোদ, ঈক্ষুরোদ, সুরোদ, বৃত্তোদ, ক্ষীরোদ, দাধিজল, দুগ্ধোদ এবং শুক্লোদ। এই সাতটা সাগর পূর্ণোক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ স্বরূপ। ঐ সমস্ত সাগরপরিবৃত্ত দ্বীপসমূহের যে পরিমাণ, তত্ত্বল্য যথাতুল্য এক একটা সাগর এক একটা দ্বীপের সমান। এই সকল সাগর অসংখ্য ভাবে ভিন্ন ভিন্নরূপে বাহিরের দিকে প্রাপ্ত,—অভ্যন্তরে নহে।

প্রিয়ত্রয়ের পত্নীর নাম বর্ষদ্বয়ী। তাহার সাতটা পুত্র, সকল পুত্রই সচরিত্র। ঐ সকল পুত্রের নাম—অগ্নীত্র, ইন্দ্রজিহব, ইন্দ্রবাহ, হিরণ্যরেতা, দ্রুতগঠ, মেঘাতিথি ও বাতিহোর। এই সাতটা পুত্রকে প্রিয়ত্রয় এক এক করিয়া উল্লিখিত এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন।

প্রিয়ত্রয়ের তাত্‌কালিক কীষ্টি বর্ণন প্রসঙ্গে পুরাকালে এই-রূপ শ্লোক গীত হইয়াছিল যে, এক ঈশ্বর ভিন্ন কে প্রিয়ত্রয়কৃত কার্যের অনুকরণ করিতে পারে? তিনি অক্ষকার দূর করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ চক্রাঙ্গ দ্বারা সাতটা সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাণিবর্গের বিপদ হরণ বা অনুব্রিধা দূরীকরণজন্য নদ, নদী, পর্বত, বর্ষ প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায় :—

প্রিয়ব্রতকৃতং কুর্ষ কোংহুতুখ্যাধিনেখমম্ ।

যো নেমিনিরৈরকরোচ্ছায়াং যন্ সপ্তবারীণীন্ ॥

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিসিপরিবনানিতিঃ ।

সীমা চ ভূতনির্ভূতো বীপে বীপে বিভাগশঃ ॥”

( ভাগবত ৫।১ অঃ )

প্রিয়ব্রত যথাকালে পরমার্থচিন্তার মগ্ন হইলেন। পিতার অনুশাসনে পুত্র অরীষা ধর্মীহুলায়ে জম্বুদ্বীপবাসী প্রজাগণের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অরীষা অস্পরা পূর্বাচিন্তির পাণিগ্রহণ করেন। পূর্বাচিন্তির গর্ভে রাজর্ষি অরীষা হইতে নয়টা পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম, যথা—নাভি, কাম্পুরুষ, হরিবর্ষ, উলাবৃত, রম্যক, হিরণ্যর, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। অরীষের এই সকল পুত্র মাতার অঙ্গুগ্রহে স্বভাবতঃই দৃঢ়দেহ ও বলশালী হইয়া উঠেন। অরীষা ঐ পুত্রগণের মধ্যে যথাকালে পৃথিবী ভাগ করিয়া দেন। পুত্রগণ বিভাগক্রমে নিজ নিজ নামানুসারেই জম্বুদ্বীপের এক একটা বর্ষ অধিকার করিয়া লয়েন। উক্ত বর্ষাধিপতিগণের পত্নীর নাম যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদণ্ডা, লতা, রম্যা, স্ফামা, নারী, ভদ্রা ও বেদদীধিতি। এই রমণীগণ সকলেই মেরুর কন্যা।

দ্বীপসমূহের মধ্যে জম্বুদ্বীপই প্রথম। ইহার দীর্ঘতা নিম্নতঃ বোঝান এবং বিস্তার লক্ষ্যবোঝান, এই দ্বীপ কমলপত্রের ত্রায় চারিদিকে সমান বর্ন্তুলাকার। এই দ্বীপে নয়টা বর্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ভিন্ন প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। ঐ নববর্ষ আটটা সীমা পর্বতে পরস্পর স্পন্দরূপে বিভক্ত।

বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ। উহার মধ্যস্থলে পর্বত-কুলের রাজা সুবর্ণময় সুমেরু গিরি বিরাজমান। ঐ সুমেরুর উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তারপরিমাণের তুল্য লক্ষ্যবোঝান। উহার মতকের দিকে ষাট্টিংশ সহস্র যোজন, এবং মূলে সহস্রযোজন বিস্তৃত। ভূমির মধ্যভাগেও তত সহস্রযোজন দেখা যায়। উক্ত পর্বত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডল-রূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকারবৎ প্রতিভাত।

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিকক্রমে ক্রমশঃ নীল, বেত, শূন্যবান্ এই তিন পর্বত এবং যথাক্রমে রম্যক, হিরণ্যর ও কুরু নামক বর্ষত্রয়ের সীমা পর্বত স্বরূপ। উক্ত তিন পর্বত পূর্বাধিকে দীর্ঘ। উহাদের উত্তর পার্শ্বে লবণ সমুদ্র বিস্তৃত। ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। অগ্রস্থিত পর্বত হইতে পরবর্তী পর্বত কেবল একাদশ অংশ দৈর্ঘ্য পরিমাণে হয়।

এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিবধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামে তিন পর্বত বিস্তৃত। ঐ তিন পর্বত উল্লিখিত নীলাদি পর্বতের ত্রায় পূর্বাধিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে তিন সহস্রযোজন উন্নত। উক্ত পর্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কাম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্বত। এইরূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে যথাক্রমে মালাবান্ ও গন্ধমাদন পর্বত অবস্থিত। এই পর্বত দুইটা—উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিবধ পর্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই পর্বতই যথাক্রমে কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমাপর্বতরূপে বিরাজিত।

সুমেরুর চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্ব ও কুমুদ নামে চারিটা অবষ্টম পর্বত বিস্তৃত। ঐ পর্বতগুলির প্রত্যেকটির বিস্তার ও উচ্চতা দশহাজার যোজন। উক্ত চারি পর্বতের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের পর্বত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্বত পূর্বপশ্চিমে আয়ত। উক্ত চারি পর্বতে যথাক্রমে আশ্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটা বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শতযোজন। উহার পার্শ্বতা পতাকাবৎ একাদশ শত যোজন উচ্চ। উহাদের শাখা সকল সেইরূপ শতযোজন বিস্তৃত। উক্ত বৃক্ষ চারিটির নিকট চারিটি ব্রহ্ম আছে। তাহার মধ্যে একটি হৃদয়জল, দ্বিতীয়টি মধুজল, তৃতীয়টি ইক্ষুসজল, চতুর্থটি শুষ্কজল। এই চারিটি ব্রহ্মেরই জল অতি মনোহর। উপদেবগণ এই ব্রহ্মজলসেবনে স্বাভাবিক মহিমামণ্ডিত হইয়াছেন। ঐখানে উল্লিখিত চারিটি ব্রহ্ম ভিন্ন চারিটি উদ্ভানও আছে। তাহাদের নাম,—নন্দন, চিত্রব্রত, বৈভাজক ও সর্কতোভদ্র।

ঐ সকল উদ্ভানে সুরবরেরা সুরসুন্দরীগণসহ মিলিয়া একসঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিহারকালে গন্ধর্বগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন।

মন্দর পর্বতের কোড়দেলে দেবচ্যূত নামে একটি বৃক্ষ আছে। তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে নিরন্তর রাশি রাশি অমৃত ফল পড়ে। সেই সকল ফল পর্বতের চূড়ার মত হুল। ফলগুলি যখন ফাটিয়া যায়, তখন তাহার গন্ধ অতি মধুর। ফলগুলির অরুণবর্ণ প্রচুরতর স্রবাস রসে এক নদী জন্মিয়াছে। ঐ নদীর নাম অরুণোদা। অরুণোদা নদী মন্দরপর্বতের শিখরদেশ হইতে বাহির হইয়া পূর্বাধিকে ইলাবৃত বর্ষ প্রাণিত করিতেছে। তবানীর অম্বুচরী বক্ষান্ননাগণ ঐ রসের সেবিকা, তাই তাহাদের অঙ্গে অপার সৌগন্ধ। তাহাদের অঙ্গসজ্জা বাহু দ্বারা চারিদিকে দশযোজন আমোদিত হয়।

জম্বুবৃক্ষের ফল সকল গজগজবৎ অতি হুল। তাহাদের বীজগুলি অতি ক্ষুদ্র। সেই সকল ফল উচ্চ হইতে পড়িয়া

ফাটিয়া যায়; তখন তাহাদের রসে জ্বলন্ত নদী নামে এক নদী হয়, সেই নদী মেরুমন্দের শৈলের শিখর হইতে অমৃতবোজন অন্তরে ভূমণ্ডলে পড়িয়াছে। ঐ নদী যথার পড়িতেছে, তথা হইতে আপন দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃত্ত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর সৃষ্টিকা তাহার জলরাস অল্পবিক হওয়ার বায়ু ও স্থা-সংযোগে বিশেষ পকতা পাইয়া জাহ্নবদ অর্থাৎ স্রবণে পরিণত হয়। ঐ স্রবণই অমর ও অমরকামিনীগণের আড্ডন।

সুপার্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার কোটরনিকর হইতে পঞ্চবাম পরিমিত পাচটি মধুধারা ঐ শৈলশিখরে পড়িয়া পশ্চিমস্থ ইলাবৃত্তবর্ষকে স্বীয় সোণকে আমোদিত করিতেছে। যাহারা ঐ পর্বতের মধুধারা সেবন করেন, তাহাদের মুখ-মারুতে চারিদিকের শতযোজনব্যাপী ভূভাগ সুবাসিত।

কুমুদ পর্বতে শতবল্লভ নামে একটা বটবটনী আছে। তাহার স্বক্শেপ হইতে অধোদিকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি অতীপ্ত বস্ত্র দোহন-কারী নন্দ সকল ঐ পর্বতের অগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া তাহার উত্তর দিকস্থ ইলাবৃত্তবর্ষবাসী লোকদিগের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। তথাকার অধিবাসী প্রজাবর্গ ঐ সকল সামগ্রী সেবন করিয়া কখন অঙ্গবৈকল্য, ক্লান্তি, ব্যর্থ, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্ম বৈবর্ণ্য এবং অজ্ঞাত উপসর্গ কিছুই ভোগ করে না। একজ্ঞ ঐ বর্ষের অধিবাসীরা যাবজ্জীবন কেবল সুখভোগে দিন যাপন করে।

অগ্নীধ্বজ যে নন্দ পুত্রের নামে নয়টী বর্ষ চলিয়াছে, ঐ পুত্র গাণের মধ্যে নাভি জোষ্ঠ, নাভি বর্ষাধিপতি হইলেও তাহার অধিকৃত বর্ষ তদীয় পৌত্র ভরতের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নাভির পুত্র ঋষভ, ঋষভ হইতেই প্রসিদ্ধ ভরতরাজের জন্ম। এই ভরতের নামানুসারেই এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। ভরতের পিতা ঋষভ অজনাভ নামক একটি বিশিষ্ট প্রদেশে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এই জ্ঞাত তাহার অধিকৃত সমগ্র বর্ষ অজনাভ নামে প্রথিত ছিল। পরে তৎপুত্র ভরত রাজা হইলে তাহারই নামে এই বর্ষ বিখ্যাত হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষে বহু নন্দ নদী ও বহুতর শৈলশ্রেণী আছে। শৈলসমূহের মধ্যে মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকুট, ঋষভ, ফুটক, কোথ, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমুখ, ঈশৈল, বেষ্ট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিষ্ণা, গুপ্তিমান, ঋকগিরি, পারিশ্রাথ, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুত, নীল, কোকামুখ, ইন্দ্রকীল, ও কামগিরি এই কয়টী পর্বতই অনেকটা প্রথিত। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত শত পর্বত আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

উক্ত শৈল সকলের নিত্যবদেশ হইতে কত যে নন্দ নদী বাহির হইয়া ভারতবর্ষ বক্ষ বিধৌত করিতেছে, তাহারও সকলের সংখ্যা হওয়া অসম্ভব। সেই সকল নন্দ নদীর জলেই ভারত-সম্প্রদায় পান্যবাহন সমাধান করেন। তদ্বাধা চন্দ্রবশা, তাম্রগণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহারনী, কাবেরী, বেবা, পরশ্বিনী, শর্করাবর্তী, তুঙ্গভদ্রা, কলবেবা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ঝিঙ্কা, পরোক্ষী, তাপী, রেবা, সুরসা, নরখা, চর্ম্মবতী, অধ-নন্দ (ব্রহ্মপুত্র), শোণনন্দ, মহানদী, বেদন্ততি, ত্রিসামা, কোশিকী, মল্যাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দুশস্বতী, গোমতী, সরযু, ওখবতী, যষ্ঠবতী, সপ্তস্বতী, স্রবমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুত্বা, বিতস্তা, অসিন্দী, এবং বিধা এই গুলি মহানদী। উক্ত মহানদীসমূহের নামোচ্চারণ মাঝেই লোক পবিত্র হয়। পরন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ এই জলে অবগাহন করিয়া থাকেন। পুরুষেরা এই বর্ষে জন্ম লইয়া স্ব স্ব সাধিক, রাজসিক ও তামসিক কৰ্ম্ম ভাগা আপনাদের দিবা, মাহুঘী ও নারকী গতিই নির্ধারণ করিয়া থাকে। যে বর্ষের বৈষ্ণব মোক্ষ প্রকার নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে মুক্তি এই বর্ষেই হইয়া থাকে। যাবতীয় বর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষকেই কৰ্ম্মক্ষেত্র বলি যায়। অজ্ঞ আট বর্ষ স্বর্গাদিগের পূণ্যলেশে উপভোগের স্থান।

জম্বুদ্বীপ এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অজ্ঞাত অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাহাদের পুরুষ পরিমাণে অমৃতবর্ষ পরমায়ু অমৃত হস্তীর তুল্য বল এবং বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীরগঠন। ঐ শরীরে একপ বল, যৌবন এবং হর্ষ যে, তদ্বারা মহাসুরতব্যাপারে ক্রী-পুরুষ অত্যধিক প্রমুদিত হয় এবং সন্তোষগাত্রে একবৎসর আয়ুঃ শেষ থাকিতে তাহাদিগের কলত্র একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে। এইরূপে বিষয়সুখের উৎকর্ষ হেতু এই সকল বর্ষের পুরুষেরা ত্রেতাযুগের জ্ঞায় পরমসুখে কাল যাপন করে।

এই সকল বর্ষে দেবধিপগণ স্ব স্ব অনুচর পরিচারকদিগের দ্বারা মহা উপচারে অর্জিত হন। যেচ্ছামিত আশ্রমায়ত্তনসমূহে, গিরি-গহ্বরে এবং অমল জলাশয়াদিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। তথায় সুরসুন্দরীগণের জলক্রীড়া, অস্ত্রাস্ত্র কেলিকলা বা কামো-দ্যানিনীদিগের সবিলাস হান্ত ও লীলাললিত বিলাকনে তথাকার পুরুষদিগের চিত্ত ও নেত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল বর্ষস্থিত যে সমস্ত আশ্রম আরতনে পুরুষপুরুষ-দিগের বিহারের কথা বলিলাম, তাহার শোভা যে কত চমৎকার তাহা আর কি বলিব? তথাকার তরুজাতির শাখা-প্রশাখাগুলি সকল ঋতুর পুষ্পতবকে, ফলে ও নবীন কিশলয়সকলে সমৃদ্ধির সহিত পরপর নত হইয়া পড়িয়াছে; সেই শাখায় আবার বহু লতা আশ্রয় লইয়াছে। আর সেই সকল জলাশয়! সে শোভা

অবর্ণনীয়। বিকসিত নব নব কমলকুলের সৌরভ—রাজহংস, জলকুটু ও কারঙব প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলাগণ এবং ভ্রমর-নিকরের মধুর ঝঙ্কার, এই সকলে তথাকার সেই সরসীসমূহের শোভা অতুলনীয়।

উল্লিখিত নব বর্ষেই ভগবান্ নারায়ণ বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজিত। তন্মধ্যে ইলাবৃত্ত বর্ষে ভগবান্ ভবই এক মাত্র পুরুষ। সেখানে অস্ত্র পুরুষ নাই। কারণ যে সকল পুরুষ ভবানীর শাপের বিষয় বিদিত আছেন, তাঁহারা কখন সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জীর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব—ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহস্র অর্কদুঃ সংখ্যক জীর্ণগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সেবিত হন।

ভদ্রাশ্ব বর্ষে ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকের বাস। ভগবান্ হরগ্রীব মূর্তি ইহাঁদিগের আরাধ্য।

হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্তিতে অবস্থিত। পরম ভাগবত প্রহ্লাদ এই বর্ষবাসী প্রজাগণের সহিত ভক্তিতরে তাঁহার উপাসনা করেন।

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ কামদেবরূপে বিরাজিত। লক্ষ্মী, সংবৎসর এবং তাঁহার কজ্জা রাত্র্যভিমানিনী দেবতা ও তাঁহার পুত্র দিবসভিমানী দেবগণের প্রিয়সাদনই তাঁহার ইচ্ছা। সেই সকল দিবসভিমানী দেবগণের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র। ঐ বর্ষের অধিপতি মহাপুরুষের চক্রতেজে দিবসভিমানী কজ্জাগণের মন উদ্ভিন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎসরান্তে পতিত হইয়া যায়।

রম্যক বর্ষের অধিপতি মমু। ভগবান্ তাঁহাকে মন্তমূর্তি প্রদর্শন করেন। মমু অস্ত্রাণি ভক্তিতরে সেই মূর্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিরণ্ময় বর্ষে ভগবান্ হরি কুর্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা এই বর্ষবাসী প্রজাগণসহ নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করেন।

উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান্ বজ্রপুরুষই বরাহমূর্তি ধরিয়া অবস্থিত। দেবী পৃথিবী কুরুগণসহ ভক্তিতাবে তাঁহার অর্চনা করেন। কিন্তুকুবর্ষে পরম ভাগবত হনুমান্ ঐ বর্ষবাসী প্রজাগণসহ ভগবান্ ত্রীশ্রামভ্রমের উপাসনা করিতেছেন।

(ভাগবত ৫ স্কন্ধ ১—১১অঃ)

জম্বুদ্বীপ বর্ষবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল। এক্ষণে ভাগবত মতে অস্ত্রাশ্ব দ্বীপ বর্ষবিভাগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যা:তেছে।

জম্বুদ্বীপের পর প্রক্ষবীপ। প্রক্ষবীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। এই দ্বীপে একটা সূর্য্যমির প্রক্ষবৃক আছে। প্রিয়ত্রতের দ্বিতীয় পুত্র ইয়াজিষ এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি উহাকে সপ্তবর্ষে ভাগ করিয়া আপনাদি এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। তাঁহার সাত পুত্রের নামাঙ্কসারেই সেই সাতবর্ষের নামকরণ হয়। যথা—শিব, বয়ল, সূর্য্য, শাশ, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে যদিও বহু নদী ও শৈলশ্রেণী আছে, তথাচ সাতটা নদী ও সাতটা পর্ব্বতই এখানে প্রখ্যাত। সেই সাত নদীর নাম—অরুণা, নৃগণা, আদিক্রী, সার্বজী, সূপ্রভাতা, গুভন্তরা এবং সত্যন্তরা। সেখানকার সেই সাত সীমাপর্ব্বতের নাম—বজ্রকূট, মণিকূট, ইন্দ্রাগন, গ্লোতিদ্বান্ সূর্য্য, হিরণ্যজীব এবং মেঘপাল। এই সকল বর্ষবাসীরা ত্রিবেদময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন।

শাম্বলদ্বীপের অধিপতি ছিলেন প্রিয়ত্রতাত্মজ বজ্রবাহ। তিনি এই দ্বীপকে আপনাদি সাতপুত্রের মধ্যে তাহাদের নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম—সুরোচন সোমনস্ত, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। এই সাতবর্ষের সাতটা প্রধান সীমাপর্ব্বতের নাম—সুরস, শতশূল, বামদেব, কুল, কুমুদ, পুষ্পবর্ণ এবং সহস্র শ্রুতি। সাতটা প্রধান নদীর নাম—অলুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা এবং রাকা, এই বর্ষবাসী লোক সকল ঋতিধর, বীণাধর, বহুধর এবং ইন্দ্ৰধর নামক চতুর্কর্ণে বিভক্ত। তাঁহারা বেদময় সোমদেবের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ, সুরোদশাগরের বহির্ভাগে, উহা পূর্কোক্ত দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ত্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের রাজা। তিনি তাঁহার সাতপুত্র মধ্যে নিজ অধিকৃত দ্বীপ সাতভাগে বিভাগ করিয়া দেন। ঐ সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই তথায় সাতটা বর্ষ প্রতিষ্ঠিত। যথা—বসু, বহুধান, দৃঢ়কচি, নাভিগুপ্ত, সম্যত্রত, বিপ্রনাম ও বেদনাম। এই সাত জনের সাতবর্ষে সাতটা গিরি এবং সাতটা প্রসিদ্ধ নদী আছে। এই বর্ষের অধিবাসীরা কোবিদ, অভিজুত ও কুলক প্রভৃতি নামধারী হইয়া কৰ্ম্মকোশলে অগ্নির অর্চনা করেন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ত্রতপুত্র দ্বতপৃষ্ঠ। তিনি ঐ দ্বীপকে বীড় সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে সেই সাতপুত্রকে রাজা করিয়া দেন। ঐ সাত পুত্রের নামে প্রচলিত সাতটা বর্ষের নাম—আজ্ঞা, মধুকহ, মেঘপৃষ্ঠা, সূধ্যমা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ এবং বনম্পতি। এই সাতবর্ষেও সাতটা প্রসিদ্ধ পর্ব্বত ও নদী আছে। ঐ বর্ষবাসী লোকেরা পুন্স, ঋষত, ত্রিণ এবং বেবক এই চারিধর্মে বিভক্ত।

শাকবীশের রাজা প্রিয়ব্রতপুত্র মেঘাতিথি। এই বীশের  
বিত্তার ৩২ লক্ষবোজন। মেঘাতিথি ঐ বীশকে স্বীয় সাত  
পুত্রের নামে বশাক্রমে পুরোজব, মনোজ, বোশমান, ধুতানীক,  
জিহ্নরেক, বহুরপ এবং বিখাধার—এই সাতবর্ষে বিভাগ করিয়া  
প্রত্যেককে এক একটা বর্ষের রাজা করেন। এই সপ্তবর্ষেও  
সাতটা সীমাপর্যন্ত এবং সাতটা প্রসিদ্ধ নদী আছে। উক্ত  
বর্ষবাসী মহুয়াগণ—ধূতব্রত, সত্যব্রত, দীনব্রত ও অম্লব্রত, এই  
চারিবর্ষে বিভক্ত।

পুন্ডর বীপের অধিপতি গ্রন্থভূতের পুন্ডর বীতিহোয়। তাঁহার  
রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্র হয়। বীতিহোয় রাজা ঐ  
বীপকে দুই বর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার দুই সন্তানকে বর্ষণ  
নিষুক করেন। (ভাগবত ৪।১২।১৬।১৭ ও ২০ অঃ)

পৃথিবীর বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভাগবত মতই উদ্ধৃত  
করা হইল। মার্কণ্ডেয়, বরাহ, বামন, কুর্শ্ব প্রভৃতি যাবতীয়  
পুরাণগ্রন্থেই অদ্বৈতবর্ষবিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহলা-  
ভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বর্ষভীতি বুঝ অচ্ । ৫ মেঘ । (হেমচন্দ্র) (ত্রি) ৬ বর্ষক মাত্র ।

“नमामाभीकृः नमनीयपादः

सर्वोत्तममौसि कामवर्द्धन ॥" ( भागवत ७.२०.२१ )

৭ বৎসর। প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের বিষয় এবং সেই সেই

বৎসরে পূজা ষটি প্রকার দেবতার নামাদি সংবৎসর শেষে দ্রষ্টব্য।  
 বর্ষক (ত্রি) বর্ষণশীল। বর্ষায় জ্ঞান পতনশীল। ২ বৎসর-  
 সম্বর্ষীয়। যেমন পঞ্চবর্ষক।

বর্ষকর (পুং) ১ মেঘ। ২ বৃষ্টিদানকারী।

বর্ষকল্পী (জী) বর্গং তৎসূচনং রবেণ করোতীতি বর্ষ-কৃ ট,  
 ঙীপ। ঝিঙ্গিকা। (হেম)

वर्षकर्णम् (क्री) वर्षगर्भा । २ वत्सरकृता ।

वर्षक।ग (शू) वृष्टि प्रार्थनाकारी ।

বর্ষকাম্যেষ্টি (পুং) বাগভেদ । (আখ. প্রো° ২।১৩১)

বর্ষকালী (জী) নীরক। (বৈষ্ণবনি°)

১৯৪৬ (খ) বৎসরে আচরণীয় শাস্ত্রবিহিত কার্যাদি।

বর্ষকেতু (সু) বর্ষত বৃষ্টে: কেতুরিষ সতি বর্ষে ত্রিশদ্বিংশদ-  
বাদন্ত তথাহ। ব্রহ্মপুত্রনির্ণ। (ব্রাহ্মনি<sup>১</sup>) ২ অলকবর্ষে  
কেতুজালের পুত্র। (হরিকব্ধ ৩২৪০)

বর্ষকোষ (পুং) বর্ষন্ত বৎসরন্ত কোষ ইব সর্ষবর্ষজামিববাৎ  
তথাবচন। ১ মেবজ। (শকরক্তা) বর্ষন্ত অতীত কল-  
ইব কোষঃ। ২ দ্রাব। (শকদ্রাবা)

বর্ষপরি (পু) বর্ষপর্কাত । [ বর্ষশব্দ দেখ ]

वर्षघ्न (खि) : दृष्टिनाशकारी । २ भवन ।

বর্ষজ (খি) বর্ষাৎ জাতমিতি জন-ড। ১ বৃষ্টিজাত। ২ বৎসর-  
জাত, জম্বুদ্বীপজাত। ৩ বীপাংশজাত। ৪ মেঘজাত।

वर्षण (क्री) स्व-ग्राह। १५ दृष्टि।

“তমেব মুখ্যতঃ সৰ্বাং রসা বৈ কল্পণায় যৎ ।

रूपमाप्यान्नकं तान्त्रं तन्त्रे मेधात्रिं दे नमः ॥ (नारदीय १०.४।२१)

२ वर्षाभन । (त्रिका°)

বর্ষাণি (স্রী) কৃষ্ণ-জনি। ১ বর্জন। ২ কৃতি। (উজ্জল)  
৩ ক্রতু। ৪ বর্ষণ।

বর্ষার (পু) ১ মেঘ। ২ খোজা দাস। ৩ অন্ন:পুররানী।

বর্ষধর্ম (পুং) : অস্ত:পুরস্কী। খোজা দাস।

ବର୍ଷାଦି (ମୃ) ନାମାନ୍ତରାଦି ।

ବର୍ଷାବାଧବ (ଦ୍ଵି) ଯେଷ ।

বর্ষনির্বিজ্জ (জি) বর্ষণকারী। বর্ষক। 'নির্বিজ্জকো রূপবাতী  
নির্বিজ্জিত্রিভি তদ্রামহ পাঠাং, বর্ষণ রূপ বতাবো বোবাং তে  
বর্ষনির্বিজ্জো বর্ষকাঃ।' (জক অ২৩।৪ সারণ)

ବର୍ଣ୍ଣନା (ମୂଳ) ବର୍ଣ୍ଣନା ।

বর্ষপতি (পূ.) বর্ষপতিতঃ। বৎসরাধিপতি গ্রহগণ। বৎস-  
 প্রবেশে স্বর্ষ্য চন্দ্র প্রোক্ষিত গ্রহগণ এক এক বর্ষের আধিপত্যে  
 অধিষ্ঠিত হইরা থাকেন। কোন গ্রহের আধিপত্যে কোন বর্ষ  
 কিরূপ ফলপ্রদ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ষাধিপ শব্দে উক্ত।  
 ২ বর্ষাধিপতি রাজগণ। পৃথিবী সপ্তর্ষীপে বিভক্ত, এই সকল  
 ঋশ্যের ভূবিভাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু বর্ষে পরিচিত। এই  
 সকল বর্ষের অধিপতিগণ বর্ষপতি সংজ্ঞায় অভিহিত। [বর্ষ দেখ।]

ବର୍ଷମାନ (କ୍ରମ) ମଧ୍ୟରେ ।

ବର୍ଷପର୍ବତ (ଖ) ବର୍ଷାଂ ଭାରତୀୟୀନାଂ ବିଭାଜକ: ପର୍ବତ:  
 ଯଥାପଦ୍ମୋପୀ ସହାସ: । କ୍ଷବିଭାଜକ ଗିରି ।

‘হিমবান হেমকুট’ নিষেধা মোকদ্দেম চ।

চৈত্র: কনী চ শ্রী চ মস্তুতে বর্ষপর্বতা: ॥ ( হারাবনী )

বর্ষপাকিন্ (পুং) বৎ বর্ষাকালে পাকোহ্যভীতি বর্ষপাক-  
ইনি। আশ্রাতক বৃক। (হেম) “আশ্রাতকো বর্ষপাকী”।  
(বৈজয়করভাষ্য)

वर्षपूर्वम् (पू) पृथिवीर वायवीय वर्षवाजी विभिन्न श्रेणीस  
 एका । (तागवत ६ कथ, १८, २४, २९, २० ७ २५ अध्याय )

वर्षभक्षण (गुरु) वाकिञ्चन । (नरकाग्रको)

বর্ষপূজা। (জী) বর্ষে বর্ষণকালে পূজা বস্তা:। সহস্রবী  
গতা। (ব্রাহ্মণি°) ইহার বিস্তৃত বিবরণ সহস্রবী শব্দে দেখ।

পৰ্য্যবেশ (পূ) বৰ্ত্ত অবেশ:। নীলকণ্ঠতাম্বিকোক্ত  
প্ৰণাবিবেশ। এই প্ৰণা বাৰা কৰ্মৰ অবেশ বিৱৰ্ত্তিত হয়।  
ভাতক যে লাগে জগৎপ্ৰাণ কৰিৱাৰে, পৰবৎসৰ কোন সময়

ঠিক বৎসর পূর্ণ হইয়া নববর্ষের আরম্ভ হইল, তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়।

বর্ষপ্রবেশ দ্বারা জাতকের বৎসরের শুভাশুভ কলনির্ণয় করা যায়, বর্ষপ্রবেশ লগ্ন স্থির করিয়া দ্বাদশ মাসের কোন মাসে শুভাশুভ কি কল হইবে, তাহা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে জানা যায়। তাজিকি বর্ষ প্রবেশের প্রণালী এইরূপ বর্ণিত আছে—

জন্মসময়ে রবি যে রাশির বৃত্ত অংশাদিতে অবস্থিত করেন, পুনর্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ সময়। রবিফুট স্থির করিয়া ও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহা অতি আশ্রয়সাধ্য। এই রবিফুট দ্বারা বর্ষপ্রবেশ সময় স্থির করিলে অতি স্পষ্টরূপে সময় স্থির হয়।

গ্রহগণের গৌচরকালের যে তারতম্য, তাহা প্রতিবৎসর বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের স্থিতিদ্বারা নিরূপণ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকাল হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর গৃহীত হয়। কিন্তু প্রকৃত সৌর বৎসর উহা অপেক্ষা আরও ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অমুপল অধিক। যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার পরবারে পরবৎসর হইয়া থাকে। অতএব জন্মদিন হইতে যত বৎসর গত হইবে, তাহা দ্বারা ১ বার ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ২৪ অমুপল গুণ করিবে এবং সেই গুণকলে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে যে যোগফল হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি জানিতে হইবে। উক্তরূপে যোগ করিলে যদি বারের অঙ্ক সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিবার নিয়ম—

“বর্ষকলসাধনার্থং বর্ষপ্রবেশসময়মাহ—

গভাঃ সমাঃ পাথরুতাঃ প্রকৃতিবৃহসমাগাশাৎ।

থবেদাপ্তবটীবৃক্ষা জন্মবারাদিসংযুতাঃ।

অক্ষপ্রবেশে বারাদিঃ সপ্ততট্টেহঃ নির্দিশেৎ॥” (নীলকণ্ঠতাজিক)

বাহার যে বৎসরে বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার সেই বৎসরের পূর্বে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে বীথ চতুর্থাংশ যোগ করিয়া একস্থানে রাখিবে। পরে পুনরায় অতীত বর্ষাঙ্কে ২১ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৪০ দ্বারা ভাগ করিলে বাকী ভাগফল লক্ষ হইবে, তাহাকে পূর্বস্বাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিলে যে অঙ্কশ্রেণী হইবে, তাহাকে বার, দণ্ড ও পল বিবেচনা করিয়া তাহাতে জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিলে যে বার, যত দণ্ড ও যত পল হইবে,

জন্মদিবসে সেই বারে তত দণ্ড ও তত পল সময়ে বর্ষপ্রবেশ হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

বারের অঙ্ক যদি সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ অঙ্কের ১ রবিবার ২ সোমবার ৩ মঙ্গলবার ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। বর্ষপ্রবেশগণনার নানা প্রকার নিয়ম আছে। সেই সকল প্রণালী দ্বারাও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়।

অন্তবিধ—প্রথমে ১ এক, ১৫ পনের, ৩১ একত্রিশ ও ৩০ ত্রিশকে গত বর্ষাঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া চারিহানে রাখিতে হইবে, এইরূপে গুণ করিলে যে চারিটা গুণফল হইবে, তাহার প্রথম অঙ্ককে বার, দ্বিতীয় অঙ্ককে দণ্ড, তৃতীয় অঙ্ককে পল, চতুর্থ অঙ্ককে বিপল জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড, পল ও বিপল যোগ করিবে। পরে বিপলের অঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লক্ষাঙ্ক পলের সহিত যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অবশিষ্ট অঙ্ক যথাহানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে আবার পলাঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লক্ষাঙ্ককে দণ্ডাঙ্কে ও দণ্ডাঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লক্ষাঙ্ককে বারাঙ্কে যোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পূর্ববৎ যথাহানে রাখিয়া দিবে।

এইরূপ গণনা দ্বারা যে কয়টা অবশিষ্ট অঙ্ক থাকিবে, তাহা দ্বারা বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড, পল ও বিপল জানিতে পারা যাইবে।

অন্তপ্রকার—৫ পাঁচ, ২ দুই, ও ৬ ছয়কে গত বর্ষাঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া যে তিনটা গুণফল হইবে, তাহাদিগকে তিন স্থানে রাখিয়া দিবে, তৎপরে প্রথম অঙ্ককে বার, দ্বিতীয় অঙ্ককে দণ্ড ও তৃতীয় অঙ্ককে পল মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিবে। পরে পলের অঙ্ককে ৪ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। তৎপরে লক্ষাঙ্ককে দণ্ডে এবং দণ্ডাঙ্ককে ৪ দ্বারা ভাগ দিয়া লক্ষাঙ্ক বারে যোগ করিবে ও বারাঙ্ককে ৭ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্ক যথাক্রমে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পল হইবে।

অন্তবিধ—গত বর্ষাঙ্ককে ১০০৭ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ৮০০ দ্বারা ভাগ করিলে বাকী ভাগফল হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার, অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া পুনর্বার ৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে বাকী লক্ষ হইবে, তাহা দণ্ড, এইরূপ প্রণালীতে পলাদিও পাওয়া যায়। পরে উহার সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পলাদি যোগ করিলে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পলাদি স্থিরীকৃত হয়।

নিরোক্ত প্রকারেও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়। গত বর্ষাঙ্কে তাহার চতুর্থাংশ যোগ করিয়া বারস্থানে এবং ঐ গত বর্ষাঙ্কে ২ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ লক্ষাঙ্কে দণ্ডস্থানে এবং দণ্ড

গুণ করিয়া গুণফলকে পলহানে রাখিবে। পরে এই সকল বারাদির সহিত জন্মবারাদি যোগ করিলেই সেই সেই অক্ষরাদি বর্ষপ্রবেশের বারাদি নির্ণীত হয়।

যে করণী নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, এই সকল নিয়মেই বর্ষপ্রবেশ গণনা করা যায়।

নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া গেল, ইহাতে অতি সহজে বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যাইবে। ইহা দেখিলে অতি সহজে কোনরূপ গণনা না করিয়া বর্ষপ্রবেশের বার দণ্ডাদি জানিতে পারা যাইবে।

বয়স	বার	দণ্ড	পল	বিপল	বয়স	বার	দণ্ড	পল
১	১	১৫	৩৯	৩০	২০	৫	৩৫	১৫
২	২	৩১	৩	০	২০	৪	১০	৩০
৩	৩	৪৬	৩৪	৩০	৩০	২	৪৫	৪৫
৪	৫	২	৬	০	৪০	১	২১	০
৫	৬	১৭	৩৭	৩০	৫০	৬	৫৬	১৫
৬	৭	৩৩	৯	০	৬০	৫	৩১	৩০
৭	৯	৪৮	৪০	৩০	৭০	৪	৬	৪৫
৮	৩	৪	১২	০	৮০	১	৪২	০
৯	৮	১৯	৪৩	৩০	৯০	১	১৭	১৫
					১০৩	৬	৫২	৪০

উল্লিখিত তালিকার বর্ষের অক্ষর সংলগ্নে যে বার ও দণ্ডাদি লিখিত আছে, তাহাতে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে বর্ষপ্রবেশবার ও দণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১০ ও ২০, ২০ ও ৩০, ৩০ ও ৪০, ইত্যাদি বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হইলে ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্নে যে অক্ষ আছে, তাহাতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্ন অক্ষ এবং জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে অতীত বয়সের বর্ষপ্রবেশবার ও দণ্ডাদি হইবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কখন কখন জন্ম তারিখের পূর্ব বা পর দিনে বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে।

উক্ত প্রণালী অনুসারে বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি নির্ধারিত হইলে সেই সময় অবলম্বনপূর্বক জন্মপঞ্জিকার অনুসরণ একপানি বর্ষপঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বর্ষলগ্ন ও তাৎকালিক

গ্রহক্ষুট সংস্থাপন করিবে। পরিপেবে জন্মকাল হইতে জীত-লগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে উক্ত লগ্ন-সঞ্চালন করিয়া তত অন্তর রাখিবে। ইহার কারণ এই বৃহস্পতি জীবকারক, এই নিমিত্ত উহার অপর একটা নাম জীব এবং মানবের জন্মলগ্নের উপর উহার এতাদৃশ আত্মঘাতী আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, যে স্থানে উহা সরিয়া যাউক না কেন, ঐ লগ্ন উহার অধিবর্তী হইয়া থাকিবেই; সুতরাং প্রতি বৎসর বৃহস্পতি যেরূপ এক রাশি করিয়া সরে, জন্মলগ্নও সেইরূপ এক রাশি হইতে সরিয়া পর রাশিতে যায় এবং আজীবন কাল এই প্রকারে উত্তরের সমদূরতা রক্ষিত হয়। কিন্তু বৃহস্পতির কখন সীম কখন বক্রগতি; অতএব বৃহস্পতি গণনা করিতে হইলে জন্মকালে বৃহস্পতির ক্ষুট রাশাদি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তে জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির ক্ষুট রাশাদি নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে জাতলগ্ন সঞ্চালনপূর্বক তত অন্তর সংস্থাপন করিবে এবং ঐ সঞ্চালিত লগ্নে শুভাশুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি অনুসারে বর্ষফল বিচার করিতে হইবে। বৃহস্পতির ক্ষুট-অভাবে জন্মকালে বৃহস্পতি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তের জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে ঐ লগ্ন তত-রাশি অন্তর রাখিবে, অথবা বর্ষপ্রবেশকালে যত বয়স হইবে, জন্মলগ্ন তত রাশি সরাইয়া অতীত বয়সের অক্ষ যে রাশিতে শেষ হইবে, তাহার পর রাশিতে উহা সংস্থাপন করিবে; অর্থাৎ একবর্ষ অতীত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে, দুইবর্ষ অতীত হইয়া তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় রাশিতে, এইরূপ নিয়মে জন্মলগ্নের সঞ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার স্থল-গণনার যখন বর্ষপ্রবেশের পূর্বে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া পররাশিতে কিংবা বক্রগতি দ্বারা পূর্বরাশিতে গমন করে, তখন গণনার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। উক্তরূপ সঞ্চালিত জন্মলগ্নকে সূচ্য কহে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উদাহরণ ১৭৫৩ শকে ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৭১০৫ পল সময়ে ধর্মলগ্নে কোন ব্যক্তির জন্ম হয়। ১৮০৪ শকের ৭ই আশ্বিনে ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। বর্ষতালিকা দৃষ্টে ঐ অতীত ৫১ বৎসরে—

বার,	দণ্ড,	পল,	বিপল,	অনুপল,
৫০ বৎসর—৩৮	৫৬	১৫	১০	০
১ বৎসর—১	১৫	৩১	৩১	২৪
৫১ বৎসর—৮	১১	৪৭	৪১	২৪ হয়

উদাহরণে তাহার জন্মবার ও দণ্ডাদি ৫১৭১০৫ যোগ করিলে



১৩ বার ২০ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল, ২৪ অজুপল হয়। কিন্তু বীরের অঙ্ক সাতের অংশে অধিক, অতএব ঐ অঙ্কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ৭ই আশ্বিন শুক্রবার ২০ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল ২৪ অজুপল সময়ে তাহার বর্ষ-প্রবেশ হইয়াছিল। ঐ সময় গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তখন মীনরাশির পূর্বদিকে উদয় হইয়াছে। অতএব ঐ মীনরাশিই বর্ষলয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সময়ে ঐ ব্যক্তি ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার জন্মলয় ধনু, ৫১ রাশি সরাইলে শেষ কুন্ত হয় এবং তৎপর রাশি মীন, অতএব ৫২ বৎসর আরম্ভে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে মীন রাশিতে তাহার জন্মলয় সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৪ শকাব্দার আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া মিথুন রাশিতে ছিল, সুতরাং ঐরূপ জন্মলয় সঞ্চারন করিলে গণনার ব্যতিক্রম হয়। এতলে বৃহস্পতির আবর্তক। ঐ ব্যক্তির জন্মকালে বৃহস্পতি মকরের প্রায় ২২ অংশ অবস্থিত ছিল, এবং তাহার জন্মলয়ক্ষুট ৮।১১।৫০, অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্তের জন্মলয় প্রায় ৪০ অংশ অন্তর। তাহার বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির ক্ষুট ২।৮।৪০, অতএব উহা হইতে দক্ষিণাবর্তে ৪০ অংশ অন্তরে অর্থাৎ মেঘরাশির ২৭ অংশ জন্মলয় সঞ্চারিত।

এইরূপে প্রতিবৎসর জন্মলয়ের সঞ্চার হয় বলিয়া জন্মরাশি হইতে গ্রহগোচরফল বিচার করা যায়। এক্ষণে ঐ সঞ্চারিত লয় ও বর্ষলয় হইতে যেরূপে বাৎসরিক শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়, তাহা অভিসংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

গ্রহগণ জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালেও শুভ হইলে শুভফলের আধিক্য হয়। কিন্তু জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে অশুভ হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। আর যদি জন্মকালে অশুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে শুভ হয়, তবে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বর্ষলয়, জন্মলয়, সঞ্চারিত জন্মলয় ও জন্মরাশিতে শুভ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, অথবা তদধিপতি গ্রহগণ শুভ গৃহ-গত হইয়া শুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে সে বর্ষে বিবিধ প্রকার সুখ হয়, ইহার বিপরীতে অশুভ হইয়া থাকে।

জন্মলয় বা জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশিতে অথবা জন্মকালে যে রাশিতে শনি কিংবা মঙ্গল ছিল, সেই রাশিতে, বর্ষলয় কিংবা সঞ্চারিত জন্মলয় হইলে সেই বর্ষে বিশেষতঃ ঐ লয়ে যদি পাপ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে দামন পীড়ায়ুক্ত ও বিপদাপন্ন হয়।

জন্মকালীন অষ্টমস্থ পাপগ্রহ বর্ষলয়ে থাকিলে বিশেষ অশুভ-

ফল হইয়া থাকে। যদি বর্ষপ্রবেশের অন্নদিন পূর্বে বা পরে পাপগ্রহগণ বক্রী হয় এবং বর্ষলয়ে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই বর্ষে নানাবিধ কষ্ট ও ব্যাধি হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে চন্দ্র জন্মরাশিতে জন্মনক্ষত্রযুক্ত হইয়া বর্ষ-লয়ের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশ গৃহ ভিন্ন অন্নগৃহে অবস্থান করিলে এবং তাহার প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সে বর্ষে বিবিধ শুভফল হইয়া থাকে। নচেৎ বিপরীত ফল হয়। বর্ষলয়াধিপতি, জন্মলয়াধিপতি, সঞ্চারিত জন্মলয়াধিপতি ও জন্মকালীন বলবান গ্রহগণ বর্ষপ্রবেশকালে নীচস্থ অথবা দুর্বল হইলে রোগ, শোক ও অর্থনাশ হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে ধনুর্লয় শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধনাগম, কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধননাশ হয়। জন্ম ও বর্ষলয়ে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশে সঞ্চারিত লয় হইলে অথবা উহাতে যদি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অশুভ হয়।

জন্ম ও বর্ষ এই উভয় লয় হইতে উক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোন গৃহে জন্মলয় সঞ্চারিত হইলে শুভফলের আধিক্য হয়। কিন্তু ঐ সঞ্চারিত লয় জন্মলয় হইতে শুভভাবস্থ হইয়া বর্ষলয় হইতে অশুভ গৃহগত হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হইয়া থাকে। আর যদি উহা জন্মলয় হইতে অশুভভাবস্থ হইয়া বর্ষলয় হইতে শুভগৃহগত হয়, তাহা হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে। সঞ্চারিত জন্মলয় চতুর্থ কিংবা সপ্তম গৃহগত হইয়া যদি কোন শুভ গ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্তভাবে অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। ঐ লয় রবিযুক্ত হইলেও শুভ-ফললাভ হয়।

বর্ষলয়ে জন্মলয়ের সঞ্চার হইলে সম্মান, অগতা, রাজপ্রসাদ ও ধনলাভ, প্রতাপবৃদ্ধি, শত্রুরের পুষ্টি এবং শত্রুনাশ হয়। দ্বিতীয় স্থানে হইলে সম্মান, বশ, অর্থ, বহু, সুখ এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়। তৃতীয় স্থানে হইলে নিজ উৎসাহে ধন, যশ ও সুখলাভ, ধর্মবৃদ্ধি, শত্রুরপুষ্টি এবং রাজসম্মান লাভ হয়। চতুর্থ স্থানে হইলে পীড়া, শত্রুতর, স্বজনগণের সহিত কলহ, মনস্তাপ, জনাপবাদ ও মনঃকষ্ট হয়। পঞ্চম স্থানে হইলে আশঙ্ক, ধন ও রাজ-প্রসাদ লাভ, প্রতাপবৃদ্ধি এবং ধর্মোন্নতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে হইলে শত্রুবৃদ্ধি, রোগ, চোর বা রাজতর, কাণ্ড ও অর্থনাশ এবং চুব্ধিবশতঃ অহুতাপ হয়। সপ্তম স্থানে হইলে পুত্র, কন্যা, মিত্র ও অর্থনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, কলহ, দুঃস্বাদা এবং উৎসাহভঙ্গ হয়। অষ্টম স্থানে হইলে শত্রুতর, ধর্ম ও অর্থক্ষয়, বলহানি, রোগ, শোক, বিপদ কং হুত্ব হয়। নবম স্থানে হইলে অর্থপ্রাপ্তি,

ধর্মোন্নতি, পুত্র, কলত্র, বস্তু, বশোলাভ এবং ভাগ্যোদয় হয়। দশম স্থানে হইলে সৌভাগ্য, পদ ও কীর্তি লাভ এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। একাদশ স্থানে হইলে মনস্তৃষ্টি, স্বাস্থ্য, সম্মিতি, পুত্র, রাজ্যশ্রয়, হর্ষবৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও বাহনাদি লাভ হয়। দ্বাদশ স্থানে হইলে ব্যয়াদিকা, ঋণ বা কারাবাস, রোগ, সজ্জনের সহিত কলহ ও গুণশত্রু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শত্রু হইতে অর্বলাভ হইবার সম্ভাবনা।

জন্মকালে গ্রহগণ তদ্বাদি দ্বাদশ ভাবস্থ হইয়া যে সকল ফল উপস্থাপন করে, বর্ষপ্রবেশকালেও উহারাই সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শুভগ্রহগণ ক্ষেত্রে বা ত্রিকোণে রবি ও মঙ্গল উপচয়, এবং শনি, তৃতীয়, বৃহৎ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে থাকিলে শুভফলপ্রদ হয়।

বর্ষলয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশি দ্বারা দ্বাদশ মাসের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে যে গ্রহ বর্ষলয়ে থাকে, অথবা বর্ষলয়কে দৃষ্টি করে, প্রথম মাসে তদন্ত ফলভোগ হইয়া থাকে। এইরূপ যে যে গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গৃহে থাকে, অথবা সেই সকল গৃহকে দৃষ্টি করে, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি মাসে সেই সমস্ত গ্রহদত্ত ফল হইয়া থাকে। যে গৃহে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, সেই মাসে সেই গৃহাধিপতির স্থিতি ও শুভাশুভ সর্বত্র অনুযায়ী ফল হয়।

বর্ষলয় হইতে দ্বাদশ গৃহের যে যে গৃহে মঙ্গল ও শনি থাকে, সেই সংখ্যক মাসে পীড়া বা মনঃকষ্ট হয়। জন্মকালীন চন্দ্র হইতে গ্রহদত্ত শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ বর্ষ রিষ্টদায়ক। উদ্যোগে যদি কোন বর্ষে বর্ষলয়, মঙ্গলিত জন্মলয় ও তাহাদের অধিপতিগণ পাপযুক্ত বা দৃষ্ট কিংবা অশুভ গৃহগত হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

বর্ষাধিপানয়ন—বর্ষপ্রবেশে বর্ষের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা স্থির করিয়া তবে কলাকল নির্ণয় করিতে হয়। বর্ষাধিপ স্থির করিতে হইলে ত্রিরাশিপতি কোন্ কোন্ গ্রহ, এবং তাহার মধ্যে কোন্ গ্রহ বলবান্, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। যখন দ্বিবাভাগে বর্ষপ্রবেশ হয়, তখন বর্ষপ্রবেশলয় মেঘ হইলে রবি, বৃষ হইলে শুক্র, মিশ্র হইলে শনি, কর্কট হইলে শুক্র, সিংহ হইলে বৃহস্পতি, কন্ডা হইলে চন্দ্র, তুলা হইলে বৃষ ও বৃশ্চিক হইলে মঙ্গল ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে। রাজিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে বর্ষপ্রবেশ লয় যদি মেঘ হয়, তাহা হইলে বৃহস্পতি, এবং বৃষ বর্ষপ্রবেশ লয় হইলে চন্দ্র, মিশ্র হইলে চন্দ্র, কর্কট হইলে মঙ্গল, সিংহ হইলে রবি, কন্ডা হইলে শুক্র, তুলা হইলে শনি এবং বৃশ্চিক হইলে শুক্র ত্রিরাশিপতি হয়।

দিবা বা রাত্রিকালে বর্ষপ্রবেশ হইলে ধর্মর শনি, বর্ষলয় মঙ্গল, কুন্তের বৃহস্পতি এবং মীনের চন্দ্র ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে।

জন্মলয়ের অধিপতি, বর্ষপ্রবেশলয়ের অধিপতি, বৃহাধিপতি ও ত্রিরাশিপতি, দ্বিবাতে বর্ষপ্রবেশ হইলে চন্দ্রভোগ্য রাশির অধিপতি ও রাজিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে চন্দ্রভোগ্য রাশির অধিপতি এই পাঁচটি গ্রহদ্বারা বর্ষাধিপতির বিচার করিতে হয়।

এই পাঁচ গ্রহের মধ্যে পঞ্চবর্গী বলদ্বারা বলবান্ হইয়া যে গ্রহ লয়কে দৃষ্টি করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। যে গ্রহ লয়কে দৃষ্টি না করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হয় না। উক্ত পঞ্চগ্রহ তুল্যবলী হইলে যে গ্রহের দৃষ্টি অধিক, সেই গ্রহই বর্ষাধিপতি হয়। উক্ত পাঁচ গ্রহ হীনবল হইয়া যদি সমান দৃষ্টি করে, তাহা হইলে বৃহাধিপতি গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। আর উক্ত পঞ্চগ্রহই যদি লয়কে দৃষ্টি না করে, তাহা হইলে বলাধিক গ্রহ বর্ষপতি হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, বল ও দৃষ্টির সমানতা ও অভাব হইলে দ্বিবাতে চন্দ্রভোগ্য রাশি রাশিপতি ও রাজিতে চন্দ্রভোগ্য রাশিপতি বর্ষাধিপতি হয়।

বর্ষপ্রবেশে যোড়শ প্রকার যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল যোগদ্বারা শুভাশুভ স্থির করা যায়। যোগ সকলের নাম যথা—১ ইকবাল যোগ, ২ ইন্দুবার যোগ, ৩ ইচ্ছাল যোগ, ৪ ভৈরব যোগ, ৫ নকযোগ, ৬ যমদ্বাযোগ, ৭ মঙ্গল যোগ, ৮ মঙ্গল যোগ, ৯ কপালযোগ, ১০ গৌরিকপালযোগ, ১১ খল্লাসরযোগ, ১২ রক্ষ-যোগ, ১৩ হুকালাকুখযোগ, ১৪ চুখোখদবীরযোগ, ১৫ তরুণ-যোগ, ১৬ কুহযোগ, মতান্তরে চরকযোগ।

এই সকল যোগের বিশেষ বিবরণ নীলকণ্ঠের তালিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল যোগ নির্ণয় করিয়া সহম স্থির করিতে হয়। সহম ৫০ প্রকার, তৎপরে বর্ষপ্রবেশের দশা নিরূপণ করিয়া কলাকল স্থির করিতে হয়। বর্ষপ্রবেশে বর্ষ-কুণ্ডলী ও জন্মকুণ্ডলী এই উভয় দেখিয়া ফল স্থির করা আবশ্যক, কেবল বর্ষকুণ্ডলী দেখিয়া ফল নির্ণয় করিলে তাহা মিলবে না, জন্মকুণ্ডলীর সহিত সর্বত্র বিচার করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হইবে। (নীলকণ্ঠতালিকা)

বর্ষপ্রাবান্ (ত্রি) অভ্যাসিক দৃষ্টিপাত। (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৬।৩।৩১)  
বর্ষপ্রিয় (পুং) বর্ষা বর্ষণ প্রিয়ম্ভূত। চাতকপক্ষী। (ত্রিকা)  
বর্ষকল (স্ত্রী) বর্ষসময়ের কলাকল। [ বর্ষ ও লবৎসর দেখ। ]  
বর্ষভুক্ত (পুং) বর্ষভুক্তপতি। পৃথক পৃথক জনপদের অধীশ্বর।

(ভাগবত ১০।৮৭।২৮)

বর্ষমর্যাদাগিরি (পুং) বর্ষসমূহের সীমাপর্যন্ত।

(ভাগবত ৫।২০।২৬)

বর্ষমাত্র (অব্য) এক বৎসর।

বর্ষমেদস্. (পুং) বৃষ্টিরসার। (অথর্ব ১২।১৪২)

বর্ষবর (পুং) বরতীতি বর আধরণে অচ, বর্ষত রৈতো বর্ষণত বর আধরণঃ। অচ, চলিত খোলা।

“নষ্টঃ বর্ষবরৈর্নৃত্যগণনভাবাদপত ত্রুণা-

মন্তঃ কল্কিকল্কস্ত বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ।”

(রত্নাবলী ২ অধ্যায়)

বর্ষবর্জন (স্ত্রী) বরসের বৃদ্ধি।

বর্ষবৃদ্ধ (ত্রি) বরোবৃদ্ধ। যিনি বরসে বড়।

বর্ষবৃদ্ধি (স্ত্রী) বর্ষত বৃদ্ধিরাধিক্যং বত্। জন্মতিথি। [ বিশেষ বিবরণ জন্মতিথি শব্দে দেখ ] ২ বরোবৃদ্ধি।

বর্ষশত (স্ত্রী) শতাব্দ।

বর্ষশতাব্দিক (ত্রি) শতাব্দেরও অধিক।

বর্ষসংখ্য (ত্রি) সহস্র বৎসর।

বর্ষা (স্ত্রী) বর্ষো বর্ষণমন্ত্যাপ্ত ইতি বর্ষ-অর্শাদিভাদ্রাচ, টাপ্, বর্ষা ত্রিভুক্ত ইতি (বৃত্ত বসোতি। উপ্ ৩৬২) ইতি সঃ, ততষ্টাপ্। স্নানমণ্যাত ঋতু। পর্যায়—প্রাবৃট্, বনকাল, জাগরণ, প্রাবৃট্, মেবাগম, বনাগম, বনাকর। (শব্দরত্নাং) সৌরশ্রাবণ ও সৌর-ভাদ্র এই মাস ঋতুসম্বন্ধকালই বর্ষাকাল। “নভাশ্চ নভস্তশ্চ বার্ষিকায়ুতুঃ” (মলমাসতত্ত্ব ৩ শ্লো) এই বর্ষাকাল দক্ষিণায়ন, ইহা দেবতারিণের স্মৃতি।

আষাঢ়াদি মাস চতুর্দশম্বন্ধ কালকেও বর্ষা কহে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। চাতুর্মাস্য বিধানস্থলে আষাঢ় মাস হইতে এই ব্রতের বিধান আছে, এবং এই চারি মাস বর্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“আষাঢ়গুরুষাদস্তাং পৌর্ণমাস্ত্রাযাপি বা।

চাতুর্মাস্ত্রতরস্তং কুর্যাৎ কর্কটসংক্রমে ॥

অভাবে তু তুলার্কোপি মত্রেণ নিরমং ব্রতী।

কার্ত্তিকে গুরুষাদস্তাং বিবিধস্তৎ সমাপয়েৎ ॥ (বরাহপুঃ)

চতুর্ধাপি চ ততীর্ণ চাতুর্মাস্ত্রং ব্রতং নরঃ।

কার্ত্তিক্যাং গুরুপক্ষে তু ষাষস্তাং তৎ সমাপয়েৎ ॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবতোখাপনাবধি।

মধুস্বদো ভবেয়িত্যং নরো শুভবিবর্জনাং ॥

একরাত্র্যং বসন্তগ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রিকম্।

বর্ষাভ্যোবর্ত্ত্য বর্ষান্ত্র মাসাশ্চ চতুরোবসেৎ ॥” (মৎস্তপুঃ)

তাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বর্ষা ঋতু শীতল, বিদাহ-পাকজনক, মন্দাঘিকারক এবং বায়ুবর্জক। বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয় হয় এবং বায়ু প্রবল হয়, অতএব ঐ বায়ু শক্তির নিমিত্ত মধুর, অন্ন ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন

করা কর্তব্য। এই সময় শরীর ক্লিষ্ট হয়, এই ক্লিষ্টতা নিবারণের জন্য কটু, তিক্ত ও কষায়রস সেবন করা বিধেয়।

বর্ষাকালে শ্বেদকর দ্রব্য সেবন, অঙ্গমর্দন, দধি, উষ্ণদ্রব্য, জাজ্বল্যমাস, গোধূম, শালিতগুলের অন্ন, মাষকলায়, কুপাভ্রব্য জল ও চূতকল সেবনীয়। পূর্নমিগ্ধব বায়ু, বৃষ্টি, রোদ্র, হিম, পরিশ্রম, নদীতীরে গমন, বিবানিত্রা, রক্ষদ্রব্য ও নিত্যমৈথুন এই সকল বর্জনীয়।

দুগ্ধ, মধুর, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, লঘুপাক দ্রব্য, হৃৎ, স্বচ্ছ অথচ গুরুবর্ণ ইক্ষুবিকার, লবণ, অন্ন পরিমাণে জাজ্বল্য-মাস, গোধূম, ঘব, দুগ্ধ, শালিতগুল, কর্পূর, রক্তচন্দন, স্নানির প্রথমভাগের চন্দ্রকিরণ, মালাধারণ, নির্মলবস্ত্র পরিধান, ব্যায়ামরাহিত্য, স্নানব্যক্তিগণের সহিত মধুর আলাপ, সন্মোহনে জলাক্রীড়া এবং পিত্তাধিক ব্যক্তির বিরোচন ও বলবান ব্যক্তির পক্ষে শিরাবোধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বর্ষার অবসানসময়ে হিত-জনক। দধি, ব্যায়াম, অন্ন দ্রব্য, কটু দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম এবং রোদ্র, এই সকল বর্ষা অবসানে বর্জনীয়। (ভাবপ্রঃ)

বাভটে লিখিত আছে যে, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকাল দক্ষিণায়ন, ইহা দিন দিন লোকে বল বিসর্জন অর্থাৎ বল দান করে বলিয়া ইহাকে বিসর্গকাল কহে। এই কালে চন্দ্র বলবান ও রবি হীনবলা হয়, আর শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ুযোগে মহীতলের তাপ শান্ত হইয়া থাকে। এই জন্য দ্রব্য সকল স্নেহযুক্ত হয়। অন্ন, লবণ ও মধুর রস প্রবল হয়। বর্ষার অন্ন, শরতে লবণ এবং হেমন্তে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে কালধর্মবশে মানবের অগ্নিতেজঃ মাস্ত্য হয়। ইহাতে শরীর মানিবিষ্ট হইয়া থাকে। তখন আকাশ জল-ভারাবনত ও জলজালে ব্যাপ্ত হওয়ায় সহসা শীতল ত্বারসিক্ত পবনে, ভূতলোখিত বাশে ও অন্ন বিপাকবারিতে এবং অগ্নির মন্দতাবশতঃ বাত, পিত্ত ও কক দৃষ্ট হয়। বাত, পিত্ত ও কক এইরূপে পরস্পরকে দূষিত করে বলিয়া পাচকারি ক্ষীণ হয়। এই কালে সাধারণতঃ এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, বাহা পাচকারির উত্তেজক। এই কালে শরীর শোধন করিয়া দেহবস্ত্র, পুরাতন খাত্ত, অসংস্কৃত মাংসরস, জাজ্বল্য-মাস, মূলাদির ঘৃষ, পুরাতন মধু ও অরিষ্ট, সৌবর্জলযুক্ত মন্ত (দধির মাত) বা পঞ্চকালচূর্ণ এবং আকাশ জল, কুপজল বা অগ্নিসিদ্ধ জল সেবন করিবে। অতিশয় হৃদ্যে তীক্ষ্ণ, অন্ন, লবণ ও স্নেহ সেবন, শুষ্ক ও লঘু ভোজন এবং মধু পান করিবে।

বর্ষাকালে পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই সময় সুগন্ধি সেবন ও হৃপিত বসন পরিধান এবং বাষ্পীভূত স্বীকর বর্জিত

হৃদ্যপৃষ্ঠে বাস প্রাপ্ত। নবীজল, উদমহ (দ্রুত প্রক্ষেপ সহ-  
বোগে জলসিক্ত শকু বার। যে খাণ্ড প্রস্তুত হয় তাহাকে উদমহ  
কহে) দিবানিজ্রা, পরিশ্রম ও আতপ পরিহার কর্তব্য।

( বাতট সূত্রাং ৩ অং )

বর্ষাকালে এই সকল বৈজ্ঞানিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলে  
ব্যাধির প্রকোপ হয় না, শরীর সুস্থ থাকে।

সূক্তে লিখিত আছে যে, এই কালে দিব্যাজির মধ্যেও  
সংবৎসরের জ্ঞান শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষার মত হয় ক্ষতুর লক্ষণ  
এবং সন্ধ্যাকালে বর্ষাঋতুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই জ্ঞান  
বর্ষাকালের নিষিদ্ধ ভ্রম সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না।

কবিকল্পতার লিখিত আছে যে, বর্ষা বর্ণন করিতে হইলে  
শিশী, শ্ময়, হংসাগম, পক্ষ, কন্দল, উদ্ভেদ, জাতী, কদম্ব, কেতক,  
কজ্জালি, নিরগা ও হলিগ্রীতি এই সকল বর্ণন করিতে হয়।

“বর্ষাস্থ ঘনশিখিময়হংসাগমাঃ পক্ষকন্দলোদ্ভেদৌ।

জাতী কদম্বকেতককজ্জালিনিরগাহলিগ্রীতিঃ ॥” (কবিকল্পতা)

“পত্নী কুজতি কাননে চ সরসী স্নানাপূর্ণা তথা

হংসা মানসমাত্রজন্তি কমলাঞ্জলিতাং যান্তি চ।

গর্জ্জম্বেষমহেষ্ণুকন্দরদরী শতাবৃত্তা শ্রামলা

ভাত্যেবং পবনশ্চ কোপনকরো বর্ষাঋতুঃ শোভিতঃ ॥”

( হারীত ১৪ অং )

এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, ‘দারানি’ ত্যাং এই সূত্রানুসারে  
দার, অপ, বর্ষা, এই তিন শব্দ নিত্য বহুবচন, এই সকল শব্দের  
উত্তর একবচন বা দ্বিবচন হয় না।

বর্ষাংশ[ক] (পুং) বর্ষন্ত বৎসরন্ত অংশঃ। মাস। (ত্রিকাং)

বর্ষাকাল (পুং) বর্ষাঋতু। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসদ্বয় বর্ষা।

বর্ষাকালীন (ত্রি) বর্ষাসমরোপযোগী।

বর্ষাগম (পুং) বর্ষারম্ভ। বৃষ্টিপাত।

বর্ষাঘোষ (পুং) বর্ষাস্থ ঘোষো মহান্ শব্দোহস্ত। মহামণ্ডুক।

বর্ষাঙ্গ (পুং) বর্ষন্ত বৎসরন্ত অঙ্গমিব অতিধানাং পুংষ্ম।

মাস। (হারাবলী)

বর্ষাঙ্গী (স্ত্রী) বর্ষাস্থ অঙ্গং যন্তাঃ তজ্জ জাতীভূতদর্শনাং তজ্জ-  
ত্বাৎস্ম। পুনন’ বা। (শব্দরত্নাবলী) ইহার বিস্তৃত বিবরণ

পুনন’ বা শব্দে দ্রষ্টব্য।

বর্ষাচর (ত্রি) বর্ষার বিচরণকারী। ‘বর্ষাচরোহস্ত তৃতকঃ’

(ভারত ১৩ পর্ব)

বর্ষাক্য (ত্রি) বর্ষাকালেৎপন্ন দ্রুত সম্বন্ধীয়। (অথর্ব ১২১.৪৭)

বর্ষাৎ (হিঙ্গি) বর্ষাকাল।

বর্ষাতি (ত্রি) ১ বর্ষাকাল-সম্বন্ধীয়। ২ বর্ষাকালে পরিধেয়  
পরিচ্ছদভেদ। ৩ পবনাদ্বির বর্ষাজনিত রোগবিশেষ।

বর্ষাধিপ (পুং) বর্ষাধিপাধিপঃ ৬তৎপুরুষঃ। ১ বর্ষসমুহের  
অধিপতি। [বর্ষ দেখ।]

২ বর্ষাধিপ গ্রহগণ। এক এক নব ঋতবে এক একটা গ্রহ  
অধিপতি হইয়া থাকেন। গ্রহাভ্যুসায়ে ঋতবের কলাকল স্থির  
করিতে হয়। এই বর্ষকলাকলের উপরই পৃথিবীর মঙ্গলা-  
মঙ্গল নির্ভর করে।

বরাহমিহির এ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার লিখিতাছেন, সূর্য্য যে  
বার বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি বা দিনাধিপতি হন, সে বার  
পৃথিবীর সর্বত্র অন্ন শত হয়। বনবিভাগ বৃক্ষ দণ্ডিগুণে  
পূর্ণ হইয়া উঠে, নবীগণ প্রচুর বারিষ্করণ করে না, পীড়ার প্রযুক্ত  
ঔষধ সকল তাদৃশ বলকারক হয় না। শীতকালেও সূর্য্য প্রথর  
তাপ দিয়া থাকেন। পর্কতোপম মেঘগুলি বেশী বর্ষণ করে না,  
আকাশের নক্ষত্ররাশি, এমন কি স্বয়ং চন্দ্রমা পর্যন্ত দীপ্তিহীন  
হইয়া উঠে, গো ও তাপসকুল বিদ্যাদ্রব্য হয় এবং হস্তী, অশ্ব,  
পদাতি প্রভৃতি বলবাহনযুক্ত নরপতিগণ অমুচর সহচর সম্ভি-  
ব্যাহারে বহু বাণ, ধনু ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া  
দেশধ্বংসে প্রবৃত্ত হন।

চন্দ্র বর্ষাধিপ হইলে, প্রচলিত পর্কতোপম মেঘদল, কৃষ্ণসর্প,  
কজ্জল, ভ্রমর বা মহিবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল ছাইয়া  
ফেলে, লোকের উৎকর্ষাস্থচক গভীর শব্দে অখিল মিথুণল পূর্ণ  
হইয়া উঠে। নির্মল সলিলে পৃথিবী পূরিত হয়। সরোবর সকল  
পল্ল, উৎপল ও কুমুদমালায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। উপবনহ  
ক্রমদল প্রফুল্ল হয় ও ভ্রমর কজ্জর করে। গাভী সকল প্রচুর দুধ-  
বতী হয়, স্তন্যদরী কামিনীরা অমুরাগতরে নিরত পুরুষসদ  
করে। পৃথিবী গোধূম, শালি, ধব, প্রেষ্ঠ ধাতু ও ইক্ষুশালিনী  
হইয়া নানা নগর ও চৈতন্যসমূহে শোভিত, পবিত্র হোম ধ্বনিতে  
পূর্ণ এবং নরপতিগণ কর্তৃক পালিত হইয়া থাকে।

মঙ্গল বর্ষাধিপতি হইলে পবনোদ্বৃত্ত প্রাণ্ডবর্ষা,—গ্রাম,  
বন ও নগর দগ্ধ করিতে উদ্ভত হয়, পৃথিবীতে মর্ত্যবর্ণ দম্বাগণে  
আহত ও নিঃস্ব হইয়া হাহাকার করিয়া বিচরণ করে, পশুকুল  
নির্মূল হয়, মেঘদল সূত্রে অকুরত ও সংহত সূর্য হইয়াও কোথাও  
প্রচুর জল বর্ষণ করে না, পক্ষপ্রাণ শস্ত শোণ প্রাণু হয় এবং  
কোনরূপে নিম্পন্ন হইলেও অবিনয় বশে অপার ব্যক্তির তাহা  
হরণ করিয়া লয়। মঙ্গলের সাবৎসরে নৃপতিগণের চিত্ত প্রজা-  
পালনে তাদৃশ অকুরত হয় না। শিক্কাতে রোগের প্রাচুর্য্য  
হয়। কৃষ্ণকণের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এইরূপে প্রজাবর্ণ  
শত্ৰুহীন, বিপন্ন ও উপহত হইয়া উঠে।

বৃষ বর্ষাধিপতি হইলে, মারা, ইক্ষুজাল ও কৃষ্ণককারী নাগর-  
গণ এবং গাভর, লেখা, গণিত ও অজ্ঞবিদগণের বৃদ্ধি হয়

নরপতিরা পরস্পর প্রীতিকামনায় অদ্ভুত দর্শন ও তুষ্টিকর দ্রব্য সকল পরস্পরকে দান করিতে অভিলাষী হন। কষ্টী ও ত্রী-শাস্ত্র জগতে অবিকল ও সত্য থাকে। কাহারও বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট এবং কেহ কেহ আধীক্ষিকী শাস্ত্রে পরম পদ লাভে চেষ্টিত হয়। বৃষগ্রহের নিজবর্ষ ও মাসে এইরূপে পৃথিবী হাস্য, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু জল ও পর্কতবাসিগণের তৃপ্তি ও পৃথিবীতে ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন।

বৃহস্পতি বর্ষাধিপতি হইলে, যজ্ঞোচ্চারণিত বিপুল আকাশ-গামী বেদধ্বনি যজ্ঞোচ্চারণের মন বিদীর্ণ করিয়া, দ্বিজবর ও যজ্ঞাংশভাগিদেগের জনমানন্দকররূপে ভ্রমণ করে। ক্ষিতি উত্তম শতবতী, অনেক হস্তী, অশ্ব, চতুরঙ্গ সেনা, মহাদন, গোকুল ও দনশালিনী হইয়া নরপতিগণে পালিত ও বর্জিত হইতে থাকে। জনগণ স্বর্গীয় লোকের গ্রায় স্পর্ধার সহিত বিবাজ করে। গগনোন্নত বিবিধ বর্ণের পয়োদগণ তৃপ্তিকর জল দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করিতে থাকে। স্রবশ্রুত বৃহস্পতির শুভবর্ষে এইরূপে পৃথিবী বহু শতযুতা ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে।

শুক্র বর্ষাধিপতি হইলে, ধরাধর তুলা জলদপটল বারিদারা বর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়, তড়াগ স্রম্বর সরোবরহজ্জালে আকীর্ণ হয়। পৃথিবী নবালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উজ্জ্বলানী নারীর গ্রায় শোভা পায় এবং বহু শালী ও ইক্ষু উৎপাদন করে। ভূপতিগণের জয়শব্দে দিগ্‌মণ্ডল ধ্বনিত হয়। শক্রদল বিধ্বস্ত হয়, রাজগণ চুপ্ত দমন ও শিষ্ট-পালন করিয়া নগর ও আকর সহ সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে থাকেন। বসন্ত ঋতুতে মানবগণ কামিনীগণসহ পুনঃ পুনঃ মধুপান করিয়া বেণু বীণা সহ বার বার শবণমধুর গান গাহিতে থাকে এবং অতিথি স্কন্ধ ও স্বজনগণসহ একত্র অমোজজন করে। শুক্রের বর্ষে এইরূপে মঙ্গলপ্রাধান্তই স্থিতি হয়।

শনি বর্ষাধিপতি হইলে দুর্কৃত দম্ভাগণের উপদ্রবে ও বহু সংগ্রামে রাজ্য সকল আকুল হইয়া উঠে, অনেক ধর্ম ও পণ্ড নষ্ট হইয়া নরগণ বহুজন বিদ্রোহে আতশয় রোদন করিতে থাকে। কুণা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে মাছুষ আকুল হইয়া পড়ে। অস্তরীকে বায়ু বিক্ষিপ্ত মেঘ আর দেখা যায় না। ধরাতলে একটা পল্লব ও অক্ষত বা অক্ষয় অবস্থার থাকে না। আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ অত্যধিক মূলিপতনে ঢাকিয়া কেলে। জলাশয় জলহীন এবং সরিৎ সকল কীর্ণপ্রোত হইয়া পড়ে। কোথাও জলাভাবে শত্রু সকল নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও বা জনসিক্ত ভূভাগে উহার পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিবাকর-বংশধর শানির বর্ষে ইহু পঞ্চদশ প্রহ জল বর্ষণ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ যে গ্রহ ক্ষুদ্র, অপটুকিরণ, নীচগামী বা অস্ত্রদ্বারা বিজিত হন, তিনি সকল ফল ও পুষ্টিদাতা হইতে পারেন না। অন্তঃগ্রহ বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি হইলে তাহার মাসজাত ফলের বৃদ্ধি হয়, অস্ত্রথা শুভফল ও যাপ্য হইয়া থাকে।

(বৃহৎসং ১২ অঃ)

বর্ষাধুত (ত্রি) বর্ষাকালে লক্ষ। বর্ষাপ্রাপ্ত। (কাত্য্যব্রৌ ৪৮।১৮)

বর্ষাপ্রভঞ্জন (পুং) ঝটিকাণ।

বর্ষাপ্রিয় (পুং) চাতকপক্ষী। (ত্রিকাং)

বর্ষাবীজ (স্ত্রী) মেঘ।

বর্ষাভ (দেশজ) ডেক।

বর্ষাভব (পুং) বর্ষাস্ত্র ভবতীতি ভূ-অচ্ বর্ষাস্ত্র ভব উৎপত্তি ষষ্ঠ বা। রক্তপুনর্নবা। ২ পুনর্নবা। (রাজনিং) (ত্রি) ৩ বর্ষায় উৎপন্ন মাত্র।

বর্ষাভূ (পুং স্ত্রী) বর্ষাস্ত্র, ভবতীতি ভূ-ক্ৰিপ্। ১ ডেক।

“মণ্ডুকঃ প্রবগো ভোকো বর্ষাভূদন্ধুরো হরিঃ।” (ভাবপ্রঃপুঃ)

২ ইন্দ্রগোপ। (রাজনিং) ৩ ভুলতা। (মেদিনী) (স্ত্রী)

৪ বক্ত পুনর্নবা। (পর্যায়মুক্তাবলী) ৫ ষ্বেতপুনর্নবা। (চরুদং)

৭ পুনর্নবা। “তিলপর্ণিকা বর্ষাভূ চিত্রমূলকপোতিকালভন-

পলাথুকলায়প্রভৃতীনি।” (স্বপ্নত সূত্রহান ৪৫ অঃ) ৭ ভেকী।

(ভরতধৃত রসরত্নাকর) (ত্রি) ৮ বর্ষাজাত মাত্র।

বর্ষাভূশাক (পুং) পুনর্নবা শাক, চলিত ষ্বেতপুগয়া শাক।

মরাঠা—যেটুল, কণাড়ী,—বেলডিকিলু। ইহার গুণ—কফ,

আয়মান্দ্য ও বাতহর, কন্মজর এবং শুষ্ক, প্রাহা ও শূলনাশক।

বর্ষাভূ (স্ত্রী) বর্ষাভূ-ভীপ্। ১ ভেকী। ২ পুনর্নবা।

বর্ষামদ (পুং) বর্ষাস্ত্র মাতৃতি ইতি মদ-অচ্। ময়ূর।

বর্ষাস্মু (স্ত্রী) বৃষ্টিজল।

বর্ষাস্মুপ্রবাহ (পুং) বর্ষাজলসঞ্চয়ার্থ জলধারা।

বর্ষাস্ত্রঃপারণব্রত (পুং) বর্ষাস্ত্রো বৃষ্টিজলঃ তস্ত পারণং উপ-বাসান্তে পানং ব্রতমিব ব্রতং যত। চাতকপক্ষী।

বর্ষায়ুত (স্ত্রী) অয়ুত বৎসর।

বর্ষারাত্রি (পুং) বর্ষাণাং রাত্রিঃ ততঃ সমাসাস্ত্রোচ্চ। ১ বর্ষা-কালীন রাত্রি। ২ বর্ষাশুভ।

বর্ষার্চিস্ (পুং) বর্ষাস্ত্র অর্চিবীপ্তিরস্ত। মজলগ্রহ। (শব্দরত্নাং)

বর্ষাল (পুং) পুকা, চলিত পিড়িং। (বৈদ্যকনিং)

বর্ষালঙ্কারিকা (স্ত্রী) পুকা, পিড়িং শাক। (ভরতঃ)

বর্ষালী, পাণিনীর উষাদিগণোক্ত একটা শব্দ। (পা ১।৪।৬১)

বর্ষাবৎ (ত্রি) বর্ষানদৃশ।

বর্ষাবতী (স্ত্রী) ভূকীটবিশেষ, চলিত ইন্দ্রগোপ কীট। ২ ডেক-পত্নী। ৩ পুনর্নবা। (অমরমালা)

বর্ষাবসান (পুং) বর্ষাণানবসানমত্র। ১ শরৎকাল। (রাজনিং)  
২ (স্ত্রী) বর্ষাশেষ।

বর্ষাশাণী (স্ত্রী) বর্ষাঋতুতে বৌদ্ধদিগের পরিধেয় বাসভেদ।

বর্ষাশরদৌ (স্ত্রী) বর্ষা ও শরৎ কাল।

বর্ষাসময় (পুং) বর্ষাকাল।

বর্ষাস্তজ (ত্রি) বর্ষাকালজাত। (পা ৬।৩।১ বাস্তিক)

বর্ষাহিক (পুং) বিববিহীন সর্পভেদ। (সুশ্রুত কর্ণ ৪ অঃ)

বর্ষাহ (স্ত্রী) বর্ষাতৃ। ভেকী। (বাজসনেয়সং ২৪।৩৮)

বর্ষাহ্বা (স্ত্রী) পুননবা। (চক্রবৎ)

বর্ষিক (ত্রি) ১ বর্ষাসম্বন্ধীয়। ২ বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষা ও বর্ষ  
এই উভয় শব্দের উত্তরই যিক্ প্রত্যয় করিলে 'বর্ষিক' পদ  
সিদ্ধ হয়।

বর্ষিত (স্ত্রী) বৃষ্টি।

বর্ষিতৃ (ত্রি) বর্ষণকর্তা (নিরুক্ত ৪।৮)

বর্ষিতা (স্ত্রী) বর্ষিন্ ভাবে তল্ তত্ঠাপ্। বর্ষণকর্তা।

বর্ষিন্ (ত্রি) বর্ষণকারী। শ্রাবিন্।

বর্ষিমন্ (পুং) বৃষ্ণের ভাব। দীর্ঘজীবিত্ব। (শুক্রযজু ১৮।৪)

বর্ষিষ্ঠ (ত্রি) ১ অতিশয় বৃদ্ধ। (ঋক্ ৫।৭।১) 'অয়মন্যোরতি-  
শয়েন বৃদ্ধঃ' এই অর্থের বৃদ্ধ হু্যেন বর্ষ আদেশ করিয়া পরে ইষ্ঠ  
প্রত্যয়ে 'বর্ষিষ্ঠ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ২ অত্যন্ত বলবান্।

বর্ষিষ্ঠকৃত্র (ত্রি) ১ অতিশয় ক্ষমতা বা শক্তিশালী।

২ মিত্রাবরূপ। (ঋক্ ৮।৯।১০)

বর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বর্ষীগ (ত্রি) বর্ষণসম্বন্ধীয়। (পা ৫।১।৮৬)

বর্ষীয় (ত্রি) বৎসর বা বয়সসম্বন্ধীয়।

বর্ষীয়স্ (ত্রি) অয়মন্যোরতিশয়েন বৃদ্ধঃ; বৃদ্ধ ইয়ম্ভূন ততো  
বর্ষাদেশঃ। অতি বৃদ্ধ। পর্যায়—দশমী, জ্যায়ান্। (অমর)  
“হ্রিয়তে বিষয়ে: প্রায়ো বর্ষীয়ানপি মাদ্ভঃ।”

(ভারবি ১১ সঃ)

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালক,  
তাহার পর তরুণ বা যুবক। তৎপরে সপ্ততি বর্ষের পর বৃদ্ধ  
এবং নবতির পর বর্ষীয়ান্ সংজ্ঞার অভিহিত হইতে হয়।

“আষোড়শাদ্ভবেদ বালস্বরূপতত উচ্যতে।

বৃদ্ধঃ স্তাৎ সপ্ততেক্লবঃ বর্ষীয়ান্ নবতে: পরম্ ॥” (স্মৃতি)

বর্ষ্য (ত্রি) বর্ষপ্রভব ভূগাণি, বর্ষাকালোৎপন্ন।

“বর্ষো বর্ষীয়সি যন্তে বজ্রপতিং” (শুক্রযজু ৬।১১)

‘বর্ষো বর্ষাছৎপন্নঃ বর্ষ্য: তৎসম্বোধনং বর্ষো বর্ষপ্রভব হে ভূপ’  
(বেদবীণ)

বর্ষ্যক (ত্রি) বর্ষতি তজ্জীল ইতি বৃষ- (লঘু পতপদস্বাহু-বৃষ-হন-

কম-গম-শূভ্য উকঞ্। পা ৩।১।১৫৫) ইতি উকঞ্। বর্ষ্যণ-  
কর্তা, বর্ষণকারী, বর্ষণশীল।

“জগ্মু: প্রসাদং যিজমানসানি ভৌবর্ষ্কা প্রাশচর্যং বভূব।

নির্ঘ্যাজমিয্যা বহুতে বচচ্ ভূয়ো বভাবে মুনিনা কুমারঃ ॥”

(ভট্ট ১।৩৭)

বর্ষ্যকান্ (পুং) বর্ষ্যকশাসৌ অক্ষশ্চেতি কৰ্ম্মধারয়ঃ। বর্ষণশীল  
মেঘ। যে মেঘ হইতে বৃষ্টি পতন হইতেছে। (জটীধর)

বর্ষেজ্জ (ত্রি) বর্ষে জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অনুক্। ১ বর্ষা-  
কালজাত। ২ বৎসরজাত।

বর্ষেশ (পুং) বর্ষস্ত ঈশঃ। বর্ষাধিপ, বৎসরের অধিপতি।

বর্ষোপল (পুং) বর্ষাণামুপলঃ। মেঘজাত শিলা, করক।

“বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুত্বজ্জাত সপ্তম্যাদ্রষ্টং।

ত্রিয়তে কিল ঋদিত্ব্যত্ভিৎপ্রভং মেঘসজ্জতম্ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৮।১।২৪)

বর্ষোঘ (পুং) ঋতু। প্রভঞ্জন।

বর্ক্ (ত্রি) বৃষ্টিকারী। “জাতি বীজং বর্ষ্টা পৰ্জন্তঃ পঞ্চা শতম্ ॥”

(তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।২০।১)

বর্ষ্ম (স্ত্রী) শরীর। (হিরুপকো) “বর্ষ্মো হস্মি সমানানাম্ ॥”

(পারস্করগৃহ ১।৩)

বর্ষ্মান্ (স্ত্রী) বর্ষতি বৃষাতে বেতি বৃষ মনিন্। শরীর।

“দর্শ চ সমীপেহস্ত পিশাচানাং শতৈবৃতং।

কাগভূতিং পিশাচং তং বর্ষ্মণা শালসম্ভিতম্ ॥”

(কথাসরিৎসাং ২।৫)

২ প্রমাণ। (অমরটীকা) স্বামীয় মতে প্রমাণ শব্দে উন্নতি।

‘প্রমাণমত্রোন্নতিরিত স্বামী’ (অমরটীকা ৩।৩।২২৩)

“অথাপশ্চদ্যুদীন হুয়ান্ অন্তোদারবর্ষ্মণঃ।

পলালবৃষ্টিকামেকাং বহতঃ সংহতান্ পথি ॥” (ভারত ১।৩।১৮)

৩ ইয়তা। (ভরত) ৪ অতি স্তম্ভরাকৃতি। (সারস্বতদ্রী)

(ত্রি) ৫ উন্নত। ৬ হির।

“বর্ষ্মন্তহো বরিমদা পৃথিব্যাঃ” (ঋক্ ১০।২৮।২)

‘বর্ষ্মণ শব্দ উন্নতবচনঃ স্থিরবচনো বা’ (সারণ) ৭ বর্ষীয়ান্

অতিশয় বৃদ্ধ। “নমো বর্ষ্মণে নমো কুয়ে” (ভাগবত ৫।১৮।৩০)

‘বর্ষ্মণে বর্ষীয়সে’ (স্বামী)

৮ জলরোধকঃ। ‘উদকস্ত বায়কঃ।’ (সারণ)

বর্ষ্মল (ত্রি) বর্ষ্ম মধ্যার্থে (সিদ্ধাসিদ্ধান্ত। পা ৫।২।৮৭) টিতি  
লট্। বর্ষ্মযুক্ত, বর্ষ্মবিশিষ্ট।

বর্ষ্মবৎ (ত্রি) শরীরসদৃশ।

বর্ষ্মবীৰ্য্য (স্ত্রী) শারীরিক শক্তি।

বর্ষ্মাভি (স্ত্রী) আকার বা গঠনবিশিষ্ট।

বর্ধ্য (ত্রি) বর্ষাশব্দীয়। বর্ষণযোগ্য।

বর্হ, ১ বর্হ। ২ বীতি। চুরাদি পঠ্যৈ বর্হাৰ্ধে সৰ্বং বীতিার্থে অকং সেট্। লট্ বর্হতি। লুঙ্ অববর্হৎ। বর্হ—শ্রেষ্ঠ।

ত্বাদি আশ্বনে সেট্। লট্ বর্হতে। লুঙ্ অববর্হিট্।

বর্হ (স্ত্রী) বর্হয়তি বীতিতে ইতি বর্হ-অচ্। মনুস্মৃতি।

“বধা বর্হাণি চিত্রাণি বিভক্তি কুলপাশনঃ।

তথা বহবিধং রাজা রূপং কুলীত ধর্মবিৎ ॥”

(ভারত ১২।১২০।৪)

২ গ্রহিণী। (স্তক) বর্হতিতি বৃহ বৃহো অচ্।

৩ পত্র। (শব্দরত্নাঃ)

“বিলাসিনী ব্রহ্মবতপত্রমাশাঙ্কঃ কেতবর্হমতঃ।

প্রিয়ানিতম্বোচিতসরিবেশিপিটরামাস যুবা নখাট্রঃ ॥”

(মৃ ৩।১৭)

৪ পরীবার। (হেম)

বর্হণ (স্ত্রী) বর্হতিতি বৃহ-বৃহো লট্, বর্হয়তি শোভতে ইতি বর্হ-দীপ্তৌ লুর্বা। পত্র। (শব্দরত্নাঃ)

বর্হস্ (পুং) বৃহতি বর্হতে ইতি বৃহি বৃহো (বৃহনলোপশ্চ।

উণ্ ২।১১০) ইতি ইসি নলোপশ্চ। ১ অয়ি। (মেদিনী)

২ বীতি। (উজ্জল) ৩ বজ্র। (হেম) “মানোবাহিঃপুরুষতা”

(ঋ ৭।৭৫।৮) ‘নো অমাকং বর্হির্য়জ্ঞঃ’ (সারণ) ৪ চিত্রক।

(অমর) ৫ বৃহদ্রাজের পুত্র।

“বৃহদ্রাজস্ত ততাপি বর্হিতম্মাৎ কৃতজ্ঞঃ ॥”(ভাগবত ৯।১২।১০)

(পুং স্ত্রী) ৬ কুল। (মেদিনী)

বর্হস্ (স্ত্রী) বৃহতীতি বৃহিবৃহো ইসি নলোপশ্চ। ১ গ্রহিণী।

(শব্দরত্নাঃ) ২ কুল।

“অবচিতবলিপুণ্যা বেদিসম্মার্গমক।

নিরমবিধিজনানাং বর্হিবাক্ষপনেত্রী ॥” (কুমারসং ১।৬১)

বর্হিঃপুন্ম (স্ত্রী) বর্হিঃপুন্মিত্বং পুন্মমত। ১ গ্রহিণী।

বর্হিঃশুশ্রূ (পুং) বর্হিঃ কুশেন বর্হিবি বজ্র বা শুশ্রূ তেজো বজ্র। ১ অয়ি। (অমর)

বর্হিষ্ঠ (স্ত্রী) বর্হিঃস্তি তিষ্ঠতি কৃ-ক। ১ বর্হিষ্ঠ। ২ ব্রীহের।

বর্হিকুশুম (স্ত্রী) বর্হিঃকুশুম কুশুম বজ্র। গ্রহিণী। (শব্দচং)

বর্হিণ (পুং) বর্হয়ত্যেতি বর্হিঃ; ‘কলবর্হাত্যামিনচ্’ ইতি ইনচ্। মনুস্মৃতি।

“বৃহস্পতিঃ শুভান্ গম্যান্ পত্রশাক্ত বর্হিণঃ ॥” (মহা ১২।৬৫)

(স্ত্রী) ২ তগর। (ভাবপ্রঃ)

বর্হিণবাহন (পুং) বর্হিণো বহুরো বাহনঃ বজ্র। কার্তিকের।

বর্হিধ্বজা (স্ত্রী) বর্হি ধ্বজো বাহনঃ বজ্রাঃ। চণ্ডী। (ত্রিকাং)

বর্হিন্ (পুং) বর্হয়তীতি বর্হ-ইনি। মনুস্মৃতি। (অমর)

“সদা মনোজ্ঞানুমানসোংস্কং বিভাতি বিভীর্ণকলাপোভিতং  
সবিভ্রমালিনচূষনাকুলং শ্রুতনৃত্যং কুলমত বর্হিনাম্ ॥”

(ঋতুসংহার ২।৬)

২ অধাগর্ভে সম্বৃত কস্ত্রণের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭)

বল, ১ প্রাণন। ২ ধাতাব্যোধ, সম্বৃত্তির প্রতিবন্ধক। ৩ নিরূপণ।

৪ হিংসা। ৫ দান। ত্বাদি পঠ্যৈ প্রাণনার্থে চুরাদি পঠ্যৈ।

নিরূপণ, হিংসা ও দানার্থে ত্বাদি আশ্বনে সৰ্বং সেট্।

লট্ বলতি। বলতে। লুঙ্ অবলীৎ। অবলিট্। চুরাদি-

পক্ষে বলয়তি, বালয়তি, বালয়তে। লুঙ্ অবীবলৎ।

বল (পুং) ১ মেঘ। ২ অম্বরভেদ। ইনি দেবতাদিগের গাতী

অপহরণপূর্বক গুহামধ্যে লুকায়িত হন। ইন্দ্র সেই গুহা অব-

রোধ করিয়া গোধন উন্মোচন করেন। (ঋ ১০।৬৮।২)। পরে

ঐ অম্বর বৃষরূপ ধারণ করিলে বৃহস্পতি তাহাকে নিহত করেন।

ঋকসংহিতার অন্ত্যস্ত স্থানে ঐ অম্বর মেঘরূপে বর্ণিত।

[ পবর্গে দেখ। ]

বলংকুজ (পুং) মেঘনাশকারী।

বলক (পুং) ১ বলনামক দানব। (হরিবংশ) ২ তামস মনস্তরোক্ত

সপ্তধিভেদ। (মার্ক পুং ৭।৪৫২)

বলক্ (দেশজ) দুগ্ধ আল দিবার সময় প্রথমে উৎলাইয়া উঠিলে

তাহাকে বলক্ কহে। ঐ দুগ্ধ নামাইয়া রাখিলে তাহাকে

বলকা দুগ্ধ বলে।

বলকাদুগ্ধ (দেশজ) অন্ন আল দেওয়া দুগ্ধ।

বলকেশ্বরতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

বলক্রম (পুং) ১ পর্যায়িক বল।

বলক্ষ (পুং) খেতবর্ণ।

বলক্ষণ্ড (পুং) গুজ্রাণ্ড চন্দ্র।

বলগ (স্ত্রী) বধ্য ব্যক্তির প্রতি আচারিত কৃত্যাবিশেষ।

পরাঙ্কিত শাকসেরা পলায়নপূর্বক ইত্যাদি দেবগণের বধের

জন্ত অহি কেশ ও মখাদি পদার্থ ভূগর্ভে নিখাত করিয়া যে

বে আভিচারিক কৃত্য সম্পাদন করিত, তাহাই বলগ।

“পরাক্রম প্রাপ্য পলায়মানে শাকসৈরিত্র্যাদিবধার্থমভিচার-

রূপেণ ভূমৌ নিখাতা অহিকেশমখাদি পদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষো

বলগাঃ ॥” (বাল্মক্যের সং বেদধীপ ৫।২৩)

বলগহন (ত্রি) বলগান্ হস্তীতি বলগ-হন-কিপ্। (পা ৩।২।৮৮)

কৃত্যাহনকারী। (গুরুশঙ্ক ৫।২৩)

বলগিন্ (ত্রি) বলগসম্বিত। (অখর ৫।৩।১২)

বলজিমান, বাত্রো-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার কুজকোণম্

তালুকের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ১০° ৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি°

৭২° ২৫' পূঃ। এখানে হানজাত শতাব্দির বিস্তৃত কারবার আছে।



বলভী ( জী ) প্রাণাশোণি নগরিকা, বলভি ।

বলভৈরু ( ওয়াশটোর ), মাজাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাপাটন জেলার অন্তর্গত একটি নগর । অক্ষা° ১৭° ৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২' ৩৬" পূঃ । বর্তমান ইংরাজী মানচিত্রে বা কুপোলে ( Waltair ) নামে লিখিত । বঙ্গোপসাগরোপকূলসমীপে স্থাপিত হওয়ার এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ । এখানে সিবি ও মিলিটারী বিভাগের অনেক ঘুরোপীয় কর্মচারী বাস করিয়া থাকেন । বিশাখপত্তন হইতে এই স্থান তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং উক্ত নগরের ঘুরোপীয়দিগের বাসভূমিও উপকর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২৩০ ফিট উচ্চ এবং গণ্ডশৈলমালায় পরিবৃত্ত । ইটকোট রেলপথ এই নগর-সান্নিধ্য দিয়া মাজাজভিমুখে প্রাবিষ্ট হইয়াছে । এই কারণে এখন এখানকার জীবিকা অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে । পূর্বে এখানে পানীর জলের বিশেষ অভাব ছিল । এখন তাহা অনেকাংশে দূর হইয়াছে, পরন্তু এখনও ফলফল ও উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের অভাব আছে । এখানকার ইংরাজটোলা হইতে বাঙ্গালী-টোলা অনেক দূর ।

• বলদবুর, ( বলদবুর ), মাজাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার বিশ্বপুর্ম তালুক্কের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম । পূর্দিচেরী হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষা° ১১° ৫৮' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৪' ৩০" পূঃ । করাসীগণ পূর্দিচেরী রাজধানী স্বত্বীকরণার্থ এই স্থানে প্রথমে দুর্গ স্থাপনপূর্বক সেনা-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী কুট পূর্দিচেরী অবরোধকালে তাহা অধিকার করিয়া লন ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন পর্যন্ত স্থলপথগামী পণ্যদ্রব্যের উপর শুষ্ক আদায়ের জন্ত এখানে করাসীদিগের একটি শুষ্ক-কার্যাগার ছিল ।

বলভিম্ ( পুং ) ইজ ।

বলন ( স্ত্রী ) গ্রন্থকত্রাদির সায়নাংশ হইতে বিচলন ( deflection ), ইহা সাধারণতঃ আয়নবলন নামে প্রসিদ্ধ । ভাস্করাচাৰ্য্য বলনায়ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“যস্মিন্ কালে বলনং সাধ্যং তস্মিন্ কালে বা নবখটিকাত্তাঃ  
খাভা ৯০ হত্যন্তগ্রগ্ৰহে রাত্র্যর্ধেন তত্তা অর্কগ্রহে দিনাৰ্ধেন  
কলমশাঃ স্ত্র্যঃ তেথাং ক্রমজ্যাহব্জায়া তপ্যা গ্র্যোবরা তত্তা  
লঙ্কত চাপং পলোভক বলনং জায়তে । প্রাণ্ডনতে সৌম্য  
পশ্চিমনতে বায়ব ।” • • • ( সিদ্ধান্তসিরাংগি গণিতাধার )

ক্ষুটবলন ও দূর্বলন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ তত্ত্বলক্ষে  
এবং আয়নবলন শব্দে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে ।

বলনবাসনা ( স্ত্রী ) গ্রাহ্যির অয়নচ্যুতি-প্রতিপাদন ।

বলনাশন ( পুং ) ১ বলক্ষয়ক । ২ ইজ ।

বলনিসূদন ( পুং ) ইজ ।

বলনাংশ ( স্ত্রী ) বক্রগতির অংশ ( degree of deflection )

বলস্তিকা ( স্ত্রী ) নবীতশাস্ত্রোক্ত বরক্রমভেদ ।

বলপুর্ন ( স্ত্রী ) বলনামক স্থানবের পুরী ।

বলভি [ ভী ] ( স্ত্রী ) বলভি-কৃদিকারাদিভি বা ভীভ্ । বহুব্রী ।

১ গৃহের কাঠাম । ২ ছাদের উপরিব পৃষ্ঠ । ৩ গৃহচূড়া । ৪ ছাদ ।

“হর্ষ্যপ্রাসাদবলভীবিদ্যান শোভনব্রহ্মিণি ।”

( কথাসরিংসা • ৮৭।১২ )

৪ পুরীবিশেষ । [ বলভীরাজবংশ দেখ । ]

“কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং

ঐধরসেনমনরেন্দ্রপালিতায়াং ।

কীর্তিরতো ভবভার্যুপত তত

কেমকরঃ ক্রিতিশো বতঃ প্রজানাম্ ॥” ( ভট্ট ২৩।৩৫ )

বলভীরাজবংশ, সুরাষ্ট্রের একটি প্রাচীন রাজবংশ । সুরাষ্ট্রের ( বর্তমান কাঠিয়াবাড়ের ) অন্তর্গত, তাওনগরের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । বর্তমান বলা নামক স্থান পূর্বে বলভী নামে খ্যাত ছিল । প্রাচীন বলভীরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ উক্ত বলা নামক স্থানে বিদ্যমান । এখানকার প্রাচীন নরপতিবংশই “বলভীরাজবংশ” বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত ।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ভট্টার্ক নামে এক সেনাপতির অত্যাচার হয় । তিনি মৈত্রক বা মিত্রবংশীয় ছিলেন । ভট্টার্ক সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্রের শক-নরপতিগণের কোন সেনাপতির বংশধর । বলভীরাজগণের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ভট্টার্কের মত তাঁহার ষোড়শ পুত্র ১ম ধরসেনও “সেনাপতি” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়াই মনে করেন । আমাদেরও মনে হয় যে, ভট্টার্কও এক জন শাকবংশীয় ক্ষত্রিয়-বংশস্বত্ব ছিলেন । অতি পূর্বকালে যে সকল শাকবংশীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মিত্রনামক সূর্য্যোপাসক ছিলেন, এই কারণে অনেকেই মৈত্রক বা মিত্র উপাধি ধারণ করিতেন । শেষে তাহাই বংশোপাধিরূপে গণ্য হয়, —ভট্টার্কও ঐরূপ কোন মৈত্রক-কুলোৎপন্ন, তাঁহার বংশধরগণও “মৈত্রক” বলিয়া পরিচিত । এই বংশের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কলকতা বাহির হইয়াছে । ( পর পৃষ্ঠার প্রসঙ্গ হইল )

সেনাপতি ভট্টার্ক এই বংশের বীজপুরুষ হইলেও তাঁহার ৩য় পুত্র প্রথম ধরসেনই প্রকৃতপ্রত্যবে “পঞ্চমহাশক”-বৃক্ষ রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং এই বংশীয় রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ ধরসেনের

সম্রাট হর্ষবর্দনের মৃত্যুর পর যখন বর্দ্ধনসাম্রাজ্য লইয়া গোলযোগ ঘটে, সেই সুযোগে ৪র্থ ধর্মসেন বহু রাজ্য জয় করিয়া “পরমভট্টারক পরমেশ্বর চক্রবর্তী মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি খ্রীপুরুষ উভয়কেই রাজকাৰ্য্যে সমান অধিকারী মনে করিতেন। তাঁহার ৩২ বশতী-সংবতে (৩৪২-৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহার প্রিয় হৃদিতা ভূপা নৃতক অর্থাৎ দানপত্রের কার্য্য সংসাধনে প্রধান রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত।

তিনি ভরুকছে বর্তমান ভরোচ সহরে আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বলভী-ধ্বংস হইলেও পরে বহুকাল বলভী-সংবন্তের প্রচলন ছিল। বেরাবল হইতে আবিষ্কৃত চৌলুকাবাজ অৰ্জুনদেবের শিলালিপিতে ৯৪৫ বলভী সংবৎ অঙ্ক (= ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) দৃষ্ট হয়। বলভীধ্বংসের পর বলভীকন্দীর কোন কোন ব্যক্তি রাজ-পুত্রনার্য আশ্রয় লাভ করেন। [ ব্লক দেখ। ]

বলজন্তু (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ।

বলম্ব (পুং) অবলম্ব। সরলরেখার উপরিত্ব লম্বরেখা (Perpendicular)।

বলয় (পুং স্ত্রী) বলতে আয়ুগোতি হস্তাদিকমিতি বল (বলি-মলি-তনিভাঃ কথন। উণ্ ৪।১৯) ইতি কথন। স্বর্ণাদি বচিত কোষ্ঠাভরণ, চলিত বালা, করাভরণ। পর্যায়—আবাপক, পরিহার্য, শঙ্খক, কবু, কুণ্ডল। (জটায়ব)

“সহেমহুত্রেমগিতিঃ কৈয়ুরৈবলয়ৈরপি।” (রামায়ণ ২।৩২।৪)  
২ মণ্ডল।

“অশ্রান্তঃ সকলং ভূমেবলয়ং তুরগোত্তমঃ।

সমর্থঃ ক্রান্তমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ ॥” (মার্কি পুং ২।১৪৯)

৩ অস্থি বিশেষ। (সুশ্রুত শারীরস্থঃ ৫ অ°) ৩ বৈদ্যকোক্ত অগ্নিকর্ষ্মবিশেষ।

“রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ষ্ম চতুর্ধা ভিঙতে। তদযথা—  
বলয়বিন্দুলেখাপ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ” (সুশ্রুত ১।১২)

সুশ্রুতের মতে রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ষ্ম চারিপ্রকার। যথা—বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। অর্কুদ ও গলগণ্ডাদি দ্রুতমূল রোগে বালার ত্রায় গোলাকাররূপে দগ্ধ করিলে তাহাকে বলয় কহে। ৪ বেঠন।

“স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরায়াম্।

অনন্তশাসনামুর্কাং শশাটৈকপূরীমিব ॥” (রঘু ১।১০)

(পুং) বলয়বদাকৃতিরিত্যুত্রেতি অর্শ আদিদ্বাদশ্। ৫ অষ্টাদশ প্রকার গলরোগের অন্তর্গত গলরোগবিশেষ। ইহা গলগণ্ড-রোগ নামে পরিচিত। ইহার লক্ষণ—

“বলস এবায়তমুন্নতক শোথং করোৎপন্নগতিং নিবার্য।

তং সর্কঠৈবাপ্রতিবার্য বীর্ঘ্যং বিবর্জনীযং বলয়ং বদন্তি ॥” (ভাবপ্র°)

কক্ষ কৰ্জুক বিকৃত, উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ী অবরোধ-কারী শোথ গলে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলয়রোগ কহে। এই রোগ অসাধ্য। এই রোগ চিকিৎসা করিলে একেবারে সারে না।

৬ বেলা। ৭ কঙ্কণ। ৮ দণ্ডবাহবিশেষ।

“সুখাখ্যো বলয়শ্চৈব দণ্ডভেদঃ স্তদ্বর্জকঃ।”

(কামন্দকীর নীতিশা ১১৪২)

বলয়বৎ (ত্রি) বলয় অন্ত্যার্থে যত্নপ্ মত বঃ। বলয়বিশিষ্ট। বলয়বৃক্।

বলয়িত (ত্রি) বলয়বৎ কৃতমিতি বলয়ং তৎকরোত্তীতি গিচ্-ততঃ ক্রঃ, যথা বলয়ং তদাকৃতিভ্যাতমশ্চেতি বলয়-ইতচ্।  
বেষ্টিত, পরিবৃত, ঘেরা।

“ইক্কনমালাবলয়িতবাহুঃ পরধনহরণে সাক্ষাভ্যাহঃ।”

রণাযোবনভঞ্জনবীরঃ কীর্তনপতনে মল্লশরীরঃ ॥” (উডট)

বলয়িন্ (ত্রি) বলয় বা বৃত্তাকারে শোভিত। যেমন জ্যোতি-লোখাবলয়িন্।

বলয়ীকৃত (ত্রি) ১ বলয়াকারে বেষ্টিত। ২ কৃতবলয়। যথা বলয়ালঙ্কারে পরিণত করা হইয়াছে। ৩ কুণ্ডলীকৃত।

বলয়ীকৃতবাহুকী (পুং) শিব।

বলয়ীভূত (ত্রি) ১ বলয়াকারে ভূত। ২ বেষ্টিত।

বলরাম রায়, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাঁহার জ্যোতিবংশ তাড়াশের জমিদার বলিয়া পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তরপূর্বদিকে প্রায় ১০ মল মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পলীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণ দেব চৌধুরী বাস করিতেন। এ সময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ দেব একদা ঢাকা গমনোদ্দেশে বর্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটা অনাবৃত বাগলিঙ্গের উপর কামধেনুকে চন্দ্রবর্ণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেম্ অস্থিরিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা মিতান্ত আশ্চর্যজনক বটে।

তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাগলিঙ্গ খীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকার বে উদ্দেশে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাগলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলন জন্ত যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাগলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। নারায়ণ দেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের নামানুসারে তদীয় তত্সান চড়িয়া গ্রাম “চড়িয়া গোপীনাথ পুর” নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের

(১) এদিক চলন বিলের একপাশে তাড়াশ গ্রাম। ইহার পূর্বদিকে প্রাচীন কীর্তিকলাপের অসংখ্যলবণপূর্ণ নিমগ্নাঙ্গী নামক স্থানে বিপুল করতোয়া-জটে সংস্থাপিত নিমগ্নাঙ্গীকে সাধারণ বিয়াটের দক্ষিণ গোপুহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুবীৰ্ণ জলাশয় ও অষ্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ঐশ্বৰ্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দেবের সম্পত্তি পোশীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি জমুক ছিল। নারায়ণ দেব ও চাকুর গ্রামের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। চাকুরে লিখিত আছে—

“চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।

• • •

শুকদেবপুত্র বাহুদেব তালুকদার।

তাহার বংশের কথা ওলহ বিস্তার ॥

ধনবান্ কীর্তিসমুদ্র বিষয় ব্যাপারে।

তার পুত্র চাকুরী কৈলা নবাব সরকারে ॥

সেই বংশে উক্তবিলা বলরাম রায় ॥”

বাহুদেব কর্তৃক তাড়ানের তদ্রাসন নির্মিত হয়। বাহুদেব পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিকের দহিয়া প্রবণ করিয়া-  
ছিলেন। নারায়ণদেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উক্ত বাণলিক  
চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইলেন নাই। বাহুদেব  
রাজকাৰ্য্য বশতঃ চাকুর বান। উক্ত বাণলিককে প্রণাম করিবার  
জন্য তাড়ানে আসেন, এখানে একস্থলে একটা ভেতকে সর্প  
ধরিতে দেখিয়া তথায় তদ্রাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

নারায়ণদেব চাকুর নবাব সরকারে কি কার্য্য করিতেন,  
তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার নির্মিত যে সকল  
অট্টালিকা ও পুরণীয় পরিচর পাওয়া যায়, দেবপ্রতিষ্ঠা  
এবং অতিথিসেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে বশঃসৌরভ আছে, সেই  
সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, তাঁহার সম্পত্তি যে নিতান্ত  
সামান্য ছিল না, তাহা প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব উক্ত  
বাণলিকের দক্ষিণ নির্মাণ করেন। বাণলিকটী এ প্রদেশে  
অনাদি লিখ বলিরাই খ্যাত এবং তাহা কপিলেশ্বর নামে  
পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহির্দিকের নিম্নোক্তাগে  
নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে :—

“শাক বাজিশরাঙগেন্দুগণিতে ঐরামদেবাং পরঃ

ঐনারায়ণদেব এষ স্তুতিঃ স্বর্গোক্তকোক্তরম্।

প্রোসাং ক্রতিপৃষ্ঠিতো নিকপমঃ তত্কা হবো শঙ্কবে

মাতুঃ স্বর্ণপুরপ্রাণকরণং শোপামবেকং ভুবি ॥

ইতি শুভসম্বৎ শকাব্দাঃ ১৫৫৭ ঐগৌরাকো জরতি।”

বাহুদেবের সামান্তর নারায়ণ দেব। ঐরামদেব তাঁহার  
পিতা ছিলেন।

বাহুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ।

ইহারা দুই ভ্রাতা চাকুর নবাব সরকারে বিদগ্ধ কর্ম্ম করি-  
তেন। এই বিষয়কর্ম্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়।  
বাহুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই  
প্রথমে “চৌধুরাই তাড়ান” নামক সম্পত্তি অর্জন করেন।  
পরগণে কাটার মহলা তৎকালে সাইতলের রাজার জমিদারী  
ছিল। তদন্তর্গত দুইশতেরও অধিক মোজা লইয়া এই চৌধুরাই  
তাড়ান নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়ানের অধিকাংশ  
মোজাই তাড়ানের চতুর্পার্শ্ববর্তী।

জয়কৃষ্ণ রায়ের সাতটা পুত্র সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে বলরাম,  
রামদেব ও রামরাম তিন অল্প কালেরও বেশবৃদ্ধি হয় নাই।  
রামদেব ৪র্থ, বলরাম ৫ম এবং রামরাম ৭ম পুত্র।

ইব্রাহিম খাঁ যে সময় নবাব, সেই সময়েই সন্ধ্যাপোস্ত্র  
আজিম ওসমান বাবালার স্ত্রাবাদার হইয়া আগমন করেন।  
বলরাম রায় এই স্ত্রাবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন।

এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের স্ত্রাবাপাত। মুর্শিদাবাদে  
রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগো হস্তরে তাঁহার একাধিপত্য  
ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। পুষ্টিয়া-রাজসংসারে কার্য্য  
কালে তিনি সাইতলের জমিদারীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত  
ছিলেন। তৎকাল সাইতল জমিদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম  
দৃষ্টি নিশ্চিত হয়। সাইতলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্কারী  
অতিবৃদ্ধা ও রাজকাৰ্য্যে অসমর্থ্য এবং তাঁহার জমিদারীর কার্য্য-  
নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অসম্ভাব থাকায়, তিনিই  
তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুর্শিদ  
কুলিখাঁর অধুনি রঘুনন্দনের প্রতি নিশ্চিত হইয়াছিল। তৎকাল  
তাঁহার প্রতিশ্রুতি করিতে কেহ সাহসী হন নাই।

সাইতল জমিদারীর স্ত্রাবাদার কার্য্যপ্রণালীর জন্য জটিল  
অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়ান গ্রাম সাইতল  
হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর  
পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য  
প্রসিক ছিলেন। রঘুনন্দন সাইতল জমিদারী-পরিচালনে  
উপযুক্ত তাবিয়া বলরামরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম রায়কে স্থির  
করেন। বলরাম নবাব সরকারে ও রামরাম রায় বাটীতে থাকিয়া  
পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। পৈতৃক বিষয়কর্ম্মের  
তত্ত্বাবধান হেতু অনেকে তাঁহার জমিদারী পরিচালনের পরিচর  
পাইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন যে সময় রামরামকে স্বীয় ভ্রাতা রাখা রাজকীয়কর্ম্মে  
দেওয়ানী পদে নিয়োগার্থ নির্বাচন করেন, তৎকালে বলরাম  
রায়ের চাকুর অবস্থান হেতু রামরাম কোর্টের সভ্য গ্রহণ করিতে  
পারেন নাই। বিশেষতঃ তৎকালে সাইতল প্রভৃতি জমিদারীর

(১) তাড়ানের জমিদার-বাটীর যে স্থানে মন্দির বালি দ্রব্য কথিত হয়,  
সেইস্থানে ভেত কর্তৃক সর্প দ্বন্দ্ব হওয়ার, বাহুদেব কর্তৃক তথায় বন্যার বধী  
সিদ্ধি হইয়াছিল। এ বধী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

পরিণাম দেখিয়া রামরাম কেন, এ দেশের অনেক জমিদারই ভীত হইরাছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তবীর ভ্রাতা রাম-জীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কার্যগ্রহণের বিষয় প্রণয়ন করিয়া ক্রোধে ও কোপে ভ্রমরাগ হইয়া ভ্রাতার মুখাবলোকন করিয়েন না বলিয়া পত্র লেখেন।

বলরাম ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিন বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আগমন না করার মাতৃবিরোধের সময় জননীর চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইরাছিলেন। মাতৃশ্রদ্ধা অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কাণ্ডের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্তৃক স্বেচ্ছাক্রমে নির্বাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, তুমি সামান্ত জমিদারের কর্তব্য কর, একটা বৃহৎ দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্ত মত একটা শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব।

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইরাছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ এ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের স্তায় বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্যদক্ষতায় জমিদারী ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে জানিয়া রামজীবন তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রীতি ছিলেন।

এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, নিরূপিত দিবসে দেওয়ানের মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন। অত্যন্ত কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়ান-ভবন পূর্ণ হইরাছিল।

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটা নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্বে বাটীতে উপনীত হইলেন। তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদিসহ বহুতর নৌকা তাড়ানশ্রমীরা ছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান সংকুলান না হওয়ার অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন “দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইরাছে। এ সমস্তই তোমার স্বপ্ন। অতাবের মধ্যে একটা নীলবৃষ দেখিতেছি। মাতৃশ্রাদ্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল।”

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ তবীর কনিষ্ঠ রামরাম কর্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ জননীর স্বর্ণস্বর্ণকামনার, দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ টাকা মাতৃভক্তির প্রতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায়বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কুঞ্জবন নামক দীঘী খনন, পুকুরিণী খনন, দোলামক নামক মন্দির নির্মাণ, কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার এবং কাশী, গয়া ও বুদ্ধাবনধামে ছত্রস্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পূর্বোক্ত মোকের নিয়ে এই মোকটা বিদ্যমান আছে—

“কালান্ধিতকৈকুম্মিতে শকাধে

বরং শিবজ্ঞানরমিষ্টকোঠে।

জীর্ণং ফটকোদ্ধরতে য় তত্কা

তন্নিম্ন প্রবীণো বলরামদাসঃ ॥”

কাল. অমি, তর্ক, ইন্দ্ শক দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ (১৭১৪ খৃঃ অঃ) উপলব্ধি হইতেছে। বলরাম রায় মাতৃবিরোধের পর নিজ ভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্মে বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিভুজ দোলামক নির্মাণ করেন। তাহাতে নিম্নোক্ত মোক আছে :—

“শাকেশ্বরবেদতকৈকুম্মিতে প্রাসাদমুত্তমম্।

শ্রীকৃষ্ণ দদৌ শ্রীলবলরামো মহাশ্বনে ॥”

১৬৪০ শকাব্দে শ্রীমদিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম রায় কর্তৃক নির্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটা ষড়ভুজ গৃহ। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

“রসবেদতকৈকুম্মিতে শাকেশ্বরো মহাশ্বনে।

শ্রীকৃষ্ণ দদৌ শ্রীলবলরামো গৃহং গুডম্ ॥”

রস, বেদ, ঋতু, কোণী, শক দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) হইতেছে। বলরাম রায় পরগণে বড়বাড়ী হুসেনশাহীর হিয়া জমিদারী অর্জন করেন। মুর্শীদকুলির পর সুলতা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাহার কাগজ পত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। ১১৪১ সালের পূর্বেই বলরাম রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব সরকারে বিষয় কর্তব্য লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, প্রভৃতি পুণ্য কার্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত তৎকালে ঐ সকল কাহাই একমাত্র লক্ষ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছু দিন পরও

তদীয় পুত্র এবং রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ একত্র ছিলেন, পরে পৃথক্ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরাম রায়ের বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত।

রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার লোক জন ভাল আহার করিত, কিন্তু নিজে কখনও ভাল আহারের জন্ত লোলুপ ছিলেন না। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মৃশী ছিলেন। তিনি রামরাম রায়কে অপদস্থ করিবার জন্ত অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি “বরাত আশমান” কথা লিখিয়া যেন। রাজা রামজীবন মুনসীর নিকট দেওয়ানের দানের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ জন্মদান করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

রামরাম নাটোর জমিদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যন্ত কাল বেওয়ানী করেন। রাজা রামকান্ত বৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীননিগের সংপরাশ্রম অবহেলা করায় ও রামরায়ের বার্তিক্যবশতঃ সেই বর্ষে তিনি কর্ণ পরিত্যাগ করেন।

বলরামী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভেদ। বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এই নিমিত্ত ইহা বলরামী নামে কথিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালো-পাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণ অমুমান ৬৫ পরবর্তি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।

বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কক্ষ করিত। তাহাদের তখনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, একদা ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেকরা বস্ত্র পরিধানপূরক, উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্তন করে।

বলরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে একপ্রকার অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তুলিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি-হিতপ্রদায়-কর্তা বলিয়া আত্মসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে, “বলরাম বাচক” ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন।

বলরাম বাক্য-চতুর ছিলেন এবং সংসারের ব্যবসায় ব্যাপারের নিগূঢ়তাব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক

বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক দিবস তাঁহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, “কর” হইতে হইয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, “কর” হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের “কর” করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্রিতি। কর, ক্রিতি ও ক্রেত্র একই পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ হাড়ি জাতি বলিয়া জানে, কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতদায় গড়নদায় হাড়ি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে তাহার নাম যেমন ঘরানী, সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।”

এক দিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাহাদের ছায় অঙ্গ-তর্পী করিয়া নদী-কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটা ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলাই তুমি ও কি করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন, তাহার এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃ-লোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদী-কূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?”

দোলার সময় বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আগ্রহেণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবীর ও পুশাদি দিয়া তাহার অর্চনা করিত।

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ; কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না, অথচ ইজির-বোঝেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচার মতে বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; বিগ্রহ সেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম বাগানী নামে একটা ব্রীলোক ছিল, বলরাম তাহাকে ভালবাসিত; এই কারণে সে কিছুদিন গুরুর কার্য করিয়াছিল।

বলরামী সম্প্রদায় হই শাখার বিস্তৃত। এক শাখার লোকেরা বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সম্ভাব্যকালে তথায় প্রার্থীপ বেধ ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের একপ্রকার আত্মা নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ পৌরব করে না।

বলারাত্রির বিরতিত করেকটি বলন এখানে উদ্ধৃত হইল ; উহা পাঠ করিলে কৌতুক জন্মে, এবং এ সম্ভাব্যের মতও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

১—“রাঁহুনি নেই তো রাঁহুনে কে রাঁহা সেই তো খেলেন কি।

যে রাঁহুনে সেই খেলে এই ছনিরার জেতি ॥

২—  
যেও আছে থেকেও নাই,  
ডেমনি তুমি আর আমি রে ॥  
আমরা যার বেঁচে বেঁচে মরি।

৩—  
তিনি তাই, তুমি যাই,  
যা তিনি তাই তুমি,  
তিনি তুমি আমি তাবি  
তাবি অধোগামী।

৪—যম যেটা তাই জুঁধো থলি, তাই লস্কো ওর আংটা থালি।  
ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে,

ওর পেটে কি কিছু থাকে থাকে থাকে।

৫—  
চকু মেলিলে সকল পাই, চকু মুগিলে কিছুই নাই।  
দিনে সৃষ্টি রেতে লর, নিরন্তর ইহাই হয়।”

বলবৎ (ত্রি) বল অত্যর্থে মতুপ্ মত্ব বঃ। বলযুক্ত, বলবিশিষ্ট।  
বলবস্তা (স্ত্রী) বলবতো ভাবঃ তল্-টাণ্। অতিশয় বল,  
শক্তি, সামর্থ্য, বলবৎ।

বলবনুর, মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও আর্কট জেলায় বিব-  
পুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী গওগ্রাম। পুঁদিচেরী  
হইতে আড়াই কোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°  
৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৮' পূঃ। এখানে স্থানীয় কৃষিজাত  
প্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ার্থ একটি বিহুত হাট আছে।

বলবুত্র (পুং) বল ও বৃদ্ধনাশক ইন্দ্র।

বলবুত্রনিসূদন (পুং) বলবুদ্ধৌ নিসূদয়তি হৃদ-ল্যা। বলবৃদ্ধ-  
হস্তা ইন্দ্র।

বলসূদন (পুং) বলং হৃদয়তি হৃদ-ল্যা। ইন্দ্র।

বলসু (বলাসন), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্দা বিভাগের  
অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ঠাকুর  
মানসিংহজী রাঠোরকন্যায় রাজপুত। তাঁহাদের দত্তকগ্রহণের  
অধিকার নাই, কিন্তু রাজনিয়েমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজত্বের অধি-  
কারী হইয়া থাকেন। রাজস্ব ৭২৪০ টাকা, ভদ্রাধ্য বার্ষিক  
২৮০ টাকা কর স্বরূপ বড়োয়ার গাইকোয়ারাডকে দিতে হয়।

বলহস্ত (পুং) ১ বলনামক অস্ত্রনাশক ইন্দ্র। ২ বলনামকারী।

বলটি (পুং) বলেন অর্থাৎ প্রাপ্যে ইতি অট্-ঘঞ।  
মুদ্র, মুণ। (হেম)

বলারাত্রি (পুং) বলন্ত অরাত্রিঃ। ইন্দ্র।

বলাহক (পুং) বলেন হীরতে ইন্দি বল-হা-কুন, বলা বারীণাঃ  
বাহকঃ পূর্বোদয়াদিবাং সাধুঃ। ১ দেব। মহাপ্রলয়ে সমুদিত  
সপ্তমেধের একতম। ২ বৃহত। (অমর) ৩ পর্বত।  
৪ মৈতাবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। সর্পভেদ। (মেরী) এই সর্প  
দক্ষীর সর্পজাতীয়। “বলাহকসর্পত দক্ষীরপাদসর্পভঃ”।  
হুগুত করহা ৪ অ°)

৬ সমাগর্তোত্তর কক্ষিসেধের পুত্র। (কথিপুং ৩১ অ°)

৭ ত্রীককের রথের অববিশেষ।

“তদনন্ত শতানন্দঃ সারথিস্তাত দারকঃ।

ভুরদা শৈব্যাত্রীকমেধপুশবলাহকাঃ ॥” (ত্রিকা°)

৮ জরজ্বের ব্রতবিশেষ। (ভারত ৩২৫৪।১২)

৯ নদবিশেষ, এই নদ লকসমুদ্রগামী।

“বলাহকন্ত ঋতশক্ত্রো মৈমাক এব চ।

বিনিষিষ্টা প্রজিগিশা নিমদ্রা লল্যাবুধিঃ ॥” (মৎসপুং ১২০।৭২)

১০ কুশদীপস্ব পর্বতবিশেষ। (মৎসপুং ১২১।৪৫)

১১ কাদম্বযুক্ত রাজা ভারগীড়ের স্বনামখ্যাত বলাহিকারী।

রাজা ভারগীড় চন্দ্রলীড়কে আনিবার জন্য বলাহককে প্রেরণ  
করিয়াছিলেন। (কাদম্বরী)

১০ বকবিশেষ। [পর্বর্গে বলাহক দেখ।]

বলি (পুং) পূজোপহার। ১ দেবসমক্ষে বলিদ্রুপে নিহতব্য পণ্ড।

৩ নান্নির উপরে দেহোচ্ছিন্নাগে রমণীগণের লোলমাসে যে খাজ  
পড়ে। ৪ রাজকর। ৫ অহুরতের, প্রহ্লাদের পৌত্র। ৬ শ্রেণী।

৭ অপরোপে নির্গত মাসপিণ্ড। [পর্বর্গে বলি দেখ।]

বলিবাক (পুং) ভায়ত্ত্ববর্ণিত ঋষির—বলি ও বক।

(ভারত ২।৪ অ°)

বলিক্রিয়া (স্ত্রী) ১ উপহার দান। ২ কোন ব্যক্তির গাত্রে রেখাচল।

বলিত (ত্রি) ১ বেষ্টিত। ২ ধাঁজযুক্ত।

বলিন (ত্রি) ১ ধাঁজযুক্ত কুক্ষিত গাত্রমাস। ২ বলশালী।

বলিত (ত্রি) বলি-মর্জর্ষে (তুলিবলিবটেকঃ। পা ৪।২।১৩২)

বলিযুক্ত, বলিবিশিষ্ট।

“দধানা বলিতঃ মধ্যা” (ভট্ট ৪।১৬)

বলিমুখ (পুং) বাসদ।

বলির (ত্রি) বলতে সাংগোষ্ঠি চকুভারাবিতি বল বাহুল্যকাং  
কিরচ্। কেকর বা টোকা চকুবিশিষ্ট।

বলিবণ্ড (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বলিশ (স্ত্রী) বলিনা গন্ধবদ্র্যগ্রাহ্যপহারেণ ভতি হিমতি মৎসা-  
নিতি শো-ক। বড়িশ। (শব্দরত্না°)

বলিশান (পুং) বেষ। (বৈষ্ণট ১।১০)

বলিশি (স্ত্রী) বলিনা আহারোপহারেণ মৎসাদীন ভতি, বিনাশ-



৷ তীতি শো বাহুলকাং কি । বড়ি। ( শব্দরত্নাং ) বলি-  
শী। বলি, বড়ি, বড়ী।

বলী ( ক্রী ) ১২শ্রীসমূহ । অগুরুচন্দ্রনাথ দ্বারা অঙ্গে যে রেখা  
দেওয়া হয় । ৩ বলিশর্কার্ণ ।

বলীক ( ক্রী ) বলতি সংযুগোভীতি বল সম্বরণে ( অলীকাদয়ঃ ৮  
উৎ ৪১২৫ ) ইতি কীকন্ । ১ পটলপ্রান্ত, চলিত ছাতি ।

“বস্ত্রাসেসবস্ত্র নমস্বলীকাঃ সমঃ বধূতিবলতীযুবানঃ ।”

( মাঘ ৩৫০ )

বলীদপুর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটি নগর ।  
ঠোসনদী তীরে আজমগড় হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ।  
অক্ষা° ২৩° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৫' ৩০" পূঃ । নগরটি  
কুদ্র হইলেও বেশ সুবৃদ্ধিশালী । সম্রাটের দুইবার হাট বসে ।  
সেই হাটে নিকটবর্তী স্থানজাত নানা দ্রব্যের আমদানী হইয়া  
থাকে । এখানে প্রায় ২৫০ তাঁত লইয়া, তাড়িয়া বয়নকার্য্য  
চালাইয়া থাকে । জোনপুরবাসী মধ্যম শ্রেণী মুসলিমদের বংশ-  
ধরগণ এখানকার প্রধান জমিদার । উক্ত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ১৫শ  
শতাব্দির শেষভাগে জোনপুরের শেষ রাজা স্থলতানের নিকট  
হইতে ঐ জমি জারগীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন ।

বলীমৎ ( ত্রি ) অলকাবৃক্ষ ।

বলীমুখ ( ত্রি ) বলীমুখঃ মুখং যন্ত । বানর । ( অমর )

বলীবাক ( পুং ) ঋষিভেদ । [ বলিবাক দেখ । ]

বলুক ( ক্রী ) বলতে ইতি বল সংবরণে ( বলক্রকঃ । উৎ-  
৪১৪ ) ইতি উক । ১ পদ্মমূল । ( পুং ) ২ পক্ষিবিশেষ ( উজ্জল )

বলু, ভাষণ । চুরাদি । পরমৈঃ সৰ্ব্বং সেট । লট বকরতি ।  
পুণ্ড্ অববকৎ ।

বলু ( ত্রি ) বলতে বল সংবরণে ( শুবক্কাঃ । উৎ ৩৪২ )  
ইতি কপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ । বকুল ।

“গুণবৎ সূতরোপিতস্ত্রিঃ পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ ।

পরবীঃ তরুবক্বাসনাঃ প্রযতাঃ সংযমিনো প্রপেমিরে ॥”

( রঘু ৮।১১ ) ২ শব্দ । ( পুং ) ৩ পটিকা লোত্র । ( রাজনিং )

বলুজ ( পুং ) জাতিবিশেষ । ( বিষ্ণুপুং )

বলুতরু ( পুং ) বকুপ্রধানতরুরিতি কর্ম্মধারয়ঃ । পুগবৃক্ষ ।

বলুক্রম ( পুং ) বকুপ্রধানো ক্রমঃ । ভূজবৃক্ষ । ( রাজনিং )

বলুল ( ক্রী ) বলতে সংযুগোভীতি বল-বাহুলকাং বলন্ । ৬৮,  
চলিত দারচিনি । ( পুং ক্রী ) ২ বৃক্ষবৃক্ষ, চলিত বাকল । পর্য্যায়—

বক, বক, ৬৮, ৬৯, ৬৯গক, ৬৯, ৬৯গক, ৬৯, ৬৯গক । ( শব্দরত্ন )

“তো তু পূর্ণেণ কালেন তপোযুক্তো বহুবভূঃ ।

কুংশিপানাপরিভ্রাতো ভটাবকুলধারিপৌ ॥”

( ভারত ১।১৫৩২ )

অতি প্রাচীনকাল হইতে বকুলপরিধানপ্রথা প্রচলিত ছিল ।  
রামায়ণীয় যুগে আমরা রামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণসহ ( রামা° ১।১ )  
এবং মহাভারতীয় যুগে পঞ্চপাণ্ডবকে জটধারী ও অভিনবকুল-  
পরিধারী হইয়া মাতা কুন্তীদেবীর সহিত ( মহাভারত ১।১৫৭।১-২ )  
বনান্তরভ্রমণকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই । সাধু-সন্ন্যাসিগণ  
সেই পূর্ব্বতনকালে হৃদয়নির্ম্মিতবাসের পরিবর্তে বকুলনির্ম্মিত  
কোণীন ব্যবহার করিতেন । প্রাচীন নাটকাদি গ্রন্থে তাহার  
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । বস্তুতঃ এই পরিধের “বকুল”  
পর্ণাচ্ছাদনের মূল ( leaf-wearing ) জ্ঞায় বৃক্ষবৃক্ষ রূপেই ব্যবহৃত  
হইত অথবা বৃক্ষবৃক্ষের অভ্যন্তরভাগই ‘নাড়’ বা হৃদয় তন্ত্রময়  
আঁইসের হৃদয়তম হৃদয় দ্বারা বস্ত্ররূপে বোনা হইত, তাহার কোন  
প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষবৃক্ষের এই  
কোষময় নাড় ( Cellular tissue ) ভাঙ্গিয়া হৃদয় হৃদয় তন্ত্র  
( fibrous material ) প্রস্তুত করা হয়, পরে তাহা হইতেই  
হৃদয় বা মাছ ধরবার ‘কড়’ ( Cordage ) এবং গালিচা, জাজিম  
প্রভৃতি বোনা হইতেছে । ব্রহ্মদেশে এই তন্ত্রতন্ত্র “ব” নামে  
পরিচিত । ইংরাজীতে ইহাকে bast বলে । কৃষদেশজাত  
Linden শ্রেণীর বৃক্ষোদ্ভব তন্ত্রতন্ত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত বকুলবাস  
যুরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট । এতদ্বির Tilia Europea নামে  
আর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর বৃক্ষ দেখা যায় । তাহারও  
ছালের আঁইসে মেজে পাতিবার গালিচা ও উৎকৃষ্ট জুতার  
কাপড় ( কাষিসের জুতা ) প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Grewia, hibiscus  
ও Mulberry শ্রেণীর বৃক্ষবৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট তন্ত্র পাওয়া যায় ।  
তুখ ফলের গাছ হইতে মুগা নামে একপ্রকার তন্ত্র তন্ত্র  
উৎপন্ন হয় । উহা রেশম অপেক্ষা দৃঢ় এবং বহুকালস্থায়ী ।  
মৎস্ত ধরবার জন্ত বড়ি এই হৃদয় গাথা হইয়া থাকে । আরা-  
কান দেশের থেঞ্-বম্-ব, প-থ-বৌ=ব, ব-কু, ক্রোৎসৌঞ্-ব,  
ব-নী ও এগ্-বোৎ-ব নামক বৃক্ষ হইতে প্রচুর বকুলতন্ত্র পাওয়া  
গিয়া থাকে । আকারাব ও ব্রহ্মবিভাগে হেনু-কো-ব, দম্-ব,  
মনোৎ-ব, বাশ্রীম্-ব, ব-গোথ প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে  
ঐরূপ তন্ত্র সংগৃহীত হয় । উহাদ্বারা নৌকাবাধা দড়ি ও মাছধরা  
জাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয় । ঐ বকুল তন্ত্র দ্রব্যের ইতর বিশেষে  
সাধারণতঃ ১৬০ সিকা হইতে ৩০০ টাকা মণ দর হিঃ বিক্রয়  
হইয়া থাকে ।

আকারাবের শুশাল-বৌজ-ব বৃক্ষের তন্ত্র তন্ত্রতে পূর্ণ জাল  
ও জাহাজ বাধা কাছি প্রস্তুত হয় । ইহারই চলিত বাজার দর  
৩০ হিঃ মণ । মালাকা দ্বীপের সামগাহের ( Melaleuca viridi-

flora) ও তালী ছালের (Artocarpus) স্তর দ্বারা সহজে উৎকৃষ্ট মাছধরা জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিলাপুরের তালী তারাসের তন্তুতে এবং গ্রামদেশের বৃক্ষকে টোন সুতা (Twine) বুনা হয়।

মলয়-প্রায়দ্বীপে এবং কেদা নামক স্থানে সেমঙ্গলাতি কর্তৃক বৃক্ষকৃত্ত দ্বারা এক প্রকার বকুলবাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিলেবিস্ বীপের (কাইলি) বিভাগ বিশেষে একপ্রকার তুণ গাছের (mulberry paper) ছালে যে স্তর প্রস্তুত হয়, তাহাও “বকুলবাস” বলিয়া পরিগণিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মাস্ত্রাজ প্রদর্শনীতে মিঃ জাক্সি Eriodendron anfractu-  
sum নামক বৃক্ষের ত্বক্ হইতে স্তর বাহির করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও বস্তুবয়নোপযোগিতা সাধারণের নয়নগোচর করাইয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে ছাল্‌টা কাপড় নামে এক প্রকার রেশমী স্ফন্দর কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষজ তন্তু হইতে উৎপন্ন। বেনারসসিক নামে যে মোটা গাত্রবস্ত্র চলিত আছে, তাহা Rhea fibre হইতে প্রস্তুত হইতে সিক্কের চাদরের স্তায় পাতলা ও শীতকালোপযোগী মোটা গাত্রবস্ত্র এবং কোট-প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিধেয় ভিন্ন এই বকুল হইতে নানারূপ ঔষধ এবং চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য এক প্রকার কস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিনকোনা (Cinchona) বৃক্ষের ছালে কুইনাইনের স্তায় তিক্ত এবং তদ্রূপগুণবিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাকসছাল, নিমছাল, জামছাল, বকুলছাল প্রভৃতি এক একটা রোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ষেদোস্ত ভৈষজ্যতত্ত্বে এতদ্বিন্ন আরও অসংখ্য প্রকার গাছের ছালের রস ঔষধ বা অম্লপানরূপে ব্যবহারের বিধি আছে। Oaks, Rhus, Eucalyptus ও বাবলা (Acacia Arabica) প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীর ত্বক্ চামড়া পরিষ্কার করণের (tanning) বিশেষ উপযোগী। Acacia leucophloea বা সফেদ কিকর নামক বৃক্ষের ছাল আরক চোরাই কার্ঘ্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই Acacia শ্রেণীভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার Wattle বৃক্ষ-সমূহের ছালও চামড়াপরিষ্কার কার্ঘ্যে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। একপ্রকার ওক্‌গাছের ছাল ছিপ (Cork) রূপে বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

ভূক্ষপত্র নামে যে আর এক প্রকার স্তর বৃক্ষজ আঁস দেখা যায়, তাহাও বকুল মধ্যে পরিগণিত। উহাতে পাপ-গ্রাহের অন্তঃস্থদ্রুতীকরণার্থ তরকবচাদি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিও এই ভূক্ষপত্রে লিখিত হইত। এখন আর উহার বিশেষ প্রচলন নাই। পাট, লণ প্রভৃতিও বকুলজ তন্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বকুলক্ষেত্র (পুং) পবিত্র স্থানভেদে। ব্রহ্মাওপুরাণ ও অথ্যায় রামায়ণের অন্তর্গত বকুলক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বকুলবৎ (ত্রি) বকুল অন্তর্থে মতৃপ্ মত্‌ বঃ। বকুলবিশিষ্ট, বকুলধারী।

বকুলসম্বিত (ত্রি) বকুলারূত।

বকুলী (স্ত্রী) বকুল-টাপ্। ১ শিখাবকা। ২ গুরুপাষণ্ডম, শালা পাথরকুচি। (রাজনিং) ও তেজোবলা, চলিত তেজোবল।

বকুলিন্ (পুং) ১ যেতলোত্রবৃক্ষ। (বৈভকনিং) (ত্রি) ২ বকুলবিশিষ্ট, বকুলধারী।

বকুলোত্র (পুং) বকুপ্রধানো লোত্রঃ। পট্টিকা লোত্র।

বকুবৎ (পুং) বকুঃ শব্দোহত্যাগীতি বকু-মতৃপ্ মত্‌ বঃ। ১ মৎস্ত। (ত্রিকাং) (ত্রি) ২ বকুবৃত্ত।

বলকম্, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র হ্রদ।

বলকান, কাম্পায় সাগরোপকূলের পূর্বদিকস্থ ছইটা গও শৈলমালা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষা° ৩৯° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৫৪° ৩০' পূঃ। এখানে নানা-প্রকার খনিজ মণির সমৃদ্ধি পাওয়া যায়।

বঙ্কিল (পুং) বন্ধোহত্যাগীতি বন্ধ-ইতচ্। কণ্টক। (শব্দরত্নাং)

বঙ্কুত (স্ত্রী) বঙ্কল। (শব্দং)

বলথ্ (বালথ্), আফ্‌গান ভূকীহানের অন্তর্গত একটা পুপ্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩৬° ৪৮' উত্তরে কাবুল রাজধানী হইতে ৩৫৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, কুন্দুজ হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে এবং হিরাত হইতে ৩৭০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই জনপদের উত্তরপূর্বে বংকুনদী, পূর্বে কুন্দুজ, পশ্চিমে থোয়াসান এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশে হাজারা ও সৈমুনার পর্বতমালা।

রামায়ণাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাল্লীক নামে এই সুবিস্তৃত জনপদের উল্লেখ আছে। তৎকালে আর্য্য হিন্দুগণের সহিত বাল্লীকবাসীদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভারতযুদ্ধ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। পরবর্ত্তিকালে এই জনপদ হইতেই ভারতে শকাব্দার ব্যুৎপত্তি।

[ বাল্লীক ও শকলদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

এই জনপদের দক্ষিণপূর্বাংশ শীতপ্রধান ও পর্বতময় এবং উত্তরপশ্চিমাংশ বালুকাসূর্ণ হওয়ার অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান ও সমতল। এখানে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গরম বোধ হইয়া থাকে। এখানে উষ্মবেক, আফগান, মোঙ্গল, তুর্ক ও তাজক জাতির বাস আছে, কিন্তু লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প। কতকগুলি লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করে, আবার কতক-গুলি লোক গবাদি পশু একস্থানে হইতে অন্যস্থানে চরাইয়া লইয়া

বেড়ার ও সেই সঙ্গে আপনাদেরও বাসভূমির পরিবর্তন করিয়া থাকে। উজ্জবেক জাতি সুললিত, সাধুপ্রকৃতিক এবং দয়ালু। তাহাজে বা তাজকগণ মদ্যপ ও পাপরত, হুর্দ্ব, কঠিন হৃদয় এবং নষ্টাচারী।

বর্তমান বা নূতন বল্ধ নগরে ১০ হাজার আফগান, ৫ হাজার কপ্চক, কতকগুলি উজ্জবেক, হিন্দু ও যিহদীর বাস আছে। নূতন নগর তত দূর শ্রীসম্পন্ন নহে। এই নগরায়নের অদূরে ২০ মাইল পরিধিবিধিষ্ট সুপ্রাচীন বাহ্লীক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টগোচর হয়। ইহারই বহির্ভাগে প্রত্নতত্ত্ব-সঙ্গ্রহ মুরজফ্ট ও স্থলীয় সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে এই জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শুদ্ধ হিন্দুর নিকট নহে, পশ্চিম এশিয়াপণ্ডবাসীর নিকটেও এই স্থানের যথেষ্ট গোঁরব ছিল। তাহারাই এই রাজধানীকে আস-উল-বালাদ বা নগরমাতা বলিয়া উল্লেখ করিত। পারস্তবাসীরা ইহাকে প্রাচীন ধর্মের কেন্দ্র-স্থান ও জ্ঞানভাণ্ডার বলিয়া জানিত। প্রবাদ, পারস্তবাসী কাইয়ুমরুজ্জ এই নগর স্থাপন করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক জয়খুত্ৰ তাহার অপরাংশ স্থাপন দ্বারা শ্রীযুক্ত সাধন করিয়াছিলেন।

মাকিদনবীর আলেকজান্ডার এই স্থান অধিকারপূর্বক বক্তিয়া রাজ্যভুক্ত করেন। এক্ষণে এই নগর স্থানীয় শৈল-শ্রেণী হইতে তিন ক্রোশ দূরে সমতলক্ষেত্রোপরি নির্মিত। এখানকার বাহ্য তত ভাল নহে। নগরে জল সরবরাহের জন্ত নদীতট হইতে জলনালী (aqueducts) চালিত আছে।

এক সময়ে হুর্দ্ব বক্তিয়ারাজগণ সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধকৌশলের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাল্ধরাজ ১ম অস'কেশ পল্লববংশীয় ছিলেন। ছোরেণীবাসী মোজেস তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, মতান্তরে অস'কেশ সোগদ-জনপদবাসীর বলিয়া কথিত।

চেঙ্গিস খাঁর সময় পর্যন্ত বাল্ধ নগরী খাঁর সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে এশিয়ার অপর সকল নগর হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৈমুর রাজ্যবিজয়বাসনার খাঁর বিজয়ত মোগলবাহিনী লইয়া সময় সময় আসিয়া এই নগর ভূমিসাৎ করিয়া যান। বিখ্যাত পরিত্রাজক মার্কোপোলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির কতকনিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পারস্ত-পতি নাদিরশাহ বাল্ধ ও কুন্ডুজ অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থান হুগাণবংশের অধিকারে আইসে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কুন্ডুজপতি শাহ মুরাদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে এই স্থান আফগান-শাসন হইতে বিচ্যুত হয়। তৎপরে ইহা বোখারার

অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; পরে পুনরায় আফগানস্থানের সীমা-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বল্ধ, গতি, ভূদি-পর্যায়-অক-সেট। লট্ বল্গতি। লুঙ্-অবুলগীৎ। উটমল ও হুগাদাস এই ধাতুর অর্থ প্রুত্ গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বল্ধন (ক্ৰী) বদ-শ্যুট। ১ প্রুতগমন। ২ বহুভাষণ।

বল্ধা (ক্ৰী) বল্গ্যতেহ্নয়তি বল্গ-করণে ষঞ, টাপ্। দণ্ডালিকা, চলিত লাগাম্। পর্যায়—অবক্ষেপণী, রশ্মি, কুশা (হেম)

“বল্গয়্যেহ্নয়তিবায়াণাং নৃত্যতে বাগ্রবাজিনা।

বল্গ্যকেনোদবল্লয়ং শিরস্ত্রং বামপাণিনা ॥” (রাজতরংগী ৩৮৭)

বল্ধিত (ক্ৰী) বদ-ভাবে ক্ত। অশ্বের বিশেষ গমন, অশ্বের গতি-ভেদ, বেগে বিক্ষিপ্তোপরিচরণ। ২ প্রুতগমন।

“অনির্লোড়িতক্যাস্ত বাগ্জালং বাগ্মিনো বৃথা।

নিমিত্তাদপরাঙ্কেবোধারীষ্কস্তেব বল্গতিম্ ॥” (শিশুপালবধ ২।২৭)

৩ বহুভাষণ।

বল্ধ (পুং) বলতে ইতি বল প্রাণনে বল-উ, (বলেণ্ড'ক্চ। উণ্ ১।২০) ধাতুর উত্তর শুগাগম। ১ ছাগ। (ত্রি) ২ হুন্দর। (মেদিনী)

“তদ্বন্ধনা যুগপদ্ব্যবিতেন তাবৎ,

সত্তঃ পরম্পরতুল্যমধিরোহতাং দে।” (যযু ৫।৬৮)

বল্ধক (ক্ৰী) বন্ধ সংজ্ঞার্য্যার্থে বা কন্। ১ চন্দন। ২ বিপিন। ৩ পশু। (ত্রি) ৪ রুচির। (অজয়) রুচিরার্থক বল্ধক শব্দের ব বগীয়।

বল্ধজ (ত্রি) ১ বন্ধজাত। ২ ছাগ। ত্রিরাং টাপ্।

বল্ধজজ্জ (ত্রি) ১ হুন্দর জজ্জাবিশিষ্ট। ২ বিষমিত্রের পুত্রভেদ।

(ভারত অমুশা°)

বল্ধপত্র (পুং) বন্ধ মনোজ্ঞ পত্র বস্ত্র। বনমুদগ। (শব্দচ°)

বল্ধপোদকী (ক্ৰী) লতাভেদ (Amaranthus polygamus)

বল্ধল (পুং) উচ্চমূখী খেঁকশিলা।

বল্ধলা (ক্ৰী) বন্ধ লাভীত লা-ক-টাপ্। ১ বাকুচী। ২ পক্ষি-

বিশেষ। এই অর্থে ব্যবহৃত বন্ধ শব্দের পর্যায়—চক্রবিষ্টা,

দিবাঙ্কা, নিশাচরী, বৈরগী, দিবাশাপা, মাংসেষ্ঠা, মাৎসারগী।

বল্ধলিকা (ক্ৰী) বন্ধ সংজ্ঞার্য্য কন্, টাপি অত ইষক। তৈল-

পায়িকা। আরহলা, তেলাপোকা।

“বল্ধলিকা মুখবিষ্টা পরোক্ষী তৈলপায়িকা।” (হেম°)

“ততো বল্ধলিকাত্ত্বং দৃষ্ট। পটমদর্শয়ৎ।” (কথাসরিৎসা° ৫৫।৭২)

বল্ধলী (ক্ৰী) রাচিত্র পক্ষিবিশেষ।

বল্ধসোম, একজন প্রাচীন গ্রন্থকর্তা। গোতিলগৃহস্থত্বায্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বলভ, ভক্ষণ। ভূমি, আশ্বনেপদী, সক্ষ° সেট্। লট্ বলভতে।  
লিট্ বলভে। লুট্ বলভতা। “বলভতে অন্নং লোকঃ”।

(হুগাদাস)

বলভন (ক্লী) বলভ ভক্ষণে ভাবে লুট্। ভক্ষণ। (হেমচন্দ্র)

বল্লিক (পুং ক্লী) বঙ্গীক। (শব্দরত্না°)

বল্লিক (পুং ক্লী) বঙ্গীক। (অমরটীকা ভরত)

বল্লীক (পুং ক্লী) বলতে ইতি বল সংবরণে (অলীকাদয়ন্ত্।

উণ্ ৪।২৫) মুমাগমঃ কীকনাস্তো নিপাতঃ। (উজ্জলদত্ত) ১ উরিকা-  
কৃত মৃত্তিকাত্ত্বপ। ইহার পর্যায়,—বামলুর, নাকু, বাল্লিক  
বাল্লীক, বাল্লীকি, বাল্লিকি, পুগলক, শক্রমুদ্রা, ক্লপি,  
শৈলক। (শব্দরত্না°)

“বঙ্গীকাগ্রাণ্ড প্রভবতি ধম্মঃ খণ্ডমাখণ্ডলন্ত্।” (মেঘদূত পুং ১৫)

আমরা বাড়ীর দেওয়ালে, কড়িকাঠে অথবা কাঠনির্মিত  
আসবাব প্রভৃতিতে একপ্রকার পুতিকাটী বা উইপোকা  
(Termites) দেখিতে পাই। তাহারা দেয়ালে বা কাঠোপরি  
মাটির ঢাকনি করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, আবার  
কখন কখন কাঠখণ্ডের অভ্যন্তরে সুদৃঢ় কাটিয়া কাঠের বিশেষ  
ক্ষতি করিয়া থাকে, কোন কাঠে একবার উই লাগিলে তাহার  
আর উদ্ধারের উপায় নাই। আল্‌কাতরা, সাবান ও চূণ  
সমভাগে উত্তাপযোগে মিশাইয়া কাঠের উপর মাখাইলে  
উইপোকার আক্রমণ নিবারিত হয়। কখন কখন মোম ও  
তারপিন্‌ গলাইয়া উই নাশ করা হয়। বৎসর বৎসর  
বর্ষার পূর্বে কাঠখণ্ডে ব্রহ্মদেশজাত মেটেতৈল লাগাইলে আর  
পোকা ধরে না।

ইক্ষুক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে উই থাকে। উহা ইক্ষু কাটিয়া  
নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্ত ইক্ষুক্ষেত্রে হইতে উই দূরীকরণার্থ  
কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। হিন্দু  
৮ ছটাক, সরিষা ৮ সের, পচা মাছ ৪ সের, অতিবিষামূলচূর্ণ  
২ সের উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে।  
সেই কাথ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উই মরিয়া যায় বটে, কিন্তু  
অতিবিষার প্রভাবে ইক্ষুগাছ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহা  
খণ্ডের অনুরূপ হইয়া পড়ে। ময়দা বা ছাতুর সহিত  
সৈঁকোবিষ মিশাইয়া গুড় মাখিবে, পরে সেই পিণ্ড লইয়া উই-  
চিপির সম্মুখে রাখিয়া দিবে। উহা ভক্ষণে উইকুল নির্মূল  
হইয়া যায়। বক্ষুপনির্যাস (Dammer oil) ১২ ও গাম্ভীর  
বৃক্ষনির্যাস (Uncaria gambir) ৬ মাত্রার মিশাইয়া কাঠে  
লাগাইলে উই লাগিতে পারে না। তুঁতে, সৈঁকো চূর্ণের সহিত  
মিশাইয়া কাঠে বসিলে, অথবা সৈঁকো, মুসব্বর, সাবান ও  
সাগ্রিমাটী একত্র তাপে একঘণ্টাকাল গলাইয়া নামাইয়া রাখিলে,

পরে সেই জলে পুনরায় ঠাণ্ডা করিয়া কাঠমার্জন করিলে  
উই মরিয়া যায়। [উই দেখ।]

এই উই বা পুতিকাটী (White Ant.) মাঠে, ক্ষেত্রে  
ও পল্লীর পথপার্শ্বে এক একটা মৃত্তিকাত্ত্বপ গঠন করিয়া তন্মধ্য  
বাস করে। উহাকে চলিত কথায় উইপোকা বা উইচিপি এবং  
সাধুভাষায় বঙ্গীক (Ant-hill) বলা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ নিম্নবল্লের প্রান্তরপ্রদেশে, সিংহলদ্বীপে,  
উত্তমাশা অন্তরীপে ও সেন্টহেলেনা দ্বীপে বহু উইচিপি দেখিতে  
পাওয়া যায়। উহাদের সন্নিহিত ও কোণাকার মৃদুত্পাক্তি  
দেখিলে স্বতঃই মনে বিষয়ের উদ্বেগ হয়। স্থলবিশেষে  
এইগুলি ২ হইতে ৩৬।১৭ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

খুলনা অথবা গোয়ালন্দস্থ বাইবার রেলপথের ধারে ধারে  
এবং অনুরূহ ক্ষেত্রমধ্যেও ৪।৫ ফুট অনেক বঙ্গীকস্তম্ভ দেখিতে  
পাওয়া যায়। ঐ বঙ্গীকস্তম্ভাভ্যন্তরস্থ কীটগুলি যে পরিমাণে  
মৃত্তিকাত্ত্বপ উচ্চ করে, সেই পরিমাণে তাহারা ভূগর্ভে গহবর  
কাটিয়া উপরে মাটি উঠায় এবং সেই মৃত্তিকায় তাহারা অতি  
সুচারুভাবে এবং বিশেষ শিল্পচাতুর্যের সহিত তদভ্যন্তরে  
আপনাদের আবশ্যক মত গৃহাদিখনন করিয়া লয়; অর্থাৎ যদি  
একটা বঙ্গীকের ভূপৃষ্ঠোপরিহ কোণাকার ত্ত্বপ ৭ ফিট উচ্চ হয়,  
তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উইদিগের দ্বারা মৃত্তিকাগর্ভেও  
তদনুরূপ গর্ভ উৎখাত হইয়া সেই মৃত্তিকা সাহায্যে ও তাহাদের  
অপূর্ণ নির্মাণকৌশলে একটা বঙ্গীক-গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, এই মূল্যহানিত অদৃশ্য বাটিকামধ্যে তাহারা  
রাগীকীটের বাসার্থ একটা সুবিম্বৃত রাজপ্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে  
এবং তাহারা চতুর্দার্শে অসংখ্য ধাত্রীপ্রকোষ্ঠ বা শিশুকীটগুলির  
বাসগৃহ আছে। এই গরগুলি থিলানকরা ছাদযুক্ত এবং  
থিলানকরা স্ফাদ সোপানশ্রেণীদ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত। এতদ্বিন্ন  
একস্থান হইতে অত্রস্থানে বাইবার সুঁড়িপথ, বায়াণ্ডা, দালান,  
প্রবেশদ্বার প্রভৃতি সুচারুরূপে বিভক্ত আছে, উহাদের গঠন-  
নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিম্নে আফ্রিকাদেশ-  
জাত একপ্রকার পুতিকা বিবরণ লঙ্ঘিত হইল। উহার  
সাময়িকপুতিকা নামে খ্যাত।

আফ্রিকার সাময়িক পুতিকাগুলি বৈরূপ তাহা বঙ্গীক প্রস্তুত  
করে তাহা উজ্জ্বলভাবে ছেদন করিলে দেখা যায় যে, কি  
অপূর্ণ গঠন-কৌশলে তাহারা এই বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে।  
যে সকল সাময়িক পুতিকা বঙ্গীক প্রস্তুত করে, তাহাদের  
শরীরের দৈর্ঘ্য ১ এক বুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও নূন, কিন্তু  
তাহাদের নির্মিত বাসগৃহ সচরাচর ৭।৮ হাত উচ্চ হয়। অনেক  
অনেক বঙ্গীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বঙ্গীক সকল যেমন উন্নত, উহার নির্মাণ-পরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুস্তিকাদিগের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের স্মরণরূপ আহার বিহার সম্পাদনার্থে বাসগৃহের বৈষ্ণব শুল্লা আবশ্যক, তাহারা তাহা সূচাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজ-প্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশু-শালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অল্প প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম পথ প্রস্তুত থাকে। এক প্রদেশ হইতে অল্প প্রদেশে গমন করিতে হইলে, যে যে স্থলে ফুটি পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নির্মাণ করিয়া গতান্বয়ের সুবিধা করিয়া রাখে। এই রূপে তাহারা আপনাদের বাসবাটী সর্বাক্ষয় করিয়া তাহার মধ্যে স্নেহে অবস্থিত করে। উহা এমন সুবৃহৎ ও কঠিন যে, ৪৫ জন মহুয়া, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুস্তিকাদিগের কার্য-প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম। ঐ প্রণালী এমত পরিপাটী যে, উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহার তিন শ্রেণীতে বিভিষ্ট, শ্রমজীবী পুস্তিকা, সৈনিক পুস্তিকা ও বিশিষ্ট পুস্তিকা। শ্রমী পুস্তিকার গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুস্তিকার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রমজীবী পুস্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় ১৫ গুণ বড়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রমী পুস্তিকার কখনও সৈনিক পুস্তিকার কক্ষে প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুস্তিকারও কখন শ্রমী পুস্তিকার কার্যে নিযুক্ত হয় না।

বিশিষ্ট পুস্তিকার না গৃহাদি নির্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাহাদের কলেবর সর্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক পুস্তিকাদিগের ২ দ্বিগুণ ও শ্রমজীবী পুস্তিকাদিগের শরীরের ৩০ ত্রিগুণ। অল্প অল্প পুস্তিকার তাহাদিগকে সর্বপ্রধান বলিয়া মান্ত করে ও প্রধান পদে অধিকৃত করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই উত্তীর্ণমান হইয়া অল্পাংশ গমন করে। কিন্তু উড়িবার কক্ষিকাল পরেই, পালক সকল করিয়া পড়ে, তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া, তাহাদিগকে আহার করে। আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করে। এইরূপে প্রায় সমুদায় বিশিষ্ট পুস্তিকা, নষ্ট

হইয়া যায়। যদি ২৪ ঘূই চারিটা কোন ক্রমে রক্ষা পায়, পূর্বোক্ত শ্রমী পুস্তিকার, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাজার ও রাজীর পদে বরণ করে এবং এক যুদ্ধিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া, যতপূর্বক পরিপালন করে। পরে যখন রাজীর সন্তান উৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজী, যে সমস্ত অণু প্রসব করে, তাহা সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে।

ভারতে সাধারণতঃ সম্ভার প্রাকালে সপক্ষ পুস্তিকা উড়িতে দেখা যায়। উহাদিগকে বাঘলা পোকা বলে। যখন তাহারা দলে দলে মেঘাকারে ভূগর্ভস্থ নিবাস হইতে আকাশ মার্গে উঠিতে থাকে, তখন কাক, বাহুড় প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী তাহাদিগকে খাইতে আরম্ভ করে। ডানা ভাঙ্গিয়া যাহা মাটিতে পড়িয়া যায়, তাহা পর দিন প্রাতে কাকের উদরস্থ হয়, কোথাও কোথায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া ঘূতে ভাজিয়া খায়।

উল্লিখিত পুস্তিকা-মহিষী, গর্ভাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহার বস্তি-দেশ ক্রমশঃ ক্ষীত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অল্প অপেক্ষা ১৫০০ দেড় সহস্র অথবা ২০০০ ঘূই সহস্র গুণ হুল হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় স্বামীর শরীর অপেক্ষায় ১০০০ এক সহস্র গুণ ভারী হয় এবং শ্রমী পুস্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষা ২০১০ সহস্র গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক জন পণ্ডিত, গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক পুস্তিকামহিষী এই অবস্থায় ৬০ ঘাট দণ্ডে, আশী হাজার অণু প্রসব করিয়াছিল। প্রসব-কালে কতকগুলি শ্রমী পুস্তিকা তাহার নিকট নিযুক্ত থাকে; তাহারা ঐ সকল অণু গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত কাঠময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে। ঐ সমস্ত ডিম্ব ফুটিয়া, যে সকল পুস্তিকা শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রমী পুস্তিকার তাহাদিগকে সম্যক প্রকারে লালন পালন করে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যখন যে বিষয় আবশ্যক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। শাবকগণ এইরূপে লালিত ও পালিত হইয়া শক্তিসম্পন্ন ও শ্রমক্ষম হইলে, বঙ্গীক-রূপ সূর্য্য রাক্ষসের কার্য করিতে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বঙ্গীকের কোন স্থান ভয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ একটা সৈনিক পুস্তিকা, সেই ভয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২১০ ঘূই তিনটা আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুস্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ বতকণ বঙ্গীকের উপর আঘাত করা যায়, ততক্ষণ

সৈনিক পুস্তিকা সকল বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, তাহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধামত চেষ্টা করে, কিন্তু বন্দীকের উপর আঘাত করিত নিরন্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া বন্দীকের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রমী পুস্তিকা বাহির হইয়া, ঐ ভয় স্থান পুনর্বার নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা একত্র কৰ্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কৰ্ম্ম ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমেষের নিমিত্তও নিজ কার্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুস্তিকা, এক এক দল শ্রমী পুস্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, তাহারা অধাক বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধান করে। বিশেষতঃ একটা পুস্তিকা ভয় স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে, সে এক এক বার শব্দ করে, আর শ্রমী পুস্তিকারা তৎক্ষণাৎ উঠেঃযরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া, কৰ্ম্ম করিতে আবৃত্ত করে।

সেনেগেল নামক স্থানের সমীপবর্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বন্দীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

সিংহল, সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপ এবং ভারতের কোন কোন স্থানে Termes taprobanes নামে একজাতীয় পুস্তিকা দেখা যায়। সিংহলদ্বীপে T. monoceros শ্রেণী গাছের কোটরে বাসা করে। অনেক সময় সেই স্থানে গোখুরা মাপের বাস দেখা যায়। মাল্দ্ৰাজপ্রেসিডেন্সীর বসরপাড় নামক স্থানে যে সকল বন্দীক দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশগুলির অভ্যন্তরেই বহুসংখ্যক বিষধর সর্প থাকে। কুইন্সলাণ্ডের উত্তরস্থ সমারসেট নগরের ১ মাইল দূরে আলবাণী গিরিসঙ্কটের মুখে ১৬ ফিট উচ্চ বহুশত বন্দীক বিজ্ঞান আছে।

বন্দীক মৃত্তিকাদ্বারা শোচ করা নিষিদ্ধ। বিক্ষুপ্তরাগে লিখিত আছে যে, বন্দীক বা মুখিককর্জুক উৎপাত মৃত্তিকাদি দ্বারা শোচক্রিয়া করিতে নাই।

“বন্দীকমূখিকোৎপাতং মৃদমস্তজ্জলাং তথা।

শোচাবশিষ্টাং গোহাচ না দস্ত্যপসম্ভবান্।

অন্তঃপ্রাণবপরাধ হল্যোৎপাতাং ন কৰ্দ্দমা ॥”

(আল্কাচারতত্ত্বতত্ত্বত বিষ্ণুপু’)

কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রমিবার্ত্তির স্পন্দোদয-শান্তির জন্ত বন্দীক মৃত্তিকা, গোময় ও তম্র এই তিন বস্তু দ্বারা বিগ্রহটী ধোত করিয়া লইতে হয়। উক্ত বস্তুত্রয় দ্বারা দান করা হইবার কোন পৃথক মন্ত্র নাই, এজন্য মূলপাণি গায়ত্রী

বা সেই সেই দেবতার মূল মন্ত্র দ্বায়াই দানবিধি নির্দেশ করিয়াছেন।

“বন্দীকমৃত্তিকাভিত্ত্য গোময়েন স্তূভম্ভনা।

কালয়েৎ শিঙ্গিংস্পন্দোদাধাণুশাস্ত্রয়ে ॥”

(বেদপ্রতিষ্ঠাতব্য)

(পুং) ২ বন্দীকি মূনি। ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“গ্রীবাংশকক্ষাকরপাদদেশে সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দৌঃঃ।

গ্রন্থিঃ স বন্দীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ক্রমেণৈব গতগ্রন্থিঃ ॥

মুখৈরনৈকৈস্ততিতোদ্যবিত্ত্বিদসর্পবৎ সপতি চোন্নতাগৈঃ।

বন্দীকমাহভিষজ্ঞো বিকারঃ নিশ্চতানীকং চিরজং বিশেষাৎ ॥”

যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গ্রীবা, অঙ্গ, কক্ষ, হস্ত, পদ ও সন্ধি স্থানে এবং গলদেশে বন্দীকের জ্বায় গাঢ়মূল অথচ প্রচুর শিখরযুক্ত ও উন্নতগ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং তাহা যদি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ও ইহাতে স্থচীবেধবৎ বেদনা অল্পভব হয়, ইহার অনেক মুখে স্রাব হইতে থাকে ও উন্নত অগ্রের সহিত বিদম্পের জ্বায় প্রস্রাবিত হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে বন্দীকরোগ কহে। এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসা না করিলে কালক্রমে মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—বন্দীকরোগ প্রথমতঃ শস্ত্র দ্বারা উৎপাতন করিয়া ক্ষার ও অম্লিকর্ম্ম দ্বারা দধি এবং অর্জুদ রোগের জ্বায় শোধন ও রোপণ করিবে। বাহ্যর মণ্ডহান ব্যতীত অন্ত স্থানে বন্দীক রোগ হয় এবং যদি উহা অত্যন্ত বর্ধিত না হয়, তবে প্রথমে সংশোধন ও তৎপরে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে।

কুলথ কলায়ের মূল, গুড়চী, সৈন্ধব, সৌদালমূল, দান্তমূল, জামালতার মূল, মাংস ও শর্কর এই সকল পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে এবং উহাতে তুত মিশ্রিত ও জৈবৎ উষ্ণ করিয়া উগনাহ (পুলটীশ) প্রয়োগ করিলে বন্দীকরোগে বিশেষ উপকার হয়।

বন্দীকরোগ পাকিয়া যদি তাহাতে নালী হয়, তাহা হইলে উহার সমস্ত নালী অবশেষ করিয়া তাহা ছেদন করিবে এবং তাহাতে পুলটীশ প্রয়োগ করিবে। যদি এই রোগে মাংস দূষিত হয়, তাহা হইলে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহা নিষ্কাশিত করিবে, পরে ত্রণ বিণ্ডক হইলে রোশণ শ্রবণ প্রয়োগ করা বিধেয়। নিষতৈল ৪ সের, কন্ধার্ক মনঃশিলা, হরিতাল, তন্মাতক, ছোট এলাচি, অঙ্কুর, রক্তচন্দন, জাতীশ্রয় ও ইন্দ্রযব এই সকল মিলিত এক সের লইবে, পরে বখাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল বন্দীকরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলকে মনঃশিলাত-তৈল কহে। হস্ত বা পদের উপর বহু ছিদ্রাবিশিষ্ট অথচ শোষ-

মৃত বন্দীকরোগ হইলে তাহা অসাধ্য। চিকিৎসক এইরূপ  
বোগীকে ত্যাগ করিবেন। ( ভাবপ্র' ক্ষুদ্ররোগাধি° )

বন্দীক মৃত্তিকার প্রলেপ দিলেও এই রোগে উপকার হয়।

“কোদ্রসর্পবন্দীকমৃত্তিকাসংযুক্তং ভিষক্।

গাঢ়মৃৎসাননং কুৰ্যাদ্রুতন্তে প্রলেপনম্॥”

( বৈজ্ঞকচক্রপাণিসং )

বল্লীকসমাত্র ( ত্রি ) বন্দীকস্তূপের অন্তরূপাকৃতিবিশিষ্ট।

বল্লীকল্প ( পুং ) কল্পভেদ।

বল্লীকলীর্ধ ( ক্রী ) বন্দীকস্ত শীর্ষমিব শীর্ষমত। শ্রোতোহঙ্কন,  
রক্তস্খা। ( রাজনি° )

বল্লীকসম্ভবা ( ক্রী ) অলাবুবিশেষ। নাগস্বর তুঘী। (মদনপাল)

বল্লীকি ( পুং ) বন্দীক। ( শব্দমালা )

বল্লীকুট ( ক্রী ) বন্দীকস্ত বন্দীকসন্ধিতং বা কুটং। বন্দীক। (হেম)  
বন্দীকুট এইরূপ পদও হয়।

বল্লুল ( সূত্র ), ১ ছেদন ও পূরণ। ‘অদন্ত চুরাদি’ পরশ্রম  
সক’ সেট্। লট্ বলালয়তি। লুঙ্ অববলালং।

বল্ল, সংবরণ। ‘ত্বাদি’ আত্মনে’ সক’ সেট্। লট্ বলতে।  
লিট্ ববল্লে। লুট্ বল্লিতা। লুঙ্ অবল্লিষ্ট।

বল্ল ( পুং ) বল্লতে সংযুগোত্তীতি বল্ল-অচ্। পরিমাণবিশেষ,  
গুণাত্ময় পরিমাণ।

“বল্লস্তিগুণো ধরণঞ্চ তেহষ্টী” ( লীলাবতী )

বৈজ্ঞক পরিভাষার মতে দ্বিগুণা পরিমাণ। রাজনিঘণ্টের  
মতে সার্কিগুণা পরিমাণ।

“গোপুর্মিতমোদিতা তু কথিতা গুণা তথা সার্কিয়া।

বল্লো বল্লচতুষ্টয়েন ভিষজ্ঞা মাযামতস্তত্ফুঃ ॥ ( রাজনি° )

২ শতবিশেষ। ৩ সল্লকীর্ক। ৩ বাটালক, বেড়লা।

বল্ল্য ( পুং ) বল-ঘৎ। ১ তাক্য। ( ক্রী ) ২ গুড়যক্। ( রাজনি° )  
( ত্রি ) ৩ বলকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। বল্ল্য, পাতালগরুড়ী লতা।

বল্ল, প্রাচীন শকজাতির একটি শাখা। পূর্বে ইহার সোরাষ্ট্রে  
বাস করিতেন। ইহার রাজপুত্রনার রাজকুলের একতম।  
ভট্টকবিদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহার এক সময়ে  
সিন্ধুদেশের কুলে ঠট্ ও মুলতান প্রদেশের রাও ছিলেন। কিন্তু  
এখন ইহার আদ্র আপনাদিগকে শক বলিয়া স্বীকার করেন না।  
বরং স্বর্ধ্বাংশীয় অধোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশে  
আপনাদের বল্ল বা বল্ল নামক কোন পূর্বপুরুষের উৎপত্তি  
কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে স্বর্ধ্বাংশীয় বলিয়াই থাকেন।  
প্রথমে তাহার মুজিগাটনের অন্তর্গত প্রাচীন দাখ নগরে  
আসিয়া বাস করতেন এক পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করিয়া  
আপনাদের রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের এই রাজ্য

বল্লক্ষেত্র ও রাজধানী বল্লীপুর নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং  
তথাকার রাজবংশ বল্লরায় উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদের  
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সোরাষ্ট্রের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পর বল্লগণ আপনাদিগকে  
মেবারের গহলোত বংশীয়গণের সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার  
করিতে থাকেন। কিন্তু রাজেন্দ্ৰবৃদ্ধ পাঠে জানা যায় যে, গহ-  
লোতগণ শিবোপাসনার পূর্বে সূর্যের উপাসনা করিতেন, পক্ষা-  
ন্তরে সোরাষ্ট্রের বল্লেরা আপনাদিগকে ইন্দ্রবংশোদ্ভব ও বলিকপুত্র  
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বলিকপুত্রগণ সিদ্ধতীরবর্তী  
অরোর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী  
বল্লগণ অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠে এবং উপযুগপরি মেবার আক্র-  
মণ করে। রাণা হামীর একটি যুদ্ধে চোতিলার বল্লসদরকে  
নিহত করিয়াছিলেন। থাকের বল্লসদরবংশ অজ্ঞাপি জাতীয়  
গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। [ বল্লীরাজবংশ দেখ। ]

বল্লকরঞ্জ ( পুং ) করঞ্জভেদ।

বল্লকী ( ক্রী ) বল্লতে ইতি বল্ল-কুন, গৌরাদিত্যে ভীষ্ম।  
১ বীণা।

“বল্লকীং বাত্মনো হি সপ্তস্বরবিমুক্তিতাম্।”

( হরিবংশ ৮৪।১১১ )

২ সল্লকী বৃক্ষ। ( রাজনি° )

বল্লগুণপূগ ( ক্রী ) পূগবিশেষ, স্তম্ভারবিশেষ। ( রাজনি° )

বল্লটভট্ট, একজন প্রাচীন কবি। স্মৃতিতালিকে ক্ষেমেস্ত্র ইহার  
উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লটভাগবত, একজন কবি।

বল্লন, একজন প্রাচীন কবি।

বল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দুইটি প্রাচীন নগর, চিক্ ও  
দোন্ড বল্লপুর নামে খ্যাত। উক্ত নগরদ্বয় পরস্পরে ৭ ক্রোশ ব্যব-  
ধানে অবস্থিত। হায়দার আলী কর্তৃক ধ্বংস হইবার পূর্বে এই  
নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও ধনজনপূর্ণ ছিল। চিক্‌বল্লপুরের  
স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে মোরহু বকলিগবংশীয় এককর্তা  
কুবিজীবি-লোকের বাস আছে। তাহাদের বিশ্বাস, দক্ষিণ হস্তের  
দুইটি অঙ্গুলি কর্তন তাহাদের জীবনের একটি কর্তব্য কর্ম, এই  
কারণে উক্ত বকলু শাখাভুক্ত রমণীরা স্বধর্মরক্ষার জন্য স্ব  
কজাগণের বিবাহকালীন কর্ণবেধের সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বয়  
ছেদন করিয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহারা যথাসাধ্য পূজাহুতান  
করে এবং গ্রামস্থ কামারকে ডাকাইয়া তাহাকে কিছু কাটাট  
মজুরী দিয়া কজাদিগের অঙ্গুলী গাটের মাথায় কাটিয়া লয়।  
ইহা আইনবিরুদ্ধ হইলেও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বকলুদের  
অন্তর্গত দেবসহোদ্রি গ্রামে এক রমণীকর্তৃক কর্তব্যাহুতের



এইরূপ অজুলি কাটা হইয়াছিল। আজুলি কাটিবার সময় চিতল নামক বয়স সাহায্যে এক আঘাতে কাটাই রীতি।

এই অজুলি ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী আছে:—পুরাকালে বুক নামে এক রাক্ষস ছিল। সে বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্বী করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করে। রাক্ষসের তপে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব রাক্ষসকে দেখা দিয়া বলেন, বৎস! আমি তোমার তপস্বীর প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস দেবাদিদেব মহাদেবের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, সেব! যদি অধীনের প্রতি রূপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, তবে আমার এই বর দিন যেন আমি মাথায় হাত দিবামাত্রই সেই ব্যক্তি ভস্ম হইয়া যায়। আশুতোষ রাক্ষসের অসদভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিলে চরিত্র বুক দেবপ্রসন্ন এই অসাধারণ শক্তির পরীক্ষার্থ মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শিব উপায়াস্তর না দেখিয়া ক্রতপদে পলায়মান হইলেন, রাক্ষস তাহার পশ্চাদ্ভ্রমসরণ করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে মহাদেব একটা বনে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস হাফাইতে হাফাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বন সমুখস্থ ক্ষেত্রে এক কৃষককে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—শীঘ্র বল, তুই এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছিস? ভীষদর্শন সেই রাক্ষসকে দেখিয়া তখন কৃষক মনে মনে চিন্তা করিল, যদি আমি এই রাক্ষসকে মহেশ্বরের সংবাদ না বলিয়া মিথ্যে তাহা হইলে এ এখনই ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আমাকে সংহারপূর্বক ভক্ষণ করিবে; আর যদি শিব এই বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার হরকোপািনে দগ্ধীভূত হইতে হইবে; সুতরাং কি কর্তব্য অতঃপর করিলে এই দারুণ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাই। কৃষককে চিন্তাশীল দেখিয়া রাক্ষসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সে নিশ্চয়ই মহেশ্বরের সংবাদ জানে। তখন সে পুনঃ পুনঃ হকার দ্বারা কৃষককে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, কৃষক উপায়াস্তর না দেখিয়া চিংকারপূর্বক বলিল, “আমি মহাদেবের কোন সংবাদ রাখি না” পরক্ষণেই সে আন্তে আন্তে রাক্ষসকে মহাদেবের গুপ্তস্থান দেখাইয়া দিল।

যখন রাক্ষস বুক সেই বনে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে ধরিতে অগ্রসর হইল, এমন সময়ে, বিষ্ণু মহাদেবের উদ্ধারার্থে মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া রাক্ষসের সমুখ উপনীত হইলেন। যুবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষস মহাদেবের প্রতিহিংসা ভুলিয়া ধীরে ধীরে মোহিনীর অতঃপর করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বরষপূর্ণ করিতে পারিল না, রাক্ষসের প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া যুবতীর নয়র উল্লেখ হইল। তখন সে বলিল, আমি ব্রাহ্মণ-

কন্তা, কিরূপে তোমার দ্বার অপূতদেহ রাক্ষসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি। তুমি অগ্রে সন্ধ্যা বন্ধনাদি দ্বারা পূতদেহ হও, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পার।

বিষ্ণুর চলনা রাক্ষস বুঝিতে পারিল না। নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সে স্বীয় দক্ষিণহস্তের প্রত্যাব ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যা করিবার সময় রাক্ষস অদৃষ্টকালে স্বীয় অজ্ঞানিতে যথাক্রমে দক্ষিণহস্তের অজুলি স্পর্শ করিতে লাগিল। অনন্তর যেমন নজকে হস্ত স্থাপন করিবে, অমনি ভস্মমাং হইয়া গেল। তখনস্বর মহাদেব সেই গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিষ্ণুর নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক কৃষকের অপরাধের বিচারে প্রস্তুত হইয়া আদেশ করিলেন, যে অজুলি দ্বারা তুই আমার গুপ্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তোর সেই অজুলি আমি নষ্ট করিয়া দিব। এই বলিয়া মহাদেব তাহার অজুলি কাটিতে উদ্ভূত হইলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ কৃষকপত্নী স্বীয় স্বামীর অসাবধানাদি লইয়া সেই ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় স্বামীর অজুলি রক্ষার্থ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইল এবং বিশেষ অতঃপর বিনয়ের পর বলিল, হে প্রভো! যদি আপনি আমার স্বামীর অজুলি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে অসম্ভাব্য এই দরিদ্র পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সুতরাং তাহার পরিবর্তে আমি দুইটা অজুলি দিতে প্রস্তুত আছি! মহাদেব কৃষকরমণীর এই প্রকার পতিভক্তি দেখিয়া বলিলেন, তোমার এরূপ স্বামিভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি। আজ অবধি তোমার বংশে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমার মন্দির সমক্ষে তাহার দুইটা অজুলী বলি দিয়া তোমার এই অসাধারণ পতিভক্তির মহিমা ঘোষণা করিবে। তাই অস্তাবধি সেই রমণীর বংশীয়া কস্তারা অজুলি দান করিয়া আসিতেছে। তাহারা রাজবিধির নিবেদন না মানিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে বরং ইচ্ছুক, তথাপি দেবাদেশ লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে। এখনও মহিষুরে প্রায় ২ সহস্র পরিবার ঐরূপ অজুলিদান করিয়া থাকে।

বরপুর, মাস্তাজপ্রেসিডেন্সীর সেলম জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। কোল্লিমলর পর্বতপারি স্থাপিত নামকল নগরী হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে তোরিয়ুর উপত্যকার সমুখস্থ কন্দরমুখে আরপল্লেশ্বর স্বামীর মন্দির ও পুথুর। ঐ পুথুরে কতকগুলি মাছ আছে। প্রত্যাহ ঘণ্টা বাজাটয়া ঐ মাছগুলিকে খাড়া দেওয়া হয়। ঘণ্টাশব্দ হইলেই মাছগুলি বাধের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্ত অনেক ঐ মন্দিরকে

মন্ত্রমন্দির বলে। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালুক  
উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে একখানি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।

বলভ (‘ত্রি) বল+অভচ্। ১ প্রিয়।

“পুত্রোভ্যচ্চ নমস্কর্যাৎ বলভোভ্যচ্চ ভূপতেঃ।”

(কামন্দকীয়নীতিসা° ৫।১৯)

২ অধ্যক্ষ। (অমর) স্বামীর মতে অমরটাকার অধ্যক্ষ শব্দে  
পর্যায়ক ব্যাখ্যায়। ৩ সুলক্ষণাক্রান্ত অর্থ। ৪ কৃষ্ণাশুভ।  
৫ রাজশিবী। (ভাবপ্রঃ)

বলভ, একজন রাজা। দলপতিরাজের পিতা। ২ রাজকুমারভেদ।  
সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। [সনাতন দেখ।]

বলভ, ক একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা—১ বলভাচার্য্য। ২ একজন  
বৈদ্যকরণ। মল্লিনাথ ও রায়মুকুট ইহার মত গ্রহণ করিয়াছেন।  
৩ মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসপ্রণেতা। ৪ বিশ্বজনবলভ নামক জ্যোতি-  
র্গুরু-রচয়িতা। ৫ শব্দলুপ্তেখরটাকাপ্রণেতা। ইহার প্রকৃত  
নাম হরিবলভ। ৬ সমর্পণগভ্যরচয়িতা। ৭ বৈষ্ণবলভ নামক  
গ্রন্থকার।

বলভকম্বুত, দ্বন্দ্বযোগের উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—  
হরীতকী ৫০টা, সচল লবণ ২ পল একত্র মৃত্তপাক করিয়া পান  
করিলে দ্রবাস, মূল, উদররোগ ও বায়ুনশ হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলি দ্রুতগাণিক্যং)

বলভগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটি  
গিরিভূগ। চিকোড়ি হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।  
শৈলশিখরোপরি হুগাঁও প্রায় গোলাকার (২৭৫×২০০) এবং  
কোন স্থানে কৃত্রিম ও কোথাও বা পর্বতগাত্র ইহাকে প্রাচীর-  
রূপে বেটন করিয়া আছে। উহার দুইটা প্রবেশদ্বার, ৪টা  
প্রবেশ, একটা স্তূপহুৎ কূপ এখন সম্পূর্ণ নষ্টপায়, সংস্কার অভাবে  
হুগাঁও অধিকাংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম। বলভগড় হুগাঁও  
১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজকেশরী শিবাজীর অধিকারে ছিল। উহা  
বেলগামের ১০টা প্রসিদ্ধ হুগাঁওর একতম। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নেসগাঁও  
সামন্ত সর্দার কোল্‌হাপুর-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া  
তাঁহার নিকট হইতে বলভগড়, গন্ধর্ব্বগড় ও ভীমগড় অধিকার  
করিয়া লন; কিন্তু কোল্‌হাপুরগতি পরবর্ত্তেই বিদ্রোহী সামন্তকে  
পরাজিত করিয়া হুগাঁও পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন  
পরশুরাম ভাউ পুণ্ডার অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কোল্‌হা-  
পুররাজস্বত্র উপরোক্ত সর্দার পুনরায় বলভগড় হুগাঁও হস্তগত  
করেন।

বলভগণক, গণিতলভাপ্রণেতা।

বলভগণি, হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণির সারোদ্ধার এবং শেষ-  
সংগ্রহের টীকাপ্রণেতা। ইনি জ্ঞানবিষয়ের শিষ্য ছিলেন।

বলভজী, ১ হস্তশ্রাক্ষরচয়িতা। ২ নগরধাওঁর সারশ্লোক ও  
অধ্যায়াক্রমণি, মহাভারতাদ্যাদ্যাক্রমণি, মহাভারতাকৃতসার  
এবং বৃত্তমালা-সঙ্কলনিতা।

বলভজী গোস্বামী, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

বলভভূতম (ত্রি) অতিশয় প্রিয়।

বলভভাতা[ত্ব] (জী) বলভভ ভাবঃ ধর্ম্মে বা তল্ টাপ্। প্রিয়তা,  
বলভের ভাব বা ধর্ম্ম।

বলভ তাতিয়া, একজন মহারাষ্ট্র প্রধান। ইনি সিন্ধেরাজের  
প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা মধুবাওঁর  
মৃত্যুর পর, পেশবার গদি লইয়া গোলাযোগ উপস্থিত হয়।  
এই সময়ে বিধবা রাজমহিষী যশোদাবাই দত্তকগ্রহণের সঙ্কল্প  
করেন। বলভ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াও বিশেষ কিছু  
করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী  
মাসে বাজীরাওঁর ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যভার  
করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাজীরাওঁ পুণ্ডার আসিয়া নানা  
ফড়নবিশের সহিত সাফাৎ করিলে, উভয়ের পূর্ব্বমনোমালিন্য-  
বিদূষিত হয় এবং নানা রাজমন্ত্রী থাকিলে বাজীরাওঁ পেশবা  
হইবেন, এইরূপ একটা যুক্তি হয়। এই সম্বন্ধে বিশেষ আশা প্রদ  
নহে, ভবিষ্য বলভ তাতিয়া উভয়ের গুপ্তপরামর্শে বিপরীত-  
চরণ করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে চিম্নাজী আপাকে  
যশোদাবাইর দত্তক সাব্যস্ত করাইলেন এবং কৌশলে পরশু-  
রাম ভাউকে মন্ত্রিপরাধিকারে অঙ্গীকার করাইয়া বাজীরাওঁর  
সর্ব্বনাশসাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা ফড়নবিশ মন্ত্রী রহিলেন  
এবং পরশুরাম রাজ্যচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে  
পাছে দৌলতরাওঁ সিন্ধে শত্রু হইয়া উঠে, তাহার প্রতিবিধান জ্ঞাত  
বলভ নানার পরামর্শানুসারে উভয় পক্ষের মিলনচেষ্টা পাইলেন।

এই সময়ে চিম্নাজী আপা, বাজীরাওঁ ও নানা ফড়নবিশ  
পরশুরাম ভাউকে লইয়া মহারাষ্ট্র-সরকারে যে বোয় রাজবিপ্রব  
সূচিত হইয়াছিল, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে লিখিত  
আছে। চিম্নাজী আপাকে নূতন পেশবা করিবার অভিপ্রায়ে  
নানা ফড়নবিশ সাতারায় আসিয়া রাজসনন্দ গ্রহণ করিলেন,  
এদিকে পরশুরামের কৌশলে বলভ কর্তৃক বাজীরাওঁ হস্তগত  
দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত  
না হইয়া বাঈ হইতে রাজসনন্দ প্রেরণ করিলেন। ২৬এ মে  
চিম্নাজী পেশবা পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ইহার পর পরশুরাম নানা ফড়নবিশকে পুণ্ডার ডাকাইয়া  
আনিয়া বলভ তাতিয়ার সহিত মিলন করাইতে চেষ্টা পাইলেন,  
কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। উভয়পক্ষ শত্রুতারদ্বির সহিত  
যুদ্ধ অব্যবস্থায়ী হইয়া উঠিল। নানা বিশেষ কৌশলে রণযুগ্ম

তোমসঙ্গে হস্তগত করিলেন। সিন্ধেরাজ ও হোলকরপতি এবং পেশবার সেনাপতি মিঃ বয়েড্ সজ্জিত হইলেন। ৮ই অক্টোবর বাজীরাও মসনদে বসিলেন এবং ২৭এ অক্টোবর বলভ তামিরা সিন্ধেরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। অতঃপর সিন্ধেরাজ তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া পুনরায় মরিচপদে নিরোধ করেন। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা কড়নবিশের মৃত্যুর পর, পেশবা বাজীরাওর সহিত সিন্ধেরাজের<sup>২</sup> যোগ পরিত্যক্ত উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিন্ধেরাজ পুনরায় বিদ্রোহাশঙ্কার বলভকে নিহত করেন। [ মহারাষ্ট্র ও অপর্যাপ্ত শব্দ দেখ। ]

বলভভাস, বৈকুণ্ঠিক-প্রণেতা।

বলভদাক্ষিত (পুং) বলভাচার্য্য। [ বলভাচার্য্য দেখ ]

বলভদেব, ১ হুভাতিভাষি-প্রণেতা। ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার যত্নে শার্দূরপদ্ধতির সঙ্কলনকার্য্য আরম্ভ হয়। ২ যোগমুক্তাবলীরচয়িতা। ৩ একজন কবি। ৪ কুমারসম্ভবের অষ্টাধ্যায়-টীকা, মেঘদূতটীকা, রঘুবংশপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকাটীকা, শিশুপালবধটীকা ও সূর্য্যশতকটীকা-প্রণেতা। মল্লিনাথ ইহীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি আনন্দদেবের পুত্র এবং আনন্দবর্ধনকৃত দেবীশতকের টীকাকার কষাটের (১৭৭ খৃঃ) পিতামহ।

বলভভায়াচার্য্য (পুং) জায়বীলাবতী-প্রণেতা। গঙ্গেশতত্ত্ব-চিন্তামণিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বলভপালক (রি) বলভান্য অববিশেষাণাং পালকঃ। অধরক্ষক। (ভূরি-প্রয়োগ)

বলভপুর (স্ট্রী) কলিকাতার উত্তরস্থ গঙ্গাতীরবর্তী একটি গও-গ্রাম। এখানে বলভজীর মন্দির বিদ্যমান। প্রতি বৎসর রথ-যাত্রা উপলক্ষে এখানে দ্বাপরগোপালের উৎসব হইয়া থাকে। এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ কোশ মাত্র। [ মাহেশ দেখ। ]

বলভরাজ, অনুহিলগড়ের একজন রাজা। চামন্দরাজের পুত্র।

বলভশক্তি (স্ট্রী) একজন রাজপুত্র। (কথাসরিংসা ১০।১৭)

বলভস্বামিন্ (পুং) বলভাচার্য্য।

বলভা (স্ট্রী) প্রিয়া।

‘প্রেরনী দয়িতা কান্তা প্রাণেশা বলভা প্রিয়া।

কদরেশা প্রাণসমা প্রেষ্ঠা প্রণয়িনী চ সা ॥’ (হেম)

বলভাচারী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। অপর নাম কল্পসম্প্রদায়। বলভাচার্য্য ইহার প্রবর্তক, এই নিমিত্ত লোকে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে বলভাচারী বলিয়া থাকে। তারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে রামসীতার উপাসনাই প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু ঐ স্থানের পশ্চিমভাগে ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ গৃহস্থের মধ্যে

আরই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত। ঐ প্রদেশে ষষ্ঠা-চাণ্ডী-প্রবর্তিত বালাগোপালের সেবা কিছুদিন হইল<sup>৩</sup> বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। গোহৃদয় পোখারীরা এই ধর্ম উপদেশ দেন, একজন ইহা গোহৃদয় গোখারীবিশেষ ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রবাহ আছে,—সর্বপ্রথমে বেধ-ভাষ্যকার কিছুখারী এই ধর্মের সারভূত প্রচার করেন। তিনি জয়াসাত্ত্বী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব। জ্ঞানদেবের শিষ্য দামদেব ও জিলোটন। তাঁহাদের অব্যবহিত কাল পরে তৈলদেবদেবীর লক্ষণ ভট্টের পুত্র বলভাচার্য্য গুরু-পদে অভিষিক্ত হইয়া, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, পরিশেষে যত্ন সহকারে ঐ ধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি গোহৃদয়ে ৬ বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল বাসন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করেন। ভক্তমালা লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণপথে বিজয়নগরাধিপতি হুঙ্ক-দেবের সত্যার উপস্থিত হইয়া তথাকার শ্রী-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন, এবং তত্ত্বাত্ত্ব বৈষ্ণবগণের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিশ্রু-ভটে অধ্বন্য-তলে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অতাপি তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

মধুরার ঘাটে তাঁহার ঐক্লপ আর এক বৈঠক দেখা যায়। চমারের এক কোণে পূর্বে তাঁহার নামে একটি মঠ ও মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গণে যে কুপ আছে, তাহা আচার্য্য কুঁরা নামে খ্যাত। উজ্জয়িনীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তি ও ধর্মার্থক্লেষ স্বীকার দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হন, এবং অতি মনোহররূপে বর্ণন দিয়া তাঁহাকে বালাগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করেন।

বলভাচার্য্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান অতিমাত্র অদ্ভুত। তিনি শেষাবস্থায় কিছুদিন বাগানসীম জেঠনবড়ি বাস করিতেন। ঐ জেঠনবড়ির নিকটে অতাপি তাঁহার একটি মঠ আছে। তিনি বর্ত্তা-লীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান্‌ঘাটে গঙ্গা-সলিলে অবতরণ করিলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তহিত হইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন-স্থান হইতে এক দেবীপায়ান অগ্নি-শিখা প্রবীর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বহুতর ধর্মক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, ও অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাত্ম্যতাবাদি প্রেহে কিছু ও কৃষ্ণের অতেন রূপ বর্ণনা আছে এবং শ্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুকপরিপূর্ণ যৌবন-

\* বহুবীর্য্য বাক্যে বহুবীর্য্য আর ভিন্ন কোন পুংক গোহৃদয় গ্রাম।

শীলার সবিত্তর বর্ণনা পাওয়া যায়, তথাপি কিছু অণেকা ক্রকের প্রাধান্য-বর্ণন ঐ ছই প্রেরের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল-রূপের উপাসনার স্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় \* ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে—বৃন্দাবন-বাসী গোপাল হইতেই এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ-স্থল হইতে ধর্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী, বৃদ্ধি হইতে চূর্ণা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব এবং বামদ্ব হইতে রতি ও রাধিকা উৎপন্ন হন ; রাধার লোমকূপ হইতে জিহ্বাং কোটি গোপাঙ্গনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে জিহ্বাং কোটি গোপ জন্ম গ্রহণ করে ; প্রথমে গোলোকবাসী, পরিশেষে বৃন্দাবন-নিবাসী, গাত্ৰী ও বৎস পঞ্চাত্ত ও তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ অমুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গোক মহাদেবকে দিয়াছিলেন। ঐ পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-রূপই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বর্ণিত আছে।

বলভাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্তারও আবশ্যক নাই ; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাত্ত অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়স্বত্ব সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্ত্রতঃ ও এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিবরী ও ভোগবিলাসী। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলভাচার্য্য

\* কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বালকৃষ্ণের ঈশ্বর-তাব বর্ণিত আছে। লিখিত আছে, বহুদেব নম-প্রসূত শিশুক চতুর্ভুজ, শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী, পীতাম্বর-পরিধার ও পঞ্চচক্রাদি-বৈষ্ণবদ্ব্য-বিসিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

"তমভুতং বালকমযুজেকণং চতুর্ভুজং পঞ্চদশাঙ্গুঃপাদুদ্বয়ং।

শ্রীবৎসলম্বং গলপোভিকোদ্ধতং পীতাম্বরং সান্দ্রপোরোদৌতগম্।

মহার্হবৈদ্যাকিরাটকুণ্ডলদ্বিধা পরিধতসহস্রকুণ্ডলম্।

উদ্যমক্যাদ্রাজকল্পাদিতিকিরোরচমানং বহুদেব একতঃ।"

( ভাগবত ১০.৩২-১০ )

ঐ পুরাণের হাদ্যন্তরে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যুগ্মাদান করিলে, যদোদা ভরণ্যে অবিলম্বে ব্রহ্মাও অবলোকন করিলেন।

আবার মহাভারতের বনপর্বে ১৮৮ অধ্যায়ে একজন একটী উপাখ্যান আছে যে, মার্কণ্ডেয় মূনি, অন্নয়-কালে, বিশ্ব বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক একাক ভট-কৃষ্ণের উপরিভাগে দিব্যাত্তরং-সুখিত পর্বাতে একটী বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ত্রিকালবেদ্য হইয়াও তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারিলেন না দেখিয়া, সেই বালক কৃষ্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারিক্রমে লক্ষ্য দিয়া করিলেন, "মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি, তুমি পর্বাটন করিয়া পরিক্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণ আমার দেহভ্যাগ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান ইচ্ছা বাস কর।"

যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্বার গার্হস্থ্যভ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামী-দিগকে পরিধানার্থ উত্তমোত্তম বহু-মূল্য বস্ত্র প্রদান করে এবং চর্যা, চোব্য, লেহ, পেয় নানাবিধ স্নানদ্রব্য তৈজস করায়।

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন কি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে ভয়, মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে ; এরূপ স্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসারী। গোস্বামীরাও বহু-বিভূত বাণিজ্য-ব্যবসারে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থভ্রমণোপলক্ষে দূরদূরান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সঞ্চরী অজ্ঞাত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই প্রায় ধাতুনির্মিত, ইহারা প্রতি-দিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করিয়া থাকে।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আসনারূঢ় করিয়া তাৎক্ষণিক সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ জলপানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথার দীপ রাখা হইয়া থাকে।

২ শূদ্ধার। চারি দণ্ড বেলায় সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন, ও কর্পূর দ্বারা স্নানোক্ত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়াল। ছয় দণ্ড বেলা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া, দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অজ্ঞাত সুখাত্ত সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর, প্রসাদী দ্রব্য ও অজ্ঞাত সামগ্রী, উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করেন।

৫ উখাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিজা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উখান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উখাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ শয্যা। সূর্য্যাস্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্বার তৈল ও গন্ধ-দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ সেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অমুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যা

হাপনপূরক, তৎসমিধানে পানীর জল, তাবুলাধার ও অস্ত্রান্ত্র শাস্ত্রিহর ত্রয়া সমুদায় রাখিয়া, পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রবেশ করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও ভোগদান এবং স্তোত্র-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম। বিগ্রহ-সেবক এবং অস্ত্রান্ত্র লোকও এই সমুদায়ের অমুষ্ঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-স্তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন।

নিভা-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অস্ত্রান্ত্র অনেক স্থলে জম্মাঠমী ও রাস-যাত্রা উৎসবে অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম-সন্নিহিত কোন চম্বরে সমারোহপূরক রাস-যাত্রার কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধানপূরক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়, কতপ্রকার অতি মনোহর নৃত্য, গীত, বাজের অমুষ্ঠান হয় ও শ্রামশুল্কের মূল্যলিত লীলায়ুগ্ম কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্তক সকল স্বেচ্ছায়সারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরস্কার লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদানপূরক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্রগৃহ ও পণ্য-শালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপৰ্য্যাপ্ত ফল মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী পরিপাট্যক্রমে সজ্জিত থাকিয়া সৰ্ব্বদান সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কোতূহলাবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ কৌতুক পরমাশ্চর্য্য স্ফুট ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব হয়। শুধায় নদী-কূলে পাবাণময় কৃত্রিম বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবিকল প্রতিক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বলভাচারীরা ললাটে ছইত্রি পুণ্ড করিয়া নাসামূলে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ ছই পুণ্ডের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্জ্জলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের দ্বার বাহ ও বন্ধহলে লম্ব, চক্র, গণা ও পদ্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন, এবং কেহ কেহ শ্রামবল্লী নামক কৃষ্ণমুস্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্ররূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্জ্জলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইহার কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসীকাঠের জপমালা

রাখেন, এক 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পদ্মশ্যর অভিবাদন করেন।

বলভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের যে টাকা রচনা করেন, তাহা ইহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের বাদ্যন ব্যাখ্যা আছে, ইহার তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তথ্যতিরেকে, তিনি ব্রহ্মহৃদভাষ্য, সিদ্ধান্ত-রহস্ত, ভাগবত-লীলারহস্ত, একান্ত-রহস্ত প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া বান। [ বলভাচার্য্য দেখ। ]

এতদ্বিধা, সামান্য সেবকদিগের মধ্যেও কৃষ্ণলীলাপ্রতিপাদক ভাষার লিখিত বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা,—

বিষ্ণুপদ—এ গ্রন্থ ভাষার লিখিত। ইহা বলভাচার্য্য-কৃত, ইহাতে বিষ্ণুগুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদমাত্র আছে।

ব্রজ-বিনাস—ব্রজবাসী দাস এই গ্রন্থখানি ভাষার রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা আছে।

অষ্টছাপ—এই গ্রন্থে বলভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্তা—এই ভাষা-গ্রন্থে বলভাচার্য্য ও তাঁহার মতাম্ববর্তী ৮৪ জন ভক্তের অত্যন্ত চরিত বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে ত্রী পুরুষ উত্তরজাতীয় ও সকলবর্ণের লোকই ছিল। এই সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তরহস্তের পরামুক্তি বা জীবব্রহ্ম-মিলন সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ চৌরাশি-বার্তা নামক গ্রন্থের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে। বলভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিয়া উহার মর্ম অবগত হইরাছিলেন। যথা,—

“তব্ শ্রীআচার্য্য জী মহাপ্রভু আপ কইঁ জো জীব কো বরূপ তো তুম্ জানত হী হৌঁ দোষবন্ত হৈ সো তুম সোঁ। সখ কৈসে হোয়, তব্ শ্রীঠাকুর জী আপ কইঁ জো তুম জীবন কৌ ব্রহ্মসম্বন্ধ করাবোগে তিন কৌ হৌঁ অদ্বীকার করলো তুম জীবন কৌ নাম দেউগে তিনকো সকল দোষ নিবর্ত হোয়দে।”

‘তখন আচার্য্য কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কিরূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুরজী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের বৈরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।’

এই কথোপখ্যান ছাড়া আরও বিস্তর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিস্তারিত আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালাও এ সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বলভাচারীরা অপরাপর সম্প্রদায়ের দ্বার উহাকে মূল শাস্ত্র বলিয়া অদ্বীকার

- করেন না। উল্লিখিত বার্তাই ইহাদের ভক্তমাল হানীর হইয়াছে।
- তত্ত্বালয়ের ভায় এ গ্রহেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব-সূচক অসংখ্যক আনন্দোৎসব ও অসংখ্যক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত প্রেমের অন্তর্গত একটি রাজপুতানী বা রাজপুত্র-জাতীয় গ্রীষ্মকালের উপাখ্যান পাঠে বোধ হয়, যে এই সম্প্রদায়ের সহ-স্বরণের বিধান ছিল না। অগ্নিরাশি ও রাশাবাস নামে দুই শিবা সঙ্গে লইয়া বঙ্গভাচার্য্য স্বর্গীয়ত্ব ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ শ্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অগ্নিরাশি সত্যীর্থ রাশাবাসকে জিজ্ঞাসিলেন, “শ্রী-লোকে সত্যীর্থ-প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাখ্যাস্থানা কি?” রাশাবাস শিরশ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন, “শবের সহিত সৌন্দর্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।” রাজপুতানী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতানী অকস্মাৎ এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনামার সহস্বরণ নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল, এবং ভৎসকালে তাঁহাদের দুই জনের কি কথা বার্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাশাবাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতানীর উপর শ্রীআচার্য্যের রূপা হইয়াছে, এবং অগ্নিরাশির সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, তোমার রূপলাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবার সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিশ্চিন্ত করা অভিশর অহুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অনন্তর রাজপুতানী রাশাবাস-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচর্য্যাকারে নিযুক্ত থাকিয়া আয়ুঃকর করিয়াছিলেন।

বঙ্গভাচার্য্যের পুত্র বিট্ঠলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোসাঁইজী বলিয়া জানে। বিট্ঠলনাথের সাত পুত্র, গির্ধরি রায়, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোবিন্দনাথ, রঘুনাথ, বহুনাথ, ও বনভ্রাম। ইহারা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, এবং ইহাদের মতাবলম্বীরা যদিও পৃথক পৃথক সমাজভুক্ত, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোবিন্দনাথের শিষ্যদিগের কিকিং বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অপর ছয় সমাজের মঠের প্রতি কিছুই প্রভা রাখে না, স্বকীয় সমাজের গোবামী ব্যক্তিরকে আর কাহাকেও শ্রদ্ধা করে না, এবং স্বকীয় সমাজের গোবামী ব্যক্তিরকে আর কাহাকেও শ্রদ্ধা-

বিহিত ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। বিট্ঠলনাথের অন্ত কোন পুত্রের মতাবলম্বী লোকেরের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানাহানের, বিশেষতঃ গুজরাত ও মালবদেশের, বহুতর স্বর্ণবনিক ও ব্যবসায়ী লোকে বঙ্গভাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়াছে, এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ মধ্য ও বৃন্দাবনে, ইহাদিগের বিস্তর মঠ ও দেবাগার আছে। কান্তিতে এ সম্প্রদায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে; লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির। ঐ দুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু সম্পত্তিশীল। অগ্নিরাশিকে ও স্বাক্ষর এ সম্প্রদায়ের অভি-মাত্র পবিত্র তীর্থ, এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্বে মধুরায় ছিলেন; অরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পর, ঐ সর্ব্বাত্ম্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-বস্ত্র ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভাচার্য্যদিগের অন্ততঃ এক বারও শ্রীনাথ বর্নন করিতে হয়, এবং প্রধান গোবামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়েই প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আত্মকূল্যার্থে যথাসম্ভব কিছু কিছু দান করিতে হয়।

সাম্প্রদায়িক বালকদিগকে গোসাঁঞীরা গলায় তুলনী মালা ধারণ করাইয়া “শ্রীকৃষ্ণ: শরণং মম” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করে এবং দ্বাদশ বা ততোধিক বর্ষে যখন ঐ বালক জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য ও গুরুত্ব অহুভব করিয়া দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ আচরণ করিতে সমর্থ হয়, তখন গোসাঁঞীরা তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া থাকেন, তখন ঐ বালক শ্রীগোপাল চরণে আপনায় যথা সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভক্ত, মন ও ধন সমর্পণ করিতে অভ্যাস করে। নিম্নোক্ত রম্ভে তাহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে :—

“ও শ্রীকৃষ্ণ: শরণং মম সহস্র পরিবৎসরান্নিতকালসজ্জাত-কৃকবিরোগজনিতাভ্যাপনশ্রুতিবিরোভাবোহং ভগবতে কৃপায় মেহেজিরপ্রাপ্যহস্তঃ-করণভক্ত্যঃ দারাগারপুত্রোত্তবিত্তেহ-পরায়াদ্ভ্যাসহ সমর্পয়ামি দাসোহং কৃক তবামি।”

• কান্তীয় পোষ্যেরা প্রত্যেক রাত্রেই এক পরমা করিয়া সেবাধরে দান করে। আর তথাকার বহু-ব্যবসায়ীরা প্রতিবারের আবির্ভবেই পয়সা করিয়া দেয়।

† এতোক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা বিগ্রহ সন্নিধান, প্রবেশের পথিতে, ও শ্রীনাথদ্বারের দ্বারে।

‡ দারকলম্বায়ে ইহার অনুগ্রহ ভাবের নোক পাওয়া যায়

বল্লভাচার্য্য, বল্লভাচার্য্যনামক বৈষ্ণবমত প্রতীষ্টাতা একজন আচার্য্য। তিনি লক্ষণভট্টনামক এক জন তেলগু ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দাক্ষিণাত্যের হুদ্র তৈলঙ্গ প্রান্ত হইতে তীর্থযাত্রা উদ্দেশে উত্তরভারতে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে বারাণসীর অদূরবর্তী চম্পারণ্য নগরে তিনি প্রসূত হইয়াছিলেন। এই কারণে উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উত্তরভারতবাসী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বল্লভের পিতা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বারাণসী ধামে অবস্থিতকালে ধর্ম্মাচার লইয়া তৎস্থানবাসীদের সহিত তন্মতাবলম্বীদের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে তাঁহাকে বারাণসী ছাড়িয়া অন্তর যাইতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। অতি ক্রম পলায়ন কালে পথাতিক্রমণ কষ্টে অকালে অষ্টম মাসে তাঁহার পত্নী এই নব-কুমার প্রসব করেন। তাঁহারা আপনাদের জীবন বিপদসঙ্কুল জানিয়াই হউক, অথবা পুত্রের দেবপ্রশংসার আশ্বাসেই হউক, সেই সময়ে প্রসূত তনয়কে একটি বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া যান। এইরূপে দূরান্তরে গমনপূর্ব্বক কিছুদিন অতিবাহনের পর, যখন তাঁহাদের প্রাণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, তখন তাঁহারা ধীরে ধীরে সেই পথে পুনরায় আসিয়া স্বীয় পুত্রকে তদবস্থার অক্ষত শরীর ও জীবিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর পুত্রক-পুত্রিত্বজন্মে তাঁহারা সপ্ত বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর, শ্রীমদ্বারগেব সমীপবর্তী গোবুল নগরে আসিয়া বাস করেন।

এখানে নারায়ণভট্টের অধীনে কোমলপ্রকৃতি বালক বল্লভের অধ্যাপনা চণিতে লাগিল। স্বীয় স্মৃতি ও অধ্যবসায়বলে বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি চারি মাসের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিরোগ হয়, এই সময় হইতেই সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তাঁহার পাঠ্য জীবনকে তমসাক্রম করিয়া ফেলে। তাহাতে তাঁহার শক্তিময় চিত্তে ঘোর সাংসারিক বিরহ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আচারানুষ্ঠানের বৈসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি আরও হতা-জ্ঞান হইয়া পড়েন। এই সকল দেখিয়া গুনিয়া তিনি প্রকৃত

ধর্ম্মপথপ্রায়ই চিত্তভারাগনোদনের এক মাত্র অবলম্বন জানিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক আচারাদি সংস্কার দ্বারা একটি অভিনব ধর্ম্মমত-স্থাপনের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই উদ্যোগের বশবর্তী হইয়া বল্লভ বাল-গোপাল উপাসনা-রূপ স্বীয় অভিনব মত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে তাঁহার মত বিস্তার করিবার পূর্ব্বেই, কাশ্যাবাদদেশে তাঁহাকে একবার মাতৃভূমি দর্শন করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইয়াছিল, এখানে আচরেই তাঁহার কীর্তিভক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় নামোদর দাস নামক একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিজয়নগরে স্বীয় মাতৃলালয়ে গমন করেন। এখানে বিজয়নগর রাজদরবারে রাজপণ্ডিতগণ তাঁহার মত-নিরাসের জন্য একটি প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করিলে তিনি তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার তর্কে পরাজিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণদেব স্বয়ং তর্ক-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরিসীত সেই যুবকের বাগ্মতা ও জ্ঞানবত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনায় ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজা করিলেন।

এই ঘটনা হইতেই বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি অতঃপর যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই স্থানে অনেকেই তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতে লাগিল, এইরূপে উজ্জয়িনী, বারাণসী, হরদ্বার, প্রভাগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার নবীন মতে অসংখ্য ব্যক্তি দীক্ষিত হইল। তাঁহার মতে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন জাতি-সঙ্গত বা ধর্ম্মপ্রণোদিত নহে। বারাণসী অবস্থানকালে তাহা তিনি স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এষ্ট বিবাহের কালে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বিট্টলনাথ নামে তাঁহার দুইটা পুত্র সন্তান হয়।

তিনি শেষ জীবনে প্রায়ই ব্রজভূমি ত্যাগ করেন নাট। তথায় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি গোবর্দ্ধন শৈলের পার্শ্বে শ্রীনাথের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করেন। একদা বৃন্দাবনে ভগবদ্বাদানে নিরত থাকিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান্ ঐ সময়ে তাঁহাকে স্বীয় পূজার বা উপাসনার একটি অভিনব প্রথা প্রবর্তন করিতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, ঐ প্রথায় তাঁহার বালকমূর্ত্তিরই উপাসনার ব্যবস্থা জানিবে। তদনুসারে বালকৃষ্ণ বা বালগোপাল নামে ঐ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

বারাণসীতে তাঁহার বাসভবন ছিল। সেখানে তিনি বাস

১. “রামানুজ ঐ: বীচকে বলাচাধ্যাকৃত্যুঃ।

ঐবিষ্ণুস্বামিনঃ কৃত্যে নিধাতিতঃ চতুঃসমঃ।” (প্রাণপ্রবেশেরতাবলী)



করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঐক্যের লীলাভূমি ত্রিবল্লবনে আসিয়া আপনার ধর্মমত ঐগকে ভগবৎ-প্রেমসলিলে নিষিক্ত করিয়া লইয়া যাইতেন। বারাহদীতে অবস্থানকালে তিনি বীর মতপ্রতিষ্ঠাপক কএক খানি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শ্রবোধিনী নামী সুবিদিত ভগবদ্গীতাটীকা অতি প্রসিদ্ধ। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বলভাচার্য্যের তিরোধান ঘটে। তিনি সাধারণ বৈদ্যানর বলিয়া পূজিত হইতেন। গ্রন্থাবলিতে তাহার বলভদীকিত নামও পাওয়া যায়।

তাহার রচিত গ্রন্থাবলী—অন্তঃকরণপ্রবোধ ও তাহার টীকা, আচার্য্যাকারিকা, আনন্দাক্ষরকরণ, আখ্যা, একান্তরহস্ত, কৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকিতাগবতটীকা, জলভেদ, কৈমিনিসুত্রভাষ্য (মীমাংসা), তত্ত্বলীপ বা তত্ত্বার্থলীপ ও তট্টীকা, ত্রিবিধলীলানামাবলী, নবরত্ন ও তট্টীকা, নিরোধলক্ষণ ও বিবৃতি, পদ্মাবলম্বন, পদ্ম, পরিত্যাগ, পরিবৃষ্টক, পুরুষোত্তমসহস্রনাম, পুষ্টি-প্রবাহমর্যাদাভেদ ও টীকা, পূর্বমীমাংসাকারিকা, প্রেমামৃত ও টীকা, প্রোচরিতনামন, বালচরিতনামন, বালবোধ, ব্রহ্মহৃদয়বৃত্তি, ব্রহ্মহৃদয়ভাষ্য, ভক্তিবর্দ্ধিনী ও টীকা, ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভগবদ্গীতাভাষ্য, ভাগবতভবলীপ নামে টীকা, নিবন্ধ ও ভাগবতপুরাণটীকা শ্রবোধিনী। এছাড়া ভাগবতপুরাণ দশমস্কন্ধাঙ্কুরকর্মণিকা, ভাগবত-পুরাণ পঞ্চম স্কন্ধটীকা, ভাগবতপুরাণৈকাদশস্কন্ধার্থনিরূপণকারিকা, ভাগবতসারসমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, মধুরামাহাত্ম্য, মধুরাষ্টক, বসুনাষ্টক, রাজলীলানামন, বিবেকধৈর্য্যাস্রয়, বেদভক্তিকারিকা, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, ক্রতিসার, সন্ন্যাসনির্ণয় ও তট্টীকা, সর্বোত্তমস্তোত্রটিপ্পণ ও টীকা, সাক্ষাৎপুরুষোত্তমবাক্য, সিদ্ধান্তসুজ্ঞাবলী, সিদ্ধান্তরহস্ত, সেবাকল-স্তোত্র ও তাহার টীকা, স্বামিজটক।

বলভাচার্য্যের মৃত্যুর পর, তাহার দ্বিতীয় পুত্র বিটঠল নাথ মঠের গদিতে উপবিষ্ট থাকিয়া অসীম বয়সে ও উচ্চমে এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে বীর পিতার প্রবর্তিত ধর্মমত বিস্তারে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি এই প্রচার-কাণ্ডে অশ্বখবৃক্ষ ২৫২ জন সাধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫ সকল পবিত্রচরিত্র বৈষ্ণববিগের জীবনী “মোদোবাস্তনবাস্তা” নামক হিন্দীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বিটঠলনাথ ১৫৬৫খৃষ্টাব্দে গোকুলে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৭০বৎসর বয়ঃক্রমকালে পবিত্র গোবর্দ্ধন শৈলশিখরে তাহার ভবলীলা শেষ হয়। তাহার দুই পত্নী এবং গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রত্ননাথ, বহুনাথ ও জনশ্রাম নামে সাতটা পুত্র ছিল; তন্মধ্যে গোসাক্ষী গোকুলনাথ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। গোকুলনাথ বীর পিতামহ বলভাচার্য্য হৃত সিদ্ধান্তরহস্তের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বলভাচার্য্যের

বংশধরগণ গোসাক্ষী উপাধিতে পরিচিত। বোম্বাই মঠের গোসাই তাহার একজন প্রধান প্রতিনিধি।

বলভাচার্য্যের ধর্মমত।

বলভাচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বের মূলমন্ত্র ব্রহ্ম-সম্বন্ধ। এই কথা তিনি ভগবানের নিকট লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাহার সিদ্ধান্তরহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণের অতিশয় আদরের বস্তুবোধে এখানে উদ্ধৃত হইল:—

“প্রাথমিকভাবে পক্ষে একাদেশ্যং মহানিধি।

সাক্ষাৎ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরম্ উচ্যতে ॥

ব্রহ্মসম্বন্ধকারিণাং সর্বেষাং দেহজীবনোঃ।

সর্বদোষনিবৃত্তিহি দোষঃ পঞ্চবিধঃ স্তম্ভঃ ॥

সহজা দেশকালোখ্য লোকবেদনিরূপিতাঃ।

সংযোগজাঃ স্পর্শজাঃ ন মন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥

অন্তথা সর্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।

অনমর্শিতবস্তুনং তন্ময়ং বর্ধনমাচরয়েৎ ॥

নিবেদিতঃ সমর্পেয়ঃ সৎ কুর্যাদিতি স্থিতিঃ।

ন মতং দেবদেবস্ত স্বামিভূক্তসমর্পণং ॥

তন্মাদানৌ সর্বকারণৌ সর্ববস্তুসমর্পণম্।

দত্তাপহার বচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥

ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গগমং মতম্।

সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥

তথা কাৰ্য্যং সমর্পেয়ং সর্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।

গল্পাঃ সর্বদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনা ॥

গল্পাভেদে নিরূপ্যং ত্রাণধনত্রাপি চৈব হি।

ইতি শ্রীবলভাচার্য্যবিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্তং সম্পূর্ণম্ ॥

[ বিদিত্ত বিবরণ বলভাচার্য্য শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বল্লভানন্দ, ষট্কারক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

বল্লভা ( ব্রী ) গুজরাতস্থ একটি প্রাচীন নগর ও জনপদ।

[ বলভীরাঙ্গবংশ দেখ ]

২ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের মেল। বল্লভ হইতে এই মেলের স্রষ্টা।

বল্লভেন্দ্র, কোতুর্কচিত্তার্মণ, শিবপূজাসংগ্রহ ও সনৎকুমার সংহিতাটীকাপ্রণেতা। ইহার উপাধি সরস্বতী। ২ বৈষ্ণবচিত্তার্মণ-রচয়িতা। ইনি তেলগুজরাত, পিতার নাম অমরেশ্বর ভট্ট।

বল্লভেন্দ্র ( পুং ) বাকপুত্রভেদ।

বল্লভ ( বেশজ ) ১ বড়সা। ২ সিংহল দ্বীপজাত নৌকা বিশেষ।

বল্লভ ( বেহুম ), মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম। বন্দীবাস নগর হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চোলরাজবংশের প্রতীকিত

একটা প্রাচীন মন্দির এবং উহার স্থলপূরণ আছে। এখানকার শিলালিপি মধ্যে একখানি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে রণসিংহ দেব মহারায় নামক রাজার রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ।

বল্লর (স্রী) বল্লতে ইতি বল্ল-অরন্। কৃষ্ণাঙ্কুর। (রাজনিং) ২ মঞ্জরী। ৩ গহন। ৪ কুজ। (ধরপি)

বল্লরি [ রী ] (স্রী) বল্ল-কিপ, বল্লং, সংবরণং গচ্ছতীতি ঞ-অচু-ই, কৃদিকারাদিতি বা ভীষ্। ১ মঞ্জরী।

“অনপায়িন সংপ্রয়দ্রমে গজভয়ে পতনার বল্লরী।”

(কুমারসং ৪৩২)

২ চিত্রমূল। ৩ মেধিকা (রাজনিং) ৪ বচ। (বৈভকনিং)

বল্লব (পুং) বল্ল-প্রীতো কিপ্ বল্লং প্রীতিং বাতীতি বা ক। ১ গোপ। (অমর)

“শশিনমিব সুরোধাঃ সারযুক্তমুমেতে।

কলসিমুদধি শুবাং বল্লবা লোড়য়ন্তি ॥” (মাঘ ১১৮)

২ ভীমসেন, বিরাট নগরে যখন অজ্ঞাতবাস অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন।

“পোরোগবো ব্রুবোগোহং বল্লবো নাম নামতঃ।

উপস্থাতামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ॥”

(ভারত ৪২১১)

(ত্রি) ৩ স্থপকার। (অমর)

বল্লভী (স্রী) বল্লভ-ভীষ্। বল্লবজাতি স্রী, বল্লবপত্নী। পর্যায়—অভীরা, গোপিকা, গোপা, মহান্দ্রী, গোপালিকা। (শব্দরত্নাং)

বল্লাপুর্ (স্রী) নগরভেদ। (রাজতর ৭২২০)

বল্লি (স্রী) বল্লতে সংযোগতি বল্ল সংযভাতুতা ইন্। ১ লতা।

“বল্লিগেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্কতশ্চৈব গচ্ছতি।”

(ভারত ১২১৮৪১০)

২ পৃথিবী। (শব্দমালা)

বল্লিকন্টকারিকা (স্রী) বল্লিকৃপা কন্টকারিকা। অগ্নিদমনী-কৃপ, শোলা। (রাজনিং)

বল্লিকন্টারিকা (স্রী) অগ্নিদমনীকৃপ।

বল্লিকা (স্রী) ১ বৃত্তমল্লিকা, চলিত বেলফুল। (রাজনিং)

২ উপোদকী, পুই। (বৈভকনিং) বল্লি-বার্ধে কন্টাপ। ৩ লতা।

বল্লিজ (স্রী) সরিচ। (রাজনিং) (ত্রি) ২ বল্লিজাতমাত্র।

বল্লিদূর্বা (স্রী) বল্লিকৃপা দূর্বা। চলিত খেতদূর্বা। মরাঠী—পাংড়রীহরিষারী; কণ্ঠি—বিলিরকরুকে। এই দূর্বার গুণ—

ভিক্ত, মধুর, ষাঁত, পিত্তর এবং কক, বমি ও কৃষ্ণাহর। (রাজনিং)

বল্লিমং (ত্রি) বল্লীকৃত। “অনুদ্রুতবল্লিমবদরী” (পীতগো ২১০২)

বল্লিমলয়, মাহারাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চিত্তর

তালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। পূর্বে ইহা হুগলি পরিশোধিত নগরে পরিণত ছিল। পেয়ারী নদীতীরবর্তী মেলপাড়ী গ্রাম হইতে ১ মাইল পশ্চিমে ও চিত্তর হইতে এই স্থান ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এখানে জৈন সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কালে শৈবগণ প্রবল হইয়া শিলাগোপালয়ার প্রভাব বিস্তার করেন। উহারায় পূর্বতোপরিষ প্রাচীন জৈন-মন্দির অধিকার করিয়া তাহা স্তূত্রভগ্ন্যামন্দিরে পরিণত করেন। পূর্বতগায়ে জৈনকীর্তির নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি মূর্তি ও শিলা-কলক উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গঠননৈপুণ্য দেখিয়া অমুমান হয় যে, ৪০ × ২০ ফিট পরিময়বৃত্ত একটি পূর্বতগুহা মধ্যে ঐ মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছে। এবার, চোলরাজবংশের কোন রাজা ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্বতের দক্ষিণাংশে পূর্বতচুড়া কাটিয়া সমতল ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার চতুর্দিকে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, জৈন-প্রাচীনার সময় ঐ স্থানে একটি স্তূত্র গিরিহর্গ স্থাপিত ছিল। নগরের প্রধান রাস্তার পূর্বাংশে একটি সুবিস্তৃত চূর্ণের ধ্বংস নিদর্শন অত্যাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিপুর, মাহারাজ প্রেসিডেন্সীর তিরেবলী জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। নানগুগেরী তালুকের সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে তিরেবলী সমরে আসিবার রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এখানে একটি দীর্ঘিকার ধারে বহুসংখ্যক প্রেতরাবলী নিপতিত আছে। উহার শিরনৈপুণ্য ও তন্মধ্যে অঙ্কিত প্রতিভূতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই সেগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ঐ পাথরের মধ্যে কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এখানে যে জিনমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিশপ স্যাক্সেন্ট লষ্টয়া রক্ষা করিতেছেন।

এতদ্বারা এখানে কুলশেখর পাণ্ডের স্থাপিত একটি স্তূপহং শিবমন্দির আছে। বিষ্ণু ও স্তূত্রভগ্ন্য দেবের অস্ত্র দুইটা মন্দিরও বহু প্রাচীন। পাণ্ডা রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত একটি স্তূপ চূর্ণের ধ্বংসাবশেষ অত্যাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিরাষ্ট্র (পুং) জনপদবাসী লোকভেদ। অপর নাম মল্লরাষ্ট্র। (বিষ্ণুপুং)

বল্লিশাকটপোতিকা (স্রী) বল্লিপ্রধানা শাকটপোতিকা। মূলপোড়ী, চলিত কচিমুলা। (রাজনিং)

বল্লি[স্রী]পু[স্রী]রগ। (পুং) বল্লিপ্রধানঃ পুরুষঃ। অত্মরশণী।

বল্লী (স্রী) বল্লি-ভীষ্। লতা। এই লতার ইতিকাল একবহ

মাত্র। ইহা ভূপৃষ্ঠে বিরা বিদ্যুত হইয়া পড়ে। ইহা কুয়াও বা কুমড়া লতা প্রভৃতি নামে খ্যাত। (সুত্রত যজ্ঞমন্ ২৮ অঃ)

“লতাবল্লীশ্চ গুহ্যশ্চ স্থানস্থান এব চ।

কনান্তে চক্রিরে মার্গং হিন্তস্তো বিবিধান্ ক্রমান্ ॥”

(রামায়ণ ২।৮০।৬)

২ কৈবর্তমুতা, চলিত কেওটমুতা। (রাজনিং) ৩  
কজ্জমোদা, চলিত রাজ্জনী। ৪ চষা, চই। (রাজনিং) ৫ অমি-  
দমনী, শোলা। ৬ কৃষ্ণাপরাজিতা। (বৈত্তকনিং)

বল্লীকর্ণ (পুং) সম-বিষাগ্নপালি কর্ণ। (সুশ্রুত ২০।১৬ অঃ)

বল্লীখদির (পুং) আককনামক খদিরভেদ। ইহার গুণ—তিক্ত,  
ঐষ্ট, উষ্ণ, কষায়, জ্বররস এবং হাস-কাসয় ও পিত্ত-রক্ত দ্বিবেদ-  
হর। (বৈত্তকনিং)

বল্লীগড় (পুং) বল্লিরূপে গড়ঃ। মৎস্যভেদ, চলিত কথায়  
কোথাও ভোলা, কোথাও বেলে এবং কোথাও বালিকড়া বেলে।  
ইহার গুণ—লঘু, রূক্ষ, অনভিমানী, বায়ুকর ও কফনাশক।

বল্লীজ (স্ত্রী) বল্ল্যাং লভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড। ময়ীচ।  
(রাজনিং, শব্দচঃ) তাম্রপদসংজ্ঞক বৎসরে বল্লীজ সকল পরিপক  
হয়। অস্ত শব্দ হয় না।

“ভাদ্রপদে বল্লীজং নিষ্পত্তিঃ ঘাতি পূর্বশতক।” (বৃহৎসং ৮।১৩)

বল্লীপক্ষমূল (স্ত্রী) লতা পক্ষমূল

“বিনারী সারিবারজনী গুড়ুচোহজ্জাহ্নী চেতি।”

(সুশ্রুত ২০।৩৮ অঃ)

পরিভাষাপ্রদীপের মতে উক্ত পক্ষমূল কফনাশে প্রশস্ত।

সুশ্রুত চিকিৎসাস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়েও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

বল্লীপলাশকন্দ। (স্ত্রী) ভূমিকুয়াও। (বৈত্তকনিং)

বল্লীকুল (স্ত্রী) কর্কটকাদি। (সুশ্রুত চিঃ ১৪ অঃ)

বল্লীবট (স্ত্রী) বটবৃক্ষ ভেদ।

বল্লীবদরী (স্ত্রী) বল্লীরূপে বদরী। ভুবদরী, চলিত মোটা কুল।

বল্লীমুদগা (পুং) বল্লীযু জাতো মুদগঃ। মুকুঠক। (রাজনিং)

বল্লীবৃক্ষ (পুং) বল্লীবৎ দীর্ঘো বৃক্ষঃ। সাগবৃক্ষ। (রাজনিং)

বল্লুর (স্ত্রী) বল্ল্যাতে আত্রিরনে লতাদিনেতি বল্ল বাহুলকাৎ  
উগচ্। ১ কুজ। ২ মঞ্জরী। ৩ কেক্র। ৪ নির্জল স্থান।  
৫ শাফল। (হেমচঃ) ৬ গহন। (মেদিনী) বিশ্বধররত্না-  
বলীতে বল্লুর স্থানে বল্লুর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লুর (ত্রি) বল্ল্যাতে সত্রিরতে ইতি বল্ল-উগচ্ (খজ্জিপিহাদিভ্য  
উগোলটো। উণ্ ৪।১০) ১ আতপাদি দ্বারা গুড় মাংস। (অমরঃ)  
মহু এইরূপ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

“নিমজ্জতচ্চ মন্ত্রাশান্ সোনাং বল্লুরূমেব চ।” (মহু ৪।৬৩)

‘বল্লুরঃ গুড়মাংসম্’ (কুল্লুক)

২ শুরমাংস। (মেদিনী) ৩ বনকেত্র। ৪ বাহন।

৫ উবরভূমি। (হেমচন্দ্র)

বল্লুর (বঙ্গুর), কাম্বীর উপত্যকাহ একটি সুবৃহৎ ব্রহ্ম। বিলাম  
নদীর বিস্তার দ্বারা গঠিত। ইহার পূর্বপশ্চিমে ২১ মাইল এবং  
উত্তরদক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের অক্ষা°  
৩৪°১০’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৭’ পূঃ। ইহার মধ্যস্থলে একটি  
ক্ষুদ্র বদ্বীপ আছে, তদুপরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসা-  
বশেষ বিদ্যমান। এই বিস্তৃত বৌদ্ধকীর্তি যে এক সময়ে  
এখানকার অপূর্বশ্রী সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।  
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও ইহার তটভূমি উজ্জ্বল রহিয়াছে।  
এখানে প্রায়ই ভীষণ ঝটিকা হইয়া থাকে।

বল্লুর, (বায়-বঙ্গুর) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার  
একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৪ বর্গমাইল। এই উপ-  
বিভাগের পালার নদী প্রবাহিত উত্তরাংশ সমতল এবং অপর  
সকল স্থানই প্রায় উচ্চশাকীর্ণ পর্বতমালায় পরিপূর্ণ। এখানে  
ছয়টি থানা আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর। পামীর নদীর  
তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°৫৫’১৭’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১০’  
১৭’’ পূঃ। উপবিভাগীর বিচারকার্যের সুবিধার জন্ত এখানে  
১টি দেওয়ানী ও ৪টি ফৌজদারী আদালত আছে। নগরটী  
মিউনিসিপালিটির অধীন। এখানে এক জন সর্বকলেঙ্কায়  
থাকেন। একটী সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানে  
সামরিক কর্মচারীদের বাসের জন্ত গৃহাদি নির্মিত আছে।  
এতদ্ভিন্ন জেল থানা, গির্জা, হাসপাতাল প্রভৃতি রাজকীয়  
অট্টালিকা এই নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। মাদ্রাজেব  
দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটি  
ষ্টেশন আছে।

১২৭৪-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানকার হর্গ নির্মিত হয়।  
স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ভদ্রাচলবাসী এক ব্যক্তি এই  
হর্গ নির্মাণ করিয়া বিজয়নগর রাজকরে অর্পণ করেন।  
খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে বিজাপুরের সুলতান এই  
নগর অধিকার করিয়া লন। অন্তঃপর ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কাজী-  
রাওর অধীনে মহারাষ্ট্রগণ সাড়েবার মাস অবরোধের পর  
বঙ্গুর হর্গ জয় করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে দাউদ  
খাঁ নামক এক জন মুমোগলসেনানী দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত  
হন। তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭১০ খৃঃ অঃ  
হর্গ স্বীয় জামাতা দোস্তআলীকে দান করেন। দোস্তআলীর  
পুত্র মুর্তজা আলী ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্বদর আলীকে  
গোপনে নিহত করিয়াছিলেন। অন্তঃপর প্রায় ২০ বৎসর  
কাল মুর্তজাআলী এই সুদৃঢ় হর্গের সর্বসমর কর্তা হইয়া আর্কটের  
নবাব এবং তাঁহার ইরাজমিত্রকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মৃত্যু নির্দিষ্ট হইতে এই দুর্গাধীশ্বর থাকেন। উক্ত বর্ষে এক দল ইংরাজসেনা দুর্গপ্রাচীর সম্মুখে আসিয়া গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন কোলাহলের বিনীত প্রার্থনার ইংরাজ সেনাপতি সমলে প্রত্যাহৃত হন।

ইহার কিছুদিন পরে, বঙ্গুর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে তথায় ইংরাজসেনাশাণের ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী সৈন্তে দুর্গ সমীপে আসিয়া দুর্গাধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর হায়দার পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগর অবরোধ করেন। এই অবরোধ প্রায় দুই বৎসর থাকে। অবশেষে হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে মহিমুরসৈন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এখান হইতে বঙ্গুর আক্রমণে অগ্রসর হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টপতনের পতনের পর, টিপু সুলতানকে কিছুদিন এখানে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এই সময়ে সেনাদলের মধ্যে রাজব্রোহ্মজেনক একটা বড়বয় চলিতে থাকে, তাহাতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সামান্য সিপাহী-বিরোধ ঘটে। তাহাতে অনেক যুরোপীয় নিহত হয়। কর্ণেল জিলেসপি বিরোধ দমন করিলে শীঘ্রই মহিমুরের রাজকুমারদিগকে বাঙ্গালার হানাত্তিত করিয়া ইংরাজগণ তাবি-বিরোধের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হন।

উপরি উক্ত দুর্গ ভিন্ন, এখানে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক অট্টালিকা ও মন্দির আছে। দুর্গাতত্ত্বের জলকণ্ঠের স্বামী মন্দির (শৈব) এখনও সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির নির্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গস্থাপনের পর উহা গঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজ্যাধিকারের কিছু পূর্বে সম্ভবতঃ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এখানকার স্মৃতিস্তম্ভ পুষ্করিণী এবং তদীয় মহিষী কৃষ্ণাঙ্গী অখানদীতীরে দুইটি মন্দির স্থাপন করেন। স্থানীয় বিষ্ণুমন্দির ও চাঁদ সাহেবরুত জুমামসজিদ, হায়দার বংশের সমাধিক্ষেত্র এবং কএকটি হিন্দুকীর্তির নিদর্শন দেখিবার জিনিস।

বঙ্গুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার বেঙ্গবাড়া তাণ্ডকের অন্তর্গত একটি নগর। বঙ্গুর জমিদারীর রাজধানী। কৃষ্ণা নদীতীরে বেঙ্গবাড়া হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বঙ্গুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর বাপটলা তাণ্ডকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। বাপটলা হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার গোপালস্বামিসম্মিলিত ও মণ্ডপের স্তম্ভগারে দুই পানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মণ্ডপটি নির্মিত হইয়াছিল।

বঙ্গুরক (পুং) বঙ্গুর-কন। [ বঙ্গুর দেখ। ]

বঙ্গুর, জাতিবিশেষ।

বল্লুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরবিভাগের খাঁদড় জাতি-বিশেষ। ইহার বের-বল্লুর নামেও পরিচিত।

বল্লুগ (স্ত্রী) বঙ্গ-ভাবে বঙ্গ, বঙ্গায় সংবরণায় সাধুঃ, বঙ্গ-বৎ। ধাত্রীহৃৎ। (হারাবলী)

বল্লুজ (পুং) বঙ্গে পূর্বে জায়তে ইতি জন-ড। ১ উপল। উপলভূতেন, ব্যবহৃত। চলিত উলুখড়। (অমর)

“মুক্তাভাবে কু কণ্ঠব্যঃ কুশান্তকবয়ঃ।

ত্রিহতাগ্রাষ্ট্রনেকেন দ্রিভিঃ পঙ্কতিবৈ বা ॥” (মহু ২।৪২)

বল্লুজা (স্ত্রী) বঙ্গ-টাপ। ভূগবিশেষ। পর্যায়—দৃঢ়পত্রী, ভূগন্ধ, ভূগবজা, মোক্ষীপত্রা, দৃঢ়তৃণ, পানীরাশ্রা, দৃঢ়কুরা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, বাহ ও কৃকানাশক, বাতবর্জক, কটিকব ও কণ্ঠতৃণিকারক। (রাজনিঃ)

বল্লুশ (পুং) শাখা। “শত বল্লুশে বটঃ” (ভাগ ৫।১৬।২৫)

বল্লুহ, ১ কান্তি। ২ শ্রেষ্ঠ। চুরাদিঃ পরমৈঃ অকঃ শ্রেষ্ঠাধে ভাদিঃ আশ্বনেঃ সকঃ সেট। লট্ বল্লুহতি। লুঙ্ অববল্লুহৎ। ভাদি পক্ষে লট্ বল্লুহতে।

বল্লুহিক (পুং) জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ বাল্লীক জাতি।

[ পূর্বর্গে দেখ। ]

বব (পুং) সময়নির্ণার্থ জ্যোতিষোক্ত একাদশ করণের প্রথম।

ববঙ্গ (স্ত্রী) বরঙ্গ। (ত্রিকা)

ববজুর্দী (স্ত্রী) যে ব্যক্তি পাণক্ষালন করিয়াছে। কৃতপ্রারম্ভিক।

বব্র (দ্রি) ১ বেচিত। (সারণ) (পুং) ২ অক্ষকার-বারক। (সারণ) ৩ গন্ত, গম্বর। (সারণ) ৪ কূল। (নৈষট্ ৩২৩)

বব্রি (পুং) শরীরাবরক জর। “বব্রি কৃৎস শরীরমাণ্ডত্যা-বিত্তাং জরাম্” (অক ১।১৩।১০ সারণ) ২ রূপ। (নৈষট্ ৩৭)

বব্রিবাসস্ (দ্রি) রূপযুক্ত বসনশালী। “বব্রিবাসস বব্রিঃ রূপনাম রূপোপেতবসনবস্তস্।” (অথর্ক ৮।৩২)

বব্লু (ক্বেল)ল (পুং) বঙ্গুর বৃক্ষ, চলিত বাবলা।

“বব্লুঃ কিং কিরাতঃ ত্রাং কিং কিরাটঃ সপীতকঃ।

স এব কথিতত্ত্বজ জৈরাভা বটপদমৌলিনী।

বব্লুঃ ককল্পগ্রাহী কুঠকমিষিষাধঃ।” (ভাবপ্রঃ)

বব্লুলনির্ঘ্যাস (পুং) বব্লুল বৃক্ষের নির্ঘ্যাস, বাবলার আটা, গুদ। ইহার গুণ—গ্রাহী, পিত্ত ও বায়ু, এবং রক্তাতিসার, পিত্তাশ, মেহ, ও প্রদরনাশক। তত্তির ইহা তত্তরহানসন্ধান-কারী, শীত ও রক্তাশ্বারক। (আত্রেরসঃ)

বব্লুল্যাভরিক (পুং) গ্রহণযোগ্যধিকারোক্ত ঔষধভেদ

বাবলা ছাল ২৫ সের, পাকার্ধ জল ২৫০ সের, শেব ৩৪ সের, শুড় ৩৭০ সের, ধাইফুল ১০ পল, পিপুল ২ পল, তারকল, কাঁকলা, শুড়ফক, এলাইচ, তেঁজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, মরিচ প্রত্যেকে ১ পল। এই সমস্ত একত্র করিয়া এক মাস বাবৎ আত্ম পায়ে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার প্রকৃতি নানা গীড়ার শান্তি হয়। (তৈজস্ক্যরসাবলী গ্রন্থাধিকার)

বশ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। অদ্যমি পদমে সৰ্বং সেট্। লট্ বটি, উট্: উশতি। হি—উড্টি। লিঙ্ উজাৎ। লঙ্ অবট্ ঔষ্টাং ঔশন্। লিট্ উবাশ, উণত্: উবশিথ, উশিব। লুট্ বশিতা। লুট্ বশিযতি। লুঙ্ অবশীৎ। অবশীৎ। সন্ বিবশিষতি। বঙ্ বাবস্ততে। বঙলুক্ বাবটি। শিচ্ বাশয়তি। লুড্ অববিশৎ।

বশ (ক্ৰী) বশ (বশিরণ্যাকরুপসংখ্যানং। পা ৩৩৫৮) ইত্যন্ত ব্যক্তিকোচ্য অণ্। ১ ইচ্ছা। ২ প্রভুত্ব। ৩ আরম্ভতা।

“বশে বলবতাং ধর্মঃ স্তুখং ভোগবতামিব ॥” (ভারত ১২।১৩৪৭)

(ত্রি) বটীতি বশ-অচ্। ৪ আরম্ভ। (শকরস্মাং)

“গুণাচ্যোহপি তদাকর্গ্য সত্যং খেদবশোহস্তবৎ ॥”

(কথাসরিৎসাং ৮।১৭)

(পুং) বশ-ভাবে অচ্। ৫ ইচ্ছা। (অমর) উত্ততে ইত্যতে

ইতি বশ-কর্মণি অণ্। ৬ বস্ত্রাগৃহ। ৭ আরম্ভতা। ৮ প্রভুত্ব।

(ত্রিকাং) ৯ জয়। (হেম)

বশংবদ (ত্রি) বশং তবাহং বশ ইতি ব্যাকং বদতীতি বশংবদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩২।৩৮) ইতি খচ্, (অকৃষিবদস্তত্ব মৃন্। পা ৬।৩৬৭) ইতি মৃন্। আমি তোমার বশীভূত এই কথা যিনি বলেন। ২ বশীভূত।

“স জহায় হ্রয়চারো ভূতং লোতবশংবদঃ ॥”

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৯৫)

বশংবদস্ত (ক্ৰী) বশংবদস্ত ভাবঃ স্ব। বশংবদের ভাব বা ধর্ম।

বশকর (ত্রি) বশংকরোতীতি। যাহাকে বশ করা যায়। বস্ত্র, বশীভূত।

বশক্কা (ক্ৰী) বশেন আরম্ভতয়া কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। বস্ত্রা নারী। (শকরস্মাং)

বশক্রিয়া (ক্ৰী) বশত ক্রিয়া। বশীকরণ। পর্যায়—সংবদন। (অমর) [বশীকরণ বেষ।]

বশগ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ড। বশগত, বশীভূত।

“দ্যমি ভে হস্ত বসং বশিচ্ছসি

প্রশাদি মংজান্ বশগোহ্যহং তব ॥” (ভারত ৪।৩।১২)

ত্রিরাং টাপ্। বশগা—বশীভূতা।

বশংগত (ত্রি) বশংগতঃ। বশীভূত। (ভাগ০ ৪।২৩।২৬)

বশগত্ব (ক্ৰী) বশগত ভাবঃ স্ব। বশগের ভাব বা ধর্ম, বশতা বশগমন (ক্ৰী) বশ হওরা, বশীভূত হওরা।

বশগামিন্ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-গিনি। যিনি বশীভূত হইয়াছেন, বশ হইয়াছেন।

বশতা (ক্ৰী) বশত ভাবঃ ভল্-টাপ্। বশত্ব, বশের ভাব বা ধর্ম, বশত্ব।

বশনীয় (ত্রি) বশযোগ্য, বস্ত্র।

বশবর্তিন্ (ত্রি) বশে বর্ততে বৃত্ত-গিনি। বশীভূত, যিনি বশে অবস্থান করেন।

বশব্ধ (ত্রি) বশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। বশবর্তী।

বশা (ক্ৰী) বশ-অচ্-টাপ্ (বশিরণ্যাকরুপসংখ্যানং। পা ৩৩৫৮) ইতি অণ্ বা। ১ বক্ষ্যানারী। মহুর মতে, রাজা বক্ষ্যানারীর ধন রক্ষা করিবেন।

“বশাহপুত্রোহ চৈব ভাদ্রকণং নিম্নলাহ চ।

পতিব্রতাহ চ ক্রীষু বিধবায়াতুরাহ চ ॥” (মহু ৮।২৮)

১ হতা। ২ যোবা। ৩ ক্রীষবী। ৪ করিণী। (মেদিনী)

৫ বক্ষ্যাগবী। “ভারতাদ্ধে বশাভিরুজ্জিভঃ” (ঋক্ ২।৭।৫)

“বশাভিরুজ্জিভঃ” (সারণ) ৬ বশীভূতা।

“সপ্তভির্মাত্রতঃ কৃত্বা করবীরত পুশ্যকম্।

ক্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ কণাধৈ সা বশা ভবেৎ ॥” (গুরুভৃশু ১৮৩ অ)

বশাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ।

বশাচ্যক (পুং) বশা আচ্যকঃ। প্রচুরবশাবহাৎ তথাকং। শিশুমার। (শকরস্মাং)

বশাতল (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ক)

বশানুগ (ত্রি) বশস্ত অনুগঃ। বশবর্তী, বশীভূত। ২ দাস বা দাসী।

বশান্ন (ত্রি) ১ বশান্নে অন্ন। ২ বশান্নবিশিষ্ট। (ঋক্ ৮।৪৩।১১)

বশাপায়িন্ (পুং) বশাং পিবতীতি পা-গিনি। কুজুর। (শকরস্মাং)

বশামৎ (ত্রি) বশামুৎ। (পা ৮।২।৯ যবাদিগণ)

বশায়াত (ত্রি) বশং আয়াতঃ। বশীভূত। বশপ্রাপ্ত।

“প্রাকসংস্কারবশায়াতবৈরমেহঃ” (কথাসরিৎসাং ২।৩।১১)

বশি (ক্ৰী) বশ-ভাবে ইন্। বশিষ। (শকমালা)

বশিক (ত্রি) শুল্ক। (অমর)

বশিকা (ক্ৰী) বশী বশীকরণ সাধ্যাৎনাত্যক্তা ইতি বশ—ঠন্ টাপ্। অণুত্ব। (শকচং)

বশিতা (ক্ৰী) বশিনো ভাবঃ বশিন্-ভল্-টাপ্। বশিষ, বশীর ভাব বা ধর্ম।

বশিত্ব (ত্রি) বশ-ভূচ্। বস্ত্র, স্বাধীন।

“যো বৈ মহাবশ্যাপন্ন ঐষিভূষিতুঃ পুমান্ ॥” (ভাগ ১।১।৫।২৭)

“বশিতুঃ বস্ত্রস্ত” (স্বামী)

বশিষ্ট (ক্লী) বশিন্ ভাবে হ। আরম্ভঃ।

“শাস্ত্রং হুচিতিতমপি প্রতিচিহ্ননীর-  
সারাবিভোহপি নৃপতিঃ পরিপক্বনীরঃ।

অক্কে হিতাপি বৃষতিঃ পরিপক্বনীরঃ।

শাস্ত্রে নৃপে চ বৃষতো চ কুতো বশিষ্টঃ ॥” (বড়ু ১)

২ অগ্নিমানি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যবিশেষ। যোগ  
দ্বারা এই ঐশ্বর্য লাভ হয়। এটি ঐশ্বর্য লাভ হইলে  
স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা হয় এবং সকলই তাহার  
বশ হইয়া থাকে।

“অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাক্ষাম্য মহিমা তথা।

ঐশিষ্টক বশিষ্টক তথা কাম্যাবশ্যায়িতা ॥” (ভরত)

বশিন্ (ত্রি) বশ-ইনি। জিতেদ্বির, বশযুক্ত।

বশিনী (ক্লী) বশো বশীকরণ সাধ্যতেনাত্ত্যক্তা ইতি বশ-ইনি  
তীপ্। ১ ঘলা। ২ শমীকৃৎ।

বশিন্মনু (ত্রি) যোগের ঐশ্বর্যভেদ।

“বশিষ্টাং বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমোংগঃ।”

(মার্কপুঃ ৪০।৩২)

বশির (ক্লী) উক্ততে ইহাতে ইতি বশ বাহুলকাৎ ক্রিচ্, যদা  
বশং বশতঃ রাতীতি রা-ক। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিঙ্গলী।  
(অমর) ৩ চব্য। (রাজনিঃ) ৪ অপামার্গ। (মেদিনী)  
৫ বচ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বশিষ্ঠ (পুং) বশবতাং বশিনাং শ্রেষ্ঠঃ, বশবৎ-ইষ্টন (বিশ্বকোষপুংক।  
পা ৫।৩৬৫) ইতি মতোলুক, যদা বরিতঃ পুরোদরাদিত্যং সাধুঃ।  
স্বনামপ্যাত মুনি, প্যায়—অক্ষতীজানি, অক্ষতীনাথ, বশিষ্ঠ।  
(হেম) বশিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কর্মকন্ডা  
অক্ষতী হইবার ক্লী এবং পুত্র সপ্তবি। (ভাগবত) কৃষ্ণপুরাণের  
মতে হইবার ৭ পুত্র ও এক কন্ডা। [বসিষ্ঠ দেখ।]

“বশিষ্ঠস্ত তরোজ্যায়ং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ।

কন্ডাক পুণ্ডরীকাক্ষং সর্কশোভাসমহিতাম্ ॥” (কুর্মপুঃ ১২অ)

২ মিত্রাবরুণের পুত্র। (অগ্নিপুঃ)

বশীকরণ (ক্লী) বশ-কৃ-ভাবে লুট, অভূতভাবে চি। মণি-  
মন্ত্রোৎসাহি দ্বারা আরম্ভীকরণ, আধর্ষকক্রিয়াভেদ, যে ক্রিয়া দ্বারা  
সকলে বশ হয়, তাহাকে বশীকরণ কহে, ইহা মণি, মন্ত্র ও  
ওষধি দ্বারা হইয়া থাকে। মণি প্রভৃতি ধারণ এবং মন্ত্র ও ঔষধ  
প্রয়োগ করিলে বশীকরণ হয়। তন্মধ্যে বশীকরণের সর্বোৎকৃষ্ট  
বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ  
আলোচনা করা হইল।

বিনি মারণ, উঠাটন ও বশীকরণাদি কার্য করিবেন, তাহার  
সম্বন্ধ হইতে হইবে, মনসিক না হইয়া এই সকল প্রক্রিয়া

করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। সাধক কিম্বদন্তি বিংশতি সহস্র  
মন্ত্র জপ করিয়া এই বশীকরণ করিবে, বশীকরণ কার্য করিলে  
তাহাকে লক্ষনমাত্র ত্রিভুবন অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।

ভূমিকুম্ভাও ও বটকুম্ভের মূল জলের সহিত ধারণ করিয়া  
বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে, এই করিয়া বাহ্যকে  
দেখা যায়, তিনিই বশীভূত হন। পুণ্যানক্রে পুনর্বার মূল ও  
কুম্ভদ্বার মূল উত্তোলন করিয়া এই মূলের সহিত বব্বীজ বন্ধন-  
কালে ‘ও ঐ পুণ্য কোত্তর ভগবতি গভীরয় হুং বাহা’ এই মন্ত্র  
দ্বারা ৭ বার অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহা বন্ধন করিবার পূর্বে ঐ  
মন্ত্র বিংশতি সহস্র জপ করিবে। ইহাতে লোক সকল বশীভূত  
হয়। বায়ু দ্বারা উৎকৃষ্ট পত্র, মজ্জিষ্ঠা, অর্জুনবৃক্ষ, ভগবকটি  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাহ্যকে তক্ষণ এবং বাহার গাত্রে  
করান যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

পুণ্যানক্রে কণ্টকারী মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে বন্ধন  
এবং কুম্ভপত্রের চতুর্দশীর রাজিতে শ্মশানবিশিত মহানীল বৃক্ষঃ  
মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈলদ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত হয়।

প্রশানোৎপন্ন মহানীলবৃক্ষের মূল ও বীর ওক একত্র পেষণ  
করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত  
মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্বলোকপ্রিয় হয়। পুণ্যা-  
নক্রে ইড়া নাড়ী বহন সময়ে ব্রহ্মদ্বার মূল উত্তোলন করিয়া  
বাহ্যকে ভোজন করান যায়, সে বশ হয়। পেটকের জদয়,  
ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে  
লইয়া চকুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। চকুতে অঞ্জন  
দিবার পূর্বে “ও নমো মহাবর্ষিণি অমুকং মে বশমানয় বাহা” এই  
মন্ত্র ১০ হাজার জপ করিতে হয়। সুগণিবানক্রে রক্তকন্দার  
মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নয় অঙ্গুল পরিমাণে কীলক — ‘ও ঐ  
বাহা’ এই মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাহার নাম উল্লেখ  
করিয়া ভূমিতে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত  
হয়। ঐ মন্ত্র প্রথমে ১০ হাজার জপ করা আবশ্যিক।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত  
কীলক ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা  
যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। ‘ও মদন কামদেবায়  
বাহা’ এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত বার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই  
কার্য করিবে। অভিমন্ত্রণ ও এই মন্ত্রদ্বারা হইবে। অপামার্গের  
মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলেও বশীকরণ হয়।

বরকুম্ভম বস্ত্র মধ্যে গ্রহণ করিয়া জিপথের মধ্যস্থানে শনি  
বা মঙ্গলবারে দণ্ড করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদ্বন্দ্বভঙ্গদ্বারা  
কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বশীভূত হন। দণ্ড  
করিবার সময় ‘ও নমো তৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে

রাজমোহনে প্রজাবনীকরণে ত্রীপুত্রবরজনিলাকবস্ত্রমোহনি যে  
সোহঃ 'ঐ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে ইষালালিয়ার মূল, মরুতৈল,  
মধু ও হরিভাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক  
করিলে সর্বলোককে বনীভূত করিতে পারা যায়।

হমানীপক্ষের মূল ও হরিভাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা  
করিবে, ঐ গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া বাহার নিকট যে দ্রব্য আর্থনা  
করা যাইবে, তিনি বনীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য প্রদান  
করিবেন। 'ঐ অম্বকর্ণধরে চূর্বলে অর্হি কেশিক জটাকলাপে  
ঢকারকেৎকারিণি বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার অমুষ্ঠান  
করিতে হয়।

বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া ঘষিয়া তিলক  
করিলে সর্বলোক বনীভূত হয় এবং কৃষ্ণপরাভিতা, ভুজরাজের  
মূল, গোয়ালচনা, বেড়োলা ও বেতাপরাভিতার মূল এই সকল  
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিতা কস্তার হস্তে লেপন  
করিবে, তৎপরে ঐ লিপ্ত বস্ত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক  
করিলে সর্বলোক বনীভূত হয়।

রক্তকরবীর পুস্প, কুড়, বেতসর্ষপ, বেত আকন্দের মূল, তগর,  
বেতগুজা ও রাখাল-শসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যামক্ষত্রযুক্ত  
কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে একত্র করিয়া পেষণ করিবে,  
তৎপরে ঐ পিষ্টদ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে সকল লোক বনীভূত হয়।

অপামার্গের মূল ও গোয়ালচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে  
তিলক করিলে ত্রিজগৎ বনীভূত হয়। 'ঐ নমো বরজালিনী  
সর্বলোকবশভরী বাহা' এই মন্ত্র ৮ হাজার জপ করিয়া উক্ত  
কাণ্ড করিবে। পেচকের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইয়া তাহার  
সহিত গোয়ালচনা মিশ্রিত করিয়া বাহাকে জলের সহিত পান  
করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইবে।

পেচকের ছই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু এই দুই দ্রব্য একত্র  
চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বনীভূত  
করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য  
ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের  
সহিত আত্মাণ করাইলে বা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে  
সে বনীভূত হয়।

পেচকের মাংস, কুহুম, অণ্ডক, রক্তচন্দন ও গোয়ালচনা এই  
সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষ্য কিংবা পাণের  
সহিত প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বনীভূত হয়। ইহা করিবার পূর্বে  
'ঐ হ্রীং হ্রীং হ্রঃঃ হ্রঃঃ কটু নমঃ' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া  
করিতে হয়। ইহাতে কি ত্রী কি পুরুষ সকলেই বনীভূত হয়।  
পূর্বদিকের উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল উত্তোলন করিয়া,

উত্তরাভিমুখে উত্থলে ঐ মূল কুণ্ঠিত করিবে, অনন্তর ঐ মূল  
ও ত্রিকটু তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণপূর্বক ছাগমূত্রে  
গুটাইয়া খটী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ গুটিকা ও রক্তচন্দন  
একত্র ঘর্ষণ করিয়া বীর অমুলিতে লেপন করিয়া ঐ অমুলি দ্বারা  
বাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, সেই ব্যক্তি বনীভূত হয়।

পূর্কোক্ত খটী, দেবদারু ও বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া  
একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া বাহার অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা  
যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে।

পূর্বকৃত খটী ও গোয়ালচনা এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে  
লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই  
ব্যক্তি সর্বত্র জয় লাভ করে। 'ঐ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ববশভরী  
সর্বার্থসাধিনী বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ইহার  
অমুষ্ঠান করিবে।

কৃষ্ণা চতুর্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেব-  
তাকে বলিপ্রদানপূর্বক বেড়োলায় মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ  
করিবে। এই চূর্ণ তাৎক্ষণিকের সহিত বাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবে,  
সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে।

গোয়ালচনা ও বেড়োলা একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে  
সকল লোক বনীভূত হয়। মনঃশিলা ও বেড়োলায় মূল একত্র  
পেষণ করিয়া অঙ্গন করিলেও সর্বলোক বনীভূত হয়।  
বেড়োলায় মূল সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাৎক্ষণিকের সহিত প্রয়োগ করিলে  
রাজাও বনীভূত হয়। বেড়োলায় মূল চূর্ণ করিয়া মস্তকে ধারণ  
করিলে বনীকরণ হয়। ঐ মূল মুখে রাখিয়া যে নারীকামনা  
করা যায়, সেই নারী বনীভূত হইয়া থাকে। ইহা করিবার  
পূর্বে 'ঐ নমো ভগবতি মাতলেশ্বরী সর্বমুখরজনি সর্বেষাং  
মহামারে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু বাহা'  
এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

ঋণানের মজার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া বাহার  
মস্তকে দিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চর বনীভূত হয়।  
ময়ূরের পিত্ত, গোয়ালচনা, জাড়ীপুস্প এই সকল দ্রব্য  
অবিবাহিতা কস্তাদ্বারা পেষণ করাইয়া বাহাকে স্পর্শ বা  
পান করান যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ  
কালে বেত অপরাভিতার মূল আহরণপূর্বক তদ্বারা অঙ্গন  
করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোক বনীভূত হয়। কাটা  
নট্টায় মূল মুখে রাখিলে বনীকরণ করিতে পারা যায় এবং  
প্রতিবাহী হুঁক হয়, বা অস্ত্র পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষের  
চতুর্দশী তিথিতে বেতগুজার মূল উত্থত করিয়া তাৎক্ষণিকের সহিত  
বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া  
দ্বারা সকল লোককে বনীভূত করিতে পারা যায়।



মনঃশিলা, গোরোচনা ও ষেত অপরাজিতার মূল একত্র করিয়া পেথন করিবে, পরে উহা দ্বারা কপালে তিলক করিয়া বাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। বর্ণ-বেষ্টিত ষেতাপরাজিতার মূল মূদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয়। ষেত অপরা-জিতার মূল চর্চণ করিয়া তদ্বারা তিলক করিবে, নারী কিংবা নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রই তাহার বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্বে 'ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাহ অমৃতঃ কুরু কুরু বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিতে হয়।

পুযানক্ষত্রযুক্ত রূপকঙ্কের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুশ্প, ধূপ, বলি ও যুতপ্রদীপ প্রদানপূর্বক 'ওঁ ষেত-বর্ণে সিতপর্কতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্য কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ বাহা' এই মন্ত্র হাজার আটবার জপ করিবে। তৎপরে ষেত গুঞ্জাকল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল যুত দ্বারা লেপন করিবে, তখনস্তর ঐ বীজ ও মৃত্তিকা একটা নূতন পায়ে নিক্ষেপ করিয়া রুক্ষাচতুর্দশী বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। যতদিন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া ফল না হয়, ততদিন 'ওঁ ষেতবর্ণে সিতবাসিনি ষেতপর্কতবাসিনি সর্বকারণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ বাহা' এই মন্ত্রে জলসেক করিতে হইবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় পুযা-নক্ষত্রে গুটি হইয়া উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান করিবে, পরে 'ওঁ ষেতদ্বন্দ্বায় নমঃ' ওঁ পদ্মমুখে শিরসি বাহা, ওঁ সর্বজ্ঞানময়ৈ শিখায়ৈ বট, ওঁ নমঃ সর্বশক্তিমৈত্যৈ কবচায় হং, ওঁ নমঃ নেত্রদ্বয়্যৈ বোমট, ওঁ পরমহ্রতেনে অস্ত্রায় কট্ এই মন্ত্রে জ্ঞাস করিয়া ষেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। ইহার পূর্বে ওঁ নমো ভগবতি হ্রীং ষেতবাসে নমঃ নমঃ বাহা' ষেতগুঞ্জার মূল তুলিয়া এই মন্ত্র দশহাজার জপ এবং যুত মিশ্রিত তিল ও ষেতসূক্ষ্ম দ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। পরে ঐ ষেত গুঞ্জার মূল ও ষেতচন্দন একত্র পেথন করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে উত্তম বশীকরণ হয়, উক্ত মূল মধুর সহিত লেপন করিলেও সকল লোক বশীভূত হয়।

মনঃশিলা পূর্কোক্তরূপে উক্ত ষেতগুঞ্জার মূল ও ষেত-চন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র জলের সহিত বর্ষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্বলোক বশীভূত হয়।

পূর্বরূপে ষেতগুঞ্জার মূল, ষেতসর্ষপ ও প্রিয়দু, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ বাহার সত্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। 'ওঁ নমঃ ষেত-গাত্রে সর্বলোকবশকরি ছটান্ বশঃ কুরু কুরু মে বশমান বাহা'

এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে তবে করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে এই বশীকরণ হয় না।

বাসকের মূল, প্রিয়দু, কুচ, এলাচি, নাগকেশর ও বেত-সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বাহার অঙ্গে ধূপপ্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ' এই মন্ত্রে ধূপ অতিমাত্রিত করিয়া দিতে হইবে। এই মন্ত্রে একটা পুশ্প লইয়া শতবার অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অম-তোজন করিবার সময় এই মন্ত্রে অন্ন অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অন্নভোজনের পূর্বে 'ওঁ কটং কটে ঘোররূপিণি ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে।

সাধক 'স্রীং জনকে বাহা' এই মন্ত্র ছই লক্ষ জপ করিয়া স্ত্যাক গুগ্গল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এইরূপে জপ হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং স্পর্শমাত্র সাধক ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।

অশ্বখবৃক্ষে আরোহণ করিয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধ-রূপিণে শিখিবন্ধ সর্বকোষাং শিবমন্ত শিবমন্ত হন হন রক্ষ রক্ষ সর্বভুতেভ্যশ্চ নমঃ' এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া পরে একটা করবীর পুশ্প উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় যং ভূপালং বশং কুরু কুরু ভুবনকোত্তক সর্বলোকান্ কোভয় কোভয় স্বেং স্রীং স্রীং হ্রুং বাহা' এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং ঐ সাধক বাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

রাজবশীকরণ—কুছুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোহৃৎদের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক করিবে, ইহাতে রাজবশীকরণ হয়। এই তিলক করিবার পূর্বে 'ওঁ স্রীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু বাহা' এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হইবে।

মজ্জিষ্ঠা, কুছুম, বমানী, স্ত্যতকুমারী, চিত্রাতম ও আপন শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া খীর শুক্র দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে, পরে পুযানক্ষত্রে উহার গুটিকা করিবে। এই গুটিকা বাহাকে তক্ষাদ্রব্য বা পানীর জলাদির সহিত তক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয় এক উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে রাজাও বশীভূত হন। চণ্ডমন্ত্র 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশ-মান বাহা' এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হয়।

চন্দ্রগ্রহণকালে বেত অপরাহ্নিকতার মূল উদ্ধৃত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলে চণ্ডমন্ত্রবলে সেই প্রভু তৎক্ষণাৎ বন্দীভূত হইয়া থাকে। ইহাতেও উক্ত চণ্ডমন্ত্র সহস্র জপ এবং ভোজন-কালেও এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। উত্তরকন্দলী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাদ্রপদ মাসক্রে প্রাতঃকালে অশ্বখবৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজ্যধারে বা অজ্ঞাত স্থানে জয় লাভ হইয়া থাকে।

তরুণীনক্রে আরালকী বৃক্ষের মূল, বিণাখানক্রে আশ্র-বৃক্ষের মূল এবং পূর্বকন্দলী মাসক্রে দাড়িঘরুকের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার প্রতি বন্দীভূত হন। অশ্রবানক্রে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া করে বন্ধন করিলে রাজা বন্দীভূত হন। রক্তোৎপলের মূল, আঁকোড় কলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্কোক্ত চণ্ডমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বন্দীভূত হন। চৈত্রাভেও চণ্ডমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হয়।

রক্তচন্দন, বেতসর্বপ ও কটু তৈলের সহিত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বন্দীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে স্বীয় গৃহে ছাপরক্তের সহিত বেতসর্বপ দ্বারা উক্ত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে রাজাকে বন্দীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্বপ-পুল্প দ্বারা চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতিও তৎক্ষণাৎ বন্দীভূত হইয়া থাকে। \*

\* “একচিত্তঃ স্থিতো ময়ী মন্ত্রঃ জপ্যঃ দ্বিত্বকল্পঃ।

ততঃ কোত্তরতে লোকান্ ধর্শনাসেব সাধকঃ।

বিদ্যারিষট্শূলভ জলেন সহ ঘর্ষণেৎ।

বিভূত্বা সংহৃতং ময়ী তিলকঃ লোকবন্তকুৎ।

পুৰো পুনঃ দ্বাভূলঃ ক্রতঃসতীরমূলিক।

ববীজং তথা বজ্র করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্।

পুৰো। তবতি সর্বত্র মন্ত্রম্ভৈব কথ্যতে।

ও ঐঃ পুরঃ কোত্তরঃ তপবতি গভীরঃ সূঃ বাহ। এতমন্ত্রমবৃত্তবঃ  
জপ্তু। সিদ্ধো ভবতি।

উৎস্রাজ্যপত্রঃ বহিষ্ঠাঃ কক্করঃ তপসঃ সহ।

ধামে পাসে তথা স্পর্শকতে বজ্রঃ তবভালম্।

সিংহীমূলং হরং পুরো ভট্যাং বজ্রাঃ জপংক্রিয়ঃ।

মিশি কুক্করচূর্ধ্বতাং মহাদীলং দ্রাব্যমভঃ।

উদ্ধৃত্য নরৈতলেন অগ্নয়ে লোকবন্তকুৎ।

তন্ন লং বজ্র শুক্রেণ অগ্নয়ে লোকবন্তকুৎ।

তন্ন লং বজ্রবজ্রতে সর্বলোকত্রিণো ভবেৎ।

চন্দ্রপুৰো মনুজুতা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক।

তোজয়েৎ সর্বলোকান্ বন্দীকরণমবৃত্তম্।

দ্রীবন্দীকরণ—পারাবতের জলর ও চকু এবং স্বশরীরে রক্ত, পোরোচনা ও বিহ্বার মলা এই সকল একত্র করিয়া অগ্নন করিলে দ্রী বন্দীভূতা হয়।

উল্লুকবরঃ তুল্যঃ কুমারীরোচনঃ হরীঃ।

অগ্ননং লোচনে বস্তমানচৈবনজঃ।

ও নমো মহাবিক্রিণি অনুকং বশমানঃ বাহা, অস্ত মন্ত্রত পূর্বমেবাযুক্তং  
জপ্তু। উৎস্রাজ্যপত্রাঙ্গি সর্কো যোগ্য কর্তব্যঃ। শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবতি।

সর্কোবাসেব মন্ত্রাণাং মন্ত্রধানং পৃথক পৃথক্।

উক্ত ভাসে বখাসংখ্যামন্ত্রবহুতঃ জপেৎ।

মুগলীমন্ত্র সংক্রোহঃ দুরক্তকরবারকঃ।

মবাসুলঃ কীলকন্ত সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।

বজ্র নামা লিখেতুসৌ সবজ্ঞো ভবতি এবম্।

ও ঐঃ বাহ। প্রথমমবৃত্তজপঃ।

অশামার্গন্ত কীলন্ত মূলমুৎসার্য ত্রাভুলম্।

সপ্তাভিমন্ত্রিতঃ বজ্র গৃহে ক্ষিপ্তাবন্দীভবেৎ।

ও মদনকামদেবার কটু বাহ।

শতমষ্টোত্তরং জপ্তু। পূর্বমেবাভবরঃ।

সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুন্ততে বশং।

বহুজুহুমনঃ যত্রে গৃহিহা ত্রিণখে দধেৎ।

পমিতৌমন্ত বারে বা তন্ত্রমতিলকং কৃত্য।

বজ্রং নহতি রাজানমন্তলোকেকু কা কথা।

ও নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবর্ণীকরণে  
ত্রীপুত্রবরপ্রদিনি লোকবন্তমোহিনি মে সেহিহং ওঁ কুরুপ্রসাদেন।

রাত্রৌ কুক্করচূর্ধ্বতাং লাজলীমূলমুৎসরেৎ।

বেতমুগলিকাগর্তে শয্যায়ঃ নরতৈলকঃ।

কৌতুভালকসংযুক্তং তিলকং সর্ববন্তকুৎ।

অজাবোদনমূলেন তুরগীগর্ভশয্যায়।

হরিতালকং সপ্তিষ্ঠি ভট্টিকাসুখরথপে।

বহু বস্ত্রাৎ বাচতে বজ্র তন্ত্রমেব দদাত্যাসে।

ও অস্ত্রকার্ণধরে দুর্কলে আর্হকেশিকজটাকলাপে চকারকেশকারিণি বাহ।

বিক্রান্তা ভূজরাজঃ হোচনং সহবেদিকা।

বেতাপরাহিতামূলঃ কস্তাহস্তে এলেপয়েৎ।

বারিণ্য তিলকং কুখ্যং সর্বলোকবন্তকরঃ।

রক্তাবমানপুলক কুটক বেতসংগং।

বেতাকমূলং তপসঃ বেতগুতা চ বাকী।

কুলাইয়াং পুখ্যমুক্তং চতুর্ধ্বতাং তথাবিধং।

পেদ্বয়েৎ কস্তাহস্তে তিলকং সর্ববন্তকুৎ।

অশামার্গন্ত মূলন্ত পেদ্বয়েচোচনেন জু।

জলাটে তিলকং কুখ্যং বন্দীকৃত্যাজনজু হে।

ও নমো ধরজামিনী সর্বলোকবন্তকরী বাহ।

উল্লুকচুরানার যোরোচনসমভিত্য।

বারিণ্য সহ পাণ্ডব্যাং পান্যবন্তকরং পরম্।

উল্লুকত জু কর্ণী বৌ চটকত বিলোচনঃ।

গোরোচনা, চিতাভস্ম, মহাবৈতল ও খীর ওজ্র এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যে ত্রীকে প্রদান করা যায়, সেই ত্রী তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়।

চিতাভস্ম, বসা, কুড়, তগরকাঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য সম-পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে ত্রীর মস্তকে ও পুরুষের পদে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে।

ধুতুরবীজ, ছোলদ লেবুর বীজ, জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুর মল, কর্ণমল ও নাসামল একত্র করিয়া যে ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে সেই ত্রী বশীভূত হয়। ৩০টা ছোলা, ১৬টা ইন্দ্রধব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, ইহাতে ভিলোক্তমাও বশীভূত হয়।

সোহাগা, ষষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতাভস্ম ও কাকজিহ্বা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে ত্রীগণ বশীভূত হয়। পূর্বানক্সে কক্ষধুতুরের মূল, ভরণী-নক্সে ফুল, বিশাখানক্সে পত্র, মূলানক্সে মূল উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে ত্রী বশীভূত হয়।

কাকজিহ্বা, বচ, কুড়, বিপ্রপদ, কুঙ্কুম ও খীর রক্ত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রী বশীভূত হয়। কাকজিহ্বা, বচ, কুড়, স্ত্রুজ ও শোণিত, এই সকল একত্র করিয়া যে ত্রীকে খাওয়াইবে, সেই ত্রী যাবজ্জীবন তাহার বশীভূত হইবে।

চটক পক্ষীর মস্তক, খেত আকনের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ও খদির এই সকল বাহ্যকে পান করাইবে, সেই ত্রী বশীভূত হয়। সর্পের খোলস, দাড়িমকাঠ ও এরঙতৈল, এ সকল সমপরিমাণে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে সেই ত্রী বশীভূত হয়।

অশ্বিনীনক্সে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া করে বন্ধন

করিলে নারিকলা বশীভূত হয়। বজ্রোহবরের মূল, বৃগশিরা-নক্সে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়া বাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনী বশীভূত হয়।

ধনিষ্ঠানক্সে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণ এবং স্বাতীনক্সে ষাডকীমূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে নারীগণ বশীভূত হইয়া থাকে। রেবতীনক্সে বটের ফুটি আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্সে বদরী মূল উত্তোলন করিয়া যে ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই ত্রী বশীভূত হইবে।

শ্রবণপায়ে কুঙ্কুমবৃক্ষের মূল, ধ্বংস করিয়া যে ত্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়া যায়, সেই ত্রী নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে ত্রীকে খাওয়াইবে, সেই ত্রী বশীভূত হইবে। খেত ওজার মূল, এবং পক্ষমল, জিহ্বা, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও নাসামল এই সকল একত্র করিয়া চণ্ডমন্ত্র পাঠপূর্বক যে ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই বশীভূত হয়।

এই যে সমস্ত বশীবকরণ লিখিত হইল, ইহার প্রত্যেকই চণ্ডমন্ত্র জপ ও পাঠ করিয়া করিতে হয়। চণ্ডমন্ত্র ভিন্ন উহা নিষ্ফল হয়। প্রাতঃকালে দস্ত প্রক্ষালন করিয়া যে ত্রীর নাম উল্লেখ ও 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং কামিনীং অমুকীং বশমানয় হং ফটু বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অতিমন্ত্রিত করিয়া ৭ গুণু বজ্রপান করিবে, সেই ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে।

নাগকেশর পুষ্প, প্রিয়দ্রু, তগরকাঠ, পদ্মকেশর, বচ, জটা-মাংসী এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্কাসাং ক্ষেত্রেরতো পরেভাঃ বাহা' এইমন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত চূর্ণ দ্বারা খীর শরীরে ধূপ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেবের দ্বার জ্ঞান করিয়া ত্রীগণ তাহার বশ হইবে।

খীর জিহ্বামল, নাসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র করিয়া 'ওঁ নমঃ সবায়ৈ নমঃ সবায়ৈ চ অমুকীং মে বশমানয় বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সন্মার সহিত যে ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই ত্রী নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ বাচাট পথ পথ ছিটি-জাবহি বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অতিমন্ত্রিত করিয়া বেড়ে-লার মূল বা কল আহরণপূর্বক যে ত্রীকে দেওয়া যায়, সেই ত্রী অবশ্য বশীভূত হয়।

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরমূল পরিমিত কাষ্ঠ 'ওঁ জাবিণি বাহা ওঁ হমিলে বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অতিমন্ত্রণ করিয়া বেড়াগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেড়া বশীভূত হয়।

পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচক্ষু, গোরোচনা, কুঙ্কুম এবং

তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধপুষ্পময়ঃ।

ক্ষিপেদ্য। মস্তকে বস্ত্র সম্বন্ধে। জায়তেহচিরাৎ।

মাংসে গ্রাহ্য মুকুত কুঙ্কুমাক্ষচন্দনং।

গোরোচনা সমং শিষ্টঃ ভক্ষণে পানে জগদ্বশঃ।

স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্রং জপনাত্মকং।

ওঁ ত্রীঃ ত্রীঃ হঃ কঃ হঃ কই নমঃ।

কৃতাশ্বাসো গৃহীতঃ সন্থ্যাক্ষেত্রবাক্যং।

উত্তরাভিমুখেইনমঃ কুটরেতচ্চুখলে।

তৎকক্ষঃ ত্রিকটুং তুল্যমজাহ্বয়েণ পেষয়েৎ।

জালাতভাং বচং কুর্বাৎ সা বচী রক্তচন্দনং।

কুট্যং বাহুলীং লিভাং তরা পুটে জগদ্বশঃ।

সাযচী দেবদাক্য তুল্যাক সিতচন্দনং।

জলে কুট্ট। কিলেপায় বস্ত্রং বস্ত্র জবননঃ। ইত্যাদি।

( সিদ্ধনাথার্জুন কক্ষপুট )

মংত্র তৈল এই সকল একত্র করিয়া “হ্রীং হ্রীং প্রং প্রং কটু নমঃ” এই মন্ত্রে বীর শরীরে অভ্যাস করিলে ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। একটী কুকলাসের দক্ষিণ পদ আনিয়া মুখে ধারণ পূর্বক যে ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া করা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে এবং কুকলাসের বামদিকে মধু ও তৈলের সহিত একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন প্রদান করিয়া যে ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হয়। ত্রীলোক দেখিবার সময় ‘ও আনন্স ত্র্যক বাহা ও হ্রীং হ্রীং প্রাং কালি কপালি বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কুকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, বাঁজি ও মধু একত্র করিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া ‘ও পুজিতার বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ত্রীকে দেখা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে।

‘ও’ নমঃ কামদেবার সহকল সহদশ সহাম সহালিমে যকে ধুননজনং মমদর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুক কুরু দক্ষনগুধর কুন্তম্বাণেন হন হন বাহা’ এই যে নারীর উদ্দেশে সপ্তাহকাল জপ করা যাইবে, সেই নারী নিকটে আগমনপূর্বক তাহার বশীভূতা হইবে।

রাত্রিকালে কামাক্রান্ত চিত্তে বাহার নাম উল্লেখ করিয়া ‘ও’ সহবরীঃ বরীঃ করবরীঃ কামপিপাচ অমুকীঃ কামঃ গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নৈধেবিনারয় ত্রাবর স্বপ্নেন বন্ধয় ত্রীকট’ এই মন্ত্র জপ করা যাইবে সেই নারী বশীভূত হইবে।

এই বশীকরণ কার্যেও পূর্বোক্ত চণ্ডমন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া করিতে হইবে, চণ্ডমন্ত্র জপ না করিয়া ইহা করিলে ফলদ হইবে না।

লবণ, তিল, চুই, মধু ও স্নত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তাহকাল হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্তমাকে বশীভূত করিতে পারে। সর্ষপ, লবণ, চুই, মধু, স্নত এই সকল দ্রব্য দ্বারা সপ্তাহকাল হোম করিলে ত্রীগণ বশীভূত হয়।

চতুরঙ্গুল পরিমিত এরণ্ডকাঠ দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক কটু তৈল ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। হোমকালে বাহার নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। মহানিষের পুন্শে স্নত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, এইরূপে সপ্তাহকাল হোম করিলে মনোরমা নারী বশীভূত হয়। ‘ও হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকীঃ যে বশমানয় বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে।

তিনটা গোমুণ্ড আনিয়া তাহা দ্বারা চুরী প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে মানবের মস্তকের খুলীতে ধান দিয়া ঠেঁ জাভিবে, ভাজিবারকালে যে সকল ঠেঁ ঐ খুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, তাহা চূর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিবে এবং খুলীর মধ্যস্থিত ঠেঁ চূর্ণ করিয়া অল্প এক স্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে বহির্গত

ঐ চূর্ণ যে ত্রীর মস্তকে দেওয়া যায়, সেই ত্রী বশীভূত হয়। মধ্যগত ঠেঁ চূর্ণ দ্বারা বশীকরণ নিবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনা মন্ত্রে কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মানব মস্তকের মধ্যভাগ, গর্দভের মস্তক মধ্যগত মজ্জা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভুস্রাজের রসদ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া ওকাইবে। পরে কাপাসতুলার শলিতা করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রাণীপ আনিবে, শনিবারে এই প্রাণীপের শিখর নরকপালে কঙ্কলপাত করিয়া সেই কঙ্কল দ্বারা চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া যে নারীকে দেখা যায়, সেই নারী বশীভূত হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিভাল, বীর গুজ, আকোড় ফলের তৈল এবং হস্তীর গণ্ডের মদ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর পুশ্প ও গোয়োরচনা এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন করিলে মনোরমা কামিনীকেও বশীভূত করিতে পারা যায়।

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোয়োরচনা, রসাজন ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া যে নারীকে দেখা যাইবে, সেই নারী বশীভূত হয়। সোম্বরাজী, আকন্দ-মূল বা চাকুলিয়া মূল যে ত্রী বা পুরুষের স্তন্য করিয়া কটদেশে বন্ধন করা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উদ্ধৃত পীতধূতুরার মূল, কুড় ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যে ত্রী বা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে। ফলের সহিত আমলকী বৃক্ষের মূল, ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন কিংবা কপালে তিলক করিলে যে ত্রী ও পুরুষকে দেখা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

রাখাল শশার মূল পুখ্যানক্ষত্রে নষ্ট হইয়া উত্তোলন করিবে, পরে ঐ মূলের সহিত মরিচ, পিঙ্গলী ও গুঁঠ এই সকল দ্রব্য গব্য-চুই একত্র পেষণ করিয়া বাটকা করিবে। এই বাটকা ঘমিয়া রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিয়া ত্রীগণকে দেখিলে ত্রীগণ বশীভূত হইয়া থাকে। স্বাতীনক্ষত্রে বরবটীর মূল এবং অম্বরাদানক্ষত্রে বদরী মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণপূর্বক ত্রীগণকে অবলোকন করিলে তাহারা বশীভূত হইবে। উর্দ্ধপুশী, অধঃপুশী, লজ্জাবতী ও অপরাঞ্জিতা এই সকল গাছের মূল আনিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত বীর গুজ্রে ভাবনা দিবে, পরে তাহার সহিত জিহ্বা, দন্ত, কর্ণ ও নাসা এই সকলের মল একত্র করিয়া যে নারীকে ভক্ষদ্রব্য অথবা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই নারী বশীভূত হইবে।

গুরুপক্ষে পুখ্যানক্ষত্রে সপ্তমকালে বহুপূর্বক বোনিম্বিত উত্তরের বীৰ্য্য বাসন্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া ত্রীর বাম হস্ততলে

স্পর্শ করাইলে সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। কুরুপক্ষের পুযানক্ষত্রে এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

“গুরুপক্ষযুতে পুযো সংগৃহ্য রতিসঙ্গমে।

যোনিহৃদয়োর্বীর্থাং যত্নতো বামপাণিনা ॥

তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বস্ত্রা বামপাণিতলে কিল।

কুরুপক্ষযুতে পুযো পূর্ববৎ স্ত্রীবশা ভবেৎ ॥” (সিদ্ধনাগার্জুন)

যেত আকন্দ, লাক্কলিয়া, বচ, লুজ্জাবতী, মল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুরুরের ছুঁড়ের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ইহা ধূতুরা ফলের মধ্যে রাখিবে, ইহা কামবাগ্বরূপ, যে স্ত্রীকে এই ঔষধ ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। এই সকল বশীকরণে চণ্ডমন্ত্র দশসহস্র জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। পূর্বেকৃত চণ্ডমন্ত্র ব্যতীত বশীকরণ সফল হয় না।

৭ বার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া—“ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্বাঃ কণ্ডাকানামপিপতিঃ সুক্লাপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা” এই মন্ত্র একমাস কাল জপ করিলে সুন্দরী স্ত্রী বশীভূত হয়। (সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপট)

যটুকন্দীপিকায় মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদির বিবৃত্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই মতে বশীকরণের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

“অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাভ্যাং বশীকরণমুভয়ং।

যেন বিজ্ঞানমাস্রেণ বশীকুর্য্যামসঃ স্ত্রিয়ং ॥

কৃতাজ্জলিঃ শিখিশিখা বিভীতা গিরিকর্ণিকা।

চাণ্ডালীসহিতা পিষ্টা গব্যগীবপরিপ্লুতা ॥” (যটুকন্দীপিকা)

অনন্তর বশীকরণের বিষয় বলা যাইতেছে, ইহার জ্ঞান জন্মিলে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারা যায়। লজ্জানুলতা, অপমার্গের জটা, বহেড়া, অপরাঞ্জিতা ও চাণ্ডালীলতা এই সকল একত্র গব্য ছুঁড়ের সহিত পেষণ করিয়া কন্দমের তায় করিতে হইবে, পরে ইহা এক খণ্ড পটুবস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্বারা বস্তি প্রস্তুত করিবে। এই বস্তি পদ্মনালের মধ্যগত সূত্র দ্বারা বেঁটন করিয়া রাখিবে। তৎপরে একবর্ণা গাভীর গুহ হইতে দ্রুত প্রস্রুত করিয়া সেই দ্রুত দ্বারা পূর্কৃত বস্তি আর্দ্র করিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ বস্তি প্রজ্জালিত করিয়া তাহার শিখায় কজ্জল করিবে। তৎপরে চতুর্দশীর রাত্রিতে তৈলবেশ পূজা করিয়া ঐ কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জল দ্বারা স্ত্রী পুন্ড্র বাহ্যক ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। এই বশীকরণ সর্কোত্তম, বয়ঃ মহাদেব এই বশীকরণের উপদেশ দিয়াছেন। সাধকের ইহা বরপূর্বক গোপন করিয়া রাখা উচিত, ক্রুর, অন্নবিহীন, নিশ্চক ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না।

এই মন্ত্র যতদিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন সাধক ‘ওঁ, হ্রীং মোহিনি স্বাহা’ জপ করিবে, পরে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে চন্দন, পুস্প, বস্ত্র অথবা কোন প্রকার উত্তম কল উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করা হইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

সাধক ‘ওঁ’ চিট চিট চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা’ এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ঐ তালপত্র চুড়-মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্র মধ্যে যাহার নাম লেখা থাকিবে, সেই ব্যক্তি মিশ্রিত বশীভূত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত মন্ত্র বিষকন্টক দ্বারা লিখিতে হইবে এবং ঐ তালপত্র ছুঁড়ে পাক করিয়া তিন দিন কাহার মধ্যে রাখিয়া দিবে, পরে উহা তুলিয়া দুর্গাংশসমপ্তপাঠে শ্রোণিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

পূর্বেকৃত ওঁ চিট চিট ইত্যাদি মন্ত্র বিষকন্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া যথাবিধানে ভক্তকালীর পূজা করিয়া সেই গৃহে উঠা পুত্ৰিয়া রাখিবে। ইহাতেও বশীকরণ হয়।

‘স্বঃ সর্বলোকং বশমানয় স্বাহা’ এই মন্ত্র জপ ও এই মন্ত্রে পূজা করিলে অতিলম্বিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

‘ওঁ’ রাজমুখি রাজাভিমুখি বশমুখি হ্রীং শ্রীং শ্রীং দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বজনন্য মুখং বস্ত্রং কুরু স্বাহা’

‘হ্রীং নমো ব্রহ্মস্ট্রীরাজিতে রাজপুঞ্জিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গাছারি ত্রিভুবনবশকরি সর্বলোকবশকরি সর্বস্ট্রীপুরুষবশকরি সুহৃৎখোর সুহৃৎখোর হ্রীং স্বাহা’ এই দুইটা মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া তৎপরে দ্রুতসংযুক্ত পারস দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে অজদেবতা, অষ্টমাতৃকা ও দশ-বিদ্যাপালের পূজা করিয়া পুনর্বার বাস্তবিক তিলতুল, মধুর ফল এবং দ্রুতযুক্ত রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে তিন দিন হোম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিপাত্রী দেবতার আরাধনাপূর্বক সূর্য্যভিমুখে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অতিরিক্ত মধ্য বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র মধ্যে অতিলম্বিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই মন্ত্রের অজ খবি, নিরুট চন্দঃ ও গৌরী দেবতা, ইহাতে এইরূপে করাদজ্ঞাস করিতে হয়। হ্রীং নমো ব্রহ্মস্ট্রীরাজিতে রাজপুঞ্জিতে অমৃতটাত্যাঃ নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি গাছারি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ত্রিভুবন-বশকরি স্বাম্যামাত্যাং ববটু, সর্বলোকবশকরি অনাবিকাভ্যাং হং, সর্বস্ট্রীপুরুষবশকরি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌবটু, সুহৃৎখোর সুহৃৎখোর হ্রীং স্বাহা করতলপট্টাভ্যাং ফট্। এইরূপ দ্বয়দ্বয়দ্বিতে জ্ঞাস করিতে হয়। এই দেবতার পূজাকালে সিন্দোক্তমন্ত্রে ধ্যান করার বিধি আছে।

“অমলশশিবিরাজমৌলিরাবড়পাশা-

কুশলচিরকরাজা বজ্রজীবানুপাশী।

অমরনিকরবন্দ্য ত্রীকণা শোণবর্ণাং

ওককুসুমযুতা ত্রাং সম্পদে পার্শ্বতীৰ্ণ।”

এই প্রণালী অনুসারে বঙ্গীকরণ করিলে সকলকেই বঙ্গীভূত করিতে পারা যায়।

‘মদ মদ মাদর মাদর হ্রীং বশর অমুকং স্বাহা’ এই মন্ত্রের নাম মদনমন্ত্র।

“কনক রচিতমুষ্টিঃ কুণ্ডলাকুণ্ডচাপো

যুবতিদ্বন্দ্বমধ্যে নিশ্চলা যোপিতাকঃ।”

মদনদেবের শরীর সুবর্ণরচিত, আকর্ণ পর্যন্ত ধনুর্কর্ণ-আকৃষ্ট এবং যুবতীদিগের হৃদয় মধ্যে নিশ্চলভাবে চন্দ্র আয়ো-পিত করিয়া আছেন। এইরূপে মদনদেবকে চিত্তা করিয়া মদন মন্ত্র দশ হাজার জপ ও মদনদেবকে সহস্র রক্তপুষ্প প্রদান করিতে হয়। ইহাতে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে; এই মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎকে বঙ্গীভূত করিতে পারা যায়।

‘ও চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহর বশমানর অমুকং স্বাহা’ এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া শিরীষবৃক্ষ সমিধ দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে। নিরাক্ত ধ্যানে দেবতার পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“দংষ্ট্রাকোটবিশভটা স্রবননা সাত্ত্বাককারে হিতা

খট্টাকালিনিগুঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ।

জামা শিরলমুর্দ্ধজা তরকরী শার্দূলচক্ষুতাতা

চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধোয়া সদা সাধকৈঃ।”

বিধিপূর্বক এই ধ্যানে পূজা করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এই মন্ত্র-প্রভাবে সকলকে বঙ্গীভূত করিতে পারা যায়।

‘ও নমঃ কামার সর্জনপ্রিয়ায় সর্জনসম্মোহনায় জল জল প্রজালর প্রজালর সর্জননস্ত হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা’ এই মন্ত্র জপ করিলে নর ও নারীকে বঙ্গীকরণ করিতে পারা যায়।

‘ও নমঃ ভগবতি হুচিচাণালিনি নমঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে মৃচ্ছিকি (মোম) দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটা প্রতিকৃতি করিতে হইবে। প্রতিমূষ্টি প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রাণ প্রোচনা করিতে হয়। তৎপরে ঐ প্রতিকৃতির উপর পূর্বোক্ত ‘ও নমঃ ভগবতি’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া অজারায় দ্বারা ঐ মূষ্টি তপিত করিতে হইবে। এইরূপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তি বঙ্গীভূত হইয়া থাকে। (বট্‌কর্মদীপিকা)

বৃহস্পতি, উজ্জীশ প্রকৃতি তত্ত্ব বঙ্গীকরণাদির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

বঙ্গীকরণকার্য বসন্ত ঋতুতে বা পূর্বাঙ্ক কালে করিতে হয়। ইহাতে সপ্তমী ও দশমীতিথি প্রশস্ত।

“বশ্যাকর্ষণকর্ম্মাণি বসন্তে যোজয়েৎ প্রিয়ে।

গ্রীষ্মে বিবেষণং কুর্ঘ্যাৎ প্রাবৃষি শুভ্রনং ভবেৎ ॥

বসন্তশৈব পূর্বাঙ্কে গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন উচ্যতে।

বর্ষা জ্যেষ্ঠা পরাঙ্কে তু প্রদোবে শিশিরঃ স্তবঃ ॥

বঙ্গীকরণকর্ম্মাদিঃ সপ্তম্যাং কারয়েৎ সুধঃ।

দশম্যামিতি সপ্তম্যাং তথা চ বশ্যকর্ম্মবৈ ॥” (উজ্জীশ)

পৃথিব্যা দি তৎস্বের উদয়কালে বঙ্গীকরণাদি কার্য করিতে হয়। জ্যোষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অশ্বিনাষা, রোহিণী, এই সকল নক্ষত্র পৃথীত, এই সকল নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিয়া বঙ্গীকরণ কার্য করিতে হয়।

এই যে বঙ্গীকরণের প্রক্রিয়া সকল বর্ণিত হইল, ইহা করিবার পূর্বে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইতে হইবে। কারণ মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ না করিলে এই সকল সকল হয় না। এইজন্য সাধক প্রথমে সর্গপ্রবন্ধে মন্ত্রের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে পর মারণ, উচ্চটন, বঙ্গীকরণ প্রভৃতি যে কোন আভি-চারিক ক্রিয়া করিবে, তাহাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সফল কাশ হইবেন।

বঙ্গীকার (পুং) বঙ্গীকরণ। [ বঙ্গীকরণ দেখ। ]

বঙ্গীকৃতি (স্ত্রী) বশ্যতাপ্রাপ্তি। মন্ত্রমুখ।

বঙ্গীক্রিয়া (স্ত্রী) বঙ্গীকরণ। বশে আনয়নরূপ কার্য।

বঙ্গীভূ (ত্রি) যে বঙ্গীভূত হইয়াছে।

বঙ্গীভূত (ত্রি) অবশেষে বশে ভূত ইত্যর্থঃ চিঃ। ১ বশ্যতাপ্রাপ্ত।

বঙ্গীর (পুং) বশ-ভেরন্। ১ গজপিপ্লী। (জটোদর) ২ চবিকা,

চলিত চই। ৩ অপামার্গ, চলিত আপাঙ। (বৈয়াকনিং)

(স্ত্রী) সামুদ্রলবণ।

বশে (দেশজ) অধীনে। তাঁবে।

বশ্চিক (পুং) অগ্রহারণভেদ। (রাজতরং ১:১৩৪৫)

বশ্য (স্ত্রী) বশার বঙ্গীকরণার সাধু ইতি বশ-যৎ (তত্র সাধুঃ

পা ৪৪৮৯) ১ লবণ। (শব্দচং) বশমধীনত্বং গত ইতি বশ-

যৎ (বশং গতঃ। পা ৪৪৮৬) (ত্রি) ১ আয়ত্ততা-প্রাপ্ত, বঙ্গীভূত।

ইহার পর্যায়—প্রণেয় ও বশ।

“মুদ্রং সেবমানান্ত সিংহশার্দূলকুঞ্জরাঃ।

যথা বাস্তি তথা প্রাণো বস্তো ভবতি যোগিনঃ ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৩৯:১৭)

২ অগ্নিধের পঞ্চম পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৩:৩৪)

বশ্যক (ত্রি) বশ্ত-স্বার্থে কন্। ১ বঙ্গীভূত, বশগ। দ্বিঃ টাপ্। ২ বশগা নারী।

বশ্যকর (ত্রি) বশযোগ্য। বশ করিবার উপযোগী।

বশ্যকর্ষন (ক্ৰী) বশীকৰ্ষা।

বশ্যতা (স্ত্রী) বশীভূতের ভাব বা ধর্ম। বশীকার। অধীনতা।

বশ্যত্ব (ক্ৰী) অধীনত্ব। বশীভূতত্ব।

বশ্যা (স্ত্রী) বশ-টাপ। বশীভূতা নারী। পর্যায়—বশগা, বশাত্তা ও বশকা। (শব্দরত্নাঃ)

“যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাণবশ্রেবাহুবর্ততে” (উত্তররামচঃ ১ অঃ)

২ নীলাপরাঞ্জিতা। (মদনপাল) ও গোয়োরচনা। (বৈষ্ণবকনিঃ)

বশ্যাভ্যনু (পুং) বশ্যঃ আত্মা কর্মধা। ১ বশীভূত আত্মা। বশ্য আত্মা যথোক্তি বহতী। (পুং স্ত্রী) ২ বশীভূতচিত্তেন্দ্রিয়, বাহার চিত্তেন্দ্রিয় বশাহুগ হইয়াছে। (চরকঃ সূত্রঃ ৮ অঃ)

বশ্ বধ, হিংসা। ভাদিঃ পরঃ সৰ্গঃ সেট্। লট্ বশতি। লোট্ বশতু। লৃট্ বশিষ্যতি। লিট্ ববাষ। লুঙ্ অববীং। লুট্ বষিতা।

বষট্ (অব্যয়) দেবোদ্দেশক হবিষ্যাগময়, যে ময় পড়িয়া দেবতার উদ্দেশে ঘূতাহতি দেওয়া হয়। (অমর)

২ অঙ্গভাস ও করতালাদিতে অঙ্গবিশেষে ভাসবোধক ময়।

ইহা অঙ্গভাসে শিখায় ও করতালে মধ্যমানুলীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩ তান্ত্রিক পূজাদিতে দ্রব্যবিশেষ দানে প্রযুক্ত ময়।

অমরটীকার ভরত বলেন—কেবল বষট্ শব্দ নয়, বাহা, শ্রোষট্, বোষট্, বষট্ ও স্বধা এই পাঁচটা শব্দই দেবোদ্দেশে বলিমুখে ঘূতাহতি দানে বিহিত। এহলে দেব শব্দে ইন্দ্রাদি দেবগণকেই বুঝিতে হইবে।

“ইতি ভায়ে বৃষ্টিহোত্রস্ত পুত্রা উপস্ত তাস ঋয়োহবোচন।

তাংশ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন বষড়্ বষড়্ভূর্কাসো অনকন্ ॥”

(ঋক্ ১০।১১৫১৯)

“বাহা দেবহবির্দানে পিতৃদানে স্বধা মতা।

ইন্দ্রদানে বষট্ প্রোক্ত ইতি দানত্রয়ং স্বতন্ম ॥” (হুতি)

বষট্‌কর্তৃ (পুং) বষট্‌মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যাগকারী পুরোহিত।

বষট্‌কার (পুং) বষট্‌ ইত্যস্ত কারঃ করণং যদ্র।

১ দেবোদ্দেশক যাগ। পর্যায়—দেবযজ্ঞ, আহতি, হোম, হোত্র। (হেমচঃ)

২ বেদোক্ত ৩৩টা দেবতার একতম। তদ্বধা—অষ্টবহু,

একাদশ রত্ন, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার।

বষট্‌কারনিধন (ক্ৰী) সামভেদ।

বষট্‌কারিন্ (ত্রি) বষট্‌মন্ত্রযোগে হোমকারী। বষট্‌মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা হোমকালে অরিতে উৎসর্গীকৃত।

বষট্‌কৃতি (স্ত্রী) বষট্‌কার। বষট্‌কারযুক্ত উৎসর্গ।

“য আহতিং পরিবেণা বষট্‌কৃতিম্” (ঋক্ ১।৩১।৫)

‘বষট্‌কৃতিং বষট্‌কারযুক্তাং’ (সারণ)

বষট্‌কৃত্য (ক্ৰী) বষট্‌কারযোগ বা হোম।

বষট্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) হোমকর্তব্য।

বষট্‌কৃত (ত্রি) বষড়্‌কৃতি মন্ত্রেণ কৃতঃ। কৃত।

“অদৌ হতন্ত বস্র বাৎ তৎস্রাজিষ্ব বষট্‌কৃতম্ ॥” (শব্দরত্নাঃ)

বষট্‌ফল (ক্ৰী) কজোলা। (রাজনিঃ)

বক্ষ্ গতি। ভাদিঃ আত্মঃ সৰ্গঃ সেট্। লট্ বক্‌তে। লোট্ বকতাং। লিট্ ববক্‌। লুঙ্ অবকিষ্টে। লুট্ বকিতা। কিপ্ করিলে পদ হইবে বট্।

বক্ষয় (পুং) বক্‌তে ইতি বক্‌-গতো বাহুলকাৎ অয়ন্। একহায়ন বৎস। (অমরটীকার রায়মুহূর্ত্তধৃত শাকটায়ন)

বক্ষয়(য়ি)ণী (স্ত্রী) বক্ষয় একহায়নো বৎসঃ, তেন নীরতে ইতি নী-ক্ৰিপ্, গোরামিহাৎ ক্রীষ, গষ্ম। (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞারামগঃ। পা ৮।৪।৩) বক্ষয়িণীতি পাঠে বক্ষয়োহন্ত্যস্তা ইতি। ‘অত ইনি ঠনো’ ইতি ইনিঃ, অট্ কুপাঙিতি গষ্ম। চিরপ্রসূতা গাভী। ‘বক্‌তে পরিক্রামতি বক্ষয়িণীকালীনবৎসঃ। চলিত বক্‌না। বক্‌ গতো নারীতি অয়ঃ, বক্ষয়শ্বেকহায়নো বৎস ইতি (কোষঃ) তদযোগাৎ বক্ষয়িণী নৈকজাদিতি ইন্। বক্ষয়িণীতি পাঠে গোভূগেত্যাদিনাপামরিহাৎ নং, নদারিহাৎ ঙ্গপ্। দ্রব্যমুপভী গাবেষিতবক্ষয়িণীতি মুদ্রজবধো গদসিংহঃ।’ (অমরটীকার ভরত)

বষ্টি (ত্রি) কাময়মান, প্রার্থনাকারী। “পরিচিষ্টেণো দধুঃ”

(ঋক্ ৫।৭৯।৫) ‘বষ্টয়ঃ অন্মানেব কাময়মানাঃ’ (সারণ)

বস্ নিবাস। ভাদিঃ পরস্মৈঃ অক্ অনিট্। লট্ বসতি, লিট্ উবাস, উবতুঃ। উবসিধ, উবহ। লুট্ বস্তা। লৃট্ বৎস্ততি। লুঙ্ অবৎস্তৎ। অবসীর্নিতং উবাৎ। লুঙ্ অবাবসীৎ, অবাতাম্, অবাত্মঃ। কন্‌পি উবাতে। অবাসি। ‘উবাস পর্ণশালায়াং’ (ভট্ট ৪।৭) সন্—বিবৎসতি। যঙ্ বাবৎস্ততে। যঙ্ লুক্ বাবতি। পিচ্ বাসয়তি। অবীবসৎ। ক্‌—উদিত। ক্‌—উষিত। অধি-অধিবাস, (কুমার ১।৫৫) উপ—উপবাস। “গ্রামমুপবসতি” (পা ১।৪।৪৮) নি—নিবাস। নিয়—নির্কাসন। প্র—প্রবাস। বস ধাতু উপসর্গপূর্বক বহু অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়।

বস্, স্থিতি, আচ্ছাদন, পরিধান। ‘অদাদি’ আত্মঃ সৰ্গঃ সেট্। লট্ বস্‌তে, বসাতে বসতে। লিট্ ববসে। লুট্ বসিতা। লৃট্ বসিষ্যতে। লুঙ্ অবসিষ্টে, অবসিষাতাম্, অবসিবত। “বসনং ববসে মা” (ভট্ট ১৪।২২) সন্—বিবসিষতে। যঙ্ বাবৎস্ততে। যঙ্ লুক্ বাবতি। পিচ্ বাসয়তি-তে। নি-বস, অস্ত বস পরিধান (ভট্ট ১৫।৭) বি-বস-পরিধান। “মনোরমেন বাবসিষ্ট বস্ত্রে।” (ভট্ট ৩২০)



বস, তত্ত্ব, বস্তুতাহীনতা। দিবাদি পরং অকং সেট্। লট্ বসতি। লিট্ ববাস। লট্ বসিবাতি। লুট্ অবসৎ। অবাসীৎ, অবসীৎ।<sup>১</sup> কেহ কেহ পুৰ্ব্বাদি প্রযুক্ত এই ধাতুর উত্তর নিতাই লুট্ করনা করেন। উদাহরণে কু। পরে থাকিলে এই ধাতুর বিকল্পে ইট্ হইবে। কু।—বসিতা, বস। “বো বজতরিব” (হলায়ুধ)

বস, ১ বেহ প্রীতি। ২ ছেহ। ৩ অপহরণ। চুরাদি পরং অকং সেট্। লট্ বাসয়তি। লুট্ অবীবসৎ। চুর্গাদাস এই ধাতু বধার্থেও অভিহিত করিয়াছেন।

বস, বাস। অদন্তচুরাং পরং অকং সেট্। লট্ বসয়তি। (চুর্গাদাস)

বসই বীপ, বোবাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, বোবাই সহর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত একটা বীপ। অক্ষা° ১৯°২৪' হইতে ১৯°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৮' হইতে ৭৪°৫৪' পূঃ পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্যে ১৯ মাইল, প্রস্থে ৫ মাইল, ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র বীপের উত্তরে দত্তরা খাঁড়ী, দক্ষিণে বসইপ্রণালী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র এবং পূর্বে সমুদ্রের সরু খাঁড়ী ভারতভূমি হইতে এই বীপকে পৃথক্ করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র বীপটা অতি পূর্বকাল হইতেই কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য উভয় জগৎবাসীর নিকট পরিচিত। কাহারও মতে সংস্কৃত ‘বসতি’ মুসলমান আমলে ‘বসই’, পর্তুগীজদিগের নিকট বসইম্ (Basaim) এবং ইংরাজদিগের নিকট বেসিন (Bassein) নামে আখ্যাত। হিন্দু পৌরাণিকগণের মতে এই পৃথাত্তম পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্গত সপ্তকোষের মধ্যে বরলাটের সামিল। মহাভারতেও কেরল, তুলুব, গোরাট্ট, কোঙ্গণ, করহাট, বরলাট ও বর্কর এই সাতটা লইয়া পরশুরাম ক্ষেত্র বা সপ্তকোষ—

“কেরলাত তুলুবাশ্চ তথা গোরাট্টবাসিনঃ।

কোঙাণা করহাটশ্চ বরলাটশ্চ বর্করাঃ ॥” (উত্তরার্ধ ৮অঃ)

তন্মধ্যে বসইবীপ বরলাটের অন্তর্গত। আরতনে ক্ষুদ্র হইলেও তুঙ্গারি, নির্মল, কলাণ, শ্রীহান ও শূর্য্যক নামক সুপ্রাচীন তীর্থস্থানগুলি এই বীপের মধ্যে থাকায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এখানে রহিয়াছে।

তুঙ্গারি প্রভৃতি পঞ্চক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণের নিকট অতি পুণ্যতীর্থ ও মোক্ষদায়ক বলিয়া গণ্য। কিরূপে ঐ সকল তীর্থের উৎপত্তি হইল, পদ্মপুরাণ ও ভৃকপু্রাণে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

পদ্মপুরাণের তুঙ্গারি মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অশ্বরেরা বরলাটের ব্রাহ্মণদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার

করিত। ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্ত পরশুরাম বরলাটে আসিলেন। অশ্বরেরা তাঁহার আক্রমণ সহ করিতে পারিল না। সমুদ্রে পলাইয়া আশ্রয় লইল। অশ্বরপতি বিমল মাথার করিয়া তুঙ্গ নামে একটা শৈল আনিয়া সমুদ্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি শিবের তপস্যায় নিরত হইলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমর করিলেন, শিবের প্রসাদে এখানে তীর্থ হইল। বিমল এখানে দিবালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার নাম হইল তুঙ্গেশ্বর।

তুঙ্গারি এক্ষণে ‘তুঙ্গার’ পাহাড় এবং একটা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়বাস বলিয়া খ্যাত, ইহার পার্শ্ব দিয়া রেলপথ গিয়াছে।

পদ্মপুরাণীয় নির্মল মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অশ্বরপতি বিমল তুঙ্গশৈল হইতে ঋষিদিগের মুখে পরশুরামের গুণাশ্রুতীর্ণন শ্রবণ করিতেন। তাঁহার শত্রুর প্রশংসা-বাদ শুনিয়া অভিযত জুহু হইয়া বিমল ঋষিদিগের হোমকুণ্ডের উপর এক বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয়া আসেন। ঋষিরা শিবের নিকট অভিযোগ করেন। শিব আপনার প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ত হইয়া বিমলকে শাসন করিবার জন্ত পরশুরামকে পাঠাইয়া দিলেন। পরশুরামের সহিত বিমলের যুদ্ধ বাধিল। বিমল শিবের বরে অজয়। যতবারই পরশুরাম তাঁহার মাথা কাটেন, ততবারই মাথা জোড়া লাগে। অবশেষে পরশুরাম শিবের পরামর্শে পরশু দ্বারা বিমলকে পরাস্ত করিলেন। বিমল সংগ্রামে পতিত হইয়া পরশুরামের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে পরশুরামের মন টলিল। যেখানে বিমল পড়িয়াছিলেন, সেখানে পরশুরাম ‘মরণার্থ’ ‘বিমলেশ্বর’ নামে একট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিমল নাম পরিবর্তন করিয়া ‘নির্মল’ নাম রাখিলেন। তখন হইতে এই ক্ষেত্র ‘নির্মল’ নামে খ্যাত হইল।

নির্মল-মাহাত্ম্যের ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নির্মলক্ষেত্রে বৈতরণীতীর্থ যিনি কান্তিক-কৃষ্ণকাদম্বীতে স্নান করেন, তাঁহার সর্বপাপ দূর হয়।

পর্তুগীজদিগের হস্তে বিমলেশ্বরের সুপ্রাচীন মন্দির ও লিঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। তৎপূর্ব্বপর্য্যন্ত বিমলেশ্বর কণাটকবাসীর একটি প্রধান তীর্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১১৮৩ শকে (১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ চালুক্যবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ-দেবের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে সে সময়ও বিমলতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ ও এখানকার লিঙ্গ পূজিত হইতেন।<sup>১</sup> চালুক্য-

১. তাম্রশাসনে এইরূপ বর্ণনা আছে—

“ভত তীর্থেষু বিমলং নির্মলং নাম কুলরঃ।

সংসার মল-নিবৃত্তকং যত যজি পরঃ পথঃ।

রাজ বিমলেশ্বর লিঙ্গের উদ্দেশ্যে জাতকেশ্বর নামে এক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নির্মল-মাহাত্ম্যে এখানকার বহু ক্ষুদ্রতীর্থ ও কুণ্ডের উল্লেখ আছে। পশ্চীমীজ অধিকার কালে সেই সমস্ত তীর্থই লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করিয়া বিমলেশ্বর-মন্দিরসংস্কার ও লিঙ্গের স্থানে দস্তায়েয়ের শাহুকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় কতকগুলি তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। অধিবাসী সাধারণের প্রদত্ত মূলধনে গুরু শঙ্করাচাৰ্য্য স্বামীর তত্ত্বাবধানে বেবেসেবার বায় নিকাৰ হয়। শঙ্করস্বামী মাসে মাসে এখানে আসিয়া থাকেন। এই মন্দিরের পাৰ্শ্বেই এখানকার প্রথম শঙ্করাচাৰ্য্য স্বামীর সমাধি ও ব্রাহ্মণ-দিগের জন্ম অন্নসত্র আছে। কাঠিক মাসের কৃষ্ণকাদমীতে এখানে একটি যাত্রা বা মেলা হয়। তাহাতে বহুদূরদেশ হইতে বাণীসমাগম হইয়া থাকে।

ইতিহাস।

এখানকার প্রাচীনতর ইতিহাস অস্পষ্ট। আলেক্সান্দারের সময়কার আরিয়ান প্রভৃতি গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ পশ্চিম ভারতের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে সেই সময় এই দ্বীপ সুরাষ্ট্র বা লাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরিয়ান লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ তাঁহার সময়ের বহুপূর্ব হইতেই কল্যাণে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এমন কি কোন কোন ঐতিহাসিকগণ এমনও লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ শালসেটিদ্বীপে উপনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য, দাক্ষিণাত্য অধিকারে তাহাদের সুবিধা হইবে। রোমকেরা হাইন্ড অধিকার করিলে ভারতীয় বাণিজ্য তাহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল, এই সময়ে আরবসমুদ্রে বিদেশীয়গণের আর প্রবেশাধিকার রহিল না। গ্রীক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে তৎকালে 'সারগনস্' (Saraguanus) = সারঙ্গ নামে এক রাজা কল্যাণ, বসই ও মুম্বই প্রভৃতি স্থানের অধিপতি ছিলেন, গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল, কিন্তু সান্দানেস্ (Sandanes) = সন্দনেশ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতি বাণিজ্যানিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন, এমন কি একজন বিদেশীকে কড়া পাহারার ভরোচে (Barace) পাঠাইয়া দেন। এইরূপে গ্রীকগণ নিবারণিত হইলেও রোমকেরা ভারতে বাণিজ্য সংগ্রহ ত্যাগ করে নাই। জটিনিয়াসের রাজত্বকালেও কল্যাণের বাণিজ্যপ্রভাব বিধিপ্রসিদ্ধ ছিল। মিলরের প্রসিদ্ধ বণিক কস্মন্ (Kosmos Indikopleustes) প্রায় ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কল্যাণে আগমন করেন, তিনি এখানে বহু সংখ্যক খৃষ্টান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন,

৩২ নদী বৈভৱী হুতপশ্চিমসিদ্ধি।

৩২: সানেন বানেন ন পত্তে বমবাতনা ৭"

ঐ সকল খৃষ্টান পারস্তের নেচেরিয়ান বিশপের ধর্মশাসনাধীন ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ লিঃ আসিয়া এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি উচ্চ ভাৱে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীহান বা ঠানা বহুপূর্বকাল হইতে রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে এখানে শিলাহার-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাহাদের সময় শ্রীহান লক্ষী সুরমতীর প্রিয়স্থান, এখানেই অশেষ-শাস্ত্রবিৎ জীমূতবাহন রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দী পর্যন্ত বরলাট শিলাহার বংশের অধিকারে ছিল, তৎপরে বাঘবরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বসই হইতে ১১৯৪ ও ১২১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বাঘবরাজবংশের শাসন-পত্র পাওয়া গিয়াছে। বাঘবেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলে কোঙ্কণের এই অংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মহিমের ভীমরাজ, দেবগিরির রামদেব, এতদ্রি নারক, বেলোলি ও তাত্তারী উপাধিধারী সামন্তগণের শাসনাধীন হইয়াছিল।

১২২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর আলাউদ্দীনের নিকট রামদেব পরাজিত হইলে অরবিন মধ্যেই সমুদ্র দাক্ষিণাত্য মুসলমান কয়-কবলিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু তখনও বসইদ্বীপপতি স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিসের প্রসিদ্ধ পণ্যাটক মার্কো পোলো ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহানে (ঠানার) আগমন করেন, তিনি এখানকার সমৃদ্ধিদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই স্থান প্রতীচ্যের একটা সুবিহ্বত জনপদের রাজধানী, এখানকার সরপতি কাহারও অধীন নহেন। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, তাহারা দেশীভাষায় কথা কয়। তাঁহার সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট চর্ম্মের ও কার্পাসের নানা সাজ সজ্জা, মসলিন এবং সোণা রূপার ব্যবসা চলিত। শ্রীহানে নদী হইতে জলদ্রব্যগণ বাহির হইয়া বখেট অভ্যন্তার করিত।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজেতগণের ধরদৃষ্টি এই অঞ্চলে নিপতিত হইল। তাহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে দীর্ঘকাল এখানকার অধিবাসিগণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। সেই সময় কেবল স্থানীয় লোক বলিয়া নহে, কত নিরীহ বিদেশী ধর্মপ্রচারক জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রিউলি-নিবাসী সন্ন্যাসী ওমেরিক (Friar Oderic of Priuli) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে ১৩২০ খৃষ্টাব্দে ক্রাসিস্তান্ খৃষ্টীয় সম্রাট-জুজ জর্দানস্ (Jordanus) নামে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গী চার্লিসন ব্যক্তিকে সমাধি করিবার পর মুসলমান-হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ওমেরিক স্বদেশে প্রত্য্যাগমনকালে জাহাজে করিয়া সেই সকল খৃষ্টান সাধুগণের অস্থি লইয়া গিয়া

ছিলেন। তিনি কিছুকাল পরে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বৃট সচর লইয়া বসইদ্বীপেই কাল যাপন করেন, মুসলমান কাজিগণ এসময়ে বিশেষীয়দিগের উপর বিরূপ অত্যাচার করিত, তাহা ওদেরিক ত্রিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশপ জেরোনিমো ওজেরিও (Jerónimo Ozorio) লিখিয়া গিয়াছেন যে সেই সকল ক্রান্তিস্থান সাধুগণ করজব্বীপে এক স্তম্ভহং খৃষ্টমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেওনার্দো পাএস্ (Leonardo Paes) নামক খৃষ্টান লেখকের বর্ণনা হইতেও জানা যায় যে, করজব্বীপে নীল পাথরে গঠিত কুমারী মেরির একটি স্তম্ভরমূর্তি ছিল, পণ্ডুগীজেরা তাহাকে “Nossa Senhora da Pensa” বলিত, পরে পণ্ডুগীজ অধিকারকালে করজব্বীপ উক্ত পণ্ডুগীজ নামেই আখ্যাত হইয়াছিল।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে পণ্ডুগীজ বণিকগণ বসই উপকূলে দেখা দিলেন। ইহার ১৭শ বর্ষ পরে এখানে পণ্ডুগীজেরা বাণিজ্য ঘুঠীর পত্তন করিলেন। হুআর্থে বর্ণোনার বিবরণীতে প্রকাশ যে, তৎকালে বসই সহর গুজরাতের মুসলমান নৃপতির অধিকারভুক্ত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে নানা দেশ বিদেশ হইতে জাহাজ আসিয়া লাগিত। মলবার উপকূল হইতে পদিল, নারিকেল ও নানা প্রকার গরম মসলা এখানে আমদানী হইত।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডুগীজেরা বসইদ্বীপে নামিয়া ত্রিহান ও কল্যাণ আক্রমণ করিয়া কব আদায় করেন। তাহাতে গুজরপতি বাহাদুর শাহের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধে। বাহাদুর শাহ নানা কারণে অসুবিধা দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তাহাতে পণ্ডুগীজেরা মুঘল, মহিম, দ্বীউ, দমন, চেউল ও বসই লাভ করেন এবং হুর্গাদি নিষ্কাশন এবং আরবসমুদ্রগত বাণিজ্যভুক্ত আদায়ের অধিকার পাইলেন।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে জুনে-দা কুনহা বসইদ্বীপের দক্ষিণাংশে একটি হুর্গ নিষ্কাশন করিয়া তাহার শ্রালক গার্সিয়া ডিসা'কে হুর্গের অধায় করিলেন। জোয়াও ডি কাত্টোর মৃত্যুর পর উক্ত হুর্গাধায়কই ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পণ্ডুগীজ অধিকারের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

পণ্ডুগীজদিগের লিপিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বসই হুর্গ স্পষ্ট প্রস্তরপ্রাচীরপরিবেষ্টিত, ১১টা উচ্চ বুরুজ শোভিত, তাহাতে ৯০টি কামান সংযোজিত ছিল। এছাড়া এই দ্বীপের মধ্যে আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় ছিল, তাহাতে ১২৭টি কামান থাকিত। এখানকার বন্দর রক্ষা করিবার জন্য ২১টি কামান-বাঁটা সমুদ্রপোত নিয়ত প্রস্তুত থাকিত, এক একখানি পোতে ২৬ হইতে ১৮ টা পথান্ত কামান লইত।

পণ্ডুগীজ অধিকারেও বসই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ দ্বীপ বণিকগণের আবাস বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে এখানে যে সকল বিদেশী পণ্যটক ও লেখক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনায় জানিতে পারি যে এখানকার রাস্তা ঘাট প্রশস্ত, বিপণিতে অত্যুচ্চ অট্টালিকা, নগরের উপকণ্ঠে উৎকৃষ্ট আম্র, তাল, ইন্দ্ৰ প্রভৃতির বিস্তৃত উদ্যান ও গ্রামসমূহের চারিপার্শ্বে নানা-বিধ শস্যক্ষেত্র ছিল। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই ত্রিবিধ প্রজা-গণের যত্নে এখানকার কৃষিকাণ্ড সম্পন্ন হইত। গৃহনির্মাণোপযোগী উৎকৃষ্ট কড়ি কাঠ, তক্তা, ও দানাদার পাথর উৎপন্ন হয়। স্থানীয় ও গোয়ার স্তম্ভহং গীর্জা ও প্রাসাদগুলি এখানকার পাথরেই নির্মিত। বর্তমান সময়ে যেমন কুঁচকি ফুলিয়া শত শত লোক প্লেগে মারা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগেও বসইদ্বীপে সেইরূপ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বসই-সহর এককালে প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।\* তৎপরে পুনরায় জনসমাগম হইলেও নগরের উত্তর ভাগ (সমস্ত নগরের প্রায় একতৃতীয়াংশ) বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল।

পণ্ডুগীজদিগের আধিপত্যবৃদ্ধির সহিত খৃষ্টানধর্মের গোড়ামীও যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। খৃষ্টান ভিন্ন আর সকলকেই তাঁহারা অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যাহারা তাঁহাদের ধর্ম্মাভিব্যক্তি হইয়া না চলিতেন, তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া বিশেষ কষ্ট দিত। বসই কারাগারে এক্রূপ বহুখৃষ্টান ও অখৃষ্টানকে নিয়তই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ক্রমে এখানকার শাসন-কর্ত্তা নিয়ম করিয়া দিলেন যে খৃষ্টান ভিন্ন আর কেহই সহরে বাস করিতে পারিবে না, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানেরও আর প্রবেশাধিকার থাকিল না। এমন কি খৃষ্টান ভিন্ন আর কাহারও সহিত পণ্ডুগীজের জমি জমার বন্দোবস্ত ঋণ আদান প্রদান বা কোন প্রকার বৈষয়িক বা রাজনৈতিক কোন কার্য করিতে পারিত না। কি হিন্দু কি মুসলমান যাহাকে অসুবিধা পাইত, বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া খৃষ্টান করা হইত, খৃষ্টানের আচারবিধি পালন না করিলে আবার সাজা দেওয়া হইত। দ্বিধাবাসীরা এইরূপে উদ্ভান্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিল। দিল্লীশ্বর পণ্ডুগীজদিগকে শাসন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র-দিগের উপর ভার দিলেন।

\* ডাক্তার গেমিলি কারের ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বসই দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—“the contagious and pestilential disease carozzo that used to infect all the cities of northern coast. It is exactly like a bubo, and so violent that it not only takes away all names of preparing for a good end, but a few hours depopulates whole cities.”

Churchill's Voyages, Vol. iv, p. 191.

মরাঠাসৈন্য প্রথমে অর্ণল্লনদীর পরপারে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিকার করিয়া বসিল। এই সময়ে লুই-ডি-বটেলহো বাল-সেটীর শাসনকর্তা, তিনি করঞ্জরক্ষায়, কাপ্তেন পেরিরা বসই করঞ্জরক্ষায়, এবং কাপ্তেন কেরাজ বন্দোরা সেনাবাস-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে ভোনসুয়া গোয়া আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রসেনাপতি চিমনাঙ্গি অগ্না বহু সৈন্য লইয়া কর্ণভেদ করিয়া পশ্চুগীজদিগের সহিত সমুদ্র যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অপরদিকে মরাঠাসৈন্য বালসেটা অবরোধ করিয়া বরসোবা ও ধারাবি দ্বীপ দখল করিয়া বসইর পূর্বাংশের খাড়ী আটকাইয়া বসিল, কাজেই বাহির হইতে পশ্চুগীজদিগের সাহায্যের আশাও দূর হইল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মরাঠাসৈন্য বসই দ্বীপে অবরোধ করে, তিন মাসের অধিককাল অবরোধের পর পশ্চুগীজেরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। সেই পরাজয়ের সহিত এখানকার পশ্চুগীজদিগের গৌরববৃত্তা অন্তর্মিত হইল, অষ্টাহের মধ্যে পশ্চুগীজেরা স্ব স্ব জনজন লইয়া চিরদিনের জন্ত সাধের বসই পরিত্যাগ করিল।

বসই মরাঠাদিগের হস্তগত হইলেও এখানকার রাজধানীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, অল্প দিন মধ্যেই একজন 'সবমুজা' নিযুক্ত হইলেন, বাণকোট নদী হইতে দমন পর্যন্ত তাহার শাসনাবলী হইল। এ সময়ে বসই নগরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাস ছিল না, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পশ্চুগীজনিগ্রহভয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পেশবা মাধবরাও তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজে তুলিয়া লইবার জন্ত একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্ত এক কর নিকারণ করেন। বলিতে কি পেশবার এই সদয়তায় বহু জাতিচ্যুত হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দুসমাজে স্থান পাইল। ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত হইতেও বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এখানে বসতি করিল, তন্মধ্যে প্রতুকার্য্যগণই প্রধান। অজ্ঞাবাদি বসই সহরে প্রতুকার্য্যগণই মনে করেন শ্রেষ্ঠ।

বর্তমান বসই সহর বাজিরাওর নামানুসারে বাজিপুর নামে খ্যাত এবং সমস্ত বসই জেলা ১৬১টা মোজায় বিভক্ত, ইহার মধ্যে ৪ খানি ইনাম্। এই সকল মোজা গ্রামের মধ্যে থানিভেমে একটা ছোট বন্দর, দক্ষিণপূর্বে মানিকপুর মহলে রেলওয়ে স্টেশন, উত্তরে অঘনাসি বা অগাসি মহাল, সম্মুখে প্রসিদ্ধ দ্বীপ, শৈলময় তুলসারিতে প্রসিদ্ধ তুলসাবৈষ্ণবের মন্দির, নির্মলে প্রসিদ্ধ বিমলেশ্বরতীর্থ, শূঁপারকে বা সূপারে প্রাচীন তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বন্দর, এবং বাজীপুরের নিকটবর্তী পাপরি গ্রামে বহু সংখ্যক চিৎপাবন, করাচ ও দেশস্থ ব্রাহ্মণ এবং পলশা, সোণার প্রভৃতি অপরাপর নিম্ন শ্রেণীর বাস আছে। বার্ষিক রাজস্ব আদায় প্রায় ১৮০০০ টাকা।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি গার্ড ১২ দিন অবরোধের পর বসই অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সলুবাইর সন্ধি অনুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মরাঠাদিগকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার অপরাপর অধিকারের সহিত বসইদ্বীপও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সামিল হইল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বসইর পার্শ্ববর্তী কল্যাণ-খাড়ীতে বাধ প্রস্তুত হইয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টর আদেশ করেন। এই বাধ হওয়ায় সমুদ্রের জল আর উঠিতে পারে না, তাহাতে অনেক জমি উদ্ধার হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কোম্পানি একটা সড়ক লোহ-সেতু নির্মাণ করিয়া বসইকে বোম্বাইর সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিলে এখানকার বহু প্রাচীন হিন্দুতীর্থ যেমন উদ্ধার হইয়াছিল, সেইরূপ বহু পশ্চুগীজ কীর্্তি নষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০টি প্রাচীন গীর্জা পুষ্টান পালী-দিগের যত্নে পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার হইয়াছে; ঐ সকল গীর্জার কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিবার জিনিস।

ডিপো-দ্রো-কোটো লিখিয়াছেন যে, পশ্চুগীজেরা বসই অধিকার করিয়া এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির (এলিফান্টা) ধ্বংস করিতে যান। তাহার মন্দিরের সিংহদ্বারে একখানি স্তম্ভ প্রস্তরে লিপি খোদিত দেখিলে পান। সেখানে উঠাইয়া আনিয়া পশ্চুগীজ গবর্নর এখানকার হিন্দুসুলভমানের দ্বারা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় তিনি পশ্চুগীজরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। পশ্চুগীজপতি ডি জোয়ঁও (৩য়) পাঠোদ্ধার করাইবার জন্ত সাধ্য মত যত্ন করেন। তাহার চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জেমস মফি (একজন স্থপতি) তাহার 'পশ্চুগীজ-ভ্রমণ' পুস্তকে উক্ত শিলালিপির প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন। সম্ভ্রান্তি ঐ প্রতিকৃতির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে উক্ত সংস্কৃতলিপি এবং এখানকার দেব ও হিন্দুরাজের প্রশস্তি বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানকালেও বসই অতি উর্ব্বর ও শস্যশালী ভূভাগ বলিয়া পরিগণিত। এখানে ইক্ষু, কদলী দাণ্ড ও তাণ্ডুলের যথেষ্ট চাষ আছে।

স্বাস্থ্যকর স্থান ভাবিয়া অনেকই এখানে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত গিয়া থাকেন। \*

\* নিম্নলিখিত গ্রন্থে বসই দ্বীপের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাইবে—

Periplus Maris Erythraei; Hudson, Geog. Vol. I. 30, Hist du Christianisme des Indes, by V La Croze, Vol. I. p. 40-50, Linschoten, Voyages into the East and West India, Boke I. ch 44 Briggs's Ferishta, vol I p. 301-304; Travels of Marco Polo; P. Francisco da

বস্ ( পারসী ) এই পর্যন্ত । শেষ । আর না ।

বস্ ( দেশজ ) বসন্ত । অধীন ।

বসৎ ( দেশজ ) বাসবাটা ।

বসন্তবাটা ( দেশজ ) বাসন্তিটা ।

বসন্তি ( স্ত্রী ) বস নিবাসে ভাষাধিকরণে অস্তি । ( বহিবস্ত-  
ধিভাষ্টিং । উণ্ ৪।৩০ ) ১ বাস ।

“গ্রামীণৈর্ভজতে জনস্ত বসন্তিগ্রামে নিবিত্তা বধা” (অমরকণ্ ১১)

২ ঘামিনী । ৩ নিকতন ।

“রজনীতিনিরাবগুষ্ঠিত্তে পুরমার্গে ঘনশববিক্রবাঃ ।

বসন্তিঃ প্রিয় । কামিনাঃ প্রিয়াস্বদুতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ” ।

( কুমার ৪।১১ ) ৪ জৈনমঠ । ৫ জনপূর্ণ ও অট্টালিকা-

পরিশোধিত স্থান । ইহার অপভ্রংশে “বস্তি” শব্দ হইয়াছে ।

বসন্তিভ্রম ( পুং ) বৃক্ষভেদ ।

বসন্তী ( স্ত্রী ) বসন্তি কৃদিকারাদিত্তি ভীষ্ । ১ বাস । ২ ঘামিনী ।

৩ নিকতন । ( মেঘিনী )

বসন্তীবরী ( স্ত্রী ) সোম প্রস্তুত কালে ব্যবহার্য পানীয়ভেদ ।

বসন্ ( স্ত্রী ) বসন্তে আচ্ছাদ্যতেহনেনেতি বস-মৃট্ । ১ বস্ত্র ।

“বহসি বসুধি বিশদে বসনং জলদাভঃ । হলহতি ভীতিমিলিত-  
যমুনাত্ম” ( শীতগোবিন্দ ১।১২ ) বসনমিতি বস-ভাবে লুট্ ।

২ ছাদন । ( মেঘিনী ) বস-আধারে লুট্ । ৩ নিবাস ।

“মোনাস স মনির্ভাতি লাবণ্যরসনামুনিঃ ।

বলকণ্ঠ যো বেস স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” ( মহাভা ৫।৪৩৬০ )

৪ স্ত্রীকটীভূষণ । ( শব্দরত্না )

বসন্ ( স্ত্রী ) ভেজপত্র । ( রাজনি ) স্মিয়াং ভীপ্ । ২ পীত-

কাপাস । ( বৈয়াকনি )

Souza, Oriente conquistado ; Faria y Souza, tome I. pt iv 2 ; Tuhfatul Muzahidin, p. 136-7 ; J. S. Lafitian Hist Dis. Decouv et cong. de Port, Vol ii. p. 215 ; Dict. Hist. Exp. art. Bacaim ( Goa edition ) p. 10 ; Ohonista de Tissuary, Vol iii, p. 250-58, Decada VII, liv. iii cap x—xi, James Murphy's Travels in Portugal ( 1795 ) ; Narracao de Inquisicao de Goa, p. 48, 187, Viagem de Francisco Pyrard, Vol ii p. 226-7 ; A Voyage round the World, by Dr. J. Gemelli Careri ; Capt. A. Hamilton's New Account of the East Indies, Vol. I, p. 180, J. Ovington's Voyage to Surat in the year 1669, p. 206-7, Senhor Aranches Garcia in Instituto Vasco da Gama, no 27, p. 66-67 ; Archivo Potuguez oriental, fasc. iii p. 106-288, Mrs Poston's Western India, vol 1. p. 183-4, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol 1. p. 3-5 and vol. x. p. 316-317.

বসনময় ( ত্রি ) বস্ত্রময় । ( শাট্যারন ৮।১১।২০ )

বসনবৎ ( ত্রি ) বসনশালী । বস্ত্রধারী ।

বসনবীরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্ধা বিভাগের  
সম্ভেড় মেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য । এখান-  
কার সর্দার দহিমা জিংবাবা নামে পরিচিত । রাজস্ব ১০ হাজার  
টাকা, তন্মধ্যে বার্ষিক ৪০২ টাকা তিনি বড়োদার গাইকো-  
বাড়কে কর দিয়া থাকেন ।

বসনসেবদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্ধা বিভাগের,  
সম্ভেড়মেবাসের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । এখানকার  
সর্দারবংশ রাঠোর কানুবাবু নামে আখ্য । বার্ষিক ৫৭১০ টাকা  
বড়োদাররাজকে কর দিতে হয় ।

বসনা ( স্ত্রী ) বস-মৃচ্-টাপ্ । স্ত্রীকটীভূষণ ।

‘সারসনং সারশনং বসনা বশনা তথা ।

বসনং বসনক্ষেতি স্ত্রীকটীভূষণে ভবেৎ ॥’ ( শব্দরত্নাবলী )

বসনার্ণ ( স্ত্রী ) বসন ঞ্ণ । কাপড় ধার ।

বসনার্ণবা ( স্ত্রী ) সমুদ্রবসনা । সমুদ্রপরিবৃত্তা ( মহী ) ।

“দৈত্যানাম্ কিল ধর্মজ পুরোম্ বসনার্ণবা ।” ( রামা ৭।১১।২৬ )

বসনার্হি ( ত্রি ) ১ বসনযোগ্য । ( পুং ) ২ গার্হপত্য বা বাসকাদি  
আচ্ছাদক বৃক্ষনাশক অগ্নি । ( ঞ্চ্ ১।১১।২৩ ) [ বসার্হন দেখ ]

বসনিয়া ( দেশজ ) বাসকা, অধিবাসী ।

বসন্ত ( পুং ) বসন্তায় মদনোৎসব ইতি বস-অচ্ ( তৃভূবাহিবসি-  
ভাসিসাদিগড়িমতিভিনম্ভিত্তাচ্ । উণ্ ৩।২৮ ) ঋতুবিশেষ ।  
মলমাসতবে উক্ত প্রতিনির্দেশ এই যে, “মধুশ্চ মাধবশ্চ  
বসান্তিকযুতঃ ।” অর্থাৎ চৈত্র এবং বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত  
ঋতু । কেহ কেহ কান্তন ও চৈত্র এই দুই মাসকে বসন্ত ঋতু  
বলিয়া উল্লেখ করেন ।

ইহার পর্যায়—পুল্পসময়, সুরভি, মধু, মাধব, ফল, ঋতুরাজ,  
পুল্পমাস, শিকানন্দ, কান্ত ও কামলব ।

“ক্রমাঃ সপুশাঃ সলিলং সপদ্মং

ত্রিঃ সকামাঃ পবনঃ স্নগন্ধিঃ ।

স্বাঃ প্রদোষা দিবসশ্চ রম্যাঃ

সর্গাঃ প্ররে চাক্রতরং বসন্তে ॥” ( ঋতুসংহার ৬২ )

পুঙ্খ কবিবর্ণনার বা কবি-কল্পনার নয়, সত্য সত্যই বসন্তের  
থর মধুর যৌবন-মহিমায় প্রকৃতির পরম রমণীয়তা প্রকট হইয়া  
উঠে । পার্থিব জগতের যে দিকে তাকাও, বসন্তে সকলই স্নগদ—  
সকলই রম্য—সকলই প্রিয়দর্শন । এমন মানব মানবী নাই,  
এমন কীট পতঙ্গ নাই, এমন স্থল-জল-চর জীব জন্তু দেখি না,  
এমন ডকলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না। বাহার্য বসন্তসমাগমে  
গ্রহর্ষপ্রকল্পতার বিধ সোম্য মাধুরী মাখিয়া, কি যেন কি এক

উন্মাদনার কিছু-না-কিছু আশ্রয় বা আশ্রয়প্রদানের সুখ পাতি সলিলে সিক্ত হইতে থাকে। বলিতে কি, বসন্ত প্রকৃতির এমন মহিমা! চিরকণ্ঠ, চিরকণ্ঠ, চিরবিদ্যময়ের মনে এ কালে অন্ন বিস্তার হাতির ভাব ভাসিয়া উঠায়। বৃক বৃকীয় ত কথাই নাই, বাসন্তী প্রকৃতির প্রমোদপ্রবর্তনার অতি বড় বৃক ব্যক্তিকেও আশ্বাস্য করিয়া তুলে।

শীতের সে কঠোর স্পর্শ নাই। গ্রীষ্মের প্রবর্তনায়ও পূর্ণ অধিকার অপ্রতিষ্ঠ। আকাশ ও দিগ্‌মণ্ডল প্রসন্ন। দিবস নাতি-শীতোষ্ণ। প্রমোদ পরম রম্য। যামিনী প্রমোদিনী। উষা মধুরহাসিনী। জল নির্মল। স্থল সুগম। স্থলে স্থলপদ্ম, ও জলে জলপদ্ম প্রকটিত। চূতাকুর মুকুলিত। ক্রমদল নবোদগত সিন্ধু পল্লবে উদ্ভাসিত। বনস্থলী মধুকরনিকরের মধুর বন্ধারে মুখরিত। মলয়াগত সুগন্ধ গন্ধবহ মন্ড মন্ড প্রবাহিত। সিন্ধু-মধুর তরলতাকুল নানাজাতীর প্রচুরতর কুসুমভারে অবনত। কুসুমসমূহের সৌরভস্বচী বন, উপবন, উদ্যান আমোদিত। লতার পাতার, ফলে, ফুলে, মুকুলে বাসন্তী বনভূমি নবীন সাজে নবীন বেশে সদাই হাস্যময়ী। চন্দ্রের চন্দ্রসিদ্ধ জ্যোৎস্না, বিহঙ্গের কলকূজন, কোকিলের কাকলী, মলয়ের মৃদুমল হিল্লোল, কুসুমের সৌরভ, অশোকের শোক-হর সুসুমা, সকলই এ কালে মনঃপ্রীণন। তাই ভারতের প্রাচীন কবিরা বসন্তে সকলই কান্ত, সকলই রম্য এবং সকলই সুন্দর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষই বসন্ত ঋতুর গাধুরী মহিমার পূর্ণ লীলাভূমি। তাই মনোহর বা বসন্তোৎসবদি বসন্ত ঋতুর অমুগুণ অমুষ্ঠানাদি এই ভারতেই প্রথম প্রচলিত ছিল এবং কালের বেশে বিলয় পাইয়াও সে উৎসব অমুষ্ঠানের সজীবতা এখনও অনেক স্থানে বিরাজমান। [ মনমোহনোৎসব দেখ। ]

বসন্তকালের অধিষ্ঠাতৃদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ—

বিধাতার আঙ্কানে মন্থর আসিয়া এক সময় তাঁহাকে বলিলেন, বিভো! আমি আপনার আমোদে ত্রিপুরহর হরের মোহ-বিধানে সমর্থ। কিন্তু কামিনীই আমার মহাত্ম। সেই মহাত্ম কামিনী আপনি সৃষ্টি করুন। আমি শত্ৰুকে সম্বোধিত করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে পর পর আরও মৃদু করিয়া রাখিবে। সুতরাং হরসম্বোধনে একটী মনোহারিনী কামিনীর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বসন্ত কামিনী আছে, তাহারেই মধ্যে হর-মোহিনী কামিনী আমি দেখি না। সুতরাং বিধাতা! এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত আপনাকেই কোন উপায় বিধান করিতে হইতেছে।

কন্দর্পের কথাবসানে, কি করিয়া শত্ৰুকে সম্বোধিত করা যাইবে, ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধাতা ব্যাকুল হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার একটী নিখাস নির্গত হইল। সেই নিখাস হইতে কুসুমসমূহ-ভূষিত বসন্তের উৎপত্তি হইল। চূতাকুর, চূতকলিকা, অমরমালা এবং হিংসুক প্রকৃতি বসন্তের করে বিরাজিত। বলিতে কি, তখন বসন্ত একটী প্রফুল্ল পাদপবৎ শোভিত হইল। বসন্তের আকৃতি রক্তকোকনদ-নিভ, মরলম্বর প্রফুল্ল-পঙ্কজবৎ সুশোভন, সুখমণ্ডল সন্ধ্যোদিত পূর্ণ শশাঙ্কের জায় সমুজ্জল, নাসিকা সুন্দর, কর্ণবিবর শব্দ সূশ, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও ভ্রূরবর্ণ, কর্ণের চুইটী কুণ্ডল অত্যন্ত অংগমালীর জায় সমুজ্জল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ। এতদতির তাহার গতি মন্ত মাতঙ্গবৎ, ভ্রূজবর পীন স্থল ও আয়ত, করণ কঠিনস্পর্শ, উরু কাট এবং জজ্ঞা এই তিনটি স্থান সুবৃত্ত, গ্রীবা কধুবৎ, বক্ষ উন্নত, অক্রদেশ গূঢ় এবং জ্বরদেশ পীন ও সর্ক-স্বলকণে সম্পূর্ণ।

ঐরূপ সম্পূর্ণ স্থলকণ সুসুন্দারাকৃতি বসন্তের উদয় হইবা মাত্র সৌরভময় বায়ু বহিতে লাগিল, ক্রমরাজি কুসুমিত হইয়া উঠিল, কলকণ্ড কোকিলেরা পক্ষমে গান গাইতে লাগিল, সরোবরসমূহে স্বচ্ছ সলিল লুই হইল এবং তাহাতে বহুশত শতদল ফুটিয়া উঠিল। ( কালিকাপুং ৪ অঃ )

হরসম্বোধন ব্যাপারে বসন্ত কন্দর্পের বিরূপ সহায়তা করিয়া ছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মদন যখন হরের বৈধব্যহরণে উত্তত, তখন তাঁহার একান্ত-সুহৃৎ বসন্ত হরের আশ্রম ও আশ্রমের চারি দিকে কিংসুক, কেতক, বক, পুরাগ, নাগকেশর, মাধবী, মল্লিকা, পর্ণসার ও কুরবক প্রভৃতি বসন্তগুলি পুষ্পপাদপ ছিল, তৎসমতই ফুটাইয়া তুলিল। বসন্তের সহায়তায় সরোবরগুলি ফুলপরে উদ্ভাসিত হইল, মুদুমল মলয়ানিল বহিতে লাগিল, তাহাতে শব্দের সমগ্র আশ্রম সুগন্ধময় হইয়া উঠিল, লতারাজি নূতন নূতন কুসুম ও নূতন নূতন কলিকান্তরে সোহাগে চলিয়া পড়িয়া পার্শ্ব পাদপ-গুলির গলা জড়াইয়া ধরিল; তথাকার সুস্ব, সিদ্ধ ও অজ্ঞাত তাপসকুলের মন পরমামোদে পূর্ণ হইল; কিন্তু কঠোর সংযমী হরের মন তাহাতেও উল্লি না। ইত্যাদি ( কালিকাপুং ৭ অঃ )

বসন্তকালের কবিবর্ণনীর বিষয়গুলি এই বর্ণা—

“সুরভৌ দোলা-কোকিলমারুত-স্বয়ংগতিতরুদলোদ্ভিতাঃ।

জাতীতরপুষ্পচরিত্রমজরীভ্রমরবন্ধারাঃ ॥”

( কবিকরলাভ ১ স্তবক )

বসন্তকালের গুণ—কষা, মধুর ও রুক্ষ। ( রাজনিঃ )  
হেমন্তকালে রোগ উপচিত হয়, বসন্তকাল আসিলে উহা

আন্দোলিতা চ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।

মন্দারী চেতি রাগিণ্যে বসন্ত সন্দর্ভাঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

এই বসন্ত রাগের ধ্যান যথা,—

“শিখণ্ডিবর্হোচ্চরবকচূড়ঃ পুষ্পং পিঙ্গং চূতলতাঙ্কুরেণ।

ভ্রমন্ মুদা বামমনোজ্জম্ভিত্ত্বতঙ্গমন্তঃ স বসন্তরাগঃ ॥”

বসন্ত রাগের সুরক্রম যথা—

“সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স”।

এই রাগের গানের সময়সম্বন্ধে সঙ্গীতদামোদরে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া হরির শরন পর্যন্ত যতকাল, উক্ত কালের মধ্যেই সঙ্গীতভাববিদেহা বসন্তরাগ গান করিবার সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

“শ্রীপঞ্চম্যাঃ সমারভা যাবৎ ত্রাচ্ছয়নং হরেঃ।

তাবৎসন্তরাগত গানমুক্তং মনীষতিঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

সঙ্গীতদর্পণের মতে বসন্তরাগামিনী রাগিণীর সহিত বসন্তরাগ বসন্ত ঋতুতেই গেয়।

“বসন্তঃ সসহায়ন্ত বসন্তস্তৌ প্রণীয়তে।”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগধায়, ২৭)

দিবারাত্র মধ্যে বসন্তরাগে গান ধরিবার সময় প্রভাত হইতেই আরম্ভ।\*

বসন্তরাগের আকার, তাল, লয়, সুর-ক্রম ও সময়াদি সম্বন্ধে বঙ্গালী-সঙ্গীতকবি রাধামোহন সেন দাস তৎকৃত সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে সংক্ষেপে যে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“নবহর্ষাদল জিনি বর্ণঘটা।

বালা পূর্ণভাবে-মুখচন্দ্র ছটা ॥

শিখিপুচ্ছ শিরস্ত্রাণ স্প্রকাশে।

শরীরের শোভা করে রক্তবাসে ॥

নানা পুষ্পময় রুতমালা-গলে।

উন্নততা—যৌবন মস্ত-বলে ॥

কর দক্ষিণে আত্মের মঞ্জল রে।

পূগ-কর্পূর-তাম্বুল সবাকরে ॥

তাল-বাত্ত-সমমিত নৃত্য গান।

এ বসন্ত রাগিণীর বিস্তারন ॥

সখী সঙ্গে বরাদ্দনা রঙ্গ সাজে।

দুমিৎ দুমিৎ সুমুদঙ্গ বাজে ॥

\* “মধুমধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী তৈরবী তথা।

বোলাবলী চ মল্লারী বরারী সোমগুচ্ছরী।

ধনাত্মীর্ষালবলী চ সেবরাগত পঞ্চমঃ।

দেবতারী তৈরবল ললিতা চ বসন্তকঃ।

এতে রাগাঃ প্রণীকৃত্য প্রান্তরারভাঃ নিতানঃ ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগধায় ২০, ২১)

যিখি থিকট থিকট থিকট থেই।

থা থা থং থুং থুং থুং থুং থেই।

মধু-মন্দিরা ঠিকিনি ঠিকি গাজে।

অননং অননং জগৎস্প আঁজে ॥

তাধিরা তাধিরা পদ নৃত্য করে।

মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশীযয়ে ॥

রণ রক্ষণ রক্ষণ মধু পদে।

বীণা নিকাণ নিকাণ আত নাদে ॥

জাতি সম্পূর্ণ রীতি মধ্যে গাণ।

সুরম্প্রণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি ॥

খরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে।

তুনি-উক্ত গান দিবাষিপ্রহরে ॥

শিশিরাতে ঋতু মতে ধাব্য পাবে।

স্ববসন্তে ঋতু সদা নৃত্য গাবে ॥ (সঙ্গীত তরঙ্গ)

বসন্ত (পং) তালবিশেষ।

“জয়মঙ্গলগঙ্ধর্বমকরন্দিত্রিভঙ্গাঃ।

রতিতালো বসন্তশ্চ জগজ্জ্যোত্স্নোহথ গারুণি।” ইত্যাদি

“বসন্ততালে কর্তব্যো নগণো মগণস্তথা।

জগজ্জ্যোত্স্নে গুরুশ্চৈকো বিরমাস্ত্যঙ্কং ধ্বনয়” (সঙ্গীতদামোদরঃ)

বসন্ত (পং) ১ পুরাণ ও নাটকোক্ত প্রসিদ্ধ ঋতুপতি দেবতা-ভেদ। ইনি কামদেব ও মননের চিত্র সহচর। বসন্তদেবের আগমনে ধরা বাসস্তিক মাধুরীমালায় পরিপ্লাবিত হইয়া হর্ষণোৎফুল্ল হইয়া থাকে। নবীন শ্রামল শতক্ষেত্রমিন্দ্র চূতমুকুলকলিকাকীর্ণ নব কিশলয়গুলি কোমল পত্রবল্লীর মধ্যে নবীনরাগে রঞ্জিত হইয়া যেন তাঁহারই রূপায় অপূর্ণশ্রী ধারণ করে। সেই বসন্তের প্রেরণায় ধরাবাসী বসন্তকালের মাহাত্ম্য অমুত্তব করিয়া থাকে।

২ রোগভেদ (Small pox)। [মহরিকা দেখ।]

বসন্তক (পং) বসন্ত সংজ্ঞায় কন্। ১ পৃথু-শিখ, শ্রোনা-বিশেষ। (রাজনিঃ) ২ কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত কুমধানের নর্ষহৃদয়ের পুত্র।

“সুপ্রতীকস্ত পুত্রশ্চ কুমধানিত্যজায়ত।

যৌহন্ত নর্ষহৃদ্যং তস্ত পুত্রোহজনি বসন্তকঃ ॥”

(কথাসরিৎসাঃ ৯৮৬)

বসন্তকরল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

বসন্তকাল (পং) বসন্ত কালঃ কর্ণধা। বসন্ত ঋতু, বসন্তসময়। “বসন্তকালে কিস বো-কথাক”। (উড়ট)

বসন্তকুহুম (পং) বসন্তে কুহুমং বস্ত। বৃক্ষবিশেষ।

“বসন্তকুহুমঃ সেলুঃ শারিতো ভিজ্জুৎসিতঃ।” (শকমাঃ)



বসন্তকুসুমাকর (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

বসন্তকুসুমাকর, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—  
প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, অত্র, প্রত্যেক ৪ ভাগ, লৌহ, সীসা,  
বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, হরিদ্রা,  
ইক্ষু, পদ্ম, চন্দন ও কদলীমূলের রসে, ব্রহ্মে এবং যুগনাভির  
কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ  
বটিকা করিবে। দোষানুসারে অল্পপান ব্যবহ্যেয়। ইহা সেবন  
করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

বসন্তকুসুমাকররস, ১ কাশ্মিকারে ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত-  
প্রণালী—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, (রৌপ্যের পরিবর্তে কেহ  
কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ,  
অন্ন, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া  
যথাক্রমে গব্যাদৃদ্ধ, ইক্ষুরস, বাকসছালের রস, লাকার কাথ,  
বালায় কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস,  
মালতীমূলের রস ও যুগনাভি এই সমুদায় ত্রব্য দ্বারা ভাবনা  
দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান হৃত,  
চিনি ও মধু। ইহা মেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে  
অগাছ অনেক রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও  
চন্দনের সহিত সেবন করিলে অল্পপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার  
শান্তি হয়।

২ সোমরোগাধিকারে ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী;—বৈক্রান্ত  
১ ভাগ, স্বর্ণ, অত্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ  
৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ এই সমুদায় গোড়ানেবুর রসে,  
গব্যাদৃদ্ধে, বেণারমূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার  
ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু সহ  
সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, বহুমূত্র, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ  
এবং অগাছ বিবিধ রোগ প্রশমিত ও বল বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়।  
ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

বসন্তগাঢ়, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা  
প্রাচীন দুর্গ। প্রবাদ ১১২২ খৃষ্টাব্দে পনালারাজবংশের একজন  
রাজা কর্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মহারাত্রীর অভ্যুদয়ে উহা  
শিবাজী মহারাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে  
রাজারামের নিকট হইতে মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব তিনদিন অব-  
রোধের পর এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। বহুকাল হইতে  
এই দুর্গ দুর্ভেদ বলিয়া খ্যাত ছিল। সম্রাট্ দুর্গজয়ের পর  
উহার নাম “কুলীদ-ই-কতে” রাখেন।

বসন্তগজিন্দ (পুং) বৃক্ষভেদ। (ললিতবিস্তর)

বসন্তগরল (দেশজ) পক্ষিভেদ। বসন্তকাল।

বসন্তগৌরী (দেশজ) জ্বৰ ও ক্রকবর্ণের ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষিবিশেষ।

বসন্তঘোষিন্ (ত্রি) বসন্তে বসন্তকালে ঘোষতি বিরোতি, বহা,  
বসন্ত ঘোষয়তি বিজ্ঞাপয়তীতি বসন্ত-ঘূষ-ণিনি। কোকিল।  
এই অর্থ সর্ববাদি-সম্মত নয়। কেহ কেহ এই অর্থের পক্ষপাতি।  
বসন্তজ (ত্রি) বসন্তে জায়তে ইতি জন-ড। বসন্তকালোৎপন্ন মাংস।  
বসন্তজা (স্ত্রী) ১ বাসন্তী লতা। ২ শুক্ল বৃথিকা। ৩ বাসন্তী-  
বৃক্ষ। চলিত ছোট বাসক। (রাজনিং)

৪ চৈত্রমাসের প্রারম্ভে বসন্তের উদ্যোজনকৃতক কামদেবের  
পূজারূপ উৎসবাহুটানভেদ।

বসন্ততিলক (স্ত্রী) বসন্তত তিলকবিধ। ১ পুষ্পবিশেষ।

২ চতুর্দশাকরপাদযুক্ত ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের ছন্দোমঞ্জরী-  
নির্দিষ্ট গণ, যথা—ত, ড, জা, জ, গৌ, গ।

“জ্যেঃ বসন্ততিলকং ত-ড-জা-জ-গৌ-গঃ।” (ছন্দোমঞ্জরী)  
উদাহরণ—

“কুলং বসন্ততিলকং তিলকং বনালাঃ

লীলাপরাং পিককুলাং কলমত্র রৌতি।

বাত্যেষ পুষ্পসুত্রভির্নলরাত্রিবাতো

যাতো হরিঃ স মধুরাং বিধিনা হতাঃ শ্বঃ ॥” (ছন্দোমঃ)

বসন্ততিলক (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ শুদজরোগে প্রযুক্ত।

“অক্ষারলুদহনসৈক্যবিশ্বশত্রু-

চূর্ণং কলঙ্গহিতং মথিতেন শীতং।

নৈবং প্ররোহতি পুনঃ পুনঃ স্বহেতো-

স্তমৈ বসন্ততিলকৈরপি কলকলম্ ॥” (বৃত্তরত্নাবলী)

২ অস্থবিধ ঔষধ। এই ঔষধ কাশ শ্বাস প্রভৃতি কতিপয়  
রোগে প্রযুক্ত। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী;—স্বর্ণ এক তোলা,  
অত্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক,  
মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ৪ তোলা লইয়া পরে গোক্ষুর, বাসক ও  
ইক্ষুরসে ভাবনা দিয়া বস্ত্রহস্তীর ঘুঁটের অধিতে সাতবার পুটপাক  
করিয়া কস্তুরী ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহাতে কাশ, শ্বাস,  
বাত, পিত্ত, কফ, ক্ষয়, শূল, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিংশতি প্রকার প্রমেহ,  
বিষ, হৃদ্রোগ ও অর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ ব্যা,  
বলকর ও শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর, ইহা মৃত্যুজরকর্তৃক কথিত।

• “হেয়ো ভদ্রকমন্ত্রকং বিত্তপিত্তং দৌহাত্তয়ঃ পারদা-

শ্চদ্বারোহনিরতস্ত বঙ্গমূলঃ চৈকীকৃতং বর্ধয়েৎ।

মুক্তাভিক্ষয়ো রসেন সমভা পোক্ষুরবাসকুণা,

সর্পাঃ বস্ত্রকরীকেশব হৃদ্রুচং শুভ্রং পিচেৎ সম্ভবাঃ।

কস্তুরীঘনসারম্মিতরলঃ পশ্চাৎ হসিদ্ধো ভবেৎ

কাশবাসসপিত্তবাতককজিৎ পাণ্ডুকক্ষারীন্ হরেৎ।

মূল্যিংঃ গ্রহণীং কিংবাশিষ্টরূপং মেহাশ্রয়ীং শিশুভিঃ

হৃদ্রোগাপহরো হ্রদাশিষ্টরূপো ব্রুবো কল্যাক্ষকঃ

শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুজরোদাঘিঃ ॥” (মঙ্গলসার বাজীকরঃ)

বসন্ততিলকতন্ত্র (স্রী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

বসন্ততিলক রস, কাসরোগের ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—  
 স্বর্ণ ১ তোলা, অজ ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা,  
 গন্ধক ৪ তোলা, বজ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা  
 এই মনুষ্কার দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুরসে মর্দন করিয়া  
 বন্ধনুযায় বিলগুটির অগ্নিতে বালুকাবস্ত্রে ৭ প্রহর পাক  
 করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি  
 ৪ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে।  
 ইহা কাস ও কসরোগের মহৌষধ। দ্বাত্রি ২ রতি।

বসন্তদূত (পুং) বসন্তস্ত দূত ইব। ১ আশ্রয়ক। ২ কোকিল।  
 ৩ পঞ্চম রাগ। (বিব)

বসন্তদূতী (স্রী) বসন্তস্ত দূতীব। পাটলীবৃক্ষ, চলিত পারুল  
 গাছ। (রাজনিং) “পাটলা বসন্তদূতী” (ডবণ) ২ পুণ্যবৃক্ষ-  
 বিশেষ। কোঙ্কণে এই বৃক্ষ গণিকারী নামে প্রসিদ্ধ। ৩ কোকিলা।  
 ৪ মাধবীলতা। (রাজনিং)

বসন্তদেব, এক জন প্রাচীন কবি।

বসন্তক্র[ম] (পুং) বসন্তস্ত ক্রমঃ। আশ্রয়ক। (শব্দমালা)

বসন্তপঞ্চমী (স্রী) বসন্তস্ত পঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী। মৎস্তহৃৎসর  
 পক্ষ-পঞ্চাশৎ পটলে লিখিত আছে, সূর্য মকররাশিহু হইলে  
 গুরুপক্ষীয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসহ জগদ্ধাত্রীকে স্নান করাইয়া পূজা  
 করিতে হয়। এই স্নানক্রিয়া প্রভাবে মরকতময় কুন্তে নদীজল  
 দ্বারা সমাধা করিবে। এই বসন্তপঞ্চমী সর্গপাপনাশিনী। এই  
 দিনে বসন্তকে এবং রত্নসহ কল্পকেও পূজা করা কর্তব্য।  
 তদ্বিত্ত এই দিনে বসন্তরাগের গান শুনিলে অতীষ্ট শ্রীলাভ  
 হইয়া থাকে। কোন কোন মনি এই বসন্তপঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী  
 নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই দিনে একাহারী  
 থাকা কর্তব্য। ইহাতে লক্ষ্মী সর্গদাই প্রসন্ন থাকেন।

“মকরহু সহস্রাংশৌ গুরুপক্ষে যশস্বিনী।

ইত্যারভা—“পঞ্চম্যাক জগদ্ধাত্রীং প্রোতরেব নদীজলৈঃ ॥

স্নাপয়িত্বা সলক্ষ্মীকাং কুন্তেমারকতৈরপি।

বসন্তপঞ্চমী নাম সর্গপাপ প্রমোচনী ॥

বসন্তপঞ্চ সমভ্যর্চ্য কল্পং সরতিং প্রিয়ে।

বসন্তরাগপ্রবণং শ্রিয়মাপ্নোতাতীক্ষিতাম্ ॥

শ্রীপঞ্চমীস্ত কেচিদ্ধা যুন্নয়ঃ প্রবদন্তি বৈ।

বর্ত্তদৈকভক্তেন শ্রিয়ো ন বিচ্যুতির্ভবেৎ ॥”

(মৎস্তহৃৎ ৫৫ পটল)

হরিতিক্তিবিলাসে লিখিত আছে, সাবমাসের গুরুপক্ষীয়  
 পঞ্চমীর দিন মহাপূজা করিতে হয়। এই পূজার বিশেষ এই  
 যে, ইহাতে নব প্রবাল, নব কুহু ও নানা অঙ্কলেপনদান

একান্ত আবশ্যক। এতদ্বিত্ত বিশেষ সমারোহে নীরাঞ্জনা, ভুক্তি-  
 তরে বৈকুণ্ঠদিককে সন্মাননা এবং বসন্তরাগময় সঙ্গীত ও নৃত্যাদি  
 করিবে। কথিত আছে,—শ্রীপঞ্চমী ইহাতে আরম্ভ করিয়া  
 শ্রীহরির ধরন পর্যন্ত এই বসন্তরাগে গান গাটুবার সময়। অজ  
 সময়ে নিষিদ্ধ। বসন্তপঞ্চমী দিনে এইরূপে দ্বন্দ্বাবনবিহারী  
 শ্রীকৃষ্ণের পূজোৎসব সমাধা করিলে বসন্তবৎ প্রিয়  
 হওয়া যায়।\* [শ্রীপঞ্চমী দেখ।]

বসন্তপাল, বিলাসিণি বর্ণিত রাজভেদ।

বসন্তপুর, প্রাচীন বিশাল জনপদের অন্তর্গত একটা নগর।

(ভবিষ্য ব্রহ্মণ্য ৩৯১৩)

২ মলভূমির অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম। বিষ্ণুপুরের উত্তর  
 উপকণ্ঠে অবস্থিত। (দেশাবলী)

বসন্তপুষ্প (পুং) দুলীকদ্বয়। (রাজনিং) (স্রী) ২ বসন্ত-  
 কালোৎপন্ন কুহুম।

“বসন্তপুষ্পাভরণং বহতী”। (কুমার ৩ সর্গ)

বসন্তবজ্র (পুং) কামদেব।

বসন্তভানু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (দশকুমারচরিত)

বসন্তমণ্ডল (স্রী) ১ শিশুর। ২ রক্তপয় (বৈদ্যকনিং)

বসন্তমহোৎসব (পুং) বসন্তোৎসব। বসন্তকালে আমোদ-  
 প্রমোদার্থ সম্বন্ধিত লৌকিক ক্রিয়াবিশেষ।

ঐ দিন জগতের যাবতীর দেশবাসী মনুষ্যসমাজ শীতের জড়তা  
 পরিভ্যাগ করিয়া বসন্তের আগমন জ্ঞাপনার্থ আনন্দে উৎফুল্ল  
 হইয়া বেড়ায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে মননমহোৎসব  
 প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহা বাস্তবিক হোলীপর্বে পর্য-  
 বসিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপঞ্চমীপূজার পরদিনই  
 এখন বসন্তোৎসব আচরিত হইয়া থাকে। ঐ দিন কি  
 বাজালায়, কি হিন্দুহানে শীতবাস পরিভ্যাগ করিয়া গুত্র বা  
 বাসস্তীবর্ণে রঞ্জিত বাস পরিধানপূর্বক সকলে বসন্তের  
 আগমনভোক্তক চুতসুল সন্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া  
 থাকে। বৃন্দাবনে এখনও এ চিত্র জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

\* সাধন্য গুরুপক্ষ্যায় মহাপূজাঃ সমারোহঃ।

নৈবঃ প্রবালৈঃ কুহুমৈরঙ্কুলৈশ্বিশেষতঃ।

নীরাঙ্গসোৎসবঃ কুহুম ভক্ত্যা সমাত্ত বৈকুণ্ঠাম্।

বসন্তরাগজলয়ঃ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ।

শ্রীপঞ্চমীং সমাবৃত্য যাবৎ স্যাম্ভবনঃ হরেঃ।

বসন্তরাগঃ কর্তব্যো নাতন্য তু কদাচন।

কুহুম বসন্তপঞ্চম্যায় শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌমোৎসবঃ।

স্যাৎসমস্ত ইব প্রেয়ান্ বৃন্দাবনবিহারিণঃ।\*

(হরিতিক্তি বিঃ ২৪ বিলাস)

ঐ দিন এবং হোলীপর্বদিন রজনীতে ভোজন ও আমোদের ঘটা ও নিত্য কম নহে। রাক্ষসভক্তির মধ্যে বসন্তোৎসবের দিন উমা বা গৌরীর পূজা ও মৃগয়ায় রীতি আছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, স্কন্দনাথ প্রভৃতি দেশের ফলুৎসব ব্যাপার সেই এক বসন্ত-আবাহনের অঙ্গকল্পমাত্র। [ মদনমহোৎসব দেখ। ]

বসন্তমালতীরস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—স্বর্ণ ১ ভাগ, রক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং কপূর ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য প্রথমে অল্প পরিমাণ মাখন সহ মর্দন করিয়া পরে পাতিনেবুর রসের সহিত বেশ উত্তমরূপে মর্দন করিবে, যেমন মাখনের স্বেহাংশ দেখা না যায়। ২ রতি মাত্রায় মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ সহ সেবা। ইহা সেবনে, জীর্ণজ্বর, বিষম জ্বর, উদরাময় ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সম্বর উপশমিত হয়। ইহা পশ্চিমপ্রদেশের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

বসন্তমালিকা ( স্ত্রী ) ছানোডেন।

বসন্তযাত্রা ( স্ত্রী ) বসন্তোৎসব।

বসন্তমোদ ( পুং ) কামদেব।

বসন্তরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকরণ। ইনি প্রাকৃতসজ্জীবনী নামে প্রাকৃতপ্রকাশের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

বসন্তরাজ, কুমারগিরির একজন রাজা। ইনি কটিয়বৈম নগরক পণ্ডিতবরের প্রতিপালক ছিলেন। ইহার রচিত বসন্তরাজীয় নাট্যশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মল্লিনাথ শিশুপাল-এবং টীকায় উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তরাজভট্ট, শকুনার্ণব বা শাকুনশাস্ত্র প্রণেতা। ইনি মিণিলাদীশ্বর চন্দ্রদেবের প্রাণনাট্যস্বারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পিতার নাম বিজয়রাজ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবরাজ।

বসন্তরাজী ( স্ত্রী ) বসন্তরাজকৃত নাট্যশাস্ত্রভেদ।

বসন্তরায় ( রাজা ), বঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতি। বঙ্গজ-কায়স্থকুলে গুহবংশে গুণানন্দের গুরসে তাঁহার জন্ম। প্রকৃত নাম জানকীবল্লভ, কিন্তু তিনি বসন্তরায় নামেই সাধারণে সুপরিচিত ছিলেন। গুণানন্দের অগ্রজ ভবানন্দের পুত্র বিক্রমাদিত্যই প্রতাপের পিতা।

বাল্যকাল হইতেই বিক্রম ও বসন্তরায়ের বিশেষ সঙ্গ ছিল। বাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার পর উভয় ভ্রাতা গোড়ে বাস করেন। এই সময়ে বিক্রম চাঁদ খাঁ নামক জায়গীর পাইয়া তথায় যমুনা ও ইক্ষামতীর সম্মিলনে নগর ও গড় পত্তন করিয়া পুত্র ও পরিবারাদি প্রেরণ করেন, কিন্তু উভয় ভ্রাতা রাজধানীতে রহিলেন। মুর্শিদ খাঁর বঙ্গাধিকারকালে, গোড়বাসী বজ্রদানী ভাগ করিলেও, উভয় ভ্রাতা ছয়বশে তথায় বাস করেন। দাউদের মৃত্যুর পর টোডরমল্লকে বাঙ্গালার রাজস্ব-

বিষয়ক কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া তাঁহারা উভয়েই মোগল সরকারের অঙ্গগৃহীত হইলেন। দিল্লীখবরের নিকট হইতে রাজা টোডরমল্ল বিক্রমাদিত্যকে মহারাজ এবং বসন্তরায়কে রাজা উপাধি আনাইয়া দিতে প্রতীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের জায়গীর বাহাল রাখিলেন।

প্রতাপ কৌশলে ১৮ বৎসর বয়সে পিতা ও পিতৃব্যকে জায়গীর হইতে বঞ্চিত করেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু ঘটে। তিনি স্বীয় পুত্রকে দশ আনা এবং ভ্রাতাকে ছয় আনা সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। ভ্রাতৃপুত্র প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বসন্তরায় বার্কিকাবশতঃ গঙ্গাতীরে রায়গড় নামক স্থানে নিবন্ধাট হইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রতাপের কথা বিন্দু-মতীর বিবাহোপলক্ষে তিনি বিশেষ অমুগ্ধ হইয়া যশোহরে আইসেন। এই সময়ে রামচন্দ্ররায়ের পলায়নের জ্ঞাত খুল্লতাতির উপর প্রতাপের বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। যশোহরে বাস কালেই পিতৃশ্রদ্ধের বার্ষিক তিথি উপস্থিত হওয়ায় বসন্তরায় প্রতাপ ও আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রতাপও সান্নিধ্যের নিমন্ত্রণ রক্ষায় উপস্থিত হন। চর্ভাগ্যক্রমে কালক্রমে সপুত্র বসন্তরায় প্রতাপের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। [ প্রতাপাদিত্য দেখ। ]

রাঘবরায়, চন্দ্রশেখররায় প্রভৃতি বসন্তরায়ের অপর পুত্রগণ ঘটনাচক্রে অল্পত্র থাকায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই জাতি-শত্রুদিগের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সর্বনাশ সাধিত হইল। মানসিংহ যশোহরজিৎ উপাধিসহ কচুরায়কে যশোহরে অভিযুক্ত করিয়া দিল্লীযাত্রা করেন। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখরের বংশধরগণ অতাপি খুলনা জেলার অন্তর্গত নুনগর ও বসিরহাট উপবিভাগের মধ্যস্থিত খোড়গাজীতে বাস করিতেছেন।

রাজা বসন্তরায় একজন উৎকৃষ্ট ভাবুক কবি ছিলেন। পদ-কর্তা গোবিন্দদাসের সহিত তাহার প্রায়ই কবির লড়াই চলিত। বসন্ত রায়, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে কবি নরহরি ইহাকে মহা-কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

“জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।

সদা ময় রাধাক্ষর চৈতন্যলীলায় ॥” ( ১২শ বিলাস )

ভক্তিরসাকর হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইনি শেখ বয়সে মুন্সাবনবাসী হইয়াছিলেন, মধ্যে জীব গোস্বামীর পত্র লইয়া একবার ত্রিনিবাসাচাণের নিকট আসিয়াছিলেন।

“হেনই সময় বিজ্ঞ ত্রীবসন্ত রায়।

পত্রী লৈয়া আইল তেঁহো আচার্যসভায় ॥” ( ১০ তরঙ্গ )

পদকল্পতরুতে বসন্ত রায়ের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বসন্তরোগ, মসুরিকা। ত্রণোদগমরূপ সাংঘাতিক ক্তরোগ-বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Small pox বলে। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা Variola।

ইহা একটা বিশেষ সংক্রামক ও স্পর্শক্রামক সন্ফোটক জর। এই পীড়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে কিয়দ্বিস গুপ্তভাবে থাকিয়া প্রবল জর ও চর্ম্মে এক প্রকার কণু উৎপাদন করে। ঐ কণুগুলি প্রথমে প্যাপিউল, পরে ভেসিকেল ও পট্টিলে পরি-বর্তিত হইতে দেখা যায় এবং অবশেষে শুষ্ক হইলে কচ্ছুর্ত্বাৎ চামড়ি পতিত হয়। এই ব্যাপি একবার হইলে প্রায় দ্বিতীয়বার হয় না।

এই পীড়ার সংক্রামক বিষ বোগীর বক্ত, স্ফোটক ও কচ্ছুর্ত্বাৎ অবস্থিত করে; সময়সময় ঘর্ম্ম, মূত্র, প্রস্রাব এবং অত্যন্ত অপস্রাব দ্বারাও পরিচালিত হয়। বয়স, গাঢ়তা ও গৃহাদিতে উক্ত পদার্থ বহু দিবস লিপ্ত থাকে; এবং উহা অধিক দূরে চালিত হইতে পারে। বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে মৃতদেহ হইতে জীবিত শরীরে উক্ত বিষ প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা। পুণ্য জন্মবার সময় ঐ পদার্থের সংক্রামণশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, উক্ত স্ফোটকগুলিতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থিত করে। উহা চি ভিন্ন ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়।

বাহাদের টীকা হয় নাই এবং কাক-দী জাতি ও কুম্ভাকায় ব্যক্তিরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। এতদ্বিন্ন সাধা-রণতঃ অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকা, কুৎসিত আহার প্রভৃতি হইতেও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা ইহাব বিষ কর্তৃক সহজে আক্রান্ত হয় না। উত্তমরূপে টীকা দেওয়া হইলে এই পীড়া কদাচ হইতে দেখা যায়।

এই পীড়া হেতু নানা স্থানের চর্ম্মে সীমাবদ্ধ প্রদাহের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে অগ্রে প্যাপিউল দৃষ্ট হয়। প্রকৃত চর্ম্মে নব নব কোম উৎপন্ন হওয়াতে এপিডার্মিসের নিম্নে তরল বস এবং পরিশেষে লিম্ফ ও পুণ্য জন্মে। পরিপক্ব অর্থাৎ সপ্তমদিনের শুট ভেদ করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহার মধ্য কোটব শূণ্য বা সঙ্কুচিত দেখা যায়, কিন্তু উহার প্রাচীর কোষিক বিধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দ্বারা চর্ম্মে সংযুক্ত থাকে। মৃতদেহের নানা স্থানে অর্থাৎ চর্ম্ম, গলাদেশ, চক্ষু, নাসিকা, ব্রহ্মাই, কখন কখন পাকালয় ও অন্ত্রমধ্যে স্ফোটক দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূপিত, মূরগয়, বকুৎ ও স্বাধীন পেশী সকল কোমল এবং বসাপকৃষ্টতাবিশিষ্ট হয়। প্রাণা বিবর্তিত ও কোমল হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে পেটিক বা রক্তস্রাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ শীঘ্র পচিয়া উঠে।

লক্ষণ।

১ম গুণাবস্থা।—সংক্রমণ দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে ১২ দিন এবং টীকা দ্বারা হইলে ৭ দিন; এই অবস্থায় রোগী কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকে; কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না।

(২) আক্রমণাবস্থা—শীত ও কল্প দ্বারা অকল্পাৎ পীড়ারস্ত হয় এবং রোগী জরের লক্ষণ সকল অসুস্থ করে। স্ফোটক বহির্গত হইবার পূর্বে তাপ-পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। এতদ্বিন্ন উদরোচ্ছ্বাদে বেদনা ও ভারবোধ, বিবমিষা কিংবা অতিশয় বমন এবং কটদেশে প্রবল বেদনা ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত লক্ষণের মধ্যে শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল আৱক্তিম, হস্ত পদাদির স্পন্দন, আলস্ত, অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রাণা, অস্থিরতা, অচৈতন্য এবং শিশুদিগের সর্কদা আক্ষেপ প্রভৃতি বস্তুমান থাকে, কোন কোন স্থলে সাদ বা গলায় বেদনা হয়। ইহাকে প্রাথমিক (Primary Fever) জর কহে। উক্ত লক্ষণ সকল দুই দিবস পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া স্ফোটকাবস্থায় পরিণত হয়।

(৩) স্ফোটকাবস্থা।—জরের তৃতীয় দিবসে মুখে, কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা যায়। ইহারা দলে দলে উৎপন্ন হইয়া ২১ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। সচরাচর ইহার সংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০; কখন কখন সহস্র পর্যন্ত হইতে পারে। মুখমণ্ডলেই অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। টীকা দিবার পর, অথবা সংক্রামক রূপে বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে স্ফোটকাবস্থায় পূর্বে উদরে ও উরুর অভ্যন্তরে বৃহদাকার লাল দাগ সকল বহির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাকে প্রোড্রোমাল একজেম্ (Prodromal Exanthem) বলে। বসন্তের শুটিগুলি স্বতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট, বা অল্প প্রকার হইতে পারে। শুটি হইবার পূর্বে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ উৎপন্ন হয়। স্ফোটকের দ্বিতীয় দিবসে কণুগুলি সর্গপের আয় উচ্চ দেখায়, ইংরাজীতে প্যাপিউল্ কহে, তৃতীয়দিবসে স্পর্শ করিলে ছিটাগুলির আয় কর্তন বোধ হয়, চতুর্থ দিবসে শুটির মধ্যে মধ্যে রস (সিরম্) সঞ্চিত হওয়াতে কোমল হইয়া থাকে এবং মুক্তার আয় ভেসিকেল্ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম দিবসে উহাদের উপরিভাগ নত কিংবা নাভির মত কিঞ্চিৎ নিম্ন হয়, ইহাকে অম্বিলিকটেড্ (Umbilicated) বলে। স্ফোটকের পরিধি রেটিমুকোসম্ (Retemucosum) সিরম্ দ্বারা সঞ্চিত এবং মধ্যস্থ কোষ সকল এপিডার্মিসের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে ঐ নবভাব উপস্থিত হয়। স্ফোটকের মধ্য দিয়া একটা হেয়ার কিংবা ম্যাগ ডাক্ট (Hair or gland duct) গমন করিলেও উক্ত প্রকার নত হইতে পারে। ষষ্ঠ হইতে সপ্তম দিবস পর্যন্ত স্ফোটকের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ ও তরল সিরম্ থাকে এবং চতুস্পার্শ্বে

ক্রমশঃ পুয় সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। ঐ বছর রস ও পুয়ের মধ্যে এক প্রকার আঘরণ থাকে; পুয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহা অঙ্গ হইয়া যায়, এই অবস্থাকে পস্টিউল (Pustule) কহে। এই সময়ে প্রদাহ জন্ত গুটির চতুর্দিকে লাল রেখা দেখা দেয়। অষ্টম দিবসে ক্ষোটকগুলি পুয় দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে গোলাকৃতি ও উঠ দেখায়। ইহাকে পরিপকাবস্থা (Maturation) বলে। এই সময় উহার কোটির যেন নানা আংশে বিভক্ত বোধ হয়। ৯ হইতে ১১ দিবসের মধ্যে কতকগুলি বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং অবশিষ্টগুলি শুক হইয়া আইসে। বিদীর্ণ হইলে পীতাত পাটল বর্ণ কচ্ছু উৎপন্ন হয়। ১১ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে উক্ত কচ্ছুগুলি স্থলিত হইতে থাকে। কচ্ছু পতিত হইলে চর্মে লাল লাল দাগ থাকিয়া যায়; ক্ষোটক গুরুতর হইলে দাগসমূহ কিঞ্চিৎ গভীর হয়, ইহাকে Pits বলে।

গুটিকার সংখ্যানুসারে সাধারণ লক্ষণের অনেক পরিবর্তন ঘটে। গুটির সংখ্যা অধিক হইলে মস্তক, গলদেশ, অক্ষিপন্নব ও শরীরের অন্যান্য স্থান ক্ষীত, চর্ম গাঢ় লালবর্ণ এবং উহাতে কণ্ডুরন থাকি বশতঃ নখাঘাতদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ক্ষতযুক্ত এবং নানা স্থানের দ্বৈয়িক বিলী ও আক্রান্ত দেখা যায়। গলাভ্যন্তরে গুটি হইলে বেদনা, লাল নিঃসরণ এবং আহার করিতে কষ্ট হয়। নাসিকাতে হইলে নাসিকার নিঃস্রাব বৃদ্ধি পায় ও নাসারন্ধ্র শুষ্ক হইয়া যায়। শেরিংস, টেকিয়া, বা ব্রুইই আক্রান্ত হওয়াতে কাসি, শ্রুতজ এবং সময় সময় শ্বাসকৃচ্ছ উপস্থিত হয়। মূত্র-মার্গের দ্বৈয়িক বিলী আক্রান্ত হইলে মূত্রত্যাগে অসাধ্য ও কখন কখন রক্তস্রাব অর্থাৎ হিমোটেরিয়া (Haematuria) হইয়া থাকে। চক্ষু আরক্তিম, সজল, বেদনায়ুক্ত এবং ক্ষীত হয়। রোগী আলো দেখিতে কষ্ট বোধ করে। কখন কখন রোগীর উদরাময় হইয়া থাকে। গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। স্ফোটক বহির্গত হইলে অরের কিঞ্চিৎ বিরাম হয়; কিন্তু পুয় হইবার সময় পুনর্বার ক্ষীত ও কম্পের সহিত অর উপস্থিত হইতে দেখা যায়। উহাকে দ্বিতীয় অর বা সেকেন্ডারি (Secondary) কিডার কহে। এই সময়ে উত্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। নাক্তীয় গতি ক্রত, পিপাসা বর্ধিত, জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর শুষ্ক; রোগ কঠিন হইলে বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহার কণ্ডুগুলি সাধারণতঃ সান্নায়েকারের হইয়া থাকে। যথা—(১) ডিসক্রিট (Discrete) অর্থাৎ অসংযুক্ত। ইহাতে জীবনের আশঙ্কা নাই; লক্ষণ সকল মৃদু। শিশুদিগের দস্তানমকালে হইলে গুরুতর হইতে পারে।

(২) কনফ্লুয়েন্ট (Confluent) অর্থাৎ সংলগ্ন; ইহাতে

প্রথমে শরীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সামান্য উচ্চ প্যাপিউল বহির্গত হয় এবং শীঘ্র পরস্পর মিলিত হইতে দেখা যায়। ভেসিকেল ও পস্টিউল অবস্থায় উহার অধিক মিলিত হয়। গুটি সকল দেখিতে অল্পক, কিন্তু বিস্তৃত এবং জলবৎ সিরম, পুয়, কিংবা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। মস্তক, মুখমণ্ডল এবং কণ্ঠদেশেই বহুসংখ্যক দেখা যায়। উহার শুক হইলে মুখোপরি একটা বৃহদাকার শুক চর্মখণ্ড পতিত হয়; তাহা উঠিয়া গেলে, গভীর দাগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুটিগুলির মধ্যকর্তী স্থানে রেখা দেখা যায় না, সমস্ত বক্ষ কক্ষাত লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে প্রথম অরের বিরাম হয় না, কিংবা দ্বিতীয় অর বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। অস্থিরতা, প্রলাপ প্রভৃতি কঠিন দ্বারবিক লক্ষণ সমূহ বর্তমান থাকে। ইহা অভ্যন্ত সাম্প্রতিক এবং ইহাতে নানা প্রকার কঠিন উপসর্গও উপস্থিত হয়। ডাক্তার কলি (Colli) বলেন যে, গুটিগুলিতে যদি পুয় না জন্মে এবং রোগীর মুখমণ্ডল ময়দার আঠার বর্ণ দেখায়, তবে রোগ সাংঘাতিক হয়।

(৩) অর্ধসংযত (Semiconfluent), উহা উপরোক্ত প্রকারদ্বয়ের মধ্যবর্তী। ইহাতে গুটিগুলি স্বতন্ত্র কিন্তু নিকটবর্তী থাকে; জীবনের আশঙ্কা নাই।

(৪) মলবন্ধ (Corymbose)—অর্থাৎ দেখিতে ত্রাকোণাক্ষবৎ; ইহা অভ্যন্ত সাম্প্রতিক।

(৫) ম্যালিগ্নেন্ট (Malignant) অর্থাৎ সাংঘাতিক। ইহাতে গুটিগুলি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ কিংবা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। কখন কখন নানান্থান হইতে রক্তস্রাব; মুখমণ্ডলে মালিগ্র, অস্থিরতা, প্রলাপ, অচেতন প্রভৃতি লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে। চর্মে ক্ষত বিগলন, বা পেটিক দৃষ্ট হয়। প্যাপিউলার, ভেসিকিউলার কিংবা পস্টিউলার অবস্থায় গুটির মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, যথাক্রমে ভোর-ওলা, হেমরেজিকা, প্যাপিউলোজা, ভেসিকিউলোজা ও পস্টিউলোজা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই প্রকার বসন্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের গাত্র হইতে একটা বিশেষ দুর্গন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে। মল মূত্রের সহিত রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় এবং বর্ষ, শিশু বা অষ্টম দিবসে মৃত্যু হয়। এতদ্ব্যতীত ভেরিওলা নাইগ্রা (Variola Nigra) অর্থাৎ ব্ল্যাক্ স্মল পক্স (Black Small Pox) একটা অতি সাংঘাতিক প্রকার বসন্ত। ইহার গুটিগুলি দেখিতে বেগুনি বর্ণ বা কালির দাগের দ্বারা। ইহাতে চক্ষুর দ্বৈয়িক বিলীতে রক্তস্রাব হয়, ও কলীনিকার চতুর্দিকে শোণিত সংবত হয়। এই পীড়ার মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞান বর্তমান থাকে। পীড়ার তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে মৃত্যু হয়।

(৬) বিনাইন (Benign) হর্ন (Horn) বা ওয়ার্ট পক (Wart pock)—ইহাতে গুটিসমূহের অভ্যন্তরে পুয় সঞ্চিত

হয় না এবং ৪৫ দিনের মধ্যেই শুক হইয়া যায়। দ্বিতীয় অর প্রকাশিত হয় না। এই প্রকার বসন্ত টীকা দিবার পর উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপসর্গ ও আত্মবলিক পীড়ার মধ্যে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, মসাইটিস, গ্যাট্রাইটিস, এন্ট্রাইটিস, উল্লাময়, নানা স্থানে প্রদাহ ও ফোটক, স্ট্রেপ্টিম ও লেব্রিয়াতে ক্ষত বা বিগলন; এরিসিপ্লাস, পাইমিয়া, এলুমিনউরিয়া, হিমোটুরিয়া, এপিস্টিমাক্সিম এক মেনোরহেজিয়া প্রভৃতি বিস্তারিত থাকে।

এই পীড়া অভিশয় সাংঘাতিক, শতকরা ৩৩ জনের মৃত্যু ঘটে। প্রায় একাদশ দিবসেই মৃত্যু হইয়া থাকে। অত্যন্ত অর, দুর্বলতা, শ্বাসরুদ্ধতা, গায়ে পুয় এবং রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলে রোগ গুরুতর বলিয়া জানা যায়। অতি শিশু, মধ্যবয়স্ক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের হইলে প্রারম্ভে অসাধ্য হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকেরা প্রায় আরোগ্য হয়। ফোটক বহির্গত হইবার পর উত্তাপাধিক্য, কটিদেশে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত বমন ও রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে তাহাকে কঠিন বলা যায়। কনজুয়েন্ট ও করিমোজ প্রকার প্রায় সাংঘাতিক। এই পীড়া স্কাল্টিনা, হাম ও জলবসন্তের সহিত ভ্রম হইতে পারে।

চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বসন্তের ডাক্তারী চিকিৎসা করা হয়। (১) সাধারণ শুদ্ধতা, (২) গুটিগুলি বাহ্যতে শুচাক রূপে বহির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে চর্মে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে দাগ না থাকে, (৩) উত্তাপাধিক্য নিবারণ করা (৪) বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা, (৫) বিষয় বিশেষের চিকিৎসা, (৬) প্রধান প্রধান উপসর্গের চিকিৎসা, (৭) প্রতিবেশক চিকিৎসা।

(১) পূর্বকালে বসন্তরোগীকে উত্তপ্ত গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হইত, এখন আর উহা থাকে না। আজ কালকার মতে বায়ু-প্রবাহিত আলয়ে রাখাই উচিত, কিন্তু যেন কোন প্রকারে রোগীর শরীরে শীতল বায়ুসংলগ্ন হইতে না পারে। প্রথমাবস্থায় লঘু পথ্য ও স্কেনেড, বরফ ইত্যাদি শীতল পানীয় এবং কমলালেবু প্রভৃতি অর ফল ব্যবস্থা করিবে। পুর সন্ধ্যা কালে কিংবা রোগী চুর্ণল হইলে বিক্টি, সুপ, জেলি ও অন্নমাত্রায় অর দেওয়া আবশ্যিক।

(২) গুটিগুলি শুচাকরূপে বহির্গত করিবার জন্য কার্বলিক, কলিক, কিংবা সলফিউরস্ এসিড্ লোসন দ্বারা গাত্র স্পর্শ করিবে। কল্লম নিবারণার্থ ময়দা, এরাকট অথবা অল্প কোন ঠার্ড গাড়ে লাগাইবে। ভবিষ্যতে চর্মেপরি দাগ না হইতে পারে, তৎক্ষণাৎ পরিপক গুটিগুলির উপর ক্রমশঃ নাইটেট্ অব্

সিল্ভার পেন্সিল অথবা উহার লোসন সংলগ্ন করিবে। কিংবা মার্কিউরিয়েল্ অথবা সলফার অক্সেটমেন্ট, টিং আইওডিন্, ক্রোমিয়াম্ সব লিমেট্ লোসন (৬ আউন্স জলের সহিত ২ গ্রেন) এবং লাইকর গটাপার্ক্স ইত্যাদি সংলগ্ন করিতে পারা যায়। ডাং ডাক্সম্ (Dr. Sadosm) বলেন যে, কার্বলিক এসিড্ থাইমল অয়েল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে। যদি উপরোক্ত মলমসমূহ দ্বারা যত্নগা বোধ হয়, তবে কোলড্ ক্রিম্ বা গোলাপ-জল মিশ্রিত মিসিরিং সংলগ্ন করিবে। কোন কোন গ্রহকার ডেসিকেল অবস্থায় কার্বলিক এসিড্ সংলগ্ন করিতে বলেন। কিন্তু ডাক্তার মার্সন (Dr. Marson) বলেন যে, পুয় নির্গত হইলে পর গুটির উপর কোলড ক্রিম বা মিসিরিং লাগাইলে যত্নগা ও দাগ পড়ে না। উগ্র রস দ্বারা চর্মে উত্তেজনা হইলে তথায় উষ্ণজলের স্পর্শ করিয়া তত্পরি ময়দা, এরাকট, টরলেট পাউডার কিংবা ক্যালোমাইন সংলগ্ন করিবে।

(৩) উত্তাপনিবারণ জন্য গাভ্রস্পর্শ এবং বৃহৎ বিয়েচক ও ঘর্মকারক ঔষধ সকল ব্যবহার। উত্তাপাধিক্য হইলে এন্টি-ফেব্রিন্ দিবে।

(৪) পুয় অগ্নিবার সময় টাইময়েড্ লক্ষ্যে সকল উপস্থিত হইলে এমোনিয়া ও বার্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ দিবে। ত্র্যাণ্ড, ও ত্রথ আহ্বারার্থ বিধেয়। গলার বেদনা নিবারণার্থ নানা প্রকার কুন্নি দেওয়া যাইতে পারে। রক্তস্রাব জন্য এসিড্ গ্যালিক, তাপিগ তৈল ও আর্গট্ দিবে। অনিদ্রা ও শ্রাপ থাকিলে কেহ কেহ অহিফেন বা মর্ফিয়া ১১২ গ্ৰাণি দিয়া থাকেন, কিন্তু ফুসফুসের প্রদাহ থাকিলে অহিফেন কিংবা মর্ফিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। শিকি গ্রেন মাত্রায় বেলেডোনা দিলে কখন কখন উপকার দর্শে।

(৫) বিশেষ চিকিৎসার মধ্যে সল্ফো কার্বলিটস্, কার্বলিক এসিড্, হাইপোক্লোরাইটস্ ও সল্ফিউরস্ এসিড্ প্রভৃতি এন্টিসেপ্টিক ঔষধ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। কেহ কেহ স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়াম্ দিতে পরামর্শ দেন।

(৬) উপসর্গের চিকিৎসা—চক্ষুতে প্রদাহ হইলে চক্ষুর উপরে সর্ষদা শীতল জল কিংবা ক্রোমিয়াম্ সব লিমেট্ লোসন (৬ ওন্স জলের সহিত ১ গ্রেন) ও সিল্ভার ব্রথও সংলগ্ন করিবে; অথবা পোন্তের চোড়ির স্বেদ দিবে। অত্যন্ত কল্জাইটিস্ থাকিলে টেম্পলে স্ক্রিটার দেওয়া কর্তব্য। কর্ণিয়াতে ক্ষত হইলে তত্পরি নাইটেট্ অব্ সিল্ভার পেন্সিল বা উহার লোসন লাগাইবে। চক্ষুর উপর সর্ষদা সর্বসময়ের পদ্ম রাখা উচিত। কাদি থাকিলে কক-নিঃসারক ঔষধ সকল ব্যবহার। ফোটক

হটলে ছেদন করিয়া কার্বলিক তৈলযুক্ত লিণ্টের পটি দিবে।

( ৭ ) প্রতিবেক্ষক—বিশেষরূপে আরোগ্য না হইলে রোগীকে কোন স্থানে ঘাইতে দিবে না। এতদ্ব্যতীত এইরূপ প্রথা আছে যে, কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, অথবা বাঙ্গালা টীকা লটলে অল্প গ্রামের লোক সেই গ্রামে যায় না। যে গৃহে বসন্তরোগাক্রান্ত রোগীকে রাখা হয়, সেই গৃহে চূণ লেপন করিয়া ডিস-ইনফেক্টেন্ট ঔষধ সত্ব লুড়াইবে। শয্যা ও বস্ত্রাদি ধোত কিংবা দগ্ধ করিবে। এই পীড়া উপস্থিত হইলে যাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদিগের টীকা দেওয়া উচিত। সমুদ্রগর্ভে জাহাজের উপর বসন্ত রোগ প্রকাশিত হইলে এবং ভ্যাক্সিন লিম্ফ না থাকিলে, যাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদিগকে বসন্তবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া বিধেয়। কারণ তদ্বারা বসন্ত রোগ মুহূর্ত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। বসন্তের পূর্ণপূর্ণ অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ—

R সোডি সল্ফো কার্বলাস	১০ গ্রেণ
এক্সট্রাক্ট সিলেসিনি লিকুইড	১৫ ফোঁটা
একোয়া	১ আউন্স

এক মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য।

#### যালা টীকা ( Inoculation )

ইহাতে বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হয়। টীকা দিবার পর দ্বিতীয় দিবসে ছেদিত স্থান কিঞ্চিৎ লালবর্ণ দেখায়। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দিবসে ঐ স্থান প্রদাহযুক্ত ও তথায় একটি ভেসিকেল্ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দিবসে উহার চতুষ্পাশ্বে এরিওলা হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রাথমিক জ্বর উপস্থিত হয়; এবং ৩৪ দিবসের মধ্যে সর্বদেহে গুটি বহির্গত হইতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে টীকার গুটি পুণ্যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুক হয়। ইহাতে গুটির সংখ্যা নান ও লক্ষণগুলি মুহূর্ত্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু কখন কখন রোগ সাত্বাতিক হইয়া থাকে।

ভেরিওলায়েড্ (varioid)—টীকা দিবার পর বসন্ত রোগ হইলে তাহাকে ভেরিওলায়েড্ কহে। ইহাতে দ্বিতীয় আরের লক্ষণগুলি প্রায় প্রকাশিত হয় না। গুটির গতি মুহূর্ত্ত ও ভেসিকেল্ গঠিত হইয়াই শুষ্ক হইতে থাকে। সময় সময় পটিউল হইলেও শীঘ্র শুকাইয়া যায়। গায়ে গভীর দাগ জন্মে না। কোন কোন স্থলে গুটি বহির্গত হইবার পূর্বে গায়ে বৃহৎ বৃহৎ দাগ দেখা যায়; যাহাকে রাস্ ( Rash ) কহে।

#### ইংরাজী টীকা ( vaccination )

বহুকাল পূর্বে ইতালিদেশীয় চিকিৎসকেরা জানিতে পারেন যে, গাভী ও অজ্ঞাত পশুদিগের দেহেও একপ্রকার বসন্ত

বহির্গত হইয়া থাকে। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডদেশে প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনা হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেনার ( Dr. Jenner ) টীকা দিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে উপদেশ দেন যে, নরদেহে গো-বীজ প্রবেশ করিলে গুটির গতি মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বসন্ত সংক্রামক হইলে গাভীর পদোদরেও ভ্যাকসিনা বা গো-বসন্ত হয়। মানব-বসন্ত-বীজ গাভীর উদরের নিকট ইনোকিউলেট করিলে শরীরের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হেতু বসন্ত-গুটি না হইয়া গো-বসন্ত বাহির হইয়া থাকে; তাহার ক্রিয়া বসন্তের ক্রিয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্ত। এই গো-বসন্তের লসিকা দ্বারা টীকা দেওয়া যায়।

গাভীর স্তনের উপর গুটি হইলে তাহাকে ভ্যাক্সিনা (Vaccina) বা গো-বসন্ত কহে। ঐ গুটির রসকে কাউ লিম্ফ অর্থাৎ গোবীজ বলে। এতদ্বারা টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে ঐ বীজ দ্বারা মনুষ্যদেহে টীকা দেওয়া যায়, তাহাকে ভ্যাক্সিনেসন বলা যায় এবং উহা দ্বারা নরদেহে যে গুটি উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভ্যাক্সিন পটিউল বলে। সপ্তম দিবসের গুটিকা হইতে যে রস পাওয়া যায়, তাহা লসিকা বা লিম্ফ নামে খ্যাত। উহা নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা রক্ষা করা হয়—( ১ ) অতি সূক্ষ্ম গ্লাসটিউবে, ( ২ ) দুই খণ্ড কাচের মধ্যে, ( ৩ ) লসিকা স্বল্প হইলে তাহার সহিত মিসিরিন্ মিশ্রিত করিয়া রাখা যায়। সপ্তম বা অষ্টম দিবসে অর্থাৎ এরিওলা হইবার পূর্বে ফোন্টকের শীর্ষস্থানে অল্প বিদ্ধ করিয়া লসিকা গ্রহণ করিবে। পাশ্বে বিদ্ধ করিলে মধ্যপ্রাচীর ভেদ করিয়া লসিকা অস্ত্রোপরি আসিতে পারে না এবং তাহাতে লসিকায় রক্ত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। শীতকালে ৬৭ এবং গ্রীষ্মকালে ৫৬ দিনের গুটি হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। এক ব্যক্তির হস্ত হইতে বীজ লইয়া অস্ত্রের হস্তে টীকা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সূক্ষ্ম বালকের টীকা হইতে বীজ লওয়া বিধেয়। কোন শিশুর চর্মরোগ, অথবা গুহদ্বার বা জননেন্দ্রিয়ে উপদংশজনিত উচ্চ ফোন্টক, কিংবা সর্দি ও গলায় ক্ষত থাকিলে তাহার বীজ লইবে না। পরিকৃত ল্যানসেট্ ( Lancet ) ব্যবহার্য, অপরিকৃত অস্ত্র ব্যবহার করিলে, চর্মের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ২ হইতে ৪ মাস বয়স্ক শিশুদিগকে টীকা দিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। শিশু জরাজীর্ণ হইলে, অথবা চর্মরোগ, উদরাময় বা দন্তোদগমের সম্ভাবনা থাকিলে টীকা দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক না হইলে ১১ বা ২ বৎসর বয়সের সময় টীকা দেওয়া উচিত। ইদানীং অনেকানেক গ্রন্থকার কাক-লিম্ফ, অর্থাৎ গোবৎসে যে ভ্যাক্সিনা উৎপন্ন হয়, তাহার লসিকা দ্বারা টীকা দিতে পরামর্শ



দেন। ইহা দ্বারা শিশুদিগকে একবার ও পরিণত ব্যক্তিদিগকে দুইবার টীকা দিলে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে।

টীকা দিবার স্থান—সাধারণতঃ যে স্থানে ডেলটয়েড পেশী শেষ হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধ ও অধঃ পরস্পর এক বা দেড় ইঞ্চি অন্তরিত স্থানের চর্ম আকৃষ্ট করিয়া অস্ত্রদ্বারা উপস্থলের নিম্ন পর্য্যন্ত বীজ প্রবেশ করাইতে হয়। প্রত্যেক হস্তে দুইটা টীকা দেওয়া উচিত। নিম্নলিখিত চারিটি প্রণালীতে টীকা দেওয়া বিধেয়।

(১) ল্যানসেটের অগ্রভাগে বীজ লিপ্ত করিয়া তাহা বক্রভাবে প্রকৃত চর্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিবে; এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে, যেন কেবল বিদ্যুৎগ্রন্থি রক্ত বহির্গত হয়। ৫৬ সেকেন্ড পর্য্যন্ত ছেদিত স্থানে অস্ত্র রাখিয়া পরে বাহির করিবে।

(২) অস্ত্রদ্বারা সমান্তরালভাবে ৫৬ টি ছেদ করিয়া তরুণের লিম্ফ লিপ্ত করিবে। (৩) উকী দিবার মত সূচিকা দ্বারা স্থানটা বিদ্ধ করিয়া তাহার উপর লিম্ফ সংলগ্ন করিবে। (৪) অস্ত্র কিংবা লাইকর এমোনিয়া দ্বারা উপস্থল উন্মোচন করিয়া বীজ দিবে।

গুটির গতি—টীকা দিবার পর তৃতীয় দিবসে ছেদিত স্থানে লাল ও উচ্চ প্যাপিউল্ দৃষ্ট হয়। দিন দিন উহার উচ্চতা ও আরক্তিমতা বৃদ্ধি পায়। ৫৬ দিনের মধ্যে প্যাপিউল্গুলি ভেসিকুলে পরিণত হয়। উহার দেখিতে গোল বা অণ্ডাকার, মধ্যস্থল নত, বর্ণ নীলাভ হ্বেত। ৭ম দিবসের শেষে উহাদের চতুর্দিকে একটা লালবর্ণ রেখা দেখা যায়, তাহাকে এরিওলা (Areola) কহে এবং তৎসময় গুটিগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৮ম দিবস হইতে গুটি সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং দেখিতে গোল, আকৃষ্ট, ধার উচ্চ, বর্ণ মুক্তাব হ্রায় উজ্জ্বল ও তন্মধ্যস্থ লিম্ফ কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা সচল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে ডাক্তার বিল (Dr. Beale) বাইওপ্লাজ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুই দিবস পর্য্যন্ত এরিওলা (Areola) বিবর্তিত হয় এবং উহাদের ব্যাস ১ হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়ে। ক্রমে উহার চতুঃপার্শ্ব স্থান ক্ষীত ও দৃঢ় হয়। ১১ দিবসের পর ফোটেকগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে এবং একত্র হইয়া চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে একটা বৃহৎ লোহিতাভ পাটল কচ্ছু উৎপাদন করে। ঐ কচ্ছু ২১ হইতে ২৫ দিবসের মধ্যে স্থলিত হইতে দেখা যায়। টীকা দেওয়া সফল হইলে তাহার দাগটি গোলাকার খেতবর্ণ এবং চর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন দেখায়। উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির নূন হয় না এবং তলদেশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গর্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত মধ্যস্থল হইতে চতুঃপার্শ্ব পর্য্যন্ত রেখাবৎ চিহ্ন দেখা যায়। ঐ প্রকার দাগ থাকিলে টীকা সফল বলা যায়। দাগটি এরূপ বৃহৎ কিংবা পুরুকৃত প্রকার চিহ্নযুক্ত না হইলে অসম্পূর্ণ বা

সন্দেহজনক এবং দাগটি সামান্য হইলে বিকল বলা যায়। সময় সময় গুটিগুলি উচ্চ নিয়মানুসারে বহির্গত না হইয়া ভিন্ন স্থানে ২ বা ৩টি কিংবা অনেকগুলি ভেসিকুল্ বহির্গত হইতে দেখা যায়। অপরিবর্তিত গো-বীজ হইতে টীকা হইলে ৮১২ দিন পর্য্যন্ত প্যাপিউল্ উৎপন্ন হয় না; বয়ঃ ১৪ কিংবা ১৬ দিন পরে বেগুনী বর্ণ এরিওলা দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক অনিরূপিত ফল ফলিতে থাকে।

টীকা দিবার পর প্রথমে অর হয় না, কিন্তু গুটিগুলি পরিপক্ব হইবার সময় অর ও অজ্ঞান লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। গাড়ে ১০৪° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। ঐ সময় টীকা-স্থানে কণ্ডুয়ন, উচ্চতা, বেদনা ও আকৃষ্টতা অল্পভূত হয় এবং কক্ষের মাতৃ-সমূহ ক্ষীত ও বেদনামুক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্য শিশুরা হস্তচালনা করিতে কষ্টবোধ করে। কখন কখন এরিসিপ্লাস্ বা ক্ষত এবং দুর্বল শিশুদিগের অস্থিরতা, উদরাময়, ও অজ্ঞান কঠিন লক্ষণ ঘটে। কোন কোন স্থলে বিশেষতঃ গাভীর গায়ে হইতে লিম্ফ হইয়া টীকা দিলে প্রায় গাড়ে পাটনিকা, শৈবালিকা বা রসগুটী বহির্গত হইতে দেখা যায়।

এরূপ অবস্থায় অরনিবারণার্থ শিশুদিগকে মুখ বিরেক্ত ওয়দ, যথা—১ ড্রাম্ ক্যাষ্টর অয়েল্ ও সামান্য ঘর্ষকারক ওয়দ দিবে। হস্তের প্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ত আদ্রি বস্ত্রখণ্ড, গোলডাস লোষণ, বা কোল্ড্ ক্রিম্ অথবা চন্দন লেপন করিবে।

পুনর্টীকা প্রদান (revaccination)—টীকা দেওয়া বিকল কিংবা অসম্পূর্ণ হইলে, অথবা বসন্ত রোগের প্রাচুর্য্য কালে, পুনরায় ইংরাজি টীকা দেওয়া যায়। সচরাচর বয়ঃপ্রাপ্তবয়স্কের পুনরায় টীকা দেওয়া হয়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, ৭ বৎসর অন্তর টীকা দেওয়া উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাগ করিয়া টীকা দেওয়া হইলে পুনরায় টীকা দেওয়া আবশ্যক করে না। প্রথম দেওয়া টীকার গুটি হইতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের গুটির অনেক বিভিন্নতা আছে। ইহার ফোটেক শীঘ্র বহির্গত হয় এবং ৫৬ দিনে রসগুটী (Vesicle) পূর্ণ হইয়া থাকে। ৮১২ দিবসে শুষ্ক হইতে থাকে। পুনরায় টীকা দিবার পর ৬ অরের লক্ষণ সকল প্রায় প্রবল থাকে এবং কখন কখন এরিসিপ্লাস্ উপস্থিত হয়। পুনর্টীকা প্রদানকালে কখন কখন কোন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি মূর্ছা যায়।

একবার টীকা হইলে পর যাহার দ্বিতীয়বার টীকা দেওয়া হয়, তাহার দেহে আর কখনও বসন্তরোগ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে যদিও বসন্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু লক্ষণ সকল মৃদু হয় ও গাড়ে দাগ পড়ে না। টীকা দিবার প্রথা প্রচলনের পর বসন্তের সংক্রামকতা কম হইয়াছে।

## পানিদগ্ন বা জল-বসন্ত (Varicella)

ইংরেজিতে ইহাকে chicken-pox বলে। ইহা একটা সংক্রামক ও স্পর্শাশ্রমক লক্ষণক বাদি। এই ব্যাধি কখন কখন অধিক ক্রম ব্যাপিতা উপস্থিত হয়। উক্ত রোগ একবার হইলে দ্বিতীয় বার হয় না। এইরূপ সংক্রামক বটে, কিন্তু কখন কখন এক ব্যক্তির দুইবারও হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা সচরাচর ৪ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সময় সময় যুবক ব্যক্তিগণ ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা একপ্রকার বসন্ত রোগ; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাকে স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ প্রকৃত বসন্ত ও পান-বসন্তে মূলতঃ বথেষ্ট পার্থক্য। অণুবীক্ষণ দ্বারা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার লসিকা বা পুরের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র উত্তীর্ণ বিদ্যমান আছে।

কোন কোন স্থলে ১০ হইতে ১৪ দিবস পর্য্যন্ত ইহা গুণ্ডা-বহ্য থাকে, তখন ইহাতে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। আবার অনেক স্থলে কোন অঙ্গের লক্ষণ উপস্থিত না হইয়াই অগ্রে কণ্ঠ বহির্গত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অপরাপর স্থলে কণ্ঠ বহির্গত হইবার ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে শিরোবেদনা, আলস্য ও সামান্য জ্বর উপস্থিত হয় এবং সামান্য কাশি ও বায়ুনলীর প্রদাহের লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে।

অঙ্গের প্রথম বা দ্বিতীয় দিবসে ফোটকগুলি সহসা বহির্গত হয়। অগ্রে বক্ষঃস্থল ও হৃদয়ে দেখা দেয়; পরে ৪৫৫ রাত্রি মধ্যে হলে হলে ক্রমশঃ হস্ত পদাদিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডল সামান্য ভাবে আক্রান্ত হয়। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, প্রথম হইতেই ফোটকগুলির মধ্যে কিকিং জলবৎ রস থাকে। কিন্তু অধিক স্থলে কিকিং উচ্চ ও উজ্জ্বল লালাবর্ণ দাগ বহির্গত হয় এবং ৫৬ ঘণ্টার মধ্যে উহাকে রসগুটীতে পরিণত হইতে দেখা যায়। তখন গুটীগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন উচ্চ জল ছিটা দিয়া রোগীর গারে কোঁকা উৎপন্ন করা হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভেসিকেলের মধ্যস্থ রস কিকিং অন্তরু হয় এবং তৃতীয় দিবসে কতকগুলি ভেসিকেল পূর গুটী-কার মত দেখায়। ভেসিকেল সমূহ দেখিতে গোল বা অগোলাকৃতি এবং বসন্তের গুটির মত। উহাদের শীর্ষভাগ অবনত কিংবা উঁহায়া কোটর-বিশিষ্ট মনে। বিচ্ছিন্ন করিলে গুটীগুলি সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয় এবং এষিওলা থাকে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গুটীসমূহ ঈষৎ গাঢ় ও অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে কণ্ঠ শুষ্ক হয় ও পাতলা কড়ু নির্মাণ করে; পরে তাহা ক্রমশঃ চর্ণভাবে খলিত হইয়া পড়ে। কড়ু পতিত হইলে কিরদিবসের

জন্ম গায়ে সামান্য লাল দাগ থাকে; স্থলবিশেষে দাগগুলি গভীর দেখা যায়। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে সামান্য জ্বর, সর্দি ও চর্ণে কণ্ঠরূপ বর্তমান থাকে এবং গায়ে হইতে এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয়।

নির্ণয়তত্ত্ব—টীকা দিবার পর বসন্ত রোগ হইলে কখন কখন জল-বসন্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বসন্তের গুটি বহির্গত হইবার পূর্বে কটিদেশে বেদনা, বমন ও শিরোবেদনা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে; কিন্তু এই পীড়ার তাহা দেখা যায় না। জল-বসন্তের আবেশন বসন্তের মত দৃঢ় নহে। ভেসিকেল অবস্থায় পরিণত হইলে তলদেশ বসন্তের গুটির মত উচ্চ বা কঠিন হয় না। সুচিকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলে চিকেন-পক্স সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু বসন্ত ভক্ষণ হয় না।

ভাবিকল—সর্বদা শুভ এবং সহজে আরোগ্য হয়; কিন্তু রোগারোগ্য হইবার পর রোগী কিয়দিন পর্য্যন্ত দুর্বল থাকে।

চিকিৎসা—সচরাচর কোন ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক নাই। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিয়া লঘু আহার দিবে। জ্বর ও কাশি থাকিলে তদ্বিষয়গর্ভ উপযুক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে। সাধারণতঃ গৃহস্থের পান বসন্ত হইলে কুড়বাঁই, পেয়াজ প্রভৃতি যোগে একপ্রকার পান খাইতে দেয়, উহাকে বসন্তের “জাড়ি” বলে। বেগের দোকানে বসন্তের জাড়ি চাহিলেই পরিমাণ মত মিলিত জাড়ি কিনিতে পাওয়া যায়।

বসন্ত ঋতুতে আমাদের দেশে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগের উপদ্রবশাস্তির জন্ম আমাদের দেশে শীতলার পূজা ও স্তবকবচাদি পাঠ এবং শাস্তি স্বস্ত্যয়নের রীতি আছে। মা শীতলাই বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অন্নাত্মর তাঁহার সহকারী।

মলয়ানিল সঙ্কলিত ভারতে এই রোগের প্রাবল্য বহুকাল হইতে শুনা যায়। অথর্ববেদে (১।২৫।১) “তন্মন” শব্দে শীতলা রোগের উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নানা স্থানে আজিও বসন্তের পরিবর্তে শীতলা নামেই এই রোগ কথিত হইয়া থাকে। পিঙ্কিলাত্রে শীতলাদেবী বিস্কোটকের উগ্রপ্রাপ-নাশিনী এবং ক্ষমপুরাণে তিনি বিস্কোটকবিশিষ্টের অমৃতবহিণী ও গলগণ্ডাদি দারুণ গ্রন্থরোগবিনাশিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই কারণে ব্রহ্মজন্মত বসন্তরোগের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী।

হিন্দুমতে, একমাত্র শীতলাদেবীর সেবাইত ব্রাহ্মণ বা ডোম পণ্ডিতগণ বসন্তরোগ চিকিৎসার একমাত্র অধিকারী। তাঁহারা যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল। রোগীর গায় বসন্ত দেখা দিলে, তৎক্ষণেই তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে ও পবিত্রভাবে রাখিবে। রাজিবাসের পর বাসি কাপড়ে বা মলত্যাগাদি জন্ত অভ্যস্তি করে ঐ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না।

দিবসে ৩ বা ৪ বার ঘরে গঙ্গাজল ছড়া ও ধুনা দিবে। বাটার কেহ মাছ পাঠিবে না, লালপাড় কাপড় পরিবে না, অথবা পান পাঠিয়া ঠোট বাস্কা করিবে না। এমন কি, পায় পর্যন্ত আলতা দিয়া এয়াঁরা বেড়াইতে পারিবে না, ইহাতে মা শীতলার নিষেধ আছে। কারণ বসন্ত হইলেই গৃহে মা শীতলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এই জন্ত লোকে ঐ সময় গৃহে ঘট পাতিয়া মার পূজা করে। মা খেতাজী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সাধারণে মার মূর্তি ঘোর লালবর্ণ করিয়া গঠন করে। রোগী ঐ সময়ে একমনে মার মূর্তি ধ্যান করিয়া থাকে, লালপাড় বা রাস্কা ঠোট বাসন্তজ্ঞা খেতাজী দেবীর অপমানকর ভাবিয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান কোন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, বসন্ত রোগগ্রস্তকে লালবর্ণহীন ঘরে রাখিলে ভাল হয়। কেননা লালবস্ত্রের সহিত বসন্তের বিশেষ সহযোগিতা আছে। তাই বোধ হয়, আমাদের জ্ঞানী মনীষিগণ শীতলাদেবীর লালমূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। দেবীমূর্তির ধ্যানে রোগমুক্তিরূপ লৌকিক ও মোক্ষরূপ পারলৌকিক মূর্তি বিবিষ্ট আছে। রোগারোগ্যের পর বসন্তের দাগ গাজ্জরমের সহিত মিশাইবার জন্ত অনেক বহুদর্শী লোক নারিকেলাদিক গায় মাথিতে বলেন।

শীতলার পণ্ডিতগণ প্রথমে রোগীর উষ্ণ রক্তের তাপ নিবারণ জন্ত এবং গাত্রজালা শীতল করণার্থ বৈজ্ঞক শাস্ত্রের মসুরিকা-ধ্যায়োক্ত একটা পাচন ও মকরধ্বজাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতলামাতার স্তবদি পাঠ করিয়া রোগীর চিত্তে শীতলা মার প্রভাব বিস্তার করিয়া দেয়।

যদি গায় বসন্ত ভাল করিয়া না ফুটে, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের অভ্যস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসন্ত উঠাইবার চেষ্টা পায়, এইরূপে যখন বসন্তগুলি গায়ের সর্ব স্থলেই উঠিয়া ক্রমশঃ স্তপক হয়, তখন তাহারা রোগীর গাত্রে চন্দন, কাঁচা হলুদের রস ও মাখম সংযোগে একটা ছোব লাগায়। তাহাতে রোগীর গাত্র শীতল হয়। তার পর কাঁটা দিবার ব্যবস্থা। ঐ দিন উদ্ধাইয়া দেয়। কাঁটা দিবার পূর্বে রাতে তাহার রোগীর গৃহে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল, তুলা, খাটীত্ব ও ৫টা বেলকাঁটা রাখিয়া বলে “মা আসিয়া কাঁটা দিবেন। তার পর আবশ্যক মত আমরা দিব, আবশ্যক না হইলে দিব না।” বেলকাঁটা দিয়া বসন্তের মুগ উদ্ধাইয়া দেওয়া বিশেষ উপযোগী, কেন না তাহাতে কোণাকার ছুঁচাল ত্রণের মুগে কাঁটার গোড়া স্পর্শ করায় বড়

হইয়া পড়ে, অথচ কাঁটার হুচাও ত্রণকণ্ডের গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাতে পুণর্নির্গমের বিশেষ সুবিধা হয়। কণ্ডের পর গাত্রজালানিবারণের জন্ত তাহার সর্বক্ষেত্র মাখমের প্রলেপ দিয়া থাকে। কখন কখন কণ্ডের বা বা “বসন্তের গোড়” আরোগ্যের জন্ত তাহার বসন্তকুমারী প্রকৃতি নানা প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করায় এবং কণ্ড অথবা আক্রান্ত স্থানের উপর লাগাইতে বলে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

মা শীতলার রূপায় বসন্তের উগ্রজালা নিবৃত্ত হইলে, হিন্দু মাত্রেই গৃহে গৃহে শীতলার গান দেয় এবং দেবীর সম্মুখে পূজা ও ছাগ বল দেয়। এই শীতলা পূজার জন্ত স্থানে স্থানে ত্রাঙ্গল সেবাইত এবং কোথাও কোথাও ডোম পণ্ডিত নিযুক্ত আছে। ইচ্ছানুসারে বসন্তরোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা প্রণালী স্বতন্ত্র। বসন্তরোগের চিকিৎসা করিয়া কোন কোন ডোম পণ্ডিত গবর্মেন্টের নিকট ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

শীতলার পণ্ডিতমুখে এবং দৈবকীনন্দম কবিশল্প ও নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল আলকুশী, ধুকুড়িয়া, চামদল প্ৰভৃতি ৬৪ প্রকার বসন্তের উল্লেখ শুনা যায়।

“চৌষটি বসন্ত সঙ্গে, উদিলে পরম রঙ্গে

নানাদেশ বুলেন ভ্রমিয়া।

বিষম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল,

লোকে দেহ বসন্ত যাইয়া ॥”

উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থলে আছে,—

“আগে শীত আরম্ভ পশ্চাতে মাথা বাথা।

চৌদ্দ প্রহর জর ভোগ আমি করি তথা ॥”

চৌদ্দ প্রহর অর্থাৎ দেড় দিন জরভোগের পর, প্রায়ই বসন্ত দেখা দেয় এবং মাথাবাথা কম্পসংযুক্ত জরই বসন্তাবিভাবের প্রধান লক্ষণ। বিভিন্ন প্রকার বসন্তের নাম ও বসন্তরোগমুক্তির নিদানভূত শীতলাস্তর ও শীতলার গান শীতলাদেবী প্রসঙ্গে বিবৃত হইল। [ শীতলা দেখ। ]

বসন্তলতা (স্ত্রী) নারিকাতেন।

বসন্তললনা (স্ত্রী) গুরু যুথী, চলিত খেতসুই। (বৈজ্ঞকনি°)

বসন্তলেখা (স্ত্রী) রাজকম্বাভেদ। (রাজতরং ৭।৩৫৭)

বসন্তনিতল (পুং) বিষ্ণুমুষ্টিভেদ।

বসন্তত্রণ (স্ত্রী) বসন্তনামক রোগজনিত ত্রণ, মসুরিকা।

বসন্তত্রত (পুং) কোকিল। (বৈজ্ঞকনি°)

বসন্তশেখর (পুং) কিল্লরভেদ।

বসন্তসংখ (পুং) বসন্ত সংখ (রাজাহঃসমিভাষ্টচ্। প ৫।৪।২১) ইতি টচ্। কামদেব। (হলায়ুধ)

\* পরদিন প্রাতঃকালে ঐ ৫টা কাঁটা, তুলা, চুচ ও গঙ্গাজল নিষসৃক্তের মূলে ফেলিয়া দিতে হয়। বসন্তের ছোট কাঁটের “নিষসৃক্ত” ছোরাইবার ব্যবস্থা আছে।

বসন্তসমরোৎসব (পুং) বসন্তসময় উৎসবঃ। বসন্ত সময়ের উৎসব, বসন্তোৎসব, কান্তন্যাসের পূর্ণিমাতিথিতে ত্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যে উৎসব হয়। ২ বসন্তকালের উৎসবমাত্র।

বসন্তসেন (পুং) রাজপুত্রভেদঃ। (কথাসরিংসাং ৩০।৬৩)

বসন্তসেনা (স্ত্রী) মহাকবি রাজা শূরক-প্রণীত মুচ্ছকটিক নামক প্রকরণের নারিকাতেন্দ্র। অবন্তীপুরীতে চারুদত্ত নামে জনৈক সাধবাহ ব্রাহ্মণ যুবা ছিলেন, বসন্তসেনা বেশবিনীতা হইয়াও ঐ দরিদ্রযুবকের গুণাঙ্গুরাগিনী হইয়া পড়েন। বসন্তসেনা বসন্তশোভার ভায় রসমীমা, এইরূপই কবির বর্ণনা।

“অবন্তীপুৰ্য্যং বিজনাৰ্থবাহো

যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।

গুণাঙ্গুরক্তা গণিকা চ যত,

বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।” (মুচ্ছকটিক ১ অঃ)

বসন্তান্ত (পুং) বিতীতক বৃক্ষ। (বৈষ্ণবকনিঃ)

বসন্তাধ্যয়ন (স্ত্রী) বসন্তসহাচরিত অধ্যয়ন। (পা ৪।২।৬৩)

বসন্তিকা (স্ত্রী) অশ্লারোভেদঃ।

বসন্তোৎসব (স্ত্রী) বসন্ত উৎসব। কান্তন্যোৎসব। কান্তন্যাসের পূর্ণিমার দিন বৈষ্ণবগণসহ ত্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বসন্তের পূজোৎসব করিতে হয়। এই উৎসবের বিধি ব্যবস্থা প্রকৃতি ভবিষ্যোত্তরখণ্ডে ভগবান্ স্বয়ংই যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, যে জন শাস্ত্রশাসনমত এই কান্তন্যোৎসব অমুষ্ঠান করিলে, আমার প্রসাদে তাহার সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হইবে। তুষারকাল অতীত হইলে বসন্তকালে বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন প্রাতে যে জন চন্দন সহস্রত চূতকুম্ভ তক্ষণ করে, নিশ্চয়ই শতবর্ষকাল পর্যন্ত তাহার জীবন সুখময় হইয়া থাকে।

“বৃন্তে তুষার সময়ে সিতপক্ষদশাম্,

প্রাতঃসময়সময়ে সমুপস্থিতে চ।

সম্প্রাপ্ত চূতকুম্ভং সহ চন্দনেন।

সত্যং হি পার্শ্ব পুরুষোহনশতং সুখাত্মকং।”

(হরিতজ্জি বিঃ ২৪ বিঃ)

২ বসন্তকালোত্তব উৎসবমাত্র।

“অথ তন্নিম্ন মহাবেশো বসন্তোৎসববাসরে।

আযবৌ প্রথমে যামে কুমারসচিবো নিশি।” (কথাসরিংসাং ৪।৪২)

[ মদনমহোৎসব দেখ। ]

বসন্তোৎসবমণ্ডল (স্ত্রী) হরিতাল। (বৈষ্ণবকনিঃ)

বসহ্ন (পুং) ১ নানা বেশধারী। ২ অগ্নি। “মমত্নঃ পরিম্বা বসহ্না” (শুক ১।২২২।৩) ‘বসহ্না বসনার্হো গার্হপত্যাদিক্রপেণ, যথা বাসকানান্ আচ্ছাদকানান্ বৃক্ষাদিনান্ হস্তাঘিঃ অথবা, বসহ্না বাসার্হো বাসরত্ গময়িতা’ (সারণ)। [ বসনার্হ দেখ ]

বসব, (বৃষত শব্দের কন্যাকী অপভ্রংশ) — দাক্ষিণাত্যের বীরশৈব বা লিঙ্গারত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বীরশৈবদিগের নিকট ইনি শিবামুরের নন্দীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে আজও লক্ষ লক্ষ লোক এই বসবের মত অমুসারে চলেন, স্তূতরাং ইনি একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহার মাহাত্ম্য ও ধর্মমত বীরশৈবদিগের ‘বসবপুরাণে’ ও ‘ছববসবপুরাণে’ বর্ণিত আছে।

বসবপুরাণে লিখিত আছে,—জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাকদিগের প্রভাবে ভারতভূমি হইতে শৈবধর্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। সেই সময় নারদ ঋষি কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে ভারতভূমির ছববস্থা জানাইলেন। শিব ও পার্শ্বতী উভয়েই নারদের কথায় বিচলিত হইলেন। ঋগকাল চিন্তার পর শিব সত্যধর্মপ্রচারের জন্য নন্দীকে পাঠাইলেন।

বগুবরী নামক গ্রামে মানিরাঙ্গ নামে এক শৈবব্রাহ্মণ তাঁহার সাক্ষী পত্নী মদনাধিকার সহিত বাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল না। পুত্র কামনা করিয়া তাঁহারা নন্দিনাথের পূজা করায়, নন্দিনাথ ব্রাহ্মণের বাসনা পূর্ণ করেন। তাহাতেই ব্রাহ্মণ-পত্নী গর্ভবতী হইলেন। তিনবর্ষ কাটিয়া গেল, গর্ভভারে ব্রাহ্মণী অতিশয় পীড়িতা হইয়া নন্দিনাথের নিকট কষ্ট জানাইলেন, নন্দী ঋগ্নে ব্রাহ্মণীকে দেখা দিয়া কহিলেন, আমি নিজেই তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হইব, কোন চিন্তা নাই। অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণী কষ্টে লিপ্তশোভিত এক শিশু প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম হইল বসব।

অগ্নদিন মধ্যেই বসব লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। ৮ম বর্ষে তাঁহার উপনয়নের সময় আমিল, পিতা উপনয়নের আয়োজন করিলেন, কিন্তু তিনি যজ্ঞোপবীত লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রকাশ করিলেন,—‘আমি শিবভক্ত, আমি ব্রহ্মকুল চাহি না। জাতিভেদরূপ বৃক্ষমূলচ্ছেদনে আমি কুঠার স্বরূপ।’

এই সময় কল্যাণপতি বিজলের মন্ত্রী বলদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বাবকের অপূর্ণ শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। এমন কি তিনি আমিনার কণ্ঠা গজাদেবীর সহিত বসবের বিবাহ দিলেন। অগ্নদিন মধ্যেই বসবের মত

\* কান্তন্যোৎসবোৎসব বিখ্যাতকবিঃ সহ।

ত্রীকৃষ্ণসহস্রত বসন্তোৎসবোৎসবঃ।

তৎসংখ্যাত্তরতোঃ জরজ্জ্বলিতকেন্দ্রবৎকালোঃ।

যঃ ত্রীকৃষ্ণসংলোকো ব্যক্তঃ তদবতা বসন্তঃ।

এবং যঃ ক্রুতে পার্শ্ব পুরুষোহনশতং সুখাত্মকং।

২ বসন্তকালোত্তব উৎসবমাত্র। (হরিতজ্জি বিঃ)

চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিগ্রহ আরম্ভ করিলেন। কাজেই তাঁহাকে জম্মুশ্রী পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি কল্পড়ী গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন, এখানে প্রসিদ্ধ সঙ্গমেধরের মন্দির। সঙ্গমেধরের প্রত্যাশে হইল “তাঁহাকে শৈবধর্ম প্রচার করিতে হইবে। জন্মদিগকে আহারই স্বরূপ ভাবিবে,—সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাদের ক্ষেপ করিবে না। পরজী বা পরধনে ক্রক্ষেপ করিবে না, সর্বদা সত্য বলিবে এবং সত্যপালন করিবে।”

কল্পড়ী গ্রামে উৎসব হইল। এ উৎসবে নক্ষীমূর্তিরও পূজার ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণেরা বরারর যে ভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবেই সঙ্গমেধরের পূজা করিলেন, কিন্তু বসব আসিয়া ভিন্ন ভাবে পূজা করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা চট্টয়া বসবকে মারিতে উদ্ভত হইলেন। এই সময় জঙ্গমেধর জলদ গভীর নিনাদে সকলকে জানাইলেন ‘তোমাদের পূজা বৃথা, বসবের পূজাই প্রকৃত পূজা,’ এই ঘটনার বসবের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

কল্যাণ-রাজমন্ত্রী বলদেবের মৃত্যু হইলে, বিজ্ঞানরাজ আত্মীয় বজ্রনের পরামর্শে বসবকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলেন। যখন বসব রাজমন্ত্রিরূপে কল্যাণে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কল্যাণ-রাজধানী মাসলিকচিহ্নে স্তম্ভশোভিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিজ্ঞান-রাজ অতি সমাদরে আগবাড়িয়া বসবকে লইয়াছিলেন। তিনি রাজমন্ত্রিত্ব ব্যতীত প্রধান সেনাপতি ও প্রধান কোষাধ্যক্ষপদও লাভ করেন? বলিতে কি কল্যাণপতি ভিন্ন তাঁহার উপরে আর কেহ রহিল না।

বিজ্ঞানরাজ তাঁহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনী নীললোচনাকে বসবের করে সম্ভ্রদান করিলেন। বসবের উন্নত চরিত্র, সদাশয়তা ও স্বাধীন ধর্মোপদেশে রাজ্যের সকলেই বিমুগ্ধ, দেশ বিদেশে তাঁহার কীর্তি বিধোষিত। এমন উন্নতচরিত্র মহাপুরুষেরও ১২ হাজার কুকর্মনিরত লিঙ্গায়ত আচার্য্য ছিল, বেঙ্গালয়েই তাহারা বাস করিত।

রাজমন্ত্রিকালে রাজকীয়কাৰ্য্য ব্যতীত তাঁহার দ্বারা বহু অমাহুতিক কাৰ্য্য সাধিত হইয়াছে। তিনি গোম ওজনের বাটখারাকে লিঙ্গরূপে ও জোয়ারীর বস্ত্র মুক্তার পরিণত করেন। বাহুরের ছদ্ম বাহির করিয়া শিবদিগকে ধাওয়াইয়াছিলেন, চিত্র হইতে কাঠাল বাহির করেন, রাজসভার বসিয়া হইকোশ দূর-বর্ত্তিনী গোপালনার কাতরবাণী শ্রবণ ও তাহাকে উদ্ধার করেন।

বিজ্ঞানরাজ একদিন শুনিলেন যে, মন্ত্রী তাঁহার ধনাগার পূজ করিয়া জন্মকে অর্ধ বিতরণ করিতেছেন। রাজা এ সংবাদ পাইয়া বসবের উপর অতিশয় বিরক্ত হন এক তাঁহাকে ডাকিয়া

আনয়া বলেন, “তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তুমি বাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। এরূপ লোককে আমি চাহি না। বসব হাসিয়া উত্তর করিলেন, বতরিন আমার কাছে কামধেনু ও কল্পডক আছে, ততদিন আমার চিন্তা কি?” এই বলিয়া তিনি রাজাকে ধনাগার দেখাইয়া বিদায় করিলেন।

একদিন রাজসভার বসব তত্ত্বধারণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন, রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী। তত্ত্বধারণ বা লিঙ্গোপাসনার উপর তাঁহার কিছু বাধা আদ্য ছিল না। বসবের মুখে তত্ত্ব-মাহাত্ম্য শুনিয়া হাসিয়া একজন নীচজাতীর স্ত্রীলোককে দেখাইয়া উত্তর করেন, এই বেশ তত্ত্বাত্ম হাঁড়িতে কেমন পবিত্র স্ত্রী লইয়া বাইতেছে। বসব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, ঐ পবিত্র পায়ে কখনই স্ত্রী ধাক্কাতে পারে না, এইরূপ বলিয়া রাজাকে হ্রাস পরিবর্ত্তে হৃদয় দেখাইয়া দিলেন। সকলেই চমৎকৃত হইল। কিছুদিন পরে একজন বৈদান্তিক কল্যাণের রাজসভায় উপস্থিত হন, তাহার সঙ্গে বহুসংখ্য ছাত্র এবং দশটী হাতী বোঝাই লইতে পারে এত পুঁথি ছিল। সভায় সকলেই উঠিয়া বৈদান্তিকের সম্মাননা করিলেন, কেবল বসব ক্রক্ষেপ করিলেন না। বৈদান্তিক তাহা লক্ষ্য করেন। পণ্ডিতবর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রাজাকে লিঙ্কাসা করেন, ঐ তত্ত্বাত্ম-মুণ্ডিতী কে! রাজা অতি-সুখ্যাতি করিয়া নিজ মন্ত্রির পরিচয় দিলেন। অনন্তর বৈদান্তিক তাহার সহিত শাস্ত্রাণে প্রবৃত্ত হইলেন। বসব একে একে তাঁহার সকল তর্ককাল ছেদন করিলেন। অবশেষে বৈদান্তিক শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন, তখন বসব বলিলেন, শিবের নিন্দা করিয়া ব্রহ্মার একটা মাথা গিয়াছিল, তাহার মত শিবনিপুকের মাথা লওয়াই উচিত, এরূপ লোকের সহিত শাস্ত্র-বিচার আমার শোভা পায় না। খড়ের পুতুল এইরূপ অর্কচাঁটনের সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে পারে। বৈদান্তিক একটী খড়ের পুতুল তৈয়ারী করিয়া বসবকে দেখাইলেন। কি আশ্চর্য্য বসব সেই খড়ে জীবনদান করিয়া তাহারই দ্বারা বৈদান্তিকের দর্পচূর্ণ করিলেন। তখন বৈদান্তিক সদলবলে বসবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

একদিন বহুলোকের কোণাহলে বিজ্ঞানরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি সেই গভীর নিদ্রাে প্রাসাদের ছাড়ে উঠিয়া দেখিলেন চারিদিকে লোকারণ্য, আলোকমালায় সমস্ত পথ ঘাট যেন দিবা-লোকের মত হইয়াছে। রাজা দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ লিঙ্গায়ত শৈবে তাহার রাজধানী আবৃত করিয়া কেলিয়াছে, শৈবের পোষণের জন্য তাহার মন্ত্রী তাঁহার রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া কেলিতেছেন, তাহারা অত্যন্ত জুড় হইলেন। পরদিন মন্ত্রীকে বিস্তর তৎসনা করিলেন। রাজার তৎসনা শুনিয়া বসব কাণে

- হাত দিলেন, পরাধীনতা তাহার অসহ বোধ হইল। তিনি তৎ-  
 • কণাৎ রাজাকে তাহার বাহা কিছু ছিল সমস্ত অর্পণ করিয়া  
 • কল্যাণরাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

প্রথম রৌদ্রতাপে অনচ্ছারে পদব্রজে ১২ কোশ পথ আসিয়া এক পুরোহিতের সহিত দেখা হইল। তিনি বস্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আনিলেন। এখানে ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইলেন, 'তোমার চিন্তা নাই। অমুক স্থানে গর্ত মধ্যে এক-ছারা মালা পাইবে, তাহাতে তোমার সকল উদ্বেগ দূর হইবে। সেই গর্তে হাত দিবা মাত্র এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্পর্শ মাত্র সেই সর্প টা মূল্যবান হারে পরিণত হইল। সেই হার বেচিয়া বসব প্রভূত অর্থ পাইলেন এবং তদ্বারা মহাসমারোহে জন্ম সেবায় ব্যাপৃত হইলেন। বিজ্ঞলরাজ তাঁহার অপূর্ণ ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহাকে মন্বিত্ব প্রদান করিলেন। বসবের ক্ষমতা আবার বাড়িয়া গেল, সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইল।

ছরবসবপুরাণে লিখিত আছে, বসবের চরিত্রবল, জ্ঞান-প্রভাব ও আলৌকিক শক্তির ফলে শৈবসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বসবের জ্যোতি ভগিনী নাগলাধিকার গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ শিব অবতীর্ণ হইলেন। নাগলাধিকা চিরকুমারী অথচ বয়হা, তাঁহার গর্তলক্ষণ দেখিয়া নানা জনে নানা কথা রচনা করিল। রাজার কাছে ও অভিযোগ আসিল। রাজা বিচার করিবার জন্ত নাগলাধিকাকে আনাইয়া তাঁহার গর্ভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাক্ষী কুমারী অকুণ্ঠিত ভাবে রাজাকে জানাইলেন, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গর্ভে আসিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেবপরিচর্যার ফল। রাজা সহজে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নাগলাধিকার গর্ভ হইতে স্বয়ং ভগবান্ হস্তার করিলেন! সকলে স্তম্ভিত হইল। যথাকালে স্বয়ং ভগবান্ শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাঁহার নাম হইল ছরবসব। বসব ও তাঁহার মতামুবর্তী জন্মগণ পূর্বেই পথ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন ভগবান্ অব-তীর্ণ হইয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা করিলেন। [পবর্গে বসব ও লিঙ্গায়ত শব্দে অপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বসবান, বাসক, আচ্ছাদক। "তে হি বস্বে বসবানাঃ।" (ঋক ১০।১২)  
 'বসবানা বাসক। আচ্ছাদয়িতারঃ' (মাণ্ড)

বসব্য (বসী) ধন, অর্থ, সম্পত্তি। (ঋক ২।২।৫)

বসা (বসী) বসতে বসতে বা বস-নিবাসে বস-আচ্ছাদনে বা বস-অচ্। ত্রিায়ামাপ্। ১ মাংসমোহিণী। ২ মেদোদাত্ত। (রাজনি)

৩ গুরুমাংসভব মেহ, চলিত চর্কী।

"গুরুমাংসস্ত যঃ মেহঃ সা বসা পরিকীৰ্ত্তিতা।"

(সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অঃ)

বসা ও মেহের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া মহীধর লিখিয়াছেন—  
 "তাপ্যমানস্ত বা মেহো মেদসঃ সা বসা মতা"

(গুরু ঘঙ্কঃ ২৫।৯ ভাষ্য)

বৈদ্যকশাস্ত্রে বসাবিশেষের বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"বসা মজ্জা চ বাতরী বলপিত্তকফপদা।

শোকরী মাহিবী বসা বাতলা মেদবাক্তিনী।

সার্পনাকুলগোধেয়া হলপনে ত্রণকুষ্ঠহা।" (অত্রি ১৪ অঃ)

মৎস্ত, শিতুমার ও মকরাদি গ্রাহ প্রভৃতির বসার গুণ ও ঐক্যপ। উহা বিসর্পহর, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগগ্ন। [মেদঃ শব্দ দেখ।]

বহু প্রাচীন কাল হইতে বসার প্রচলন আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় "বসাহোমের" (৬৩।১১।১) ব্যবস্থা দেখা যায়। সুশ্রুতে বরাহবসার উপকারিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ধবল রোগে শূকরবসানির্ধৃত প্রলেপ গাণ্ডক্যের বিশেষ উপকারী। বাত রোগে শূকরবসা মার্জ্জন সত্ত্ব রোগনাশক।

এই বরাহ বসা বা শূকরের চর্কির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা ভারতের সুবিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করিতে পারি। যে টোটা কাটা লইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী দল ইংরাজ কোম্পানীর বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, সেই টোটা উক্ত উভয় জাতির নিষিদ্ধ গো ও শূকরবসামিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

জীবশরীরের মেদ বা চর্কি তাপযোগে গলাইয়া তাহা হইতে ফিল্মজপদার্থগুলি (Membranous matters) পৃথক্ করিয়া লইলে ঘৃতবৎ পরিষ্কার ও মানাদার বসা পাওয়া যায়। ঐ বসার কোনরূপ ভাল আবাদ পাওয়া যায় না, উহাকে একরূপ স্বাদহীন পদার্থ বলিলেও চলে। বাণিজ্যের জন্ত দেশদেশান্তরে যে বসা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা কতকপরিমাণে অপরিষ্কার ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। জীবদেহের ভেদাঙ্গুসারে এবং পদার্থের তারতম্যামুসারে ইহা সাধারণতঃ নানা প্রকার হইতে দেখা যায়। ঐ গুলির মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট, তাহা ওষধ (মলম = ointment প্রভৃতি) ও বর্ষিকা (candle) প্রস্তুতকার্য্য সম্পাদিত হয়। বসার মলম বা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইলে বা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠে। Tallow candles বা চর্কির বাতি যাহা বাড়, সেজ, সামাদান প্রভৃতিতে জালান হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বসা হইতে প্রস্তুত। অপেক্ষাকৃত নিকটতর বসা হইতে সাবান (soap) প্রস্তুত হয়। চামড়া পালিস (Leather dressing) ও নরম করিতে চর্কির বিশেষ প্রয়োজন। কলকবজার (Machinery) ও যানাদির চক্রে চর্কি না লাগাইলে কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইতালী, কৃষ প্রভৃতি যুরোপীয় রাজ্যে সাবান ও বর্ষি প্রস্তুতের জন্ত প্রচুর পরিমাণে বসা গালাইন হইয়া থাকে। অধুনা আমেরিকা, জাপান ও ভারতের স্থানে স্থানে জীবদেহের চর্কি হইতে বসা গালাইয়া লইয়া সাবান, বর্ষি প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে কি রূপে বসা গালাইন হয়, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল—

কসাইগণ পশুমাংসবিক্রয়ের পর, চর্কিসমষ্টি (fat and suit) কারখানায় বিক্রয়ার্থ আনে। বসাকারী (Renderer) সেই বসাগুলি লইয়া ছুরীর সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উন্মুক্ত জেলে ফেলিয়া অগ্নিযোগে ফুটাইতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় চর্কি ক্রমশঃ গলিয়া ঝিল্লী হইতে বিযুক্ত হয় এবং ধীরে ধীরে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তৎপরে গাদ কাটাইবার জায় আস্তে আস্তে সেই বসা হাতায় উঠাইয়া পানাস্তরে রাখা হয়। ঝিল্লীসংশ্লিষ্ট হইয়া যে চর্কি তখন ও পাত্র থাকে, তাহাকে উপযুক্ত ‘মাদ্রনম্ব’ সাহায্যে উত্তমরূপে পিষিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। ঐ ঝিল্লীপিত্ত বা খাঁখরী (Graves বা Cracklings) নামে পরিচিত। পুনরায় ঐ খাঁখরীগুলি জলে সিঁক করিলে নরম হইয়া আইসে ও ফুলিয়া মোটা হয়। তখন তাহা গৃহপালিত পক্ষী, কুকুর ও অজ্ঞাত পশুদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

জীবহত্যার পর বসানয়নকার্য শীঘ্রই সম্পাদনকরা আবশ্যক, কারণ শবদেহ হইতে অচিরে চর্কি স্থানান্তরিত না করিলে, তৎসংশ্লিষ্ট তন্তু ও মাংসতন্ত্রগুলির পচাদরার সঙ্গে সঙ্গে চর্কিও শীঘ্র পচিয়া উঠে।

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রুশরাজ্যেই সর্কোপেকা অধিক পরিমাণে বসা উৎপন্ন হয়। তৎকালবাসিগণ প্রায় প্রতি বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড ওজনের বসা বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহারা আপনাদের স্বদেশবাসীর ব্যবহারার্থ বসা প্রস্তুত করে। ঐ পরিমাণ বসা সাধারণতঃ যুরোপীয় রুশরাজ্যের দক্ষিণস্থ পোন্টাইন্ টেপী (Pontine steppes) নামক সুবিস্তৃত তৃণপ্রান্তর মধ্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথায় যে সকল স্তূরহৎ বসার কারখানা আছে, তাহাকে Salgans বলে। ঐ কারখানাগুলি কেবলমাত্র গ্রেট-ব্রিটানের অধিবাসি-বৃন্দের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। তথাকার কর্মকর্তারা সহস্র সহস্র গবাদি পশু একসঙ্গে ক্রয় করে এবং এক বৎসর উত্তমরূপে খাওয়ানিয়া তাহাদের গাত্রে চর্কিপূর্ণ করিয়া লয়। যখন ঐ সকল পশুগাত্র হইতে চর্কি নিষ্কাশন আবশ্যক ও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহারা সেই গবাদিকে সালগান্ মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া নিহত করে।

এই সকল সালগান্ বাটিকার মধ্যে সাধারণতঃ একটা বিস্তৃত উঠান এবং তাহার চতুর্দিকে বসাকরণরূপ ব্যবসায়ের উপযোগী কএকটা ঘর থাকে। তদ্ব্যতীত একটা নিহত গোমাংস-বিক্রয়-স্থান, কএকটিতে মাংসসিঁক করিবার বয়লার প্রভিষ্ঠিত ও কোন গৃহে চামড়াগুলি লবণজারিত থাকে। অপর কএকটিতে দপ্তর-খানা ও কর্মচারিবৃন্দের বাসভবন। গ্রীষ্মকালে কেহই সালগানে থাকে না, কেবল কুকুর ও শিকারী পক্ষিগণ এখানে মাংসের পুতিগন্ধের আশ্বাসে বাস করে। গ্রীষ্ম অতীত হইয়া আসিলে তাহারা প্রথমে সামান্য সংখ্যক মাত্র পুটিকার ব্যবসা এখানে আনিয়া বিনাশ করে। তৎপরে বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যারম্ভ করিয়া থাকে। তখন দলে দলে সালগান্ মধ্যে পশু আনিয়া অতি নৃশংসভাবে নিহত করিয়া থাকে। পশুহত্যার পর, ঐ পশুর গাত্রে জাল ছাড়ান হয়; তৎপরে পাছা ও পৃষ্ঠের যে স্থানের মাংস চর্কি নাই, সেই সেই স্থানের তিন চার টুকরা মাংস কাটয়া লইয়া তাহারা বাজার বিক্রয় করিতে পাঠায়। নিষ্ঠুররূপে মারা হেতু ঐ মাংস এরূপ খারাপ হয় যে, কোন ভদ্র ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করে না। একমাত্র দরিদ্রেরাই তাহা ক্রয় করিয়া থাকে।

অবশিষ্ট শবদেহ তাহারা নাড়িভূড়ি বাদে কাটিয়া টুকরাটুকরা করে এবং তারপর বয়লার (Boiler) মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চর্কি বাহির করে। এক একটা বয়লারে ১০ হইতে ১৫ টি বৃহৎমাংস ধরিতে পারে। প্রতি সালগানে এইরূপ ৫৬০ টি বয়লার আছে। পাছে কটাের গাত্রে মাংস লাগিয়া পুড়িয়া উঠে, তাই বয়লার মধ্যে তাহারা সামান্য মাত্রায় জল দেয়। কটাহস্থিত মাংসান্নি মজা “Soup” নামে খ্যাত। কটাের উপরে চর্কি গলিয়া উঠিলে হাতা দিয়া কাটাইয়া তাহাকে পিপার রাখে, পরে তাহাই আটয়া বৈদেশিক বণিকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। প্রথম যে বসা উৎলাইতে থাকে, তাহা সর্কোপেকা সাদা ও উৎকৃষ্ট। তৎপরে যে বসা পাওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ। পিপা না থাকিলে চামড়ার সেলাই করিয়া এক একটা কুপা বা থলি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বসা রাখা হয়। এত দ্বিতীয় শ্রেণীর বসা উৎখিত হইলে পর, বয়লার পাত্রস্থ অবশিষ্ট মাংস ও অস্থি কলের ভয়ানক চাপে নিক্ষেপিত করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃষ্টতর এক প্রকার বসা, বাহির করা হয়। ইহা ময়লাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ বসা সাধারণতঃ কলের চাকার জন্ত ব্যবহৃত হয়।

একটা পুটদেহ ব্যবসা এইরূপে জাল দিলে সাধারণতঃ ২৫০ হইতে ২৯০ পাউণ্ড বসা পাওয়া যায়। উহার দাম ১৫০ রুবলের কম নয়।



• উপরে যে গবাদির পরিত্যক্ত অঙ্গাধির কথা লিখিত হইল, তাহাও একবারে নষ্ট হয় না। বসাব্যবসায়ীরা ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য শূকরও রাখে। সেই শূকরগুলি ঐ অঙ্গ খায়। তাহাতে শূকরের গায় চর্কির মাত্রা বাড়ে। পরে ঐ শূকরগুলিও বসানির্ঘাসকালে কটাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত, আলোড়িত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে।

বসাব্যবসায়ীরা যেত ও হরিদ্রাবর্ণ বসার মধ্যে যে পিপাগুলি বাতির উপযোগী এবং যেগুলি সাবানের উপযোগী তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া বিক্রয় করে।

জীবশরীরের স্থানবিশেষজাত চর্কি কঠিন ও কোমল হইয়া থাকে। বৃদ্ধকের পার্শ্ব চর্কি স্বভাবতঃই কঠিন, কিন্তু অস্থি-গহ্বর মধ্যে যে যে স্থানে চর্কি জন্মে, তাহা উহা অপেক্ষা অনেক কোমল। ভিন্ন মাংসপেশী ও অভ্যন্তরীণ কমনীয় দেহাংশে যে সকল চর্কি থাকে, তাহা সর্বাপেক্ষা কোমল ও অল্প-ভৈলার্ক মজ্জা বলিলে চলে। এইরূপ জীবদেহেরও তারতম্যানুসারে বসা কঠিন ও কোমল হয়। বৃষ বা অশ্বের চর্কি অপেক্ষা ছাগ, চরিত্র প্রভৃতি কোমলকার পশুর চর্কি কোমল এবং অতি অল্পতাপেই গলিয়া উঠে। ৭২° হইতে ৯২° ডিগ্রী-তাপে সকল চর্কিই গলিয়া উঠে।

ভৌতিক কার্য-সম্পাদন করিতেও বিভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষী প্রভৃতির বসার আবশ্যক হয়।

মধুমা, নানা জাতীয় পশু এবং জলচর মৎস্তনজাদির শরীরে বিভিন্ন প্রকার বসা জন্মে। ঐ সকল বসার গুণ ও স্বভাব্য বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে বিবৃত আছে। [জীবজন্তুদিগের পৃথক নামে এবং বস্তু শব্দে চর্কির বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বসাকেকতু (পুং) ধূমকেতুবিষেয। যে সকল কেতু পশ্চিমে উদিত অথচ উত্তর দিকে জায়ত, বৃহৎ ও বিন্দুমুষ্টি, তাহাকে বসাকেকতু বলে। এই কেতু উদিত হইলে মড়ক ও উত্তম ফলিক হইয়া থাকে। (বৃ° স° ১১।২২)

বসাঢা (পুং) বসরা আঢ্যঃ প্রচুরবসাবহাদস্ত তথাহঃ। শিশুমার, চলিত শুকুক। (ত্রিকা°) [শুকুক দেখ]

বসাঢ্যক (পুং) শিশুমার (Dolphinns Gangeticus)

বসাতি (পুং স্ত্রী) ১ জনপদ। ২ উত্তর জনপদবাসী জাতি। ৩ জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (ভারত আদি পং) ৪ ইক্ষাকুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বসাতিক (পুং) বসাতি নামক উত্তর জনপদবাসী। (বৃ° স° ১৪।২৫)

বসাতীয় (ত্রি) ১ বসাতিজাতিসম্বন্ধীয়। ২ বসাতিরাজ।

বসাদনৌ (স্ত্রী) পীতনিঃশপা। (বৈজ্ঞানিক°)

বসাপায়িন্ (পুং) বসাব্যবসায়ী পাণ্ডিত্যবিশারদ। (শব্দমালা)

বসাপাবন (ত্রি) বসাপানকারী দেবতা। (গুরু বহুঃ ৩।১২) বসাময় (ত্রি) বসা স্বরূপে, মদট্। বসাস্বরূপ। ত্রিমাং ভীপ্। বসা মাখান।

বসামুর (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ।

বসামেহ (পুং) বাতজন্ত প্রমেহরোগ। বায়ু কুপিত হইয়া মেহরোগ উৎপন্ন হয়। বসামেহে বসাভূলা অথবা বসা মিশ্রিত মুত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই বসা-মেহকে সর্পমেহ বলিয়া থাকেন। (সুশ্রুত নিঃ)

বসামেহিন্ (ত্রি) বসামেহবিশিষ্ট ব্যক্তি। যাহার বসামেহরোগ হইয়াছে। (সুশ্রুত)

বসার (স্ত্রী) ইচ্ছা, অভিপ্রায়।

বসারোহ (পুং) ছত্রিকা, কৌড়কছাতা। (হারাবলী)

বসিত্বা (অব্য) পরিগণন করিয়া।

বসাবশেষমলিন (ত্রি) বসাবশেষ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত।

বসাবি (স্ত্রী) বহুসমূহ। “বসাব্যামিত্র ধারয়” (ঋক্ ১০।৭৩।৮) ‘বসাব্যং বহুসমূহং’ (সায়ণ)

বসি (পুং) বস্তুে আচ্ছাদিত্যনেন বস্তুতে আচ্ছাদনপূর্বক ত্রিযতে ইতি বা বস আচ্ছাদনে (ঘনিকঘণ্টীতি। উণ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। বসন। (উজ্জল)

বসিক (ত্রি) শূচ। [বসিক দেখ।]

বসিতব্য (ত্রি) পরিধানযোগ্য।

বসিত্ব (ত্রি) আচ্ছাদিত্ব। বস্ত্র দ্বারা আবরণকারী।

বসিন্ (পুং) বসা।

বসিন্দা (পারসী) অধিবাসী।

বসির (স্ত্রী) বস-কিরট্। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিপ্লসী। (সুশ্রুত) (পুং) ৩ রক্তপামার্গ। (ভাবপ্র°) ৪ বারিনন্দ। জলনিম।

বসিষ্ঠ, একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের অধিকাংশ ঋক্ই বসিষ্ঠ বা বসিষ্ঠগণের দৃষ্ট। বসিষ্ঠের জন্মসম্বন্ধে বৃহদ্দেবতা নামক বৈদিকগ্রন্থে লিখিত আছে—

“ভরোয়াদিত্যোঃ সত্রে দৃষ্টাপ্রমুর্ক্ষশীম্।

রেতশ্চকন্য তৎকৃত্তে স্তপতবসতীযরে ॥

তেনৈব তু মুহুর্ভেন বীর্ঘবস্তো তপস্বিনো।

অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তদ্রথী সংবভূবতুঃ ॥

বহধা পতিতঃ রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে।

স্থলে বসিষ্ঠশ্চ মুনিঃ সংবভূবর্ষিসত্তমঃ ॥

কৃত্তে স্বপত্যঃ সঙ্কতো জলে মংস্তো মহাহ্রাতিঃ।

ততোহপ্প গৃহমাগাত বসিষ্ঠঃ পুঙ্করং হিতঃ।

সর্বতঃ পুঙ্করে তং হি বিবেকো অধারয়ন ॥”

মিত্র ও বরুণ এই দুই আদিত্য যজ্ঞস্থলে উর্ধ্বশীর্ষে দেখিয়া তাঁহাদের রেতঃ ঋণিত হয় এবং তাহা বসন্তীবর নামক যজ্ঞীয় কুণ্ডে পতিত হইয়াছিল; তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অগস্ত্যা ও বসিষ্ঠ নামে দুই বীণ্যবান্ তপস্বী ঋষি আবির্ভূত হইলেন। ঐ রেতঃ কলসে এবং জলে স্থলে বহুধা পতিত হইয়াছিল। ঋষি-সত্তম বসিষ্ঠমুনি স্থলে, অগস্ত্যা কুণ্ডে এবং মহাদ্রাতি মৎস্ত জলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জল ঢালিয়া লওয়া হইলে বসিষ্ঠ পুঙ্খরে (জলে) ছিলেন, তখন দেবগণ সকল দিক্ হইতে সেই জলে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ঋক্সংহিতায় বসিষ্ঠের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়—

“উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠো বশ্মা ব্রহ্মন মনসোহপি জাতঃ।

দ্রপসঃ স্বরঃ ব্রহ্মণা দৈবোদন বিশ্বদেবা পুঙ্খরে তারদন্তঃ ॥

স প্রকেত উভয়ত্র প্রবিদ্যন্তু সহস্রদান উত বা সদানঃ।

যমেন ততঃ পরিধিঃ বরিদ্যানস্পরসঃ পরি জজ্ঞে বসিষ্ঠঃ ॥

সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোহিঃ কুণ্ডে সিবিচতঃ সমানঃ।

ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্তো জাতমৃষিমাহবসিষ্ঠঃ ॥”

(ঋগ্বেদ ৭।৩০।১১-১৩)

অর্থ্যং হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মন! উর্ধ্বশীর্ষ মন হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃ ঋণন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দেবা স্তোত্র দ্বারা পুঙ্খর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র দান করিয়াছিলেন। যম কর্তৃক বিত্তীয়ব্রহ্মবয়নকরণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্ধ্বশীর্ষ হইতে জন্মিয়া ছিলেন। সত্রে প্রাপ্তি হইয়া (মিত্র ও বরুণ) কুণ্ড মধ্যে যুগপৎ রেতঃসেক করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান প্রাপ্ত হইলেন। লোকে বলে বসিষ্ঠ ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়া ছিলেন।

বসিষ্ঠ কি রূপে ঋষি হইলেন? এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাই—

“আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবঃ প্রযৎ সমুদ্রং জৈর্যাব মধ্য।

অধি যদগাংস্তিস্তচরাব প্রাপ্রোথ ইংধরাবহৈ ততো কং ॥

বসিষ্ঠঃ হ বরুণো নাব্যাদৃষিঃ চকার স্বপা মহোহিঃ।

স্তোতাংসঃ বিপ্রঃ স্তনিনশ্চ অহাং যানু ভাবন্ততনভাত্বাসঃ ॥”

(ঋগ্বেদ ৭।৮০-৪)

যখন আমি (বসিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা স্কন্দরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং জলের উপর গমনকীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্ঘ্য বোলায় স্তম্বে খেলা করিয়াছিলাম। বরুণ বসিষ্ঠকে নৌকায় লইয়াছিলেন, তাঁহার মহাতেজে তিনি নিজ স্কন্দরূপ দ্বারা বসিষ্ঠকে ঋষি করিয়া

ছিলেন। তাঁহার দিন ও উষা বর্জিত হইত, এইরূপ শ্রব করিবেন বলিয়াই স্তনিনে তাঁহাকে স্তোত্র করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি, বসিষ্ঠ ও তাঁহার বংশধরগণ সূদাস রাজের পুরোহিত ছিলেন। সূদাস শিঞ্জবনের পুত্র, দেববন্তের পৌত্র এবং দিবোদাসের বংশধর। বসিষ্ঠ পৈজবন সূদাসের পৌরোহিত্যকালে রাজার নিকট হইতে বহু-তর ধনরত্ন পাইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সূদাস পৈজবনের দান-জ্ঞতিবিষয়ক সূক্ত দেখা যায়, বসিষ্ঠই ঐ সূক্তের ঋষি।

(ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ১৮ সূক্ত।)

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে লিখিত আছে—

“উতামিবেতুষ্ক জো নাথিতাসোহবীধর্যুশশাজে সূতাসঃ।

বসিষ্ঠঃ স্তবত ইহো অশ্রোহরুৎ তুংহৃত্যো অক্লণোহ লোকঃ ॥৫

দণ্ডা ইবোদগো অজ্ঞানাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।

অভবচ্চ পুর এতা বসিষ্ঠ আদিত্যংহন্যং বিশো প্রথংত ॥৬”

তৃক্ষাতুর রাজগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত বৃষ্টিপ্রার্থী বসিষ্ঠগণ দশ রাজার সহিত সংগ্রামে আদিভোর দ্বায় ইন্দ্রকে উদ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র জ্তিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া-ছিলেন এবং রাজগণের জন্ত বিত্তীয় লোক প্রদান করিয়াছিলেন, গোত্রের দণ্ডের দ্বায় ভরতগণ (শত্রুগণ) পরিচ্ছিন্ন ও অর-সংখ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাহাদিগেরই পুরোহিত হইলেন এবং তুংহুদিগের প্রজাবৃত্তি হইতে লাগিল। এখানে বসিষ্ঠ ভরতগণেরও পুরোহিত হইতেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—

“এতেন হ বৈ ঐন্দ্রেয় মহাভিষেকেন বসিষ্ঠঃ সূদাসঃ পৈজবনম-ভিষিষেচ। তদাহ সূদাঃ পৈজবনঃ সমস্তং সর্বতঃ পৃথিবীঃ জয়ন্ পরীযায় অশ্বেন চ মেধোন জেজে।” (৮।২১)

এইরূপে বসিষ্ঠ ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা সূদাস পৈজবনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেই সূদাস পৈজবন সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

বসিষ্ঠ সূদাসের পুরোহিত হইলেও সৌদাস বা সূদাসের পুত্রগণ তাঁহার শতপুত্রের প্রাণসংহাঙ্ক করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে বৃহদেবতার লিখিত আছে—

“ঋষিদর্শ রক্ষাংস পুরোশোকপরিপূতঃ।

হতে পুত্রপতে ক্রুঃ সৌদাসৈর্হঃষিতস্ততা ॥”

সায়ণ বৃহদেবতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

“হতা পুত্রপতঃ পূর্ধ্বঃ বসিষ্ঠস্ত মহায়নঃ।

বসিষ্ঠঃ রাক্ষসোহসি ঙ্ং বাসিষ্ঠঃ রূপমাহিতঃ ॥

অহং বসিষ্ঠ ইত্যেবাং জিঘাংসু রাক্ষসোহব্রবীৎ।

অদ্রোত্তরা ঋচো দৃষ্টা বসিষ্ঠেনেতি নঃ প্রত্যম্ ॥”

• অর্থাৎ মহাত্মা বসিষ্ঠের শতপুত্র নিধন করিয়া এক জিবাংশু রাক্ষস বসিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, তুমি রাক্ষস, আমি বসিষ্ঠ। এই ঊপলক্ষে বসিষ্ঠ কতকগুলি ঋক্ দেখিয়াছিলেন।\* তাহাই ঋকসংহিতার ৭ম মণ্ডলে ১০৪ সূক্তে ১২ হইতে ১৬ সংখ্যক মন্ত্র, তদ্বাধ্যো ১৬শ ঋকে স্পষ্ট আছে—

“যো মারাতুং যাতুধানেনতাহ যো বা রক্ষাঃ তচিরসীতাহ।

ইত্ৰ তং হস্ত মহতা বধেন বিখ্যত জন্তোরকম্পদীষ্ট ॥”

যে আমাকে “যাতুধান” (রাক্ষস) এই সম্বোধন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, “আমি তুমি” এই কথা বলিতেছে, ইত্ৰ মহা-আমুধ দ্বারা তাহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক।

বসিষ্ঠ সম্বন্ধে বেদে ঐক্লপ উল্লেখ দেখিয়া অধ্যাপক মুইর সাহেব লিখিয়াছেন—“যদিও বসিষ্ঠ পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে গোল ছিল, এই কারণেই কোন স্থলে তিনি ব্রাহ্মণ মানস পুত্র, কোথাও মিত্রাবরূপ ও উর্কশীর পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।”

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বেদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদে বসিষ্ঠ মিত্রাবরূপের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও তাঁহাকে মিত্র বা সূর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

রুম্বজ্জুর্কেন বা তৈত্তিরীয়সংহিতা হইতে জানা যায় যে, সৌদাস কর্তৃক বসিষ্ঠের পুত্র হত হইলে, তিনি তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত চেষ্টা করেন—

“বসিষ্ঠো হতপুত্রোহিকাময়ত বিন্দেয় প্রজামভি সৌদাসান্ ভবেয়মিতি। স এতমেকস্মার পঞ্চাশমপশ্চাৎ তমাহরৎ তেনায়জত। ততো বৈ সোহবিন্ধ্যত প্রজামভি সৌদাসমভবৎ।”

অর্থাৎ বসিষ্ঠের পুত্রগণ হত হইলে তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমার সন্তান হউক, যেন আমি সৌদাসদিগকে পরাভব করিতে পারি। তিনি ‘একস্মারাপঞ্চাশ’ মন্ত্র পাঠিয়াছেন, তাহা লইলেন, তাহাতে যজ্ঞ করিলেন। তাহাতে প্রজা হইল এবং সৌদাসগণ পরাভূত হইল।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (৪র্থ অধ্যায়ে)ও এইরূপ বসিষ্ঠের পুত্র লাভ ও সৌদাসপরাভবের কথা আছে।

মহুসংহিতায় দেখা যায়—

“মহর্ষিভিষ্ঠ দেবৈশ্চ কার্যার্থ্যং শপথাঃ কৃত্যঃ।

বসিষ্ঠশর্চণি শপথং সেপে পৈজবনে নৃপে ॥” (৮।১১০)

মহর্ষিগণ ও দেবগণ কার্যসম্পাদনের জন্ত শপথ করিয়া

থাকেন। এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষিও পৈজবন নৃপতির জন্ত শপথ করিয়াছিলেন। কেন শপথ করেন? মহুটাকার কুল্লুক লিখিয়াছেন, “বসিষ্ঠোহপ্যনেন পুত্রশতং ভক্তিভ্রমিতি বিশ্বামিত্রেণ আকুটৌ স্বপরিগুহ্যে পিজবনাপত্যে স্তদ্যামি রাজনি শপথং চকার।”

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র কর্তৃক বসিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ পরিগুহ্যের জন্ত পিজবনের পুত্র স্তদ্যাম্ন রাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন।

এখানে কুল্লুক বিশ্বামিত্রকে রাক্ষস বানাইয়াছেন এবং স্তদ্যাম্ন রাজার নাম করিতেছেন, বাস্তবিক বেদে এরূপ কথা নাই। বিশ্বামিত্র শতপুত্র ভক্ষণ করেন নাই, এক রাক্ষস ভক্ষণ করিয়া সেই আপনাকে বসিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ৭।১০৪।১২ ঋকের ভাষ্যে সায়াণাচার্য্য বৃহদ্রথবতার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, পূর্বে সে কথা বলা হইয়াছে। আর পিজবনের পুত্রের নাম স্তদ্যাম্ন নহে, তাঁহার নাম স্তদ্যাস। শাটায়ন ব্রাহ্মণে আছে—“সৌদাসৈরমৌ প্রক্ষিপ্যমাণঃ শক্তিরন্ত্যং প্রগাথমালাভে সোহর্কচে’ উক্তেহজ্জহত। তং পুত্রোক্তং বসিষ্ঠঃ সমাপয়ত ইতি।”

(বসিষ্ঠের পুত্র) শক্তি সৌদাস কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার কালে প্রগাথের শ্বেদাংশ পাঠিয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঋক বলার শেষকালে তিনি দগ্ধ হইলেন এবং বসিষ্ঠ পুত্রোক্ত ঋক সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।—এইরূপে বসিষ্ঠ আপনার শপথ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাঠকে (৩৭।১৭) লিখিত আছে—

“ঋষয়ো বৈ ইত্ৰং প্রত্যাক্ষং ন অপশ্চাস্তং বশিষ্ঠঃ এব প্রত্যাক্ষ-মপশ্চৎ। সোহবিত্তেদিতরেভ্যো মা ঋষিভ্য প্রবক্ষ্যাতীতি। সোহব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং তে বক্ষ্যামি যথা ত্বং পুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজনিষ্যন্তে।

অথ মা ইতরেভ্যঃ ঋষিভ্যো মা প্রবোচঃ ইতি তন্মৈ এতান্ স্তোমভাগান্ অনব্রবীৎ। ততো বশিষ্ঠ পুরোহিতঃ প্রজা প্রজায়ন্তঃ।”

ঋষিগণ ইত্ৰকে প্রত্যাক্ষ দেখিতে পান নাই। একমাত্র বশিষ্ঠই তাঁহাকে দেখিতে পাঠিয়াছিলেন। পাছে বশিষ্ঠ ঋষি সমক্ষে তাঁহার (ইত্ৰের) বিষয় বর্ণন করেন এই ভয়ে তিনি বশিষ্ঠ সাক্ষাতে আসিয়া গোপনে বলিলেন, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার বিষয় এই ঋষিগণের সাক্ষাতে বলিও না। পরে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা ইতোমধ্যে পৌরোহিত্যে বরণ করিবেন।’ সেইহেতু ইত্ৰ বশিষ্ঠকে স্তোমভাগ বলিয়াছিলেন।

যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণ ( ১৩৩ ) লিখিত আছে,—“ইন্দ্রো হ বিখ্যামিত্রায় উক্খ মূবাচ বসিষ্ঠায় ব্রহ্ম বাগ্ধ্বমিত্রোব বিখ্যামিত্রায় মনো ব্রহ্ম বসিষ্ঠায়। তস্মৈ এতদ্বাসিষ্ঠ ব্রহ্ম। অপি হ এব-  
বিধম্ বা ব্রহ্মণ্য বা কুবীত।” ইন্দ্র বিখ্যামিত্রকে উক্খ ও বসিষ্ঠকে ব্রহ্ম বগেন। উক্খই বাক্ তাহাই বিখ্যামিত্রকে এবং ব্রহ্মই মন তাহাই বসিষ্ঠকে। তাই এই মননই বসিষ্ঠের নিজস্ব।

পুরাণে বসিষ্ঠ।

বেদে বিখ্যামিত্র ও বসিষ্ঠের প্রসঙ্গ থাকিলেও কোথাও বসিষ্ঠের আশ্রমে নৃপতি বিখ্যামিত্রের গমন ও উভয়ের বিবাদের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বৃহদ্বেদবতায় ( ৪২২ ) লিখিত আছে বটে,—

“পরশুতপ্তো যাত্ত্ব বসিষ্ঠেচেষীবিঃ।

বিখ্যামিত্রেণ তাঃ প্রোক্তা অভিশাপা ইতি স্মৃতাঃ॥

দেখেষ্যস্ত তাঃ প্রোক্তাঃ বিভাচৈবভিত্তিকারিঃ।

বসিষ্ঠাস্ত ন শৃণ্বন্তি তদাচার্য্যকসম্মতম্।”

পরবর্তী বিখ্যামিত্রপ্রোক্ত চারিটা শ্লোক, বসিষ্ঠেরা ঐ মন্ত-  
চতুষ্টয় শুনিবেন না, ইহাই তাহাদের আচার্য্যের মত।

এইরূপে বিখ্যামিত্র ও বসিষ্ঠের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের আভাস থাকিলেও বসিষ্ঠের ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিখ্যামিত্রের স্বেধ এবং তাহা হইতে তাহার ব্রাহ্মণত্বলাভের কথাও বেদসংহিতায় পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

[ বিখ্যামিত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, দক্ষকন্যা উর্জীর গর্ভে রজঃ, গাহ, উল্লাহ, সর্বন, অনব, হুতপা ও শুক্র এই সাত জন সপুত্রি জন্মে। ভাগবতপুরাণ মতে বসিষ্ঠের অপর পত্নীর গর্ভে শক্র নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। মনুসংহিতায় বসিষ্ঠের অক্ষ-  
মালা নাম্নী আর এক পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অক্ষমালা নিরকুলজাতা হইলেও ভট্টার গুণে উন্নতা হইয়াছিলেন।

“যাদৃগ্ গুণেন ভদ্রা স্ত্রী সংযুজ্যতে যথাবিধি।

তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রোণেব নিরগা।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাহমমযোনিজা॥” (মন্ত ৯২২-২৩)

মহাভারতে বসিষ্ঠের প্রধান পত্নীর নাম অক্ষমতী। রামায়ণে লিখিত আছে, বসিষ্ঠের চতুর্দশ বিখ্যামিত্রের সাত পুত্র দক্ষ হইয়া-  
ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে জানা যায়, ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশপরম্পরায় বসিষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে ৮ম তপসের বসিষ্ঠ ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ পুরাণেই দেখা যায় যে বসিষ্ঠ আযাচ্ মাসে সূর্য্যের রথে অবস্থান করেন।

তত্ত্ব বসিষ্ঠ।

মহাটীনাচার্য্যক্রমতঃ এইরূপ বর্ণিত আছে—

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মর মানস পুত্র ত্রিসংবদী বসিষ্ঠ মুনি নীলা-  
চলে তারাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অমৃতবর্ষ পর্য্যন্ত তারিণীর আরাধনার কালাতিপাত করিলেও তারা তাহার প্রতি কোন অগ্রহ করিলেন না। তাহাতে মুনিবর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মর নিকট গমন করিলেন ও তাহাকে জানাইলেন, আমি নীলপর্কতে হবিষ্যাদী এবং সংবদী হইয়া দেবী তারিণীর আরাধনা করিলাম, তাহাতে যখন দেবীর করুণা হইল না, তখন মাত্ৰ এক গর্ভস্থ জলপান করিয়া কঠোর ভাবে অমৃতবর্ষ পর্য্যন্ত পুনরায় দেবীর আরাধনা করিলাম, কিন্তু যখন তাহাতেও আমার প্রতি দেবীর করুণা হইল না, তখন আমি নীল পর্কতেওপরি একপনে দণ্ডায়মান হইয়া পরমসমাদি অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহারে দেবীর ধ্যানে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম এবং পুনরায় ঐরূপ কঠোরভাবে দশ সহস্র বৎসর কামাখ্যায় অতীত করিয়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন অগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব হুঃসাধ্যা এই বিভাকে আমি অতি হঃশের সহিত ত্যাগ করিতেছি। ব্রহ্মা বসিষ্ঠকে সান্বনা করিবার জন্য বলিলেন, বসিষ্ঠ! তুমি পুনরায় নীলাচলে যাও, সেখানে থাকিয়া কামাখ্যা যোনিতে সেই পরমেশ্বরীর আরাধনা কর। অতি শীঘ্রই তোমার দেবতাসিদ্ধি হইবে। মুনিবর বসিষ্ঠ পিতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তারার আরাধনা করিলেও যখন মহেশ্বরীতারা তাহার প্রতি কোনরূপে স্নেহীতা হইলেন না, তখন মুনিবর কোপাবিষ্ট হইয়া দেবীকে অভিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন। এই সময় মুনিবরের ক্রোধ অবলোকন করিয়া বন কানন পর্কতাদি সহ সমগ্র পৃথিবী ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত দেব এবং দেবীগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল। তখন সংসারতারিণী তারাদেবী বসিষ্ঠ মুনির পুরোভাগে আবির্ভূতা হইলেন। মুনিবর বসিষ্ঠ তাহাকে দর্শন করিয়া অতি কঠোর অভিশাপ দিলেন। অনন্তর কণ্ঠসিদ্ধি-  
দাত্রী তারিণী বসিষ্ঠ মুনিকে বলিলেন, মুনিবর! তুমি রোষবশে কেন আমাকে অভিশাপ দিতেছ। আমার আরাধনাপ্রক্রম একমাত্র বুদ্ধরূপী জনার্দন ভিন্ন অল্প কেহ জানেন না, তুমি বিষ্ণু-  
চার আশ্রয় করিয়া বৃথাই বহু বৎসর অতিক্রম করিয়াছ, বাস্তবিক তব কিছুই জানিতে পার নাই। অতএব সম্প্রতি উদ্বোধরূপী বিষ্ণুর নিকট গমন কর এবং তাহার নিকট হইতে আমার আরাধনাক্রম সকল আবার অবগত হইয়া আমার আরাধনার রত হও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইব।

তখন বসিষ্ঠ দেবীকে প্রণাম করিয়া মহাটীন দেশে চলিলেন,

হেমালয়ের পার্শ্বদেশে লোকেশ্বরসেবিত এক মদন্ত সহস্র  
কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত মদিরাগানে মদমত্তলোচন বুদ্ধসবকে  
দর্শন করিয়াই বিষরাগিত হইলেন। তিনি মনে মনে সংসার-  
তারিণী তারাকে স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, একি বুদ্ধরূপী বিষ্ণু এ  
কেন আচার অবলম্বন করিলেন? ইহাত দেব ও দেবচার-  
বিরুদ্ধ। এই সময় দৈববাণী হইল, “হে মূনে! তারিণীর পরমাধিত  
এই আচার, ইহার বিরুদ্ধাচারে তিনি প্রসন্ন হন না; অন্তএব যদি  
তুমি তাহার অনুগ্রহ চাও, তবে এই আচারে তাঁহাকে ভজন  
কর।” মনিবর বসিষ্ঠ এই আকাশবাণী শুনিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে  
পতিত হইলেন, পরে উঠিয়া কৃতান্তলিপুটে বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর নিকট  
গমন করিলেন। মদমত্ত প্রসন্নাত্মা বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা  
করিলেন, তুমি কি জন্ত এখানে আসিয়াছ? মুনিও ভক্তি  
সহকারে প্রণাম করিয়া তারিণীর আদেশবাণী বলিলেন।  
ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, মনিবর! যদিও এ আচার অপ্রকৃত,  
তথাপি আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর,—তারা দেবীর  
আচারানুষ্ঠান করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না, এই  
আচারে মানদি সকলই মানসিক, এবং সকল কালই শুভ,  
কোনই অশুভ কাল নাই এবং এই আচারে শুদ্ধাদির অপেক্ষা  
এং মজাদির শেষ নাই। সর্বদা কি স্নাত কি অস্নাত, কি ভুক্ত  
কি অভুক্ত সর্বদাই দেবীর পূজা করিবে,—ইত্যাদি রূপে বহুতর  
মহাচীনাচারক্রম তাঁহাকে উপদেশ করিলে মহামুনি বসিষ্ঠ বুদ্ধরূপী  
হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
প্রভো! তুমি তত্ত্বজ্ঞানময়, এই মহাচীনাচারক্রমে ক্রী ও মদ  
উভয় সম্মত; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান। বুদ্ধ  
বলিলেন, মূনে! এই আচারে উভয় তুল্য হইলেও ক্রীর শরীরে  
অনেক দেবতার বাসহেতু ক্রীই প্রধান, তবুও ভগবান্ এতদুভয়ের  
বহু গুণকীর্তন এবং কৌলিকদিগের মাংস ও কুলাচার প্রব্যের  
লক্ষণ ও সাহায্য এবং সমগ্র মহাচীনাচারক্রম বর্ণনা করিলেন। \*

\* “ততঃ প্রমা ভাং দেবীঃ বশিষ্ঠোহসৌ মহামুনিঃ।

লগ্নাচারবিজ্ঞানবাহুঃ। বুদ্ধরূপিণ্।

ভক্তো গদ্য মহাচীনে মেনে জানথয়ো মুনিঃ।

দর্শন হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরহস্তধিতম্।

কামিনীনাং সহস্রৈঃ পরিধামিতরীষরম্।

মদিরাপানঃপ্রভাতঃ বদমহুঃলোচনম্।

চুরাসেব বিলোক্যঃ বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণ্।

বিশ্বমেন সবাধিষ্টঃ সন্নং সংসারতারিণীম্।

কিনিঃ ক্রিগতে কণ বিহুন্ বুদ্ধরূপিণা।

দেবদেব বিরুদ্ধোহমরাচারঃ সম্মতো যয়।

ইতি চিত্তরতত্তম্যে বসিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।

আকাশবাণী প্রাহাত এবং চিত্তর হরতঃ।

মনিবর বসিষ্ঠ সে সমুদায় জ্ঞাত হইয়া ঐ আচার অবলম্বন  
করিলেন এবং সংঘতচিত্তে দেবীর আরাধনার নিরত হইলেন।  
কিছুদিন পরে নীলাচলে দেবী মহামায়া তারা প্রত্যক্ষ দেখা দিয়া

আচারপরমার্থং তারিণীনাথেন মূনে।

এতদ্বিরুদ্ধাচারস্য মতে নাসৌ প্রসীদতি।

যদি তস্যাঃ প্রসাদমমচিরেণাতিবাহসি।

এতেন চানচারণে গুণা ভাং ভজ হরতঃ।

আকাশবাণীমার্থ্যঃ সোমাকিতকলেশ্বরঃ।

বশিষ্ঠো দণ্ডবৎভূমৌ পপাতাতীৰ হরিতঃ।

তথোখার প্রশম্যাসৌ কৃতান্তলিপুটো মুনিঃ।

লগ্নাম বিজ্ঞাঃ সমীপং বুদ্ধরূপস্য পার্শ্বতি।

অখাসৌ তং সমালোকা মদিরামোদবিজ্ঞলঃ।

প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থঃ হমিহাপতঃ।

অথ বুদ্ধঃ প্রশমাহ ভক্তিনয়ো মহামুনিঃ।

বহুতং তারিণীদেবা বিজ্ঞারামনহেতবে।

তজ্জ্বা ভগবান্ বুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানময়ো হরিঃ।

বশিষ্ঠঃ প্রাহ হজ্ঞানচীনাচারানিকারবান্।

অপ্রকাজোহমরাচারতারিণ্যাং সর্বদা মূনে।

তব ভক্তিবশাদনি প্রকাতাবীহ তৎপরঃ।

বুদ্ধ উবাচ।

অখাচারবিধিঃ বক্ষ্যে তারাদেব্যাঃ সমুদ্ভিন্নং।

তস্যানুষ্ঠানমাশেণ ভবাকৌ ন নিমজ্জতি।

সমস্তলোকশমনানন্দাদেব বিকৃতিবৎ।

তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ সাক্ষাৎসুতিকলদায়কম্।

সানাদি মানসঃ শৌচং মানসন্ত ল্পং মৃতঃ।

পূজনং মানসং দিবাং মানসং তর্পণাদিকং।

\* \* \* \* \*

নাত্র শুদ্ধাধ্যাপেক্ষাতি ন চ সন্যাসিহুৎপৎ।

সর্বদা পূজয়েদেবীমরাতঃ কৃততোজনঃ।

ক্রীয়েথো নৈব কর্তব্যো বিশেষাং পূজনং ত্রিঃ।

তাসাং প্রহারদিদ্ব্যাক কোটীলাসপ্রিরন্তথা।

সকথা ন চ কর্তব্যমন্তথা সিদ্ধিরোবকুৎ।

দ্বিরো দেবাঃ ত্রিঃ প্রাণাঃ ত্রিঃ এব বিকৃৎপৎ।

ক্রীসলিনা সদা ভাষ্যমন্তথা বস্ত্রিয়াসহ।

\* \* \* \* \*

শবাসনাবিকলং লভায়েহপ্রবেশনং।

শশালায়নাসত্য মুক্তকেশো বিপদরঃ।

মহাচীনাচরনতাবেষ্টো মুক্তিবাণু হুৎ।

\* \* \* \* \*

দগজিবেলৌহিত্যকুহুসৈরর্জরেজিহবাং।

দ্বিবেদং লবকাকৈল তুলনীবর্জিতৈঃ ততৈঃ।

একলিহে কশানে বা নির্জলে বা চতুশ্চরে।

ভট্টহঃ শাখতং বোণী তারায় ভূমতাক্রীণীঃ।

বলিলেন, বৎস বসিষ্ঠ! বর লও। বসিষ্ঠ বলিলেন, মহামায়ে! বস্ত্রপি আশনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন “যে এই আচার আশ্রয় করিয়া তোমার আরাধনা করিবে, তুমি অবশ্য তাহার প্রতি হু প্রসন্ন হইবে।” দেবী তথাক্ত বলিয়া বর দিলেন। দেবী তারাও বলিলেন, বৎস! অনিমানি সিদ্ধিসমূহ তোমাকে নিরন্তর সেবা করিবে। মুনিবর বসিষ্ঠ মহা-মায়ার নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া নক্ষত্র লোকে আশ্রয়পূর্বক অদ্ভাবধি তথায় দীপ্তি পাইতেছেন।

বসিষ্ঠ (পুং) বসিষ্ঠ পূর্বোদয়াদিত্যঃ শতমঃ। বসিষ্ঠমুনিঃ (বিরূপকোঃ) বসিষ্ঠ, এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইতিহাস, গণ্ডাঙ্গাদি ধোষ-বিচার, গ্রহশাস্তিপদ্ধতি ও শাস্তিবিধি নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই শৈবোক্ত গ্রন্থখানি বাসিষ্ঠীশাস্তি নামে পরিচিত।

বসিষ্ঠক (পুং) বসিষ্ঠ ঋষি বা তৎসম্বন্ধীয়।

বসিষ্ঠতন্ত্র (ক্ৰী) তন্ত্রভেদ।

বসিষ্ঠত্ব (ক্ৰী) বসিষ্ঠের ভাব বা ধর্ম।

বসিষ্ঠনিহব (পুং ক্ৰী) সামভেদ। (লাট্যাঃ ৩৯।১২)

বসিষ্ঠপুত্র (পুং) বসিষ্ঠের পুত্র বা বংশধরগণ, ইঁহারা ঋষেদের ৭।৩৩।১০-১৪ মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া কথিত। গরুড়পুরাণের ৫ম অধ্যায়ে বসিষ্ঠপুত্রগণের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

“উর্জয়ান্ত বসিষ্ঠন্ত সপ্তা জায়ন্ত বৈ সূতাঃ।

রজোগাগ্রোদ্ধবাহুশ্চ শরণশানবন্তথা।

সূতপাঃ শুক্রহিতোতে সর্বে সপ্তর্ষয়ো মতাঃ ॥” (গরুড় ৫।৬)

বসিষ্ঠপ্রমুখ (ত্রি) বসিষ্ঠপুরতঃ। বসিষ্ঠঋষি যে কার্যে অগ্রণী।

বসিষ্ঠপ্রাচী (ক্ৰী) জনপদভেদ।

বসিষ্ঠশফ (পুং ক্ৰী) সামভেদ। (লাট্যাঃ ১।৬।৩০)

বসিষ্ঠসংসর্প (পুং) সন্ন্যাসীভেদ। (আশ্ব' স্রো' ১০।২।৫৫)

\* \* \* \*

তারিঙ্গীপুজনং খিলা। কুলকোটিং সমুদ্রহেৎ।

মৃতাশ্চ পিতরঃ সর্কে পাখাং গায়ন্তি তে মৃদা।

অপি নঃ বহুলে কপিং কুলজানী ভবিষ্যতি।

স খন্তঃ স চিরজানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ।

\* \* \* \*

মহাচীনক্ৰমাচ্যৈরৈত্মারিঙ্গীঃ বঃ সমা ভজয়েৎ।

এতন্নিদ্র পরমাচারে তুল্যসেধ ষমঃ মূলে।

প্রাধান্যঃ বোধিতাঃ কিন্তু সেবাযেব স সংলবঃ।

যতো হি বোধিতো মেহে সর্কসেবদ্যা সংহিতাঃ।

অন্তঃ পুরাণ সর্কাঃ তাস্যঃ প্রাধান্তমুচ্যতে।

\* \* \* \*

সর্কসেবদ্যা পীঠান্যঃ প্রাধান্যঃ বোধিতাঃ।

ভর সম্পূজিতা দেবী ভক্তিভেদ্যে প্রসাদিতাঃ” (গীতাচার্যকর)

বসিষ্ঠসংহিতা (ক্ৰী) ধর্মশাস্ত্রবিশেষ। উন্নয়নসংহিতার মধ্যে একখানি সংহিতা, বসিষ্ঠ মুনি এই সংহিতা প্রণয়ন করেন, এইজন্য ইহার নাম বসিষ্ঠসংহিতা হইয়াছে। এই সংহিতা ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে প্রথমে ধর্ম ও ধর্মের লক্ষণ, বর্ণাশ্রমধর্ম, সবাচার প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় বর্ণিত আছে।

“অখাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থঃ ধর্মজিজ্ঞাসা। জাতা-চাচ্ছতিষ্ঠন্ ধার্মিকঃ প্রশস্ততমো ভবতি।” (বসিষ্ঠসংহিতা ১।১)

২ যোগবাসিষ্ঠ। যোগবাসিষ্ঠও বসিষ্ঠসংহিতা নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থবিশেষ।

বসিষ্ঠাভূষণ (পুং) সামভেদ।

বসিষ্ঠাভূষণ (পুং) সামভেদ।

বসিষ্ঠাপবাহ (পুং) সরস্বতীনদী তীরবর্তী একটা স্থান। বিধিমন্ত্রের জোড় হইতে বসিষ্ঠকে রক্ষা করিবার মানসে সরস্বতী এখান হইতে বসিষ্ঠকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

বসিষ্ঠোপপুরাণ (ক্ৰী) একখানি উপপুরাণ। দেবীভাগবতে এই পুরাণের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহাকে বাসিষ্ঠ লৈল-পুরাণ বলিয়া থাকেন।

বসীয়াস (ত্রি) ধনবান। (কাঠক ২৪।২)

বহু (ক্ৰী) বসত্যেনেনতি বস (বৃ-বৃ-সিহীতি। উপ ১।১১) ইতি উ। ১ রত্ন। ২ ধন।

“বলমার্গভয়োগপশাতয়ে বিহবাং সংকৃতয়ে বহুভ্যন্তম।

বহু তত বিতোন ক্বেবলং গুণবস্তাপি পরয়োজনম্ ॥”

(মধু ৮।৩১)

৩ বৃদ্ধোবধ। ৪ ভাম। (মেদিনী) ৫ হাটক। (বিধ)

৬ জল। (উচ্ছল) (ক্ৰী) ৭ লীপ্তি। ৮ বৃদ্ধোবধ। (শকরস)

৯ দক্ষের কন্যাবিশেষ। দক্ষকন্যা বহু ধর্মপত্নীদিগের মধ্যে

অন্ততম। (বিক্রপুঃ ১।১৫।১০৫) (ত্রি) ১০ মধুর। ১১ শুক।

বহু (পুং) বসতীতি বস-উ। ১ বকবৃক্ষ। ২ অদল। ৩ রশ্মি।

৪ গগনদেবতাবিশেষ। এই গগনদেবতার সংখ্যা আটটি। যথা—

ধর, প্রব, সোম, বিক্র, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এই

আটজনই প্রসিদ্ধ অষ্টবহু।

“ধরো প্রবশ্চ সোমশ্চ বিক্রশ্চ অনিলোহনলঃ।

প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ ক্রমাৎ সূতাঃ ॥” (ভরত)

ঋগ্বেদসংহিতায় বহুগণের উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণাদি

শাস্ত্র গ্রন্থেও তাঁহারা অষ্ট সংখ্যক বলিয়া কীর্ণিত। এই দেব-

গণের প্রভাব ও কার্যকারিতা সযত্নে মহাত্ম্যেতে তীক্ষ্ণোপাধ্যানে

বধেই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক বিবরণ অল্পসংখ্যক করিলে

তাঁহাদিগকে এক একটা প্রকৃতিতত্ত্বের নিবাসভূত-দেবতা

বলিয়াই বোধ হয়। আমরা ঋক্সংহিতায় স্থলবিশেষে বহুগণকে আপ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রভাব প্রকৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের নিয়ামক কর্তৃকপে দেখিতে পাই। রামায়ণে এই বহুগণ অদিতির পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋক্সংহিতার ২২৭১১, ৭৫২১২-২, ৮১৮১৫ স্থলে তাঁহারা আদিত্য বলিয়াই পরিগণিত। আবার কোথাও তিনি অগ্নি ৫৮১, ৫২৪২, ৫৫১১৩; কোথাও মরুগণ ৫৫৫৮, ৬৫০১৪, ৭৩৬১৭; কোথাও ইজ ১১১০৭, ৪৩২১৪, ৭৩১১৩; কোথাও উষা ৬৬৪১, কোথাও অশ্বিন ১১৫৮১; কোথাও রুদ্র ১৪৩৫ এবং কোথাও বা বাহু ৪৪০১৫ রূপে উক্ত হইয়াছেন। উক্ত সংহিতার ১১৬০২ মন্ত্রে দেখা যায় যে, বহুগণ সূর্য্য হইতে অশ্বকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ২১০৪ মন্ত্রে তাঁহানিগকে যতাক্ত বহিতে (স্বরূপ অগ্নি) উপবেশন করিবার জন্য আবাহন করা হইয়াছে। বাজসনেয়সংহিতার ৫১১ মন্ত্রে তাঁহারা অষ্ট সংখ্যক গণদেবতা; ২১৫ ও ১১৫৫ মন্ত্রে আদিত্য ও রুদ্র; ৮১৮ মন্ত্রে নিবাসপ্রদ দেবগণ এবং অথর্ববাদের “অগ্নিন্ বহু বসবো ধারয়ন্তঃ পৃথ্য বরুণো নিত্রো অগ্নিঃ। ইমমাদিত্যা উত বিবেচ দেবা উত্তরগ্নিন্ জ্যোতিষি ধারয়ন্তঃ” (১১১১) মন্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, উক্ত গণদেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রা ছিলেন। তাঁহারা ধনরক্ষক এবং ইজ ও অগ্নি প্রভৃতির অঙ্গগত সহকারী। সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে বহুগণের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

“অগ্নিন্ জনে সর্কসম্পাদি কলকামে বসবঃ নিবাসহেতুত্বা এতৎসংজ্ঞা দেবা। বহু অভিলষিতং ধনং ধারয়ন্ত স্থাপয়ন্ত। পৃথ্ ধারণে অশ্বাৎ গিচ্ বসব ইতি। বস নিবাসে। শব্ মিহি-রপাসিবসিহনিক্রিদিবকিমনিভাশচ (উৎ ১১১) ইতি উপত্যয়ঃ। তত্র ধান্যে গিৎ (উৎ ১১০) ইত্যদ্ব্যুৎপত্তেঃ ক্রিদ্ভা নিনিতাম্ ইতি আদ্যাদান্তম্”। বহুগণের এই ধনাধিপত্য হেতু তাঁহারা পরবন্তিকালে বিষ্ণু ও কুবের রূপে কল্পিত হইয়াছেন।

এই বহুগণ পিতৃবিশেষ। মত্সংহিতায় লিখিত আছে, শ্রাক্কালে পিতৃগণের বন্যাদিরূপে ধ্যান করিতে হয়।

“বহুন্ বদন্ত বৈ পিতৃন সাত্ৰাশ্চৈব পিতামহান।

প্রপিতামহাশ্চানিত্যান্ শ্রুতিরেবা সনাতনী” (মত্স ৩ ৮৫)

উক্ত শ্লোকের টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন, ‘বহ্মাৎ পিত্রাদয়ো বন্যাদ ইতি এষা অনাদিভূতা শ্রুতিব্রহ্মি অতঃ পিতৃন্ বন্যাধ্য-বহ্মাৎ পিতামহান্ কদ্রান্ প্রপিতামহানদিত্যান্ মন্যাদয়ো বদন্তি ততশ্চ সিন্ধবোধনবৈবর্য্যাৎ শ্রাক্কে পিত্রাদয়ো বন্যাদিরূপেণ ধ্যেয়া হ্যতঃ ষিধিঃ কৰ্য্যতে। অতএব পৈতীনাসঃ—য এবং বিদান্ পিতৃন্ যজ্ঞতে বসবো কদ্রা আদিত্যাস্তাত্ প্রীতা ভবন্তি।’

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—দক্ষ প্রজাপতি বহুমন্তরে দ্বিতীয় জন্মে অসিতীর গর্ভে ষষ্টি কন্যা উৎপাদন করেন। এই সমস্ত কন্যাই প্রজাপতিগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। উল্লিখিত ধর্ম্মকে দশটী কন্যা দান করা হয়। উক্ত দশ কন্যার নাম যথা,—ভায়ু, লম্বা, ককুৎ, ঘামি, বিখা, সাধ্যা, মরুতী, বহু, মুহূর্ত্তী ও সম্বল। ইহানিগের মধ্যে বহু নামী কন্যার গর্ভে আটপুত্র উৎপন্ন হয়। এই আট পুত্রই অষ্টবহু। এই অষ্টবহুর নাম যথা,—দ্রোণ, প্রাণ, ঋব, অগ্নি, দোষ, বাস্ত ও বিভাবহু। দ্রোণের অভিমতী নামী পত্নীর গর্ভে হর্ষ, শোক ও তম প্রভৃতি পুত্র জন্মে। উক্তপত্নীর গর্ভে প্রাণের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—দ্রায়ু ও পুরোজব। ধারনী পত্নীতে ঋবের পুত্র নামে একটী পুত্র হয়। বাসনা নামী পত্নীতে অর্কের তর্বাদি পুত্র জন্মে। অগ্নি হইতে বহুবারার গর্ভে দ্রবণিক প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়। শর্করীর গর্ভে দোষ হইতে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্র হরির অংশ-স্বরূপ, উহার নাম শিঙমার। বাস্ত হইতে আঙ্গিরসী নামী পত্নীতে বিশ্বকর্মা উৎপন্ন। বিশ্বকর্মা চাক্ষুষ নামধের মনু হইতে উৎপন্ন। মনুর পুত্র বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ। বিভাবহু হইতে উষা নামী পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তাহানিগের নাম,—ব্যূহ, রোচিষ ও তপ।

মহাভারতের দ্বানধর্ম্মে অষ্ট-বহুর এইরূপ নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—ধর, ঋব, সোম, সারিষ, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাব।

অগ্নিপুরণে অষ্ট বহুর নামনিরুক্তি ও বংশবিস্তৃতি এইরূপ দেখিতে পাই। নাম যথা,—আপ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাস। ইহার মধ্যে আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শাস্ত ও মূনি। ঋবের পুত্র লোকান্তকারী কাল। সোমের পুত্র বর্চা। ধরের পুত্র দ্রবণিক, হত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের পুত্র পুরোজব ও অবিজাত। অগ্নির বা অনলের তনয় কুমার। ইনি শরত্বে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ, বিশাখ, ও নৈগমেয় এই তিনজন কুমারের পৃষ্ঠজ। উক্ত কাণ্ডিকের যতি সনৎকুমার ব্রহ্মিকা হইতে উৎপন্ন। প্রভাব হইতে দেবল এবং প্রভাস হইতে বিশ্বকর্মা জন্ম। এই বিশ্বকর্মা ই দেবশিল্পী। ইহা হইতেই বিবিধ শিল্পের আবিষ্কার।

দেবীভাগবতে অষ্টবহুর এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক সময় অষ্টবহু স্ব স্ব পত্নীসহ বৈষ্ণববিহারে বাহির হইয়া ধনাক্রমে বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করেন। পৃথু প্রভৃতি বহুগণের মধ্যে ত্রো নামধের প্রধান বহুর পত্নী বশিষ্ঠেয় নন্দিনীকে দেখিয়া স্বামীর কাছে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী ত্রো প্রত্যুত্তরে বলেন, প্রিয়ে! এই প্রধানা শেখর প্রভু মহর্ষি



বশিষ্ঠ। নারী হউক, পুরুষই হউক, এই দেখুর চুড় পান করিলে, অমৃত বর্ষ পরমায়ু লাভে সমর্থ হয়। তাহার যৌবন কখন নষ্ট হয় না, চুড়পানের গুণে যৌবন চিরদিনই সমান থাকে।

বসুর কথা শুনিয়া বসুপত্নী বলিল, মহাভাগ! এই দেখু-  
ছন্দের যদি এমন গুণ, তবে মর্ত্যলোকে আমার একটা সুলক্ষী  
সখী আছে; সখী আমার রাজর্ষি উদীনরের তনয়া; তাহারই  
জন্ত এই কামজ্বা নন্দিনী দেখুকে লইয়া চল। ইহার চুড় পান  
করিয়া মর্ত্যধামে একমাত্র আমার সেই সখীই জ্বরারোগহীন  
হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবে। পত্নী অধুরোধে অজ্ঞাত  
বসুগণের সাহায্যে বসু গৌ, বশিষ্ঠের অজ্ঞাতদ্বারে তাঁহার  
দেহু হরণ করিল।

এদিকে তাপোধন বশিষ্ঠ বন হইতে ফলাহরণ করিয়া আশ্রমে  
আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন নন্দিনী নাই, নন্দিনীর বৎসটাও  
নাই। কে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠ  
তখন কাননে কন্দরে নন্দিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।  
বহু অন্বেষণেও নন্দিনী মিলিল না, তখন সেই শাস্ত্র দাস্ত  
জ্ঞিতেজ্ঞি মহাবির মনে ক্রোধের উদ্বেগ হইল। তিনি ধ্যানে  
জানিলেন, বসুগণ তাহার আশ্রমদেহু নন্দিনীকে অস্ত্রাঘ্র ভাবে  
হরণ লইয়াছে। আর কি রক্ষা আছে! অমনি মূনির মুখ হইতে  
আমোঘ অভিশাপ নির্গত হইল। ঋষি বলিলেন, আমার অবজ্ঞা  
করিয়া বসুগণ যখন আমার আশ্রমদেহু অপহরণ করিয়াছে, তখন  
তাহাদিগকে অচিরেই মনুষ্যাবানিতে জন্ম লইতে হইবে।

বশিষ্ঠ এইরূপ অভিশাপ দিলেন। তখন সেই শাপ-বিহরণ  
জানিতে পারিয়া অভিশপ্ত বসুগণ চৈতন্যমানে সেই ঋষির পদ-  
প্রান্তে উপনীত হইলেন এবং ঋষির শরণাপন্ন হইয়া অনেক  
অনুন্নয়-বিনয়ে তাঁহাকে প্রসাদিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগি-  
লেন। তখন ঋষি তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, আমার  
প্রসাদে সখ্যসর মধ্যেই তোমরা শাপমুক্ত হইতে পারিবে।  
তবে তোমাদিগের মধ্যে যে বসু আমার নন্দিনীকে হরণ  
করিয়া লইয়াছিল, মাত্র তাহাকেই দীর্ঘকাল মনুষ্য-লোকে  
বাস করিতে হইবে।

ঋষির কথায় বসুগণ আর আপত্তি কুলিলেন না, তাঁহারা  
ঋষি-বাক্য অঙ্গীকার করিয়া সকলেই বশিষ্ঠাশ্রম হইতে বাহির  
হইলেন। ঘাইতে ঘাইতে পথি মধ্যে সরিৎ-প্রবাহ গঙ্গার সহিত  
তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। অভিশাপ যৎ এই সময় বসুগণের  
মহিমা বিলুপ্ত, জ্বর চিন্তাজ্বর জর্জরিত। তাঁহারা পাবনী  
গঙ্গাকে দেখিয়াই প্রণাম করিলেন এবং প্রণামান্তে বলিলেন,  
দেবি! আমরা ঋষির শাপে হতমাধাত্মা হইরাছি। হায়!  
আমরা স্বেচ্ছাভাজী দেব হইয়া কি করিয়া এখন যে মনুষ্য-

বানিতে জন্ম লইব, তাহাই আমাদের মহাভিক্ষা হইরাছে।  
তাই বলি, যে সরিৎপ্রান্তে! মাহুদী হইয়া আপনিই আমাদের  
উৎপাদন করুন। যে নিশাপুং! রাজর্ষি শাস্ত্র-এখন এ  
ভূমণ্ডলের নায়ক। আপনি গিয়া তাহারই ত্যাগা হউন।  
আপনার জঠরে আমরা এক এক করিয়া জন্মিব। জাতমাত্র  
আপনি আমাদের এক একটা করিয়া জলে ফেলিয়া দিবেন।  
এইরূপ করিলেই স্বরকাল মধ্যে আমাদের শাপমুক্ত হইবে।  
সকাল এইরূপ অল্পরোধ করিয়া বসুগণ স্ব স্ব ঘানে প্রস্থান  
করিলেন। গঙ্গাদেবীও এই সন্ধ্যাে বার বার চিন্তা করিতে  
করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। (দেবীভাগবত ২।৩২৪-৪৪)

৫ যোক্ত। ৬ রাজা। ৭ ধনাধিপ, কুবের। (বিষ্ণু)  
৮ শত্রু, সন্ধান (শব্দরত্ন) ৯ পীতমুগ। ১০ বৃক্ষ (হেমচন্দ্র)  
১১ পুরুষিণী। (সিদ্ধান্তকৌ) উপাধিযুক্তি ১২ শিব। ১৩ দ্বা  
(অনেকার্থকোষ) ১৪ বিষ্ণু।

“বসুপ্রমো বাসুদেবে বসুর্ভূমনা হরিঃ।” (মহাভাঃ ১৩।১৪।৮৩)

‘বসন্ত ভূতান্ত্র এতেষু স্বমপীতি বসুঃ।’ (শাঙ্করভাষ্য)

১৫ কুলীন কায়স্থের পদ্ধতিবিশেষ।

১৬ অষ্ট সংখ্যা। যথা,—

“যুগ্মাধিকৃতভূতানি বসুজ্যোবসুর্ভূয়োঃ।” (তিথ্যাবিতরঃ)

১৭ বহুল, চলিত বৃহৎ বোল বা সখী। ইহার পর্যায়,—

‘শিবমল্লী পাণ্ডপত একাঙ্গীলো বৃকো বসুঃ।’

(ভাবপ্রঃ পূর্বে ১ ভাগ)

বসুক (কুলী) বসুবৎ কায়তীতি কৈ-ক। ১ সাক্ষরলবণ।

(অমর) ২ পাণ্ড লবণ। ৩ বাসুক। ৪ কৃষ্ণাঙ্ক।

৫ কারলবণ। (ভাবপ্রঃ) (পুং) বসুঃ স্বয়ংক্রিয়া কারতীতি

কৈ আভোহমুপেতি কঃ। ৬ অর্কবৃক্ষ। ৭ শিবমল্লী। (মেদিনী)

৮ পুষ্পবিশেষ। এই পুষ্প বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার।

পর্দায়—বসু, শৈব, বক, শিবমল্লিকা, পাণ্ডপত, শিবমত,

সুরেট, শিবলেশ্বর। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, পাকে পীতল, লীপন,

অঙ্গীর্ণ, বাত ও শুষ্কনাশক। যেত পুষ্প—রসায়ন। (রাজনিঃ)

৮ রক্তার্ক। ৯ মন্দারার্ক। ১০ পীতমুগ। (বৈজ্ঞানিকঃ)

বসুকর্ণ (পুং) বসুক গোত্রসম্বন্ধ ঋষিভেদ। ইনি ঋক্সংহিতার

১০ মণ্ডলের ৬৫-৬৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বসুকল্প, এক জন প্রাচীন কবি। ইনি বীর গ্রন্থে কেশট, বাণ

যোগেশ্বর ও রাজশেখর কবির উল্লেখ করিয়াছেন।

বসুকল্পসন্ত, এক জন প্রাচীন কবি।

বসুকীট (পুং) বহুনি ধনে কীট টব প্রার্থকভাৎ। ঘাচক। (হারাঃ)

বসুকুণ্ড (পুং) বসুক গোত্রসম্বন্ধ ঋষিভেদ। ইনি ঋক্সে

১০ম মণ্ডলের ২০-২৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

কংসের আদেশে ছরী প্রহৃত বালককে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করা হইল। সপ্তমগর্ভ ষোড়শা কৰ্কক রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ সময়ে গোকুলে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে বিষ্ণুরীরসজবা ষোড়শা আবির্ভূত হন।

বহুদেব রাজ্যজাত বীর অষ্টম পুত্রকে শ্রীবৎসলাভিত ও দিবালক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া কংসভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, হে অধোক্ষজ! এ রূপ সংহার কর। তোমার অগ্রজাত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রগুলিকে চূর্ণকৃত কংস নিহত করিয়াছে। বহুদেব বাক্যে নারায়ণ বীর রূপ সংহার করিয়া বলিলেন, পিতা! গোপপতি নম্রকে আমার পিতৃহৃদে অনুমোদন করিয়া আমাকে অভয় তাঁহার গৃহে লইয়া চলুন। তদনুসারে পুত্রবৎসল বহুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোড়ে লইয়া যমুনা অতিক্রমপূর্বক দ্রুতপদে গোতুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যশোদার অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে বীর পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার কঙ্কাকে গ্রহণপূর্বক বীর আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া বীর কঙ্কার রূপসংস্কারের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন।

[ কংস ও কৃষ্ণ দেখ। ]

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজা হন, তখনও বহুদেব ও দেবকী জীবিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে, বহুদেবের মৃত্যু হইলে দেবকী ও রোহিণী একত্র চিত্তার শয়ন করিয়াছিলেন।

বহুদেবত (স্ত্রী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎসং ৮।২২) (পুং) ২ বহুদেব।

বহুদেবতা (স্ত্রী) বসবো দেবতা যন্তাঃ। ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

“দেবপত্ন্যকুণ্ঠেযানাম দেবান্ধ বহুদেবতা।” (হরিবংশ ১২২।৩৫)

বহুদেবপ্রসাদ, সচ্চিদানন্দানুভবপ্রদীপিকা প্রণেতা।

বহুদেবব্রহ্মপ্রসাদ (পুং) গ্রহকারভেদ।

বহুদেবজু (পুং) বহুদেবাৎ ভবতীতি ভূ-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

বহুদেবজ্ঞান (পুং) বহুদেবসাম্বন্ধঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

বহুদেব্যা (স্ত্রী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

বহুদৈব (স্ত্রী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১১)

বহুদৈবত (স্ত্রী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃং স° ১৫।৩০)

বহুদ্রোম (পুং) উচ্চবরূপ, বজ্রবরূপ গাছ। (বৈজ্ঞানিক)

বহুধর, এক জন প্রাচীন কবি।

বহুধরা (স্ত্রী) বোধ তিস্ককভেদ।

বহুধর্ম্মানু (পুং) রাজভেদ। (ভারত কর্ণপর্ক)

বহুধর্ম্মিকা (স্ত্রী) ক্ষতিকা।

বহুধা (স্ত্রী) বহুনি রম্যনি দধাতি ধারয়তীতি ধা-ক। জুবর্ণা-দীনামাকরমাৎ তথাধা। পৃথিবী।

“রাজ্যে সাক্ষাৎ বহুধা বহুধায়াং পুরং পুরে সৌধং।

সৌধে তন্নং তন্নে বরালনালসর্গম্ ॥” (সাহিত্যাদ ১০ পর্বি)

বহু ধনং দধাতি ধন্তে ইতি ধা-কিপ্। (ত্রি) ২ ধনদাতা।

“বহুশ্চেতিষ্টো বহুধাতমশ্চ।” (শুক্রযজুঃ ২৭।১৫) ‘বহুধাতমঃ

বহুনাং ধনানাং দাতৃতমঃ’ (মহীধর)

বহুধাখজুরিকা (স্ত্রী) বহুধাজাতা খজুরিকা। ভূখজুরিকা, খজুরীক, ছোট খজুর গাছ। (রাজনি)

বহুধাধর (ত্রি) ১ পর্বত। ২ বিষ্ণুর সহস্র নামের অন্তর্গত নামভেদ।

বহুধাধিপ (পুং) বহুধায়াঃ অধিপঃ। রাজা, পৃথিবীপতি, বহুধাধিপতি।

বহুধাধিপত্য (স্ত্রী) বহুধায়াঃ আধিপত্যঃ। বহুধার আধিপত্য, রাজত্ব।

বহুধান (ত্রি) ধনরক্ষা। (শুক্রযজুঃ ২।১৪৮ ভাষ্যে মহীধর)

বহুধাপতি (পুং) বহুধায়াঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি।

বহুধাপরিপালক (পুং) বহুধায়াঃ পরিপালকঃ। বহুধা-পালনকারী, রাজা। যিনি বহুধা পরিপালন করেন।

বহুধাপাল (পুং) বহুধাপালনকারী।

বহুধার (ত্রি) পর্বতভেদ। (মার্কপুং ৫৫।৭)

বহুধারা (স্ত্রী) বহুবৎ রক্তশৈব ধারা যশো যন্তাঃ। ১ জিন-

শক্তিবিশেষ। পর্যায়—ভারা, মহাশ্রী, ওকার, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা,

ভারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরী, আনন্দা, ধর্ম্মবাসিনী,

ভদ্রা, বৈজ্ঞা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, ধনংদাতা, ত্রিলো-

চনা। (হেম) বহুনাং রক্তানাং ধারা সন্ততির্ভাঃ। ২ কুবের-

পুরী। (শঙ্কমালা) ৩ তীর্থবিশেষ।

“ততো গচ্ছন্ত ধর্ম্মজ বহুধারামভিষ্টু তং।

গমনাদেব তন্তাং হি হরমধমবাধুনাৎ ॥” (ভারত ৩।৮২।৭২)

বসোশ্চেন্দ্রিয়ারাজ্য প্রিয়া ধারা, বহুনো দ্রুতন্ত বা ধারা। ৪ চেদি-

রাজ বহুর উদ্দেশে স্বতের যে ধারা দেওয়া হয়, তাহাকে বহুধারা

কহে। নান্দীমুখ প্রাঙ্গে বহুধারা দিতে হয়। এই ধারা চেদি-

রাজ বহুর অভিশর প্রিয়া, এই জন্ত ইহাকে বহুধারা কহে।

বেওয়ালের ভিত্তিতে এই ধারা দিতে হয়। নান্দীমুখ প্রাঙ্গে

প্রথমে বটীমার্কণ্ডেয়াদির পূজা করিয়া বহুধারা দিবে। বহু-

ধারার পর প্রাচীরে দিতে হয়।

“বহু এবাং দ্রুতমাজ্যমুতং হবিকামিকব্।

তন্ত ধারা সদা দেয়া বসোধারা হি সা মতা ॥

ইতি দেবীপুরাণোক্তবচনাৎ বহুনো দ্রুতন্ত ধারা।

বৃদ্ধিপ্রাপ্তপূর্বকর্তব্যচেদিরাজবহুদেবে কুতালয়দ্রুতধারা বধা ছন্দোগপরিণিষ্টে কাত্যায়নঃ—

বহুকৌদর (কী) তালীশপত্র। (রাজনিং)

বহুক্র (পুং) ঐক্রে গোত্রসম্বন্ধে বর্ণিতেন। ইনি ঋকসংহিতার ১০ মণ্ডলের ২৭, ২৯ ও ২৮ স্তকের ক্রিয়াক্রমের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

২ বাসিষ্ঠ গোত্রজ ঋষিভেদ। ইনি ঋকসংহিতার ৯ মণ্ডলের ৯৭ স্তকের ২৮-৩০ মন্ত্রদ্রষ্টা।

বহুক্র(শ্রী), এক জন বৈরাগ্যর। গণরত্নমাহোদধিতে ইহার উল্লেখ আছে।

বহুগুপ্ত, সিদ্ধান্তচক্রিকা, স্পন্দহর্ষ ও স্পন্দকারিকা-রচয়িতা। ইনি ভট্ট কল্লট ও রাজানক শ্রীরামের গুরু। সর্কদর্শনসংগ্রহে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বহুগুপ্তাচার্য নামে প্রসিদ্ধ।

বহুচন্দ্র (পুং) মহাতারতাক্ত ব্যক্তিভেদ। (ভারত ডোণপং)

বহুচারুক (কী) স্বর্ণ। (বৈষ্ণবকনিং)

বহুছিদ্রা (কী) মহামেধা। (রাজনিং)

বহুজিৎ (কি) বহুজয়কারী। (অথর্ষ ৫২০।১২)

বহুতা (কী) বহুদত্তা। ধনবত্তা। (ঋক ৩।১।১৩)

বহুতাতি (কী) ধনবিত্তার। 'বহুতাতি বহুনাং ধনানাং তাতি: বিস্তার: তনোতে: জিনি।' (ঋক ১।১২২।১২ সারণ)

বহুতি (কী) ধনলাভ। 'সনো অত্র বহুত্তয়ে ক্রতুবিদ' (ঋক ৯।৪৪।৬) 'বহুত্তয়ে ধনলাভায়' (সারণ)

বহুত্ব (কী) বসোভাব: স্ব। বহুত্ব ভাব বা ধর্ম। (ঋক ১০।৬।১২২)

বহুত্বন (কী) বাসক, বহুত্বযুক্ত। 'প্রবরহরিতো অমৃতং বহুত্বনং' (ঋক ৭।৮।১৬) 'বহুত্বনং বাসকং বহুত্বযুক্তং' (সারণ)

বহুদ (পুং) বহুনি দদাতীতি দা ক। কুবের।

"সনন্দগোপত গৃহং বাসায় বহুদোপমঃ।

অবতীর্ষ্য ততো যানাং প্রবিবেশ মহাবলঃ॥"

(হরিবংশ ৮।১।১৫)

বহু ধনং দদাতীতি দা-ক। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪২।৪২)

(কি) ৩ ধনদাতা মাত্র।

"অমোঘক্রেদধর্ষত্ব স্বয়ং কৃত্যাববেক্ষিতুঃ।

আত্মপ্রত্যয়কোষত বহুদেব বহুত্বরা॥" (ভারত ১২।১২০।৫০)

বহুদন্ত (পুং) কথাসরিংসাগরোক্ত ব্যক্তিভেদ। (কথাসং ২।১।৫৩)

বহুদন্তপুর (কী) নগরভেদ। (কথাসরিংসাং ২।১।৩৪)

বহুদা (কি) ১ ধনদায়িনী। ২ স্বল্পমাতৃভেদ। ৩ মালি নামক গজকর্ণের পত্নী। (কথাসরিংসাং ৭।৫।১১)

বহুদান (কি) ১ ধনদান। (পুং) ২ বিবেহরাজভেদ। (ভারত ২।৪।২৬)

৩ বৃহজ্জয়ের পুত্রভেদ। ৪ হিরণ্যরেতার পুত্রভেদ।

(ভাগবত ৫।২০।১৪)

বহুদামন (পুং) বৃহজ্জয়ের পুত্রভেদ।

বহুদামা (কী) স্বল্পমাতৃভেদ। (ভারত শল্যপর্ক)

বহুদাবন (কি) বহুদা। ধনদানকারী।

বহুদেয় (কী) অতিমত ধনপ্রদায়। "মনো বহুদেয়োর কৃৎ" (ঋক ১।৫।১২) 'বহুদেয়োর অমৃত্যমতিমতপ্রদানার' (সারণ)

বহুদেব (পুং) বহুদা ধনেন দীযাতীতি বিবৃ-অচ। শ্রীকৃষ্ণের পিতা। পর্যায়—আনকহুস্তি, শ্রু, কৃষ্ণপিতা। (শকস্মাং)

বহুদেব পূর্বপুণ্যকলে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে গ্রহণ হইয়াছিলেন।

"কল্পপো বহুদেবত দেবমাতা চ দেবকী।

পূর্বপুণ্যকলেনৈব সংগ্রাণ শ্রীহরিং সূতম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্তপু শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৭ অং) [ কৃষ্ণ দেখ ]

২ স্বনামখ্যাত কলিঙ্গরাজবিশেষের অমাত্য। ইনি দেবভূতিকে হনন করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিয়াছিলেন।

"ওজঃ চত্বা দেবভূতিং কথোহমাত্যাক্ষ কামিনম্।

স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বহুদেবো মহামতিঃ॥" (ভাগ ১২।১।১৮)

(কী) ৩ বসবো দেবতা বসু। ৩ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

"ঘোরা শ্রবণশ্রাব্ধি বহুদেবং বাকশংকৈব।" (বৃহৎসংহিতা ৭।১১)

বহুদেব, মলমাসনির্গমভঙ্গারপ্রণেতা।

বহুদেব চন্দ্রকংশীর যদুকুলোদ্ভব দেবমীচুৎ-তনয় শুরের পুত্রভেদ। তিনি যদুকুলপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীর ভ্রাতা। জন্মকালে স্বর্ণে চন্দ্রভাবনি হওয়ার তাহার অপর নাম আনকহুস্তি রাখা হয়। ইহার মাতার নাম মাহিষী। বহুদেব পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রু, কৃষ্ণ ও চন্দ্রমাস ছাত্র সমুচ্ছল কান্তিশালী।

বহুদেব পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী, তত্রা, সুনামী, সহদেবা, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃক্ণদেবী, ও দেবকী নামে বরবারিণী চতুর্দশপত্নী এবং সততঃ ও বড়বা নামে দুইজন পরিচারিকা বেশধারিণী ছিলেন। তাহার প্রথম ও জ্যেষ্ঠাপত্নী রোহিণী বাস্কীকের কন্যা। উপরিউক্ত পত্নীগণের মধ্যে শেষ লাভজন আহিকপুত্র দেবকের কন্যা বিশেষ সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা দেবকীই মহাবিশ্ব শ্রীকৃষ্ণের মাতা। দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনতনয় কংস মথুরার রাজা। এই স্ত্রে বহুদেব তাহার ভগিনীপতি।

একদা মহর্ষি নারদ কংস সমীপে আসিয়া বলিল, মহারাজ! আমি ব্রহ্মাদি দেবগণের মন্ত্রণায় জানিতে পারিলাম যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী নামে তোমার যে পিতৃবলা আছে, তাহারই অষ্টমপুত্রভাত পুত্র তোমার যুদ্ধাশ্রয় হইবেন। নারদের মুখে আশ্বিনীদাস বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অজ্ঞান কংস দেবকীর গর্ভক্ষেত্রে কৃতসংকল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি দেবকী ও বহুদেবকে কাদাম্বু রাখিলেন। একে একে রাজা

কুণ্ডলমাং বসোৰ্ধাৰাং সপ্তধাৰাং স্মৃতেন তু ।

কায়ং পঞ্চধাৰাং বা নাতিনীচাং নচোচ্ছি তাম্ ॥

আয়ুৰ্মানিতি শাস্ত্যৰ্থং জপ্তৱ্যং তত্ত্ব সমাহিতঃ ।

বহুভাঃ পিতৃভ্যাত্তদন্তু শ্রীকামানুপক্রমেং ॥” ( শ্রীকৃতব )

বহু শব্দে দ্ব্যত, চেদিরাজ বহু শ্রীতিকামনার দ্ব্যতের দ্বারা পাঁচ বা সাতটা ধারা দিতে হয়। এই ধারা অনতিদীর্ঘ ও নাতিদুঃখ হইবে। তিন্তি দেশে নাতি পরিমিত স্থান হইতে এই ধারা দিতে হয়। এই বহুধারা সাম, ঋক ও যজুর্বেদাদিগের ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রথমে দেওরালে নাতিপরিমিত স্থানে ৭টা সিন্দুরের এবং তাহার নীচে ৭টা চন্দনের ফোটা দিয়া দ্ব্যতের ধারা দিতে হইবে। সামবেদিগণ প্রথমে কোশী করিয়া দ্ব্যত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক বহুধারা দিবেন। মন্ত্র যথা—

“যজুর্কো হিরণ্যশ যথা বর্কো গবাসুত ।

সত্যত ব্রহ্মণো বর্কন্তেন মাংস সংহৃজামসি ॥”

যজুর্বেদিগণ নিম্নোক্ত মন্ত্রে বহুধারা দিবেন—

“বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবস্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেশ শতধারেণ সূত্বা কামধুক্ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটা ধারা দিবেন। প্রত্যেক ধারা দিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদীদিগের পৃথক ৭টা মন্ত্র দ্বারা ৭টা ধারা দিতে হইবে। ঋগ্বেদীদিগের মন্ত্র।

১। অপ সঞ্চর আগচ্ছন্তী ভূরিধারে পরম্বতী। দ্ব্যতপ্রধাতে সুরতে সূচিত্রতে। রাজস্ব যশ যজ ভুবনশ্র রোদসী আম্র রৈত সিঞ্চিতং যমসুরকৃতম্।

২। অস্তা ইব বহুতমে তবাসুজনা অভিচাকসীমি। যত্র সোমঃ স্রযতে যত্র যজ্ঞো পঠতে বৃত্তশ ধারা মধুমধু বধন্তে।

৩। দ্ব্যতবতী ভুবনানামতিপ্রিরোবী পৃথ্বী মধুচক্ষে সূপেশা ছায়া পৃথিবী বরুণশ্র ধর্মণা বিকভিতে অজরে ভূমি রেতসা।

৪। শতধারমুংসমীকমাণং বিপশ্চিতং পিতরং রুক্থানা অভিমনস্ত পিত্রোঃপহেতং রোদসী শিপূতং সত্যবাচম্।

৫। শতধারং বায়ুমর্কবর্জিতং নৃচক্ষুযেত্তেহভিচকতে হবিঃ। যে চ প্রণশি প্রবচ্ছন্তি সঙ্গমেতি চহুহে সপ্তধারম্।

৬। বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবস্বা সবিতা পুনাতু। বসোঃ পবিত্রেশ শতধারেণ সূত্বা কামধুক্।

৭। মূর্ছানন্দিবোরতিঃ পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আকামরিং কবিঃ সত্বাক্রমতিথিং জনানামাসরাঃ পাত্রং জবস্বস্ত দেবাঃ বাহা। ( সর্গসংকল্পপদ্ধতি )

এই সাতটা মন্ত্র দ্বারা ৭টা ধারা দিতে হয়। পরে এই দ্ব্যত ধারায় চেদিরাজ বহু শ্রীতি করিয়া ‘আয়ুর্বিধায়ুর্বিধং’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হয়। দেবীপুরাণে ৩৫ অধ্যায়ে বহুধারার বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

৫ বৌদ্ধ ভিক্ষুগীভেদ। ৬ নদীভেদ। (হরিবংশ) ৭ জৈনশক্তিভেদ।

বহুধারিন্ ( ত্রি ) ১ বহুধারায়ুক্ত। ২ সম্পত্তিশালী।

বহুধাস্ত ( পুং ) নরকাস্তর।

বহুধিত ( পুং ) স্থপিতবহুধিতেনমধিততি। পা ৭।৪।৪৫।

ইতি বেদে নিপাত্যতে। বহুহিত।

‘বহুহিতমমৌ জুহোতি’ ( পা ৭।৪।৪৫ )

বহুধিতি ( ত্রি ) ১ যজমানের অভীষ্ট ফলরূপ ধনদান। “সহি দেবা বহুধিতিঃ” ( ঋক ৪।৮।২ ) ‘বহুধিতিং যজমানাভীষ্টফলরূপ-ধনশ্র দানম্’ ( সাধারণ ) ২ ধনদাতা। ( ঋক ১।১৮।১২ )

বহুধেয় ( ক্রী ) ধনরক্ষা। ( নিকৃষ্ণ ৯।৪২।৪৩ )

“বহুবনে বহুধেয়ন্ত বেতু যজা” ( শুক্ল যজুঃ ২৮।১২ )

‘বহুবনে বহুবননায় ধনদানায়, বহুধেয়ায় বহুনো ধানায় নিধানায় যজমানগৃহে নিখনায় বেতু আজ্যং পিবতু। বহুবনে বহুধেয়ন্তেতি সপ্তমীঘট্টো চতুর্থার্থে।’ ( মহীধর )

বহুনন্দ ( পুং ) রাজপুত্রভেদ। ( রাজতরং ১।৩৩৯ )

বহুনন্দ, এক জন গ্রন্থকার। ইনি ‘শ্রমশাস্ত্রকুং বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষিতিনন্দের পুত্র। ( রাজতরং ১।৩৩৯ )

বহুনন্দক ( পুং ) খেটক। ( হারাবলী )

বহুনাগ, এক জন প্রাচীন কবি।

বহুনাত ( পুং ) ব্রহ্মা। ( অথর্ষ ১২।২।৬ )

বহুনীথ ( ত্রি ) অগ্নি। ‘হে বহুনীথ! বহুধনং তগ্নিমিত্তা নীথা স্ততিগন্ত যথা বহুনি নরভীতি বহুনীথঃ তৎসম্বন্ধৌ হে ধনমেত।’ ( শুক্লযজুঃ ১।১৪৪ মহীধর )

বহুনেত্র ( পুং ) বৌদ্ধভেদ। ( তারনাথ ৫।২৩ )

বহুনেমি ( পুং ) নাগাসুরভেদ। ( কথাসরিংসা ৯।৮৯ )

বহুন্ধর ( পুং ) প্রকর্ষীপের বর্ষপুরুষভেদ। “তদ্বর্ষপুরুষাঃ স্রুতি-ধর-বার্যধর-বহুন্ধরেবুন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তঃ বেদময়ঃ সোমমাদ্বানং বেদেন যজন্তে” ( ভাগবত ৫।২০।১১ )

বহুন্ধর, এক জন কবি।

বহুন্ধরা ( স্ত্রী ) বহুনি ধারয়তীতি ধৃ ( সংজ্ঞায়াঃ ভূতবৃদ্ধিধারি-সহিতপিদমঃ। পা ৩।৩।৪৬ ) ইতি হ্রস্বঃ ( খচি হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।২৪ ) ইতি হ্রস্বঃ ( অকথিবদজন্তত মুম্। পা ৩।৩।৬৭ ) ইতি মুম্। পৃথিবী।

“নিরীক্ষ্য তং সদা দেবী পাতালতলমাগতম্।

ভূটাব প্রপতা কৃষা ভক্তিনন্দা বহুন্ধরা ॥” ( বিষ্ণুপু ১।৪।১১ )

২ স্বকন্ডের কল্পা ও শাখের পত্নী।

“বিশ্রুতা শাখমহিষী কল্পা চাত্ত বহুবন্ধু।

রূপযৌবনসম্পন্ন সর্কসত্ত্বমনোহরা ॥” (হরিবংশ ৩৮।৫০)

বহুবন্ধুরাধর (পুং) ধরতীতি ধ-অচ্ ধরঃ বহুবন্ধুরায়াঃ ধরঃ।  
ভূধর, পর্কত।

বহুবন্ধুরাধব (পুং) বহুবন্ধুরায়াঃ ধবঃ। পৃথিবীপতি।

বহুবন্ধুরেশ (ত্রি) বহুবন্ধুরায়াঃ ঈশঃ। বহুবন্ধুরাপতি, পৃথিবীপতি।

বহুবন্ধুরেশা (স্ত্রী) ত্রীরাধা।

বহুপতি (পুং) বহুনাং পতিঃ। ধনপালক। “তুং বৃদ্ধহা  
বহুপতে সরস্বতী” (শুক ১।১।১১) ‘বহুপতে ধনপালক’ (সায়ণ)

বহুপত্নী (স্ত্রী) কীরদধি আজ্যাদি বহুবিধ ধনের সর্কধা পালন-  
কারিণী। “বহুপত্নী বহুনাং বৎসমিচ্ছতী” (শুক ১।১৬।২৭)

‘বহুপত্নী কীরদধাজ্যাদি বহুধনানাম সর্কধা পালয়িত্রী’ (সায়ণ)  
বহুনাং পত্নী। ২ বহুদিগের পত্নী।

বহুপাতৃ (পুং) ১ ত্রীকৃষ্ণ। ২ ধনরক্ষক কুবের।

বহুপাল (পুং) পৃথিবীপতি, রাজা।

“তন্মাকপালবহুপালকিরীটযুগপাদাঘুজঃ রঘুপতিঃ শরৎ  
প্রপথে ॥” (ভাগ ৯।১।২১) ‘নাকপালা দেবা বহুপালাঃ

বহুপাপালাশ্চ তেঘাং কিরীটযুগৈঃ’ (স্বামী)

বহুপালিত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (দশকুমারচরিত ৬৭।১০)

বহুপূজ্যরাজ্ (পুং) জৈন অবসপিণীর দ্বাদশ অর্হন্তের দ্রাতা।

বহুপ্রদ (ত্রি) ১ ধনদ। ২ শিব। ৩ স্বন্দ্রাস্তচরভেদ।

বহুপ্রভা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি।

বহুপ্রাণ (পুং) বহু নীতিঃ প্রাণা ইবাস্ত। অগ্নি। (শকরত্না)

বহুবন্ধু, মহাযানমতবিস্তারকারী একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের।

ইনি পুরুষপুর জনপদের কোশিকগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামন্ত-

রাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। কথিত আছে, এই ব্রাহ্মণের

তিন পুত্র ছিল, তিনি তিন জনেরই নাম বহুবন্ধু রাখিয়া ছিলেন।

তৃতীয় পুত্র সর্কান্তিবাদ-শাখাধারী হইয়া অর্হন্তর আচরণ

করিয়া জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় মাতার

নামে বিলিকীবৎস নামে খ্যাত হইলেন। জ্যেষ্ঠ বহুবন্ধু কনিষ্ঠের

জায় সমমার্গানুসারী হইয়াও প্রকৃত জ্ঞান বা মোক্ষলাভে ব্যস্ত

হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা পান। পরে তিনি মৈত্রেয়ের নিকট

মহাযান-মতবিস্তৃতি লাভ করিয়া সে সংকল্পত্যাগপূর্বক জঘুষীপে

ফিরিয়া আসেন এবং একান্তমনে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

এই কারণে তিনি অসঙ্গ বহুবন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জঘুষীপে অবস্থানকালে তিনি মহাযানমত অবলম্বন করিয়া

উপদেশ রচনা করিয়া যান।

দ্বিতীয় দ্রাতা সর্কান্তিবাদ-শাখাধারী হইয়া অপর দ্রাতৃদ্বয়ের

জায় আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জায় বহুদর্শী  
ও জ্ঞানবান্ তৎকালে কেহই ছিল না। তিনি কেবল মাত্র  
বহুবন্ধু নামে বিদিত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধনির্কাণের ৯ম শতাব্দী পরে, বিদ্যাপর্কতপার্শ্বাঙ্গী  
বিদ্যাকর তীর্থক নামক একজন পণ্ডিত অযোধ্যা নগরে আসিয়া  
একদা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন।  
তিনি রাজসভায় বসিয়া তথাকার বৌদ্ধ পুরোহিতগণের  
সহিত শাস্ত্রীয় বিচারের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন মণিরাভ,  
বহুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ মনীষিগণের কেহই নগরে উপস্থিত ছিলেন  
না। তাঁহারা কাথোপালকে রাজ্যান্তরে বাস করিতেছিলেন।  
তৎকালে কেবলমাত্র বহুবন্ধুর গুরু অতিথু ও চুর্কল বুদ্ধমিয়  
তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যাদেশে তিনি সভায় শাস্ত্রবিচারার্থ  
আগত হইলেন বটে, কিন্তু বার্কিকা নিবন্ধন তিনি বিশেষ কোন  
তর্কের অবতারণা করিতে পারেন নাই। কাজে কাজেই  
তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। রাজা তীর্থককে  
পুরস্কৃত করিলে তিনি স্বীয় বাসভূমি বিদ্যাপর্কতে প্রস্থান  
করিলেন।

বহুবন্ধু প্রত্যাগত হইয়া যখন শুনিলেন, তাঁহার গুরু বুদ্ধ-  
মিয় একজন তীর্থকের বিচারে পরাভূত হইয়াছেন, তখন তিনি  
সেই তীর্থকের সহিত পুনর্বিচারের জন্ত তাঁহার আনেক অবেগ  
করিয়াছিলেন। চূড়ীগাবশতঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

বহুবন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই তীর্থকের মত নিরাশার্থ  
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ গ্রন্থখানি  
সমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে তিন লক্ষ বর্ণমুদ্রা পারি-  
তোষিক দিয়াছিলেন। ঐ অর্থে বহুবন্ধু তিনটা বুদ্ধমূর্তি  
স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একটি ভিক্ষুগণিগের জন্ত এবং অপর  
দুইটা সর্কান্তিবাদ শাখাধারী ও মহাযান সাম্প্রদায়িকদিগের জন্ত  
নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

অতঃপর বহুবন্ধু পবিত্র বুদ্ধধর্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ বিশেষ  
যত্নের সহিত বৈতামিক তত্ত্ব অন্বেষণ করেন। পরে তিনি, সেই  
মতপ্রচারে ক্লান্তসংকল্প হন। এইরূপে তিনি মূল্যের অর্থসঞ্চতি  
রক্ষা করিয়া তাঁহার দৈনিক বক্তৃতা বা উপদেশের বিবরণী-  
ভূত অংশগুলির সার গাথার রচনা করিয়া একখানি তাম্র-  
ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং তাহাই মন্তমতাক্ষপুষ্ঠে  
জড়াইয়া নগরের পথে পথে ঢকোয়া সহকারে ঘুরাইয়া লইয়া  
বেড়াইতেন। তাঁহার গাথার অর্থবিকাশ ও অপূর্ব মীমাংসা  
দেখিয়া কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহসী হন  
নাই। এইরূপে চরশতাব্দিক গাথা রচিত হইয়া সমগ্র বৈতামিক  
ব্যাপ্য নিষ্পন্ন হয়। উল কোব বা কোবকার নামে প্রথিত।

ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বসুবন্ধু পুরস্কারস্বরূপ ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া সেই গ্রন্থখানি কাবুলরাজ্যের অভিধর্মমতামুবত্তী মহাপণ্ডিত-গণের সমীপে পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যিনি তাঁহার মত খণ্ডন করিবেন, তিনিই উক্ত পারিতোষিক পাইবেন। সেই গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধ যতিগণ পরম পরিতুষ্ট হন এবং তাহাতে সেই পণ্ডিতসমাজ বৌদ্ধধর্মের একবিধ বিস্তার দেখিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হন। উহার গাথাংশে কতকগুলি দুর্কোষ অংশ থাকায় তাঁহারা বসুবন্ধুকে তৎসমুদায়ের গম্ভীর সঙ্কলন করিবার জ্ঞান প্রার্থনা জানান ও পারিতোষিকস্বরূপ পুনরায় ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

অতঃপর বসুবন্ধু অভিধর্মকোষ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সর্বাতিবাদমতের বিশেষরূপ পোষকতা করিয়া ছিলেন এবং যে সকল মত সূত্রপন্থ্যই তাহাদিগের নিন্দা করেন। তাহাতে কাবুলের বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়।

পূর্বকথিত অযোধ্যারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রাদিত্য ও তাঁহার মাতা বসুবন্ধুর নিকট হইতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রাদিত্য পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বৃদ্ধা মাতার অনুরোধে স্বীয় গুরুকে অযোধ্যায় আনাইয়া বাস করান। এখানে তীর্থক-সম্প্রদায়ভুক্ত ও প্রাদিত্যের ভগিনীপতি ব্রাহ্মণ-তনয় বসুব্রাত ব্যাকরণের মতামুসারে বসুবন্ধুরূপে কোষগ্রন্থের প্রতিবাদ প্রচার করেন। বসুবন্ধুও সপক্ষসমর্থনার্থ সেই প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বৌদ্ধধর্মে আস্থাবান রাজা পণ্ডিতবরকে লক্ষ এবং ধর্মশীলা রাজমাতা চাই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এই অর্থ লইয়া বসুবন্ধু কাবুলে, পুরুষপুরে এবং অযোধ্যায় তিনটা বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বসুবন্ধুর এইরূপ প্রতিপত্তিবিস্তারে তীর্থকগণ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গর্ব বর্ষ করিবার জ্ঞান তাঁহারা সিংহভদ্র নামে একজন মহাপণ্ডিতকে অযোধ্যায় আনিলেন। উক্ত পণ্ডিতবর বসুবন্ধুরূপে কোষের মত খণ্ডন করিবার জ্ঞান হইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১০ সহস্র গাথায়ুক্ত একখানি গ্রন্থে বৈভাষিকের ব্যাখ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। অপর খানি ১২ হাজার গাথায় লিখিত, উহাতে তীর্থকরাজ স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া অভিধর্মকোষের বিপরীত অর্থ প্রতিপাদনে চেষ্টা পান।

এই গ্রন্থের সমাপনের পর, সিংহভদ্র বসুবন্ধুকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কিন্তু বসুবন্ধু আর বৃথা বাদামুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উভয়ের বিশ্বত্বমতের মীমাংসার আশা করিলেন।

কথিত আছে, বসুবন্ধু প্রথমে অষ্টাদশ শাখার ধর্মমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া হীনযানমতেরই পক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমে মহাযানমতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে বৌদ্ধমতের কিছুই নাই। পাছে তিনি মহাযানমত খণ্ডন করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই ভয়ে অসঙ্গ স্বীয় ভ্রাতা বসুবন্ধুকে পুরুষপুরে আনয়নপূর্বক তাঁহাকে মহাযান মতে নীক্ষিত করেন। তখন তাঁহার মনে মহাযানমতের অযৌক্তিক সমালোচনার জ্ঞান পরিচাপ উপস্থিত হইল, তিনি নিজ জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে উত্তত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা এই সময়ে বিশেষ অনুরোধপূর্বক তাঁহাকে এই দুর্কিষক কার্য হইতে বিরত করেন এবং বলেন যে, ইহার পরিবর্তে তুমি বরং মহাযান মতের প্রতিপোষক কএকখানি গ্রন্থ লিখিয়া সাম্প্রদায়িক উন্নতির চেষ্টা কর। ভ্রাতা কণ্ঠে এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বসুবন্ধু অবস্তুসক, নির্বাণ, সঙ্কল্পপুণ্ডরীক, প্রজ্ঞাপারমিতা, বিমলকীর্তি ও অন্ত্যাত্ম সূত্র-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি মহাযান মতেব বিস্তারার্থ কএকখানি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা নগরে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বসুবন্ধু ভবশীলা সম্বরণ করেন। তিব্বতের তারানাথরূপে মগধরাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, পূর্বজনপদাদীশ্বর ( বঙ্গরাজ্যেশ্বর ) শ্রীচন্দ্রের পুত্র রাজা ধর্মচন্দ্রের সভায় বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন।

বসুভ ( ক্রী ) ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। ( বৃ° স° ১০।১৬ )

বসুভরিত ( দ্রি ) ধনপূর্ণ।

বসুভাগ, এক জন প্রাচীন কবি।

বসুভূত ( পুং ) গন্ধর্বভেদ।

বসুভূতি ( পুং ) ১ বৈজ্ঞানিক। ( মম্ব ২।৩২ টীকায় কুল্লুক )  
২ ব্রাহ্মণভেদ। ( কথাসরিৎসং ৭।৩২৬ )

বসুভূতান ( পুং ) ১ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি। ২ বসিষ্ঠের পুত্রভেদ।

“উদ্বাণো বসুভূতানো দ্যামান্ শত্রুদয়োহপরে ॥” ( ভাগ° ৪।১।৩৭ )

বসুমৎ ( দ্রি ) ধনযুক্ত, অর্থবান।

বসুমতী ( ক্রী ) বহুনি ধনরত্নানি সন্ত্যক্তাঃ ইতি বসু-মতৃপ-  
তীপ্। পৃথিবী।

“তদলং তদপায়চিত্তয়া বিপহ্নংপতিমতামুপস্থিতা।

বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং তয়া বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥”

( রত্ন ৮।৮৩ )

বসুমতীপতি ( পুং ) বসুমত্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

বসুমতা ( ক্রী ) বসু অত্যর্থে মতৃপ, বসুমতো ভাবঃ তল-টাপ্।

বসুমতের ভাব বা ধর্ম, ধনবত্তা।

বনু নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ৭ মহাবীড়, তাঁহার পৌরুষ ব্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, মহাবীড়, কণাট, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, শূলী ও বেদবেদান্তপারগ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে আনাইয়া ছিলেন। তাহাদের গোত্রনামা যথায়ত বলিতেছি— ১ বৎস, ২ উপমহা, ৩ কোড়না, ৪ গর্গ, ৫ হারিত, ৬ গোতম, ৭ শাণ্ডা, ৮ ভর-দ্বাজ, ৯ কৌশিক, ১০ কাত্যাব, ১১ বর্শষ্ঠ, ১২ বাৎস্ত, ১৩ সাবর্ণি ১৪ পরাশর; এই ১৪টা গোত্র। উক্ত মহাশা সকলেই অশ্বমেষী আশ্বলায়ন-শাখাধারী। রাজা যজ্ঞবসানে তাহাদিগকে রাজগৃহ-পুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নবগতি তাহাদিগের মধ্যে অত্রিগোবিন্দগকে গিরিব্রজে ও তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে বৈকুণ্ঠপাশের নিকট ব্রাহ্মণ-শাসন দান করেন। এ ছাড়া নব-গতি তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সেই পর্যান্ত উক্ত বিপ্রগণ এই তীর্থে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

তৈলদ্রাক্ষ মহাতাপান্তে চকুর্নশগোত্রিণ: । ২০

বসুৰুচ্ ( দ্বি ) দেবতাভেদ । “আপ্যঃ বসুৰুচো দিবা অস্তানুষত”

( ब्रह्मसूत्रसंहिता १ अः )



(ঋক্ ৯।১০।১৬) 'বিস্বা বসুজুঃ দিবিতবা বসুজুচোনাম  
কেচিদাপ্য' (সারণ)

বসুজুচি (পুং) গুরুর্ক। (অথর্ক ৮।১০।২৭)

বসুজুরূপ (পুং) শিবের নামভেদ। (ভারত ১৪ পং)

বসুরেতস্ (স্ত্রী) ১ অগ্নি। ২ শিব।

বসুরোচিস্ (স্ত্রী) বসবঃ রোচন্তে অগ্নিরিতি রুচ-নীতো (বাসো  
রুচঃ সংজ্ঞায়া। উণ্ ২।১১২) ইতি ইসিন্। বজ্জ। (উচ্ছল)

(পুং) ২ ঋগ্বেদের ৮।৩৪।১৬ বসুজুষ্ঠা ঋষিভেদ।

বসুল (পুং) বসুঃ নীতিং লাতি গুল্লাতীতি ল-ক। দেবতা।

বসুবণি (ত্রি) ১ ধনপোষ, ধনপোষণ। ২ যজমান। "স দেবতা  
বসুবণি নদাতি" (ঋক্ ৭।১।২৩) 'বসুবণি ধনপোষ নদাতি,  
যদা স দেবতা অগ্নিবসুবণি যজমান' (সারণ)

বসুমং (ত্রি) ধনবান্।

বসুবন্ (পুং) বসুদান। (স্ত্রী) ২ ঈশানকোণস্থিত বেষভেদ।

বসুবাহ (পুং) ১ ধনী। ২ ঋষিভেদ।

বসুবাহন (ত্রি) কোষযুক্ত।

বসুবিদ্ (ত্রি) বসুনি নিবাসস্থানানি বিন্দতে বিদ-ক্ৰিপ। নিবাস-  
স্থানের লক্ষ্যমিতা, নিবাসস্থানের গ্রাপক। "ধিরা দেবা বসুবিদা"  
(ঋক্ ১।৪৬।২) 'বসুবিদা নিবাসস্থানস্ত লক্ষ্যমিতারো' (সারণ)  
২ অগ্নি।

বসুবৃষ্টি (স্ত্রী) ধনদান।

বসুশক্তি (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুণীভেদ।

বসুশ্রবস্ (ত্রি) ১ ধনের জন্তু শ্রবসি, ধনবান্। ২ ব্যাঘ্রান্।

বসুশ্রী (স্ত্রী) বলাঘটর মাতৃভেদ। (ভারত ২ পং)

বসুশ্রুত (ত্রি) ১ ধনের জন্তু বিখ্যাত, মহাধনী। ২ অত্রি-  
গৌরসম্বৃত ঋষিভেদ।

বসুশ্রেষ্ঠ (স্ত্রী) বসুনা নীত্যা শ্রেষ্ঠ। রূপ্য। (রাজনিং)

বসুযেণ (পুং) বসুসেন, কর্ণরাজ। (ত্রিকাং)

বসুসার (পুং) ঋষিভেদ। ত্রিমাং টাপ্। বসুসার—  
কুবেরপুরী।

বসুসেন, এক জন কবি।

বসুসেন (পুং) কর্ণরাজ। (ত্রিকাং) 'বসুযেণ' পাঠান্তর।

বসুস্থলী (স্ত্রী) বসনাং ধনানাং স্থলী। কুবেরপুরী। (শব্দমাং)

বসুহট্ (পুং) বসনাং নীতীনাং হট্ ইব। বকবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বসুহটুক (পুং) বসুহট্ বার্থে কন্। বকবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বসুহোম (পুং) ১ বসুর উদ্দেশে হোম। ২ অঙ্গরাজভেদ।

বসুক (স্ত্রী) সাক্তরূপণ। (হেম) ২ বকপুষ্প। (ধিরূপকোং)

বসুজু (ত্রি) ১ ধনাতিলায়ী। (পুং) ঋগ্বেদের ৮।২৫ বসুজুষ্ঠা  
অগ্নিবংশীয় ঋষিভেদ।

বসুতম (পুং) মহাধনবান্।

বসুমতী (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী।

বসুয়া (স্ত্রী) ধনেচ্ছা। "শুগাতুয়া বসুয়া চ যজামহে" (ঋক্  
১।২৮।২) 'বসুয়া ধনেচ্ছয়া' (সারণ)

বসুয়ু (ত্রি) ধনেচ্ছু।

বস্ক, গতি। ভূদিং আত্মনেং সকং সেট্। লট্ বস্কতে। লিট্  
বস্কে। লুঙ্ অবস্থিষ্ট।

বস্ক (পুং) বস্ক-ভাবে ঘঞ্। অধ্যবসায়। (ভূরিপ্রং)

বস্কথ (পুং) বস্কতে ইতি বস্ক-গতো বাহুলকাৎ অথন্। একহায়ন  
বৎস, এক বৎসরের বাছুর। (অমরটীকা রায়হকুট)

বস্কয়নী (স্ত্রী) বস্কথ একহায়নো বৎসঃ, তেন নীযতে ইতি নী-  
কিপ্ ভীষ্। চিরপ্রসূতা গাভী। ইহার দুগ্ধগুণ—ত্রিদোষ-  
নাশক, তর্পণ ও বলকর।

'বস্কয়ন্ত্যগ্নিদোষয়ঃ তর্পণং বলকৎপয়ঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

বস্করাটিকা (স্ত্রী) বৃশ্চিক। (হারাবলী)

বস্ত, বধ। চুরাদিং আত্মনেং সকং সেট্। লট্ বস্তয়তে।  
লুঙ্ অববস্তত।

২ (পুং) বস্তাতে যজ্ঞার্থং বধাতে ইতি বস্ত কৰ্ম্মণি ঘঞ্। ছাগ।

"যস্ত বস্তমো গাক্ষো গাত্রে শবসমোহপি বা।

তস্তাধমাসিকং জ্যেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্॥" (মার্কপুং ৪৩।১২)

বস্তক (স্ত্রী) কৃত্রিম লবণ। (হেম)

বস্তকর্ণ (পুং) বস্তস্ত ছাগস্ত কর্ণকৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অন্ত্যন্তেতি  
বস্তকর্ণ অর্শ আদিহাদচ্। শালযুক্ত। (রাজনিং)

বস্তগন্ধা (স্ত্রী) বস্তস্ত গন্ধ ইব গন্ধো যন্তাঃ। ছাগের ছায় গন্ধ-  
বিশিষ্ট। (রাজনিং)

বস্তমোদা (স্ত্রী) বস্তঃ ছাগং মোদয়তীতি মুদ-শিচ্ অচ্।  
অজমোদা। (রাজনিং)

বস্তব্য (ত্রি) বস-তব্য। বাসার্হ, বাসের যোগ্য।

"পরাজিতৈর্হি বস্তব্যং তৈশ্চ বাদশ বৎসরান্।" (ভারত আদ্রিপং)

বস্তব্যতা (স্ত্রী) বস্তব্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বস্তব্যের ভাব বা  
ধর্ম, বাস।

বস্ত্যস্ত্রী (স্ত্রী) বস্ত্যস্তব অস্ত্রযন্তাঃ, গৌরাদিষ্ঠাং ভীষ্। ছাগলাক্ষি-  
কৃপ, পর্যায়—বৃষগন্ধাখ্যা, মেবাস্ত্রী, বৃষপত্রিকা, অজাস্ত্রী, বোরকী।

গুণ—কটু, কাসশোথনাশক, গর্ভজনক ও শুক্রবর্ধক। (রাজনিং)

বস্তি (পুং স্ত্রী) বসতি মূত্রাদিকমত্র, বস (বসেতি)। উণ্ ৪।১৭২)

ইতি তি। ১ নাভির অধোভাগ। তলপেট। ২ মূত্রাশয়পুটের

নাম বস্তি, মূত্রাশয়, প্রস্রাবের থলে। ৩ বস্তিসদৃশ ঘ্রত, চলিত

পিচকারী। বৈভক বস্তিবিধির বিষয় অর্থাৎ পিচকারী দিবার

প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

১ “বস্তিবিধাশুভাসাখ্যো নিরুহশ্চ ততঃ পরঃ ।

যঃ স্নেহেদীরতে স তাদ্ভবাসননামকঃ ॥

কষায়ক্ষারতৈলৈর্থে নিরুহঃ স নিগম্যতে ।

বস্তিভীদীরতে যন্নাৎ তস্মাৎস্তিরিতি স্তুতঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

বস্তি দুই প্রকার, অশুভবাসন বস্তি ও নিরুহবস্তি। এই দুই প্রকার বস্তির মধ্যে স্নেহ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে অশুভবাসন বস্তি এবং কাথ, দুগ্ধ ও তৈল দ্বারা যে বস্তি-প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরুহবস্তি কহে। বস্তি দ্বারা (মৃগাদির মূত্রাশ্রয় দ্বারা) প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে বস্তি কহে।

মাত্রাবস্তি অশুভবাসনবস্তির ভেদমাত্র। ইহার মাত্রা দুই বা একপল। রক্ষাবস্তি, তীক্ষ্ণাসিঙ্গপন্ন ব্যক্তি এবং যাহাদের কেবল বায়ুপ্রবল তাহারা অশুভবাসন বস্তির উপযুক্ত। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, হৃলকায় ও উদররোগীর পক্ষে অশুভবাসন-বস্তি উপকাবক নহে।

অজীর্ণরোগী, উন্মাদরোগী, তৃষ্ণারোগী এবং শোথ, মূর্ত্তা, অরুচি, ভয়, খাস, কাস ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অশুভবাসন ও আত্মপান এই উভয়বিধ বস্তিই প্রশস্ত।

শ্রবণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বাঁশ, নল, দন্ত, শৃঙ্গাগ্র বা মণি প্রভৃতি দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হইবে। বস্তিপ্রয়োগে এক হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক রোগীর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুলি প্রমাণ, ৬ বৎসরের উর্দ্ধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর নিমিত্ত ৮ অঙ্গুলি প্রমাণ, ১২ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক রোগীদের নিমিত্ত ১২ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ নল করিতে হইবে। ঐ নলের ছিদ্র যথাক্রমে মূত্রা-প্রমাণ, কলায়প্রমাণ ও বদরী বীজের প্রমাণ হইবে। উহা স্নক্ত এবং গোপুচ্ছের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নলের মূলভাগ গোপুচ্ছের জায় করিয়া মূত্রের দিকে ক্রমান্বয়ে স্থান করিতে হইবে।

বস্তিক্রিয়ার নলের পরিমাণ রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির তুল্য বাসন নলিকার মূলে স্থির রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তুল্য বাসনে অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবে এবং মুখ অত্যন্ত মৃদু অথচ বটিকার জায় গোলাকার করিবে। নলিকার চতুর্থ ভাগে এরূপ ভাবে কর্ণিকা (গোকার্ণাদিবৎ) প্রস্তুত করিতে হইবে, যে বস্তির ধমকে নলিকার অপ্রমাণ ভাগ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং মূলের দিকে ও চতুর্থ ভাগে বস্তিবন্ধনের নিমিত্ত দুইটা কর্ণিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

মৃগ, ছাগ, শূকর, গো অথবা মহিষের মূত্রাকোষবস্তি দ্বারা বস্তিকার্য্য করিতে হইবে। সকল প্রকার বস্তিই কষায়াদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইতে হইবে এবং উহা মুদ্র, সিদ্ধ, অথচ

দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। ত্রপে যে বস্তিপ্রয়োগ করা যায়, তাহার নল, স্নক্ত ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত, পরিণাহে গৃহ পক্ষীর নলিকার জায় এবং মূত্রশাক্তি হ্রাসবিশিষ্ট প্রস্তুত করিবে।

সম্যক প্রকারে বস্তি প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচর, বর্ণের উৎকর্ষতা, বল ও আরোগ্য এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে স্নেহবস্তি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে অশুভবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত সিদ্ধ ত্রব্য ভোজন করাইয়া অশুভবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ এক সময়ে স্নেহভোজন ও অশুভবাসন এই উভয় প্রকার স্নেহ সেবিত হইলে মত্ততা ও মূর্ত্তা জন্মে এবং অত্যন্ত ক্ষুধা ত্রব্য ভোজন করিয়াও অশুভবাসন বিধেয় নহে, এইরূপ করিলে বল ও বর্ণের হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ বৈদ্য সিদ্ধ ত্রব্য ভোজন করাইয়া অশুভবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে মাত্রার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ হীনমাত্রার বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং মাত্রা অধিক হইলে আনাহ, কাস্তি ও অতীসার জন্মে।

অশুভবাসনবস্তির শ্রেষ্ঠমাত্রা ৬ পল, মধ্যম মাত্রা ৩ পল এবং হীনমাত্রা ২ পল। যে স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্নেহের সহিত শলুকা ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। ঐ চূর্ণের পূর্ণ মাত্রা ৬ মাষা, মধ্যম মাত্রা ৪ মাষা এবং হীনমাত্রা ২ মাষা।

বিরেচনের পর বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে ৭ দিন গত এবং শরীরে বলোপচর হইলে আহার করাইয়া সাধ্যকালে অশুভবাসন বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। অশুভবাসনক্রিয়া করিতে হইলে রোগীর শরীরে তৈল মাখাইয়া অন্ন অন্ন উকজল দ্বারা স্নান ও পরে ভোজনান্তে শতপদ গমন করাইবে। তৎপরে বায়ু, মূত্র ও মলভাগ হইলে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

যৎকালে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া বামজঙ্ঘা প্রসারণ ও দক্ষিণজঙ্ঘা কুঞ্চিত করিয়া গুহ্মদেশে স্নেহ সঞ্জন করিবে; তৎপরে চিকিৎসক বস্তির মুখ হ্রদ দ্বারা বন্ধন করিয়া বামহস্তে উহার মুখ দ্বিগুণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুহ্মদেশে বোজনা করিয়া মধ্যবাহু পীড়ন করিতে হইবে। দ্বিগুণ মাত্রাকাল এতরূপে পীড়ন করিতে হয়। ইহার অন্তরিক্ত সময় কখন পীড়ন করা বিধেয় নহে। বস্তিপ্রয়োগ-কালে জ্বস্তন, কাস ও হাঁচি প্রভৃতি বর্জন করিবে।

এই প্রকারে স্নেহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে একশত বাক্য উচ্চারণ করিতে বস সময় লাগে, ততক্ষণ রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিবে। পূর্বে যে মাত্রা ও কালের বিবরণ বলিয়াছি, তাহার

বিষয় এইরূপে হির করিতে হয়। স্বকীয় জাহুর উপরি অঙ্কুলি স্টকাইরা হাত ঘুরাইরা আনিতে বস্ত সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে একমাত্রা কহে। অথবা চকুর একবার নিম্নলীন ও উন্নীলনে যে সময়ের আবশ্যক বা অঙ্কুলিঘারা তুড়ি দিতে বা একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিত সময়ের নাম মাত্রা।

সম্যাক্রূপে বস্তিপ্রয়োগ করা হইলে বস্তিবীৰ্য্য সমস্ত শরীরে দীর্ঘ প্রসারিত হইবার জন্ত চিকিৎসক রোগীর জন্মাবয় ও বাহ্যিক তিনবার আকুঞ্জন ও তিনবার প্রসারণ করিবে। তৎপরে রোগীর করতল, পদতল ও কটদেশ এই সকল স্থানে হস্ত দ্বারা আঘাত এবং কটদেশ ধরিয়া শয্যাতে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পার্শ্বিকর দ্বারাও পূর্ববৎ শয্যায় আঘাত করিবে। এইরূপে নিরুহণ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে রোগীকে শূন্যশয্যাতে শয়ন করাইয়া নিদ্রা আকর্ষণের জন্ত যত্ন করিতে হইবে।

অমুদ্বাসন ক্রিয়ার পর বস্তি বিনা উপদ্রবে বায়ু ও মলের সহিত স্নেহ সত্তর নির্গত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির অমুদ্বাসন-ক্রিয়া সম্যাক্রূপে হইয়াছে জানিতে হইবে। ঐরূপে স্নেহ নির্গত হইলে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সাগংকালে সুসিদ্ধ অন্ন বা লঘু দ্রব্য ভোজন করিতে দিতে হইবে। পরদিন রোগীকে উজ্জল বা ধনে ও গুড়ীর কাথ করিয়া পান করাইবে। এই নিয়ম অমুদ্বাসনে ৬ বার, ৭ বার, ৮ বার বা ৯ বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া তৎপরে নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

প্রথম যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তদ্বারা মুত্রাশয় ও বজ্জন সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বারে শিরোগত বায়ু বিনষ্ট হয়, তৃতীয় বারে বল ও বর্ণের উৎকর্ষতা জন্মে এবং চতুর্থ বারে রস, পঞ্চমবারে রক্ত, ষষ্ঠবারে মাংস, সপ্তমবারে মেদ, অষ্টমবারে অস্থি এবং নবমবারে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা মজ্জা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিলে গুরুসত্তা দোষ প্রশমিত হয়। প্রেতি অষ্টাদশ দিবস অন্তর যে ব্যক্তি বহানিয়মে বস্তিক্রিয়া করে, সেই ব্যক্তি হস্তীর ভায় বলবান, অশ্বের তুল্য বেগবান এবং দেবতুল্য প্রভাবশালী হয়।

রুদ্ধতা ও বায়ুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অজ্ঞাত হলে অরিমান্য হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তিনদিন অন্তর বস্তিপ্রয়োগ কর্তব্য। রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের অন্ন-মাত্রায় দীর্ঘকাল স্নেহ প্রদান করিলে যেমন কোন অনিষ্ট হয় না, তদ্রূপ সিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অন্নমাত্রায় নিরুহ বস্তি প্রয়োগ করিলেও কোন অপকার না হইয়া বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বস্তিপ্রয়োগ করিলে বস্তি উহা সম্যাক্রূপে অভ্যন্তরে

প্রবেশ না করিয়া প্রয়োগমাত্রাই বহির্গত হইয়া যায়, তবে পুনর্বার পূর্বমাত্রা হইতে অন্নমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

বমন বিরচনাদি দ্বারা যদি স্নেহ শোধন না করিয়া অমুদ্বাসন বস্তিপ্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ স্নেহ মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বহির্গত না হইলে শরীরের অবসন্নতা, উদরাধান, শূল, শ্বাস এবং পকাশয়ের গুরুত্ব উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় নিরুহবস্তি কিংবা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহযোগে তীক্ষ্ণ ফলবস্তি প্রয়োগ করিবে। বায়ুর অমুলোমকারক, মলশোধক, অথচ সিদ্ধিকারক এরূপ বিরচন এবং তীক্ষ্ণ নস্ত ও এই অবস্থায় প্রশস্ত।

স্নেহবস্তি নির্গত না হইলে যদি কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা হইলে রুদ্ধতা প্রযুক্ত উহা নির্গত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। অতএব তৎকালে কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে না। এক অহোরাত্র কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি তদন্থে স্নেহ নির্গত না হয়, তবে সংশোধক ঔষধ দ্বারা দোষের শাস্তি করিবে। কিন্তু স্নেহ নির্গত করাইবার জন্ত পুনর্বার স্নেহ প্রয়োগ করিবে না। এইরূপ স্নেহপ্রয়োগে বিশেষ অনিষ্ট ঘটনা থাকে। গুলক, এরণ্ড, পুতিকরজ, বামনহাটী, বাসক, কতুল, শূত্মূলী, ঝিটী ও কাকজন্ডা এই সকল প্রত্যেকে একপল; যব, মাষকলায়, মসিনা, বদরী ও কুলথ কলায় এই সকল প্রত্যেকে ২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চারি দ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্বারা ১৬ সের তৈল পাক করিবে। কঙ্কার্জীবনীয়গণের ঔষধ প্রত্যেক ১ পল করিয়া গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা অমুদ্বাসনবস্তিপ্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বাতজ রোগ বিনষ্ট হয়।

অমুদ্বাসন নলাদি ব্যবহার্য্য বস্তিক্রিয়ার দোষে বহুবিধ রোগ জন্মে, এইজন্ত বিশেষ সাবধান হইয়া বস্তিক্রিয়া করিবে। স্নেহ পানে আহাতিদির যে ব্যবস্থা আছে, ইহাতেও সেই ব্যবস্থানুসারে চলিবে।

নিরুহবস্তি—নিরুহবস্তি কারণভেদে বহু প্রকার। ইহা দোষ ও ধাতুসমূহকে যথাংানে স্থাপন করে বলিয়া উহার এক নাম আস্থাপন। নিরুহবস্তির শ্রেষ্ঠ মাত্রা ১০ প্রহ (আড়াই সের) মধ্যমমাত্রা ১ প্রহ (২ই সের) হীনমাত্রা দেড় সের।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত সিদ্ধ, উৎকৃষ্ট দোষসম্পন্ন, উন্নত-রোগাক্রান্ত, ক্লম এবং উদরাধান, বমি, হিকা, অর্শ, কাস, শ্বাস, গুরুরোগ, শোথ, অতীসার, বিহুচিকা, কুষ্ঠ, মধুমেহ ও জলোদরাদি রোগাভিভূত ব্যক্তি ও গর্ভবতী স্ত্রীকে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে না।

যে ব্যক্তি বাতব্যাদি, উদাবর্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, মুচ্ছা, ফুকা, উদর, আনাহ, মুদ্রকচ্ছ, অশ্মরী, বৃদ্ধি, অশ্বকন্দর, মন্দির,

এমেহ, শূল, অরপিত এবং জ্বররোগাক্রান্ত, এই সকল ব্যক্তিকে যথাবিধানে নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বায়ু, মল ও মূত্র পরিভ্যাগের পর স্নেহাভ্যাস ও উষ্ণ জলে স্নান করাইয়া ক্ষুধিত অবস্থায় (আহার না করাইয়া) যথাকালে গৃহ মধ্যে রাখিয়া যথাযোগ্য নিরুহণ প্রয়োগ করিবে। নিরুহবস্তি সম্যক প্রয়োজিত হইলে উহার বহির্নিঃসরণ প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্তকাল উৎকট ভাবে উপবেশন করিবে। যদি মুহূর্ত্তকাল অন্তেও বহির্গত না হয়, তাহা হইত্রে শোষক ঔষধ বা ক্ষার, বৃষ, অন্ন ও সৈন্ধব দ্বারা পুনরায় নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

কফ, পিত্ত, বায়ু ও মল ক্রমাদয় বহির্গত হইয়া শরীর লঘু হইলে তাহাকে স্নিগ্ধ বলা যায় এবং যাহার বস্তিব্যগের অন্ত্যাহেতু মল নিঃসারণ না হইয়া মূত্রযোগে জড়তা ও অরুচি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দুর্নিরুহ কহে। আত্মপান ও স্নেহ বস্তি সম্যক প্রয়োজিত হইলে বস্তিদ্বারা প্রকৃষ্ট ঔষধ নিঃসরণ, মনস্তৃষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই নিয়মে দুইবার, তিনবার বা চারিবার যথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবেন।

নিরুহবস্তি বায়ুরোগে উষ্ণ মেহের সহিত একবার, পৈত্তিক ব্যাধিতে উষ্ণ জ্বরের সহিত দুইবার এবং শ্লেষ্মিকরোগে উষ্ণ কষায়, কটু ও মূত্রাদির সহিত তিনবার প্রয়োগ করিবে। উক্ত প্রকারে নিরুহ বস্তি প্রদান করিয়া পৈত্তিক ব্যাধি সম্পন্নকে দুগ্ধ, শ্লেষ্মিক ব্যাধিসম্পন্নকে বৃষ ও বায়ুরোগসম্পন্নকে মাংস-রসের সহিত ভোজন করাইয়া পরে অন্নবাসন প্রয়োগ করিবে।

স্ক্রুমোর, বৃদ্ধ এবং বালকদিগের পক্ষে মূত্রবস্তি হিতকারক, ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিলে উহাদিগের বল ও পরমাত্মর হ্রাস হয়। প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি, মধ্যে দোষহর বস্তি এবং পশ্চাৎ সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়।

উৎক্লেশন বস্তি—এরওবীজ, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, সৈন্ধব, বচ, এবং হৃৎকালের কক্ক দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে উৎক্লেশন বস্তি কহে। দোষহর বস্তি—শতমূলী, বষ্টিমধু, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রবব, এই সকল দ্রব্য কীলি ও গোমূত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে দোষহর বস্তি কহে। সংশমনীয়বস্তি—প্রিয়লু, যষ্টিমধু, যুক্তক ও রসাজন; এই সকল দ্রব্য জ্বরের সহিত মিলিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সংশমনীয় বস্তি কহে। লেখনবস্তি—ত্রিকণার কাথ, গোমূত্র, মধু এবং যবক্ষারের সহিত উষ্মাদিগণের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে লেখন-বস্তি কহে।

বৃহৎবস্তি—বৃহৎদ্রব্যের কাথ ও জীবনীরগণের কক্কের

সহিত বৃদ্ধ ও মাংসরস মিলিত করিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা নাম বৃহৎবস্তি।

পিচ্ছিলবস্তি—ভূমিকুমার, নারদী, বহুবায়ক, এবং শাজলী পুষ্পের অল্প এই সকল দ্রব্য জ্বরের সহিত সিদ্ধ করিয়া মধু ও রক্ত মিশাইয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে পিচ্ছিল বস্তি কহে। ভাগ, মেঘ ও কুম্ভসার ইহাদের রক্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা দ্বাদশপল অর্থাৎ দেড় সের।

নিরুহবস্তির স্নেহ প্রস্তুত বিধান—প্রথমে ২ তোলা সৈন্ধব ও চারিপল মধু একত্র আলোড়ন করিয়া পরে ৩ পল মেহ, দুইপল কক্ক দ্রব্য, আটপল কাথ এবং চারি পল প্রক্ষেপের দ্রব্য এই সকল একত্র মিশ্রন করিয়া তদ্বারা নিরুহবস্তি প্রদান করিবে, উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত সামগ্রীর পরিমাণ সর্বসমেত ২৪ পল হইবে।

বাতক্লেশ রোগে চারিপল মধু ও ছয় পল মেহ, পিত্তরোগে চারিপল মধু ও তিনপল মেহ এবং কক্করোগে ৩ পল মধু ও চারিপল মেহ দ্বারা নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

মধুতৈলকবস্তি—এরও কাথ ৮ পল, মধু ও তৈল উভয় মিলিত ৮ পল, শল্য অর্দ্ধপল এবং সৈন্ধব অর্দ্ধপল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটা কাঠ খণ্ড দ্বারা সম্যক আলোড়ন করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে মধুতৈলকবস্তি কহে। এই বস্তি দ্বারা মেদ, শুন্ম, কৃমি, দ্রীড়া, মল ও উদাবর্ত্ত নষ্ট এবং শরীর উপচিত, বল, বর্ণ, শুক্র ও অম্লিহি হইয়া থাকে।

যাপনবস্তি—মধু, ঘৃত ও ঘৃত প্রত্যেকে দুইপল এবং হৃৎকা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে, ইহাকে যাপন-বস্তি কহে।

যুক্তরোধবস্তি—এরওমূলের কাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ এবং পিপ্পলী এই সকল একত্র করিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে যুক্তরোধবস্তি কহে।

সিদ্ধবস্তি—পকমূলের কাথ, তৈল, পিপ্পলী, মধু, সৈন্ধব এবং যষ্টিমধু, এই সকল একত্র করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহে।

নিরুহবস্তি প্রয়োগের পর উষ্ণজলে স্নান করিবে, দিব্যানিদ্ৰা, ও অঙ্গীর্ণজনক দ্রব্য পরিভ্যাগ বিধেয়।

উত্তরবস্তি—উত্তরবস্তিনল ১২ আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে এবং ঐ নলের মধ্যদেশে একটা কর্ণিকা (গোকার্ণাদিবৎ) প্রস্তুত করিবে। নলের অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃন্তের জায় এবং ছিদ্রটী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার মধ্যদ্বারা একটা সর্ষপ নির্গত হইতে পারে।

পচিৰ বংসরের নারী বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দেহের মাত্রা ৪ তোলা এবং তদুর্ধ্ব ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা ৮ তোলা নির্দিষ্ট হইয়াছে। রোগীকে প্রথমে আত্মপান দ্বারা শোধন করিয়া নান করাইবে, তৎপরে তৃষ্ণির সহিত ভোজন কুরাইয়া আসনোপরি জালু পাতিয়া বসাইবে, তৎপরে ঘেহনিক্ত শলাকা দ্বারা প্রথমে অবেষণ করিয়া পশ্চাৎ স্ততন্ত্রকিত্ত নল লিঙ্গমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে। ৬ আঙ্গুল পরিমাণ প্রবিষ্ট হইলে বস্তিপীড়ন হইবে, পরে ধীরে ধীরে নল বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে ঘেহ প্রত্যাগত হইলে ঘেহবস্তির বিধানানুসারে ক্রিয়া করিবে।

ক্রীলোকদিগের জন্ত হৃদ্র অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা স্কুল করিয়া নল প্রস্তুত করিবে, উহার ছিদ্রটা একটা স্কুল প্রবেশের উপযুক্ত করা কর্তব্য। ইহা অশ্বা পাথে চারি অঙ্গুল প্রমাণ এবং মূত্ররুদ্ধের জন্ত তদুর্ধ্বক পক্ষ নল প্রস্তুত করিয়া ২ অঙ্গুলি প্রমাণ প্রবেশ করাইয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বালকদিগের মূত্ররুদ্ধরোগে এক অঙ্গুলি প্রমাণ নল প্রয়োগ করিবে। চিকিৎসক স্ত্রীদিগের যোনি মধ্যে আস্তে আস্তে স্কুল নল প্রবেশ করাইবেন যেন উহা কশ্মিত না হয়। নলের আকৃতি মালতী পুষ্পের বৃন্তবৎ হওয়া আরম্ভক। গর্ভাশয় শোধনের নিমিত্ত ঘেহ চটপল এবং মূত্ররুদ্ধে এক পল পরিমাণে প্রয়োগ করিবে।

স্ত্রীদিগকে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া জাহুদয় ডোলায় করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। ঐ উত্তরবস্তির যত্নপি বহির্নিঃসরণ না হয়, তাহা হইলে পুনর্বার সংশোধক দ্রব্য সহযোগে বস্তি প্রদান করিবে। অথবা যোনিমার্গে মূত্রনিঃসারক অথচ স্নিগ্ধ সংশোধক দ্রব্যসংযুক্ত দৃঢ় কলবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বস্তিক্রিয়া দ্বারা কোন স্থানে দাহ উপস্থিত হইলে ক্লীমি-বৃক্ষের কাণ্ড ও শীতল জল দ্বারা পুনর্বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা পুরুষের গুরুদোষ এবং ক্রীমিগের আন্তর্য দোষ বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রমেহরোগীকাজ্য ব্যক্তিকে কখনও উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে না। (ভাবপ্রং পূর্বধঃ)

[ সূত্রতোক্ত নিরূহবস্তির বিষয় নিরূহবস্তি শব্দে দেখ। ]

বস্তিক (পুং) বস্তি শোধনে দণ্ডভেদ।

‘বস্তিকঃ শল্যদণ্ডসম্বন্ধে শিখিলস্ত্রোচ্চরণে শল্যং বস্তিমধ্যে সজ্জতি দণ্ডমাত্রং নিঃসরতি। অস্ত্রে বস্তক ইতি পঠিষা শূল্যভূতি ইতি ব্যাচখ্যঃ। (ভারত স্রোণপর্ক টীকার নীলকণ্ঠ)

বস্তিকৰ্ম্মাণ্য (স্ত্রী) বস্তিদানকার্য্য।

বস্তিকৰ্ম্মাণ্য (পুং) বস্তিকৰ্ম্মণ্য তচ্ছোধনব্যাপারণ আচাঃ। বস্তিশোধনে এবান্ত প্রচুরকার্য্যকরত্বাৎ তৎকাজ্য। অরিষ্ট বৃক্, চলিত ভূরিটা।

‘অরিষ্টো বস্তিকৰ্ম্মাণ্যো বৈশীৰ্য্যঃ কেনিলয়ঃ জুঘঃ।’ (শবচক্রিকা) বস্তিকুণ্ডলিকা (স্ত্রী) মূত্রাঘাত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ স্রুতবেগে পথগমন, পরিশ্রম, অভিঘাত ও পীড়ন দ্বারা মূত্রাশয় বহান হইতে উর্ধ্বগত হইয়া গর্ভের দ্বারা স্কুলাকৃতি হইলে শূল, স্পন্দন ও দাহের সহিত অন্ন অন্ন মূত্র নির্গত হয়। নাস্তির অধোদেশে পীড়ন করিলে ধারাবাহিকরূপে মূত্র নির্গত হইতে থাকে এবং রোগী তরুতা ও উত্তেজিত কর্তৃক পীড়িত হয়, মূত্রাঘাত-রোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বস্তিকুণ্ডলিকা কহে। এই রোগে প্রায়ই বায়ু আধিক্য থাকে। ইহা শস্ত্র ও বিষের দ্বারা ভয়ঙ্কর। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই বিশেষ স্রুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই রোগে পিত্তাদিক্য হইলে দাহ, শূল ও বিবর্ণ হয়। কফাদিক্য হইলে দেহের গুরুতা ও শোথ, স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ অথচ গাঢ়মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

বস্তিকুণ্ডলিকা রোগে যদি বস্তির মুখরন্ধ্র কক্ষ কর্তৃক আবৃত কিংবা বস্তিতে পিত্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য হয়। যদি এই রোগে বস্তির মুখরন্ধ্র কক্ষ কর্তৃক আবৃত ও বস্তি মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থিত না করে, তাহা হইলে সাধ্য হয়। বস্তি মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থিত করিলে রোগীর পিপাসা, মোহ ও শ্বাস উপস্থিত হয়।

(ভাবপ্রং মূত্রাঘাত রোগাদিকং)

বস্তিবিলা (স্ত্রী) বস্তিহার, মূত্রহার। (অর্থং ১।৩৮)

বস্তিহাল (স্ত্রী) মূত্র। (হেম)

বস্তিঘাত (পুং) স্নানামখ্যাত বাতঘাতি রোগভেদ। লক্ষণ—

“মাক্তেহুগুণে বস্তৌ মূত্রং সমাক্ প্রবর্ততে।

বিকারা বিবিধাশাপি প্রতিশোমে ভবন্তি হি ॥” (মাধবনি°)

যে বাতঘাতি রোগে বায়ু বিগুণ হইয়া বস্তিদেহে মূত্র সমাক্রূপে প্রবর্তিত করে এবং প্রতি লোমকূপে বিবিধ প্রকার বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে বস্তিঘাত কহে।

বস্তিশীর্ষ (স্ত্রী) প্রত্যঙ্গ বিশেষ, বস্তির উপরিভাগ।

(চরক শারীরস্থং ৭ অ°)

বস্তিশূল (স্ত্রী) বস্তিবেদনা, বস্তিদেহে অতিশয় বেদনা হইলে তাহাকে বস্তিশূল কহে। (মাধবনি°)

বস্তিশোধন (স্ত্রী) ১ মদনফল। ২ বস্তিশোধক দ্রব্যমাত্র, যে দ্রব্য দ্বারা বস্তিদোষ প্রশমিত হয়, তাহাকে বস্তিশোধন কহে। ৩ মদনবৃক্।

বস্ত্র (স্ত্রী) বস্তীতি বস (বসন্ত্। উপ্ ১।৭৬) ইতি ভূন্। ১ দ্রব্য।

“গৃহেষু দারেষু স্ততেষু বস্ত্রং  
দ্বিজোত্তমতন্দনবাসিবস্ত্রং।

অক্ষব্যবহাভরণাধারাদি

অনন্তকোষেবকরোদসমভিত্তিম্ ॥" ( ভাগবত ৯।৪।২৭ )

২ পাণ্ডিত্য ।

"অবদ্যব্যবহাভরণে তে ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি ।

( বস্তু ৩।২৭ )

৩ পদার্থ, পদার্থমাত্রকেই বস্তু কহে ।

'ভাবঃ পদার্থো ধর্মঃ স্তাৎ সত্যং তৎকালং বস্তু চ ।' ( দ্বিকা )

"সত্যং হি সম্ভবৎপদার্থে বস্তু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রযুক্তমঃ ॥"

( শব্দভাষ্য ১ অ° )

নৈমায়িকদিগের মতে—পরিদৃষ্টমান জগতে দুই প্রকার বস্তু আছে, তাব ও অতাব ।

"জগতি বস্তুত্বং ভাবোহভাবশ্চ" ( জায়শাস্ত্র )

বেদান্তদর্শনের মতে জগতে বস্তু এক, সত্তিদানন্দ অমর ব্রহ্মই বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু নাই । অজ্ঞানাদি জড়সমূহ অবস্তু ।" ( বেদান্তসার ) ৫ কার্য ।

"বস্তুত্বশ্চকোষ সমুত্তমশ্চৈব শকোষ মোহাদসমুত্তমশ্চ ।

শকোষ কালেন সমুত্তমশ্চ ত্রিধৈব কার্যাবাসনং বদন্তি ॥"

( কামন্দকীয় নীতিসার ১৫।২৫ )

৬ অর্থ । ( কুমার ৫।৬৫ মল্লিনাথ ) ৬ ইতিবৃত্ত । "অহ-মন্ত্য কালিদাসগ্রথিতবস্তনা নবেন রোটাকেনোপহন্তে" ( বিক্রমোৎকলী ) ৬ বৃত্তান্ত । ৭ সংপাত্র । ৮ সত্য ।

বস্তুক ( স্ত্রী ) বস্তু সংজ্ঞায় কন । বাত্মক শাক, চলিত বেতোশাক ।  
বস্তুকী ( স্ত্রী ) বস্তুক গোয়দিহাৎ কীষ্ । খেত চিল্লীশাক । ( রাজনি° )  
বস্তুতস্ ( অবা ) বস্তু-তসি । ফলতঃ, বাস্তবিক, বার্থতঃ ।  
বস্তুতা ( স্ত্রী ) বস্তু ভাবে তল্ টাপ্ । বস্তুর ভাব বা ধর্ম, বস্তুত্ব ।

বস্তুধর্ম ( পুং ) বস্তুর ধর্ম, বস্তুত্ব ।

বস্তুপাল ( পুং ) সুরাত্তের একজন প্রসিদ্ধ জৈনকবি ।

বস্তুবল ( স্ত্রী ) বস্তুর গুণ ।

বস্তুভাব ( পুং ) বস্তুর ধর্ম বা রূপ ।

বস্তুভেদ ( পুং ) বস্তুর প্রকার ।

বস্তুবিচার ( পুং ) বস্তুর গুণ নির্ধারণ ।

বস্তুবিবর্ত ( স্ত্রী ) বেদান্তমতে বাথার্থ্যের বিবর্ত ।

বস্তুশক্তি ( স্ত্রী ) বস্তুর শক্তি, জীবোর শক্তি, 'নহি বস্তুশক্তি-  
ত্রব্য গুণমপেক্ষতে' ( ভাগবত ১০ম স্কন্ধে স্বামী )

বস্তুশাসন ( স্ত্রী ) বস্তুনির্ণয় ।

বস্তুশূন্য ( ত্রি ) জবাহীন ।

বস্তুস্থাপন ( স্ত্রী ) ভোজ্যবাহীতে বস্তুর রূপান্তরকরণ ।

বস্তুপমা ( স্ত্রী ) উপমালভারভেদ ।

XVII

"স্বাভাবমিহ তে বস্তুং নেত্রে নীলোৎপলে ইব ।"

( কাব্যাদর্শ ) [ উপমা শ্রেণী ]

বস্তু ( স্ত্রী ) বস-কিন্ বভির্বাদভূত্যা সাধু°বভি ইতি বৎ । ( ভ্রম সাধুঃ । পা ৪।৪।২৭ ) গৃহ । অমর ।

বস্তু ( স্ত্রী ) বস্তুতে আচ্ছাদিতে অসেনেতি বস আচ্ছাদনে ট্রুন্ ( সর্গধাতুভ্যঃ ট্রুন্ । উপ্ ৪।১৫৮ ) পরিধানাদির, উপযুক্ত কার্ণাসহজাদি প্রস্তুত বস্তু, চলিত কাপড় । পর্যায়—আচ্ছাদন, বাসস, চেল, বসন, আওত, ( অমর ) নিচর, প্রোত, লুক্ক, কর্ণট, শাটক, কনিপু, ( জটাধর ) বাসন, ঘিচর, ছাদ, বাস । ( শব্দরত্না° ) ধর্মশাস্ত্রকার তুঙ্গ° বস্ত্রের পরিধানবিধি লব্ধে বধেন, বিকক অর্থাৎ একেবারে মুক্তকচ্ছ ও কতকটা মুক্তকচ্ছ, উত্তরীয়হীন, অর্ধ উলঙ্গ বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া কোন শ্রোত কিংবা স্মার্তকর্মে লিপ্ত হইবে না ।

"বিককেহমুত্তরীয়শ্চ নশ্যচাবশ্চ এব চ ।

শ্রোতঃ স্মার্তঃ তথা কর্ণ ন নশ্যচিহ্নমুত্তরীয়শ্চ ॥" ( তুঙ্গ )

পরিধানের বাহির দিয়া যদি কচ্ছ নিবদ্ধ থাকে, তবে তাহা আত্মরী প্রথা হইয়া পড়ে, তাই সম্পূর্ণ সংবৃত্তকচ্ছ হওয়াই উচিত । "পরীধানাঘহিঃ কক্ষ নিবদ্ধা হাত্মরী ভবেৎ ॥" ( দ্বতি )  
বোধায়ন মতে, বাসনিক, পৃষ্ঠ এবং নাভি, এই তিনটা স্থানে তিনটা কক্ষ, এই কক্ষ তিনটা বথাবথ ঠিক করিয়া দিয়া যে ব্রাহ্মণ বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি শুচি হইয়া থাকেন ।

"বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষত্রয়মুদ্যতম্ ।

এতিঃ কক্ষৈঃ পরীথতে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ ॥" ( বোধায়ন )  
প্রচেতা বলেন, যে বস্ত্র নাভিদিশে পরিলে দুই দিকের জাহ্নব পর্যাঙ্ক আচ্ছাদিত হয়, তাহার নাম অন্তরীয় ( ইজের ) এই বস্ত্র প্রশস্ত বস্ত্র । ইহা অঙ্গিরস হওয়া আবশ্যক ।

"নাভৌ বৃত্তক দ্বয়ত্রয়োদ্যতম্ ॥

অন্তরীয়ঃ প্রশস্তঃ তদঙ্গিরসমুত্তরীয়শ্চ ॥" ( প্রচেতাঃ )

দ্বতিশাস্ত্রে আছে, "দশা নাভৌ প্রয়োজ্যরৎ ১ নস্তাৎ কর্ণশ্চি কক্ষকীতি । উত্তরীয়ধারণং চোপবীতবৎ ॥" অর্থাৎ দশা বা বস্ত্র-প্রোত-ভাগ নাভিদিশে জড়িয়া দিবে । কক্ষকী হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ পিরান বা জামা গায়ে দিয়া কোন বিহিত কর্ণ করিবে না, কর্ণকালীন উপবীতবৎ পবিত্র উত্তরীয় ধারণ করিবে । ( ১ )

পূর্বোক্ত তুঙ্গর বর্ণনানুসারে বৃত্তিতে হইবে, সকলেরই দুই দুই বস্ত্র অর্থাৎ পরিধের ও উত্তরীয় ধারণ কর্তব্য । পারদ্বয় বলেন,

( ১ ) "যথা ব্রহ্মাণবীতক ধার্যতে চ যিজোজ্যৈঃ ।

তথা সবার্যতে বস্ত্রাহুত্তর্যাচ্ছাদনং তত্ত্ব ॥" ( দ্বতি )

যদি একখানি বৈ কাপড় না থাকে, তবে তাহার একদিক পরিধান এবং অপর দিক উত্তরীয় করিয়া লইবে।

বস্ত্রধারণের গুণ,—নির্মল অথবা ধারণে কামোদ্দীপন, প্রশংসালাত, দীর্ঘায়ু, অলসীনাশ এবং আত্মপ্রসাদ হয়। উহাতে দেহের সৌন্দর্য ও সত্যসমাজ-পন্থনের বোগ্যতা জন্মে।

“কাম্যং বশস্তমায়ামলস্কীৰ্ণং প্রহৰ্ষণম্।

শ্রীমৎ পরিবদং শস্ত্রং নির্মলাধরধারণম্।” ( রাজবল্লভ )

জানের পর উত্তমরূপে বস্ত্রের সাহায্যে গাত্র মার্জন করিতে হয়। তাহাতে দেহকান্তি প্রকাশ পায় এবং দেহের নানা কণ্ট-দোষ দূরীকৃত হইয়া যায়। সকল রকম কোবের বস্ত্র অর্থাৎ পটবস্ত্র বা তসর বস্ত্র, অথবা বিবিধ চিত্রবস্ত্র ও রক্তবস্ত্র, শীতকালে ব্যবহার করা উচিত, কারণ উহাতে বাত ও রোগকোপ প্রশমিত হয়। পবিত্র স্মৃতিকাব্যের বস্ত্র পিত্তহর, জ্বরহর উহা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করাই কর্তব্য। এই বস্ত্র বত লঘু হয়, ততই উত্তম। শীতাতপনিবারণে গুরুবস্ত্র শুভব এবং উষ্ণ ও নর, শীত ও নর এইরূপ বস্ত্র বর্ষায় ব্যবহার্য। মাহুত মলিন বসন কখনই ধারণ করিবে না, উহাতে কণ্ট ও ক্রমি জন্মে এবং উহা মানিকর ও লক্ষ্মীভাগ্যহর। \*

বয়সযোগে বস্ত্রাদি দর্শন একান্ত শুভপ্রদ। কন্তা, গুরুবস্ত্র পরিধারী গৌরবর্ণ তেজঃকুণ্ডলীযুত ছোট ছোট বালক, ছত্র, দর্পণ, বিব ও আশিষ এবং গুরুবর্ণ পুষ্পাশি, বস্ত্র ও অপবিত্র আলোপন যুগ্মে এই সকল বস্ত্র দর্শনে আয়ু, আরোগ্য এবং বহুবিস্ত লাভ হইয়া থাকে।

“কন্তাং কুমারকান্ গৌরান্ গুরুবস্ত্রান্ স্ততেজসঃ।

যঃ পশ্যেন্নততে যো বা ছত্রাদর্শবিধামিযম্।

গুরুঃ স্তননসো বস্ত্রমমেখ্যালেপনং কলম্।

যস্ত স্ত্রাদানুরোগ্যং বিত্তং বহু চ সৌখিন্যে।”

( বাতট শারীরহান ও অঃ )

\* “সাতস্যালঙ্কারং সমুদয়ং তদুদ্যমজ্ঞম্।

কান্তিপ্রদং শরীরত কণ্টরূপোবদানম্।

কৌবের চিত্রবস্ত্রক রক্তবস্ত্র তথৈব চ।

বাতমেঘহরং তত্ত শীতকালে বিধারয়েৎ।”

‘কৌবের পট্টাধরঃ তসরবস্ত্রক।’

যেথাঃ স্মৃতিঃ পিত্তহরং কাযারং বস্ত্রভূতং।

তচ্ছারয়েচ্ছকালে তচ্চাপি লঘু শত্ৰুতে।”

‘কাযারঃ কোকটীতি লোকে। কাযারাদধরক্ বা।’

গুরুত গুরুবঃ বস্ত্রঃ শীতাতপনিবারণম্।

ন ত্যেকং ন চ বা শীতং তত্ত বহাধ ধারণেৎ।

কলাপি ন জনৈঃ সন্তিৰ্যথাঃ মলিনবস্ত্রম্।

তত্ত কণ্টকৃমিকরং রাজকল্লীকরং পরম্।” ( ভাবপ্রকাশ )

নববস্ত্র পরিধান করিতে হইলে শাস্ত্রানুসারে দিন দেখিয়া লইতে হয়। অশাস্ত্রীয় দিনে বস্ত্রব্যবহারে প্রত্যাবায় আছে। জ্যোতিষতবে দেখিতে পাই, নিজের জন্ম নক্ষত্রে ও জন্মরাধা বিশাখা, হস্তা, চিত্রা প্রভৃতি কৃতিপরি বিহিত নক্ষত্রে এবং ইহা স্ত্রিঃ বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধদিনে বা কোন উৎসব ব্যাপারে নব বসন ধারণ বিধেয়।

“ত্রৈলোক্যপ্রাধবস্ত্রতিব্যবিশাখহস্ত-

চিত্রোত্তরায়ণিবর্নাদিতিরেবতীষু।

জন্মকর্কীবুধশুক্রদিনোৎসবাদৌ

ধার্য্যং নবং বসনমীশ্বরদেবভূক্তৌ।” ( জ্যোতিষতত্ত্ব )

দিন না দেখিয়া যে কোন দিনে নববস্ত্র ধারণে নানা অমঙ্গল ঘটে, আর বিহিত দিনে নব বসন পরিধানে উহার বিপরীত ফল অর্থাৎ মঙ্গললাভ অবশ্যপ্রাপ্য। কর্মলোচনে লিখিত আছে, রবিবারে নববসন ধারণে অন্ন ধন, সোমে ত্রণ এবং মঙ্গলে সন্তত নানা ক্লেশ হয়। অশুভদিকে বিহিত দিনে অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নববস্ত্র ধারণে যথাক্রমে প্রভূত বস্ত্রলাভ, বিত্তা ও বিত্তসমাগম এবং নানা ভোগ সুখ, প্রেমোদ শয্যা ও বরাদ্দী সঙ্গ ঘটে। এতদ্বিত্ত শনিবারে নববস্ত্র কিছুতেই ব্যবহার করিবে না, কারণ, ঐ দিনে নববসন পরিধানের ফল রোগ, শোক ও কলহ নিত্য সহচর।

“স্বর্ঘ্যে চারুধনং ত্রণং শনিদিনে ক্লেশঃ সদা ভূমিজে।

বস্ত্রাণ্যং বহুতা বুধে জ্বরভরৌ বিদ্যাগমঃ সম্পদঃ।

নানাজ্ঞেয়গুহুতঃ প্রেমোদশরনং দিয্যাক্সনা ভার্গবে

শৌরে স্ত্র্যঃ খলু যোগশোককলহা বস্ত্রে ধৃতে নৃতনে।”

( কর্মলোচন )

মলিন বসন পরিষ্কার করিতে হইলে উহাতে কার সংযোগ আবশ্যক। এই কার সংযোগ করিবারও আবার দিনাধিন দেখিয়া লইতে হয়। কারণ নিষিদ্ধ দিনে কারসংযোগে বস্ত্রস্বামীৰ সন্তুফুল দগ্ধ হইয়া থাকে। বস্ত্রে কারসংযোগের নিষিদ্ধ দিন যথা,—শনি ও মঙ্গল, বঙ্গী ও বাদনী এবং তদ্বিত্ত যে কোন শ্রাচ্ছ দিন।

“মন্ড-মঙ্গল-বঙ্গী-বাদস্ত্রাং শ্রাচ্ছবাসরে।

বস্ত্রাণ্যং কারসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্।”

( আত্মকাচারতত্ত্ব )

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বস্ত্রের কোণ সমূহে দেবগণের এবং উহার দশাঙ ও পাশাঙ মধ্যে নরগণের বাস। অবশিষ্ট তিন অংশে নিশাচরগণ বাস করে। নব বসন বা পুরাতন বসন যদি ময়ী, গোময় বা কর্কসে লিপ্ত হয়, কিংবা ছিন্ন প্রদগ্ধ বা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, তবে ব্রহ্মা শুভ বা অশুভ ফল



অন্ন, অন্নভর বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তর বস্ত্র ঐরূপ হইলেও উক্তরূপ শুভাশুভ ফল ঘটায় থাকে। বস্ত্রের যে ভাগ রাক্ষসাদিকৃত তাহা ঐরূপ হইলে ভোগ বা মৃত্যু ঘটে। মনুষ্য-ভাগ ঐরূপ হইলে পুত্র জন্মে ও তেজোরুদ্ধি হয় এবং দেবভাগ ঐরূপ ঘটিলে ভোগ রুদ্ধি হয়। কিন্তু প্রান্তভাগ যদি ঐরূপ হয়, তবে অনিষ্ট ঘটবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বস্ত্রের উক্ত চিহ্নগুলি এইরূপই ফলাফল প্রকাশ করিয়া থাকে।

বস্ত্রের দেবাদিকৃত ছিন্ন অংশে যদি কক্ক, শ্রব, উল্লুক, কপোত, কাক, ক্রবাবাদ, গোমায়ু, ধব, উল্লু বা শর্প তুলা আকার দেখা যায়, তবে পুরুষদিগের মৃত্যুসম ভয় জন্মাইয়া থাকে। বস্ত্রের রাক্ষসাদিকৃত ছিন্ন অংশে ছত্র, ধ্বজ, যন্ত্রিক, বর্ধমান, শ্রীশূল, কুন্দ, অশ্বজ ও তোরণ প্রভৃতির আকার ব্যক্ত হইলে অচিরে পুরুষগণের লক্ষ্মীলাভ ঘটে।

নর যখন নববস্ত্র পরিধান করে, তখন চন্দ্র অধিনীনকৃত্রগত হইলে প্রভূত বস্ত্রলাভ, ভরগী গত হইলে অপহরণভয়, কৃত্তিকা-গত হইলে বিশেষরূপে অগ্নিভয় এবং রোহিণীগত হইলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, তত্ত্বিন্ন যুগ্মশিরায় সুবিক্রম, আত্মা নক্ষত্রে গ্রাণহানি, পুনর্নক্ষত্রে শুভাগমন এবং পুণ্যনক্ষত্রে ধনলাভ ঘটে। অশ্লেষায় বিলোপ, মঘায় মৃত্যু, পূর্ষকক্ষনীতে রাজতর এবং উত্তর কক্ষনীতে ধনাগম ঘটে। হস্তায় কর্মসিদ্ধি, চিত্রায় শুভাগম, বাতীনক্ষত্রে শুভভোজ্য প্রাপ্তি, এবং বিশাখায় জনপ্রিয়তা হয়। অমুরাণায় সুস্থৎসমাগম, জ্যেষ্ঠায় বস্ত্রক্ষয়, মূল্যায় জলপ্রাবন, এবং পূর্বাষাঢ়ায় নানা রোগ হইয়া থাকে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে মিষ্ট অন্ন, শ্রবণায় নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠায় ধাতুলাভ ও শতভিষায় বিবিকৃত মহাভয় উপস্থিত হয়। পূর্ষভাদ্রপদে সলিল জন্ম তর, উত্তর ভাদ্রপদে পুহলাভ ও রেবতীতে রত্নলাভের সম্ভাবনা।

যিনি উল্লিখিত নক্ষত্রে নববস্ত্রভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার সম্বন্ধে ফলাফল ঐরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু নক্ষত্রগুলি গুণ-বর্জিত বা অমঙ্গলকর হইলেও, ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় ঐ সকল নক্ষত্রে নববস্ত্র ভোগ ইষ্টফলপ্রদ হয়। তত্ত্বিন্ন ভূপতি-প্রদত্ত বা বিবাহবিধিগত বস্ত্রভোগও সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। হুল কথা—বিবাহে রাজসম্মানে এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মতিক্রমে গুণ-বর্জিত অপ্রশস্ত নক্ষত্রেও নববস্ত্র ভোগ করিতে পারা যায়। (বৃহৎসং ৭১ অঃ)

বস্ত্র দান করিলে অশেষ ফল হয়। শাস্ত্রে ইহার অনেক কথা আছে। তদ্বিত্তে দেখিতে পাই, বস্ত্রদানকর্তা চন্দ্র-লোকে উপনীত হইয়া থাকেন।

“বাসোদ্য-চন্দ্রসালোক্যামখিলালোক্যমখঃ।” (তদ্বিত্তে)

যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে সত্তত উত্তম বস্ত্র দান করে, চন্দ্রে

তাহাদিগের পথ চন্দ্রসালোক্যমখঃ এবং বস্ত্রও পক্ষ-পশুপূর্ণ হইয়া থাকে।

“খিলানাং বেতু সত্তত উত্তমবস্ত্রপ্রদাঃ।”

বস্ত্রগচ্ছতঃ পশ্যন্তেবাঃ সুভাগসীতলঃ।” (অগ্নিপু.)

অগ্নিপুত্রগণের বস ও শব্দিগোপাখ্যানে এই বস্ত্রদানের পুণ্য-মাহাত্ম্য বার্তা বিবৃত হইয়াছে। বাহ্যদাতার উক্ত হইল না।

সর্বদেবদেবী পূজার বস্ত্রদান আবশ্যিক। কিন্তু কোন পূজার কোন বস্ত্র বিহিত বা নিষিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রানুসারে জানিয়া লইয়া দেবোদ্দেশে দান করিলে বা পরিধানপূর্বক পূজা করিলেই প্রকৃত পূজা-ফললাভ ঘটে।

অগ্নিপুত্রগণের ক্রিয়াবোগ নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে, চকুল, পট, কোষের, বাহুল ও কার্পাস প্রভৃতি নিজেদের প্রিয় ও সুখকর বস্ত্রের বস্ত্র দ্বারা বিকৃত পূজা করিতে হয়।

“চকুলপটকোষেরবাহুলকার্পাসকাদিভিঃ।

বাসোভিঃ পূজয়েদিকুং সত্ততৈরান্ননঃ প্রিয়ৈঃ।”

(অগ্নিপু. ক্রিয়াবো.)

কিন্তু এই বিকৃত পূজার নীল রক্ত ও অজ্ঞাত বা অপরিচয় বসন পরিধান নিষিদ্ধ। পূজক যদি নীল, রক্ত কি অজ্ঞাত অপরিচয় বস্ত্র পরিয়া বিকৃতপূজার ত্রুটি হন, তবে শাস্ত্র-শাসনে তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয়। সেই অপরাধের বিশেষ বিশেষ প্রায়-শ্চিত্ত উক্ত আছে। সেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তিনি নিরপরাধ বা নিষ্কাপ হইতে পারিবেন।

বরাহপুরাণে ভগবান্ শ্রবঃ বলিয়াছেন, যে জন নীল বসন পরিয়া আমার কর্ণে লিপ্ত হয়, চন্দ্রে তাহাকে পাঁচ শত বর্ষ পর্যন্ত ক্রিয় হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। কিন্তু এই অপরাধ-শোধনের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত—বিধিমত একটা মাত্র চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ করিলেই সে ব্যক্তি উক্ত পাপ বা অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

এইরূপ রক্ত বস্ত্র পরিয়াও বিকৃতপূজা পুণ্য নিষিদ্ধ। উক্ত বরাহপুরাণের অজ্ঞাত আছে, রক্ত বস্ত্র পরিয়া বিকৃতপূজা করিলে, রাজস্বলা রমণীদিগের যে রক্তমোক্ষণ হয়, সেই রক্তে লিপ্ত হইয়া উক্ত পূজককে পক্ষ দশ বর্ষকাল নরকে বাস করিতে হইবে। এই অপরাধশোধনের প্রায়শ্চিত্ত—সপ্তদশ দিন একাহার, তিন দিন বায়ুভক্ষণ এবং একদিন মাত্র জলাহার। \*

\* বরাহ উপাঃ—“ভূমিতো নীলবস্ত্রো যো হি বাম্পূর্ণতি।

বধাংক পতং পক্ষ ভূমিভূতাস স তিষ্ঠতি।

ভক্ত বকাসি হুজোদি অপরাধবিশোধনম্।

প্রায়শ্চিত্তং বিশালাকি বেম সূচ্যত কিঞ্চিৎ।”

কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিয়াও বিষ্ণুপূজা করিতে নাই। তাহাতে পুণ্ড্রকের অপরাধ হইবে। সেই অপরাধীর পরিণামে উক্ত পুণ্ড্রকে প্রথমে পঞ্চ বর্ষকাল দুশ হইয়া জন্মিতে হইবে, তাহার পর অল্প কোন কাঠতক্ত কীট, তৎপরে তিন বর্ষ মশক, অনন্তর আট বর্ষ কচ্ছপ এবং ইহার পর চৌদ্দবর্ষকাল পারাবত যেন ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যে উক্ত ব্যক্তি সিত পারাবত হইয়া কোন প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহের কাছেই বাস করিতে পারিবে। এই অপরাধের প্রারম্ভ—সপ্তাহকাল মাত্র বায়ক তক্তক এবং তিনরাত্রি মাত্র তিনটা শত্ৰুপিণ্ড ভোজন। এইরূপ প্রারম্ভিতই তাহার অপরাধমোক্ষণ হইবে।

অধোত বস্ত্র পরিধানপূর্বক বিষ্ণুপূজা নিষিদ্ধ। ইহাতেও অপরাধ আছে। সেই অপরাধের ফলে পূজাকর্তাকে চরণে এক-জন্ম উন্নয় গজ, একজন্ম উট্ট, একজন্ম গর্দভ, একজন্ম শূগাল, একজন্ম অশ্ব, একজন্ম সারঙ্গ এবং একজন্ম মৃগ হইতে হয়। এইরূপ সপ্তজন্মের পর শেষে মানুষবানি লাভ হইলে মদীর ভক্ত গুণজ ও মৎসকর্তৃৎপর হইবে। তাহাতেই তাহার অপরাধ মুক্তি ঘটবে। কিন্তু ইচ্ছাযেই এইরূপ অপরাধ মোচনের প্রারম্ভ আছে। শুক্রিয়ুক্ত হইয়া তাহার অমুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রারম্ভিত যথা—বায়ক ভোজনে তিন দিন এবং পিণ্ড্যক ভোজনে তিন দিন অতিবাহিত করিবে। এতদ্বিত্ত তিন দিন কণ্ডক হইয়া এবং তিন দিন মাত্র পায়স আহার করিয়া কাটাইবে। এইরূপ করিলেই অধোত বা উচ্ছিষ্ট বস্ত্র-পরিধারী বিষ্ণুপূজকের অপরাধশোধনের প্রারম্ভিত হইবে। প্রারম্ভিত পাপক্ষয় হইলেই চরণে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া রহিবে।\*

পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়াও বিষ্ণুপূজা করিতে নাই। এইরূপে বিষ্ণুপূজা করিলে অপরাধী হইতে হয়। সেই অপ-

রাধের ফলে, একবিংশ বর্ষ মৃগবানি ভোগ করিতে হয়। তৎপরে একজন্ম খঞ্জ অবস্থায় মূৰ্খ ও ক্রোধন হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। কিন্তু এ অপরাধ হইতেও মুক্তি পাইবার প্রারম্ভিত আছে।† যথা—শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে। অন্ন আহার করিয়া রহিবে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন ক্ষান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাবে অনন্তমনে বিষ্ণুধ্যানে মগ্ন হইয়া জলাশয়ে অবস্থান করিবে। পরে যখন নিশাবসানে দিনমণি উদিত হইবেন, তখন পঞ্চগব্য পান করিয়া অচিরাতঃ সৰ্ব্ব কিঞ্চিদ হইতে মুক্তি পাইবেন।‡

যুগা বৈ পঞ্চবর্ষানি কাঠতক্ত জায়তে।

মশকত্রীণি বর্ষানি কচ্ছত্রীণি চ পঞ্চ চ।

পারাবতক জায়তে মনবর্ষানি পঞ্চ চ।

জাতো মমাপরাধেন সিতঃ পারাবতো ভূষি।

তিষ্ঠেত মম পাৰ্শ্বে তু বৈত্রেযাহং প্রতিষ্ঠিতঃ।

প্রারম্ভিতঃ প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং সংসারমোক্ষণম্।

সপ্তাহং বায়কং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রং শত্ৰুপিণ্ডকান্।

ত্রীণি পিণ্ডান্ ত্রিরাত্রং এবং মুচ্যেত কিঞ্চিবাং।

বাসস্য ম চ ধোতেন যো য়ে কর্ণানি কারয়েৎ।

শুচির্ভাগবতো ভূত্বা মম মার্গমুসারকঃ।

তত্ত্বং দোষঃ প্রবক্ষ্যামি অপরাধং বহুধরে।

দেখি ভূত্বা গম্যো মন্ত্রিষ্ঠিতোকং নরোভূষি।

উষ্ট্রশৈকং ভবেচ্ছম জন্ম চৈকং ধরত্বা।

গোমারুরেকজন্ম। বৈ জন্ম চৈকং হরত্বা।

শারঙ্গশৈকজন্ম। বৈ মৃগো ভবতি চৈকতঃ।

সপ্তজন্মান্তরং পশ্যৎ ততো ভবতি মানুষঃ।

মহত্কণ্ডে গুণজন্ত মম কর্ণপারায়ণঃ।

নিরপরাধো দক্ষত অহঙ্কারবিবর্জিতঃ।

বায়কেন দিনং ত্রীণি পিণ্ড্যকেন পুনঃ।

কণ্ডকো দিনত্রীণি পায়সেন দিনত্রয়ম্।

এবং ভূত্বা মহাভাগে বাসসোচ্ছিষ্টকারিণঃ।

অপরাধং ন বিদ্যেত সংসারক ন গচ্ছতি।" (বরাহপুরাণ)

+ "যঃ পার্শ্বকোণে বস্ত্রেন নাবধুতং ন মাধবি।

প্রারম্ভিত্যী পূম্যন মূৰ্খো মম কর্ণপারায়ণঃ।

মৃগো বৈ জায়তে দেখি বর্ষানি ত্রীণি সপ্ত চ।

হীনপাণেন জায়তে চৈকজন্ম বহুধরে।

মূৰ্খশ্চ ক্রোধমন্দিব মন্ত্রিষ্ঠিতক জায়তে।

তত্ত্বং বক্ষ্যামি হুত্বোনি প্রারম্ভিতঃ মহোজসম্।

‡ "অষ্টতক্তঃ তত্ত্বং ভূত্বা মম কর্ণপারায়ণঃ।

মাঘত্রেযে তু দাসতত্ত্বং পক্ষত্বং বাক্ষ্যী।

তিষ্ঠেজলাশয়ে তত্র কাষ্ঠো বাস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অনন্তমানসো ভূত্বা মম চিত্তপারায়ণঃ।

অভাতাভ্যন্ত পক্ষ্যী। মুদিতো চ দিবাকরে।

পঞ্চগব্যং তত্ত্বং পীত্বা পিত্তং মুচ্যেত কিঞ্চিবাং।" (বরাহপু.)

ত্রয়ং চাত্রায়ণং ভূত্বা বিধিবৃষ্টেন কর্ণপা।

মুচ্যেত কিঞ্চিবাং ভূমে এষমেতন্ন সংলগ্নঃ।

রক্তবস্ত্রেন সংযুক্তো যো হি মানুষসর্পতি।

তত্রাপি শূণ্ণমুদ্রোণি কর্ণং সংসারমোক্ষণম্।

রক্তবস্ত্রাৎ নারীষু রজো যন্তঃ প্রযুক্তো।

ভেনাসৌ রক্তস্য স্পৃষ্টো কর্ণদোষেন জায়তঃ।

বর্ষানি দশপট্টকং বসতে উন্নয় মিত্যরঃ।

প্রারম্ভিতঃ প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং কারিষিপাথমম্।

যেন তদ্বাণি বৈ ভূমে পুঙ্খাঃ পাশ্র্ববর্জিতাঃ।

একাহারং ততঃ ভূত্বা দিনানি দশ সপ্ত চ।

মাহুতকো বিনত্রীণি দিনমেকং জলাশয়ঃ।

এবং স মুচ্যেত ভূমে মম বিপ্রিয়কারকঃ।" (বরাহপু.)

\* "যঃ পুণ্ড্রঃ কৃষ্ণবস্ত্রেন মম কর্ণপারায়ণঃ।

দেখি কর্ণানি দুর্জীভ তত্ত্বং বৈ পশ্যতঃ পুণ্ড্রঃ।

দশাধিত বসন্ত পরিধান করাই বিধেয়। দশাহীন বসন্ত অবৈধ, তাহা ধর্মকর্মে অগ্রপশুত। • বসন্তবিশেষ প্রতিগ্রহ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হারীত বলিয়াছেন, “মণিবাসোপ-  
বাদীনাং প্রতিগ্রহে সাবিত্র্যাষ্টশতং জপেৎ।” “অষ্টসহস্র অষ্টাত্তর-  
সহস্রমিতি” ( শুদ্ধিতত্ত্ব )

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কার্পাস, কাঞ্চল, বাকল ও কোষেরজ ভেদে বসন্ত বহুবিধ। এই সকল বসন্ত দেবোদ্দেশ্যে সমস্ত পূজা করিয়া উৎসর্গ করিবে। • কিন্তু যাহা দশাহীন মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পরকীয়, মুষিকট, হৃদীক, বাবত, কেশযুত, অধোত কিংবা শ্লেষ্মা ও মূরাদি দ্বারা দূষিত, তাহা বসন্ত দেবো-  
দ্দেশ্যে কিংবা দৈব বা পৈতৃ কণ্ড উপলক্ষে দান করা অকর্তব্য। • প্রত্যুত ঐ সকল বসন্ত এ ক্ষেত্রে বর্জন করাই উচিত।

“কার্পাসঃ কাঞ্চলঃ বাকলং কোষজং বসন্তমিতি।

তৎ পূর্বং পুঞ্জয়িত্বৈব মন্ত্রদেবায় চোৎসজেৎ॥

নিমলঃ মলিনঃ জীর্ণঃ ছিন্নঃ গাত্রাবলিক্তম্।

পরকীয়ং বাথুদষ্টং স্থিতিবিকং তথোষিত॥

উপকেশং বিধোতকং শ্লেষ্মমূরাদিদূষিতম্॥

প্রদানে দেবতাভ্যশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি।

বর্জয়েৎ শাপযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোগেন॥” (কালিকাপুঃ ৬৮ অঃ)

উক্ত পুরাণে অস্ত্র স্থলে আছে, উত্তরীয়, উত্তরাসঙ্গ, নিচোল, মোদচেলক এবং পরিধান নামক পঞ্চবিধ বসন্ত অস্থাত অর্থাৎ শেলাইহীন অবস্থায় ব্যবহার বা দান করার বিধি আছে, কিন্তু শপস্বয়নির্মিত বসন্ত, নীশার (মশারি), আতপত্র, চণ্ডাতক, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উন্নয়ন অঙ্গ লিখিত বসন্ত এবং দূষ্য অর্থাৎ সংগৃহ (স্ত্রী) এ সকল স্থাত অর্থাৎ সেলাই করা অবস্থায় দূষিত হয় না।

“উত্তরীয়োরাসঙ্গৌ চ নিচোলো মোদচেলকঃ।

পরিধানঞ্চ পঞ্চৈস্তাত্ত্ব্যতানি প্রযোজয়েৎ॥

শাপবস্ত্রং নীশারঞ্চ তথৈবাতপবারগম্।

চণ্ডাতকং তথা দূষ্যং পঞ্চ স্যাত্তজ্জট্টরে।” (কালিকাপুঃ ৭৮)

এতদ্বিন্নপতাকা ও ধ্বজদণ্ডাদিতে সেলাই করা বসন্ত প্রযোজ্য।

দেবতাভেদে বসন্তবিশেষ দ্বারা অর্জনা করিতে হয়। কোন

দেবতাকে কি কি বসন্ত দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“পতাকা ধ্বজদণ্ডাদৌ স্যাত্তবস্ত্রং প্রযোজয়েৎ।

অস্ত্রাত্রাবরণাদৌ চ তদ্বিনা শস্ত্রতোষিণি চ॥” (কালিকাপুঃ)

রক্তবর্ণ কোষের বসন্ত মহাদেবীকে দেওয়া হয়; এইরূপ পীত-  
বর্ণ কোষের বসন্ত বাসুদেবকে, রক্তকম্বল দিবে এবং বিচিত্র  
চিত্রযুক্ত বসন্ত সকল অপরাপর দেব ও দেবীকে নিবেদন করা

• “বসন্তঃ দশাঙ্গমাদ্যং পরিধায় তথা পুষ্যঃ।” (বিষ্ণুসংহিতা)

যাইতে পারে। তদ্বিন্ন কার্পাস বসন্তও সর্গদেবতার উদ্দেশ্যেই  
নিবেদ্য। যে বসন্ত একান্ত রক্তবর্ণ, তাহা কৃষ্ণদেবকে ও শিবকে  
দেওয়া নির্বিধি। নীল ও রক্তবর্ণমিশ্রিত যে বসন্ত, তাহা সর্গদেব  
অবৈধ। শৈব ও পৈতৃ কর্মাদিতে বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা একেবারেই  
ব্যবহারে আনিবেন না। যে বিজ্ঞ হইয়াও প্রদানবশে নীল ও  
রক্তবর্ণ হয় বিষ্ণুপূজার সময়, তাহার দে পূজার কোন ফলই  
হয় না। বিচিত্র বসন্ত নীলবর্ণে রঞ্জিত হইলে, তাহা একমাত্র  
মহাদেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে, তদ্বিন্ন অস্ত্র দেবোদ্দেশ্যে  
তাহা দেওয়া নির্বিধি। বিপদের মধ্যে যেমন ত্রাঙ্কণ এবং দেব  
মধ্যে যেমন বাসব, সেইরূপ কৃষ্ণসমূহ মধ্যে বসন্ত প্রদান। বসন্ত  
দ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, বসন্ত শাপ নামে সমর্থ, বসন্ত হট্টে  
সর্বলিঙ্গি ঘটে এবং বসন্ত চতুর্ভুজ ফল বিস্তরণ করে। •

আসন, বসন, শয্যা, জায়া, অপত্য ও কমণ্ডলু, এই কয়েকটা  
গনিষ স্বকীয় হইলেই শুচি হয়। আর ঐ শুচি পরকীয়  
হলেই অপবিত্র হইয়া থাকে। বসন যদি উষৎ ধোত, স্ত্রীজন  
কর্তৃক ধোত, কিংবা রক্তকধোত হয়, অথবা উহা যদি শুকাইবার  
জগ্ন দক্ষিণ বা পশ্চিমাঙ্গ প্রদারিত থাকে, তবে সে বসন অধোত  
বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ ঐ প্রকার বসন অপবিত্র হইয়া থাকে।

“উষাক্কোতঃ স্ত্রীয়া ধোতং যক্কোতং রক্তকেন তু।

অধোতং তদ্বিজানীয়াক্ষপা দক্ষিণপশ্চিমে॥

আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেয়াং কদাচন।

আসনং বসনং শয্যা জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ॥” (কণ্বলোচনঃ)

• “রক্তঃ কোণেরবস্ত্রক মহাদেবীে প্রণততে॥

পীতঃ তথৈব কোণেরঃ বাসুদেবায় চোৎসজেৎ।

রক্তস্ত কণ্বলঃ শ্রীয়াঃ শিবায় পরমর্ষয়েৎ॥

বিচিত্রং সর্বদেবেভ্যোঃ দেবীভ্যোঃ চোৎসং নিবেদয়েৎ।

কার্পাসং সর্গতোভ্যঃ শ্রীয়াং সর্গেভ্যঃ এব চ।

নৈকান্তরক্তঃ শ্রীয়াঃ বাসুদেবায় তেলক্।

তথা নৈকান্তরক্তঃ শিবায় বিনিবেদয়েৎ।

নীলারক্তস্ত যজ্ঞঃ তৎ সর্গং বিবর্জিতম্।

দৈবে পৈত্রে যোপযোগে বর্জয়েত্তথৈব চ।

নীলীকুশলমাদিত্য, যো শ্রীয়াঃ দিবে যুৎ।

নিমলঃ তস্ত তৎপূজা তথা তথৈব তৈত্তরং।

বিচিত্রে বাসি পূনঃ শ্রী নীলীবিবর্জিতম্।

বসন্তঃ শ্রীয়াঃ মহাদেবীে নান্তঃ কদাচন।

বিপদাঃ ত্রাঙ্কণাঃ যজ্ঞং দেবাণাং বাসবো যথা।

তথা কৃষ্ণবর্ণং বসন্তং যজ্ঞে চোৎসজেৎ।

বস্ত্রং জায়েতে লজ্জাং যজ্ঞে জায়েতে যজ্ঞম্।

শ্রীয়াং সর্গং সর্গভ্যঃ সর্গভ্যঃ সর্গভ্যঃ সর্গভ্যঃ।”

(কালিকাপুঃ ৬৮ অঃ)

- ধৌত বস্ত্র প্রোগ্রা বা উদগগ্র করিয়া প্রসারিত করিবে।
- কিন্তু পশ্চিমাগ্র বা দক্ষিণাগ্র করিয়া প্রসারিত করিলে, তাহা পুনর্বার প্রাকালনে গুচি করিয়া লইতে হয়।

“প্রাগগ্রাদুদগগ্র বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েৎ।”

পশ্চিমাগ্রঃ দক্ষিণাগ্রঃ পুনঃ প্রাকালনাং গুচি।” (সত্যতপাঃ)

- প্রচেষ্টা বলিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি বস্ত্র নিজ হস্তে ধৌত করিয়া লইয়া সেই বস্ত্রে ধর্ম্মকাণ্ড করিবেন। কিন্তু রজক ধৌত কিংবা একেবারে অধৌত বস্ত্রে কখন ধর্ম্ম ক্রিয়া করিবেন না। তবে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অত্যাশ্রয় স্বজাতি, বন্ধুবান্ধব বা ভৃত্যাদৌত বস্ত্রের পবিত্রতার হানি হয় না।\*

মানের পর মস্তকের জলাপনয়নের অস্ত্র গ্রন্থ ভাবে উক্তীয়-বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। হাত, দণ্ড, মুষিকোৎকীর্ণ, বা জীর্ণ, বিশেষতঃ পরকীয় বস্ত্র পরিয়া ধর্ম্ম কাণ্ড করিতে নাই।

“রাজহংসনিভং প্রোপা উক্তীয় শিথিলার্ণবম্।

জলক্ষয়নিমিত্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মুর্ধ্বনি।”

“ন স্মাতেন ন দধ্মেন পারকোণ বিশেষতঃ।

মুষিকোৎকীর্ণ জীর্ণেন কর্ম্মকুর্ঘ্যাবিচক্ষণঃ।” (মহাভারত)

কিঞ্চিং রক্তবর্ণ, অত্যন্ত রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, মলপূর্ণ বা দশাহীন বস্ত্র প্রাপ্ত নহে।

“ন রক্তমবণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রাপ্ততঃ।

মলাক্কঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদধরং বৃণঃ।” (নারসিংহপুং)

কিন্তু আচাররত্নে লিখিত আছে, দশাহীন বস্ত্রেও অভাব থাকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে।

“দশাহীনেন বস্ত্রেণ কুর্ঘ্যং কৰ্ম্মণ্যভাবতঃ।” (আচাররত্ন)

অত্মধৃতবস্ত্র এবং রক্ত, মলিন, বা দশাহীন বসন ব্যবহার নির্বিজ্ঞ; কেবল স্বেত বস্ত্রই যত্নের সহিত ধারণীয়। সামর্থ্যে কুলাইলে জীর্ণ বা মলিন বাস ব্যবহার করিতে নাই।

“বস্ত্রং নাত্মধৃতং ধার্য্যং ন রক্ষ্যং মলিনং তথা।

জীর্ণং বাপদশকৈব স্বেতং ধার্য্যং প্রযত্নতঃ।”

\* “যঃ ধৌতেন কর্ম্মকাণ্ডা ক্রিয়া ধর্ম্মা বিপাক্তাঃ।

ন চ রজকধৌতেন বা ধৌতেন তথৈব কচিৎ।

পুত্রমিত্রকলত্রৈশ স্বজাতিবান্ধবেষ চ।

দান্যবর্ণৈশ বস্ত্রৈশ্চ তৎপরিব্রজিতি বিধিঃ।” (প্রচেষ্টা)

উপানহঃ নাত্মধৃতং ব্রহ্মহৃদঞ্চ ধারয়েৎ।

ন জীর্ণমলবাসো ভবেচ্চ বিভবে সতি।” (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

মানাস্তে ধৌত অগ্নির বাস পরিধেয়। ধৌতবস্ত্রের অভাব থাকে শপ, কৌম, আবিজ, নেপালদেশীয় কঞ্চল, কিংবা যোগপট্ট ধারণ করিবে। স্থূল কথা, ঐক্লপ বস্ত্রের যে কোন একখানি বসন দ্বারা দ্বিতীয় বস্ত্রধারী হইতে হইবে। অধৌত-বসন পরিয়া নিত্যানৈমিত্তিক ক্রিয়া করিলে কোনই ফল হয় না এবং অধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দান করিলেও তাহা নিফল হইয়া থাকে।\*

মানাস্তে তর্পণ না করিয়া বস্ত্রনিম্পীড়ন করিবে না। জাবালি বলিয়াছেন, তর্পণের পূর্ব্বক যে মানবস্ত্র নিম্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ সহ দেবগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান।

“নিম্পীড়য়াত যঃ পূর্ব্বং মানবস্ত্রস্ত তর্পণাৎ।

নিরাশাপ্তস্ত গচ্ছান্ত দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।” (জাবালি)

মান করিয়া আর্দ্র বসন সবেও যে ব্যক্তি বিষ্ঠা বা মূত্র পরি-  
তাগ করে, তাহাকে তিন বার প্রাণায়াম করিয়া পুনরায়  
মানাস্তে শুদ্ধ হইতে হয়। আর একমাত্র আর্দ্রবসনই সর্ব্বদা  
পরিধান করিয়া থাকিবে না। আর্দ্র বসনও সপ্তবার বাতাহত  
হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

“মানং কৃত্ত্বার্বাসান্ত বিধুং কুরুতে যদি।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পুনঃ মানেন শুধ্যতি॥

নার্দ্দমেকঞ্চ বসনং পরিদহ্যৎ কথঞ্চন।” (হারীত)

“আর্দ্রঞ্চ সপ্তবাতাহতমপি শুদ্ধমিতি” (মদনপারিজাত)

বটগ্রংশমতে ও নিগমে সংক্রান্তি প্রভৃতিতে বস্ত্রনিম্পীড়ন  
নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্তা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধ দিনে  
বস্ত্রনিম্পীড়ন বা ক্ষার সহ বস্ত্র যোগ করিতে নাই।

“সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাঞ্চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।

বস্ত্রং ন পীড়য়েত্তত্র ন চ ক্ষারেণ যোজয়েৎ॥” (তিথ্যান্তিক)

\* “স্মারিবঃ বাসরী ধৌতে অগ্নিয়ে পরিধায় চ।

প্রাকালোহ দুগ্ধস্ত হস্তৌ প্রাকালয়েত্ততঃ।

অভায়ে ধৌতবস্ত্রাণাং শাপকৌমাধিকানি চ।

কৃত্তপো বোঃপটং বা দিক্কাসা বেন বা ভবেৎ।

অধৌতেন চ বস্ত্রেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়াঃ।

কুর্দন কলং ন বাঘোতি দত্তং তবতি নিফলম্।” (গোমি-বাজবল্য)

